স্কন্দ পুরাণম্ পত্র।

সপ্তখণ্ডাত্মকম্।

কাশীখণ্ড,

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

পণ্ডিতপ্রবর-

ানন তর্করত্ন-সম্পাদিতম্।

কলিকাতা,

৬।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-প্রেসে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৫ পনের টাকা।

স্কন্দপুরাণের সূচী পত্র।

কাশীখণ্ড।

বিষয় পৃষ্ঠা

পূর্ব্বার্দ্ধখণ্ড।

পূর্ব্বার্দ্ধের সূচীপত্র সমাপ্ত।

উত্তরার্দ্ধখণ্ড।

উত্তরার্দ্ধ সমাপ্ত।

কাশীখণ্ড সমাপ্ত।

স্কন্দ পুরাণম্।

কাশীখণ্ডম্।

পূর্ব্বার্দ্ধম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ওঁ নমস্যে মহেশানং মহেশানপ্রিয়ার্ভকম্। গণেশানং করিগণেশানাননমনাময়ম্ ॥ ১ ॥ ভূমিষ্ঠা ! ন যত্র ভুক্তির্দিবতোঽপ্যুচ্চৈরধঃস্থাপি যা। যা বদ্ধা ভুবি মুক্তিদা স্যুরমৃতং যস্যাং মৃতা জন্তবঃ। যা নিত্যং ত্রিজগৎপবিত্রতটিনীতীরে সুরৈঃ সেব্যতে, সা কাশী ত্রিপুরারিরাজনগরী পায়াদপায়াজ্জগৎ ॥ ২ ॥ নমস্তস্মৈ মহেশায় যস্য সন্ধ্যাত্রয়চ্ছলাৎ। যাতায়াতং প্রকুর্ব্বন্তি ত্রিজগৎপতয়োঽনিশম্ ॥ ৩ ॥ অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ। সূতাগ্রে কথয়ামাস কথাং পাপাপনোদিনীম্ ॥ ৪ ॥ শ্রীব্যাস উবাচ। কদাচিন্নারদঃ শ্রীমান্ স্নাত্বা শ্রীনর্ম্মদাম্ভসি। শ্রীমদোঙ্কারমভ্যর্চ্য সর্ব্বদং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫ ॥ ব্রজন্ বিলোকয়াঞ্চক্রে পুরো বিন্ধ্যধরাধরম্। সংসারতাপসংহারি-রেবাবারি-পরিষ্কৃতম্ ॥ ৬ ॥ দৈত্যপোষাণি কুর্ব্বন্তং স্থাবরেণ চরেণ চ। সাভিখ্যেন যথার্থাখ্যামুচ্চৈর্ব্বসুমতীমিমাম্ ॥ ৭ ॥ রসালয়ং রসালৈস্তৈরশোকৈঃ শোকহারিণম্। তালৈস্তমালৈর্হিন্তালৈঃ সালৈঃ সর্ব্বত্র শালিতম্ ॥ ৮ ॥ খর্জ্জুরৈঃ খর্জ্জুরাকারং শ্রীফলং শ্রীফলৈঃ কিল। গুরুপ্রিয়ং অগুরুভিঃ কপিপিঙ্গং

ত্রিবিধতাপ-নির্ম্মুক্ত, ভবানীতনয় গজেন্দ্রবদন সুপ্রসিদ্ধ বিঘ্নরাজ গণপতিকে, আমরা ধ্যান করি।

যে কাশী, ভূতলস্থা হইয়াও, স্বয়ং পৃথিবী নহেন; যিনি অধঃস্থিতা হইয়াও, স্বর্গ হইতে উচ্চতর; যিনি স্বয়ং ভূমণ্ডলে আবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মানা হইলেও মুক্তিদান করেন,—যে স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া জীবগণ, মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন,—সেই সদাসুর-[illegible]বিতা, গঙ্গাতীর-বিরাজিতা, বিশ্বেশ্বর-রাজ-[illegible]লোকবিদিতা কাশী জগতের বিপত্তি বিনাশ

[illegible] বিষ্ণু, মহেশ্বর—যদীয় [illegible] করিতে-[illegible] অষ্টাদশ পুরাণ[illegible] নিকট নিখিল-কলুষহারিণী কাশীখণ্ড-কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। একদা, শ্রীমান্ দেবর্ষি নারদ, সুশোভন নর্ম্মদানীরে অবগাহনপুরঃসর নিখিল জীবের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাতা গৌরী-সমন্বিত ওঙ্কারেশ্বরের পূজা করিয়া গমন করিতে করিতে সম্মুখে সংসার-তাপবিনাশন-নর্ম্মদা-সলিল-পরিষ্কৃত বিন্ধ্যপর্ব্বত অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, বিন্ধ্যগিরির সুশোভন স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয় শরীর দ্বারাই পৃথিবীর 'বসুমতী' নামের সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা সম্পাদন হইতেছে ।৫-৭। বিন্ধ্যগিরি, রসাল-পাদপের সমাবেশে রসপূর্ণ, অশোকতরুরাজির অধিষ্ঠানে আশ্রিতের শোকাপহ। এতদ্ভিন্ন দেখিলেন, তাল, তমাল, হিন্তাল, শাল বনস্পতি, বিন্ধ্যের সর্ব্বত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে। দেখিলেন, বিন্ধ্যগিরি, গুবাক-

কপিত্থকৈঃ ॥ ৯ ॥ বনশ্রিয়ঃ কুচাকারৈর্লকুচৈশ্চ মনোহরম্। সুধাফলসমারক্তি-রম্ভাভিঃ পরিভূষিতম্ ॥ ১০ ॥ সুরঙ্গৈশ্চাপি নারঙ্গৈ রঙ্গমণ্ডপবিভ্রমৈঃ। বানীরৈশ্চাপি জম্বীরৈর্বীজপূরৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ১১ ॥ অনিলালোলকল্লোলবল্লীহল্লীসকাঞ্চিতম্। লবলীলবলীলাভির্লীলালীলালয়ং কিল ॥ ১২ ॥ মন্দান্দোলিতকর্পূর-কদলীদলসংজ্ঞয়া। বিশ্রমায় শ্রমাপন্নানাহ্বয়ন্তমিবাধ্বগান্ ॥ ১৩ ॥ পুন্নাগমিব পুন্নাগপল্লবৈঃ করপল্লবৈঃ। কলয়ন্তমিবালোলৈর্মল্লিকাস্তবকস্তনম্ ॥ ১৪ ॥ বিদীর্ণদাড়িমৈঃ স্বান্তং দর্শয়ন্তং রাগবৎ। মাধবীং ধবরূপেণ শ্লিষ্যন্তমিব কাননে ॥ ১৫ ॥ উদুম্বরৈরম্বরগৈরনন্তফলমালিতৈঃ। ব্রহ্মাণ্ডকোটীর্বিভ্রন্তমনন্তমিব সর্বতঃ ॥ ১৬ ॥ পনসৈর্ঘননাসাভৈঃ শুকনাসৈঃ পলাশকৈঃ। পলাশনাশিবিরহিণাং পত্রত্যক্তৈরিবাবৃতম্ ॥ ১৭ ॥ কদম্ববাদিনো নীপান্ দৃষ্ট্বা কণ্টকিতৈরিব। সমন্ততো ভ্রাজমানং কদম্বনিকুরম্বকৈঃ ॥ ১৮ ॥ নমেরুভিশ্চ মেরুচ্চশিখরৈরিব রাজিতম্। রাজাদনৈশ্চ মদনৈঃ সদনৈরিব কামিনাম্ ॥ ১৯ ॥ তটে তটে পটুবটৈঃ রুচ্চৈঃ পটকুটীবৃতম্। কুটজস্তবকৈর্ব্রাতমধিষ্ঠিতবকৈরিব ॥ ২০ ॥ করমর্দ্দৈঃ করীরৈশ্চ করঞ্জৈশ্চ করম্বকৈঃ। সহস্রকরবত্তান্তমর্থিপ্রত্যুদগতৈঃ করৈঃ ॥ ২১ ॥ নীরাজিতমিবোদ্দীপৈ রাজচম্পককোরকৈঃ। সপুষ্পশাল্মলীভিশ্চ জিতপদ্মাকরশ্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥ ক্বচিচ্চলদলৈরুচ্চৈঃ ক্বচিৎ কাঞ্চনকেতকৈঃ। কৃতমালৈর্নক্তমালৈঃ শোভমানং ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ২৩ ॥ কর্কন্ধুবন্ধুজীবৈশ্চ পুত্রজীবৈর্বিরাজিতম্। সতিন্দুকেঙ্গুদীভিশ্চ করুণৈঃ করুণালয়ম্ ॥ ২৪ ॥ গলন্মধুককুসুমৈ-

---

বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা গগনমণ্ডল আবরণ করিয়া অবস্থিত, বিল্বপাদপবৃন্দে পরিশোভিত, অগুরুবনে বিরাজিত এবং কপিত্থকাননে পিঙ্গলবর্ণ। নারদ দেখিলেন, বিন্ধ্যপর্ব্বত অরণ্য-লক্ষ্মীর স্তনমণ্ডলসদৃশ ফলপূর্ণ, লকুচ-তরুকদম্বে মনোহর এবং সুধাস্বাদফলসম্পন্ন রম্ভাস্তম্বে পরিশোভিত। নারদ দেখিলেন, বিন্ধ্যগিরি, অনুরাগবর্দ্ধক নাগরঙ্গ-তরুনিকরে রঙ্গভূমিবৎ শোভমান এবং বানীর, বীজপূর ও জম্বীর বৃক্ষে পরিপূর্ণ। তিনি দেখিলেন, ঐ পর্ব্বতের কোন স্থান, মন্দ মারুতহিল্লোলে কম্পমান অনন্ত কল্লোললতিকা দ্বারা নৃত্য-পরায়ণা কামিনীগণের শোভা হরণ করিতেছে। কোন স্থলে বা লবলীকিশলয়াবলী বায়ুভরে ঈষৎকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছিল যেন ইহা সুসজ্জিত নৃত্যাগার। কোন স্থলে বা বায়ু-বিকম্পিত কর্পূর ও কদলী বিটপিনিকর দ্বারা ঐ পর্ব্বত যেন অতিশয় শ্রান্ত পথিকগণকে বিশ্রামের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। কোন স্থলে মল্লিকাগুচ্ছরূপ স্তনে ঈষৎ চঞ্চল পুন্নাগতরু-পল্লবরূপ করপল্লব বিন্যাস করিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বত, কোন কামি-পুরুষপ্রধানের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বিন্ধ্যপর্ব্বত, বিদীর্ণ দাড়িম্ব ফল দ্বারা যেন আপনার অনুরাগ-পূর্ণ হৃদয়ের ভাব প্রদর্শন করত বনমধ্যবর্ত্তিনী মাধবী লতাকে পতিরূপে যেন আলিঙ্গন করিতেছে। অনন্তফলসম্পন্ন গগনস্পর্শী উদুম্বর তরু-নিকরের অস্তিত্ব প্রযুক্ত বিন্ধ্যগিরি ব্রহ্মাণ্ডকোটিধারী অনন্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। বনস্থলীর নাসিকাস্বরূপ পনস ফলরাজি বিন্ধ্যগিরিকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল। শুক-নাসাকৃতি পলাশ বৃক্ষ, বিরহিগণের বিরহোদ্দীপনা করত তাহাদের মাংস ভোজন অর্থাৎ কৃশত্ব-সম্পাদনের ফলে স্বয়ং গলিতপত্র হইয়া (পরকে দুঃখ দিলে আপনার দুঃখ হয়, এই বাক্য সার্থক করত) বিন্ধ্যপর্ব্বতকে আচ্ছাদন করিয়াছিল। কদম্ব বলিয়া আত্ম-পরিচয়প্রদানকারী নীপতরুবরকে (ক্ষুদ্র কদম্বসমূহকে) দেখিয়াই যেন রোমকণ্টকিত ভাবে অবস্থিত (বৃহৎ) কদম্বসমূহ বিন্ধ্যগিরির শোভা সম্পাদন করিতেছিল। সুমেরুবৎ উচ্চ শিখর-সম্পন্ন সুমেরুপাদপ, রাজাদন বৃক্ষ এবং কামিজনসদন সদৃশ মদনবৃক্ষ দ্বারা বিরাজিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ বটবৃক্ষ পটমণ্ডপের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যেন বকাধিষ্ঠান-শুভ্র কুটজগুচ্ছ বিন্ধ্যপর্ব্বতে বিরাজমান ছিল। করমর্দ্দ, করীর, করঞ্জ এবং কলম্ব বৃক্ষশ্রেণী বিন্ধ্যগিরির স্তবকাবলী-সমন্বিত সহস্র-করবৎ শোভা পাইতেছিল। স্থানে স্থানে অসংখ্য উজ্জ্বলবর্ণ রাজচম্পক-কোরক-শ্রেণী যেন বিন্ধ্যগিরির আরতি করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। কুসুমাবলি-বিরাজিত শাল্মলী তরুনিকর দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বতের শোভা সরোবর-শোভা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অশ্বত্থবৃক্ষ, কাঞ্চন-[illegible] শ্রেণীবদ্ধ উৎকৃষ্ট করঞ্জ বৃক্ষনিচয় [illegible] অতীব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। [illegible], বন্ধুজীব, জীবপুত্রনামক [illegible] বিন্ধ্যগিরিকে সুশোভিত করিতেছিল। [illegible] ও ইঙ্গুদীবৃক্ষরাজীসমূহের করুণালয় বিন্ধ্য, করুণ বৃক্ষ দ্বারা

র্ধরাকপধরস্য হরম্। স্বহস্তমুক্তমুক্তাভির্বর্চয়ন্তমিবানিশম্॥ ২৫॥ সর্জ্জার্জ্জুনাঞ্জনৈর্বীজৈর্ব্যজনৈর্বীজ্যমানবৎ। নারিকেলৈঃ সখর্জ্জুরৈর্ধৃতচ্ছত্রমিবাদ্রয়ে॥ ২৬॥ অমন্দৈঃ পিচুমন্দৈশ্চ মন্দারৈশ্চ কোবিদারকৈঃ। পাটলাতিন্তিনীঘোণ্টাশাখোটৈঃ করহাটকৈঃ॥ ২৭॥ উদ্দণ্ডৈশ্চাপি শেরুণ্ডৈরেরণ্ডৈর্মধুপুষ্পকৈঃ। বকুলৈস্তিলকৈশ্চৈব তিলকাঙ্কিতমস্তকম্॥ ২৮॥ অক্ষৈঃ প্লক্ষৈঃ শল্লকীভির্দেবদারুহরিদ্রুমৈঃ। সদাফলসদাপুষ্পবৃক্ষবল্লীবিরাজিতম্॥ ২৯॥ এলালবঙ্গমরিচকুলঞ্জনবনাবৃতম্। জম্বাম্রাতকভল্লাতশেলুশ্রীপর্ণিবর্ণিতম্॥ ৩০॥ শাকশঙ্খবনৈ রম্যং চন্দনৈ রক্তচন্দনৈঃ। হরীতকীকর্ণিকার-ধাত্রীবনবিভূষণম্॥ ৩১॥ দ্রাক্ষাবল্লীনাগবল্লী-কণাবল্লীশতাবৃতম্। মল্লিকাযূথিকাকুন্দমদয়ন্তীসুগন্ধিনম্॥ ৩২॥ ভ্রমদ্ভ্রমরমালাভির্মালতীভিরলঙ্কৃতম্। অলিচ্ছলাগতং কৃষ্ণং গোপীবৃন্দমনেকশঃ॥ ৩৩॥ নানামৃগগণাকীর্ণং নানাপক্ষিবিনাদিতম্। নানাসরিৎসরঃস্রোতঃপল্বলৈঃ পরিতো বৃতম্॥ ৩৪॥ তুচ্ছশ্রিয়ঃ স্বর্গভূমীঃ পরিহায়াগতৈরিব। নানাসুরনিকায়ৈশ্চ বিষয়োপভোগেচ্ছয়োষিতম্॥ ৩৫॥ উৎসৃজন্তমিবার্ঘ্যং বৈ পত্রপুষ্পৈরিতস্ততঃ। কেকিকেকারবৈর্দূরাৎ কুর্ব্বন্তং স্বাগতং কিল॥ ৩৬॥ অথ সূর্য্যশতাভাসং নভসি দ্যোতিতাম্বরম্। নারদং দৃষ্টবান্ শৈলো দূরাৎ প্রত্যুজ্জগাম তম্॥ ৩৭॥ ব্রহ্মসূনুবপুস্তেজোদূরীকৃতদরীতমাঃ। তমাগচ্ছন্তমালোক্য মানসন্তম উজ্জহৌ॥ ৩৮॥ ব্রহ্মতেজঃসমুদ্ভূতসাধ্বসঃ সাধুসৎক্রিয়ঃ। কঠিনোঽপি পরিত্যাজ্য ধত্তে মৃদুলতাং কিল॥ ৩৯॥ দৃষ্টা মৃদুলতাং তস্য দৈবরূপোঽপি স নারদঃ। মুমুদে সুতরাং সন্তঃ প্রশ্রয়গ্রাহ্যমানসাঃ॥ ৪০॥ গৃহানায়ান্তমালোক্য গুরুং বাগুরুমেব বা। যোঽগুরুর্নম্রতাং ধত্তে স গুরুর্গুরুর্গুরুঃ॥ ৪১॥ তং প্রত্যুচ্চৈঃশিরাঃ সোঽপি

আবৃত ছিল। বৃক্ষ-বিচ্যুত অসংখ্য মধুকপুষ্পরূপ স্বহস্তবিমুক্ত মুক্তারাশি দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বত যেন পৃথিবীরূপধারী শিবেরপূজা করিতেছিল। সাল, অর্জ্জুন ও অঞ্জন প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী চামরের ন্যায় বিন্ধ্যগিরিকে বীজন করিতেছিল। কোথাও বা তাল ও নারিকেল বৃক্ষরাজী যেন তাহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। উত্তম নিম্ব, পারিজাত, কোবিদার, পাটল, তিন্তিলী, বদর, শাখোট, ও করহাটক বৃক্ষনিকর দ্বারা বিন্ধ্যগিরি বিরাজিত ছিল। উদণ্ড শেহণ্ড, এরণ্ড, মধুক, বকুল, তিলক প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ বিন্ধ্যপর্ব্বতশিখরে তিলকবৎ শোভা পাইতেছিল। বিভীতক, প্লক্ষ, শল্লকী, দেবদারু, হরীতকী, প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ এবং সর্ব্ব কালেই ফল ও পুষ্পশালী নানা প্রকার বৃক্ষ ও লতা দ্বারা বিন্ধ্যগিরি বিরাজিত ছিল। এলা, লবঙ্গ, মরিচ ও কুলঞ্জন বন দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বত আচ্ছন্ন। জম্বু, আম্রাতক, ভল্লাত, শেলু, গাম্ভারী প্রভৃতি বৃক্ষ, নানাবিধ গুল্মসমূহ, অসংখ্য শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, হরীতকী, কর্ণিকার, ধাত্রীবন এবং শত দ্রাক্ষালতা, তাম্বূলবল্লী ও পিপ্পলী লতা বিন্ধ্যগিরিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল। মল্লিকা, যূথিকা, কুন্দ এবং মদয়ন্তী কুসুমরাজি বিন্ধ্যগিরির সৌরভ সম্পাদন করিতেছিল। মালতী কুসুমাবলীর উপর ভ্রমণশীল ভ্রমরপঙ্‌ক্তি,—গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য ভ্রমরচ্ছলে আগত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়,—বিন্ধ্যপর্ব্বতকে অলঙ্কৃত করিতেছিল। বিন্ধ্য—নানা মৃগগণে পরিব্যাপ্ত, বিবিধ পক্ষিকূজনে প্রতিধ্বনিত এবং বহুতর সরিৎ-সরোবর-পল্বল-প্রবাহে আবৃত। অনেকানেক দিব্য জাতিবৃন্দ, স্বল্প সৌন্দর্য্য স্বর্গভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভোগাভিলাষেই যেন এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। নারদ দেখিলেন, বিন্ধ্যপর্ব্বত, ইতস্ততঃ নিপতিত পুষ্পসমূহ দ্বারা যেন অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন, ময়ূরের কেকারবে যেন তিনি দূর হইতে স্বাগত প্রশ্ন করিতেছেন। অনন্তর বিন্ধ্যগিরি, শতসূর্য্যসমপ্রভ উজ্জ্বলিতাম্বর দেবর্ষি নারদকে আকাশপথে অবলোকন করিয়া দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ব্রহ্ম-নন্দন নারদের শরীরতেজে, বিন্ধ্যগিরির কন্দরের তমঃ (অন্ধকার) দূর হইল। গিরি দেবর্ষিকে আসিতে দেখিয়া মনের তমও (দর্প) পরিত্যাগ করিলেন।২৪—৩৮। ব্রহ্মতেজোভয়ে গিরি ভীত হইলেন;—তখন, সাধুজনের সমাদরকারী বিন্ধ্য, স্বভাবতঃ কঠিন হইলেও স্বীয় কাঠিন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কোমলতা অবলম্বন করিলেন। নারদ গিরিবরের উভয় মূর্ত্তিতেই কোমলতা অবলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন; সাধুগণের চিত্ত বিনয়েই বশীভূত। যে ব্যক্তি স্বয়ং উৎকৃষ্টতর হইলেও স্বগৃহাগত গুরু লঘু সকল ব্যক্তির নিকটেই নম্রতা অবলম্বন করেন, তিনিই মহত্ত্ব-সম্পন্ন; যিনি উচ্চ আত্মগৌরবে থাকেন, তিনি মহত্ত্ব-সম্পন্ন নহেন।

মহামুনিম্ ॥ ৪২ ॥ তমুত্থাপ্য করাগ্রাভ্যামাশীর্ভি-রভিনন্দ্য চ। তদুদ্দিষ্টাসনং ভেজে মনসোঽপি সমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ৪৩ ॥ স দধ্যা মধুনাজ্যেন নীরার্দ্রাক্ষত-বিনম্রতরকন্ধরঃ। শৈলশ্বিলামিলন্মৌলিঃ প্রণনাম দূর্ব্বয়া। তিলৈঃ কুশৈঃ প্রসূনৈস্তমষ্টাঙ্গার্ঘ্যে-রপূজয়ৎ ॥ ৪৪ ॥ গৃহীতার্ঘ্যং কিল শ্রান্তং পাদ-সংবাহনাদিভিঃ ॥ গতশ্রমমথালোক্য বভাষেঽবনতো গিরিঃ ॥ ৪৫ ॥ অদ্য সদ্যঃ পরিহৃতং ত্বদঙ্ঘ্রি রজসা রজঃ। ত্বদঙ্গসঙ্গিমহসা সহসাপ্যান্তরং তমঃ ॥ ৪৬ ॥ সফলর্দ্ধিরহঞ্চাদ্য সুদিবাদ্য চ মে মুনে। প্রাকৃতৈঃ সুকৃতৈরদ্য ফলিতং মে চিরার্জ্জিতৈঃ ॥ ৪৭ ॥ ধরা-ধরত্বং কুলিষু মান্যং মেঽদ্য ভবিষ্যতি। ইতি শ্রুত্বা তদা কিঞ্চিদুচ্ছ্বস্য স্থিতবান্মুনিঃ ॥ ৪৮ ॥ পুনরূচে কুলিবরঃ সম্ভ্রমাপন্নমানসঃ উচ্ছ্বাসকারণং ব্রহ্মন্ ব্রূহি সর্ব্বার্থকোবিদ ॥ ৪৯ ॥ অদৃষ্টং তব নো দৃষ্টং যদিষ্টং বিষ্টপত্রয়ে। অনুক্রোশোঽত্র ময়ি চেচ্চ্যতাং প্রণতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৫০ ॥ ত্বদাগমনজানন্দসন্দোহৈ-র্মেঽদ্যরাবরঃ। অলং ন বক্তুমসক্তুথাপ্যেবং বদা-ম্যহম্ ॥ ৫১ ॥ ধরাধরণসামর্থ্যং মের্ব্বাদৌ পূর্ব্ব-পুরুষৈঃ। বর্ণ্যতে সমুদায়াত্তদহমেকো দধে ধরাম্ ॥ ৫২ ॥ গৌরীগুরুত্বাচ্ছিবানাধিপত্যাচ্চ ভূভৃতাম্। সম্বন্ধিত্বাৎ পপতেঃ স একো মান্যভৃৎ তাম্ ॥ ৫৩ ॥ ন মেরুঃ স্বর্ণপূর্ণত্বাদ্রত্নসানুতয়াথবা। সুরসদ্মতয়া বাপি ক্বাপি মান্যো মতো মম ॥ ৫৪ ॥ পরং শতং ন কিং শৈলা ইলাকলনকেলয়ঃ। ইহ সন্তি সতাং মান্যা মান্যাস্তে তু স্বভূমিষু ॥ ৫৫ ॥ মন্দেহদেহসন্দেহা-দুদয়ৈকদয়াশ্রিতঃ। নিষধো নৌষধিধরোঽপ্যস্তো-ঽপ্যস্তমিতপ্রভঃ ॥ ৫৬ ॥ নলশ্চ নীলীনিলয়ো মন্দরো মন্দরোচনঃ। সর্পালয়ঃ স মলয়ো রাঙ্গং নাবৈতি রৈবতঃ ॥ ৫৭ ॥ হেমকূটত্রিকূটাদ্যাঃ কূটোত্তরপদাস্ত তে। কিষ্কিন্ধ ক্রৌঞ্চসহ্যাদ্যা ভারসহা ন তে ভুবঃ ॥ ৫৮ ॥ ইতি বিন্ধ্যবচঃ শ্রুত্বা নারদোঽচিন্তয়দ্ধৃদি। অথর্ব্বগর্ব্বসংসর্গো

গিরিবর উন্নত-শিখর হইলেও প্রণত-কন্ধর হইয়া ভূতল-বিলুণ্ঠিতমস্তকে, মহর্ষি নারদকে প্রণাম করিলেন। নারদ, গিরিকে করদ্বয় ধারণপূর্ব্বক তুলিয়া এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া, গিরিবরের উচ্চতর হৃদয় অপেক্ষাও উন্নত, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বিন্ধ্য,—দধি, মধু, ঘৃত, জলার্দ্র অক্ষত, দূর্ব্বা, তিল, কুশ, এবং পুষ্প, এই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য দ্বারা নারদের পূজা করিলেন। মুনিবর অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে, গিরি, শ্রান্ত দেবর্ষির পাদসেবাদি করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে গতশ্রম অবলোকন করিয়া অবনতভাবে বলিতে লাগিলেন,—মুনে! আপনার চরণরজ দ্বারা অদ্য আমার রজোগুণ অপহৃত হইল, আপনার দেহপ্রভায় আমার আন্তরিক তমও দূর হইয়াছে। আজ আমার সম্পত্তি সফল হইল, আজ আমার কি সুদিন! চিরকালার্জ্জিত প্রাক্তন সুকৃতরাশি আজ ফলিল। অদ্য পর্ব্বতের মধ্যে মান্য পর্ব্বতত্ব আমার হইল। মুনি এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। তখন গিরিবর, সম্ভ্রান্তচিত্তে পুনরায় বলিলেন, হে সর্ব্বার্থ-কোবিদ ব্রহ্মন্! নিশ্বাস পরি-ত্যাগের কারণ কি বলুন। ত্রৈলোক্যে আপনার অবিদিত প্রার্থ্য বস্তু আর কেহ দেখে নাই; আমি প্রণাম করিতেছি আমার প্রতি যদি দয়া থাকে ত জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করুন। আপনার আগমন-সম্ভূত আনন্দ-সন্দোহে আমার কণ্ঠরোধ হইতেছে, এই জন্য বহুবাক্য বলিতে পারিতেছি না, তথাপি এককথা বলিতেছি; পূর্ব্বপুরুষগণ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতের যে পৃথিবীধারণশক্তি কীর্ত্তন করেন, তাহা পর্ব্বত-সমুদয়কে উদ্দেশ করিয়া; কোন এক পর্ব্বতের সে শক্তি নাই। আর আমি একাকীই পৃথিবী ধারণ করিতে পারি। এক হিমালয়ই সজ্জন-সকাশে মান্য; তাহার কারণও—হিমালয়,—গৌরীর পিতা, পর্ব্বতের রাজা এবং শিবের শ্বশুর। (নতুবা পার্ব্বত্যগুণে তিনি মান্য নহেন।) স্বর্ণপূর্ণ, রত্নসানুসম্পন্ন এবং দেবগণের আবাসভূমি হইলেও সুমেরুকে আমি মান্য মনে করি না। পৃথিবী-ধারণশীল অসংখ্য শৈল আছে, তাহারাও সজ্জনগণের মান্য বটে, কিন্তু স্ব স্ব স্থানেই তাহারা মাননীয়। আশ্রিত মন্দেহনামক রাক্ষসগণের দেহ-সংশয় করাতেই উদয়গিরির দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়; নিষধ পর্ব্বতে ওষধি নাই; অস্তগিরি প্রভাহীন। নীলপর্ব্বত নীলীময়, মন্দরের মন্দ প্রকাশ, মলয় ত সর্পের আবাসভূমি, রৈবত পর্ব্বত ধন রক্ষা করেন না। হেমকূট ত্রিকূট প্রভৃতি পর্ব্বতের উত্তর পদই ত কূট; কিষ্কিন্ধ্য, ক্রৌঞ্চ এবং সহ্য পর্ব্বতাদি ভূভার-সহনে উপযুক্ত নহে।” বিন্ধ্যের এই কথা শুনিয়া নারদ, মনে চিন্তা করিলেন, অতি অহঙ্কার

ন মহত্ত্বায় কল্পতে ॥ ৫৯ ॥ শ্রীশৈলমুখ্যাঃ কিং শৈলা নেহ সন্ত্যমলশ্রিয়ঃ। যেষাং শিখরমাত্রাদি-দর্শনং মুক্তয়ে সতাম্ ॥ ৬০ ॥ অদ্যাস্ত বলমালোক্যমিতি ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনিঃ। সত্যমুক্তং হি ভবতা গিরিসারং বিব্রুবতা ॥ ৬১ ॥ পরং শৈলেষু শৈলেন্দ্রো মেরুস্ত্বামবমন্যতে। ময়া নিঃশ্বসিতং চৈতত্ত্বয়ি চাপি নিবেদিতম্ ॥ ৬২ ॥ অথবা মদ্বিধানাং হি কেয়ং চিন্তা মহাত্মনাম্। স্বস্ত্যস্ত তুভ্যমিত্যুক্ত্বা যযৌ স ব্যোমবর্ত্মনি ॥ ৬৩ ॥ গতে মুনৌ নিনিন্দ স্বমন্তীবোদ্বিগ্নমানসঃ। চিন্তামবাপ মহতীং বিন্ধ্যো বন্ধ্যমনোরথঃ ॥ ৬৪ ॥ বিন্ধ্য উবাচ। ধিগ্‌জীবিতং শাস্ত্রকলোজ্‌ঝিতস্য ধিগ্‌জীবিতঞ্চোদ্যমবর্জ্জিতস্য। ধিগ্‌জীবিতং জ্ঞাতিপরাজিতস্য ধিগ্‌জীবিতং ব্যর্থমনোরথস্য ॥ ৬৫ ॥ কথং ভুনক্তি স দিবা কথং রাত্রৌ স্বপিত্যহো। রহঃ শর্ম্ম কথং তস্য যস্যাভিভবনং রিপোঃ ॥ ৬৬ ॥ অহো দবাগ্নিদবথুস্তথা মাং ন স বাধতে। বাধতে তু যথা চিত্তে চিন্তাসন্তাপসন্ততিঃ ॥ ৬৭ ॥ যুক্তমুক্তং পুরাবিদ্ভিশ্চিন্তামূর্ত্তিঃ সুদারুণা। ন ভেষজৈর্লঙ্ঘনৈর্বা ন চান্যৈরুপশাম্যতি ॥ ৬৮ ॥ চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং ক্ষুধাং নিদ্রাং বলং হরেৎ। রূপমুৎসাহবুদ্ধিং শ্রীং জীবিতঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ জ্বরো ব্যতীতে ষড়হে জীর্ণজ্বর ইহোচ্যতে। অসৌ চিন্তাজ্বরস্তীব্রঃ প্রত্যহং নবতাং ব্রজেৎ ॥ ৭০ ॥ ধন্যো ধন্বন্তরির্নাত্র চরকশ্চরতীহ ন। নাসত্যাবপি নাসত্যাবত্র চিন্তাজ্বরে কিল ॥ ৭১ ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং মেরুং জয়াম্যহম্। উৎপ্লুত্য তস্য শিরসি পতামি ন পতাম্যতঃ ॥ ৭২ ॥ শক্রং কোপয়তা পূর্ব্বমস্মদ্গোত্রেণ কেনচিৎ। পক্ষহীনঃ কৃতো যত্র ধিগপক্ষস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৭৩ ॥ অথবা স কথং মেরুস্তথোচ্চৈঃ স্পর্দ্ধতে ময়া। ভূমের্ভারভৃতঃ প্রায়ো ভবন্তি ভ্রান্তিভূময়ঃ ॥ ৭৪ ॥ অলীকবাক্যমথবা সম্ভাব্যং নারদে কথম্। ব্রহ্মচারিণি বেদজ্ঞে সত্যলোকনিবাসিনি ॥ ৭৫ ॥ যুক্তাযুক্তবিচারোঽথ মাদৃশে নোপযুজ্যতে। পরাক্রমেঽস্বশক্তানাং বিচারং গাহতে মনঃ ॥ ৭৬ ॥ অথবা চিন্তনৈরেতৈঃ কিং ব্যর্থৈর্বিশ্বকারকম্। বিশ্বেশং যায়াং শরণং স মে বুদ্ধিং

মহত্বের কারণ নহে। যাহাদের শিখর মাত্র দর্শনে সজ্জনগণের মুক্তি হয়, সেই শ্রীশৈল প্রভৃতি অমল শোভাসম্পন্ন বহু পর্ব্বতই ত বর্ত্তমান আছে। অদ্য এই পর্ব্বতের বল অবলোকন করিব। নারদ এই চিন্তা করিয়া বলিলেন,—পর্ব্বতদিগের সামর্থ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই সত্য; পরন্তু সকল পর্ব্বতের মধ্যে এক সুমেরু তোমাকে অবজ্ঞা করে। আমি এই জন্যই নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তোমার নিকটে ইহা কীর্ত্তনও করিলাম। অথবা আত্মনিষ্ঠ মাদৃশ ব্যক্তির এই চিন্তায় প্রয়োজন কি? তোমার মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়া নারদ গগনপথে প্রস্থান করিলেন। মুনিবর গমন করিলে উদ্বিগ্নচিত্ত বিফলমনোরথ বিন্ধ্য, মহতী চিন্তা প্রাপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন—শাস্ত্রকলাজ্ঞান-হীন ব্যক্তির জীবনে ধিক্, নিরুদ্যম ব্যক্তির জীবনে ধিক্, জ্ঞাতিপরাজিত ব্যক্তির জীবনে ধিক্, এবং বিফল-মনোরথ ব্যক্তির জীবনে ধিক্। যে ব্যক্তি, শত্রুর নিকট পরাজিত, সে দিবসে ভোজন, নিশায় শয়ন এবং নির্জ্জনে আনন্দলাভ কি করিয়া করে? এই চিন্তা-সন্তাপসমূহ যাদৃশ পীড়া দিতেছে, দাবানল-পীড়াও আমাকে তাদৃশ পীড়িত করিতে পারে না। প্রাচীনেরা যথার্থই বলিয়াছেন, চিন্তার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। ঔষধ, উপবাস বা অন্য কোন উপায়ে চিন্তারোগের উপশম হয় না। মানুষের চিন্তাজ্বর,—ক্ষুধা, নিদ্রা, বল, রূপ, উৎসাহ, বুদ্ধি, শ্রী এবং জীবন নিশ্চয়ই হরণ করে। ছয় দিন অতীত হইলে, জ্বর জীর্ণজ্বর নামে অভিহিত হয়, কিন্তু এই চিন্তাজ্বর প্রত্যহই নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই চিন্তাজ্বরে ধন্বন্তরি ধন্যবাদ পান না; চরকের গতিও এস্থলে নাই; অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও এই জ্বরে সফলতা লাভ করিতে পারেন না। কি করি, কোথায় যাই, সুমেরুকে কিরূপে জয় করি? লম্ফ প্রদান করিয়া সুমেরুর মস্তকে পড়ি না কেন?—না, সেরূপে পড়া হইবে না। ৩৯—৭২। পূর্ব্বকালে আমাদের সগোত্র কোন পর্ব্বত, ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত করাতে, ইন্দ্র আমাদিগকে পক্ষহীন করেন। পক্ষহীন ব্যক্তির সকল চেষ্টাই বিফল। অথবা সুমেরুই বা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করে কেন?—ওঃ! করিতে পারে বটে, ভূভারবাহীরা প্রায়ই ভ্রান্তিযুক্ত হয়। নতুবা সত্যলোক-নিবাসী ব্রহ্মচারী বেদজ্ঞ নারদের কি মিথ্যা কথা বলা সম্ভব? অথবা মদ্বিধ ব্যক্তির যুক্তাযুক্ত বিচার করার প্রয়োজন নাই; যাহারা বিক্রম প্রকাশে অসমর্থ, তাহাদিগের চিত্তই বিচার করিয়া থাকে। অথবা এই সমস্ত বিফল চিন্তায়

প্রত্যাস্থিতি ॥ ৭৭॥ অনাথনাথঃ সর্ব্বেষাং বিশ্বনাথো হি নিশ্চিতে। ক্ষণং মনসি সঞ্চিন্ত্য ভবেদিত্থমসংশয়ম্ ॥ ৭৮॥ এতদেব করিষ্যামি নেষ্টং কালবিলম্বনম্। বিচক্ষণৈরুপেক্ষ্যৌ ন বর্দ্ধমানৌ পরাময়ৌ ॥ ৭৯॥ মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্য্যাদিত্যমেব দিবাকরঃ। সগ্রহর্ক্ষগণো নূনং মন্যমানো বলাধিকম্ ॥ ইতি নিশ্চিত্য বিন্ধ্যাদ্রির্ব্ববৃধে স রুষা ক্ষণঃ। অনন্তগগনস্যান্তং কুর্ব্বদ্ভিঃ শিখরৈরিব ॥ ৮১ ॥ কৈশ্চিৎ সার্দ্ধং বিরোধো ন কর্ত্তব্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ। কর্ত্তব্যশ্চেৎ প্রযত্নেন যথা নোপহসেজ্জনঃ ॥ ৮২ ॥ নিরুধ্য ব্রাধ্নমধ্বানং কৃতকৃত্য ইবাদ্রিরাট্। স্বস্থোঽভবন্তবাধীনা প্রাণিনাং হি ভবিষ্যতা ॥ ৮৩॥ যমদ্য যমকর্ত্তাসৌ দক্ষিণং প্রক্রমিষ্যতি। স কুলীনঃ স চ শ্রীমান্ স মহান্ মহিতঃ স চ ॥ ৮৪ ॥ যাবৎ স্বশক্তিং শক্তোঽপি ন দর্শয়তি কাহচিৎ। তাবৎ স লঙ্ঘ্যঃ সর্ব্বেষাং জ্বলনো দারুগো যথা ॥ ৮৫ ॥

ইতি চিন্তামহাভারং ত্যক্ত্বা তস্থৌ স্থিরোদ্যমঃ। আকাঙ্ক্ষমাণস্তরণেরুদয়ং ব্রাহ্মণো যথা ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে বিন্ধ্যবর্দ্ধনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। সূর্য্য আত্মাস্য জগতস্তস্থুষস্তমসো রিপুঃ। উদয়ায়োদয়গিরৌ শুচিপ্রস্থময়ৈঃ করৈঃ ॥১॥ সংবর্দ্ধয়ন্ সতাং ধর্ম্মান্যকুর্ব্বংস্তামসীং স্থিতিম্। পদ্মিনীং বোধয়ংস্থিষ্টাং রাত্রৌ মুকুলিতাননাম্ ॥ ২ ॥ হব্যং কব্যং ভূতবলিং দেবাদীনাং প্রবর্ত্তয়ন্। প্রাহ্লাপরাহ্নমধ্যাহ্নক্রিয়াকালং বিজৃম্ভয়ন্ ॥ ৩ ॥ অসতাং হৃদিবক্ত্রেষু নির্দ্দিশংস্তমসঃ স্থিতিম্। যামিনীকালকলিতং জগদুজ্জীবয়ন্ পুনঃ ॥ ৪ ॥ যস্মিন্নভ্যুদিতে জাতঃ সম্যক্ পুণ্যজনোদয়ঃ। অহো পরোপকরণং সদ্যঃ ফলতি নেতি চেৎ ॥ ৫ ॥

প্রয়োজন কি? বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমাকে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রদান করিবেন। ত্রৈলোক্যের মধ্যে বিশ্বনাথই অনাথনাথ, ইহা সকলেই কীর্ত্তন করেন। বিন্ধ্য ক্ষণকাল ভাবিয়া স্থির করিলেন,—"ইহাই নিশ্চয় হইবে, এইরূপই করিব, কাল বিলম্ব করিব না; বৃদ্ধ্যুন্মুখ শত্রু এবং রোগকে বিচক্ষণেরা উপেক্ষা করিবে না। গ্রহ-নক্ষত্রগণের সহিত সূর্য্য, নিশ্চয় সুমেরুকে বলাধিক বিবেচনা করিয়াই প্রদক্ষিণ করেন।" বিন্ধ্যগিরি এইরূপে সুমেরুর সহিত বিবাদে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় দেহকে সাতিশয় পরিবর্দ্ধিত করিল, তাহার দেহ এতাদৃক্ উন্নত হইল, যেন শৃঙ্গশ্রেণী দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বত অসীম আকাশপথের অন্তভাগ নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। কাহারও সহিত কদাচিৎ কোন ব্যক্তির বিবাদ করা বিধেয় নহে। বিবাদ যদি একান্ত কর্ত্তব্যই হয়, তবে এরূপ ভাবে করিতে হইবে, যেন কোন ব্যক্তি উপহাস না করে। এইরূপে বিন্ধ্যাচল রবিমার্গ রুদ্ধ করিয়া যেন কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিল। প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ সর্ব্বথাই অদৃষ্টের অধীন। বিন্ধ্যপর্ব্বত আনন্দ-সহকারে মনে করিতে লাগিল যে, অদ্য সূর্য্যদেব যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবেন, সেই পর্ব্বতই কুলীন, তাহারই যথার্থ সম্পদ্ এবং সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা লোকপূজিত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি কুত্রাপি নিজের শক্তি প্রদর্শন না করে, ততদিনই লোকে তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত কাষ্ঠমধ্যবর্ত্তী অগ্নি; তাদৃশ অগ্নি যতক্ষণ প্রজ্বলিত না হয়, ততক্ষণই লোকগণ তাহাকে লঙ্ঘনাদি করিতে পারে। এইরূপে বিন্ধ্যপর্ব্বত পূর্ব্বোক্ত অতি বিপুল চিন্তাভার হইতে মুক্তি লাভ করত সদাচার-রত ব্রাহ্মণের ন্যায় সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিয়া, দৃঢ় নিশ্চয় সহকারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৭৩—৮৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—এই স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা, তমো-রিপু সূর্য্য, স্বীয় সুপবিত্র কিরণজাল বিস্তার, সাধুগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রবর্ত্তন, তামসভাবের দূরীকরণ, নিশাকালে মুকুলিতাননা প্রিয়তমা কমলিনীর প্রবোধন, দেবাদি উদ্দেশে হব্যকব্য ভূতবলি প্রদানের প্রবর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ অপরাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন স্বরূপ ক্রিয়া-কালের সূচনারম্ভ, অসজ্জনের মন ও মুখে তমোগুণের অবস্থান-নির্দ্দেশ এবং রজনীকাল-কবলিত জগতের পুনরায় জীবন প্রদান করত উদয়াচলে উদিত হইলেন। রবির উদয়ে সাধুগণের

সায়মস্তমিতঃ প্রাতঃ কথং জীবেদ্রবিঃ পুনঃ। সান্দ্ররাগকরস্পর্শৈঃ প্রাচীমাশ্বাস্য খণ্ডিতাম্॥ ৬॥ যামং ভুক্ত্বা তথাগ্নেয়ীং জ্বলন্তীং বিরহাদিব। লবঙ্গৈলামৃগমদ-চন্দ্রচন্দনচর্চ্চিতাম্॥ ৭॥ তাম্বূলী-রাগরক্তৌষ্ঠীং দ্রাক্ষাস্তবকসুস্তনীম্। লবলীবল্লি-দোর্ব্বল্লীং কঙ্কোলীপল্লবাঙ্গুলিম্॥ ৮॥ মলয়ানিল-নিশ্বাসাং ক্ষীরোদকবরাম্বরাম্। ত্রিকূটস্বর্ণরত্নাঙ্গীং সুবেলাদ্রিনিতম্বিনীম্॥ ৯॥ কাবেরীগোতমীজঙ্ঘাং চোলচোলাংশুকাবৃতাম্। সহ্যদর্দ্দুরবক্ষোজাং কাঞ্চী-কাঞ্চীবিভূষণাম্॥১০॥ সুকোমলমহারাষ্ট্রী-বাগ্‌বিলাস-মনোহরাম্। অদ্যাপি ন মহালক্ষ্মীর্যাং বিমুঞ্চতি সদ্‌গুণাম্॥১১॥ দদক্ষদক্ষিণামাশামাশানাথঃ প্রতস্থি-বান্। ক্রমস্তঃ সর্ব্বমর্ব্বস্তো হেলযা হেলিকস্য খম্॥ ১২॥ ন শেকুর্গতো গন্তুং ততোঽনূরুর্ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ১৩॥ অনূরুরুবাচ। ভানো মানোন্নতো বিন্ধ্যো নিরুধ্য গগনং স্থিতঃ। স্পর্দ্ধতে মেরুণা প্রেপ্সুস্তদ্দ-ত্তাস্ত প্রদক্ষিণাম্॥ ১৪॥ অনূরুবাক্যমাকর্ণ্য সবিতা হৃদ্যচিন্তয়ৎ। অহো গগনমার্গোঽপি রুধ্যতে চাতিবিস্ময়ঃ॥ ১৫॥ ব্যাস উবাচ। শূরঃ শূরোঽপি কিং কুর্য্যাৎপ্রাস্তরে বর্ত্মনি স্থিতঃ। ত্বরাবানপি কো রুদ্ধঃ মার্গমেকো বিলঙ্ঘয়েৎ॥ ১৬॥ রাহুবাহুগ্র-ব্যগ্রো যঃ ক্ষণং নাবতিষ্ঠতি। শূন্যমার্গে নিরুদ্ধঃ স কিং করোতু বিধির্ব্বলী॥ ১৭॥ যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। যোজ-নস্য নিমেষার্দ্ধাদ্‌যাতি সোঽপি চিরং স্থিতঃ॥ ১৮॥ গতে বহুতিথে কালে প্রাচ্যোদীচ্যা ভৃশাৰ্দ্দিতাঃ। চণ্ডরশ্মেঃ করব্রাত-পাতসন্তাপতাপিতাঃ॥ ১৯॥ পাশ্চাত্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ নিদ্রামুদ্রিতলোচনাঃ। শয়িতা এব বীক্ষন্তে সতারগ্রহমম্বরম্॥ ২০॥ অহো নাহ-স্কবার্ত্তাবান্নিশা নৈবানিশাকরাৎ। অন্তঙ্গতর্ক্ষং নভসঃ কঃ কালস্ত্বেষ নেক্ষ্যতে॥ ২১॥ ব্রহ্মাণ্ডং কিমকাণ্ডে বৈ লয়মেষ্যতি তৎ কথম্। পরা-

বৃদ্ধি হয়। এই সদ্যঃসকল পরোপকারপ্রভাবেই রবি, সায়ংকালে অস্তমিত (বিনষ্ট) হইয়াও প্রাতঃ-কালে পুনরুদিত (পুনর্জ্জীবিত) হইয়া থাকেন। দিকপতি সূর্য্য, খণ্ডিতা পূর্ব্বদিগঙ্গনাকে সান্দ্ররাগ করস্পর্শে আশ্বাসিত করিয়া, যেন বিরহজ্বলিতা আগ্নেয়ী কামিনীকে এক প্রহরকাল সম্ভোগ করিয়া সুচতুরা দক্ষিণদিগ্বধূর নিকট গমন করিতে লাগি-লেন। লবঙ্গ, এলাচ, মৃগনাভি, কর্পূর এবং চন্দনে দক্ষিণদিগ্বধূর অঙ্গ চর্চ্চিত, তাম্বূলরাগে তাঁহার অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ, দ্রাক্ষাফলস্তবক, তাঁহার উত্তম কুচাগ্র, লবলী-লতা তাঁহার বাহু, অশোক-পল্লব তদীয় অঙ্গুলিনিচয়, মলয়সমীরণ তাঁহার নিঃশ্বাস, ক্ষীরোদসাগর তাঁহার বসন, ত্রিকূটপর্ব্বত-স্থিত কাঞ্চনরাজি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সুরঞ্জিত; সুবেলপর্ব্বত তাঁহার নিতম্ব, কাবেরী ও গোদাবরী নদী তদীয় জঙ্ঘাযুগল, চোলদেশ তাঁহার কঁচুলী; সহ্য এবং দর্দ্দুর পর্ব্বত তাঁহার স্তনযুগল; কাঞ্চীপুরী তাঁহার কাঞ্চীভূষণ। মহারাষ্ট্র-রমণীর সুকোমল-বাগ্‌বিলাসে মনোহরা সেই সদ্‌গুণশালিনী দক্ষিণ-দিগঙ্গনাকে কোলাপুরাধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মী অদ্যাপি পরিত্যাগ করেন নাই। অবলীলাক্রমে সমগ্র গগনমণ্ডলগামী সূর্য্য-তুরঙ্গবৃন্দ যখন আর অগ্র-গমনে সমর্থ হইল না, তখন সারথি অরুণ বলিতে লাগিলেন,—হে ভানো! মানোন্নত বিন্ধ্য, মেরুর সহিত সমকক্ষতা স্পর্দ্ধা করে, এই জন্য আপনার নিকট প্রদক্ষিণ পাইবার আশায় গগনপথ রোধ করিয়া অবস্থিত হইয়াছে। হে ভানো! আপনি প্রত্যহ যেমন সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ "আমাকেও প্রদক্ষিণ করুন" এই অভিলাষে বিন্ধ্যগিরি সদর্পে গগনমার্গ অব-রোধ করিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য অরুণের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—অহো গগনমার্গও অবরুদ্ধ হইল, ইহা অতি বিচিত্র! ১—১৫। ব্যাস কহিলেন,—সূর্য্যদেব বলমান্ হইয়াও শূন্যপথে আর কি করিবেন? ত্বরাবান্ হইলেও একাকী কোন্ ব্যক্তিই বা কোন্ রুদ্ধমার্গ লঙ্ঘন করিতে পারে। যে সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়াও ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারেন না, তিনিও শূন্যপথে নিরুদ্ধ হইলেন; কি করিবেন, বিধিই বলবান্। যিনি নিমেষার্দ্ধে দুই সহস্র দুই শত যোজন পথ অতিক্রম করেন, তিনিও বহু-কাল স্থিরভাবে রহিলেন। বহু সময় অতীত হইল। পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্‌স্থিত প্রাণিগণ চণ্ডাংশুর অংশুজালপাতে সন্তপ্ত ও নিতান্ত পীড়িত হইল এবং পশ্চিম ও দক্ষিণদিক্‌স্থিত প্রাণিনিচয় শয়নাবস্থাতেই নিদ্রার্দ্ধ-নিমীলিতনয়নে তারাগ্রহসঙ্কুল গগনমণ্ডল দেখিতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল,—ইহা দিবা নহে, কারণ সূর্য্য নাই; রাত্রিও নহে, কারণ চন্দ্র নাই এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র নাই; অতএব ইহা কোন সময় কিছুই লক্ষ্য করা যাইতেছে না।

পতন্তি নাদ্যাপি পাবাবার ইতস্ততঃ ॥ ২২ ॥ স্বাহাস্বধাবষট্কারবর্জ্জিতে জগতীতলে। পঞ্চযজ্ঞ-ক্রিয়ালোপাচ্চকম্পে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২৩ ॥ সূর্য্যোদয়াৎ প্রবর্ত্তন্তে যজ্ঞাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ। তাভির্যজ্ঞভুজাং তৃপ্তিঃ সবিতা তত্র কারণম্ ॥ ২৪ ॥ চিত্রগুপ্তাদয়ঃ সর্ব্বে কালং জানন্তি সূর্য্যতঃ। স্থিতিসর্গাবসর্গাণাং কারণং কেবলং রবিঃ ॥ ২৫ ॥ তৎ সূর্য্যস্য গতিস্তম্ভাৎ স্তম্ভিতং ভুবনত্রয়ম্। যদ্যত্র তৎ স্থিতং তত্র চিত্রস্তম্ভমিবাখিলম্ ॥ ২৬ ॥ একতস্তিমিরান্নৈশা-দেকতশ্চ দিবাতপাৎ। বহূনাং প্রলয়ো জাতঃ কান্দিশীকমভূজ্জগৎ ॥ ২৭ ॥ ইতি ব্যাকুলিতে লোকে সুরাসুরনরোরগে। আঃ কিমেতদকাণ্ডে-হভূদ্রুরুদুর্দ্রুবুঃ প্রজাঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ সর্ব্বে সমালোক্য ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ। স্তুবন্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈ রক্ষ রক্ষেতি চাব্রুবন্ ॥ ২৯ ॥ দেবা ঊচুঃ। নমো হিরণ্যগর্ভায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণে। অবিজ্ঞাতস্বরূপায় কৈবল্যায়ামৃতায় চ ॥ ৩০ ॥ যং ন দেবা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্। ন যত্র বাক্ প্রসরতি নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥ ৩১ ॥ যোগিনো যং হৃদাকাশে প্রণিধানেন নিশ্চলাঃ। জ্যোতীরূপং প্রপশ্যন্তি তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩২ ॥ কালাৎ পরায় কালায় স্বেচ্ছয়া পুরুষায় চ। গুণত্রয়স্বরূপায় নমঃ প্রকৃতিরূপিণে ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ণবে সত্ত্বরূপায় রজোরূপায় বেধসে। তমসে রুদ্ররূপায় স্থিতি-সর্গান্তকারিণে ॥ ৩৪ ॥ নমো বুদ্ধিস্বরূপায় ত্রিধাহঙ্কৃতয়ে নমঃ। পঞ্চতন্মাত্ররূপায় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মনে ॥ ৩৫ ॥ নমো নমঃস্বরূপায় পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মনে। ক্ষিত্যাদি-পঞ্চরূপায় নমস্তে বিষয়াত্মনে ॥ ৩৬ ॥ নমো ব্রহ্মাণ্ডরূপায় তদন্তবর্ত্তিনে নমঃ। অর্ব্বাচীন-পরাচীনবিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ ৩৭ ॥ অনিত্য-নিত্যরূপায় সদসৎপতয়ে নমঃ। সমস্তভক্তকৃপয়া স্বেচ্ছাবিষ্কৃতবিগ্রহ ॥ ৩৮ ॥ তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোহখিলং জগৎ। বিশ্বা ভূতানি তে পাদঃ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত ॥ ৩৯ ॥ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ -

ব্রহ্মাণ্ড কি অকালে লয় প্রাপ্ত হইবে? না,—তাহা হইলে, এখনও প্রলয়-পয়োধি চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে না কেন? স্বাহাস্বধাবষট্-কারবিবর্জ্জিত জগতে পঞ্চযজ্ঞ ক্রিয়ালোপে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। সূর্য্যোদয় হইলেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধিত হয়, অতএব এ বিষয়ে সূর্য্যই কারণ। চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই সূর্য্য হইতে সময় নির্ণয় করিয়া থাকেন, সূর্য্যই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ। সেই সূর্য্যের গতিরোধে ত্রিভুবন স্তম্ভিত হইল। সমুদয় লোকই যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই চিত্রিতের ন্যায় রহিল। একদিকে নৈশ তিমিরে, অপরদিকে দিব-সের রৌদ্রে অনেকে বিনষ্ট হইল, জগৎ ভীতি-বিক্রান্ত হইল। এইরূপে সুরাসুর-নর-নাগলোক ব্যাকুল হইলে “আঃ অকালে এ কি হইল” বলিয়া, প্রজাগণ রোদন করত ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। তখন দেবতা সকল এই সব দেখিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং “রক্ষা কর, রক্ষা কর” বলিয়া বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন,— বিরাট্ স্বরূপ এবং হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার, অবিজ্ঞাত-স্বরূপ, কৈবল্যরূপী আনন্দময়কে নমস্কার। যাঁহাকে দেবগণও সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন এবং মনও যথায় কুণ্ঠিত, যিনি বাক্যেরও অগোচর, সেই চিদাত্মাকে নমস্কার। যোগিগণ চাঞ্চল্যরহিত হইয়া প্রণিধানের সহিত হৃদয়াকাশে জ্যোতী-রূপী যাঁহাকে দর্শন করেন, সেই শ্রীব্রহ্মাকে নমস্কার। যিনি কাল হইতে ভিন্ন অথচ কালস্বরূপ, যিনি স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষ এবং যিনি গুণত্রয়স্বরূপা প্রকৃতি,—তাঁহাকে নমস্কার। যিনি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুরূপে জগতের পালন, রজোগুণ অব-লম্বন করিয়া ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি এবং তমো-গুণ অধিকার করিয়া রুদ্ররূপে জগতের সংহার করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার। বুদ্ধিস্বরূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার, ত্রিবিধ অহঙ্কাররূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়স্বরূপ ব্রহ্মাকে নমস্কার; মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়স্বরূপ ব্রহ্মাকে নমস্কার। পৃথি-ব্যাদি পঞ্চভূতস্বরূপ এবং বিষয়াত্মক ব্রহ্মাকে নম-স্কার। যিনি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য-বর্ত্তী, তাঁহাকে নমস্কার। নূতন-পুরাতন-বিশ্বরূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার। অনিত্য এবং নিত্যস্বরূপ— কার্য্যকারণ-স্বামীকে নমস্কার। তুমি সমস্ত ভক্ত-গণের প্রতি কৃপা করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে শরীর পরি-গ্রহ কর। বেদ সকল তোমারই নিশ্বাস; সমস্ত জগৎ তোমার জলনিহিত বীজ হইতে উৎপন্ন, সমস্ত ভূতগণ তোমার পদতলে, স্বর্গ তোমার মস্তক হইতে উদ্ভূত, তোমার নাভি হইতে আকাশ উৎ-

সূর্য্যস্তব প্রভো ॥ ৪০ ॥ ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব। ঈশ ত্বয়াবাস্যমিদং হি সর্ব্বং নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৪১ ॥ ইতি স্তুত্বা বিধিং দেবা নিপেতুর্দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ। পরিতুষ্টস্তদা ব্রহ্মা প্রত্যুবাচ দিবৌকসঃ ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। যথার্থয়ানয়া স্তুত্যা তুষ্টোঽস্মি প্রণতাঃ সুরাঃ। উত্তিষ্ঠত প্রসন্নোঽস্মি বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥ যঃ স্তোষ্যত্যনয়া স্তুত্যা শ্রদ্ধাবান্ প্রত্যহং শুচিঃ। মাং বা হরং বা বিষ্ণুং বা তস্য তুষ্টাঃ সদা বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ দাস্যামঃ সকলান্ কামান্ পুত্রান পৌত্রান্ পশূন বসু। সৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যং নির্ভয়ত্বং রণে জয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ ঐহিকামুষ্মিকান ভোগানপবর্গং তথাক্ষয়ম্। যদ্যদিষ্টতমং তস্য তত্তৎ সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পঠিতব্যঃ স্তবোত্তমঃ। অভীষ্টদ ইতি খ্যাতস্তবোঽয়ং সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৪৭ ॥ পুনঃ প্রোবাচ তান বেধাঃ প্রণিপত্যোত্থিতান সুরান। স্বস্থাস্তিষ্ঠত ভো যূয়ং কিমত্রাপি সমাকুলাঃ ॥ ৪৮ ॥ এতে বেদা মূর্ত্তিধরা ইমা বিদ্যাস্তথাখিলাঃ। সদক্ষিণা অমী যজ্ঞাঃ সত্যং ধর্ম্মস্তপো দমঃ ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মচর্য্যমিদং চৈষা করুণা ভারতী ত্বিয়ম্। শ্রুতিস্মৃতীতিহাসার্থ-চরিতার্থা অমী জনাঃ ॥ ৫০ ॥ নেহ ক্রোধো ন মাৎসর্য্যং লোভঃ কামোঽধৃতির্ভয়ম্। হিংসা কুটিলতা গর্ব্বো নিন্দাসূয়াশুচিঃ ক্বচিৎ ॥ ৫১ ॥ যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মরতাস্তপোনিষ্ঠাস্তপোধনাঃ। মাসোপবাসষণ্মাস-চাতুর্ম্মাস্যাদিসদ্‌ব্রতাঃ ॥ ৫২ ॥ পাতিব্রত্যব্রতা নার্য্যো যে চান্যে ব্রহ্মচারিণঃ। তে চামী পশ্যত সুরা যে ষণ্ঢাঃ পরযোষিতি ॥ ৫৩ ॥ মাতাপিত্রোরমী ভক্তা অমী গোগ্রহণে হতাঃ। ব্রতে দানে জপে যজ্ঞে স্বাধ্যায়ে দ্বিজতর্পণে ॥ ৫৪ ॥ তীর্থে তপস্যুপকৃতৌ সদাচারাদিকর্ম্মণি। ফলাভিলাষিণী বুদ্ধির্ন যেষাং তে জনা অমী ॥ ৫৫ ॥ গায়ত্রীজাপ্যনিরতা অগ্নিহোত্রপরায়ণাঃ। দ্বিমুখীগোপ্রদাতারঃ কপিলাদানতৎপরাঃ ॥ ৫৬ ॥ নিস্পৃহাঃ সোমপা যে বৈ দ্বিজপাদোদপাশ্চ যে। মৃতাঃ

পরী, তোমার লোম সকল বনস্পতি, তোমার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন এবং হে প্রভো! তোমার চক্ষু হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন। হে দেব! তুমিই সব এবং তোমাতেই সমস্ত। জগতে তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তুতি ও তুমিই স্তব্য। হে ঈশ! তুমিই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছ, অতএব তোমাকে নমস্কার,—পুনঃপুন নমস্কার। দেবগণ, ব্রহ্মাকে এইরূপে স্তব করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বলিতে লাগিলেন,—হে প্রণত সুরগণ! তোমাদের এই যথার্থ স্তুতি দ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমরা উত্থিত হও, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিদিন এই স্তুতি দ্বারা আমার অথবা মহাদেবের কিংবা বিষ্ণুর স্তব করিবে, আমরা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর) সর্ব্বদা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার সর্ব্বাভীষ্ট—পুত্র, পৌত্র, পশু, ধন, সৌভাগ্য, আয়ু, আরোগ্য, অভয়, রণে জয়, ঐহিক-পারত্রিক ভোগ ও নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করিব এবং যাহা যাহা তাহার ইষ্টতম, তৎসমস্তই তাহার হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই উত্তম স্তব পাঠ করা লোকের কর্ত্তব্য। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ এই স্তব অভীষ্টদ নামে খ্যাত। দেবগণ প্রণাম করিয়া উত্থিত হইলে, সুর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা সুস্থভাবে থাক, এখানেও ব্যাকুলভাব কেন? দেখ এখানে এই মূর্ত্তিমান্ চারবেদ, এই নিখিল বিদ্যা, দক্ষিণাসহ যজ্ঞসকল এই, এই সত্য, এই ধর্ম্ম, এই তপস্যা, এই দম, এই ব্রহ্মচর্য্য, এই করুণা, এই সরস্বতী, শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণার্থজ্ঞানে চরিতার্থ জনগণ এই,—এখানে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ, কাম, অধৈর্য্য, ভয়, হিংসা, কুটিলতা, গর্ব্ব, নিন্দা, অসূয়া এবং অশুচি ব্যক্তি কোথাও নাই! যে সকল ব্রাহ্মণ বেদরত, তপোনিষ্ঠ এবং তপোধন; যাঁহারা উৎকৃষ্ট মাসোপবাস ব্রত, ষণ্মাসব্রত এবং চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতের অনুষ্ঠাতা; যে সমস্ত রমণী পতিব্রতা; এতদ্ভিন্ন যাঁহারা ব্রহ্মচারী এবং যাহারা পরদারবিমুখ, সুরগণ! দেখ, এই তাঁহারা রহিয়াছেন। ৩৫—৫৩। ইঁহারা মাতৃপিতৃভক্ত ইঁহারা গোরক্ষার জন্য মৃত্যু স্বীকার করিয়াছিলেন। যাঁহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া ব্রত, দান, জপ, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রাহ্মণ-তৃপ্তিসাধন, তীর্থসেবা, তপস্যাচরণ, পরোপকার এবং সদাচারাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা এই! গায়ত্রীজপে নিরত অগ্নিহোত্রপরায়ণ, দ্বিমুখী-গো-প্রদানকর্ত্তা, কপিলা-গো-দাতা, নিঃস্পৃহ, সোমপায়ী, বিপ্রপাদোদকপায়ী, সরস্বতী-

স্বীরথতে তীর্থে দ্বিজশুশ্রূষকাশ্চ যে॥ ৫৭॥ প্রতিগ্রহসমর্থা হি যে প্রতিগ্রহবর্জ্জিতাঃ। ত এতে মৎপ্রিয়া বিপ্রাস্ত্যক্তভীর্থপ্রতিগ্রহাঃ॥ ৮॥ প্রয়াগে মাঘমাসে যৈরুষঃ স্নাতোঽমলাত্মভিঃ। মকরস্থে রবৌ শুদ্ধাস্ত ইমে সূর্য্যবর্চ্চসঃ॥ ৫৯॥ বারাণস্যাং পঞ্চনদে ত্র্যহং স্নাতাস্তু কার্ত্তিকে। অমী তে শুদ্ধবপুষঃ পুণ্যভাজোঽতিনির্ম্মলাঃ॥ ৬০॥ স্নাত্বা তু মণিকর্ণিক্যাং প্রীণিতা ব্রাহ্মণা ধনৈঃ। ত এতে সর্ব্বভোগাঢ্যাঃ কল্পং স্থাস্যন্তি মৎপুরে॥ ৬১॥ ততঃ কাশীং সমাসাদ্য তেন পুণ্যেন নোদিতাঃ। বিশ্বেশ্বর-প্রসাদেন মোক্ষমেষ্যন্ত্যসংশয়ম্॥ ৬২॥ অবিমুক্তে কৃতং কর্ম্ম যদল্পমপি মানবৈঃ। শ্রেয়োরূপং তদ্বিপাকো মোক্ষং জন্মান্তরেষ্বপি॥ ৬৩॥ অহো বৈশ্বেশ্বরে ক্ষেত্রে মরণাদপি নো ভয়ম্। যত্র সর্ব্বে প্রতীক্ষন্তে মৃত্যুং প্রিয়মিবাতিথিম্॥ ৬৪॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ কুরুক্ষেত্রে যৈর্দ্দত্তং বসু নির্ম্মলম্। নির্ম্মলাত্মান এতে বৈ তিষ্ঠন্তি মম সন্নিধৌ॥ ৬৫॥ পিতামহং সমাসাদ্য গয়ায়াং যৈঃ পিতামহাঃ। তর্পিতা ব্রাহ্মণমুখে তেষামেতে পিতামহাঃ॥ ৬৬॥ ন স্নানেন ন দানেন ন জপ্যেন ন পূজয়া। মল্লোকঃ প্রাপ্যতে দেবাঃ প্রাপ্যতে দ্বিজতর্পণাৎ॥ ৬৭॥ সোপস্করাণি বেশ্মানি মুষলোলূখলাদিভিঃ। যৈর্দত্তানি সশয্যানি তেষাং হর্ম্ম্যাণ্যমূনি বৈ॥ ৬৮॥ ব্রহ্মশালাং কারয়ন্তি বেদমধ্যাপয়ন্তি চ। বিদ্যাদানঞ্চ যে কুর্য্যুঃ পুরাণং শ্রাবয়ন্তি চ॥ ৬৯॥ পুরাণানি চ যে দদ্যুঃ পুস্তকানি দদত্যপি। ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যে দদ্যুস্তেষাং বাসোঽত্র মে পুরে॥ ৭০॥ যজ্ঞার্থঞ্চ বিবাহার্থং ব্রতার্থং ব্রাহ্মণায় বৈ। অখণ্ডং বসু যে দদ্যুস্তেঽত্র সূর্য্যসুবর্চ্চসঃ॥ ৭১॥ আরোগ্যশালাং যঃ কুর্য্যাৎ বৈদ্যপোষণতৎপরঃ। আকল্পমত্র বসতি সর্ব্বভোগসমন্বিতঃ॥ ৭২॥ মুক্তীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি যে চ দুষ্টাবরোধতঃ। মমাবরোধে তে মান্যা ঔরসাস্তনয়া ইব॥ ৭৩॥ বিষ্ণোর্ব্বা মম বা শম্ভোর্ব্রাহ্মণা এব সুপ্রিয়াঃ। তেষাং মূর্ত্ত্যা বয়ং সাক্ষাদ্বিচরামো মহীতলে॥ ৭৪॥ ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্। একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরেকত্র তিষ্ঠতি॥

তীর্থে মৃত, ব্রাহ্মণসেবাপরায়ণ, প্রতিগ্রহসমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ এবং তীর্থ-প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ—আমার প্রিয় সেই সকল ব্রাহ্মণেরা এই। যে সকল নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তি মাঘ মাসে অর্থাৎ রবি মকর-রাশি-স্থিত হইলে প্রয়াগে প্রত্যুষে স্নান করিয়াছেন,—সূর্য্যসম তেজস্বী, তাঁহারা এই। কার্ত্তিক মাসে বারাণসীতে পঞ্চনদে তিন দিবস যাঁহারা স্নান করিয়াছেন, সেই শুদ্ধদেহ, সুনির্ম্মল পুণ্যভাগী ব্যক্তিরা এই। যাঁহারা মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বহু ধনদানে ব্রাহ্মণগণকে প্রীত করিয়াছেন, তাঁহারা এই—সর্ব্বভোগসম্পন্ন হইয়া এক কল্প মদীয় লোকে অবস্থান করিবেন, অনন্তর সেই পুণ্যপ্রভাবে কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করিবেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মানবেরা অল্প সুকর্ম্ম করিলেও তাহার ফল জন্মান্তরে মুক্তি। কি আশ্চর্য্য! বিশ্বেশ্বর-ক্ষেত্রে মরণেও লোকের ভয় হয় না, সেখানে সকলেই মৃত্যুকে অতিথির ন্যায় প্রিয় ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। যাঁহারা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণকে উত্তম ধন দান করিয়াছেন, নির্ম্মলকলেবর এই তাঁহারা আমার সমীপে অবস্থান করিতেছেন। গয়াধামে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণমুখে পিতামহগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, এই তাঁহাদের পিতামহগণ অবস্থান করিতেছেন। হে দেবগণ! স্নান, দান, জপ কিম্বা পূজা দ্বারা মদীয় লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন দ্বারাই এই লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদূখল, মুষল প্রভৃতি সমুদয় গৃহোপকরণ এবং শয্যা-সমন্বিত গৃহ যাঁহারা দান করিয়াছেন, ঐ তাঁহাদের হর্ম্ম্যনিচয়। যাঁহারা বেদপাঠশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, যাঁহারা বেদাধ্যাপন করেন, যাঁহারা বিদ্যা-দান করেন, যাঁহারা পুরাণ শ্রবণ করান, যাঁহারা পুরাণ দান করেন, যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র দান করেন, এবং যাঁহারা অন্যান্য পুস্তকও দান করেন, আমার এই পুরে তাঁহাদের বাস হয়॥৫৪-৭০॥ যাঁহারা যজ্ঞের জন্য, বিবাহের জন্য, অথবা ব্রতের জন্য ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনদান করেন, তাঁহারা বসুতুল্য তেজস্বী হইয়া এখানে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি বৈদ্য পোষণ করত চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, তিনি সর্ব্বভোগ-সমন্বিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত এই স্থানে বাস করেন। যাঁহারা দুষ্টগণের অবরোধ হইতে তীর্থসমূহ মুক্ত করেন, তাঁহারা আমার অন্তঃপুরে আমার ঔরস পুত্রগণের ন্যায় স্নেহের পাত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ,—বিষ্ণুর, আমার এবং শিবের অতীব প্রিয়; আমরাই সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ-স্বরূপে ভূতলে বিচরণ করি। এক কুলই—ব্রাহ্মণ

৭৬॥ গাবঃ পবিত্রমতুলং গাবো মঙ্গলমুত্তমম্। যাসাং খুরোত্থিতো রেণুর্গঙ্গাবারিসমো ভবেৎ॥৭৭॥ শৃঙ্গাগ্রে সর্ব্বতীর্থানি খুরাগ্রে সর্ব্বপর্ব্বতাঃ। শৃঙ্গয়োরন্তরে যস্যাঃ সাক্ষাদ্‌গৌরী মহেশ্বরী ॥৭৮॥ দীয়মানাঞ্চ গাং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি প্রপিতামহাঃ। ৭৫॥ ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সার্ব্বকামিকম্। যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ॥ প্রীয়ন্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে তুষ্যামো দৈবতৈঃ সহ॥৭৯॥ রোরূয়ন্তে চ পাপানি দারিদ্র্যব্যাধিভিঃ সহ। ধাত্র্যঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গাবো মাতেব সর্ব্বথা ॥৮০॥ গবাং স্তুত্বা নমস্কৃত্য কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্॥ প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥৮১॥ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা বেদেষু ব্যবস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥৮২॥ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ। স্বধা যা পিতৃমুখ্যাণাং সা ধেনুর্ব্বরদা সদা ॥৮৩॥ গোময়ং যমুনা সাক্ষাদ্‌ গোমূত্রং নর্ম্মদা শুভা। গঙ্গা ক্ষীরন্তু যাসাং বৈ কিং পবিত্রমতঃ পরম্॥ ৮৪॥ গবামঙ্গেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ। যস্মাত্তস্মাচ্ছিবং মে স্যাদিহ লোকে পরত্র চ॥ ৮৫॥ ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ধেনুর্ব্বা ধেনুমেব বা। যো দদ্যাদ্দ্বিজবর্য্যায় স সর্ব্বেভ্যো বিশিষ্যতে॥৮৬॥ ময়া চ বিষ্ণুনা সার্দ্ধং শিবেন চ মহর্ষিভিঃ। বিচার্য্য গোগুণানিত্থং প্রার্থনেতি বিধীয়তে॥৮৭॥ গাবো মে পুরতঃ সন্তু গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ। গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥৮৮॥ নীরাজয়তি যোঽঙ্গানি গবাং পুচ্ছেন ভাগ্যবান্। অলক্ষ্মীঃ কলহা রোগাস্তস্যাঙ্গাদ্‌যান্তি দূরতঃ॥৮৯॥ গোভির্ব্বিপ্রৈশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ। অলুব্ধৈর্দ্দানশীলৈশ্চ সপ্তভির্ধার্য্যতে মহী ॥৯০॥ মম লোকাৎ পরো লোকো বৈকুণ্ঠ ইতি গীয়তে। তস্যোপরিষ্টাৎ কৌমার উমালোকস্ততঃ পরম্॥৯১॥ শিবলোকস্তদুপরি গোলোকস্তৎসমীপতঃ। গোমাতরঃ সুশীলাদ্যাস্তত্র সন্তি শিবপ্রিয়াঃ ॥৯২॥ গবাং শুশ্রূষকা যে চ গোপ্রদা যে চ মানবাঃ। এষামন্ততমে

এবং গো,—এই দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগে (ব্রাহ্মণে) মন্ত্র ও এক ভাগে (গোরুতে) হবিঃ অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা সার্ব্বভৌমিক জঙ্গমতীর্থস্বরূপে নির্ম্মিত হইয়াছেন; মলিন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বাক্যসলিল দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে। গো সকলও অতুলনীয় পবিত্র; গো সকল পরম মঙ্গলস্বরূপ, তাহাদিগের খুরোত্থিত রেণু গঙ্গাজলের তুল্য। গো-শৃঙ্গের অগ্রে সকল তীর্থ, খুরাগ্রে যাবতীয় পর্ব্বত অবস্থিত এবং শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থলে মহেশ্বরী গৌরী অবস্থান করেন। গো-দান দর্শন করিয়া দাতার প্রপিতামহগণ নৃত্য করিয়া থাকেন, যাবতীয় ঋষিগণ প্রীত হন এবং দেবগণের সহিত আমরা তুষ্ট হই; আর দারিদ্র্য ও ব্যাধিবৃন্দের সহিত পাপসমূহ অতিশয় রোদন করে। গোরুই সমস্ত লোকের ধাত্রী এবং সর্ব্বপ্রকারে মাতৃতুল্য। যে ব্যক্তি গাভীদিগের স্তব, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করার ফল হয়। "যিনি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মীস্বরূপী এবং যিনি বেদগণমধ্যে অবস্থিতা, সেই দেবী ধেনুরূপে আমার পাপ বিনাশ করুন। যিনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলবাসিনী লক্ষ্মী, যিনি অগ্নির স্বাহা এবং পিতৃমুখ্যগণের স্বধাস্বরূপা, সেই ধেনু সতত আমাদের পক্ষে বরপ্রদায়িনী হউন। যাঁহাদের গোময় যমুনা তুল্য, মূত্র নর্ম্মদাসদৃশ এবং দুগ্ধ গঙ্গার সমান, তাঁহাদের অপেক্ষা আর পবিত্র কি আছে? যেহেতু গো সকলের অঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থান করে, অতএব গোসমূহ হইতে ইহপরলোকে আমার শুভ হউক।" যে ব্যক্তি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধেনু বা অপর প্রকার গো, উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট পুণ্যবান্। বিষ্ণু, শিব, মহর্ষিগণ এবং আমি, গোরুর গুণাবলী বিচার করিয়া এই প্রার্থনা বিধান করিয়াছি;—গোগণ, আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, গোগণ আমার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিতা হউন; গোগণ আমার হৃদয়ে থাকুন;—আমি গোগণমধ্যে বাস করি। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গ গো-লাঙ্গুল দ্বারা মার্জ্জনা করে,—অলক্ষ্মী, কলহ ও রোগ সকল তাহার অঙ্গ হইতে দূরে গমন করে।৭১—৮৯। গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, সতী রমণী, সত্যবাদী, নির্লোভ এবং বদান্য—এই সাত জনের প্রভাবে পৃথিবী টিকিয়া আছেন। মদীয় লোকের উপরে বৈকুণ্ঠ লোক, ইহা কথিত হইয়াছে। কৌমার লোক তাহার ঊর্দ্ধে; উমালোক কৌমার লোক অপেক্ষা উচ্চ; তদুপরি শিবলোক; গোলোক শিবলোকের সমীপবর্ত্তী, তথায় শিব-প্রিয়া সুশীলা, প্রভৃতি গো-মাতৃগণ অবস্থিতি করেন। যাহারা গো-

লোকে তে সুরাঃ সর্ব্বসমৃদ্ধয়ঃ॥ ৯৩॥ যত্র ক্ষীরবহা নদ্যো যত্র পায়সকর্দ্দমাঃ। ন জরা বাধতে যত্র তত্র গচ্ছন্তি গোপ্রদাঃ॥ ৯৪॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। তদুক্তাচারচরণা ইতরে নামধারকাঃ॥ ৯৫॥ শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতম্। শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হীনোঽন্ধঃ কাণঃ স্যাদেকয়া বিনা ॥ ৯৬॥ পুরাণহীনাদ্ধৃচ্ছুন্যাৎ কাণান্ধাবপি তৌ বরৌ। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতো ধর্ম্মঃ পুরাণে পরিগীয়তে ॥ ৯৭॥ তদ্‌ব্রাহ্মণায় গৌর্দেয়া সর্ব্বত্র সুখমিচ্ছতা। ন দেয়া দ্বিজমাত্রায় দাতারং সোঽপ্যধো নয়েৎ॥ ৯৮॥ যস্য ধর্ম্মেঽস্তি জিজ্ঞাসা যস্য পাপাদ্ভয়ং মহৎ। শ্রোতব্যানি পুরাণানি ধর্ম্মমূলানি তেন বৈ ॥ ৯৯॥ চতুর্দ্দশসু বিদ্যাসু পুরাণং দীপ উত্তমঃ। অন্ধোঽপি ন তদালোকাৎ সংসারাব্ধৌ ক্বচিৎ পতেৎ ॥ ১০০॥ শ্রোতব্যানি পুরাণানি বস্তব্যং জাহ্নবীতটে। তর্পণীয়া দ্বিজা নিত্যং মম লোকেপ্সুভিঃ সদা ॥ ১০১ ॥

ইত্যুদ্দেশাৎসমাখ্যাতা সত্যলোকব্যবস্থিতিঃ। অভয়ং যদ্ভয়ার্ত্তানাং ন ভেতব্যঞ্চ হে সুরাঃ ॥ ১০২॥ স্পর্দ্ধতে মেরুণা বিন্ধ্যো ব্রধ্নাধ্বপরিরোধকৃৎ। তদর্থমাগতা যূয়ং তদুপায়ং দিশামি বঃ ॥ ১০৩॥ ব্রহ্মোবাচ। অস্ত্যগস্ত্যস্তপ্যমানস্তপ উগ্রং মহাতপাঃ। মৈত্রাবরুণিরাধায় চিত্তং বিশ্বেশ্বরে বিভৌ ॥ ১০৪॥ অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে সর্ব্বেষাং মুক্তিহেতুকে। তারকস্যোপদেশার্থং বিশ্বেশাধিষ্ঠিতে স্বয়ম্ ॥ ১০৫॥ যাচধ্বং তত্র গত্বা তং স বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি। তেনৈকদা বিতা লোকা বাতাপীল্বলভক্ষণাৎ ॥ ১০৬॥ অতিমিত্রং তত্র তেজো মিত্রাবরুণজে মুনৌ। তদা প্রভৃতি লোকেষু কোঽগস্ত্যান্নৈব বিভ্যতি॥ ১০৭॥ ইত্যুক্তান্তর্দধে বেধাস্তে বিপ্রমুদিতাননাঃ। দেবাঃ পরস্পরং প্রোচুরহো ধন্যতমা বয়ম্॥১০৮॥ প্রসঙ্গতোঽপি দ্রষ্টব্যৌ কাশীকাশীপতী শিবৌ। অহো অহোভির্ব্বহুভিঃ ফলিতো নো মনোরথঃ॥ ১০৯॥ উৎফুল্লপদ্মনয়না নির্ম্মিতাঃ সুকৃতার্থিনঃ। তাবেব চরণৌ ধন্যৌ কাশীমভ্যুপযায়িনৌ॥ ১১০॥

শুশ্রূষা-নিরত বা গো-দাতা, সেই সকল মনুষ্য এই লোকসমূহের কোন একটী লোক সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যথায় নদী সকল দুগ্ধময়ী, পায়স যেখানে কর্দ্দম, জরা যেখানে ক্লেশ দেয় না,—গো-প্রদাতা জনগণ, তথায় গমন করেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে যাঁহাদের জ্ঞান আছে এবং তদুক্ত আচারে যাঁহারা চলিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; অন্যে ব্রাহ্মণ-নামধারী মাত্র। শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের নেত্রদ্বয়, পুরাণ ব্রাহ্মণের হৃদয়, শ্রুতিস্মৃতিবিহীন ব্রাহ্মণ অন্ধ, যিনি শ্রুতি-স্মৃতির মধ্যে একটী বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কাণ, কিন্তু পুরাণানভিজ্ঞ অতএব হৃদয়শূন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অন্ধ বা কাণাও ভাল। কেননা, শ্রুতি-স্মৃতি উভ-য়োক্ত ধর্ম্মই পুরাণে কথিত হয়। সর্ব্বত্র সুখাভি-লাষী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উত্তম ব্রাহ্মণকেই গোদান করিবে; নামে ব্রাহ্মণকে গোদান করিবে না; কেন না, অসৎ ব্রাহ্মণকে গোদান করিলে, দাতাও অধোগামী হয়। ধর্ম্ম জানিতে যাহার অভি লাষ আছে, পাপে যাহার অত্যন্ত ভয় আছে,—সেই ব্যক্তি পুরাণ সকল শ্রবণ করিবে; পুরাণ—ধর্ম্মের মূল। চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে পুরাণই উত্তম দীপ; সেই পুরাণদীপের আলোক পাইলে অন্ধ ব্যক্তিও সংসারসাগরে কোথাও নিপতিত হয় না। মদীয় লোকলিপ্সু ব্যক্তিগণ পুরাণশ্রবণ,

গঙ্গাতীরে বাস এবং ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন সতত করিবে। হে দেবগণ! এই সত্যলোকের ব্যবস্থা ও ভয়ার্ত্তগণের যাহাতে অভয় হয়, তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, তোমরা নির্ভয় হও। বিন্ধ্যপর্ব্বত, সুমেরুপর্ব্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের পথরোধ করিয়াছে, তজ্জন্য তোমরা আগমন করিয়াছ; আমি তোমাদের নিকট তদ্বিষয়ে উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। যথায় স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, তারক ব্রহ্ম নাম উপদেশ করিতে অধিষ্ঠিত,—সকলের মুক্তিহেতু সেই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে মিত্রাবরুণনন্দন মহাতপা অগস্ত্য, প্রভু বিশ্বেশ্বরে মন অর্পণ করিয়া উগ্র তপস্যা করিতেছেন, তথায় যাইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। একদা তিনি বাতাপি ও ইল্বলকে ভক্ষণ করিয়া লোকসমুদয় রক্ষা করিয়াছিলেন। ৯০—১০৬। সেই মিত্রাবরুণ-নন্দন মুনিবরে, সূর্য্যাপেক্ষা অধিক তেজ আছে। বাতাপি-ইল্বল ভক্ষণাবধি জগতে অগস্ত্যের ভয় কে না করে? এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। সেই দেবগণও হর্ষোৎফুল্ল-বদনে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, অহো! আমরা অতিশয় ধন্য, কারণ প্রসঙ্গতঃ আমরা শিবা, শিব, কাশী ও কাশীপতিকে দর্শন করিতে পারিব; অহো! বহুদিন পরে আমাদিগের মনোরথ সফল

যেয়ং কথা শ্রুতাস্মাভিবিবেধসা সমুদীরিতা। তস্যাঃ শ্রবণজাৎ পুণ্যাৎ প্রাপ্নুয়ুস্তদ্য কাশিকাম্॥ ১১১॥ একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রাপ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ। এবং বদন্তো হৃষ্টাস্তাঃ সুরাঃ কাশীং সমাযযুঃ॥১১২॥ ব্যাস উবাচ। ইদং পুণ্যতমাখ্যানং যে শ্রোষ্যন্তীহ মানবাঃ। বিধূয় সর্ব্বপাপানি পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ॥ ১১৩॥ ইহ বংশং পরিস্থাপ্য ভুক্ত্বা সর্ব্বসুখানি চ। সত্যলোকে চিরং স্থিত্বা ততো যাস্যন্তি শাশ্বতম্॥ ১১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সত্যলোকবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ। ভগবন্ ভূতভব্যেশ সর্ব্বজ্ঞানমহানিধে। অবাপ্য কাশীং গীর্ব্বাণৈঃ কিমকারি বদাচ্যুত॥ ১॥ অধীত্যেমাং কথাং দিব্যাং ন তৃপ্তিমধিযাম্যহম্। শৈবধিস্তপসাং দেবৈরগস্তিঃ প্রার্থিতঃ কথম্॥ ২॥ কথং বিন্ধ্যোঽপ্যবাপ স্বাং প্রকৃতিং তাদৃগুন্নতঃ। তব বাগমৃতাম্ভোধৌ মনো মে স্নাতুমুৎসুকম্॥ ৩॥ ইতি কৃৎস্নং সমাকর্ণ্য ব্যাসঃ পারাশরো মুনিঃ। শ্রদ্ধাবতে স্বশিষ্যায় বক্তুং সমুপচক্রমে॥ ৪॥ পারাশর উবাচ। শৃণু সূত মহাবুদ্ধে ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। শুকবৈশম্পায়নাদ্যাঃ শৃণ্বন্তেতে চ বালকাঃ॥ ৫॥ ততো বারাণসীং প্রাপ্য গীর্ব্বাণাঃ সমহর্ষয়ঃ। অবিলম্বং প্রথমতো মণিকর্ণ্যাং বিধানতঃ॥ ৬॥ সচৈলমভিমজ্জ্যাথ কৃতসন্ধ্যাদিসৎক্রিয়াঃ। সন্তর্প্য তর্প্যাদিপিতৄন কুশগন্ধতিলোদকৈঃ॥ ৭॥ তীর্থবাসাৰ্গিনঃ সর্ব্বান্ সন্তর্প্য চ পৃথক্ পৃথক্। রত্নৈর্হিরণ্যবাসোভিরশ্বাভরণধেনুভিঃ॥ ৮॥ বিচিত্রৈশ্চ তথা পাত্রৈঃ স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিতৈঃ। অমৃতস্বাদুপক্বান্নৈঃ পায়সৈশ্চ সশর্করৈঃ॥ ৯॥ সগোরসৈরন্নদানৈর্ধান্যদানৈরনেককা। গন্ধচন্দনকর্পূরৈস্তাম্বূলৈশ্চারুচামরৈঃ॥ ১০॥ সতুলৈর্ম্মৃদুপর্য্যঙ্কৈর্দীপিকাদর্পণাসনৈঃ। শিবিকাদাসদাসীভির্ব্বিমানৈঃ পশুভির্গৃহৈঃ॥ ১১॥ চিত্রধ্বজপতাকাভিরুল্লোচৈশ্চন্দ্রচারুভিঃ। বর্ষাশনপ্রদানৈশ্চ গৃহোপস্করসংযুতৈঃ॥

হইল। সেই চরণযুগলই ধন্য, যাহা কাশী-অভিমুখে প্রস্থিত হয়, ব্রহ্মোক্ত বচন শ্রবণ-পুণ্যে আমরা আজ কাশী যাইব। অধিকতর পুণ্যবলেই এক কার্য্যে দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কাশীগমনে কৃতনিশ্চয়, হর্ষোৎফুল্ল নয়নকমল, প্রহৃষ্টামন, সুকৃতার্থী দেবগণ এই বলিতে বলিতে কাশীক্ষেত্রে গমন করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—সংসারে যে সকল মানব, এই পবিত্রতম আখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহারা ইহলোকে সর্ব্বসুখ ভোগ করিয়া বংশ রক্ষা করিবে, অনন্তর পুত্রদার সহ সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া সত্যলোকে বহুকাল বাসের পর মুক্তিলাভ করিবে। ১০৭—১১৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ভগবন, ভূত-ভব্যপতে, সর্ব্বজ্ঞানমহানিধে, অচ্যুত! দেবগণ কাশীতে উপস্থিত হইয়া কি করিলেন, বলুন? শুকদেবের প্রমুখাৎ এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। তপোনিধি অগস্ত্য দেবগণ কর্ত্তৃক কিরূপে প্রার্থিত হইলেন এবং তাদৃশ উন্নত বিন্ধ্যগিরিই বা কিরূপে আপনার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইল?—আমার মন আপনার বাক্যরূপ সুধাসমুদ্রে স্নান করিতে উৎসুক হইয়াছে। পরাশর-নন্দন মুনিবর বেদব্যাস, এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধালু নিজশিষ্য সূতকে প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।—হে মহাবুদ্ধি সূত! ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া শ্রবণ কর এবং শুক-বৈশম্পায়নাদি এই বালকগণও শ্রবণ করুক।১—৫। অনন্তর দেবগণ, মহর্ষিগণ সর্ব্বভব্যাহারে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ অবিলম্বে মণিকর্ণিকায় যথাবিধি সবস্ত্র অবগাহনপূর্ব্বক সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম করিলেন এবং সন্ধ্যোপাসনার পর কুশ, গন্ধ ও সতিল জলদ্বারা তর্পণীয় অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ করিয়া রত্ন, কাঞ্চন, বস্ত্র, অশ্ব, আভরণ, ধেনু, স্বর্ণরৌপ্যাদি নির্ম্মিত বিচিত্র পাত্র, অমৃতবৎ সুস্বাদু পক্বান্ন, শর্করা-সংযুক্ত পায়স, দুগ্ধের সহিত অন্ন, ধান্য, গন্ধ, চন্দন, কর্পূর, তাম্বূল, উৎকৃষ্ট চামর, তুলপ্রচুর কোমল পর্য্যঙ্ক, দীপ, দর্পণ, আসন, শিবিকা, দাস, দাসী, বিমান, পশু, গৃহ, বিচিত্র ধ্বজপতাকা, শশধর-সুন্দর চন্দ্রাতপ, গৃহোপকরণের সহিত বর্ষ-

স্নায়স্তে তীর্থে দ্বিজশুশ্রূষকাশ্চ যে ॥ ৫৭ ॥ প্রতিগ্রহসমর্থা হি যে প্রতিগ্রহবর্জ্জিতাঃ। ত এতে মৎপ্রিয়া বিপ্রাস্ত্যক্ততীর্থপ্রতিগ্রহাঃ ॥ ৮ ॥ প্রয়াগে মাঘমাসে যৈরুষঃ স্নাতোঽমলাত্মভিঃ। মকরস্থে রবৌ শুদ্ধাস্ত ইমে সূর্য্যবর্চ্চসঃ ॥ ৫৯ ॥ বারাণস্যাং পঞ্চনদে ত্র্যহং স্নাতাস্ত কার্ত্তিকে। অমী তে শুদ্ধবপুষঃ পুণ্যভাজোঽতিনির্ম্মলাঃ ॥ ৬০ ॥ স্নাত্বা তু মণিকর্ণিক্যাং প্রীণিতা ব্রাহ্মণা ধনৈঃ। ত এতে সর্ব্বভোগাঢ্যাঃ কল্পং স্থাস্যন্তি মৎপুরে ॥ ৬১ ॥ ততঃ কাশীং সমাসাদ্য তেন পুণ্যেন নোদিতাঃ। বিশ্বেশ্বর-প্রসাদেন মোক্ষমেষ্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ৬২ ॥ অবিমুক্তে কৃতং কর্ম্ম যদল্পমপি মানবৈঃ। শ্রেয়োরূপং তদ্বিপাকো মোক্ষং জন্মান্তরেষ্বপি ॥ ৬৩ ॥ অহো বৈশ্বেশ্বরে ক্ষেত্রে মরণাদপি নো ভয়ম্। যত্র সর্ব্বে প্রতীক্ষন্তে মৃত্যুং প্রিয়মিবাতিথিম্ ॥ ৬৪ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ কুরুক্ষেত্রে যৈর্দত্তং বসু নির্ম্মলম্। নির্ম্মলাঙ্গাস্ত এতে বৈ তিষ্ঠন্তি মম সন্নিধৌ ॥ ৬৫ ॥ পিতামহং সমাসাদ্য গয়ায়াং যৈঃ পিতামহাঃ। তর্পিতা ব্রাহ্মণমুখে তেষামেতে পিতামহাঃ ॥ ৬৬ ॥ ন স্নানেন ন দানেন ন জপ্যেন ন পূজয়া। মল্লোকঃ প্রাপ্যতে দেবাঃ প্রাপ্যতে দ্বিজতর্পণাৎ ॥ ৬৭ ॥ সোপস্করাণি বেশ্মানি মুষলোলূখলাদিভিঃ। যৈর্দত্তানি সশয্যানি তেষাং হর্ম্ম্যাণ্যমূনি বৈ ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মশালাং কারয়ন্তি বেদমধ্যাপয়ন্তি চ। বিদ্যাদানঞ্চ যে কুর্য্যুঃ পুরাণং শ্রাবয়ন্তি চ ॥ ৬৯ ॥ পুরাণানি চ যে দদ্যুঃ পুস্তকানি দদত্যপি। ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যে দদ্যুস্তেষাং বাসোঽত্র মে পুরে ॥ ৭০ ॥ যজ্ঞার্থঞ্চ বিবাহার্থং ব্রতার্থং ব্রাহ্মণায় বৈ। অখণ্ডং বসু যে দদ্যুস্তেঽত্র সূর্য্যবসুবর্চ্চসঃ ॥ ৭১ ॥ আরোগ্যশালাং যঃ কুর্য্যাৎ বৈদ্যপোষণতৎপরঃ। আকল্পমত্র বসতি সর্ব্বভোগসমন্বিতঃ ॥ ৭২ ॥ মুক্তীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি যে চ দুষ্টাবরোধতঃ। মমাবরোধে তে মাস্তা ঔরসাস্তনয়া ইব ॥ ৭৩ ॥ বিষ্ণোর্ব্বা মম বা শম্ভোর্ব্রাহ্মণা এব সুপ্রিয়াঃ। তেষাং মূর্ত্ত্যা বয়ং সাক্ষাদ্বিচরামো মহীতলে ॥ ৭৪ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্। একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরেকত্র তিষ্ঠতি ॥

তীর্থে মৃত, ব্রাহ্মণসেবাপরায়ণ, প্রতিগ্রহসমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ এবং তীর্থ-প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ—আমার প্রিয় সেই সকল ব্রাহ্মণেরা এই। যে সকল নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তি মাঘ মাসে অর্থাৎ রবি মকর-রাশি-স্থিত হইলে প্রয়াগে প্রত্যূষে স্নান করিয়াছেন,—সূর্য্যসম তেজস্বী, তাঁহারা এই। কার্ত্তিক মাসে বারাণসীতে পঞ্চনদে তিন দিবস যাঁহারা স্নান করিয়াছেন, সেই শুদ্ধদেহ, সুনির্ম্মল পুণ্যভাগী ব্যক্তিরা এই। যাঁহারা মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বহু ধনদানে ব্রাহ্মণগণকে প্রীত করিয়াছেন, তাঁহারা এই—সর্ব্বভোগসম্পন্ন হইয়া এক কল্প মদীয় লোকে অবস্থান করিবেন, অনন্তর সেই পুণ্যপ্রভাবে কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করিবেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মানবেরা অল্প সৎকর্ম্ম করিলেও তাহার ফল জন্মান্তরে মুক্তি। কি আশ্চর্য্য! বিশ্বেশ্বর-ক্ষেত্রে মরণেও লোকের ভয় হয় না, সেখানে সকলেই মৃত্যুকে অতিথির ন্যায় প্রিয় ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। যাঁহারা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণকে উত্তম ধন দান করিয়াছেন, নির্ম্মলকলেবর এই তাঁহারা আমার সমীপে অবস্থান করিতেছেন। গয়াধামে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণমুখে পিতামহগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, এই তাঁহাদের পিতামহগণ অবস্থান করিতেছেন। হে দেবগণ! স্নান, দান, জপ কিম্বা পূজা দ্বারা মদীয় লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন দ্বারাই এই লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদূখল, মুষল প্রভৃতি সমুদয় গৃহোপকরণ এবং শয্যা-সমন্বিত গৃহ যাঁহারা দান করিয়াছেন, ঐ তাঁহাদের হর্ম্ম্যনিচয়। যাঁহারা বেদপাঠশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, যাঁহারা বেদাধ্যাপন করেন, যাঁহারা বিদ্যা-দান করেন, যাঁহারা পুরাণ শ্রবণ করান, যাঁহারা পুরাণ দান করেন, যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র দান করেন, এবং যাঁহারা অন্যান্য পুস্তকও দান করেন, আমার এই পুরে তাঁহাদের বাস হয়।৫৪-৭০। যাঁহারা যজ্ঞের জন্য, বিবাহের জন্য, অথবা ব্রতের জন্য ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনদান করেন, তাঁহারা বসুতুল্য তেজস্বী হইয়া এখানে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি বৈদ্য পোষণ করত চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, তিনি সর্ব্বভোগ-সমন্বিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত এই স্থানে বাস করেন। যাঁহারা দুষ্টগণের অবরোধ হইতে তীর্থসমূহ মুক্ত করেন, তাঁহারা আমার অন্তঃপুরে আমার ঔরস পুত্রগণের ন্যায় স্নেহের পাত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ,—বিষ্ণুর, আমার এবং শিবের অতীব প্রিয়; আমরাই সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ-স্বরূপে ভূতলে বিচরণ করি। এক কুলই—ব্রাহ্মণ

৭৬॥ গাবঃ পবিত্রমতুলং গাবো মঙ্গলমুত্তমম্। যাসাং খুরোত্থিতো রেণুর্গঙ্গাবারিসমো ভবেৎ॥৭৭॥ শৃঙ্গাগ্রে সর্ব্বতীর্থানি খুরাগ্রে সর্ব্বপর্ব্বতাঃ। শৃঙ্গয়োরন্তরে যস্যাঃ সাক্ষাদ্গৌরী মহেশ্বরী ॥৭৮॥ দীয়মানাঞ্চ গাং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি প্রপিতামহাঃ। ৭৫॥ ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সার্ব্বকামিকম্। যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ॥ প্রীয়ন্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে তুষ্যামো দৈবতৈঃ সহ॥৭৯॥ রোরূয়ন্তে চ পাপানি দারিদ্র্যব্যাধিভিঃ সহ। ধাত্র্যঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গাবো মাতেব সর্ব্বথা ॥৮০॥ গবাং স্তুত্বা নমস্কৃত্য কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্। প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥৮১॥ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা বেদেষু ব্যবস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥৮২॥ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ। স্বধা যা পিতৃমুখ্যানাং সা ধেনুর্ব্বরদা সদা ॥৮৩॥ গোময়ং যমুনা সাক্ষাদ্ গোমূত্রং নর্ম্মদা শুভা। গঙ্গা ক্ষীরন্তু যাসাং বৈ কিং পবিত্রমতঃ পরম্॥৮৪॥ গবামঙ্গেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ। যস্মাত্তস্মাচ্ছিবং মে স্যাদিহ লোকে পরত্র চ॥৮৫॥ ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ধেনুর্ব্বা ধেনুমেব বা। যো দদ্যাদ্দ্বিজবর্য্যায় স সর্ব্বেভ্যো বিশিষ্যতে॥৮৬॥ ময়া চ বিষ্ণুনা সার্দ্ধং শিবেন চ মহর্ষিভিঃ। বিচার্য্য গোগুণানিত্থং প্রার্থনেতি বিধীয়তে॥৮৭॥ গাবো মে পুরতঃ সন্তু গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ। গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥৮৮॥ নীরাজয়তি যোঽঙ্গানি গবাং পুচ্ছেন ভাগ্যবান্। অলক্ষ্মীঃ কলহা রোগাস্তস্যাঙ্গাদ্যান্তি দূরতঃ॥৮৯॥ গোভির্বিপ্রৈশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ। অলুব্ধৈর্দ্দানশীলৈশ্চ সপ্তভির্ধার্য্যতে মহী ॥৯০॥ মম লোকাৎ পরো লোকো বৈকুণ্ঠ ইতি গীয়তে। তস্যোপরিষ্টাৎ কৌমার উমালোকস্ততঃ পরম্॥৯১॥ শিবলোকস্তদুপরি গোলোকস্তৎসমীপতঃ। গোমাতরঃ সুশীলাদ্যাস্তত্র সন্তি শিবপ্রিয়াঃ ॥৯২॥ গবাং শুশ্রূষকা যে চ গোপ্রদা যে চ মানবাঃ। এষামন্ততমে

এবং গো,—এই দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগে (ব্রাহ্মণে) মন্ত্র ও এক ভাগে (গোকুলে) হবিঃ অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা সার্ব্বভৌমিক জঙ্গমতীর্থস্বরূপে নির্ম্মিত হইয়াছেন; মলিন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বাক্যসলিল দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে। গো সকলও অতুলনীয় পবিত্র; গো সকল পরম মঙ্গলস্বরূপ, তাহাদিগের খুরোত্থিত রেণু গঙ্গাজলের তুল্য। গো-শৃঙ্গের অগ্রে সকল তীর্থ, খুরাগ্রে যাবতীয় পর্ব্বত অবস্থিত এবং শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থলে মহেশ্বরী গৌরী অবস্থান করেন। গো-দান দর্শন করিয়া দাতার প্রপিতামহগণ নৃত্য করিয়া থাকেন, যাবতীয় ঋষিগণ প্রীত হন এবং দেবগণের সহিত আমরা তুষ্ট হই; আর দারিদ্র্য ও ব্যাধিবৃন্দের সহিত পাপসমূহ অতিশয় রোদন করে। গোরুই সমস্ত লোকের ধাত্রী এবং সর্ব্বপ্রকারে মাতৃতুল্য। যে ব্যক্তি গাভীদিগের স্তব, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করার ফল হয়। "যিনি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মীস্বরূপা এবং যিনি দেবগণমধ্যে অবস্থিতা, সেই দেবী ধেনুরূপে আমার পাপ বিনাশ করুন। যিনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলবাসিনী লক্ষ্মী, যিনি অগ্নির স্বাহা এবং পিতৃমুখ্যগণের স্বধাস্বরূপা, সেই ধেনু সতত আমাদের পক্ষে বরপ্রদায়িনী হউন। যাঁহাদের গোময় যমুনা তুল্য, মূত্র নর্ম্মদাসদৃশ এবং দুগ্ধ গঙ্গার সমান, তাঁহাদের অপেক্ষা আর পবিত্র কি আছে? যেহেতু গো সকলের অঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থান করে, অতএব গোসমূহ হইতে ইহ-পরলোকে আমার শুভ হউক।" যে ব্যক্তি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধেনু বা অপর প্রকার গো, উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট পুণ্যবান্। বিষ্ণু, শিব, মহর্ষিগণ এবং আমি, গোরুর গুণাবলী বিচার করিয়া এই প্রার্থনা বিধান করিয়াছি;—গোগণ, আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, গোগণ আমার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিতা হউন; গোগণ আমার হৃদয়ে থাকুন;—আমি গোগণমধ্যে বাস করি। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গ গো-লাঙ্গুল দ্বারা মার্জ্জনা করে,—অলক্ষ্মী, কলহ ও রোগ সকল তাহার অঙ্গ হইতে দূরে গমন করে। ৭১—৮৯। গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, সতী রমণী, সত্যবাদী, নির্লোভ এবং বদান্য—এই সপ্ত জনের প্রভাবে পৃথিবী টিকিয়া আছেন। মদীয় লোকের উপরে বৈকুণ্ঠ লোক, ইহা কথিত হইয়াছে। কৌমার লোক তাহার উর্দ্ধে, উমালোক কৌমার লোক অপেক্ষা উচ্চ; তদুপরি শিবলোক; গোলোক শিবলোকের সমীপবর্ত্তী, তথায় শিব-প্রিয়া সুশীলা, প্রভৃতি গো-মাতৃগণ অবস্থিতি করেন। যাহারা গো-

লোকে তে স্যুঃ সর্ব্বসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ যত্র ক্ষীরবহা নদ্যো যত্র পায়সকর্দ্দমাঃ। ন জরা বাধতে যত্র তত্র গচ্ছন্তি গোপ্রদাঃ ॥ ৯৪ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। তদুক্তাচারচরণা ইতরে নামধারকাঃ ॥ ৯৫ ॥ শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতম্। শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হীনোহন্ধঃ কাণঃ স্যাদেকয়া বিনা ॥ ৯৬ ॥ পুরাণহীনাদ্ধৃচ্ছূন্যাৎ কাণান্ধাবপি তৌ বরৌ। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতো ধর্ম্মঃ পুরাণে পরিগীয়তে ॥ ৯৭ ॥ তদ্ব্রাহ্মণায় গৌর্দেয়া সর্ব্বত্র সুখমিচ্ছতা। ন দেয়া দ্বিজমাত্রায় দাতারং সোহপ্যধো নয়েৎ ॥ ৯৮ ॥ যস্য ধর্ম্মেহস্তি জিজ্ঞাসা যস্য পাপাদ্ভয়ং মহৎ। শ্রোতব্যানি পুরাণানি ধর্ম্মমূলানি তেন বৈ ॥ ৯৯ ॥ চতুর্দ্দশসু বিদ্যাসু পুরাণং দীপ উত্তমঃ। অন্ধোহপি ন তদালোকাৎ সংসারাব্ধৌ ক্বচিৎ পতেৎ ॥ ১০০ ॥ শ্রোতব্যানি পুরাণানি বস্তব্যং জাহ্নবীতটে। তর্পণীয়া দ্বিজা নিত্যং মম লোকেপ্সুভিঃ সদা ॥ ১০১ ॥

ইত্যুদ্দেশান্মযাখ্যাতা সত্যলোকব্যবস্থিতিঃ। অভয়ং যদ্ভয়ার্ত্তানাং ন ভেতব্যঞ্চ হে সুরাঃ ॥ ১০২ ॥ স্পর্দ্ধতে মেরুণা বিন্ধ্যো ব্রধ্নাধ্বপরিরোধকৃৎ। তদর্থমাগতা যূয়ং তদুপায়ং দিশামি বঃ ॥ ১০৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অস্ত্যগস্ত্যস্তপ্যমানস্তপ উগ্রং মহাতপাঃ। মৈত্রাবরুণিরাধায় চিত্তং বিশ্বেশ্বরে বিভৌ ॥ ১০৪ ॥ অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে সর্ব্বেষাং মুক্তিহেতুকে। তারকস্যোপদেশার্থং বিশ্বেশাধিষ্ঠিতে স্বয়ম্ ॥ ১০৫ ॥ যাচধ্বং তত্র গত্বা তং স বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি। তেনৈকদা বিতা লোকা বাতাপীল্বলভক্ষণাৎ ॥ ১০৬ ॥ অতিমিত্রং তত্র তেজো মিত্রাবরুণজে মুনৌ। ভদা প্রভৃতি লোকেষু কোহগস্ত্যান্নৈব বিভ্যতি ॥ ১০৭ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বেধাস্তে বিপ্রমুদিতাননাঃ। দেবাঃ পরস্পরং প্রোচুরহো ধন্যতমা বয়ম্ ॥ ১০৮ ॥ প্রসঙ্গতোঽপি দ্রষ্টব্যো কাশীকাশীপতী শিবৌ। অহো অহোভির্ব্বহুভিঃ ফলিতো নো মনোরথঃ ॥ ১০৯ ॥ উৎফুল্লপদ্মনয়না নির্ম্মিতাঃ সুকৃতার্থিনঃ। ভাবেব চরণৌ ধন্যৌ কাশীমভ্যুপযাযিনৌ ॥ ১১০ ॥

শুশ্রূষা-নিরত বা গো-দাতা, সেই সকল মনুষ্য এই লোকসমূহের কোন একটী লোক সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যথায় নদী সকল দুগ্ধময়ী, পায়স যেখানে কর্দ্দম, জরা যেখানে ক্লেশ দেয় না,—গো-প্রদাতা জনগণ, তথায় গমন করেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে যাঁহাদের জ্ঞান আছে এবং তদুক্ত আচারে যাঁহারা চলিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; অন্যে ব্রাহ্মণ-নামধারী মাত্র। শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের নেত্রদ্বয়, পুরাণ ব্রাহ্মণের হৃদয়; শ্রুতিস্মৃতিবিহীন ব্রাহ্মণ অন্ধ; যিনি শ্রুতি-স্মৃতির মধ্যে একটী বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কাণ; কিন্তু পুরাণানভিজ্ঞ অতএব হৃদয়শূন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অন্ধ বা কাণাও ভাল। কেননা, শ্রুতি-স্মৃতি উভয়োক্ত ধর্ম্মই পুরাণে কথিত হয়। সর্ব্বত্র সুখাভিলাষী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উত্তম ব্রাহ্মণকেই গোদান করিবে। নামে ব্রাহ্মণকে গোদান করিবে না; কেন না, অসৎ ব্রাহ্মণকে গোদান করিলে, দাতাও অধোগামী হয়। ধর্ম্ম জানিতে যাহার অভিলাষ আছে, পাপে যাহার অত্যন্ত ভয় আছে,—সেই ব্যক্তি পুরাণ সকল শ্রবণ করিবে; পুরাণ—ধর্ম্মের মূল। চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে পুরাণই উত্তম দীপ; সেই পুরাণদীপের আলোক পাইলে অন্ধ ব্যক্তিও সংসারসাগরে কোথাও নিপতিত হয় না। মদীয় লোকলিপ্সু ব্যক্তিগণ পুরাণশ্রবণ, গঙ্গাতীরে বাস এবং ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন সতত করিবে। হে দেবগণ! এই সত্যলোকের ব্যবস্থা ও ভয়ার্ত্তগণের যাহাতে অভয় হয়, তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, তোমরা নির্ভয় হও। বিন্ধ্যপর্ব্বত, সুমেরুপর্ব্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের পথরোধ করিয়াছে, তজ্জন্য তোমরা আগমন করিয়াছ; আমি তোমাদের নিকট তদ্বিষয়ে উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। যথায় স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, তারক ব্রহ্ম নাম উপদেশ করিতে অধিষ্ঠিত,—সকলের মুক্তিহেতু সেই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে মিত্রাবরুণনন্দন মহাতপা অগস্ত্য, প্রভু বিশ্বেশ্বরে মন অর্পণ করিয়া উগ্র তপস্যা করিতেছেন, তথায় যাইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। একদা তিনি বাতাপি ও ইল্বলকে ভক্ষণ করিয়া লোকসমুদয় রক্ষা করিয়াছিলেন। ৯০—১০৬। সেই মিত্রাবরুণ-নন্দন মুনিবরে, সূর্য্যাপেক্ষা অধিক তেজ আছে। বাতাপি-ইল্বল ভক্ষণাবধি জগতে অগস্ত্যের ভয় কে না করে? এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। সেই দেবগণও হর্ষোৎফুল্ল-বদনে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, অহো! আমরা অতিশয় ধন্য, কারণ প্রসঙ্গতঃ আমরা শিবা, শিব, কাশী ও কাশীপতিকে দর্শন করিতে পারিব; অহো! বহুদিন পরে আমাদিগের মনোরথ সকল

ষৈয়ং কথা শ্রুতাস্মাভির্বেধসা সমুদীরিতা। তস্যাঃ শ্রবণজাৎ পুণ্যাৎ প্রাপ্স্যামস্তদ্য কাশিকাম্॥ ১১১॥ একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রাপ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ। এবং বদন্তো হৃষ্টাস্তাঃ সুরাঃ কাশীং সমাযযুঃ॥১১২॥ ব্যাস উবাচ। ইদং পুণ্যতমাখ্যানং যে শ্রোষ্যন্তীহ মানবাঃ। বিধূয় সর্ব্বপাপানি পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ॥ ১১৩॥ ইহ বংশং পরিস্থাপ্য ভুক্ত্বা সর্ব্বসুখানি চ। সত্যলোকে চিরং স্থিত্বা ততো যাস্যন্তি শাশ্বতম্॥ ১১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সত্যলোকবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ। ভগবন্ ভূতভব্যেশ সর্ব্বজ্ঞানমহানিধে। অবাপ্য কাশীং গীর্ব্বাণৈঃ কিমকারি বদাচ্যুত॥ ১॥ অধীত্যেমাং কথাং দিব্যাং ন তৃপ্তিমধিযাম্যহম্। শেবধিস্তপসাং দেবৈরগস্তিঃ প্রার্থিতঃ কথম্॥ ২॥ কথং বিন্ধ্যোঽপ্যবাপ স্বাং প্রকৃতিং তাদৃগুন্নতঃ। তব বাগমৃতাম্ভোধৌ মনো মে স্নাতুমুৎসুকম্॥ ৩॥ ইতি কৃৎস্নং সমাকর্ণ্য ব্যাসঃ পারাশরো মুনিঃ। শ্রদ্ধাবতে স্বশিষ্যায় বক্তুং সমুপচক্রমে॥ ৪॥ পারাশর উবাচ। শৃণু সূত, মহাবুদ্ধে ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। শুকবৈশম্পায়নাদ্যাঃ শৃণ্বন্ত্বেতে চ বালকাঃ॥ ৫॥ ততো বারাণসীং প্রাপ্য গীর্ব্বাণাঃ সমহর্ষয়ঃ। অবিলম্বং প্রথমতো মণিকর্ণ্যাং বিধানতঃ॥ ৬॥ সচৈলমভিমজ্জ্যাথ কৃতসন্ধ্যাদিসৎক্রিয়াঃ। সন্তর্প্য তর্প্যাদিপিতৄন্ কুশগন্ধতিলোদকৈঃ॥ ৭॥ তীর্থবাসাগিনঃ সর্ব্বান্ সন্তর্প্য চ পৃথক্ পৃথক্। রত্নৈর্হিরণ্যবাসোভিরশ্বাভরণধেনুভিঃ॥ ৮॥ বিচিত্রৈশ্চ তথা পাত্রৈঃ স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিতৈঃ। অমৃতস্বাদুপক্বান্নৈঃ পায়সৈশ্চ সশর্করৈঃ॥ ৯॥ সগোরসৈরন্নদানৈর্ধান্যদানৈরনেককা। গন্ধচন্দনকর্পূরৈস্তাম্বূলৈশ্চারুচামরৈঃ॥ ১০॥ সতূলৈর্ম্মৃদুপর্য্যঙ্কৈর্দীপিকাদর্পণাসনৈঃ। শিবিকাদাসদাসীভির্বিমানৈঃ পশুভির্গৃহৈঃ॥ ১১॥ চিত্রধ্বজপতাকাভিরুল্লোচৈশ্চন্দ্রচারুভিঃ। বর্ষাশনপ্রদানৈশ্চ গৃহোপস্করসংবৃতৈঃ॥

হইল। সেই চরণযুগলই ধন্য, যাহা কাশী-অভিমুখে প্রস্থিত হয়, ব্রহ্মোক্ত বচন শ্রবণ-পুণ্যে আমরা আজ কাশী যাইব। অধিকতর পুণ্যবলেই এক কার্য্যে দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কাশীগমনে কৃতনিশ্চয়, হর্ষোৎফুল্ল নয়নকমল, প্রহৃষ্টামন, সুকৃতার্থী দেবগণ এই বলিতে বলিতে কাশীক্ষেত্রে গমন করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—সংসারে যে সকল মানব, এই পবিত্রতম আখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহারা ইহলোকে সর্ব্বসুখ ভোগ করিয়া বংশ রক্ষা করিবে, অনন্তর পুত্রদার সহ সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া সত্যলোকে বহুকাল বাসের পর মুক্তিলাভ করিবে। ১০৭—১১৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ভগবন্, ভূত-ভব্যপতে, সর্ব্বজ্ঞানমহানিধে, অচ্যুত! দেবগণ কাশীতে উপস্থিত হইয়া কি করিলেন, বলুন? গুরুদেবের প্রমুখাৎ এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। তপোনিধি অগস্ত্য দেবগণ কর্ত্তৃক কিরূপে প্রার্থিত হইলেন এবং তাদৃশ উন্নত বিন্ধ্যগিরিই বা কিরূপে আপনার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইল?—আমার মন আপনার বাক্যরূপ সুধাসমুদ্রে স্নান করিতে উৎসুক হইয়াছে। পরাশর-নন্দন মুনিবর বেদব্যাস, এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধালু নিজশিষ্য সূতকে প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।—হে মহাবুদ্ধি সূত! ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া শ্রবণ কর এবং শুক-বৈশম্পায়নাদি এই বালকগণও শ্রবণ করুক।১—৫। অনন্তর দেবগণ, মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ অবিলম্বে মণিকর্ণিকায় যথাবিধি সবস্ত্র অবগাহনপূর্ব্বক সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম করিলেন এবং সন্ধ্যোপাসনার পর কুশ, গন্ধ ও সতিল জলদ্বারা তর্পণীয় অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ করিয়া রত্ন, কাঞ্চন, বস্ত্র, অশ্ব, আভরণ, ধেনু, স্বর্ণরৌপ্যাদি নির্ম্মিত বিচিত্র পাত্র, অমৃতবৎ সুস্বাদু পক্বান্ন, শর্করা-সংযুক্ত পায়স, দুগ্ধের সহিত অন্ন, ধান্য, গন্ধ, চন্দন, কর্পূর, তাম্বূল, উৎকৃষ্ট চামর, তূলপ্রচুর কোমল পর্য্যঙ্ক, দীপ, দর্পণ, আসন, শিবিকা, দাস, দাসী, বিমান, পশু, গৃহ, বিচিত্র ধ্বজপতাকা, শশধর-সুন্দর চন্দ্রাতপ, গৃহোপকরণের সহিত বর্ষ-

১২॥ উপানৎপাদুকাভিশ্চ যতিনশ্চ তপস্বিনঃ। যোগ্যৈঃ পট্টদুকূলৈশ্চ বিবিধৈশ্চিত্ররল্লকৈঃ॥ ১৩॥ দণ্ডৈঃ কমণ্ডলুযুতৈরজিনৈর্মৃগসম্ভবৈঃ। কৌপীনৈরুচ্চমঞ্চৈশ্চ পরিচারককাঞ্চনৈঃ॥ ১৪॥ মঠৈর্বিদ্যার্থিনামন্নৈরতিথ্যর্থং মহাধনৈঃ। মহাপুস্তকসম্ভারৈর্লেখকানাঞ্চ জীবনৈঃ॥ ১৫॥ বহ্বৌষধদানৈশ্চ সত্রদানৈরনেকশঃ। গ্রীষ্মে প্রপার্থদ্রবিণৈর্হেমন্তেহগ্নিষ্টিকেন্ধনৈঃ॥ ১৬॥ ছত্রাচ্ছাদনিকাদার্থে বর্ষাকালোচিতৈর্বহু। রাত্রৌ পীঠপ্রদীপৈশ্চ পাদাভ্যঞ্জনকাদিভিঃ॥ ১৭॥ পুরাণপাঠকাংশ্চাপি প্রতিদেবালয়ং ধনৈঃ। দেবালয়ে নৃত্যগীতকরণার্থৈরনেকশঃ॥ ১৮॥ দেবালয়সুধাকার্য্যৈজীর্ণোদ্ধারৈরনেকধা। চিত্রলেখনমূল্যৈশ্চরঙ্গমালাদিমণ্ডনৈঃ॥ ১৯॥ নীরাজনৈর্গুগ্গুলুভির্দশাঙ্গাদিসুধূপকৈঃ। কর্পূরবর্ত্তিকাদ্যৈশ্চ দেবার্চ্চার্থৈরনেকশঃ॥ ২০॥ পঞ্চামৃতানাং স্নপনৈঃ সুগন্ধস্নপনৈরপি। দেবার্থং মুখবাসৈশ্চ দেবোদ্যানৈরনেকশঃ॥ ২১॥ মহাপূজার্থমাল্যাদি-গুম্ফনার্থৈস্ত্রিকালতঃ। শঙ্খভেরীমৃদঙ্গাদিবাদ্যনাদৈঃ শিবালয়ে॥ ২২॥ ঘণ্টাগড়ুককুম্ভাদি-স্নানোপস্করভাজনৈঃ। শ্বেতৈর্মার্জ্জনবস্ত্রৈশ্চ সুগন্ধৈর্যক্ষকর্দ্দমৈঃ॥ ২৩॥ জপহোমৈঃ স্তোত্রপাঠৈঃ শিবনামোচ্চভাষণৈঃ। রাসক্রীড়াদিসংযুক্তৈশ্চলনৈঃ সপ্রদক্ষিণৈঃ॥ ২৪॥ এবমাদিভিরুদ্দণ্ডৈঃ ক্রিয়াকাণ্ডৈরনেকশঃ। পঞ্চরাত্রমুষিত্বা তু কৃত্বা তীর্থান্যনেকশঃ॥ ২৫॥ দীনানাথাংশ্চ সন্তর্প্য নত্বা বিশ্বেশ্বরং বিভুম্। ব্রহ্মচর্য্যাদিনিয়মৈস্তীর্থমেবং প্রসাধ্য চ॥ ২৬॥ পুনঃপুনর্বিশ্বনাথং দৃষ্ট্বা স্তুত্বা প্রণম্য চ। জগ্মুঃ পরোপকারার্থমগস্তির্যত্র তিষ্ঠতি॥ ২৭॥ স্বনাম্না লিঙ্গমাস্থাপ্য কুণ্ডং কৃত্বা তদগ্রতঃ। শতরুদ্রিয়সূক্তেন জপন্নিশ্চলমানসঃ॥ ২৮॥ তং দৃষ্ট্বা দূরতো দেবা দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্। জলজ্জ্বলনসঙ্কাশৈরঙ্গৈঃ সর্ব্বত্র সোজ্জ্বলম্॥ ২৯॥ সাক্ষাৎ কিং বাড়বাগ্নির্বা মূর্ত্ত্যা বৈ তপ্যতে তপঃ। স্থাণুবন্নিশ্চলতরং নির্ম্মলং সন্মনো যথা॥ ৩০॥ অথবা সর্ব্বতেজাংসি শ্রিত্বেমাং ব্রাহ্মণীং তনুম্। শীলয়ন্তি পরং ধাম শান্তং শান্ত-

---

ভোগ্য ভোজ্য, জুতা এবং খড়ম—সকল তীর্থবাসীর প্রত্যেককে এই সমস্ত প্রদানপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করিলেন। যতী এবং তপস্বীদিগের যোগ্য নূতন ক্ষৌম বস্ত্র, নানাবিধ চিত্র কম্বল, দণ্ড, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, কৌপীন, উচ্চমঞ্চ, পরিচারকদিগের বেতনার্থ সুবর্ণ, মঠ, বিদ্যার্থীদিগের অন্ন, অতিথিদিগের জন্য অনেক ধন, রাশীকৃত পুস্তক, লেখকদিগের বৃত্তি এবং বহু প্রকার ঔষধদান, সত্রদান, গ্রীষ্মকালে পানীয়শালার জন্য, হেমন্তে মৃদাদিনির্ম্মিত অগ্নিকুণ্ড ও কাষ্ঠের জন্য এবং বর্ষাকালে ছত্র ও আচ্ছাদনের জন্য বহু ধনদান, রাত্রিতে অধ্যয়নের জন্য প্রদীপ জ্বালিবার ব্যয় এবং পাদাভ্যঙ্গাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যতী ও প্রত্যেক দেবালয়ে বৃত্তি দিয়া পুরাণপাঠ-নিয়োগ, দেবালয়ে নৃত্যগীতের জন্য বহু ধনব্যয়, দেবালয়ে চূণকাম, দেবালয়ের জীর্ণোদ্ধার এবং দেবালয়ে নানাপ্রকার চিত্র করিবার জন্য মূল্য প্রদান, দেবালয়ে নানাবিধ রঙ্গ মাল্যাদি ভূষণ, আরতির গুগ্গুল, দশাঙ্গাদি ধূপ, কর্পূরবর্ত্তিকাদি, দেবপূজোপকরণের জন্য বহু ধনদান, পঞ্চামৃত দ্বারা ও সুগন্ধি স্নানদ্রব্য দ্বারা স্নান, দেবতার জন্য তাম্বূলাদি মুখবাস, নানাপ্রকার দেবোদ্যান, মহাপূজার মাল্যাদি রচনার জন্য ধনদান, শিবমন্দিরে, শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি ত্রিকালে হইবার জন্য ধনদান, দেবালয়ে ঘণ্টা গাড়ু কুম্ভ প্রভৃতি স্নানোপযোগী পাত্রসমূহ দান, শুক্লবর্ণ মার্জ্জনবস্ত্র দান, সুগন্ধি যক্ষকর্দ্দম (অর্থাৎ কর্পূর, অগুরু, মৃগনাভি এবং কক্কোল একত্র মিলিত) প্রভৃতি প্রদান, জপ, হোম, স্তোত্রপাঠ, উচ্চস্বরে শিব নাম-কীর্ত্তন, রাসক্রীড়াদি সংযুক্ত চলন ও প্রদক্ষিণ ইত্যাদি উত্তম ক্রিয়াকাণ্ড বারবার অনুষ্ঠান করত চত্বারিংশৎ প্রহর বাস করিয়া, বিবিধ তীর্থ করিলেন। ৬—২৫। অনন্তর দরিদ্র এবং অনাথবর্গের তৃপ্তিসাধন, বিভু বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মে ও পূর্ব্বোক্তরূপে তীর্থকৃত্য সম্পাদন এবং বার-বার বিশ্বনাথ দর্শন, স্তবন ও প্রণাম করিয়া দেবগণ,—যথায় অগস্ত্য, আপনার নামে লিঙ্গস্থাপনা ও লিঙ্গের সম্মুখে কুণ্ডনির্ম্মাণপুরঃসর স্থিরচিত্তে শতরুদ্রিয় সূক্ত জপ করত পরোপকারের জন্য অবস্থিত—তথায় গমন করিলেন। স্থাণুবৎ অত্যন্ত নিশ্চল, সাধুহৃদয়বৎ নির্ম্মল, জলন্ত অগ্নিসদৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতীব উজ্জ্বল, দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সেই ঋষিকে দূর হইতে দেখিয়া দেবগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, সাক্ষাৎ বাড়বানল কি এই প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন? অথবা ইঁহার তপস্তেজে ভীতা সৌদামিনী অদ্যাপি চাপল্য পরিত্যাগ করিতে

পদাশ্রয়ে। ৩১॥ তপনস্তপ্যতেঽত্যর্থং দহনোঽপি হি দহ্যতে। যত্তীব্রতপসাদ্যাপি চপলাচপলাভবৎ॥ ৩২॥ যস্যাশ্রমেঽত্র দৃশ্যন্তে হিংস্রা অপি সমন্ততঃ। সত্ত্বরূপা অমী সত্ত্বাস্ত্যক্ত্বা বৈরং স্বভাবজম্॥ ৩৩॥ শুণ্ডাদণ্ডেন করটিঃ সিংহং কণ্ডূয়তেঽভয়ঃ। অষ্টাপদাঙ্কে স্বপিতি কেশরী কেশরোৎকটঃ॥ ৩৪॥ শূকরঃ স্তব্ধরোমাপি বিহায় নিজযূথকম্। চরেদ্বনগুনাং মধ্যে মুস্তাস্তম্বেক্ষণো বলী॥ ২৫॥ ভূদারোঽপি ন ভূদারং তথা কুর্য্যাদ্যথান্যতঃ। সর্ব্বা লিঙ্গময়ী কাশী যতস্তদ্ভীতিযন্ত্রিতঃ॥ ৩৬॥ ক্রোড়ীকৃত্য ক্রোড়পোতং তরক্ষুঃ ক্রোড়য়ত্যহো। শার্দ্দূলবালানুৎসার্য্য শার্দ্দূলীমেণপোতকঃ॥ ৩৭॥ চলৎপুচ্ছোঽত্র পিবতি ফেনিলেনাননেন বৈ। স্বপন্তং লোমশং ভল্লং বানরশ্চলদঙ্গুলিঃ॥ ৩৮॥ যুকাং সমীক্ষ্য বীক্ষ্যৈব ভক্ষয়েদ্দন্তকোটিভিঃ। গোলাঙ্গুলা রক্তমুখা নীলাঙ্গা যুথনায়কাঃ॥ ৩৯॥ জাতিস্বভাবমাৎসর্য্যং ত্যক্ত্বৈকত্র রমন্তি চ। শশাঃ ক্রীড়ন্তি চ বৃকৈস্তৈঃ পৃষ্ঠলুণ্ঠৈর্ম্মুহুঃ॥ ৪০॥ আখুশ্চাখুভুজঃ কর্ণং কণ্ডূয়েত চলাননঃ। ময়ূরপুচ্ছপুটগো নিদ্রাত্যোতুঃ সুখাধিকম্॥ ৪১॥ স্বকণ্ঠং ঘর্ষয়ত্যেব কেকিকণ্ঠে ভুজঙ্গমঃ। ভুজঙ্গমফটাপৃষ্ঠে নকুলঃ স্বকুলোচিতম্॥ ৪২॥ বৈরং পরিত্যজ্য লুঠেদুৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য লীলয়া। আলোক্য মূষিকং সর্পশ্চরন্তং বদনাগ্রতঃ॥ ৪৩॥ ক্ষুধার্ত্তোঽপি ন গৃহ্ণাতি সোঽপি তস্মাদ্বিভেতি নো। প্রস্থ্যমানাং হরিণীং দৃষ্ট্বা কারুণ্যপূর্ণদৃক্। তদ্দৃষ্টিপাতং মুঞ্চন্ বৈ ব্যাঘ্রো দূরং ব্রজত্যহো॥ ৪৪॥ ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রস্য চরিতং মৃগো মৃগবিচেষ্টিতম্। উভে কথয়তোঽন্যোন্যং সখ্যাবিব মুদান্বিতে॥ ৪৫॥ দৃষ্ট্বাপ্যুদ্দণ্ডকোদণ্ডং শবরং শম্বরো মৃগঃ। ধৃষ্টো ন বর্ত্ম ত্যজতি সোঽপি কণ্ডূয়তেঽপি তম্॥ ৪৬॥ রোহিতোঽরণ্যমহিষমুদ্ঘর্ষতি নিরাকুলঃ। চমর্য্যো শবরীকেশৈঃ সম্মিমীতে স্ববালধিম্॥ ৪৭॥ গবয়ঃ শল্যকশ্চায়মুভাবেকত্র তিষ্ঠতঃ। তীব্রমাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য মুনিতেজোনিয়ন্ত্রিতৌ॥ ৪৮॥ হুণ্ডৌ চ মুণ্ড-

---

পারে নাই। সমস্ত তেজ এই ব্রাহ্মণ-দেহ আশ্রয় করিয়া শান্তপদ প্রাপ্তির জন্য প্রশান্ত পরম তেজ ধ্যান করিতেছে। ইঁহার তীব্র তপঃপ্রভাবে, তপনদেব অতিমাত্র তাপিত এবং দহনও দগ্ধ হইতেছেন; শ্বাপদ-সমূহ, ইঁহার এই আশ্রমের চতুর্দ্দিকে পরস্পর স্বাভাবিক বৈর ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকভাবে অবস্থিত দেখা যাইতেছে। অহো কি আশ্চর্য্য! হস্তী শুণ্ডদণ্ড দ্বারা নির্ভয়ে সিংহের গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছে এবং স্ফীত-কেশর কেশরী শরভের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছে। স্ফীত-নিশ্চল-রোমা বলশালী শূকর, মুস্তাগুচ্ছের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া আত্মযূথ পরিত্যাগপূর্ব্বক আরণ্য কুক্কুর মধ্যে বিচরণ করিতেছে। শূকর, ভূদার হইলেও 'কাশীর সকল স্থানই শিবলিঙ্গময়,' এই ভয়ে অন্য স্থানের ন্যায় এখানে ভূমি খনন করিতেছে না। তরক্ষু, (নেকড়ে বাঘ) শূকর শাবককে ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া দিতেছে। হরিণশাবক, ব্যাঘ্রশাবকদিগকে উৎসারিত করিয়া চপলপুচ্ছে ফেনায়মান মুখে ব্যাঘ্রীর স্তন্যপান করিতেছে। বানর, লোমশ ভল্লুককে সুপ্ত দেখিয়া তাহার লোমকানন মধ্যস্থিত মৃত মৎকুণ (উকুন) চপলাঙ্গুলিদ্বারা বাছিয়া বাছিয়া দন্তাগ্রদ্বারা ভোজন করিতেছে। গোলাঙ্গুল, রক্তমুখ, নীলাঙ্গ প্রভৃতি যুথনায়ক বানরগণ জাতিসুলভ স্বাভাবিক মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া একত্র ক্রীড়া করিতেছে। শশকগণ, বৃকের পৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। মূষিক চঞ্চলবদনে বিড়ালের কর্ণ কণ্ডূয়ন করিতেছে; বিড়াল ময়ূর-পুচ্ছপুটে আবৃত হইয়া অত্যন্ত আরামে ঘুমাইতেছে; সর্প ময়ূরের কণ্ঠে নিজ কণ্ঠ ঘর্ষণ করিতেছে! নকুল নিজকুলোচিত বৈর পরিত্যাগ করিয়া, খেলা করিতে করিতে লাফাইয়া লাফাইয়া সর্পের ফণার উপর গড়াগড়ি দিতেছে। সর্প ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও মুখের নিকট বিচরণতৎপর মূষিককে গ্রহণ করিতেছে না; মূষিকও সর্পের ভয়ে ভীত হইতেছে না। ব্যাঘ্র হরিণীকে আসন্নপ্রসবা দেখিয়া করুণা-পূর্ণনয়নে হরিণীর দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করত দূরে গমন করিতেছে; ব্যাঘ্রী ও মৃগী উভয়েই হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরস্পর সখীর ন্যায় ব্যাঘ্র ও মৃগের আচরণ কীর্ত্তন করিতেছে। শম্বরমৃগ, উদ্যত-কার্ম্মুক ব্যাধকে অবলোকন করিয়াও, নির্ভয়ে নিজ পথেই বিচরণ করিতেছে; ব্যাধও আসিয়া তাহার গাত্রকণ্ডূয়ন করিয়া দিতেছে। রোহিত মৃগ, নির্ভয়ে বন্য মহিষের গাত্র ঘর্ষণ করিতেছে, আর চমরীমৃগী ব্যাধ-রমণীর কেশপাশের সহিত নিজপুচ্ছের পরিমাণ লইতেছে। ২৬-৪৭। অগস্ত্যতেজোনিয়ন্ত্রিত গবয় ও শল্যক পরস্পর তীব্রমাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া একত্র

যুদ্ধায় ন সজ্জেতে জয়ৈষিণৌ । এণশাবং শৃগালোঽপি মৃদু স্পৃশতি পাণিনা ॥ ৪৯ ॥ ভুঞ্জন্তি তৃণগুল্মাদীন্ শ্বাপদাস্ত্বাপদাস্পদম্ । লোকদ্বয়ে দুঃখদং হি ধিক্ তন্মাংসস্য ভক্ষণম্ ॥ ৫০ ॥ যঃ স্বার্থং মাংসপচনং কুরুতে পাপমোহিতঃ । যাবন্ত্যস্য তু রোমাণি তাবৎ স নরকে বসেৎ ॥ ৫১ ॥ পরপ্রাণৈস্তু যে প্রাণান্ স্বান্ পুষ্ণন্তি হি দুর্ধিয়ঃ । আকল্পং নরকান্ ভুক্ত্বা তে ভুজ্যন্তেঽত্র তৈঃ পুনঃ ॥ ৫২ ॥ জাতু মাংসং ন ভোক্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি । ভোক্তব্যং তর্হি ভোক্তব্যং স্বমাংসং নেতরস্য চ ॥ ৫৩ ॥ বরমেতে শ্বাপদা বৈ মৈত্রাবরুণিসেবয়া । যেষাং ন হিংসনে বুদ্ধির্ন তু হিংসাপরা নরাঃ ॥ ৫৪ ॥ বকোঽপি পল্বলে মৎস্যান্ স্বাত্যগ্রেচরানপি । ন মহান্তোঽপ্যমহতো মৎস্যা মৎস্যানদন্তি বৈ ॥ ৫৫ ॥ একতঃ সর্বমাংসানি মৎস্যমাংসং তথৈকতঃ । স্মৃতিঃ স্মৃতেতি কিন্ত্বেভিরতো মৎস্যান্ জহত্যমী ॥ ৫৬ ॥ শ্যেনোঽপি বর্ত্তিকা দৃষ্ট্বা ভবত্যেষ পরাঙ্মুখঃ । চিত্রমত্রাপি মধুপা ভ্রমন্তি মলিনাশয়াঃ ॥ ৫৭ ॥ সুচিরং নরকান্ ভুক্ত্বা মদিরাপানলম্পটাঃ । মধুপা এব জায়ন্তে ভ্রান্তিভাজঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৮ ॥ অতএব পুরাণেষু গাথেতি পরিগীয়তে । স্ফুটার্থাত্র পুরাণজ্ঞৈর্জ্ঞাত্বা তত্ত্বং পিনাকিনঃ ॥ ৫৯ ॥ ক্ব মাংসং ক্ব শিবে ভক্তিঃ ক্ব মদ্যং ক্ব শিবার্চ্চনম্ । মদ্যমাংসরতানাঞ্চ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ৬০ ॥ বিনা শিবপ্রসাদং হি ভ্রান্তিঃ ক্বাপি ন নশ্যতি । অতএব ভ্রমন্ত্যেতে ভ্রমরাঃ শিববর্জ্জিতাঃ ॥ ৬১ ॥ ইত্যাশ্রমচরান্ দৃষ্ট্বা তির্য্যঞ্চোঽপি মুনীনিব । অবোধি বিবুধৈরিত্থং প্রভাবঃ ক্ষেত্রজঃ স্বয়ম্ ॥ ৬২ ॥ যতো বিশ্বেশ্বরেণৈতে তির্য্যঞ্চোঽপ্যত্রবাসিনঃ । নিধনাবসরে মোচ্যাস্তারকস্যোপদেশতঃ ॥ ৬৩ ॥ জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং যো বসেৎ কৃতনিশ্চয়ঃ । তং তারয়তি বিশ্বেশো জীবন্তমথবা মৃতম্ ॥ ৬৪ ॥ অবিমুক্তরহস্যজ্ঞা মুচ্যন্তে জ্ঞানিনো নরাঃ । অজ্ঞানিনোঽপি তির্য্যঞ্চো মুচ্যন্তে গতকিল্বিষাঃ ॥ ৬৫ ॥ ইত্যাশ্চর্য্যপরা দেবা যাবদ্যান্ত্যাশ্রমং মুনেঃ । তাবৎ পক্ষিকুলং দৃষ্ট্বা ভৃশং মুমুদিরে পুনঃ ॥ ৬৬ ॥ সারসো

রহিয়াছে। মেষদ্বয় জয়াভিলাষে পরস্পর মুণ্ডযুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত হইতেছে না। শৃগালও হরিণশাবককে হস্ত দ্বারা কোমলভাবে স্পর্শ করিতেছে। 'মাংস ভক্ষণকে ধিক্। মাংস ভক্ষণ, ইহলোকে পরলোকে দুঃখপ্রদ; অতএব আপদের 'আস্পদ' ইহা বিবেচনা করিয়া, শ্বাপদগণ তৃণগুল্মাদি ভক্ষণ করিতেছে। যে পাপমুক্ত ব্যক্তি আপনার জন্য মাংসপাক করে, সে ভুজ্যমান পশুর দেহে যত লোম আছে, তত বৎসর নরকভোগ করে। যে দুর্ম্মতিগণ পরের প্রাণ নষ্ট করিয়া আত্মপ্রাণ পোষণ করে, তাহারা আকল্প নরক ভোগ করিয়া, ভক্ষিতপূর্ব্ব পশুগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও কদাচ মাংস ভক্ষণ করা উচিত নয়, যদি ভোজন করিতেই হয় ত নিজের মাংস ভোজন করা উচিত —পরের নহে। অগস্ত্য-সান্নিধ্য বশতঃ হিংসাবিমুখবুদ্ধি এই শ্বাপদগণ বরং ভাল, কিন্তু হিংসাপরায়ণ মনুষ্যও ভাল নহে। বকও ক্ষুদ্র সরোবরে অগ্রচারী মৎস্যগণকেও ভোজন করিতেছে না। বৃহৎ মৎস্যগণও ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে ভক্ষণ করিতেছে না। "একদিকে মৎস্য মাংস, অপরদিকে অন্যান্য সমস্ত মাংস" এই স্মৃতিবাক্য স্মরণ করিয়াই যেন ইহারা মৎস্য ভোজন ত্যাগ করিয়াছে। এই শ্যেন পক্ষীও যে বর্ত্তিকা (চটকাবিশেষ) পক্ষী দর্শন করিয়া পরাঙ্মুখ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! মলিনাশয় মধুপগণ এখানেও ভ্রমণ করিতেছে। ৪৮—৫৭। মদিরাপান পরায়ণ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ বহুকাল নরক ভোগ করিয়া, মধুপ-যোনিতেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, অতএব শিববেত্তৃগণ, পুরাণে এই সরল শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, কোথায় মাংস এবং কোথায় শিবভক্তি; কোথায় মদ্য এবং কোথায় শিবপূজা! শঙ্কর, মদ্যমাংস-রত ব্যক্তিগণের দূরে অবস্থান করেন,—শিবের প্রসন্নতা ব্যতীত কিছুতেই ভ্রান্তি নাশ হয় না, এই জন্যই শিবতত্ত্বজ্ঞানবিবর্জ্জিত মধুপ (মদ্যপ) ভ্রমরগণ ভ্রমণ করিতেছে (এমযুক্ত হইতেছে) এই প্রকার আশ্রমস্থিত পশু-পক্ষিগণকেও মুনিগণবৎ হিংসা-বিরত অবলোকন করিয়া, দেবগণ স্থির করিলেন,—এই কাশীধামের এই প্রকার প্রভাবই বটে, কেননা, এখানে পশু পক্ষিগণও বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মৃত্যুকালে তারকব্রহ্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষলাভ করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের মহিমা অবগত ও বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া এখানে বাস করে, বিশ্বেশ্বর জীবন মরণে তাহাকে পরিত্রাণ করেন। জ্ঞানিগণ এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জানিয়া যেরূপ মুক্তিলাভ করেন, তির্য্যক্‌জাতিরা কাশী মাহাত্ম্য না জানিয়াও এই কাশীধামে দেহত্যাগ করিলে, নিষ্পাপ হইয়া সেইরূপ মুক্তি লাভ করিতে পারে। এইরূপে বিস্ময়াপন্ন দেবগণ মুনির আশ্রমে

সপত্নীকণ্ঠে কণ্ঠমাধায় নিশ্চলঃ। মন্যামহে ন নিদ্রাতি ধ্যায়েদ্বিশ্বেশ্বরং কিল॥ ৬৭॥ কণ্ডুয়মানা বরটা স্বচঞ্চুপুটকোটিভিঃ। হংসং কাময়মানন্ত বারয়েৎ পক্ষধুননৈঃ॥ ৬৮॥ নিরুধ্যমানা চক্রেণ চক্রী ক্রেঙ্কিতভাষণৈঃ। বদতীতি কিমত্রাপি কামিতা কামিনাং বর॥ ৬৯॥ কলকণ্ঠঃ কিলোৎকণ্ঠং মঞ্জু গুঞ্জতি কুঞ্জগঃ। ধ্যানস্থঃ শ্রোষ্যতি মুনিঃ পারাবত্যেতি বার্য্যতে॥ ৭০॥ কেকী কেকাং পরিত্যজ্য মৌনং তিষ্ঠতি তদ্ভয়াৎ। চকোরশ্চন্দ্রিকাভোক্তা নক্তব্রতমিবাস্থিতঃ॥ ৭১॥ পঠন্তী সারিকা সারং শুকং সম্বোধয়ত্যহো। অপারাবারসংসার-সিন্ধুপারপ্রদঃ শিবঃ॥ ৭২॥ কোকিলঃ কোমলালাপৈঃ কলয়ন্ কিল কাকলীম্। কলিকালৌ কলয়তঃ কাশিস্থান্নেতি ভাষতে॥ ৭৩॥ মৃগাণাং পক্ষিণামিত্থং দৃষ্ট্বা চেষ্টাং ত্রিবিষ্টপম্। অকাণ্ডপাতসঙ্কষ্টং নিনিন্দুস্ত্রিদশা বহু॥ ৭৪॥ বরমেতে পক্ষিমৃগাঃ পশবঃ কাশিবাসিনঃ। যেষাং ন পুনরাবৃর্ত্তির্ন দেবা ন পুনর্ভবাঃ॥ ৭৫॥ কাশীস্থৈঃ পতিতৈস্তুল্যা ন বয়ং স্বর্গিণঃ কচিৎ। কাশ্যাং পাতাভয়ং নাস্তি স্বর্গে পাতাভয়ং মহৎ॥ ৭৬॥ বরং কাশীপুরীবাসো মাসোপবসনাদিভিঃ। বিচিত্রচ্ছত্র-সচ্ছায়ং রাজ্যং নাম্যত্র নীরিপু॥ ৭৭॥ শশকৈর্মশকৈঃ কাশ্যাং যৎ পদং হেলয়াপ্যতে। তৎ পদং নাপ্যতেঽন্যত্র যোগযুক্ত্যাপি যোগিভিঃ॥ ৭৮॥ বরং বারাণসীরঙ্কো নিঃশঙ্কো যো যমাদপি। ন বয়ং ত্রিদশা যেষাং গিরিতোঽপীদৃশী দশা॥ ৭৯॥ ব্রহ্মণো দিবসাষ্টাংশে পদমৈন্দ্রং বিনশ্যতি। সলোকপালং সার্কঞ্চ সচন্দ্রগ্রহতারকম্॥ ৮০॥ পরার্দ্ধদ্বয়-নাশেঽপি কাশীস্থো যো ন নশ্যতি। তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন কাশ্যাং শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ৮১॥ যৎসুখং কাশিবাসেঽত্র ন তদ্ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে। অস্তি চেত্তৎ কথং সর্ব্বে কাশীবাসাভিলাষুকাঃ॥ ৮২॥ জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পুণ্যং সমুপার্জ্জিতম্। তৎ-পুণ্যপরিবর্ত্তেন কাশ্যাং বাসোঽত্র লভ্যতে॥ ৮৩॥ লব্ধাপি সিদ্ধিং নো যায়াদ্যদি ক্রুধ্যেৎ ত্রিলোচনঃ।

গমন করিতে করিতে পক্ষিকুলকে দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। দেখিলেন, —সারস-পক্ষী সারসীর গলদেশে আপনার কণ্ঠ স্থাপন করিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি, সারস নিদ্রিত হয় নাই, বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিতেছে। হংসী, স্বীয় চঞ্চুপুটাগ্র দ্বারা কণ্ডূয়ন করিতেছে এবং কামী হংসকে পক্ষকম্পন দ্বারা নিবারণ করিতেছে। চক্রবাকী চক্রবাক কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইয়াও কেঙ্কিত শব্দ দ্বারা যেন বলিতেছে, —হে কামুকপ্রধান! এখানেও কি কামিতা!! কুঞ্জ-মধ্যস্থিত পারাবত উৎকণ্ঠিতভাবে মনোহর ধ্বনি করিতেছে, ধ্যানস্থিত মুনি শ্রবণ করিবেন, এই ভয়ে কপোতী তাহাকে বারণ করিতেছে। ময়ূর, অগস্ত্যের ধ্যানভঙ্গভয়েই যেন কেকারব পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে রহিয়াছে'; 'চন্দ্রকিরণ-ভোজী চকোর যেন নক্তব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! "অপার সংসার-পারাবারের পারকর্ত্তা বিশ্বনাথ"—সারিকা এই সার কথা পড়িয়া শুকপক্ষীর জ্ঞান সম্পাদন করিতেছে। কোকিল কোমল আলাপের সহিত ধ্বনিকরত যেন বলিতেছে, —"কলি এবং কাল কাশীবাসীদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না"। দৈত্য-দৌরাত্ম্য বশতঃ অসময়েও পতিতভয়-মন্ত্রণা স্বর্গে আছে, দেবগণ, পশু পক্ষিগণের এই প্রকার কার্য দর্শন করিয়া সেই স্বর্গের বহু নিন্দা করিতে লাগিলেন। দেবতা অপেক্ষা কাশীর এই পশু পক্ষী বরং ভাল; কেননা দেবতাদিগের পুনর্জ্জন্ম আছে, কাশী-বাসীর পুনর্জ্জন্ম নাই। আমরা স্বর্গবাসী হইলেও কাশীর পতিতগণেরও তুল্য হইতে পারি না; কেননা, কাশীতে পতনে ভয় নাই, আর স্বর্গে পতন-ভয়ই অধিক। ৫৮—৭৬। অন্যত্র বিচিত্র-ছত্রচ্ছায়ায় নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করা অপেক্ষাও অর্থাভাবে মাসোপবাসাদি করিয়াও কাশীবাস করা ভাল। কাশীতে—শশকে, মশকে অবহেলায় যে পদ পায়, অন্যত্র যোগিগণ যোগশক্তিতেও সে পদ প্রাপ্ত হন না। আমরা দেবতা, আমাদের অপেক্ষা কিন্তু কাশীর দরিদ্রও ভাল; কেননা, তাহার যম হইতেও কোন আশঙ্কা নাই, আর আমরা একটা পর্ব্বত হইতেই এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। ব্রহ্মদিবসের অষ্টমাংশে লোকপাল, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাগণের সহিত ইন্দ্রত্ব-পদ বিনষ্ট হয়; কিন্তু ব্রহ্মার শতবর্ষ অতীত হইলেও কাশীবাসীর বিনাশ নাই। অতএব সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নে কাশীতে, সদাচার করিবে। কাশীধামে সুখ, তাহা অখিল ব্রহ্মাণ্ডে নাই; যদি থাকিত, তবে সকলেই কেন কাশীবাসে অভিলাষী হইবে? সহস্র সহস্র জন্মান্তরে উপার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জের পরিবর্ত্তে এই কাশীতে বাস ঘটে। কাশীবাসী হইয়াও শিবের

তস্মাদ্বিশ্বেশ্বরং নিত্যং শরণ্যং শরণং ব্রজেৎ॥ ৮৪॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্। অখণ্ডং হি যথা কাশ্যাং ন তথান্যত্র কুত্রচিৎ॥ ৮৫॥ আলস্যেনাপি যো যায়াদ্গৃহাদ্বিশ্বেশ্বরালয়ম্। অশ্বমেধাধিকো ধর্ম্মস্তস্য স্যাচ্চ পদে পদে॥ ৮৬॥ যঃ স্রোতোত্তরবাহিন্যাং যাতি বিশ্বেশদর্শনে। শ্রদ্ধয়া পরয়া তস্য শ্রেয়সোঽন্তো ন বিদ্যতে॥ ৮৭॥ স্বর্ধুনীদর্শনাৎ স্পর্শাৎ স্নানাদাচমনাদপি। সন্ধ্যোপাসনতো জপ্যাত্তর্পণাদ্দেবপূজনাৎ॥৮৮॥ পঞ্চতীর্থাবলোকাচ্চ ততো বিশ্বেশ্বরেক্ষণাৎ। শ্রদ্ধাস্পর্শনপূজাভ্যাং ধূপদীপাদিদানতঃ॥ ৮৯॥ প্রদক্ষিণৈঃ স্তোত্রজপৈর্নমস্কারৈঃ সনর্ত্তনৈঃ। দেবদেব মহাদেব শম্ভো শিব শিবেতি চ॥ ৯০॥ ধূর্জটে নীলকণ্ঠেশ পিনাকিন্ শশিশেখর। ত্রিশূলপাণে বিশ্বেশ রক্ষ রক্ষেতিভাষণৈঃ॥ ৯১॥ মুক্তিমণ্ডপিকায়াঞ্চ নিমেষার্দ্ধোপবেশনাৎ। তত্র ধর্ম্মকথালাপাৎ পুরাণশ্রবণাদপি॥ ৯২॥ নিত্যাদিকর্ম্মকরণাত্তথা তিথিসমর্চ্চনৈঃ। পরোপকরণাদ্যৈশ্চ ধর্ম্মঃ স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥ ৯৩॥ শুক্লপক্ষে যথা চন্দ্রঃ কলয়া কলয়ৈধতে। এবং কাশ্যাং নিবসতাং ধর্ম্মরাশিঃ পদে পদে॥ ৯৪॥ শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রপাদাম্বুসিক্তঃ শাখা বিদ্যাস্তাশ্চতস্রো দশাপি। পুষ্পাণ্যর্থা যে ফলে স্থূলসূক্ষ্মে মোক্ষঃ কামো ধর্ম্মবৃক্ষোঽয়মীড্যঃ॥ ৯৫॥ সর্ব্বার্থানামত্র দাত্রী ভবানী সর্ব্বান্ কামান্ পূরয়েদত্র ঢুণ্ঢী। সর্ব্বান্ জন্তূন্ মোচয়েদন্তকালে বিশ্বেশোঽত্র শ্রোত্রমন্ত্রোপদেশাৎ॥ ৯৬॥ কাশ্যাং ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদরূপঃ কাশ্যামর্থঃ সোঽপ্যনেকপ্রকারঃ। কাশ্যাং কামঃ সর্ব্বসৌখ্যৈকভূমিঃ কাশ্যাং শ্রেয়স্তত্তু কিং নাত্র যচ্চ॥ ৯৭॥ বিশ্বেশ্বরো যত্র ন তত্র চিত্রং ধর্ম্মার্থকামামৃতরূপরূপঃ। স্বরূপরূপঃ স হি বিশ্বরূপস্তস্মান্ন কাশীসদৃশী ত্রিলোকী॥ ৯৮। ইতি ব্রুবাণা গীর্ব্বাণা দদৃশুস্তূটজং মুনেঃ। হোমধূপসুগন্ধাঢ্যং বটুভির্ব্বহুভির্বৃতম্॥ ৯৯॥ শ্যামাকাঞ্জলিযাচঞার্থমৃষিকন্যান্নুযায়িভিঃ। ধৃতোপগ্রহদর্ভাগ্রৈর্মৃগশাবৈরলঙ্কৃতম্॥ ২০০॥ সার্দ্রবল্কলকৌপীনৈর্বৃক্ষশাখাবলম্বিভিঃ। বন্ধুং বিভ্রমৃগান্ দিক্ষু বাগুরাভি-

---

ক্রোধভাজন হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; অতএব নিরন্তর শরণাগতপালক বিশ্বেশ্বরের শরণাগত থাকিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ই কাশীতে যেমন সম্পূর্ণ, এমন আর কোন স্থানেই নহে। যে ব্যক্তি, অনিচ্ছাতেও গৃহ হইতে বিশ্বেশ্বর-মন্দির গমন করে, তাহার প্রতিপদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম হয়। যে ব্যক্তি উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে স্নান করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বেশ্বর-দর্শনে গমন করে, তাহার ধর্ম্মের অবধি নাই। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাস্পর্শ, গঙ্গাস্নান, আচমন, সন্ধ্যাউপাসনা, জপ, তর্পণ, দেবপূজন, পঞ্চতীর্থদর্শন, তদনন্তর বিশ্বেশ্বরদর্শন, শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বেশ্বরস্পর্শন, বিশ্বেশ্বরপূজা, ধূপাদিদান, প্রদক্ষিণ, স্তব, জপ, নমস্কার, নৃত্য, "দেবদেব! মহাদেব! শম্ভো! শিব! শিব! ধূর্জ্জটে! নীলকণ্ঠ! ঈশ! পিনাকিন্! শশিশেখর! ত্রিশূলপাণে! বিশ্বেশ্বর! রক্ষা কর, রক্ষা কর" এই প্রকার সঙ্কীর্ত্তন, মুক্তিমণ্ডপে অর্দ্ধনিমিষ উপবেশন, মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া ধর্ম্মকথালাপ ও পুরাণপাঠ এবং শ্রবণ, অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অতিথি-সৎকার এবং পরোপকার দ্বারা উত্তরোত্তর ধর্ম্মলাভ বৃদ্ধি হয়। শুক্লপক্ষে চন্দ্র যেমন এক কলা করিয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তদ্রূপ কাশীবাসীদিগের ধর্ম্মরাশি পদে পদে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।৭৭-৯৪। এই ধর্ম্মবৃক্ষ—জনগণের সেবনীয়। এই বৃক্ষের বীজ শ্রদ্ধা; বিপ্রপাদোদক দ্বারা ইহা সিক্ত; ইহার শাখাসমূহ—প্রসিদ্ধ চতুর্দ্দশ বিদ্যা; ন্যায়োপার্জ্জিত ধন—ইহার পুষ্প; ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই ফল—কাম ও মোক্ষ। এই কাশীধামে অন্নপূর্ণা নিখিল অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। গণপতি ঢুণ্ঢি এখানে অখিল কামনা পূর্ণ করেন এবং বিশ্বনাথ অন্তকালে কর্ণে তারক মন্ত্র উপদেশ করিয়া সর্ব্ব প্রাণীকেই ভববন্ধন-মুক্ত করেন। কাশীতে ধর্ম্ম—পূর্ণ চতুষ্পাদ। কাশীতে অর্থ অনেক প্রকার। কাশীতে কাম—সর্ব্বসুখের আশ্রয় এবং এমন কোন্ শ্রেয়ঃ আছে, যাহা কাশীতে নাই? ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত-দেহ বিশ্বেশ্বর যথায় অবস্থিত, সেই কাশীতে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কেননা, সেই বিশ্বেশ্বর অখণ্ডানন্দরূপ বিশ্বরূপ। অতএব, ত্রৈলোক্যও কাশীসদৃশ নহে। দেবগণ এই কথা বলিতে বলিতে, মুনিবর অগস্ত্যের হোম-ধূম-সুগন্ধপূর্ণ, বেদাধ্যায়ী ছাত্রবর্গে পরিবৃত পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, মৃগশাবকেরা ঋষিদিগের উপগ্রহ-কুশ মুখে লইয়া শ্যামাক-অঞ্জলি পাইবার আশায় ঋষিকন্যাগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত যে স্থান অলঙ্কৃত করিতেছে, যথায় বৃক্ষশাখাবিলম্বী আর্দ্র বল্কল,কৌপীন যেন বিভ্রকারী মৃগগণকে

রিবাঙ্কিতম্ ॥ ২০১ ॥ পতিব্রতাশিরোরত্ন-লোপামুদ্রাঙ্ঘ্রিমুদ্রয়া। মুদ্রিতং বীক্ষ্য সম্মেমুঃ পর্ণশালাঙ্গনং সুরাঃ ॥ ১০২ ॥ বিসর্জ্জিতসমাধিঞ্চ ধৃতকর্ণাক্ষমালিকম্। অধিষ্ঠিতবৃসীপৃষ্ঠং পরমেষ্ঠিবদুৎকটম্ ॥ ১০৩ ॥ পুরোঽগস্ত্যং সমালোক্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। প্রহৃষ্টবদনাঃ প্রোচুঃ প্রোচ্চৈর্জ্জয় জয়েতি চ ॥ ১০৪ ॥ মুনিরুত্থায় তান্ সার্ব্বান্ উপাবেশ্য যথোচিতম্। আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ পপ্রচ্ছাগমকারণম্ ॥ ১০৫। ব্যাস উবাচ। ইদং পুণ্যতমাখ্যানং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ। পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ যতঃ শ্রদ্ধাবতাং পুরঃ ॥ ১০৬ ॥ বিধূয় সর্ব্বপাপানি জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা কৃতান্যপি। হংসবর্ণেন যানেন গচ্ছেচ্ছিবপুরং পরম্ ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশীখণ্ডে অগস্ত্যাশ্রমবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। মুনিপৃষ্টাস্তদা দেবা ভগবংস্তে কিমব্রুবন্। সর্ব্বলোকহিতার্থায় তদাখ্যাহি মহামুনে ॥ ১ ব্যাস উবাচ। অগস্তিবচনং শ্রুত্বা বহুমানপুরঃসরম্। ধিষণাধিপতেরাস্যং বিবুধা ব্যালুলোকিরে ॥ ২। বাক্পতিরুবাচ। শৃণ্বগস্ত্য মহাভাগ দেবাগমনকারণম্। ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি মান্যোঽসি মহতামপি ॥ ৩ ॥ প্রত্যাশ্রমং প্রতিনগং প্রত্যরণ্যং তপোধনাঃ। কিং ন সন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ কাচিদন্যৈব তে স্থিতিঃ ॥ ৪ ॥ তপোলক্ষ্মীস্ত্বয়ীহাস্তি ব্রাহ্মং তেজস্ত্বয়ি স্থিরম্। পুণ্যলক্ষ্মীস্ত্বয়ি পরা ত্বয্যৌদার্য্যং মনস্ত্বয়ি ॥ ৫ ॥ পতিব্রতেয়ং কল্যাণী লোপামুদ্রা সধর্ম্মিণী। তবাঙ্গচ্ছায়য়া তুল্যা যৎকথা পুণ্যকারিণী ॥ ৬ ॥ পতিব্রতাস্বরুন্ধত্যা সাবিত্র্যাপ্যনসূয়য়া। শাণ্ডিল্যয়া চ সত্যা চ লক্ষ্ম্যা চ শতরূপয়া ॥ ৭ ॥ মেনয়া চ সুনীত্যা চ সংজ্ঞয়া স্বাহয়া তথা। যথৈষা বর্ণ্যতে শ্রেষ্ঠা ন তথান্যেতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮ ॥ ভুক্তে ভুঙ্ক্তে ত্বয়ি মুনে তিষ্ঠতি ত্বয়ি তিষ্ঠতি। বিনিদ্রিতে চ নিদ্রাতি

বাঁধিবার জন্যই বাগুরার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে,—দেবগণ সেই পর্ণকুটীর-প্রাঙ্গণ পতিব্রতাশিরোমণি অগস্ত্যপত্নী, লোপামুদ্রার পদাঙ্ক-চিহ্নিত দেখিয়া প্রণাম করিলেন। পরে যোগোত্থিত, কর্ণে অক্ষমালা ধারণ করিয়া অবস্থিত, যথাযোগ্য আসনে আসীন, পরমেষ্ঠিবৎ শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষিকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া, ইন্দ্রাদি দেবতা সকল প্রহৃষ্ট-বদনে 'জয় জয়' বলিতে লাগিলেন। মুনি অগস্ত্যও উত্থিত হইয়া সেই সমস্ত দেবতাকে যোগ্যভাবে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদব্যাস কহিলেন,—অভিযুক্ত হইয়া, এই পবিত্রতম আখ্যান শ্রবণ করিলে অথবা ব্রতপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের সমক্ষে পাঠ করিলে কিংবা পাঠ করাইলে মানব জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ব্বপাপ দূর করিয়া শুক্লবর্ণ-যানযোগে নিশ্চয়ই শিবপুরে গমন করে।৯৫—১০৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ভগবন্! তখন অগস্ত্য-মুনি-জিজ্ঞাসিত সেই দেবগণ সর্ব্বলোকহিতের জন্য কি বলিলেন,—হে মহামুনে! তাহা বলুন। শ্রীবেদব্যাস বলিলেন,—দেবগণ অগস্ত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া বহুমানপুরঃসর বৃহস্পতির মুখের দিকে চাহিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে মহাভাগ অগস্ত্য! দেবগণের আগমন-কারণ শ্রবণ কর; হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃত্য, তুমি মহৎগণেরও মাননীয়। প্রত্যেক আশ্রমে, প্রতি পর্ব্বতে এবং প্রতি বনেই তপোধনেরা বাস করেন বটে, কিন্তু তোমার মর্য্যাদা এক স্বতন্ত্র। তোমাতে তপঃশ্রী আছে, তোমাতে ব্রহ্মতেজ স্থিরভাবে অবস্থিত, তোমাতে পরমা পুণ্যশ্রী আছে, তোমাতে ঔদার্য্য আছে এবং যথার্থ মনও তোমার আছে। যাঁহার কথায় লোকের পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেই তোমার সহধর্ম্মিণী এই কল্যাণী পতিব্রতা লোপামুদ্রা তোমার দেহচ্ছায়ার তুল্য। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, শাণ্ডিল্যা, সতী, লক্ষ্মী, শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা ও স্বাহা,—পতিব্রতার মধ্যে এই লোপামুদ্রাকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন, তদ্রূপ অন্য কাহাকেও করেন না, ইহা নিশ্চয়।১—৮। হে

প্রথমং প্রতিবুধ্যতে ॥ ৯ ॥ অনলঙ্কৃতমাত্মানং তব নো দর্শয়েৎ ক্বচিৎ। কার্য্যার্থং প্রোষিতে কাপি সর্ব্বমণ্ডনবর্জ্জিতা ॥১০॥ ন চ তে নাম গৃহ্নীয়াত্তবায়ুষ্য-বিবৃদ্ধয়ে। পুরুষান্তরনামাপি ন গৃহ্লাতি কদাচন ॥১১॥ আক্রুষ্টাপি ন চাক্রোশেত্তাড়িতাপি প্রসীদতি। ইদং কুরু কৃতং স্বামিন্ মন্যতামিতি বক্তি চ ॥ ১২ ॥ আহূতা গৃহকার্য্যাণি ত্যক্ত্বা গচ্ছতি সত্বরম্। কিমর্থং ব্যাহৃতা নাথ স প্রসাদো বিধীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥ ন চিরং তিষ্ঠতি দ্বারি ন দ্বারমুপসেবতে। অদাপিতং স্বয়া কিঞ্চিৎ কস্মৈচিন্ন দদাত্যপি ॥ ১৪ ॥ পূজোপকরণং সর্ব্বমনুক্তা সাধয়েৎ স্বয়ম্। নিয়মোদকবর্হীংষি পত্রপুষ্পাক্ষতাদিকম্ ॥১৫॥ প্রতীক্ষমাণাবসরং যথাকালোচিতং হি যৎ। তদুপস্থাপয়েৎ সর্ব্বমনুদ্বিগ্নাতিহৃষ্টবৎ ॥ ১৬ ॥ সেবতে ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টমিষ্টমন্নং ফলাদিকম্। মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা পতিদত্তং প্রতীচ্ছতি ॥ ১৮ ॥ অবিভজ্য ন চাশ্নীয়াদ্দেবপিত্রতিথিষ্বপি। পরিচারকবর্গেষু গোষু ভিক্ষুকুলেষু চ ॥ ১৯ ॥ সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী। কুর্য্যাত্ত্বয়াননুজ্ঞাতা নোপবাসব্রতাদিকম্ ॥ ১৯ ॥ দূরতো বর্জ্জয়েদেষা সমাজোৎসবদর্শনম্। ন গচ্ছেত্তীর্থযাত্রাদি-বিবাহ-প্রেক্ষণাদিষু ॥ ২০ ॥ সুখসুপ্তং সুখাসীনং রমমাণং যদৃচ্ছয়া। আন্তরেষ্বপি কার্য্যেষু পতিং নোত্থাপয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥ স্ত্রীধর্ম্মিণী ত্রিরাত্রন্তু স্বমুখং নৈব দর্শয়েৎ। স্ববাক্যং শ্রাবয়েন্নাপি যাবৎ স্নাত্বা ন শুদ্ধিতঃ ॥ ২১ ॥ সুস্নাতা ভর্ত্তৃবদনমীক্ষতেঽন্যস্য ন ক্বচিৎ। অথবা মনসি ধ্যাত্বা পতিং ভানুং বিলোকয়েৎ ॥ ২৩ ॥ হরিদ্রাং কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা। কূর্পাসকঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভম্ ॥ ২৪ ॥ কেশসংস্কারকবরী-করকর্ণবিভূষণম্। ভর্ত্তুরায়ুষ্যমিচ্ছন্তী দূরয়েন্ন পতিব্রতা ॥ ২৫ ॥ ন রজক্যা ন হৈতুক্যা তথা শ্রমণয়া ন চ। ন চ দুর্ভগয়া কাপি সখিত্বং কুরুতে সতী ॥ ২৬ ॥ ভর্ত্তৃবিদ্বেষিণীং

মুনে! তুমি আহার করিলে ইনি আহার করেন, তুমি অবস্থান করিলে ইনি অবস্থিতা হন, তুমি নিদ্রিত হইলে পরে ইনি নিদ্রা যান, আবার তোমার পূর্ব্বে জাগরিত হন। অলঙ্কার-বিহীনা হইয়া কদাচ তোমাকে দর্শন দেন না, কার্য্যবশতঃ তুমি প্রবাসে যাইলে সকল প্রকার ভূষণ পরিত্যাগ করেন। তোমার আয়ুর্বৃদ্ধি কামনায় কখন তোমার নাম ধারণ করেন না এবং অপর পুরুষের নাম ত কদাচ গ্রহণ করেন না। তুমি ইঁহাকে বকিলেও ইনি উত্তর করেন না, তুমি পীড়া দিলেও ইনি প্রসন্নতা পরিত্যাগ করেন না। 'এই কর্ম্ম কর' তুমি এই কথা বলিলে, 'স্বামিন্! ইহা করাই হইয়াছে, মনে করুন' এই প্রকার বলেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া সত্বর আগমন করেন এবং বলেন নাথ! আমাকে কি জন্য ডাকিলেন,—আদেশ করিয়া অনুগৃহীতা করুন। বহুক্ষণ দ্বারে থাকেন না; দ্বারদেশে শয়নাদি করেন না; অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি না বলিতেই স্বয়ং সমগ্র পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখেন;—নিয়মোদক কুশ, পত্র, পুষ্প অক্ষতাদি, যে সময়ে যেটী আবশ্যক, তদনুসারে অবসর প্রতীক্ষা করত অনুদ্বিগ্ন হইয়া হৃষ্টচিত্তে তৎসমস্তই উপস্থিত করিয়া থাকেন। ইনি স্বামীর উচ্ছিষ্ট মিষ্ট অন্ন ও ফলাদি সেবন করেন; স্বামিদত্ত বস্তু মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন; দেবতা, পিতৃ, অতিথি, পরিচারকবর্গ, গো এবং ভিক্ষুকগণকে অন্ন না দিয়া ইনি আহার করেন না। লোপামুদ্রা গৃহোপকরণ এবং অলঙ্কার বেশ গুছাইয়া এবং পরিষ্কার করিয়া রাখেন; ইনি কর্ম্মকুশলা এবং মিতব্যয়া; তোমার অনুজ্ঞা ব্যতীত ইনি উপবাস ব্রতাদি করেন না। সভাদর্শন এবং উৎসবদর্শন ইনি দূর হইতে পরিহার করেন। তীর্থযাত্রাদি করেন না কিংবা বিবাহাদি-দর্শনেও গমন করেন না! যখন তুমি সুখে নিদ্রিত বা সুখাসীন অথবা ইচ্ছামত কোন সন্তোষপ্রদ কার্য্যে আসক্ত থাক, তখন অন্তরঙ্গ কার্য্যেও ইচ্ছামত তোমাকে কদাচ উত্থাপিত করেন না; রজস্বলা হইয়া তিন দিন স্বামীকে (তোমাকে) আপন মুখ দেখান না; যাবৎ স্নান করিয়া শুদ্ধ না হন, তাবৎ আপনার বাক্যও তোমাকে শুনান না। ঋতুস্নাতা হইয়া স্বামীর (তোমার)ই মুখাবলোকন করেন, কখনই অন্য কাহারও মুখ দেখেন না। তুমি স্থানান্তরে থাকিলে, মনে মনে স্বামীকে (তোমাকে) ধ্যান করত সূর্য্য দর্শন করেন। পতি-দীর্ঘায়ুষ্কামা পতিব্রতা লোপামুদ্রা,—হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কজ্জল, কাঁচুলী, তাম্বুল, শুভ, মাঙ্গল্য আভরণ, কেশ-সংস্কার, কবরীবন্ধন এবং কর্ণাদি-ভূষণ বর্জ্জন করেন না।৯—২৫। এই সতী—রজকী, ধর্ম্মবিরুদ্ধ-তর্ককারিণী, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী ও দুর্ভাগার সহিত কদাচ সখীত্ব স্থাপন করেন না।

নারীং নৈষা সম্ভাষতে কচিৎ। নৈকাকিনী কচিদ্‌-ভুয়াৎ নগ্না স্নাতি চ কচিৎ॥ ২৭॥ নোলুখলে ন মুষলে ন বর্দ্ধন্যাং দৃষদ্যপি। ন যন্ত্রকে ন দেহল্যাং সতী চোপবিশেৎ কচিৎ॥ ২৮॥ বিনা ব্যবায়সময়ং প্রাগল্‌ভ্যং ন কচিচ্চরেৎ। যত্র যত্র রুচির্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী সদা॥ ২৯॥ ইদমেব ব্রতং স্ত্রীণাময়মেব পরো বৃষঃ। ইয়মেকা দেবপূজা ভর্ত্তুর্বাক্যং ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ৩০॥ ক্লীবং বা দুরবস্থং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা। সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়েৎ॥৩১॥ হৃষ্টা হৃষ্টে বিষণ্ণাস্যা বিষণ্ণাস্যে প্রিয়ে সদা। একরূপা ভবেৎ পুণ্যা সম্পৎসু চ বিপৎসু চ॥ ৩২॥ সর্পির্লবণতৈলাদি-ক্ষয়েঽপি চ পতিব্রতা। পতিং নাস্তীতি ন ব্রূয়াদায়াসেষু ন যোজয়েৎ॥৩৩॥ তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ। শঙ্করাদপি বিষ্ণোর্বা পতিরেকোঽধিকঃ স্ত্রিয়াঃ॥ ৩৪॥ ব্রতোপবাসনিয়মং পতিমুল্লঙ্ঘ্য যা চরেৎ। আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুর্মৃতা নিরয়মৃচ্ছতি॥৩৫॥ উক্তা প্রত্যুত্তরং দদ্যাদ্ যা নারী ক্রোধতৎপরা। সরমা জায়তে গ্রামে শৃগালী নির্জ্জনে বনে॥ ৩৬॥ স্ত্রীণাং হি পরমশ্চৈকো নিয়মঃ সমুদাহৃতঃ। অভ্যর্চ্চ্য চরণৌ ভর্ত্তুর্ভোক্তব্যং কৃতনিশ্চয়ম্॥ ৩৭॥ উচ্চাসনং ন সেবেত ন ব্রজেৎ পরবেশ্মসু। ন ত্রপাকরবাক্যাণি বক্তব্যানি কদাচন॥ ৩৮॥ অপবাদো ন বক্তব্যঃ কলহং দূরতস্ত্যজেৎ। গুরূণাং সন্নিধৌ কাপি নোচ্চৈর্ব্রূয়ান্ন বা হসেৎ॥৩৯॥ যা ভর্ত্তারং পরিত্যজ্য রহশ্চরতি দুর্ম্মতিঃ। উলূকী জায়তে ক্রূরা বৃক্ষকোটরশায়িনী॥ ৪০॥ তাড়িতা তাড়িতুং চেচ্ছেৎ সা ব্যাঘ্রী বৃষদংশিকা। কটাক্ষয়তি যাঽন্যং বৈ কেকরাক্ষী তু সা ভবেৎ॥ ৪১॥ যা ভর্ত্তারং পরিত্যজ্য মিষ্টমশ্নাতি কেবলম্। গ্রামে সা শূকরী ভূয়াদ্বল্গুর্বাপি স্ববিড়্‌ভুজা॥ ৪২॥ যা ত্বঙ্কৃত্য প্রিয়ং ব্রূতে মূকা সা জায়তে খলু। যা সপত্নীং সদের্ষ্যেত দুর্ভগা সা পুনঃপুনঃ॥ ৪৩॥ দৃষ্টিং বিলুপ্য ভর্ত্তুর্যা কঞ্চিদন্যং সমীক্ষতে। কাণা চ বিমুখী চাপি কুরূপা চাপি জায়তে॥ ৪৪॥ বাহ্যাদায়ান্তমালোক্য ত্বরিতা চ জলাশনৈঃ। তাম্বুলে-

---

পতিবিদ্বেষিণী রমণীর সহিত ইনি কথন আলাপ করেন না। একাকিনী কোথাও অবস্থান করেন না এবং কখনও বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করেন না। সতী লোপামুদ্রা—কখন উদূখল, মুষল, সম্মার্জ্জনী কিংবা জাতার উপর অথবা হাতিনায় উপবেশন করেন না। ব্যবায়সময় ভিন্ন কখন প্রগল্‌ভতা করেন না। পতির যাহাতে যাহাতে রুচি, তিনি তৎসমস্তই সর্ব্বদা ভাল বাসেন। রমণী পতিবাক্য লঙ্ঘন করিবে না, ইহাই স্ত্রীলোকের ব্রত, ইহাই পরম ধর্ম্ম এবং ইহাই দেবপূজা। ক্লীব, দুরবস্থাপন্ন-ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ এবং সুস্থ বা দুঃস্থ—পতি যাহাই কেন হউক না, স্ত্রী পতিকে লঙ্ঘন একেবারেই করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে, হর্ষে থাকিবে, পতি বিষণ্ণবদন হইলে বিষণ্ণা হইবে; সতীনারী, সম্পদ্‌-বিপদে স্বামীর সমদুঃখসুখভাগিনী হইবে। ঘৃত, লবণ, তৈলাদি, ব্যয় হইয়া গেলেও, পতিব্রতা স্ত্রী, পতিকে 'নাই' বলিবে না এবং আয়াসকর কর্ম্মে পতিকে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থ-স্নানাভিলাষিণী নারী পতিপাদোদক পান করিবে। একমাত্র পতি স্ত্রীজাতির পক্ষে শিব এবং বিষ্ণু অপেক্ষাও উচ্চ। যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রতোপবাসনিয়ম পালন করে, সে পতির আয়ুঃ হরণ করে এবং দেহান্তে নরকে যায়। যে নারী স্বামিকৃত ভর্ৎসনায় রোষপরবশ হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য-কুক্কুরী ও বন্য শৃগালী হয়। দৃঢ় সঙ্কল্পপূর্ব্বক পতিপদসেবা করিয়া ভোজন করা স্ত্রীলোকের উচিত। স্ত্রীলোকে কখন উচ্চ আসনে বসিবে না বা পরগৃহে যাইবে না; লজ্জাকর বাক্য কদাচ বলিবে না; কাহারও অপবাদ করিবে না; কলহ দূরে পরিত্যাগ করিবে। গুরুজনসমীপে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না এবং হাস্য করিবে না। যে দুর্ব্বুদ্ধি রমণী ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া পাপব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে পরজন্মে তরুকোটর-বাসিনী ক্রূরা উলূকী হয়। ২৬—৪০। যে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া স্বামীকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করে, সে পরজন্মে ব্যাঘ্রী বা মার্জ্জারী হয়। যে নারী পরপুরুষে কটাক্ষ করে, জন্মান্তরে সে কেকরাক্ষী (টেরা) হয়। যে রমণী স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া আপনি কেবল মিষ্টভোজন করে, সে জন্মান্তরে গ্রাম্য-শূকরী অথবা আত্মবিষ্ঠাভোজী বাল্গু (বাদুড়) পক্ষী হয়। যে স্ত্রী পতিকে তুই-তোকারী করে, সে জন্মান্তরে বোবা হয়। যে স্ত্রী সপত্নীর প্রতি সর্ব্বদা ঈর্ষা করে, সে পুনঃপুনঃ দুর্ভগা হয়। যে স্ত্রী পতির দৃষ্টিশক্তি আবরণ করিয়া পরপুরুষকে দর্শন করে, সে জন্মান্তরে কাণা, কুমুখী এবং কুরূপা হয়। যে স্ত্রী পতিকে বহির্ভাগ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া, প্রীতিসহকারে সত্বর জল, আসন,

ব্যজনৈশ্চৈব পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ৪৫ ॥ তথৈব চাটুবচনৈঃ স্বেদসম্মোদনৈঃ পরৈঃ। যা প্রিয়ং প্রীণয়েৎ প্রীতা ত্রিলোকী প্রীণিতা তয়া ॥ ৪৬ ॥ মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ। অমিতস্য হি দাতারং ভর্ত্তারং পূজয়েৎ সদা ॥ ৪৭ ॥ ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ধর্ম্মতীর্থব্রতানি চ। তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৮ ॥ জীবহীনো যথা দেহঃ ক্ষণাদশুচিতাং ব্রজেৎ। ভর্ত্তৃহীনা তথা যোষিৎ সুস্নাতাপ্যশুচিঃ সদা ॥ ৪৯ ॥ অমঙ্গলেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বিধবা হ্যমঙ্গলা। বিধবাদর্শনাৎ সিদ্ধিঃ ক্বাপি জাতু ন জায়তে ॥ ৫০ ॥ বিহায় মাতরং চৈকাং সর্ব্বামঙ্গলবর্জ্জিতাম্। তদাশিষমপি প্রাজ্ঞস্ত্যজেদাশীবিষোপমাম্ ॥ ৫১ ॥ কন্যাবিবাহসময়ে বাচয়েয়ুরিতি দ্বিজাঃ। ভর্ত্তুঃ সহচরী ভূয়া জীবতোঽজীবতোঽপি বা ॥ ৫২ ॥ ভর্ত্তা সদানুযাতব্যো দেহবচ্ছায়য়া স্ত্রিয়া। চন্দ্রমা জ্যোৎস্নয়া যদ্বদ্বিদ্যুদ্বান্ বিদ্যুতা যথা ॥ ৫৩ ॥ অনুব্রজতি ভর্ত্তারং গৃহাৎ পিতৃবনং মুদা। পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। এবমুৎক্রম্য দূতেভ্যঃ পতিং স্বর্গং নয়েৎ সতী ॥ ৫৫ ॥ যমদূতাঃ পলায়ন্তে সতীমালোক্য দূরতঃ। অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং সমুৎসৃজ্য চ তৎপতিম্ ॥ ৫৬ ॥ ন তথা বিভিমো বহ্নের্ন তথা বিদ্যুতো যথা। আপতন্তীং সমালোক্য বয়ং দূতাঃ পতিব্রতাম্ ॥ ৫৭ ॥ তপনস্তপ্যতেঽত্যন্তং দহনোঽপি চ দহ্যতে। কম্পন্তে সর্ব্বতেজাংসি দৃষ্ট্বা পাতিব্রতং মহঃ ॥ ৫৮ ॥ যাবৎ স্বলোমসংখ্যাস্তি তাবৎকোট্যযুতানি চ। ভর্ত্রা স্বর্গসুখং ভুঙ্ক্তে রমমাণা পতিব্রতা ॥ ৫৯ ॥ ধন্যা সা জননী লোকে ধন্যোঽসৌ জনকঃ পুনঃ। ধন্যঃ স চ পতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা ॥ ৬০ ॥ পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যা পতিবংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ। পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে ॥ ৬১ ॥ শীলভঙ্গেন দুর্বৃত্তাঃ পাতয়ন্তি কুলত্রয়ম্। পিতুর্মাতুস্তথা পত্যুরিহামুত্র চ দুঃখিতাঃ ॥ ৬২ ॥ পতিব্রতায়াশ্চরণে

তাম্বুল এবং ব্যজন ফেলাইয়া, পরে যথাসময়ে খেদনাশক উত্তম উত্তম প্রিয়বাক্য এবং পদসেবাদি দ্বারা পতিকে প্রীত করেন, তিনি ত্রৈলোক্যের প্রীতিকারিণী হন। পিতা পরিমিত সুখদাতা, ভ্রাতা পরিমিত সুখদাতা, পুত্রও পরিমিত সুখ প্রদান করে, আর স্বামী অপরিমিত সুখদাতা; নারী তাঁহাকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। স্ত্রীলোকের ভর্ত্তাই দেবতা, ভর্ত্তাই গুরু, ধর্ম্ম, তীর্থ এবং ব্রত; অতএব স্ত্রীলোক সব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পতি-অর্চ্চনাই করিবে। যেমন দেহ জীবনহীন হইলে তৎক্ষণাৎ অশুচি হয়, তদ্রূপ ভর্ত্তৃহীনা নারী সুস্নাতা হইলেও সর্ব্বদাই অশুচি। সকল অমঙ্গলের অপেক্ষা বিধবাই অধিক অমঙ্গলা। কোন কার্য্যারম্ভে বিধবা দর্শন করিলে, কোথায় কখন সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এক, মাতা ভিন্ন সকল বিধবাই অমঙ্গলা; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই সব বিধবার আশীর্ব্বাদও সর্পতুল্য বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। কন্যার বিবাহ সময়ে দ্বিজগণ, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, পতির জীবন-মরণে সহচরী হইবে। ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের এবং সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগামিনী; রমণী তদ্রূপ সর্ব্বদা পতির অনুগামিনী হইবে। যে নারী সহমরণোদেশে গৃহ হইতে শ্মশানে সহর্ষে স্বামীর অনুগমন করে, নিঃসন্দেহ, তাহার পদে পদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়।৪১—৫৪। যেমন আহিতুণ্ডিক সর্পকে বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সতীও তদ্রূপ পতিকে যমদূতদিগের হস্ত হইতে মোচন করিয়া স্বর্গে লইয়া যান। যমদূতগণ সতীকে দর্শন করিবামাত্র, সতীর পতি দুষ্কর্ম্মকারী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করে। "আমরা যমদূত; পতিব্রতাকে আসিতে দেখিয়া যেরূপ ভয় পাই, বহ্নি বা বিদ্যুৎ হইতেও আমাদের সেরূপ ভয় হয় না" ইহা যমদূতেরা বলে। পতিব্রতা-তেজঃ দেখিয়া তপনও অতিমাত্র তাপিত হন, দহনও দগ্ধ হন এবং সকল তেজঃপদার্থ কম্পিত হয়। মানবশরীরে যত লোম আছে, তাবৎ অযুত-কোটী বৎসর পতিব্রতা পতির সহিত আমোদ করত স্বর্গসুখ ভোগ করেন। যাঁহার গৃহে পতিব্রতা কন্যা বর্ত্তমান, সেই জনক-জননী ধন্য; আর যাঁহার গৃহে পতিব্রতা পত্নী আছেন, সেই শ্রীমান্ পতিও ধন্য। পিতৃবংশীয়, মাতৃবংশীয় এবং পতিবংশীয় তিন তিন পুরুষ পতিব্রতার পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। দুশ্চারিণী রমণী আপনার চরিত্রদোষে পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং পতিকুল—তিন কুলই পাতিত করে, আর তাহারা নিজেও ইহ-পরকালে দুঃখভোগ

যত্র যত্র স্পৃশেদ্ভুবম্। তত্রেতি ভূমির্মন্যেত নাত্র ভারোঽস্তি পাবনী ॥ ৬৩ ॥ বিভ্যৎ পতিব্রতাস্পর্শং কুরুতে ভানুমানপি। সোমো গন্ধবহশ্চাপি স্বপাবিত্র্যায় নান্যথা ॥ ৬৪ ॥ আপঃ পতিব্রতাস্পর্শমভিলষন্তি সর্ব্বদা। অদ্য জাড্যবিনাশো নো জাতাস্বদ্যান্যপাবনাঃ ॥ ৬৫ ॥ গৃহে গৃহে ন কিং নার্য্যো রূপলাবণ্যগর্ব্বিতাঃ। পরং বিশ্বেশভক্ত্যৈব লভ্যতে স্ত্রী পতিব্রতা ॥ ৬৬ ॥ ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য ভার্য্যা মূলং সুখস্য চ। ভার্য্যা ধর্ম্মফলাবাপ্ত্যৈ ভার্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ৬৭ ॥ পরলোকস্ত্বয়ং লোকো জীয়তে ভার্য্যয়া দ্বয়ম্। দেবপিত্রতিথীজ্যাদি নাভার্য্যঃ কর্ম্ম চার্হতি ॥ ৬৮ ॥ গৃহস্থঃ স হি বিজ্ঞেয়ো যস্য গেহে পতিব্রতা। গ্রস্যতেঽন্যঃ প্রতিপদং রাক্ষস্যা জরয়াথবা ॥ ৬৯ ॥ যথা গঙ্গাবগাহেন শরীরং পাবনং ভবেৎ। তথা পতিব্রতাদৃষ্ট্যা শুভয়া পাবনং ভবেৎ ॥ ৭০ ॥ অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন। তত্রাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ ॥ ৭১ ॥ তদ্বৈগুণ্যাদপি স্বর্গাৎ পতিঃ পতভি নান্যথা। তস্যাঃ পিতা চ মাতা চ ভ্রাতৃবর্গস্তথৈব চ ॥ ৭২ ॥ পত্যৌ মৃতে চ যা যোষিদ্বৈধব্যং পালয়েৎ ক্বচিৎ। সা পুনঃ প্রাপ্য ভর্ত্তারং স্বর্গভোগান্ সমশ্নুতে ॥ ৭৩ ॥ বিধবাকবরীবন্ধো ভর্ত্তৃবন্ধায় জায়তে। শিরসো বপনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা ॥ ৭৪ ॥ একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন। ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পক্ষব্রতমথাপি বা ॥ ৭৫ ॥ মাসোপবাসং বা কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণমথাপি বা। কৃচ্ছ্রং পরাকং বা কুর্য্যাত্তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপি বা ॥ ৭৬ ॥ যবান্নৈর্ব্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পয়োব্রতৈঃ। প্রাণযাত্রাং প্রকুর্ব্বীত যাবৎ প্রাণঃ স্বয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭৭ ॥ পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্। তস্মাদ্ভূশয়নং কার্য্যং পতিসৌখ্যসমীহয়া ॥ ৭৮ ॥ ন চাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কার্য্যং স্ত্রিয়া বিধবয়া ক্বচিৎ। গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ ॥ ৭৯ ॥ তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ। তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮০ ॥ বিষ্ণোস্তু পূজনং

করে। যে যে স্থানে ভূতলে পতিব্রতার চরণ স্পর্শ হয়, সেই সকল স্থানের ভূমিই মনে করেন,—"আমার এখানে কোন ভয় নাই, এখানে আমি পরম পবিত্রা।" সূর্য্য-চন্দ্র-বায়ুও ভয়ে ভয়ে পতিব্রতাকে স্পর্শ করেন,—তাঁহাদের উদ্দেশ্য আবার স্ব স্ব পবিত্রতা সম্পাদন; অন্য কোন প্রকার নহে। জল সর্ব্বদাই পতিব্রতাস্পর্শ অভিলাষ করে; পতিব্রতাস্পর্শ হইলে জল মনে করে,—"আজ আমাদের জাড্য দূর হইল;—অন্যকে পবিত্র করিতে অদ্য হইতে সমর্থ হইলাম।" রূপলাবণ্যগর্ব্বিতা রমণী ঘরে ঘরে আছেন; কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রীলাভ কেবল বিশ্বেশ্বরের ভক্তিতেই হইয়া থাকে। ভার্য্যা গৃহস্থের মূল, ভার্য্যা সুখের মূল, ভার্য্যা ধর্ম্মফল-প্রাপ্তির মূল এবং ভার্য্যাই বংশবৃদ্ধির মূল। ভার্য্যার সাহায্যেই ইহলোক এবং পরলোক জয় করা যায়, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, এবং অতিথি-সৎকারেও অধিকারী নহে। যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তিই যথার্থ গৃহস্থ; অপতিব্রতা রমণী রাক্ষসী জরার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পতিকে জীর্ণ করে। গঙ্গাস্নানে শরীর যেমন পবিত্র হয়, পতিব্রতা স্ত্রীর শুভদৃষ্টিতে শরীর তদ্রূপ পবিত্র হইয়া থাকে। যদি দৈবাৎ স্ত্রী কোনরূপেই স্বামীর সহমৃতা না হইতে পারে, তাহা হইলেও তাহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত, কারণ চরিত্রনাশে অধোগামিনী হইতে হয়, আর তাহার অকার্য্যের জন্য তাহার পতি, তাহার পিতা, মাতা এবং ভ্রাতৃবর্গ স্বর্গে থাকিলেও তথা হইতে চ্যুত হন, ইহার অন্যথা নাই। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে পর বৈধব্যব্রত পালন করে, সে পরলোকে পুনরায় স্বামীকে পাইয়া স্বর্গ ভোগ করে। ৫৫-৭৩। বিধবার কবরীবন্ধন, পতির বন্ধনের কারণ; এইজন্য বিধবা, সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবে। বিধবা, অহোরাত্রের মধ্যে একাহার করিতে পারিবে; দুইবার আহার কথনই করিবে না। বিধবা ত্রিরাত্রোপবাস, পঞ্চরাত্রোপবাস, পক্ষব্রত, মাসোপবাস-ব্রত চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্য, পরাক-ব্রত, অথবা তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রত করিবে। প্রাণ যাবৎকাল আপনি না যায়, তাবৎকাল যবান্ন, ফলভোজন, শাকাহার কিংবা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। বিধবা-নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে; পতিকে অধঃপতিত করা হয়, অতএব বিধবা পতির সুখাভিলাষে ভূমিতে শয়ন করিবে। বিধবা স্ত্রী কখনই অঙ্গে উদ্বর্ত্তন দিবে না এবং গন্ধদ্রব্যও ব্যবহার করিবে না। প্রত্যহ পতি, তাঁহার পিতা এবং তাঁহার পিতামহের নাম গোত্রাদি উচ্চারণ-পূর্ব্বক কুশতিলোদক দ্বারা তর্পণ করিবে।

কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা ন চান্যথা। পতিমেব সদা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুরূপধরং পরম্॥ ৮১॥ যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চ পত্যুঃ সমীহিতম্। তত্তদ্গুণবতে দেয়ং পতিপ্রীণনকাম্যয়া॥ ৮২॥ বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মাংশ্চরেৎ। স্নানং দানং তীর্থযাত্রাং বিষ্ণোর্নামগ্রহং মুহুঃ॥ ৮৩॥ বৈশাখে জলকুম্ভাশ্চ কার্ত্তিকে ঘৃতদীপকাঃ। মাঘে ধান্যতিলোৎসর্গঃ স্বর্গলোকে বিশিষ্যতে॥ ৮৪॥ প্রপা কার্য্যা চ বৈশাখে দেবে দেয়া গলন্তিকা। উপানদ্ব্যজনং ছত্রং সূক্ষ্মবাসাংসি চন্দনম্॥ ৮৫॥ সকর্পূরঞ্চ তাম্বুলং পুষ্পদানং তথৈব চ। জলপাত্রাণ্যনেকানি তথা পুষ্পগৃহাণি চ॥ ৮৬॥ পানানি চ বিচিত্রাণি দ্রাক্ষারম্ভাফলানি চ। দেয়ানি দ্বিজমুখ্যেভ্যঃ পতির্মে প্রীয়তামিতি॥ ৮৭॥ ঊর্জ্জে যবান্নমশ্নীয়াদেকান্নমথবা পুনঃ। বৃন্তাকং শূরণং চৈব শূকশিম্বীঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ৮৮॥ কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু। কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকে চাপি সন্ধিতম্॥ ৮৯॥ কার্ত্তিকে মৌননিয়মে ঘণ্টাং চারু প্রদাপয়েৎ। পত্রভোজী কাংস্যপাত্রং ঘৃতপূর্ণং প্রযচ্ছতি॥ ৯০॥ ভূমিশয্যাব্রতে দেয়া শয্যা শ্লক্ষ্ণা সতূলিকা। ফলত্যাগে ফলং দেয়ং রসত্যাগে চ তদ্রসম্॥ ৯১॥ ধান্যত্যাগে চ তদ্ধান্যমথবা শালয়ঃ স্মৃতাঃ। ধেনুর্দদ্যাৎ প্রযত্নেন সালঙ্কারাঃ সকাঞ্চনাঃ॥ ৯২॥ একতঃ সর্ব্বদানানি দীপদানং তথৈকতঃ। কার্ত্তিকে দীপদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৯৩॥ কিঞ্চিদভ্যুদিতে সূর্য্যে মাঘস্নানং সমাচরেৎ। যথাশক্ত্যা চ নিয়মান্ মাঘস্নায়ী সমাচরেৎ॥ ৯৪॥ পক্বান্নৈর্ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যতি নাহপি তপস্বিনঃ। লড্ডুকৈঃ ফেণিকাভিশ্চ বটকেণ্ডরিকাদিভিঃ॥ ৯৫॥ ঘৃতপক্বৈঃ সমরিচৈঃ শুচিকর্পূরবাসিতৈঃ। গর্ভশর্করয়া পূর্ণৈর্নেত্রানন্দৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥ ৯৬॥ শুষ্কেন্ধনানাং ভারাংশ্চ দদ্যাচ্ছীতাপনুত্তয়ে। কঞ্চুকং তূলগর্ভঞ্চ তূলিকাং সুপবীতিকাম্॥ ৯৭॥ মঞ্জিষ্ঠারক্তবাসাংসি তথা তূলবতীং পটীম্। ঊর্ণাময়ানি বাসাংসি যতিভ্যোঽপি প্রদাপয়েৎ। জাতীফললবঙ্গৈশ্চ তাম্বূলানি

বিধবা পতিবোধে বিষ্ণুর পূজা করিবে,—অন্যবোধে নহে। বিষ্ণুরূপী হরিকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবে। জগতে যে যে দ্রব্য বিধবার অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহা যাহা পতির প্রিয় ছিল, সেই সেই দ্রব্য, পতির প্রীতিকামনায় গুণশালী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসে, বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিবে এবং স্নান, দান, তীর্থযাত্রা ও বারংবার বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিবে। বৈশাখ মাসে জলকুম্ভ দান, কার্ত্তিক মাসে দেবালয়ে ঘৃত-প্রদীপ দান এবং মাঘ মাসে ধান্য ও তিল উৎসর্গ করিলে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। বিধবা, বৈশাখ মাসে জলছত্র ও দেবতার উপর ঝারা দিবে এবং পাদুকা, ব্যজন, ছত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র, চন্দন, কর্পূরপূর্ণ তাম্বুল, পুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পপাত্র, বিবিধ পানীয় দ্রব্য এবং দ্রাক্ষা, রম্ভা ফল—"পতি আমার প্রীতিলাভ করুন" এই কামনায় গুণশালী ব্রাহ্মণসমূহকে দান করিবে। কার্ত্তিকমাসে যবান্ন অথবা একাবধ অন্ন আহার করিবে। বৃন্তাক, ও শূকশিম্বী (বরবটী) ভোজন করিবে না। কার্ত্তিক মাসে তৈল বর্জ্জন করিবে, কার্ত্তিক মাসে মধু পরিত্যাগ করিবে; কার্ত্তিক মাসে কাংস্যপাত্র ব্যবহার করিবে না, কার্ত্তিক মাসে আচার (আমের আচার লেবুর আচার ইত্যাদি) খাইবে না। কার্ত্তিক মাসে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াথাকিলে, শেষে উত্তমরূপে ঘণ্টা দান করিবে; পত্রে ভোজন নিয়ম করিলে, শেষে ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র দান করিবে। ৭৪—৯০। ভূমিশয্যা-ব্রত করিলে, সমাপ্তিসময়ে সুকোমল সতূলিকা শয্যা দান করিবে। ফল ত্যাগ করিলে, ফল দান করিবে এবং রস পরিত্যাগ করিলে, শেষে পরিত্যক্ত রস দান করিবে। ধান্য ত্যাগ করিলে, পরিত্যক্ত ধান্য অথবা শালিধান্য দিবে এবং প্রযত্ন-সহকারে সসুবর্ণা সালঙ্কারা ধেনু দান করিবে। একদিকে সর্ব্ববিধ দান এবং একদিকে প্রদীপ দান। অন্য সর্ব্ববিধ দান কার্ত্তিক মাসে প্রদীপদানের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্য ও নহে। সূর্য্য কিঞ্চিৎ উদিত হওয়া পর্য্যন্ত মাঘমাসে স্নান করা বিধেয় এবং মাঘস্নায়ী ব্যক্তি, যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ, যতী ও তপস্বিগণকে পক্বান্ন, লাড়ু, ফেনিকা ও বটকা, ইণ্ডরিকা, প্রভৃতি ঘৃতপক্ব মরিচমিশ্রিত শুচি কর্পূরবাসিত শর্করাপূর্ণ লোচনলোভনীয় সুগন্ধি দ্রব্য ভোজন করাইবে। শীত নিবারণের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ, তুলা-ভরা জামা ও উত্তম প্রাবরণ, মঞ্জিষ্ঠা-রক্ত বস্ত্র, বালাপোষ, জাতীফল, লবঙ্গপূর্ণ বহুতর তাম্বুল,

বহুরূপি ॥ ৯৮ ॥ কম্বলানি বিচিত্রাণি নির্বাতানি গৃহাণি চ। মৃদুলাঃ পাদরক্ষাশ্চ সুগন্ধ্যুদ্বর্ত্তনানি চ ॥ ৯৯ ॥ ঘৃতকম্বলপূজাভির্মহাস্নানপুরঃসরম্। সংস্থাপ্য শাম্ভবং লিঙ্গং পূজয়েদ্দৃঢ়ভক্তিতঃ। কৃষ্ণাগুরুপ্রভৃতিভির্গর্ভাগারপ্রধূপনৈঃ ॥ ১০০ ॥ স্থূলবর্ত্তিপ্রদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা। ভর্ত্তৃস্বরূপো ভগবান্ প্রীয়তামিতি চোচ্চরেৎ ॥ ১০১ ॥ এবংবিধৈশ্চ বিধবা বিবিধৈর্নিয়মৈর্ব্রতৈঃ। বৈশাখান্ কার্ত্তিকান্ মাঘানেবমেবাতিবাহয়েৎ ॥ ১০২ ॥ নাধিরোহেদনড্বাহং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি। কঞ্চুকং ন পরীদধ্যাদ্বাসো ন বিকৃতং ভসেৎ ॥ ১০৩ ॥ অপৃষ্ট্বা তু সুতান্ কিঞ্চিন্ন কুর্য্যাদ্ভর্ত্তৃতৎপরা। এবংধর্ম্মাপরা নিত্যং বিধবাপি শুভা মতা ॥ ১০৪ ॥ এবং ধর্ম্মসমাযুক্তা বিধবাপি পতিব্রতা। পতিলোকানবাপ্নোতি ন ভবেৎ ক্বাপি দুঃখভাক্ ॥ ১০৫ ॥ ন গঙ্গয়া তয়া ভেদো যা নারী পতিদেবতা। উমাশিবসমা সাক্ষাত্তস্মাত্তাং পূজয়েদ্বুধঃ ॥ ১০৬ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। গঙ্গাস্নানফলম্বেতদ্যজ্জাতং তব দর্শনম্। লোপামুদ্রে মহাভাগে ভর্ত্তৃপাদাম্বুজেক্ষণে ॥ ১০৭ ॥ ইতি শ্রুত্বা মহাভাগাং রাজপুত্রীং পতিব্রতাম্। প্রণম্য চ গুরুঃ প্রাহ মুনিং সর্ব্বার্থকোবিদঃ ॥ ১০৮ ॥ প্রণবস্ত্বং শ্রুতিরিয়ং ক্ষমৈষা ত্বং স্বয়ং তপঃ। সৎক্রিয়েয়ং ফলং ত্বং হি ধন্যোঽসীতি মহামুনে ॥ ১০৯ ॥ ইদং পাতিব্রতং তেজো ব্রহ্মতেজো ভবান্ পরম্। তত্রাপ্যেতত্তপস্তেজঃ কিমসাধ্যতমং তব ॥ ১১০ ॥ তব নাবিদিতং কিঞ্চিত্তথাপি চ বদাম্যহম্। যদর্থমাগতা দেবাস্তন্মুনেঽত্র নিশাময় ॥ ১১১ ॥ অয়ং শতমখঃ শ্রীমান্ বৃত্রহা কুলিশায়ুধঃ। সিদ্ধ্যষ্টকং হি যদ্দ্বারি দৃক্প্রসাদং সমীক্ষতে ॥ ১১২ ॥ যস্য পুর্য্যাঃ পরিসরে কামধেনুব্রজশ্চরেৎ। যৎপৌরাঃ কল্পবৃক্ষাণাং নিত্যং ছায়াসু শেরতে ॥ ১১৩ ॥ যদ্রথ্যাসু চ তিষ্ঠন্তি তে চিন্তামণিকর্করাঃ। অয়মগ্নির্জগদ্যোনির্ধর্ম্মরাজস্ত্বয়ং পুনঃ ॥ ১১৪ ॥ নিঋ‌র্তির্বরুণো বায়ুঃ শ্রীদরুদ্রাদয়স্ত্বমী। আরাধ্যন্তে চ চারিত্রৈঃ সর্ব্বকামার্থমীশ্বরাঃ ॥ ১১৫ ॥ সমভ্যর্থয়িতারোঽমী ত্বং যাচ্যস্ত্ব জগৎকৃতে। বাঙ্মাত্রোদ্যমসাধ্যং তৎ তব বিশ্বোপকারকম্ ॥ ১১৬ ॥

বিচিত্র কম্বল, নির্ব্বাত গৃহ, কোমলা পাদুকা ও সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন দান করিবে। মহাস্নান-আচরণ পুরঃসর বারিকাশ্রমপ্রসিদ্ধ ঘৃত-কম্বল পূজা, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি দ্বারা দেবালয় মধ্যে ধূপদান, স্থূলবর্ত্তিকা দীপদান এবং নৈবেদ্য দান করিয়া 'পতিরূপী ভগবান্ প্রীত হউন' ইহা বলিবে। এইরূপে বিবিধ নিয়ম ও ব্রতের অনুষ্ঠান করত বিধবা বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাস অতিবাহিত করিবে। প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও বৃষে আরোহণ করিবে না, কঞ্চুক বা রঙ্গিন বসন পরিধান করিবে না। ভর্ত্তৃতৎপরা বিধবা পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, কোন কার্য্য করিবে না। এবংবিধ-আচারবতী বিধবাও মঙ্গল-রূপিণী। এই প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ পতিব্রতা বিধবাও কদাচ দুঃখভাগিনী হন না এবং অন্তে পতিলোক লাভ করেন। গঙ্গার সহিত পতিব্রতা নারীর কোন ভেদ নাই; পতিব্রতা, সাক্ষাৎ হরগৌরীর তুল্য; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিবে। বৃহস্পতি আবার বলিলেন,—হে পতিপদ-কমল-নিহিত নয়নে! মহাভাগে লোপামুদ্রে! এই যে তোমার দর্শন পাইলাম, ইহা আমাদের গঙ্গাস্নানের ফল। এই প্রকারে পতিব্রতা রাজপুত্রী লোপামুদ্রার স্তব প্রণাম করিয়া সর্ব্বার্থবিশারদ বৃহস্পতি, প্রণামপূর্ব্বক অগস্ত্য মুনিকে বলিতে লাগিলেন;—তুমি প্রণব ও এই লোপামুদ্রা শ্রুতি; ইনি ক্ষমা ও তুমি স্বয়ং তপঃস্বরূপ; ইনি সৎক্রিয়া ও তুমি তাহার ফল; সুতরাং হে মহামুনে! তুমিই ধন্য। ইনি সাক্ষাৎ পাতিব্রত্য তেজ, তুমিও সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজ, তাহাতে আবার এই তপস্যার তেজ; তোমার অনায়াসসাধ্য নহে, এমন কি আছে? তোমার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি আমি বলিতেছি,—হে মুনে! এই দেবগণ, যে অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৯৯—১১১। ইনি শতক্রতুর অনুষ্ঠাতা, বৃত্রঘাতী, শ্রীমান্ ইন্দ্র, বজ্র ইহাঁর অস্ত্র, অষ্টসিদ্ধি ইহাঁর দ্বারে অবস্থান করত ইহাঁরই দৃষ্টিপাতপ্রসাদ প্রতীক্ষা করেন; ইহাঁরই নগরপরিধির মধ্যে কামধেনুগণ বিচরণ করে; ইহাঁরই পৌরগণ নিত্য কল্পবৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করে; ইহাঁর নগরে রাজপথে প্রসিদ্ধ চিন্তামণিসমূহই কর্কর। ইনি জগদ্যোনি অগ্নি, আর ইনি ধর্ম্মরাজ। এই নিঋ‌র্তি, এই বরুণ, এই বায়ু এবং এই কুবের ও রুদ্রাদি দেবগণ;—সর্ব্ব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত লোকে স্তবাদি দ্বারা এই প্রভুগণের আরাধনা করিয়া থাকে। ইহাঁরাই আজ জগতের জন্য তোমার

কশ্চিচ্ছৈলো বিন্ধ্যনামা ভানুমার্গাবরোধকঃ। বৰ্দ্ধিতঃ স্পৰ্দ্ধয়া মেরোস্তদ্বৃদ্ধিং ত্বং নিবারয় ॥ ১১৭ ॥ যে চ স্বভাবকঠিনা যে চ মার্গাবরোধকাঃ। যে স্পৰ্দ্ধয়া বৃদ্ধিমন্তস্তদ্বৃদ্ধির্বৰ্দ্ধিতাশুভা ॥ ১১৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যমবিচার্য্য মহামুনিঃ। ক্ষণং মুনিঃ সমাধায় তথেতি প্রত্যুবাচ হ ॥ ১১৯ ॥ সাধয়িষ্যামি বঃ কাৰ্য্যং বিসর্জ্জ্যেতি দিবৌকসঃ। পুনশ্চিন্তাপরো ভূত্বাগস্তির্ধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ১২০ ॥ ব্যাস উবাচ। ইমং পতিব্রতাধ্যায়ং শ্রুত্বা স্ত্রী পুরুষোঽপি বা। পাপকঞ্চুকমুৎসৃজ্য শক্রলোকং প্রযাস্যতি ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশীখণ্ডে পতিব্রতাখ্যানং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ততো ধ্যানেন বিশ্বেশমালোক্য স মুনীশ্বরঃ। সূত প্রোবাচ তাং পুণ্যাং লোপামুদ্রামিদং বচঃ ॥ ১ ॥ অয়ি পশ্য বরারোহে কিমেতৎ সমুপস্থিতম্। ক তৎ কাৰ্য্যং ক চ বয়ং মুনিমার্গানুসারিণঃ ॥ ২ ॥ যেন গোত্রভিদা গোত্রা বিপক্ষা হেলয়া কৃতাঃ। ভবেৎ কুণ্ঠিতসামর্থ্যঃ স কথং গিরিমাত্রকে ॥ ৩ ॥ কল্পবৃক্ষোঽঙ্গনে যস্য কুলিশং যস্য চায়ুধম্। সিদ্ধ্যষ্টকং হি যদ্দ্বারি স সিদ্ধ্যৈ প্রার্থয়েদ্দ্বিজম্ ॥ ৪ ॥ ক্রিয়ন্তে ব্যাকুলাঃ শৈলা অহো দাবাগ্নিনাপি যে। তদ্বৃদ্ধিস্তম্ভনে শক্তিঃ ক গতা সাশুশুক্ষণেঃ ॥ ৫ ॥ নিয়ন্তা সৰ্ব্বভূতানাং যোঽসৌ দণ্ডধরঃ প্রভুঃ। স কিং দণ্ডয়িতুং নালমেকং তং গ্রাবমাত্রকম্ ॥ ৬ ॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্তুষিতাঃ সমরুদ্গণাঃ। বিশ্বেদেবাস্তথা দস্রৌ যে চান্যেঽপি দিবৌকসঃ ॥ ৭ ॥ যেষাং দৃক্পাতমাত্রেণ পতন্তি ভুবনান্যপি। তে কিং সমর্থা নো কান্তে নগবৃদ্ধিনিষেধনে ॥ ৮ ॥ আ জ্ঞাতং কারণং তচ্চ স্মৃতং বাক্যং সুভাষিতম্। কাশীমুদ্দিশ্য যদ্গীতং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৯ ॥ অবিমুক্তং ন মোক্তব্যং সৰ্ব্বথৈব মুমুক্ষুভিঃ। কিন্তু বিঘ্না ভবিষ্যন্তি কাশ্যাং

নিকট প্রার্থয়িতা; বিশ্বের সেই উপকার, তোমার কথামাত্রে সাধ্য। বিন্ধ্য নামে কোন পৰ্ব্বত সুমেরুর সহিত স্পৰ্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের পথ রোধ করিয়াছে, তুমি তাহার বৃদ্ধি নিবারণ কর। যাহারা স্বভাবত কঠিন, যাহারা মার্গাবরোধক এবং যাহারা স্পৰ্দ্ধা সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,—তাহাদের অতিবৃদ্ধি অশুভ। মহামুনি অগস্ত্য, বৃহস্পতির এই কথা শুনিয়া বিচার না করিয়াই ক্ষণকাল সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিলেন,—"তথাস্তু—আপনাদের কাৰ্য্য আমি সাধন করিব।" এই বলিয়া অগস্ত্য মুনি, দেবগণকে বিদায় দিয়া পুনরায় চিন্তা সহকারে ধ্যানস্থ হইলেন। বেদব্যাস কহিলেন,—এই পতিব্রতা অধ্যায় যদি স্ত্রী কিংবা পুরুষ শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে, পাপকঞ্চুক নিৰ্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন করিবে। ১১২—১২১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন,—হে সূত! অনন্তর মুনিবর অগস্ত্য ধ্যানযোগে বিশ্বনাথকে অবলোকন করিয়া, প্রসিদ্ধ-পবিত্রা লোপামুদ্রাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন,—অয়ি বরারোহে! দেখ, এ কি উপস্থিত হইল? সে কাৰ্য্যই বা কোথায়? আর মুনিমার্গানুসারী আমরাই বা কোথায়! যে, পৰ্ব্বতভেত্তা ইন্দ্র, অবজ্ঞা সহকারে পুরাকালে সকল পৰ্ব্বতেরই পক্ষচ্ছেদন করিয়াছেন, অদ্য এক সামান্য বিন্ধ্যগিরিকে দমন করিতে তাঁহার সামর্থ্য কুণ্ঠিত হইল কিরূপে? কল্পবৃক্ষ যাঁহার প্রাঙ্গণে, বজ্র যাঁহার অস্ত্র, অণিমাদি অষ্ট প্রকার সিদ্ধি যাঁহার দ্বারস্থ, সেই ইন্দ্র, সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থী। অহো! দাবানল-যোগে যে পৰ্ব্বতসমূহ সৰ্ব্বদা ব্যাকুল হয়, সেই পৰ্ব্বতের বৃদ্ধিস্তম্ভনে হুতাশনেরও সামর্থ্য রহিল না। সেই যে প্রভু দণ্ডধর, সৰ্ব্বভূতের নিয়ন্তা, তিনি কি এই একটীমাত্র প্রস্তরকে দণ্ড করিতে অসমর্থ? আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, তুষিতগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ—যাঁহাদের দৃক্পাত মাত্রে ত্রিলোক-নিপাত হয়,—হে কান্তে! তাঁহারা পৰ্ব্বতবৃদ্ধি-নিবারণে কি অসমর্থ হইলেন? ওঃ! কারণ বুঝিয়াছি! কাশীকে উদ্দেশ করিয়া, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, সেই সুভাষিত আমার স্মরণ হইল। ১-৯। "মুমুক্ষুগণ কদাচ কাশী পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু সাধারণের কাশীবাসে অনেক

নিবসন্তাং সতাম্ ॥ ১০ ॥ উপস্থিতোঽয়ং কল্যাণি সোঽন্তরায়ো মহানিহ। ন শক্যতেঽন্যথা কর্ত্তুং বিশ্বেশো বিমুখো যতঃ ॥ ১১ ॥ কাশী দ্বিজাশীর্ভিরহো যদাপ্তা কস্তাং মুমুক্ষুর্যদি বা মুমুক্ষুঃ। গ্রাসং করস্থং স বিসৃজ্য হৃদ্যং স্বকূর্পরং লেঢ়ি বিমূঢ়চেতাঃ ॥ ১২ ॥ অহো জনা বালিশবৎ কিমেতাং কাশীং ত্যজেয়ুঃ সুকৃতৈকরাশিম্। শালূককন্দঃ প্রতিমজ্জনং কিং লভেত তদ্বৎ সুলভা কিমেষা ॥ ১৩ ॥ ভবান্তরার্জ্জিতপুণ্যরাশিং কৃচ্ছ্রৈর্মহদ্ভিহ্যবগম্য কাশীম্। প্রাপ্যাপি কিং মূঢ়ধিয়োঽন্যতো বৈ যিযাসবো দুর্গতিমুদ্‌যিযাসবঃ ॥ ১৪ ॥ ক কাশিকা বিশ্বপদপ্রকাশিকা ক কার্য্যমন্যৎ পরিতোঽতিতুঃখম্। তৎপণ্ডিতোঽন্যত্র কুতঃ প্রযাতি কিং যাতি কূষ্মাণ্ডফলং হ্যজাস্যে ॥ ১৫ ॥ কাশীং প্রকাশীকৃতপুণ্যরাশিং হা শীঘ্রনাশী বিসৃজেন্নরঃ কিম্। নূনং স্বনূনং সুকৃতং তদীয়ং মদীয়মেবং বিরুণোতি চেতঃ ॥ ১৬ ॥ নরো ন রোগী যদি হা বিহায় সহায়ভূতাং সকলস্য জন্তোঃ। কাশীমনাশীঃ সুকৃতৈকরাশিমন্যত্র যাতুং যততাম্ন চান্যঃ ॥ ১৭ ॥ বিত্রস্তপাপাং ত্রিদশৈর্দুরাপাং গঙ্গাসদাপাং ভবপাশশাপীম্। শিবাবিমুক্তামমৃতৈকশুক্তিং মুক্তাবিমুক্তাং ন পরিত্যজন্তি ॥ ১৮ ॥ হংহো কিমংহো নিচিতাঃ প্রলব্ধা বংহীয়সায়াসভরেণ কাশীম্। প্রভূতপুণ্যদ্রবিণৈকপণ্যাং প্রাপ্যাপি হিত্বা ক চ গন্তুমুদ্যতাঃ ॥ ১৯ ॥ অহো জনানাং জড়তা বিহায় কাশীং যদন্যত্র নয়ন্তি চেতঃ। পরিস্ফুরদ্গাঙ্গজলাভিরামাং কামারিশূলাগ্রধৃতাং লয়েঽপি ॥ ২০ ॥ রে রে ভবে শোকজলৈকপূর্ণে পাপে স্ম লোকাঃ পতিতাব্ধিমধ্যে। বিদ্রাণনির্ব্বাণবিরোধিপাপাং কাশীং পরিত্যজ্য তরিং কিমর্থম্ ॥ ২১ ॥ ন সৎপথেনাপি ন যোগযুক্ত্যা দানৈর্নবা নৈব তপোভিরুগ্রৈঃ। কাশী দ্বিজাশীর্ভিরহো সুলভ্যা কিং বা প্রসাদেন চ

বিঘ্ন হয়” ইহাই মুনিগণের বাক্য। হে শুভে! আমার কাশীবাসেই এই মহান্ অন্তরায় উপস্থিত; আমি ইহার অন্যথা করিতেও পারিব না, কেননা স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই বিমুখ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে কাশীবাস ঘটে; যদি মুক্তিলাভে ইচ্ছা থাকে ত এ কাশী কি কেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? যে ব্যক্তি কাশীবাস পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী এবং যে ব্যক্তি করতলস্থ মনোহর গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্ত মাত্র লেহন করে, ইহারা উভয়েই সমান মোহান্ধ। অহো! পুণ্যরাশিস্বরূপা এই বারাণসীকে জনগণ, নিতান্ত মুর্খের ন্যায় কি প্রকারে ত্যাগ করিয়া থাকে? যতবার ডুব দেওয়া যায় সামান্য অতিসুলভ শালুমূলও ততবার পাওয়া যায় না,—এক আধ বার পাওয়া যায়; যে কাশী মহাদেবের প্রিয় রাজধানী, সেই দুর্লভ বারাণসীকে প্রতিবারে প্রাপ্ত হওয়া কি সম্ভব? সুতরাং একবার ত্যাগ করিয়া পুনরায় বাসের আশা বৃথা। তবে জন্মান্তরসঞ্চিতপুণ্যপুঞ্জস্বরূপা বারাণসীর তত্ত্ব অবগত হইয়া এবং অতি কষ্টে সেই বারাণসীকে প্রাপ্ত হইয়া মোহবশতঃ দুর্গতিলাভের জন্য অন্যত্র যাইতে কে ইচ্ছা করে? পরমাত্মতত্ত্বপ্রদর্শিনী কাশীই বা কোথায়? আর কাশীবাসের অনুকূল সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ অন্যবিধ কার্য্যই বা কোথায়! তবে, পণ্ডিতগণ কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র কেন গমন করিবেন? কুষ্মাণ্ড-ফল কি কখন ছাগমুখে প্রবিষ্ট হয়! নশ্বর মানবগণ, বহু পুণ্যের প্রকাশক এই কাশীপুরীকে কেন পরিত্যাগ করে? আমার মনে হয়, তাহাদের পুণ্য ক্ষয় হইয়াছে। অন্যত্র বাসে যাহার প্রবৃত্তি নাই, সেই মানবই নিখিল জন্তুর সহায়ভূতা সুকৃতৈকরাশি কাশীতে যাইতে যত্ন করে,—অন্যে যেন সে বিষয়ে যত্ন না করে; আর যে ব্যক্তি এই কাশীবাস পরিত্যাগ না করিবে, সে-ই সংসার-রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে,—অপরে নহে। পাপবিনাশিনী, দেবগণের দুর্লভা, সতত-গঙ্গা-সঙ্গতা, সংসারপাশচ্ছেদনী, শিব-শিবার অপরিত্যক্তা, ত্রিভুবনাতীতা, মোক্ষজননী কাশীপুরীকে মুক্তপুরুষগণ পরিত্যাগ করেন না।১০—১৮। অহে জনগণ! তোমরা নিশ্চয়ই কলুষরাশিব্যাপ্ত হইয়া বঞ্চিত হইতেছ! প্রচুর-পুণ্যধনলভ্যা এই কাশীতে বহুতর আয়াসে আগমন করিয়াও পুনরায় কোথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছ! ওঃ! জনগণের কি মুর্খতা! তাহারা কি না, মনোরম গঙ্গাজলে কমনীয় এবং প্রলয়কালেও স্মরারির ত্রিশূলাগ্র ধৃত, এই কাশীকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র গমনে অভিলাষ করিয়া থাকে। অরে রে লোকসকল! মুক্তিবিরোধি-কলুষনাশিনী কাশীপুরীস্বরূপা তরণী পরিত্যাগ করিয়া শোকপূর্ণ পাপময় ভবসাগর মধ্যে কি জন্য পতিত হইতেছ? বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ অথবা যোগাবলম্বন কিংবা দান বা উগ্রতপস্যা দ্বারাও কাশীপুর লাভ হয় না;— ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ অথবা বিশ্বনাথের প্রসাদেই

বিশ্বভর্তুঃ ॥ ২২ ॥ ধর্ম্মস্তু সম্পত্তিভরৈঃ কিলোহত্তে-ত্যর্থে হি কামৈর্বহুদানভোগকৈঃ। অন্যত্র সর্ব্বং স চ মোক্ষ একঃ কাশ্যাং ন চান্যত্র তথা যথাত্র ॥২৩॥ ক্ষেত্রং পবিত্রং হি যথাবিমুক্তং নান্যত্তথা যৎশ্রুতিভিঃ প্রযুক্তম্। ন ধর্ম্মশাস্ত্রৈর্ন চ তৈঃ পুরাণৈস্তস্মাচ্ছরণ্যং হি সদাবিমুক্তম্ ॥ ২৪ ॥ স হোবাচেতি জাবালি রারুণেঽসিরিডা মতা। বরণা পিঙ্গলা-নাড়ী তদন্ত-স্ববিমুক্তকম্ ॥ ২৫ ॥ সা সুষুম্নাপরা নাড়ী ত্রয়ং বারা-ণসী ত্বসৌ। তদত্রোৎক্রমণে সর্ব্বজন্তূনাং হি শ্রুতৌ হরঃ ॥ ২৬ ॥ তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে তেন ব্রহ্ম ভবন্তি হি। এবং শ্লোকো ভবত্যেষ আহুর্ব্বৈ বেদবাদিনঃ ॥ ২৭ ॥ ভগবানন্তকালেঽত্র তারকস্যোপদেশতঃ। অবিমুক্তে স্থিতান্ জন্তূন্ মোচয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ নাবিমুক্তসমং ক্ষেত্রং নাবিমুক্তসমা গতিঃ। নাবিমুক্ত-সমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ ॥ ২৯ ॥ অবি-মুক্তং পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্। মুক্তিং করতলান্মুক্তা সোঽন্যাং সিদ্ধিং গবেষয়েৎ ॥ ৩০ ॥ ইত্থং সুনিশ্চিত্য মুনির্মহাত্মা ক্ষেত্রপ্রভাবং শ্রুতিতঃ পুরাণাৎ। শ্রীবিশ্বনাথেন সমং ন লিঙ্গং পুরী ন কাশীসদৃশী ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৩১ ॥ শ্রীকালরাজং ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপয়ামাস মুনীশবর্য্যঃ। আপৃচ্ছনায়াহ-মিহাগতোঽস্মি শ্রীকাশিপুর্য্যাস্তু যতঃ প্রভুস্ত্বম্ ॥৩২॥ হা কালরাজ প্রতিভূতমত্র প্রত্যষ্টমি প্রত্যবনী-সুতার্কম্। নারাধয়ে মূলফলপ্রসূনৈঃ কিং ময্যনাগস্যপরাধদৃক্ স্যাঃ ॥ ৩৩ ॥ হা কালভৈরব ভবানভিতো ভয়ার্ত্তান্ মা ভৈষ্ট চেতি ভনবৈঃ স্বকরং প্রসার্য্য। মূর্ত্তিং বিধায় বিকটাং কটুপাপভোক্ত্রীং বারাণসীস্থিতজনান্ পরিপাতি কিং ন ॥ ৩৪ ॥ হে যক্ষরাজ রজনীকরচারুমূর্ত্তে শ্রীপূর্ণভদ্রসুত নায়ক দণ্ডপাণে। ত্বং বৈ তপোজনিতদুঃখমবৈষি সর্ব্বং কিং মাং বহির্নযসি কাশিনিবাসিরক্ষিন্ ॥ ৩৫ ॥ ত্বমন্নদস্ত্বং কিল জীবদাতা ত্বং জ্ঞানদস্ত্বং কিল মোক্ষদোঽপি। ত্বমস্যভূষাং কুরুষে জনানাং জটাকলাপৈরুরগেন্দ্রহারৈঃ ॥ ৩৬ ॥ গণৌ ত্বদীয়ৌ

কাশী সুলভা। কোন স্থানে বহু ধনব্যয়ে ধর্ম্মলাভ হয়; আর এক স্থানে বহুতর দানভোগে অর্থকাম লাভ করা যায়, অন্য কোন স্থানে এতৎসমস্তই পাওয়া যায়, কিন্তু সেই যে এক মোক্ষ, তাহা কাশীতে যেমন, অন্যত্র তেমন নহে। শ্রুতি, স্মৃতি এবং প্রসিদ্ধ পুরাণ-সমূহের অনুশাসন অনুসারে অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের ন্যায় পবিত্র স্থান আর নাই। অতএব অবিমুক্তের শরণাপন্ন হওয়াই সতত কর্ত্তব্য প্রসিদ্ধ মুনি জাবালি বলিয়াছেন,—"আরুণে! অসি নদী ঈড়ানাড়ী এবং বরুণা নদী পিঙ্গলানাড়ী বলিয়া কথিত; এই দুই নাড়ীর মধ্যস্থলে সেই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র কাশী। কাশীই সুষুম্না নাড়ী। এই নাড়ীত্রয়া-ত্মিকা বারাণসী এই। এই বারাণসীতে সর্ব্বজীবের প্রাণত্যাগকালে বিশ্বেশ্বর শঙ্কর, কর্ণে তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন; তাহাতেই জীবগণ ব্রহ্মস্বরূপ হয়। এই একটী শ্লোক আছে, বেদবাদিগণই বলিয়াছেন, —এই কাশীক্ষেত্রে ভগবান্ মহাদেব অন্তকালে তারকব্রহ্ম উপদেশ দিয়া অবিমুক্ত-ক্ষেত্রস্থিত জন-গণের মুক্তি সম্পাদন করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অবিমুক্তের সমান ক্ষেত্র নাই, অবিমুক্তের তুল্য আর শিবলিঙ্গও নাই, ইহা সত্য—; বার বার বলিতেছি, সত্য, সত্য, সত্য। অবিমুক্ত-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থানে রত হওয়া এবং হাতের [illegible]য়া দিয়া অন্য প্রকার সিদ্ধির জন্য অন্বে-ষণ করা—উভয়ই তুল্য। ১৯—৩০। মহাত্মা মুনীশ-প্রধান অগস্ত্য ঋষি, এইরূপে শ্রুতি ও পুরাণ দ্বারা বিশ্বনাথের তুল্য শিবলিঙ্গ এবং কাশীসদৃশ-পুরী আর ত্রৈলোক্যে নাই,ইহা স্থির-নিশ্চয় করিয়া,কাল-ভৈরবসকাশে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হেকালরাজ! আপনি শ্রীকাশীপুরীর প্রভু, সেই-জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। হায়, কালরাজ! আমি প্রতিচতুর্দ্দশী, প্রতি-অষ্টমী, প্রতিমঙ্গলবার এবং প্রতিরবিবারেই ফল মূল-পুষ্প দ্বারা আপনার আরাধনা করিয়াছি। আমি আপনার নিকট নিরপরাধ; তবু কেন আমাকে অপরাধী স্থির করিলেন? হায়! হায়! হে কাল-ভৈরব! আপনি উৎকট পাপ-মোচনী বিকট-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, স্বীয় হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক "তোমরা ভীত হইও না" এই কথা উচ্চারণ করত কাশীবাসী ভয়ার্ত্ত জীবগণকে কি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন না? অনন্তর দণ্ডপাণির নিকট গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হে যক্ষরাজ! হে শশাঙ্ক-সুন্দর-দেহ! হে শ্রীপূর্ণভদ্র-নন্দন! হে নায়ক! হে কাশীনিবাসি-রক্ষক! হে দণ্ডপাণে! আপনি ত তপঃ-ক্লেশ সকলই অবগত আছেন; তবে কাশী হইতে আমাকে কেন বহিষ্কৃত করিতেছেন? হে দেব! কাশীবাসী জনগণের অন্নদাতা আপনি, প্রাণদাতা আপনি, জ্ঞানদাতা আপনি, মোক্ষদাতাও আপনি

কিল সম্ভ্রমোদ্‌ভ্রমাবত্রস্থবৃত্তান্তবিচারকোবিদৌ। সংভ্রান্তিমুৎপাদ্য পরানসাধূন্ ক্ষেত্রাৎ ক্ষণং দূরয়তস্ত্বমূষাৎ॥ ৩৭॥ শৃণু প্রভো ঢুণ্টিবিনায়ক ত্বং বাচং মদীয়াস্ত রটাম্যনাথবৎ। ত্বৎস্থাঃ সমস্তাঃ কিল বিঘ্নপূগাঃ কিমত্র দুর্ব্বৃত্তবদাস্থিতোঽহম্॥ ৩৮॥ শৃণ্বন্ত্বমী পঞ্চ বিনায়কাশ্চ চিন্তামণিশ্চাপি কপর্দ্দিনামা। আশাগজাখ্যৌ চ বিনায়কৌ তৌ শৃণোত্বসৌ সিদ্ধিবিনায়কশ্চ॥ ৩৯॥ পরাপবাদো ন ময়া কিলোক্তঃ পরাপকারোঽপি ময়া কৃতো ন। পরস্ববুদ্ধিঃ পরদারবুদ্ধিঃ কৃতা ময়া নাত্র ক এব পাকঃ॥ ৪০॥ গঙ্গা ত্রিকালং পরিসেবিতা ময়া শ্রীবিশ্বনাথোঽপি সদা বিলোকিতঃ। যাত্রাঃ কৃতাস্তাঃ প্রতিপর্ব্ব সর্ব্বতঃ কোঽয়ং বিপাকো মম বিঘ্নহেতুঃ॥ ৪১॥ মাতর্বিশালাক্ষি ভবানি মঙ্গলে জ্যৈষ্ঠেশি সৌভাগ্যবিধানসুন্দরি। বিশ্বে বিধে বিশ্বভুজে নমোঽস্তু তো শ্রীচিত্রঘণ্টে বিকটে চ দুর্গিকে॥ ৪২॥ সাক্ষিণ্য এতাঃ কিল কাশিদেবতাঃ শৃণ্বন্তু ন স্বার্থমহং ব্রজাম্যতঃ। অভ্যর্থিতো দেবগণৈঃ করোমি কিং পরোপকারায় ন কিং বিধীয়তে॥ ৪৩॥ দধীচিরস্থীনি ন কিং পুরা দদৌ জগত্রয়ং কিং ন দদেঽর্থিনে বলিঃ। দত্তঃ স্ম কিং নো মধুকৈটভৌ. শিরো বভূব তার্ক্ষ্যোঽপি চ বিষ্ণুবাহনম্॥ ৪৪॥ আপৃচ্ছ্য সর্ব্বান্ স মুনীন্ মুনীশ্বরঃ সবালবৃদ্ধানপি তত্রবাসিনঃ। তৃণানি বৃক্ষাংশ্চ লতাঃ সমস্তাঃ পুরীং পরিক্রম্য চ নির্যযৌ চ॥ ৪৫॥ প্রোষিতস্য পরিতোঽপি লক্ষণে নীচবর্ত্ম পরিবর্ত্তিতোঽপি বা। চন্দ্রমৌলিমবলোক্য যান্ততঃ কস্য সিদ্ধিরিহ নো পরিস্ফুরেৎ॥ ৪৬॥ বরং হি কাশ্যাং তৃণবৃক্ষগুল্মকাশ্চরাস্ত পাপং ন চরন্তি নান্যতঃ। বয়ং চরাণাং প্রথমা ধিগস্তু নো বারাণসীং হাদ্য বিহায় গচ্ছতঃ॥ ৪৭॥ অসিং হ্যুপস্পৃশ্য পুনঃপুনর্মুনিঃ প্রাসাদমালাঃ পরিতো বিলোকয়ন্। উবাচ নেত্রে সরলে প্রপশ্যতং

এবং আপনিই ভুজগেন্দ্রহার ও জটাকলাপ দ্বারা ইহাদিগের পার্থিবদেহ-ত্যাগোপযুক্ত ভূষণ করিয়া দেন। দেব! সম্ভ্রম এবং উদ্‌ভ্রম নামে আপনার গণদ্বয়, অত্রস্থ জনগণের বৃত্তান্ত-বিচারে পণ্ডিত; উহাঁরাই মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক অসাধুগণকে ক্ষণকালের মধ্যেই এই মুক্তিক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অনন্তর অগস্ত্য ঢুণ্টিগণেশের নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রভো! ঢুণ্টিবিনায়ক! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতেছি, সমস্ত বিঘ্নই আপনার শাসনাধীন; দুর্ব্বৃত্তগণই বিঘ্নপরিভূত হয়, আমি কি এই কাশীধামে দুর্বৃত্তগণের ন্যায় অবস্থিত? চিন্তামণি বিনায়ক, কপর্দ্দী বিনায়ক, আশাগজনামক বিনায়কদ্বয় ও সিদ্ধিবিনায়ক; এই পঞ্চবিনায়কও আমার কথা শ্রবণ করুন,- আমি পরনিন্দা করি নাই, পরাপকার করি নাই, পরস্বে বা পরদারে আমার মতি হয় নাই; তবে এখন আমার এই বিপাক উপস্থিত হইল কেন? আমি ত্রিসন্ধ্য গঙ্গাস্নান করিয়াছি, সর্ব্বদা শ্রীবিশ্বনাথ দর্শনও করিয়াছি এবং প্রতিপর্ব্বেই সর্ব্বপ্রকার যাত্রা করিয়াছি। তবে আমার এই বিঘ্নহেতু বিপাক উপস্থিত হইল কেন? হে মাতঃ বিশালাক্ষি! হে ভবানি! হে মঙ্গলে! হে সর্ব্বসৌভাগ্য-বিধাননিপুণে জ্যেষ্ঠে! হে অসি! হে বিশ্বে! হে বিধে! হে বিশ্বভুজে! হে শ্রীচিত্রঘণ্টে! হে বিকটে! হে দুর্গে! এবং অন্যান্য দেবতাগণ! আপনাদিগকে নমস্কার। এই কাশীস্থ দেবতাগণ সাক্ষী; তাঁহারা শ্রবণ করুন;— আমি স্বার্থবশ হইয়া কখনই কাশী হইতে চলিয়া যাইতেছি না; আমি দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াছি, অতএব কি করি? কাশীপরিত্যাগ ভিন্ন তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না; কাজেই কাশী পরিত্যাগ করিতে হইল। পরোপকারের জন্য কি না করা যায়? পুরাকালে দধীচিমুনি, পরের জন্য নিজ অস্থি প্রদান করিয়াছেন; বলিরাজা যাচককে ত্রৈলোক্য প্রদান করিয়াছেন; মধুকৈটভনামক অসুরদ্বয় নিজের মস্তক দান করিয়াছে; প্রসিদ্ধ গরুড়পক্ষীও বিষ্ণুর প্রার্থনাক্রমে তাঁহার বাহন পর্য্যন্ত হইয়াছেন। অনন্তর মুনীশ্বর অগস্ত্য,—কাশীবাসী সকল মুনিগণ, বালবৃদ্ধগণ ও নিখিল তৃণবৃক্ষলতাসমূহের সহিত বিদায়-সম্ভাষণ ও কাশীপুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিখিল শুভলক্ষণ-শূন্য অসৎপথ-বিচরণকারী ব্যক্তিও বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিয়া যাত্রা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করে। কাশীর তৃণগুল্ম বৃক্ষ হওয়া ভাল, কেননা, তাহাদিগকে অন্যত্র গমনরূপ পাপ সঞ্চয় করিতে হয় না। আর আমরা জঙ্গমশ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদিগকে ধিক্! কারণ, আমরা কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেছি। অসিনদীজল পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিয়া, অগস্ত্য মুনি কাশীপুরীর প্রাসাদাবলী চতুর্দ্দিকে দর্শন করত স্বীয় সজল নেত্রদ্বয়কে বলিলেন,—হে নয়নযুগল! তোমরা এই

ধাপ্রভিবিষ্টাভিরিষ্টদাং হৃষ্টমানসঃ ॥৭৯॥ অগস্তিরুবাচ । মাতর্নমামি কমলে কমলায়তাক্ষি শ্রীবিষ্ণুহৃৎকমলবাসিনি বিশ্বমাতঃ। ক্ষীরোদজে কমলকোমলগর্ভগৌরি লক্ষ্মি প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥৮০॥ ত্বং শ্রীরুপেন্দ্রসদনে মদনৈকমাতর্জ্যোৎস্নাসি চন্দ্রমসি চন্দ্রমনোহরাস্যে। সূর্য্যে প্রভাসি চ জগত্রিতয়ে প্রভাসি লক্ষ্মি প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ ৮১ ॥ ত্বং জাতবেদসি সদা দহনাত্মশক্তির্বেধস্ত্বয়া জগদিদং বিবিধং বিদধ্যাৎ। বিশ্বম্ভরোঽপি বিভৃয়াদখিলং ভবত্যা লক্ষ্মি প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ ৮২ ॥ ত্বত্ত্যক্তমেতদমলে হরতে হরোঽপি ত্বং পাসি হংসি বিদধাসি পরাবরাসি। ঈড্যো বভূব হরিরপ্যমলে ত্বদাপ্ত্যা লক্ষ্মি প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ ৮৩ ॥ শূরঃ স এব স গুণী স বুধঃ স ধন্যো মান্যঃ স এব কুলশীলকলাকলাপৈঃ।

লক্ষ্মীর নিকট অতি হৃষ্টান্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া মুনিবর অগস্ত্য হৃষ্টচিত্তে ইষ্টদায়িনী মহালক্ষ্মীকে প্রণামপূর্ব্বক ইষ্টবচনাবলী দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ;—হে কমলায়তাক্ষি ! হে শ্রীবিষ্ণুহৃদয়কমলবাসিনি ! জগজ্জননি ! মাতঃ কমলে ! আপনাকে নমস্কার করি। হে ক্ষীরোদসম্ভবে ! হে সুকোমল-কমল-গর্ভ গৌরপ্রভে ! প্রণতশরণ্যে ! লক্ষ্মি ! আপনি প্রসন্ন হউন। হে মদনমাতঃ ! আপনি বিষ্ণুলোকে শ্রী ; হে চন্দ্র-সুন্দরমুখি ! আপনি চন্দ্রে জ্যোৎস্না, সূর্য্যমণ্ডলে প্রভা এবং ত্রিজগতেই আপনি শোভা পাইতেছেন ; হে সদাপ্রণতশরণ্যে ! লক্ষ্মি ! আপনি প্রসন্ন হউন। হে মাতঃ ! আপনি অনলে দহনাত্মিকা শক্তি ! আপনারই সাধকতায় বিধি এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিশ্বম্ভর বিষ্ণুও আপনার সাহায্যেই এই অখিল জগৎ পালন করিতেছেন ; হে সদাপ্রণত-শরণ্যে ! লক্ষ্মি ! আপনি প্রসন্ন হউন। হে অমলে ! আপনি এই জগৎকে পরিত্যাগ করিলেই হর, ইহার সংসার-সাধনে সমর্থ হন। দেবি ! আপনিই সৃষ্টিস্থিতি-লয়কারিণী। আপনিই কার্য্যকারণস্বরূপা। হে অমলে ! আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াই হরি পূজ্য হইয়াছেন। হে সদাপ্রণতশরণ্যে ! লক্ষ্মি ! আপনি প্রসন্ন হউন। হে শুভে ! আপনার করুণা-কটাক্ষ যে ব্যক্তিতে নিপতিত হয় ত্রৈলোক্যের মধ্যে সে-ই বীর, সে-ই গুণবান, সে-ই পণ্ডিত, সে-ই ধন্য, কুলশীলকলা-কলাপ দ্বারা সে-ই

একঃ শুচিঃ স হি পুমান্ সকলেঽপি লোকে যত্রাপতেত্তব শুভে করুণাকটাক্ষঃ ॥ ৮৪ ॥ যস্মিন্ বসেঃ ক্ষণমহো পুরুষে গজেঽশ্বে স্ত্রৈণে তৃণে সরসি দেবকুলে গৃহেঽন্নে। রত্নে পতত্রিণি পশৌ শয়নে ধরায়াং সশ্রীকমেব সকলে তদিহাস্তি নান্যৎ ॥ ৮৫ ॥ ত্বৎস্পৃষ্টমেব সকলং শুচিতাং লভেত ত্বত্ত্যক্তমেব সকলং ত্বশুচীহ লক্ষ্মি। ত্বন্নাম যত্র চ সুমঙ্গলমেব তত্র শ্রীবিষ্ণুপত্নি কমলে কমলালয়েঽপি ॥ ৮৬ ॥ লক্ষ্মীং শ্রিয়ঞ্চ কমলাং কমলালয়াঞ্চ পদ্মাং রমাং নলিনযুগ্মকরাঞ্চ মাঞ্চ। ক্ষীরোদজামমৃতকুম্ভকরামিরাঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়ামিতি সদা জপতাং ক দুঃখম্ ॥ ৮৭ ॥ ইতি শ্রুত্বা ভগবতীং মহালক্ষ্মীং হরিপ্রিয়াম্। প্রণনাম সপত্নীকঃ সাষ্টাঙ্গং দণ্ডবন্মুনিঃ ॥ ৮৮ ॥ শ্রীরুবাচ। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রন্তে মিত্রাবরুণসম্ভব। পতিব্রতে ত্বমুত্তিষ্ঠ লোপামুদ্রে শুভব্রতে ॥ ৮৯ ॥ স্তবত্যানয়া প্রসন্নাহং ব্রিয়তাং যদ্ধৃদীপ্সিতম্। রাজপুত্রি মহাভাগে ত্বমিহোপবিশামলে ॥ ৯০ ॥ ত্বদঙ্গলক্ষণৈরেভিঃ সুপবিত্রৈশ্চ

মান্য, সেই ব্যক্তিই মুখ্য, পবিত্র এবং সেই ব্যক্তিই পুরুষ। ৭২—৮৪। আপনি যেখানে ক্ষণকালও বাস করেন, পুরুষ, গজ, অশ্ব, স্ত্রীসমূহ, তৃণ, সরোবর, দেবকুল, গৃহ, অন্ন, রত্ন, পক্ষী, পশু, শয্যা বা মৃত্তিকা,—যাহাই কেন হউক না, তাহাই এ জগতে শ্রীসম্পন্ন,—অপর পদার্থ শ্রীসম্পন্ন নহে। হে লক্ষ্মি ! আপনার স্পর্শে সকল দ্রব্যই পবিত্র হয়। আপনার যাহা পরিত্যক্ত, তাহাই এ জগতে অপবিত্র। হে শ্রীবিষ্ণুপত্নি, কমলালয়ে ! কমলে ! যেখানে আপনার নাম হয়, সেইস্থানেই সুমঙ্গল হয়। লক্ষ্মী, শ্রী, কমলা, কমলালয়া, পদ্মা রমা, নলিনযুগ্মকরা, মা, ক্ষীরোদজা, অমৃত-কুম্ভকরা, ইন্দিরা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া, এই দ্বাদশ নাম যাহারা সর্ব্বদা জপ করে, তাহাদের দুঃখ হয় না। সভার্য্য, অগস্ত্যমুনি, এইরূপে ভগবতী হরিপ্রিয়া মহালক্ষ্মীকে স্তব করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন,—হে মিত্রাবরুণসম্ভব অগস্ত্য ! উঠ, উঠ, তোমার মঙ্গল হউক। হে শুভব্রতে পতিব্রতে লোপামুদ্রে ! তুমিও উঠ। আমি এই স্তবে প্রসন্না হইয়াছি। যাহা মনের অভীষ্ট, তাহাই তোমরা প্রার্থনা কর। হে মহাভাগে ! হে অমলে রাজনন্দিনি ! তুমি এই স্থানে উপবেশন কর। পাতিব্রত্যাদিসূচক তোমার এই অঙ্গের

স্তে ব্রতৈঃ। নির্ব্বাপয়িতুমিচ্ছামি দৈত্যাস্ত্রৈস্তাপিতাং তনুম্‌ ॥ ৯১ ॥ ইত্যুক্ত্বা মুনিপত্নীং তাং সমালিঙ্গ্য হরিপ্রিয়া। অলঙ্কারৈশ্চ প্রীত্যা বহুসৌভাগ্যসদ্‌গুণৈঃ ॥৯২॥ পুনরাহ মুনে জানে তব হৃত্তাপকারণম্‌। সচেতনং দুনোত্যেব কাশীবিশ্লেষজোঽনলঃ ॥ ৯৩ ॥ যদা স দেবো বিশ্বেশো মন্দরং গতবান্‌ পুরা। তদা কাশীবিয়োগেন জাতা তস্যেদৃশী দশা ॥ ৯৪ ॥ তৎপ্রবৃত্তিং পুনর্জ্ঞাতুং ব্রহ্মাণং কেশবং গণান্‌। গণেশ্বরঞ্চ দেবাংশ্চ প্রেষয়ামাস শূলধৃক্‌ ॥ ৯৫ ॥ তে চ কাশীগুণান্‌ সর্ব্বে বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ। ব্রজন্ত্যদ্যাপি ন ক্বাপি তাদৃগস্তি ক্ব বা পুরী ॥ ৯৬ ॥ ইতি শ্রুত্বাথ স মুনিঃ প্রত্যুবাচ শ্রিয়ং ততঃ। প্রণিপত্য মহাভাগো ভক্তিগর্ভমিদং বচঃ ॥ ৯৭ ॥ যদি দেয়ো বরো মহ্যং বরযোগ্যোঽস্ম্যহং যদি। তদা বারাণসীপ্রাপ্তিঃ পুনরস্ত্বেব মে বরঃ ॥ ৯৮ ॥ যে পঠিষ্যন্তি চ স্তোত্রং ত্বদ্ভক্ত্যা মৎকৃতং সদা। তেষাং কদাচিৎ সন্তাপো মাস্তু মাস্তু দরিদ্রতা ॥ ৯৯ ॥ মাস্তু চেষ্টবিয়োগশ্চ মাস্তু সম্পত্তিসংক্ষয়ঃ। সর্ব্বত্র বিজয়শ্চাস্তু বিচ্ছেদো মাস্তু সন্ততেঃ ॥ ১০০ ॥ শ্রীরুবাচ। এবমস্তু মুনে সর্ব্বং যত্ত্বয়া পরিভাষিতম্‌। এতৎস্তোত্রস্য পঠনং মম সান্নিধ্যকারণম্‌ ॥ ১০১ ॥ অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ তদ্‌গেহে ন বিশেৎ কচিৎ। গজাশ্বপশুশান্ত্যর্থমেতৎ স্তোত্রং সদা জপেৎ ॥ ১০২ ॥ বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকৃৎ পরম্‌। ভূর্জপত্রে লিখিত্বা তু বধ্নীয়াৎ কণ্ঠদেশতঃ ॥ ১০৩ ॥ ইদং বীজরহস্যং মে রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ। শ্রদ্ধাহীনে ন দাতব্যং ন দেয়ঞ্চাশুচৌ কচিৎ ॥ ১০৪ ॥ অন্যচ্চ শৃণু বিপ্রেন্দ্র ভবিষ্যে দ্বাপরে ভবান্‌। একোনত্রিংশকে ব্রহ্মন্‌ সত্যং ব্যাসো ভবিষ্যতি ॥ ১০৫ ॥ তদা বারাণসীং প্রাপ্য সিদ্ধিং প্রাপ্স্যস্যভীপ্সিতাম্‌। ব্যস্য বেদান্‌ পুরাণানি ধর্ম্মান্‌ সম্প্রদিশ্য চ ॥ ১০৬ ॥ হিতঞ্চ তে বদাম্যেকং সাম্প্রতং তৎ সমাচর। পশ্য কিঞ্চিদিতো গত্বা স্কন্দমগ্রে স্থিতম্‌ প্রভুম্‌ ॥ ১০৭ ॥ বারাণস্যা রহস্যঞ্চ যথা বহ্নিভবভাষিতম্‌। তব তুষ্টিকরং ব্রহ্মন্‌ কথয়িষ্যতি ষণ্মুখঃ ॥ ১০৮ ॥ ইতি লব্ধা বরং সোঽথ মহালক্ষ্মীঃ

সুলক্ষণসমূহ এবং তোমার সুপবিত্র ব্রতসমূহ দ্বারা আমার এই অসুরাস্ত্র-তাপিত শরীরকে শীতল করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, এই বলিয়া প্রীতি সহকারে মুনিপত্নীকে আলিঙ্গন করত বহু সৌভাগ্যপ্রদ অলঙ্কার দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিলেন। লক্ষ্মী অগস্ত্যকে পুনর্ব্বার কহিলেন—হে মুনে! তোমার মনস্তাপের কারণ আমি জানি। কাশী-বিরহসম্ভূত অনল, সচেতন মাত্রকেই দগ্ধ করিয়া থাকে। পুরাকালে যখন সেই দেবদেব বিশ্বেশ্বর মন্দরপর্ব্বতে গিয়াছিলেন, তখন কাশীবিরহে তাঁহারও ঈদৃশ দশা হইয়াছিল। শূলপাণি, পুনরায় সেই কাশীবৃত্তান্ত জানিবার জন্য ক্রমে ব্রহ্মা, কেশব, প্রমথগণ, গণেশ এবং অন্যান্য দেবগণকে মন্দর-পর্ব্বত হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই, ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই পুনঃ পুনঃ কাশীধামের গুণাবলী বিচার করিয়া তদবধি অদ্যাপি আর কোথাও যাইতে পারেন নাই। তাদৃশী পুরী আর কোথায় আছে? মহালক্ষ্মীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাভাগ অগস্ত্য তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণ এই বাক্য বলিলেন, মাতঃ! যদি আমি বরযোগ্য হইয়া থাকি এবং যদি আপনার আমাকে বর দান করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে এই বর দেন, যেন পুনর্ব্বার আমার বারাণসী-প্রাপ্তি হয়। যাহারা মৎকৃত এই আপনার স্তোত্র ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহাদের যেন কখন সন্তাপ, দরিদ্রতা, ইষ্টবিয়োগ বা সম্পত্তি ক্ষয় না হয়। তাহাদের যেন সর্ব্বত্র জয়লাভ হয় এবং তাহাদের যেন বংশলোপ না হয়। লক্ষ্মী বলিলেন,—হে মুনে! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই হইবে। এই স্তোত্র পাঠ করিলে আমি সন্নিহিত হই। যে গৃহে এই স্তোত্র পঠিত হয়, তথায় অলক্ষ্মী এবং কালকর্ণী কখন প্রবেশ করে না। গজ, অশ্ব এবং পশুগণের শান্ত্যর্থ এই স্তোত্র সর্ব্বদা পাঠ করিবে। এই স্তোত্র ভূর্জপত্রে লিখিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করাইলে, বালগ্রহগ্রস্ত বালকদিগের পরম শান্তিকারক হয়। এই আমার বীজরহস্য যত্নপূর্ব্বক রক্ষণীয়। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে এ স্তোত্র কদাচ দিবে না; অশুচি ব্যক্তিকেও দিবে না ।৮৫—১০৪। হে বিপ্রেন্দ্র! ব্রহ্মন্‌! আরও শুন; ভাবী একোনত্রিংশ দ্বাপরযুগে, তুমি নিশ্চয়ই ব্যাস হইবে। তখন বেদবিভাগ ও পুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশ করিয়া এবং কাশী প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিবে। এক্ষণে এক হিতোপদেশ দিতেছি, সম্প্রতি তাহা কর। এখান হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া প্রভু কার্ত্তিকেয়কে দেখিতে পাইবে। হে ব্রহ্মন্‌! ষড়ানন শিবভাষিত যথাযথ কাশীরহস্য তোমাকে বলিবেন, তাহাতে তোমার সন্তোষ

প্রণম্য চ। যযাবগস্তির্যত্রাস্তি কুমারঃ শিখিবাহনঃ॥ ১০৭

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশীখণ্ডেঽগস্ত্যপ্রস্থানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শৃণু সূত মহাভাগ কথাং শ্রুতিসহোদরাম্। যাং বৈ হৃদি নিধায়েহ পুরুষঃ পুরুষার্থভাক্॥ ১॥ ততঃ শ্রীদর্শনানন্দ-সুধাধারাধুনীং মুনিঃ। অবগাহ্য সপত্নীকঃ পরাং মুদমবাপ সঃ॥ ২॥ বহ্নিকুণ্ডসমুদ্ভূত সূত নির্ম্মলমানস। শৃণুষ্বৈকং পুরাবিদ্ভির্ভাষিতং যৎ সুভাষিতম্॥ ৩॥ পরোপকরণং যেষাং জাগর্ত্তি হৃদয়ে সতাম্। নশ্যন্তি বিপদস্তেষাং সম্পদঃ স্যুঃ পদে পদে॥ ৪॥ তীর্থস্নানৈর্ন সা শুদ্ধির্বহুদানৈর্ন তৎ ফলম্। তপোভিরুগ্রৈস্তন্নাপ্যমুপকৃত্য যদাপ্যতে॥ ৫॥ পরোপকৃত্যা যো ধর্ম্মো ধর্ম্মো দানাদিসম্ভবঃ। একত্র তুলিতো ধাত্রা তত্র পূর্ব্বোঽভবদ্গুরুঃ॥ ৬॥ পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেব হি। নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাদঘং পরম্॥ ৭॥ উপকর্ত্তুরগস্ত্যস্য জাতমেতন্নিদর্শনম্। ক্ব তাদৃক্ কাশিজং দুঃখং ক্ব তাদৃক্ শ্রীমুখেক্ষণম্॥ ৮॥ করিকর্ণাগ্রচপলং জীবিতং বিবিধং বসু। তস্মাৎ পরোপকরণং কার্য্যমেকং বিপশ্চিতা॥ ৯॥ যল্লক্ষ্মীনামমাত্রাপ্ত্যা নরো নো মাতি কুত্রচিৎ। সাক্ষাৎ সমীক্ষ্য তাং লক্ষ্মীং কৃতকৃত্যোঽভবন্মুনিঃ॥ ১০॥ গচ্ছন্ যদৃচ্ছয়া সোঽথ দূরাচ্ছ্রীশৈলমৈক্ষত। যত্র সাক্ষান্নিবসতি দেবঃ শ্রীতারকান্তকঃ॥ ১১॥ উবাচ বচনং পত্নীং তদা প্রীতমনা মুনিঃ। ইহ স্থিতৈব পশ্য ত্বং কান্তে কান্ততরং পরম্॥ ১২॥ শ্রীশৈলশিখরং শ্রীমদিদং তদ্যদ্বিলোকনাৎ। পুনর্ভবো মনুষ্যাণাং ভবেঽত্র ন ভবেৎ ক্বচিৎ॥ ১৩॥ গিরিশ্চতুরশীত্যায়ং যোজনানাং হি বিস্তৃতঃ। সর্ব্বলিঙ্গময়ো যস্মাদতঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্॥ ১৪॥ লোপামুদ্রোবাচ। কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুমিচ্ছামি যদ্যাজ্ঞা

হইবে। অগস্ত্য এই বরলাভ করিয়া মহালক্ষ্মীকে প্রণামপূর্ব্বক ময়ূরবাহন কুমারের অধিষ্ঠান স্থলে যাত্রা করিলেন।১০৫—১০৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বেদব্যাস বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! শ্রবণমনোহারিণী কথা শ্রবণ কর। এই কথা মনে রাখিলে সংসারে মানুষ্য, সর্ব্বপুরুষার্থভাগী হয়। সস্ত্রীক অগস্ত্য, মহালক্ষ্মীদর্শনানন্দরূপ অমৃতধারাময়ী নদীতে অবগাহন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হে অগ্নিকুণ্ড-সমুদ্ভূত নির্ম্মল-হৃদয় সূত! পুরাবেত্তৃগণের কথিত এক সৎকথা শ্রবণ কর। যে সাধুদিগের হৃদয়ে পরোপকারপ্রবৃত্তি বলবতী, তাহাদিগের বিপৎসমূহ নষ্ট হয় এবং পদে পদে সম্পদ্‌রাশি হইয়া থাকে। পরোপকার দ্বারা যে পবিত্রতা এবং ফললাভ করা যায়, সে পবিত্রতা তীর্থস্নানে পাওয়া যায় না, সে ফল বহুদানে এবং উগ্রতপস্যা দ্বারাও পাওয়া যায় না। পরোপকার ধর্ম্ম এবং দানাদিসম্ভূত যাবতীয় ধর্ম্মকে বিধাতা এক তুলাতে (বিভিন্ন শিক্যায়) ওজন করিয়াছিলেন, তাহাতে পরোপকার-ধর্ম্মের দিক্ ভারি হইয়াছিল।১—৬। শাস্ত্রীয় বাগ্‌জাল উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া ইহাই নিশ্চয় করা গিয়াছে যে, পরোপকার অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই এবং পরাপকার অপেক্ষা আর পাপ নাই। পরোপকার-পরায়ণ অগস্ত্যের ফলই ইহার নিদর্শন। তাদৃশ কাশীবিরহজ দুঃখই বা কোথায়, আর তাদৃশ লক্ষ্মীমুখদর্শনই বা কোথায়! অগস্ত্য পরোপকারফলেই এই বিপুল দুঃখের পর অসাধারণ সুখলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবন এবং বিবিধ ধন হস্তিকর্ণাগ্রভাগের ন্যায় চপল; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি এক পরোপকার করিবেন। যে লক্ষ্মীর নামমাত্র গ্রহণে সামান্য মানবও জগতে অতুলনীয় হইয়া থাকে, অগস্ত্য মুনি, সেই লক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া যে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। অনন্তর অগস্ত্য মুনি যদৃচ্ছাক্রমে গমন করত দূর হইতে শ্রীশৈল দেখিতে পাইলেন। সাক্ষাৎ তারকনিসূদন দেব কার্ত্তিকেয় এই শ্রীশৈলেই অবস্থিত। তখন মুনি প্রীতমনে পত্নীকে বলিলেন,—কান্তে! তুমি এইখানে থাকিয়াই পরম কমনীয়তর শ্রীমৎ শ্রীশৈলশিখর অবলোকন কর; ইহা অবলোকন করিলে এ সংসারে মনুষ্যদিগের কখন পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই পর্ব্বত চতুরশীতি যোজন বিস্তৃত। এই শ্রীশৈল, সর্ব্বাঙ্গে শিবলিঙ্গময়

স্বামিনো ভবেৎ। শ্রুতে হি যানমুজ্ঞাতা পত্যা সা পতিতা ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ অগস্ত্য উবাচ। কিং বক্তুকামা দেবি ত্বং ব্রূহি তত্ত্বমশঙ্কিতা। ন ত্বাদৃশীনাং বাক্যং হি পত্যুঃ খেদায় জায়তে ॥ ১৬ ॥ ততঃ পপ্রচ্ছ সা দেবী প্রণম্য মুনিমানতা। সর্ব্বেষাঞ্চ হিতার্থায় স্বসন্দেহাপনুত্তয়ে ॥ ১৭ ॥ লোপামুদ্রোবাচ। শ্রীশৈলশিখরং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ইদমেব হি সত্যং চেৎ কিমর্থং কাশিরিষ্যতে ॥ ১৮ ॥ অগস্তিরুবাচ। আকর্ণয় বরারোহে সত্যং পৃষ্টং ত্বয়ামলে। নিনীতমসকৃচ্চৈতন্মুনিভিস্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥ ১৯ ॥ মুক্তিস্থানান্যনেকানি কৃতস্তত্রাপি নির্ণয়ঃ। তানি তে কথয়াম্যত্র দত্তচিত্তা ভব ক্ষণম্ ॥ ২০ ॥ প্রথমং তীর্থরাজন্তু প্রয়াগাখ্যং সুবিশ্রুতম্। কামিকং সর্ব্বতীর্থানাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ২১ ॥ নৈমিষঞ্চ কুরুক্ষেত্রং গঙ্গাদ্বারমবন্তিকা। অযোধ্যা মথুরা চৈব দ্বারকাপ্যমরাবতী ॥ ২২ ॥ সরস্বতী সিন্ধুসঙ্গো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ। কাঞ্চী চ ত্র্যম্বকং চাপি সপ্তগোদাবরীতটম্ ॥ ২৩ ॥ কালঞ্জরং প্রভাসশ্চ তথা বদরিকাশ্রমঃ। মহালয়স্তথোঙ্কার-ক্ষেত্রং বৈ পৌরুষোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥ গোকর্ণো ভৃগুকচ্ছশ্চ ভৃগুতুঙ্গশ্চ পুষ্করম্। শ্রীপর্ব্বতাদি-তীর্থানি ধারাতীর্থং তথৈব চ ॥ ২৫ ॥ মানসান্যপি তীর্থানি সত্যাদীনি চ বৈ প্রিয়ে। এতানি মুক্তিদান্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬ ॥ গয়া-তীর্থঞ্চ যৎ প্রোক্তং তৎ পিতৃণাং হি মুক্তিদম্। পিতামহানামৃণতো মুক্তাস্তত্তনয়া অপি ॥ ২৭ ॥ সধর্ম্মিণ্যুবাচ। মানসান্যপি তীর্থানি যান্যুক্তানি মহামতে। কানি কানি চ তানীহ ত্বং তদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে। যেষু সম্যঙ্নরঃ স্নাত্বা প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥ সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং তীর্থমার্জ্জবমেব চ ॥ ৩০ ॥ দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে। ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা ॥ ৩১ ॥ জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীর্থমুদাহৃতম্। তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধি-র্মনসঃ পরা ॥ ৩২ ॥ ন জলাপ্লুতদেহস্য স্নানমিত্য-ভিধীয়তে। স স্নাতো যো দমস্নাতঃ শুচিঃ শুদ্ধ-

---

বলিয়া ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। লোপামুদ্রা বলিলেন,—স্বামিন্! আপনার অনুমতি হয় ত কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। স্বামীর অনুমতি না পাইয়া যে রমণী কোন কথা বলে, সে পতিতা হয়। অগস্ত্য বলিলেন,—দেবি! কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা নিশঙ্কচিত্তে বল। তোমাদের ন্যায় নারীদিগের বাক্য পতির খেদকর হয় না। অনন্তর দেবী লোপামুদ্রা, মুনিবরকে প্রণাম করিয়া সকলের হিতের জন্য এবং আপনার সংশয়াপনোদনের জন্য নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রীশৈলশিখর দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কাশীবাস কামনা করায় প্রয়োজন কি? অগস্ত্য কহিলেন, হে অনঘে! উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ; হে বরারোহে! তত্ত্বচিন্তক মুনিগণ এ সম্বন্ধে বারংবার যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মুক্তিস্থান অনেক আছে, তৎসম্বন্ধে যাহা তাঁহাদের নিণীত, তৎসমস্ত বলিতেছি। এবিষয়ে ক্ষণকাল মনোযোগ কর। প্রথম সুবিখ্যাত তীর্থরাজ প্রয়াগ, সর্ব্বতীর্থের মধ্যে কামনাপূরক; প্রয়াগ, ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষ-প্রদাতা। নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র-গঙ্গাদ্বার, অবন্তী, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধুসঙ্গমস্থল, গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থল, কাঞ্চী, ব্রহ্মগিরি, সপ্তগোদাবরীতট, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, মহাস্থান, অমরকণ্টক, শ্রীক্ষেত্র, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙ্গ, পুষ্কর, শ্রীপর্ব্বত এবং ধারাতীর্থ প্রভৃতি বাহ্যতীর্থ, আর সত্য প্রভৃতি মানসতীর্থ—প্রিয়ে! এই সকল তীর্থ মুক্তিপ্রদ; এবিষয়ে সন্দেহ নাই। গয়া নামে যে তীর্থ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ। গয়াশ্রাদ্ধকারীরা এবং তৎপুত্রেরা পিতৃ-পিতামহ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে।১—২৭। লোপামুদ্রা বলিলেন,—মহামতে! যে যে মানস তীর্থের কথা উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় কি কি? ইহা বলিতে আজ্ঞা হয়। অগস্ত্য বলিলেন,—হে অনঘে! আমি মানসতীর্থসমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সকল তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়জয়, সর্ব্বভূতে দয়া, আর্জ্জব, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য এবং তপস্যা,—প্রত্যেকেই এক একটী তীর্থ। ব্রহ্মচর্য্য পরম তীর্থ। পরম চিত্তশুদ্ধিই তীর্থের তীর্থ। মাত্র জলে দেহ ডুবানর নাম স্নান নহে;—বাহ্যেন্দ্রিয়দমনরূপ স্নান যে করিয়াছে, সে-ই স্নাত; যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে

মনোমলঃ ॥ ৩৩ ॥ যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো দাম্ভিকো বিষয়াত্মকঃ। সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব সঃ ॥ ৩৪ ॥ ন শরীরমলত্যাগান্নরো ভবতি নির্ম্মলঃ। মানসে তু মলে ত্যক্তে ভবত্যন্তঃ সুনির্ম্মলঃ ॥ ৩৫ ॥ জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ জলেষ্বেব জলৌকসঃ। ন চ গচ্ছন্তি তে স্বর্গমবিশুদ্ধমনোমলাঃ ॥ ৩৬ ॥ বিষয়েষ্বতিসংরাগো মানসো মল উচ্যতে। তেষ্বেব হি বিরাগোঽস্য নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্ ॥ ৩৭ ॥ চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানান্ন শুধ্যতি। শতশোঽপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচিঃ ॥ ৩৮ ॥ দানমিজ্যা তপঃ শৌচং তীর্থসেবা শ্রুতং তথা। সর্ব্বাণ্যেতানি তীর্থানি যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ ॥ ৩৯ ॥ নিগৃহীতেন্দ্রিয়গ্রামো যত্রৈব চ বসেন্নরঃ। তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ ॥ ৪০ ॥ ধ্যানপূতে জ্ঞানজলে রাগদ্বেষমলাপহে। যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৪১ ॥ এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণম্। ভৌমানামপি তীর্থানাং পুণ্যত্বে কারণং শৃণু ॥ ৪২ ॥ যথা শরীরস্যোদ্দেশাঃ কেচিন্মেধ্যতমাঃ স্মৃতাঃ। তথা পৃথিব্যামুদ্দেশাঃ কেচিৎ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা। পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা ॥ ৪৪ ॥ তস্মাদ্ভৌমেষু তীর্থেষু মানসেষু চ নিত্যশঃ। উভয়েষ্বপি যঃ স্নাতি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥ অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ। অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে ॥ ৪৬ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ। ন তৎফলমবাপ্নোতি তীর্থাভিগমনেন যৎ ॥ ৪৭ ॥ যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৪৮ ॥ প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অহঙ্কারবিমুক্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৪৯ ॥ অদম্ভকো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গৈর্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৫০ ॥ অকোপনোঽমলমতিঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ। আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৫১ ॥ তীর্থান্যনুসরন্ ধীরঃ শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ। কৃতপাপো বিশুধ্যেত কিং পুনঃ শুদ্ধকর্ম্মকৃৎ ॥ ৫২ ॥ তির্য্যগ্‌যোনিং ন বৈ গচ্ছেৎ

সে-ই পবিত্র। যে ব্যক্তি লুব্ধ, পিশুন, ক্রূর, দাম্ভিক এবং বিষয়ান্ধ, সর্ব্বতীর্থে সুস্নাত হইলেও সে ব্যক্তি পাপী এবং মলিন। মাত্র শারীরিক মলত্যাগে মানুষ নির্ম্মল হয় না ; মনের মল দূর করিতে পারিলেই সুনির্ম্মল হয়। জলৌকা সকল জলেই বাড়ে, জলেই মরে ; অথচ তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না ; কেননা, তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হয় না। বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ - মানস-মল, বিষয়-বৈরাগ্যই মনের নৈর্ম্মল্য, ইহা কথিত আছে। চিত্ত অন্তরের জিনিস ; তাহা দুষ্ট হইলে, তীর্থস্নানে শুদ্ধ হয় না। সুরাভাণ্ড যেমন শতবার জলধৌত হইলেও তাহার অশুচিত্ব দূর হয় না। মনোভাব নির্ম্মল না হইলে দান, যাগ, তপস্যা, শৌচ, তীর্থসেবা এবং বেদজ্ঞান,—এ সমস্তই অতীর্থ। জিতেন্দ্রিয় মানব যেখানে কেন বাস করুক না, সেইখানেই কুরুক্ষেত্র, সেইখানেই তাহার নৈমিষারণ্য ; সেখানেই তাহার পুষ্করাদি তীর্থ। ধ্যান-বিশোধিত, রাগ-দ্বেষ-মলাপহ, জ্ঞান-জলময় মানসতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার পরমা গতি লাভ হয়। দেবি! এই তোমার নিকট মানসতীর্থের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভৌম-তীর্থ-সমূহের পবিত্রতার কারণ শ্রবণ কর। শরীরের যেমন কোন কোন অংশ পবিত্রতম, তদ্রূপ পৃথিবীরও কোন কোন প্রদেশ অত্যন্ত পবিত্র। ভূমির অদ্ভুত প্রভাব, জলের প্রভাব এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিগ্রহ, তীর্থ সকলের পবিত্রতার কারণ। অতএব যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য ভৌম এবং মানস উভয় তীর্থেই স্নান করে, তাহার অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি অন্ততঃ ত্রিরাত্র উপবাস ব্রত করে না, তীর্থগমন করে না, অথবা সুবর্ণ দান বা গোদান করে না, সে পরজন্মে দরিদ্র হয়। তীর্থসেবায় যে ফললাভ হয়, প্রচুর দক্ষিণা দিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিলেও সে ফলপ্রাপ্তি হয় না। হস্ত, পদ, মন যাহার সুসংযত, যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে,—তাহারই তীর্থফল ভোগ হইতেছে। প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত—যে কোন কারণেই সন্তুষ্ট, অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি তীর্থের ফল ভোগ করেন। দম্ভহীন, কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্তিশূন্য, স্বল্পাহারী, জিতেন্দ্রিয় এবং নিঃসঙ্গ ব্যক্তি তীর্থসেবার ফল ভোগ করেন। ক্রোধশূন্য, নির্ম্মলবুদ্ধি, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্বভূতে আত্মসমদর্শী ব্যক্তি, তীর্থসেবার ফলভোগ করেন। ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে তীর্থপর্য্যটন করিলে পাপীরও শুদ্ধিলাভ হয় ; পুণ্যবানের কথা আর বলিব কি ? তীর্থসেবী

কুদেশে নৈব জায়তে। ন দুঃখী স্যাৎ স্বর্গভাক্ চ মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্দতি ॥ ৫৩ ॥ অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ। হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥ ৫৪ ॥ তীর্থানি চ যথোক্তেন বিধিনা সঞ্চরন্তি যে। সর্ব্বদ্বন্দ্বসহা ধীরাস্তে নরাঃ স্বর্গভাগিণঃ ॥৫৫॥ তীর্থযাত্রাং চিকীর্ষুঃ প্রাগ্ বিধায়োপোষণং গৃহে। গণেশঞ্চ পিতৄন্ বিপ্রান্ সাধূন্ শক্ত্যা প্রপূজ্য চ ॥ ৫৬ ॥ কৃতপারণকো হৃষ্টো গচ্ছেন্নিয়মধৃক্পুনঃ। আগত্যাভ্যর্চ্চ্য চ পিতৄন্ যথোক্তফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ ন পরীক্ষ্যো দ্বিজস্তীর্থেষন্নার্থী ভোজ্য এব চ। শক্তুভিঃ পিণ্ডদানঞ্চ চরুণা পায়সেন চ ॥ ৫৮ ॥ কর্ত্তব্যমৃষিভির্দৃষ্টং পিণ্যাকেন গুড়েন চ। শ্রাদ্ধং তত্র প্রকর্ত্তব্যমর্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৯॥ অকালেঽপ্যথ বা কালে তীর্থে শ্রাদ্ধঞ্চ তর্পণম্। অবিলম্বেন কর্ত্তব্যং নৈব বিঘ্নং সমাচরেৎ ॥ ৬০ ॥ তীর্থং প্রাপ্য প্রসঙ্গেন স্নানং তীর্থে সমাচরেৎ। স্নানজং ফলমাপ্নোতি তীর্থযাত্রাকৃতং ন তু ॥ ৬১ ॥ নৃণাং পাপকৃতাং তীর্থে পাপস্য শমনং ভবেৎ। যথোক্তফলদং তীর্থং ভবেচ্ছুদ্ধাত্মনাং নৃণাম্ ॥ ৬২ ॥ ষোড়শাংশং স লভতে যঃ পরার্থঞ্চ গচ্ছতি। অর্দ্ধং তীর্থফলং তস্য যঃ প্রসঙ্গেন গচ্ছতি ॥ ৬৩ ॥ কুশপ্রতিকৃতিং কৃত্বা তীর্থবারিণি মজ্জয়েৎ। মজ্জয়েচ্চ যমুদ্দিশ্য সোঽষ্টমাংশং লভেত বৈ ॥ ৬৪ ॥ তীর্থোপবাসঃ কর্ত্তব্যঃ শিরসো মুণ্ডনং তথা। শিরোগতানি পাপানি যান্তি মুণ্ডনতো যতঃ ॥ ৬৫ ॥ যদহ্নি তীর্থপ্রাপ্তিঃ স্যাত্তস্মাৎতোঽহ্নঃ পূর্ব্ববাসরে। উপবাসস্তু কর্ত্তব্যঃ প্রাপ্তেঽহ্নি শ্রাদ্ধদো ভবেৎ ॥৬৬॥ তীর্থপ্রসঙ্গাত্তীর্থাঙ্গমপ্যুক্তং ত্বৎপুরো ময়া। স্বর্গসাধনমেবৈতন্মোক্ষোপায়শ্চ বৈ ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥ কাশী কান্তী চ মায়াখ্যা ত্বযোধ্যা দ্বারবত্যপি। মথুরাবন্তিকা চৈতাঃ সপ্ত পুর্য্যোঽত্র মোক্ষদাঃ ॥ ৬৮ ॥ শ্রীশৈলো মোক্ষদঃ সর্ব্বঃ কেদারোঽপি ততোঽধিকঃ। শ্রীশৈলাচ্চাপি কেদারাৎ প্রয়াগং মোক্ষদং পরম্ ॥ ৬৯ ॥ প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদবিমুক্তং বিশি-

---

মানব, তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না, কুদেশে উৎপন্ন হয় না, দুঃখী হয় না; পরন্তু স্বর্গলাভ করে এবং মোক্ষের উপায় প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, * নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং হেতুবাদী—এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির তীর্থফল প্রাপ্তি হয় না। যে সকল ধীর মানব, শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখাদি সর্ব্বদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইয়া যথোক্ত বিধানক্রমে তীর্থ পর্য্যটন করেন, তাঁহারা স্বর্গভাগী হন। তীর্থযাত্রাভিলাষী ব্যক্তি পূর্ব্বদিন গৃহে উপবাস করিয়া তীর্থগমননিমিত্তক শ্রাদ্ধ, গণেশপূজা, বিপ্রপূজা এবং সাধুপূজা যথাশক্তি করিবে। তারপর পারণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিয়মাবলম্বনপুরঃসর তীর্থযাত্রা করিবে। আবার তীর্থ-প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে, তবে তীর্থের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়। তীর্থে ব্রাহ্মণপরীক্ষা নাই; যে অন্নার্থী, তাহাকে ভোজন করাইবে। তীর্থশ্রাদ্ধে শক্তু বা পায়স চরুনির্ম্মিত পিণ্ড দান করিবে। গুড় এবং তিলপিষ্ট-নির্ম্মিত পিণ্ডদানও ঋষিগণের বিচার-সিদ্ধ। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্য-আবাহন নাই। শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কালই হউক, আর অপ্রশস্ত কালই হউক তীর্থপ্রাপ্তিমাত্রেই শ্রাদ্ধ করিবে তর্পণও করিবে;—বিলম্ব-বিঘ্ন করিবে না। প্রসঙ্গতঃ তীর্থে উপস্থিত হইলে, তীর্থস্নান করিবে, তাহাতে তীর্থস্নান জন্য ফলপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তীর্থযাত্রার ফল পাইবে না। ২৮—৫১। মানবেরা পাপ করিয়া তীর্থগমন করিলে, পাপশান্তি হয়; কিন্তু যথোক্ত তীর্থফল হয় না। শুদ্ধাত্মা মানবগণেরই তীর্থসেবায় যথোক্ত ফল হয়। পরের জন্য (বেতনাদি লইয়া) যে তীর্থগমন করে, তাহার ষোড়শ ভাগের এক ভাগ ফল হয়। যে কার্য্যান্তরোদ্দেশে যথাবিধি তীর্থযাত্রা করে, তাহার অর্দ্ধ ফল হয়। কুশময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তীর্থজলে স্নান করাইবে। যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া এই কুশমূর্ত্তি স্নান করাইবে, অষ্টমাংশের একাংশ ফল তাহার হইবে। তীর্থে গিয়াই উপবাস করিবে, মস্তক মুণ্ডনও করিবে; কেননা, শিরঃস্থিত পাপসমূহ মস্তকমুণ্ডনে অপগত হয়। যে দিনে তীর্থপ্রাপ্তি হয়, তাহার পূর্ব্বদিনে উপবাস করিবে। আর তীর্থপ্রাপ্তিদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। তীর্থপ্রসঙ্গে তোমার নিকট তীর্থযাত্রার অঙ্গ-কার্য্য বলিলাম। ইহা স্বর্গসাধন এবং মুক্তিরও উপযোগী বটে। পৃথিবীতে কাশী, কাঞ্চী, মায়াপুরী, দ্বারকা, অযোধ্যা, মথুরা এবং অবন্তী—এই সপ্তপুরী মোক্ষদান করিয়া থাকেন। আর সমস্ত শ্রীশৈলই মুক্তিপ্রদ, কেদার তদধিক, প্রয়াগ—শ্রীশৈল এবং কেদার হইতেও উৎকৃষ্ট ও মুক্তিপ্রদ।

---

* পাপী,—যে পাপ করিয়াছে। পাপাত্মা—যাহার স্বভাবই পাপময়। তীর্থে পাপীর শুদ্ধি হয়, কিন্তু পাপাত্মার শুদ্ধি হয় না।

ষ্যতে। যথাবিমুক্তে নির্ব্বাণং ন তথা ক্বাপ্যসংশয়ম্ ॥ ৭০ ॥ অন্যানি মুক্তিক্ষেত্রাণি কাশীপ্রাপ্তিকরাণি চ। কাশীং প্রাপ্যাপি মুচ্যেত নান্যথা তীর্থকোটিভিঃ ॥৭১॥ অত্রার্থে কথয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্। যথা বিষ্ণুগণৈরুক্তং দ্বিজায় শিবশর্ম্মণে ॥ ৭২ ॥ তীর্থাধ্যায়মিমং শ্রুত্বা নরো নিয়তমানসঃ। শ্রাবয়িত্বা দ্বিজাংশ্চাপি শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতান্ ॥ ৭৩ ॥ ক্ষত্রিয়ান্ ধর্ম্মনিরতান্ বৈশ্যান্ সন্মার্গবর্ত্তিনঃ। শূদ্রান্ দ্বিজেষু ভক্তাংশ্চ নিষ্পাপো জায়তে দ্বিজঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশীখণ্ডে তীর্থাধ্যায়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। মথুরায়াং দ্বিজঃ কশ্চিদভূদ্ভূদেবসত্তমঃ। তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ শিবশর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ ॥ অধীত্য বেদান্ বিধিবদর্থং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ। পঠিত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি পুরাণান্যধিগম্য চ ॥ ২ ॥ অঙ্গান্যভ্যস্য তর্কাংশ্চ পরিলোড্য সমন্ততঃ। মীমাংসাদ্বয়মালোক্য ধনুর্ব্বেদং বিগাহ্য চ ॥ ৩ ॥ আয়ুর্ব্বেদং বিচার্য্যাপি নাট্যবেদে কৃতশ্রমঃ। অর্থশাস্ত্রাণ্যনেকানি প্রাপ্যাশ্বগজচেষ্টিতম্ ॥ ৪ ॥ কলাসু চ কৃতাভ্যাসো মন্ত্রশাস্ত্রবিচক্ষণঃ। ভাষাশ্চ নানাদেশানাং লিপীর্জ্ঞাত্বা বিদেশজাঃ ॥ ৫ ॥ অর্থানুপার্জ্জ্য ধর্ম্মেণ ভুক্ত্বা ভোগান্ যদৃচ্ছয়া। উৎপাদ্য পুত্রান্ সগুণাংস্তেভ্যো হ্যর্থং বিভজ্য চ ॥ ৬ ॥ যৌবনং নশ্বরং জ্ঞাত্বা জরাং দৃষ্ট্বা শ্রিতাং শ্রুতিম্। চিন্তামবাপ মহতীং শিবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৭ ॥ পঠতো মে গতঃ কালস্তথোপার্জ্জয়তো ধনম্। নারাধিতো মহেশানঃ কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ ॥ ৮ ॥ ন ময়া তোষিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ। সর্ব্বকামপ্রদো নৃণাং গণেশো নার্চ্চিতো ময়া ॥ ৯ ॥ তমস্তোমহরঃ সূর্য্যো নার্চ্চিতো বৈ ময়া ক্বচিৎ। মহামায়া জগদ্ধাত্রী ন ধ্যাতা ভববন্ধহৃৎ ॥ ১০ ॥ ন প্রীণিতা ময়া দেবা যজ্ঞৈঃ সর্ব্বৈঃ সমৃদ্ধিদাঃ। তুলসীবনশুশ্রূষা ন কৃতা পাপশান্তয়ে ॥ ১১ ॥ ন ময়া তর্পিতা বিপ্রা মৃষ্টান্নৈর্ম্মধুরৈ রসৈঃ।

তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতেও অবিমুক্ত ক্ষেত্র বিশিষ্ট। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে যেমন নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়, তেমনটী আর কুত্রাপি হয় না, ইহাই নিশ্চয়। অন্য সমস্ত মুক্তিক্ষেত্রই কাশী-প্রাপ্তিকর। কাশী-প্রাপ্তির পরই নির্ব্বাণ-মুক্তি হইবে,—অন্য প্রকারে বা অন্যান্য কোটিতীর্থসেবাতেও নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয় না। এ বিষয়ে বিষ্ণুপারিষদ এবং শিবশর্ম্মার কথোপকথনানুসারী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। মানব, সংযতচিত্তে এই তীর্থাধ্যায় শ্রবণ করিলে, এবং ব্রাহ্মণ, শ্রদ্ধা-ভক্তিসমন্বিত ব্রাহ্মণগণকে, ধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণকে, সৎপথবর্ত্তী বৈশ্যদিগকে অথবা দ্বিজভক্ত শূদ্রদিগকে শ্রবণ করাইলে নিষ্পাপ হইয়া থাকে।৪২—৭৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—মথুরাপুরীতে এক উত্তম ব্রাহ্মণ ছিলেন, শিবশর্ম্মা নামে বিখ্যাত তাঁহার এক মহাতেজাঃ পুত্র ছিলেন। বেদাধ্যয়ন, যথার্থতঃ বেদার্থ-বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠ, পুরাণাধ্যয়ন, বেদাঙ্গ-অভ্যাস, উত্তমরূপে তর্কশাস্ত্র আলোচনা, পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা আলোচনা, ধনুর্ব্বেদ-তত্ত্বজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ-বিচারণা, নাট্যশাস্ত্রে পরিশ্রম, বহুতর অর্থশাস্ত্র-সংগ্রহ, অশ্ব-গজ-চেষ্টাভিজ্ঞান, চতুঃষষ্টিকলাভ্যাস, মন্ত্রশাস্ত্র-বিচক্ষণতা, নানাদেশভাষায় অভিজ্ঞতা এবং বহুদেশীয় লিপিজ্ঞতা—শিবশর্ম্মার এই সমস্ত হইল। অনন্তর ধর্ম্মতঃ অর্থ উপার্জ্জন, যদৃচ্ছাক্রমে ধনাদি-ভোগ, সদ্‌গুণসম্পন্ন পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রদিগকে ধন বিভাগ করিয়া দেওয়ার পর, দ্বিজোত্তম শিবশর্ম্মা যৌবনের অস্থিরত্বজ্ঞানে, আর শাস্ত্রে এবং লোকে যাহাকে জরা বলে, সেই জরা আপনার উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া, অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—অধ্যয়ন করিতে ও ধনোপার্জ্জন করিতেই আমার সময় নষ্ট হইয়াছে,—কর্ম্মক্ষয়কর মহেশ্বরের আরাধনা করা হয় নাই। সর্ব্বপাপহর সর্ব্বব্যাপী হরির সন্তোষ সম্পাদন করা হয় নাই। মানবগণের সর্ব্বাভীষ্টদাতা গণেশেরও অর্চ্চনা করা হয় নাই। আমি কখন তমঃস্তোমবিনাশী সূর্য্যদেবের পূজা করি নাই, সর্ব্ববন্ধন-বিমোচিনী জগজ্জননী মহামায়াকেও ধ্যান করি নাই।১—১০। সমৃদ্ধিদাতা দেবগণকেও আমি সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা তৃপ্ত করিতে পারি নাই। পাপশান্তির জন্য তুলসীকানন-সেবাও করি নাই। ইহ-পরকালের বিপত্তি-ভঞ্জন, ব্রাহ্মণ-

ইহাপি চ পরত্রাপি বিপদামনুতারকাঃ॥ ১২ ॥ বহুপুষ্পফলোপেতাঃ সুচ্ছায়াঃ স্নিগ্ধপল্লবাঃ। পথি মায়োপিতা বৃক্ষা ইহামুত্র ফলপ্রদাঃ॥ ১৩॥ দুকূলৈঃ স্বাঙ্গকূলৈশ্চ চোলৈঃ প্রত্যঙ্গভূষণৈঃ। নালঙ্কৃতাঃ সুবাসিন্য ইহামুত্র সুবাসদাঃ॥ ১৪ ॥ দ্বিজায় নোর্ব্বরা দত্তা যমলোকনিবারিণী। সুবর্ণং ন সুবর্ণায় দত্তং দুরিতঘ্নং পরম্॥ ১৫॥ নালঙ্কৃতা সবৎসা গৌঃ পাত্রায় প্রতিপাদিতা। ইহ পাপাপহন্ত্র্যাশু সপ্তজন্মসুখাবহা। ঋণাপনুত্তয়ে মাতুঃ কারিতো ন জলাশয়ঃ॥ ১৬॥ ন নিবাপৈর্গয়ায়ান্ত তর্পিতা প্রপিতামহাঃ। পিতৄণাং বন্ধমুক্ত্যৈ চ তেষামানৃণ্যহেতবে। নাতিথিস্তোষিতঃ ক্বাপি স্বর্গমার্গপ্রদর্শকঃ॥ ১৭॥ ছত্রোপানৎকুণ্ডিকাশ্চ নাধ্বগায় সমর্পিতাঃ। যাস্ততঃ সংযমিন্যাং হি স্বর্গমার্গসুখপ্রদাঃ॥ ১৮॥ ন চ কন্যাবিবাহার্থং বসু ক্বাপি ময়ার্পিতম্। ইহ সৌখ্যসমৃদ্ধ্যর্থং দিব্যকন্যার্পকং দিবি॥ ১৯ ॥ ন বাজপেয়াবভৃথে স্নাতো লোভবশাদহম্। ইহ জন্মনি চান্যস্মিন্ বহুমৃষ্টান্নপানদে॥ ২০॥ ন ময়া স্থাপিতং লিঙ্গং কৃত্বা দেবালয়ং শুভম্। যস্মিন্ সংস্থাপিতে লিঙ্গে বিশ্বং সংস্থাপিতং ভবেৎ॥ ২১ ॥ বিষ্ণোরায়তনং নৈব কৃতং সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্। ন চ সূর্য্যগণেশানাং প্রতিমাঃ কারিতা ময়া॥ ২২॥ ন গৌরী ন মহালক্ষ্মীশ্চিত্রেঽপি পরিলেখিতে। প্রতিমাকরণে চৈষাং ন কুরূপো ন দুর্ভগঃ॥ ২৩ ॥ সূক্ষ্মাণি বিচিত্রাণি নোজ্জ্বলান্যম্বরাণ্যপি। সমর্পিতানি বিপ্রেভ্যো দিব্যাম্বরসমৃদ্ধয়ে॥ ২৪ ॥ ন তিলাশ্চ স্বতেনাক্তাঃ সুসমিদ্ধে হুতাশনে। হুতা বৈ মন্ত্রপূতাশ্চ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥ ২৫॥ শ্রীসূক্তং পাবমানী চ ব্রাহ্মণো মণ্ডলানি চ। জপ্তং পুরুষসূক্তং ন পাপারি শতরুদ্রিয়ম্॥ ২৬ ॥ অশ্বত্থসেবা ন কৃতা ত্যক্ত্বা চার্কং ত্রয়োদশীম্। সদ্যঃপাপহরা সা হি ন রাত্রৌ ন ভৃগোর্দিনে॥ ২৭ ॥ শয়নীয়ং ন চোৎসৃষ্টং মৃতুলা চ প্রতুলিকা। দীপ্তা দর্পণসংযুক্তং সর্ব্বভোগসমৃদ্ধিদম্॥ ২৮ ॥ অজাশ্বমহিষো মেষো দাসীকৃষ্ণাজিনং তিলাঃ। সকরম্ভাস্তোয়কুম্ভা নাসনং মৃদুপাদুকে॥ ২৯॥ পাদাভ্যঙ্গং দীপদানং প্রপাদানং বিশেষতঃ। ব্যজনং বস্ত্রতাম্বূলং তথাক্ষমুখ-

---

গণেরও মধুররস-সম্পন্ন মিষ্টান্ন দ্বারা তৃপ্তিসাধন করি নাই। ইহপরকালে ফলদাতা, বহুপুষ্পফলসম্পন্ন, স্নিগ্ধপল্লব, সুচ্ছায়াযুক্ত বৃক্ষরাজিও পথিপার্শ্বে রোপণ করিতে পারি নাই। আমি ইহকাল এবং পরকালে উত্তম-বাসপ্রদায়িনী স্ব স্ব পিতৃ-গৃহস্থিত যুবতি কন্যাগণকে, তাহাদের মনোমত বস্ত্র, কঞ্চুক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে পারি নাই। আমি যমলোক-নিবারিণী উর্ব্বরা ভূমি ব্রাহ্মণকে দিই নাই। পরমপাপহারী সুবর্ণ,বর্ণশ্রেষ্ঠকে আমার দেওয়া হয় নাই। ইহজন্মের পাপনাশিনী এবং পরবর্ত্তী সপ্তজন্মের সুখদায়িনী অলঙ্কৃতা সবৎসা গাভী আমি সৎপাত্রে দিই নাই। আমি মাতৃঋণ-পরিশোধার্থ জলাশয় করাইতে পারি নাই। আমি স্বর্গপথ-প্রদর্শক অতিথির সন্তোষসাধন কখন করি নাই। যমলোক-গমনপরায়ণ ব্যক্তির পথে স্বর্গ-সুখপ্রদ ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু, পথিককে দিই নাই। ইহলোকে সুখপ্রাপ্তি ও স্বর্গে দিব্য-কন্যা লাভের জন্য, আমি কখনই কন্যাবিবাহার্থে ধন দান করি নাই। ইহপরজন্মে বহুতর মিষ্টান্নপান-প্রদ বাজপেয়-যজ্ঞান্তস্নান আমি লোভবশে করিতে পারি নাই। যে লিঙ্গ স্থাপনে নিখিল বিশ্ব স্থাপনের ফল হয়, আমি দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া সেই শিবলিঙ্গও স্থাপন করিতে পারি নাই। সর্ব্বসম্পত্তিপ্রদ, বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণও আমি করিয়া দিই নাই। সূর্য্য-গণেশাদির প্রতিমাও প্রস্তুত করা হয় নাই। গৌরী বা মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি চিত্রপটেও অঙ্কিত করাইতে পারি নাই। ইহাঁদিগের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে, কুরূপ এবং দুর্ভাগ্যশালী হয় না। ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য-বস্ত্র-সম্পত্তির হেতুভূত সূক্ষ্ম উজ্জ্বল-বিচিত্র বস্ত্র দানও করা হয় নাই। আমি সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ের জন্য সুসমিদ্ধ অনলে স্বতাক্ত তিল-হোমও করি নাই।১১—২৫। শ্রীসূক্ত, পাবমানী মন্ত্র, ব্রাহ্মণমন্ত্র, মণ্ডল মন্ত্র, পুরুষসূক্ত এবং শতরুদ্রিয় মন্ত্র—এই সকল পাপনাশন বেদমন্ত্রও আমি জপ করিতে পারি নাই; অর্থাৎ গৃহী হইয়া এ সকল মন্ত্র আর জপ করি নাই। রবিবার এবং ত্রয়োদশী ত্যাগ করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের সেবাও করি নাই। অশ্বত্থ বৃক্ষের সেবা তৎক্ষণাৎ পাপ বিনাশ করে; কিন্তু শুধু রবিবার, ত্রয়োদশী নয়,—শুক্রবারে এবং নিশাভাগেও অশ্বত্থসেবা কর্ত্তব্য নহে। আমি সর্ব্বভোগসমৃদ্ধিপ্রদ, সুকোমল, বহু-তূলক, দর্পণসংযুক্ত উজ্জ্বল শয্যাও উৎসর্গ করি নাই। অজ, অশ্ব, মহিষী, মেষী, দাসী, কৃষ্ণাজিন, তিল, দধি, শক্তু, জলপূর্ণ ঘট, আসন, কোমল পাদুকা, পাদাভ্যঙ্গ, দীপ, বিশেষ

ব্যাসকৃৎ। ৩০। নিত্যশ্রাদ্ধং ভূতবলিং তথাতিথি-সমর্চ্চনম্। বিশস্তান্তানি দত্ত্বা চ প্রশস্তানি যমালয়ে। ৩১। ন যমং যমদূতাংশ্চ ন যামীরপি যাতনাঃ। পশ্যন্তি তে পুণ্যভাজো নৈতচ্চাপি কৃতং ময়া। ৩২। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি তথা নক্তব্রতানি চ। শরীরশুদ্ধিকারীণি ন কৃতানি ক্বচিন্ময়া। ৩৩। গবাহ্নিকঞ্চ নো দত্তং গোকণ্ডূতির্ন বৈ কৃতা। নোদ্ধৃতা পঙ্কমগ্না গৌর্গোলোকসুখদায়িনী। ৩৪। নার্থিনঃ প্রার্থিতৈরর্থৈঃ কৃতার্থা হি ময়া কৃতাঃ। দেহি দেহীতি জল্পাকো ভবিষ্যাম্যন্তজন্মনি। ৩৫। ন বেদা ন চ শাস্ত্রাণি নার্থো দারা ন নো সুতঃ। ন ক্ষেত্রং ন চ হর্ম্ম্যাদি মাং যান্তমনুযাস্যতি। ৩৬। শিবশর্ম্মেতি সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিং সন্ধায় সর্ব্বতঃ। নিশ্চিকায় মনস্যেবং ভবেৎ ক্ষেমতরং মম। ৩৭। যাবৎ স্বস্থোঽস্তি মে দেহো যাবন্নেন্দ্রিয়বিক্লবঃ। তাবৎ স্বশ্রেয়সাং হেতুং তীর্থযাত্রাং করোম্যহম্। ৩৮। দিনানি পঞ্চষাণ্যেবমতিবাহ্য গৃহে দ্বিজঃ। শুভে তিথৌ শুভে বারে শুভলগ্নবলে দ্বিজঃ। ৩৯। উপোষ্য রজনীমেকাং প্রাতঃ শ্রাদ্ধং বিধায় চ। গণেশান্ ব্রাহ্মণান্ নত্বা ভুক্ত্বা প্রস্থিতবান্ সুধীঃ। ৪০। অথ পন্থানমাক্রম্য কিয়ন্তমপি স দ্বিজঃ। মুহূর্ত্তং পথি বিশ্রম্যাচিন্তয়ৎ প্রাক্ ক যাম্যহম্। ৪১। ভুবি তীর্থান্যনেকানি লোলমায়ুশ্চলং মনঃ। ততঃ সপ্তপুরীর্যায়াং সর্ব্বতীর্থানি তত্র যৎ। ৪২। ইতি নিশ্চিত্য নির্ব্বাণপদনিঃশ্রেণিকাং পরাম্। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং তত্র সংস্থিতিকারিণাম্। ৪৩। অযোধ্যাঞ্চ পুরীং গত্বা সরযুমবগাহ্য চ। তত্তত্তীর্থেষু সন্তর্প্য পিতৄন্ পিণ্ডপ্রদানতঃ। ৪৪। পঞ্চরাত্রমুষিত্বা তু ব্রাহ্মণান্ পরিভোজ্য চ। প্রয়াগমগমদ্বিপ্রস্তীর্থরাজং সুহৃষ্টবৎ। ৪৫। সিতাসিতে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে যত্রাস্তাং সুরদুর্লভে যত্রাপ্লুতো নরঃ পাপঃ পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি। ৪৬। ক্ষেত্রং প্রজাপতেঃ পুণ্যং সর্ব্বেষামেব দুর্লভম্। লভ্যতে পুণ্যসম্ভারৈর্নান্যথার্থস্ত

ফলজনক জলসত্র, ব্যজন, বস্ত্র, তাম্বুল এবং মুখসৌগন্ধসম্পাদক অন্যান্য বস্তু,—এই সকল দ্রব্য দান, নিত্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, ভূতবলিদান ও অতিথিপূজা অথবা অন্যান্য প্রশস্ত দ্রব্য দান যাঁহারা করেন, সেই সকল পুণ্যবান্ মানবেরা যম বা যমদূত দর্শন করেন না, যমযাতনা ভোগ করেন না, যমালয়েও তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে হয় না। কিন্তু আমি সে সব কার্য্যও করি নাই। প্রাজাপত্য, চান্দ্রায়ণ, নক্তব্রত প্রভৃতি শরীরশোধক কার্য্যও আমি কখন করি নাই। প্রতিদিন গোগ্রাস (গবাহ্নিক) দিই নাই, গোগাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিই নাই; গোলোক সুখপ্রদায়িনী গাভীকেও পঙ্ক হইতে উদ্ধার করি নাই। প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিয়া অর্থীদিগের কার্য্য সিদ্ধি করি নাই;—পরজন্মে আমি "দেহি দেহি" রবকারী যাচক হইব। বেদজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান ধনসম্পত্তি, পুত্রকলত্র, ক্ষেত্র-হর্ম্ম্য ইত্যাদি কিছুই আমার পরলোক-যাত্রার অনুগামী হইবে না। শিবশর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া, সমস্ত বিষয় হইতে চিত্ত সংযত করিলেন; অনন্তর মনে মনে স্থির করিলেন,—এই উপায়ে আমার বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। যতদিন দেহ সুস্থ আছে, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা যতদিন না হইতেছে, তন্মধ্যেই আমি তীর্থযাত্রা করি। তীর্থযাত্রাই আমার মঙ্গলের হেতু। সুবুদ্ধি দ্বিজ শিবশর্ম্মা এইরূপ স্থির করত পাঁচ ছয় দিন গৃহে অবস্থান করিয়া শুভতিথি, শুভবার শুভলগ্নে তীর্থ উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তীর্থযাত্রাপরায়ণ সর্ব্বপ্রাণীরই -তীর্থযাত্রারই যে মুক্তি-সোপান, ইহা তাঁহার প্রস্থানের পূর্ব্বে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিল। তীর্থযাত্রা করিবার পূর্ব্ব অহোরাত্র তিনি উপবাসী থাকিয়া যাত্রাদিনে পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধ এবং গণেশাদি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজাপ্রণামাদি করিয়া পারণ করেন। তার পর তীর্থযাত্রা করেন। ২৬—৪০। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, খানিক পথ গিয়া পথেই মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিবার পর চিন্তা করিলেন,—পৃথিবীতে অনেক তীর্থ, এদিকে জীবনও অস্থির, চিত্তও চঞ্চল; প্রথমতঃ কোন্ তীর্থে যাই। অনন্তর স্থির করিলেন,—সপ্তপুরীতেই অগ্রে গমন করি, যেহেতু তাহাতে সর্ব্বতী ই বর্ত্তমান। নিশ্চয়ানুসারে শিবশর্ম্মা, সপ্তপুরীর অন্যতম অযোধ্যাপুরীতে গিয়া সরযূস্নান, সরযুর অন্তর্গত তত্তৎ তীর্থে তর্পণ এবং তীর্থশ্রাদ্ধ করিয়া পাঁচদিন অযোধ্যাবাসের পর, ব্রাহ্মণভোজনপুরঃসর অতীব আনন্দসহকারে তীর্থরাজ প্রয়াগধামে আসিলেন। (মাঘস্নানের অনুরোধে অগ্রে প্রয়াগে যান নাই, দূরবর্ত্তী অযোধ্যায় গিয়াছিলেন, তারপর প্রয়াগে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।) যেখানে দেবদুর্লভা শ্বেত-কৃষ্ণা দুই প্রধান নদী (গঙ্গা-যমুনা) বর্ত্তমান, মনুষ্য যেখানে স্নান করিলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়,—প্রজাপতির সেই পুণ্যক্ষেত্র সকলেরই দুর্লভ।

রাশিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ দময়ন্তীং কলিং কালং কলিন্দতনয়াং শুভাম্। আগত্য মিলিতা যত্র পুণ্যা স্বর্গতরঙ্গিণী ॥ ৪৮ ॥ প্রকৃষ্টং সর্ব্বযাগেভ্যঃ প্রয়াগমিতি গীয়তে। যজ্জনাং পুনরাবৃত্তির্ন প্রয়াগার্দ্রবর্ম্মণাম্ ॥ ৪৯ ॥ যত্র স্থিতঃ স্বয়ং সাক্ষাচ্ছূলটঙ্কো মহেশ্বরঃ। তত্রাপ্লুতানাং জন্তূনাং মোক্ষবর্ত্মোপদেশকঃ ॥ ৫০ ॥ তত্রাক্ষয্যবটোঽপ্যস্তি সপ্তপাতালমূলবান্। প্রলয়েঽপি যমারুহ্য মৃকণ্ডতনয়োঽবসৎ ॥ ৫১ ॥ হিরণ্যগর্ভো বিজ্ঞেয়ঃ স সাক্ষাদ্বটরূপধৃক্। তৎসমীপে দ্বিজান্ ভক্ত্যা সন্তোজ্যাক্ষয়পুণ্যভাক্ ॥ ৫২ ॥ যত্র লক্ষ্মীপতিঃ সাক্ষাদ্বৈকুণ্ঠাদেত্য মানবান্। শ্রীমাধবস্বরূপেণ নয়েদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৫৩ ॥ শ্রুতিভিঃ পরিপঠ্যেতে সিতাসিতসরিদ্বরে। তত্রাপ্লুতাঙ্গা হ্যমৃতং ভবন্তীতি বিনিশ্চিতম্ ॥ ৫৪ ॥ শিবলোকাৎ ব্রহ্মলোকাদুমালোকাদ্বরাৎ পুনঃ। কুমারলোকাদ্ বৈকুণ্ঠাৎ সত্যলোকাৎ সমন্ততঃ ॥ ৫৫ ॥ তপোজনমহর্ভ্যশ্চ সর্ব্বে স্বর্লোকবাসিনঃ। ভুবর্লোকাচ্চ ভূর্লোকান্নাগলোকাত্তথাখিলাৎ ॥ ৫৬ ॥ অচলা হিমবন্মুখ্যাঃ কল্পবৃক্ষাদয়ো নগাঃ। স্নাতুং মাঘে সমায়ান্তি প্রয়াগমরুণোদয়ে ॥ ৫৭ ॥ দিগঙ্গনাঃ প্রার্থয়ন্তি যৎ প্রয়াগানিলানপি। তেঽপি নঃ পাবয়িষ্যন্তি কিং কুর্ম্মঃ পঙ্গবো বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥ অশ্বমেধাদিয়াগাশ্চ প্রয়াগস্য রজঃ পুনঃ। তুলিতং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং ন তে তদ্রজসা সমাঃ ॥ ৫৯ ॥ মজ্জাগতানি পাপানি বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি। প্রয়াগনামশ্রবণাৎ ক্ষীয়ন্তে ভয়বিহ্বলম্ ॥ ৬০ ॥ ধর্ম্মতীর্থমিদং সম্যগর্থতীর্থমিদং পরম্। কামিকং তীর্থমেতচ্চ মোক্ষতীর্থমিদং ধ্রুবম্ ॥ ৬১ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তাবদ্গর্জ্জন্তি দেহিষু। যাবন্মজ্জন্তি নো মাঘে প্রয়াগে পাপহারিণি ॥ ৬২ ॥ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। এতদ্যৎ পঠ্যতে বেদে তৎ প্রয়াগং পুনঃপুনঃ ॥ ৬৩ ॥ সরস্বতী রজোরূপা তমোরূপা কলিন্দজা। সত্ত্বরূপা চ গঙ্গাত্র নয়ন্তি ব্রহ্ম নির্গুণম্ ॥ ৬৪ ॥ ইয়ং বেণী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণো বর্ত্ম যাস্যতঃ। জন্তোর্বিশুদ্ধদেহস্য শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাপ্লুতস্য

পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যবলেই এই তীর্থসমাগম ঘটে; রাশি রাশি অর্থব্যয় করিলে বা অন্য কোন উপায়ে ঘটে না। কলিকালপ্রশমনী মঙ্গলময়ী যমুনা এবং পুণ্যসলিলা গঙ্গা যে স্থলে মিলিতা হইয়াছেন, সর্ব্ববিধ যাগ অপেক্ষা প্রকৃষ্ট বলিয়া তাহারই নাম প্রয়োগ। প্রয়াগ সলিলে অবগাহনরূপ যাগকারী মনুষ্যদিগের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই প্রয়োগে শূলটঙ্ক নামে বিখ্যাত মহেশ্বর স্বয়ং অবস্থিতি করিয়া প্রয়াগ-স্নাত প্রাণীদিগের মুক্তিপথ উপদেশ করিতেছেন। মার্কণ্ডেয়, যাহা অবলম্বন করিয়া প্রলয়কালে অবস্থান করেন, যাহার মূল সপ্তপাতালগামী, সেই অক্ষয়বটও এই প্রয়াগে আছেন। জানিবে,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মাই সেই বটরূপ ধারণ করিয়া আছেন। সেই অক্ষয়বট-সমীপে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়। এই প্রয়াগধামেই দেবমান্য লক্ষ্মীপতি, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীমাধবরূপে আসিয়া প্রয়াগসেবীদিগকে মুক্তিপ্রদান করিতেছেন। প্রয়াগ সম্বন্ধে শ্রুতি আছে,—"যেখানে শুক্ল-কৃষ্ণ দুই নদী, তথায় অবগাহন করিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়।" শিবলোক, ব্রহ্মলোক, উমালোক, কুমারলোক, বৈকুণ্ঠ, সত্যলোক, তপোলোক, জনলোক, মহর্লোক, স্বর্লোক, ভুবর্লোক, ভূর্লোক, নাগলোক,—অধিক কি, সমস্ত জগতের চতুর্দ্দিক্ হইতে তত্তৎ স্থানের অধিবাসী প্রাণিগণ, হিমালয়াদি পর্ব্বতগণ এবং কল্পবৃক্ষাদি বৃক্ষগণও মাঘমাসের অরুণোদয় কালে স্নান করিবার জন্য প্রয়োগে সমাগত হয়। দিগঙ্গনাগণ, প্রয়াগবায়ুরও প্রার্থনা করেন; তাঁহারা বলেন,—"প্রয়াগের বায়ু আসিয়াও আমাদিগকে পবিত্র করুন,—কি করিব, আমরা পঙ্গু।" অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সকল এবং প্রয়াগধামের ধূলি, ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই উভয়ের ওজন করেন (তুলনা করেন); কিন্তু সে সমস্ত যজ্ঞই প্রয়াগ-ধূলির সদৃশ হয় নাই। বহুজন্মার্জ্জিত মজ্জাগত পাপরাশিও প্রয়াগের নাম শ্রবণমাত্রে অতি ত্রস্ততাসহকারে বিনষ্ট হয়। এই প্রয়াগ ধর্ম্মতীর্থ, অর্থতীর্থ, কামতীর্থ এবং মুক্তিতীর্থ—এ বিষয়ে সংশয় নাই। ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশি প্রাণীদিগের উপর ততদিন গর্জ্জন করিতে থাকে, যতদিন না তাহারা কলুষবিনাশী প্রয়াগসলিলে মাঘমাসে স্নান করে। "জ্ঞানীদিগের সতত বিজ্ঞেয় বিষ্ণুর পরম পদ" এই অর্থে "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি এই যে মন্ত্র বেদে পুনঃপুনঃ পঠিত হয়, প্রয়াগই তাহার তাৎপর্য্য। কেননা, রজোগুণরূপা সরস্বতী, তমোগুণরূপা যমুনা এবং সত্ত্বগুণাত্মিকা গঙ্গা,—ইঁহারা সেবকদিগকে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রদান করেন। এই ত্রিবেণীই ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তির সোপান। শ্রদ্ধায় হউক,

চ ॥ ৬৫ ॥ কাশীতি কাচিদবলা ভুবনেষু রূঢ়া লোলার্ককেশববিলোলবিলোচনা চ। তদ্দোর্যুগঞ্চ বরণাসিরিয়ং তদীয়া বেণীতি যাত্র গদিতাঃক্ষয়শর্ম্মভূমিঃ ॥ ৬৬ ॥ অগস্তিরুবাচ। সুধর্ম্মিণি গুণাংস্তস্য কোহত্র বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ। তীর্থরাজপ্রয়াগস্য তীর্থৈঃ সংসেবিতস্য চ॥ চ ॥ ৬৭ ॥ পাপিনাং যানি পাপানি প্রসহ্য ক্ষালিতান্যহো। তচ্ছুদ্ধ্যৈ সেব্যতে তীর্থৈঃ প্রয়াগমধিকং ততঃ ॥ ৬৮ ॥ প্রয়াগস্য গুণান্ জ্ঞাত্বা শিবশর্ম্মা দ্বিজঃ সুধীঃ। তত্র মাঘমুষিত্বাথ প্রাপ বারাণসীং পুরীম্ ॥ ৬৯ ॥ প্রবেশ এব সংবীক্ষ্য স দেহলিবিনায়কম্। অবলিম্পত্ততো ভক্ত্যা সাজ্যসিন্দূরকর্দ্দমৈঃ ॥ ৭০ ॥ নিবেদ্য মোদকান্ পঞ্চ রক্ষয়ন্তং নিজং জনম্। মহোপসর্গবর্গেভ্যস্ততোহন্তঃক্ষেত্রমাবিশৎ ॥ ৭১ ॥ আগত্য দৃষ্টা মণিকর্ণিকায়ামুদগ্বহাং স্বর্গতরঙ্গিণীং সঃ। সঙ্কীর্ণপুণ্যেতরপুণ্যকর্ম্মণাং নৃণাং গণৈঃ স্থাণুগণৈরিবাবৃতাম্ ॥ ৭২ ॥ সচেলমাপ্লুত্য জলেহমলেহমলেহবিলম্বমালম্বিতশুদ্ধবুদ্ধিঃ। সন্তর্প্য দেবর্ষিমনুষ্যদিব্যপিতৄন্ পিতৄন্ স্বান্ স হি কর্ম্মকাণ্ডবিৎ ॥ ৭৩ ॥ বিধায় চ দ্রাক্ স হি পঞ্চতীর্থিকাং বিশ্বেশমারাধ্য ততো যথাস্বম্। পুনঃপুনর্বীক্ষ্য পুরীং পুরারেরিদং ময়ালোকি ন বেত্তি বিস্মিতঃ ॥ ৭৪ ॥ ন স্বঃপুরী সা ত্বনয়া পুরা সমং সমঞ্জসাপি প্রতিসাম্যমাবহেৎ। প্রবন্ধভেদাদ্‌ব্যতিরিক্তপুস্তকপ্রতির্যথা সল্লিপিভেদভঙ্গতঃ ॥ ৭৫ ॥ পয়োহপি যত্রত্যমচিন্ত্যবৈভবং দিবি স্থিতা সাধু সুধাপ্যতে সুধা। তথা প্রসূতেস্তু পয়োধরে পয়ো ন পীয়তে পীতমিদং যদি ক্বচিৎ ॥৭৬॥ অনাময়শ্চিন্তনয়া নয়েশিতুর্জ্জনা মনাগ্‌যত্র বিনা পিনাকিনা। ন কর্ম্ম সৎ কর্ম্মকৃতোহপি কুর্ব্বতে-

অশ্রদ্ধায় হউক, একবার স্নানমাত্রেই দেহশুদ্ধি-প্রাপ্ত প্রাণীর ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিসোপান এই ত্রিবেণী। কাশী নাম্নী এক ত্রিভুবন-প্রসিদ্ধা রমণী আছেন। লোলার্ক এবং কেশব তাঁহার চপল-নয়নযুগল, বরণানদী এবং অসিনদী তাঁহার বাহুযুগল, আর এই যে কথিত ত্রিবেণী, ইহাই অক্ষয় সুখপ্রদায়িনী তদীয় বেণী। অগস্ত্য বলিলেন, হে সহধর্ম্মিণি! সর্ব্ব-তীর্থসেবিত তীর্থরাজ প্রয়াগের গুণ বর্ণনা করিতে জগতে কে পারে? পাপীদিগের যে সকল পাপ অন্য অন্য তীর্থে প্রক্ষালিত হয়, তাহা ত সেই সেই তীর্থেই রহিয়া যায়; কাজেই অন্যান্য তীর্থেরা সেই সব পাপ-মোচনের জন্য প্রয়াগতীর্থের সেবা করেন; এই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ। সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা, প্রয়াগের গুণাবলী জানিয়া সম্পূর্ণ মাঘমাস তথায় অবস্থানপূর্ব্বক, বারাণসী পুরীতে সমাগত হইলেন। বারাণসী প্রবেশ করিতেই দেহলিবিনায়ককে দেখিয়া ভক্তি-সহকারে ঘৃতাক্ত সিন্দূর দ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করিলেন। মহা মহা উপসর্গ-সমূহের হস্ত হইতে তিনি ভক্তদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহাকে পাঁচটী মোদক নিবেদন করিয়া দিয়া কাশীক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি মণিকর্ণিকায় আসিয়া দেখিলেন,—জাহ্নবী উত্তরবাহিনী এবং ক্ষীণপাপপুণ্য শিবতুল্য মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক [illegible] শুদ্ধচিত্তে, লোপামুদ্রে! বিশুদ্ধবুদ্ধিপ্রাপ্ত শিবশর্ম্মা, সেই নির্ম্মল সলিলে সবস্ত্র অবগাহন করিয়া দেবগণ, মনুষ্যগণ, ঋষিগণ, পিতৃলোক এবং স্বীয় পিতা পিতামহাদি উদ্দেশে তর্পণ করিলেন; কেননা, তিনি কর্ম্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ কি-না! ৬১—৭৩। অনন্তর তিনি প্রথমে পঞ্চতীর্থ করিয়া যথাশক্তি ধন ব্যয় করত বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিলেন। তিনি পুরারিনগরী বারাণসী পুনঃপুনঃ দেখিয়াও "এই স্থানটী আমি দেখিয়াছি কি, না"—ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। বারাণসী দেখিয়া শিবশর্ম্মা বলিতে লাগিলেন,—কি তত্ত্ব-বিচার, কি ব্যবহার, কোন রকমেই স্বর্গনগরী, কাশীর সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কেননা, স্বর্গনগরী, এবং বারাণসীর সাধর্ম্ম্য নাই;—স্বর্গনগরী বিধাতার সৃষ্ট, আর কাশী স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্ট, সামান্য মণিরত্নে স্বর্গপুরীর রচনা, আর মহার্হ রত্ননিচয়ে কাশীপুরীর রচনা। স্বর্গপুরীতে নানাবিধ সংসার-বন্ধনের বাহুল্য, আর কাশীতে সেই সংসার-বন্ধনের প্রকার অপগম;—উভয়ের তুলনা হইবে কিরূপে? অসৎশাস্ত্র ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রেরও যেমন ভেদ, কাশীর এবং স্বর্গপুরীরও সেই ভেদ। চিত্রগুপ্তের লিখিত ললাটলিপিও কাশী হইতে খণ্ডিত হয়; কেননা, আর জন্ম হয় না। এই কাশীর জলেরও অচিন্তনীয় শক্তি, দেবতারা প্রশংসা করিয়া যে অমৃত পান করেন, তাহা ত কোন কর্ম্মেরই নয়। কাশীর জল একবার খাইলে আর কোন কালে মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিতে হইবে না। (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না); কিন্তু অমৃতপানে ত তাহা হয়;

হন্ত্যুর্ব্বতে শর্ব্বগণাংশ্চ সর্ব্বতঃ॥ ৭৭॥ ন বর্ণ্যতে কৈঃ কিল কাশিকেয়ং জন্তোঃ স্থিতস্যাত্র যতো-হন্তকালে। পচেলিমৈঃ প্রাকৃতপুণ্যভারৈরোঙ্কার-মোঙ্কারয়তীন্দুমৌলিঃ॥ ৭৮॥ সংসারিচিন্তামণির ত্রয়ম্মাৎ তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্। শিবো-হভিধত্তে সহসান্তকালে তদ্গীয়তেহসৌ মণি-কর্ণিকেতি॥ ৭৯॥ মুক্তিলক্ষ্মীর্মহাপীঠমণিস্ত-চ্চরণাব্জয়োঃ। কর্ণিকেয়ং ততঃ প্রাহুর্যাং জনা মণিকর্ণিকাম্॥ ৮০॥ জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জাঃ স্বেদজা হ্যত্রবাসিনঃ। ন সমা মোক্ষভাজস্তে ত্রিদশৈর্মুক্তি-দুর্দ্দশৈঃ॥ ৮১॥ মম জন্ম বৃথা জাতং দুর্বৃত্তস্য জড়াত্মনঃ। নাদ্য যাবন্ময়েক্ষিষ্ট কাশিকা মুক্তি-কাশিকা॥ ৮২॥ পুনঃপুনশ্চ তৎক্ষেত্রমতিথীকৃত্য নেত্রয়োঃ। বিচিত্রঞ্চ পবিত্রঞ্চ তৃপ্তিং নাধিজগাম হ॥ ৮৩॥ সপ্তানাঞ্চ পুরীণাং হি ধুরীণামবযাম্যহম্। বারাণসীং সুনির্ব্বাণ-বিশ্রাণনবিচক্ষণাম্॥ ৮৪॥ তথাপি ন চতস্রোহন্যা ময়া দৃগ্‌গোচরীকৃতাঃ। তাসাং প্রভাবং বিজ্ঞায়াপ্যাগমিষ্যাম্যহং পুনঃ॥ ৮৫॥ তীর্থযাত্রাং প্রতিদিনং কুর্ব্বন্নপি সুবৎসরম্। ন প্রাপ সর্ব্বতীর্থানি তীর্থং কাশ্যাং তিলে তিলে॥ ৮৬॥ অগস্তিরুবাচ। জানন্নপি গুণান্ দেবি ক্ষেত্রস্যাস্য পরান্ দ্বিজঃ। নানাপ্রমাণৈঃ প্রবণো নির্য্যযৌ স তথাপ্যহো॥ ৮৭॥ কিং কুর্ব্বন্তি হি শাস্ত্রাণি সপ্রমাণানি সুন্দরি। মহামায়াং ভবিত্রীং তাং কো নিবারয়িতুং ক্ষমঃ॥ ৮৮॥ কঃ সমুচ্ছলিতং চেতস্তোয়ং বা সম্প্রতীপয়েৎ। প্রোচ্চস্থানস্থিতমপি স্বভাবো যচ্চলস্তয়োঃ॥ ৮৯॥ শিবশর্ম্মা ব্রজন্ সোহথ দেশাদ্দেশান্তরং ক্রমাৎ। মহাকালপুরীং প্রাপ কলিকালবিবর্জ্জিতাম্॥ ৯০॥ কল্পে কল্পেহখিলং বিশ্বং কলয়েদ্যঃ স্বলীলয়া। তং কালং কলয়িত্বা যো মহাকালোহভবৎ কিল॥ ৯১॥ পাপাদবন্তী সা বিশ্বমবন্তীতি নিগদ্যতে। যুগে যুগেহন্যনাম্নী সা কলাবুজ্জয়িনীতি চ॥ ৯২॥ বিপন্নো যত্র বৈ জন্তুঃ

না। শাস্ত্রযোনি মহেশ্বরের চিন্তায় ত্রিবিধতাপশূন্য সৎকর্ম্মকর্ত্তা জনগণ, এইকাশীনগরীতে অতি অল্প কর্ম্মও বিশ্বেশ্বরে অর্পণ করেন না; অতএব এই সকল লোক, সর্ব্বতোভাবে শিবপারিষদ নন্দি-ভৃঙ্গী প্রভৃতির তুল্য। ফলদানোন্মুখ প্রাক্তন পুণ্যরাশিবলে এই কাশীতে অবস্থিত প্রাণী-দিগকে অন্তকালে স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব প্রণব উপদেশ করেন, অতএব এই কাশীর স্তব কে না করিবে? সংসারী ব্যক্তিবর্গের চিন্তামণি স্বরূপ ভগবান্ শিব, মৃত্যুসময়ে এই স্থানস্থিত জনগণের কর্ণিকা অর্থাৎ কর্ণকুহরে সহসা তারক-ব্রহ্ম উপদেশ করেন, এই জন্যই ইহার নাম মণিকর্ণিকা। এই স্থান মোক্ষলক্ষ্মী মহাপীঠ বারা-ণসীর মধ্যে মণিস্বরূপ এবং মোক্ষলক্ষ্মীচরণকমলের কর্ণিকা তুল্য, এই জন্য লোকে ইহাঁকে মণিকর্ণিকা বলে। এই স্থানের অধিবাসী জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ প্রাণিগণ, দেবগণ অপে-ক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেননা, সেই সব প্রাণীর মুক্তি করতলস্থ, আর দেবগণ মুক্তিলাভে বঞ্চিত। আমি দুর্বৃত্ত এবং মূঢ়চিত্ত; এতদিন আমার জন্ম বৃথা গিয়াছে। কেননা, এ পর্য্যন্ত মুক্তি-প্রকাশিকা কাশী দর্শন করি নাই। শিবশর্ম্মা, সেই বিচিত্র পুণ্যক্ষেত্রকে পুনঃপুনঃ নয়নগোচর করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন,—"সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ব্বাণমুক্তি-প্রদা-য়িনী বারাণসী, সপ্তপুরীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠতমা, ইহা আমি জানিতেছি বটে, কিন্তু অন্য চারিটী পুরী এখনও আমি দেখি নাই; সেই সকল পুরীর প্রভাব অবগত হইয়া আমি পুনরায় এইখানে আসিব" ।৭৪—৮৫। শিবশর্ম্মা একবৎসর কাল প্রত্যহ তীর্থযাত্রা করিয়াও কাশীর সকল তীর্থসেবা করিতে পারিলেন না। কেননা, কাশীর তিল তিল ভূমিতে এক একটী তীর্থ। অগস্ত্য বলিলেন,—দেবি! লোপামুদ্রে! কি আশ্চর্য্য! শিবশর্ম্মা নানা প্রমাণে কাশীক্ষেত্রের পরম গুণাবলী বিদিত হইয়াও মনেরবেগে সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সুন্দরি! শাস্ত্র এবং প্রমাণ কি করিবে? মহামায়া ভবি-তব্যতাকে নিবারণ করিতে কে পারে? উচ্ছলিত চিত্ত এবং উচ্ছলিত জলকে কে বিপরীত পথে লইয়া যাইতে পারে। মন এবং জল উচ্চস্থানে থাকিলেও তাহাদের স্বভাব চঞ্চল কিনা! অনন্তর শিবশর্ম্মা, ক্রমে দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া কলি এবং কালের অস্পৃষ্ট মহাকালনগরীতে উপস্থিত হইলেন। যিনি কল্পে কল্পে আপনার লীলায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড লয় করেন আবার সেই কালেরও লয়কারক বলিয়া শিবের নাম মহাকাল হইয়াছে। জগৎকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন বলিয়া মহাকালনগরী অবন্তী নামে কথিত হইয়া-ছেন। যুগে যুগে মহাকালনগরীর নাম ভেদ

প্রাণ্যাপি শবতাং স্ফুটম্।। ন পূতিগন্ধমাপ্নোতি স্ফুটয়তি ন কচিৎ॥ ৯৩॥ যমদূতা ন যস্যাং হি প্রবিশন্তি কদাচন। পরঃকোটীনি লিঙ্গানি তস্যাং সন্তি পদে পদে॥ ৯৪॥ হাটকেশো মহাকাল-স্তারকেশস্তথৈব চ। একং লিঙ্গং ত্রিধা ভূত্বা ত্রিলোকীং ব্যাপ্য সংস্থিতম্॥ ৯৫॥ জ্যোতিঃ সিদ্ধবটে জ্যোতিস্তে পশ্যন্তীহ যে দ্বিজাঃ। অথবা শ্রীমহাকালদ্রষ্টারঃ পুণ্যরাশয়ঃ॥ ৯৬॥ মহাকালস্য তল্লিঙ্গং যৈর্দৃষ্টং কষ্টিভিঃ কচিৎ। ন স্পৃষ্টাস্তে মহাপাপৈর্ন দৃষ্টাস্তে যমোদ্ভটৈঃ॥ ৯৭॥ মহাকাল-পতাকাগ্রৈঃ স্পৃষ্টপৃষ্ঠাস্তুরঙ্গমাঃ। অরুণস্য কশা-ঘাতং ক্ষণং বিশ্রময়ন্তি খে॥ ৯৮॥ মহাকাল মহাকাল মহাকালেতি সন্ততম্। স্মরতঃ স্মরতো নিত্যং স্মরকর্ত্তৃস্মরান্তকৌ॥ ৯৯। এবমারাধ্য ভূতেশং মহাকালং ততো দ্বিজঃ। জগাম নগরীং কান্তীং কান্তাং ত্রিভুবনাদপি॥ ১০০॥ লক্ষ্মীকান্তঃ স্বয়ং সাক্ষাজ্জন্তুংস্তত্রনিবাসিনঃ। শ্রীকান্তানেব কুরুতে পরত্রেহ চ নিশ্চিতম্॥ ১০১॥ দৃষ্ট্বা কান্তীং কান্তিমতীং কান্তিমদ্ভির্নিষেবিতাম্। কান্তিমানভবৎ সোঽপি নাকান্তিস্তত্র কশ্চিৎ॥ ১০২॥ তত্র কৃত্যঞ্চ যৎ কৃত্যং তৎ কৃত্বা সর্ব্বকৃত্যবিৎ। সপ্তরাত্রমুষিত্বা তু যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্॥ ১০৩॥ চতুর্ণামপি বর্গাণাং যত্র দ্বারাণি সর্ব্বতঃ। অতো দ্বারবতীত্যুক্তা বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥ ১০৪॥ অস্থী-স্যপি চ জন্তূনাং যত্র চক্রাঙ্কিতান্যহো। কিং চিত্রং তত্র যত্র স্যুঃ শঙ্খচক্রাঙ্কিতৈঃ করৈঃ॥ ১০৫॥ অন্তকঃ শিক্ষয়ত্যেবং নিজদূতান্ মুহুর্মুহুঃ। তে ত্যাজ্যা যৈর্দ্বারবত্যা নামাপি পরিগৃহ্যতে॥১০৬॥ শ্রীখণ্ডে ক স আমোদঃ স্বর্ণে বর্ণঃ ক তাদৃশঃ। তৎ পাবিত্র্যং ক বৈ তীর্থে তদ্‌গোপীচন্দনে যথা॥ ১০৭॥ দূতাঃ শৃণ্বন্ত যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতম্। জ্বলদিঙ্গলবৎ সোঽপি দূরে ত্যাজ্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ১০৮॥ তুলসীলঙ্কৃতা যে যে তুলসীনামজাপকাঃ। তুলসী-

হয়,—কলিকালে সেস্থানের নাম উজ্জয়িনী। এই উজ্জয়িনীতে প্রাণী মরিয়া শব হইলেও কখন তাহার পূতিগন্ধ বহির্গত হয় না এবং স্ফীতভাবও হয় না। এই নগরীতে যমদূতেরা কদাচ প্রবেশ করিতে পায় না এবং এইস্থানে কোটীর অধিক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান; পদে পদেই শিবলিঙ্গ কিনা! এক জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গই হাটকেশ মহাকাল এবং তারকেশ—এই ত্রিমূর্ত্তি হইয়া, ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যে সকল দ্বিজাতি এই উজ্জয়িনীতে সিদ্ধবটজ্যোতি এবং জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেন অথবা মহাকাল দর্শন করেন, তাঁহাদের রাশি রাশি পুণ্য হয়। যে সংসার-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, কখন মহাকাললিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদিগের পাপ নষ্ট হয় এবং যমদূতেরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। সূর্য্যরথবাহী তুরঙ্গম-পৃষ্ঠদেশে মহাকাল মন্দিরে পতাকাগ্র-স্পর্শে আকাশে সূর্য্যসারথি অরুণের কশাঘাত-কষ্ট ক্ষণ-কালের জন্য তাহাদের অপনীত হইয়া থাকে। "মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল" এইরূপ করিয়া যাহারা সর্ব্বদা মহাকালের স্মরণ করে,—বিষ্ণু এবং শিব, তাহাদিগকেও নিরন্তর মনে রাখেন। ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা, মহাকাল শিবের যথোক্ত আরাধনা করিয়া ত্রিভুবন-কমনীয় কাঞ্চীনগরীতে গমন করি-লেন। [illegible] সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকান্ত অবস্থিত; তিনি সেই কাঞ্চীনিবাসী প্রাণিগণকে ইহ-পরকালে শ্রীকান্ত করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চয়।৮৬—১০১। সেই কান্তি-মজ্জনগণ-সেবিতা কান্তিমতী কাঞ্চীনগরী অব-লোকন করিয়া শিবশর্ম্মাও কান্তিমান্ হইলেন। সে স্থানে কেহই কান্তিহীন নহে। সর্ব্বকর্ম্মবেত্তা শিবশর্ম্মা সে তীর্থের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল সম্পাদন-পুরঃসর তথায় সাতদিন বাস করিয়া দ্বারকা নগ-রীতে গমন করিলেন; তথায় চতুর্ব্বর্গের দ্বার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ, এইজন্যই সে নগরীকে দ্বারবতী বলিয়াছেন। আহা! যেখানে প্রাণিগণের অস্থিসঞ্চয়ও চক্রচিহ্নে চিহ্নিত হয়, সে স্থানের অধিবাসীরা যে শঙ্খচক্রাঙ্কিত করকমলে শোভিত হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত হইবে, তাহার আর বৈচিত্র কি! যম বারংবার নিজ দূত-দিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, "যাহারা দ্বারাবতীর নামগ্রহণও করিয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। দ্বারকায় গোপীচন্দনে যেরূপ সুগন্ধ, চন্দনে সেরূপ সুগন্ধ কোথায়? দ্বারকার গোপী-চন্দনে যে প্রকার বর্ণ, সুবর্ণে সে বর্ণ কোথায়? দ্বারকার গোপীচন্দনে যে প্রকার পবিত্রতা, অন্যান্য তীর্থে সে পবিত্রতা কোথায়? দূতগণ! শ্রবণ কর;—যাহার ললাটদেশ গোপীচন্দনে চিহ্নিত, জ্বলন্ত প্রদীপের ন্যায় যত্নসহকারে দূর হইতে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। হে ভটগণ! যাহারা তুলসীভূষিত, যাহারা তুলসী-

বনমালা যে তে ত্যাজ্যা দূরতো ভটাঃ॥ ১০৯॥ যুগে যুগে দ্বারবত্যা রত্নানি পরিতো মুষন্। অব্ধী রত্নাকরোঽদ্যাপি লোকেষু পরিগীয়তে॥ ১১০॥ দ্বারবত্যাং ম্রিয়ন্তে যে জন্তবঃ কালনোদিতাঃ। চতুর্ভুজাঃ স্যুর্বৈকুণ্ঠে তে পীতাম্বরধারিণঃ॥ ১১১॥ তত্রাপি সন্তর্প্য পিতৄন্ স সদেবর্ষিমানবান্। তত্র তেষু চ তীর্থেষু সস্নৌ সর্ব্বেষ্বতন্দ্রিতঃ॥ ১১২॥ ততো মায়াপুরীং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপাং পাপকারিভিঃ। যত্র সা বৈষ্ণবী মায়া মায়াপাশৈর্ন পাশয়েৎ॥ ১১৩॥ কেচিদ্দুর্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং ততঃ পরে। গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেঽপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ॥ ১১৪॥ যতো বিনির্গতা গঙ্গা খ্যাতা ভাগীরথী ভুবি। যন্নামোচ্চারণাৎ পুংসাং পাপং যাতি সহস্রধা॥ ১১৫॥ বৈকুণ্ঠৈস্তকসোপানং হরিদ্বারং জগুর্জ্জনাঃ। অত্রাপ্লুতা নরা যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ১১৬॥ তীর্থোপবাসকং কৃত্বা নিশাজাগরণং তথা। প্রাতঃ স্নাত্বা চ গঙ্গায়াং তর্প্যান্ সন্তর্প্য সর্ব্বতঃ॥ ১১৭॥ যাবৎ স পারণং কর্ত্তুমিয়েষ দ্বিজসত্তমঃ। তাবচ্ছীতজ্বরাক্রান্তশ্চকম্পেঽত্যর্থমাতুরঃ॥ ১১৮॥ বৈদেশিকস্তথৈকাকী তথাতিজ্বরপীড়িতঃ। চিন্তামবাপ মহতীং কিমেতৎ সমুপস্থিতম্॥ ১১৯॥ চিন্তার্ণবে নিমগ্নোঽহমুত্ত্যক্তাশো জীবিতে ধনে। সাংযাত্রিক ইবাগাধে ভিন্নপোতো মহার্ণবে॥ ১২০॥ ক ক্ষেত্রং ক কলত্রং মে ক পুত্রাঃ ক চ তদ্বসু। ক তদ্বিচিত্রং বৈ হর্ম্ম্যং ক সা পুস্তকসম্ভৃতিঃ॥ ১২১॥ অদ্যাপি নায়ুঃ পর্য্যাপ্তং পলিতং ন তথা ময়ি। জ্বরোঽয়ং দারুণঃ প্রাপ্তঃ কালজশ্চাতিদারুণঃ॥ ১২২॥ মৃত্যুর্মূর্দ্ধি কৃতাবাসো বাসো দূরে ব্যবস্থিতঃ। অগ্নৌ গৃহোপরি প্রাপ্তে কূপস্তু খনয়েদিহ॥ ১২৩॥ কিমেভিশ্চিন্তনৈর্ব্যর্থৈ রতিতাপকরৈর্মম। চিন্তয়ামি হৃষীকেশং শিবদং শিবমেব চ॥ ১২৪॥ অথবা মুক্ত্যুপায়ো বৈ ময়ৈকঃ সদনুষ্ঠিতঃ। মুক্তিপূর্য্যস্তু সপ্তৈতাঃ স্বনেত্রবিষয়ীকৃতাঃ॥ ১২৫॥ অপবর্গয়োরেকঃ সাধ্যো হি বিদুষা ধ্রুবম্।

নাম জপে তৎপর এবং যাহারা তুলসীকানন রক্ষা করে, তাহাদিগকেও দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। জলধি, যুগে যুগে দ্বারকার রত্নরাজি অপহরণ করিয়া এখন জগতে 'রত্নাকর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে সকল প্রাণী কালবশে দ্বারকাতীর্থে মরে, তাহারা বৈকুণ্ঠে পীতাম্বরধর এবং চতুর্ভুজ হয় অর্থাৎ বিষ্ণুর সারূপ্য সালোক্য মুক্তিলাভ করে, শিবশর্ম্মা আলস্যরহিত হইয়া দ্বারবতীতে ও দ্বারবতীর অন্তর্গত সমুদায় তীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। যেখানে বৈষ্ণবীমায়া মায়াপাশে আর বন্ধন করেন না, পাপিগণের দুর্লভা সেই মায়াপুরীতে অনন্তর শিবশর্ম্মা গমন করিলেন। এই স্থানকে কেহ কেহ বলেন,—হরিদ্বার; অপরে বলেন,—মোক্ষদ্বার; কেহ কেহ বলেন,—গঙ্গাদ্বার; অন্যে বলেন,—মায়াপুরী। গঙ্গা এই স্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। এই তীর্থের নামোচ্চারণমাত্রেই মানবদিগের পাপরাশি সহস্রধা বিদীর্ণ হয়। বৈকুণ্ঠের প্রধান সোপান বলিয়া লোকে এই স্থানকে হরিদ্বার বলে। মানবগণ এইখানে স্নান করিলে বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ করে। দ্বিজসত্তম শিবশর্ম্মা তথায় তীর্থোপবাস, নিশাজাগরণ, গঙ্গায় প্রাতঃস্নান এবং তর্পণীয় দেব মনুষ্য ঋষি পিতৃগণের সম্পূর্ণরূপে তর্পণ করিয়া যখন পারণ করিতে অভিলাষ করিলেন, সেই সময়ে শীত জ্বরে আক্রান্ত এবং আতুর হইয়া অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিলেন। একে বিদেশী, তাতে একাকী, তাহার উপর আবার অতিশয় জ্বরে পীড়িত; সুতরাং ব্রাহ্মণ বড়ই চিন্তামগ্ন হইলেন।১০২—১১৯। ভাবিলেন,—একি হইল। অগাধ মহাসমুদ্রে পোত ভঙ্গ হইলে সাংযাত্রিক যেরূপ জীবন এবং ধনে নিরাশ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণও চিন্তার্ণবে নিপতিত হইয়া জীবন এবং ধনের আশা ত্যাগ করিলেন;—"আমার সেই ক্ষেত্র, কলত্র, পুত্রগণ এবং ধনসম্পত্তি কোথায়! কোথায় আমার সেই বিচিত্র হর্ম্ম্য, কোথায় বা আমার সেই পুস্তকসম্ভার! অদ্যাপি আমার মনুষ্য-জীবনের সময় ফুরায় নাই, জরা-শৌক্ল্য আমার এখনও তাদৃশ হয় নাই; অথচ এই নিদারুণ জ্বর উপস্থিত হইল। আমার কি ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত!! মৃত্যু "মস্তকের উপর বাস করিতেছে" অথচ আমার গৃহ এ স্থান হইতে অনেক দূর। হা! হউক, ঘরে আগুন লাগিলে, আর কে কূপ খনন করিয়া থাকে? এক্ষণে আমার এই অতিসন্তাপকর বিফল-চিন্তায় প্রয়োজন কি? আমি এখন হৃষীকেশ এবং মঙ্গলপ্রদ শিবের চিন্তা করি। অথবা তাঁহাদের চিন্তা না করিলেও হয় আমি এক উত্তম মোক্ষোপায় অনুষ্ঠান করিয়াছি।

তয়োরসাধনে পশ্চাৎ সন্তাপেন চ তপ্যতে ॥ ১২৬ ॥ অথবা চিন্তয়া কিং মে স্বনয়া হ্রবস্থয়া রণে বা মরণং শ্রেয়স্তীর্থে বাত্র যথা মম ॥ ১২৭ ॥ কিমহং মন্দভাগীব রথ্যাং কাপি ম্রিয়েহধুনা। ভাগীরথ্যাং ম্রিয়ে চাদ্য কা চিন্তা মম মূঢ়বৎ ॥ ১২৮ ॥ চর্ম্মাস্থিসঞ্চয়েনাঽমনেন বপুষা, ধ্রুবম্ ॥ প্রাপ্স্যামি নিধনাদত্র সিদ্ধিং নৈঃশ্রেয়সীং ধ্রুবম্ ॥ ১২৯ ॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য পীড়াসীদতিদারুণা। কোটিবৃশ্চিকদষ্টস্য যাবস্থা তামবাপ সঃ ॥ ১৩০ ॥ স্মর্ত্তব্যং বিস্মৃতং সর্ব্বং কাহং কোঽহং ন বেত্তি চ। দিনানি সপ্তসপ্তেতি স্থিত্বা পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ১৩১ ॥ তাবদ্বৈকুণ্ঠভুবনাদ্বিমানং সমুপস্থিতম্। তার্ক্ষ্যোপলক্ষিতো যত্র ধ্বজশ্চাতিসমুচ্ছ্রিত ॥ ১২৩ ॥ অধিষ্ঠিতং সুকন্যানাং স্বর্ণকৌশেয়বাসসাম্। চামরব্যগ্রহস্তানাং সহস্রেণাতি বিস্তৃতম্ ॥ ১৩৩। পুণ্যশীলসুশীলাভ্যাং গণাভ্যাঞ্চ বিরাজিতম্। চতুর্ভুজাভ্যাং স্বাস্যাভ্যাং কিঙ্কিণীজালমালিতম্ ॥ তদ্বিমানমলাকহ্য পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ। অলঞ্চক্রে নভোবর্ত্ম স দ্বিজো দিব্যভূষণঃ ॥ ১৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সপ্তপুরীবর্ণনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

লোপামুদ্রোবাচ। জীবিতেশ কথামেতাং পুণ্যাং পুণ্যপুরীশ্রিতাম্। ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি শ্রুত্বা ত্বচ্ছ্রীমুখেরিতাম্ ॥ ১ ॥ মায়াপুর্য্যাং মুক্তিপুর্য্যাং শিবশর্ম্মা দ্বিমোত্তমঃ। মৃতোঽপি মোক্ষং নৈবাপ ব্রূহি তৎকারণং বিভো ॥ ২ ॥ অগস্ত্য উবাচ। সাক্ষান্মোক্ষো ন চৈতাসু পুরীষু প্রিয়ভাষিণি। পুরোদ্দিষ্টামুমেবার্থমিতিহাসো ময়া শ্রুতঃ ॥ ৩ ॥ শৃণু কান্তে বিচিত্রার্থাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। পুণ্যশীলসুশীলাভ্যাং কথিতাং শিবশর্ম্মণে ॥ ৪ ॥ শিবশর্ম্মোবাচ। অয়ি বিষ্ণুগণৌ পুণ্যৌ পুণ্ডরীকদলেক্ষণৌ। কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুকামোঽহং প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ ॥ ৫ ॥ ন নাম যুবয়োর্ব্বেদ্মি বেদ্মাাকৃত্যা চ

—আমি মুক্তিক্ষেত্র সপ্তপুরী আপনার নয়নগোচর করিয়াছি। বিদ্বান্ লোকে, স্বর্গ বা মুক্তিসাধন করিয়া রাখিবে। এ উভয়ের সাধন করিয়া না রাখিলে, পশ্চাৎ তাপে তপ্ত হইতে হয়। অথবা আমার এই ধারাবাহিক চিন্তার প্রয়োজন কি? এক সময়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর, আর যেমন আমার হইতেছে, এইরূপ তীর্থমৃত্যুও উত্তম। আমি ত মন্দভাগা ব্যক্তির ন্যায় কোন পথে মরিতেছি না, আমি আজ গঙ্গায় মরিতেছি; মূঢ়ের ন্যায় চিন্তা করিতেছি কেন? অস্থিচর্ম্মপূর্ণ এই দেহের নিধনে, আমি নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিব।” এইরূপ চিন্তাপরায়ণ শিবশর্ম্মার অতি নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। কোটি বৃশ্চিক দংশনের যে অবস্থা, শিবশর্ম্মা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। স্মরণীয় সমস্ত কথাই বিস্মৃত হইলেন; “কোথায় আমি কে আমি” —এ জ্ঞানও তাঁহার রহিল না। চতুর্দ্দশ দিন এইরূপে থাকিয়া শিবশর্ম্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন বৈকুণ্ঠভবন হইতে অত্যুচ্ছ্রিত-গরুড়ধ্বজচিহ্নিত কিঙ্কিণীজালসমন্বিত অতি বিস্তৃত বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণ কৌশেয়বসনা চামরব্যজনকারিণী সহস্র সুন্দরী কন্যা সেই বিমানে অবস্থিত। পুণ্যশীল এবং সুশীল নামক প্রসন্নমুখ চতুর্ভুজ [illegible]-পারিষদ সেই বিমানে বিরাজমান। তখন [illegible]শর্ম্মা ভৌমদেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যভূষণ-ভূষিত, পীতাম্বরধর এবং চতুর্ভুজসম্পন্ন হইয়া আকাশমার্গ অলঙ্কৃত করিলেন। ১২০—১৩৫।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

লোপামুদ্রা বলিলেন,—হে জীবিতেশ্বর! আপনার শ্রীমুখোচ্চারিত পবিত্র-পুরীঘটিত এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিয়া আমার আশা মিটিতেছে না। হে প্রভো! দ্বিজোত্তম শিবশর্ম্মা, মুক্তিক্ষেত্র মায়াপুরীতে মরিয়াও যে মোক্ষলাভ করিতে পারিলেন না, ইহার কারণ কি বলুন। অগস্ত্য বলিলেন, —হে প্রিয়ভাষিণি! এই সকল পুরীতে সাক্ষাৎ মোক্ষ হয় না। এই সিদ্ধান্ত উপলক্ষেই পূর্ব্বকালে পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস আমার শ্রবণগোচর হয়। কান্তে! এক্ষণে পুণ্যশীল এবং সুশীল শিবশর্ম্মাকে যে পাপপ্রণাশিনী বিচিত্রার্থশালিনী পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে পদ্মপলাশ-লোচন পবিত্র বিষ্ণুপারিষদদ্বয়! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে, কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

কিঞ্চন। পুণ্যশীলসুশীলাখ্যৌ যুবাং ভবিতুমর্হথঃ॥ ৬॥ গণাবূচতুঃ। ভগবদ্ভক্তিযুক্তানাং কিমজ্ঞাতং ভবাদৃশাম্। এতদেব হি নৌ নাম যদুক্তং শ্রীমতা ত্বয়া॥৭॥ যদন্যদপি তে চিত্তে প্রষ্টব্যং তদশঙ্কিতম্। সম্পৃচ্ছস্ব মহাপ্রাজ্ঞ প্রীত্যা তৎ প্রব্রবাবহে॥ ৮॥ ইতি শ্রুত্বা স বচনং ভগবদ্‌গণভাষিতম্। অতি-প্রীতিকরং হৃদ্যং ততস্তৌ প্রত্যুবাচ হ॥ ৯॥ দিব্যদ্বিজ উবাচ। ক এষ লোকোঽল্পশ্রীকঃ খর্ব্বপুণ্যজনাকৃতিঃ। ক ইমে বিকৃতাকারা ব্রুত-মেতন্মমাগ্রতঃ॥ ১০॥ গণাবূচতুঃ। অয়ং পিশাচ-লোকোঽত্র বসন্তি পিশিতাশনাঃ। দত্ত্বানুতাপভাজো যে নো নো কৃত্বা দদত্যপি॥ ১১॥ শিবং প্রসঙ্গতোঽভ্যর্চ্চ্য সকৃদশুচিচেতসঃ। অল্পপুণ্যাল্প-লক্ষ্মীকাঃ পিশাচাস্ত ইমে সখে॥ ১২॥ ততো গচ্ছন্ দদর্শাগ্রে হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতম্। পিচিণ্ডিলৈঃ স্থূলবক্ত্রৈর্ম্মেঘগম্ভীরনিঃস্বনৈঃ॥১৩॥ লোকৈরধ্যুষিতং লোকং শ্যামলাঙ্গৈশ্চ লোমশৈঃ। গণৌ কথয়তাং কোঽসৌ কো লোকঃ পুণ্যতঃ কৃতঃ॥ ১৪॥ গণাবূচতুঃ। গুহ্যকানাময়ং লোকস্বেতে বৈ গুহ্যকাঃ স্মৃতাঃ। ন্যায়েনোপার্জ্জ্য বিত্তানি গূহয়ন্তি চ যে ভুবি॥১৫॥ স্বমার্গগা ধনাঢ্যাশ্চ শূদ্রপ্রায়াঃ কুটুম্বিনঃ। সংবিভজ্য চ ভোক্তারঃ ক্রোধাসূয়াবিবর্জ্জিতাঃ॥১৬॥ ন তিথিং নৈব বারঞ্চ সংক্রান্ত্যাদি ন পর্ব্ব চ। নাধর্ম্মঞ্চ ন ধর্ম্মঞ্চ বিদন্ত্যেতে সদাসুখাঃ॥১৭॥ একমেব হি জানন্তি কুলপূজ্যো হি যো দ্বিজঃ। তস্মৈ গাঃ সম্প্রযচ্ছন্তি মন্যন্তে তদ্বচঃ স্ফুটম্॥ ১৮॥ সমৃদ্ধিভাজো হ্যত্রাপি তেন পুণ্যেন গুহ্যকাঃ। ভুঞ্জতে স্বর্গসৌখ্যানি দেববচ্চাকুতোভয়াঃ॥ ১৯॥ ততো বিলোকয়ামাস লোকং লোচনশর্ম্মদম্। শিবশর্ম্মা ততঃ প্রাহ হৃষ্টস্তৌ বিষ্ণুপার্ষদৌ। কেঽমী জনাস্বসৌ লোকঃ কিন্নামা বদতাং গণৌ॥ ২০॥ গণাবূচতুঃ। গান্ধর্ব্বস্ত্বেষ লোকোঽসৌ গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভব্রতাঃ। দেবানাং গায়না হ্যেতে চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥ ২১॥ গীতজ্ঞা অপি গীতেন তোষয়ন্তি

সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমি আপনাদের নাম অবগত নহি; তবে আকৃতি দ্বারা যা কিছু বুঝিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আপনাদের নাম পুণ্যশীল এবং সুশীল হইতে পারে। বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় বলিলেন,—ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের কি অবিদিত থাকিতে পারে? তুমি যাহা বলিলে, আমাদের সেই নামই বটে। হে। মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার হৃদয়ে আরও যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তাহাও নিঃশঙ্কে জিজ্ঞাসা কর, প্রীতিসহকারে তাহার উত্তর দিব। শিবশর্ম্মাভগবৎপরিষদোক্ত এই অতি প্রীতিকর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—অল্প শোভাময় অল্পপুণ্যজনগণে পরি-বৃত এই লোকের নাম কি? আর এই বিকৃতা-কার ইহারা কে? আমায় অগ্রে তাহা বলুন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—ইহা পিশাচলোক; এখানে মাংসাশী পিশাচেরা অবস্থান করে। যাহারা দান করিয়া অনুতাপ করে, যাহারা প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়া পরে দান করে এবং যাহারা অপবিত্রচিত্তে প্রসঙ্গক্রমে একবারমাত্র শিবপূজা করে,—সখে! সেই অল্পপুণ্য ব্যক্তিরাই এই অল্পশ্রী পিশাচ। শিবশর্ম্মা অনন্তর, যাইতে যাইতে এক লোক (স্থান) দেখিলেন; তাহা স্থূলোদর, স্থূলবদন, মেঘগম্ভীরস্বর-সম্পন্ন, শ্যামাঙ্গ, লোমশ এবং হৃষ্টপুষ্ট জনগণের নিবাসভূমি। অনন্তর তিনি বলিলেন;—বিষ্ণু-পারিষদদ্বয়! বলুন,—এই সকল ব্যক্তি, কাহারা? ইহা কোন্ লোক? এবং কোন্ পুণ্যে এই লোক লাভ হয়? বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—ইহা গুহ্যক-লোক; এ স্থানের অধিবাসী সব গুহ্যক। যাহারা ন্যায়তঃ ধনো-পার্জ্জন করিয়া ভূগর্ভে লুক্কায়িত করিয়া রাখে, স্বধর্ম্মে থাকে, পোষ্যবর্গকে বিভাগ করিয়া দিয়া শেষ ভোজন করে; ক্রোধ অসূয়া যাহাদের নাই; তিথি, বার, সংক্রান্ত্যাদি পর্ব্ব এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহারা জানে না, সদা সুখেই কাল যাপন করে,—ধর্ম্মের মধ্যে এক জানে, কুলপূজ্য যে ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে গো দান করা এবং তাঁহার বাক্য রক্ষা করা; সে ধর্ম্ম-পালনও করে; সেই শূদ্রবহুল গৃহস্থেরা উক্ত পুণ্য-বলেই এই গুহ্যক হয়। এই গুহ্যকলোকেও তাহারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা দেবগণের ন্যায় অকুতোভয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করে।১—১৯। অনন্তর শিবশর্ম্মা, নয়ন-সুখকর একস্থান অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণুগণদ্বয়! বলুন ইহা কোন্ লোক? এবং এই সকল ব্যক্তি কে? বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন, ইহা গন্ধর্ব্বলোক; আর ইঁহারা গন্ধর্ব্ব। এই সকল ব্যক্তি উত্তম ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইঁহারা দেবগণের গায়ক, চারণ এবং স্তুতি-পাঠক। সঙ্গীতাভিজ্ঞ এই সকল ব্যক্তি মনুষ্যাব-

নরাধিপান্। স্তুবন্তি চ ধনাঢ্যাংশ্চ ধনলোভেন মোহিতাঃ ॥ ২২ ॥ রাজ্ঞাং প্রসাদলব্ধানি সুবাসাংসি ধনান্যপি। দ্রব্যাণ্যপি সুগন্ধীনি কর্পূরাদীন্যনেকশঃ ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি গীতং গায়ন্ত্যহর্নিশম্। তদ্ভাবেব মনস্তেষাং নাট্যশাস্ত্রকৃতশ্রমাঃ ॥ ২৪ তেন পুণ্যেন গান্ধর্ব্বো লোকস্তেষাং বিশিষ্যতে। ব্রাহ্মণাস্তোষিতা যৈশ্চ গীতবিদ্যার্জ্জিতৈর্ধনৈঃ ॥ ২৫ ॥ গীতবিদ্যাপ্রভাবেণ দেবর্ষির্নারদো মহান্। মান্যো বৈষ্ণবলোকে বৈ শ্রীশম্ভোশ্চাতিবল্লভঃ ॥ ২৬ ॥ তুম্বুরুর্নারদশ্চোভৌ দেবানামতিদুর্ল্লভৌ। নাদরূপী শিবঃ সাক্ষান্নাদতত্ত্ববিদৌ হি তৌ ॥ ২৭ ॥ যদি গীতং কচিদ্গীতং শ্রীমদ্ধরিহরান্তিকে। মোক্ষস্তৎফলং প্রাহুঃ সান্নিধ্যমথবা তয়োঃ ॥ ২৮ ॥ গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্। রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥ ২৯ ॥ অস্মিঁল্লোকে সদাকালং স্মৃতিরেষা প্রগীয়তে। তদ্গীতমালয়া পূজ্যৌ দেবৌ হরিহরৌ সদা ॥ ৩০ ॥ ইতি শৃণ্বন্ ক্ষণাৎ প্রাপ পুনরন্যন্মনোহরম্। শিবশর্ম্মাথ পপ্রচ্ছ কিংসঞ্জ্ঞং নগরং ত্বিদম্ ॥ ৩১ ॥ গণাবূচতুঃ। অসৌ বৈদ্যাধরো লোকো নানাবিদ্যাবিশারদাঃ। এতে বিদ্যার্থিনামর্থমুপানদ্বস্ত্রকম্বলম্ ॥ ৩২ ॥ ঔষধান্যপি যচ্ছন্তি তৎপীড়াশমনানি হি। নানা কলাঃ শিক্ষয়ন্তি বিদ্যাগর্ববিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ শিষ্যং পুত্রেণ পশ্যন্তি বস্ত্রতাম্বুলভোজনৈঃ। অলঙ্কৃতাশ্চ সৎকন্যা ধর্ম্মাদুদ্বাহয়ন্তি চ ॥ ৩৪ ॥ অভিলাষধিয়া নিত্যং পূজয়ন্তীষ্টদেবতাঃ। এতৈঃ পুণ্যৈর্বসন্তীহ বিদ্যাধরবরা ইমে ॥ ৩৫ ॥ যাবদিত্থং কথাং চক্রুস্তাবৎ সংযমিনীপতিঃ। ধর্ম্মরাজোঽভিসম্প্রাপ্তো দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ৩৬ ॥ সৌম্যমূর্ত্তির্বিমানস্থো ধর্ম্মজ্ঞৈঃ পরিবারিতঃ। সেবাকর্ম্মসু চতুরৈর্ভৃত্যৈস্ত্রিচতুরৈঃ সহ ॥ ৩৭ ॥ ধর্ম্মরাজ উবাচ। সাধু সাধু মহাবুদ্ধে শিবশর্ম্মন্ দ্বিজোত্তম। কুলোচিতং ব্রাহ্মণানাং ভবতা প্রতিপাদিতম্ ॥ ৩৮ ॥ বেদাভ্যাসঃ কৃতঃ পূর্ব্বং গুরবশ্চাপি তোষিতাঃ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণেষু দৃষ্টো ধর্ম্মস্ত্বয়াদৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ ক্ষালিতং

স্থায়, সঙ্গীত দ্বারা রাজাদিগের সন্তোষ সাধন করিতেন; ধনাঢ্যদিগের স্তব করিতেন; তৎপরে, রাজপ্রসাদলব্ধ উত্তম উত্তম বস্ত্র, কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য এবং ধন অনেকবার ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করিতেন, আর অহোরাত্র গান করিতেন। ইহাঁদের চিত্ত স্বরেই নিহত ছিল, নাট্যশাস্ত্রেই ইহাঁরা শ্রম করিয়াছিলেন। গীত-বিদ্যোপার্জ্জিত ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিতেন বলিয়া সেই পুণ্যবলেই উত্তম গন্ধর্ব্বলোক ইহাঁদিগের হইয়াছে। গীতবিদ্যাপ্রভাবে দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুলোকে মহামান্য এবং শ্রী শম্ভুরও অতিশয় প্রিয়। তুম্বুরু এবং নারদ উভয়েই দেবলোকে বহুমান্য; কেননা, সাক্ষাৎ শিবই স্বরস্বরূপ, অথচ তাঁহারা দুই জন স্বরতত্ত্ব-বিশারদ। কেশব বা শঙ্করের সমীপে যদি কখন কেহ গান করে, ত তাহার ফল নিষ্কামের মুক্তিলাভ অথবা তাঁহাদিগের সান্নিধ্যলাভ,—ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। সকামতা প্রযুক্ত গীতজ্ঞ ব্যক্তি যদি গীতপ্রভাবে, পরমপদ লাভ করিতে না পারে, তবু, রুদ্রের বা বিষ্ণুর অনুচর হইয়া তাঁহার সহিত আমোদপ্রমোদ করে। এই লোকে সর্ব্বদা এই স্মৃতি গীত হইয়া থাকে যে, "প্রসিদ্ধ গীতসমূহ দ্বারা সর্ব্বদা হরি-হরের পূজা করিবে।" শিবশর্ম্মা এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ক্ষণকালের মধ্যে অ্য মনোহর লোকের সমীপবর্ত্তী হইলেন; তখন তিনি সেই নগরাদির নাম কি? জিজ্ঞাসা করিলেন। ২০—৩১। গণদ্বয় বলিলেন,—ইহা বিদ্যাধর লোক। ইহাঁরা বিবিধ বিদ্যাবিশারদ মানব ছিলেন; ইহাঁরা বিদ্যার্থীদিগকে, অন্ন, বস্ত্র, পাদুকা, কম্বল, আরোগ্যকর ঔষধ প্রদান করিতেন এবং নানাপ্রকার কলা শিক্ষা দিতেন; বিদ্যাগর্ব্ব ইহাঁদের ছিল না। শিষ্যকে পুত্রের সমান দেখিতেন। ধর্ম্মের জন্য ইহাঁরা বস্ত্র, তাম্বুল, খাদ্যদ্রব্য এবং অলঙ্কার দিয়া সুরূপা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। সকামভাবে প্রতিদিন ইষ্টদেবতা পূজা করিয়াছেন। এই সকল পুণ্যপ্রভাবেই ইহাঁরা এই লোকে বাস করিতেছেন,—ইহাঁরা এক্ষণে শ্রেষ্ঠযোনিপ্রাপ্ত বিদ্যাধর হইয়াছেন। যখন তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সংযমনীপতি সৌম্যমূর্ত্তি ধর্ম্মরাজ, সেবাকর্ম্মকুশল, তিন চারি জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে ধর্ম্মজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পরিবারিত হইয়া বিমানারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন,—দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে! দ্বিজোত্তম! শিবশর্ম্মন্! সাধু সাধু; বিপ্রকুলোচিত কর্ম্ম আপনি সম্পাদন করিয়াছেন। আপনি পূর্ব্বে বেদাভ্যাস করিয়াছেন, গুরুগণের সন্তোষ সাধন করিয়াছেন; ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণে ধর্ম্ম দর্শন করিয়া তাহার আদর করিয়াছেন।

মুক্তিপুর্য্যন্তিরাশুগন্ত্ শরীরকম্। কোবিদোঽস্তি ভবানেব জীবিতে জীবিতেত্তরে ॥ ৪০ ॥ কলেবরং পুতিগন্ধি সদৈবাশুচিভাজনম্। সুতীর্থপুণ্যপণ্যেন সম্যগ্বিনিমিতং ত্বয়া ॥ ৪১ ॥ অতএব হি পাণ্ডিত্য-মাদ্রিয়ন্তে বিচক্ষণাঃ! অহঃক্ষেপং ন ক্ষিপন্তি ক্ষণমেকং হিতে বুধাঃ ॥ ৪২ ॥ নিমেষান্ পঞ্চষান্ মর্ত্ত্যে প্রাণন্তি প্রাণিনো ধ্রুবম্। তত্রাপি ন প্রবর্ত্তেয়ুরঘকর্ম্মণি গর্হিতে ॥ ৪৩ ॥ স্থিরাপায়ঃ সদা কায়ো ন ধনং নিধনেঽবতি। তন্মূঢ়ঃ প্রৌঢ়কার্য্যে কিং ন যতেত ভবানিব ॥ ৪৪ ॥ সত্বরং গত্বরং চায়ুর্লোকঃ শোকসমাকুলঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মে মতিঃ কার্য্যা ভবতেব সুধার্ম্মিকৈঃ ॥ ৪৫ ॥ সৎকর্ম্মণো বিপাকোঽয়ং তব বন্দ্যো মমাপ্যহো। যদেতৌ ভগবত্তক্তৌ সখিত্বং ভবতো গতৌ ॥ ৪৬ ॥ মমাজ্ঞা দীয়তাং তস্মাৎ সাহায্যং করবাণি কিম্। যৎ কর্ত্তব্যং মাদৃশৈস্তে তৎ কৃতং ভবতৈব হি ॥ ৪৭ ॥ অদ্য ধন্যতরোঽস্মীহ যদ্দৃষ্টৌ ভগবদ্গণৌ। সেবা সদৈব মে জ্ঞাপ্যা শ্রীমচ্চরণসন্নিধৌ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ প্রস্থাপিতস্তাভ্যাং প্রাবিশৎ স্বপুরীং যমঃ। অপ্রাক্ষীচ্চ ততো বিপ্রস্তৌ গণৌ প্রস্থিতে যমে ॥ ৪৯ ॥ শিবশর্ম্মোবাচ। সাক্ষাদয়ং ধর্ম্মরাজো নমু সৌম্যতরাকৃতিঃ। ধর্ম্মাণ্যেব বচাংস্যস্য মনঃপ্রীতিকরাণি চ ॥ ৫০ ॥ পুরী সংযমনী সেয়মতীব শুভলক্ষণা। আকর্ণ্য যস্য নামাপি পাপিনোঽতীব বিভ্যতি ॥ ৫১ ॥ যমরূপং বর্ণয়ন্তি মর্ত্ত্যলোকেঽন্যথা জনাঃ। অন্যথায়ং ময়া দৃষ্টো জ্ঞাতং তৎকারণং গণৌ ॥ ৫২ ॥ কে নু পুণ্যমমুং লোকং নিবসন্তি তথাত্র কে। ইদমেবাস্য কিং রূপং কিঞ্চান্যচ্চ নিবেদ্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥ গণাবূচতুঃ। শৃণু সৌম্য সুসৌম্যোঽসৌ দৃশ্যতেঽত্র ভবাদৃশৈঃ। ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ প্রকৃত্যৈব নিঃশঙ্কৈঃ পুণ্যরাশিভিঃ ॥ ৫৪ ॥ অয়মেব হি পিঙ্গাক্ষঃ ক্রোধরক্তান্তলোচনঃ। দংষ্ট্রাকরালবদনো বিদ্যুল্ললনভীষণঃ ॥ ৫৫ ॥ ঊর্দ্ধকেশোঽতিকৃষ্ণাঙ্গঃ প্রলয়াম্বুদনিঃস্বনঃ। কালদণ্ডোদ্যতকরো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ ॥ ৫৬ ॥ আনয়ৈনং পাতয়ৈনং বধানামুং দুর্দ্দমম্। ঘাতয়ৈনং সুদুর্বৃত্তং মুদ্গরৈস্তীব্রময়োঘনৈঃ ॥ ৫৭ ॥ আতাড়য়ৈনং দুর্বৃত্তং ধৃত্বা পাদৌ

আপনি দ্রুতবিনাশী পার্থিব শরীর মুক্তিক্ষেত্রগ্র-সলিলে প্রক্ষালন করিয়াছেন ; জীবন-মরণে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ আপনিই করিলেন। সদা অপবিত্র পুতিগন্ধ কলেবর যে আপনি উত্তম তীর্থে পুণ্যরূপ মূল্য লইয়া বিক্রয় করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে। এইজন্যই বিচক্ষণেরা পাণ্ডিত্যের আদর করিয়া থাকেন ; কেননা, পণ্ডিতেরা অহোরাত্রের মধ্যে একক্ষণও ব্যর্থ অতিবাহিত করেন না। প্রাণিগণ, মর্ত্ত্যে পাঁচ ছয় নিমেষকালমাত্র জীবিত থাকে, তাহার মধ্যেও তাহারা গর্হিত পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শরীরের নাশ অবশ্যম্ভাবী ; ধনও মৃত্যুসময় রক্ষক হয় না। অতএব মুক্তিসাধক কার্য্যের জন্য আপনার ন্যায় যত্ন কোন্ মূঢ় না করিবে? আয়ু দ্রুতগামী, লোক সমুদয়ই শোকাকুল ; অতএব সুধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের আপনার ন্যায় ধর্ম্মে মতি হওয়া উচিত। সৎকর্ম্মের এই ফল দেখুন যে, আপনার বন্দনীয়, আমারও বন্দনীয় এই ভগবদ্ভক্তদ্বয় আপনার সখা হইয়াছেন। অনন্তর আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি কি সাহায্য করিব? অথবা মাদৃশ ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছেন। আজ আমি অতিশয় ধন্য হইলাম ; যেহেতু এই স্থানে ভগবৎপরিষদদ্বয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম। হে ভগবৎ-পারিষদদ্বয়! শ্রীধরের শ্রীচরণ-সমীপে আমার সতত সেবা নিবেদন করিবেন।৩২—৪৮। অনন্তর যম, বিষ্ণুদূতদ্বয়ের কথায় আপনার পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। যম প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা, বিষ্ণুগণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এইত সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ ; বেশ সৌম্যতর আকার ত! বাক্যও বেশ ধর্ম্মসঙ্গত এবং মনঃপ্রীতিকর। সেই এই অতি শুভলক্ষণা সংযমনীপুরী, পাপিগণ ইহার নাম শ্রবণেও ভয় পায়। হে বিষ্ণুদূতদ্বয়! মর্ত্ত্যলোকে, মানুষে যমের রূপ অন্য প্রকারে (ভীষণ) বর্ণনা করে, আমি এক প্রকার দেখিলাম ; ইহার কারণ কি বলুন? কোন্ পুণ্যে এই স্থান দর্শন হয়, কাহারাই বা এই যমপুরীর অধিবাসী ; ধর্ম্মরাজের এইপ্রকারই কি রূপ না অন্যপ্রকার? তাহা বলুন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে সৌম্য! এই ধর্ম্মমূর্ত্তি যম, স্বভাবত নিঃশঙ্ক ভবাদৃশ পুণ্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টিগোচরে উত্তম সৌম্যমূর্ত্তি হন ; কিন্তু পাপিগণের সমক্ষে ইনিই পিঙ্গল-নয়ন, ক্রোধ-রক্তান্তনেত্র, দংষ্ট্রাকরাল-বদন, বিদ্যুৎসদৃশ রসনা দ্বারা ভীষণ, ঊর্দ্ধকেশ এবং অতিকৃষ্ণকায় যম। ইঁহারই স্বর প্রলয়-জলদ-নির্ঘোষের তুল্য, ইঁহারই করে কালদণ্ড উদ্যত, ইঁহারই বদনমণ্ডল ভ্রুকুটীভীষণ ; ইনিই বলেন,—অহে দুর্দ্দম! ইহাকে আন, উঁহাকে ফেলিয়া দেও,

শিলাতলে। উৎপাটয়াস্ত নেত্রে ত্বং নিধায় চরণং গলে ॥ ৫৮ ॥ এতস্য গল্লাবুৎফুল্লৌ খুরেণাশু বিপাটয়। পাশেন কণ্ঠং বদ্ধাস্য সমুল্লম্বয় ভূরুহে ॥ ৫৯ ॥ বিদারয়াস্য মূর্দ্ধানং করপত্রেণ দারুবৎ। পার্ষ্ণিঘাতৈর্ম্মুখাস্যাস্যং সমুচ্চূর্ণয় দারুণৈঃ ॥ ৬০ ॥ পরদারপ্রস্মরং করং ছিন্ধ্যস্য পাপিনঃ। পরদারগৃহং যাতুঃ পাদৌ চাস্য বিখণ্ডয় ॥ ৬১ ॥ সূচীভী রোমকূপেষু তুদন্বং ব্যধিহি সর্ব্বতঃ। দাতুঃ পরকলত্রাঙ্গে নখপঙ্ক্তী-দুরাত্মনঃ ॥ ৬২ ॥ পরদারমুখাঘ্রাতুর্ম্মুখে নিষ্ঠীবয়াস্য হি। বক্তুঃ পরাপবাদস্য কীলং তীক্ষ্ণং মুখে ক্ষিপ ॥ ৬৩ ॥ ভর্জ্জয়ৈনং চণকবত্তপ্তবালুককর্পরৈঃ। ভ্রাষ্ট্রে বিকটবক্ত্র ত্বং পরসন্তাপকারিণম্ ॥ ৬৪ ॥ দোষারোপং সদা কর্ত্তুরদোষে ক্রূরলোচন। নিমজ্জয়াস্য বদনং পূযশোণিতকর্দ্দমে ॥ ৬৫ ॥ অদত্তপরবস্তূনাং গৃহ্নতঃ করপল্লবম্। আপ্লুত্যাপ্লুত্য তৈলেন তপ্তাঙ্গারে পচোৎকট ॥ ৬৬ ॥ অপবাদং গুরোর্বক্তুর্নিন্দাকর্ত্তুঃ সুপর্ব্বণাম্। তপ্তলোহশলাকাশ্চ মুখে ভীষণ নিক্ষিপ ॥ ৬৭ ॥ পরমর্ম্মস্পৃশশ্চাস্য পর-চ্ছিদ্রং প্রকাশিতুঃ। সুতপ্তায়োময়ান্ শঙ্কূন্ সর্ব্বসন্ধিষু রোপয় ॥ ৬৮ ॥ অন্যেন দীয়মানে যে নিষেদ্ধুঃ পাপ-কারিণঃ। আচ্ছেত্তুঃ পরবৃত্তীনাং জিহ্বাং ছিন্ধ্যস্য দুর্ম্মুখ ॥ ৬৯ ॥ দেবস্বভোক্তুঃ ক্রোড়াস্য ব্রাহ্মণস্বস্য ভোজিনঃ। বিদার্য্যোদরমস্যাশু বিট্কীটৈঃ পরিপূরয় ॥ ৭০ ॥ ন দেবার্থে ন বিপ্রার্থে নাতিথ্যর্থে পচেৎ কচিৎ ॥ তমমুং স্বার্থপক্তারং কুম্ভীপাকে পচান্ধক ॥ ৭১ ॥ উগ্রাস্য শিশুহন্তারমমুং বিশ্রম্ভঘাতিনম্। কৃতঘ্নং নয় বেগেন মহারৌরবরৌরবম্ ॥ ৭২ ॥ ব্রহ্মঘ্নং চান্ধতামিস্রে সুরাপং পূযশোণিতে। কালসূত্রে হেমচৌরমবীচৌ গুরুতল্পগম্ ॥ ৭৩ ॥ তৎসংসর্গিণমাবর্ষমসিপত্র-বনে তথা। এতান্ মাহাপাতকিনস্তপ্তৈলকটাহকে ॥ ৭৪ ॥ আপ্লুত্যাপ্লুত্য দুর্দ্দংষ্ট্রকাকোলৈর্লোহতুণ্ডকৈঃ। সন্তোদ্যমানান্ পাপিষ্ঠান্ নিত্যং কল্পং নিবাসয় ॥ ৭৫ ॥ স্ত্রীঘ্নং গোঘ্নঞ্চ মিত্রঘ্নং কূটশাল্মলিপাদপে। উল্লম্বয় চিরং কালমূর্দ্ধপাদমধোমুখম্ ॥ ৭৬ ॥ স্বচমস্য চ

ইহাকে বন্ধন কর, এই দুর্বৃত্তের মস্তকে লৌহ-মুদ্গর দ্বারা তীব্র আঘাত কর; এই দুষ্টকে দুই পা ধরিয়া শিলাতলে আছাড় মার, ইহার গলায় পা দিয়া নয়নদ্বয় উৎপাটন কর। ইহার ফুলো-ফুলো গালদুটা ক্ষুর দ্বারা কাটিয়া দেও; ইহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া গাছে টাঙ্গাইয়া রাখ; ইহার মাথাটা করাত দিয়া কাঠের মত চিরিয়া ফেল। দারুণ পার্ষ্ণিপ্রহার কর; প্রহারে যেন ইহার মুখ চূর্ণ হইয়া যায়। এই পাপীর পরদারস্পর্শলোলুপ হস্ত ছেদন কর। পরদার-গৃহ-গন্তা এই পাপীর পদদ্বয় খণ্ডিত কর। এই দুরাত্মা, পরস্ত্রীর অঙ্গে বহু নখরেখা দিয়াছিল, ইহার সর্ব্ব শরীরে—প্রতি-রোমকূপে সূচিবিদ্ধ কর। এই ব্যক্তি পরস্ত্রীর মুখাঘ্রাণ করিয়াছে, ইহার মুখে থুথু। দেও এই পরনিন্দকের মুখে তীক্ষ্ণ শঙ্কু পুতিয়া দেও। অহে বিকটবক্ত্র। এই পরসন্তাপকারী ব্যক্তিকে, ভর্জ্জন-পাত্রে তপ্তবালি এবং তপ্ত কাঁকরের সঙ্গে ছোলার ন্যায় ভাজ। অহে ক্রূরলোচন! নির্দ্দোষী ব্যক্তির সতত দোষারোপকারী এই পাপীর মুখ পূযশোণিত কর্দ্দমে ডুবাইয়া ধর। অহে উৎকট! নিজের অদত্ত পরকীয় বস্তু গ্রহীতার করতল, তৈলে ভিজাইয়া ভিজাইয়া, জলন্ত অঙ্গারে সিদ্ধ কর। অহে ভীষণ! গুরুনিন্দক এবং দেবনিন্দক এই পাপীর মুখে তপ্ত লৌহশলাকা নিক্ষেপ কর। পরমর্ম্ম-পীড়ক এবং পরচ্ছিদ্রপ্রকাশক এই ব্যক্তির সন্ধিস্থলে উত্তপ্ত লৌহশঙ্কু রোপণ কর। দুর্ম্মুখ! অপরের ধন-দান-কর্ম্মে এই পাপী নিষেধক হইয়াছিল, আর এই পাপী পরের বৃত্তি কাড়িয়া লইয়াছিল, ইহার জিহ্বা ছেদন কর। অহে ক্রোড়াস্য। এই দেবস্বাপহারীর এবং এই ব্রাহ্মণস্বাপহারীর উদর বিদারণ করিয়া শীঘ্র বিষ্ঠাকৃমিকুল দ্বারা পূর্ণ কর। অমুক ব্যক্তি কখন, না দেবতার জন্য, না—ব্রহ্মণের জন্য, না—অতিথির জন্য পাক করিত,—কেবল আপনার জন্য পাক করিত; অন্ধক! এই তাহাকে লইয়া কুম্ভীপাক-নরকে পাক কর। হে উগ্রাস্য! শিশুঘাতী অমুককে, বিশ্বাসঘাতী অমুককে এবং কৃতঘ্ন অমুককে বেগে মহারৌরব এবং রৌরব নরকে লইয়া যাও। হে দুর্দ্দংষ্ট্র! ব্রহ্মঘাতীকে অন্ধতামিস্র নরকে, সুরাপায়ীকে পূযশোণিত নরকে, সুবর্ণাপ-হারীকে কালসূত্র নরকে, গুরুপত্নীগামীকে অবীচি নরকে এবং ইহাদিগের প্রত্যেকের প্রথম সংসর্গী ব্যক্তিকে এক বৎসরকাল অসি-পত্রবন নরকে স্থাপনপূর্ব্বক এই সকল মহাপাতকীকে লৌহতুণ্ড দ্রোণকাকবৃন্দের চঞ্চুঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত করত তপ্ত লৌহপূর্ণ কটাহে অনবরত আলোড়ন করিয়া এক কল্প রাখিয়া দেও।৫৯—৭৫। অহে কূট! স্ত্রী-ঘাতককে গোঘাতককে এবং মিত্রঘাতককে, ঊর্দ্ধপাদ ও

সন্দংশেস্ত্রোটয় ত্বং মহাভুজ। আশ্লেষিতুর্মিত্রপত্ন্যা ভুজাবুৎপাটয়াশু চ ॥ ৭৭ ॥ জ্বালাকীলে মহাঘোরে নরকেঽমুং নিপাতয়। যো বহ্নিনা দাহয়তি পরক্ষেত্রং পরালয়ম্ ॥ ৭৮ ॥ কালকূটে চ গরদং কূটসাক্ষ্যাভিবাদিনম্। মানকূটং তুলাকূটং কণ্ঠমোটে নিপাতয় ॥ ৭৯ ॥ লালাপিবে চ দুষ্প্রেক্ষ্য তীর্থাপ্সু ষ্ঠীবিনং নয়। আমপাকে চ গর্ভঘ্নং শূলপাকেঽস্ততাপিনম্ ॥ ৮০ ॥ রসবিক্রয়িণং বিপ্রমিক্ষুযন্ত্রে প্রপীড়য়। প্রজাপীড়াকরং ভূপমন্ধকূপে নিপাতয় ॥ ৮১ ॥ গোতিলাংশ্চ তুরঙ্গাংশ্চ বিক্রেতারং দ্বিজাধমম্। মাতুলান্তাঃ সুরায়াশ্চ বিক্রেতারং হলায়ুধ ॥ ৮২ ॥ মুষলোলূখলে বৈশ্যং কুণ্ডয়ৈনং পুনঃপুনঃ। শূদ্রং দ্বিজাবমন্তারং দ্বিজাগ্রে মঞ্চসেবিনম্ ॥ ৮৩ ॥ অধোমুখে চ নরকে দীর্ঘগ্রীব প্রপীড়য় ॥ ৮৪ ॥ শূদ্রং ব্রাহ্মণজেতারং বৈশ্যং ব্রাহ্মণমানিনম্। ক্ষত্রিয়ং যাজকঞ্চাপি বিপ্রং বেদবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮৫ ॥ লাক্ষালবণমাংসানাং সতৈলবিষসর্পিষাম্। আয়ুধেক্ষুবিকারাণাং বিক্রেতারং দ্বিজাধমম্ ॥ ৮৬ ॥ পাশপাণে কশাপাণে বদ্ধৈতাংশ্চরণে দৃঢ়ম্। ঘাতয়স্তো কশাঘাতৈর্নয়তং তপ্তকর্দ্দমে ॥ ৮৭ ॥ ইমাং স্ত্রিয়ং শ্লেষয়াশু পুংশ্চলীং কুলকজ্জলাম্। তেনোপপতিনা সার্দ্ধং তপ্তায়সময়েন চ ॥ ৮৮ ॥ স্বয়ং গৃহীত্বা নিয়মং যস্ত্যজেদজিতেন্দ্রিয়ঃ। তং প্রাপয় দুরাধর্ষং বহুভ্রমরদংশকে ॥ ৮৯ ॥ ইত্যাদি জল্পন্ দুর্বৃত্তৈঃ শ্রূয়তে দূরতো যমঃ। স্বকর্ম্মশঙ্কিতৈঃ পাপৈর্দৃশ্যতেঽতিভয়ঙ্করঃ ॥ ৯০ ॥ যে প্রজাঃ পালয়ন্তীহ পুত্রানেব নিজৌরসান্। দণ্ডয়ন্তি চ ধর্ম্মেণ ভূপাস্তেঽস্য সভাসদঃ ॥ ৯১ ॥ বর্ণাশ্রমাশ্চ যদ্রাষ্ট্রেঽনুতিষ্ঠন্তি নিজাং ক্রিয়াম্। কালেনাপন্ননিধনা ভূপাস্তেঽস্য সভাসদঃ ॥ ৯২ ॥ নৈব দীনো ন দুর্বৃত্তো নাপদ্গ্রস্তো ন শোকভাক্। যেষাং রাষ্ট্রে প্রদৃশ্যস্তে ভূপাস্তেঽস্য সভাসদঃ ॥ ৯৩ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সদা। অন্যেঽপি যে সংযমিনঃ সংযমিন্যাং বসন্তি তে ॥ ৯৪ ॥ উশীনরঃ সুধন্বা চ বৃষপর্ব্বা

অধোমুখ করিয়া শাল্মলিবৃক্ষে বহুকাল ঝুলাইয়া রাখ। হে মহাভুজ! মিত্রপত্নীকে যে আলিঙ্গন করিয়াছিল, অবিলম্বে তাহার ত্বক্ (ছাল) সন্দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা ছেদন কর এবং বাহুদ্বয় কর্ত্তন করিয়া দেও। যে পরকীয় ক্ষেত্র বা পরকীয় গৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে মহাঘোর জ্বালাকীল (বহ্নিজ্বালাময়) নরকে নিপাতিত কর। বিষপ্রয়োগকর্ত্তাকে, কূটসাক্ষীকে, মানকূটকে ও তুলাকূটকে কণ্ঠমোড়নপূর্ব্বক কালকূট নরকে নিক্ষেপ করণ অহে দুষ্প্রেক্ষ্য! তীর্থজলে যে থুথু ফেলিয়াছিল, তাহাকে 'লালাপিব' নরকে গর্ভঘাতকে আমপাক নরকে এবং পরতাপপ্রদাতাকে 'শূলপাক' নরকে লইয়া যাও। রসবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে ইক্ষুযন্ত্রে নিষ্পীড়িত কর। প্রজাপীড়ক রাজাকে অন্ধকূপ নরকে নিক্ষেপ কর! হে হলায়ুধ! গোবিক্রয়ী, তিলবিক্রয়ী ও অশ্ববিক্রয়ী ব্রাহ্মণাধমকে আর তাড়ুবিক্রয়ী এবং সুরাবিক্রয়ী এই বৈশ্যকে উদূখলমুষল দ্বারা পুনঃপুনঃ কাঁড়াইতে থাক। অহে দীর্ঘগ্রীব! দ্বিজাবমন্তা শূদ্রকে ও দ্বিজসম্মুখে মঞ্চারূঢ় শূদ্রকে অধোমুখ নরকে প্রপীড়িত কর। হে পাশপাণে! হে কশাপাণে! ব্রাহ্মণজেতা শূদ্র, ব্রাহ্মণাভিমানী বৈশ্য, যাজক ক্ষত্রিয়, বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ এবং লাক্ষাবিক্রয়ী, লবণ-বিক্রয়ী, মাংসবিক্রয়ী, তৈলবিক্রয়ী, বিষবিক্রয়ী, ঘৃতবিক্রয়ী, অস্ত্রবিক্রয়ী ও ঐক্ষব গুড়াদি-বিক্রয়ী দ্বিজাধম,—এই সকল পাপীর পদদ্বয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া কশাঘাত করত ইহাদিগকে 'তপ্তকর্দ্দম" নরকে লইয়া যাও। কুলপাংশুলা এই ব্যভিচারিণী স্ত্রী দ্বারা তপ্তলৌহময় তদীয় উপপতিকে শীঘ্র আলিঙ্গন করাও। হে দুরাধর্ষ! যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন ব্রত গ্রহণ করিয়া অজেতিন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে 'বহু-ভ্রমরদংশক' নরকে লইয়া যাও।" আত্মকর্ম্ম-শঙ্কিত দুর্বৃত্ত পাপিষ্ঠগণ, দূর হইতে যমের এই সকল কথা শুনিতে পায় এবং সাক্ষাতে ইঁহার সেই অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করে। যাঁহারা স্বীয় ঔরসপুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মতঃ দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল রাজাই এই যমরাজের সভাসদ্। যাঁহাদের রাজ্য, বর্ণ এবং আশ্রমের অনুরূপ কর্ম্ম সকল প্রজাগণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং অকালমৃত্যু যাঁহাদের রাজ্যে নাই, সেই সকল রাজা এই যমরাজের সভাসদ্।৭৬—৯২। যাঁহাদের রাজ্যে দরিদ্র নাই, দুর্বৃত্ত নাই, বিপন্ন নাই, এবং শোকার্ত্ত ব্যক্তি নাই, সেই সকল রাজারাই এই যমরাজের সভাসদ্। সদা স্বধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সংযমশালী অন্যান্য লোকেও এই যমরাজধানী সংযমনী পুরীতে বাস করে।

জয়দ্রথঃ। রজিঃ সহস্রজিৎ কুক্ষিদৃ ঢ়ধন্বা রিপুঞ্জয়ঃ॥ ৯৫॥ যুবনাশ্বো দন্তবক্রো নাভাগো রিপুমঙ্গলঃ। করন্ধমো ধর্ম্মসেনঃ পরমর্দ্দঃ পরান্তকঃ॥ ৯৬॥ এতে চান্যে চ বহবো রাজানো নীতিবর্ত্তিনঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারজ্ঞাঃ সুধর্ম্মায়াং সমাসতে॥৯৭॥ গণাবুচতুঃ। অন্তচ্চ তে প্রবক্ষ্যাবো যে ন পশ্যন্তি ভাস্করিম্। দণ্ডপাশোদ্যতকরান্ দূতানুগ্রাননান্ ক্বচিৎ॥ ৯৮॥ গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে। দামোদরাচ্যুত জনার্দ্দন বাসুদেব ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৯৯॥ গঙ্গাধরান্ধকরিপো হর নীলকণ্ঠ বৈকুণ্ঠ কৈটভরিপো কমঠাব্জপাণে। ভুতেশ খণ্ডপরশো মৃড় চণ্ডিকেশ ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০০॥ বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচূড়। নারায়ণাসুরনিবর্হণ শার্ঙ্গপাণে ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০১॥ মৃত্যুঞ্জয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রো শ্রীকান্ত পীতবসনাম্বুদনীল শৌরে। ঈশান কৃত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০২॥ লক্ষ্মীপতে মধুরিপো পুরুষোত্তমাদ্য শ্রীকণ্ঠ দিগ্বসন শান্ত পিনাকপাণে। আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনাভ ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০৩॥ সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন দেবদেব ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে। ত্র্যক্ষোরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০৪॥ শ্রীরাম রাঘব রমেশ্বর রাবণারে ভূতেশ মন্মথরিপো প্রমথাধিনাথ। চাণূরমর্দ্দন হৃষীকপতে মুরারে ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০৫॥ শূলিন্ গিরীশ রজনীশকলাবতংস কংসপ্রণাশন সনাতন কেশিনাশ। ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০৬॥ গোপীপতে যদুপতে বসুদেবসূনো কর্পূরগৌর বৃষভধ্বজ ভালনেত্র।

উশীনর, সুধন্বা, বৃষপর্ব্বা, জয়দ্রথ, রজি, সহস্রজিৎ, কুক্ষি, দৃঢ়ধন্বা, রিপুঞ্জয়, যুবনাশ্ব, দন্তবক্র, মিত্রমঙ্গলকর নাভাগ, করন্ধম, ধর্ম্মসেন, পরমর্দ্দ এবং পরান্তক—এই সকল এবং অন্যান্য নীতিবর্ত্তী বহুতর ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারাভিজ্ঞ, রাজারা যম-দেবসভায় আসীন থাকেন। এতদ্ভিন্ন আর যাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর দণ্ডপাশধারী উগ্রানন যমদূতবৃন্দ এবং যমলোক দর্শন কখন করিতে হয় না, তাঁহাদের কথাও বলিতেছি। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা গোবিন্দ! মাধব! মুকুন্দ! হরে! মুরারে! শম্ভো! শিব! ঈশ! শশিশেখর! শূলপাণে! দামোদর! অচ্যুত! জনার্দ্দন! বাসুদেব!—এই সকল বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবে না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, গঙ্গাধর! অন্ধকরিপো! হর! নীলকণ্ঠ! বৈকুণ্ঠ! কৈটভরিপো! কমঠ! (কূর্ম্মরূপ!) অব্জপাণে! (পদ্মহস্ত!) ভূতেশ! খণ্ডপরশো! মৃড়! চণ্ডিকেশ!—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, বিষ্ণো! নৃসিংহ! মধুসূদন! চক্রপাণে! গৌরীপতে! গিরিশ! শঙ্কর! চন্দ্রচূড়! নারায়ণ! অসুরনিবর্হণ! (অসুর-নাশন!) শার্ঙ্গপাণে!—এইরূপ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, মৃত্যুঞ্জয়! উগ্র! বিষমেক্ষণ! (বিরূপাক্ষ!) কামশত্রো! (স্মরারে!) শ্রীকান্ত! পীতবসন! অম্বুদনীল! (ঘনশ্যাম!) শৌরে! ঈশান! কৃত্তিবসন! (কৃত্তিবাসঃ!) ত্রিদশৈকনাথ! (দেবদেব!)—এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, লক্ষ্মীপতে! মধুরিপো! পুরুষোত্তম! আদ্য! শ্রীকণ্ঠ! দিগ্বসন! (দিগম্বর!) শান্ত! পিনাকপাণে! আনন্দকন্দ! (আনন্দমূল!) ধরণীধর! পদ্মনাভ!—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না! হে ভটগণ, যাঁহারা সর্ব্বদা, সর্ব্বেশ্বর! ত্রিপুরসূদন! দেবদেব! ব্রহ্মণ্যদেব! গরুড়ধ্বজ! শঙ্খপাণে! ত্র্যক্ষ! (ত্র্যম্বক!) উরগাভরণ! বালমৃগাঙ্কমৌলে! (শশাঙ্ককলাশেখর!)—এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, শ্রীরাম! রাঘব! রমেশ্বর! রাবণারে! ভূতেশ! মন্মথ-রিপো! (মদন-বৈরিন্!) প্রমথাধিনাথ! চাণূর-মর্দ্দন! হৃষীকপতে! (হৃষীকেশ!) মুরারে!—এইরূপ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। ৯৩—১০৫। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, শূলিন্! গিরিশ! রজনীশকলাবতংস! (ইন্দুকলাশেখর!) কংসপ্রণাশন! (কংসঘাতক!) সনাতন! কেশিনাশ! (কেশিমর্দ্দন!) ভর্গ! ত্রিনেত্র! ভব! ভূতপতে! পুরারে!—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। গোপীপতে! (গোপীজনবল্লভ!) যদুপতে! বসুদেবসূনো!

গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ধর্ম্মধুরীণ গোপ ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১০৭ ॥ স্থাণো ত্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মষারে। বিশ্বেশ্বর ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১০৮ ॥ অষ্টোত্তরাধিকশতেন সুচারুনাম্নাং সন্দর্ভিতাং ললিতরত্নকদম্বকেন। সন্নায়কাং দৃঢ়গুণাং দ্বিজকণ্ঠগাং যঃ কুর্য্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ ॥ ১০৯ ॥ ইত্থং দ্বিজেন্দ্র নিজভৃত্যগণান্ সদৈব সংশিক্ষয়েদবনিগান্ স হি ধর্ম্মরাজঃ। অন্যেঽপি যে হরিহরাঙ্কধরা ধরায়াং তে দূরতঃ পুনরহো পরিবর্জ্জনীয়াঃ ॥ ১১০ ॥ অগস্তিরুবাচ। যো ধর্ম্মরাজরচিতাং ললিতপ্রবন্ধাং নামাবলীং সকলকল্মষবীজহন্ত্রীম্। ধীরোঽত্র কৌস্তভভৃতঃ শশিভূষণস্য নিত্যং জপেৎ স্তনরসং স পিবেন্ন মাতুঃ ॥ ১১১ ॥ ইতি শৃণ্বন্ কথাং রম্যাং শিবশর্ম্মা প্রিয়েঽনঘাম্। প্রহৃষ্টবক্ত্রঃ পুরতো দদর্শাপ্সরসাং পুরীম্ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যমলোকবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ। কা ইমা রূপলাবণ্যসৌভাগ্যনিধয়ঃ স্ত্রিয়ঃ। দিব্যালঙ্কারধারিণ্যো দিব্যভোগসমন্বিতাঃ ॥ ১ ॥ গণাবূচতুঃ। এতা বারবিলাসিন্যো যজ্ঞভাজাং প্রিয়ঙ্করাঃ। গীতজ্ঞা নৃত্যকুশলা বাদ্যবিদ্যাবিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥ কামকেলিকলাভিজ্ঞা দ্যূতবিদ্যাবিশারদাঃ। রসজ্ঞা ভাববেদিন্যশ্চতুরাশ্চোচিতোক্তিষু ॥৩॥ নানাদেশবিশেষজ্ঞা নানাভাষাসু কোবিদাঃ। সঙ্কেতোদন্তনিপুণা নৈকাঃ স্বৈরচরা মুদা ॥ ৪ ॥ লীলানর্ম্মসু সাভিজ্ঞাঃ সুপ্রলাপেষু পণ্ডিতাঃ। যূনাং মনাংসি সততং স্বৈর্হাবৈ রময়ন্ত্যমূঃ ॥ ৫ ॥ নির্ম্মথ্যমানাৎ ক্ষীরোদাৎ পূর্ব্বমপ্সরসন্ত্বমূঃ। নিঃসৃতাস্ত্রিজগজ্জেতুর্ম্মোহনাস্ত্রং মনোভুবঃ ॥ ৬ ॥ উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা চন্দ্রলেখা তিলোত্তমা। বপু-

---

(বাসুদেব !) কর্পূরগৌর ! (কর্পূরের ন্যায় শুক্লবর্ণ !) বৃষভধ্বজ ! ভালনেত্র ! (ললাটে যাঁহার অন্যতম চক্ষুঃ) গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ! (যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন) ধর্ম্মধুরীণ ! (ধর্ম্মধুরন্ধর !) গোপ ! (গোত্রাণকারিন্ !)—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ ! যাঁহারা সর্ব্বদা, স্থাণো ! ত্রিলোচন ! পিনাকধর ! স্মরারে ! কৃষ্ণ ! অনিরুদ্ধ ! কমলাকর ! কল্মষারে ! (পাপনাশন !) বিশ্বেশ্বর ! ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ ! (যাঁহার জটাকলাপ গঙ্গাপ্রবাহসিক্ত)—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ব্রাহ্মণ ! এই অষ্টোত্তর শত সুচারু নাম স্বরূপ ললিত-রত্নরাজি দ্বারা গ্রথিতা সন্নায়কা দৃঢ়গুণা এই মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠগত করেন, তাঁহাকে উগ্ররূপী যম দর্শন করিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে যাঁহারা বিষ্ণুচিহ্ন শঙ্খচক্রাদি এবং রুদ্রচিহ্ন রুদ্রাক্ষ বিভূতি প্রভৃতি ধারণ করেন, তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করিও না।" হে দ্বিজবর ! যম, ধর্ম্মরাজ কিনা, তাই পৃথিবীগমনোন্মুখ নিজ ভৃত্যগণকে তিনি সর্ব্বদা এই শিক্ষা দিয়া থাকেন। অগস্ত্য বলিলেন,—যে ব্যক্তি ধর্ম্মরাজবিরচিতা নিখিলপাপবীজবিনাশিনী ললিত-রচনা এই হরিহরনামাবলী একাগ্রচিত্তে নিত্য জপ করে, তাহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। প্রিয়ে ! শিবশর্ম্মা হৃষ্টবদনে এই নির্ম্মল কমনীয় কথা শুনিতে শুনিতে সম্মুখের অপ্সরোনগরী দেখিতে পাইলেন। ১০৬—১১২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—রূপ-লাবণ্য-সৌভাগ্যশালিনী দিব্যালঙ্কারধারিণী, দিব্য-ভোগান্বিতা এই রমণীরা কে ? বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন, ইহারা অপ্সরা। অপ্সরোগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রিয়কারিণী বারবিলাসিনী। গীতাভিজ্ঞতা নৃত্যনৈপুণ্য, বাদ্যবিদ্যায় বিচক্ষণতা, কামকেলি-কলায় অভিজ্ঞতা এবং দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শিতা, ইহাদিগের আছে। রসিকতা, ভাবজ্ঞান, সময় মত বাক্প্রয়োগচাতুর্য্য, নানাদেশ-বিশেষাভিজ্ঞতা, নানাভাষায় পাণ্ডিত্য এবং রহস্য-বৃত্তান্তে নৈপুণ্যও ইহাদের সম্পূর্ণ। এই অপ্সরোগণ,—আনন্দে এবং স্বচ্ছন্দে দলে দলে ভ্রমণ করে,—একা একা ইহারা থাকে না। হাব-ভাব-প্রকাশ-চতুরা, সদালাপ-বিদুষী এই অপ্সরোগণ স্বীয় হাব-ভাবে যুবজনের মনোহরণ করিয়া থাকে। ত্রিলোকজয়ী মদনের মোহনাস্ত্রস্বরূপ এই রমণীগণ, পূর্ব্বকালে ক্ষীরোদ-মন্থনে উৎপন্ন হইয়াছিল। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চন্দ্রলেখা,

স্বতী কান্তিমতী লীলাবত্যুৎপলাবতী ॥ ৭ ॥ অলম্বুষা গুণবতী স্থূলকেশী কলাবতী। কলানিধির্গুণনিধিঃ কর্পূরতিলকোর্ব্বরা ॥ ৮ ॥ অনঙ্গলতিকা চাপি তথা মদনমোহিনী। চকোরাক্ষী চন্দ্রকলা তথা মুনিমনোহরা ॥ ৯ ॥ গ্রাবদ্রাবা তপোদ্বেষ্ট্রী চারুনাসা সুকর্ণিকা। দারুসঞ্জীবিনী সুশ্রীঃ ক্রতুশুল্কা শুভাননা ॥ ১০ ॥ তপঃশুল্কা তীর্থশুল্কা দানশুল্কা হিমাবতী। পঞ্চাশ্বমেধিকা চৈব রাজসূয়ার্থিনী তথা ॥১১॥ অগ্নিহোমিকা তদ্বদ্বাজপেয়শতোদ্ভবা। ইত্যাদ্যপ্সরসাং শ্রেষ্ঠং সহস্রং ষষ্টিসম্মিতম্ ॥ ১২ ॥ এতস্মিন্নপ্সরোলোকে বসন্ত্যন্যা অপি স্ত্রিয়ঃ। সদাস্খলিতলাবণ্যাঃ সদাস্খলিতযৌবনাঃ ॥ ১৩ ॥ দিব্যাম্বরা দিব্যমাল্যা দিব্যাগন্ধানুলেপনাঃ। দিব্যভোগৈঃ সুসম্পন্নাঃ স্বেচ্ছাবিধৃতবিগ্রহাঃ ॥ ১৪ ॥ কৃত্বা মাসোপবাসানি স্খলন্তি ব্রহ্মচর্য্যতঃ। সকৃদেব দ্বিকৃত্বো বা ত্রিঃকৃত্বো দৈবযোগতঃ ॥ ১৫ ॥ তা ইমা দিব্যভোগিন্যো রূপলাবণ্যসম্পদঃ। নিবসন্ত্যপ্সরোলোকে সর্ব্বকামসমন্বিতাঃ ॥১৬॥ কৃত্বা ব্রতানি সাঙ্গানি কামিকানি বিধানতঃ। ভবন্তি স্বৈরচারিণ্যো দেবভোগ্যা ইহাগতাঃ ॥ ১৭ ॥ পতিব্রতধরা নার্য্যো বলেন বলিনা ধৃতাঃ। ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা রমন্তে তং কদাচিত্তা ইমা দ্বিজ ॥ ১৮ ॥ ভর্ত্তরি প্রোষিতে যাশ্চ ব্রহ্মচর্য্যব্রতাঃ সদা। বিপ্রবন্তে সকৃদ্দৈবাত্তা এতা বামলোচনাঃ ॥ ১৯ ॥ কুসুমানি সুগন্ধীনি সুবাসশ্চন্দনং তথা। সুগৌরঞ্চাপি কর্পূরং সূক্ষ্মাণ্যম্বরাণি চ ॥ ২০ ॥ পর্ণানি ঋজুতারাণি জীর্ণানি কঠিনানি চ। সাগ্রাণি স্বর্ণবর্ণানি স্থূলনীলশিরাণি চ ॥ ২১ ॥ সুবাসোপস্কারাঢ্যানি নাগবল্ল্যা দ্বিজোত্তম। শয্যা বিচিত্রাভরণা রতিশালোচিতানি চ ॥ ২২ ॥ বহুকৌতুকবস্তূনি সমর্প্য দ্বিজদম্পতী। ভোগদানমিদং কাম্যং প্রতিসঙ্ক্রমণং রবেঃ ॥ ২৩ ॥ কিং বা প্রতিব্যতীপাতমেকসংবৎসরাবধি। কোহদাদিতি চ মন্ত্রেণ যা দদ্যাদ্বরবর্ণিনী ॥ ২৪ ॥ কামরূপধরো দেবঃ প্রীয়তামিতিবাদিনী। সা শ্রেষ্ঠাপ্সরসাং মধ্যে বসেৎ কল্পমিহাঙ্গনা ॥ ২৫ ॥ কন্যারূপধরা কাচিদ্যা ভুক্তা কেনচিৎ ক্বচিৎ। দেবরূপেণ তং কালমারভ্য ব্রহ্মচারিণী ॥ ২৬ ॥ তদেব বৃত্তং ধ্যায়ন্তী নিধনং যাতি কালতঃ। দিব্যরূপধরা সেহ জায়তে দিব্যভোগভাক্ ॥ ২৭ ॥ নিদানমপ্সরোলোকস্যেতি শৃণ্বন্ দ্বিজাগ্রণীঃ। সৌরং লোকমথ প্রাপ্য ক্ষণেন স

তিলোত্তমা, বপুষ্মতী, কান্তিমতী, লীলাবতী, উৎপলাবতী, অলম্বুষা, গুণবতী, স্থূলকেশী, কলাবতী, কলানিধি, গুণনিধি, কর্পূরতিলকা, উর্ব্বরা, অনঙ্গলতিকা, মদনমোহিনী, চকোরাক্ষী, চন্দ্রকলা, মুনি-মনোহরা, গ্রাবদ্রাবা, তপোদ্বেষ্ট্রী, চারুনাসা, সুকর্ণা, দারু-সঞ্জীবনী, সুশ্রী, ক্রতুশুল্কা, শুভাননা, তপঃশুল্কা, তীর্থশুল্কা, হিমাবতী, শঞ্চাশ্বমেধা, রাজসূয়ার্থিনী, অগ্নিহোমা এবং বাজপেয়শতোদ্ভবা, ইত্যাদি প্রধান অপ্সরা ষষ্টি সহস্র। এই অপ্সরোলোকে, স্থির-যৌবনা স্থিরলাবণ্যা আরও অনেক রমণী বাস করে। তাহাদেরও দিব্য বস্ত্র, দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ-অনুলেপন; তাহারাও দিব্যভোগসম্পন্ন এবং ইচ্ছামত শরীর ধারণ করিতে পারে। যে সকল রমণী, মাসোপবাস ব্রত করিয়া একবার, দুইবার—বড় জোর, তিন বার দৈবযোগে ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হয়, তাহারাই দিব্য-ভোগ-সম্পন্না, রূপ-লাবণ্যশালিনী এবং সর্ব্বকাম-প্রাপ্ত হইয়া এই অপ্সরোলোকে বাস করে। যথাবিধি সাঙ্গকাম ব্রত অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে এই লোকে সমাগত হইয়া স্বৈরচারিণী দেবভোগ্যা হয়। হে দ্বিজ! যে সকল পতিব্রতা নারী, বলবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আক্রান্ত হইয়া স্বামিবোধেই তাহার সহিত কখন সঙ্গ করিয়াছে, তাহারাই এই লোকে আগমন করে। ১—১৮। স্বামী প্রবাসে; সর্ব্বদাই যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছে, কিন্তু দৈবাৎ একবার ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইয়াছে;—সেই সকল রমণীরা এই অপ্সরোলোকে বাস করে। যে বরবর্ণিনী, দ্বিজপতিকে পূজা করিয়া "কোহদাৎ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা এবং "কামরূপী দেব প্রীত হউন" এই বলিয়া এক বৎসর যাবৎ প্রতি সংক্রান্তি অথবা প্রতি ব্যতীপাত যোগে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম, সুগন্ধি চন্দন, সুশুভ্র কর্পূর, সুসূক্ষ্ম বস্ত্ররাজি সমদীর্ঘ কঠিন সুপক্ব স্থূলনীলশিরাযুত সুবর্ণ-বর্ণ সাগ্র সুগন্ধি উপকরণ-পূর্ণ তাম্বূলসমূহ, বিচিত্রাভরণ-ভূষিত অনেক শয্যা এবং রতিমন্দিরোপযুক্ত বহুতর কৌতুক বস্তু—এই কামভোগ দান করে, সেই রমণী, অপ্সরোমধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়া এক কল্প এই স্থানে বাস করে। যে রমণী কন্যাকালে কখন কোন দেবতা কর্ত্তৃক উপভুক্তা হইয়া তৎকালাবধি সেই পূর্ব্ববৃত্ত ধ্যান করতই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যথাসময়ে নিধন প্রাপ্ত হয়, সে দিব্যরূপিণী এবং দিব্যভোগিনী হইয়া এই অপ্সরোলোকে সমাগত হয়। দ্বিজাগ্রগণ্য শিবশর্ম্মা এই

বিমানগঃ ॥ ২৮ ॥ যথা কদম্বকুসুমং কিঞ্জল্কৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্। দেদীপ্যমানং হি তথা সমন্তাদ্ভানুভানুভিঃ ॥ ২৯ ॥ দূরাদ্রবিং স বিজ্ঞায় ধৃতভামরসদ্বয়ম্। নবভির্যোজনানাঞ্চ সহস্রৈঃ সম্মিতেন হ ॥ ৩০ ॥ বিচিত্রেণৈকচক্রেণ সপ্তসপ্তিযুতেন চ। অনূরুণাধিষ্ঠিতেন পুরতো ধৃতরশ্মিনা ॥ ৩১ ॥ অপ্সরোমুনিগন্ধর্ব্বসর্পগ্রামণিনৈঋ তৈঃ। স্যন্দনেনাতিজবিনা প্রণনাম কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩২ ॥ তস্য প্রণামং দেবোঽপি ভ্রূভঙ্গে নানুমস্য চ। অতিদূরং নভোবর্ত্ম ব্যতিচক্রাম স ক্ষণাৎ ॥ ৩৩ ॥ প্রক্রান্তে দ্যুমণৌ দূরং শিবশর্ম্মাতিশর্ম্মবান্। প্রোবাচ ভগবদ্ভক্তৌ কথং লভ্যং রবেঃ পদম্ ॥ ৩৪ ॥ এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুমাচক্ষাথাং মমাগ্রতঃ। সতাং সাপ্তপদী মৈত্রী তন্মে মৈত্র্যা প্রণোদিতৌ ॥ ৩৫ ॥ গণাবূচতুঃ। শৃণু দ্বিজ মহাপ্রাজ্ঞ ত্বয্যকথ্যং ন কিঞ্চন। সৎসঙ্গাদেব সাধূনাং সৎকথা সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৬ ॥ নিয়ন্তা সর্ব্বভূতানাং য একঃ কারণং পরম্। অনাম্নো গোত্ররহিতো রূপাদিপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৭ ॥ আবির্ভাবতিরোভাবৌ যদ্ভ্রূ নর্ত্তনবর্ত্তিনৌ। স এব বক্তি সততং সর্ব্বাত্মা বেদপূরুষঃ ॥ ৩৮ ॥ যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমিতি স্ফুটম্। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে চৈবান্যমুপাসতে ॥ ৩৯ ॥ নিশ্চিতার্থাং শ্রুতিমিমাং ব্রাহ্মণাসো দ্বিজোত্তম। তমেবমুপতিষ্ঠন্তে নিশ্চিত্যৈতি পুনঃপুনঃ ॥ ৪০ ॥ উপলভ্য চ সাবিত্রীং নোপতিষ্ঠেত যঃ পরাম্। কালে ত্রিকালং সপ্তাহাৎ স পতেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ তাবৎ প্রাতর্জপংস্তিষ্ঠেদ্যাবদর্দ্ধোদয়ো রবেঃ। আসনস্থো জপেন্মৌনী প্রত্যগা তারকোদয়াৎ ॥ ৪২ ॥ সাদিত্যাং মধ্যমাং সন্ধ্যাং জপেদাদিত্যসম্মুখঃ। কাললোপো ন কর্ত্তব্যস্তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ কালে ফলন্ত্যোষধয়ঃ কালে পুষ্পন্তি পাদপাঃ। বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে তস্মাৎ কালং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ মন্দেহদেহনাশার্থমুদয়াস্তময়ে রবিঃ। সমীহতে দ্বিজোৎসৃষ্টং মন্ত্রতোয়াঞ্জলিত্রয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ গায়ত্রীমন্ত্রতোয়াঢ্যং দত্তং

প্রকারে অপ্সরোলোকলাভের নিদান শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণমধ্যে বিমানযোগে সৌরলোক প্রাপ্ত হইলেন। কদম্ব-পুষ্প যেমন কিঞ্জল্কজাল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত, এই সৌর-লোকও তদ্রূপ সূর্য্যকিরণজাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান। নবসহস্র যোজন-পরিমিত, সপ্তাশ্ব-চালিত, অশ্বরশ্মি ধারী অরুণ কর্ত্তৃক সম্মুখে অধিষ্ঠিত, অপ্সরা মুনি গন্ধর্ব্ব সর্প যক্ষ এবং রাক্ষসের আশ্রয় অতিবেগ গামী বিচিত্র একচক্র রথ এবং হস্তে দুই পদ্ম দেখিয়া শিবশর্ম্মা সূর্য্যকে চিনিতে পারিলেন, অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সূর্য্যদেব, শিবশর্ম্মার প্রণাম, ভ্রূভঙ্গিদ্বারা অনুমোদন করত ক্ষণমধ্যে অতিদূর গগনমার্গ অতিক্রম করিলেন। অতি সুখী শিবশর্ম্মা, সূর্য্য অতিক্রান্ত হইলে, ভগবদ্ভক্তদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ পুণ্যে সূর্য্যলোক লাভ করা যায়, আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনারা বন্ধুত্বের অনুরোধে আমার সম্মুখে ইহা কীর্ত্তন করুন। সপ্তপদ একত্র গমন করিলেই সজ্জনগণের বন্ধুতা হয়। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ! তোমার নিকট অবক্তব্য কিছুই নাই। সৎসঙ্গেই সাধুদিগের সৎকথা-প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র নিয়ন্তা, পরম কারণ, যাঁহার নাম-গোত্র-রূপাদি নাই, জগতের আবির্ভাবতিরোভাব যাঁহার ভ্রূভঙ্গীর ফল,—সেই সর্ব্বাত্মা বেদ-প্রতিষ্ঠাতা পরমপুরুষ সর্ব্বদাই স্পষ্টরূপে এই কথা বলেন যে, "যিনি আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষ, তিনিই আমি; যাহারা অপরের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসে প্রবিষ্ট হয়।" ১৯—৩৯। হে দ্বিজোত্তম! এই নিশ্চিতার্থা শ্রুতি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা পুনঃপুনঃ স্থির করিয়া একমাত্র সেই আদিত্যরূপী ব্রহ্মকেই উপাসনা করেন। যে দ্বিজ যথাসময়ে সাবিত্রী-উপদিষ্ট হইয়া ত্রিকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন) তাঁহার জপ না করে, সে সপ্তাহ মধ্যে পতিত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রাতঃকালে, সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় পর্য্যন্ত সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাবিত্রী জপ করিবে; সায়ং-সন্ধ্যায় আসনে অবস্থিত হইয়া নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত সূর্য্যাভিমুখে জপ করিবে। আর সূর্য্য যতক্ষণ থাকেন, মধ্যম সন্ধ্যারকাল ততক্ষণ; এ সময়েও সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাবিত্রী জপ করিবে। কাললোপ কর্ত্তব্য নহে, অতএব কালের অপেক্ষা রাখিবে। ওষধি সব, কালেই ফলবান্ হয়; বৃক্ষরাজিও কালে ফলবান্ হয়, জলদজাল কালেই বৃষ্টি করিয়া থাকে, অতএব (কালই বলবান্) কাল লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। সূর্য্য, মন্দেহ নামক রাক্ষসগণের দেহনাশের জন্য উদয় ও অস্তে

যেনাঞ্জলিত্রয়ম্। কালে সবিত্রে কিং ন স্যাত্তেন দত্তং জগত্রয়ম্॥ ৪৬॥ কিং কিং ন সবিতা সূতে কালে সম্যগুপাসিতঃ। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বসূনি পশূনি চ॥ ৪৭॥ মিত্রপুত্রকলত্রাণি ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ। ভোগানষ্টবিধাংশ্চাপি স্বর্গঞ্চাপ্যপবর্গকম্॥ ৪৮॥ অষ্টাদশসু বিদ্যাসু মীমাংসাতিগরীয়সি। ততোঽপি তর্কশাস্ত্রাণি পুরাণং তেভ্য এব চ॥ ৪৯॥ ততোঽপি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেভ্যো গুর্ব্বী শ্রুতির্দ্বিজ। ততোঽপ্যুপনিষচ্ছ্রেষ্ঠা গায়ত্রী চ ততোঽধিকা॥ ৫০॥ দুর্লভা সর্ব্বমন্ত্রেষু গায়ত্রী প্রণবান্বিতা। ন গায়ত্র্যাধিকং কিঞ্চিত্ত্রয়ীষু পরিগীয়তে॥ ৫১॥ ন গায়ত্রীসমো মন্ত্রো ন কাশীসদৃশী পুরী। ন বিশ্বেশসমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ॥৫২॥ গায়ত্রী দেবজননী গায়ত্রী ব্রাহ্মণপ্রসূঃ। গাতারং ত্রায়তে যস্মাদ্গায়ত্রী তেন গীয়তে॥ ৫৩॥ বাচ্যবাচকসম্বন্ধো গায়ত্র্যাঃ সবিতুর্দ্বয়োঃ। বাচ্যোঽসৌ সবিতা সাক্ষাদ্গায়ত্রী বাচিকা পরা॥ ৫৪॥ প্রভাবেণৈব গায়ত্র্যাঃ ক্ষত্রিয়ঃ কৌশিকো বশী। রাজর্ষিত্বং পরিত্যজ্য ব্রহ্মর্ষিপদমীয়িবান্॥ ৫৫ সামর্থ্যং প্রাপ চাত্যুচ্চৈরন্যদ্ভুবনসর্জ্জনে। কিং কিং ন দদ্যাদ্গায়ত্রী সম্যগেবমুপাসিতা॥ ৫৬॥ ন ব্রাহ্মণো বেদপাঠান্ন শাস্ত্রপঠনাদপি। দেব্যাস্ত্রিকালমভ্যাসাদ্ব্রাহ্মণঃ স্যাদ্দ্বিজোঽন্যথা॥ ৫৭॥ গায়ত্র্যেব পরং বিষ্ণুর্গায়ত্র্যেব পরঃ শিবঃ। গায়ত্র্যেব পরো ব্রহ্মা গায়ত্র্যেব ত্রয়ী ততঃ॥ ৫৮॥ দেবত্রয়ং স ভগবানংশুমালী দিবাকরঃ। সর্ব্বেষাং মহসাং রাশিঃ কালঃ কালপ্রবর্ত্তকঃ॥ ৫৯॥ অর্কমুদ্দিশ্য সততমস্মল্লোকনিবাসিনঃ। শ্রুতিং হ্যদাহরন্তীমাং সারাসারবিবেকিনঃ॥ ৬০॥ এষো হে দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥ ৬১॥ সদৈবমুপতিষ্ঠন্তি সৌরৈঃ সূক্তৈরতন্দ্রিতাঃ। যে নমস্ত্যত্র তে বিপ্র বিপ্রা ভাস্করসন্নিভাঃ॥ ৬২॥ পুষ্যার্কেঽপ্যথ হস্তার্কে মূলার্কেঽপ্যথবা দ্বিজ। উত্তরার্কেঽথ যৎ কার্য্যং

দ্বিজ-প্রদত্ত অঞ্জলিত্রয়-পরিমিত জল আকাঙ্ক্ষা করেন। যে ব্যক্তি যথাকালে গায়ত্রী-মন্ত্রপূত তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যকে প্রদান করেন, তাঁহার ত্রৈলোক্যদানের ফল হয়। সূর্য্যদেব যথাকালে সম্যক্ উপাসিত হইলে, কি না প্রদান করেন! —তিনি আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধনরাশি এবং পশুবৃন্দ প্রদান করেন; পুত্র, মিত্র, কলত্র এবং বিবিধ-ক্ষেত্র দিয়া থাকেন; আর অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ এবং মুক্তিও প্রদান করেন। অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা অতি গরীয়সী; তর্কশাস্ত্র সমুদয় মীমাংসা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, পুরাণ, তর্কশাস্ত্র হইতেও গুরুতর। হে দ্বিজ! ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও গুরু। উপনিষৎ অন্য বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; গায়ত্রী উপনিষদের বড়। প্রণবান্বিতা গায়ত্রী, সকল মন্ত্র অপেক্ষাই দুর্লভ। বেদত্রয়ের মধ্যে গায়ত্রীর, অধিক আর কিছুই উক্ত হয় নাই। গায়ত্রীর তুল্য মন্ত্র নাই, কাশী সদৃশী পুরী নাই, বিশ্বেশ্বরের ন্যায় লিঙ্গ নাই, ইহা সত্য সত্য, পুনঃপুনঃ সত্য। গায়ত্রী —বেদজননী, গায়ত্রী,—ব্রাহ্মণজননী। গায়ৎ অর্থাৎ গানকর্ত্তাকে ত্রাণ করেন বলিয়া "গায়ত্রী" এই নাম হইয়াছে। গায়ত্রী এবং সবিতা (সূর্য্য) এ উভয়ে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। সাক্ষাৎ সবিতা গায়ত্রীর বাচ্য এবং গায়ত্রী বাচিকা। জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও গায়ত্রীর প্রভাবেই রাজর্ষিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মর্ষি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অন্য জগৎসৃষ্টি সামর্থ্যও তিনি এই গায়ত্রী-প্রভাবেই প্রাপ্ত হইয়াছেন;—সম্যক্ উপাসিতা হইলে এই গায়ত্রী কি না দিয়া থাকেন। বেদপাঠেও ব্রাহ্মণ হয় না, শাস্ত্রপাঠেও ব্রাহ্মণ হয় না;—দেবী গায়ত্রীর ত্রৈকালিক অভ্যাসেই ব্রাহ্মণ হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। গায়ত্রীই পরম বিষ্ণু, গায়ত্রীই পরম শিব, গায়ত্রীই পরম ব্রহ্মা; অতএব গায়ত্রীই ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রাত্মক বেদত্রয়। সেই রশ্মিজালসম্পন্ন দিবাকরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; তিনি সর্ব্বতেজোরাজি, তিনিই কাল এবং কালপ্রবর্ত্তক। সারাসার-বিবেচনা-সম্পন্ন, আমাদিগের বৈকুণ্ঠ লোকবাসিগণ, সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বদা এই শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন;—হে জনগণ! এই দেব সমস্ত দিক্‌বিদিক্, ঊর্দ্ধ অধঃ এবং তির্য্যক্ প্রদেশ ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান। ইনি অনাদি-নিধন অথচ উৎপন্ন, ইনিই মাতৃগর্ভে অবস্থিত, ইনিই উৎপন্ন হইবেন; প্রতি পদার্থেই ইঁহার অস্তিত্ব এবং এই দেহই সর্ব্বতোমুখ।"৪০—৬১। যে ব্রাহ্মণেরা নিরালস্য হইয়া সূর্য্যসূক্ত দ্বারা এইরূপে সর্ব্বদাই সূর্য্যের উপাসনা করেন, হে বিপ্র! তাঁহারা সূর্য্যতুল্য হইয়া এই সূর্য্যলোকে বাস করেন। হে দ্বিজ! রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে, রবিবারে হস্তানক্ষত্রে, রবিবার মূলানক্ষত্রে

তৎ ফলত্যেব নান্যথা ॥ ৬৩ ॥ পৌষে মার্ত্তণ্ডদিবসে যঃ স্নাত্বা ভাস্করোদয়ে। দানং হোমং জপং কুর্য্যাদর্চ্চামর্কস্য সুব্রতঃ ॥ ৬৪ ॥ শ্রদ্ধাবানেক-ভক্তশ্চ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। সহাপ্সরোভির্দ্দ্যুতি-মান্ স বসেদত্র ভোগবান্ ॥ ৬৫ ॥ অয়নে বিষুবে চাপি ষড়শীতিমুখেষু বা। বিষ্ণুপদ্যাঞ্চ যে দদ্যু-র্মহাদানানি সুব্রতাঃ ॥ ৬৬ ॥ তিলান্ জুহ্বতি সাজ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ন্তি চ। পিতৄনুদ্দিশ্য চ শ্রাদ্ধং যে কুর্ব্বন্তি বিপশ্চিতঃ ॥ ৬৭ ॥ মহা-পূজাঞ্চ যে কুর্য্যুর্মহামন্ত্রান্ জপন্তি চ। তেঽত্র বৈকর্ত্তনে লোকে বিকর্ত্তনসমপ্রভাঃ ॥ ৬৮ ॥ ন দরিদ্রা ন দুঃখার্ত্তা ন ব্যাধিপরিপীড়িতাঃ। সংক্রমেষর্কভক্তা যে ন বিরূপা ন দুর্ভগাঃ ॥ ৬৯ ॥ সংক্রমেষু ন যৈর্দত্তং ন স্নাতং তীর্থবারিষু। বিশেষহোমো ন কৃতঃ কপিলাজ্যাপ্লুতৈস্তিলৈঃ ॥ ৭০ ॥ তে দৃশ্যন্তে প্রতিদ্বারং বিহীননয়নাননাঃ। দেহি দেহীতি জল্পন্তো দেহিনঃ সপটচ্চরাঃ ॥ ৭১ ॥ সমং কৃষ্ণলকেনাপি যো দদ্যাৎ কাঞ্চনং কৃতী। সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে স বসেদত্র পুণ্যভাক্ ॥ ৭২ ॥ সর্ব্বং

এবং রবিবার উত্তরাষাঢ়া উত্তর ভাদ্রপদ ও উত্তর-ফল্গুনীনক্ষত্রে সূর্য্যসম্বন্ধে যাহা করা যায়, তাহা সকল হয়ই—অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি একাহারী কামক্রোধশূন্য এবং ব্রতচারী হইয়া পৌষমাস রবিবারে সূর্য্যোদয়কালে অবগাহনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহ-কারে সূর্য্যের দান, হোম, জপ এবং পূজা করেন, তিনি দীপ্তিশালী ও ভোগসম্পন্ন হইয়া অপ্সরাগণের সহিত সূর্য্যলোকে বাস করেন। যে সকল সুব্রত ব্যক্তি অয়ন-সংক্রান্তি, বিষুব সংক্রান্তি, ষড়শীতি-সংক্রান্তি এবং বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে মহাদান করে, সাজ্য তিলহোম করে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, যাহারা পিতৃলোকের উদ্দেশে এই সব দিনে শ্রাদ্ধ করে, এই সকল দিনে মহাপূজা করে, এবং মহামন্ত্র জপ করে, তাহারা সূর্য্যসমপ্রভ হইয়া সূর্য্যলোকে বাস করে। সংক্রান্তি দিনে যাহারা সূর্য্যের আরা-ধনা করে, তাহারা দরিদ্র, দুঃখার্ত্ত, রোগার্ত্ত, কুরূপ বা দুর্ভাগ্যসম্পন্ন হয় না; যাহারা সংক্রান্তিদান করে নাই, কপিলা-গব্যঘৃতসিক্ত তিলদ্বারা বিশেষ হোম করে নাই, তাহাদিগকে দেখা যায়,—নেত্রহীন, মুখহীন, ছিন্নবস্ত্র-পরিধান, লোকের দ্বারে দ্বারে "দেহি দেহি" রব করিতেছে। যে কৃতী সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে এক কৃষ্ণল সুবর্ণও দান করে,সেই পুণ্যবান্

গঙ্গাসমং তোয়ং সর্ব্বে ব্রহ্মসমা দ্বিজাঃ। সর্ব্বং দেয়ং স্বর্ণসমং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ॥ ৭৩ ॥ দত্তং জপ্তং হুতং স্নাতং যৎকিঞ্চিৎ সদনুষ্ঠিতম্। ভানূপরাগে শ্রাদ্ধাদি তদ্ধেতুর্ব্রধ্নসন্নিধেঃ ॥ ৭৪ ॥ গ্রাস্যমানে ভবেৎ স্নানং গ্রস্তে হোমো বিধীয়তে। মুচ্যমানে ভবেদ্দানং মুক্তিস্নানং বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥ রবিবারে সংক্রমশ্চেদুপরাগোঽথবা ভবেৎ। তদা যদর্জ্জিতং পুণ্যং তদিহাক্ষয়মাপ্যতে ॥৭৬॥ ভানুবারো যদা ষষ্ঠ্যাং সপ্তম্যামথ জায়তে। তদা যৎ সুকৃতং কর্ম্ম কৃতং তদিহ ভুজ্যতে ॥ ৭৭ ॥ বারাণস্যামর্কবারে লোলার্কাদ্যর্কসেবনাৎ। অন্যত্রাপি বিপন্নশ্চেদর্ক-লোকে মহীয়তে ॥ ৭৮ ॥ হংসো ভানুঃ সহস্রাংশু-স্তপনস্তাপনো রবিঃ। বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ বিশ্বকর্ম্মা বিভাবসুঃ ॥ ৭৯ ॥ বিশ্বরূপো বিশ্বকর্ত্তা মার্ত্তণ্ডো মিহিরোঽংশুমান্। আদিত্যশ্চোষ্ণগুঃ সূর্য্যোঽর্য্যমা ব্রধ্নো দিবাকরঃ ॥ ৮০ ॥ দ্বাদশাত্মা সপ্তহয়ো ভাস্করোঽহস্করঃ খগঃ। সূরঃ প্রভাকরঃ শ্রীমাঁ-ল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ ॥ ৮১ ॥ ত্রিলোকেশো লোক-সাক্ষী তমোরিঃ শাশ্বতঃ শুচিঃ। গভস্তিহস্ত-স্তীব্রাংশুস্তরণিঃ সুমহোরণিঃ ॥ ৮২ ॥ দ্যুমণির্হরি-দশ্বোঽর্কো ভানুমান্ ভয়নাশনঃ। ছন্দোশ্বো বেদ-বেদ্যশ্চ ভাস্বান্ পূষা বৃষাকপিঃ ॥ ৮৩ ॥ একচক্র-রথো মিত্রো মন্দেহারিস্তমিস্রহা। দৈত্যহা পাপ-

এই সূর্য্যলোকে বাস করে। দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে সকল জলই গঙ্গাজলের তুল্য; সকল ব্রাহ্মণই সাক্ষাৎ ব্রহ্মার তুল্য এবং সকল দেয় পদার্থই সুবর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে।৬২—৭৩। সূর্য্যগ্রহণে দান, জপ,হোম, স্নান এবং শ্রাদ্ধাদি যে কিছু সদনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই সূর্য্যলোকপ্রাপ্তির হেতু। ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে রবিবার হইলে, তাহাতে যে পুণ্যকার্য্য করা যায়, তাহার ফলভাগ এই সূর্য্যলোকে হয়। হংস, ভানু, সহস্রাংশু, তপন, তাপন, রবি, বিকর্ত্তন, বিবস্বান্, বিশ্বকর্ম্মা, বিভাবসু, বিশ্ব-রূপ, বিশ্বকর্ত্তা, মার্ত্তণ্ড, মিহির, অংশুমান্, আদিত্য, উষ্ণগু, সূর্য্য, অর্য্যমা, ব্রধ্ন, দিবাকর, দ্বাদশাত্মা সপ্তহয়, ভাস্কর, অহস্কর, খগ, সূর, প্রভাকর, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, ত্রিলোকেশ, লোকসাক্ষী, তমোরি, শাশ্বত, শুচি, গভস্তিহস্ত, তীব্রাংশু, তরণি, সমুহ্, অরণি, দ্যুমণি, হরিদশ্ব, অর্ক, ভানুমান, ভয়নাশন, ছন্দোশ্ব, বেদবেদ্য, ভাস্বান্, পূষা, বৃষাকপি, একচক্ররথ, মিত্র,

হর্ত্তা চ ধর্ম্মো ধর্ম্মপ্রকাশকঃ ॥ ৮৪ ॥ হেলিকশ্চিত্র-ভানুশ্চ কলিঙ্গস্তার্ক্ষ্যবাহনঃ। দিকৃপতিঃ পদ্মিনী-নাথঃ কুশেশয়করো হরিঃ ॥ ৮৫ ॥ ধর্ম্মরশ্মির্দুর্নি-রীক্ষ্যশ্চণ্ডাংশুঃ কশ্যপাত্মজঃ। এভিঃ সপ্ততি-সংখ্যাকৈঃ পুণ্যৈঃ সূর্য্যস্য নামভিঃ ॥ ৮৬ ॥ প্রণ-বাদিচতুর্থ্যন্তৈর্নমস্কারসমন্বিতৈঃ। প্রত্যেকমুচ্চর-ন্নাম দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা দিবাকরম্ ॥ ৮৭ ॥ বিগৃহ্য পাণিযুগ্মেন তাম্রপাত্রং সুনির্ম্মলম্। জানুভ্যামবনীং গত্বা পরি-পূর্য্য জলেন চ ॥ ৮৮ ॥ করবীরাদিকুসুমৈ রক্তচন্দন-মিশ্রিতৈঃ। দূর্ব্বাঙ্কুরৈরক্ষতৈশ্চ নিক্ষিপ্তৈঃ পাত্র-মধ্যতঃ ॥ ৮৯ ॥ দদ্যাদর্ঘ্যমনর্ঘ্যায় সবিত্রে ধ্যান-পূর্ব্বকম্। উপমৌলি সমানীয় তৎপাত্রং নান্যদৃষ্মনাঃ ॥ ৯০ ॥ প্রতিমন্ত্রং নমস্কুর্য্যাদুদয়াস্তময়ে রবিম্। অনয়া নামসপ্তত্যা মহামন্ত্ররহস্যয়া ॥ ৯১ ॥ এবং কুর্ব্বন্নরো জাতু ন দরিদ্রো ন দুঃখভাক্। ব্যাধি-ভির্মুচ্যতে ঘোরৈরপি জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ ॥ ৯২ ॥ বিনৌষধৈর্বিনা বৈদ্যৈর্বিনা পথ্যপরিগ্রহৈঃ। কালেন নিধনং প্রাপ্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ৯৩ ॥

ইত্যেকদেশঃ কথিতো ভানুলোকস্য সত্তম। মহাতেজোনিধেরস্য কো বিশেষজ্ঞবেত্ত্যহো ॥ ৯৪ ॥ স্বকর্ণবিষয়ীকুর্ব্বন্নিতি পুণ্যকথামিমাম্। ক্ষণাদা-লোকয়াঞ্চক্রে মহেন্দ্রস্য মহাপুরীম্ ॥ ৯৫ ॥ অগস্তি-রুবাচ। শ্রুত্বা সৌরীং কথামেতামপ্সরোলোক-সংযুতাম্। ন দরিদ্রো ভবেৎ ক্বাপি নাধর্ম্মেষু প্রবর্ত্ততে ॥ ৯৬ ॥ ব্রাহ্মণৈঃ সততং শ্রাব্যমিদমা-খ্যানমুত্তমম্। বেদপাঠেন যৎ পুণ্যং তৎপুণ্যফল-দায়কম্ ॥ ৯৭ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শ্রুত্বা-স্তোঽধ্যায়মুত্তমম্। পাতকানি বিসৃজ্যেহ গতিং যাস্যন্ত্যনুত্তমাম্ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অপ্সরঃসূর্য্যলোকবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ। রময়ন্তী মনোঽতীব কেয়ং কস্যেয়-মীশিতুঃ। নয়নানন্দসন্দোহদায়িনী পুরমুত্তমা ॥ ১ ॥ গণাবূচতুঃ। শিবশর্ম্মন্ মহাভাগ সুতীর্থকলিতক্রম।

মন্দেহারি, তমিস্রহা, দৈত্যহা, পাপহর্ত্তা, ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রকাশক, হেলিক, চিত্রভানু, কলিঙ্গ, তার্ক্ষ্যবাহন, দিকৃপতি, পদ্মিনীনাথ, কেশেশয়, কর, হরি, ধর্ম্মরশ্মি, দুর্নিরীক্ষ্য, চণ্ডাংশু, কশ্যপাত্মজ—এই সপ্ততিসংখ্যক পবিত্র সূর্য্যনাম। ইহার প্রত্যেকটী চতুর্থীর একবচনান্ত, আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ পদ,—এইরূপ প্রত্যেক পদ উচ্চারণ করিয়া এবং প্রত্যেকবার সূর্য্যদর্শন করিয়া মহাপূজ্য সূর্য্যদেবকে পাণিপুটগৃহীত, জলপূর্ণ, সুনির্ম্মল, তাম্রপাত্রের মধ্যস্থিত করবীরাদিপুষ্প, রক্তচন্দন, দূর্ব্বাঙ্কুর এবং অক্ষত দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান ধ্যানপূর্ব্বক করিবে। সেই পাণিপুট-গৃহীত অর্ঘ্যপাত্র মস্তকের নিকট পর্য্যন্ত আনিয়া মন এবং নয়ন সূর্য্যে সমাধান-পূর্ব্বক এই অর্ঘ্যদান করিতে হইবে। আর উদয় এবং অস্তকালে সূর্য্যকে প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। সর্ব্বমন্ত্র মধ্যে মহাগোপনীয়, এই সপ্ততিসংখ্যক মন্ত্র দ্বারা এইরূপ অনুষ্ঠান যে মানব করিবে, সে কখনই দরিদ্র বা দুঃখী হইবে না। জন্মান্তরার্জ্জিত পাপফলে ঘোরতর বহুরোগ হইলেও বিনা ঔষধে, বিনা বৈদ্যে, বিনা পথ্যে এই কার্য্য প্রভাবেই তৎসমস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়। আবার, যথাসময়ে মৃত্যুর পর, সূর্য্য-

লোকে সসম্মানে বাস হয়। হে সত্তম! সূর্য্যলোকের এই একাংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম; এই মহাতেজোনিধির বিশেষজ্ঞতা কাহার আছে? শিবশর্ম্মা, এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণমধ্যে মহেন্দ্রের মহানগরী দেখিতে পাইলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—অপ্সরোলোকের কথা এবং সূর্য্যলোকের কথা শ্রবণ করিলে, কখন দারিদ্র্য হয় না এবং অধর্ম্মপ্রবৃত্তি হয় না। ব্রাহ্মণেরা এই উত্তম আখ্যান সর্ব্বদা শ্রবণ করিবেন; বেদ পাঠে যে ফল লাভ হয়, এই আখ্যান শ্রবণে সেই পুণ্য হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা এই উত্তম অধ্যায় শ্রবণ করিলে ইহলোকের পাতকরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া অত্যুত্তম গতি লাভ করেন।৭৪—৯৮।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—মনোভিরামা নয়নানন্দরাশি-প্রদায়িনী অত্যুত্তমা এই নগরীর নাম কি এবং ইহার অধীশ্বরই বা কে? বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাভাগ শিবশর্ম্মন্! ইহা অমরাবতী; সুতীর্থ

লোকোঽত্র রমতে বিপ্র সহস্রাক্ষপুরী শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥ তপোবলেন মহতা বিহিতা বিশ্বকর্ম্মণা। দিবাপি কৌমুদী যস্যাঃ সৌধশ্রেণীশ্রিয়ং শ্রয়েৎ ॥ ৩ ॥ যদা কলানিধিঃ কাপি দর্শেঽদৃশ্যত্বমাবহেৎ। তদা স্বপ্রেয়সীং জ্যোৎস্নাং সৌধেষেষু নিগূহয়েৎ ॥ ৪ ॥ যদচ্ছভিত্তৌ বীক্ষ্য স্বমন্যযোষিদ্বিশঙ্কিতা। মুগ্ধা নাশু বিশেচ্চিত্রমপি স্বাং চিত্রশালিকাম্ ॥ ৫ ॥ হর্ম্ম্যেষু নীলমণিভির্নির্ম্মিতেষত্র নির্ভয়ম্। স্বনীলিমানমাধায় তমোঽহঃস্বপি তিষ্ঠতি ॥ ৬ ॥ চন্দ্রকান্তশিলাজালস্রুতমাত্রামলং জলম্। তত্র চাদায় কলশৈর্নেচ্ছন্ত্যন্যজ্জলং জনাঃ ॥ ৭ ॥ কুবিন্দা ন চ সন্ত্যত্র ন চ তে পঞ্চতোহরাঃ। চৈলান্যলঙ্কৃতীরত্র যতঃ কল্পদ্রুমোঽর্পয়েৎ ॥ ৮ ॥ গণকা নাত্র বিদ্যন্তে চিন্তাবিদ্যাবিশারদাঃ। যতশ্চিকেতি সর্ব্বেষাং চিন্তা চিন্তামণির্দ্রুতম্ ॥ ৯ ॥ সূপকারা ন সন্ত্যত্র রসকর্ম্মবিচক্ষণাঃ। দুগ্ধে সর্ব্বরসানেকা কামধেনুরতো যতঃ ॥ ১০ ॥ কীর্ত্তিরুচ্চৈঃশ্রবা যস্য সর্ব্বতো বাজিরাজিষু। রত্ন-

সেবা-ফলপূর্ণ মনুষ্যরূপ বনস্পতিই এই স্থানে ক্রীড়া করে। বিশ্বকর্ম্মা অতিশয় তপস্যা বলে এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে চন্দ্রিকা, দিবসেও সৌধশ্রেণীর শোভাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চন্দ্র যখন অমাবস্যাতে বা অন্য কোনসময়ে অদৃশ্য হন, তখনই তিনি আপনার প্রিয়তমা জ্যোৎস্নাকে এই সকল সৌধে গোপন করিয়া রাখিয়া দেন। এই নগরীস্থিত সুনির্ম্মল ভিত্তিতে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া মুগ্ধারমণী, স্বামীর আনীত অপরনারী শঙ্কায় শীঘ্র চিত্রশালা প্রবেশ করিতে পারে না; ইহা কি কম আশ্চর্য্য! এই নগরীতে অন্ধকার নীলমনির্ম্মিত হর্ম্ম্যশ্রেণীতে নিজ নীলিমা অর্পণ করিয়া দিবসেও নির্ভয়ে অবস্থান করে। এই নগরীতে চন্দ্রকান্তমণিরক্ষিত নির্ম্মল জল; লোকে কলস কলস সেই জল তথা হইতে লইয়া যায় আর অন্য জল তাহারা ইচ্ছা করে না। এখানে তন্তুবায়ও নাই, সেই সকল সুবর্ণকারেরাও নাই; কল্পদ্রুমই এখানে বসনভূষণ যোগাইয়া থাকে। এখানে চিন্তাবিদ্যাবিশারদ গণককুল নাই; সাক্ষাৎ চিন্তামণি অবিলম্বে সকলের চিন্তার বিষয় জানিতে পারেন। পাপকর্ম্ম-সুনিপুণ সূপকারও এখানে নাই; একা কামধেনু হইতেই সকল প্রকার রস দোহন করিয়া লওয়া হয়। যাহার কীর্ত্তি, লোকে উত্তমরূপে শ্রবণ

মুচ্চৈঃশ্রবাঃ সোঽত্র হয়ানাং পৌরুষাধিকঃ ॥ ১১ ॥ ঐরাবতো দন্তিবরশ্চতুর্দন্তোঽত্র রাজতে। দ্বিতীয় ইব কৈলাসো জঙ্গমস্ফটিকোজ্জ্বলঃ ॥ ১২ ॥ তরুরত্নং পারিজাতঃ স্ত্রীরত্নং সৌর্ব্বশীত্বিহ নন্দনং বনরত্নঞ্চ রত্নং মন্দাকিনী হ্যপাম্ ॥ ১৩ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎসুরাণাং যা কোটিঃ শ্রুতিসমীরিতা ॥ প্রতীক্ষতে সাবসরং সেন্দ্রস্য প্রত্যহং ত্বিহ ॥ ১৪ ॥ স্বর্গেঽপীন্দ্রপদাদন্যন্ন বিশিষ্যেত কিঞ্চন। যদ্যত্রিলোক্যামৈশ্বর্য্যং ন তত্তুল্যমনেন হি ॥ ১৫ ॥ অশ্বমেধসহস্রস্য লভ্যং বিনিময়েন যৎ। কিং তেন তুল্যমন্যৎ স্যাৎ পবিত্রমথবা মহৎ ॥ ১৬ ॥ অর্চ্চিষ্মতী সংযমিনী পুণ্যবত্যমালাবতী। গন্ধবত্যলকেশী চ নৈতত্তুল্যা মহর্দ্ধিভিঃ ॥ ১৭ ॥ অয়মেব সহস্রাক্ষস্ত্বয়মেব দিবস্পতিঃ। শতমন্যুরয়ং দেবো নামান্যেতানি নামতঃ ॥ ১৮ ॥ সপ্তাপি লোকপালা যে ত এবং সমুপাসতে। নারদাদ্যৈর্মুনিবরৈরয়মাশীর্ভিরীড্যতে ॥ এতদৈশ্বর্য্যেণ সর্ব্বেষাং লোকানাং স্বৈর্য্যমিষ্যতে। পরাজয়াম্মহেন্দ্রস্য ত্রৈলোক্যং স্যাৎ পরাজিতম্ ॥ ২০ ॥

করিয়াছে, সর্ব্ব বাজিরাজির মধ্যে অশ্বরত্ন সেই মহাবল উচ্চৈঃশ্রবা এই নগরীতেই বর্ত্তমান। স্ফটিকোজ্জ্বল চতুর্দ্দন্ত করিবর ঐরাবত, স্ফটিকোজ্জ্বল জঙ্গম দ্বিতীয় কৈলাসের ন্যায় এই লোকে বিরাজমান। এই স্থানে পারিজাত তরুই বৃক্ষরত্ন; সেই উর্ব্বশীই স্ত্রীরত্ন; নন্দন কানন বনরত্ন এবং মন্দাকিনীজল জলরত্ন; শ্রুতিকথিত তেত্রিশকোটি দেবতা এই স্থানেই প্রতিদিন ইন্দ্রসেবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করেন। স্বর্গের মধ্যে ইন্দ্রপদের অপেক্ষা উত্তমপদ আর কিছুই নাই। ত্রৈলোক্যে যে যে ঐশ্বর্য্য আছে, তৎসমুদয় এ ঐশ্বর্য্যের তুল্য নহে। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের বিনিময়ে যাহা লাভ করা যায়, সে ফলের তুল্য পবিত্র এবং মহৎ আর কি হইতে পারে! ১—১৬। অর্চ্চিষ্মতী, সংযমিনী, পুণ্যবতী, অমলাবতী, গন্ধবতী, অলকা এবং ঐশী —সপ্ত দিক্‌পালের এই সপ্তপুরীও মহাসমৃদ্ধিতে অমরাবতীর তুল্য নহে। ইনি সহস্রাক্ষ, ইনিই দিবস্পতি, ইনিই দেবশ্রেষ্ঠ শতক্রতু;—এই সকল নাম আর কাহারও নহে। অন্য সপ্ত লোকপালেরাও ইঁহার উপাসনা করেন। নারদাদি মুনিগণও আশীর্ব্বাদ দ্বারা ইঁহার সম্মাননা করেন। ইন্দ্রের স্বৈর্য্যেই সকল লোকের স্থৈর্য্য হয় এবং ইন্দ্রের পরাজয়ে ত্রৈলোক্যেরই পরাজয় হয়। এই ইন্দ্র-

দনুজা মনুজা দৈত্যাস্তপস্তন্ত্যগ্রসংযমাঃ। গন্ধর্ব্ব-যক্ষরক্ষাংসি মহেন্দ্রপদলিপ্সবঃ॥ ২১॥ সগরাদ্যা মহীপালা বাজিমেধবিধায়কাঃ। কৃতবন্তো মহাযজ্ঞং শক্রৈশ্বর্য্যজিঘৃক্ষবঃ॥ ২২॥ নিষ্প্রত্যূহং ক্রতুশতং যঃ কশ্চিৎ কুরুতেঽবনৌ। জিতেন্দ্রিয়োঽমরাবত্যাং স প্রাপ্নোতি পুলোমজাম্॥ ২৩॥ অসমাপ্তক্রতুশতা বসন্ত্যত্র মহীভুজঃ। জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যাগৈর্যে যজন্ত্যপি তে দ্বিজাঃ॥ ২৪॥ তুলাপুরুষদানাদি-মহাদানানি ষোড়শ। যে যচ্ছন্ত্যমলাত্মানস্তে লভন্তেঽমরাবতীম্॥ ২৫॥ অক্লীববাদিনো ধীরাঃ সংগ্রামেষপরাঙ্মুখাঃ। বিশ্রান্তা বীরশয়নে তেঽত্র তিষ্ঠন্তি ভূভুজঃ॥ ২৬॥ ইত্যুদেশাৎ সমাখ্যাতা মহেন্দ্রনগরীস্থিতিঃ। যাযজূকা বসন্ত্যত্র যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদাঃ॥২৭॥ এতস্যা দক্ষিণে ভাগে যেয়ং দৃশ্যেত পূঃ শুভা। ইমামর্চ্চিষ্মতীং পশ্য বীতিহোত্রপুরীং শুভাম্। জাতবেদসি যে ভক্তাস্তে বসন্ত্যত্র সুব্রতাঃ॥ ২৮॥ অগ্নিপ্রবেশং যে কুর্য্যুর্দৃঢ়সত্ত্বা জিতেন্দ্রিয়াঃ। স্ত্রিয়ো বা সত্ত্বসম্পন্নাস্তে সর্ব্বে অগ্নিতেজসঃ॥ ২৯॥ অগ্নিহোত্ররতা বিপ্রাস্তথাগ্নিব্রহ্মচারিণঃ। পঞ্চাগ্নি-ব্রতিনো যে বৈ তেঽগ্নিলোকেঽগ্নিতেজসঃ॥৩০॥ শীতে শীতাপনুত্ত্যৈ যস্থিধ্মভারান্ প্রযচ্ছতি। কুর্য্যাদগ্নিষ্টিকাং বাথ স বসেদগ্নিসন্নিধৌ॥ ৩১॥ অনাথস্যাগ্নি-সংস্কারং যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। অশক্তঃ প্রেরয়েদন্যং সোঽগ্নিলোকে মহীয়তে॥ ৩২॥ জঠরাগ্নিবিবৃদ্ধ্যৈ যো দদ্যাদাগ্নেয়মৌষধম্। মন্দাগ্নয়ে স পুণ্যাত্মা বহ্নিলোকে বসেচ্চিরম্॥ ৩৩॥ যজ্ঞোপস্করবস্তূনি যজ্ঞার্থং দ্রবিণন্তু বা। যথাশক্তি প্রদদ্যাদ্যো হূর্চ্চিষ্মত্যাং বসেৎ স বৈ॥ ৩৪॥ অগ্নিরেকো দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ। গুরুর্দ্দেবো ব্রতং তীর্থং সর্ব্বমগ্নির্ব্বিনিশ্চিতম্॥ ৩৫॥ অপাবনানি সর্ব্বাণি বহ্নিসংসর্গতঃ ক্ষণাৎ। পাবনানি ভবন্ত্যেব তস্মাদযং পাবকঃ স্মৃতঃ॥ ৩৬॥ অপি বেদং বিদিত্বা যস্ত্যক্তা বৈ জাতবেদসম্। অন্যত্র বধ্নাতি রতিং ব্রাহ্মণো ন স বেদবিৎ॥ ৩৭॥ অন্তরাত্মা স্বয়ং সাক্ষান্নিশ্চিতো হ্যাশুশুক্ষণিঃ। মাংসগ্রাসান্ পচেৎ কুক্ষৌ স্ত্রীণাং নো মাংসপেশিকাম্॥ ৩৮॥ তেজস্বী

পদলাভে অভিলাষী হইয়া দৈত্য, দানব, মানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষসেরা উগ্রসংযম অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে। অশ্বমেধকারী সগরাদি রাজগণ, ইন্দ্র-ঐশ্বর্য্য গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পৃথিবীতে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিতে পারে, সে অমরাবতীতে শচী প্রাপ্ত হয়। শতক্রতু যাহাদের সমাপ্ত হয় নাই, এমন রাজারা এবং জ্যোতিষ্টোমাদি-যাগকর্ত্তা দ্বিজাতিরা এই এই অমরাবতীতে বাস করেন। যে সকল নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তি, তুলাপুরুষদানপ্রভৃতি ষোড়শ মহাদান করেন, তাঁহাদের অমরাবতীপ্রাপ্তি হয়। নির্ভয়বাদী, সময়ে অপরাঙ্মুখ, বীরশয্যায় শায়িত, ধীর, বীর ক্ষত্রিয়গণ, এখানে অবস্থান করেন। এই ইন্দ্রনগরের ভাব-পরিচয় আমি নামমাত্রে দিলাম। যজ্ঞবিদ্যাবিশারদ যাযজূকগণেরও এই স্থানে বাস হয়। এই অর্চ্চিষ্মতীনাম্নী মঙ্গলময়ী বহ্নি-নগরী অবলোকন কর; অগ্নিভক্ত সুব্রতগণ, এই স্থানে অবস্থান করেন। যে সকল দৃঢ়সত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা এবং সত্ত্ববহুলা রমণীরা অগ্নিপ্রবেশ করে, তাহারা সকলেই অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া অগ্নিলোকে অবস্থিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র-রত, যাঁহারা সাগ্নিক ব্রহ্মচারী এবং যাঁহারা পঞ্চাগ্নিব্রত-পরায়ণ, তাঁহারা অগ্নিলোকে অগ্নির সমান তেজস্বী হইয়া অবস্থান করেন। ১৭—৩০। যে ব্যক্তি শীতকালে, শীতাপহরণের জন্য লোককে কাষ্ঠভার প্রদান করে এবং অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, সে অনলসমীপে বাস করে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে অনাথলোকের অগ্নিসংস্কারকার্য্য করে অথবা স্বয়ং একার্য্যে অশক্ত হইলে, অগ্নিসংস্কারের জন্য অন্য কাহাকেও প্রেরণ করে, সে অগ্নিলোকে সসম্মানে গৃহীত হয়। যে ব্যক্তি, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি জন্য, মন্দাগ্নি ব্যক্তিকে অগ্নিকারক ঔষধ দেন, সেই পুণ্যাত্মা চিরকাল অগ্নিলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি যজ্ঞের উপকরণ বস্তু এবং যজ্ঞ করিবার জন্য ধন যথাশক্তি প্রদান করেন, তিনি অর্চ্চিষ্মতী পুরীতে বাস করেন। এক অগ্নিই দ্বিজগণের পরম মুক্তিপ্রদ, অগ্নি দ্বিজগণের গুরু, দেবতা, ব্রত এবং তীর্থ—সকলই;—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। সকল অপবিত্র বস্তুই অগ্নিসংসর্গে ক্ষণকাল মধ্যে পবিত্র হয়, এই জন্যই অগ্নির নামান্তর 'পাবক'। যে ব্রাহ্মণ, বেদপাঠ করিয়াও বহ্নিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র অনুরাগী হয়, সে প্রকৃতপক্ষে বেদবেত্তা নহে। এই অগ্নিই সাক্ষাৎ অন্তরাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। তিনি উদরস্থ ভুক্ত

শাম্ভবী মূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষা দহনাত্মিকা। কর্ত্রী হর্ত্রী পালয়িত্রী বিনৈনাং কিং বিলোক্যতে ॥ ৩৮ ॥ চিত্রভানুরয়ং সাক্ষান্নেত্রং ত্রিভুবনেশিতুঃ। অন্ধতমোময়ে লোকে বিনৈনং কঃ প্রকাশকঃ॥ ৪০ ॥ ধূপপ্রদীপনৈবেদ্য-পয়োদধিঘৃতৈক্ষবম্। এতদ্ভুক্তং নিষেবন্তে সর্ব্বে দিবি দিবৌকসঃ॥ ৪১॥ শিবশর্ম্মোবাচ। কোহয়ং কৃশানুঃ কস্যায়ং সূনুঃ কথমিদং পদম্। আগ্নেয়ং লব্ধমেতেন ব্রূতমেতন্মমাগ্রতঃ॥ ৪২॥ গণাবূচতুঃ। আকর্ণয় মহাপ্রাজ্ঞ বর্ণয়াবো যথাতথম্। যোহয়ং যস্য যথানেন প্রাপি জ্যোতিষ্মতী পুরী॥ ৪৩॥ নর্ম্মদায়াস্তটে রম্যে পুরে নর্ম্মপুরে পুরা। পুরারিভক্তঃ পুণ্যাত্মাভবদ্বিশ্বানরো মুনিঃ॥ ৪৪॥ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নিষ্ঠো ব্রহ্মযজ্ঞরতঃ সদা। শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শুচিমান্ ব্রহ্মতেজোনিধির্বশী॥ ৪৫॥ বিজ্ঞাতাখিলশাস্ত্রার্থো লৌকিকাচারচঞ্চুরঃ। কদাচিচ্চিন্তয়ামাস হৃদি ধ্যাত্বা মহেশ্বরম্॥৪৬॥ চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণাং কোহতীব শ্রেয়সে সতাম্। যস্মিন্ প্রাপ্নোতি সংস্কৃন্নে পরত্রেহ চ বৈ সুখম্॥ ৪৭॥ ইদং শ্রেয়স্ত্বিদং শ্রেয়স্ত্বিদন্তু সুকরং ভবেৎ। ইত্থং সর্ব্বং সমালোচ্য গার্হস্থ্যং প্রশশংস হ॥৪৮॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ। এষামাধারভূতোহসৌ গৃহস্থো নান্যথেতি চ॥ ৪৯॥ দেবৈর্মনুষ্যৈঃ পিতৃভিস্তির্য্যগ্ভিশ্চোপজীব্যতে। গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাত্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ ৫০॥ অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা বাদত্বা বাশ্নাতি যো গৃহী। দেবাদীনামৃণী ভূত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে॥ ৫১॥ অস্নাতাশী মলং ভুঙ্ক্তে হ্যজপী পূযশোণিতম্। অহুতাশী কৃমীন্ ভুঙ্ক্তেহপ্যদত্বা বিড্ভোজনঃ॥ ৫২॥ ব্রহ্মচর্য্যং হি গার্হস্থ্যে যাদৃক্কল্পনয়োজ্ঝিতম্। স্বভাবচপলে চিত্তে ক্ব তাদৃগ্ব্রহ্মচারিণি॥ ৫৩॥ হঠাদ্বা লোকভীত্যা বা স্বার্থাদ্বা ব্রহ্মচর্য্যভাক্। সঙ্কল্পয়তি চিত্তে চেৎ কৃতমপ্যকৃতং তদা॥ ৫৪॥ পরদারপরিত্যাগাৎ স্বদারপরিতুষ্টিতঃ। ঋতুকালাভিগামিত্বাদ্

মাংসাদি পরিপাক করেন বটে; কিন্তু রমণীগণের গর্ভস্থ বালককে পরিপাক করেন না। প্রত্যক্ষগোচরা অগ্নিস্বরূপা মূর্ত্তিই শম্ভুর তৈজসী মূর্ত্তি। ইনিই সৃষ্টি স্থিতি-লয়ের কর্ত্রী এবং এই মূর্ত্তি ব্যতীত জগতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই চিত্রভানু, সাক্ষাৎ মহেশ্বরের চক্ষু। ঘোরান্ধকারময় জগতে ইনি ভিন্ন আলোকদাতা আর কে আছে? অনলভুক্ত ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ইক্ষুবিকার মিষ্টদ্রব্যই অগ্নি কর্ত্তৃক স্বর্গে দেবগণ, সকলে গ্রহণ করেন। শিবশর্ম্মা কহিলেন,—এই অগ্নি কে? ইনি কাহার পুত্র? কিরূপেই বা ইনি অগ্নিপদ লাভ করিলেন?—এতৎ-সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণু পারিষদ-দ্বয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! শ্রবণ কর; ইনি যে, যাঁহার পুত্র এবং যেরূপে এই জ্যোতিষ্মতী পুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতেছি। পূর্ব্বকালে নর্ম্মদার রমণীয় তীরে নর্ম্মপুরনামক নগরে বিশ্বানর নামে এক শাণ্ডিল্যগোত্র পুণ্যাত্মা শিবভক্ত মুনি ছিলেন। সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নরূপ ঋষিযজ্ঞ-পালনে তৎপর, ব্রহ্মতেজোময়, জিতেন্দ্রিয়, সুপবিত্র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমনিষ্ঠ সেই মুনি, নিখিল শাস্ত্রজ্ঞান এবং লৌকিকাচার-চাতুর্য্য লাভ করিয়া মনে মনে শিবধ্যানপূর্ব্বক চিন্তা করিলেন,—যে আশ্রম পালন করিলে ইহ-পরকালে সুখলাভ হয়, চারি আশ্রমের মধ্যে সজ্জনগণের অতিমঙ্গলকর এমন আশ্রম কোন্‌টী? "এইটী শ্রেয়স্কর, না, এইটী শ্রেয়স্কর, এইটি সুখকর"—এইরূপে সকল আশ্রম বিচার করিয়া গার্হস্থ্যেরই তিনি প্রশংসা করিলেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক, এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই সকলের আশ্রয়; গৃহস্থ ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না; গৃহস্থই প্রত্যহ দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ ও তির্য্যক্‌জাতির উপজীব্য। অতএব গৃহস্থাশ্রমাবলম্বীই শ্রেষ্ঠ। ৩১—৫০। যে গৃহস্থ স্নান, হোম এবং দান না করিয়া ভোজন করে; সে দেবতাপ্রভৃতির নিকট ঋণগ্রস্ত থাকিয়া নরকে গমন করে। স্নান না করিয়া যে গৃহস্থ ভোজন করে, সে মলভোজী; বেদপাঠ না করিয়া যে ভোজন করে, সে পূয-শোণিত-ভোজী; হোম না করিয়া যে ভোজন করে, সে কৃমিভোজী; আর দান না করিয়া যে ভোজন করে, সে বিষ্ঠাভোজী। কল্পনায় ব্রহ্মচর্য্য—পরিত্যাগ মাত্র; কিন্তু গার্হস্থ্যের মধ্যেও যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য, স্বভাব-চপলচেতা ব্রহ্মচারীরও সে ব্রহ্মচর্য্য কোথায়? জোর করিয়া হউক, লোকভয়ে হউক বা কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশেই হউক, ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া মনেও যদি কোন ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী কর্ম্ম চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মচর্য্য পালন করা, না-করা, তুল্য। পরদার বর্জ্জন, স্বদারে সন্তোষ এবং স্বদারেও মাত্র ঋতুকালে গমন, এই কয়টী

ব্রহ্মচারী গৃহীরিতঃ ॥ ৫৫ ॥ 'বিমুক্তরাগদ্বেষো যঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। সাগ্নিঃ সদারঃ স গৃহী বানপ্রস্থাদ্বিশিষ্যতে ॥ ৫৬ ॥ বৈরাগ্যাদ্ গৃহমুৎসৃজ্য গৃহধর্ম্মান্ হৃদি স্মরেৎ। স ভবেদুভয়ভ্রষ্টো বানপ্রস্থো ন বা গৃহী ॥ ৫৭ ॥ অযাচিতোপস্থিতয়া যো বৃত্ত্যা বর্ত্ততে গৃহী। যেন কেনাপি সন্তুষ্টো ভিক্ষুকাৎ স বিশিষ্যতে ॥ ৫৮ ॥ প্রার্থয়েদ্যৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্দুষ্প্রাপং বা ভবিষ্যতি। অশনেষু ন সন্তুষ্টঃ স যতিঃ পতিতো ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ গুণাগুণং বিচার্য্যেত্থং স বৈ বিশ্বানরো দ্বিজঃ। উদ্‌বাহবিধানেন স্বোচিতাং কুলকন্যকাম্ ॥ ৬০ ॥ অগ্নিশুশ্রূষণরতঃ পঞ্চযজ্ঞপরায়ণঃ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো নিত্যং দেবপিত্রতিথিপ্রিয়ঃ ॥ ৬১ ॥ ধর্ম্মার্থকামান্ যুক্তাত্মা সোঽর্জ্জয়ন্ স্বস্বকালতঃ। পরস্পরমসঙ্কোচং দম্পত্যোরানুকূল্যতঃ ॥ ৬২ ॥ পূর্ব্বাহ্নে দৈবিকং কর্ম্ম সোঽকরোৎ কর্ম্মকাণ্ডবিৎ। মধ্যন্দিনে মনুষ্যাণাং পিতৄণামপরাহ্ণকে ॥ ৬৩ ॥ এবং বহুতিথে কালে গতে তস্যাগ্রজন্মনঃ। ভার্য্যা শুচিষ্মতী নাম কামপত্নীব সুব্রতা ॥ ৬৩ ॥ অপশ্যন্ত্যঙ্কুরমপি সন্ততেঃ স্বর্গসাধনম্। বিজ্ঞায় শঙ্করং কান্তং প্রণিপত্য ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ৬৫ ॥ শুচিষ্মত্যুবাচ। আর্য্যপুত্রার্য্যধিষণ প্রাণনাথ প্রিয়ব্রত। ন দুর্ল্লভং মমাস্তীহ কিঞ্চিত্বচ্চরণার্চ্চনাৎ ॥ ৬৬ ॥ যে বৈ ভোগাঃ সমুচিতাঃ স্ত্রীণাস্তে ত্বৎপ্রসাদতঃ। অলঙ্কৃত্য ময়া ভুক্তাঃ প্রসঙ্গাদ্বচ্মি তান্যপি ॥ ৬৭ ॥ সুবাসাংসি সুবাসাশ্চ সুশয্যা সুনিতম্বিনী। স্রক্‌তাম্বূলান্নপানাশ্চ অষ্টৌ ভোগাঃ স্বধর্ম্মিণাম্ ॥ ৬৮ ॥ এবং মে প্রার্থিতং নাথ চিরায় হৃদি সংস্থিতম্। গৃহস্থানাং সমুচিতং তত্বং দাতুমিহার্হসি ॥ ৬৯ ॥ বিশ্বানর উবাচ। কিমদেয়ং হি সুশ্রোণি তব প্রিয়হিতৈষিণি। তৎ প্রার্থয় মহাভাগে প্রযচ্ছাম্যবিলম্বিতম্ ॥ ৭০ ॥ মহেশিতুঃ প্রসাদেন মম কিঞ্চিন্ন দুর্ল্লভম্। ইহামুত্র চ কল্যাণি সর্ব্বকল্যাণকারিণঃ ॥ ৭১ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচঃ পত্যুস্তস্য সা পতিদেবতা। উবাচ হৃষ্টবদনা যদি দেয়ো বরো মম ॥ ৭২ ॥ বরযোগ্যাস্মি চেন্নাথ নান্যং বরমহং বৃণে। মহেশসদৃশং পুত্রং

কারণে গৃহস্থও ব্রহ্মচারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহার রাগ-দ্বেষ নাই, কাম-ক্রোধ নাই, সেই সাগ্নিক, সভার্য্য গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি, আপাত-বৈরাগ্যে গৃহত্যাগ করিয়া হৃদয়ে গৃহধর্ম্ম চিন্তা করে, সে, না গৃহস্থ, না বানপ্রস্থ; সে উভয় আশ্রম হইতেই ভ্রষ্ট। যে গৃহস্থ, অযাচিত ভাবে উপস্থিত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে কোন উপায়েই সন্তুষ্ট হন, তিনি ভিক্ষুক হইতেও শ্রেষ্ঠ। যে যতি, দুর্লভ সুলভ যে কোন বস্তু প্রার্থনা করে এবং আহারে যাহার সন্তোষ হয় না, সে যতি পতিত। সেই বিশ্বানর ব্রাহ্মণ আশ্রম-চতুষ্টয়ের এই প্রকার গুণদোষ বিচার করিয়া নিজের অনুরূপা কুলকন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিলেন। তিনি অগ্নিপরিচর্য্যা এবং পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, যজন, যাজন, নিত্য এই ষট্‌কর্ম্মে রত হইলেন এবং তিনি দেবগণের ও অতিথিগণের প্রীতিভাজন হইলেন। তিনি ধীরচিত্ত হইয়া যথাকালে, পরস্পরের অবিরুদ্ধ, দম্পতির অনুকূল ধর্ম্ম অর্থ কাম উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই কর্ম্মকাণ্ডবেত্তা ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বাহ্নে দৈবকর্ম্ম, মধ্যাহ্নে মনুষ্যকৃত্য এবং অপরাহ্নে পিতৃকৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইল; কামপত্নীর ন্যায় সুব্রতা শুচিষ্মতীনাম্নী সেই বিপ্র-পত্নী স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় বংশের অঙ্কুর পর্য্যন্ত না দেখিয়া, "স্বামীই মঙ্গলকর" এই বিবেচনা করত তাঁহাকে বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠবুদ্ধে! প্রিয়ব্রত! প্রাণনাথ! আর্য্যপুত্র! আপনার শ্রীচরণ পূজার ফলে জগতে আমার দুর্লভ কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের যে যে ভোগ উপযুক্ত, আপনার প্রসাদে অলঙ্কৃত হইয়া তৎসমুদয় আমি ভোগ করিয়াছি, প্রসঙ্গতঃ তাহাও বলিতেছি। ৫১—৬৭। উত্তম বস্ত্র, উত্তম গৃহ, উত্তম শয্যা, উত্তম দাসী, মাল্য, তাম্বূল, অন্ন এবং পান—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনগণের এই অষ্টবিধ ভোগ্যই আমি ভোগ করিয়াছি। নাথ! আমার হৃদয়ে গৃহস্থগণের উপযুক্ত একটী প্রার্থনা অনেক দিন হইতে আছে; আপনার তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। বিশ্বানর বলিলেন,—হে পতিহিতৈষিণি! সুনিতম্বিনি! তোমাকে অদেয় আমার কি আছে? হে মহাভাগে! অতএব প্রার্থনা কর; অবিলম্বে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। হে কল্যাণি! সর্ব্ব-মঙ্গলকারী মহেশ্বরের প্রসাদে ইহ-পরকালে আমার কিছুই দুর্লভ নাই। পতিদেবতা বিশ্বানরপত্নী, পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টবদনে বলিলেন,—আমি যদি বরলাভের যোগ্যা হই এবং আমাকে যদি বরদান

দেহি মাহেশ্বরানঘ ॥ ৭৩ ॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা শুচিষ্মত্যাঃ শুচিব্রতঃ। ক্ষণং সমাধিমাধায় হৃদ্যেতৎ সমচিন্তয়ৎ ॥ ৭৪ ॥ অহো কিমেতয়া তন্ব্যা প্রার্থিতং হৃতিদুর্ল্লভম্। মনোরথপথাদ্ দূরমস্ত বা স হি সর্ব্বকৃৎ ॥ ৭৫ ॥ তেনৈবাস্যা মুখে স্থিত্বা বাক্স্বরূপেণ শম্ভুনা। ব্যাহৃতং কোঽন্যথা কর্ত্তুমুৎসহেত ভবেদিদম্ ॥ ৭৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ তাং পত্নীং ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। বিশ্বানরমুনিঃ শ্রীমানিতি কান্তে ভবিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥ ইত্থমাশ্বাস্য তাং পত্নীং জগাম তপসে মুনিঃ। যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ কাশীনাথোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ৭৮ ॥ প্রাপ্য বারাণসীং তূর্ণং দৃষ্ট্বাথ মণিকর্ণিকাম্। তত্যাজ তাপত্রিতয়মপি জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ৭৯ ॥ দৃষ্ট্বা সর্ব্বাণি লিঙ্গানি বিশ্বেশপ্রমুখাণি চ। স্নাত্বা সর্ব্বেষু কুণ্ডেষু বাপীকূপসরঃসু চ ॥ ৮০ ॥ নত্বা বিনায়কান্ সর্ব্বান্ গৌরীঃ সর্ব্বাঃ প্রণম্য চ। সম্পূজ্য কালরাজঞ্চ ভৈরবং পাপভক্ষণম্ ॥ ৮১ ॥ দণ্ডনায়কমুখ্যাংশ্চ গণান্ স্তুত্বা প্রযত্নতঃ। আদিকেশবমুখ্যাংশ্চ কেশবান্ পরিতোষ্য চ ॥ ৮২ ॥ লোলার্কমুখ্যসূর্য্যাংশ্চ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ। কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানানি সর্ব্বতীর্থেম্বতন্দ্রিতঃ ॥ ৮৩ ॥ সহস্রং ভোজনাদ্যৈশ্চ যতীন্ বিপ্রান্ প্রতর্প্য চ। মহাপূজোপচারৈশ্চ লিঙ্গান্যভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ ॥ ৮৪ ॥ অসকৃচ্চিন্তয়ামাস কিং লিঙ্গং ক্ষিপ্রসিদ্ধিদম্। যত্র নিশ্চলতামেতি তপস্তনয়কাম্যয়া ॥ ৮৫ ॥ শ্রীমদোঙ্কারনাথং বা কৃত্তিবাসেশ্বরং কিমু। কালেশং বৃদ্ধকালেশং কলশেশ্বরমেব চ ॥ ৮৬ ॥ কেদারেশন্তু কামেশং চন্দ্রেশং বা ত্রিলোচনম্। জ্যেষ্ঠেশং জম্বুকেশং বা জৈগীষব্যেশ্বরন্তু বা ॥ ৮৭ ॥ দশাশ্বমেধমীশানং ক্রমিচণ্ডেশমেব চ। দৃক্কেশং গরুড়েশঞ্চ গোকর্ণেশং গণেশ্বরম্ ॥ ৮৮ ॥ ঢুণ্ঢ্যাশাগজসিদ্ধাখ্যং ধর্ম্মেশং তারকেশ্বরম্। নন্দিকেশং নিবাসেশং পিত্রীশং প্রীতিকেশ্বরম্ ॥ ৮৯ ॥ পর্ব্বতেশং পশুপতিং ব্রহ্মেশং মধ্যমেশ্বরম্। বৃহস্পতীশ্বরং বাথ বিভাণ্ডেশ্বরমেব চ ॥ ৯০ ॥ ভারভূতেশ্বরং কিম্বা মহালক্ষ্মীশ্বরন্তু বা। মরুতেশন্তু মোক্ষেশং গঙ্গেশং নর্ম্মদেশ্বরম্ ॥ ৯১ ॥ মার্কণ্ডং মণিকর্ণীশং রত্নেশং রাঘবেশ্বরম্। রাজরাজেশ্বরং কিংবা রাকেশং রেবতীশ্বরম্ ॥ ৯২ ॥ রত্নেশং রুক্মিণীশং বা রেবেশং বা রতীশ্বরম্। অথবা যোগিনীপীঠং

করেন, ত আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না, হে নিষ্পাপ শিবভক্ত! আপনি শিবসদৃশ পুত্র আমাকে প্রদান করুন। পবিত্রব্রত বিশ্বানর, শুচিষ্মতীর এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্ষণকাল হৃদয়ে সমাধি অবলম্বন করিয়া পরে চিন্তা করিলেন,—ওঃ! এই তন্বঙ্গী মনোরথ-পথেরও দূরবর্ত্তী কি অতি দুর্লভ প্রার্থনাই করিয়াছেন! যাহা হউক, সেই বিশ্বেশ্বরই সর্ব্ব-কর্ত্তা। সেই শম্ভুই বাক্স্বরূপ ইহাঁর মুখে অবস্থিত হইয়া এই কথা বলিয়াছেন, ইহার অন্যথা করে কার সাধ্য? ইহা হইবেই। অনন্তর এক পত্নীব্রতাবলম্বী বিশ্বানর মুনি, পত্নী শুচিষ্মতীকে বলিলেন,—"কান্তে! তাহাই হইবে।" পত্নীকে এই প্রকার আশ্বাস দিয়া মুনি বিশ্বানর, যথায় সাক্ষাৎ কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর অবস্থিত, তপস্যার জন্য তথায় যাত্রা করিলেন। অনন্তর সত্বর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া শতজন্মার্জ্জিত তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ সকল লিঙ্গ দর্শন, সকল কুণ্ড, সকল বাপী, সকল কূপ এবং সকল সরোবরে স্নান, সকল বিনায়ককে নমস্কার, সকল গৌরীকে প্রণাম, পাপবিনাশী কালরাজ ভৈরবের উত্তম পূজা, দণ্ডপাণি-প্রমুখ গণমণ্ডলীর যত্নসহকারে স্তবপাঠ, আদিকেশব প্রভৃতি বিষ্ণুবিগ্রহ সকলের সন্তোষসাধন, লোলার্ক প্রভৃতি সূর্য্যপ্রতিমাসমূহকে পুনঃপুনঃ প্রণাম, নিরালস্যে সর্ব্বতীর্থে পিণ্ড প্রদান; ভোজনাদি দ্বারা সহস্র যতি ও সহস্র ব্রাহ্মণের তৃপ্তিসাধন এবং মহাপূজোপচার দ্বারা ভক্তিসহকারে শিবলিঙ্গ সকল পূজা করিয়া বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কোন্ লিঙ্গ শীঘ্র সিদ্ধপ্রদ? আমার এই পুত্রকামনার তপস্যা কোন্ লিঙ্গে নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইবে? অর্থাৎ কোন্ লিঙ্গের নিকট তপস্যা করিলে, আর অন্য লিঙ্গের নিকট যাইতে হইবে না? ৬৮—৮৫। শ্রীমান্ ওঙ্কারনাথ, কৃত্তিবাসেশ্বর, কালেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, কলশেশ্বর, কেদারেশ্বর, কামেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, ত্রিলোচন, জ্যেষ্ঠেশ্বর, জম্বুকেশ্বর, জৈগীশ্বর, দশাশ্বমেধেশ্বর, ঈশানেশ্বর, ক্রমিচণ্ডেশ্বর, দৃক্কেশ, গরুড়েশ, গোকর্ণেশ, ঢুণ্ঢি-গণেশ, আশা-গজগণেশ, সিদ্ধি-গণেশ, ধর্ম্মেশ্বর, তারকেশ্বর, নন্দিকেশ্বর, নিবাসেশ্বর, পত্রীশ, পর্ব্বতেশ্বর, প্রীতিকেশ্বর, পশুপতি, ব্রহ্মেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, বিভাণ্ডকেশ্বর, ভারভূতেশ্বর, মহালক্ষ্মীশ্বর, মরুতেশ্বর, মোক্ষেশ, গঙ্গেশ, নর্ম্মদেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর,

সাধকস্যৈব সিদ্ধিদম্ ॥ ৯৩ ॥ যামুনেশং যযাতীশং রত্নেশং যমলেশ্বরম্। নয়েশং লাঙ্গলীশং বা লোলার্কেশমথাপি বা ॥ ৯৪ ॥ বিশ্বেশং বিমলেশং বা বিধীশং বামনেশ্বরম্। বলীশং বাথ বালীশং বাজবেশং বটেশ্বরম্ ॥ ৯৫ ॥ অথবা লিঙ্গরাজঞ্চ শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরং বিভুম্। অবিমুক্তেশ্বরং বাথ বিশালাক্ষীশমেব চ ॥ ৯৬ ॥ ব্যাঘ্রেশ্বরং বরাহেশং ব্যাসেশং বৃষভধ্বজম্। বরুণেশং বিধীশং বা বসিষ্ঠেশং শনীশ্বরম্ ॥ ৯৭ ॥ বিনতেশং নলেশঞ্চ নাগেশং নমুচীশ্বরম্। শূলেশ্বরং শিবেশঞ্চাগস্তীশং নারদেশ্বরম্ ॥ ৯৮ ॥ শাতাতপেশ্বরং বাথ শীতলেশং শুভেশ্বরম্। সোমেশ্বরং কিমিন্দ্রেশং স্বলীনং সঙ্গমেশ্বরম্ ॥ ৯৯ ॥ হরিশ্চন্দ্রেশ্বরং কিংবা হরিকেশেশ্বরন্তু বা। ত্রিসন্ধ্যেশং মহাদেবমুপশান্তিশিবং তথা ॥ ১০০ ॥ ভবানীশং কপর্দীশং কন্দুকেশং মখেশ্বরম্। মিত্রাবরুণসংজ্ঞং বা কলিঙ্গেশং কচেশ্বরম্ ॥ ১০১ ॥ কালরাজেশ্বরং কিংবা কিমেষামাশু পুত্রদম্। ক্ষণং বিচার্য্য স মুনিরিতি বিশ্বানরঃ সুধীঃ ॥ ১০২ ॥ উবাচ চ প্রসন্নাস্যঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ। আজ্ঞাতং বিস্মৃতং তাবৎ ফলিতো মে মনোরথঃ ॥ ১০৩ ॥ সিদ্ধৈঃ সংসেবিতং লিঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্। দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্যস্য মনো নির্বৃতিভাগ্ভবেৎ ॥ ১০৪ ॥ উদ্ঘাটিতং সদৈবাস্তে স্বর্গদ্বারং হি যত্র বৈ। দিবানিশং পূজনার্থং বিজ্ঞাপ্য ত্রিদশেশ্বরম্ ॥ ১০৫ ॥ পঞ্চমুদ্রে মহাপীঠে সিদ্ধিদে সর্ব্বজন্তুষু। যত্র সা বিকটা দেবী প্রকটা সিদ্ধিরূপিণী ॥ ১০৬ ॥ যত্র স্থিতানাং ভক্তানাং সাক্ষাৎ সিদ্ধিবিনায়কঃ। নির্ধূয় বিঘ্নজালানি সর্ব্বাঃ সিদ্ধীঃ প্রযচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥ অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে সিদ্ধিক্ষেত্রং হি তৎ পরম্। যত্র বীরেশ্বরং লিঙ্গং মহাগুহ্যতমং মতম্ ॥ ১০৮ ॥ তিলান্তরাপি নো কাশ্যাং ভূমির্লিঙ্গং বিনা ক্বচিৎ। পরং বীরেশসদৃশং ন লিঙ্গং ত্বাশুসিদ্ধিদম্ ॥ ১০৯ ॥ ধর্ম্মদঞ্চার্থদং সম্যক্ কামদং মোক্ষদং তথা। যথা বীরেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং নান্যত্তথা ধ্রুবম্ ॥ ১১০ ॥ পঞ্চস্বরোহত্র গন্ধর্ব্বঃ পরাং সিদ্ধিমগাৎ পুরা। বিদ্যাধরঃ স্বচ্ছবিদ্যো বসুপূর্ণশ্চ যক্ষরাট্ ॥ ১১১ ॥ নৃত্যন্তী নিজভাবেন পুরা হ্যত্রাপ্সরোবরা। সদেহা কোকিলালাপা লিঙ্গমধ্যে লয়ং গতা ॥ ১১২ ॥ ঋষির্বেদশিরা নাম জপন্ বৈ শতরুদ্রিয়ম্। মন্ত্রজ্যোতির্ম্ময়ে লিঙ্গে সশরীরোহবিশৎ পুরা ॥ ১১৩ ॥ চন্দ্রমৌলিভরদ্বাজাবুভে পাশুপতোত্তমৌ। বীরেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য গায়মানৌ লয়ং গতৌ ॥ ১১৪ ॥ শঙ্খচূড়ো হি নাগেন্দ্রঃ

মণিকর্ণিকেশ্বর, রত্নেশ্বর, সাধকসিদ্ধিপ্রদ, যোগিনীপীঠ, যামুনেশ, লাঙ্গলীশ্বর, শ্রীমান্ প্রভু বিশ্বেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, বিশালাক্ষীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, বরাহেশ্বর, ব্যাসেশ্বর, বৃষধ্বজ, বরুণেশ, বিধীশ, বশিষ্ঠেশ, শনীশ্বর, সোমেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর, স্বলীনেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, হরিকেশেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, মহাদেব, উপশান্তিশিব, ভবানীশ, কপর্দীশ, কন্দুকেশ্বর, অজেশ্বর এবং মিত্রাবরুণেশ্বর, এতৎ সমুদয়ের মধ্যে শীঘ্র পুত্রপ্রাপ্তি কোথায় হয়? সুবুদ্ধি মুনি বিশ্বানর ক্ষণকাল এইরূপ বিচার করিয়া বলিলেন,—ওঃ! স্মরণ হইয়াছে, এতক্ষণ বিস্মৃতিযুক্ত হইয়াছিলাম; এতদিনে মনোরথ সকল হইল! সিদ্ধগণসেবিত, সিদ্ধিকর এক পরম লিঙ্গ আছেন, তাঁহার দর্শন-স্পর্শনে মন, চিরসুখ লাভ করে। দেবতারা সেই লিঙ্গ দিবারাত্র পূজা করিবার জন্য ইন্দ্রের অনুমতি লইয়া সর্ব্বদা স্বর্গদ্বার উদঘাটন করিয়া রাখিয়াছেন। যেখানে প্রসিদ্ধ বিকটা দেবী সিদ্ধিরূপে প্রকট হইয়া আছেন, সাক্ষাৎ সিদ্ধিগণেশ, যে স্থান-স্থিত ভক্তগণের বিঘ্নরাশি দূর করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন, সর্ব্বপ্রাণীর সিদ্ধিপ্রদ সেই পঞ্চমুদ্রা-মহাপীঠ অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রের মধ্যে পরম সিদ্ধিক্ষেত্র। মহাগুহ্যতম বীরেশ্বর লিঙ্গ, সেইখানেই আছেন ।৮৬—১০৮। কাশীর কোনস্থানেই এক তিল অন্তর ভূমিও লিঙ্গহীন নহে, পরন্তু বীরেশ্বর তুল্য আশুসিদ্ধিপ্রদ, আশুধর্ম্মপ্রদ, আশু-অর্থপ্রদ, আশুকামপ্রদ এবং আশুমোক্ষপ্রদ লিঙ্গ আর নাই। কাশীতে বীরেশ্বর লিঙ্গ যেমন, তেমনটী আর নাই, ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্বকালে পঞ্চস্বর গন্ধর্ব্ব, স্বচ্ছবিদ্য নামে বিদ্যাধর এবং বসুপূর্ণ নামে যক্ষরাজ, এই শিব-সকাশেই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে এই স্থানে, কোকিলালাপানাম্নী শ্রেষ্ঠ অপ্সরা ভক্তিভাবে নৃত্য করিতে করিতে সশরীরে এই লিঙ্গে লীন হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে বেদশিরানামক ঋষি, শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করিতে করিতে এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গে সশরীরে প্রবিষ্ট হন। চন্দ্রমৌলি এবং ভরদ্বাজ নামে দুইজন পরম শৈব, বীরেশ্বর পূজা করিয়া গান করিতে করিতে এই লিঙ্গে লীন হইয়াছেন। নাগশ্রেষ্ঠ শঙ্খচূড়, রজনীতে স্বীয়

স্বকণামণিভির্নিশি। ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমগমদত্র-নীরাজনৈরিহ ॥ ১১৫ ॥ কিন্নরী হংসপদ্যত্র ভর্ত্রা বেণুপ্রিয়েণ বৈ। গায়ন্তী সুস্বরং যাতা পরাং নির্ব্বাণভূমিকাম্ ॥ ১১৬ ॥ অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিমিহাগতাঃ। সিদ্ধলিঙ্গমিহাখ্যাতং তস্মাদ্বীরেশ্বরং পরম্ ॥ ১১৭ ॥ বীরেশ্বরং সমারাধ্য ভ্রষ্টরাজ্যো জয়দ্রথঃ। হত্বা রিপূনস্খলিতং রাজ্যং প্রাপ বিদেহজঃ ॥ ১১৮ ॥ বিদূরথোঽথ নৃপতিরপুত্রঃ পুত্রবানভূৎ। বীরেশ্বরপ্রসাদেন মগধাধিপতির্বশী ॥ ১১৯ ॥ বসুদত্তোঽত্র চ বণিক্ সত্যাং বসুসুতোপমাম্। অব্দমভ্যর্চ্চ্য বীরেশং রত্নদত্তামবাপ্তবান্ ॥ ১২০ ॥ অহমপ্যত্র বীরেশং সমারাধ্য ত্রিকালতঃ। আশু পুত্রমবাপ্স্যামি যথাভিলষিতং স্ত্রিয়া ॥ ১২১ ॥ ইতি কৃত্বা মতিং ধীরো বিপ্রো বিশ্বানরঃ কৃতী। চন্দ্রকূপজলৈঃ স্নাত্বা জগ্রাহ নিয়মং ব্রতী ॥ ১২২ ॥ একাহারোঽভবন্মাসং মাসং নক্তাশনোঽভবৎ। অযাচিতাশনো মাসং মাসং ত্যক্তাশনঃ পুনঃ ॥ ১২৩ ॥ পয়োব্রতোঽভবন্মাস মাসং শাকফলাশনঃ। মাসং মুষ্টিতিলাহারো মাসং পানীয়ভোজনঃ ॥ ১২৪ ॥ মাসং পঞ্চগব্যাশনো মাসং মাসং চান্দ্রায়ণব্রতী। মাসং কুশাগ্রজলভুঙ্মাসং শ্বসনভক্ষণঃ ॥ ১২৫ ॥ অথ ত্রয়োদশে মাসি স্নাত্বা ত্রিপথগাম্ভসি। প্রত্যুষ এব বীরেশং যাবদায়াতি স দ্বিজঃ ॥ ১২৬ ॥ তাবদ্ বিলোকয়ৎক্রে মধ্যেলিঙ্গং তপোধনঃ। বিভূতিভূষিতং বালমষ্টবর্ষাকৃতিং শুভম্ ॥ ১২৭ ॥ আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ সুরক্তদশনচ্ছদম্। চারুপিঙ্গজটামৌলিং নগ্নং প্রহসিতাননম্ ॥ ১২৮ ॥ শৈশবোচিতনেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্। পঠন্তং শ্রুতিসূক্তানি হসন্তঞ্চ স্বলীলয়া ॥ ১২৯ ॥ তমালোক্য স্তুতিং চক্রে রোমকঞ্চুকিতো মুদা। প্রোচ্চরদ্গদগদালাপো নমোঽস্ত্বিতি পুনঃপুনঃ ॥ ১৩০ ॥ বিশ্বানর উবাচ। একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ। একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্ ॥ ১৩১ ॥ একঃ কর্ত্তা ত্বং হি সর্ব্বস্য

কণান্বিত মণিকিরণ দ্বারা এই লিঙ্গের বহুবার নীরাজনা করিয়া ছয় মাস মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই স্থানে হংসপদীনাম্নী কিন্নরী, স্বামী বেণুপ্রিয়ের সহিত সুস্বরে গান করত পরম-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। অসংখ্য সহস্র সহস্র সিদ্ধগণ, এই স্থানেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য জগতে বীরেশ্বর লিঙ্গ পরম সিদ্ধ লিঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বিদেহবংশীয় জয়দ্রথ, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বীরেশ্বর শিবলিঙ্গের আরাধনা করেন, তৎফলেই তিনি রিপুকুল নির্ম্মূল করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করেন। মগধাধিপতি জিতেন্দ্রিয় বিদূরথ রাজা অপুত্রক ছিলেন, পরে বীরেশ্বর-প্রসাদে তিনি পুত্রবান্ হন। বসুদত্ত এবং রত্নদত্ত নামে বণিক্, এক বৎসর কাল এই স্থানে বীরেশ্বর-লিঙ্গ পূজা করিয়া তৎপ্রভাবে, বায়ুতনয়াতুল্য কন্যারত্ন লাভ করেন। আমিও এই স্থানে ত্রিকাল, বীরেশ্বর লিঙ্গ পূজা করিয়া শীঘ্রই পত্নীর অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিব। ধৈর্য্যশালী কৃতী ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিশ্বানর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া চন্দ্রকূপ জলে স্নানান্তে আরাধনার নিয়ম গ্রহণ করিলেন। তিনি, একমাস একাহারী হইলেন, একমাস নক্তাহারী হইলেন, একমাস অযাচিত-ভোজী হইলেন এবং একমাস উপবাসী থাকিলেন। একমাস, মাত্র দুগ্ধ পান দ্বারা জীবনরক্ষা করিতে লাগিলেন, একমাস শাকভোজী এবং ফলভোজী হইয়া থাকিলেন, একমুষ্টি তিল ভোজনে একমাস অতীত করিলেন, আর একমাস কেবল জল পান করিয়া থাকিলেন। তৎপরে একমাস পঞ্চগব্যাহারে, একমাস চান্দ্রায়ণ-ব্রতে, একমাস কুশাগ্রস্থিত জলবিন্দুমাত্র পান দ্বারা এবং শেষ একমাস বায়ুভোজী হইয়া কাটাইলেন। অনন্তর দ্বিজ বিশ্বানর, ত্রয়োদশ মাসের প্রথম দিনে, প্রত্যূষে গঙ্গাজলে স্নান করিয়া যেমন আসিয়াছেন, অমনি সেই তপোধন ব্রাহ্মণ লিঙ্গমধ্যে দেখিলেন,—বিভূতিভূষিত আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, সুরক্ত-ওষ্ঠাধর, রুচির-পিঙ্গল-জটামণ্ডিত-মস্তক, হাস্যমুখ, দিগম্বর, শৈশবোচিত বেশ-ভূষাসম্পন্ন অষ্টবর্ষাকৃতি একটী মনোহর বালক। সেই বালক শ্রুতিসূক্তাবলী পাঠ করিতেছেন এবং স্বীয় লীলায় হাস্য করিতেছেন। বিশ্বানর তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া গদ্গদস্বরে পুনঃপুনঃ 'নমোঽস্তু' এই কথা উচ্চারণ করত স্তব করিতে লাগিলেন;—সত্য সত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সব; জগতে নানা কিছুই নাই। শ্রুতিতে আছে,—এক রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয় নাই; অতএব আপনিই এক অদ্বিতীয় মহেশ্বর জন্য, আপনাকে ভজনা করি। হে শম্ভো! এক

শম্ভো নানারূপেষ্বেকরূপোঽস্বরূপঃ। যদ্বৎপ্রত্যপ্ষর্ক একোঽপ্যনেকস্তস্মান্নান্যত্বাং বিনেশং প্রপদ্যে ॥ ১৩২ ॥ রজ্জৌ সর্পঃ শুক্তিকায়াঞ্চ রূপ্যং নৈরঃ প্রস্রবস্তদ্ গাধ্যে মরীচৌ। যদ্বত্তদ্বদ্বিষ্বগেষ প্রপঞ্চো যস্মিন্ জ্ঞাতে তং প্রপদ্যে মহেশম্ ॥ ১৩৩॥ তোয়ে শৈত্যং দাহকত্বঞ্চ বহ্নৌ তাপো ভানৌ শীতভানৌ প্রসাদঃ। পুষ্পে গন্ধো দুগ্ধমধ্যেঽপি সর্পির্যত্তচ্ছম্ভো ত্বং ততস্ত্বাং প্রপদ্যে ॥ ১৩৪ ॥ শব্দং গৃহ্লাস্যশ্রবাস্ত্বং হি জিঘ্রেরঘ্রাণস্ত্বং ব্যজ্যিমায়াসি দূরাৎ। ব্যক্ষঃ পশ্যেস্ত্বং রসজ্ঞোঽপ্যজিহ্বঃ কস্ত্বাং সম্যগ্বেত্ত্যতস্ত্বাং প্রপদ্যে ॥ ১৩৫ ॥ নো বেদস্ত্বামীশ সাক্ষাদ্ধি বেদ নো বা বিষ্ণুর্নো বিধাতাখিলস্য। নো যোগীন্দ্রা নেন্দ্রমুখ্যাশ্চ দেবা ভক্তো বেদ ত্বামতস্ত্বাং প্রপদ্যে ॥ ১৩৬ ॥ নো তে গোত্রং নেশ জন্মাপি নাখ্যা নো বা রূপং নৈব শীলং ন দেশঃ। ইত্থম্ভূতোঽপীশ্বরস্ত্বং ত্রিলোক্যাঃ সর্ব্বান্ কামান্ পূরয়েস্তদ্ভজে ত্বাম্ ॥ ১৩৭ ॥ ত্বত্তঃ সর্ব্বং ত্বং হি সর্ব্বং স্মরারে ত্বং গৌরীশস্ত্বঞ্চ নগ্নোঽতিশান্তঃ। ত্বং বৈ বৃদ্ধস্ত্বং যুবা ত্বঞ্চ বালস্তত্ত্বং যৎ কিং নাস্ত্যতস্ত্বাং নতোঽস্মি ॥ ১৩৮ ॥ স্তুত্বেতি ভূমৌ নিপপাত বিপ্রঃ স দণ্ডবদ্যাবদতীব হৃষ্টঃ। তাবৎ স বালোঽখিলবৃদ্ধবৃদ্ধঃ প্রোবাচ ভূদেব বরং বৃণীহি ॥ ১৩৯ ॥ তত উত্থায় হৃষ্টাত্মা মুনির্বিশ্বানরঃ কৃতী। প্রত্যব্রবীৎ কিমজ্ঞাতং সর্ব্বজ্ঞস্য তব প্রভো ॥ ১৪০ ॥ সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ সর্ব্বঃ সর্ব্বপ্রদো ভবান্। যাচ্ঞাং প্রতি নিযুঙ্‌ক্তে মাং কিমীশো দৈন্যকারিণীম্ ॥ ১৪১ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দেবো বিশ্বানরস্য হি। শুচেঃ শুচিব্রতস্যাশু শুচি স্মিত্বাব্রবীচ্ছিশুঃ ॥ ১৪২ ॥ বাল উবাচ। ত্বয়া শুচে শুচিষ্মত্যাং যোঽভিলাষঃ কৃতো হৃদি। অচিরেণৈব কালেন স ভবিষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ১৪৩ ॥ তব পুত্রত্বমেষ্যামি শুচিষ্মত্যাং মহামতে। খ্যাতো

আপনিই নিখিল জগতের কর্ত্তা; সূর্য্য যেমন এক হইলেও নানাজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক বলিয়া প্রতীত হন, তদ্রূপ নিরাকার আপনি একস্বরূপ হইয়াও নানাবিধ বস্তুতে নানারূপে প্রতিভাত হন। অতএব হে ঈশ! আপনা ব্যতীত আর কাহাকেও ভজনা করি না। যেমন রজ্জু, শুক্তি এবং মরীচিকা বলিয়া জানিতে পারিলে, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম এবং মরীচিকায় জলরাশিভ্রম অপগত হয়, তদ্রূপ যাঁহাকে জানিতে পারিলে এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জগৎপ্রসঙ্গ-ভ্রম অপনীত হইয়া থাকে, সেই মহেশকে ভজনা করি। হে শম্ভো! আপনি জলে শৈত্য, অনলে দাহিকা শক্তি, সূর্য্যে উত্তাপ; আপনি চন্দ্রে প্রসন্নতা, পুষ্পে গন্ধ, এবং দুগ্ধমধ্যে ঘৃত; তাই আপনাকে ভজনা করি। আপনি শ্রোত্রহীন, তথাপি শব্দগ্রহণ করেন; আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাই, অথচ আপনি ঘ্রাণ লইয়া থাকেন; আপনি পাদহীন, অথচ দূর হইতে আগমন করেন; আপনার চক্ষু নাই, কিন্তু আপনি দর্শন করেন; আপনার জিহ্বা নাই তথাপি আপনি রসজ্ঞ; অতএব আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে কে পারে?—আপনাকে ভজনা করি। হে ঈশ! বেদ আপনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবগত নহেন; বিষ্ণু, অখিলবিধাতা ব্রহ্মা, যোগীন্দ্রগণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও আপনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন না,—ভক্তই কেবল আপনাকে জানে; অতএব আপনাকে ভজনা করি। হে ঈশ! আপনার গোত্র নাই, জন্ম নাই, নাম নাই, রূপ নাই, শীল নাই, দেশও নাই; আপনি এরূপ হইলেও ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং লোকের সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ করেন, অতএব আপনাকে ভজনা করি।১০৯-১৩৭। হে স্মরারে! আপনা হইতেই সকল উৎপন্ন এবং আপনিই সব;—আপনি গৌরীশ, আপনি নগ্ন এবং আপনি অতীব শান্ত; আপনি বৃদ্ধ, আপনি যুবা এবং আপনি বালক,—অধিক আর কি বলিব, যাহা আপনি নহেন, এমন আর কি আছে;—অতএব আপনাকে নমস্কার করিতেছি। যখন বিপ্র বিশ্বানর, অতি হর্ষসহকারে এইরূপ স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন, তখন নিখিল বৃদ্ধের বৃদ্ধ সেই বালক বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! বর প্রার্থনা কর। অনন্তর, কৃতী বিশ্বানর মুনি, হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন,—প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ,আপনার অবিদিত কি আছে? ভগবন্! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বস্বরূপী এবং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা। আপনি ঈশ্বর, দৈন্যকারিণী যাচ্ঞায় আমাকে নিযুক্ত করিতেছেন কেন? শিশুরূপী দেবদেব, পবিত্র শুদ্ধব্রত বিশ্বানরের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সুপবিত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া অবিলম্বে প্রত্যুত্তর দিলেন,—হে পবিত্র! তুমি শুচিষ্মতী বিষয়ে যে অভিলাষ মনে মনে করিয়াছ,

গৃহপতির্নাম্না শুচিঃ সর্ব্বামরপ্রিয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥ অভিলাষাষ্টকং পুণ্যং স্তোত্রমেতত্বয়েরিতম্। অব্দং ত্রিকালপঠনাৎ কামদং শিবসন্নিধৌ ॥ ১৪৫ ॥ এতৎস্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রধনপ্রদম্। সর্ব্বশান্তিকরঞ্চাপি সর্ব্বাপৎপরিনাশনম্। স্বর্গাপবর্গসম্পত্তিকারকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪৬ ॥ প্রাতরুত্থায় সুস্নাতো লিঙ্গমভ্যর্চ্চ্য শাম্ভবম্। বর্ষং জপন্নিদং স্তোত্রমপুত্রঃ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ১৪৭ ॥ বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মৈর্ব্বৃতঃ। যঃ পঠেৎ স্নানসময়ে স লভেৎ সকলং ফলম্ ॥ ১৪৮ ॥ কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য প্রসাদাদহমব্যয়ঃ। তব পুত্রত্বমেষ্যামি যস্ত্বন্যস্তৎ পঠিষ্যতি ॥ ১৪৯ ॥ অভিলাষাষ্টকমিদং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যাপ্রসূতিকৃৎ ॥ ১৫০ ॥ স্ত্রিয়া বা পুরুষেণাপি নিয়মাল্লিঙ্গসন্নিধৌ। অব্দং জপ্তমিদং স্তোত্রং পুত্রদং নাত্র সংশয়ঃ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বালঃ সোঽপি বিপ্রো গৃহং গতঃ ॥ ১৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রাগ্নিলোকবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

তাহা অচিরকালের মধ্যে নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। হে মহামতে! আমি শুচিষ্মতীর গর্ভে,—তোমার সর্ব্বদেবপ্রিয় পবিত্র পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব। আমার নাম হইবে, গৃহপতি। তোমার কথিত এই পবিত্র অভিলাষাষ্টক স্তোত্র শিবসমীপে একবৎসর ত্রিকালে পাঠ করিলে, কামনাপূর্ণ হয়। এই স্তোত্রপাঠে পুত্র-পৌত্র হয়, ধন হয়, সর্ব্ববিষয়ে শান্তি হয়, সকল আপদ্ বিনষ্ট হয় ও স্বর্গ এবং মুক্তিও সম্পন্ন হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে অপুত্রক ব্যক্তি, এক বৎসর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর উত্তমরূপে স্নান করিয়া শিবলিঙ্গপূজনপুরঃসর এই স্তোত্র পাঠ করে, সে পুত্রবান্ হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখ কার্ত্তিক এবং মাঘমাসে বিশেষনিয়মাবলম্বী হইয়া স্নানকালে এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সকল ফললাভ হয়। আমি অব্যয় হইলেও এই কার্ত্তিকমাসের প্রসাদেই তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব; অন্য যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করিবে, তাহারও পুত্র আমি হইব। এই অভিলাষাষ্টক যে কোন ব্যক্তিকে দিবে না; প্রযত্ন সহকারে ইহা গোপনে রাখিবে, এই স্তবপাঠপ্রভাবে মহাবন্ধ্যারও সন্তান হয়। স্ত্রী অথবা পুরুষ, একবৎসর কাল নিয়মপূর্ব্বক লিঙ্গসমীপে এই স্তোত্র পাঠ করিলে, নিশ্চয়ই পুত্র হইবে। এই বলিয়া লিঙ্গমধ্যে আবির্ভূত বালক, অন্তর্হিত হইলেন; বিপ্র বিশ্বানরও গৃহে গমন করিলেন। ১৩৮—১৫১।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। শৃণু সুশ্রোণি সুভগে বৈশ্বানরসমুদ্ভবম্। পুণ্যশীলসুশীলাভ্যাং যথোক্তং শিবশর্ম্মণে ॥ ১ ॥ অথ কালেন তদ্‌যোষিদন্তর্ব্বত্নী বভূব হ। বিধিবদ্বিহিতে তেন গর্ভাধানাখ্যকর্ম্মণি ॥ ২ ॥ ততঃ পুংসবনং তেন স্পন্দনাৎ প্রাগ্‌বিপশ্চিতা। গৃহ্যোক্তবিধিনা সম্যক্ কৃতং পুংস্ত্ববিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥ সীমন্তোন্নয়নং তথাষ্টমে মাসি গর্ভরূপসমৃদ্ধিকৃৎ। সুখপ্রসবসিদ্ধ্যৈ চ তেনাকারি ক্রিয়াবিদা ॥ ৪ ॥ অথাতঃ স সুতারাসু তারাধিপবরাননঃ। কেন্দ্রে গুরৌ শুভে লগ্নে সুগ্রহেষ্বযুগেষু চ ॥ ৫ ॥ অরিষ্টং দীপয়ন্ দীপ্ত্যা সর্ব্বারিষ্টবিনাশকৃৎ। তনয়ো নাম তস্যান্তু শুচিষ্মত্যাং বভূব হ ॥ ৬ ॥ সদ্যঃ সমস্তসুখদো ভূর্ভুবঃস্বর্নিবাসিনাম্। গন্ধবাহা গন্ধবাহা দিগ্বধূসুখবাসনাঃ ॥ ৭ ॥ ইষ্টগন্ধপ্রসূনৌঘৈ-

একাদশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে সুভগে! সুনিতম্বিনি! পুণ্যশীল এবং সুশীল, শিবশর্ম্মাকে বৈশ্বানরের উৎপত্তিকথা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। অনন্তর যথাকালে যথাবিধি গর্ভাধান কর্ম্ম বিহিত হইলে, বিশ্বানরপত্নী গর্ভবতী হইলেন। অনন্তর পণ্ডিত বিশ্বানর, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে অর্থাৎ তৃতীয় মাসে, পুংস্ত্ববিবৃদ্ধির জন্য গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে উত্তমরূপে পুংসবন কার্য্য সমাধা করিলেন। সেই ক্রিয়াভিজ্ঞ বিশ্বানর, সুখে প্রসব হইবে বলিয়া গর্ভের রূপ-সমৃদ্ধি-সম্পাদক সীমন্তোন্নয়ন-কার্য্য অষ্টম মাসে করিলেন।১—৪। অনন্তর, উত্তম নক্ষত্র, কেন্দ্রস্থ বৃহস্পতি, শুভগ্রহ সকল পঞ্চম নবমাদি অযুগ্মস্থানস্থিত এবং শুভলগ্ন; সেই সময়ে বিশ্বানর-পত্নী শুচিস্মতীর গর্ভ হইতে সর্ব্বামঙ্গল-বিনাশন ইন্দুসুন্দরবদন এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; উৎপত্তি মাত্রেই তাঁহার প্রভায় সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইল। তৎক্ষণাৎ ভূর্ভুবঃস্বর্লোকনিবাসী প্রাণিগণের সম্পূর্ণ সুখরাশি উত্থিত হইল। দিগ্বধূ-

র্ববৃস্তে ঘনা ঘনাঃ। দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ প্রসেদুঃ সর্ব্বতো দিশঃ ॥৮॥ পরিতঃ সরিতঃ স্বচ্ছা ভূতানাং মানসৈঃ সহ। তমোঽভাম্যত্তু নিতরাং রজোঽপি ব্রিয়জোঽভবৎ ॥ ৯ ॥ সত্ত্বাঃ সত্ত্বসমাযুক্তা, বসুধাসীচ্ছুভা তদা। কল্যাণী সর্ব্বতো বাণী প্রাণিনিঃ প্রীণয়ন্ত্যভূৎ ॥১০॥ তিলোত্তমোর্ব্বশী রম্ভা প্রভা বিদ্যুৎপ্রভা শুভা। সুমঙ্গলা শুভালাপা সুশীলাঢ্যা বরাঙ্গনাঃ ॥ ১১ ॥ ক্বণৎকঙ্কণপাত্রাণি কৃত্বা করতলে মুদা। মুক্তামুক্তাকলাঢ্যানি যক্ষকর্দ্দমবন্তি চ ॥ ১২॥ বজ্রবৈদূর্য্যদীপানি হরিদ্রালেপনানি চ। গারুত্মতৈকরূপাণি শঙ্খশুক্তিদধীনি চ ॥ ১৩॥ পদ্মরাগপ্রবালাখ্যরত্নকুঙ্কুমবন্তি চ। গোমেদপুষ্পরাগেন্দ্রনীলসন্মাল্যভাঞ্জি চ ॥ ৪ ॥ বিদ্যাধর্য্যশ্চ কিন্নর্য্যস্তথামর্য্যঃ সহস্রশঃ। চামরব্যগ্রহস্তাগ্রমাঙ্গল্যদ্রব্যপাণয়ঃ ॥ ১৫ ॥ গন্ধর্ব্বোরগযক্ষাণাং সুবাসিন্যঃ শুভস্বরাঃ। গায়ন্ত্যো ললিতং গীতং তত্রাজগ্মু-

মুখসৌরভসম্পাদক, গন্ধবহ-বাহন জলদজাল, কমনীয়-গন্ধ কুসুমরাশি বর্ষণ করিল; দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইল; দিক্ সকল সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন হইল। চতুর্দ্দিকস্থ নদীসমুদয়, প্রাণিগণের হৃদয়ের সহিত নির্ম্মল হইল; তমোগুণ, অজ্ঞান এবং অন্ধকার বিনষ্ট হইল; রজোগুণ এবং ধূলিরাশি বিলীন হইল; প্রাণিগণ সত্ত্বগুণ এবং বীর্য্যযুক্ত হইল; তখন পৃথিবী বড়ই মঙ্গলময়ী হইলেন। প্রাণিগণের প্রীতিবিধায়িনী কল্যাণী বাণী সর্ব্বত্র উচ্চারিত হইল। তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, রম্ভা, প্রভা, বিদ্যুৎপ্রভা, শুভা, সুমঙ্গলা, শুভালাপা এবং সুশীলা প্রভৃতি বারাঙ্গনাগণ, দোদুল্যমান-মুক্তাফলশোভিত, কর্পূরাগুরু-মৃগনাভি-কক্কোল-কর্দ্দম-পূর্ণ, প্রবাল-হীরকদীপাবলী-সমন্বিত, হরিদ্রানুলিপ্ত, মরকত-মণি-রাগ-রঞ্জিত, দধি-কুঙ্কুমরুচিরমাল্যভূষিত, পদ্মরাগ প্রবাল গোমেদ পুষ্পরাগ এবং ইন্দ্রনীল প্রভৃতি রত্নরাজি দ্বারা উদ্ভাসিত ক্বণৎকঙ্কণ-বিলয় পাত্র সকল সহর্ষে করতলে গ্রহণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। সহস্র সহস্র বিদ্যাধরী কিন্নরী এবং অমরাঙ্গনাগণ চামরপরিচালন করিতে করিতে মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। সুস্বরশালিনী গন্ধর্ব্বকন্যা, নাগকন্যা এবং যক্ষকন্যারা সুললিত গান করিতে করিতে দলে দলে তথায় আসিয়া উপস্থিত

রনেকশঃ ॥ ১৬ ॥ মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ। বশিষ্ঠঃ কশ্যপশ্চাহং বিভাণ্ডো মাণ্ডবীসুতঃ ॥ ১৭ ॥ লোমশো লোমচরণো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ। ভৃগুশ্চ গালবো গর্গো জাতুকর্ণ্যঃ পরাশরঃ ॥ ১৮ ॥ আপস্তম্বো যাজ্ঞবল্ক্যো দক্ষবাল্মীকিমুদ্গলাঃ। শাতাতপশ্চ লিখিতঃ শিলাদঃ শঙ্খ উঞ্ছভুক্ ॥ ১৯ ॥ জমদগ্নিশ্চ সংবর্ত্তো মতঙ্গো ভরতোঽংশুমান্। ব্যাসঃ কাত্যায়নঃ কুৎসঃ শৌনকঃ সুশ্রুতঃ শুকঃ ॥ ২০ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গোঽথ দুর্ব্বাসা রুচির্নারদতুম্বুরূ। উত্তঙ্কো বামদেবশ্চ চ্যবনোঽসিতদেবলৌ ॥ ২১ ॥ শালঙ্কায়নহারীতৌ বিশ্বামিত্রোঽথ ভার্গবঃ। মৃকণ্ডুঃ সহ পুত্রেণ দাল্ভ্য উদ্দালকস্তথা ॥ ২২ ॥ ধৌম্যোপমন্যুবৎসাদ্যা মুনয়ো মুনিকন্যকাঃ। তচ্ছান্ত্যর্থং সমাজগ্মুর্ধন্যং বিশ্বানরাশ্রমম্ ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মা বৃহস্পতিযুতো দেবো গরুড়বাহনঃ। নন্দিভৃঙ্গিসমাযুক্তো গৌর্য্যা সহ বৃষধ্বজঃ ॥ ২৪ ॥ মহেন্দ্রমুখ্যা গীর্ব্বাণা নাগাঃ পাতালবাসিনঃ। রত্নান্যাদায় বহুশঃ সসরিৎকা মহাব্ধয়ঃ ॥ ২৫ ॥ স্থাবরা জঙ্গমরূপং ধৃত্বা যাতাঃ সহস্রশঃ। মহামহোৎসবে তস্মিন্ বভূবাকালকৌমুদী ॥ ২৬ ॥ জাতকর্ম্ম স্বয়ং চক্রে

হইলেন। মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, আমি (অগস্ত্য) বিভাণ্ডক, মাণ্ডব্য, লোমশ, লোমপাদ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভৃগু, গালব, গর্গ, জাতুকর্ণ, পরাশর, আপস্তম্ব, যাজ্ঞবল্ক্য, দক্ষ, বাল্মীকি, মুদ্গল শাতাতপ লিখিত, শঙ্খ, শিলাদ, উঞ্ছভুক্, জমদগ্নি, সম্বর্ত্ত, মতঙ্গ, ভরত, অংশুমান্, ব্যাস, কাত্যায়ন, কুৎস, শৌনক, সুশ্রুত, শুক, ঋষ্যশৃঙ্গ, দুর্ব্বাসা, রুচি, নারদ, তুম্বুরু, উতঙ্ক, বামদেব, চ্যবন, অসিত, দেবল, শালঙ্কায়ন, হারীত, বিশ্বামিত্র, ভার্গব, সপুত্র মৃকণ্ডু, দাল্ভ্য, উদ্দালক, ধৌম্য, উপমন্যু এবং বৎস প্রভৃতি মুনিগণ ও মুনিকন্যাগণ, বিশ্বানরতনয়ের শান্তির জন্য, ধন্য বিশ্বানরাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ৫—২৩। বৃহস্পতি সহ ব্রহ্মা, দেবশ্রেষ্ঠ গরুড়ধ্বজ, নন্দি-ভৃঙ্গি-সমভিব্যাহারে গৌরী সহ বৃষধ্বজ, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, পাতালনিবাসী নাগগণ এবং নদীসমভিব্যাহারী মহাসমুদ্রগণ বহুতর রত্ন গ্রহণ করিয়া আর সহস্র সহস্র স্থাবর-পর্ব্বতাদি জঙ্গমরূপ ধারণ করিয়া সেই মহামহোৎসবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন যেন তথায় অকাল-কৌমুদী হইল।

তস্য দেবঃ পিতামহঃ। শ্রুতিং বিচার্য্য তদ্রূপাং নাম্না গৃহপতিস্ত্বয়ম্॥ ২৭॥ ইতি নাম দদৌ তস্মৈ দেয়মেকাদশেঽহনি। নামকর্ম্মবিধানেন তদর্থং শ্রুতিমুচ্চরন্॥ ২৮॥ অয়মগ্নির্গৃহপতির্গার্হপত্যঃ প্রজায়া বসুবিত্তমঃ। অগ্নে গৃহপতেঽভিদ্যুম্নমভি সহ আযচ্ছস্ব॥ ২৯॥ অগ্নে গৃহপতে স্বিত্যাপরামপি নিদর্শয়ন্। চতুর্নিগমমন্ত্রোক্তৈরাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ॥ ৩০॥ কৃত্বা বালোচিতাং রক্ষাং হরেণ হরিণা সহ। নির্যযৌ হংসমারুহ্য সর্ব্বেষাং প্রপিতামহঃ॥ ৩১॥ অহো রূপমহো তেজস্ত্বহো সর্ব্বাঙ্গলক্ষণম্। অহো শুচিষ্মতীভাগ্যমাবিরাসীৎ স্বয়ং হরঃ॥ ৩২॥ অথবা কিমিদং চিত্রং শর্ব্বভক্তজনেষ্বহো। আবির্ভবেৎ স্বয়ং রুদ্রো যতো রুদ্রাস্তদর্চ্চকাঃ॥ ৩৩॥ ইতি স্তবন্তস্ত্বন্যোন্যং জগ্মুঃ সর্ব্বে যথাগতম্। বিশ্বানরং সমাপৃচ্ছ্য সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ॥ ৩৪॥ অতঃ পুত্রং সমীহন্তে গৃহস্থাশ্রমবাসিনঃ। পুত্রেণ লোকান্ জয়তি শ্রুতিরেষা সনাতনী॥ ৩৫॥ অপুত্রস্য গৃহং শূন্যমপুত্রস্যার্জ্জনং বৃথা। অপুত্রস্যান্বয়শ্ছিন্নো নাপবিত্রং হ্যপুত্রতঃ॥ ৩৬॥ ন পুত্রাৎ পরমো লাভো ন পুত্রাৎ পরমং সুখম্। ন পুত্রাৎ পরমং মিত্রং পরত্রেহ চ কুত্রচিৎ॥ ৩৭॥ ঔরসঃ ক্ষেত্রজঃ ক্রীতো দত্তঃ প্রাপ্তঃ সুতাসুতঃ। আপৎসু রক্ষিতশ্চাপি পুত্রাঃ সপ্তাত্র কীর্ত্তিতাঃ॥ ৩৮॥ এষামন্যতমঃ কার্য্যো গৃহস্থেন বিপশ্চিতা। পূর্ব্বপূর্ব্বঃ সুতঃ শ্রেয়ান্ হীনঃ স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥ ৩৯॥ গার্হ্যবৃত্তেঃ। নিক্রমোঽথ চতুর্থেঽস্য মাসি পিত্রা কৃতো গৃহাৎ। অন্নপ্রাশনমব্দার্দ্ধে চূড়াব্দে চার্থবৎ কৃতা॥ ৪০॥ কর্ণবেধং ততঃ কৃত্বা শ্রবণর্ক্ষে স কর্ম্মবিৎ। ব্রহ্মতেজোঽভিবৃদ্ধ্যর্থং পঞ্চমেঽব্দে ব্রতং দদৌ॥ ৪১॥ উপাকর্ম্ম ততঃ কৃত্বা বেদানধ্যাপয়ৎ সুধীঃ। ত্র্যব্দং বেদান্ স বিধিনাঽধ্যৈষ্ট সাঙ্গপদক্রমান্॥ ৪২॥ বিদ্যাজাতং সমস্তঞ্চ সাক্ষিমাত্রাদ্গুরোর্মুখাৎ। বিনয়াদিগুণানাবিষ্কুর্ব্বন্ জগ্রাহ শক্তিমান্॥ ৪৩॥ ততোঽথ নবমে বর্ষে পিত্রোঃ শুশ্রূষণে রতম্।

দেবপ্রবর পিতামহ, স্বয়ং বিশ্বানর-তনয়ের জাতকর্ম্ম করিলেন। অনন্তর, তিনি নামকরণ-প্রতিপাদিকা শ্রুতি বিচার করিয়া "এই বালকের নাম গৃহপতি" এক দশদিনে কর্ত্তব্য এই নামকরণ-কার্য্য যথা-বিধানে তাঁহার নাম নিষ্পাদক বেদ উচ্চারণ করত সম্পাদন করিলেন। সেই বেদমন্ত্র,—"অয়মগ্নিঃ গৃহপতি" ইত্যাদি এবং "অগ্নেঃ গৃহপতেঃ" ইত্যাদি; অপরশাখোক্ত বেদমন্ত্রও উচ্চারণ করিলেন। সর্ব্বপ্রপিতামহ ব্রহ্মা, চতুর্ব্বেদ-মন্ত্রোক্ত আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া এবং বালকদিগের জন্য যাহা করিতে হয়, সেই রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিয়া হংসারোহণে, হরিহর সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। "বালকটীর কি রূপ! কি তেজঃ! কি বা সর্ব্বাঙ্গের লক্ষণ! শুঃ! শুচিষ্মতীর কি ভাগ্য! স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন! অথবা শিবভক্তগণের নিকট স্বয়ং শিব যে আবির্ভূত হইবেন, ইহা বিচিত্রই বা কি? কেন না, শিবভক্তেরাও "শিব" রোমাঞ্চিত-কলেবরে পরস্পর এই প্রকার স্তব করত বিশ্বানরের সহিত বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যথাস্থানে সকলেই গমন করিলেন। এই জন্যই গৃহস্থেরা, পুত্র কামনা করে; এই চিরন্তন শ্রুতি আছে—'পুত্র দ্বারাই সকল লোক জয় হয়।'

অপুত্র ব্যক্তির গৃহ শূন্য; অপুত্রের উপার্জ্জন বিফল; অপুত্রের বংশ থাকে না; এবং অপুত্রক ব্যক্তি অপেক্ষা অপবিত্র আর কিছুই নাই। পুত্রলাভ অপেক্ষা পরম সুখকর বস্তু আর নাই; এবং ইহলোক ও পরলোক, কোথাও পুত্র অপেক্ষা পরম মিত্র নাই। ঔরস, ক্ষেত্রজ, ক্রীত, দত্তক, স্বয়ং প্রাপ্ত, পুত্রিকা-পুত্র আর বিপদে রক্ষিত, এই সপ্তবিধ পুত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। পণ্ডিত গৃহস্থ, সপ্তবিধ পুত্রের মধ্যে একতম পুত্র রাখিবে। যাহার নাম, যত প্রথমে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই পুত্র তত শ্রেষ্ঠ এবং পর পর পরিগৃহীত পুত্রেরা ক্রমে ক্রমে নিকৃষ্ট। ২৭—৩৯। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—পিতা বিশ্বানর, চতুর্থমাসে এই বালকের 'নিষ্ক্রমণ' কর্ম্ম করিলেন; ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন দিলেন; প্রথম বৎসরে যথাবিধি চূড়াকরণ করিলেন। অনন্তর কর্ম্মবেত্তা কৃতী পিতা 'কর্ণবেধ' কার্য্য সম্পাদন করিয়া, ব্রহ্মতেজোবৃদ্ধির জন্য পঞ্চমবর্ষে শ্রবণানক্ষত্রে 'উপনয়ন' দিলেন। অনন্তর সুবুদ্ধি বিশ্বানর, 'উপাকর্ম্ম' কার্য্যের পর, পুত্রকে বেদ অধ্যাপনা করিলেন। বিশ্বানরপুত্র,—অঙ্গ, পদ এবং ক্রমের সহিত সকল বেদ, তিন বৎসর যথাবিধি অধ্যয়ন করিলেন। শক্তিশালী গৃহপতি, বিনয়াদি গুণাবলী প্রকাশ করত নিমিত্ত মাত্র গুরুর মুখ হইতে সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তত্ত্বজ্ঞানী কামচারী দেবর্ষি নারদ, বিশ্বানরতন

বৈশ্বানরং গৃহপতিং দৃষ্ট্বা কার্মচরো মুনিঃ ॥ ৪৪ ॥ বিশ্বানরোটজং প্রাপ্য দেবর্ষির্নারদঃ সুধীঃ। পপ্রচ্ছ কুশলং তত্র গৃহীতার্ঘ্যাসনঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥ নারদ উবাচ। বিশ্বানর মহাভাগ শুচিষ্মতি শুভব্রতে। ইদন্তে যুবয়োর্ব্বাক্যময়ং গৃহপতিঃ শিশুঃ ॥ ৪৬ ॥ ন্যস্ততীর্থং ন বা দেবো ন গুরুর্ন চ সৎক্রিয়া। বিহায় পিত্রোর্ব্বচনং নান্যো ধর্ম্মঃ সুতস্য হি ॥ ৪৭ ॥ ন পিত্রোরধিকং কিঞ্চিত্রিলোক্যাং তনয়স্য হি। গর্ভধারণপোষাভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী ॥ ৪৮ ॥ অম্ভোভিরভিষিচ্য স্বং জননীচরণচ্যুতৈঃ। প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্ধুনীশুদ্ধকবহ্বাধিকশুদ্ধতাম্ ॥ ৪৯ ॥ সন্ন্যস্তাখিল-কর্ম্মাপি পিতুর্ব্বন্দ্যো হি মস্করী। সর্ব্ববন্দ্যেন যতিনা প্রসূর্ব্বন্দ্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৫০ ॥ ইদমেব তপোঽত্যুগ্রমিদমেব পরং ব্রতম্। অয়মেব পরো ধর্ম্মো যৎ পিত্রোঃ পরিতোষণম্ ॥ ৫১ ॥ মন্যে মান্যো নাধমস্য তথান্যস্য যথা যুবাম্। সুধাকারৈর্ব্বিনীতস্য শিশোর্গৃহপতেরহম্ ॥ ৫২ ॥ বৈশ্বানর সমভ্যেহি মমোৎসঙ্গে নিষীদ ভো। লক্ষণানি পরীক্ষেঽহং পাণিং দর্শয় দক্ষিণম্ ॥ ৫৩ ॥ ইত্যুক্তো মুনিনা বালঃ পিত্রোরাজ্ঞামবাপ্য সঃ। প্রণম্য নারদং শ্রীমান্ ভক্ত্যা প্রহ্ব উপাবিশৎ ॥ ৫৪ ॥ ততো দৃষ্ট্বাস্য সর্ব্বাঙ্গং তালুজিহ্বাদ্বিজানপি। আনীয় কুঙ্কুমারক্তং সূত্রঞ্চ ত্রিগুণীকৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ স্মৃত্বা শিবৌ গণাধ্যক্ষ-মুঙ্গীভূতমুদঙ্মুখম্। মুনিঃ পরিমমৌ বালমাপাদতল-মস্তকম্ ॥ ৫৬ ॥ তির্য্যগূর্দ্ধং সমো মানে যোঽষ্টোত্তর-শতাঙ্গুলঃ। স ভবেৎ পৃথিবীপালো বালোঽয়ং তে যথা দ্বিজ ॥ ৫৭ ॥ পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চদীর্ঘঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ। ত্রিপৃথুর্লঘুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণস্থিতি ॥ ৫৮ ॥ পঞ্চ দীর্ঘাণি শস্তানি যথা দীর্ঘায়ুষোঽস্য বৈ। ভুজৌ নেত্রে হনুর্জানুর্নাসাস্য তনয়স্য তে ॥ ৫৯ ॥ গ্রীবাজঙ্ঘামেহনৈশ্চ ত্রিভির্হ্রস্বোঽয়মীড়িতঃ। স্বরেণ সত্ত্বনাভিভ্যাং ত্রিগম্ভীরঃ শিশুঃ শুভঃ ॥ ৬০ ॥ ত্বক্কেশাঙ্গুলিদশনাঃ পর্ব্বাণ্যঙ্গুলিজান্যপি। তথাস্য পঞ্চ সূক্ষ্মাণি দিক্পালপদভাগ্‌যথা ॥ ৬১ ॥ বক্ষঃ

গৃহপতিকে নবম বর্ষ বয়সে মাতাপিতৃ-শুশ্রূষায় রত দেখিয়া, বিশ্বানরের আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তথায় বিশ্বানর-দত্ত অর্ঘ্য এবং আসন ক্রমে গ্রহণ করিয়া বিশ্বানরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—হে মহাভাগ বিশ্বানর! হে শুভব্রতে শুচিষ্মতি! এই শিশু গৃহপতি, তোমাদের বাক্য পালন করিতেছে; অতি উত্তম। মাতাপিতার বাক্য পালন ব্যতীত, পুত্রের আর অন্য তীর্থ নাই, দেবতা নাই, গুরু নাই, সৎকর্ম্ম নাই এবং অন্য ধর্ম্মও নাই। ত্রৈলোক্যে পুত্রের পক্ষে মাতাপিতার অধিক আর কিছুই নাই; গর্ভে ধারণ এবং পোষণপ্রযুক্ত মাতা, পিতা অপেক্ষাও গরীয়সী। গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করিলে যে পবিত্রতা হয়, জননীপাদোদক দ্বারা নিজদেহ অভি-ষিক্ত করিলে, তদপেক্ষা অধিক পবিত্রতা হইয়া থাকে। নিখিলকর্ম্মসন্ন্যাসী পরিব্রাজক পিতারও বন্দনীয়; এ হেন সর্ব্ববন্দ্য যতি; তিনিও যত্ন সহকারে মাতৃবন্দনা করিবেন। মাতাপিতার পরিতোষসাধনই অত্যুগ্র তপস্যা, তাহাই পরম ব্রত এবং তাহাই পরম ধর্ম্ম। সুধাকার দ্বারাই বিনীত বলিয়া প্রতীয়মান এই শিশু গৃহপতি তোমাদিগকে যেরূপ সম্মান করে, কোন অপকৃষ্ট বালক, মাতাপিতার প্রতি সম্মান কখন করে না, ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি। বৈশ্বানর! এস ত, আমার কোলে বস'। আমি লক্ষণ পরীক্ষা করিব, দক্ষিণ হাতটি দেখাও। ৫০—৫৩। নারদমুনি বালককে এই কথা বলিলে, শ্রীমান্ বালক, মাতাপিতার আজ্ঞা পাইয়া নারদকে প্রণাম করিয়া ভক্তিবিনম্রভাবে নারদের কোলে বসিলেন। অনন্তর নারদ ইহার সর্ব্বাঙ্গ, তালু, জিহ্বা এবং দশনাবলী দেখিলেন। পরে, কুঙ্কুমরঞ্জিত ত্রিগুণীকৃত সূত্র আনয়নপূর্ব্বক শিব-শিবা-গণেশ স্মরণ করিয়া মুনি,—উদঙ্মুখে দণ্ডায়মান বালকের আপাদ-মস্তক, সেই সূত্র দ্বারা মাপিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—অষ্টোত্তর শতাঙ্গুলি পরিমাণ যাহার দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান, সে লোকপাল হয়; হে দ্বিজ! তোমার বালকের পরিমাণ সেই প্রকারই বটে। যে পুরুষের পঞ্চ-স্থান সূক্ষ্ম, পঞ্চস্থান দীর্ঘ, সপ্তস্থান রক্তবর্ণ, ছয়স্থান উন্নত, তিনস্থান বিস্তীর্ণ, তিনস্থান হ্রস্ব এবং তিনবস্তু গম্ভীর, তাহাকে দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। তোমার এই দীর্ঘায়ু পুত্রের বাহুদ্বয় নেত্রদ্বয়, হনু, জানু এবং নাসা, এই পঞ্চ স্থান যেমন দীর্ঘ, এইরূপ দীর্ঘ হওয়াই প্রশস্ত। ইহার গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং লিঙ্গ হ্রস্ব বলিয়া এ বালক স্তুতির পাত্র। স্বর, অন্তঃকরণ এবং নাভি ইহার গম্ভীর; অতএব এ শিশু বড়ই সুলক্ষণ। ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলি, দন্ত এবং অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহ যেরূপ সূক্ষ্ম হইলে দিক্পাল-

ক্ষুদ্র্যলকং স্কন্ধং করং বক্ত্রং ষড়ুন্নতম্। তথাত্র দৃশ্যতে বালে মহদৈশ্বর্য্যভাগ্‌যথা ॥৬২॥ পাণ্যোস্তলে চ নেত্রান্তে তালুজিহ্বাধরৌষ্ঠকম্। সপ্তারুণঞ্চ সনখমস্মিন্ রাজ্যসুখপ্রদম্ ॥ ৬৩ ॥ ললাটকটি-বক্ষোভিস্ত্রিভির্বিস্তীর্ণো যথা হ্যসৌ। সর্ব্বতেজোতি-গৈশ্বর্য্যং তথা প্রাপ্স্যতি নান্যথা ॥ ৬৪ ॥ কমঠী-পৃষ্ঠকঠিনাবকর্ম্মকরণৌ করৌ। রাজ্যহেতু শিশোরস্য পাদৌ চাধ্বনি কোমলৌ ॥ ৬৫ ॥ অচ্ছিন্না তর্জ্জনীং ব্যাপ্য তথা রেখাস্য দৃশ্যতে। কনিষ্ঠাপৃষ্ঠনির্যাতা দীর্ঘায়ুষ্যং যথার্পয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ পাদৌ সুমাংসলৌ রক্তৌ সমৌ স্নিগ্ধৌ সুশোভনৌ। সমগুল্ফৌ স্বেদহীনৌ স্নিগ্ধাবৈশ্বর্য্যসূচকৌ ॥ ৬৭ ॥ স্বল্পাভিঃ কররেখাভিরারক্তাভিঃ সদাসুখী। লিঙ্গেন কৃশহ্রস্বেন রাজরাজো ভবিষ্যতি ॥ ৬৮ ॥ উৎকটাসন-গুল্ফস্ফিগ্ নাভিরস্যাপি বর্ত্তুলা। দক্ষিণাবর্ত্তমরুণং মহদৈশ্বর্য্যসূচিকা ॥ ৬৯ ॥ ধারৈকা মূত্রয়ত্যস্মিন্ দক্ষিণাবর্ত্তিনী যদি। গন্ধশ্চ মীনমধুনোর্যদি বীর্য্যে তদা নৃপঃ ॥ ৭০ ॥ বিস্তীর্ণৌ মাংসলৌ স্নিগ্ধৌ স্ফিচাবস্য সুখোচিতৌ। বামাবর্ত্তৌ সুপ্রলম্বৌ দোষৌ দিগ্রক্ষণোচিতৌ ॥ ৭১ ॥ শ্রীবৎসবজ্র-চক্রাজমৎস্যকোদণ্ডভৃৎ। তথাস্য করগা রেখা যথা স্যাত্রিদিবস্পতিঃ ॥ ৭২ ॥ দ্বাত্রিংশদ্দশনশ্চায়ং করকম্বুশিরোধরঃ। ক্রৌঞ্চদুন্দুভিহংসাভ্রস্বরঃ সর্ব্বে-শ্বরাধিকঃ ॥ ৭৩ ॥ মধুপিঙ্গলনেত্রোহ্যসৌ নৈনং শ্রীস্ত্যজতি কচিৎ। পঞ্চরেখললাটস্থ তথা সিংহোদরঃ শুভঃ ॥ ৭৪ ॥ উর্দ্ধরেখাঙ্কিতপদো নিঃশ্বসন্ পদ্মগন্ধবান্। অচ্ছিদ্রপাণিঃ সুনখো মহালক্ষণবানয়ম্ ॥৭৫॥ কিন্তু সর্ব্বগুণোপেতং সর্ব্ব-লক্ষণলক্ষিতম্। সম্পূর্ণনির্ম্মলকলং পাতয়েদ্বিধু-বদ্বিধিঃ ॥ ৭৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষণীয়স্বসৌ শিশুঃ। গুণোহপি দোষতাং যাতি বক্রীভূতে বিধাতরি ॥ ৭৭ ॥ শক্রেহস্য দ্বাদশে বর্ষে প্রত্যূহো

পদ-প্রাপ্তি হয়, এ বালকের সেইরূপই আছে। বক্ষঃ, উদর, ললাট, স্কন্ধ, হস্ত এবং মুখ এই ছয় স্থান যেরূপ উন্নত হইলে, মহৎ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হয়, এই বালকের সেইরূপ উন্নতই দেখা যায়। করতলদ্বয়, নয়নদ্বয়প্রান্ত, তালু, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ এবং নখশ্রেণী, এই সপ্তস্থান রক্তবর্ণ হইলে, রাজ্যসুখ লাভ হয়। এই শিশুর ললাট, কটি এবং বক্ষস্থল যেরূপ বিস্তীর্ণ, তাহাতে ইহার নিশ্চয়ই সর্ব্ব-তেজোতীত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইবে, অন্যথা হইবে না। এই শিশুর করদ্বয়, কঠোরতাজনক কর্ম্ম না করিয়াও কমঠী-পৃষ্ঠবৎ কঠিন এবং পদতলদ্বয় পথিভ্রমণেও কোমল; এতদুভয়ই রাজ্যপ্রাপ্তির লক্ষণ। যেমন রেখা থাকিলে, লোকে দীর্ঘায়ু হয়, এই বালকেরও —তর্জ্জনীমূল-পর্য্যন্তব্যাপিনী, কনিষ্ঠাঙ্গুলির পশ্চা-দ্ভাগ পর্য্যন্ত সমাগত—ঠিক সেইরূপ রেখাই দেখা যাইতেছে। মাংসল, রক্ততল, সরল, নাতিস্থূল সমগুল্ফ, স্বেদহীন, স্নিগ্ধ, সুশোভন পদদ্বয় এই বালকের ঐশ্বর্য্যের সূচক। তোমার এই বালক, আরক্তস্বল্প-কররেখা-সম্পন্ন বলিয়া সদা সুখী হইবে এবং কৃশ হ্রস্ব-লিঙ্গ বলিয়া রাজরাজ হইবে। ইহার গুল্ফ ও কটি উচ্চাসনযোগ্য এবং ইহার নাভি বর্ত্তুল, দক্ষিণাবর্ত্ত ও রক্তবর্ণ, ইহা মহৈশ্বর্য্যের সূচক। যদি এই বালকের দক্ষিণাবর্ত্তিনী এক ধারায় প্রস্রাব হয়, এবং বীর্য্যে যদি মৎস্য ও মধুর গন্ধ হয়, তবে এ রাজা হইবে। ৫৪—৭০। এই বিস্তীর্ণ, মাংসল, স্নিগ্ধস্ফিক্‌দ্বয় সুখের সূচক আর সুন্দরগঠন আজানুলম্বিত বাহুযুগল দিক্‌পাল-পদের সূচক। যে প্রকার রেখা হস্তে থাকিলে, দেব-লোকে রাজা হয়, এ বালকের করতলে সেইরূপ রেখাই আছে;—ইহার করতলে, শ্রীবৎসচিহ্ন, বজ্রচিহ্ন, চক্রচিহ্ন, পদ্মচিহ্ন, মৎস্যচিহ্ন এবং ধনু চিহ্ন, আছে। ইহার দ্বাত্রিংশৎ দন্ত; গ্রীবা হস্তি-শুণ্ডবৎ সুবলিত ও কম্বুবৎ ত্রিরেখাঙ্কিত; স্বর ক্রৌঞ্চ, দুন্দুভি, হংস ও মেঘের শব্দসদৃশ; ইহাতে নিশ্চয় হয়,—সকল রাজা অপেক্ষা এই বালকের আধিক্য হইবে। ইহার নয়ন মধুর ন্যায় পিঙ্গল-বর্ণ; লক্ষ্মী ইহাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। পঞ্চরেখাযুক্ত ললাট এবং সিংহোদর সদৃশ উদর বালকের বড়ই সুলক্ষণ। পদতলে ইহার উর্দ্ধ-রেখা, নিশ্বাসে পদ্মগন্ধ, অঙ্গুলি পরস্পর সংহত করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলে, করতলের কোন স্থলেই ছিদ্র থাকে না এবং নখশ্রেণী উত্তম; শিশুটী অত্যন্ত সুলক্ষণাক্রান্ত কিন্তু পূর্ণ নির্ম্মল কলানিধি চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত এই বালককে বিধাতা হয় ত নিপাতিত করিবেন। অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া এই বালককে রক্ষা করিবে; বিধাতা বক্র হইলে গুণও দোষের কার্য্য করে। এই শিশুর দ্বাদশবর্ষ বয়সে বৈদ্যুত অনল হইতে বিঘ্ন হইবার

বিস্ময়ান্বিতঃ। ইত্যুক্ত্বা নারদো ধীমান্ স জগাম যথাগতম্ ॥ ৭৮ ॥ বিশ্বানরঃ সপত্নীকস্তৎ শ্রুত্বা নারদেরিতম্। তদৈব মন্যমানোহভূদ্বজ্রপাতং সুদারুণম্ ॥ ৭৯ ॥ হা হতোহস্মীতি বচসা হৃদয়ং হন্তেঘ্নন্। মূর্চ্ছামবাপ মহতীং পুত্রশোকসমাকুলঃ ॥ ৮০ ॥ শুচিষ্মত্যপি দুঃখার্ত্তা রুরোদাতীব দুঃসহম্। আর্ত্তস্বরেণ হাহারবৈরত্যন্তব্যাকুলেন্দ্রিয়া ॥ ৮১ ॥ হা শিশো হা গুণনিধে হা পিতুর্বাক্যকারক। হা কুতো মন্দভাগ্যায় জঠরে মে সমাগতঃ ॥ ৮২ ॥ ত্বদেকপুত্রাং হা পুত্র কোহত্র মাং ত্রায়তে পুরা। ত্বদৃতে ত্বদ্‌গুণোর্ম্ম্যাঢ্যে পতিতাং শোকসাগরে ॥৮৩॥ হা বাল হা বিমল হা কমলায়তাক্ষ হা লোকলোচন-চকোরকুরঙ্গলক্ষ্মন্। হা তাত তাতনয়নাব্জময়ূখ-মালিন্ হা মাতুরুৎসবসহস্রসুখৈকহেতো ॥ ৮৪ ॥ হা পূর্ণচন্দ্রমুখ হা সুনখাঙ্গুলীক হা চাটুকার-বচনামৃতবীচিপূর। দুঃখৈঃ কিয়দ্ভিরহহাঙ্গ ময়া ত্বমাপ্তঃ কিং কিং কৃতং গৃহপতে ন যয়া ত্বদাপ্ত্যৈ ॥ ৮৫ নোপ্তো বলির্ন বত কাসু চ দেবতাসু তীর্থানি কানি ন ময়াধ্যুষিতানি বৎস। কে কে ময়া ন নিয়মৌষধ-মন্ত্রযত্নাঃ সংসাধিতাস্তব কৃতে সুকৃতৈকলভ্য ॥ ৮৬ ॥ সংসারসাগরতরে হর দুঃখভারং সারং মুখেন্দু-মভিদর্শয় সৌখ্যসিন্ধো। পুন্নামতীব্রনরকার্ণব-বাড়বাগ্নে সঞ্জীবয়স্ব পিতরং নিজবাক্সুধোঘৈঃ ॥ ৮৭ ॥ কিং দেবতা অহহ জন্মমহোৎসবেহস্য আয়েতি ভাবি মিলিতা যুগপৎ সমস্তাঃ। একস্থ-সর্ব্বগুণশীলকলাকলাপ-সৌন্দর্য্যলক্ষণপরীক্ষণপূর্ণহর্ষাঃ ॥ ৮৮ ॥ শম্ভো মহেশ করুণাকর শূলপাণে মৃত্যুঞ্জয়-স্ত্বমিতি বেদবিদো বদন্তি। ত্বদ্দত্তবালতনয়ে যদি কালকালঃ স্যাদেবমত্র বদ কস্য ভবেন্ন পাতঃ ॥ ৮৯ ॥ হা হন্ত হন্ত ভবতা ভবতাপহারী কস্মাদ্বিধেহত্র বিদধে বহুভিঃ প্রযত্নৈঃ। বালো বিশালগুণসিন্ধুমগাধমধ্যং সদ্রত্নসারমখিলং সবিধং বিধায় ॥ ৯০ ॥ হা কাল বালকবতী কিমু তে ন রাজ্ঞী ত্বৎকালতাং ন হৃতবনায় সুতাননেন্দুঃ। বালেহতিকোমলমৃণাললতাঙ্গলীলে

আশঙ্কা করি। ধীমান্ নারদ এই কথা বলিয়া যথাগত প্রস্থান করিলেন। সভার্য্য বিশ্বানর, নারদের সেই কথা শুনিয়া তখনই দারুণ বজ্রপাত হইল মনে করিলেন। বিশ্বানর 'হা হতোহস্মি' বলিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিলেন এবং ভাবী পুত্রশোকে আকুল হইয়া অত্যন্ত মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। শুচি-ষ্মতীও অতিশয় ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং দুঃখার্ত্তা হইয়া আর্ত্তস্বরে হাহাকার করত অতিদুঃসহ রোদন করিতে লাগিলেন,—'হা শিশো! হা গুণনিধে! হা পিতৃবচন-পালনপরায়ণ! হায়! এ অভাগিনীর জঠরে তুমি কেন আসিলে? হা পুত্র! তুমিই আমার একমাত্র পুত্র; তোমার গুণাবলী-স্মরণ-রূপ বীচিমালা-সঙ্কুল শোকসাগরে নিপতিতা হইলে, সে ভয় হইতে তুমি ভিন্ন কে আমাকে রক্ষা করিবে। হা শিশো! হা সুপবিত্র! হা কমলায়-তাক্ষ!! হা লোক-লোচন-চকোর-সুধাকর! হা পিতৃনয়ন-কমলদিবাকর! হায়! তুমি যে আমার সহস্র উৎসবের সহস্র সুখের একমাত্র হেতু। হায়! পূর্ণচন্দ্র-বদন! হায়! তোর যে বাবা! অঙ্গু-লের নখটী পর্য্যন্ত সুন্দর! হায়! তুই যে বাবা! মিষ্টবচন-সুধার সাগর! হায়! কত দুঃখে তোকে আমরা এখানে পেয়েছি! বাবা গৃহপতি! তোঁকে পাইবার জন্য আমরা না করিয়াছি কি? হায় বাবা! তোর জন্য কোন্ দেবতার পূজা না করি-য়াছি,—কোন্ তীর্থে বাস না করিয়াছি? অরে পুণ্যমাত্রলভ্য! আমি তোর জন্য কোন্ নিয়ম, ঔষধ, ও মন্ত্রের সাধনা না করিয়াছি? অরে সংসার-সাগরে তরণি! দুঃখভার হরণ কর্; অরে সুখসাগর! মুখচন্দ্র প্রদর্শন কর্। বাবা! তুই আমাদের পুন্নাম-নরক-সমুদ্র-শোষণকারী বাড়-বাগ্নি; স্বীয় বচনামৃতসেচনে পিতার জীবন প্রদান কর। ৭১—৮৭। হায়! এই ভাবী অমঙ্গল জানিয়াও কেন দেবগণ তোর জন্মমহোৎসবে সকলে যুগপৎ মিলিত হইলেন? কেনই বা তাঁহারা হায়! এক-স্থানে সকল গুণ, শীল, কলাকলাপ, সৌন্দর্য্য এবং সুলক্ষণ অবলোকনে পূর্ণ আনন্দিত হইলেন? হে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণাকর! হে শূলপাণে! বেদবেত্তারা বলেন,—আপনি মৃত্যুঞ্জয়; আপনার প্রদত্ত শিশুতনয়ে যদি যমের আঘাত হয়, তবে বলুন, জগতে কাহার না নিপাত হইবে? হায়! হায়! হা বিধাতঃ! আপনি বহু প্রযত্নে, সেই সংসার-তাপহারী বালককে অগাধ-মধ্যে উত্তমরত্ন-সার প্রবল বিশাল গুণ-সাগর এবং আমার সমীপবর্ত্তী করিয়া কেন নির্ম্মাণ করি-লেন? কেন না, অচিরে ত আবার আপনিই অপহরণ করিবেন; হে কাল! তোমার রাজ্ঞী কি পুত্রবতী নহেন? অথবা তিনি পুত্রবতী হইলেও পুত্রের মুখচন্দ্র, তোমার কালতা

দত্তোলিনিষ্ঠুরকঠোরকুঠারদংষ্ট্রঃ॥ ৯১॥ ইত্থং বিলপ্য বহুশো নয়নাম্বুধারাসম্পাতজাতভটিনীশতমুত্তরঙ্গম্। সা তোকশোকজনিতানলতাপতপ্তা প্রোচ্ছস্য দীর্ঘ-বিপুলোষ্ণমহো শুশোষ॥ ৯২॥ আকর্ণ্য তৎকরুণবৎ পরিদেবিতানি তানি ক্রমা ব্রততয়ঃ কুসুমাশ্রু-পাতৈঃ। প্রায়ো রুদন্তি পততাং বিরুতার্ত্তরাবৈ-রালোল্য মৌলিমসকৃৎ পবনচ্ছলেন॥ ৯৩॥ রুদ্নং তয়া কিল তথা বহু মুক্তকণ্ঠমার্ত্তস্বরৈঃ প্রতিরব-চ্ছলতো যথোচ্চৈঃ। তদ্দুঃখতোহমুরুরুদুর্গিরিকন্দ-রাস্তাঃ সর্ব্বা দিশঃ স্থগিতপত্রিমৃগাগমা হি॥ ৯৪॥ শ্রুত্বার্ত্তনাদমিতি বিশ্বনরোহপি মোহং হিত্বোত্থিতঃ কিমিতি কিম্বিতি কিং কিমেতৎ। উচ্চৈর্ব্বদন্ গৃহ-পতিঃ ক্ব স মে বহিস্থঃ প্রাণোঽন্তরাত্মনিলয়ঃ সকলে-ন্দ্রিয়েশঃ॥ ৯৫॥ অগস্ত্য উবাচ। ততো দৃষ্ট্বা স পিতরৌ বহুশোকসমাবৃতৌ। স্মিত্বোবাচ ততো মাতস্ত্রাসস্তাদৃক্ কুতো হি বাম্॥ ৯৬॥ ন মাং কৃতবপুস্ত্রাণাং ভবচ্চরণরেণুভিঃ। কালঃ কলয়িতুং শক্তো বরাকী চঞ্চলাল্পিকা॥ ৯৭॥ প্রতিজ্ঞাং শৃণুতং তাতৌ যদি বাং তনয়ো হ্যহম্। করিষ্যেঽহং তথা তেন বিদ্যুন্মত্তস্ত্রসিষ্যতি॥ ৯৮॥ মৃত্যুঞ্জয়ং সমারাধ্য সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদং সতাম্। কালকালং মহাকালং কালকূটবিষাদিনম্॥ ৯৯॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য জরিতৌ দ্বিজদম্পতী। অকালামৃতবর্ষীব-শান্ততাপৌ তদোচতুঃ॥ ১০০॥ অপয়োদপয়ো-বৃষ্টিরদুগ্ধাব্ধিসুধোদয়ঃ। অনিন্দুঃ কৌমুদীকান্তিঃ কুতো নৌ সুখয়ত্যলম্॥ ১০১॥ পুনর্ব্রূহি পুন-র্ব্রূহি কীদৃক্ কীদৃক্ পুনঃপুনঃ। কালঃ কলয়িতুং নালং বরাকী চঞ্চলাল্পিকা॥ ১০২॥ আব-য়োস্তাপনাশায় মহোপায়স্ত্বয়েরিতঃ। মৃত্যুঞ্জয়স্য দেবস্য সমারাধনলক্ষণঃ॥ ১০৩॥ তদ্গচ্ছ শরণং তাত নাতঃ পরতরং হিতম্। মনোরথপথাতীত-কারিণঃ কালহারিণঃ॥ ১০৪॥ কিং ন শ্রুতং ত্বয়া তাত শ্বেতকেতুং যথা পুরা। পাশিতং কালপাশেন ররক্ষ ত্রিপুরান্তকঃ॥ ১০৫॥ শিলাদতনয়ং মৃত্যু-গ্রস্তমষ্টাব্দমর্ভকম্। শিবো নিজজনং চক্রে মল্লিনং

* (অন্ধকার অথচ নাশকত্ব) দূর করিতে পারে নাই। নতুবা, হে বজ্রনিষ্ঠুর! মৃণালসদৃশ অতি কোমালাঙ্গ বালককে কঠোর কুঠারসম দংষ্ট্রাঘাত কি করিয়া করিবে! শুচিষ্মতী, বহুবার এইরূপ বিলাপ করিলেন; তাঁহার নয়ন-জলধারায় শত শত নদী উৎপন্ন হইয়া তাহাতে বুঝি উত্তাল-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল! পুত্রশোকানল-সন্তপ্তা বিশ্বানরপত্নী, অনন্তর অত্যন্ত উষ্ণ এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত শুষ্ক হইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই করুণ বিলাপ শ্রবণে বুঝি তরু-লতাগণও পবনকম্পনচ্ছলে বারংবার শিখর সঞ্চালন করিয়া কুসুমাশ্রু বর্ষণ করত বিহগকূজন-স্বরূপ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শুচিস্মতী এত অধিক মুক্তকণ্ঠে আর্ত্তস্বরে রোদন করিয়াছিলেন যে গিরিকন্দরমুখী সর্ব্বদিগ্গুলীও পশু-পক্ষিসঞ্চার-শূন্য হইয়া উচ্চ প্রতিধ্বনিচ্ছলে যেন রোদন করিতে লাগিলেন বলিয়া বোধ হইল। এই আর্ত্তনাদ শ্রবণে, বিশ্বানরও মোহযুক্ত হইয়া,—"কি, এ; কি, কি, একি! আমার বাহ্যপ্রাণ, অন্তরাত্মাশ্রয়, সকলেন্দ্রিয়ের পরিচালক গৃহপতি কোথায়" বলিতে বলিতে উত্থিত হইলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর গৃহপতি মাতাপিতাকে বহু শোকাকুল দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিলেন,—মা! এত ভয় আপনাদের কোথা হইতে হইল! আপনাদের চরণরেণুরূপ কবচ দ্বারা আবৃতদেহ আমাকে স্বয়ং কালও বিনষ্ট করিতে পারে না; অতি ক্ষুদ্র নগণ্য বিদ্যুৎ ত পরের কথা! হে মাতাপিতা! আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন,—যদি আমি আপনাদের সন্তান হই, ত, আমি সর্ব্বজ্ঞ, সাধুগণের সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ, কালকূটবিষপায়ী, কালকাল মহাকাল মৃত্যুঞ্জয়কে আরাধনা করিয়া এমন কর্ম্ম করিব যে, তাহাতে বিদ্যুৎও আমার নিকট ভয় পাইবে॥৮৮—৯৯। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতি অকালে সুধাবৃষ্টির তুল্য পুত্রের এই বাক্য শ্রবণে শান্ততাপ হইয়া বলিলেন,—এই বিনা-মেঘে বৃষ্টি, বিনাক্ষীরসমুদ্রে অমৃতোৎপত্তি এবং বিনাচন্দ্রে কৌমুদীকান্তি কোথা হইতে আমাদিগের অতীব সুখসম্পাদন করিল! কি বলিলে! আবার বল, আবার বল;—কি?—কালও বিনাশ করিতে পারিবে না, অতিক্ষুদ্রা নগণ্যা বিদ্যুৎ ত দূরের কথা? তোমার কীর্ত্তিত দেবদেব মৃত্যুঞ্জয়ের আরাধনাই আমাদের শোকশান্তির মহান্ উপায়। বাবা! তবে সেই কামনার অতীত সিদ্ধিদায়ী কালহারী মহাদেবের শরণাপন্ন হও, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হিতকর আর কিছুই নাই। বাপ! পূর্ব্ব-কালে, কালপাশবদ্ধ শ্বেতকেতুকে ত্রিপুরারি যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি শুন নাই? অষ্টমবর্ষীয় বালক শিলাদপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছিলেন, শিব তাঁহাকে রক্ষা করিয়া জগদানন্দ

বিশ্বনন্দিনম্॥ ১০৬॥ ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতং প্রলয়ানলসন্নিভম্। পীত্বা হালাহলং ঘোরমরক্ষদ্ভুবনত্রয়ম্॥ ১০৭॥ জালন্ধরং মহাদর্পং হৃতত্রৈলোক্যসম্পদম্। চরণাঙ্গুষ্ঠরেখোত্থচক্রেণ নিজঘান যঃ॥ ১০৮॥ য একেনৈবেষুপাতোত্থজ্বলনৈস্ত্রিপুরং পুরা। বিধায় পত্রিণং বিষ্ণুং জ্বালয়ামাস ধূর্জ্জটিঃ॥ ১০৯॥ অন্ধকং বস্ত্রিশূলাগ্রপ্রোতং বর্ষাযুতং পুরা। ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসন্দৃপ্তং শোষয়ামাস ভানুনা॥ ১১০॥ কামং দৃষ্টিনিপাতেন ত্রৈলোক্যবিজয়োর্জ্জিতম্। নিনায়ানঙ্গপদবীং বীক্ষমাণেষজাদিষু॥ ১১১॥ তং ব্রহ্মাদ্যেককর্ত্তারং মেঘবাহনমচ্যুতম্। প্রযাহি পুত্র শরণং বিশ্বরক্ষামণিং শিবম্॥ ১১২॥ পিত্রোরনুজ্ঞাং প্রাপ্যেতি প্রণম্য চরণৌ তয়োঃ। প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য বহ্বাশ্বাস্য বিনির্যযৌ॥ ১১৩॥ স প্রাপ্য কাশীং দুষ্প্রাপাং ব্রহ্মনারায়ণাদিভিঃ। মহাসংবর্ত্তসংবৃত্ততাপাদ্বিশ্বেশপালিতাম্॥ ১১৪॥ স্বর্ধুন্যা হারযষ্ট্যেব রাজিতাং কণ্ঠভূমিষু। বিচিত্রগুণশালিন্যা হারনীহারগৌরয়া॥ ১১৫॥ বহুসংসারসন্তাপ-সন্তপ্তজনতোত্তবম্। বারয়ন্তীং বরণয়া ছিন্দন্তীমসিধারয়া। ১১৬॥ যল্লভ্যতে চ কৈবল্যং সুদৃঢ়াষ্টাঙ্গযোগতঃ। বিকাসয়ন্তীং তৎ সম্যক্ কাশিকাং যাং জগুর্ব্বুধাঃ॥ ১১৭॥ সংসারতাপতপ্তাভ্যাং লোচনাভ্যাং স দৃষ্টবান্। কর্ণাকর্ণপ্রকীর্ণাভ্যাং প্রাগ্যযৌ মণিকর্ণিকাম্॥ ১১৮॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং বিভুম্। ত্রৈলোক্যপ্রাণিসন্ত্রাণকারিণং প্রণনাম হ॥ ১১৯॥ আলোক্যালোক্য তল্লিঙ্গং তুতোষ হৃদয়ে বহু। পরমানন্দকন্দাখ্যং স্ফুটমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ১২০॥ অহো ন মত্তো ধন্যোঽস্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। যদদ্রাক্ষিষমদ্যাহং শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরং বিভুম্॥ ১২১॥ ত্রিলোকীসারসর্ব্বস্বং পিণ্ডীভূতমিদং কিল। কিংবা পীযূষপিণ্ডোঽয়মুদ্গতঃ ক্ষীরনীরধেঃ॥ ১২২॥ আত্মাববোধমহসঃ কিমসৌ প্রথমাঙ্কুরঃ। যোগিহৃৎপদ্মনিলয়ং যদনাকারমুচ্যতে। ব্রহ্মানন্দসুকন্দো বা কিমু ব্রহ্মরসায়নম্॥ ১২৩॥ তদাকারত্বমাপেদে কিমিদং লিঙ্গকৈতবাৎ॥ ১২৪॥ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমথবা নানারত্নৌঘপূরিতম্। অথবা মোক্ষ-

কর 'নন্দী' নামে আপনার পারিষদ করিয়াছেন। ক্ষীরোদ-মথনসম্ভূত, প্রলয়ানলসদৃশ ঘোর হলাহল পান করিয়া তিনি ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছেন। ত্রিলোকসম্পত্তিহর্ত্তা মহাদর্পান্বিত জালন্ধর অসুরকে যিনি পাদাঙ্গুষ্ঠ-রেখোৎপন্ন চক্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছেন; যে ধূর্জ্জটি বিষ্ণুকে বাণ করিয়া বিষ্ণুরূপি-এক-শরপাত-সম্ভূত অনলরাশি দ্বারা ত্রিপুরকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিয়াছেন; ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভে মদমূঢ় অন্ধকাসুরকে যিনি শূলাগ্রে প্রোথিত করিয়া অযুত বৎসর সূর্য্যতাপে বিশুষ্ক করিয়াছেন; যিনি ত্রৈলোক্যবিজয়-গর্ব্বিত কামকে, ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষেই দৃষ্টিপাত-মাত্রে অনঙ্গ করিয়াছেন,—পুত্র! ব্রহ্মাদিরও একমাত্র কর্ত্তা, বিশ্বরক্ষণ-মণিমণি সেই মেঘবাহন অচ্যুত শিবের শরণাপন্ন হও। গৃহপতি, মাতা পিতার এইরূপ অনুমতি পাইবার পর, তাঁহাদিগের চরণযুগলে প্রণাম ও তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং অনেক আশ্বাস দিয়া নির্গত হইলেন। কল্পান্ত-সম্ভূত সন্তাপ হইতে বিশ্বেশ্বর যাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন, বিচিত্র-গুণশালিনী হিমহারশুভ্রা জাহ্নবী, হারলতার ন্যায় যাঁহার কণ্ঠভূমিতে অবস্থিত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছেন; যিনি সংসারতাপ-তপ্ত জনগণের পুনর্জ্জন্ম বরণার সাহায্যে বারণ করিতেছেন এবং অসিধারার সাহায্যে ছেদন করিতেছেন; সুদৃঢ় অষ্টাঙ্গ যোগলভ্য নির্ব্বাণমুক্তি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া আছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা যাঁহার কাশী নাম দিয়াছেন,—সেই ব্রহ্ম-নারায়ণাদি-দুর্লভা কাশীতে উপস্থিত হইয়া গৃহপতি সংসারতাপ-তপ্ত আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগলে দর্শন করিতে করিতে প্রথমেই মণিকর্ণিকায় গমন করিলেন। তিনি তথায় যথাবিধি স্নান করিয়া ত্রৈলোক্যপ্রাণি-সন্ত্রাণ-কারী বিভুবিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করত প্রণাম করিলেন। গৃহপতি সেই লিঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়ে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ইহা নিশ্চয়ই সুব্যক্ত পরমানন্দমূল। সচরাচর ত্রিভুবনে আমা অপেক্ষা ধন্য আর কেহ নাই; যেহেতু আজ আমি প্রভু বিশ্বেশ্বরকে দেখিলাম। ত্রৈলোক্যের সারসর্ব্বস্বই বুঝি এই পিণ্ডাকারে বিরাজমান? অথবা ক্ষীর-সমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃতপিণ্ডই বুঝি এই। অথবা ইনি আত্মজ্ঞান-তেজের প্রথম অঙ্কুর; কিংবা ব্রহ্মানন্দের উত্তম মূল। যোগিজনের হৃদয়পদ্মস্থিত যে আনন্দময় ব্রহ্ম নিরাকার বলিয়া কল্পিত, তিনিই কি লিঙ্গচ্ছলে সাকারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? অথবা ইনি কি ব্রহ্মাণ্ডের আধার, নানা রত্নপূর্ণভাণ্ড? অথবা এই লিঙ্গ মোক্ষবৃক্ষেরই ফল,

বৃক্ষস্য ফলমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১২৫ ॥ নির্ব্বাণলক্ষ্ম্যাঃ কিমথ কেশপাশসুপুষ্পযুক্। কৈবল্যমল্লীবল্ল্যাঃ কিং স্তবকঃ স্তাবকার্থদঃ ॥ ১২৬ ॥ নিঃশ্রেয়সশ্রিয়ঃ কিং বাহনন্দক্রীড়নকন্দুকঃ। অপবর্গোদয়াদ্রেঃ কিমুদিয়ায় সুধাকরঃ ॥ ১২৭ ॥ সংসারমোহতিমিরভিদুরঃ কিমসৌ রবিঃ। কিমু কল্যাণরমণীরম্যশৃঙ্গারদর্পণঃ ॥ ১২৮ ॥ আঃ জ্ঞাতং ন ভবেদন্যৎ সর্ব্বেষাং দেহধারিণাম্। অনেককর্ম্মবীজানাং বীজপূরোহয়মদ্ভুতঃ ॥ ১২৯ ॥ বিশ্বেষাং বিশ্ববীজানাং কর্ম্মাখ্যাণাং লয়ো যতঃ। অস্মিন্নির্ব্বাণদে লিঙ্গে বিশ্বলিঙ্গমিদং ততঃ ॥ ১৩০ ॥ মম ভাগ্যোদয়েনৈব নারদেন মহর্ষিণা। তদাগত্য তথোক্তং যৎ কৃতকৃত্যোহস্ম্যহং ততঃ ॥ ১৩১ ॥ ইত্যানন্দামৃতরসৈর্ব্বিধায় স হি পারণম্। ততঃ শুভেহহ্নি সংস্থাপ্য লিঙ্গং সর্ব্বহিতপ্রদম্ ॥ ১৩২ ॥ জগ্রাহ নিয়মান ঘোরান্ দুষ্করানকৃতাত্মনাম্। অষ্টোত্তরশতৈঃ কুম্ভৈঃ পূর্ণৈর্গঙ্গামৃতদ্রবৈঃ ॥ ১৩৩ ॥ সংস্নাপ্য বাসসা পূতৈঃ পূতাত্মা প্রত্যহং শিবম্। নীলোৎপলময়ীং মাল্যাং সমর্পয়তি সোহন্বহম্ ॥ ১৩৪ ॥ অষ্টাধিকসহস্রৈস্তু সুমনোভির্ব্বিনির্ম্মিতাম্। স পক্ষার্দ্ধেন ষণ্মাসং কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ১৩৫ ॥ শীর্ণপর্ণাশনঃ পক্ষে স্বাষণ্মাসং বভূব সঃ। ষণ্মাসং বায়ুভক্ষোহভূৎ ষণ্মাসং জলবিন্দুভুক্ ॥ ১৩৬ ॥ এবং বর্ষদ্বয়ং তস্য ব্যতিক্রান্তং তথাসতঃ ॥ ১৩৭ ॥ জন্মতো দ্বাদশে বর্ষে তদ্বচো নারদেরিতম্। সত্যং করিষ্যন্নিব তমভ্যগাৎ কুলিশায়ুধঃ ॥ ১৩৮ ॥ উবাচ চ বরং ব্রূহি দদ্মি তন্মনসি স্থিতম্। অহং শতক্রতু বিপ্র প্রসন্নোহস্মি শুভব্রতৈঃ ॥ ১৩৯ ॥ ইত্যাকর্ণ্য মহেন্দ্রস্য বাক্যং মুনিকুমারকঃ। উবাচ মধুরং ধীরঃ কীরবন্মধুরাক্ষরম্ ॥ ১৪০ ॥ মঘবন্ বৃত্রশত্রো ত্বাং জানে কুলিশপাণিনম্। নাহং বৃণে বরং ত্বত্তঃ শঙ্করো বরদোহস্তি মে ॥ ১৪১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ন মত্তঃ শঙ্করোহস্ত্যন্যো দেবদেবোহস্ম্যহং শিশো। বিহায় বালিশত্বং ত্বং বরং যাচস্ব মাং বরম্ ॥ ১৪২ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। গচ্ছাহল্যাপতেহসাধো গোত্রারে পাকশাসন। ন প্রার্থয়ে পশুপতেরন্যং দেবান্তরং স্ফুটম্ ॥ ১৪৩ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ক্রোধ-

---

এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিংবা নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর শুক্লপুষ্প-ভূষিত কেশপাশও হইতে পারেন। অথবা ইনি কি কৈবল্যরূপিণী মল্লিকালতার স্তাবকাভীষ্টপ্রদ পুষ্পগুচ্ছ? না,—মুক্তিলক্ষ্মীর আনন্দ-ক্রীড়নক-কন্দুক? কিংবা ইনি মুক্তিরূপ উদয়াচল হইতে উদিত সুধাকর কি সংসারমোহান্ধকার-বিধ্বংসী দিবাকর? না,—ইনি মঙ্গল-রমণীর রমণীয় লীলা-দর্পণ?—ওঃ! বুঝিয়াছি; আর কিছু নয়,—সকল দেহীরই বহুতর কর্ম্মবীজের আশ্রয়, অদ্ভুত বীজপূরক ফলই ইনি। যেহেতু এই নির্ব্বাণ-মুক্তিপ্রদ লিঙ্গে বিশ্ব অর্থাৎ কর্ম্মনামক নিখিল বিশ্ববীজ লয় প্রাপ্ত হয়, এইজন্য ইঁহার নাম "বিশ্বলিঙ্গ"। আমার ভাগ্য উদয় হওয়াতেই মহর্ষি নারদ আসিয়া সেই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই যে আমি কৃতার্থ হইলাম! গৃহপতি এই প্রকার আনন্দ-সুধারস দ্বারা পারণ করিয়া, শুভ দিনে সর্ব্বহিতপ্রদ লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অজিতেন্দ্রিয় জনগণের দুষ্কর ঘোরতর নিয়ম সকল গ্রহণ করিলেন। পূতাত্মা গৃহপতি প্রত্যহ অষ্টোত্তর শতকুম্ভ-পূর্ণ বস্ত্রপূত গঙ্গাজল দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া অষ্টাধিক-সহস্রপুষ্প-গ্রথিতা নীলোৎপল-পুষ্পময়ী মালা প্রদান করিতে লাগিলেন। গৃহপতি ছয় মাস যাবৎ প্রতি সার্দ্ধ সপ্তম দিনে মাত্র কন্দ, মূল এবং ফল ভোজন করিয়া রহিলেন। আর ছয় মাস যাবৎ প্রতিপক্ষান্তে গলিত-পত্র ভোজন করিয়া রহিলেন। ছয়মাস বায়ুভোজী হইয়া থাকিলেন। ছয় মাস জলবিন্দু পান করিয়া রহিলেন।১০০—১৩৬। এইরূপ অবস্থায় দুইবৎসর অতীত হইল। গৃহপতির জন্ম হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, নারদের সেই বাক্য যেন সত্য করিবার জন্যই বজ্রধর ইন্দ্র তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন এবং বলিলেন, বর—প্রার্থনা কর। তোমার যাহা মনোগত, আমি তাহা দিতেছি। হে বিপ্র! আমি সাক্ষাৎ শতক্রতু; তোমার শুভব্রত-কলাপে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। ধীর মুনিকুমার, মহেন্দ্রের এইকথা শ্রবণ করিয়া শুকবৎ মধুরাক্ষরসম্পন্ন সারবাক্যে বলিলেন, —হে বৃত্রসূদন! হে মঘবন্! আপনি যে বজ্রপাণি, তাহা আমি জানি; কিন্তু আপনার নিকট আমি বর প্রার্থনা করি না; আমার বরদাতা আছেন শঙ্কর। ইন্দ্র কহিলেন,—বালক! আমি ভিন্ন আর শঙ্কর (মঙ্গলকর) কেহ নাই; আমিই দেবগণের দেবতা; অতএব তুমি মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণবালক বলিলেন,—হে অহল্যাপতে! অসাধু! গোত্রশত্রু! পাকশাসন! যাও; আমি স্পষ্ট বলিতেছি, পশুপতি ভিন্ন আর

সংরক্তলোচনঃ। উদ্যম্য কুলিশং ঘোরং ভীষয়ামাস বালকম্॥ ১৪৪॥ স দৃষ্ট্বা বালকো বজ্রং বিদ্যুজ্জালাশতাকুলম্। স্মরন্ নারদবাক্যঞ্চ মুমূর্চ্ছ ভয়বিহ্বলঃ ॥ ১৪৫ ॥ অথ গৌরীপতিঃ শম্ভুরাবিরাসীত্তমোনুদঃ। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে স্পর্শৈঃ সঞ্জীবয়ন্নিব॥ ১৪৬॥ উন্মীল্য নেত্রকমলে সুপ্তে ইব দিবাক্ষয়ে। অপশ্যদগ্রে চোত্থায় শম্ভুমর্কশতাধিকম্॥ ১৪৭ ॥ ভালে লোচনমালোক্য কণ্ঠেকালং বৃষধ্বজম্। বামাঙ্গসন্নিবিষ্টাদ্রিতনয়ং চন্দ্রশেখরম্॥১৪৮॥ কপর্দ্দেন বিরাজন্তং ত্রিশূলাজগবায়ুধম্। স্ফুরৎকর্পূরগৌরাঙ্গং পরিণদ্ধগজাজিনম্॥১৪৯॥ পরিজ্ঞায় মহাদেবং গুরুবাক্যাত আগমাৎ। হর্ষবাষ্পাকুলঃ সন্নকণ্ঠো রোমাঞ্চকঞ্চুকঃ॥ ১৫০॥ ক্ষণং স্থগিতবত্তস্থৌ চিত্রকৃত্রিমপুত্রকঃ। যথা তথা সুসম্পন্নো বিস্মৃত্যাত্মানমেব চ॥১৫১॥ ন স্তোতুং ন নমস্কর্ত্তুং কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুমেব চ। যদা স ন শশাকালং তদা স্মিত্বাহ শঙ্করঃ॥ ১৫২॥ ঈশ্বর উবাচ। শিশো গৃহপতে শক্রাদ্বজ্রোদ্যতকরাদহো। জ্ঞাতো ভীতোঽসি মা ভৈর্বৌর্জিজ্ঞাসা তে কৃতা ময়া॥১৫৩॥ মম ভক্তস্য নো শক্রো ন বজ্রং নান্তকোঽপি বা। প্রভবেদিন্দ্ররূপেণ ময়ৈব ত্বং হি ভীষিতঃ॥১৫৪॥ বরং দদামি তে ভদ্র ত্বমগ্নিপদভাগ্ভব। সর্ব্বেষামেব দেবানাং বদনং ত্বং ভবিষ্যসি॥ ১৫৫॥ সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্বমগ্নেঽন্তশ্চরো ভব। ধর্ম্মরাজেন্দ্রয়োর্মধ্যে দিগীশো রাজ্যমাপ্নুহি॥ ১৫৬॥ ত্বয়েদং স্থাপিতং লিঙ্গং তব নাম্না ভবিষ্যতি। অগ্নীশ্বর ইতি খ্যাতং সর্ব্বতেজোঽভিবৃংহণম্॥ ১৫৭॥ অগ্নীশ্বরস্য ভক্তানাং ন ভয়ং বিদ্যুদগ্নিজম্। অগ্নিমান্দ্যভয়ং নৈব নাকালমরণং ক্বচিৎ॥ ৫৮॥ অগ্নীশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য কাশ্যাং সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্। অন্যত্রাপি মৃতো দৈবাদগ্নিলোকে মহীয়তে। ততঃ কাশীং পুনঃ প্রাপ্য কল্পান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১৫৯॥ বীরেশ্বরস্য পূর্ব্বেণ গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে তটে। অগ্নীশ্বরং সমারাধ্য বহ্নিলোকে বসেন্নরঃ॥ ১৬০॥ পিতৃভ্যাং স্বজনৈঃ সার্দ্ধং

কোন দেবতার নিকট প্রার্থনা করি না। ইন্দ্র, বালকের এই বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধসংরক্তলোচনে বজ্র উদ্যত করিয়া তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন। সেই বালক, শত শত বিদ্যুজ্জ্বালা-সমাকুল বজ্র অবলোকন করিয়া নারদের বাক্য স্মরণ করত ভীতিবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর, তমোবিনাশক গৌরীপতি শম্ভু, "উঠ, উঠ; তোমার মঙ্গল হউক" এই কথা বলিতে বলিতে স্পর্শ দ্বারা যেন জীবন প্রদান করত তথায় আবির্ভূত হইলেন। বালক, নিশা-সমাগমসুপ্তকমলোপম নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সম্মুখে, শত সূর্য্যাধিক প্রভাসম্পন্ন শম্ভুকে অবলোকন করিলেন। নীলকণ্ঠ, ললাটলোচন, বৃষধ্বজ, জটাজূট-শোভিত, চন্দ্রশেখর, ত্রিশূল-পিনাকপ্রহরণধারী উজ্জ্বলকর্পূর-গৌরাঙ্গ, গজচর্ম্ম-পরিধান এবং বামাঙ্গে পার্ব্বতী আসীনা;— এইরূপ অবলোকনপূর্ব্বক গুরুবাক্য এবং শাস্ত্র স্মরণ করত, তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া আনন্দ-বাষ্পাকুল, রুদ্ধস্বর, রোমাঞ্চিতদেহ এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। সেই বালক যখন স্তব করিতে, নমস্কার করিতে এবং কিছু নিবেদন করিতে পারিলেন না, তখন শঙ্কর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—শিশু গৃহপতি! আহা! উদ্যত-বজ্রপাণি ইন্দ্র হইতে তুমি ভয় পাইয়াছ, আমি তাহা জানিয়াছি। ভীত হইও না; আমি তোমার পরীক্ষার্থ এইরূপ করিয়াছি। আমার ভক্তের উপর, ইন্দ্র, বজ্র এমন কি স্বয়ং যমেরও প্রভুত্ব নাই; আমিই ইন্দ্ররূপে তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছি। হে ভদ্র! আমি তোমাকে বর দিতেছি; তুমি অগ্নিপদ প্রাপ্ত হও। তুমিই সকল দেবগণের মুখ হইবে। হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতেরই অন্তশ্চারী হও। ধর্ম্মরাজ এবং ইন্দ্র, ইঁহাদের রাজ্য দুই পার্শ্বে; মধ্যস্থলে দিক্‌পাল হইয়া তুমি রাজ্য লাভ কর। তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ সর্ব্বতেজোবর্দ্ধক হইবেন এবং তোমার নামানুসারে 'অগ্নীশ্বর' নামে বিখ্যাত হইবেন।১৩৭—১৫৭। যাহারা অগ্নীশ্বরের ভক্ত হইবে, তাহাদের কখনই বিদ্যুদগ্নির ভয় থাকিবে না; অগ্নিমান্দ্য-ভয় থাকিবে না এবং অকাল-মৃত্যু হইবে না। কাশীতে এই সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদ অগ্নীশ্বর-শিবপূজা করিবার পর দৈবযোগে যদি অন্যত্র তাহার মৃত্যু ঘটে; তাহা হইলে সে, অগ্নিলোকে সসম্মানে বাস করে। এককল্প অগ্নিলোকে বাস করিবার পর, পুনরায় কাশীপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে। বীরেশ্বর মহাদেবের পূর্ব্বাংশে এবং গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত অগ্নীশ্বরের আরাধনা করিলে মানব

মিত্রবন্ধুসমাবৃতঃ। বিমানমিদমারুহ্য প্রয়াহ্যেব দিশঃ পতে ॥ ১৬১ ॥ ইত্যুক্ত্বানীয় তদ্বন্ধূন্ পিত্রোশ্চ পরিপশ্যতোঃ। দিক্পতিত্বেঽভিষিচ্যাগ্নিং তত্র লিঙ্গে শিবোঽবিশৎ ॥ ১৬২ ॥ গণাবূচতুঃ। ইত্থমগ্নিস্বরূপং তে শিবশর্ম্মন্ প্রবর্ণিতম্। কিমন্যচ্ছ্রোতুকামোঽসি কথয়াবস্তদীরয় ॥ ১৬৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বহ্নিলোকবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ। নৈঋর্তাদীন্ ক্রমাল্লোকানাখ্যাতং পুরুষোত্তমৌ। পুরুষোত্তমপাদাব্জ-পরাগোচ্ছুসরালকৌ ॥ ১ ॥ গণাবূচতুঃ। আকর্ণয় মহাভাগ সংযমিন্যাঃ পুরীং পরাম্। দিক্পতের্নৈঋর্তস্যাসৌ পুণ্যাং পুণ্যজনোষিতাম্ ॥ ২ ॥ রাক্ষসা নিবসন্ত্যত্রামপরদ্রোহিণঃ সদা। জাতিমাত্রেণ রক্ষাংসি বৃত্তৈঃ পুণ্যজনা ইমে ॥ ৩ ॥ স্মৃত্যুক্তশ্রুতিবর্ত্মানো জাতা বর্ণাবরেষপি। নাশ্রিয়ন্তেঽন্নপানানামস্মৃত্যুক্তং কদাচন ॥ ৪ ॥ পরদারপরদ্রব্য-পরদ্রোহপরাঙ্মুখাঃ। জাতা জাতৌ নিকৃষ্টায়ামপি পুণ্যানুসারিণঃ ॥ ৫ ॥ দ্বিজাতিভক্ত্যুৎপন্নার্থৈরাত্মানং পোষয়ন্তি যে। সন্তু সঙ্কুচিতাঙ্গাশ্চ দ্বিজসম্ভাষণাদিষু ॥ ৬ ॥ আহূতাঃ বস্ত্রবদনা বদন্তি দ্বিজসন্নিধৌ। জয় জীব ভগো নাথ স্বামিন্নিতি হি বাদিনঃ ॥ ৭ ॥ তীর্থস্নানপরা নিত্যং নিত্যং বেদপরায়ণাঃ। দ্বিজেষু নিত্যং প্রণতাঃ স্বনামাখ্যানপূর্ব্বকম্ ॥ ৮ ॥ দমদানদয়াক্ষান্তি-শৌচেন্দ্রিয়বিনিগ্রহাঃ। অস্তেয়সত্যাহিংসাশ্চ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মহেতবঃ ॥ ৯ ॥ অবশ্যেষু সদোদ্যুক্তা যে জাতা যত্র কুত্রচিৎ। সর্ব্বভোগসমৃদ্ধাস্তে বসন্ত্যত্র পুরোত্তমে ॥ ১০ ॥ ম্লেচ্ছা অপি সুতীর্থেষু যে মৃতা নাত্মঘাতকাঃ। বিহায় কাশীং নির্ব্বাণবিশ্রাণাং তেঽত্র ভোগিনঃ ॥ ১১ ॥ অন্ধং তমো বিশেয়ুস্তে যে চৈবাত্মহনো জনাঃ। ভুক্ত্বা নিরয়সাহস্রং তে চ স্যুর্গ্রামশূকরাঃ ॥ ১২ ॥ আত্মঘাতো ন কর্ত্তব্যস্তস্মাৎ ক্বাপি বিপশ্চিতা। ইহাপি

অগ্নিলোকে বাস করে। হে দিক্পাল! তুমি মাতা, পিতা, বন্ধু, মিত্র এবং স্বজনগণ সমভিব্যাহারে এই বিমানে আরোহণ করিয়া এইরূপে গমন কর। শিব এই কথা বলিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলকে আনয়নপূর্ব্বক মাতাপিতার সমক্ষে গৃহপতিকে দিক্পালপদে অভিষিক্ত করিয়া সেই লিঙ্গে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে শিবশর্ম্মন্! এই তোমার নিকট অগ্নির স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছ বল; তাহাও বলিতেছি। ১৫৮—১৬৩।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে শ্রীহরিচরণ কমলরেণু-ধূসরিতালক পুরুষপ্রবরদ্বয়। ক্রমে নৈঋর্তাদিলোক সকলের কথা কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাভাগ! শ্রবণ কর;—সংযমিনীপুরীর পরবর্ত্তিনী,—পুণ্যজনাধিষ্ঠিতা দিক্পাল নিঋর্তের এই পবিত্র নগরী; পর-দ্রোহপরাঙ্মুখ রাক্ষসগণ, সদা এই স্থানে বাস করিতেছেন। ইঁহারা জাতিমাত্রে রাক্ষস, স্বভাবে কিন্তু যথার্থই "পুণ্যজন"। যে নীচবর্ণোৎপন্ন ব্যক্তিরাও শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত পথেই চলিয়া থাকে,—স্মৃতি-নিষিদ্ধ অন্নপান কদাচ গ্রহণ করে না; যাহারা নিকৃষ্ট জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও বদনে বস্ত্র দিয়া দ্বিজসমীপে পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পরাপকারে পরাঙ্মুখ এবং ধর্ম্মানুগামী; যাহারা দ্বিজসেবোৎপন্ন অর্থ দ্বারা আত্মপোষণ করে; দ্বিজাতির সহিত সম্ভাষণাদি কার্য্যে যাহারা সর্ব্বদা সঙ্কুচিতাঙ্গ; যাহারা আহূত হইলে "জয়, জীব, ভগবন্! নাথ! স্বামিন্!" এইরূপ বলিতে বলিতে কথা কহিবে; যাহারা নিত্য তীর্থস্নানপরায়ণ, নিত্য দেবপূজা-তৎপর এবং স্বনামকীর্ত্তনপুরঃসর নিত্যই দ্বিজপ্রণাম করে; দম, দান, দয়া, ক্ষমা, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অচৌর্য্য, সত্য এবং অহিংসা, এইগুলি সকল ধর্ম্মের মূল,—অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মে যাহারা সতত উদ্যোগী;—যে কোন নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহারা সর্ব্ব-ভোগ-সম্পন্ন হইয়া এই শ্রেষ্ঠপুরে বাস করে। ম্লেচ্ছেরাও যদি নির্ব্বাণপ্রদায়িনী কাশী ব্যতীত অন্য উত্তম তীর্থে আত্মঘাতী না হইয়া মরে, তাহারাও এই লোক ভোগ করে। ১—১১। যে সকল ব্যক্তি আত্মঘাতী, তাহারা ঘোরান্ধকার নরকে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে সহস্র নরক ভোগ করিয়া তাহারা গ্রাম্য-শূকর হয়। অতএব আত্মহত্যায় এই দোষ দর্শন করিবে; কদাচ

চ পরত্রাপি ন শুভান্যাত্মঘাতিনাম্ ॥ ১৩ ॥ যথেষ্ট-মরণং কেচিদাহুস্তত্ত্ববোধকাঃ। প্রয়াগে সর্ব্বতীর্থানাং রাজ্ঞি সর্ব্বাভিলাষদে ॥ ১৪ ॥ অন্ত্যজা অপি যে কেচিদ্দয়াধর্ম্মানুসারিণঃ। পরোপকৃতিনিরতাস্তে বসন্ত্যত্র তু সত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥ অস্য স্বরূপং বক্ষ্যাবো দিক্‌পতেঃ ক্ষণতঃ শৃণু। মধ্যেবিন্ধ্যাটবি পুরা পক্কণস্থজনাগ্রণীঃ ॥ ১৬ ॥ পল্লীপতিরভূদুগ্রঃ পিঙ্গাক্ষ ইতি বিশ্রুতঃ। নির্ব্বিন্ধ্যায়াস্তটে শূরঃ ক্রূরকর্ম্মপরাঙ্মুখঃ ॥ ১৭ ॥ ঘাতুকবদ্দূরসংস্থোঽপি যঃ পান্থপরিপন্থিনঃ। ব্যাঘ্রাদীন্ দুষ্টসত্ত্বাংশ্চ স হিনস্তি প্রযত্নতঃ ॥ ১৮ ॥ জীবেন্মৃগয়ুধর্ম্মেণ তত্রাপি করুণাপরঃ। ন বিশ্বস্তান্ পক্ষিমৃগান্ন সুপ্তান্ন ব্যবায়িনঃ ॥ ১৯ ॥ ন তোয়গৃধ্নূন্ন শিশূন্নান্তর্বত্নীহ্বলক্ষপান্। স ঘাতয়তি ধর্ম্মজ্ঞো জাতিধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ ॥ ২০ ॥ শ্রমাতুরেভ্যঃ পান্থেভ্যঃ স বিশ্রামং প্রযচ্ছতি। হরেৎ ক্ষুধাং ক্ষুধার্ত্তানামুপানদ্দোঽনুপানহে ॥ ২১ ॥ মৃগত্বচোঽতিমৃদ্বলা বিবস্ত্রেভ্যোঽতিসর্জ্জতি। অনুব্রজতি কান্তারে প্রান্তরে পথিকান্ পথি ॥ ২২ ॥

ন জিঘৃক্ষতি তেভ্যোঽর্থমভয়ঞ্চেতি যচ্ছতি। আবিন্ধ্যাটবি মে নাম গ্রাহ্যং দুষ্টভয়াপহম্ ॥ ২৩ ॥ নিত্যং কার্পটিকান্ সর্ব্বান্ পুত্রবৎ স প্রপশ্যতি। তেঽপি চ প্রতিতীর্থং হি তমাশীর্ব্বাদয়ন্তি বৈ ॥ ২৪ ॥ ইতি তিষ্ঠতি পিঙ্গাক্ষে সাটবী নগরায়িতা। অধ্বনীনেঽধ্বগান্ কোঽপি ন রুণদ্ধি সসাধ্বসঃ ॥ ২৫ ॥ কদাচিত্তৎপিতৃব্যেণ সমীপগ্রামবাসিনা। শ্রুতঃ কার্পটিকানাং হি সার্থঃ সার্থো মহাস্বনঃ ॥ ২৬ ॥ লুব্ধকস্তদ্ধনে লুব্ধঃ ক্ষুদ্রস্তন্নিধনোদ্যতঃ। স রুরোধ তমধ্বানমগ্রে গত্বাতিগূঢ়বৎ ॥ ২৭ ॥ তদায়ুষ্যস্য শেষেণ পিঙ্গাক্ষো মৃগয়াং গতঃ। তস্মিন্নরণ্যে তন্মার্গং নিকষাপ্যুষিতো নিশি ॥ ২৮ ॥ পরপ্রাণদ্রুহাং পুংসাং ন সিদ্ধ্যেয়ুর্ম্মনোরথাঃ। বিশ্বং কুশলি তেনৈতদ্বিশ্বেশপরিরক্ষিতম্ ॥ ২৯ ॥ ন চিন্তয়েদনিষ্টানি তস্মাৎ কৃষ্টিঃ কদাচন। বিধিদৃষ্টং যতো ভাবি কলুষং ভাবি কেবলম্ ॥ ৩০ ॥ তস্মাদাত্মসুখং

আত্মহত্যা করিবে না। আত্মঘাতী ব্যক্তিদের ইহ-পরকালে শুভ হয় না। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞগণ, কেবল সর্ব্বতীর্থরাজ সর্ব্বকামপ্রদ প্রয়াগে ইচ্ছানুসারী মৃত্যুর কথা বলিয়াছেন। দয়াধর্ম্মানুগামী পরোপকারপরায়ণ যে কোন অন্ত্যজও পরকালে এই লোকে শ্রেষ্ঠভাবে বাস করে। এই দিক্‌পালের বৃত্তান্ত বলিতেছি, ক্ষণকাল শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর তীরে শবরালয়স্থিত জনগণের শ্রেষ্ঠ, তীব্রপরাক্রমশালী, পিঙ্গাক্ষ নামে এক শবর-পল্লী-নেতা ছিল। যে বীর দূর হইতেও হত্যা করিতে সক্ষম, সেই পিঙ্গাক্ষ ক্রূরকর্ম্মে পরাঙ্মুখ ছিল। পথিক-শত্রু ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে সে যত্নসহকারে বধ করিত। কিরাত-ধর্ম্মে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহার দয়ালুতা ছিল। অন্যান্য সজাতির ন্যায় ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া সেই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ,—বিশ্বস্ত, নিদ্রিত, মৈথুনাসক্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, শিশু এবং গর্ভ-রক্ষণ-সম্পন্ন পশু-পক্ষীদিগকে বধ করিত না। সেই ব্যাধ শ্রমার্ত্ত পথিকদিগকে বিশ্রাম করিতে দিত, ক্ষুধার্ত্ত পথিকদিগের ক্ষুধা মোচন করিত এবং পাদুকাহীন পথিককে পাদুকা দান করিত। বিবস্ত্র পথিকদিগকে অতি কোমল মৃগ চর্ম্ম প্রদান করিত আর সেই প্রান্তরের কান্তারমার্গে পথিকদিগের সে অনুগমন করিত। তাহাদিগের নিকট অর্থগ্রহণে অভিলাষও করিত না; পথিকদিগকে অভয় প্রদান করিত এবং বলিয়া দিত,—"সমস্ত বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে যেখানে হউক, আমার নাম করিবেন, দুষ্ট-লোকের ভয় থাকিবে না।" পুত্র সমভিব্যাহারে পিঙ্গাক্ষ, নিত্যই চীরধারী তাপসদিগকে অবলোকন করিত, তাঁহারাও প্রতিতীর্থে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। পিঙ্গাক্ষ এইরূপে অবস্থিতি করিলে, সেই বিন্ধ্যাটবী নগরবৎ নির্ভয় হইয়াছিল। পিঙ্গাক্ষের ভয়ে, কি দুষ্ট পথিক, কি অপর কেহই পথিকদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। ১২—২৫

একদা সমীপগ্রামবাসী তদীয় পিতৃব্য অর্থসম্পন্ন চীরধারী তাপসসঙ্ঘের অতীব কোলাহল শুনিতে পাইল। সেই ক্ষুদ্র লুব্ধক, তদ্ধনলোভে সেই পাথিকসঙ্ঘের বিনাশে উদ্যত হইয়া অগ্রে গিয়া অতি গোপনে পথরোধ করিয়া রহিল। পথিকসার্থের আয়ুষ্কাল অবশিষ্ট ছিল, এইজন্যই পিঙ্গাক্ষ মৃগয়ায় গিয়া সেই অরণ্যে সেই পথের সমীপেই রাত্রিতে অবস্থান করিতেছিল। পর-প্রাণ-নাশক পুরুষদিগের মনোরথ সিদ্ধ হয় না; কেননা, জগদীশ্বরের পরিরক্ষিত জগৎ তাঁহার প্রসাদেই কুশলে থাকে। অতএব বিদ্বান্ লোক, কদাচ পরের অনিষ্টচিন্তা করিবে না। কেননা, বিধাতা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই হয়; অনিষ্ট-

প্রেপ্স্যুরিষ্টানিষ্টং ন চিন্তয়েৎ। চিন্তয়েচ্চেত্তদা চিন্ত্যো মোক্ষোপায়ো ন চেতরঃ ॥ ৩১ ॥ ব্যুষ্টায়ামথ যামিন্যামভূৎ কোলাহলো মহান্। ঘাতবধ্বং পাতয়ধ্বং নগ্নয়ধ্বং দ্রুতং ভটাঃ ॥ ৩২ ॥ মা মারয়ধ্বং ত্রায়ধ্বং ভটাঃ কার্পটিকা বয়ম্। অনায়াসং লুণ্ঠয়ধ্বং নয়ধ্বঞ্চ যদস্তি নঃ ॥ ৩৩ ॥ বয়ং পান্থা অনাথাঃ স্মো বিশ্বনাথ-পরায়ণাঃ। সনাথাস্তেন দূরং স নাথতাং পথি কো-হুপরঃ ॥ ৩৪ ॥ বয়ং পিঙ্গাক্ষবিশ্বাসাদস্মিন্মার্গে-হকুতোভয়াঃ। যাতায়াতং সদা কুর্ম্মঃ স চ দূর ইতো বনাৎ ॥ ৩৫ ॥ ইতি শ্রুত্বাথ পিঙ্গাক্ষো ভটঃ কার্পটিকেরিতম্। দুরাত্মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট ব্রুবন্নিতি সমাগতঃ ॥ ৩৬ ॥ তৎকর্ম্মসূত্রৈরাকৃষ্টো ভিল্লঃ কার্পটিকপ্রিয়ঃ। তূর্ণং তদায়ুষ্যমিব তত্রোপস্থিতবান ক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥ কোহয়ং কোহয়ং দুরাচারঃ পিঙ্গাক্ষে ময়ি জীবতি। উল্লুণ্ঠয়িষুঃ পান্থান্ প্রাণলিঙ্গসমান মম ॥ ৩৮ ॥ ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য তারাক্ষস্তৎ-পিতৃব্যকঃ। ধনলোভেন পিঙ্গাক্ষে পাপং পাপো-ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥ কুলধর্ম্মং ব্যপাস্যৈষ বর্ত্ততে কুল-পাংসনঃ। চিরচিন্তিতমদ্যামুং ঘাতয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ৪০ ॥ বিচার্য্যেতি স দুষ্টাত্মা ভৃত্যানাজ্ঞাপয়ৎ ক্রুধা। আদাবেনং ঘাতয়স্ব ততঃ কার্পটিকানিমান্ [illegible] ॥ ৪১ ॥ ততোহযুধ্যন্ দুরাচারাস্তেনৈকেন চ তেহখিলাঃ। যথা কথং তাননয়ৎ স চ স্বাবসথান্তিকম্ ॥ ৪২ ॥ আচ্ছিন্নং হি ধনুর্ব্বাণং ছিন্নং সন্নহনং শরৈঃ। অসূদয়িষ্যমেতাংস্তদভমিস্যং যদীশ্বরঃ ॥ ৪৩ ॥ অভিলষ্যন্নিতি প্রাণানত্যাক্ষীৎ স পরার্দ্ধিতঃ। তেহপি কার্পটিকাঃ প্রাপ্তাস্তৎপল্লীং গতসাধ্বসাঃ ॥ ৪৪ ॥ যা মতিস্মন্তকালে স্যাদ্‌গতিস্তদনুরূপতঃ। দিগীশত্বমতঃ প্রাপ্তো নৈর্ঋত্যাং নৈর্ঋতেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্থমস্য স্বরূপং তে আবাভ্যাং সমুদীরিতম্। এতস্যোত্তরতো লোকো বরুণস্যায়মদ্ভুতঃ ॥ ৪৬ ॥

চিন্তায় কেবল পাপসঞ্চয়ই হইয়া থাকে। অতএব আত্মসুখাভিলাষী ব্যক্তি ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিবে না। একান্তই যদি চিন্তা করিতে হয় ত মুক্তির উপায়ই চিন্তনীয়; অন্য কিছু চিন্তনীয় নহে। রজনী প্রভাত হইলে, খুব একটা কোলাহল হইতে লাগিল, "অরে ভটগণ! বধ কর, মারিয়া ফেল; উলঙ্গ কর;" "অরে ভটগণ! আমরা চীরধারী তাপস, আমাদিগকে মারিও না, রক্ষা কর; অনায়াসে লুঠ কর, আমাদের যাহা আছে গ্রহণ কর; আমরা বিশ্বনাথ-পরায়ণ, অনাথ পথিকবৃন্দ, বিশ্বনাথই আমাদের নাথ, আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে তিনি এখন যেন দূরবর্ত্তী; হায়! এই দুর্গমপথে প্রাণভিক্ষুক আমাদের আর কে নাথ আছে? অমরা পিঙ্গাক্ষের বিশ্বাসে, এই পথে সদা সর্ব্বদা অকুতোভয়ে যাতায়াত করি, কিন্তু সেই ব্যক্তিও এই বন হইতে দূরে রহিয়াছে।" যোদ্ধা পিঙ্গাক্ষ, চীরধারী পথিকদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া "ভীত হইও না, তোমরা ভীত হইও না" এই কথা বলিতে বলিতে তথায় আসিতে লাগিল। সেই তাপসপ্রিয় ভিল্ল তাঁহাদিগের কর্ম্মসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া যেন তাঁহাদের মূর্ত্তিমান্ আয়ুর ন্যায় ক্ষণমধ্যে তথায় উপস্থিত হইল। "এ কে, কোন্ দুরাচার,—আমি পিঙ্গাক্ষ, আমি জীবিত থাকিতে আমার প্রাণতুল্য পথিকদিগের ধনলুণ্ঠনে অভিলাষী হইয়াছে?" পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য পাপিষ্ঠ তারাক্ষ পিঙ্গাক্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনলোভ বশতঃ পিঙ্গাক্ষের প্রতি পাপ-চিন্তা করিল। "এই কুল-পাংসন, কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত; আমি চিরদিনই ভাবি, অদ্য ইহাকে আমি নিশ্চয়ই নিহত করিব।" এই প্রকার বিচার করিয়া সেই দুষ্টাত্মা, ক্রোধে ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিল,—"প্রথম এই পিঙ্গাক্ষকে তোরা বধ কর, তারপর এই কার্পটিক তাপসদিগকে বধ করিস্।" এই কথায় তারাক্ষের দুরাচার ভৃত্যগণ সকলে সেই এক পিঙ্গাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; পিঙ্গাক্ষ, যুদ্ধ করিতে করিতে কোনরূপে ক্রমে ক্রমে সেই পথিকদিগকেও আপনার পল্লীসমীপে আনয়ন করিল। ২৬—৪২। তখন সেই বহু-যোদ্ধসঙ্গত একাকী বীরের পরকীয় শরজালে, ধনুর্ব্বাণ ছিন্ন হইয়াছিল, বর্ম্মও ছিন্ন হইয়াছিল। (বহুর সহিত একের যুদ্ধ কতক্ষণ চলিতে পারে?) "যদি আমি রাজা হইতাম ত ইহাঁদিগকে নির্ম্মূল করিতাম" এইরূপ অভিলাষ করত পরের জন্য সেই ব্যাধ প্রাণত্যাগ করিল। তখন, চীরধারী তাপস পথিকেরাও পিঙ্গাক্ষের অধিকৃত পল্লী প্রাপ্ত হইয়া ভয়শূন্য হইলেন। মরণ-কালে বুদ্ধি যেরূপ হয়, পারলৌকিক গতি তদনুসারে হইয়া থাকে। এই জন্যই সেই পিঙ্গাক্ষ, নৈর্ঋত-রাজ হইয়া নৈর্ঋতদিকের দিকপালপদ প্রাপ্ত হইল। এই আমরা তোমার নিকট নৈর্ঋতরাজের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। নৈর্ঋতলোকের উত্তরে

কূপবাপীতড়াগানাং কর্ত্তারো নির্ম্মলৈর্ধনৈঃ। ইহ লোকে মহীয়ন্তে বারুণে বরুণপ্রভাঃ॥ ৪৭॥ নির্জ্জলে জলদাতারঃ পরসন্তাপহারিণঃ। অর্থিভ্যো যে প্রযচ্ছন্তি চিত্রচ্ছত্রকমণ্ডলূন্॥ ৪৮॥ পানীয়শালিকাঃ কুর্য্যুর্নানোপস্করসংযুতাঃ। দদ্যুর্দ্ধর্ম্মঘটাংশ্চাপি সুগন্ধোদকপূরিতান্॥ ৪৯॥ অশ্বত্থমেকং যে কুর্য্যুঃ পথি, পাদপরোপকাঃ। বিশ্রামশালাকর্ত্তারঃ শ্রান্তসন্তাপনোদকাঃ॥৫০॥ গ্রীষ্মোষ্ম হন্তি মায়ূরপিচ্ছাদিরচিতান্যপি। চিত্রাণি তালবৃন্তানি বিতরন্তি তপাগমে॥ ৫১॥ রসবন্তি সুগন্ধীনি হিমবন্তি তপর্ত্তুষু। বিশ্রাণয়ন্তি বাতৃপ্তিপানকানি প্রযত্নতঃ॥ ৫২॥ ইক্ষুক্ষেত্রাণি সঙ্কল্প্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদত্যপি। তথা নানাপ্রকারাংশ্চ বিকারানৈক্ষবান্ বহূন্॥ ৫৩॥ গোরসানাং প্রদাতারস্তথা গোমহিষীপ্রদাঃ। ধারামণ্ডপকর্ত্তারশ্ছায়ামণ্ডপকারিণঃ॥৫৪॥ দেবালয়েষু যে দদ্যুর্বহুধারা গলন্তিকাঃ। তীর্থে বা করহর্ত্তারস্তীর্থমার্গাবনেজকাঃ॥ ৫৫॥ অভয়ং যে প্রযচ্ছন্তি ভয়ার্ত্তোদ্যতপাণয়ঃ। নির্ভয়া বারুণে লোকে তে বসন্তি লসন্তি চ॥ ৫৬॥ বিপাশয়ন্তি যে পুণ্যা দুর্বৃত্তৈঃ কণ্ঠপাশিতান্। তে পাশপাণের্লোকেঽস্মিন্নিবসন্ত্যকুতোভয়াঃ॥ ৫৭॥ নৌকাদ্যুপায়ৈর্নদ্যাদৌ পান্থান্ যে তারয়ন্ত্যপি। তারয়ন্ত্যপি দুঃখাব্ধেস্তেঽত্র নাগরিকা দ্বিজ॥ ৫৮॥ ঘট্টান্ পুণ্যতটিন্যাদের্বন্ধয়ন্তি শিলাদিভিঃ। তোয়ার্থিসুখসিদ্ধ্যর্থং যে নরাস্তেঽত্র ভোগিনঃ॥ ৫৯॥ বিতর্ষয়ন্তি যে পুণ্যাংস্তৃষিতান্ শীতলৈর্জলৈঃ। তেঽত্র বৈ বারুণে লোকে সুখসন্ততিভাগিনঃ॥ ৬০॥ জলাশয়ানাং সর্ব্বেষাময়মেকতমঃ পতিঃ। প্রচেতা যাদসাং নাথঃ সাক্ষী সর্ব্বেষু কর্ম্মসু॥ ৬১॥ অস্যোৎপত্তিং শৃণু পতের্বরুণস্য মহাত্মনঃ। আসীন্মুনিরমে কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ॥ ৬২॥ শুচিষ্মানিতি বিখ্যাতস্তনয়ো বিনয়োচিতঃ। স্থৈর্য্যমাধুর্য্যধৈর্য্যাদ্যৈর্গুণৈরুপচিতে হিতঃ॥ ৬৩॥ অচ্ছোদে সরসি স্নাতুং স গতোঽবালকৈঃ সহ। জলক্রীড়নসংসক্তং শিশুমারোঽহরচ্চ তম্॥ ৬৪॥ ততস্তস্মিন্ মুনিসুতে হৃতেঽত্যাহিতশংশিভিঃ। তৈঃ সমাগত্য

এই অদ্ভুত লোক—বরুণলোক। যাঁহারা স্বায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা কূপ, বাপী এবং তড়াগাদি জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাঁহারা এই বরুণলোকে বরুণের ন্যায় হইয়া সসম্মানে বাস করেন। নির্জ্জলস্থানে যাঁহারা জলদান করেন; যাঁহারা পরসন্তাপ হরণ করেন; যাচকদিগকে যাঁহারা ছত্র কমণ্ডলু প্রদান করেন; নানা-উপকরণ সমন্বিত পানীয়শালা যাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া দেন; সুগন্ধ জলপূর্ণ ধর্ম্মঘট যাঁহারা প্রদান করেন; যাঁহারা অশ্বত্থপাদপ সেচন করেন; যাঁহারা পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করেন; যাঁহারা পথে পথে বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন; যাঁহারা শ্রান্ত ব্যক্তিগণের সন্তাপ অপনয়ন করেন, গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে যাঁহারা গ্রীষ্মতাপ-নিবারক ময়ূরপিচ্ছাদিরচিত বিচিত্র তালবৃন্ত বিতরণ করেন; যাঁহারা গ্রীষ্ম ঋতুতে, রসসম্পন্ন সুগন্ধি সুস্নিগ্ধ পান (পানা—সরবৎ, যতখানিতে তৃপ্তি হয়, ততখানি) প্রযত্ন-সহকারে দান করেন; যাঁহারা সঙ্কল্পপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ইক্ষুক্ষেত্র এবং নানা-প্রকার প্রচুর ঐক্ষবমিষ্টদ্রব্য দান করেন; যাঁহারা গো-দুগ্ধ-প্রদাতা; যাঁহারা গো-মহিষী-প্রদাতা; যাঁহারা জলধারা-মণ্ডপ দেন; যাঁহারা ছায়ামণ্ডপ দেন; যাঁহারা দেবালয়ে বহুধারে ঝারা দেন; যাঁহারা তীর্থের কর উঠাইয়া দেন; যাঁহারা তীর্থ-পথ পরিষ্কার করেন এবং যাঁহারা ভয়ার্ত্তের প্রতি হস্ত উদ্যত করিয়া অভয় প্রদান করেন,—তাঁহারা বরুণলোকে নির্ভয়ে বাস করত ক্রীড়া করেন। দুর্বৃত্তগণ যাহাদের কণ্ঠে রজ্জুপাশ দিয়া বন্ধন করিয়াছে, তাহাদিগের মোচনকর্ত্তা পুণ্যাত্মগণ অকুতোভয়ে বরুণলোকে বাস করেন। হে দ্বিজ! যাঁহারা পথিকদিগকে, নৌকাদি উপায়যোগে নদী প্রভৃতি পার করাইয়া থাকেন, অথবা দুঃখসাগর হইতে কোন প্রকারে উত্তীর্ণ করেন, তাঁহারা এই বরুণনগরবাসী হইয়া থাকেন। যে মানবগণ জলার্থিগণের সুবিধার জন্য শিলাদি দ্বারা পবিত্র নদ্যাদির ঘাট বাঁধাইয়াছেন, তাঁহারা এই বরুণলোক ভোগ করিয়া থাকেন। ৪৩—৯। যে পবিত্র ব্যক্তিগণ শীতল জলদ্বারা তৃষ্ণার্ত্তদিগের তৃষ্ণা অপনোদন করেন, তাঁহারা এই বরুণলোকের সুখসমূহ ভোগ করেন। এই যাদঃপতি প্রচেতা সর্ব্বজলাশয়ের মুখ্যতম রাজা এবং সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী। সখে! এই মহাত্মা বরুণের উৎপত্তি শ্রবণ কর। কর্দ্দম প্রজাপতির শুচিষ্মান্ নামে বিখ্যাত এক পুত্র ছিলেন; সেই মুনি, অপ্রমেয়বুদ্ধি সুবিনীত এবং স্থৈর্য্য-মাধুর্য্য-ধৈর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি একদা বালকগণের সহিত অচ্ছোদ-সরোবরে স্নান করিতে গমন করেন; জলক্রীড়া-পরায়ণ সেই মুনিবালককে এক শিশুমার

শিশুভিঃ কথিতং তৎপিতুঃ পুরঃ ॥ ৬৫ ॥ হরার্চ্চনোপবিষ্টস্য সমাধৌ নিশ্চলাত্মনঃ। শ্রুতবালবিপত্তেশ্চ চচাল ন মনোহরাৎ ॥ ৬৬ ॥ অধিকং ধীলয়ামাস স সর্ব্বজ্ঞং ত্রিলোচনম্। পশ্যন্ শম্ভোঃ সমীপে স ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥৬৭॥ নানা ভূতানি ভূতানি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানি চ। চন্দ্রসূর্য্যর্ক্ষতারাংশ্চ পর্ব্বতান্ সরিতো দ্রুমান্ ॥ ৬৮ ॥ সমুদ্রানন্তরীপাণি হ্যরণ্যানি সরাংসি চ। নানাদেবনিকায়াংশ্চ বহ্বী র্দিবিষদাং পুরীঃ ॥ ৬৯ ॥ বাপীকূপতড়াগানি কুল্যাঃ পুষ্করিণীর্বহু। একস্মিন্ ক্বাপি সরসি জলক্রীড়াপরায়ণান্ ॥ ৭০ ॥ বহূন্মুনিকুমারাংশ্চ মজ্জনোন্মজ্জনাদিভিঃ। করযন্ত্রবিনির্ম্মুক্ত-তোয়ধারাভিসেচনৈঃ ॥ ৭১ ॥ করতাড়িতপানীয়শব্দদিঙ্মুখনাদিভিঃ। জলখেলনকৈরিত্থং সংসক্তান্ বহুবালকান্ ॥ ৭২ ॥ তেষাং মধ্যে দদর্শাথ সমাধিস্থঃ স কর্দ্দমঃ। স্বশিশুং শিশুমারেণ নীয়মানং সুবিহ্বলম্ ॥ ৭৩ ॥ কয়াচিজ্জলদেব্যাথ তস্মাচ্চ ক্রুরযাদসঃ। প্রসহ্য নীত্বোদধয়ে দৃষ্টবাংস্তং সমর্পিতম্ ॥ ৭৪॥ নির্ভর্ৎস্য সরিতাং নাথং কেনচিদ্রুদ্ররূপিণা। ত্রিশূলপাণিনেত্যুক্তং ক্রোধতাম্রাননেন চ ॥ ৭৫ ॥ কুতো জলানামধিপ শিবভক্তস্য বালকঃ। প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য মহাভাগস্য ধীমতঃ ॥ ৭৬ ॥ অজ্ঞাত্বা শিবসামর্থ্যং ভবতা চিরমাসিতঃ। ভয়ত্রস্তেন তদ্বাক্যশ্রবণাত্তমুদন্বতা ॥ ৭৭ ॥ বালং রত্নৈরলঙ্কৃত্য বদ্ধা তং শিশুমারকম্। সমর্পিতং সমানীয় শম্ভুপাদাব্জসন্নিধৌ ॥ ৭৮ ॥ নত্বা বিজ্ঞাপয়ংস্তঞ্চ নাপরাধ্যাম্যহং বিভো। অনাথনাথ বিশ্বেশ ভক্তাপত্তিবিনাশন ॥ ৭৯ ॥ ভক্তকল্পতরো শম্ভো হৃনেনায়ং দুষ্টযাদসা। অনায়ি ন ময়া নাথ ভবভক্তজনার্ভকঃ ॥ ৮০ ॥ গণেন তেন বিজ্ঞায় শম্ভোরথ মনোগতম্। পাশেন বদ্ধা তদ্যাদঃ শিশুহস্তে সমর্পিতম্ ॥৮১॥ গৃহাণেমং স্বতনয়ং পার্ষদে শঙ্করাজ্ঞয়া যাহি স্বভবনং বৎস ব্রুবতীতি স কর্দ্দমঃ ॥ ৮২ ॥ সমাধিসময়ে সর্ব্বমিতি শৃণ্বন্ দারবীঃ। উন্মীল্য নয়নে যাবৎ প্রণিধানং বিসৃজ্য চ ॥ ৮৩ ॥ সম্পশ্যতে শিশুং তাবৎ পুরতঃ সমবৈক্ষত। গৃহীতশিশু-

হরণ করিল। সেই মুনিকুমার হৃত হইলে পর, অত্যাহিত-শংসী শিশুগণ সমাগত হইয়া বালকপিতা কর্দ্দমের নিকট সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। শিবপূজায় উপবিষ্ট সমাধিনিশ্চলচিত্ত কর্দ্দম প্রজাপতি, শিশু-পুত্রের বিপত্তি শ্রবণ করিলেও, তাঁহার চিত্ত শিব হইতে অপসৃত হইল না। প্রত্যুত তিনি সর্ব্বজ্ঞ ত্রিলোচনকে অধিকতর ধ্যান করিতে লাগিলেন; ধ্যান করিতে করিতে প্রজাপতি, শিবসমীপে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নানাবিধ ভূতসমূহ, চন্দ্র, সূর্য্য, রাশি, নক্ষত্র, পর্ব্বত, পাদপ, নদী, সাগর, অন্তরীপ, অরণ্য, সরোবর, নানা দেবযোনি, বহুতর দেবনগর, অনেকানেক বাপী, কূপ, তড়াগ, কৃত্রিম ক্ষুদ্রনদী এবং পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—কোন একটী সরোবরে, বহু মুনিকুমার জলক্রীড়ায় আসক্ত। দেখিলেন,—মজ্জন, উন্মজ্জন, করযন্ত্র-বিমুক্ত জলধারায় (হাতে পিচকারী দেওয়া) অভিষেচন, জলে করতাড়ন দ্বারা দিঙ্মুখনিনাদী শব্দ করা, এই সব জলখেলায় বহুবালক আসক্ত রহিয়াছে। অনন্তর সমাধিস্থিত কর্দ্দম, তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার আপনার শিশুপুত্র, সুবিহ্বলভাবে শিশুমার কর্ত্তৃক নীত হইতেছে। অনন্তর কোন জলদেবী, সেই ক্রূর জলজন্তুর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বালককে গ্রহণ করিয়া সমুদ্রের হস্তে প্রদান করিলেন, ধ্যানস্থ কর্দ্দম ইহাও দেখিলেন। অনন্তর প্রজাপতি দেখিলেন,—এক ত্রিশূলধারী রুদ্ররূপী, রোষতাম্রবদনে সরিৎপতিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, জলাধিপ! মহাভাগ জ্ঞানী শিবভক্ত কর্দ্দম প্রজাপতির বালককে অনেকক্ষণ রাখিয়াছ কেন? শিবের সামর্থ বুঝি জান না? তাঁহার বাক্য শ্রবণে ভয়ত্রস্ত সাগর, বালককে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া এবং সেই বালকাপহারী শিশুমারকে বন্ধন করিয়া শিবের পাদপদ্মসমীপে আনিয়া সমর্পণ করিলেন এবং তিনি প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে বিভো! হে অনাথনাথ! হে ভক্তবিপত্তি-বিনাশন বিশ্বেশ্বর! এ বিষয়ে আমি অপরাধী নহি। হে ভক্তকল্পতরু শঙ্কর! শিবভক্তের শিশু-সন্তানকে আমি লইয়া যাই নাই, এই দুষ্ট জলজন্তু লইয়া গিয়াছিল। ৬০—৮০। অনন্তর সেই রুদ্ররূপী শিব-পারিষদ, শিবের মনোগত ভাব জানিয়া সেই জলজন্তুকে পাশবদ্ধ করিয়া শিশুর হস্তে প্রদান করিলেন। "বৎস! আপনার গৃহে যাও, মুনে! তুমি আপনার পুত্র গ্রহণ কর।" এই বাক্য শিব-পারিষদ শিবের আদেশক্রমে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, উদারবুদ্ধি কর্দ্দম সমাধিকালে এই সমস্ত শ্রবণ করত সমাধি ত্যাগ করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলন-পূর্ব্বক যেই সম্মুখে চাহিলেন,

মারক পার্শ্বেঽলঙ্কৃতকর্ণিকম্ ॥ ৮৪ ॥ তোয়ার্দ্র-কাকপক্ষাগ্রং কষায়নয়নাঞ্চলম্। কিঞ্চিৎস্থিরুক্ষং স্রুত্তৃঙ্গোতং সম্ভ্রমাপন্নমানসম্ ॥ ৮৫ ॥ কৃতপ্রণাম-মালিঙ্গ্য জিঘ্রংস্তন্মুখপঙ্কজম্। পুনর্জাতমিবামংস্ত পশ্যংস্তন্নাম মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮৬ ॥ শতানি পঞ্চবর্ষাণি প্রণিধানস্থিতস্য হি। কর্দ্দমস্য ব্যতীতানি শম্ভুমর্চ্চ-য়তস্তদা ॥ ৮৭ ॥ কর্দ্দমোঽপি চ তৎ কালমজ্ঞাসাৎ ক্ষণসঙ্গতম্। যতো ন প্রভবেৎ কালো মহাকালস্য সন্নিধৌ ॥ ৮৮ ॥ ততস্তং তনয়ঃ পৃষ্ট্বা পিতরং প্রণিপত্য চ। জগাম তূর্ণং তপসে শ্রীমদ্বারাণসীং পুরীম্ ॥ ৮৯ ॥ তত্র তপ্ত্বা তপো ঘোরং লিঙ্গং সংস্থাপ্য শাম্ভবম্। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি স্থিতঃ পাষাণ-নিশ্চলঃ ॥ ৯০ ॥ আবিরাসীন্মহাদেবস্তুষ্টস্তত্তপসা ততঃ। উবাচ কার্দ্দমে ব্রূহি কং দদামি বরো-ত্তমম্ ॥ ৯১ ॥ কার্দ্দমিরুবাচ। যদি নাথ প্রসন্নোঽসি ভক্তানামনুকম্পক। সর্ব্বাসামাধিপত্যং মে দেহ্যপাং যাদসামপি ॥ ৯২ ॥ ইতি শ্রুত্বা মহেশানঃ সর্ব্ব-চিন্তিতদঃ প্রভুঃ। অভ্যষিঞ্চত তং তত্র বারুণে পরমে পদে ॥ ৯৩ ॥ রত্নানামব্ধিজাতানামম্ভসাং সরিতামপি। সরসাং পল্বলানাঞ্চ বাপ্যস্রুস্রোতসাং পুনঃ ॥ ৯৪ ॥ জলাশয়ানাং সর্ব্বেষাং প্রতীচ্যাশ্চাপি বৈ দিশঃ। অধীশ্বরঃ পাশপাণির্ভব সর্ব্বামরপ্রিয়ঃ ॥ দদামি বরমন্যঞ্চ সর্ব্বেষাং হিতকারকম্। ত্বয়ৈতৎ স্থাপিতং লিঙ্গং তব নাম্না ভবিষ্যতি ॥ ৯৬ ॥ বরুণেশমতি খ্যাতং বারাণস্যাং সুসিদ্ধিদম্। মণিকর্ণেশলিঙ্গস্য নৈর্ঋত্যাং দিশি সংস্থিতম্ ॥ ৯৭ ॥ আরাধিতং সদা পুংসাং সর্ব্বজাড্যাবনাশকৃৎ। বরুণেশস্য যে ভক্তা ন তেষাং মন্তুয়ং ক্বচিৎ ॥ ৯৮ ॥ ন সন্তাপভয়ং তেষাং নাপায়মরণং ক্বচিৎ। জলো-দরভয়ং নৈব ন ভয়ং বৈ তৃষঃ ক্বচিৎ ॥ ৯৯ ॥ নীরসান্যন্নপানানি বরুণেশ্বরসংস্মৃতেঃ। সরসানি ভবিষ্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০০ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে শম্ভুর্বরুণোঽপি স্ববন্ধুভিঃ। ইমং লোকমলঞ্চক্রেঽদ্যারভ্য স্থিতো দ্বিজঃ ॥ ১০১ ॥ ইদং বরুণলোকস্য স্বরূপং তে নিরূপিতম্। যৎ শ্রুত্বা ন নরঃ ক্বাপি দুরপায়ৈঃ প্রবাধ্যতে ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নির্ঋতিবরুণলোকবর্ণনং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অমনি দেখেন;—পার্শ্বে, তাঁহার শিশু; শিশু-মারকে গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে; কর্ণযুগল তাহার অলঙ্কৃত, কাকপক্ষ সলিলার্দ্র, নয়নাঞ্চল আরক্তবর্ণ, শরীর রুক্ষ, চর্ম্ম চুপসিয়া গিয়াছে, চিত্ত সম্ভ্রমাপন্ন। শিশু প্রণাম করিল; কর্দ্দম তাহাকে আলিঙ্গন এবং তদীয় বদনকমল আঘ্রাণ করিয়া শিশুকে যেন পুনরুৎপন্ন বোধ করত বারংবার দেখিতে লাগি-লেন। শিবপূজা করিতে করিতে সমাধিস্থ অবস্থায় কর্দ্দম প্রজাপতির পঞ্চশত বৎসর অতীত হইয়া ছিল। কর্দ্দম কিন্তু সেই দীর্ঘকালকে ক্ষণতুল্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। কেননা, মহাকালের সমীপে কালের ত প্রভুত্ব নাই। অনন্তর পুত্র শুচিষ্মান্, পিতার অনুমতি লইয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তপস্যা করিবার জন্য সত্বর শ্রীমৎ-কাশীপুরীতে গমন করিলেন। তথায় এক শিব-লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যানুষ্ঠানে পঞ্চ সহস্র বৎসর পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়া রহিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন,—হে কর্দ্দমনন্দন! বল, কোন্ শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব? কর্দ্দমতনয় বলিলেন, হে ভক্তানুকম্পিন্! হে নাথ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত আমাকে সকল জল এবং জলজন্তুর আধিপত্য প্রদান করুন। সর্ব্বমনোরথপূরক প্রভু মহেশ্বর, এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে অত্যুৎকৃষ্ট বরুণপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বলিলেন,—নিখিল সমুদ্রজাত রত্ন, সমুদ্র, নদী, সরোবর, পল্বল, দীর্ঘিকাজল এবং স্রোতোজল ও যাবতীয় জলাশয় আর পশ্চিম দিকের অধিপতি হও; তুমি সর্ব্ব-দেবতার প্রিয় হইবে এবং পাশ (আয়ুধ) তোমার হস্তে থাকিবে। সর্ব্বহিতকারক আর একটী বর তোমাকে প্রদান করিতেছি; তোমার স্থাপিত এই শিবলিঙ্গ, কাশীতে তোমার নামানুসারে 'বরুণেশ' নামে বিখ্যাত হইয়া উত্তম সিদ্ধি প্রদান করিবে। মণিকর্ণেশ লিঙ্গের নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত এই লিঙ্গ সতত আরাধনা করিলে পুরুষদিগের সর্ব্ববিধ জড়তা দূর হয়। যাহারা বরুণেশ-শিবলিঙ্গের ভক্ত, তাহাদের কখনই জল হইতে ভয় থাকিবে না। তাহাদিগের সন্তাপ-ভয় থাকিবে না, কখন অপঘাত মৃত্যু হইবে না, জলোদর রোগের ভয় থাকিবে না। এবং কখন তৃষ্ণাভয় থাকিবে না। নীরস অন্ন-পানও বরুণেশ্বরের স্মরণে সরস হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে দ্বিজ! শম্ভু এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, তদবধি কর্দ্দমপুত্রও বরুণ

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

গণাবূচতুঃ। ইমাং গন্ধবতীং পুণ্যাং পুরীং বায়োর্বিলোকয়। বারুণ্যা উত্তরে ভাগে মহাভাগ্যনিধে দ্বিজ ॥ ১ ॥ অস্যাং প্রভঞ্জনো নাম জগৎপ্রাণো দিগীশ্বরঃ। আরাধ্য শ্রীমহাদেবং দিক্‌পালত্বমবাপ্তবান্ ॥ ২ ॥ পুরা কশ্যপদায়াদঃ পূতাত্মেতি চ বিশ্রুতঃ। ধূর্জ্জটে রাজধান্যাং স চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৩ ॥ বারাণস্যাং মহাভাগো বর্ষাণামযুতং শতম্। স্থাপয়িত্বা মহালিঙ্গং পাবনং পবনেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ পূতাত্মা জায়তে নরঃ। পাপকঞ্চুকমুৎসৃজ্য স বসেৎ পাবনে পুরে ॥ ৫ ॥ ততস্তস্যোগ্রতপসা তপসাং ফলদঃ শিবঃ। আবিরাসীত্ততো লিঙ্গাজ্জ্যোতীরূপো মহেশ্বরঃ ॥ ৬ ॥ উবাচ চ প্রসন্নাত্মা করুণামৃতসাগরঃ। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পূতাত্মন্ বরং বরয় সুব্রত ॥ ৭ ॥ অনেন তপসোগ্রেণ লিঙ্গস্যারাধনেন চ। তবাদেয়ং ন পূতাত্মংস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৮ ॥ পূতাত্মোবাচ। দেবদেব মহাদেব দেবানামভয়প্রদ। ব্রহ্মনারায়ণেন্দ্রাদি-সর্ব্বদেবপদপ্রদ ॥ ৯ ॥ বেদাস্ত্বাং ন চ বিন্দন্তি কিমাত্মক ইতি প্রভো। প্রাপ্তাঃ শতপথত্বঞ্চ নেতিনেতীতিবাদিনঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণোরপি গিরাং গোচরো ন চ বাক্‌পতেঃ। প্রমথেশং কথং স্তোতুং মাদৃশঃ প্রভবেৎ প্রভো ॥ ১১ ॥ প্রসহ্য প্রামমীতেশ ভক্তির্মাং স্তুতিকর্ম্মণি। করোমি কিং জগন্নাথ ন বশ্যানীন্দ্রিয়াণি মে ॥ ১২ ॥ বিশ্বং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদস্ত্বমেকঃ সর্ব্বগো যতঃ। স্তুত্যং স্তোতা স্তুতিস্ত্বঞ্চ সগুণো নির্গুণো ভবান্ ॥ ১৩ ॥ সর্গাৎ পুরা ভবানেকো রূপনামবিবর্জ্জিতঃ। যোগিনোঽপি ন তে তত্ত্বং বিন্দন্তি পরমার্থতঃ ॥ ১৪ ॥ যদৈকলো ন শক্নোষি রন্তুং স্বৈরচর প্রভো। তদিচ্ছা তব যোৎপন্না সেব্যা শক্তিস্ত্বদুত্থিতঃ ॥ ১৫ ॥ ত্বমেকো দ্বিত্বমাপন্নঃ শিবশক্তিপ্রভেদতঃ। ত্বং

হইয়া আপনার বন্ধুবান্ধবের সহিত এই লোক অলঙ্কৃত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বরুণলোকের স্বরূপ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য কখনই অপমৃত্যুগ্রস্ত হয় না। ৮১—১০২।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাভাগ্যনিধি দ্বিজ! বরুণনগরীর উত্তরভাগে বায়ুর এই গন্ধবতীনাম্নী পবিত্র নগরী অবলোকন কর। এই পুরীতে দিক্‌পতি প্রভঞ্জননামক বায়ু অবস্থিত। এই বায়ু শ্রীমহাদেবকে আরাধনা করিয়াই দিক্‌পালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে পূতাত্মা নামে খ্যাত কশ্যপনন্দন, শিবরাজধানী বারাণসীতে পবনেশ্বর নামে সুপাবন শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শতাযুত বৎসর মহাতপস্যা করিলেন। এই শিবলিঙ্গের দর্শনমাত্রেই মানব পূতাত্মা হয় এবং পাপকঞ্চুকমুক্ত হইয়া অন্তে পবনলোকে বাস করে। অনন্ত তপঃফলদাতা মহেশ্বর শিব, পবনের উগ্র তপস্যাবলে, সেই লিঙ্গ হইতে জ্যোতীরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং করুণামৃত-সাগর শম্ভু প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—হে পূতাত্মন! উঠ, উঠ; হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর। হে পূতাত্মন্! তুমি যে এই উগ্র তপস্যা এবং শিবলিঙ্গ আরাধনা করিয়াছ, তাহাতে সচরাচর ত্রৈলোক্যে তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। পূতাত্মা বলিলেন,—হে দেবগণের অভয়প্রদ দেবদেব মহাদেব! আপনি ব্রহ্মা, নারায়ণ এবং ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবগণের পদপ্রদাতা। হে প্রভো! বেদ সকল, তন্ন তন্ন করিয়া আপনার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতে শতপথত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি আপনি যে কীদৃশ, তাহা জানিতে পারে নাই। হে প্রভো! প্রমথেশ! আপনি ব্রহ্মবিষ্ণু-বাচস্পতিরও বচনগোচর নহেন, তবে মাদৃশ সামান্য লোক, আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইবে কিরূপে? হে ঈশ! ভক্তিই কেবল জোর করিয়া স্তব করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে; হে জগন্নাথ! কি করিব? আমার ইন্দ্রিয়গণ, আমার বশীভূত নহে। বিশ্ব এবং আপনি, এ উভয়ে ভেদ নাই, যে হেতু আপনি এক অদ্বিতীয়। আপনি সর্ব্বব্যাপী; আপনি স্তুত্য, এবং স্তুতি; আপনি সগুণ এবং নির্গুণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপবিবর্জ্জিত এক আপনিই থাকেন, যোগিগণও পরমার্থতঃ আপনার তত্ত্বভেদ করিতে পারেন না। ১—১৪। স্বচ্ছন্দ-বিহারিন্ প্রভো! যখন আপনি একাকী ক্রীড়া করিতে না পারেন, তখন আপনার যে ইচ্ছা উৎপন্ন হন, তিনিই আপনার সেবনীয়া শক্তি হইয়া থাকেন। আপনি একই শিব-শক্তিভেদে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইয়া-

জ্ঞানরূপো ভগবান্ স্বেচ্ছা শক্তিস্বরূপিণী ॥ ১৬ ॥ উভাভ্যাং শিবশক্তিভ্যাং যুবাভ্যাং নিজলীলয়া। উৎপাদিতা ক্রিয়াশক্তিস্ততঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৭ ॥ জ্ঞানশক্তির্ভবানীশ ইচ্ছাশক্তিরুমা স্মৃতা। ক্রিয়াশক্তিরিদং বিশ্বমস্য ত্বং কারণং ততঃ ॥ ১৮ ॥ দক্ষিণাঙ্গং তব বিধির্বামাঙ্গং তব চাচ্যুতঃ। চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিনেত্রস্ত্বং স্বনিশ্বাসঃ শ্রুতিত্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥ স্বৎস্বেদাদম্বুনিধয়স্তব শ্রোত্রং সমীরণঃ। বাহবস্তে দশ দিশো মুখং তে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০ ॥ রাজন্যবর্গাস্তে বাহূ বৈশ্যা ঊরুসমুদ্ভবাঃ। পদ্ভ্যাং শূদ্রস্তবেশান কেশাস্তে জলদাঃ প্রভো ॥ ২১ ॥ ত্বং পুম্প্রকৃতিরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডমসৃজঃ পুরা। মধ্যেব্রহ্মাণ্ড-মখিলং বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ২২ ॥ অতস্ত্বত্তো ন মন্যেহং কিঞ্চিদ্ভিন্নং জগন্ময়। ত্বয়ি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বভূতময়ো ভবান্ ॥ ২৩ ॥ নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ। অয়মেব বরো নাথ ত্বয়ি মেহস্তু স্থিরা মতিঃ ॥ ২৪ ॥ ইত্যুক্তবতি দেবেশ-স্তস্মিন্ পূতাত্মনি প্রভুঃ। স্বমূর্ত্তিত্বং সমারোপ্য দিক্পালপদমাদধে ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বগো মম রূপেণ সর্ব্বতত্ত্বাববোধকঃ। সর্ব্বেষামায়ুষো রূপং ভবানেব ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ তব লিঙ্গমিদং দিব্যং যে দ্রক্ষ্যন্তীহ মানবাঃ। সর্ব্বভোগসমৃদ্ধাস্তে স্বল্লোক-সুখভাগিনঃ ॥ ২৭ ॥ পবমানেশ্বরং লিঙ্গং মধ্যেজন্ম সকৃন্নরঃ। যথোক্তবিধিনা পূজ্য সুগন্ধস্নপনা-দিভিঃ ॥ ২৮ ॥ সুগন্ধচন্দনৈঃ পুষ্পৈর্মম • লোকে মহীয়তে। জ্যেষ্ঠেশাৎ পশ্চিমে ভাগে বায়ুকুণ্ডো-ত্তরেণ তু ॥ ২৯ ॥ পাবমানং সমারাধ্য পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ। ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবস্তস্মিল্লিঙ্গে লয়ং যযৌ ॥ ৩০ ॥ গণাবূচতুঃ। ইতি গন্ধবতী-পুর্য্যাঃ স্বরূপং তে নিরূপিতম্। তস্যাঃ প্রাচ্যাং কুবেরস্য শ্রীমত্যেষালকা পুরী ॥ ৩১ ॥ শম্ভোঃ সখিত্বমাপেদে নাথোহস্যা ভক্তিযোগতঃ। নিধীনাং পদ্মমুখ্যানাং দাতা ভোক্তা হরার্চ্চনাৎ ॥ ৩২ ॥ শিবশর্ম্মোবাচ। কোহসৌ কস্য পুনঃ কীদৃগ্-ভক্তিরস্য সদাশিবে। যয়া সখিত্বমাপন্নো দেবদেবস্য ধূর্জ্জটেঃ ॥ ৩৩ ॥ ইতি শ্রোতুং মম মনঃ শ্রুতি-

---

ছেন; আপনি ভগবান্ শিব জ্ঞানরূপী এবং আপনার ইচ্ছা শক্তিস্বরূপা। শিব-শক্তি আপনারা উভয়ে স্বীয় লীলাক্রমে ক্রিয়াশক্তির উৎপাদন করিয়াছেন; সেই ক্রিয়াশক্তিই এই সমস্ত জগৎ। ভবানীপতি জ্ঞানশক্তি; উমা ইচ্ছাশক্তি; এই বিশ্ব ক্রিয়াশক্তি; অতএব আপনি এই জগতের কারণ। ব্রহ্মা আপনার দক্ষিণাঙ্গ; বিষ্ণু আপনার বামাঙ্গ; চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি আপনার ত্রিনেত্র; বেদত্রয় আপনার নিশ্বাস। আপনার ঘর্ম্ম হইতে সাগরচতুষ্টয়; বায়ু আপনার কর্ণ; দশদিক্ আপনার বাহুসমূহ; ব্রাহ্মণ আপনার মুখ। ক্ষত্রিয়বর্গ আপনার বাহুযুগল, বৈশ্যগণ আপনার উরুদেশ হইতে উৎপন্ন; হে ঈশান! শূদ্রজাতি আপনার পদদ্বয় হইতে উদ্ভূত। হে প্রভো! মেঘজাল আপনার কেশকলাপ। আপনি পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষ রূপে এই ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই অখিল চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন; হে জগন্ময়! অতএব, জগতের কিছুই আপনা হইতে ভিন্ন নহে; সর্ব্বভূত আপনাতে বর্ত্তমান, আপনিও সর্ব্বভূতময়—আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার; আপনাকে নমস্কার; নমস্কার, নমস্কার। হে নাথ! এই আমার বর—যেন নাথ। আপনাতে আমার স্থির-বুদ্ধি থাকে;—এই বর আমি প্রার্থনা করি। পূতাত্মা এই কথা বলিতে থাকিলে, প্রভু দেবদেব, পূতাত্মাকে আপনার অষ্টমূর্ত্তির অন্তর্গত করিয়া দিক্পাল-পদে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—মৎস্বরূপে তুমি সর্ব্বত্রগ এবং সর্ব্ব-তত্ত্ব-জ্ঞাতা হইবে, আর তুমি সকলেরই জীবন-স্বরূপ হইবে। যে মানবগণ, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই দিব্যলিঙ্গ অবলোকন করিবে, তাহারা সর্ব্বভোগ-সম্পন্ন হইয়া ত্বদীয় লোক-প্রাপ্তি-সুখ-লাভ করিবে। মানব, জন্মের মধ্যে একবার পবমানেশ্বর শিবলিঙ্গকে, সুগন্ধ জল দ্বারা স্নপন ও সুগন্ধ চন্দন-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলে, সসম্মানে মদীয় লোকে বাস করে। জ্যেষ্ঠেশ লিঙ্গের পশ্চিমভাগে এবং বায়ুকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত পবমানেশ্বরলিঙ্গ আরাধনা করিলে লোকে তৎক্ষণাৎ পূত হইবে। দেবদেব এই সকল বর দিয়া সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন।১৫—৩০। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—গন্ধবতী পুরীর স্বরূপ এই তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, ইহার পূর্ব্বভাগে কুবেরের এই শোভাময়ী অলকাপুরী। 'এই পুরীর অধিপতি, ভক্তিযোগে শিবের সখা হইয়াছেন এবং ইনি শিবারাধনাবলে পদ্ম-শঙ্খ-প্রমুখ নিধিগণের দাতা এবং ভোক্তা। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—ইনি কে? কাহার পুত্র? সদাশিবে ইহাঁর কত ভক্তি যে,

গোচরতাং গতম্। যুবয়োর্বাক্সুধাস্বাদমেত্বরোদর-মন্বয়ম্॥ ৩৪॥ গণাবূচতুঃ। শিবশর্ম্মন্ মহাপ্রাজ্ঞ পরিশুদ্ধেন্দ্রিয়েশ্বর। সুতীর্থক্ষালিতাশেষজন্মজাত-মহামল॥ ৩৫॥ সুহৃদি প্রেমসম্পন্নে স্বয্যসুদ্যং ন কিঞ্চন। সাধুভিঃ সহ সংবাদঃ সর্ব্বশ্রেয়ো-হভিবৃদ্ধয়ে॥ ৩৬॥ আসীৎ কাম্পিল্যনগরে সোমযাজিকুলোদ্ভবঃ। দীক্ষিতো যজ্ঞদত্তাখ্যো যজ্ঞবিদ্যাবিশারদঃ॥ ৩৭॥ বেদবেদাঙ্গবেদার্থান্ বেদোক্তাচারচঞ্চুরঃ। রাজমান্যো বহুধনো বদান্যঃ কীর্ত্তিভাজনম্॥ ৩৮॥ অগ্নিশুশ্রূষণরতো বেদাধ্যাপনতৎপরঃ। তস্য পুত্রো গুণনিধিশ্চন্দ্র-বিম্বসমাকৃতিঃ॥ ৩৯॥ কৃতোপনয়নঃ সোহথ বিদ্যাং জগ্রাহ ভূরিশঃ। অথ পিত্রানভিজ্ঞাতো দ্যূতকর্ম্ম-রতোহভবৎ॥ ৪০॥ আদায়াদায় বহুশো ধনং মাতুঃ সকাশতঃ। দদাতি দ্যূতকারেভ্যো মৈত্রীং তৈশ্চ চকার সঃ॥ ৪১॥ সন্ত্যক্তব্রাহ্মণাচারঃ সন্ধ্যাস্নানপরাঙ্মুখঃ। নিন্দকো বেদশাস্ত্রাণাং দেব-ব্রাহ্মণনিন্দকঃ॥ ৪২॥ স্মৃত্যাচারবিহীনস্তু গীতবাদ্য-বিনোদভাক্। নটপাষণ্ডিভণ্ডৈশ্চ বদ্ধপ্রেম-পরম্পরঃ॥ ৪৩॥ প্রেরিতোহপি জনন্যা স ন যাতি পিতুরন্তিকম্। গৃহকার্য্যান্তরব্যগ্রো দীক্ষিতো দীক্ষিতায়িনীম্॥ ৪৪॥ যদা যদৈব তাং পৃচ্ছেদয়ে গুণনিধিঃ সুতঃ। ন দৃশ্যতে ময়া গেহে ক্ক যাতি বিদধাতি কিম্॥ ৪৫॥ তদা তদেতি সা ব্রূয়া-দিদানীং স বহির্গতঃ। স্নাত্বা সমর্চ্চ্য বৈ দেবানেতা-বন্তমনেহসম্॥ ৪৬॥ অধীত্যাধ্যয়নার্থং স দ্বিত্রৈর্মিত্রৈঃ সমং যযৌ। একপুত্রেতি তন্মাতা প্রতারয়তি দীক্ষিতম্॥ ৪৭॥ ন তৎ কর্ম্ম চ তদ্বৃত্তং কিঞ্চিদ্বেত্তি স দীক্ষিতঃ। স চ কেশান্তকর্ম্মাস্য কৃত্বা বর্ষেহথ ষোড়শে॥ ৪৮॥ গৃহ্যোক্তেন বিধানেন পাণিগ্রাহমকারয়ৎ। প্রত্যহং তস্য জননী সুতং গুণনিধিং মৃদু॥ ৮৯॥ শাস্তি স্নেহার্দ্রহৃদয়া ক্রোধনস্তে পিতেত্যলম্। যদি জ্ঞাস্যতি তে বৃত্তং ত্বাঞ্চ মাং তাড়য়িষ্যতি॥ ৫০॥ আচ্ছাদয়ামি তে নিত্যং পিতুরগ্রে কুচেষ্টিতম্। লোকমান্যোহস্তি তে তাতঃ সদাচারৈর্ন বৈ ধনৈঃ॥ ৫১॥ ব্রাহ্মণানাং ধনং পুত্র

সেই দেবদেব ধূর্জ্জটির ইনি সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? আপনাদিগের বচনামৃতপান-পরিতৃপ্ত সুস্থির চিত্ত, এই কথাপ্রসঙ্গ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে ইহা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! হে বিশুদ্ধাত্মন্! হে সুতীর্থ-সলিল-প্রক্ষালিত-অশেষজন্মসঞ্চিত-পাপরাশি শিবশর্ম্মন্! তুমি আমাদের প্রেমসম্পন্ন সুহৃৎ, তোমার নিকট অবক্তব্য কি আছে? বিশেষতঃ সাধুগণের সহিত কথোপকথন সর্ব্বমঙ্গল-বৃদ্ধির হেতু। কাম্পিল্য নগরে যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ, সোমযাজি-বংশোৎপন্ন যজ্ঞদত্ত দীক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেদাঙ্গ-বেদার্থে অভিজ্ঞ, বেদোক্তাচারপালনে দক্ষ, রাজমান্য, বহু ধনাঢ্য, বদান্য, কীর্ত্তিমান্, অগ্নিশুশ্রূষা-পরায়ণ এবং বেদ-পাঠনিরত ছিলেন। চন্দ্রবিম্বসমাকার, গুণনিধি নামে, তাঁহার পুত্র উপনীত হইয়া অনেক বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিন পরে, গুণনিধি পিতার অজ্ঞাতে দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইল। গুণনিধি মাতার নিকট হইতে অনেকবার ধন লইয়া দ্যূতকারদিগকে প্রদান করিতে লাগিল, এইরূপে দ্যূতকারদিগের সহিত সে বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। গুণনিধি, ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগ করিল; স্নান-সন্ধ্যা-বর্জ্জিত হইল; বেদ, শাস্ত্র, দেবতা এবং ব্রাহ্মণের নিন্দক হইল। স্মৃত্যুক্ত আচার তাহার রহিল না; গীত-বাদ্য-আমোদেই সে থাকিত; নট, পাষণ্ড এবং ভণ্ডগণের সহিত তাহার বড়ই প্রেম হইল। জননীর প্রেরিত হইয়াও গুণনিধি পিতৃ-সমীপে গমন করিত না, “অয়ে! পুত্র গুণনিধিকে আমি গৃহে দেখিতে পাই না—কোথায় যায়, কি, করে?” গৃহকার্য্যান্তরে ব্যগ্র দীক্ষিত, পত্নীকে এই কথা যখন যখন জিজ্ঞাসা করেন, দীক্ষিতায়িনী, তখন তখনই বলেন, “স্নানের পর এতক্ষণ ধরিয়া দেবগণের পূজা এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া পড়িবার জন্য এই সে দুই তিন জন বন্ধুর সহিত বাহিরে যাইতেছে।” একমাত্র পুত্র বলিয়া সেই স্নেহে, গুণনিধির মাতা স্বামীর নিকট প্রতারণা করেন। ৩১—৪৭। দীক্ষিত, পুত্রের কার্য্য এবং চরিত্র কিছুই জানিতেন না। অনন্তর, তিনি গুণনিধির ষোড়শ বৎসর বয়সে ‘কেশান্ত’ সংস্কার সমাধা করিয়া গৃহ্যোক্ত বিধিক্রমে তাহার বিবাহ দিলেন। স্নেহার্দ্রহৃদয়া গুণনিধি-জননী, প্রত্যহ মৃদুভাবে শাসন করেন, বলেন, “তোমার পিতা ক্রোধী’ এ সব কাজ আর করিও না; যদি তিনি তোমার চরিত্র কার্য্যকলাপ জানিতে পারেন ত তোমাকে এবং আমাকেও তাড়না করিবেন। আমি তোমার পিতার নিকট প্রত্যহই তোমার কুকার্য্য ঢাকিয়া রাখি। তোমার

সদ্বিদ্যাসাধুসঙ্গমঃ। সচ্ছ্রোত্রিয়াস্বনূচানা দীক্ষিতাঃ সোমযাজিনঃ ॥ ৫২ ॥ ইতি রূঢ়িমিহ প্রাপ্তাস্তব পূর্ব্বপিতামহাঃ। ত্যক্ত্বা দুর্বৃত্তসংসর্গং সাধুসঙ্গরতো ভব ॥ ৫৩ ॥ সদ্বিদ্যাসু মনো ধেহি ব্রাহ্মণাচারমাচর। [illegible] রূপেণ বয়সা কুলশীলতঃ ॥ ৫৪ ॥ উনবিংশতিকোঽসি ত্বমেষাং ষোড়শবর্ষিকী। তব পত্নী গুণনিধে সাধ্বী মধুরভাষিণী ॥ ৫৫ ॥ এতাং সংবৃণু সদ্বৃত্তাং পিতৃভক্তিযুতো ভব। শ্বশুরোঽপি হি তে মান্যঃ সর্ব্বত্র গুণশীলতঃ ॥ ৫৬ ॥ ততোঽপত্রপসে কিং ন ত্যজ দুর্বৃত্ততাং শিশো। মাতুলাস্তেঽতুলাঃ পুত্র বিদ্যাশীলকুলাদিভিঃ ॥ ৫৭ ॥ তেভ্যোঽপি ন বিভেষি ত্বং শুদ্ধোঽস্যুভয়বংশতঃ। পশ্যৈতান্ প্রতিবেশস্থান্ ব্রাহ্মণানাং কুমারকান্ ॥৫৮॥ গৃহেঽপি শিষ্যান্ পশ্যৈতান্ পিতুস্তে বিনয়োচিতান্। রাজাপি শ্রোষ্যতি যদা তব দুশ্চেষ্টিতং সুত ॥ ৫৯ ॥ শ্রদ্ধাং বিহায় তে তাতে বৃত্তিলোপং করিষ্যতি। বালচেষ্টিতমেবৈতদ্বদন্ত্যদ্যাপি তে জনাঃ ॥ ৬০ ॥ অনন্তরং হসিষ্যন্তি যুক্তং দীক্ষিততাস্বিতি। সর্ব্বেঽপ্যাক্ষারয়িষ্যন্তি তব বিপ্রশ্চ মাঞ্চ বৈ ॥ ৬১ ॥ মাতুশ্চরিত্রং তনয়ো ধত্তে দুর্ভাষণৈরিতি। পিতাপি তে ন পাপীয়ান্ শ্রুতিস্মৃতিপথী ন কিম্ ॥ ৬২ ॥ তদঙ্ঘ্রিলীনমনসো মম সাক্ষী মহেশ্বরঃ। ন চর্তুস্নাতয়াপীহ মুখং দুষ্টস্য বীক্ষিতম্ ॥ ৬৩ ॥ অহো বলীয়ান্ স বিধির্যেন জাতো ভবানিতি। প্রতিক্ষণং জননৈত্যেতি শিক্ষ্যমাণোঽতিদুর্ম্মদঃ ॥ ৬৪ ॥ ন তত্যাজ চ তদ্ধর্ম্মং দুর্বোধব্যসনী যতঃ। মৃগয়ামদ্যপৈশুন্যবেশ্যাচৌর্য্যদুরোদরৈঃ ॥৬৫॥ সপারদারৈর্ব্যসনৈরেভিঃ কোঽত্র ন খণ্ডিতঃ। যদ্যন্মধ্যে গৃহে পশ্যেত্তত্তন্নীত্বা সুদুর্ম্মতিঃ। অর্পয়েদ্দ্যূতকারাণাং সকুপ্যং বসনাদিকম্ ॥৬৬॥ নবরত্নময়ীং মাতুঃ করতঃ পিতুরূর্ম্মিকাম্ ॥ ৬৭ ॥ স্বপত্যাস্যৈকদাদায় দুরোদরকরেঽর্পয়ৎ। একদা গচ্ছতা রাজভবনান্নিজমুদ্রিকা ॥ ৬৮ ॥ দীক্ষিতেন পরিজ্ঞাতা দৈবাদ্দ্যূতকৃতঃ করে। উবাচ দীক্ষিতস্তঞ্চ কুতো লব্ধা ত্বয়োর্ম্মিকা। পৃষ্টস্তেনাথ নির্ব্বন্ধাদসকৃৎ

পিতা ধনে নয়; সদাচারেই লোকমান্য। বাছা! সদ্বিদ্যা এবং সৎসঙ্গই ব্রাহ্মণের ধন। তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ অনূচান অর্থাৎ সাঙ্গ আধ্যাসহ বেদাধ্যায়ী বলিয়া সচ্ছ্রোত্রিয়, আর সোমযাজী বলিয়া দীক্ষিত, এই দুই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সধুসঙ্গে রত হও। সদ্বিদ্যায় মন দেও, ব্রাহ্মণের আচার অনুষ্ঠান কর। গুণনিধি! তোমার উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম, আর মধুরভাষিণী সাধ্বী তোমার এই পত্নীর বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর; রূপ, বয়ঃক্রম, কুলশীলে এ তোমার অনুরূপা। এই সচ্চরিত্রশালিনীর সহিত মিলিত হও, পিতৃভক্ত হও। তোমার শ্বশুরও গুণে ও শীলে সর্ব্বত্র মান্য। বালক! তাঁহার কাছেও কি তোমার লজ্জা নাই? পুত্র! তোমার মাতুলেরাও বিদ্যা, স্বভাব এবং বংশাদি দ্বারা অতুলনীয়; তুমি কি তাঁহাদেরও ভয় কর না? বাছা! তুমি উভয় বংশে পরিশুদ্ধ; তবে এমন হইলে কেন? প্রতিগৃহে ব্রাহ্মণকুমারদিগকে দেখ;—গৃহেও তোমার পিতার সুবিনীত শিষ্যদিগকে দেখ। পুত্র! যখন রাজাও তোমার দুষ্কার্য্যের কথা শুনিবেন, তখন তিনি তোমার পিতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিবেন। এখনও লোকে, তোমার [illegible] কারকে "ছেলেমানুষী" বলে। আর কিছু পরেই উপহাস করিবে; আর বলিবে, "বশ দীক্ষিতত্ব! হউক হউক!" তখন সকলেই তোমার পিতাকে এবং আমাকে "পুত্র, মাতার চরিত্রানুসারী হয়, তাহার পিতাও শ্রুতিস্মৃতিমার্গাবলম্বী হইলেও পাপিষ্ঠ" এই প্রকার দুষ্ট বাক্য দ্বারা দোষী করিবে। আমি শিবচরণে নিহিতহৃদয়া; আমার চরিত্রে সেই মহেশ্বরই সাক্ষী। আমি ঋতুস্নানদিনেও ত কোন দুষ্ট ব্যক্তির মুখ দেখি নাই। ওঃ! বিধিই বলবান! বিধিবলেই তুই এমন কুলাঙ্গার জন্মিয়াছিস।" জননী ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ শিক্ষা দিলেও অতি দুর্ম্মদ, দুর্ব্বুদ্ধি গুণনিধি সেই অসদাচরণ ত্যাগ করিল না, ব্যসনাসক্ত কিনা। মৃগয়া, মদ্য, পৈশুন্য, বেশ্যা, চৌর্য্য, দ্যূতক্রীড়া এবং পরদারাসক্তি, এই সকল ব্যসন দ্বারা জগতে কাহার না সর্ব্বনাশ হয়? সেই দুর্ম্মতি ঘরে তাম্রপিত্তলাদির পাত্র এবং বস্ত্রাদি যা যা দেখিতে পায়, তৎসমস্তই লইয়া দ্যূতকারদিগকে অর্পণ করে। ৪৮—৬৬। একদা পিতার নবরত্নময় অঙ্গুরীয়, নিদ্রাপন্না জননীর হস্ত হইতে লইয়া গুণনিধি দ্যূতকারের হস্তে প্রদান করিল। পরে একদিন দীক্ষিত, রাজভবন হইতে আসিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ একজন দ্যূতকারের, হস্তে আপনার অঙ্গুরীয় দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সেই দ্যূতকারকে তিনি বলিলেন, "তুমি এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?" নির্ব্বন্ধ

প্রত্যুবাচ কিম্। ৬৮। মমাক্ষিপসি বিপ্রোচ্চৈঃ কিং ময়া চৌর্য্যকর্ম্মণা। লব্ধা মুদ্রা ত্বদীয়েন পুত্রেণৈষা মমার্পিতা। ৬৯। মম মাতুর্হি পূর্ব্বেদ্যুর্জ্জিত্বা নীতো হি পাটকঃ। ন কেবলং মমাপ্যেতদঙ্গুরীয়ং সমর্পিতম্। ৭০। অন্যেষাং দ্যূতকর্ত্তৃণাং ভূরি তেনার্পিতং বসু। রত্নকুপ্যহুকূলানি ভৃঙ্গারুপ্রপ্রভৃতীনি চ। ৭২। ভাজনানি বিচিত্রাণি কাংস্যতাম্রময়ানি চ নগ্নীকৃত্য প্রতিদিনং বধ্যতে দ্যূতকারিভিঃ। ৭৩। ন তেন সদৃশঃ কশ্চিদাক্ষিকো ভূমিমণ্ডলে। অদ্য যাবৎ ত্বয়া বিপ্র দুরোদর-শিরোমণিঃ। ৭৪। কথং নাজ্ঞায়ি তনয়োঽবিনয়ানয়কোবিদঃ। ইতি শ্রুত্বা ত্রপাভার-বিনম্রতরকন্ধরঃ। ৭৫। প্রাবৃত্য বাসসা মৌলিং প্রাবিশন্নিজমন্দিরম্। মহাপতিব্রতামস্য পত্নীং প্রোবাচ তামথ। ৭৬। দীক্ষিতায়িনি কুত্রাসি ক তে গুণনিধিঃ সুতঃ। অথ তিষ্ঠতু কিং তেন ক সা মম শুভোর্ম্মিকা। ৭৭। অঙ্গোদ্বর্ত্তনকালে যা ত্বয়া মেঽঙ্গুলিতো হৃতা। নবরত্নময়ী শীঘ্রং তামানীয় প্রযচ্ছ মে। ৭৮। ইতি শ্রুত্বাথ তদ্বাক্যং ভীতা সা দীক্ষিতায়িনী। প্রোবাচ সা তু মাধ্যাহ্নীং ক্রিয়াং নিষ্পাদয়ন্নথ। ৭৯। ব্যগ্রাস্মি দেবপূজার্থমুপহারাদিকর্ম্মণি। সময়োঽয়মতিক্রামেদতিথীনাং প্রিয়াতিথে। ৮০। ইদানীমেব পক্বান্ন-করণব্যগ্রয়া ময়া। স্থাপিতা ভাজনে ক্বাপি বিস্মৃতেতি ন বেদ্ম্যহম্। ৮১। দীক্ষিত উবাচ। হংহো সৎপুত্রজননি নিত্যং সত্যপ্রভাষিণি। যদা যদা ত্বাং সংপৃচ্ছে তনয়ঃ ক্বগতস্ত্বিতি। ৮২। তদা তদেতি ত্বং ব্রূয়া নাথেদানীং স নির্গতঃ। অধীত্যাধ্যয়নার্থঞ্চ দ্বিত্রৈর্ম্মিত্রৈঃ সমুৎসুকঃ। ৮৩। কুতস্তচ্ছাটকঃ পত্নি মাঞ্জিষ্ঠো যো ময়ার্পিতঃ। লম্বতে বস্ত্রবাস্তাং যস্তথ্যং ব্রূহি ভয়ং ত্যজ। ৮৪। সাম্প্রতং নেক্ষ্যতে সোঽপি ভৃঙ্গারুর্মণিমণ্ডিতঃ। পট্টসূত্রময়ী সাপি ত্রিপটী ক নৃপার্পিতা। ৮৫। ক দাক্ষিণাত্যং তৎকাংস্যং গৌড়ী তাম্রঘটী ক সা। নাগদন্তময়ী সা ক সুখকৌতুমঞ্চিকা। ৮৬। ক সা পর্ব্বতদেশীয়া চন্দ্রকান্তশিলোদ্ভবা। দীপিকা ব্যগ্র-

সহকারে বারংবার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্যূতকার দীক্ষিতকে বলিল—"হে ব্রাহ্মণ! আমাকে এত তিরস্কার করিতেছেন কেন? আমি কি চুরী করিয়া এই অঙ্গুরীয় পাইয়াছি? আপনার পুত্রই আমাকে ইহা দিয়াছে। পূর্ব্বদিন, আপনার পুত্র আমার মাতার একখানি শাটক জিতিয়া লইয়াছে। আপনার পুত্র আমাকেই যে কেবল এই অঙ্গুরীয়ক দিয়াছে, তাহা নহে, অন্য দ্যূতকারদিগকেও প্রচুর ধন দিয়াছে। রত্ন, স্বর্ণ-রজতাতিরিক্ত ধন, বস্ত্র এবং ভৃঙ্গার প্রভৃতি কাংস্য তাম্রময় বিচিত্র পাত্র সকলও দিয়াছে; দ্যূতকারিগণ, প্রতিদিন তাহাকে উলঙ্গ করিয়া বস্ত্রজাত বাঁধিয়া লয়। ভূমণ্ডলে তাহার তুল্য, দ্যূতাসক্ত আর নাই। বিপ্র! আজিও আপনি, অবিনয় এবং অত্যাচারে পণ্ডিত জুয়াচোরের শিরোমণি পুত্রকে জানিতে পারেন নাই!" দীক্ষিত এই কথা শ্রবণে লজ্জাভরে ঘাড় হেঁট করিয়া মস্তকে বস্ত্র আচ্ছাদন পুরঃসর নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, মহাপতিব্রতা স্বকীয় পত্নীকে বলিলেন,—"দীক্ষিতায়িনি! কোথায় তুমি; পুত্র গুণনিধি কোথায়? অথবা থাক্, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? আমার সেই উত্তম অঙ্গুরীয় কোথায়? গাত্র উদ্বর্ত্তন করিবার সময়ে তুমি যে আমার অঙ্গুলি হইতে নবরত্নময় অঙ্গুরীয়কটী পরিহাসচ্ছলে হরণ করিয়া লইয়াছিলে, শীঘ্র আমাকে তাহা আনিয়া দেও।" দীক্ষিতায়িনী, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন। অনন্তর বলিলেন,—এক্ষণে মধ্যাহ্নকর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছি, দেবপূজার আয়োজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছি, হে প্রিয়াতিথে! অতিথিগণের সময়ও অতিক্রান্ত হয়, তাই এই মাত্র আমি পক্বান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যগ্র হইয়া কোন্ পাত্রের ভিতর যে অঙ্গুরীয়টী রাখিলাম, ভুলিয়া যাইতেছি; মনে হইতেছে না। ৬৮৮-১। দীক্ষিত বলিলেন, ওহো! সৎপুত্রজননি! নিত্যসত্যভাষিণি! আমি তোমাকে যখন যখন জিজ্ঞাসা করি, 'পুত্র কোথায় গেল?' তুমি তখন তখনই বল, 'নাথ! এখানে অধ্যয়ন করিয়া আবার দুই তিন জন মিত্রের সহিত অধ্যয়নার্থ এইমাত্র বাহিরে যাইতেছে।' পত্নী! মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত যে শাটক, আমি তোমায় দিয়াছিলাম, যাহা এই আল্‌নাতে ঝুলিয়া থাকিত, তাহা কোথায়? ভয় ত্যাগ করিয়া সত্য বল। সেই মণিমণ্ডিত ভৃঙ্গারটীও আর এখন দেখিতে পাই না। পট্টসূত্রময়ী রাজদত্ত সেই ত্রিপটীই (তেপাটা) বা কোথায়? দক্ষিণ দেশের সেই কাঁসি কোথায়? গৌড়ের সেই তাম্রঘটী কোথায়? সেই গজদন্ত-নির্ম্মিতা আনন্দকৌতুকবিধায়িনী ক্ষুদ্র খট্টা কোথায়?

হস্তাগ্রা সালক্কচ্ছালভঞ্জিকা ॥ ৮৭ ॥ কিং বহুক্তেন কুলজে ত্বভ্যং কুপ্যাম্যহং বৃথা। তদাভ্যবহরিষ্যেঽহমুপষংস্থাম্যহং যদা ॥ ৮৮ ॥ অনপত্যোঽস্মি তেনাহং দুষ্টেন কুলদূষিণা। উত্তিষ্ঠ নয় দর্ভাম্বু তস্মৈ দদ্যাং তিলাঞ্জলিম্ ॥ ৮৯ ॥ অপুত্রত্বং বরং নৃণাং কুপুত্রাৎ কুলপাংসনাৎ। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে নীতিরেষা সনাতনী ॥ ৯০ ॥ স্নাত্বা নিত্যবিধিং কৃত্বা তস্মিন্নেবাহ্নি কস্যচিৎ। শ্রোত্রিয়স্য সুতাং প্রাপ্য পাণিং জগ্রাহ দীক্ষিতঃ ॥ ৯১ ॥ শ্রুত্বা তথা স বৃত্তান্তং প্রাক্তনং স্বং বিনিন্দ্য চ। কাঞ্চিদ্দিশং সমালোচ্য নির্যযৌ দীক্ষিতাত্মজঃ ॥ ৯২ ॥ চিন্তামবাপ মহতীং ক্ক যামি করবাণি কিম্। নাহমভ্যস্তবিদ্যোঽস্মি ন চৈবাস্তিধনোঽস্ম্যহম্ ॥ ৯৩ ॥ দেশান্তরে হ্যস্তিধনঃ সদ্বিদ্যঃ সুখমেধতে। ভয়মস্তি-ধনে চৌরাৎ সদ্বিদ্যঃ সর্ব্বতোঽভয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ যাযজূককুলে জন্ম ক্ক ক্ক মে ব্যসনং তথা। অহো বলীয়ান্ স বিধির্ভাবি কর্ম্মানুসন্ধয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ ভিক্ষিতুং নাধিগচ্ছামি ন মে পরিচিতঃ ক্কচিৎ। ন চ পার্শ্বে ধনং কিঞ্চিৎ কিমত্র শরণং ভবেৎ ॥ ৯৬ ॥ সদানভ্যুদিতে ভানৌ প্রসূর্ম্মে মৃষ্টভোজনম্। দদ্যাদদ্যাত্র কং যাচে যা চেহ জননী ন মে ॥ ৯৭ ॥ ইতি চিন্তয়তস্তস্য ভানুরস্তাচলং গতঃ। এতস্মিন্নেব সময়ে কশ্চিন্মাহেশ্বরো নরঃ ॥ ৯৮ ॥ মহোপহারানাদায় নগরাদ্বহিরভ্যগাৎ। সমভ্যর্চ্চিতুমীশানং শিবরাত্রাবুপোষিতঃ ॥ ৯৯ ॥ পক্কান্নগন্ধমাদায় ক্ষুধিতঃ স তমন্বগাৎ। ইদমন্নং ময়া গ্রাহ্যং শিবায়োপস্কৃতং নিশি ॥ ১০০ ॥ ইত্যাশামবলম্ব্যাথ দ্বারি শম্ভোরুপাবিশৎ। দদর্শ চ মহাপূজাং তেন ভক্তেন নির্ম্মিতাম্ ॥ ১০১ ॥ বিধায় নৃত্যগীতাদি ভক্তাঃ সুপ্তাঃ ক্ষণং যদা। নৈবেদ্যং স তদাদাতুং গর্ভাগারং বিবেশ হ ॥ ১০২ ॥ দীপং মন্দপ্রভং দৃষ্ট্বা পক্কান্নাবেক্ষণায় সঃ। নিজচৈলাঞ্চলাদ্বর্ত্তিং দত্ত্বা সমুদদীপয়ৎ ॥ ১০৩ ॥ ততঃ পক্কান্নমাদায়

পর্ব্বতদেশীয়া চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিতা উন্নত হস্তাগ্রে দীপবাহিনী সেই অলঙ্কৃতা শালভঞ্জিকা কোথায়? হে কুলজে! অধিক বলিয়া কি হইবে? তোমার উপর আমার ক্রোধ করাও বৃথা। আমি পুনরায় বিবাহ না করিয়া আর আহার করিতেছি না। আমার সেই পুত্র, কুল-দূষক এবং দুষ্ট হওয়াতে আমি নিঃসন্তানই হইয়াছি। উঠ, কুশ জল আনায়ন কর, আমি তাহাকে তিলাঞ্জলি দিই। কুলপাংসন-কুপুত্রবান্ হওয়া অপেক্ষা মানুষের অপুত্রক হওয়া বরং ভাল। এই চিরন্তন নীতি আছে যে, বংশের হিতের জন্য একজনকে ত্যাগ করিবে! দীক্ষিত, স্নান এবং অন্যান্য নিত্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া সেই দিনেই কোন এক শ্রোত্রিয়ের কন্যা পাইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। দীক্ষিতপুত্র গুণনিধি, সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করত আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া কোন এক দিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইল। অনন্তর গুণনিধি, অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইল; ভাবিতে লাগিল, "কোথায় যাই, কি করি, আমি বিদ্বান্ বা ধনবান্ নহি। দেশান্তরে, ধনবান্ কি বিদ্বান্ ব্যক্তিই সুখে বাস করিতে পারে। তবে ধনবানের চৌরভয় আছে, কিন্তু বিদ্বানের সর্ব্বত্র অভয়। কোথায় আমার যাগশীল ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম, আর কোথায় এই ব্যসন! আকাশপাতাল প্রভেদ! ওঃ! ভাবিকর্ম্ম-যোজক বিধাতাই বলবান্। আমি ভিক্ষা করিতে জানি না, আমার পরিচিত ব্যক্তি এখানে কোথাও নাই, কাছে ধনও কিছুমাত্র নাই, এস্থানে আমার রক্ষা হইবে কিরূপে? সূর্য্য-উদয়ের পূর্ব্বে জননী আমায় নিত্য মিষ্ট ভোজন করিতে দিতেন, আজ এখানে তাহা কাহার নিকট প্রার্থনা করিব, মা ত আর এখানে নাই। গুণনিধি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্য অস্তগত হইলেন। ঠিক এই সময়ে কোন শৈব মানব, আজ শিবরাত্রি, তাই উপবাসী থাকিয়া মহাদেব-পূজা করিবার জন্য মহান্ উপহার সকল গ্রহণ করিয়া নগরের বহির্ভাগে আসিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুধিত গুণনিধি, পক্কান্নের গন্ধ আঘ্রাণে সেই শৈবের অনুগামী হইল। গুণনিধি ভাবিল, রাত্রিতে শিবনিবেদিত এই অন্ন আমি লইব। গুণনিধি, এই আশা অবলম্বন করিয়া শিবমন্দিরের দ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক সেই ভক্তানুষ্ঠিত মহাপূজা অবলোকন করিতে লাগিল। ৮২-১০১। ভক্তগণ (পূজান্তে) নৃত্যগীতাদি করিয়া যে সময়ে ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়াছে, সেই সময়ে নৈবেদ্য গ্রহণ করিবার জন্য দীক্ষিতপুত্র মন্দির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মন্দিরস্থ দীপ অতি ক্ষীণ-প্রভ; দেখিয়া গুণনিধি পক্কান্ন অবলোকনের জন্য নিজ বস্ত্রাঞ্চল হইতে বর্ত্তিকা তৈয়ার করিয়া দিয়া তদ্দ্বারা প্রদীপ উদ্দীপিত করিয়া দিল। অনন্তর,

ত্বরিতং গচ্ছতো বহিঃ। তস্য পাদতলাঘাতাৎ প্রসুপ্তঃ কোঽপ্যবুধ্যত ॥ ১০৪ ॥ কোঽয়ং কোঽয়ং ত্বরাপন্নশ্চোরোঽয়ং গৃহ্যতামিতি। যাবদ্‌ব্রূয়াৎ সমাগত্য তাবৎ স পুররক্ষকৈঃ ॥ ১০৫ ॥ পলায়মানো নিহতঃ ক্ষণাৎ পঞ্চত্বমাগতঃ। অভক্ষয়চ্চ নৈবেদ্যং ভাবিপুণ্যবলান্ন সঃ ॥ ১০৬ ॥ অথ বদ্ধঃ সমাগত্য পাশমুদ্গরপাণিভিঃ। নিনীষুভিঃ সংযমিনীং যাম্যৈঃ স বিকটৈর্ভটৈঃ ॥ ১০৭ ॥ তাবৎ পারিষদাঃ প্রাপ্তাঃ কিঙ্কিণীজালমালিতম্। দিব্যং বিমানমাদায় তন্নেতুং শূলপাণয়ঃ ॥ ১০৮ ॥ শম্ভোর্গণান্ সমালোক্য ভীতৈস্তৈর্যমকিঙ্করৈঃ। অবাদি প্রণতৈরিত্থং দুর্ব্বৃত্তোঽয়ং গণা দ্বিজঃ ॥ ১০৯ ॥ কুলাচারপ্রতীপোঽয়ং পিত্রোর্বাক্যপরাঙ্মুখঃ। সত্যশৌচপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যাস্নানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১০ ॥ আস্তাং দূরেঽস্য কর্ম্মাণি শিবনির্ম্মাল্যহারকঃ। প্রত্যক্ষতোঽত্র বীক্ষধ্বমস্পৃশ্যোঽয়ং ভবাদৃশাম্ ॥ ১১১ ॥ শিবনির্ম্মাল্যভোক্তারঃ শিবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘকাঃ। শিবনির্ম্মাল্যদাতারঃ স্পর্শস্তেষাং হ্যপুণ্যকৃৎ ॥ ১১২ ॥ বিষমালোড্য বা পেয়ং শ্রেয়ো বানশনং পরম্। সেবিতব্যং শিবস্বং ন প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ১১৩ ॥ যূয়ং প্রমাণং ধর্ম্মেষু যথা ন চ তথা বয়ম্। অস্তি চেদ্ধর্ম্মলেশোঽস্য গণাস্তচ্ছৃণুমো বয়ং ॥ ১১৪ ॥ ইত্থং তদ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রোচুঃ পারিষদাস্ততঃ। কিঙ্করাঃ শিবধর্ম্মা যে সূক্ষ্মাস্তে বৈ ভবাদৃশৈঃ ॥ ১১৫ ॥ স্থূললক্ষৈঃ কথং লক্ষ্যা লক্ষ্যা যে সূক্ষ্মদৃষ্টিভিঃ। অনেনানেনসা কর্ম্ম যৎ কৃতং শৃণুতেহ তৎ ॥ ১১৬ ॥ পতন্তী লিঙ্গশিরসি দীপচ্ছায়া নিবারিতা। স্বচৈলাঞ্চলতোঽনেন দত্ত্বা দীপে দশাং নিশি ॥ ১১৭ ॥ অপরোঽপি পরো ধর্ম্মো জাতস্তত্রাস্য কিঙ্করাঃ। শৃণ্বতা শিবনামানি প্রসঙ্গাদপি গৃহ্নতঃ ॥ ১১৮ ॥ ভক্তেন বিধিনা পূজা ক্রিয়মাণা নিরীক্ষিতা। উপোষিতেন ভূতায়ামনেন স্থিরচেতসা ॥ ১১৯ ॥ কলিঙ্গরাজো ভবিতা-ধুনা বিধূতকল্মষঃ। এষ দ্বিজবরো দূতা যূয়ং যাত যথাগতাঃ ॥ ১২০ ॥ পার্ষদৈর্যমদূতেভ্যো মোচিতস্ত্বিতি

পক্বান্ন গ্রহণ করিয়া সত্বর বাহিরে আসিতে তাহার পাদতলাঘাতে একজন সুষুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। "কেও, কেও তাড়াতাড়ি যায়;—এই চোর ধর" প্রবুদ্ধ ব্যক্তি এই কথা বলিবামাত্র নগররক্ষকেরা পলায়নপর গুণনিধিকে আঘাত করাতে ক্ষণমধ্যে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শিবরাত্রি-উপবাস-পুণ্যের ভবিতব্যতাবলে, গুণনিধির আর সে নৈবেদ্য ভোজন করা হয় নাই। অনন্তর পাশমুদ্গরধারী বিকটাকার যমদূতেরা আসিয়া তাহাকে যমপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য বন্ধন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে শূলপাণি শিবপারিষদগণ, গুণনিধিকে লইয়া যাইবার জন্য কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত দিব্য বিমান লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। যমকিঙ্করেরা শিবদূতদর্শনে ভীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিল,—"হে শিবপারিষদগণ! এই ব্রাহ্মণ বড়ই দুর্ব্বৃত্ত। এ, কুলাচারের বিপরীতগামী মাতাপিতৃবচনপালনে পরাঙ্মুখ, সত্যভ্রষ্ট, শৌচভ্রষ্ট এবং স্নানসন্ধ্যাবর্জ্জিত। ইহার অন্য কর্ম্মের কথা দূরে থাক্, এইখানে প্রত্যক্ষ দেখুন, এই নির্ম্মাল্য এই ব্যক্তি হরণ করিয়াছে; অতএব এ ভবাদৃশ ব্যক্তির অস্পৃশ্য; শিবনির্ম্মাল্যভোক্তৃগণের, শিবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘনকারিগণের এবং শিবনির্ম্মাল্যদাতৃগণের স্পর্শও অপবিত্রতাবিধায়ক। বরং বিষ আলোড়ন করিয়া পান করা ভাল, একেবারে অনশন করাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও শিবস্ব সেবন করিবে না। ধর্ম্মবিষয়ে আপনারা যেরূপ প্রমাণ, আমরা সেরূপ নহি; অতএব হে শিবপারিষদগণ! যদি ইহার লেশমাত্রও ধর্ম্ম থাকে ত, আমরা তাহা শুনিতে চাহিতেছি।" তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া শিবপারিষদগণ বলিলেন,—"হে যমকিঙ্করগণ! তোমাদের ন্যায় স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা সূক্ষ্মদর্শিগণের লক্ষ্য সূক্ষ্ম যে সব শিবধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিবে কিরূপে? এ ব্যক্তি এখানে যে সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।১০২—১৬। রজনীতে আপনার বস্ত্রাঞ্চল ছেদনপুরঃসর তদ্দ্বারা নির্ম্মিত বর্ত্তিকা প্রদীপে দিয়া শিবলিঙ্গমস্তকপতিত দীপ-চ্ছায়া এ ব্যক্তি নিবারণ করিয়াছে। শিবমন্দিরে অন্যও অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ইহার সঞ্চিত হইয়াছে, শিবনামপাঠকের নিকট প্রসঙ্গক্রমে শিবনামসমূহ শ্রবণ করিয়াছে; ভক্তকর্ত্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠীয়মান শিবপূজা, এ ব্যক্তি শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া, স্থিরচিত্তে নিরীক্ষণ করিয়াছে। হে দূতগণ! এক্ষণে পাপমুক্ত এই দ্বিজবর, কলিঙ্গদেশের রাজা হইবেন; তোমরা যেখান থেকে আসিয়াছ, সেখানে যাও। সেই দ্বিজ, এইরূপে শিবপারিষদ-

স দ্বিজঃ। অরিন্দমস্য তনয়ঃ কলিঙ্গাধিপতের্দমঃ॥ ১২১॥ ক্রমাদ্রাজ্যমবাপ্যাথ পিতর্য্যুপরতে যুবা। নান্যং ধর্ম্মং বিজানাতি দুর্দ্দমো ভূপতির্দমঃ॥ ১২২॥ শিবালয়েষু সর্ব্বেষু দীপদানাদৃতে দ্বিজ। গ্রামাধীশান্ সমাহূয় সর্ব্বান্ স্ববিষয়স্থিতান্॥ ১২৩॥ ইত্থমাজ্ঞাপয়ামাস স মে দণ্ড্যো ভবিষ্যতি। যস্য স্বস্থ্যাভিতো গ্রামং যাবন্তশ্চ শিবালয়াঃ॥ ১২৪॥ তত্র তত্র সদা দীপো দ্যোতনীয়োঽবিচারিতম্। মমাজ্ঞাভঙ্গদোষেণ শিরশ্ছেৎস্যাম্যসংশয়ম্॥ ১২৫॥ ইতি তদ্ভয়তো দীপ্তা দীপাঃ প্রতিশিবালয়ম্। অনেনৈব স ধর্ম্মেণ যাবজ্জীবং দমো নৃপঃ॥ ১২৬॥ ধর্ম্মর্দ্ধিং মহতীং প্রাপ্য কালধর্ম্মবশং গতঃ। স দীপবাসনাযোগাৎ বহূন্ দীপান্ প্রদীপ্য বৈ॥ ১২৭॥ অলকায়াঃ পতিরভূদ্রত্নদীপশিখাশ্রয়ঃ। এবং ফলতি কালেন শিবেঽল্পমপি যৎ কৃতম্॥১২৮॥ ইতি জ্ঞাত্বা শিবে কার্য্যং ভজনং স্বসুখার্থিভিঃ। ক্ব স দীক্ষিতদায়াদঃ সর্ব্বধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ॥ ১২৯॥ স্বার্থদীপদশোদ্যোতলিঙ্গমৌলিতমোহরঃ। কলিঙ্গ-বিষয়ে রাজ্যং প্রাপ্তো ধর্ম্মরতিঃ সদা॥ ১৩০॥ শিবালয়ে সমুদ্দীপ্য দীপান্ প্রাগ্বাসনোদয়াৎ। ক্বৈষা দিক্‌পালপদবী শিবধর্ম্মন্ বিলোকয়। মনুষ্যধর্ম্মণানেন সাম্প্রতং যেহ ভুজ্যতে॥ ১৩১॥ গণাবূচতুঃ। সর্ব্বদৈব শিবেনাসৌ সখিত্বঞ্চ যথেযিবান্। তদপ্যেকমনা বিপ্র সংশৃণুষ্ব ব্রবাবহে॥ ১৩২॥ পাদ্মে কল্পে পুরা বিপ্র ব্রহ্মণো মানসাৎ সুতাৎ। পুলস্ত্যাদ্বিশ্রবা যজ্ঞে তস্য বৈশ্রবণঃ সুতঃ॥ ১৩৩॥ তেনেয়মলকা ভুক্তা পুরী বিশ্বকৃত কৃতা। আরাধ্য ত্র্যম্বকং দেবমত্যুগ্রতপসা পরা॥ ১৩৪॥ ব্যতীতে তত্র কল্পে বৈ প্রবৃত্তে মেঘবাহনে। যাজ্ঞদত্তিরসৌ শ্রীদস্তপস্তেপে সুদুঃসহম্॥ ১৩৫॥ ভক্তিপ্রভাবং বিজ্ঞায় শম্ভোস্তদ্দীপমাত্রতঃ। পুরীং পুরারেঃ সম্প্রাপ্য কাশিকাং চিৎপ্রকাশিকাম্॥ ১৩৬॥ শিবৈকদশমুদ্বোধ্য চিত্তরত্নপ্রদীপকম্। অনন্যভক্তিস্নেহাঢ্যং তন্ময়ো-

---

গণ কর্ত্তৃক যমদূতগণের হস্ত হইতে মোচিত হইয়া কলিঙ্গাধিপতি অরিন্দমের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন; তাঁহার তখন নাম হইল দম। যুবা দম, পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর, রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজ! সেই দুর্দ্দম ভূপতি দম, সর্ব্বশিবালয়ে দীপদান ব্যতীত আর কিছু যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জানিতেন না। রাজ্য পাইয়াই তিনি আপনার রাজ্যস্থিত গ্রামাধীশ-সমুদয়কে আহ্বান করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, "যার যার গ্রামের মধ্যে যত যত শিবালয় আছে, সেই সেই গ্রামাধ্যক্ষ, তৎসমুদয় শিবালয়েই নিত্য দীপ প্রজ্বালন করিবে; এ বিষয়ে বিচার করিবে না। যে আমার আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, সে আমার দণ্ডনীয় হইবে, আমি নিশ্চয় তাহার শিরশ্ছেদন করিব।" এই কারণে দম ভূপতির ভয়ে প্রতিশিবালয়েই দীপ প্রজ্বালিত হইতে লাগিল। দম রাজা এই ধর্ম্মপ্রভাবেই যাবজ্জীবন মহতী ধর্ম্মসম্পত্তি ভোগ করিয়া যথাসময়ে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। দম রাজা, পূর্ব্বজন্মের দীপদান-সংস্কারবশে, শিবালয়ে বহুতর দীপ প্রজ্বালন করিয়া সেই পুণ্যবলে, এখন রত্নদীপ-শিখালীর আশ্রয় অলকাপতি হইয়াছেন। শিবের প্রতি অল্প সৎকার্য্য করিলেও এইরূপে কালে তাহার মহৎ ফল হয়। ইহা জানিয়া আত্মসুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ, শিবের ভজনা করিবে। কোথায় সেই সর্ব্বধর্ম্মপরাঙ্মুখ দীক্ষিতসন্তান, নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য প্রদীপে বর্ত্তিকা দিয়া শিবলিঙ্গমস্তকে নিপতিতা দীপচ্ছায়া নিবারণ করিয়াছিল, সেই পুণ্যবলে, কলিঙ্গদেশের সতত ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা হইল; পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে শিবালয়ে দীপদানও করিল। শিবশর্ম্মন্! ভাবিয়া দেখ; তারপর কুবের হইয়া গুণনিধি এখন যাহা ভোগ করিতেছে, সে এই দিক্‌পালপদই বা কোথায়? বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে বিপ্র! এই কুবের যেরূপে শিবের সহিত সর্ব্বদা সখিত্ব প্রাপ্ত হইলেন, একমনে তাহাও শুন; বলিতেছি। ১৭—১৩২। পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য হইতে বিশ্রবার জন্ম, বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণ। অত্যুগ্র তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া বৈশ্রবণ এই বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত অলকানগরী ভোগ করেন। পাদ্ম কল্প অতীত হইলে এবং মেঘবাহন কল্প প্রবৃত্ত হইলে, সেই যজ্ঞদত্ততনয় গুণনিধি কুবের হইয়া প্রাক্তন দীপমাত্র-উদ্দ্যোতনফল দ্বারা শিবভক্তির প্রভাব জানিয়া আত্মজ্ঞানদায়িনী বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক, সুদুঃসহ তপস্যা করিয়াছিলেন। কুবের, প্রাক্তন সামান্য দীপ-উদ্দ্যোতন স্মরণ করিয়া এবার সদ্ভাবকুসুমপূজিত শিবলিঙ্গস্থাপনপূর্ব্বক মনোরূপ রত্নদীপ শিবসমীপে প্রজ্বালিত করিলেন।

ধ্যাননিশ্চলম্ ॥ ১৩৭ ॥ শিবৈক্যসুমহাপাত্রং তপোঽগ্নিপরিবৃংহিতম্। কামক্রোধমহাবিঘ্ন-পতঙ্গাঘাতবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩৮ ॥ প্রাণসংরোধনির্ব্বাতং নির্ম্মলং নির্ম্মলেক্ষণাৎ। সংস্থাপ্য শাম্ভবং লিঙ্গং সদ্ভাবকুসুমার্চ্চিতম্ ॥ ১৩৯ ॥ তাবত্তুতাপ স তপস্ত্বগস্থিপরিশেষিতম্। যাবদ্বভূব তদ্বর্ষ বর্ষাণামযুতং শতম্ ॥ ১৪০ ॥ ততঃ সহ বিশালাক্ষ্যা দেবো বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্। অলকাপতিমালোক্য প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ১৪১ ॥ লিঙ্গে মনঃ সমাধায় স্থিতং স্থাণুস্বরূপিণম্। উবাচ বরদোঽস্মীতি তপ্রালমলকাপতে ॥ ১৪২ ॥ উন্মীল্য নয়নে যাবৎ স পশ্যতি তপোধনঃ। তাবদুদ্যৎসহস্রাংশু-সহস্রাধিকতেজসম্। পুরো দদর্শ শ্রীকণ্ঠং চন্দ্রচূড়মুমাধবম্ ॥ ১৪৩ ॥ তত্তেজঃপরিভূতাক্ষি-তেজাঃ সম্মীল্য লোচনে ॥ ১৪৪ ॥ উবাচ দেবদেবেশং মনোরথপথাতিগম্। নিজাঙ্ঘ্রিদর্শনে নাথ দৃক্সামর্থ্যং প্রযচ্ছ মে ॥ ১৪৫ ॥ অয়মেব বরো নাথ যত্ত্বং সাক্ষান্নিরীক্ষ্যসে। কিমন্যেন বরেণেশ নমস্তে শশিশেখর ॥ ১৪৬ ॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবদেব উমাপতিঃ। দদৌ দর্শনসামর্থ্যং স্পৃষ্ট্বা পাণিতলেন তম্ ॥ ১৪৭ ॥ প্রসার্য্য নয়নে পূর্ব্বমুমামেব ব্যলোকয়ৎ। শম্ভোঃ সমীপে কা যোষিদেষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ॥ ১৪৮ ॥ অনয়া কিং তপস্তপ্তং মমাপি তপসোঽধিকম্। অহো রূপমহো প্রেম সৌভাগ্যশ্রীরহো ভৃশম্ ॥ ১৪৯ ॥ ক্রূরদৃগীক্ষতে যাবৎ পুনঃপুনরিদং বদন্। তাবৎ পুস্ফোট তন্নেত্রং বামং বামবিলোকনাৎ ॥ ১৫০ ॥ অথ দেব্যব্রবীদ্দেবং কিমসৌ দুষ্টতাপসঃ। অসকৃদীক্ষ্য মাং বক্তি স্বকুর্ব্বন্ মে তপঃপ্রভাম্ ॥ ৫১ ॥ অসকৃদ্দক্ষিণেনাক্ষ্ণা পুনর্ব্বামেব পশ্যতি। অসূয়মানো মে রূপং প্রেমসৌভাগ্যসম্পদঃ ॥ ১৫২ ॥ ইতি দেবীগিরং শ্রুত্বা প্রহস্য প্রাহ তাং প্রভুঃ। উমে ত্বদীয়ঃ পুত্রোঽয়ং ন চ ক্রূরেণ চক্ষুষা ॥ ১৫৩ ॥ সম্পশ্যতে তপোলক্ষ্মীং তব কিং ত্বধিবর্ণয়েৎ। ইতি দেবীং সমাভাষ্য তমীশঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ১৫৪ ॥

শিবই এই দীপের বর্ত্তি, শিবে অনন্তভক্তি এ দীপের তৈল, শিবতেজোধ্যানে ইহা নিশ্চল, শিবের সহিত একত্বজ্ঞানই দীপের উত্তম পাত্র; এ দীপ তপস্যারূপ অগ্নি দ্বারা উদ্দীপিত, কামক্রোধাদি মহাবিঘ্নরূপ পতঙ্গাঘাতও দীপে নাই, প্রাণবায়ুর নিরোধপ্রযুক্ত এই দীপ বায়ুসম্পর্কশূন্য এবং নির্ম্মল জ্যোতি অবলোকনপ্রযুক্ত সুনির্ম্মল। এইরূপে তিনি দশ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিলেন। শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল। অনন্তর বিশালাক্ষীসহ স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, অলকাপতিকে শিবলিঙ্গে চিত্তসমাধানপূর্ব্বক স্থাণুস্বরূপে অবস্থিত দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—"অলকাপতে! আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, বর দিতেছি।" সেই তপোধন কুবের, যেই নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক চাহিলেন, অমনি উদীয়মান সহস্র সূর্য্য অপেক্ষা অধিক তেজঃসম্পন্ন উমাসহচর চন্দ্রমৌলি শ্রীকণ্ঠকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তখনই কুবের, শিবতেজে প্রতিহতদৃষ্টি হইয়া লোচনদ্বয় পুনর্নিমীলিত করত সেই মনোরথপথের দূরবর্ত্তী দেবদেব ঈশ্বরকে বলিলেন,—হে নাথ! আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমার চক্ষুর সামর্থ্য প্রদান করুন; ইহাই আমার বর। হে ঈশ! আপনাকে যদি সাক্ষাৎ দেখিতে পাই ত অন্য বরে আর কাজ কি? হে শশিশেখর! আপনাকে নমস্কার করি। দেবদেব উমাপতি, কুবেরের এই কথা শ্রবণে করতল দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিসামর্থ্য প্রদান করিলেন। তখন কুবের, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া প্রথমতঃ উমাকেই দেখিতে পাইলেন, "শিবের সমীপে এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণী কে? এই রমণী কি আমা অপেক্ষাও অধিক তপস্যা করিয়াছে? এ রমণীর কি রূপ! কি প্রেম! কি অসামান্য সৌভাগ্যশ্রী!" এই কথা বলিতে বলিতে বারংবার ক্রূর দৃষ্টিতে বামচক্ষু দ্বারা উমাকে অবলোকন করাতে কুবেরের বামচক্ষু স্ফুটিত হইল।১৩৩—১৫০। অনন্তর দেবী দেবদেবকে বলিলেন,—এই দুষ্ট-তপস্বী, কি জন্য পুনঃপুনঃ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার তপঃপ্রভার অধিক্ষেপকর বাক্য বলিতেছে? আমার রূপ, প্রেম এবং সৌভাগ্যসম্পত্তির প্রতি অসূয়া করত দক্ষিণচক্ষু দ্বারা পুনরায় আমাকেই বারংবার দেখিতেছে। দেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু মহেশ্বর হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—"উমে! এ, তোমার পুত্র; দুষ্টভাবে তোমাকে দেখিতেছে না, তবে কিনা তোমার তপঃপ্রভাবের আধিক্য বর্ণনা করিতেছে;" ঈশ্বর, দেবীকে এইরূপ বলিয়া কুবেরকে পুনরায় বলি-

বরান্ দদামি তে বৎস তপসানেন তোষিতঃ। নিধীনামধিনাথস্ত্বং গুহ্যকানাং ভবেশ্বরঃ ॥ ১৫৫ ॥ যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ রাজা রাজ্ঞাঞ্চ সুব্রত। পতিঃ পুণ্যজনানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ধনদো ভব ॥ ১৫৬ ॥ ময়া সখ্যঞ্চ তে নিত্যং বৎস্যামি চ তবান্তিকে। অলকাং নিকষা মিত্র তব প্রীতিবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৫৭ ॥ আগচ্ছ পাদয়োরস্যাঃ পত তে জননী ত্বিয়ম্। ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবঃ পুনরাহ শিবাং শিবঃ। প্রসাদং কুরু দেবেশি তপস্বিন্যঙ্গজেঽত্র বৈ ॥ ১৫৮ ॥ দেব্যুবাচ। বৎস তে নিশ্চলা ভক্তির্ভবে ভবতু সর্ব্বদা। ভবৈকপিঙ্গো নেত্রেণ বামেন স্ফুটিতেন হ ॥ ১৫৯॥ দেবেন দত্তা যে তুভ্যং বরাঃ সন্তু তথৈব তে। কুবেরো ভব নাম্না ত্বং মম রূপের্ষ্যয়া সুত ॥ ১৬০ ॥ ত্বয়েদং স্থাপিতং লিঙ্গং তব নাম্না ভবিষ্যতি। সিদ্ধিদং সাধকানাঞ্চ সর্ব্বপাপহরং পরম্ ॥ ১৬১ ॥ ন ধনেন বিযুজ্যেত ন সখ্যা ন চ বান্ধবৈঃ। কুবেরেশ্বর-লিঙ্গস্য কুর্য্যাদ্যো দর্শনং নরঃ ॥ ১৬২ ॥ বিশ্বেশা-দক্ষিণে ভাগে কুবেরেশং সমর্চ্চয়েৎ। নরো লিপ্যেত নো পাপৈর্ন দারিদ্র্যেণ নোঽসুখৈঃ॥১৬৩॥ ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ। ধনদায়-বিবেশাথ ধাম বৈশ্বেশ্বরং পদম্ ॥ ১৬৪ ॥ গণাবূচতুঃ। ইত্থং সখিত্বং স্ত্রীশম্ভোঃ প্রাপৈষ ধনদঃ পরম্। অলকাং নিকষা চৈব কৈলাসঃ শঙ্করালয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥ পুর্য্যা যক্ষেশ্বরাণাং বৈ স্বরূপমিতি বর্ণিতম্। যৎ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো নরো মুচ্যেদসংশয়ম্ ॥ ১৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গন্ধবত্যলকাবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

গণাবূচতুঃ। অলকায়াঃ পুরোভাগে পুরৈশানী মহোদয়া। অস্যাং বসন্তি সততং রুদ্রভক্তাস্তপোধনাঃ ॥ ১ ॥ শিবস্মরণসংসক্তাঃ শিবব্রতপরায়ণাঃ। শিবসাৎকৃতকর্ম্মাণঃ শিবপূজারতাঃ সদা ॥ ২ ॥ সাভিলাষাস্তপস্যন্তি স্বর্গভোগোঽস্তিতীহ নঃ। তেঽত্র

লেন, বৎস! তোমার এই তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে আমি এই সকল বর দিতেছি, তুমি নিধিসমূহের অধিপতি হও; গুহ্যকদিগের অধীশ্বর হও; হে সুব্রত! তুমি যক্ষগণের, কিন্নরগণের এবং রাজগণের রাজা হও; তুমি রাক্ষসগণের প্রভু হও; সকলের ধনদাতা হও। আমার সহিত তোমার সখিত্ব হইল, মিত্র! তোমার প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য আমি, তোমার সমীপবর্ত্তী স্থানে অলকার নিকটেই সর্ব্বদা বাস করিব। এস, ইঁহার (উমার) পদযুগলে নিপতিত হও, ইনি তোমার জননী। দেবদেব শিব, কুবেরকে এই সকল বর দিয়া শিবাকে পুনরায় বলিলেন,—হে দেবেশি! এই তপস্বি-তনয়ের প্রতি প্রসন্না হও। দেবী বলিলেন,—বৎস! সর্ব্বদা মহাদেবের প্রতি তোমার নিশ্চলা ভক্তি থাকুক। বামনেত্র তোমার স্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া তোমার নাম 'একপিঙ্গ' হউক। দেবদেব, তোমাকে যে সকল বর প্রদান করিলেন, তৎসমস্ত তদনুসারেই হইবে। হে পুত্র! আমার রূপের প্রতি ঈর্ষ্যা করাতে তুমি 'কুবের' নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার স্থাপিত এই পরম শিব-লিঙ্গ সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদ, সর্ব্বপাপহর এবং তোমার নামানুসারেই প্রসিদ্ধ হইবেন। যে মনুষ্য, কুবেরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার ধনহীনতা হইবে না, মিত্রবিয়োগ হইবে না এবং স্বজন-বিচ্ছেদ হইবে না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত, এই কুবেরেশ্বর লিঙ্গ যে মনুষ্য, পূজা করিবে, সে পাপ, দারিদ্র্য এবং অসুখে লিপ্ত হইবে না। দেবীর সহিত মহেশ্বর দেব, কুবেরকে এই সকল বর দিয়া, স্বকীয় পরমধামে গমন করিলেন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—এই ধনদ, এইরূপে শিবের পরম সখিত্ব লাভ করিয়াছেন। কৈলাসপর্ব্বতে অলকানগরীর সমীপে শিবের আলয়। যক্ষেশ্বর-দিগেরস্ব পুরীর রূপ এই তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে, মানব নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১৫১—১৬৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—অলকার সম্মুখ বা পূর্ব্বভাগে এই মহোদয়া ঈশানপুরী। ইহাতে শিবভক্ত তপোধনেরা বাস করেন। যাহারা শিব-স্মরণে আসক্ত, যাহারা শিবব্রতপরায়ণ, যাহারা সকল কর্ম্ম শিবে অর্পণ করিয়াছে, যাহারা সর্ব্বদা শিবপূজায় রত, সেই সব মানব, "আমাদের স্বর্গ-ভোগ হউক" এইরূপ সকাম ভাবে ঐরূপ তপ-

রুদ্রপুরে রম্যে রুদ্ররূপধরা নরাঃ ॥ ৩ ॥ অজৈক-পাদহির্ব্ধ্নপ্রমুখ্যা একাদশাপি বৈ। রুদ্রাঃ পরি-বৃঢ়াশ্চাত্র ত্রিশূলোদ্যতপাণয়ঃ ॥ ৪ ॥ পুর্য্যষ্টকঞ্চ দুষ্টেভ্যো দেবদ্রুহ্ভ্যো হ্যবন্তি তে। প্রযচ্ছন্তি বরা-ন্নিত্যং শিবভক্তজনে বরাঃ ॥ ৫ ॥ এতৈরপি তপ-স্তপ্তং প্রাপ্য বারাণসীং পুরীম্। ঈশানেশং মহা-লিঙ্গং পরিস্থাপ্য শুভপ্রদম্ ॥ ৬ ॥ ঈশানেশপ্রসা-দেন দিশ্যৈশ্যাং হি দিগীশ্বরাঃ। একাদশাপ্যেক-চরা জটামুকুটমণ্ডিতাঃ ॥ ৭ ॥ ভালনেত্রা নীলগলাঃ শুদ্ধাঙ্গা বৃষভধ্বজাঃ। অসঙ্খ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূতলম্ ॥ ৮ ॥ তেঽস্যাং পুরি বসন্ত্যেশ্যাং সর্ব্বভোগসমৃদ্ধয়ঃ। ঈশানেশং সমভ্যর্চ্চ্য কাশ্যাং দেশান্তরেষ্বপি ॥ ৯ ॥ বিপন্নাস্তেন পুণ্যেন জায়ন্তে-ঽত্র পুরোহিতাঃ। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামীশানেশং যজন্তি যে ॥ ১০ ॥ ত এব রুদ্রা বিজ্ঞেয়া ইহামুত্রাপ্য-সংশয়ম্। কৃত্বা জাগরণং রাত্রাবীশানেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ১১ ॥ উপোষ্য ভূতাং যাং কাঞ্চিন্ন নরো গর্ভভাক্ পুনঃ। স্বর্গমার্গে কথামিত্থং শৃণ্বন্ বিষ্ণুগণোদিতাম্ ১২ ॥ শিবশর্ম্মা দিবাপ্যুচ্চৈরপশ্যচ্চন্দ্রচন্দ্রিকাম্। আহ্লাদয়ন্তীং বহুশঃ সমং সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্ম্মনঃ ॥ ১৩ ॥ চমৎকৃত্য চমৎকৃত্য কোঽয়ং লোকো হরের্গণৌ। পপ্রচ্ছ শিবশর্ম্মা তৌ প্রোচতুস্তঞ্চ তৌ দ্বিজম্ ॥ ১৪ ॥ গণাবূচতুঃ। শিবশর্ম্মন্ মহাভাগ লোক এষ কলা-নিধেঃ। পীযূষবর্ষিভির্যস্য করৈরাপ্যায্যতে জগৎ ॥ ১৫ ॥ পিতা সোমস্য ভো বিপ্র জজ্ঞেঽত্রির্ভগবানৃষিঃ। ব্রহ্মণো মানসাৎ পূর্ব্বং প্রজাসর্গং বিধিৎসতঃ ॥ ১৬ ॥ অনুত্তরং নাম তপো যেন তপ্তং হি তৎ পুরা। ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানীতি হ নো শ্রুতম্ ॥ ১৭ ॥ ঊর্দ্ধমাচক্রমে তস্য রেতঃ সোমত্বমীযিবৎ। নেত্রাভ্যাং তচ্চ সুস্রাব দশধা দ্যোতয়দ্দিশঃ ॥ ১৮ ॥ তং গর্ভং বিধিমাদিষ্টা দশ দেব্যো দধুস্ততঃ। সমেত্য ধারয়া-মাসুর্নৈব তাঃ সমশক্নুবন্ ॥ ১৯ ॥ যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্য গর্ভস্য তা দিশঃ। ততস্তাভিঃ সহৈব সোমো নিপপাত বসুন্ধরাম্ ॥ ২০ ॥ পতিতং সোম-মালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২১ ॥ স তেন রথমুখ্যেন সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বো দ্রুহিণশ্চকা-রানুং প্রদক্ষিণম্ ॥ ২২ ॥ তস্য যৎ প্রাবিতং তেজঃ

শ্চর্য্যা করিলে এই রমণীয় রুদ্রপুরে রুদ্ররূপে বাস করে! অজ, একপাৎ, অহির্ব্ধ্নপ্রমুখ ত্রিশূলধারী একাদশ রুদ্র, এই স্থানের অধিপতি। এই প্রধানেরা উক্ত অষ্টপুরীকেই দেবদ্রোহী দুষ্টগণের হস্ত হইতে রক্ষা করেন এবং শিবভক্ত ব্যক্তিকে বরপ্রদান করেন। ইহাঁরাও বারাণসী নগরীতে গিয়া শুভপ্রদ "ঈশানেশ্বর" মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। ঈশানেশ লিঙ্গের প্রসাদে ঈশানদিক্‌স্থিত, একাদশ দিক্‌পতিই সদা সহচর এবং সকলেই জটামুকুটমণ্ডিত, ললাটলোচন, নীল-কণ্ঠ, শুভ্রদেহ ও বৃষধ্বজ। পৃথিবীতে যে অসংখ্য সহস্র সহস্র রুদ্র আছেন, তাঁহারা সর্ব্বভোগসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই ঐশানীপুরীতে বাস করেন। কাশীতে ঈশানেশ্বর দেখিবার পর যাহাদের মৃত্যু দেশান্তরেও হয়, সেই হিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই ঈশানপুরীতে শরীরপরিগ্রহ করে। যাঁহারা অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে ঈশানেশ লিঙ্গের পূজা করেন, ইহ-পরলোকে নিঃসন্দেহ তাঁহারাই রুদ্র। ঈশানে-শ্বরসকাশে যে কোন চতুর্দ্দশীতে উপবাস এবং রাত্রি জাগরণ করিলে মানুষের আর গর্ভে বাস করিতে হয় না। শিবশর্ম্মা স্বর্গপথে বিষ্ণুগণকথিত এই প্রকার কথা শ্রবণ করিতে করিতে সকল ইন্দ্রিয় এবং হৃদয়ের বহুপ্রীতিবিধায়িনী, যথেষ্ট ইন্দু-কৌমুদী দিবসেও দেখিতে পাইলেন; তাহাতে অত্যন্ত গণদ্বয়! এ চমৎকৃত হইয়া শিবশর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিষ্ণু কোন্ লোক? বিষ্ণুগণদ্বয় সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে মহাভাগ শিবশর্ম্মন্! যাঁহার অমৃতবর্ষী কিরণজালে জগৎ আপ্যায়িত, সেই কলানিধির এই লোক। পূর্ব্বকালে প্রজাসর্গবিধিৎসু ব্রহ্মার মন হইতে চন্দ্র-পিতা ভগবান্ অত্রি ঋষি উৎপন্ন হয়। আমরা শুনিয়াছি, সেই অত্রি পূর্ব্বে দিব্যপরিমাণে তিন সহস্র বৎসর অত্যুৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন অত্রির ঊর্দ্ধগত রেতঃ চন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া, দিঙ্মণ্ডল উদ্দ্যোতিত করত তাঁহার নয়নযুগল হইতে দশধা ক্ষরিত হইল ।১—১৮। ব্রহ্মার আদেশে দশজন দিগ্‌দেবী মিলিত হইয়া সেই রেতঃ গর্ভে ধারণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাখিতে পারিলেন না। দিগ্‌দেবী-গণ, যখন সেই গর্ভধারণে অসমর্থ হইলেন, তখন চন্দ্র, তাঁহাদের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে পতিত দেখিয়া ত্রিলোক-হিতাভিলাষে তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন। ব্রহ্মা সেই প্রধান রথে করিয়া চন্দ্রকে একবিংশতি-

পৃথিবীমথপদ্যত। তথোষধ্যঃ সমুদ্ভূতা যাভিঃ সন্ধার্য্যতে জগৎ ॥ ২৩ ॥ স লব্ধতেজা ভগবান্ ব্রহ্মণা বর্দ্ধিতঃ স্বয়ম্। তপস্তেপে মহাভাগ পদ্মানাং দশতীর্দশ ॥ ২৪ ॥ অবিমুক্তং সমাসাদ্য ক্ষেত্রং পরমপাবনম্। সংস্থাপ্য লিঙ্গমমৃতং চন্দ্রেশাখ্যং স্বনামতঃ ॥ ২৫ ॥ বীজোষধীনাং তোয়ানাং রাজাভূদ্দ্বিজন্মনাম্। প্রসাদাদ্দেবদেবস্য বিশ্বেশস্য পিনাকিনঃ ॥ ২৬ ॥ তত্র কূপং বিধায়ৈকমমৃতোদমিতি স্মৃতম্। যস্যাম্বুপানস্নানাভ্যাং নরোঽজ্ঞানাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২৭ ॥ তুষ্টেন দেবদেবেন স্বমৌলৌ যো ধৃতঃ স্বয়ম্। আদায় তাং কলামেকাং জগৎসঞ্জীবনীং পরাম্ ॥ ২৮ ॥ পশ্চাদ্দক্ষেণ শপ্তোঽপি মাসোনে ক্ষয়মাপ্য চ। আপ্যায্যতেঽসৌ কলয়া পুনরেব তথা শশী ॥ ২৯ ॥ স তৎ প্রাপ্য মহারাজ্যং সোমঃ সোমবতাং বরঃ। রাজসূয়ং সমাজহ্রে সহস্রশতদক্ষিণম্ ॥ ৩০ ॥ দক্ষিণামদদৎ সোমস্ত্রীন্ লোকানিতি নো শ্রুতম্। তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ ভো দ্বিজ ॥ ৩১ ॥ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাত্রিভৃগুর্য্যত্রর্ত্বিজোঽভবন্। সদস্যোঽভূদ্ধরিস্তত্র মুনিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৩২ ॥ তং সিনী চ কুহূশ্চৈব দ্যুতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ। কীর্ত্তির্ধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নবদেব্যঃ সিষেবিরে ॥ ৩৩ ॥ উময়া সহিতং রুদ্রং সন্তর্প্যাধ্বরকর্ম্মণা। প্রাপ সোম ইতি খ্যাতিং দত্তাং সোমেন শম্ভুনা ॥ ৩৪ ॥ তত্রৈব তপ্তবান্ সোমস্তপঃ পরমদুষ্করম্। তত্রৈব রাজসূয়ঞ্চ চক্রে চন্দ্রেশ্বরাগ্রতঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্রৈব ব্রাহ্মণৈঃ প্রীতৈরিত্যুক্তোঽসৌ কলানিধিঃ। সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা ত্রৈলোক্যদক্ষিণঃ ॥ ৩৬ ॥ তত্রৈব দেবদেবস্য বিরোচনপদং গতঃ। দেবেন প্রীতমনসা ত্রৈলোক্যাহ্লাদহেতবে ॥ ৩৭ ॥ তং মমাস্য পরা মূর্ত্তিরিত্যুক্তস্তত্তপোবলাৎ। জগত্তবোদয়ং প্রাপ্য ভবিষ্যতি সুখোদয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ তৎপীযুষময়ৈর্হস্তৈঃ স্পৃষ্টমেতচ্চরাচরম্। ভানুতাপপরীতঞ্চ পরাং গ্লানিং বিহাস্যতি ॥ ৩৯ ॥ এতদুক্ত্বা মহেশানো বরানন্যানদাম্মুদা। দ্বিজরাজ তপস্তপ্তং যদত্যুগ্রং ত্বয়াত্র বৈ ॥ ৪০ ॥ যত্র ক্রতুক্রিয়োৎসর্গস্ত্বয়া মহ্যং নিবেদিতঃ। স্থাপিতং যদিদং লিঙ্গং মম

বার সাগরসীমা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করাইলেন। চন্দ্রের যে তেজ গড়াইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল, জগৎপালনী ওষধি সব, তাহাতে করিয়াই উৎপন্ন হয়। হে মহাভাগ; ব্রহ্মবর্দ্ধিত স্বয়ং ভগবান্ চন্দ্র, তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া, পরমপাবন অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থান এবং স্বনামানুসারে চন্দ্রেশ্বরনামক অমৃতলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক শতপদ্ম বৎসর তপস্যা করিলেন। দেবদেব পিনাকী বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে, তিনি বীজ ওষধি, জল, এবং ব্রাহ্মণদিগের রাজা হইলেন। তপস্যা করিবার সময়ে চন্দ্র, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে, অমৃতোদ নামে এক কূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই কূপের জল পান এবং তাহাতে স্নান করিলে মানব অজ্ঞানমুক্ত হয়। স্বয়ং দেবদেব পরিতুষ্ট হইয়া জগৎসঞ্জীবিনী তদীয় এক পরম কলা গ্রহণ করিয়া সেই কলামাত্র কলানিধিকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। চন্দ্র পশ্চাৎ প্রাপ্ত দক্ষশাপে মাসান্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় সেই শিবশিরোধৃত কলা দ্বারা আপ্যায়িত হন। সোমযাজপ্রবর সোম, উক্ত প্রকারে মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শতসহস্র দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। আমরা শুনিয়াছি, চন্দ্র ব্রহ্মর্ষিপ্রবর এবং সদস্যদিগকে ত্রৈলোক্য দক্ষিণা দিলেন। সে যজ্ঞে ব্রহ্মা হন ব্রহ্মা, অত্রি ভৃগু মরীচি প্রভৃতি ঋষিরা হন ঋত্বিক, মুনিমণ্ডলীপরিবৃত হরি হন সদস্য। সিনীবালী, কুহূ, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি এবং শোভা এই নয় দেবী, চন্দ্রকে সেবা করিতেন। চন্দ্র, উমার সহিত রুদ্রকে যজ্ঞকার্য্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করাতে, উমাসহ শিবের প্রদত্ত 'সোম' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সোম, চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গের সমীপে কাশীতেই পরম দুষ্কর তপস্যা করেন এবং রাজসূয় যজ্ঞও করেন। সেইখানেই ব্রাহ্মণেরা প্রীত হইয়া এই কলানিধিকে বলেন, তুমি ত্রৈলোক্যদক্ষিণাদাতা সোম, আমাদের ব্রাহ্মণের রাজা তুমি। কাশীতেই চন্দ্র, দেবদেবের নয়ন-গোচর হন। তদীয় তপস্যাবলে প্রীতচিত্ত শিব, চন্দ্র, ত্রৈলোক্য-আহ্লাদনের হেতু, বলিয়া চন্দ্রকে বলেন, তুমি আমার অন্যতম পরমমূর্ত্তি, জগৎ তোমার উদয়ে সুখী হইবে। সূর্য্যতাপপরিক্লিষ্ট এই সচরাচর জগৎ তোমার অমৃতময় কিরণজালস্পর্শে পরম গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইবে। ১৯—৩৯। মহেশ্বর, এই বলিয়া সহর্ষে আরও অন্য সকল বর প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—দ্বিজরাজ! তুমি এই কাশীতে যে অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছ, এই যে যজ্ঞফল সমস্ত আমাতে অর্পণ করিয়াছ, এই যে চন্দ্রেশ্বর নামক মদীয় লিঙ্গ

চন্দ্রেশ্বরাভিধম্ ॥ ৪১ ॥ ততোঽত্র লিঙ্গে স্থাস্যামি সোম সোমার্দ্ধরূপধৃক্। প্রতিমাসং পঞ্চদশ্যাং শুক্লায়াং সর্ব্বগোঽপ্যহম্ ॥ ৪২ ॥ অহোরাত্রং বসিষ্যামি ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসংযুতঃ। ততোঽত্র পূর্ণিমায়াস্তু কৃতা স্বল্পাপি সৎক্রিয়া ॥ ৪৩ ॥ জপ-হোমার্চ্চনধ্যানদানব্রাহ্মণভোজনম্। মহাপূজা চ সা নূনং মম প্রীত্যৈ ভবিষ্যতি ॥৪৪॥ জীর্ণোদ্ধারাদি-করণং নৃত্যবাদ্যাদিকার্পণম্। ধ্বজারোপণকর্ম্মাদি তপস্বিযতিতর্পণম্ ॥ ৪৪ ॥ চন্দ্রেশ্বরে কৃতং সর্ব্বং তদানন্ত্যায় জায়তে। অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু গুহ্যং কলানিধে ॥ ৪৬ ॥ অভক্তায় চ নাখ্যেয়ং নাস্তিকায় শ্রুতিদ্রুহে। অমাবস্যা যদা সোম জায়তে সোমবাসরে ॥ ৪৭ ॥ তদোপবাসঃ কর্ত্তব্যো ভূতায়াং সদ্ভিরাদরাৎ। কৃতনিত্যক্রিয়ঃ সোম ত্রয়োদশ্যাং নিশাময় ॥ ৪৮ ॥ শনিপ্রদোষে সম্পূজ্য লিঙ্গং চন্দ্রেশ্বরাহ্বয়ম্। নক্তং কৃত্বা ত্রয়োদশ্যাং নিয়মং পরিগৃহ্য চ ॥ ৪৯ ॥ উপোষ্য চ চতুর্দ্দশ্যাং কৃত্বা জাগরণং নিশি। প্রাতঃ সোমকুহূযোগে স্নাত্বা চন্দ্রোদবারিভিঃ ॥ ৫০ ॥ উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবৎ কৃতসর্ব্বোদকক্রিয়ঃ। উপচন্দ্রোদতীর্থেষু শ্রাদ্ধং বিধিবদাচরেৎ ॥ ৫১ ॥ আবাহনার্ঘ্যরহিতং পিণ্ডান্ দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ। বসুরুদ্রাদিতিসুতস্বরূপপূরুষত্রয়ম্ ॥ ৫২ ॥ মাতামহাংস্তথোদ্দিশ্য তথান্যানপি গোত্রজান্। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং নামান্যুচ্চার্য্য পিণ্ডদঃ ॥ ৫৩ ॥ কুর্ব্বন্ শ্রাদ্ধঞ্চ তীর্থেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়োদ্ধরতেঽখিলান্। গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যথা তুষ্যন্তি পূর্ব্বজাঃ ॥ ৫৪ ॥ তথা চন্দ্রোদকুণ্ডেঽত্র শ্রাদ্ধৈস্তৃপ্যন্তি পূর্ব্বজাঃ। গয়ায়াঞ্চ যথা মুচ্যেৎ সর্ব্বর্ণাৎ পিতৃজান্নরঃ। তথা প্রমুচ্যতে চর্ণাচ্চন্দ্রোদে পিণ্ডদানতঃ ॥ ৫৫ ॥ যদা চন্দ্রেশ্বরং দ্রষ্টুং যায়াৎ কোঽপি নরোত্তমঃ। তদা নৃত্যন্তি মুদিতাস্তৎপূর্ব্বপ্রপিতামহাঃ। অয়ঞ্চন্দ্রোদ-তীর্থেঽস্মিংস্তর্পণং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ অস্মাকং মন্দভাগ্যত্বাদ্যদি নৈব করিষ্যতি। তদা তত্তীর্থ-সংস্পর্শাদস্মত্তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ স্পৃশেন্নাপি যদা মন্দস্তদা দ্রক্ষ্যতি তৃপ্তয়ে। এবং শ্রাদ্ধং বিধায়াথ স্পৃষ্ট্বা চন্দ্রেশ্বরং ব্রতী। সন্তর্প্য বিপ্রাংশ্চ

স্থাপন করিয়াছ; এই সব কারণে অর্দ্ধচন্দ্রধারী উমাসহচর ত্রিলোকেশ্বর আমি, সর্ব্বব্যাপী হইলেও তোমার নামানুসারী এইলিঙ্গে প্রতিমাসে প্রতি পূর্ণিমায় অহোরাত্র বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত হইব। অতএব পূর্ণিমাতিথিতে এইখানে জপ, হোম, পূজা, ধ্যান, দান এবং ব্রাহ্মণভোজন, যে কিছু সৎকার্য্য অতি অল্প করিলেও তাহা আমার প্রীতিকরী মহা-পূজা হইবে। জীর্ণসংস্কারাদি করা, নাচ বাজনা প্রভৃতি দেওয়া ধ্বজারোপণাদি কর্ম্ম এবং তপস্বী ও যতিদিগের তৃপ্তিসাধন—এই সকল কর্ম্ম চন্দ্রেশ্বরে, কৃত হইলে অনন্তফলজনক হয়। কলানিধি! অন্য কিছু গোপনীয় কথা বলিতেছি, শুন; অভক্ত, নাস্তিক এবং বেদদ্রোহীকে একথা বক্তব্য নহে; হে সোম! সোমবারে যখন অমাবস্যা হয়, তখন সাধুগণ, আদরপূর্ব্বক চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবে; সোম শুন; ত্রয়োদশীদিনে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া সেই ত্রয়োদশী-শনিবার-প্রদোষকালে এই চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবার পর, নক্ত (রাত্রিতে মাত্র আহার) করিয়া নিয়মগ্রহণপূর্ব্বক, চতুর্দ্দশীতে উপবাস এবং রাত্রিজাগরণ করিবে। তারপর সোমবার অমাবস্যার প্রাতঃকালে চন্দ্র-কূপজলে স্নান এবং জলের কর্ত্তব্য তর্পণাদি সকল কার্য্য করিয়া যথাবিধি 'সন্ধ্যা-উপাসনা-পুরঃসর চন্দ্রকূপের সমীপবর্ত্তী তীর্থে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধে অর্ঘ্যদান এবং আবাহন নাই। শ্রাদ্ধকর্ত্তা বায়ু, রুদ্র, এবং আদিত্য-রূপী পিত্রাদি পুরুষত্রয় এবং মাতামহাদিকে উদ্দেশ করিয়া প্রযত্নসহকারে পিণ্ডদান করিবে। এই তীর্থে, অন্যান্য সগোত্র, গুরু, শ্বশুর, এবং বন্ধুবান্ধ-বের নামোচ্চারণপূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধে পিণ্ড-দান করিলে সকলের উদ্ধার হয়; গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন পরিতুষ্ট হন, এই চন্দ্র-কূপের নিকট শ্রাদ্ধ করিলেও পূর্ব্বপুরুষগণের সেই-রূপই তৃপ্তি হয়। মনুষ্য যেমন গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া সমগ্র পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়, চন্দ্রকূপে পিণ্ড-দান করিলেও পিতৃঋণ হইতে তদ্রূপ মুক্তিলাভ করে ।৪০—৫৫। কোন নরোত্তম যখন চন্দ্রেশ্বর শিব-লিঙ্গ দর্শন করিবার জন্য গমন করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ, হৃষ্ট হইয়া এই বলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন যে, "এই ব্যক্তি, চন্দ্রকূপতীর্থে আমাদিগের তর্পণ করিবে, আমাদের দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত যদি তর্পণ না-ই করে, তবু সেই তীর্থজল স্পর্শ করিবে ত, তাহাতেই আমাদের তৃপ্তি হইবে। মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি জলস্পর্শও না করে দেখিবে ত, তাহাতেও আমাদের তৃপ্তি।" ব্রতী মানব, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রাদ্ধ করিয়া চন্দ্রেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ এবং যতি-

ষতীন্ কুর্য্যাদ্বৈ পারণং ততঃ ॥ ৫৯ ॥ এবং ব্রতে কৃতে কাশ্যাং সদর্শে সোমবাসরে। ভবেদৃণত্রয়ান্মুক্তো মৃগাঙ্ক মদনুগ্রহাৎ ॥ ৬০ ॥ অত্র যাত্রা মহাচৈত্র্যাং কার্য্যা ক্ষেত্রনিবাসিভিঃ। তারকজ্ঞানলাভায় ক্ষেত্রবিঘ্ননিবর্ত্তিনী ॥ ৬১ ॥ চন্দ্রেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য যদ্যন্যত্রাপি সংস্থিতঃ। অঘোঘপটলীং ভিত্ত্বা সোমলোকমবাপ্স্যতি ॥ ৬২ ॥ কলৌ চন্দ্রেশমহিমা নাভাগ্যৈরবগম্যতে। অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি পরং গুহ্যং নিশাপতে ॥ ৬৩ ॥ সিদ্ধযোগীশ্বরং পীঠমেতৎ সাধকসিদ্ধিদম্। সুরাসুরেষু গন্ধর্ব্বনাগবিদ্যাধরেষ্বপি ॥ ৬৪ ॥ রক্ষোগুহ্যকযক্ষেষু কিন্নরেষু নরেষু চ। সপ্তকোট্যস্তু সিদ্ধানামত্র সিদ্ধা মমাগ্রতঃ ॥ ৬৫ ॥ ষণ্মাসং নিয়তাহারো ধ্যায়ন্ বিশ্বেশ্বরীমিহ। চন্দ্রেশ্বরার্চ্চনায়াতান্ সিদ্ধান্ পশ্যতি সোঽগ্রগান্ ॥ ৬৬ ॥ সিদ্ধযোগীশ্বরী সাক্ষাদ্বরদা তস্য জায়তে। তবাপি মহতী সিদ্ধিঃ সিদ্ধযোগীশ্বরীক্ষণাৎ ॥ ২৭ ॥ সন্তি পীঠান্যনেকানি ক্ষিতৌ সাধকসিদ্ধয়ে। পরং যোগীশ্বরীপীঠাদ্ভূপৃষ্ঠে নাশু সিদ্ধিদম্ ॥ ৬৮ ॥ যত্র চন্দ্রেশ্বরং লিঙ্গং ত্বয়েদং স্থাপিতং শশিন্। ইদমেব হি তৎ পীঠমদৃশ্যমকৃতাত্মভিঃ ॥ ৬৯ ॥ জিতকামা জিতক্রোধা জিতলোভস্পৃহান্বিতাঃ। যোগীশ্বরীং প্রপশ্যন্তি মম শক্তিং পরাং হিতাম্ ॥ ৭০ ॥ যে তু প্রত্যষ্টমি জনাস্তথা প্রতিচতুর্দ্দশি। সিদ্ধযোগীশ্বরী-পীঠে পূজয়িষ্যন্তি ভাবিতাঃ ॥ ৭১ ॥ অদৃষ্টরূপাং সুভগাং পিঙ্গলাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। ধূপনৈবেদ্যদীপাদ্যৈস্তেষামাবির্ভবিষ্যতি ॥ ৭২ ॥ ইতি দত্ত্বা বরান্ শম্ভুস্তস্মৈ চন্দ্রমসে দ্বিজ। অন্তর্হিতো মহেশানস্তত্র বৈশ্বেশ্বরে পরে ॥ ৭৩ ॥ তদারভ্য চ লোকেঽস্মিন্ দ্বিজরাজোঽধিপোঽভবৎ। দিশো বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্নিজৈঃ প্রসৃমরৈঃকরৈঃ ॥৭৪॥ সোমবারব্রতকৃতঃ সোমপানরতা নরাঃ। সোমপ্রভেণ যানেন সোমলোকং বসন্তি হি ॥ ৭৫ ॥ চন্দ্রেশ্বরসমুৎপত্তিং তথা চান্দ্রমসং তপঃ। যঃ শ্রোষ্যতি নরো ভক্ত্যা চন্দ্রলোকে স ইজ্যতে ॥ ৭৬ ॥ অগস্তিরুবাচ। শিবশর্ম্মণি শর্ম্মকারিণীং পথি দিব্যে শ্রমহারিণীং গণৌ। কথয়ন্তৌ তু কথামিমাং শুভামুডুলোকং পরিজগ্মতুস্ততঃ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমলোকবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

গণের ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্তিসাধন হইলে পর, পারণ করিবে। হে শশাঙ্ক! কাশীতে অমাবস্যাযুক্ত-সোমবারে এই প্রকারের ব্রত করিলে, আমার অনুগ্রহে সে দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ হইতে মুক্তি লাভ করে। চিত্রা-নক্ষত্রযুক্তা চৈত্রী পূর্ণিমাতে কাশীনিবাসিগণ, তারকজ্ঞান লাভের জন্য এই তীর্থে যাত্রা করিবে। সেই যাত্রার ফলে কাশীবাসের বিঘ্ন বিনষ্ট হয়। যদি কেহ চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিবার পর, অন্যত্র মরে, সে ব্যক্তিও পাপরাশি ভেদ করিয়া চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। কলিকালে ভাগ্যহীন ব্যক্তিরা চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের মহিমা জানিতে পারে না। হে নিশাপতে! পরম গুহ্য অন্য কথাও তোমাকে বলিতেছি। এই পীঠ, সিদ্ধযোগীশ্বর এবং সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদ! সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, রাক্ষস, গুহ্যক, যক্ষ, নর, কিন্নরগণের মধ্যে সপ্তকোটি সিদ্ধ, আমার সম্মুখে এইস্থানে সিদ্ধ হইয়াছেন। ছয় মাস সংযতাহারে বিশ্বেশ্বরী ধ্যান করিলে, চন্দ্রেশ্বরলিঙ্গ পূজার জন্য সমাগত সিদ্ধগণকে সম্মুখে দেখিতে পাইবে। সাক্ষাৎ সিদ্ধযোগীশ্বরী, তাহাকে বরদান করেন; সিদ্ধযোগীশ্বরী অবলোকনেই তোমারও মহাসিদ্ধি লাভ হইল। সাধক-সিদ্ধিপ্রদ, অনেক পীঠ ভূতলে আছে, পরন্তু এই সিদ্ধেশ্বরী-পীঠ অপেক্ষা আশুসিদ্ধিপ্রদ পীঠ আর নাই। হে শশিন্! তুমি যেস্থানে চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, ইহাই সেই অজিতেন্দ্রিয়গণের অদৃশ্য পীঠ। জিতকাম, জিতক্রোধ, জিতলোভ, জিতস্পৃহ ব্যক্তিগণই আমার সেই পরমাশক্তি যোগীশ্বরীকে দর্শন করিতে পান। যে সকল ব্যক্তি প্রতিঅষ্টমী ও প্রতিচতুর্দ্দশী তিথিতে, অদৃষ্টরূপা, সুভগা, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, পিঙ্গলা দেবীকে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিবে, সেই দেবী তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা হইবেন। হে দ্বিজ! শিব, সেই বিশ্বেশ্বরনগরে চন্দ্রকে এই সকল বর দিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি, দ্বিজরাজ চন্দ্র, স্বীয় প্রসরণশীল করনিকর দ্বারা দিঙ্মণ্ডলকে অন্ধকার-শূন্য করত এই লোকে আধিপত্য করিতেছেন। সোমবার-ব্রতকর্ত্তা এবং সোমপাননিরত মানবগণ, চন্দ্রপ্রভ যানে গমনপূর্ব্বক এই চন্দ্রলোকে বাস করে। যে মানব, চন্দ্রের উৎপত্তি ও তপস্যা-প্রকরণ ভক্তিভাবে শ্রবণ করে, সে চন্দ্রলোকে পূজিত হয়। অগস্ত্য বলিলেন,—বিষ্ণুপারিষদদ্বয়, স্বর্গপথে শিবশর্ম্মাকে এই শ্রমহারিণী সুখদায়িনী শুভ

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। শৃণু পত্নি মহাভাগে লোপামুদ্রে সধর্ম্মিণি। কথাং বিষ্ণুগণাভ্যাঞ্চ কথিতাং শিবশর্ম্মণে॥ ১॥ শিবশর্ম্মোবাচ। অহো গণৌ বিচিত্রেয়ং শ্রুতা চান্দ্রমসী কথা। উডুলোককথাং খ্যাতং. বিশ্বগাখ্যানকোবিদৌ॥ ২॥ গণাবূচতুঃ। পরাং সিসৃক্ষতঃ সৃষ্টিং ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠতঃ। দক্ষঃ প্রজাবিনির্ম্মাণে দক্ষো জাতঃ প্রজাপতিঃ॥ ৩॥ ষষ্টির্দুহিতরস্তস্য তপোলাবণ্যভূষণাঃ। সর্ব্বলাবণ্যরোহিণ্যো রোহিণীপ্রমুখাঃ শুভাঃ॥ ৪॥ তাভিস্তপ্তা তপস্তীব্রং প্রাপ্য বৈশ্বেশ্বরীং পুরীম্। আরাধিতো মহাদেবঃ সোমঃ সোমবিভূষণঃ॥ ৫॥ ভবতোঽপি মহাদেব ভবতাপহরো হি যঃ। রূপেণ ভবতা তুল্যঃ স নো ভর্ত্তা ভবত্বিতি॥ ৬॥ লিঙ্গং সংস্থাপ্য সুমহন্নক্ষত্রেশ্বরসংজ্ঞিতম্। বরণায়াস্তটে রম্যে সঙ্গমেশ্বরসন্নিধৌ॥ ৭॥ দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু পুরুষায়িতসংজ্ঞিতম্। তপস্তপ্তং মহত্তাভিঃ পুরুষৈরপি দুষ্করম্॥ ৮॥ ততস্তুষ্টো হি বিশ্বেশো ব্যতরদ্বরমুত্তমম্। সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকত্র স্থিরচেতসাম্॥ ৯॥ শ্রীবিশ্বেশ্বর উবাচ। ন কান্তং হি তপোঽত্যুগ্রমতদন্যাভিরীদৃশম্। পুরা বর্ণাভিস্তস্মাদ্বো নাম নক্ষত্রমত্র বৈ॥ ১০॥ পুরুষায়িতসংজ্ঞেন তপ্তঃ যত্তপসাধুনা। ভবতীভিস্ততঃ পুংস্ত্বমিচ্ছয়া বো ভবিষ্যতি॥ ১১॥ জ্যোতিশ্চক্রে সমস্তেঽস্মিন্নগ্রগণ্যা ভবিষ্যথ। মেষাদীনাঞ্চ রাশীনাং যোনয়ো যূয়মুত্তমাঃ ১২॥ ঔষধীনাং সুধায়াশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ যঃ পতিঃ। পতিমত্যো ভবত্যোঽপি তেন পত্যা শুভাননাঃ॥ ১৩॥ ভবতীনামিদং লিঙ্গং নক্ষত্রেশ্বরসংজ্ঞিতম্। পূজয়িত্বা নরো গন্তা ভবতীলোকমুত্তমম্॥ ১৪॥ উপরিষ্টান্মৃগাঙ্কস্ত লোকো বস্তু ভবিষ্যতি। সর্ব্বাসাং তারকাণাঞ্চ মধ্যে মান্যা ভবিষ্যথ॥ ১৫॥ নক্ষত্রপূজকা যে চ নক্ষত্রব্রতচারিণঃ। তে বো লোকে বসিষ্যন্তি নক্ষত্র-

---

কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে নক্ষত্রলোকে গমন করিলেন। ৫৬—৭৭।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মহাভাগে! সহধর্ম্মিণি! পত্নি! লোপামুদ্রে! বিষ্ণুপারিষদদ্বয় শিবশর্ম্মাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণুপারিষদদ্বয়! ওঃ! চন্দ্র সম্বন্ধে অতিবিচিত্র কথাই শুনিলাম। হে নিখিল-বৃত্তান্তাভিজ্ঞ! নক্ষত্রলোকের কথা কীর্ত্তন করুন! বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—পূর্ব্বকালে প্রজাসর্জ্জনেচ্ছু সৃষ্টিকর্ত্তার অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ হইতে প্রজাসৃষ্টিদক্ষ, দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হন। সেই দক্ষের, তপোলাবণ্যভূষণা নিখিললাবণ্যসম্পন্না রোহিণীপ্রমুখ ষষ্টিসংখ্যক কল্যাণী দুহিতা উৎপন্ন হন। তাঁহারা বিশ্বেশ্বরনগরীতে সমাগত হইয়া তীব্র তপস্যা দ্বারা উমাসমভিব্যাহারী চন্দ্রশেখর মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব যখন তুষ্ট হইলেন, তখন বরদানার্থ সমাগত হইয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—'উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা কর।' অনন্তর সেই কুমারীগণ শিববাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে শঙ্কর! যদি আমাদিগকে বর দেয় হইয়া থাকে, আর যদি আমরা আপনার নিকট বরলাভের যোগ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে হে মহাদেব! আমাদিগকে এই বর দিন যে, সংসারের তাপহারী এবং রূপে আপনার তুল্য, কোন ব্যক্তি যেন আমাদের স্বামী হন। দক্ষকন্যাগণ, বরণানদীর রমণীয় তীরে সঙ্গমেশ্বর শিবের নিকটে নক্ষত্রেশ্বর-সংজ্ঞক সুমহৎ লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর পুরুষগণেরও দুষ্কর পুরুষায়িতনামক মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া, সেই একের প্রতি নিবিষ্টচিত্তা একপত্নী সকল দক্ষকন্যাকেই বলিলেন,—পূর্ব্বকালে অন্য কোন রমণীই এরূপ অত্যুগ্র তপস্যা (নক্কান্ত) সহ্য করিতে পারে নাই, এই জন্য এখন তোমাদের নাম হইল নক্ষত্র। এক্ষণে, তোমরা যে 'পুরুষায়িত'নামক তপস্যা করিয়াছ, এইজন্য তোমরা ইচ্ছামাত্র পুরুষ হইতে পারিবে। এই সমগ্র জ্যোতিশ্চক্রে তোমরা অগ্রগণ্যা হইবে, আর তোমরা মেষাদিরাশির উত্তম উৎপত্তি-ক্ষেত্র হইবে। হে শুভমুখীগণ! যিনি ওষধি সকলের পতি, অমৃতের পতি এবং ব্রাহ্মণগণের পতি, তিনিই তোমাদের পতি হইবেন। তোমাদের স্থাপিত এই নক্ষত্রেশ্বরসংজ্ঞক লিঙ্গ পূজা করিলে মনুষ্য, তোমাদের উত্তমলোকে গমন করিবে।১—১৪। চন্দ্রলোকের উপর তোমাদের বাসোপযোগী লোক হইবে। আর সকল তারকার মধ্যে তোমরা মান্যা হইবে। যাহারা নক্ষত্রপূজক,

সদৃশপ্রভাঃ ॥ ১৬ ॥ নক্ষত্রগ্রহরাশীনাং বাধাস্তেষাং কদাচন। ন ভবিষ্যন্তি যে কাশ্যাং নক্ষত্রেশ্বর-বীক্ষকাঃ ॥ ১৩ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অতিথিত্বমবাপ নেত্রয়োর্বুধলোকঃ শিবশর্ম্মণস্তথ। গণয়োর্ভগণস্য মহত্তাং কথয়িত্রোরিতি বিষ্ণুচেতসোঃ ॥ ১৮ ॥ শিবশর্ম্মোবাচ। কস্য লোকোঽয়মতুলো ক্রতং শ্রীভগবদ্গণৌ। পীযূষভানোরিব মে মনঃ প্রীণয়তে-তরাম্ ॥ ১৯ ॥ গণাবূচতুঃ। শিবশর্ম্মন্ শৃণু কথামেতাং পাপাপহারিণীম্। স্বর্গমার্গবিনোদায় তাপত্রয়বিনাশিনীম্ ॥ ২০ ॥ যোঽসৌ পূর্ব্বং মহা-কান্তিরাবাভ্যাং পরিবর্ণিতঃ। সাম্রাজ্যপদমাপন্নো দ্বিজরাজস্তবাগ্রতঃ ॥ ২১ ॥ দক্ষিণা রাজসূয়স্য যেন ত্রিভুবনং কৃতা। তপস্তেপে যোঽত্যুগ্রং পদ্মানাং দশতীর্দশ ॥ ২২ ॥ অত্রিনেত্রসমুদ্ভূতঃ পৌত্রো বৈ ব্রহ্মণস্য যঃ। নাথঃ সর্ব্বৌষধীনাঞ্চ জ্যোতিষাং পতিরেব চ ॥ ২৩ ॥ নির্ম্মলানাং কলানাঞ্চ শেবধির্যশ্চ গীয়তে। উদ্যন্ পরোপতাপং যঃ স্বকরৈর্গল-হস্তয়েৎ ॥ ২৪ ॥ মুদং কুমুদিনীনাং যস্তনোতি জগতা সহ। দিগ্বধূচারুশৃঙ্গার-দর্শনাদর্শমণ্ডলঃ ॥ ২৫ ॥ কিমন্যৈ-র্গুণসম্ভারৈরতোঽপি ন সমং বিধোঃ। নিজোত্তমাঙ্গে সর্ব্বজ্ঞঃ কলাং যস্যাবতংসয়েৎ ॥ ২৬ ॥ বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমদমোহিতঃ। পুরোহিতস্যাপি গুরোর্ভ্রাতুরাঙ্গিরসস্য বৈ ॥ ২৮ ॥ জহার তরসা তারাং রূপবান্ রূপশালিনীম্। বার্য্যমাণোঽপি গীর্বাণৈর্বহু দেবর্ষিভিঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥ নায়ং কলানিধে-র্দোষো দ্বিজরাজস্য তস্য বৈ। হিত্বা ত্রিনেত্রং কামেন কস্য নো খণ্ডিতং মনঃ ॥ ২৯ ॥ ধ্বান্তমেতদভিতঃ প্রসারি যত্তচ্ছমায় বিধিনা বিনির্ম্মিতম্। দীপভাস্কর-কর৷ মহৌষধং নাধিপত্যতমসস্য কিঞ্চন ॥ ৩০ ॥ আধিপত্যমদমোহিতং হিতং শংসিতং স্পৃশতি নো হরেরীহিতম্। দুর্জ্জনং বিহিততীর্থমজ্জনৈঃ শুদ্ধধীরিব বিরুদ্ধমানসম্ ॥ ৩২ ॥ ধিগ্বিগেত-দধিকদ্বিচেষ্টিতং চঙ্ক্রমেক্ষণবিলক্ষিতং যতঃ। বীক্ষতে ক্ষণমচারু চক্ষুষা স্খলিতেন বিপদঃ পদেন চ ॥ ৩২ ॥ কঃ কামেন ন নির্জ্জিত-

---

যাহারা নক্ষত্রানুসারি-ব্রতানুষ্ঠায়ী, তাহারা নক্ষত্র-সদৃশ প্রভাসম্পন্ন হইয়া তোমাদের লোকে বাস করিবে। কাশীতে যাহারা নক্ষত্রেশ্বর শিবদর্শন করে, তাহাদিগের কদাচ নক্ষত্রপীড়া, গ্রহপীড়া বা রাশিপীড়া হইবে না। অগস্ত্য বলিলেন,—বিষ্ণুতে নিহিত-চিত্ত, বিষ্ণুপারিষদদ্বয়, এইরূপে নক্ষত্র-লোকের সৎকথা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, কিয়ৎক্ষণ পরেই শিবশর্ম্মার বুধলোক নয়নগোচর হইল। শিবশর্ম্মা বলিলেন, হে শ্রীভগবৎ-পারিষদদ্বয়! এই অনুপমেয় লোক কাহার? এই লোক, চন্দ্রলোকের ন্যায় আমার হৃদয়কে অতিশয় তৃপ্ত করিতেছে। বিষ্ণুগণদ্বয় বলিলেন,—শিবশর্ম্মন্! স্বর্গপথে, বিনোদন করিবার জন্য এই পাপাপহারিণী তাপ-ত্রয়বিনাশিনী কথা শ্রবণ কর। আমরা যে সাম্রাজ্য-পদপ্রাপ্ত মহাকান্তি দ্বিজরাজের কথা তোমার সম্মুখে কিয়ৎপূর্ব্বে বলিলাম, যিনি শত শত রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিভুবন দক্ষিণা দিয়াছেন, যিনি পদ্ম বৎসর অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছেন, যিনি অত্রিনেত্র হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পৌত্র, যিনি নিখিল ওষধির নাথ, যিনি নক্ষত্রাদি জ্যোতির অধিপতি, যিনি নির্ম্মল কলার নিধি বলিয়া কীর্ত্তিত হন, যিনি উদীয়মান হইয়া স্বীয় কর দ্বারা পরোপতাপকে যেন গলাধাক্কা দিয়া দূর করেন, যিনি উদিত হইবামাত্র, কুমুদিনীকুল এবং জগতের আনন্দবিধান করেন, যিনি দিগঙ্গনাগণের বেশভূষা সাজসজ্জা দেখিবার সুন্দর দর্পণস্বরূপ;—অন্য গুণাবলীর কথাতেই বা কাজ কি?—সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, যাঁহার একাংশমাত্র মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, শুদ্ধ এই টুকুতেই যাঁহার সাদৃশ্য জগতে নাই, সেই রূপবান্ বিধু ঐশ্বর্য্য-মদে মোহিত হইয়া গুরু, পুরোহিত, পিতৃব্যপুত্র, আঙ্গিরস বৃহস্পতির ভার্য্যা রূপশালিনী তারাকে দেবগণ এবং দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক বহুবার নিবারিত হইয়াও বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। কলানিধি দ্বিজ-রাজ হইলেও এ দোষ তাঁহার নহে। এক ত্রিলোচন ব্যতীত কাম কাহার চিত্ত বিকৃত না করিয়াছে? ১৬—২৯। বিশেষতঃ এই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত যে তমঃ (অন্ধকার) তাহার বিনাশের জন্য বিধাতা, দীপ এবং সূর্য্যকিরণাদি-রূপ মহৌষধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু অধিপত্যতমোবিনাশের জন্য কোন ঔষধই করেন নাই। কেননা, যে ব্যক্তি আধিপত্যমদ-মোহিত, তাহাকে কোন হিতকথাই, এমন কি, হিত-কারিণী হরিকথাও স্পর্শ করে না; যেমন বিরুদ্ধচিত্ত দুর্জ্জন ব্যক্তি, তীর্থস্নান করিলেও নির্ম্মল বুদ্ধি তাহাকে স্পর্শ করে না, ইহাও সেইরূপ। যাহার প্রভাবে যেন বিপদের পদাঘাতপ্রাপ্তি বশ-তই সঙ্কুচিতভাবাপন্ন নয়নের কুটিলগামিনী

ত্রিজগতাং পুষ্পায়ুধেনাপ্যহো কঃ ক্রোধস্য বশং গতো ন ন চ কো লোভেন সম্মোহিতঃ। যোষিল্লোচন-ভল্লভিন্নহৃদয়ঃ কো নাপ্তবানাপদং কোরাজ্যশ্রিয়মাপ্য নান্ধপদবীং যাতোহপি সল্লোচনঃ॥ ৩৩॥ আধিপত্য-কমলাতিচঞ্চলা প্রাপ্য তাঞ্চ যদিহার্জ্জিতং কিল। নিশ্চলং সদসতুচ্চকৈর্হিতং কার্য্যমার্য্যচরিতৈঃ সদৈব তৎ॥ ৩৪॥ ন যদাঙ্গিরসে তারাং স ব্যসর্জ্জয়দুগ্ধণঃ। রুদ্রোহথ পার্ষ্ণিং জগ্রাহ গৃহীত্বাজগবং ধনুঃ॥ ৩৫॥ তেন ব্রহ্মশিরো নাম পরমাস্ত্রং মহাত্মনা। উৎসৃষ্টং দেবদেবায় তেন তন্নাশিতং ততঃ॥ ৩৬॥ তয়োস্তদ্যুদ্ধমভবদ্‌ঘোরং বৈ তারকাময়ম্। ততস্তকাণ্ডব্রহ্মাণ্ডভঙ্গাদ্ভীতোহভবদ্বিধিঃ॥৩৭॥ নিবার্য্য রুদ্রং সমরাৎ সংবর্ত্তানলবর্চ্চসম্। দদাবাঙ্গিরসে তারাং স্বয়মেব পিতামহঃ॥ ৩৮॥ অথান্তর্গর্ভমালোক্য তারাং প্রাহ বৃহস্পতিঃ। মদীয়ায়ং ন তে যোনৌ গর্ভো ধার্য্যঃ কথঞ্চন॥ ৩৯॥ ঈষিকাস্তম্বমাসাদ্য গর্ভং সা চোৎসসর্জ্জ হ। জাতমাত্রঃ স ভগবান্ দেবানামাক্ষিপদ্বপুঃ॥ ৪০॥ ততঃ সংশয়মাপন্না-স্তারামূচুঃ সুরোত্তমাঃ। সত্যং ব্রূহি সুতঃ কস্য সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ॥ ৪১॥ পৃচ্ছ্যমানা যদা দেবৈ-র্নাহ তারাতিসত্রপা। তদা সা শপ্তুমারব্ধা কুমারেণাতিতেজসা॥ ৪২॥ তং নিবার্য্য তদা ব্রহ্মা তারাং পপ্রচ্ছ সংশয়ম্। প্রোবাচ প্রাঞ্জলিঃ সা তং সোমস্যেতি পিতামহম্॥ ৪৩॥ তদা স মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাজা গর্ভং প্রজাপতিঃ। বুধ ইত্যকরোন্নাম তস্য বালস্য ধীমতঃ॥ ৪৪॥ ততশ্চ সর্ব্বদেবেভ্যস্তেজো-রূপবলাধিকঃ। বুধঃ সোমং সমাপৃচ্ছ্য তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৪৫॥ জগাম কাশীং নির্ব্বাণরাশিং বিশ্বেশপালিতাম্। তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য স স্বনাম্না বুধেশ্বরম্॥ ৪৬॥ তপশ্চচার চাত্যুগ্রমুগ্রঃ সং-শীলয়ন্ হৃদি। বর্ষাণামযুতং বালো বালেন্দুতিলকং শিবম্॥ ৪৭॥ ততো বিশ্বপতিঃ শ্রীমান্ বিশ্বেশো বিশ্বভাবনঃ। বুধেশ্বরান্মহালিঙ্গাদাবিরাসীন্মহোদয়ঃ॥ ৪৮॥ উবাচ চ প্রসন্নাত্মা জ্যোতীরূপো মহেশ্বরঃ।

দৃষ্টি দ্বারা কেমন একটা বিলক্ষণ ভাবে ক্ষণকালমাত্র অবলোকন করিতে হয়,—সেই অধিক সম্পত্তির চেষ্টাকে ধিক্, ধিক্! ওঃ! কাম পুষ্পায়ুধ হইলেও ত্রিলোকের মধ্যে তিনি কাহাকে না জয় করিয়াছেন? ক্রোধের বশতাপন্ন কে হয় নাই? লোভ, কাহাকেই বা মুগ্ধ না করিয়াছে? কামিনীর নয়নরূপ ভল্লাস্ত্রে বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া কে না বিপৎপ্রাপ্ত হইয়াছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা রাজ্যলক্ষ্মী পাইলে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ না হয়? আধিপত্যলক্ষ্মী অতি চঞ্চলা, তাহা লাভ করিয়া ইহ জগতে সৎ অসৎ যাহাই উপার্জ্জন করিবে, তাহাই অবশ্য ফলপ্রদ হইবে; অতএব যাহা অতীব হিতকর, সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই তাহা করিবেন। যখন চন্দ্র উদ্ধত হইয়া বৃহস্পতিকে তারা অর্পণ করিলেন না; তখন রুদ্র পিনাকগ্রহণপূর্ব্বক বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তখন মহাবল চন্দ্র, ব্রহ্মশিরোনামক অস্ত্র দেবদেবের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেন, দেবদেবও সেই অস্ত্র বিনাশ করেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের ঘোরতর "তারকাময়" যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে বিধাতা অসময়ে ব্রহ্মাণ্ডনাশভয়ে ভীত হইলেন। তখন স্বয়ং পিতামহ, প্রলয়ানলতুল্য, রুদ্রকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর, বৃহস্পতি, তারার গর্ভ হই-য়াছে দেখিয়া তারাকে বলিলেন,—"আমার ক্ষেত্রে তুমি কদাচ পরকীয় গর্ভ ধারণ করিতে পারিবে না।" তারা, তখন ঈষিকাতৃণস্তম্বে গর্ভ ত্যাগ করিলেন। সেই ভগবানের জন্মমাত্রে, দেবগণের শরীর তাঁহার তেজে নিষ্প্রভ হইল। তখন সুরশ্রেষ্ঠগণ, সংশয়া-পন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য বল, এই পুত্র, চন্দ্রের, না বৃহস্পতির?" দেবগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া তারা অতি লজ্জাভরে যখন কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন অতিতেজাঃ কুমার তাঁহাকে অভিশাপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা কুমারকে নিবৃত্ত করিয়া তারাকে সেই সংশয়স্থল জিজ্ঞাসা করিলে, তারা কৃতাঞ্জলিপুটে, পিতামহকে বলিলেন, 'চন্দ্রের'। তখন প্রজাপতি তারাগর্ভো-দ্ভব সেই বুদ্ধিমান্ বালকের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া 'বুধ' এই নাম রাখিলেন।৩০—৪৪। অনন্তর সকল দেবতা অপেক্ষা অধিক তেজোবল-রূপসম্পন্ন বুধ তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া চন্দ্রের নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরপালিতা নির্ব্বাণরাশি কাশীতে গমন করি-লেন। বালক বুধ, তথায় স্বীয় নামানুসারে বুধেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া হৃদয়ে নবশশিশেখর শিবপ্রদ মহাদেবকে ধ্যান করত অযুতবর্ষ অত্যুগ্র তপস্যা করিলেন। অনন্তর, বিশ্বভাবন, বিশ্বরক্ষক, মহোদয়, শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মহালিঙ্গ বুধেশ্বর হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং সেই জ্যোতীরূপ মহেশ্বর

বরং ব্রূহি মহাবুদ্ধে বুধান্তর্বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ তবানেনাতিতপসা লিঙ্গসংশীলনেন চ। প্রসন্নোঽস্মি মহাসৌম্য নাদেয়ং ত্বয়ি বিদ্যতে ॥ ৫০ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচঃ সোঽথ মেঘগম্ভীরনিঃস্বনম্। অবগ্রহপরিম্লানশস্যসঞ্জীবনোপমম্ ॥ ৫১ ॥ উন্মীল্য লোচনে যাবৎ পুরঃ পশ্যতি বালকঃ। তাবল্লিঙ্গে দদর্শাথ ত্র্যম্বকং শশিশেখরম্ ॥ ৫২। বুধ উবাচ। নমঃ পূতাত্মনে তুভ্যং জ্যোতীরূপ নমোঽস্তু তে। বিশ্বরূপ নমস্তুভ্যং রূপাতীতায় তে নমঃ ॥ ৫৩ ॥ নমঃ সর্বার্ত্তিনাশায় প্রণতানাং শিবাত্মনে। সর্বজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্বকর্ত্রে নমোঽস্তু তে ॥ ৫৪ ॥ কৃপালবে নমস্তুভ্যং ভক্তিগম্যায় তে নমঃ। ফলদাত্রে চ তপসাং তপোরূপায় তে নমঃ ॥ ৫৫ ॥ শম্ভো শিব শিবাকান্ত শান্ত শ্রীকণ্ঠ শূলভৃৎ। শশিশেখর সর্বেশ শঙ্করেশ্বর ধূর্জটে ॥ ৫৬ ॥ পিনাকপাণে গিরিশ শিতিকণ্ঠ সদাশিব। মহাদেব নমস্তুভ্যং দেবদেব নমোঽস্তু মে ॥ ৫৭ ॥ স্তুতিং কর্ত্তুং ন জানামি স্তুতিপ্রিয় মহেশ্বর। তব পাদাম্বুজদ্বন্দ্বে নির্দ্বন্দ্বা ভক্তিরস্তু মে ॥ ৫৮ ॥ অয়মেব বরো নাথ প্রসন্নোঽসি যদীশ্বর। নান্যং বরং বৃণে ত্বত্তঃ করুণামৃতবারিধে ॥ ৫৯ ॥ ততঃ প্রাহ মহেশানস্তৎস্তুত্যা পরিতোষিতঃ। রৌহিণেয় মহাভাগ সৌম্য সৌম্যবচোনিধে ॥ ৬০ ॥ নক্ষত্রলোকাদুপরি তব লোকো ভবিষ্যতি। মধ্যে সর্বগ্রহাণাঞ্চ সপর্য্যাং লপ্স্যসে পরাম্ ॥ ৬১ ॥ ত্বয়েদং স্থাপিতং লিঙ্গং সর্বেষাং বুদ্ধিদায়কম্। দুর্বুদ্ধিহরণং সৌম্য স্বলোকবসতিপ্রদম্ ॥ ৬২ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। বুধঃ স্বর্লোকমগমদ্দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৬২ ॥ গণাবূচতুঃ। কাশ্যাং বুধেশ্বরসমর্চ্চনলব্ধবুদ্ধিঃ সংসারসিন্ধুমধিগত্য নরো হ্যগাধম্। মজ্জেন্ন সজ্জনবিলোচনচন্দ্রকান্তিঃ কান্তাননস্ত্বধিবসেচ্চ বুধেঽত্র লোকে ॥ ৬৪ ॥ চন্দ্রেশ্বরাৎ পূর্ব্বভাগে দৃষ্ট্বা লিঙ্গং বুধেশ্বরম্। ন বুদ্ধ্যা হীয়তে জন্তুরন্তকালেঽপি জাতুচিৎ ॥ ৬৫ ॥ গণৌ যাবৎ কথামিত্থং চক্রাতে বুধ-

---

প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে! অস্তদেবোত্তম বুধ! বর প্রার্থনা কর। হে মহাসৌম্য! তোমার এই তপস্যা এবং লিঙ্গসেবায় আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। বালক বুধ, অনাবৃষ্টিপরিম্লান শস্যরাজির সঞ্জীবনসলিলতুল্য, মেঘনির্ঘোষগম্ভীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যেই নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে চাহিলেন, অমনি সেই লিঙ্গে শশিশেখর ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইলেন। তখন বুধ বলিলেন,—হে পূতাত্মন্! আপনাকে নমস্কার; হে জ্যোতীরূপ! আপনাকে নমস্কার; হে বিশ্বরূপ! আপনাকে নমস্কার; হে রূপাতীত! আপনাকে নমস্কার। হে প্রণতজনগণের সর্ব্ববাধাবিনাশন! সর্ব্বজ্ঞ শিবাত্মন্! আপনাকে নমস্কার; হে সর্ব্বকারক! আপনাকে নমস্কার। হে দয়ালো! আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তিগম্য! আপনাকে নমস্কার; হে তপঃফলদায়ক! তপোরূপ! আপনাকে নমস্কার। হে শম্ভো! হে শিব! হে শিবাকান্ত! হে শান্ত! হে শ্রীকণ্ঠ! হে শূলভৃৎ! হে শশিশেখর! হে শর্ব্ব! হে ঈশ! হে শঙ্কর! হে ঈশ্বর! হে ধূর্জ্জটে! হে পিনাকপাণে! হে গিরিশ! হে শিতিকণ্ঠ! হে সদাশিব! হে মহাদেব! আপনাকে নমস্কার। হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। হে স্তুতিপ্রিয়! আমি স্তব করিতে জানি না। হে মহেশ্বর! আপনার চরণকমলযুগলে যেন আমার নিষ্প্রত্যূহ এবং অসাধারণ ভক্তি থাকে। হে নাথ! হে ঈশ্বর! হে করুণামৃতসাগর! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত এই বরই প্রদান করুন। আপনার নিকট অন্য বর প্রার্থনা করি না। অনন্তর মহাদেব, বুধের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে রৌহিণেয়! হে মহাভাগ! হে সৌম্যবচোনিধি সৌম্য! নক্ষত্রলোকের উপরে তোমার লোক হইবে এবং সর্ব্বগ্রহের মধ্যে তুমি পরম পূজা প্রাপ্ত হইবে। হে সৌম্য! তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ সকলেরই বুদ্ধিসম্পাদক, দুর্ব্বুদ্ধিবিনাশক এবং স্বদীয়লোকভোগপ্রদ! ভগবান্ শম্ভু এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। বুধও দেবদেবের প্রসাদে স্বর্লোকে গমন করিলেন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—কাশীতে বুধেশ্বর শিবের পূজায় জ্ঞানপ্রাপ্ত মানব, অগাধ সংসারসাগরে নিপতিত হইয়াও নিমগ্ন হয় না। সাধুজননয়নকৌমুদীস্বরূপ সেই ব্যক্তি কমনীয়বদন হইয়া এই বুধলোকে বাস করে। চন্দ্রেশ্বর শিবের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বুধেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিলে মানব কখন এমন কি, মৃত্যুকালেও বুদ্ধিহীন হইবে না। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বুধলোকের এই সকল কথা

লোকগাম্। তাবদ্বিমানং সম্প্রাপ্তং শুক্রলোকমনুত্তমম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নক্ষত্রবুধলোকয়োর্বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

গণাবূচতুঃ। শিবশর্ম্মন্ মহাবুদ্ধে শুক্রলোকোঽয়মদ্ভুতঃ। দানবানাঞ্চ দৈত্যানাং গুরুরত্র বসেৎ কবিঃ ॥ ১ ॥ পীত্বা বর্ষসহস্রং বৈ কণধূমং সুদুঃসহম্। যঃ প্রাপ্তবান্ মহাবিদ্যাং মৃত্যুসঞ্জীবনীং হরাৎ ॥ ২ ॥ ইমাং বিদ্যাং ন জানাতি দেবাচার্য্যোঽতিদুষ্করাম্। ঋতে মৃত্যুঞ্জয়াৎ স্কন্দাৎ পার্ব্বত্যা গজবক্ত্রতঃ ॥ ৩ ॥ শিবশর্ম্মোবাচ। কোঽসৌ শুক্র ইতি খ্যাতো যস্যায়ং লোক উত্তমঃ। কথং তেন চ বিদ্যাপ্তা মৃত্যুসঞ্জীবনী হরাৎ ॥ ৪ ॥ আচক্ষাতামিদং দেবৌ যদি প্রীতির্ম্ময়ি প্রভু। ততস্তৌ স্মাহতুর্দ্দেবৌ শুক্রস্য পরমাং কথাম্ ॥ ৫ ॥ যাং শ্রুত্বা চাপমৃত্যুভ্যো হীয়ন্তে শ্রদ্ধয়া যুতাঃ। ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো ন ভয়ঞ্চাপি জায়তে ॥ ৬ ॥ আজৌ প্রবর্ত্তমানায়ামন্ধকান্ধকবৈরিণোঃ। অনির্ভেদ্যগিরিব্যূহ বজ্রব্যূহাধিনাথয়োঃ ॥ ৭ ॥ অপসৃত্য ততো যুদ্ধাদন্ধকঃ শুক্রসন্নিধিম্। অধিগম্য বভাষেদমবরুহ্য রথাত্ততঃ ॥ ৮ ॥ ভগবংস্ত্বামুপাশ্রিত্য বয়ং দৈবাংশ্চ সানুগান্। মন্যামহে তৃণৈস্তুল্যান্ রুদ্রোপেন্দ্রাদিকানপি ॥ ৯ ॥ কুঞ্জরা ইব সিংহেভ্যো গরুড়েভ্য ইবোরগাঃ। অস্মত্তো বিভ্যতি সুরা গুরো যুষ্মদনুগ্রহাৎ ॥ ১০ ॥ বজ্রব্যূহমনির্ভেদ্যং বিবিশুর্দ্দৈত্যদানবাঃ। বিধূয় প্রমথানীকং হ্রদং তাপার্দ্দিতা ইব ॥ ১১ ॥ বয়ং ত্বচ্ছরণং ভূত্বা পর্ব্বতা ইব নিশ্চলাঃ। স্থিত্বা চরাম নিঃশঙ্কা ব্রাহ্মণেন্দ্র মহাহবে ॥ ১২ ॥ আপ্তভাবেন চ বয়ং পাদৌ তব সুখপ্রদৌ। সদারাঃ সসুতাশ্চৈব শুশ্রূষামো দিবানিশম্। অভিরক্ষাভিতো বিপ্র প্রসন্নঃ শরণাগতান্ ॥ ১৩ ॥ পশ্য হুণ্ডং তুহুণ্ডশ্চ কুজম্ভং জম্ভমেব চ ॥ ১৪ ॥ পাকং কার্ত্তস্বনঞ্চৈব বিপাকং পাকহারিণম্। তং চন্দ্রদমনং শূরং শূরামরবিদারণম্ ॥

বলিতে বলিতে তাঁহাদের বিমান অত্যুৎকৃষ্ট শুক্রলোকে উপস্থিত হইল।৪৫—৬৬।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—মহাবুদ্ধে! শিবশর্ম্মন্! অদ্ভুত শুক্রলোক এই; দৈত্যদানবগণের গুরু সেই কবি এই স্থানে বাস করেন; যিনি দুঃসহ তুষধূম সহস্র বৎসর সেবন করিয়া মহাদেবের নিকট মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অতি দুষ্কর বিদ্যা সুরগুরু বৃহস্পতিও জানেন না। শিব, কার্ত্তিকেয়, পার্ব্বতী এবং গজানন ব্যতীত এ বিদ্যা আর কেহই জানে না। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—যাঁহার এই উত্তম লোক, শুক্র নামে বিখ্যাত তিনি কে? তিনি কিরূপেই বা মহাদেবের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন? হে প্রভু দেবদ্বয়! আমার প্রতি যদি প্রীতি থাকেত, এই বিবরণ আপনারা কীর্ত্তন করুন। অনন্তর দেবতা বিষ্ণুদূতদ্বয়, শুক্রের পরম কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধা সহকারে এই কথা শ্রবণ করিলে, অপঘাত মৃত্যু হয় না, ভূত প্রেত পিশাচ হইতেও ভয় হয় না। অন্ধক এবং অন্ধকারির যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইয়াছে। অভেদ্য গিরিব্যূহ এবং অভেদ্য বজ্রব্যূহ করিয়া দুই জনে আছেন। অন্ধক, একবার যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইয়া শুক্রসমীপে গমনপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করত শুক্রকে এই কথা বলিলেন,—ভগবন্! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া রুদ্রোপেন্দ্র প্রভৃতি সানুচর দেবগণকে তৃণতুল্য বোধ করি। গুরো! কুঞ্জরগণ যেমন সিংহ হইতে ভীত হয় এবং সর্পগণ যেমন গরুড় হইতে ভীত হয়, তদ্রূপ দেবতারাও আমাদের নিকট ভয় পান। তাপার্দ্দিত ব্যক্তিগণ, যেমন হ্রদে প্রবিষ্ট হয়, দৈত্যদানবগণ, তদ্রূপ প্রমথ সৈন্য বিকম্পিত করিয়া অভেদ্য বজ্রব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! একণে আমরা আপনার রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রের সহিত মহাযুদ্ধে পর্ব্বতবৎ অচল অটলভাবে থাকিয়া যেন বিচরণ করিতে পারি। আপনার সুখপ্রদ চরণদ্বয় আমরা পুত্রকলত্রের সহিত বিশ্বস্তভাবে দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিব। হে বিপ্র! প্রসন্ন হইয়া এই শরণাগত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।১—১৩। দেখুন, হুণ্ড, তুহুণ্ড, কুজম্ভ, জম্ভ, পাক, বিপাক, পাকহারী, কার্ত্তস্বন, বীর চন্দ্রদমন এবং বীর অমরবিদারণ

১৫। প্রমথৈর্ভীমবিক্রান্তৈঃ ক্রান্তং মৃত্যুপ্রমাথিভিঃ। সূদিতান্ পতিতাংশ্চৈব দ্রাবিড়ৈরিব চন্দনান্। ১৬। যা পীত্বা কণধূমং বৈ সহস্রং শরদাং পুরা। বরা বিদ্যা ত্বয়া প্রাপ্তা তস্যাঃ কালোহয়মাগতঃ। ১৭। অথ বিদ্যাফলং তত্তে দৈত্যান্ সঞ্জীবয়িষ্যতঃ। পশ্যন্তু প্রমথাঃ সর্ব্বে ত্বয়া সঞ্জীবিতানিমান্। ১৮। ইত্যন্ধকবচঃ শ্রুত্বা স্থিরধীর্ভার্গবো মুনিঃ। কিঞ্চিৎ স্মিতং তদা কৃত্বা দানবাধিপমব্রবীৎ। ১৯। দানবাধিপতে সর্ব্বং তথ্যং যত্তাবিতং ত্বয়া। বিদ্যোপার্জ্জনমেতদ্ধি দানবার্থং ময়া কৃতম্। ২০। পীত্বা বর্ষসহস্রং বৈ কণধূমং সুদুঃসহম্। এষা প্রাপ্তেশ্বরাদ্বিদ্যা বান্ধবানাং সুখাবহা। ২১। এতয়া বিদ্যয়া সোহহং প্রমথৈর্ম্মথিতান্ রণে। উত্থাপয়িষ্যে গ্লানানি ধান্যান্যম্বুধরো যথা। ২২। নির্ব্রণান্নীরুজঃ স্বস্থান্ সুপ্তোত্থিতানিব পুনরুত্থিতান্। অস্মিন্ মুহূর্ত্তে দ্রষ্টাসি দানবানুত্থিতান্ নৃপ। ২৩। ইত্যুক্ত্বা দানবপতিং বিদ্যামাবর্ত্তয়ন্ কবিঃ। একৈকং দৈত্যমুদ্দিশ্য ত উত্তস্থুর্ধৃতায়ুধাঃ। ২৪। বেদা ইব সদভ্যস্তাঃ সময়ে বা যথাম্বুদাঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো যথা দত্তাঃ শ্রদ্ধয়ার্থা মহাপদি। ২৫। উজ্জীবিতাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা তুহুণ্ডাদ্যান্মহাসুরান্। বিনেদুঃ পূর্ব্বদেবাস্তে জলপূর্ণা ইবাম্বুদাঃ। ২৬। শুক্রেণোজ্জীবিতান্ দৃষ্ট্বা দানবাংস্তান্ গণেশ্বরাঃ। বিজ্ঞাপ্যমেব দেবেশে হ্যেবং তেহন্যোন্যমব্রুবন্। ২৭। আশ্চর্য্যরূপে প্রমথেশ্বরাণাং তস্মিংস্তথা বর্ত্ততি যুদ্ধযজ্ঞে। অমর্ষিতো ভার্গবকর্ম্ম দৃষ্ট্বা শিলাদপুত্রোহভ্যাগমন্মহেশম্। ২৮। জয়েতি চোক্ত্বা জয়যোনিমুগ্রমুবাচ নন্দী কনকাবদাতম্। গণেশ্বরাণাং রণকর্ম্ম দেব দেবৈশ্চ সেন্দ্রৈরপি দুষ্করং যৎ। ২৯। তদ্ভার্গবেণাদ্য কৃতং বৃথা নঃ সঞ্জীব্য তানাজিমৃতান্ বিপক্ষান্। আবর্ত্ত্য বিদ্যাং মৃতজীবদাত্রীমেকৈকমুদ্দিশ্য সহেলমীশ। ৩০। তুহুণ্ডহুণ্ডাদিকুজম্ভজম্ভ-বিপাকপাকাদিমহাসুরেন্দ্রাঃ। যমালয়াদদ্য পুনর্নিবৃত্তা বিদ্রাবয়ন্তঃ প্রমথাংশ্চরন্তি। ৩১। যদি হ্যসৌ দৈত্যবরান্নির-

—ইহাদিগকে মৃত্যুজেতা ভীমবিক্রম প্রমথগণ আক্রমণ করিয়া, দ্রাবিড়জাতিগণ যেমন চন্দনকে পাতিত এবং সূদিত করে, তদ্রূপ নিপাতিত এবং বিনষ্ট করিতেছে। আপনি পূর্ব্বকালে, তুষধূম সেবন করিয়া যে উৎকৃষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার এই সময় উপস্থিত। আজ প্রমথগণ সকলে, দৈত্যগণের পুনর্জ্জীবনদানতৎপর আপনার বিদ্যাবল এবং আপনার পুনর্জ্জীবিত দৈত্যগণকে অবলোকন করুক। স্থিরবুদ্ধি ভার্গব মুনি, দানবরাজ অন্ধকের এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে দানবরাজ! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই সত্য এবং আমি এই বিদ্যা উপার্জ্জনও দানবদিগের জন্যই করিয়াছি। আমি অতীব দুঃসহ তুষধূম সহস্র বৎসর সেবন করিয়া বান্ধবগণের সুখাবহ এই বিদ্যা শিবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি, সমরে প্রমথগণ কর্ত্তৃক নিহত অসুরদিগকে, ম্লান ধান্যগুচ্ছসমূহকে মেঘ যেমন সতেজ করে, তদ্রূপ এই বিদ্যাপ্রভাবে উত্থাপিত করিব। রাজন্! এই মুহূর্ত্তেই সেই মৃত দানবদিগকে নির্ব্রণ, ব্যথাহীন, সুস্থ এবং যেন সুপ্তোত্থিত দেখিবে। কবি শুক্র, দানবরাজকে এই কথা বলিয়া এক এক দৈত্যকে উদ্দেশ করিয়া সেই মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন; সম্প্রদায়নাশে বিচ্ছিন্নপ্রায় বেদ যেরূপ সজ্জনগণ কর্ত্তৃক অভ্যস্ত হইয়া পুনঃ প্রচারিত হয়, পূর্ব্ববিলুপ্ত মেঘমালা যেরূপ বর্ষাকালে পুনরায় উদিত হয় এবং শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত অর্থ যেমন মহাবিপত্তিকালে, দাতৃগণের ফলদানার্থ উত্থিত হয়, তদ্রূপ তৎক্ষণাৎ তাহারা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইতে লাগিল। তুহুণ্ড প্রভৃতি মহাসুরগণকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া অসুরগণ, জলপূর্ণ জলধরের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রমথশ্রেষ্ঠগণ, সেই দানবদিগকে, শুক্রকর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া পরস্পরে তাহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন,—এই কথা দেবদেবের নিকট নিবেদন করিতে হইবে। তথায় প্রমথশ্রেষ্ঠদিগের অতীব অদ্ভুত যুদ্ধযজ্ঞ হইতে থাকিলে, শিলাদতনয় নন্দী, ভার্গবকর্ম্মদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১৪—২৮। অনন্তর তিনি সেই জয়হেতু ধুস্তুর-গৌরবর্ণ মহাদেবকে "জয় জয়" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেব! ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুষ্কর যে যুদ্ধকার্য আমরা সকল গণনায়ক করিয়াছি, ভার্গব এক এক জনের উদ্দেশে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আবৃত্তি করিয়া সমরনিহত বিপক্ষবৃন্দকে পুনরুজ্জীবিত করত তাহা বিফল করিয়াছেন! তুহুণ্ড, হুণ্ড, কুজম্ভ, জম্ভ, বিপাক এবং পাক প্রভৃতি মহাসুরশ্রেষ্ঠগণ যমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রমথগণকে বিদ্রাবিত করত বিচরণ করিতেছে।

স্তান্ সঞ্জীবয়েদত্র পুনঃপুনস্তান্। জয়ঃ কুতো নো ভবিতা মহেশ গণেশ্বরাণাং কুত এব শান্তিঃ ॥ ৩২ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ প্রমথেশ্বরেণ স নন্দিনা বৈ প্রমথেশ্বরেশঃ। উবাচ দেবঃ প্রহসংস্তদানীং তং নন্দিনং সর্ব্বগণেশরাজম্ ॥ ৩৩ ॥ নন্দিন্ প্রযাহি ত্বরিতোহতিমাত্রং দ্বিজেন্দ্রবর্য্যং দিতিনন্দনানাম্। মধ্যাৎ সমুদ্ধৃত্য তথানয়াশু শ্যেনো যথা লাবকমণ্ডজাতম্ ॥ ৩৪ ॥ স এবমুক্তো বৃষভধ্বজেন ননাদ নন্দী বৃষসিংহনাদঃ। জগাম তূর্ণঞ্চ বিগাহ্য সেনাং যত্রাভবদ্ভার্গববংশদীপঃ ॥ ৩৫ ॥ তং রক্ষ্যমাণং দিতিজৈঃ সমস্তৈঃ পাশাসিবৃক্ষোপলশৈলহস্তৈঃ। বিক্ষোভ্য দৈত্যান্ বলবান্ জহার কাব্যং স নন্দী শরভো যথেভম্ ॥ ৩৬ ॥ স্রস্তাম্বরং বিচ্যুতভূষণঞ্চ বিমুক্তকেশং বলিনা গৃহীতম্। বিমোচয়িষ্যন্ত ইবানুজগ্মুঃ সুরারয়ঃ সিংহরবান্ সৃজন্তঃ ॥ ৩৭ ॥ দম্ভোলিশূলাসিপরশ্বধানামুদ্দণ্ডচক্রোপলকম্পনানাম্। নন্দীশ্বরস্যোপরি দানবেন্দ্রা বর্ষং ববর্ষুর্জলদা ইবোগ্রম্ ॥৩৮॥ তং ভার্গবং প্রাপ্য গণাধিরাজো মুখাগ্নিনা শস্ত্রশতানি দগ্ধ্বা। আয়াৎ প্রবৃদ্ধেঽসুরদেবযুদ্ধে ভবস্য পার্শ্বে ব্যথিতারিসৈন্যঃ ॥ ৩৯ ॥ অয়ং স শুক্রো ভগবন্নিতীদং নিবেদয়ামাস ভবায় শীঘ্রম্। জগ্রাহ শুক্রং স চ দেবদেবো যথোপহারং শুচিনা প্রদত্তম্ ॥ ৪০ ॥ ন কিঞ্চিদুক্ত্বা স হি ভূতগোপ্তা চিক্ষেপ বক্ত্রে ফলবৎ কবীন্দ্রম্। হাহারবৈস্তৈরসুরৈঃ সমস্তৈরুচ্চৈর্বিমুক্তো হহহেতি ভূরি ॥ ৪১ ॥ কাব্যে নিগীর্ণে গিরিজেশ্বরেণ দৈত্যা জয়াশারহিতা বভূবুঃ। হস্তৈর্বিমুক্তা ইব বারণেন্দ্রাঃ শৃঙ্গৈর্বিহীনা ইব গোবৃষাশ্চ ॥ ৪২ ॥ শরীরহীনা ইব জীবসঙ্ঘা দ্বিজা যথা চাধ্যয়নেন হীনাঃ। নিরুদ্যমাঃ সত্ত্বগণা যথা বৈ যথোদ্যমা ভাগ্যবিবর্জ্জিতাশ্চ ॥ ৪৩ ॥ পত্যা বিহীনাশ্চ যথৈব যোষা যথা বিপক্ষা ইব মার্গণৌঘাঃ। আয়ূংষি হীনানি যথৈব পুণ্যৈর্বৃত্তেন হীনানি যথা শ্রুতানি ॥ ৪৪ ॥ বিনা যথা বৈ ভবভক্তিমেকাং ভবন্তি হীনাঃ স্বফলৈঃ ক্রিয়ৌঘাঃ। তথা বিনা তং দ্বিজবর্য্যমেকং দৈত্যা জয়াশাবিমুখা বভূবুঃ ॥ ৪৫ ॥ নন্দিনাপহৃতে শুক্রে গিলিতে চ বিষাদিনা। বিষাদমগমন্ দৈত্যা হীয়মানরণোৎসবাঃ ॥ ৪৬ ॥ তান্

ঐ ভার্গব, যদি নিহত দৈত্যগণকে পুনঃপুনঃ উজ্জীবিত করেন ত হে মহেশ! আমাদের জয় হইবে কিরূপে? সুতরাং গণনায়কদিগের সুখশান্তিই বা হইবে কিরূপে? প্রমথশ্রেষ্ঠ নন্দী এই কথা বলিলে, প্রমথাধিপনায়ক মহেশ্বর সেই সর্ব্বগণপ্রবরাধ্যক্ষ নন্দীকে হাস্য করত কহিলেন,—"নন্দিন্! অতি শীঘ্র গমন কর; শ্যেন যেমন লাবকপক্ষিকে তুলিয়া লয়, তদ্রূপ দৈত্যগণের মধ্য হইতে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে শীঘ্র তুলিয়া লইয়া আইস।" মহাদেব এই কথা বলিলে, সেই বৃষসিংহনাদী নন্দী সিংহনাদ করিলেন। অনন্তর, নন্দী, যথায় ভৃগুবংশদীপ, শুক্র অবস্থিত ছিলেন, সৈন্যবিলোড়নপুরঃসর তথায় শীঘ্র গমন করিলেন। সকল দৈত্যগণ পাশ, খড়্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং পর্ব্বত হস্তে লইয়া যাঁহাকে রক্ষা করিতেছে, শরভ যেমন হস্তীকে হরণ করে, তদ্রূপ, বলবান্ নন্দী অসুরগণকে বিক্ষোভিত করত সেই শুক্রকে হরণ করিলেন। সেই স্খলিতবস্ত্র, মুক্তকেশ, বিচ্যুতভূষণ, মহাবল নন্দী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত শুক্রকে বিমুক্ত করিবার জন্যই অসুরগণ সিংহনাদ করত নন্দীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। তখন দানবেন্দ্রগণ জলদজালের ন্যায় নন্দীশ্বরের উপর বজ্র, শূল, খড়্গ, কুঠার, বহুতর চক্র, প্রস্তর এবং কম্পনাস্ত্র তীব্রবেগে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গণাধিরাজ নন্দী, প্রবৃদ্ধ দেবাসুরযুদ্ধে অরি-সৈন্যদিগের ব্যথা দিয়া মুখানল দ্বারা শত শত অস্ত্র দগ্ধ করত ভার্গবকে গ্রহণপূর্ব্বক শিবপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং সত্বর মহাদেবকে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! এই সেই শুক্র। তখন দেবদেব, পবিত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপহারের ন্যায় সেই শুক্রকে গ্রহণ করিলেন। সেই ভূতপতি আর কিছু না বলিয়া কবিশ্রেষ্ঠ শুক্রকে ফলবৎ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন, সমস্ত অসুরগণ উচ্চৈঃস্বরে অনবরত হাহাকার করিতে লাগিল।২৯—৪১। গিরিজাপতি, শুক্রকে গিলিয়া ফেলিলে, দৈত্যগণ, জয়াশা পরিত্যাগ করিল। তখন যেমন শুণ্ডহীন করীন্দ্র, শৃঙ্গহীন বৃষেন্দ্র, শরীরহীন জীবসমূহ; যেমন অধ্যয়নহীন দ্বিজ, উদ্যমহীন প্রাণিগণ, ভাগ্যসম্বন্ধহীন উদ্যোগ; যেমন পতিহীন রমণী, পক্ষহীন শরজাল, পুণ্যহীন আয়ু; যেমন অসচ্চরিত্র ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ এবং শিবভক্তিহীন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ দৈত্যগণ, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠবিরহিত হইয়া জয়ের আশা পরিত্যাগ করিল। শুক্র নন্দী কর্ত্তৃক অপহৃত এবং হলাহলপায়ী মহাদেব কর্ত্তৃক গিলিত

বীক্ষ্য বিগতোৎসাহানন্ধকঃ প্রত্যভাষত।
কবিং বিক্রম্য নয়তা নন্দিনা বঞ্চিতা বয়ম্।
তনূর্ব্বিমা হৃতাঃ প্রাণাঃ সর্ব্বেষামদ্য তেন নঃ ॥ ৪৭ ॥
ধৈর্য্যং বীর্য্যং গতিঃ কীর্ত্তিঃ সত্ত্বং তেজঃ পরাক্রমঃ।
যুগপন্নো হৃতং সর্ব্বমেকস্মিন্ ভার্গবে হৃতে ॥ ৪৮ ॥
ধিগস্মান্ কুলপূজ্যো যৈরেকোঽপি কুলসত্তমঃ।
গুরুঃ সর্ব্বসমর্থশ্চ ত্রাতা ত্রাতো ন চাপদি ॥
৪৯ ॥ তদ্ধৈর্য্যমবলম্ব্যেহ যুধ্যধ্বমরিভিঃ সহ।
হৃদয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বান্ প্রমথান্ সহ নন্দিনা ॥ ৫০ ॥
অথৈতান্ বিবশান্ হত্বা সহ দেবৈঃ সবাসবৈঃ।
ভার্গবং মোচয়িষ্যামি জীবং যোগীব কর্ম্মতঃ ॥ ৫১ ॥
স চাপি যোগী যোগেন যদি নাম স্বয়ং প্রভুঃ।
শরীরাত্তস্য নির্গচ্ছেদস্মাকং শেষপালিনা ॥ ৫২ ॥
ইত্যন্ধকবচঃ শ্রুত্বা দানবা মেঘনিঃস্বনাঃ। প্রমথা-
মর্দ্দয়ামাসুর্দ্দুর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৫৩ ॥ সত্যায়ুষি
ন নো জেতুং শক্তাঃ স্যুঃ প্রমথা বলাৎ।
অসত্যায়ুষি কিং গত্বা ত্যক্ত্বা স্বামিনমাহবে ॥ ॥৫৪ ॥
যে স্বামিনং বিহায়াজৌ বহুমানধনা জনাঃ।
যান্তি তে যান্তি নিয়তমন্ধতামিস্রমালয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
অযশস্তমসা খ্যাতিং মলিনীকৃত্য ভূরিশঃ।
ইহামুত্রাপি সুখিনো ন স্যুর্ভগ্না রণাজিরাৎ ॥ ৫৬ ॥
কিং দানৈঃ কিং তপোভিশ্চ কিং তীর্থপরিমজ্জনৈঃ।
ধরাতীর্থে যদি স্নাতং পুনর্ভবমলাপহে ॥ ৫৭ ॥
সম্প্রধার্য্যেতি তেঽন্যোন্যং দৈত্যাস্তে দনুজাস্তথা।
মমন্থুঃ প্রমথানাজৌ রণভেরীর্নিনাদ্য চ ॥ ৫৮ ॥
তত্র বাণাসিবজ্রৌঘৈঃ কটঙ্কটশিলাময়ৈঃ। ভুষণ্ডি-
ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভল্লপরশ্বধৈঃ ॥ ৫৯ ॥ খট্বাঙ্গৈঃ
পট্টিশৈঃ শূলৈর্লকুটৈর্মুষলৈরলম্। পরস্পরমভিঘ্নন্তঃ
প্রচক্রুঃ কদনং মহৎ ॥ ৬০ ॥ কার্মুকাণাং বিকৃষ্টানাং
পততাঞ্চ পতত্রিণাম্। ভিন্দিপালভুষণ্ডীনাং
ক্ষেড়িতানাং রবোঽভবৎ ॥ ৬১ ॥ রণতূর্য্যনিনাদৈশ্চ
গজানাং বহুবৃংহিতৈঃ। হ্রেষারবৈর্হয়ানাঞ্চ মহান্
কোলাহলোঽভবৎ ॥ ৬২ ॥ প্রতিস্বনৈরবাপূরি
দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্। অভীরূণাঞ্চ ভীরূণাং
মহারোমোদ্গমোঽভবৎ ॥ ৬৩ ॥ গজবাজিমহারাব-

হইলে, রণোৎসাহহীন অসুরগণ বিষাদ প্রাপ্ত হইল। তাহাদিগকে নিরুৎসাহ দেখিয়া অন্ধক বলিলেন, নন্দী বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শুক্রকে গ্রহণ করত আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে; নন্দী আজ আমাদের শরীর লয় নাই, প্রাণ হরণ করিয়াছে। এক ভার্গবকে হরণ করিয়া, নন্দী আমাদের ধৈর্য্য, বীর্য্য, গতি, কীর্ত্তি, জ্ঞান, তেজ, পরাক্রম, এ সমস্তই যুগপৎ হরণ করিয়াছে। যে আমরা আমাদের কুলপূজ্য, ভৃগুবংশপ্রদীপ, সর্ব্বসমর্থ, সর্ব্বরক্ষক একমাত্র গুরুকেও আপদে পরিত্রাণ করিতে পারিলাম না, সেই আমাদিগকে ধিক্! সে যাহা হউক, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপুরঃসর শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর। আমি নন্দি-সমন্বিত এইসকল প্রমথগণকেই নিহত করিব। অদ্য ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণসহ এই প্রমথগণকে অবশভাবে নিহত করিয়া যোগী যেমন কর্ম্মবন্ধন হইতে জীবকে মুক্ত করে, তদ্রূপ আমিও ভার্গবকে শিবোদরমুক্ত করিব। আর যদি সেই যোগী প্রভু যোগবলে শিবের শরীর হইতে স্বয়ং নির্গত হন ত শেষে আমাদের তিনি রক্ষা করিবেন। মেঘগম্ভীর-নির্ঘোষ দানবগণ, অন্ধকের এই কথা শ্রবণে মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রমথগণকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। "আয়ুঃসত্ত্বে প্রমথেরা কিছু বলপূর্ব্বক মারিতে পারিবে না, আর যদি আয়ুঃ না থাকে ত স্বামীকে যুদ্ধে পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে ফল কি? যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুতর মানধনসম্পন্ন থাকিলেও স্বামীকে যুদ্ধে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধতামিস্র নরক-গৃহে গমন করে। প্রভূততর সুখ্যাতিকে অযশঃস্বরূপ অন্ধকার দ্বারা মলিন করত যাহারা রণাঙ্গনে ভঙ্গ দেয়, তাহারা ইহপরকালে সুখী হয় না। যদি পুনর্জ্জন্মমল-বিনাশক অস্ত্রধারাতীর্থে স্নান করা যায় ত দান, তপস্যা এবং তীর্থস্নানের প্রয়োজন কি?" দৈত্যদানবগণ, পরস্পরে ইহা স্থির করিয়া, সমরভেরীসমূহ নিনাদিত করত প্রমথগণকে রণে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল।৪২—৫৮। তথায় প্রমথগণ এবং দৈত্যদানবগণ পরস্পরে বাণ, খড়্গ, বজ্রসমূহ, কটঙ্কট শব্দযুক্ত শিলাময় যন্ত্র, ভুশুণ্ডী, ভিন্দিপাল, শক্তি, ভল্ল, কুঠার, খট্বাঙ্গ, শূল, পট্টিশ, লকুট এবং মুষল দ্বারা আঘাত প্রতিঘাত করত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কার্ম্মুকাকর্ষণের ও শর, ভিন্দিপাল এবং ভুশুণ্ডীপতনের এবং বহু সিংহনাদের ধ্বনি হইতে লাগিল। সমরতূর্য্য-নিনাদ, করিকুলের বহু বৃংহিত শব্দ এবং অশ্বদিগের হেষারবে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দ্যাবাপৃথিবীর অভ্যন্তর প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। বীরগণের এবং ভীরুদিগের অতীব রোমাঞ্চ হইতে

স্ফুটচ্ছদগ্রহাণি চ। ভগ্নধ্বজপতাকানি ক্ষীণপ্রহরণানি চ॥ ৬৪॥ রুধিরোদ্গারচিত্রাণি ব্যশ্বহস্তিরথানি চ। পিপাসিতানি সৈন্যানি মুমূর্চ্ছুরুভয়ত্র বৈ॥ ৬৫॥ দৃষ্ট্বা সৈন্যঞ্চ প্রমথৈর্ভজ্যমানমিতস্ততঃ। দুদ্রাব রথমাস্থায় স্বয়মেবান্ধকো গণান্॥ ৬৬॥ শরবজ্রপ্রহারৈস্তে-র্বজ্রাঘাতৈর্নগা ইব। প্রমথা নেশিরে বাতৈর্নিস্তোয়া ইব তোয়দাঃ॥ ৬৭॥ যান্তমায়ান্তমালোক্য দূরস্থং নিকটস্থিতম্। প্রত্যেকং রোমসংখ্যাস্তির্ব্যধাদ্বাণৈ-স্তদান্ধকঃ॥ ৬৮॥ বিনায়কেন স্কন্দেন নন্দিনা সোমনন্দিনা। নৈগমেয়েন শাখেন বিশাখেন বলীয়সা॥ ৬৯॥ ইত্যাদ্যৈশ্চ গণৈরুগ্রৈরন্ধকো-ঽপ্যন্ধকীকৃতঃ। ত্রিশূলশক্তিবাণৌঘ-ধারাসম্পাত-পাতিভিঃ॥ ৭০॥ ততঃ কোলাহলো জাতঃ প্রমথা-সুরসৈন্যয়োঃ। তেন শব্দেন মহতা শুক্রঃ শম্ভুদরে স্থিতঃ॥ ৭১॥ ছিদ্রান্বেষী ভ্রমন্ সোঽথ বিনিকেতো যথানিলঃ। সপ্ত লোকান্ সপাতালান্ রুদ্রদেহে ব্যলোকয়ৎ॥ ৭২॥ ব্রহ্মনারায়ণেন্দ্রাণামাদিত্যাপ্সরসাং তথা। ভুবনানি বিচিত্রাণি যুদ্ধঞ্চ প্রমথাসুরম্॥

লাগিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যদিগেরই গজবাজি-গণের মহাশব্দে কর্ণ বধির হইল; ধ্বজপতাকা ভগ্ন হইল, অস্ত্রসকল অল্পাবশিষ্ট রহিল, অশ্ব হস্তী এবং রথ পর্য্যন্ত রুধিরোদ্রেকে চিহ্নিত হইল; তাহারা সকলেই পিপাসিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইল। তখন স্বয়ং অন্ধক, সৈন্যদিগকে প্রমথগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ ভগ্ন দেখিয়া রথারোহণপূর্ব্বক সমরে ধাবিত হইল। সেই প্রমথগণ, বজ্রাঘাতে গিরি-সমূহের ন্যায় এবং বায়ুবেগে নির্জ্জল জলদাবলীর ন্যায়, অন্ধকের বজ্রতুল্য শরপ্রহারে বিনষ্ট হইলেন। তখন অন্ধক গমনপরায়ণ, আগমনপরায়ণ, দূরস্থিত, নিকটস্থিত, সকলকেই দেখিয়া প্রত্যেককে যত রোম, তত বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। গণেশ, কার্ত্তিকেয়, শিবানন্দকর নন্দী, নৈগমেয়, শাখ এবং বলীয়ান বিশাখ ইত্যাদি অত্যুগ্রগণসমূহ ত্রিশূলশক্তি এবং শরজাল বৃষ্টিধারার ন্যায় নিক্ষেপ করত অন্ধ-কাসুরকেও অন্ধ করিয়া তুলিলেন। অনন্তর প্রমথগণ এবং অসুরসৈন্যদিগের মহান্ কোলাহল হইল; সেই শব্দে শিবোদরস্থিত শুক্র বহির্গমনের ছিদ্র অন্বেষণ করত আশ্রয়হীন বায়ুর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই রুদ্রজঠরে সপ্তলোক এবং পাতালাদি দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্র, আদিত্য এবং অপ্সরোগণের বিচিত্র লোক সকল

॥ ৭৩॥ স বর্ষাণাং শতং কুক্ষৌ ভবস্য পরিতো ভ্রমন্। ন তস্য দদৃশে রন্ধ্রং শুচেরন্ধ্রং খলো যথা॥ ৭৪॥ শাম্ভবেনাথ যোগেন শুক্ররূপেণ ভার্গবঃ। চস্কন্দাথ ননামাপি ততো দেবেন ভাষিতঃ॥ ৭৫॥ শুক্রবন্নিঃশৃতো যস্মাত্তস্মাত্ত্বং ভৃগুনন্দন। কর্ম্মণানেন শুক্রস্ত্বং মম পুত্রোঽসি গম্যতাম্॥ ৭৬॥ জঠরান্নির্গতে শুক্রে দেবোঽপি মুমুদেতরাম্। ভ্রমন্ শ্রেয়ো ভবেদ্যস্মে ন মৃতো জঠরে দ্বিজঃ॥ ৭৭॥ ইত্যেব-মুক্তো দেবেন শুক্রোঽর্কসদৃশদ্যুতিঃ। বিবেশ দানবানীকং মেঘমালাং যথা শশী॥ ৭৮॥ শুক্রোদয়া-মুদং লেভে স দানবমহার্ণবঃ। যথা চন্দ্রোদয়ে হর্ষমূর্ম্মিমালী মহোদধিঃ॥ ৭৯॥ অন্ধকান্ধকহন্ত্রোর্ব্বৈ বর্ত্তমানে মহাহবে। ইত্থং নাম্নাভবচ্ছুক্রঃ স বৈ ভার্গবনন্দনঃ॥ ৮০॥ যথা চ বিদ্যাং তাং প্রাপ মৃতসঞ্জীবনীং পরাম্। শম্ভোরনুগ্রহাৎ কাব্য-স্তন্নিশাময় সুব্রত॥ ৮১॥ পুরাসৌ ভৃগুদায়াদো গত্বা বারাণসীং পুরীম্। অণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জ-

আর প্রমথগণের ও অসুরগণে যুদ্ধও দেখিতে পাই-লেন। শুক্র ভবজঠরে, শত বৎসর ভ্রমণ করিয়াও খল যেমন পবিত্র ব্যক্তির ছিদ্র দেখিতে পায় না, তদ্রূপ বহির্গমনের ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, ভার্গব শৈবযোগ অবলম্বনপুরঃসর শুক্র-রূপে শিবদেহাভ্যন্তর হইতে স্খলিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন; অনন্তর দেবদেব, তাঁহাকে বলি-লেন, ভৃগুনন্দন! তুমি যে শুক্রবৎ নিঃসৃত হইয়াছ, এই কার্য্য দ্বারাই তোমার নাম হইল শুক্র এবং তুমি আমার পুত্র হইলে; গমন কর। শুক্র উদর হইতে নির্গত হইলে, দেবদেবও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—ব্রাহ্মণ যে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার উদরে মরে নাই, ইহাই আমার মঙ্গল। সে যাহা হউক, মহাদেব পূর্ব্বোক্তরূপ বলিলে, সূর্য্যসমপ্রভ শুক্র, চন্দ্র যেমন মেঘমালা-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দানবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অন্ধক এবং অন্ধকসূদন শিবের মহা-যুদ্ধ চলিবার সময় সেই ভৃগুনন্দন, এইরূপে শুক্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেরূপে কাব্য, শিবের অনু-গ্রহে মৃতসঞ্জীবনীনাম্নী পরম বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, হে সুব্রত! তাহা শ্রবণ কর।৫৯—৮১। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—পূর্ব্বকালে এই ভৃগুনন্দন অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণের গতিপ্রদায়িনী বারাণসী পুরীতে গমন-

জরামৃত্যুগতিপ্রদাম্ ॥ ৮২ ॥ সংস্থাপ্য লিঙ্গং শ্রীশম্ভোঃ কূপং কৃত্বা তদগ্রতঃ। বহুকালং তপস্তেপে ধ্যায়ন্ বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্ ॥ ৮৩ ॥ রাজচম্পকধত্তূর-করবীরকুশেশয়ৈঃ। মালতীকর্ণিকারৈশ্চ কদম্বৈ-র্বকুলোৎপলৈঃ ॥ ৮৪ ॥ মল্লিকাশতপত্রীভিঃ সিন্ধুবারৈঃ সকিংশুকৈঃ। অশোকৈঃ করুণৈঃ পুষ্পৈঃ পুন্নাগৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৮৫ ॥ ক্ষুদ্রাভির্মাধবীভিশ্চ পাটলাবিল্বচম্পকৈঃ। নববল্লী-বিচিকিলৈঃ কুন্দৈঃ সমুচুকুন্দকৈঃ ॥ ৮৬ ॥ মন্দারৈ-র্বিল্বপত্রৈশ্চ দ্রোণৈর্মরুবকৈর্বকৈঃ। গ্রন্থিপর্ণৈর্দমনকৈঃ সুরভূচূতপল্লবৈঃ ॥ ৮৭ ॥ তুলসীদেবগন্ধারীবৃহৎ-পত্রীকুশাঙ্কুরৈঃ। নন্দ্যাবর্ত্তৈরগস্ত্যৈশ্চ সশালৈ-র্দেবদারুভিঃ ॥ ৮৮ ॥ কাঞ্চনারৈঃ কুরুবকৈর্দূর্ব্বাঙ্কুর-কুরুণ্টকৈঃ। প্রত্যেকমেভিঃ কুসুমৈঃ পল্লবৈরপ-রৈরপি ॥ ৮৯ ॥ পত্রৈঃ শতসহস্রৈশ্চ স সমানর্চ্চ শঙ্করম্। পঞ্চামৃতৈর্দ্রোণমিতৈর্বহুকৃত্বঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৯০ ॥ স্নপয়ামাস দেবেশং সুগন্ধস্নপনৈর্বহু। সহস্রকৃত্বো দেবেশং চন্দনৈর্যক্ষকর্দ্দমৈঃ ॥ ৯১ ॥

সমালিলিম্পদ্দেবেশং সুগন্ধোদ্বর্ত্তনান্যপি। গীত-নৃত্যোপহারৈশ্চ শ্রুত্যুক্তস্তুতিভির্বহু ॥ ৯২ ॥ নাম্নাং সহস্রৈরন্যৈশ্চ স্তোত্রৈস্তুষ্টাব শঙ্করম্। সহস্রং পঞ্চ শরদামিত্থং শুক্রঃ সমর্চ্চয়ন্ ॥ ৯৩ ॥ যদা দেবং নালুলোকে মনাগপি বরোন্মুখম্। তদান্যং নিয়মং ঘোরং জগ্রাহাতীবদুঃসহম্ ॥ ৯৪ ॥ প্রক্ষাল্য চেতসোঽত্যন্তং চাঞ্চল্যাখ্যং মহামলম্। ভাবনা-বার্ভিরসকৃদিন্দ্রিয়ৈঃ সহিতস্য চ ॥ ৯৫ ॥ নির্ম্মলীকৃত্য তচ্চেতোরত্নং দত্বা পিনাকিনে। প্রপপৌ কণধূমৌঘং সহস্রং শরদাং কবিঃ ॥ ৯৬ ॥ প্রসসাদ তদা দেবো ভার্গবায় মহাত্মনে। তস্মাল্লিঙ্গাদ্বিনির্গত্য সহস্রার্কা-ধিকদ্যুতিঃ ॥ ৯৭ ॥ উবাচ চ বিরূপাক্ষঃ সাক্ষাদ্-দাক্ষায়ণীপতিঃ। তপোনিধে প্রসন্নোঽস্মি বরং বরয় ভার্গব ॥ ৯৮ ॥ নিশম্যেতি বচঃ শম্ভোরম্ভোজ-নয়নো দ্বিজঃ। উদ্যদানন্দসন্দোহ-রোমাঞ্চাঞ্চিত-বিগ্রহঃ ॥ ৯৯ ॥ তুষ্টাবাষ্টতনুং তুষ্টঃ প্রফুল্লনয়নাঞ্চলঃ। মৌলাবঞ্জলিমাধায় বদন্ জয় জয়েতি চ ॥ ১০০ ॥ ভার্গব উবাচ। ত্বং ভাভিরাভিরভিভূয় তমঃ সমস্তমস্তং নয়স্যভিমতানি নিশাচরাণাম্। দেদীপ্যসে

পূর্ব্বক, শিবলিঙ্গ স্থাপন এবং শিবলিঙ্গের সম্মুখে কূপ নির্ম্মাণ করিয়া প্রভু বিশ্বেশ্বরকে ধ্যান করত বহুকাল তপস্যা করিলেন। রাজচম্পক পুষ্প, ধুস্তূর পুষ্প, পদ্ম পুষ্প, মালতী পুষ্প, কর্ণিকার পুষ্প, করবীর পুষ্প, কদম্ব পুষ্প, বকুল পুষ্প, শ্বেতপদ্ম-পুষ্প, মল্লিকা পুষ্প, শতপত্রী পুষ্প, সিন্ধুবার পুষ্প, কিংশুক পুষ্প, অশোক পুষ্প, করুণ পুষ্প, পুন্নাগ-পুষ্প, নাগকেশর পুষ্প, ক্ষুদ্র মাধবী পুষ্প, পাটলা-পুষ্প, বিল্ব পুষ্প, চম্পক পুষ্প, নবমল্লিকা পুষ্প, চাক্রপুট পুষ্প, কুন্দ পুষ্প, মুচুকুন্দ পুষ্প, মন্দার পুষ্প, বিল্বপত্র, দ্রোণ পুষ্প, মরুবক পুষ্প, অনেক প্রকার বক পুষ্প, গ্রন্থিপর্ণ পুষ্প, দমনক পুষ্প, সুরভু পুষ্প, আম্রমুকুল, তুলসী পত্র, দেবগান্ধারী পুষ্প, বৃহৎ-পত্রী পুষ্প, কুশ পুষ্প, তগর পুষ্প, অন্যপ্রকার বক পুষ্প, শাল ও দেবদারু পল্লব, কাঞ্চন পুষ্প, কুরুবক-পুষ্প, কুরুণ্টক পুষ্প এবং দূর্ব্বাঙ্কুর এই সকল এবং অন্যান্য শত সহস্র প্রকার পুষ্প পল্লব এবং পত্র এক একটী করিয়া তদ্দ্বারা শিবপূজা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রোণপরিমিত পঞ্চামৃত এবং সুগন্ধ স্নানীয় দ্রব্যদ্বারা দেবদেবকে যত্নসহকারে বারংবার স্নান করাইলেন। দেবদেবকে সুগন্ধ উদ্বর্ত্তন মাখাইয়া পরে সহস্রবার চন্দন এবং কর্পূর-

মৃগনাভি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত যক্ষকর্দ্দম দিয়া অনু-লিপ্ত করিলেন। নৃত্য, গীত, উপহার বেদোক্ত স্তব এবং এতদ্ভিন্ন সহস্রনাম স্তোত্র দ্বারা মহাদেবকে বহু স্তব করিলেন। শুক্র এইরূপে পঞ্চ সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিলেন। যখন মহা-দেবকে স্বল্পমাত্রও বরদানে উন্মুখ না দেখিলেন, তখন অন্যবিধ অতি দুঃসহ ঘোর নিয়ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কবি, ইন্দ্রিয় সকল এবং চিত্তের অত্যন্ত চাপল্যরূপ মহামলকে শিবভাবনারূপ জল দ্বারা বারংবার প্রক্ষালিত করিয়া সেই নির্ম্মলীকৃত হৃদয়রত্ন মহাদেবে অর্পণপূর্ব্বক সহস্র বৎসর তুষধূম সেবন করিতে লাগিলেন। ৮২—৯৬। তখন মহাত্মা ভার্গবের প্রতি মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। সাক্ষাৎ দাক্ষায়ণীপতি বিরূপাক্ষ, সহস্রসূর্য্য অপেক্ষা সমধিক তেজোময় রূপে সেই লিঙ্গ হইতে বিনিঃ-সৃত হইয়া শুক্রকে বলিলেন,—হে তপোনিধে ভার্গব! প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। কমল-লোচন ব্রাহ্মণ, শিবের এই কথা শ্রবণে আনন্দভরে পুলকপূর্ণ-দেহ ও প্রফুল্ল-লোচন হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক জয় জয় শব্দ কীর্ত্তন করত সন্তোষ সহকারে অষ্টমূর্ত্তি শিবের স্তব করিতে লাগি-লেন;—হে জগদীশ্বর! আপনি এই প্রভাজাল

দিনমণে গগনে হিতায় লোকত্রয়স্য জগদীশ্বর তন্নমস্তে॥ ১০১ ॥ লোকেঽতিবেলমতিবেল-মহামহোভির্নির্ম্মাসি কৌমুদমুদঞ্চ সমুৎসমুদ্রম্। বিদ্রাবিতাখিলতমাঃ সুতমো হিমাংশো পীযূষপূর-পরিপূরিত তন্নমস্তে॥ ১০২॥ ত্বং পাবনে পথি সদাগতিরস্যুপাস্যঃ কস্ত্বাং বিনা ভুবনজীবন জীবতীহ। স্তব্ধপ্রভঞ্জন বিবর্দ্ধিতসর্ব্বজন্তো সন্তোষি তাহিকুল সর্ব্বগ তন্নমস্তে। ১০৩॥ বিশ্বৈকপাবক ন তাবকপাবকৈকশক্তের্ঋতেঽমৃত বতামৃতদিব্যকার্য্যম্। প্রাণিত্যহো জগদহো জগদন্তরাত্মংস্তৎ পাবক প্রতিপদং শমদং নমস্তে ॥ ১০৪ ॥ পানীয়রূপ পরমেশ জগৎপবিত্র চিত্রং বিচিত্রসুচরিত্র করোষি নূনম্। বিশ্বং পবিত্রমমলং কিল বিশ্বনাথ পানাব-গাহনত এতদতো নতোঽস্মি॥ ১০৫॥ আকাশরূপ বহিরন্তরুতাবকাশদানাদ্বিকস্বরমিহেশ্বর বিশ্বমেতৎ। ত্বত্তঃ সদা সদয় সংশ্বসিতি স্বভাবাৎ সঙ্কোচমেতি ভবতোঽস্মি নতস্ততস্ত্বাম্॥ ১০৬ ॥ বিশ্বন্তরাত্মক বিভর্ষি বিভোঽত্র বিশ্বং কো বিশ্বনাথ ভবতোঽন্য-তমস্তমোরেঃ। তৎ ত্বাং বিনা ন শশিনাং হিমজাবিভূষ-স্তব্যোঽপরঃ পরপর প্রণতস্ততস্ত্বাম্॥ ১০৭ ॥ আত্মস্বরূপ তব রূপপরম্পরাভিরাভিস্ততঃ হর চরাচররূপমেতৎ। সর্ব্বান্তরাত্মনিলয় প্রতিরূপরূপ নিত্যং নতোঽস্মি পরমাত্মতনোঽষ্টমূর্ত্তে॥ ১০৮॥ ইত্যষ্টমূর্ত্তিভিরিমাভিরুমাভিবন্দ্য বন্দ্যাতিবন্দ্য তব বিশ্বজনীনমূর্ত্তে। এতত্ততং সুবিততং প্রণতপ্রণীত-সর্ব্বার্থসার্থপরমার্থ ততো নতোঽস্মি॥ ১০৯ ॥ অষ্টমূর্ত্ত্যষ্টকেনেষ্টং পরিষ্টুত্যেতি ভার্গবঃ। ভর্গং ভূমিমিলন্মৌলিঃ প্রণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ১১০ ॥ ইতি স্তুতো মহাদেবো ভার্গবেনাতিতেজসা। উত্থাপ্য ভূমের্বাহুভ্যাং ধৃত্বা তং প্রণতং দ্বিজম্॥ ১১১ ॥ উবাচ দশনজ্যোৎস্না-প্রদ্যোতিত-দিগন্তরঃ। অনেনাত্যুগ্রতপসা হৃনস্থাচরিতেন চ॥

দ্বারা সমস্ত অন্ধকার অভিভূত করিয়া নিশাচর-গণের অভিমত বস্তুজাতকে নিরস্ত করিতেছেন এবং লোকত্রয়ের হিতের জন্য দিনমণিরূপে গগনে অত্যন্ত দীপ্তি পাইতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে সুধানিকরপূর্ণ হিমাংশুরূপিন! জগতে আপনি অখিল তমস্তোম বিদ্রাবিত করিয়া অসীম মহাতেজ দ্বারা কুমুদপ্রমোদ এবং সমুদ্রের আমোদ সম্পাদন করেন, আপনি অতীব শোভন; তাই আপনাকে প্রণাম করি। হে ভুবনজীবন! আপনি সদাগতিরূপে বেদমার্গে উপাসনীয়; জগতে আপনি ব্যতীত জীবনদাতা আর কেহ নাই। হে স্থির-প্রভঞ্জন! হে সর্ব্বপ্রাণীর বিবর্দ্ধক! হে অহিকুলের সন্তোষক! আপনি সর্ব্বব্যাপী; আপনাকে নমস্কার। হে ভুবনৈকপাবন! হে অমৃত! হে জগদন্তরাত্মন! একমাত্র ভবদীয় পাবনশক্তি ব্যতীত এই দেবতা-ইন্দ্রিয়-পঞ্চভূতসমষ্টি জগৎ রক্ষা পায় না, অতএব হে পাবকরূপিন! শান্তিপ্রদাতা আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপবিত্র! বিচিত্র-সুচরিত্র! পানীয়রূপিন্! পরমেশ্বর! বিশ্বনাথ! আপনি এই বিচিত্র জগৎকে পান এবং স্নান দ্বারা বাহ্য অভ্যন্তরে পবিত্র করিতে-ছেন, বলিয়া আপনাকে নমস্কার করি। হে সদয়! হে ঈশ্বর! হে আকাশরূপিন্! আপনি বাহ্য অভ্য-ন্তরে অবকাশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিকাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনা হইতেই এ সময়ে ইহা শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, আবার আপনারই স্বভাবতঃ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। হে তমোনিসূদন! বিশ্বন্তরারূপিন্! প্রভো! বিশ্বনাথ! এ জগতে আপনি ভিন্ন এই বিশ্বভরণ আর কে করে? হে গৌরী-শোভিত! ভুজগভূষণ! অতএব শান্তিগুণাবলম্বীদিগের আপনি ভিন্ন স্তবযোগ্য আর কেহ নাই, সুতরাং হে পরাৎপর! আপনাকে প্রণাম করি। হে আত্মস্বরূপ! (যজমান রূপ!) হে সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়! হে হর! আপনার রূপপর-ম্পরা দ্বারা এই চরাচরময় জগৎ পরিব্যাপ্ত; প্রতি লিঙ্গশরীরেই আপনি চিদাভাসরূপে বর্ত্তমান, অত-এব হে পরমাত্মতনো! অষ্টমূর্ত্তে! আপনাকে নিত্য প্রণাম করি। হে উমাদেবীর অভি-বন্দনীয়! বন্দ্যাতিবন্দ্য! বিশ্বজনীনমূর্ত্তে! হে ভক্তৈকলভ্য! ভব! আপনি সকল অর্থসমূহের মধ্যে পরমার্থ; আপনার এই অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত; অতএব আপনাকে নমস্কার করি! ৯৭—১০৯। ভার্গব! এই অষ্টমূর্ত্ত্যষ্টক স্তব দ্বারা মহাদেবকে অভিলাষানুরূপ স্তব করিয়া ভূতলমিলিত মস্তকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। অতি তেজস্বী ভার্গব মহাদেবের এইরূপ স্তব করিলে, মহেশ্বর, সেই প্রণতব্রাহ্মণকে বাহুদ্বয় দ্বারা ধারণপূর্ব্বক ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া দশন-কৌমুদী দ্বারা দিগন্তর প্রদ্যোতিত করত বলিলেন,—অপরের অননুষ্ঠিতপূর্ব্ব এই তোমার অত্যুগ্র তপস্যা,

১১২॥ লিঙ্গস্থাপনপুণ্যেন, লিঙ্গস্যারাধনেন চ॥ চিত্তরত্নোপহারেণ শুচিনা নিশ্চলেন চ॥ ১১৩॥ অবিমুক্তমহাক্ষেত্রে পবিত্রাচরণেন চ। ত্বাং সুতাভ্যাং প্রপশ্যামি তবাদেয়ং ন কিঞ্চন॥ ১২৪॥ অনেনৈব শরীরেণ মমোদরদরীং গতঃ। মদ্বরেন্দ্রিয়মার্গেণ পুত্রজন্ম ত্বমেষ্যসি॥ ১১৫॥ অন্যং বরং প্রযচ্ছামি দুষ্প্রাপং পার্ষদৈরপি। হরৌ হিরণ্যগর্ভেঽপি প্রায়শোঽহং জুগোপ যাম্॥ ১১৬॥ মৃতসঞ্জীবনী নাম বিদ্যা যা মম নির্ম্মলা। তপোবলেন মহতা ময়ৈব পরিনির্ম্মিতা॥ ১১৭॥ ত্বাং তান্তু প্রাপয়াম্যদ্য মন্ত্ররূপাং মহাশুচে। যোগ্যতা তেঽস্তি বিদ্যায়াস্তস্যাঃ শুচিতপোনিধে॥ ১১৮॥ যং যমুদ্দিশ্য নিয়তমেতামাবর্ত্তয়িষ্যসি। বিদ্যাং বিদ্যেশ্বরশ্রেষ্ঠ স স প্রাণিষ্যতি ধ্রুবম্॥ ১১৯॥ অত্যর্কমত্যগ্নি চ তে তেজো ব্যোম্যতিতারকম্। দেহোঽপ্যমানং ভবিতা গ্রহাণাং প্রবরো ভব॥ ১২০॥ অপি ত্বাং যে করিষ্যন্তি যাত্রাং নার্য্যো নরোঽপি বা। তেষাং ত্বদ্দৃষ্টিপাতেন সর্ব্বং কার্য্যং প্রণঙ্ক্ষ্যতি॥১২১॥ তবোদয়ে ভবিষ্যন্তি বিবাহাদীনি সুব্রত। সর্ব্বাণি ধর্ম্মকার্য্যাণি ফলবন্তি নৃণামিহ॥ ১২২॥ সর্ব্বাশ্চ তিথয়ো নন্দাস্তব সংযোগতঃ শুভাঃ। তব ভক্তা ভবিষ্যন্তি বহুশুক্রা বহুপ্রজাঃ॥ ১২৩॥ ত্বয়েদং স্থাপিতং লিঙ্গং শুক্রেশমিতিসংজ্ঞিতম্। যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মনুজাস্তেষাং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ১২৪॥ আবর্ষং প্রতিশুক্রং যে নক্তব্রতপরা নরাঃ। ত্বদ্দিনে শুক্রকূপে যে কৃতসর্ব্বোদকক্রিয়াঃ॥ ১২৫॥ শুক্রেশমর্চ্চয়িষ্যন্তি শৃণু তেষান্তু যৎ ফলম্। অবন্ধ্যশুক্রাস্তে মর্ত্ত্যাঃ পুত্রবন্তোঽতিরেতসঃ॥ ১৩৬॥ পুংস্বসৌভাগ্যসম্পন্না ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ব্যপেতবিঘ্নাস্তে সর্ব্বে জনাঃ স্যুঃ সুখবাসিনঃ। ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবস্তত্র লিঙ্গে লয়ং যযৌ॥ ১২৭॥ গণাবূচতুঃ। শুক্রেশ্বরস্য যে ভক্তাঃ শুক্রলোকে বসন্তি তে। বিশ্বেশ্বরাদ্দক্ষিণতঃ শুক্রেশোঽস্তি পরন্তপ॥ ১২৮॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ শুক্রলোকে মহীয়তে। ইত্যেষা শুক্রলোকস্য, স্থিতিরুক্তা মহামতে॥ ২২৯॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্থং সধর্ম্মিণি

লিঙ্গস্থাপনপুণ্য, লিঙ্গ-আরাধনা, নিশ্চল-পবিত্র হৃদয়রত্নের উপহার প্রদান এবং অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে পবিত্র আচার দ্বারা তোমাকে আমি পুত্রদ্বয়ের তুল্য দেখিতেছি, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তুমি এই শরীরেই, আমার উদর-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার পুরুষেন্দ্রিয়মার্গ দ্বারা বহির্গত হওয়াতে আমার পুত্রপদবাচ্যই হইবে। পার্ষদগণেরও দুর্লভ অন্য বর প্রদান করিতেছি, আমি হরি এবং ব্রহ্মার নিকটেও যাহা অনেক সময় গোপন রাখিয়াছিলাম, মহাতপোবলে আমিই যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছি, মৃত-সঞ্জীবনী-নাম্নী আমার সেই মন্ত্ররূপা নির্ম্মলবিদ্যা তোমাকে অদ্য দিতেছি। হে মহাপবিত্র! পবিত্রতপোনিধে! সে বিদ্যা গ্রহণে তোমার যোগ্যতা আছে। হে বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠ! যাকে, যাকে, উদ্দেশ করিয়া এই মন্ত্ররূপা বিদ্যা, সংযতভাবে আবৃত্তি করিবে, সেই সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাঁচিবে। আকাশে তোমার তেজ সূর্য্যকে অগ্নিকে এবং তারকারাজিকে অতিক্রম করিয়া অতীব দীপ্তি পাইতে থাকিবে, অতএব তুমি গ্রহশ্রেষ্ঠ হও। তোমাকে সম্মুখে করিয়া যে নরনারীগণ যাত্রা করিবে, তোমার দৃষ্টিপাতে তাহাদিগের সকল কার্য্য প্রনষ্ট হইবে। হে সুব্রত! তোমার উদয় হওয়ার পর পৃথিবীতে মনুষ্যগণের বিবাহাদি সমগ্র ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সফল হইবে। সকল নন্দাতিথিগণ, তোমার সংসর্গে মঙ্গলদায়িনী হইবে। তোমার ভক্তগণ বহুশুক্র এবং বহুপ্রজাসম্পন্ন হইবে। তোমার স্থাপিত, 'শুক্রেশ'নামক এই লিঙ্গ যে মানবগণ পূজা করিবে, তাহাদের সিদ্ধি হইবে। যে সকল মনুষ্য এক বৎসরকাল, প্রতিশুক্রবারে, নক্তব্রত-পরায়ণ হইয়া থাকিয়া ঐ দিনেই শুক্রকূপে স্নানাদি সর্ব্বপ্রকার জলকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক শুক্রেশ্বর মহাদেবের পূজা করিবে, তাহাদের ফল শ্রবণ কর। সেই সকল মানব, নিশ্চয়ই অমোঘবীর্য্য, পুত্রবান্, অতি বীর্য্যশালী এবং পুংস্বসৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে। তাহাদিগের সকলেরই কোন বিঘ্ন থাকিবে না এবং তাহারা অন্তে শুক্রলোকে সুখে বাস করিবে। এই সকল বর দিয়া দেবদেব, সেই লিঙ্গে লীন হইলেন। ১১০—১২৭। বিষ্ণুপারিষদ্দ্বয় বলিলেন, যাঁহারা শুক্রেশ্বরের ভক্ত, তাঁহারা শুক্রলোকে বাস করেন। হে পরন্তপ! বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। শুক্রেশ্বরের দর্শনমাত্রে অন্তে শুক্রলোকে পূজিত হইয়া বাস করে। হে মহামতে! শুক্রলোকের স্থিতি এই তোমাকে বলিলাম। অগস্ত্য বলিলেন,—

কথাঃ শুক্রলোকস্য সুব্রতে। শৃণ্বন্নাঙ্গারকং লোকমালুলোকেঽথ স দ্বিজঃ॥ ১৩০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শুক্রলোকবর্ণনং নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ। শুক্রসম্বন্ধিনী দেবৌ কথাশ্রাবি ময়া শুভা। যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ প্রীণিতে শ্রবণে মম॥১॥ কস্য পুণ্যনিধের্লোকঃ শোকঘ্নশ্চৈষ নির্ম্মলঃ। এতদাখ্যাতুমুদ্যুক্তৌ ভবন্তৌ ভবতাং মম॥ ২॥ ধয়িত্বা শ্রোত্রপাত্রাভ্যাং বাণীমমৃতরূপিণীম্। ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি ভবন্মুখসুখোদ্গতাম্॥ ৩॥ গণাবূচতুঃ। লোহিতাঙ্গস্য লোকোঽয়ং শিবশর্ম্মন্নিবোধ হ। উৎপত্তিং চাস্য বক্ষ্যাবো ভূসুতোঽয়ং যথাভবৎ॥৪॥ পুরা তপস্যতঃ শম্ভোর্দাক্ষায়ণ্যা বিয়োগতঃ। ভালস্থলাৎ পপাতৈকঃ স্বেদবিন্দুর্মহীতলে॥ ৫॥ ততঃ কুমারঃ সঞ্জজ্ঞে লোহিতাঙ্গো মহীতলাৎ। স্নেহসম্বর্দ্ধিতঃ সোঽথ ধাত্র্যা ধাত্রীস্বরূপয়া॥ ৬॥ মাহেয় ইত্যতঃ খ্যাতিং পরামেষ গতঃ সদা। ততস্তেপে তপোঽত্যুগ্রমুগ্রপুর্য্যাং পুরানঘ॥ ৭॥ অসিশ্চ বরণা চাপি সরিতৌ যত্র শোভনে। স্বর্নদ্যোত্তরবাহিন্যা মিলিতেঽত্র জগদ্ধিতে॥ ৮॥ সর্ব্বগোঽপি হি বিশ্বেশো যত্র নিত্যং প্রকাশতে। মুক্তয়ে সর্ব্বজন্তূনাং কালোজ্‌ঝিতস্ববর্ষ্মণাম্॥ ৯॥ অমৃতং হি ভবন্ত্যেব মৃতা যত্র শরীরিণঃ। অনুগ্রহং সমাসাদ্য পরং বিশ্বেশ্বরস্য হ॥ ১০॥ অপুনর্ভবদেহাস্তে যেঽবিমুক্তে তনুত্যজঃ। বিনা সাংখ্যেন যোগেন বিনা নানাব্রতাদিভিঃ॥ ১১॥ সংস্থাপ্য লিঙ্গং বিধিনা স্বনাম্নাঙ্গারকেশ্বরম্। পাঞ্চমুদ্রে মহাস্থানে কম্বলাশ্বতরোত্তরে॥ ১২॥ জ্বলদঙ্গারবত্তেজো যাবত্তস্য শরীরতঃ। বিনির্যযৌ তপস্তাবত্তেন তপ্তং মহাত্মনা॥ ১৩॥ ততোঽঙ্গারকনাম্না স সর্ব্বলোকেষু গীয়তে। তস্য তুষ্টো মহাদেবো দদৌ গ্রহপদং মহৎ॥ ১৪॥ অঙ্গারকচতুর্থ্যাং যে স্নাস্যোত্তরবহাম্ভসি। অভ্যর্চ্চ্যাঙ্গার-

---

হে সুব্রতে! সহধর্ম্মিণি! দ্বিজ শিবশর্ম্মা, এইরূপে শুক্রলোকের কথা শুনিতে শুনিতে কিয়ৎক্ষণ পরে মঙ্গললোক দেখিতে পাইলেন।১২৮—১৩০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে দেবদ্বয়! শুক্রসম্বন্ধিনী শুভকথা আমি শ্রবণ করিলাম, ইহা শ্রবণ করিবামাত্র আমার শ্রোত্রদ্বয় পরিতৃপ্ত হইল। এক্ষণে পরিদৃশ্যমান এই শোকহারী নির্ম্মললোক কোন্ পুণ্যনিধির? আমাকে ইহা বলিতে আপনারা প্রবৃত্ত হউন। আপনাদিগের মুখ হইতে সুখে উদ্‌গত অমৃততুল্য বাণী শ্রবণপুটপাত্র দ্বারা পান করিয়া আশা মিটিতেছে না। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—শিবশর্ম্মন্! মন দিয়া শুন, এই লোক লোহিতাঙ্গ মঙ্গলের। ইনি যেরূপে ভূমিপুত্র হইলেন, ইহাঁর সেই সকল উৎপত্তি-বৃত্তান্ত বলিতেছি। পূর্ব্বকালে, দাক্ষায়ণী-বিরহে তপস্যাপরায়ণ শম্ভুর ললাটদেশ হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম ভূতলে পতিত হয়, তাহাতে করিয়াই ভূতল হইতে এক লোহিতাঙ্গ কুমার উৎপন্ন হন। ধরিত্রী, মাতৃরূপে, সেই কুমারকে স্নেহসহকারে লালনপালন করেন। এইজন্যই লোহিতাঙ্গ, 'মাহেয়' এই পরম খ্যাতি সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া আছেন। হে অনঘ! জগতের হিতকারিণী অসি, বরণা—এই দুই নদী, যে স্থানে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন, বিশ্বেশর সর্ব্বব্যাপী হইলেও যে স্থানে যথাকালে পরিত্যক্ত-দেহ প্রাণিগণের মুক্তির জন্য বিশেষরূপে নিত্য অধিষ্ঠিত, যে স্থানে মৃত্যু হইলে দেহিগণ বিশ্বেশ্বরের পরম অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে, যে অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে, সাংখ্যযোগ এবং বিবিধ ব্রতাদি ব্যতিরেকেও পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেই ত্রিপুরারিনগরী কাশীতে গিয়া লোহিতাঙ্গ অঙ্গারক অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। কম্বলেশ্বর-অশ্বতরেশ্বর-লিঙ্গের উত্তরে 'পাঞ্চমুদ্র' মহাপীঠে মহাত্মা অঙ্গারক, স্বনামানুসারে 'অঙ্গারকেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যতদিন না তাঁহার শরীর হইতে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ তেজ নির্গত হইল, ততদিন তপস্যা করিলেন। এই জন্য সর্ব্বলোকে তিনি অঙ্গারক নামে কীর্ত্তিত হন। মহাদেব, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মহৎ গ্রহপদ, তাঁহাকে প্রদান করেন।১—১৪। যাঁহারা মঙ্গল-

কেশানং নমস্কৃন্তি নরোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥ ন তেষাং গ্রহপীড়া চ কদাচিৎ কাপি জায়তে। অঙ্গারকেণ সংযুক্তা চতুর্থী লভ্যতে যদি ॥ ১৬ ॥ উপরাগসমং পর্ব্ব তদুক্তং কালবেদিভিঃ। তস্যাং দত্তং হুতং জপ্তং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদা যে বৈ চতুর্থ্যঙ্গারযোগতঃ। তেষাং পিতৄণাং ভবিতা তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ১৮ ॥ অঙ্গারকচতুর্থ্যাস্তু পুরা জজ্ঞে গণেশ্বরঃ। অতএব তু তৎপর্ব্ব প্রোক্তং পুণ্যসমৃদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥ একভক্তব্রতী তত্র সম্পূজ্য গণনায়কম্। কিঞ্চিদত্ত্বা তমুদ্দিশ্য ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ২০ ॥ অঙ্গারেশ্বরভক্তা যে বারাণস্যাং নরোত্তমাঃ। তেহস্মিন্নঙ্গারকে লোকে বসন্তি পরমর্দ্ধয়ঃ ॥ ২১ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্থং কথয়তোরেব রম্যাং পুণ্যবতীং কথাম্। ভগবদ্গণয়োঃ প্রাপ নেত্রাতিথ্যং গুরোঃ পুরী ॥ ২২ ॥ নেত্রানন্দকরীং দৃষ্ট্বা শিবশর্ম্মাথ তাং পুরীম্। পপ্রচ্ছাচার্য্যবর্য্যস্য কস্যেয়ং পুরুত্তমা ॥ ২৩ ॥

বার চতুর্থীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিয়া অঙ্গারকেশ্বর শিবকে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন, সেই নরোত্তমগণের কোথাও কখন গ্রহ-পীড়া হইবে না। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী যদি পাওয়া যায় ত' তাহাকে গ্রহণতুল্য পর্ব্ব বলিয়া কালবেত্তৃগণ বলিয়াছেন। সেই দিনে দান, হোম, জপ সমস্তই অক্ষয় হয়। যাহারা মঙ্গলবার চতুর্থীযোগে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের পিতৃগণের ঐ এক শ্রাদ্ধে দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। পূর্ব্বকালে গণপতি, মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্যই তাহা পুণ্যসম্ভার-প্রদ পর্ব্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মঙ্গলবার চতুর্থীতে এক ভক্ত, করিবার সঙ্কল্প করিয়া গণেশ-পূজা এবং গণেশোদ্দেশে কিঞ্চিৎ দান করিলে, বিঘ্ন কর্ত্তৃক অভিভূত হইতে হয় না। কাশীস্থিত অঙ্গারকেশ্বর শিবলিঙ্গের ভক্ত নরোত্তমগণ, এই অঙ্গারক-লোকে পরম-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া বাস করেন। অঙ্গারকেশ্বরের মহিমার কথা বলা হইল। অগস্ত্য বলিলেন,—ভগবৎ-পারিষদদ্বয় এই রমণীয় পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃহস্পতিলোক দেখিতে পাইলেন। অনন্তর শিবশর্ম্মা, সেই নয়নানন্দকরী আচার্য্য-বরের পুরী অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই অত্যুৎকৃষ্টা পুরী কাহার?

গণাবূচতুঃ। সখে সুখং সমাখ্যাবো নাম খ্যাম্যং তবাগ্রতঃ। অধ্বখেদাপনোদায় পুনরস্যাঃ পুরঃ কথাম্ ॥ ২৪ ॥ বিধের্বিধিৎসতঃ পূর্ব্বং ত্রিলোকীরচনাং মুদা। আবিরাসুঃ সুতাঃ সপ্ত মানসাঃ স্বস্য সন্নিভাঃ ॥ ২৫ ॥ মরীচ্যত্র্যঙ্গিরোমুখ্যাঃ সর্ব্বে সৃষ্টিপ্রবর্ত্তকাঃ। প্রজাপতেরঙ্গিরসস্তেষভূদ্দেবসত্তমঃ ॥ ২৬ ॥ সুত-শ্চাঙ্গিরসো নাম বুদ্ধ্যা বিবুধসত্তমঃ। শান্তো দান্তো জিতক্রোধো মৃদুবাঙ্নির্ম্মলাশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ বেদবেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞঃ কলাসু কুশলোঽমলঃ। পারদৃশ্বা তু সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং নীতিবিত্তমঃ ॥ ২৮ ॥ হিতোপদেষ্টা হিতকৃদহিতাত্যহিতঃ সদা। রূপবান্ শীলসম্পন্নো গুণবান্ দেশকালবিৎ ॥ ২৯ ॥ সর্ব্বলক্ষণসম্ভারসংস্কৃতো গুরুবৎসলঃ। ততাপ তাপসীং বৃত্তিং কাশ্যাং স মহতীং দধৎ ॥ ৩০ ॥ মহল্লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য শাম্ভবং ভূরিভাবনঃ। অযুতং শরদাং দিব্যং দিব্যতেজা মহাতপাঃ ॥ ৩১ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ বিশ্বেশো বিশ্বভাবনঃ। আবির্ভূয় ততো লিঙ্গান্মহসাং রাশিরব্রবীৎ ॥৩২॥ প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি যত্তে মনসি বর্ত্ততে। ইতি শম্ভুঃ

বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—সখে! তোমার নিকট অবক্তব্য কিছুই নাই; পথশ্রমাপনয়নের জন্য পুনরায় এই নগরীর কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বকালে, আনন্দ সহকারে ত্রিলোকবিধানেচ্ছু ব্রহ্মার মরীচি-অত্রিপ্রমুখ আত্মতুল্য মানসপুত্র উৎপন্ন হন। তাঁহারা সকলেই সৃষ্টিপ্রবর্ত্তক। তন্মধ্যে প্রজাপতি অঙ্গিরার আঙ্গিরস নামে এক দেবপ্রবর পুত্র হন; তিনি বুদ্ধি দ্বারা সকল দেবতার প্রধান। তিনি শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, মৃদুভাষী এবং নির্ম্মলাশয়। তিনি বেদবেদার্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ, কলাকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, অতিশয় নীতি-বেত্তা এবং নির্দ্দোষ। তিনি হিতোপদেষ্টা, হিত-কারী, সদা অহিতাতীত, রূপবান, সুশীল এবং দেশকালবেত্তা। সেই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত গুরু-বৎসল দিব্যতেজা মহাতপা আঙ্গিরস, মহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহতী তাপস-বৃত্তি অবলম্বন-পুরঃ-সর দেবপরিমাণে অযুত বৎসর একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিলেন।১৫—৩১। অনন্তর, বিশ্বভাবন ভগবান্ বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া সেই লিঙ্গ হইতে তেজোরাশি-রূপে আবির্ভূত হইলেন এবং তৎপরেই বলিতে লাগিলেন,—"আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার মনে যে বরলাভের ইচ্ছা আছে, তাহা বল।" তখন

সমালোক্য তুষ্টাবেতি স হৃষ্টবান্॥ ৩৩॥ আঙ্গিরস উবাচ। জয় শঙ্কর শান্ত শশাঙ্করুচে রুচিরার্থদ সর্ব্বদ সর্ব্বশুচে। শুচিদত্তগৃহীতমহোপহৃতে হৃতভক্তজনোদ্ধততাপততে। তত সর্ব্ব হৃদম্বর-বরদ-নতে নতবৃজিনমহাবনদাহকৃতে। কৃত-বিবিধচরিত্রতনো সুতনো তনুবিশিখবিশোষণ-ধৈর্য্যনিধে॥ ৩৫॥ নিধনাদিবিবর্জ্জিতকৃতনতিকৃৎ কৃতিবিহিতমনোরথপন্নগভৃৎ। নগভর্তৃসুতার্পিত-বামবপুঃ স্ববপুঃপরিপূরিতসর্ব্বজগৎ॥ ৩৬॥ ত্রিজগন্ময়রূপ বিরূপ সুদৃক্ দৃগুদঞ্চনকুঞ্চনকৃত-হুত-ভুক্। ভব ভূতপতে প্রমথৈকপতে পতিতেষ্বপি দত্তকরপ্রসৃতে॥ ৩৭॥ প্রসৃতাখিলভূতলসংবরণ প্রণবধ্বনিসৌধ সুধাংশুধর। ধররাজকুমারিকয়া পরয়া পরিতঃ পরিতুষ্ট নতোঽস্মি শিব॥ ৩৮॥ শিব দেব গিরীশ মহেশ বিভো বিভবপ্রদ গিরীশ শিবেশ মৃড। মৃড়য়োড়ুপতিধ্রজগন্ত্রিতয়ং কৃতযন্ত্রণ-ভক্তিবিঘাতকৃতাম্॥ ৩৯॥ ন কৃতান্তত এষ বিভেমি হর প্রহরাশু মহাঘমমোঘমতে। ন মতান্তরমন্য-দবৈমি শিবং শিবপাদনতেঃ প্রণতোঽস্মি ততঃ॥৪০॥ বিততেঽত্র জগত্যখিলেঽঘহরং হরতোষণমেব পরং গুণবৎ। গুণহীনমহীনমহাবলয়ং প্রলয়ান্তকমীশ নতোঽস্মি ততঃ॥ ৪১॥ ইতি স্তুত্বা মহাদেবং বিররামাঙ্গিরঃসুতঃ। ব্যতরচ্চ মহেশানঃ স্তুত্যা তুষ্টো বরান্ বৃহুন্॥ ৪২॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। বৃহতা তপসানেন বৃহতাম্পতিরেধ্যহো। নাম্না বৃহস্পতিরিতি গ্রহেষর্চ্চ্যো ভব দ্বিজ॥ ৪৩॥ অস্মাল্লিঙ্গার্চ্চনান্নিত্যং জীবভূতোঽসি মে যতঃ। অতো জীব ইতি খ্যাতিং ত্রিষু লোকেষু যাস্যসি॥ ৪৪॥ বাচাং প্রপঞ্চৈশ্চতুরৈর্নিষ্প্রপঞ্চো যতঃ স্তুতঃ। অতো বাচাং প্রপঞ্চস্য পতির্বাচস্পতির্ভব॥ ৪৫॥

বৃহস্পতি, শম্ভুকে অবলোকন করিবামাত্র আনন্দিত হইয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন;—"হে শঙ্কর! হে শান্ত! হে শশাঙ্কপ্রভ! হে চারুপুরুষার্থদ! হে সর্ব্বদ! হে সর্ব্বশুচে! আপনি পবিত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করেন এবং ভক্তজনের প্রবল তাপসমূহ হরণ করেন; আপনি জয়যুক্ত হউন। হে বরদগণনমস্কৃত! আপনি সকলের হৃদয়াকাশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, প্রণত জনগণের পাপমহারণ্য আপনিই দগ্ধ করেন, আপনার অষ্টতনু বিবিধ-আচরণ-সম্পন্ন, হে সুতনো! হে ধৈর্য্যনিধে! আপনি কুসুমায়ুধকে বিশুষ্ক করিয়াছেন, আপনার জয় হউক। হে নিধনাদিবিবর্জ্জিত! আপনার প্রতি প্রণত বিচক্ষণগণ যে অভিলাষ করিয়া থাকেন, আপনি তাহাই সম্পাদন করেন, হে ফণিভূষণ! গিরীন্দ্রতনয়াকে আপনি বামাঙ্গ প্রদান করিয়াছেন, আপনি স্বীয় অষ্টশরীর দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; আপনার জয় হউক। হে ত্রিজগৎস্বরূপ! রূপহীন সচ্চিৎ! আপনার নয়নাবর্ত্তনে সঙ্কোচ অর্থাৎ প্রলয় হয় এবং আপনিই অগ্নির স্রষ্টা। হে ভব! হে ভূতপতে! হে প্রমথৈকপতে! আপনি পতিতজনকেও হস্তাবলম্বন প্রদান করিয়াছেন। হে অখিল-ভূতব্যাপক! প্রণবশব্দ আপনার সৌধ, হে সুধাংশুধর! পরমা গিরিরাজকুমারী আপনার নিকটে থাকিয়া সন্তোষবিধান করিতেছেন, হে শিব! আপনাকে প্রণাম করি। হে শিব! হে দেব! হে গিরীশ! হে মহেশ! হে প্রভো, বিভবপ্রদ, গিরিশ! হে শিবাকান্ত! আপনি ভক্তিবিঘাতকারী কাম-ক্রোধাদি এবং অন্ধকাদি অসুরগণকে যন্ত্রণা-প্রদান করিয়া থাকেন। হে মৃড়! আপনি ত্রিলোকের সুখ সম্পাদন করেন। হে হর! আমি আর যমকেও ভয় করি না; হে অমোঘমতে! শীঘ্র আমার মহাপাপরাশি হরণ কর। আমি অন্য কোন মতকেই শিবচরণে প্রণাম অপেক্ষা মঙ্গলকর বিবেচনা করি না; অতএব আপনাকে প্রণাম করিতেছি। এই সুবিশাল নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে শিবের সন্তোষসাধনই পরমগুণবৎ এবং পাপহারক; অতএব হে সর্পরাজ-মহাবলয়ভূষিত, নির্গুণ, ঈশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। অঙ্গিরো-নন্দন, মহাদেবকে এই প্রকার স্তব করিয়া বিরত হইলেন, আর মহেশ্বর স্তুতিপরিতুষ্ট হইয়া বহুতর বর প্রদান করিলেন। ৩২—৪২। মহাদেব বলি-লেন,—হে দ্বিজ! এই বৃহৎ তপস্যাপ্রভাবে, তুমি বৃহৎ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের পতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হও; এই কারণে, (বৃহৎ পতি) বৃহস্পতি নাম প্রাপ্ত হইয়া গ্রহগণের মধ্যে অর্চ্চনীয় হও। এই লিঙ্গপূজাপ্রভাবে তুমি আমার জীবনস্বরূপ হই-য়াছ বলিয়া ত্রিলোক মধ্যে 'জীব' এই নাম প্রাপ্ত হইবে। প্রপঞ্চাতীত আমাকে উত্তম বাক্প্রপঞ্চ দ্বারা স্তব করিয়াছ, এই বাক্প্রপঞ্চে আধিপত্য নিবন্ধন তুমি বাচস্পতি হও। তিন বৎসর ত্রিকালে ভক্তিভাবে এই স্তোত্র পাঠ করিলে অথবা শ্রবণ

অস্য স্তোত্রস্য পঠনাদপি বাগুদিয়াচ্চ যম্। তস্য স্যাৎ সংস্কৃতা বাণী ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিকালতঃ ॥ ৪৬ ॥ সমুৎপন্নে মহাকার্য্যে ন স বুদ্ধ্যা প্রহীয়তে। যঃ পঠিষ্যত্যদঃ স্তোত্রং বায়ব্যাখ্যং দিনে দিনে ॥ ৪৭ ॥ অস্য স্তোত্রস্য পঠনান্নিয়তং মম সন্নিধৌ। ন দুর্বৃত্তৌ প্রবৃত্তিঃ স্যাদবিবেকবতাং নৃণাম্ ॥ ৪৮ ॥ অদঃ স্তোত্রং পঠন্ জন্তুর্জাতু পীড়াং গ্রহোদ্ভবাম্। ন প্রাপ্স্যতি ততো জপ্যমিদং স্তোত্রং মমাগ্রতঃ ॥ ৪৯ ॥ নিত্যং প্রাতঃ সমুত্থায় যঃ পঠিষ্যতি মানবঃ। ইমাং স্তুতিং হরিষ্যেঽহং তস্য বাধাঃ সুদারুণাঃ ॥ ৫০ ॥ স্বৎ-প্রতিষ্ঠিতলিঙ্গস্য পূজাং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। ইমাং স্তুতিমধীয়ানো মনোবাঞ্ছামবাপ্স্যতি ॥ ৫১ ॥ ইতি দত্ত্বা বরান্ শম্ভুঃ পুনর্ব্রহ্মাণমাহ্বয়ৎ। সেন্দ্রান্ দেবগণান্ সর্ব্বান্ সযক্ষোরগকিন্নরান্ ॥ ৫২ ॥ তানাগতান্ সমালোক্য শিবো ব্রহ্মাণমব্রবীৎ। বিধে বিধেহি মদ্বাক্যাদমুং বাচস্পতিং মুনিম্ ॥ ৫৩ ॥ গুরুং সর্ব্বসুরেন্দ্রাণাং পরিতঃ স্বগুণৈর্গুরুম্। অভিষিঞ্চ বিধানেন দেবাচার্য্যপদে মুদে ॥ ৫৪ ॥ অতীব ধিষণাধীশো মম প্রীতো ভবিষ্যতি। মহাপ্রসাদ ইত্যাজ্ঞাং শিরস্যাধায় তৎক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥ সুরজ্যেষ্ঠঃ সুরাচার্য্যং চকারাঙ্গিরসং তদা। দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৫৬ ॥ গুরুপূজাং ব্যধুঃ সর্ব্বে গীর্ব্বাণা মুদিতাননাঃ। অভিষিক্তো বসিষ্ঠাদ্যৈর্মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৫৭ ॥ পুনরন্যং বরং প্রাদাদ্‌গিরীশঃ পতয়ে গিরাম্। শৃণ্বাঙ্গিরস ধর্ম্মাত্মন্ দেবেজ্য কুলনন্দন ॥ ৫৮ ॥ ভবতা স্থাপিতং লিঙ্গং সুবুদ্ধিপরিবর্দ্ধনম্। বৃহস্পতীশ্বর ইতি খ্যাতং কাশ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥ গুরুপুষ্যসমাযোগে লিঙ্গমেতৎ সমর্চ্চ্য চ। যৎ করিষ্যন্তি মনুজাস্তৎ-সিদ্ধিমধিযাস্যতি ॥ ৬০ ॥ বৃহস্পতীশ্বরং লিঙ্গং ময়া গোপ্যং কলৌ যুগে। অস্য সন্দর্শনাদেব প্রতিভা প্রতিলভ্যতে ॥ ৬১ ॥ চন্দ্রেশ্বরাদ্দক্ষিণতো বীরেশান্নৈর্ঋতে স্থিতম্। আরাধ্য ধিষণেশং বৈ গুরু-লোকে মহীয়তে ॥ ৬২ ॥ গুর্ব্বঙ্গনাগমনজং পাপং ষণ্মাসসেবনাৎ। অবশ্যং বিলয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়াদ্‌যথা ॥ ৬৩ ॥ অতএব হি গোপ্তব্যং মহাপাতকনাশনম্। বৃহস্পতীশ্বরং লিঙ্গং নাখ্যেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥ ৬৪ ॥ ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবস্তত্রৈ-

---

করিলে তাহার বাগ্‌বিশুদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি এই বায়ব্যনামক স্তোত্র দিন দিন পাঠ করিবে, উত্তম কার্য্যের সময় উপস্থিত হইলে, সে বুদ্ধিহীন হইবে না। এই স্তোত্র নিয়মমত আমার সমীপে পাঠ করিলে অবিবেকী মানবগণেরও দুর্ব্বৃত্ততায় প্রবৃত্তি হইবে না। প্রাণী এই স্তোত্র পাঠ করিলে কখন গ্রহজনিত পীড়া প্রাপ্ত হইবে না। অতএব আমার অগ্রে এই স্তোত্র পঠনীয়। যে মানব, নিত্য প্রাতঃকালে উঠিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, আমি তাহার সুদারুণ বাধা সকল হরণ করিব। প্রযত্ন সহকারে, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ পূজা করিয়া যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। শিব, আঙ্গিরসকে এই বর দিয়া তৎপরে ব্রহ্মাকে, ইন্দ্রাদি দেবগণকে এবং যক্ষ-কিন্নর-ভুজঙ্গাদি সকলকে আহ্বান করিলেন। শিব, তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"বিধে! নিজগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই মুনি বাচস্পতিকে আমার কথানুসারে সকল দেবপ্রবরগণের গুরু কর। সকলের প্রীতিলাভের জন্য ইহাকে যথাবিধি সুরাচার্য্যপদে অভিষিক্ত কর। আমার প্রীতিপাত্র এই বাচস্পতি অত্যন্ত বুদ্ধির অধীশ্বর হইবেন।" ব্রহ্মা, "মহাপ্রসাদ" বলিয়া সেই শিবের আদেশ মস্তকে লইয়া অঙ্গিরোনন্দকে তৎক্ষণাৎ সুরাচার্য্য করিলেন। দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরোগণ নাচিতে লাগিল। দেবগণ সকলেই প্রীতি-প্রফুল্লবদনে গুরুপূজা করিলেন। বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ মন্ত্রপূত জল দ্বারা বৃহস্পতির অভিষেক করিলেন। ৪৩—৫৭। গিরিশ বাচস্পতিকে পুনরায় অন্য বর দিলেন,—হে ধর্ম্মাত্মন্! কুলানন্দ! দেবপূজ্য! আঙ্গিরস! তোমার স্থাপিত এই সুবুদ্ধিপরিবর্দ্ধক লিঙ্গ, কাশীতে বৃহস্পতীশ্বর নামে বিখ্যাত হইবে। পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত বৃহস্পতিবারে মানুষেরা এই লিঙ্গ পূজা করিয়া যা করিবে, তাই সিদ্ধ হইবে। আমি কলিযুগে বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গ গোপন করিয়া রখিব, এই লিঙ্গ দর্শনমাত্রেই প্রতিভাশালী হওয়া যায়। চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে বীরেশ্বর শিবের নৈর্ঋতে অবস্থিত বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গপূজা করিলে বৃহস্পতিলোকে সস্মানে বাস করে। ছয়মাস এই শিবলিঙ্গ সেবা করিলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, গুরুপত্নীগমন-সম্ভূত পাপও অবশ্য বিনষ্ট হয়। অতএব, এই মহাপাতকবিনাশন বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের কথা গোপনীয়; যে কোন স্থানে প্রকাশ্য নহে। দেবদেব, এই সকল বর দিয়া সেই লিঙ্গেই অন্তর্হিত হই-

বাস্তর্হিতোঽভবৎ। ব্রহ্মণো গুরুণা সার্দ্ধং সেন্দ্রো-পেন্দ্রো বৃহস্পতিম্ ॥ ৬৫ ॥ অস্মিন্ পুরেঽভিষিচ্যাথ বিসৃজ্যেন্দ্রাদিকান্ সুরান্। অলঞ্চকার স্বং লোকং বিষ্ণ্বনুমতো দ্বিজ ॥ ৬৬ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অতিক্রম্য গুরোর্লোকং লোপামুদ্রে দদর্শ সঃ। শিবশর্ম্মা পুরীং সৌরেঃ প্রভামণ্ডলমণ্ডিতাম্ ॥ ৬৭ ॥ পৃষ্টৌ তেন চ তৌ তত্র তাং পুরীং প্রদদর্শতুঃ। দ্বিজেন দ্বিজবর্য্যায় গণবর্য্যৌ শুচিস্মিতে ॥ ৬৮ ॥ গণাবূচতুঃ। মারীচেঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যাং দ্বিজোত্তমঃ। তস্য ভার্য্যাভবৎ সংজ্ঞা পুত্রী ত্বষ্টুঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৬৯ ॥ ভর্ত্তুরিষ্টা ততস্তস্মাদ্রূপযৌবন-শালিনী। সংজ্ঞা বভূব তপসা সুদীপ্তেন সমন্বিতা ॥ ৭০ ॥ আদিত্যস্য হি তদ্রূপং মণ্ডলস্য তু তেজসা। গাত্রেষু পরিদধ্যো বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥ ৭১ ॥ ন খল্বয়ং মৃতোঽণ্ডস্থ ইতি স্নেহাদভাষত। তদা প্রভৃতি লোকেঽয়ং মার্ত্তণ্ড ইতি চোচ্যতে ॥ ৭২ ॥ তেজস্ত্বভ্যধিকং তস্য সাসহিষ্ণুর্বিবস্বতঃ। যেনাতি-তাপয়ামাস ত্রৈলোক্যং তিগ্মরশ্মিভৃৎ ॥ ৭৩ ॥ ত্রীণ্যপত্যানি ভো ব্রহ্মন্ সংজ্ঞায়াং মহসাং নিধিঃ। আদিত্যো জনয়ামাস কন্যাং দ্বৌ চ প্রজাপতী ॥ ৭৪ ॥ বৈবস্বতং মনুং জেষ্ঠং যমঞ্চ যমুনাং ততঃ। নাতি-তেজোময়ং রূপং সোঢ়ুং সাশং বিবস্বতঃ ॥ ৭৫ ॥ মায়াময়ীং ততশ্ছায়াং সবর্ণাং নির্ম্মমে স্বতঃ। প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা সংজ্ঞাং ছায়া তদাব্রবীৎ ॥ ৭৬ ॥ তবাজ্ঞাকারিণীং দেবি শাধি মাং করবাণি কিম্। সংজ্ঞোবাচ শুতশ্ছায়াং সবর্ণে শৃণু সুন্দরি ॥ ৭৭ ॥ অহং যাস্যামি সদনং ত্বষ্টুস্ত্বং পুনরত্র মে। ভবনে বস কল্যাণি নির্ব্বিশঙ্কং মমাজ্ঞয়া ॥ ৭৮ ॥ মনু-রেব যমাবেতৌ যমুনাযমসংজ্ঞকৌ। স্বাপত্য-দৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যমেতদ্বালত্রয়ং ত্বয়া ॥ ৭৯ ॥ অনা-খ্যেয়মিদং বৃত্তং ত্বয়া পত্যৌ শুচিস্মিতে। ইত্যাকর্ণ্যাথ সা ত্বাষ্ট্রীং দেবীং ছায়া জগাদ হ ॥ ৮০ ॥ আ কচগ্রহণান্নাহমা শাপাচ্চ কদাচন। আখ্যাস্যামি চরিত্রং তে যাহি দেবি যথাসুখম্ ॥৮১॥ ইত্যাদিষ্ট সবর্ণাং সা তথেত্যুক্তা সবর্ণয়া। পিতুরন্তিকমাসাদ্য নত্বা ত্বষ্টারমব্রবীৎ ॥ ৮২ ॥

লেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র বিষ্ণু এবং বৃহস্পতির সঙ্গে এই লোকে আসিয়া বৃহস্পতিকে এই লোকে অভিষিক্ত করত ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিদায় দিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে, গমনপূর্ব্বক স্বধামের শোভা সম্পাদন করিলেন। (অগস্ত্য বলিলেন,—হে লোপামুদ্রে! শিবশর্ম্মা, বৃহস্পতিলোক অতিক্রম-পূর্ব্বক, প্রভামণ্ডলমণ্ডিত শনিলোক দেখিতে পাই-লেন। হে শুচিস্মিতে! তখন দ্বিজবর শিবশর্ম্মার জিজ্ঞাসিত পার্ষদপ্রবরদ্বয় সেই শ্রেষ্ঠ নগরীর বিব-রণ, তাঁহাকে বলিলেন,—হে দ্বিজ! মরীচিনন্দন কশ্যপের ঔরসে, দাক্ষায়ণীর গর্ভে সূর্য্যের উৎ-পত্তি। প্রজাপতি ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞা তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন। সুদীপ্ততপঃসমন্বিতা রূপযৌবন-শালিনী সংজ্ঞা, স্বামীর অতীব প্রিয়া ছিলেন। সংজ্ঞা, সূর্য্যমণ্ডলের তেজ এবং আদিত্যের উষ্ণ রূপ, গাত্রে গ্রহণ করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহার দেহ যেন ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল। এই অণ্ডস্থিত বালক, মরে নাই, কশ্যপ স্নেহপূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তদবধি জগতে সূর্য্য, মার্ত্তণ্ড নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। তিগ্মরশ্মিমালী সেই মার্ত্তণ্ড, যদ্দ্বারা ত্রৈলোক্য সন্তাপিত করেন, সেই অত্যধিক তেজ সংজ্ঞার অসহ্য হইল। ব্রহ্মন্! তেজোনিধি আদিত্য সেই সংজ্ঞার গর্ভে দুই প্রজাপতি পুত্র—জ্যেষ্ঠ বৈবস্বত মনু, কনিষ্ঠ যম, আর যমুনানাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করেন। সংজ্ঞা, সূর্য্যের অতি-তেজোময় রূপ সহ্য করিতে যখন একান্ত অসমর্থা হইলেন, তখন নিজের দেহ হইতে আপনার সবর্ণা মায়াময়ী ছায়া নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর, ছায়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সংজ্ঞাকে বলিলেন, —দেবি! আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী; কি করিব আমাকে আদেশ করুন। অনন্তর সংজ্ঞা ছায়াকে বলিলেন,—হে মদীয় সবর্ণে সুন্দরি! আমি, আমার পিতা বিশ্বকর্ম্মার গৃহে গমন করি, আর হে কল্যাণি! তুমি আমার আদেশে নিঃশঙ্কে আমার গৃহে বাস কর।৭৪—৭৮। এই মনু, এই যমজ যম-যমুনা, এই তিনটী শিশুকে তুমি নিজ অপত্যবৎ দেখিবে। হে সুচিস্মিতে! স্বামীর নিকট এ বৃত্তান্ত বলিও না।" ইহা শুনিয়া ছায়া, বিশ্বকর্ম্মদুহিতা সংজ্ঞা-দেবীকে বলিলেন,—দেবি! এ বৃত্তান্ত না বলার অপরাধে যাবৎ আমার কেশপাশ গৃহীত না হয়, অথবা যাবৎ শাপসম্ভাবনা না হয়, তাবৎ এই আচরণ আমি কীর্ত্তন করিব না; হে দেবি! আপনি যথাসুখে গমন করিতে পারেন।৽ সংজ্ঞার পূর্ব্বোক্ত অন্ত আদেশ, ছায়া 'তাহাই করিব' বলিয়া স্বীকার করিলে, সংজ্ঞা পিতা ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মার নিকট

পিতঃ সোঢ়ুং ন শক্নোমি তেজস্তেজোনিধেরহম্। তীব্রং তস্যার্য্যপুত্রস্য কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৩ ॥ নিশম্যেতীরিতং তস্যাঃ পিত্রা নির্ভর্ৎসিতা বহু। ভর্ত্তুঃ সমীপং যাহীতি নিযুক্তা সা পুনঃপুনঃ ॥ ৮৪ ॥ চিন্তামবাপ মহতীং স্ত্রীণাং ধিক্ চেষ্টিতম্বিতি। নিনিন্দ বহুধাত্মানং স্ত্রীত্বঞ্চাতিনিনিন্দ সা ॥ ৮৫ ॥ স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রীণাং ধিগস্বাতন্ত্র্যজীবিতম্। শৈশবে যৌবনে প্রাপ্তে পিতৃভর্ত্তৃসুতাদ্ভয়ম্ ॥ ৮৬ ॥ ত্যক্তং ভর্ত্তৃগৃহং মৌঢ্যাদ্ধন্ত দুর্ব্বৃত্তয়া ময়া। অবিজ্ঞাতাপি চেদ্যাযামথ পত্যুর্নিকেতনম্ ॥ ৮৭ ॥ তত্রাস্তি সা সবর্ণা বৈ পরিপূর্ণমনোরথা। অথাবাতিষ্ঠে সাত্রৈব পিত্রা নির্ভর্ৎসিতাপ্যহম্ ॥ ৮৮ ॥ ততোহতিচণ্ডশ্চণ্ডাংশুঃ পিত্রোরতিভয়ঙ্করঃ। অহো যদুচ্যতে লোকৈরুপাখ্যানমিদং হি তৎ ॥ ৮৯ ॥ স্ফুটং দৃষ্টং ময়াদ্যেতি স্বকরাঙ্গারকর্ষণম্। নষ্টং ভর্ত্তৃগৃহং মৌঢ্যাচ্ছ্রেয়ো বা ন পিতুর্গৃহম্ ॥ ৯০ ॥ বয়শ্চ প্রথমং চারু রূপং ত্রৈলোক্যকাঙ্ক্ষিতম্। সর্ব্বাতিভবনং স্ত্রীত্বং কুলঞ্চাতীবনির্ম্মলম্ ॥ ৯১ ॥ পতিশ্চ তাদৃক্ সর্ব্বজ্ঞো লোকচক্ষুস্তমোপহঃ। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সাক্ষী সর্ব্বঃ সর্ব্বত্রসঙ্করঃ ॥ ৯২ ॥ মহৎ শ্রেয়ঃ কথং বা স্যাদিতি সা পরিচিন্ত্য চ। অগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বা তপসে পর্য্যনিন্দিতা ॥ ৯৩ ॥ উত্তরাংশ্চ কুরূন্ প্রাপ্য চরন্তী নীরসং তৃণম্। ব্যুত্তেপে চ তপস্তীব্রং পতিমাধায় চেতসি। তপোবলেন তৎ পত্যুঃ সহিষ্যে তেজ ইত্যলম্ ॥ ৯৪ ॥ মন্যমানোহথ তাং সংজ্ঞাং সবর্ণায়াং তদা রবিঃ। সাবর্ণিং জনয়ামাস মনুমষ্টমমুত্তমম্ ॥ ৯৫ ॥ শনৈশ্চরং দ্বিতীয়ঞ্চ মূর্ত্তাং ভদ্রাং তৃতীয়িকাম্। সবর্ণা স্বেষপত্যেষু সাপত্ন্যাৎ স্ত্রীস্বভাবতঃ ॥ ৯৬ ॥ চকারাভ্যধিকং স্নেহং ন তথা পূর্ব্বজেষ্বথ। মনুস্তৎক্ষান্তবান্ জ্যেষ্ঠো ভক্ষ্যালঙ্কারলালনে ॥৯৭॥ কনিষ্ঠেষ্বধিকং দৃষ্ট্বা সাবর্ণ্যাদিষু নো যমঃ। কদাচিদ্রোষতো বাল্যাস্তাবিনোহর্থস্য গৌরবাৎ ॥ ৯৮ ॥ পদা সন্তর্জয়ামাস যমঃ সংজ্ঞাসরূপিণীম্। তং শশাপ চ সা ক্রোধাৎ সাবর্ণের্জননী তদা ॥ ৯৯ ॥

আসিয়া প্রণামপুরঃসর বলিলেন,—"পিতঃ! মহাত্মা, তেজোনিধি, আর্য্যপুত্র কাশ্যপের সেই তীব্র তেজ সহ্য করিতে আমি পারি না।" তাঁহার কথা শুনিয়া পিতা, তাঁহাকে বহু ভর্ৎসনা করিলেন এবং পুনঃপুনঃ 'পতিসমীপে যাও' বলিয়া আদেশ করিতে লাগিলেন। তখন সংজ্ঞা, মহাচিন্তান্বিতা হইয়া 'স্ত্রীলোকের চেষ্টায় ধিক্!' বলিয়া আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন, আর স্ত্রীজন্মের অতীব নিন্দা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের কখন স্বাতন্ত্র্য নাই, এই পরাধীন জীবনকে ধিক্! শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য সকল সময়েই স্ত্রীজাতির যথাক্রমে পিতা, স্বামী পুত্রের নিকট ভয় পাইতে হয়। হায়! দুর্ব্বৃত্তা আমি, মূঢ়তা প্রযুক্ত পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। এখনও এ সকল বৃত্তান্ত স্বামীর অবগত হয় নাই, পতিগৃহে যাইতে পারি বটে, কিন্তু পূর্ণমনোরথা সবর্ণা তথায় আছে। (সে ছাড়িবে কেন? আর দুই জনকে দেখিলেই ত স্বামী সব জানিতে পারিবেন।) পিতা অতীব ভর্ৎসনা করিলেও যদি আমি এইখানে থাকি, তাহা হইলে, অতিপ্রচণ্ড চণ্ডরশ্মি মাতাপিতার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর হইবেন। লোকে যে "স্বহস্তে জ্বলন্ত অঙ্গার আকর্ষণ" এই পাকা কথাটী বলিয়া থাকে, আমি ত তাহা স্পষ্টই দেখিলাম, ইহাই স্বহস্তে জ্বলন্ত অঙ্গার-আকর্ষণ বটে। পতিগৃহ মূঢ়তা প্রযুক্ত বিনষ্ট হইল, পিতৃগৃহেও মঙ্গল নাই, সুন্দর প্রথম বয়স ত্রিভুবনবাঞ্ছিত রূপ, সকলের লোভনীয় স্ত্রীত্ব, তার উপর অতি নির্ম্মল কুল, স্বামী আবার তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞ, লোকনয়নের তমোহর; সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, সর্ব্বত্রগামী এবং সর্ব্বস্বরূপ। আমার মঙ্গল কিরূপে হইবে? অনিন্দিতা সংজ্ঞা এই প্রকার চিন্তা করিয়া তপস্যা করিবার জন্য বড়বারূপে গমন করিলেন। উত্তরকুরুতে গিয়া নীরস তৃণমাত্র ভোজন করত পতিকে হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক, "তপস্যার প্রভাবে পতির তেজ যেন উত্তমরূপে সহ্য করিতে পারি" এই কামনায় তীব্র-তপস্যা করিতে লাগিলেন।৭৯—৯৪। রবি, সেই সবর্ণা ছায়াকেই সংজ্ঞা বোধ করিয়া, তাহাতে অষ্টম-মনু উত্তম গুণবান্ সাবর্ণি, দ্বিতীয় পুত্র শনি, আর তৃতীয়া তপতীনাম্নী মঙ্গলময়ী কন্যা উৎপাদন করেন। সবর্ণা, আপনার অপত্যগণের প্রতি অধিক স্নেহ করেন, আর স্ত্রীস্বভাবদোষে সপত্নী-সম্বন্ধপ্রযুক্ত পূর্ব্বজ বৈবস্বত মনু প্রভৃতির প্রতি তাদৃশ স্নেহ করেন না। জ্যেষ্ঠ মনু তাহা সহ্য করিতেন। কিন্তু যম, খাদ্য সামগ্রী অলঙ্কার এবং লালন-পালন করা সম্বন্ধে সাবর্ণি প্রভৃতি কনিষ্ঠগণের আধিক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। যম একদিন, বালকতা প্রযুক্ত এবং ভবিতব্যতার গৌরবে রোষ বশতঃ সবর্ণাকে পদ উত্তোলন

জিঘাংসন্তী ত্বয়া পাপ মাং যদঙ্‌ঘ্রিঃ সমুদ্যতঃ। অচিরাত্তৎপতত্বেব তদেতি ভূশদুঃখিতা ॥ ১০০ ॥ মাতৃশাপপরিত্রস্তো যমোঽপি পিতুরগ্রতঃ। শশংস সর্ব্বং তদ্‌বৃত্তং রক্ষ রক্ষেত্যুবাচ চ ॥ ১০১ ॥ মাত্রা সুতেষু সর্ব্বেষু বর্ত্তনীয়ং সমং যতঃ। তস্মাং ময়োদ্যতঃ পাদো ন দেহে পরিপাতিতঃ ॥ ১০২ ॥ বাল্যাদ্বা যদি বা মোহাত্তদ্ভবান ক্ষন্তুমর্হসি। গোপতে শাপতো মাতুর্ম্মা পতত্বঙ্‌ঘ্রিরেষ মে ॥ ১০৩ ॥ বিবস্বানুবাচ। অপরাধসহস্রেঽপি জননী ন শপেৎ সুতম্। তস্মাৎ কিমপি ভো বাল ভবিষ্যত্যত্র কারণম্ ॥ ১০৪ ॥ যেন ত্বাং সাশপৎ ক্রোধাদ্ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্। মাতৃশাপোঽন্যথা কর্ত্তুং ন শক্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ ১০৫ ॥ কৃময়ো মাংসমাদায় যাস্যন্ত্যস্মান্মহীতলম্। ইত্থন্ত চরিতার্থঃ স্যাচ্ছাপস্ত্রাতো ভবানপি ॥ ১০৬ ॥ ইতি পুত্রং সমাশ্বাস্য রবিরন্তঃপুরং যযৌ। চিরমালোক্য তাং ভার্য্যামুবাচ সবিতা বচঃ ॥ ১০৭ ॥ অয়ি ভামিনি বালেষু সমেষ্বপি কুতস্ত্বয়া। বিধীয়তেঽধিকঃ স্নেহঃ সাবর্ণ্যাদিষ্বনীদিষু ॥ ১০৮ ॥ নাচচক্ষে যদা সাথ ভাববতে পরিপৃচ্ছতে। তদাত্মানং সমাধায় সোঽজ্ঞাসীৎ সর্ব্বমেব হি ॥ ১০৯ ॥ ততো ভগবতে শপ্তুমুদ্যতে সা শশংস হ। যথা বৃত্তং তথা তথ্যং তুতোষ ভগবানপি ॥ ১১০ ॥ তথ্যভাষণতস্তাস্তু রবির্জ্ঞাত্বা নিরাগসম্ ন শশাপ চ সংক্রুদ্ধো যযৌ চ ত্বষ্টুরন্তিকম্ ॥ ১১১ ॥ ত্বষ্টাপি চ যথান্যায়ং সান্ত্বয়ন্তিগ্মতেজসম্। নির্দ্দগ্ধুকামং কোপেন প্রাগানর্চ্চ মুদা তদা। বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং ত্বষ্টোবাচাশু তং রবিম্ ॥ ১১২ ॥ ত্বষ্টোবাচ। তবাতিতেজসো ভীতা প্রাপ্যোত্তরকুরূন্ রবে। বড়বারূপমাস্থায় বনে চরতি শাদ্বলে ॥ ১১৩ ॥ দ্রষ্টা হি তাং ভবানদ্য স্বাং ভার্য্যামার্য্যচারিণীম্। অধৃষ্যাং সর্ব্বভূতানাং তেজসাং নিয়মেন চ ॥ ১১৪ ॥ ত্বষ্টা যত্তক্ষিতঃ সূর্য্যস্তস্যৈবানুমতেন চ। ভ্রমিমারোপ্য যত্নেন সোঽতিকান্ততরোঽভবৎ ॥ ১১৫ ॥ লব্ধানুজ্ঞোঽথ সবিতা গত্বোত্তরকুরূনরম্। সাক্ষাত্তপোময়ীং লক্ষ্মীং চরন্তীং চ তপো মহৎ ॥ ১১৬ ॥ দদর্শ

করিয়া তর্জ্জনা করিলেন। তখন অতীব দুঃখিতা সাবর্ণিজননী ক্রোধে তাঁহাকে শাপ দিলেন, "অরে পাপ! আমাকে আঘাত করিবার জন্য যে পা তুই তুলিয়াছিস, অবিলম্বে তাহা যেন তোর খসিয়া যায়।" মাতৃশাপপরিত্রস্ত যমও "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া পিতার নিকট তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলেন,—মাতা সকল পুত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন, মা কিন্তু তাহা করেন না, তাই আমি বালকত্ব কিংবা মোহপ্রযুক্ত তাঁহার প্রতি মাত্র পদ উদ্যত করিয়াছিলাম, কিন্তু পদাঘাত করি নাই। সে অপরাধ আমার দূর করুন। হে গোপতে! মাতৃশাপে আমার যেন এই পা খসিয়া না যায়। সূর্য্য বলিলেন, বহু সহস্র অপরাধ করিলেও জননী পুত্রকে শাপ দেন না, অতএব হে বালক! ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী তোমাকে যে তিনি ক্রোধে শাপ দিলেন, এ বিষয়ে কোন কারণ থাকিবে। মাতৃশাপ একেবারে অন্যথা করিতে কেহ কখন পারে নাই। তবে কৃমিগণ তোমার পায়ের মাংস লইয়া ভূতলে যাইবে, (তোমার একপদ পূযক্লিন্ন এবং কৃমিব্যাপ্ত হইবে) এইরূপে তোমার মাতৃশাপের সাফল্য হইবে, এবং তুমিও রক্ষিত হইলে। রবি, পুত্রকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া অন্তঃপুরে গেলেন; অনেকক্ষণ পরে ভার্য্যার দেখা পাইয়া বলিলেন,—অয়ি ভামিনি! অপত্য সকলেই সমান, তথাপি তুমি কনিষ্ঠ সাবর্ণি প্রভৃতির প্রতি অধিক স্নেহ কেন কর?৯৫—১০৮। সূর্য্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও যখন ছায়া তাঁহাকে কিছু বলিলেন না, তখন আত্মসমাধান-পুরঃসর সবিতা সকলই অবগত হইলেন। তখন ভগবান্ সূর্য্য, অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে, ছায়া যথাযথ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তখন ভগবান্ সূর্য্যও সন্তুষ্ট হইলেন। সত্য কথা বলার জন্য সূর্য্য ছায়াকে নিরপরাধিনী জানিয়া শাপ দিলেন না; ক্রোধভরে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে দগ্ধ করিতে অভিলাষী, তিগ্মতেজা সূর্য্যকে প্রথমে সান্ত্বনা করত সহর্ষে পূজা করিলেন। ত্বষ্টা প্রথমেই রবির অভিপ্রায় অবগত হইয়া সত্বর তাঁহাকে বলিলেন,—হে সূর্য্য! সংজ্ঞা, তোমার অতিতেজে ভীতা হইয়া উত্তর-কুরুতে গিয়া বড়বারূপে শাদ্বল বনে বিচরণ করিতেছেন। তেজ এবং নিয়ম-প্রভাবে, সর্ব্বভূতের অধৃষ্যা আর্য্যচারিণী স্বীয় ভার্য্যাকে আজ আপনি দেখিতে পাইবেন। বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্যের অনুমতিক্রমে সূর্য্যকে যত্নপূর্ব্বক কুঁদে চড়াইয়া চাঁচিয়া দিলেন, তাহাতে সূর্য্য অত্যন্ত কমনীয় হইলেন। অনন্তর, সবিতা শ্বশুরের অনুমতি পাইয়া শীঘ্র উত্তরকুরুতে গমনপূর্ব্বক, সাক্ষাৎ তপোলক্ষ্মীসদৃশী, মহাতপশ্চারিণী, বড়বারূ-

বাড়বারূপাং বাড়বানলতেজসম্। নীরসানি তৃণাগ্রেব বৃথন্তীং যোগমায়য়া ॥ ১১৭ ॥ অনেনসং স বিজ্ঞায় তাং ত্বাষ্ট্রীমশ্বরূপিণীম্। স হরির্হরিরূপেণ মুখেন সমভাবয়ৎ ॥ ১১৮ ॥ ত্বরমাণা চ পরিতঃ পরপুরুষশঙ্কয়া। সা তন্নিরবমচ্ছুক্রং নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ ॥ ১১৯ ॥ দেবৌ তস্মাদজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ। স্বরূপমনুরূপঞ্চ ত্বার্মণিস্তামদর্শয়ৎ ॥ ১২০ ॥ তুতোষ সাপি তং দৃষ্ট্বা মিত্রং নেত্রমুদাবহম্। পতিং পতিব্রতা কান্তং স্বান্তসন্তাপহারিণম্ ॥ ১২১ ॥ নির্বৃত্তিঞ্চ পরাং প্রাপ কিং দুষ্প্রাপং তপসাথ কিম্। তপ এব পরং শ্রেয়স্তপ এব পরং ধনম্ ॥ ১২২ ॥ তপ এব হি দেবত্বে কারণং পরমং মতম্। শিবশর্ম্মন্ যদেতদ্বৈ দৃশ্যতে চাতিদীপ্তিমৎ ॥ ১২৩ ॥ জ্যোতিশ্চক্রস্বরূপঞ্চ ব্যোম্যপর্য্যধ এব চ। তৎসর্ব্বমিহ জানীহি সুমহত্তাপসং মহঃ ॥ ১২৪ ॥ এবং শনৈশ্চরো জজ্ঞে সবর্ণায়াং বিবস্বতঃ। সোঽথ বারাণসীং গত্বা সর্ব্বত্রিদশবন্দিতাম্ ॥ ১২৫ ॥ তপ্ত্বা তপোঽতিবিপুলং লিঙ্গং সংস্থাপ্য শাঙ্করম্। ইমং লোকমবাপোচ্চৈর্গ্রহত্বঞ্চ হরার্চ্চনাৎ ॥ ১২৬ ॥ শনৈশ্চরেশ্বরং দৃষ্ট্বা বারাণস্যাং সুশোভনম্। শনিবাধা ন জায়েত শনিবারে তদর্চ্চনাৎ ॥ ১২৭ ॥ বিশ্বেশাদ্দক্ষিণে ভাগে শুক্রেশাদুত্তরেণ হি। শনৈশ্চরেশমভ্যর্চ্চ্য লোকেঽত্র পরিমোদতে ॥১২৮॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং গ্রহপীড়া ন জায়তে। নোপসর্গভয়ং তস্য কাশ্যাং নিবসতঃ সতঃ ॥ ১২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৌমগুরুশনিলোকবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেজস্বিনী, যোগমায়াবলম্বনে নীরসতৃণমাত্রাহারা এক বড়বা দেখিতে পাইলেন। সূর্য্য, নীরস তৃণমাত্র ভোজন এবং অসীম তেজ অবলোকনে, বড়বারূপিণী বিশ্বকর্ম্মতনয়াকে চিনিতে পারিয়া নিজেও অশ্বরূপ অবলম্বনপুরঃসর বড়বার মুখে সঙ্গম করিলেন। বড়বারূপিণী সংজ্ঞা পরপুরুষ-শঙ্কায় অতীব ত্বরাযুক্তা হইয়া নাসিকাপুট দ্বারা সেই সূর্য্য-বীর্য্য বমন করিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে দেববৈদ্যপ্রবর অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। তখন দিনমণি, আপনার অনুরূপ রূপ সংজ্ঞাকে প্রদর্শন করিলেন। তখন পতিব্রতা সংজ্ঞাও, মনস্তাপহারী নয়নানন্দকর কমনীয়রূপ পতি সূর্য্যকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরমনির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তপস্যার দুর্লভ কি আছে, তপস্যাই পরম মঙ্গল, তপস্যাই পরম ধন, তপস্যাকেই দেবত্বের পরম কারণ বলিয়া জানিবে। শিবশর্ম্মন্! অকাশে ঊর্দ্ধ অধোদেশে এই যে অতিদীপ্তিমৎ জ্যোতিশ্চক্রস্বরূপ অবলোকন করিতেছ, জানিবে, এতৎসমস্তই তপস্যার সুমহৎ তেজ। পূর্ব্বোক্তরূপে সবর্ণা ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে শনৈশ্চর উৎপন্ন হন। অনন্তর তিনি সর্ব্বদেববন্দিতা বারাণসীপুরীতে গিয়া শিব-লিঙ্গ স্থাপনপুরঃসর অতিবিপুল তপস্যা করিয়া সেই শিবরাধনাফলে এই উচ্চলোক এবং গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীতে সুশোভন শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন এবং শনিবারে তাঁহার পূজা করিলে শনিপীড়া হয় না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে এবং শুক্রেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গ পূজা করিলে এই শনিলোকে আনন্দ লাভ করে। কাশীতে বাস করিয়া এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, গ্রহপীড়া হয় না, উপসর্গভয়ও থাকে না।১০৭—১২৯

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। ইতি শৃণ্বন্ কথাং রম্যাং শিবশর্ম্মাথ মাথুরঃ। মুক্তিপুর্য্যাং সুসংস্নাতো মায়াপুর্য্যাং গতাসুকঃ ॥ ১ ॥ নেত্রয়োঃ সাধুনীচক্রে ততঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্। ব্রজন্ স বৈষ্ণবং লোকমন্তে বিষ্ণুপুরীক্ষণাৎ ॥ ২ ॥ উবাচ চ প্রসন্নাত্মা স্তুতশ্চারণমাগধৈঃ। প্রার্থিতো দেবকন্যাভিস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ ক্ষণম্ ॥ ৩ ॥ স্থিতাসু তাসু নিঃশ্বস্য

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—মুক্তিপুরী কাশীতে সুস্নাত, মায়াপুরীতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত, মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা বিষ্ণুপুরী অবলোকনপ্রভাবে; অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করত এই কথা শুনিতে শুনিতে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। চারণ-মাগধেরা শিবশর্ম্মার স্তব করিতে লাগিলেন, দেবকন্যারা এই স্থানে "ক্ষণকাল অবস্থান করুন, অবস্থান করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তার পর নিশ্বাস পরি-

মন্দভাগ্যা বয়ং স্থিতি। গতঃ পুণ্যতমাল্লোঁকানসৌ যৎ পুণ্যবত্তমঃ ॥ ৪ ॥ ইতি শৃণ্বন্ মুখাত্তাসাং বচনানি বিমানগঃ। দেবৌ কস্যায়মতুলো লোকস্তেজোময়ঃ শুভঃ ॥ ৫ ॥ ইতি দ্বিজবচঃ শ্রুত্বা প্রোচতুর্গণসত্তমৌ। শিবশর্ম্মন্ শিবমতে সদা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৬ ॥ বসন্তীহ প্রজাঃ স্রষ্টুং বিনিযুক্তাঃ প্রজাসৃজা। মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ ॥ ৭ ॥ বসিষ্ঠশ্চ মহাভাগো ব্রহ্মণো মনসঃ সুতাঃ। সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥ ৮ ॥ সম্ভূতিরনসূয়া চ ক্ষমা প্রীতিশ্চ সন্নতিঃ। স্মৃতিরূর্জ্জা ক্রমাদেষাং পত্ন্যো লোকস্য মাতরঃ ॥ ৯ ॥ এতেষাং তপসা চৈতদ্ধার্য্যতে ভুবনত্রয়ম্। উৎপাদ্য ব্রহ্মণা পূর্ব্বমেতে প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥ ১০ ॥ প্রজাঃ সৃজত রে পুত্রা নানারূপাঃ প্রযত্নতঃ। ততঃ প্রণম্য ব্রহ্মাণং তপসে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥ অবিমুক্তং সমাসাদ্য ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতম্। মুক্তয়ে সর্ব্বজন্তূনামবিমুক্তং শিবেন যৎ ॥ ১২ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য চ লিঙ্গানি তে স্বনামাঙ্কিতানি চ। শিবেতি পরয়া ভক্ত্যা তেপুরুগ্রং তপো ভৃশম্। তুষ্টস্ত-ত্তপসা শম্ভুঃ প্রাজাপত্যং পদং দদৌ ॥ ১৩ ॥ লিঙ্গান্যত্রীশ্বরাদীনি দৃষ্ট্বা কাশ্যাং প্রযত্নতঃ। প্রাজাপত্যেঽত্র তে লোকে বসন্ত্যুজ্জ্বলতেজসঃ ॥ ১৪ ॥ গোকর্ণেশস্য সরসঃ প্রত্যক্তীরে প্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গমত্রীশ্বরং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মতেজোঽভিবর্দ্ধতে ॥ ১৫ ॥ কর্কোটবাপ্যা ঈশানে মরীচেঃ কুণ্ডমুত্তমম্। তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা ভ্রাজতে ভাস্করো যথা ॥ ১৬ ॥ মরীচীশ্বরসংজ্ঞঞ্চ তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। কান্ত্যা মরীচিমালীব শোভতে পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৭ ॥ পুলহেশ-পুলস্ত্যেশৌ স্বর্গদ্বারস্য পশ্চিমে। তৌ দৃষ্ট্বা মনুজো লোকে প্রজাপত্যে মহীয়তে ॥ ১৮ ॥ হরিকেশবনে রম্যে দৃষ্ট্বৈবাঙ্গিরসেশ্বরম্। ইহ লোকে বসেদ্বিপ্র তেজসা পরিবৃংহিতঃ ॥ ১৯ ॥ বরণায়াস্তটে রম্যে দৃষ্ট্বা বাসিষ্ঠমীশ্বরম্। ক্রত্বীশ্বরঞ্চ তত্রৈব লভন্তে বসতিং ত্বিহ ॥ ২০ ॥ কাশ্যামেতানি লিঙ্গানি সেবিতানি শুভৈষিভিঃ। মনোঽভিবাঞ্ছিতং দদ্য-

ত্যাগপূর্ব্বক দেবকন্যারা দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং বলিলেন,—'আমরা মন্দভাগ্যা; এই পুণ্যবত্তম, পুণ্যতম লোকসমুদয় প্রাপ্ত হইবেন" বিমানস্থিত শিবশর্ম্মা, তাঁহাদের মুখে এই প্রকার কথা শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুপারিষদদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,'দেব-দ্বয়! এই তেজোময় অতুলনীয় শুভলোক কাহার? ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপারিষদসত্তমযুগল, বলিতে লাগিলেন,—হে শুভবুদ্ধি শিবশর্ম্মন্! বিশ্ব-স্রষ্টার নিযুক্ত নির্ম্মল সপ্তর্ষি, প্রজাসৃষ্টির জন্য এই স্থানে সতত বাস করিতেছেন। মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং মহাভাগ বসিষ্ঠ, এই সপ্তর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইঁহারা সাতজনই পুরাণে 'ব্রহ্মা' বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, স্মৃতি এবং উর্জ্জা এই সাত রমণী যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত সপ্তর্ষির পত্নী; ইঁহারা লোকমাতা। সপ্তর্ষির তপোবলেই ত্রিভুবন রক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে, ব্রহ্মা এই মহর্ষিদিগকে উৎপাদনপূর্ব্বক, বলেন, "অহে পুত্রগণ, প্রযত্ন সহ-কারে নানারূপ প্রজা সৃষ্টি কর।" অনন্তর তপস্যায় কৃতনিশ্চয় সপ্তর্ষি, সর্ব্বপ্রাণীর মুক্তির জন্য মহাদেব যথায় সর্ব্বদাই বিরাজমান, ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সেই ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব নামানুসারে সপ্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত শিবের প্রতি পরম প্রগাঢ় ভক্তিযোগে অতীব উগ্র তপস্যা করিলেন। শিব, তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রাজাপত্য পদ প্রদান করিলেন। ১—১৩। কাশীতে অত্রীশ্বরাদি লিঙ্গ যত্ন সহকারে দেখিলে, এই প্রাজাপত্য লোকে উজ্জ্বল তেজঃসম্পন্ন হইয়া বাস করে। গোকর্ণেশ্বর সরোবরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত অত্রীশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিলে ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি হয়। কর্কোটবাপীর ঈশানকোণে মরীচির উত্তমকুণ্ড; মনুষ্য তথায় ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে সূর্য্যবৎ দীপ্তি পায়। হে বিপ্র! তথায় মরীচীশ্বরনামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেই লিঙ্গের দর্শনে মরীচিলোক প্রাপ্তি হয়, আর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, মরীচিমালীর ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। পুলহেশ্বর এবং পুলস্ত্যেশ্বর শিবলিঙ্গ স্বর্গদ্বারের পশ্চিমে অবস্থিত; মানব, তাঁহাদিগকে অবলোকন করিলে প্রাজাপত্য লোকে সম্মানিত হইয়া বাস করে। হে বিপ্র! রমণীয় হরিকেশবনে আঙ্গিরসের শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, তেজঃপূর্ণ হইয়া এই প্রাজাপত্য লোকে বাস হয়। বরণা-নদীর রমণীয় তীরস্থিত বসিষ্ঠেশ্বর এবং ক্রত্বীশ্বর দর্শন করিলে এই প্রাজাপত্য লোকে বাসপ্রাপ্তি হয়। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণ, বারাণসীতে এই সকল শিবলিঙ্গ সেবা করিবে,করিলে ইঁহারা সেবক-দিগের ঐহলৌকিক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বিষ্ণু-

স্মিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২১ ॥ গণাবূচতুঃ। শিবশর্ম্মন মহাভাগ তিষ্ঠতে সাত্র সুন্দরী। অরুন্ধতী মহাপুণ্যা পতিব্রতপরায়ণা। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ২২ ॥ অন্তঃপুরচরৈর্দ্বিত্রৈঃ পবিত্রৈঃ সংস্তুতো বিভুঃ। সদা নারায়ণো দেবো যস্যাশ্চক্রে কথাং সদা। কমলায়াঃ পুরোভাগে পাতিব্রত্যপ্রতোষিতঃ ॥ ২৩ ॥ পতিব্রতাস্বরুন্ধত্যাঃ কমলে বিমলাশয়ঃ। যথাস্তি ন তথান্যস্যাঃ কস্যাশ্চিৎ ক্বাপি ভামিনি। ন তদ্রূপং ন তচ্ছীলং ন তৎকৌলীন্যমেব চ। ন তৎকলাসু কৌশল্যং পত্যুঃ শুশ্রূষণং ন তৎ ॥ ২৫ ॥ ন মাধুর্য্যং ন গাম্ভীর্য্যং ন চার্য্যপরিতোষণম্। অরুন্ধত্যা যথা দেবি তথান্যাসাং ক্বচিৎ প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥ ধন্যাস্তা যোষিতো লোকে সভাগ্যাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। অরুন্ধত্যাঃ প্রসঙ্গেন নামাপি পরিগৃহ্যতে ॥ ২৭ ॥ যদা পতিব্রতানান্তু কথাস্মদ্ভবনে ভবেৎ। তদা প্রাথমিকীং লেখা-মেষালঙ্কুরুতে সতী ॥ ২৮ ॥ ব্রুবতোরিতি সঙ্কথাং তথা গণয়োর্বৈষ্ণবয়োর্মুদাবহাম্। ধ্রুবলোক উপাগতস্ততো নয়নাতিথ্যমতথ্যবর্জ্জিতঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সপ্তর্ষিলোকবর্ণনং
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

পারিষদদ্বয় বলিলেন,—মহাভাগ শিবশর্ম্মন্! যাঁহার স্মরণমাত্রে গঙ্গাস্নানফলপ্রাপ্তি হয়, সেই মহাপুণ্যবতী পতিব্রতপরায়ণা অরুন্ধতী সুন্দরী এই লোকে অবস্থিতা। প্রভু নারায়ণ দেব, এই অরুন্ধতীর পাতিব্রত্য ধর্ম্মে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অন্তঃপুরচর দুতিনজন পবিত্র ব্যক্তির সহিত লক্ষ্মীর সম্মুখে ইহাঁর কথা সদা সর্ব্বদা আনন্দে কীর্ত্তন করেন। নারায়ণ বলেন,—কমলে! পতিব্রতাদিগের মধ্যে অরুন্ধতীর যেমন নির্ম্মল আশয়, হে ভামিনি! অন্য কোন রমণীর কোথাও সেরূপ পবিত্র আশয় নহে। প্রিয়ে! রূপ, শীল, কৌলীন্য, কলানৈপুণ্য, পতিশুশ্রূষা, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং গুরুজনকে সন্তুষ্ট করা অরুন্ধতীর যেমন আছে, তেমনটী আর কোথাও অপরের নাই। যাহারা প্রসঙ্গক্রমে অরুন্ধতীর নামগ্রহণও করে, জগতে সেই সব শুদ্ধবুদ্ধি সৌভাগ্যশালিনী রমণী ধন্য। আমার ভুবনে যখন পতিব্রতাদিগের কথা উঠে, তখন এই সতী অরুন্ধতীই সর্ব্বপ্রথমরেখা অলঙ্কৃত করেন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয়, এইরূপে সেই প্রমোদাবহ কথোপকথন করিতে করিতে সত্যপূর্ণ ধ্রুবলোক দেখিতে পাইলেন। ১৪—২৯।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ। তিষ্ঠন্নেকেন পাদেন কোঽয়ং ভ্রমতি সত্তমৌ। অনেকরসনাব্যগ্রহস্তাগ্রো ব্যগ্রলোচনঃ ॥ ১ ॥ ত্রিলোকীমণ্ডপস্তম্ভসন্নিভো ভাভিরাবৃতঃ। অতুলং জ্যোতিষাং রাশিং তুলয়া তুলয়ন্নিব ॥ ২ ॥ সূত্রধার ইব ব্যোম-ব্যায়ামপরিমাপকঃ। ত্রৈবিক্র-মোজ্জ্বদণ্ডো বা প্রোদ্দণ্ডো গগনাঙ্গনে ॥ ৩ ॥ অথবাম্বরকাসার-সারযূপস্বরূপধৃক্। কোঽয়ং কথয়তং দেবৌ কৃপয়া পরয়া মম ॥ ৪ ॥ নিশম্যেতি বচস্তস্য বয়স্যস্য বিমানগৌ। প্রণয়াদাহতুস্তস্মৈ ধ্রুবাং ধ্রুবকথাং গণৌ ॥ ৫ ॥ গণাবূচতুঃ। মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসীদুত্তানচরণঃ সুতঃ। তস্য ক্ষিতিপতের্বিপ্র দ্বৌ সুতৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৬ ॥ সুরুচ্যামুত্তমো জ্যেষ্ঠঃ সুনীত্যান্তু ধ্রুবোঽপরঃ। মধ্যে-সভং নরপতেরুপবিষ্টস্য চৈকদা ॥ ৭ ॥ সুনীত্যা রাজসেবায়ৈ নিযুক্তোঽলঙ্কৃতোঽর্ভকঃ। ধ্রুবো ধাত্রে-

---

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে সাধুপ্রবরদ্বয়! একীভূত পদদ্বয় দ্বারা অবস্থিত, বাতময় বিবিধ রজ্জু-নিহিত-করাঙ্গুলি, চঞ্চলনয়ন কে ইনি ভ্রমণ করিতেছেন? এই তেজঃসংবৃত পুরুষ ত্রৈলোক্যমণ্ডপের মহাস্তম্ভস্বরূপ, তুলাদণ্ড দ্বারা যেন ইনি অতুলনীয় জ্যোতীরাশি মাপিতেছেন; ইনি যেন আকাশবিস্তৃতির পরিমাপক সূত্রধর; অথবা এটী যেন গগনাঙ্গনে উত্থিত ত্রিবিক্রমের চরণদণ্ড; কিংবা ইহা গগনসরোবরের মধ্যপ্রোথিত সারযূপ (জাড়কাঠ) স্বরূপ। হে দেবদ্বয়! কে ইনি;—অত্যন্ত দয়া করিয়া আমাকে ইহা বলুন। বিমানারূঢ় বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় বন্ধুর এই কথা শুনিয়া প্রণয়বশতঃ ধ্রুবের চিরস্থায়ী বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনুর উত্তানপাদ নামে একপুত্র ছিলেন, হে বিপ্র! সেই রাজার দুই পুত্র উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে সুরুচির গর্ভে জ্যেষ্ঠ উত্তম, আর সুনীতির গর্ভে কনিষ্ঠ ধ্রুব। একদা সভামধ্যে রাজা উপবিষ্ট আছেন, সুনীতি, বালক ধ্রুবকে বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া রাজসেবার

য়িকাপুত্রৈঃ সমং বিনয়তৎপরঃ ॥ ৮ ॥ স গত্বোত্তান-চরণং ক্ষৌণীশং প্রণনাম হ । দৃষ্টোত্তমং তদুৎসঙ্গে নিবিষ্টং জনকস্য বৈ ॥ ৯ ॥ প্রোচ্চসিংহাসনস্থস্য নৃপতের্বাল্যচাপলাৎ । আরোঢ়ুকামস্তভবৎ সৌনি-তেয়স্তদা ধ্রুবঃ ॥ ১০ ॥ আরুরুক্ষুমবেক্ষ্যামুং সুরুচি-র্ধ্রুবমব্রবীৎ । দৌর্ভগেয় কিমারোঢ়ুমিচ্ছেরঙ্কে মহীপতেঃ ॥ ১১ ॥ বাল বালিশবুদ্ধিত্বাদভাগ্যা-জঠরোদ্ভব । অস্মিন্ সিংহাসনে স্থাতুং ন ত্বয় সুকৃতং কৃতম্ ॥ ১২ ॥ যদি স্যাৎ সুকৃতং তৎ কিং দুর্ভগোদরগোহভবঃ । অনেনৈবানুমানেন বুধ্যস্ব স্বাল্পপুণ্যতাম্ । ভূত্বা রাজকুমারোহপি নালঙ্কুর্য্যা মমোদরম্ ॥ ১৩ ॥ সুকুক্ষিজমমুং পশ্য ত্বমুত্তমমনু-ত্তমম্ । অধিজানু ধরাজানের্ম্মানেন পরিবৃংহিতম্ ॥ প্রাংশোঃ সিংহাসনস্থাস্য রুচিশ্চেদধিরোহণে । কুক্ষিং হিত্বা কিমবসঃ সুরুচেশ্চ সুরোচিষম্ ॥ ১৫ ॥ মধ্যে-ভূপসভং বালস্তয়েতি পরিভর্ৎসিতঃ । পতন্নিপীত-বাষ্পাম্বুর্দ্ধৈর্য্যাৎ কিঞ্চিন্ন চোক্তবান্ ॥ ১৬ ॥ উচিতানু-চিতং কিঞ্চিন্নোচিবান্ সোহপি পার্থিবঃ । নিয়ন্ত্রিতো মহিষ্যাশ্চ তস্যাঃ সৌভাগ্যগৌরবাৎ ॥ ১৭ ॥ বিসৃজ্য চ সভালোকং শোকং সংহৃত্য চেষ্টিতৈঃ । শৈশবৈঃ স শিশুর্নত্বা নৃপং স্বসদনং যযৌ ॥ ১৮ ॥ সুনীতিঃ নীতিনিলয়মবলোক্যাথ বালকম্ । মুখলক্ষ্মৈব চাজ্ঞাসীদ্ধ্রুবং সমবমানিতম্ ॥ ১৯ ॥ অভিসৃত্য চ তং বালং মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রায় স্মসকৃৎ । কিঞ্চিৎ পরি-ম্লানমিব সসাস্বঃ পরিষস্বজে ॥ ২০ ॥ অথ দৃষ্ট্বা সুনীতিং স রহোহন্তঃপুরবাসিনীম্ । দীর্ঘং নিঃশ্বস্য বহুশো মাতুরগ্রে রুরোদ হ ॥ ২১ ॥ সান্ত্বয়িত্বা-শ্রুনয়না বদনং পরিমার্জ্জ্য চ । দুকূলাঞ্চলসম্পর্কৈ-র্মৃদুলৈ মৃদুপাণিনা ॥ ২২ ॥ পপ্রচ্ছ তনয়ং মাতা বদ রোদনকারণম্ । বিদ্যমানে নরপতৌ শিশো কেনাপমানিতঃ ॥ ২৩ ॥ অপোহথ সমুপস্পৃশ্য তাম্বুলং পরিগৃহ্য চ । মাত্রা পৃষ্টঃ সোপরোধং ধ্রুবস্তাং পর্য্যভাষত ॥ ২৪ ॥ সম্পৃচ্ছে জননি ত্বাহং সম্যক্ শংস মমাগ্রতঃ । ভার্য্যাত্বেহপি চ সামাস্থে

জন্য রাজসকাশে পাঠাইলেন। বিনয়তৎপর ধ্রুব, ধাত্রীপুত্রদিগের সহিত রাজসভায় আসিয়া ভূপতি উত্তানপাদকে প্রণাম করিলেন। তখন সুনীতি-পুত্র ধ্রুব, উচ্চসিংহাসনস্থিত পিতা মহারাজের ক্রোড়ে উত্তমকে উপবিষ্ট দেখিয়া বাল্যচাপল্য প্রযুক্ত নিজেও আরোহণ করিতে অভিলাষী হই-লেন। সুরুচি, ধ্রুবকে রাজার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া বলিলেন,—অরে দুর্ভগা-পুত্র! বালক! নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত রাজার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ কি? রে অভাগিনীগর্ভসম্ভূত! এ সিংহাসনের উপর বসিবার পুণ্য তুই করিস্ নাই। যদি কিছু পুণ্য করিবি, তবে অভাগিনীর উদরে জন্মাইবি কেন? এই অনুমান দ্বারাই নিজের অল্প পুণ্যের বিষয় বুঝিয় দেখ। রাজকুমার হইয়াও আমার গর্ভ যে অলঙ্কৃত করিস নাই। এই উত্তমগর্ভসম্ভূত সর্ব্বোত্তম উত্তমকে দেখ, ধরাপতির জানুপরি বসিয়া কেমন আদর-গৌরবে বর্দ্ধিত হইতেছে। এই অতুচ্চ রাজসিংহা-সনে উঠিতে যদি ইচ্ছা ছিল, তবে সুরুচির সুশো-ভন গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া অপর গর্ভে বাস করিলি কেন? রাজসভা মধ্যে বালক ধ্রুবকে সুরুচি এই-রূপ অতীব ভর্ৎসনা করিলেন। ধ্রুব, নয়নবিগলিত জলধারা পান করিতে করিতে ধৈর্য্যবশতঃ কিছুই বলিলেন না। মহিষী সুরুচির সৌভাগ্য গৌরব-নিয়ন্ত্রিত সেই রাজা ও উচিত কি অনুচিত কোন কথাই বলিলেন না। শিশু ধ্রুব, সভাদর্শন পরি-ত্যাগপূর্ব্বক শৈশবোচিত চেষ্টা দ্বারা শোক অপ্রকাশ রাখিয়া রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। সুনীতি, নীতিসম্পন্ন বালক ধ্রুবকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখশ্রী দ্বারাই বুঝিলেন, ধ্রুব বিশেষ অপমা-নীত হইয়াছেন। সুনীতি, সত্বর নিকটে গিয়া বারংবার ধ্রুবের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া যেন কিঞ্চিৎ-ম্লানভাবাপন্ন ধ্রুবকে সান্ত্বনা করত আলিঙ্গন করি-লেন। অনন্তর, ধ্রুব, জননী সুনীতিকে অন্তঃপুরে নির্জ্জনে দেখিয়া বহুবার দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই জননীর সম্মুখে রোদন করিতে লাগি-লেন। মাতা সুনীতি, অশ্রুপূর্ণনয়নে, বালক পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া এবং কোমল হস্তে কোমল বসনাঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল, কাঁদিতেছ কেন? শিশু! রাজা থাকিতে কে তোমাকে অপমান করিয়াছে? অনন্তর, ধ্রুব, জলে কুলকুচা করিয়া এবং তাম্বূল গ্রহণ করিয়া জননীর সনির্ব্বন্ধ জিজ্ঞাসায় তাঁহাকে বলিলেন,—"জননি! তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার নিকট সম্যক্ উত্তর দিবে;—তুমি এবং সুরুচি দুইজনই মহারা-জের ভার্য্যা, ভার্য্যাত্ব তোমাদের দুই জনেই সমান, তবে সুরুচি রাজার প্রিয়া কেন; আর মা! তুমিই বা রাজার প্রিয়া নহে কেন? উত্তম এবং আমি

কথং সা সুরুচিঃ প্রিয়া। কথং ন ভবতী মাতঃ প্রিয়া ক্ষিতিপতেরসি॥ ২৫॥ কথমুত্তমতাং প্রাপ্ত উত্তমঃ সুরুচেঃ সুতঃ। কুমারত্বেঽপি সামান্যে কথং স্বহমনুত্তমঃ॥ ২৬॥ কথং ত্বং মন্দভাগ্যাসি সুকুক্ষিঃ সুরুচিঃ কথম্। কথং নৃপাসনং যোগ্যমুত্তমস্য কথং ন মে। কথং মে সুকৃতং তুচ্ছমুত্তমস্যোত্তমং কথম্॥ ২৭॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য সুনীতির্নীতিমচ্ছিশোঃ। কিঞ্চিদুচ্ছুস্য শনকৈঃ শিশুকোপোপশান্তয়ে॥ ২৮॥ স্বভাবমধুরাং বাণীং বক্তুং সমুপচক্রমে। সাপত্ন্যং প্রতিঘং ত্যক্ত্বা রাজনীতিবিদাং বরা॥ ২৯॥ সুনীতিরুবাচ। অয়ি তাত মহাবুদ্ধে বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। নিবেদয়ামি তে সর্ব্বং মাপমানে মতিং কৃথাঃ॥ ৩০॥ তয়া যদুক্তং তৎ সর্ব্বং তথ্যমেব ন চান্যথা। সা পট্টমহিষী রাজ্ঞো রাজ্ঞীনামতিবল্লভা॥ ৩১॥ তয়া জন্মান্তরে তাত যৎ পুণ্যং সমুপার্জ্জিতম্। তৎপুণ্যোপচয়াদ্রাজা সুরুচ্যাং সুরুচির্ভৃশম্॥ ৩২॥ মাদৃশ্যো মন্দভাগ্যা যাঃ প্রমদাসু প্রতিষ্ঠিতাঃ। কেবলং রাজপত্নীত্ব-বাদস্তাসু ন তদ্রুচিঃ॥ ৩৩॥ মহাসুকৃতসম্ভারৈ-রুত্তমশ্চোত্তমোদরে। উবাস তস্যাঃ পুণ্যায়া নৃপসিংহাসনোচিতঃ॥ ৩৪॥ আতপত্রঞ্চ চন্দ্রাভং শুভে চাপি চ চামরে। ভদ্রাসনং তথোচ্চঞ্চ সিন্ধুরাশ্চ মদোদ্ধুরাঃ॥ ৩৫॥ তুরঙ্গমাশ্চ তুরগাস্ত-নাধিব্যাধিজীবিতম্। নিঃসপত্নং শুভং রাজ্যং প্রাজ্যং হরিহরার্চ্চিতম্॥ ৩৬॥ বিপুলঞ্চ কলাজ্ঞান-মধীতমপরাজিতম্। তথা জয়োঽরিষড়্বর্গে স্বভাবাৎ সাত্ত্বিকী মতিঃ॥ ৩৭॥ দৃষ্টিঃ কারুণ্য-সম্পূর্ণা বাণী মধুরভাষিণী। অনালস্যঞ্চ কার্য্যেষু তথা গুরুজনে নতিঃ॥ ৩৮॥ সর্ব্বত্র শুচিতা তাত সা পরোপকৃতিঃ সদা। ঊর্জ্জস্বলা মনোবৃত্তিঃ সদৈবাদীনবাদিতা॥ ৩৯॥ সদোহজিরে চ পাণ্ডিত্যং প্রাগলভ্যঞ্চ রণাঙ্গনে। আর্জবং বন্ধুবর্গেষু কাঠিন্যং ক্রয়বিক্রয়ে॥ ৪০॥ মার্দ্দবং স্ত্রীপ্রয়োগেষু বৎসলত্বং প্রজাসু চ। ব্রাহ্মণেভ্যো ভয়ং নিত্যং বৃদ্ধবৃত্ত্যুপ-জীবনম্॥ ৪১॥ বাসো ভাগীরথীতীরে তীর্থে বা মরণং রণে। অপরাঙ্মুখতার্থিভ্যঃ প্রত্যর্থিভ্যো বিশেষতঃ॥ ৪২॥ ভোগঃ পরিজনৈঃ সার্দ্ধং দানাবন্ধ্যদিনাগমঃ। বিদ্যাব্যসনিতা নিত্যং নিত্যং

উভয়েই আমরা রাজার কুমার; কুমারত্ব আমাদের উভয়েই সমান, তথাপি সুরুচিগর্ভসম্ভব বলিয়া উত্তম উৎকৃষ্ট হইল কেন? আর আমিই বা অপকৃষ্ট হইলাম কেন? তুমি মন্দভাগিনী হইলে কেন? আর সুরুচি সুগর্ভা কেন? রাজার আসন উত্তমেরই যোগ্য কেন? আর আমারই বা যোগ্য নহে কেন? আমার পুণ্য অল্প কিসে হইল? আর উত্তমের পুণ্যই উত্তম হইল কিরূপে?” রাজনীতিবিৎপ্রবরা সুনীতি, বালক ধ্রুবের এই নীতিযুক্ত বাক্যশ্রবণানন্তর ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বালকের কোপশান্তির জন্য সাপত্ন্য রোষ মনে না করিয়া স্বভাবমধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—“সুবুদ্ধি বাপ আমার! আমি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তোমাকে সকল কথা বলিতেছি, যাহা হইয়াছে, তাহাতে অপমান মনে করিও না; সুরুচি যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য, মিথ্যা নহে। সুরুচি, রাজার মহিষী; রাজ্ঞীদিগের মধ্যে সুরুচিই রাজার প্রেয়সী। বাবা! সুরুচি, জন্মান্তরে যে অসীম পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার প্রবল ফলেই রাজা, তাঁহার প্রতি অতীব সুরুচিসম্পন্ন। মাদৃশী মন্দভাগ্যাগণ, রাজার সামান্য রমণীগণ মধ্যে অবস্থিত। ‘রাজপত্নী’ বলিয়া কেবল তাহাদের যা খ্যাতি আছে, রাজার রুচি এ সব রমণীর প্রতি হয় না।২০---৩৩উত্তমও বহু পুণ্যপুঞ্জফলে, সেই পুণ্যবতী মাতার উত্তম গর্ভে বাস করিয়াছে; অতএব সে-ই রাজসিংহাসনের যোগ্য। চন্দ্রতুল্য আতপত্র, শুভ্র চামরদ্বয়, উচ্চ রাজসিংহাসন, মদমত্ত কুঞ্জরগণ, শীঘ্রগামী অশ্বসমূহ, আধিব্যাধিবিবর্জ্জিত জীবন, নিষ্কণ্টক উত্তম রাজ্য, শ্রেষ্ঠতা, হরিহরপূজা, বিপুল কলাজ্ঞান, অধ্যয়ন, অজেয়তা, ষড়্রিপুবিজয়, স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক বুদ্ধি, মধুর বাক্য, কার্য্যে অনালস্য, গুরুজনে নম্রতা, সর্ব্বত্র শৌচজ্ঞান, সদা পরোপকার, তেজস্বিনী মনোবৃত্তি, সতত অক্ষুন্নভাষিতা, সভাপ্রাঙ্গণে পাণ্ডিত্য, রণাঙ্গনে প্রাগলভ্য, বন্ধুগণের প্রতি সরলতা, ক্রয়বিক্রয়ে কাঠিন্য, রমণীর সহিত ব্যবহার-কোমলতা, প্রজাবাৎসল্য, ব্রাহ্মণগণ হইতে নিত্য ভীরুতা, সদাচার বৃত্তি-অবলম্বন, গঙ্গাতীরে বাস, তীর্থে কি রণক্ষেত্রে মৃত্যু, যাচকদিগের প্রতি বিমুখ না হওয়া, বিশেষতঃ শত্রুগণের নিকট হইতে যুদ্ধে পলায়ন না করা, পরিজনের সহিত ভোগ, দান দ্বারা দিবসের সাফল্য সম্পাদন, সর্ব্বদা বিদ্যায় আসক্তি, প্রত্যহ মাতাপিতার

পিত্রোরুপস্থিতিঃ ॥ ৪৩ ॥ যশসঃ সঞ্চয়ো নিত্যং নিত্যং ধর্ম্মস্ত সঞ্চয়ঃ। স্বর্গাপবর্গয়োঃ সিদ্ধিঃ সদা শীলস্ত মণ্ডনম্ ॥ ৪৪ ॥ সদ্ভিশ্চ সঙ্গতির্নিত্যং মৈত্রী চ পিতৃমিত্রকৈঃ। ইতিহাসপুরাণানামুৎকণ্ঠা শ্রবণে সদা ॥ ৪৫ ॥ বিপদ্যপি পরং ধৈর্য্যং স্থৈর্য্যং সম্পৎসমাগমে। গাম্ভীর্য্যং বাগ্বিলাসেষু ঔদার্য্যং পাত্রপাণিষু ॥ ৪৬ ॥ দেহে পরৈকা কৃশতা তপোভির্নিয়মৈর্যমৈঃ। এতৈর্মনোরথফলৈঃ ফলন্ত্যেব তপোদ্রুমাঃ ॥ ৪৭ ॥ তস্মাদল্পতপস্বাদ্বৈ ত্বঞ্চাহঞ্চ মহামতে। প্রাপ্যাপি রাজসান্নিধ্যং রাজলক্ষ্ম্যা ন ভাজনম্ ॥ ৪৮ ॥ মানাপমানয়োস্তস্মাৎ স্বকৃতং কারণং পরম্। স্রষ্টাপি নাপমার্ষ্টুং তৎ পরাষ্টে স্বকৃতাং কৃতিম্। মা শোচস্বমতঃ পুত্র দিষ্টমিষ্টং সমর্থয়ন্ ॥ ৪৯ ॥ ইত্যাকর্ণ্য সুনীত্যাস্তন্মহাবাক্যং সুনীতিমৎ। সৌনীতেয়ো ধ্রুবো বাচমাদদে বক্তুমুত্তরম্ ॥ ৫০ ॥ ধ্রুব উবাচ। জনয়িত্রি সুনীতে মে শৃণু বাক্যমনাকুলম্। মা বাল ইতি মত্বা মামবমংস্থাস্তপস্বিনি ॥ ৫১ ॥ যদ্যহং মানবে বংশে জাতোহস্ম্যত্যন্তপাবনে। উত্তানপাদতনয়স্ত্বদীয়োদরসম্ভবঃ ॥ ৫২ ॥ তপ এব হি চেন্মাতঃ কারণং সর্ব্বসম্পদাম্। তত্তদাসাদিতং বিদ্ধি পদমন্যৈর্দুরাসদম্ ॥ ৫৩ ॥ একমেব হি সাহায্যং কুরু মাতরতন্দ্রিতা। অনুজ্ঞাদানমাত্রঞ্চ আশীর্ভিরভিনন্দয় ॥ ৫৪ ॥ সাপি জ্ঞাত্বা মহাবীর্য্যং কুমারং কুক্ষিসম্ভবম্। মহত্যোৎসাহসম্পত্ত্যা ভ্রাজমানমুবাচ তম্ ॥ ৫৫ ॥ অনুজ্ঞাতুং ন শক্তাহং ত্বামুত্তানশয়াঙ্গজ। সাষ্টৈকবর্ষদেশীয়ং তথাপি কথয়াম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥ সপত্নীবাক্যভল্লীভির্ভিন্নে মহতি মে হৃদি। ত্বত্তদ্বাষ্পোঘবারীণি ন তিষ্ঠন্তি করোমি কিম্ ॥ ৫৭ ॥ তানি মন্নেত্রমার্গেণ স্রবন্ত্যবিরতং শিশো। স্রবন্তীশ্চ চিকীর্ষন্তি প্রতিকূলজলাঃ কিল ॥ ৫৮ ॥ ত্বদেকতনয়া তাত ত্বদাধারৈকজীবিতা। ত্বমন্ধযষ্টিরসি মে ত্বন্মুখাসক্তলোচনা ॥ ৫৯ ॥ লব্ধোহসি কতিভিঃ কষ্টৈরিষ্টাঃ সম্প্রার্থ্য দেবতাঃ। ত্বন্মুখেন্দূদয়ে তাত মন্মনঃ ক্ষীরনীরধিঃ। আনন্দপয়সাপূর্য্য কুচাবুদ্বেলিতো ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ ত্বদঙ্গসঙ্গসম্ভূত-সুখসন্দোহশীতলা।

উপাসনা, প্রত্যহ যশঃসঞ্চয়, প্রত্যহ ধর্ম্মোপার্জ্জন, স্বর্গ ও মুক্তির সিদ্ধি, নিরন্তর সদাচারানুষ্ঠান, সদা সৎসঙ্গ, পিতৃবন্ধুদিগের সহিত মিত্রতা, ইতিহাসপুরাণশ্রবণে সদা ঔৎসুক্য, বিপদেও পরম ধৈর্য্য, সম্পত্তিসমাগমে স্থিরতা, বাগ্‌বিলাসে গাম্ভীর্য্য, পাত্রপাণি যাচকদিগের প্রতি বদান্যতা এবং তপস্যা, যম ও নিয়ম দ্বারাই কেবল শারীরিক কৃশতা,—পূর্ব্বার্জ্জিত তপস্যারূপ তরুগণের এই সমস্ত ফল! অতএব হে মহামতে! তুমি এবং আমি অধিক তপস্যা করিতে পারি নাই বলিয়াই রাজসান্নিধ্য লাভ করিয়াও রাজলক্ষ্মীর ভাগী হইলাম না। অতএব মান এবং অপমানের কারণ কেবল স্ব স্ব কর্ম্ম। বিধাতাও স্বকৃত কর্ম্মফল অন্যথা করিতে পারেন না। অতএব, পুত্র! তুমি শোক করিও না, ভাগ্যফলে যা হয়, তাই ভাল মনে করিবে।” সুনীতির এইপ্রকার সুনীতিসম্পন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া সুনীতিপুত্র ধ্রুব, উত্তর করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন;—জননি! সুনীতি! আমার কথা তুমি অব্যগ্রভাবে শ্রবণ কর। হে কষ্টভাগিনি! বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না। মা! আমি যদি অত্যন্ত পবিত্র মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমি উত্তানপাদ রাজার ঔরসজাত এবং তোমার গর্ভসম্ভব হই, আর তপস্যা যদি সর্ব্বসম্পত্তির কারণ হয়, ত নিশ্চয় কর, যাহা অপরের দুর্লভ, সেই সেই পদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।৩৪—৫৩। মা! মোহের বশবর্ত্তিনী না হইয়া তপস্যা করিতে মাত্র অনুমতি প্রদান কর, আর আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন কর, এইএকমাত্র সাহায্য তুমি কর। সুনীতি, আপনার গর্ভসম্ভূত কুমারকে মহাবীর্য্য এবং মহোৎসাহসম্পন্ন জানিয়াও বলিতে লাগিলেন,—স্তন্যপায়িন্ শিশুপুত্র! নবম বর্ষ বয়ঃক্রম তোমার আজিও পূর্ণ হয় নাই, তোমাকে আমি এ কার্য্যে অনুমতি দিতে ত পারি না; তথাপি বলিতেছি, সপত্নীবচনরূপ ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ মদীয় বিশাল হৃদয়েও তোমার বাষ্পসমূহ-জলরাশি ক্ষণকালও থাকিতেছে না, কি করি! শিশু! সেই জলরাশি আমার নয়নপথ দ্বারা ক্ষরিত হইতেছে, আর দুঃখাবহ জলপূর্ণ নদীসমূহ উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বাপ! তুমি আমার একমাত্র পুত্র; তুমি আমার জীবনের একমাত্র আধার; তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, তোমার মুখের দিকেই আমি চাহিয়া রহিয়া আছি। অভীষ্টদেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া কত কষ্টে তোমাকে পাইয়াছি। বাবা! তোমার মুখচন্দ্র আমার যখনই নয়নগোচর হয়, তখনই আমার হৃদয়রূপ ক্ষীরসমুদ্র আনন্দদুগ্ধে পরিপূর্ণ হইয়া স্তনদ্বয়রূপ বেলাভূমিকে

সুখং শয়ে সুশয়নে প্রাবৃত্য পুলকাম্বরম্ ॥ ৬১ ॥ ত্বদাস্যস্বোষ্ঠপুটকদুগ্ধবার্দ্ধিবিবর্দ্ধিতাম্। সুধাং সুধাংশুবদন প্রবর্ষন্ত্যপি খিদ্যামি ন ॥ ৬২ ॥ ত্বদীয়ঃ শীতলালাপঃ প্রাপ্য শ্রুতিপথং যদা। সপত্নীবাক্যদবথুস্তদৈব স্যাৎ সবেপথুঃ ॥ ৬৩ ॥ যদঙ্গ নিদ্রাসি চিরং ধ্যায়ন্ত্যস্মি তদেত্যহম্। কদা নিদ্রাদরিদ্রোঽসৌ ভবিতার্কোদয়েঽজবৎ ॥ ৬৪ ॥ যদোপেয়া গৃহান্ বৎস খেলিত্বা বালখেলনৈঃ। তদানর্ঘ্যার্ঘ্যমুৎস্রষ্টুং স্তনৌ স্যাতামিবোন্মুখৌ ॥ ৬৫ ॥ যদা সৌধাদ্বিনির্যায়াঃ পদ্মরেখাঙ্কিতং পদম্। প্রাণানাং স্যাদ্যিয়াসূনাং তদা তদবলম্বনম্ ॥ ৬৬ ॥ যদা যদা বহির্যাসি পুত্র ত্রিচতুরং পদম্। তদা তদা মম প্রাণঃ কণ্ঠপ্রাঘুণিকো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥ চিত্রং পুত্র ত্বরয়তি যাতুং মে মানসাণ্ডজঃ। সুধাধারাধর ইব বহিশ্চিরয়তি ত্বয়ি ॥ ৬৮ ॥ অথ তিষ্ঠন্তু কঠিনাঃ প্রাণাঃ কণ্ঠাটবীতটে। সম্পশ্যন্তোঽতিসন্তপ্তাস্তপসে ত্বয়ি যাস্যতি ॥ ৬৯ ॥ ইত্যনুজ্ঞামনুপ্রাপ্য জননী-চরণাম্বুজৌ। ক্ষণং মৌলিজজম্বালজড়ৌ কৃত্বা ধ্রুবো যযৌ ॥ ৭০ ॥ তয়াপি ধৈর্য্যসূত্রেণ সুনীত্যা পরিগুম্ফ্য চ নেত্রেন্দীবরজাং মালাং ধ্রুবস্যোপায়নীকৃতা ॥ ৭১ ॥ মাত্রা তন্মার্গরক্ষার্থং তদা তদনুগীকৃতাঃ। পরৈরবার্য্যপ্রসরাঃ স্বাশীর্ব্বাদাঃ পরঃশতাঃ ॥ ৭২ ॥ স্বসৌধাৎ স বিনির্গত্য বালোঽবালপরাক্রমঃ। অনুকূলেন মরুতা দর্শিতাধ্বাবিশদ্বনম্ ॥ ৭৩ ॥ সমস্তরুশাখাগ্রপ্রসারণমিষেণ সঃ। কৃতাহূতিরিব প্রেম্না বনেন বনমাবিশৎ ॥ ৭৪ ॥ স মাতৃদৈবতোঽভিজ্ঞঃ কেবলং রাজবর্ত্মনি। ন বেদ কাননাধ্বানং ক্ষণং দধ্যৌ নৃপাত্মজঃ ॥ ৭৫ ॥ যাবদুন্মীল্য নয়নে পুরঃ পশ্যতি স ধ্রুবঃ। তাবদদর্শ সপ্তর্ষীনতর্কিতগতীন্ বনে ॥ ৭৬ ॥ বালিশেষ্বসহায়েষু ভবেদ্ভাগ্যং সহায়কৃৎ। অরণ্যানাং রণে গেহে ততো ভাগ্যং হি কারণম্ ॥ ৭৭ ॥ ক্ব রাজতনয়ো বালো গহনং ক্ব চ তদ্বনম্। বলাৎ স্বসাৎপ্রকুর্ব্বন্ত্যৈ নমস্তে ভবিতব্যতে ॥ ৭৮ ॥ যত্র যস্য হি যদ্ভাব্যং

অতিক্রম করে। তোমার অঙ্গসঙ্গজনিত সুখসন্দোহে শীতলা হইয়া আমি রোমাঞ্চরূপ বস্ত্র গায়ে দিয়া উত্তম শয্যায় সুখে শয়ন করি। তার পর হে চন্দ্রমুখ! আচমন এবং তাম্বুল গ্রহণ করিয়া তোমার বদনে ওষ্ঠাধররূপ ক্ষীরসমুদ্রে সমুত্থিত অমৃত পান করিয়া আমার আশা মিটে না। তোমার শীতল আলাপ যখন আমার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়, সপত্নীবাক্যব্যথা তখনই অপগত হইয়া থাকে। বাবা! তুমি অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলে, আমি ভাবি, সূর্য্যোদয়ে পদ্মের ন্যায় ধ্রুব আমার কখন প্রবুদ্ধ হইবে। বৎস! তুমি যখন ক্রীড়াসঙ্গী বালকদিগের সহিত খেলা করিয়া ঘরে আইস, তখন আমার স্তনদ্বয় তোমাকে অমূল্য অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্যই যেন উন্মুখ হইয়া উঠে। যখন তুমি সৌধ হইতে বাহিরে যাও, তখন তোমার পদ্মরেখাচিহ্নিত পদচিহ্নই, আমার গমনাভিলাষী প্রাণবায়ুর অবলম্বন হইয়া থাকে। পুত্র! যখন যখন তুমি তিন চার পা বাহিরে যাও, আমার প্রাণও তখন তখন কণ্ঠাগত হইয়া থাকে। পুত্র! সুধাবর্ষী মেঘতুল্য তুমি বাহিরে বিলম্ব করিলে, আমার মানস-পক্ষী গমনের জন্য অতি আশ্চর্য্য ভাবে ত্বরা করে। এখন তুমি তপস্যায় যাইলে, আমার প্রাণ, অতি সন্তপ্ত ভাবে, কণ্ঠ-কানন-প্রান্তে তপস্যা করত অবস্থান করুক। ধ্রুব, এইরূপে জননীর অনুজ্ঞা প্রাপ্তে তদীয় চরণকমলদ্বয়কে, স্বীয় কেশপাশরূপ পঙ্ক দ্বারা ক্ষণকাল বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া গমন করিলেন।৫৪—৭০। তখন সুনীতিও দৃষ্টিরূপ ইন্দীবরমাল্য ধৈর্য্যসূত্র দ্বারা গাঁথিয়া ধ্রুবকে উপহার দিলেন। মাতা সুনীতি, পথে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অপরের অনিবার্য্যবেগসম্পন্ন শতাধিক অন্তরের আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিলেন। মহাপরাক্রম বালক স্বীয় সৌধ হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন, অনুকূল বায়ু তাঁহার পথপ্রদর্শক হইল। পবনবিকম্পিত তরুশাখার প্রসারণচ্ছলে বন যেন তাঁহাকে সপ্রেমে আহ্বান করিলে, ধ্রুব, বনে প্রবিষ্ট হইলেন। মাতাই যাঁহার দেবতা, সেই ধ্রুব, কেবল রাজপথ চিনিতেন, রাজনন্দন অরণ্যপথ ত চিনিতেন না; তাই ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। তার পর ধ্রুব, যেই নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে চাহিলেন, অমনি অরণ্য মধ্যে অতর্কিতগতি সপ্তর্ষিদিগকে দেখিতে পাইলেন। অসহায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভাগ্যই সাহায্যকারী; মহাবনে, সংগ্রামে এবং গৃহে ভাগ্যই সর্ব্ববিষয়ে কারণ। কোথায় বালক রাজপুত্র আর কোথায় বা সেই গহন বন!—হে ভবিতব্যতে! বলপূর্ব্বক তুমিই সকলকে আত্মসাৎ কর, তোমাকে নমস্কার। যাহার যথায় শুভ বা অশুভ হইবে, ভবিতব্যতাপাশ আকর্ষণ করিয়া

শুভং বাশুভমেব চ। আকৃষ্য ভাবিনী রজ্জুস্তত্র তস্য হি দাপয়েৎ॥ ৭৯॥ অন্যথা বিদধাত্যেষ মানবো বুদ্ধিবৈভবাৎ। ভগবত্যা ভবিত্র্যাসৌ বিদধ্যাদ্বিধিরন্যথা॥ ৮০॥ ন বয়ো ন চ বৈচিত্র্যাং ন চিত্রং বিদধে হিতম্। ন বলং নোদ্যমঃ পুংসাং কারণং প্রাক্‌কৃতং কৃতম্॥ ৮১॥ অথ দৃষ্ট্বা স সপ্তর্ষীন্ সপ্তসপ্ত্যতিতেজসঃ। ভাগ্যসূত্রৈরিবাকৃষ্যোপনীতান্ প্রমুমোদ হ॥ ৮২॥ তিলকাঙ্কিতসদ্ভালান্ কুশোপগ্রহিতাঙ্গুলীন্। কৃষ্ণাজিনোপবিষ্টাংশ্চ যজ্ঞসূত্রৈরলঙ্কৃতান্॥ ৮৩॥ সাক্ষসূত্রকরান্ কিঞ্চিদ্বিনিমীলিতলোচনান্। সুধৌতসূক্ষ্মকাষায়বাসঃপ্রাবরণান্বিতান্॥ ৮৪॥ অকাণ্ডেঽপি মহাভাগান্ মিলিতান্ সপ্তনীরধীন্। চিত্রং বিপদ্বিনির্ম্মগ্নান্নুদ্দিধীর্ষূনিব প্রজাঃ॥ ৮৫॥ উপগম্য বিনম্রাংসঃ প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ। ধ্রুবো বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রে প্রণম্য ললিতং বচঃ॥ ৮৬॥ ধ্রুব উবাচ। অবৈত মাং মুনিবরাঃ সুনীত্যুদরসম্ভবম্। উত্তানপাদতনয়ং ধ্রুবং নির্ব্বিণ্ণমানসম্॥ ৮৭॥ ইদং বনমনুপ্রাপ্তং সনাথং যুষ্মদঙ্ঘ্রিভিঃ। প্রায়োঽনভিজ্ঞং সর্ব্বত্র মহদ্ভূষিতমানসম্॥ ৮৮॥ তে দৃষ্ট্বোর্জ্জস্বলং বালং স্বভাবমধুরাকৃতিম্। অনর্ঘ্যনয়নেপথ্যং মৃদুগম্ভীরভাষিণম্। উপোপবেশ্য শিশুকং প্রোচুর্বৈ বিস্মিতা ভৃশম্॥ ৮৯॥ অহো বাল বিশালাক্ষ মহারাজকুমারক। বিদর্য্যাপি ন জানীমো বদ নির্ব্বেদকারণম্॥ ৯০॥ অদ্য তে হ্যর্থচিন্তা নো কাপমানঃ প্রসূর্গৃহে। নীরুক্ শরীরসম্পত্তির্নির্ব্বেদে কিং নু কারণম্॥ ৯১॥ অনবাপ্তাভিলাষাণাং বৈরাগ্যং জায়তে নৃণাম্। সপ্তদ্বীপপতে রাজ্ঞঃ কুমারস্ত্বং তথা কথম্॥ ৯২॥ স্বভাবভিন্নপ্রকৃতৌ লোকেঽস্মিন্ মনোগতম্। অবগন্তুং হি শক্যেত যুনো বৃদ্ধস্য বা শিশোঃ॥ ৯৩॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং সহজপ্রেমনির্ভরম্। বাচং জগ্রাহ স তদা শিশুঃ প্রাংশুমনোরথঃ॥ ৯৪॥ ধ্রুব উবাচ। প্রেষিতো রাজসেবার্থং জনন্যাহং মুনীশ্বরাঃ। রাজাঙ্কমারুরুক্ষুহি সুরুচ্যা পরিভর্ৎসিতঃ॥ ৯৫॥ উত্ত-

---

তাহাকে তথায় অর্পণ করে। মনুষ্য, আপনার বুদ্ধিবলে একপ্রকার করিতে যায়, ভগবতী ভবিতব্যতার সাহায্যে বিধি, তাহা অন্যরূপে পরিণত করেন। বয়ঃক্রম, বিচিত্র-কার্য্য-সম্পাদিকা শক্তি, বল ও উদ্যোগ, পুরুষের হিত করিতে পারে না, এক প্রাক্তন কর্ম্মই ইহার মূল! অনন্তর, যেন তাঁহার ভাগ্য-সূত্রজাল কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উপনীত সূর্য্যের ন্যায় অতি তেজস্বী সপ্তর্ষিকে দেখিয়া ধ্রুব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদিগের প্রশস্ত ললাট তিলকাঙ্কিত, অঙ্গুলিতে কুশোপগ্রহ, তাঁহারা উত্তম যজ্ঞসূত্রে অলঙ্কৃত এবং কৃষ্ণাজিন আসনে উপবিষ্ট। করে, তাঁহাদের অক্ষসূত্র, নয়নযুগল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিমীলিত, উত্তম ধৌত সূক্ষ্ম কাষায় বস্ত্র এবং উত্তরীয় তাঁহাদের অঙ্গে শোভমান। ওঃ! বিপন্মগ্ন প্রজাকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য সপ্তসাগরই যেন অসময়ে একত্র মিলিত হইয়াছেন! ধ্রুব সেই মহাভাগ সপ্তর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রণতকন্ধরে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে এই মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অবগত হউন, আমি উত্তানপাদ রাজার ঔরসে এবং সুনীতির গর্ভে উৎপন্ন, আমার নাম ধ্রুব। আমি নির্ব্বিণ্ণহৃদয়ে আপনাদিগের চরণকমল দ্বারা সনাথীকৃত এই বনে আসিয়াছি; আমি এ আচারের প্রায় কিছুই জানি না, রাজসম্পত্তিতেই আমার মন এতদিন নিবিষ্ট ছিল। ৭৯—৮৮। সপ্তর্ষি, সেই মহাতেজা স্বভাবমধুরাকৃতি অপূর্ব্বনীতিজ্ঞানবিভূষিত মৃদুগম্ভীরভাষী বালককে দেখিয়া নিকটে উপবেশন করাইয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অহে বিশালাক্ষ বালক! মহারাজ-কুমার! আমরা বিচার করিয়াও বুঝিতেছি না, তোমার নির্ব্বেদের কারণ কি? অতএব তাহা তুমি বল। অর্থচিন্তা আজও তোমার মনে হয় নাই, মাতা গৃহে আছেন, অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? শরীরও নীরোগ; তবে নির্ব্বেদের কারণ কি? অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিবশতঃ মনুষ্যদিগের বৈরাগ্য হয় বটে, কিন্তু তুমি সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজার কুমার; তোমার পক্ষে সেরূপ হইবে কিরূপে? সকলেরই প্রকৃতি স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন; অতএব, এস্থলে কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কাহারও মনোগত ভাব জানা যায় না।" মনোরথ-সম্পন্ন শিশু ধ্রুব, সপ্তর্ষিদিগের এই প্রকার সহজ-প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! জননী, রাজসেবায় জন্য আমাকে (রাজসভায়) পাঠাইয়া দেন, তারপর আমি রাজার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইলে,

মধ্যোত্তমীকৃত্য মাঞ্চ মন্মাতরং তথা। বিকৃকৃত্য প্রশশংস স্বং নির্ব্বেদে কারণং ত্বিদম্॥ ৯৬॥ নিশম্যেতি শিশোর্ব্বাক্যং পরস্পরমবেক্ষ্য তে। ক্ষাত্রমেব শশংসুস্তদহো বালেঽপি ন ক্ষমা॥ ৯৭॥ ঋষয় ঊচুঃ। কিমস্মাভিরহো কার্য্যং কস্তবাস্তি মনোরথঃ। জ্ঞাতো ভবতু তাবৎ স নঃ শ্রবোগোচরীকুরু॥ ৯৮॥ ধ্রুব উবাচ। মুনয়ো মম যো বন্ধুরুত্তমশ্চোত্তমোত্তমঃ। পিত্রা দত্তঞ্চ সোঽধ্যাস্তাং তদ্রাসনমুত্তমম্॥ ৯৯॥ ভবৎকৃতং হি সাহায্যমেতদিচ্ছামি সুব্রতাঃ। প্রায়ো জানে ন বালত্বাদুপদেশস্তদুচ্যতাম্॥ ১০০॥ অনন্যনৃপভুক্তং যৎ মদন্যেভ্যঃ সমুচ্ছ্রিতম্। ইন্দ্রাদিদুরবাপং যৎ কথং লভ্যং দুরাসদম্॥ ১০১॥ পিত্রোৎসৃষ্টং স কাঙ্ক্ষামি কাঙ্ক্ষামি স্বভুজার্জ্জিতম্। মনোরথপথাতীতং ভবেদ্ যৎ পিতুরপ্যহো॥ ১০২॥ পতৃসম্পত্তিভোক্তারঃ প্রায়শো ন যশোধনাঃ। নরোত্তমাস্ত তে জ্ঞেয়া যে পিত্রাধিক্যদর্শিনঃ॥ ১০৩॥ উপার্জ্জিতং হি পিত্রা যে নাশয়ন্তি যশঃ শ্রুতম্। ধনং নিধনমেবাস্তু তেষাং দুর্বৃত্তচেতসাম্॥ ১০৪॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য মুনয়ঃ সুনয়োর্জ্জিতম্। যথার্থমেবং প্রত্যুচুর্মরীচ্যাদ্যাস্তদা ধ্রুবম্॥ ১০৫॥ মরীচিরুবাচ। অনর্চ্চিতাচ্যুতপদঃ পদমাপদ্যতে কথম্। যথা তথা ত্বমাখ্যাঙ্গ নাতথ্যং কথয়াম্যহম্॥ ১০৬॥ অত্রিরুবাচ। অনাস্বাদিতগোবিন্দ-পাদাম্বুজরজোরসঃ। মনোরথপথাতীতং স্ফীতং নাকলয়েৎ পদম্॥ ১০৭॥ অঙ্গিরা উবাচ। অদবীয়ঃ পদং তস্য সর্ব্বাসাং সম্পদামিহ। কমলাকান্তকান্তাঙ্‌ঘ্রি-কমলে যঃ সুশীলয়েৎ॥ ১০৮॥ পুলস্ত্য উবাচ। যস্য স্মরণমাত্রেণ মহাপাতকসন্ততিঃ। পরমান্তমবাপ্নোতি স বিষ্ণুঃ সর্ব্বদো ধ্রুবঃ॥ ১০৯॥ পুলহ উবাচ। যদাহুঃ পরমং ব্রহ্ম প্রধানপুরুষাৎ পরম্। যন্মায়য়া ততং সর্ব্বং সর্ব্বং দাস্যতি সোঽচ্যুতঃ॥ ১১০॥ ক্রতুরুবাচ। যো যজ্ঞপুরুষো বিষ্ণুর্বেদবেদ্যো জনার্দ্দনঃ। অন্তরাত্মাস্য জগতঃ স তুষ্টঃ

বিমাতা সুরুচি, আমাকে ভৎর্সনা করেন। আমাকে এবং আমার মাতাকে ধিক্কার দিয়া, তাঁহার পুত্র উত্তমের উত্তমত্ব প্রতিপাদন করত আপনার প্রশংসা করেন, ইহাই আমার নির্ব্বেদের কারণ। শিশুর এই কথা শুনিয়া ঋষিগণ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের কথাই বলিতে লাগিলেন, "ওঃ! ক্ষত্রিয়ের বালকেও এত তেজঃ!" অহে! আমরা তোমার কি করিতে পারি; তোমার অভিলাষ কি? আমাদের তাহা বিদিত হউক, তুমি সে কথা আমাদের কর্ণগোচর কর। ধ্রুব কহিলেন,—হে মুনিগণ! আমার ভ্রাতা উত্তমোত্তম উত্তম, পিতৃদত্ত প্রসিদ্ধ উত্তম রাজসিংহাসনে আরোহণ করুন। হে সুব্রতগণ! আমি আপনাদের নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা করি যে, বক্ষ্যমাণ বিষয়ে আপনারা উপায় বলিয়া দিন, আমি বালক, এজন্য আমি ত প্রায় কিছুই জানি না। অন্য রাজারা যাহা ভোগ করেন নাই, অন্য পদ হইতে যাহা উন্নত, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও যাহা দুর্লভ, সেই দুরাসদ পদ কিরূপে লাভ করা যায়? আমি পিতার প্রদত্ত পদ আকাঙ্ক্ষা করি না, আমি নিজভুজবলার্জ্জিত সেই পদ আকাঙ্ক্ষা করি, যাহা পিতারও মনোরথাতীত। যাহারা পিতার সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁহারা প্রায়শঃ যশস্বী নহেন; পরন্তু পিতা অপেক্ষা অধিক সামর্থ্যের পরিচয় যাঁহাদের পাওয়া যায়, তাঁহারাই নরোত্তম।৮৯—১০৩। পিতার উপার্জ্জিত বিখ্যাত যশ অথবা ধন যাহারা বিনষ্ট করে, সেই দুর্বৃত্তদিগের মরণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ, ধ্রুবের এই সুনীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে এইরূপ যথার্থ উত্তর দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ মরীচি বলিলেন,—অহে বালক! তুমি যেমন যেমন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তদনুসারে বলিতেছি, আমি মিথ্যা বলিতেছি না; নারায়ণের চরণারাধনা না করিয়া পদ পাইবে কিরূপে? অত্রি বলিলেন,—গোবিন্দের চরণকমলের রজোমধু আস্বাদন না করিলে, মনোরথপথের অতীত স্ফীত পদ কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না। অঙ্গিরা বলিলেন,—যে ব্যক্তি, কমলাপতির কমনীয় চরণ-কমলযুগল ধ্যান করেন, সর্ব্বসম্পত্তি-পদই তাঁহার অদূরবর্ত্তী। পুলস্ত্য বলিলেন,—ধ্রুব! যাঁহার স্মরণমাত্রে মহাপাতক-সমূহও একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই বিষ্ণু সকলই দিতে পারেন। পুলহ বলিলেন,—প্রাজ্ঞগণ যাঁহাকে প্রকৃতিপুরুষের পরবর্ত্তী পরম ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, যাঁহার মায়া দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই পরিব্যাপ্ত, সেই অচ্যুতই সব দান করিতে পারেন। ক্রতু বলিলেন, যিনি যজ্ঞপুরুষ, জগতের অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বব্যাপী, সেই জনার্দ্দন প্রসন্ন হইলে কি না দিতে পারেন?

কিং ন যচ্ছতি ॥ ১১১ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। যদ্ভ্রূনর্ত্তন-বর্ত্তিন্যঃ সিদ্ধয়োহষ্টৌ নৃপাত্মজ। তমারাধ্য হৃষীকেশ-মপবর্গোহপ্যদূরতঃ ॥ ১১২ ॥ ধ্রুব উবাচ। সত্যমুক্তং মুনীশানা বিষ্ণোরারাধনং প্রতি। কথং বা ভগবানীজ্যঃ স বিধিশ্চোপদিশ্যতাম্ ॥ ১১৩ ॥ মুনয় উচুঃ। তিষ্ঠতা গচ্ছতা বাপি স্বপতা জাগ্রতা তথা। শয়ানেনোপবিষ্টেন জপ্যো নারায়ণঃ সদা ॥ ১১৪॥ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বাসুদেবাত্মকেন চ। ধ্যায়ং-শ্চতুর্ভুজং বিষ্ণুং জপ্ত্বা সিদ্ধিং ন কো গতঃ ॥১১৫॥ অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্। ক্ষণং সর্ব্বাত্মকং পশ্যন্ কো ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ১১৬ ॥ পুত্রান্ কলত্রমিত্রাণি রাজ্যং স্বর্গাপবর্গকম্। বাসু-দেবং জপন্ মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১১৭ ॥ বাসুদেবজপাসক্তানপি পাপকৃতো জনান্। নোপস্পৃশন্তি বৈ বিঘ্না যমদূতাশ্চ দারুণাঃ ॥ ১১৮ ॥ পিতামহেন চাপ্যেষ মহামন্ত্রঃ উপাসিতঃ। মনুনা রাজ্যকামেন বৈষ্ণবেন মহর্দ্ধিনা ॥ ১১৯ ॥ ত্বমপ্যেতেন মন্ত্রেণ বাসুদেবপরো ভব। যথাভিলষিতামৃদ্ধিং ক্ষিপ্রমাপ্স্যসি সত্তম ॥ ১২০ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতাঃ সর্ব্বে মহাত্মানো মুনীশ্বরাঃ। বাসুদেবমনা ভূত্বা ধ্রুবোহপি তপসে গতঃ ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধ্রুবলোকবর্ণনং নাম
একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বসিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজপুত্র! যাঁহার ভ্রূভঙ্গীমাত্রে অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়, সেই হৃষীকেশকে আরাধনা করিলে মুক্তিও অদূরবর্ত্তিনী। ধ্রুব বলিলেন,—হে মুনীশ্বরগণ! বিষ্ণুর আরাধনা সম্বন্ধে যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, পরন্তু কিরূপে সেই ভগ-বানের আরাধনা করিতে হইবে, সেই বিধিও উপদেশ করুন। মুনিগণ বলিলেন,—অবস্থান, গমন, স্বপ্ন, জাগরণ, শয়ন এবং উপবেশন—সকল অব-স্থাতেই সর্ব্বদা নারায়ণনাম জপ করিবে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে ধ্যান করত বাসুদেবাত্মক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর জপ করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত কে হয় নাই? অতসীপুষ্প-সন্নিভ, পীত-বসন-পরিধান, অচ্যুতকে ক্ষণকাল সর্ব্বস্বরূপ বোধ করিতে পারিলে, জগতে কাহার না সিদ্ধি হয়? মনুষ্য বাসুদেব-জপ করিলে, বহু পুত্র, কলত্র, বহু মিত্র, রাজ্য, স্বর্গ এবং মুক্তি—নিঃসন্দেহে এ সমস্ত প্রাপ্ত হয়! বিঘ্ন এবং দারুণ যমদূতেরা, বাসুদেব-জপাসক্ত পাপীদিগকেও স্পর্শ করিতে পারে না। ভবিষ্যতে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, তোমার পিতামহ বৈষ্ণব মনুও রাজ্যাভিলাষী হইয়া এই মহামন্ত্র উপাসনা করেন। হে সত্তম! তুমিও এই মন্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বাসু-দেবপরায়ণ হইয়া থাক, শীঘ্রই ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। সকল মহাত্মা মুনীশ্বরেরাই এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ধ্রুবও বিষ্ণুতে সমর্পিত-হৃদয় হইয়া তপস্যায় গমন করিলেন। ১০৪—১২১।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ।

গণাবূচতুঃ। ঔত্তানপাদির্নির্গত্য ততঃ কাননতো দ্বিজ। রম্যং মধুবনং প্রাপ যমুনায়াস্তটে মহৎ ॥ ১ ॥ আদ্যং ভগবতঃ স্থানং তৎ পুণ্যং হরি-মেধসঃ। পাপোহপি জন্তুস্তৎ প্রাপ্য নিষ্পাপো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥ জপন্ স বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিরাময়ম্। অপশ্যন্ময়ং বিশ্বং ধ্যানস্তিমিত-লোচনঃ ॥ ৩ ॥ হরির্হরিৎসু সর্ব্বাসু হরির্হরিমরীচিষু। শিবামৃগমৃগেন্দ্রাদি-রূপঃ কাননগো হরিঃ ॥ ৪ ॥ জলে শালূরকূর্ম্মাদিরূপেণ ভগবান্ হরিঃ। হরিরশ্বাদিরূপেণ মন্দুরাস্বপি ভূভুজাম্ ॥ ৫ ॥ অনন্ত-রূপঃ পাতালে গগনেহনন্তসংজ্ঞকঃ। একোহপ্য-নন্ততাং যাতো রূপভেদৈরনন্তকৈঃ ॥ ৬ ॥ দেবেষু

বিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে দ্বিজ! উত্তান-পাদনন্দন, সেই বন হইতে নির্গত হইয়া যমুনা-তীরে মহৎ রমণীয় মধুবনে গমন করিলেন। পবিত্র মধুবন, ভগবান্ জনার্দ্দনের আদিস্থান; পাপিষ্ঠ দেহীও তথায় গমন করিলে নিশ্চিতই নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ধ্রুব, বাসুদেবাখ্য নিরাময় পরম-ব্রহ্ম জপ করত ধ্যান-নিশ্চললোচনে সকল পদা-র্থকেই তন্ময় (বিষ্ণুময়) দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সকল দিঙ্মণ্ডলে হরি; সূর্য্যকিরণ-জালে হরি; বনে হরি শৃগাল, মৃগ, সিংহাদিস্বরূপে অবস্থিত। ভগবান্ হরি, জলে শালূর কূর্ম্মাদি-রূপে অবস্থিত। হরি রাজাদিগের বাজিশালাতে অবস্থিত। হরি পাতালে অনন্তরূপে এবং গগনে অনন্ত নামে বিরাজমান। হরি এক হইয়াও অনন্ত

যো বসেন্নিত্যং দেবানাং বসতিহি যঃ। স বাসুদেবঃ সর্ব্বত্র দীব্যেদ্‌যদ্‌বাসনাবশাৎ ॥ ৭ ॥ বিষ্‌ব্যাপ্তা-বয়ং ধাতুর্যত্র সার্থকতাং গতঃ। বিষ্ণুনামস্বরূপে হি সর্ব্বব্যাপনশীলিনি ॥ ৮ ॥ সর্ব্বেষাঞ্চ হৃষীকাণা-মীশনাৎ পরমেশ্বরঃ। হৃষীকেশ ইতি খ্যাতো যঃ স সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ ॥ ৯ ॥, ন চ্যবন্তেহপি যদ্ভক্তা মহতি প্রলয়ে সতি। অতোহচ্যুতোহখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোহব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥ ইদং চরাচরং বিশ্বং যো বভার স্বলীলয়া। ভৃত্যা স্বরূপসম্পত্ত্যা সোহত্র বিশ্বম্ভরোহখিলম্ ॥ ১১ ॥ তস্যেক্ষণে সমীক্ষেতে নান্যদ্বিষ্ণুপদাদৃতে। নিরীক্ষ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো নান্যো নিয়মতো হৃতঃ ॥ ১২ ॥ নান্যশব্দগ্রহৌ তস্য জাতৌ শব্দগ্রহাবপি। বিনা মুকুন্দগোবিন্দ-দামোদর-চতুর্ভুজম্ ॥ ১৩ ॥ গোবিন্দচরণার্থার্চ্চাং তৎপ্রিয়ং কর্ম্ম বৈ বিনা। শঙ্খচক্রাঙ্কিতৌ তস্য নান্যকর্ম্মকরৌ করৌ ॥ ১৪ ॥ নির্দ্বন্দ্বচরণদ্বন্দ্বং তন্মনো মনুতে হরেঃ। হিত্বান্যন্মননং সর্ব্বং নিশ্চলত্বমবাপ হ ॥ ১৫ ॥ চরণৌ বিষ্ণুশরণৌ হিত্বা নারায়ণাঙ্গনম্। তস্য মো চরতোহন্যত্র চরতো বিপুলং তপঃ ॥ ১৬ ॥ বাণী প্রমাণীক্রিয়তে গোবিন্দগুণবর্ণনে। জোষং সমাসতা তেন মহাসারং তপস্যতা ॥ ১৭ ॥ নিতান্তকমলাকান্ত-নামধেয়সুধারসম্। রময়ন্তী ন রসনা তস্যান্যরস-সম্পৃহা ॥১৮॥ শ্রীমুকুন্দপদদ্বন্দ্ব-পদ্মামোদপ্রমোদিতম্। গন্ধান্তরং ন তদ্‌ঘ্রাণং পরিজিঘ্রত্যশীঘ্রগম্ ॥ ১৯ ॥ ত্বগিন্দ্রিয়ং মধুরিপোঃ পরিস্পৃশ্য পদদ্বয়ম্। সর্ব্বং স্পর্শসুখং প্রাপ তস্য ভূজানিজন্মনঃ ॥ ২০ ॥ শব্দা-দিবিষয়াধারং সারং দামোদরং পরম্। ধ্রুবেন্দ্রিয়াণি সম্প্রাপ্য কৃতার্থান্যভবংস্তদা ॥ ২১ ॥ লুপ্তানি সর্ব্ব-তেজাংসি তত্তপস্তপনোদয়ে। চন্দ্রসূর্য্যানলর্ক্ষাণাং প্রদীপিতজগত্রয়ে ॥ ২২ ॥ ইন্দ্রচন্দ্রাগ্নিবরুণ-সমীরণ-ধনাধিপাঃ। যমনৈর্ঋতমুখ্যাশ্চ জাতাঃ স্বপদ-শঙ্কিতাঃ ॥ ২৩ ॥ বৈমানিকাস্তথান্যেহপি বসুমুখ্যা দিবৌকসঃ। ততো ধ্রুবাৎ সমুদ্বেজুঃ স্বাধিকারৈ-র্ধিতাধয়ঃ ॥ ২৪ ॥ যত্র যত্র ধ্রুবঃ পাদং মিনোতি পৃথিবীতলে। ধরা তস্য ভরাক্রান্তা বিনমেত্তত্র

রূপভেদে অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি দেবতা প্রভৃতির মধ্যে বাস করেন, এইজন্য তিনি বাসু-দেব, দেবতা প্রভৃতি সকলে তাঁহাতে বাস করেন, এইজন্য তিনি বাসুদেব, আর বাসনাবশে অর্থাৎ অবিদ্যাসঙ্গে সর্ব্বত্র দেবন অর্থাৎ ক্রীড়া করেন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব ৮ এই সর্ব্বব্যাপক ভগবানের নাম বিষ্ণু, বিষধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, ইঁহার বিষ্ণু নামে বিষধাতুর অর্থ সফল হইয়াছে। সেই সর্ব্বত্রস্থিত পরমেশ্বর, সর্ব্বইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরত্ব প্রযুক্ত 'হৃষীকেশ' হইয়াছেন। মহাপ্রলয়েও তাঁহার ভক্তগণ, চ্যুত হন না, বলিয়া অখিললোকে সেই এক সর্ব্বত্রগ অব্যয় পুরুষই অচ্যুত বলিয়া কীর্ত্তিত। এই চরাচর নিখিল বিশ্বকে আত্মলীলাক্রমে স্বরূপসম্পত্তি দ্বারা ভরণ করেন বলিয়া তিনি জগতে 'বিশ্বম্ভর'। যেহেতু নিয়মতঃ পুণ্ডরীকাক্ষই কেবল দ্রষ্টব্য, অন্য কেহ নহে, অতএব বিষ্ণুপদ ব্যতীত ধ্রুবের চক্ষুর্দ্বয় আর কিছুতে নিপতিত হয় না। মুকুন্দ, গোবিন্দ শব্দ ব্যতীত এবং হে দামোদর! হে চতুর্ভুজ! এই প্রকার শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দই তাঁহার কর্ণও গ্রহণ করিত না। শঙ্খচক্র-চিহ্নাঙ্কিত তদীয় করদ্বয়, গোবিন্দচরণপূজা-প্রয়ো-জনীয় কর্ম্ম এবং গোবিন্দের প্রিয় কর্ম্ম ব্যতীত আর কোনই কর্ম্ম করিত না। ধ্রুবের চিত্ত, অন্য সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া একান্তনির্দ্বন্দ্বভাবে হরির চরণদ্বয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে নিশ্চলত্ব প্রাপ্ত হইল। বিপুলতপা সেই ধ্রুবের বিষ্ণুরক্ষিত চরণ-দ্বয় বিষ্ণুমন্দিরপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিচরণ করিত না। ১--১৬। মৌনাবলম্বী মহাসার তপোনিষ্ঠ ধ্রুব, স্বীয় বাক্যকে হরিগুণে আসক্ত করিলেন। ধ্রুবেররসনা, কেবল কমলাকান্তের নামামৃতরস পান করিত, অন্য রসে স্পৃহা তাহার ছিল না। তদীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়, কেবল পদ্মামোদপ্রমোদিত, শ্রীবিষ্ণুর পদ-যুগল আঘ্রাণ করিত, অন্য গন্ধ ঘ্রাণ করিত না; কেননা, তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, হরিপদকমলগন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। ভূপতিপুত্র ধ্রুবের ত্বগিন্দ্রিয়, বিষ্ণুপ্রতিমার পদদ্বয় স্পর্শ করাতেই যাবতীয় সুখস্পর্শ বস্তুর স্পর্শ-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধ্রুবের ইন্দ্রিয়গণ, পরমসার দামোদরকে স্ব স্ব বিষয় শব্দাদির আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইল। ত্রিভুবনোদ্দীপক ধ্রুবতপস্যারবি উদিত হইলে, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এবং গ্রহনক্ষত্রাদির সমগ্র তেজ বিলুপ্ত হইল। ইন্দ্র, চন্দ্র বায়ু, বরুণ, যম, কুবের, হুতাশন এবং নৈর্ঋতেশ্বর, স্ব স্ব পদের জন্য শঙ্কিত হইলেন। বসুপ্রমুখ অন্যান্য বিমান-চারী দেবগণও ধ্রুব, পাছে তাঁহাদের অধিকার গ্রহণ করেন, এই দুশ্চিন্তার প্রাবল্যে ধ্রুবের নিকট সাতিশয় ভীত হইলেন। ধ্রুব, ভূতলে যথায় যথায় পদক্ষেপ করিতেন, পৃথিবী, সেই সেই স্থানেই

তত্র বৈ ॥ ২৫ ॥ অহো তদঙ্গসঙ্গীনি ত্যক্ত্বা জাড্যং জলান্যপি। রসবন্তি পদস্থানি স্ফুরন্ত্যন্তত্র তদ্ভয়াৎ ॥ ২৬ ॥ যাবন্তি বিষ্বক্ তেজাংসি সিদ্ধরূপগুণানি চ। নেত্রাতিথীনি তাবন্তি তত্তপস্তেজসাভবন্ ॥ ২৭ ॥ অহো নিজগুণস্পর্শঃ সততং মাতরিশ্বনা। দূরদেশান্তরস্থোঽপি তত্ত্বচো বিষয়ীকৃতঃ ॥ ২৮ ॥ ব্যোম্নাপি শব্দগুণিনা ধ্রুবারাধন-বুদ্ধিনা। শব্দজাতমশেষোঽপি তৎকর্ণশরণীকৃতঃ ॥ ২৯ ॥ আরাধিতোঽন্বহদিবসং স ভূতৈরপি পঞ্চভিঃ। তপ এব পরং মেনে গোবিন্দার্পিতমানসঃ ॥ ৩০ ॥ কৌস্তভোদ্ভাসিতহৃদঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ। ধ্যানাত্তেজোময়ং বিশ্বং তেনৈক্ষি নৃপসূনুনা ॥ ৩১ ॥ মরুত্বতাতিমহতী চিন্তাপ্তা তত্তপোভয়াৎ। মৎপদকাঙ্ক্ষিষ্যদহরিষ্যদ্ধ্রুবং ধ্রুবঃ ॥ ৩২ ॥ সমর্থস্বপ্সরোবর্গো নিয়ন্তুং যমিনাং যমান্। স তু যুনি প্রভবতি নাত্র বালে করোমি কিম্ ॥ ৩৩ ॥ তপস্বিনাং তপো হন্তুং দ্বৌ মৎসাহায্যকারিণৌ। কামক্রোধৌ ন তাবস্মিন্ প্রভবেতাং শিশৌ ধ্রুবে ॥ ৩৪ ॥ এক এব কিলোপায়ো বালে মে প্রভবিষ্যতি। ভূতালীং ভীষণাকারাং প্রহিণোমীহ তদ্ভিয়ে ॥ ৩৫ ॥ বালস্বাদ্ভীষিতো ভূতৈস্তপস্ত্যক্ষ্যত্যসৌ ধ্রুবম্। ইতি নিশ্চিত্য ভূতালীং প্রেষয়ামাস বাসবঃ ॥ ৩৬ ॥ ভল্লূকাকারসর্ব্বাঙ্গ উষ্ট্রলম্বশিরোধরঃ। কশ্চিদ্দূর্দর্শদশনস্তভ্যধাবত্তমর্ভকম্ ॥ ৩৭ ॥ তং ব্যাঘ্রবদনঃ কশ্চিদ্ব্যাদায় বিকটাননম্। দ্বিপোচ্চদেহসংস্থানো মুহুর্গর্জ্জন্ সমভ্যগাৎ ॥ ৩৮ ॥ বরাহমাংসকং ভুঞ্জন্ কশ্চিদ্বিকটদংষ্ট্রকঃ। রোষাত্তমভিদুদ্রাব দৃষ্ট্যা সন্তর্জ্জয়ন্নিব ॥ ৩৯ ॥ অতিতীক্ষ্ণৈর্ব্বিষাণাগ্রৈস্তটাস্তুচ্চান্ বিদারয়ন্। খুরাগ্রৈর্দ্দলয়ন্ ভূমিং মহোক্ষোঽভিজগর্জ্জ তম্ ॥ ৪০ ॥ কশ্চিদ্ধি পন্নগীভূয় ফটাটোপভয়ানকঃ। অতিলোলদ্বিরসনঃ পুস্ফুর্জ্জ নিকষা চ তম্ ॥ ৪১ ॥ কশ্চিচ্চ মহিষাকারঃ ক্ষিপন্ শৃঙ্গাগ্রতো গিরীন্। লাঙ্গূলতাড়িতধরঃ শ্বসন্

তাঁহার ভারাক্রান্তা হইয়া নত হইত। ওঃ! তাঁহার ভয়েই তদীয় অঙ্গ-সঙ্গী জলরাশি জাড্য পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত-রস-সম্পন্ন হইল। আর অন্তত্রস্থিত জল পদস্থ থাকিল। প্রসিদ্ধ রূপ-সম্পন্ন যত তেজ অর্থাৎ তেজস্বী জগতে বিদ্যমান, তপস্তেজঃপ্রভাবে ধ্রুবের তৎসমস্তই নয়নগোচর হইল। কি আশ্চর্য্য! বায়ুর যেখানে যে প্রকার স্পর্শ হউক না, এমন কি, দূরদেশের স্পর্শও তিনি আত্মত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারিলেন। শব্দ-গুণ-সম্পন্ন আকাশ ধ্রুব-আরাধনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া (ধ্রুব মনে করিলেই) অশেষ শব্দসমূহ, তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিল। ধ্রুব প্রতিদিন পঞ্চভূত কর্তৃক আরাধিত হইয়াও গোবিন্দে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক তপস্যাকেই পরম পদার্থ বলিয়া মানিলেন। সেই রাজনন্দন, কৌস্তভ-শোভিত-বক্ষঃস্থল, পীত-কৌশেয়-বসন-পরিধান, গোবিন্দের ধ্যানপ্রভাবে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তেজোময় অবলোকন করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের তপস্যা দর্শনে, সভয়ে ইন্দ্র এই প্রবল চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ধ্রুব, যদি আমার পদ-আকাঙ্ক্ষা করে ত নিশ্চয়ই হরণ করিবে। অপ্সরোগণ, সংযমীদিগের সংযম ভঙ্গ করিতে পারে বটে, কিন্তু যুবজনের প্রতিই তাহাদের প্রভুত্ব, বালকের উপর ত তাহাদের প্রভুত্ব নাই, আমি করি কি। তপস্বিগণের তপোভঙ্গে কাম ক্রোধ দুই ব্যক্তি আমার সাহায্যকারী; কিন্তু এই ধ্রুব বালক, ইহার উপর ত তাহারা প্রভুত্ব করিতে পারিবে না।১৭—৩৪। এই বালকের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে, এমন উপায় আমার একমাত্র আছে। বালক ধ্রুবের ভয়ের জন্য ভীষণাকৃতি ভূতশ্রেণী তথায় প্রেরণ করি। ভূতের ভয় পাইলে, বালকত্ব প্রযুক্ত এই ধ্রুব, নিশ্চয়ই তপস্যা ত্যাগ করিবে।" ইন্দ্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ধ্রুবসকাশে ভূতসমূহ প্রেরণ করিলেন। কোন ভূতের সর্ব্বাঙ্গ ভল্লুকের ন্যায়, গ্রীবা উষ্ট্রের ন্যায় লম্বা আর দন্তপংক্তি দেখিলে ভয় হয়, সে, সেই বালকের প্রতি ধাবমান হইল। ব্যাঘ্রতুল্য ভীষণানন, হস্তিসদৃশ উচ্চদেহ-সম্পন্ন কোন ভূত বিকটানন ব্যাদান করিয়া বারংবার গর্জ্জন করিতে করিতে সেই বালকের প্রতি ধাবমান হইল। কোন বিকট-দংষ্ট্রা-সম্পন্ন ভূত কদর্য্যমাংস ভোজন করত সক্রোধে অবলোকনপূর্ব্বক ধ্রুবের প্রতি যেন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে ধাবমান হইল। কোন ভূত, মহাবৃষভরূপী হইয়া অতি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা উচ্চ তটভূমি বিদীর্ণ করত এবং খুরাগ্রভাগ দ্বারা ভূতল বিশীর্ণ করিতে করিতে ধ্রুবকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। কোন ভূত, ফণা-বিস্তারি-ভীষণ ভুজঙ্গের আকার ধারণপূর্ব্বক অতি চঞ্চল জিহ্বাদ্বয় নিঃসৃত করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে তেজ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন ভূত, মহিষাকৃতি হইয়া শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বত-সমূহ বিক্ষিপ্ত

বেগাত্তমাপ্তবান্॥ ৪২॥ কশ্চিদ্দাবানলালীঢ়খর্জ্জুর-দ্রুমসন্নিভম্। বিভ্রদূরুদ্বয়ং ভূতো ব্যাত্তাস্যস্তমভীষয়ৎ॥ ৪৩॥ মৌলিজৈরভ্রসজ্ঘর্ষং কুর্ব্বন্ দীর্ঘকৃশোদরঃ। নিমগ্নপিঙ্গনয়নঃ কশ্চিত্তং ভীষয়তি স্ম তম্॥ ৪৪॥ কৃপাণপাণির্ভগ্নাস্যো বামহস্তকপালধৃৎ। প্রচণ্ডং ক্ষ্বেড়য়ন্ কশ্চিদভ্যধাবত্তমর্ভকম্॥ ৪৫॥ বিশালশালমাদায় কুর্ব্বন্ কিলকিলারবম্। কশ্চিত্তমভিতো যাতি কালো দণ্ডধরো যথা॥ ৪৬॥ তমঃসঙ্কেতসদনং ব্যাদ্রং বৈ বদনং মহৎ। কৃতান্তকন্দরাকারং বিভ্রৎ কশ্চিত্তমভ্যগাৎ॥ ৪৭॥ উলূকাকারতাং ধৃত্বা ফুৎকারৈরতিদারুণৈঃ। হৃদয়াকম্পনৈঃ কশ্চিদ্ভীষয়ামাস তং ধ্রুবম্॥ ৪৮॥ যক্ষিণী কাচিদানীয় রুদন্তং কঞ্চিচ্ছিশুম্। অপিবদ্রুধিরং কোষ্ঠাচ্চখাদাস্থি মৃণালবৎ॥ ৪৯॥ পিপাসিতাদ্য রুধিরং তেঽপি পাস্যাম্যহং ধ্রুব। যথাস্য বালস্য তথা চর্ব্বিষ্যাম্যস্থীনি বাদিনী॥ ৫০॥ আনীয় তৃণদারূণি পরিস্তীর্য্য সমন্ততঃ। দাবাগ্নিং জ্বালয়ামাস কাচিদ্বাত্যাবিবর্দ্ধিতম্॥ ৫১॥ বেতালীরূপমাস্থায় ভঙ্‌ক্ত্বা কাচিত্তরূন্ গিরীন্। রুরোধ গগনাধ্বানং কম্পয়ন্তী চ তং ভৃশম্॥ ৫২॥ অন্যা সুনীতিরূপেণ তমতিপ্রেক্ষ্য দূরতঃ। রুরোদাতীব দুঃখার্ত্তা বক্ষোঘাতং মুহুর্মুহুঃ॥ ৫৩॥ উবাচ চ বচশ্চাটু বহুমায়াবিনির্ম্মিতম্। কারুণ্যপূর্ণবাৎসল্যমতীবাতন্বতী সতী॥ ৫৪॥ ত্বদেকশরণাং বৎস তব মৃত্যুর্জ্জিঘাংসতি। রক্ষ রক্ষ গতাসুং মাং শরণাগতবৎসল॥ ৫৫॥ প্রতিগ্রামং প্রতিপুরং প্রত্যধ্বং প্রতি কাননম্। প্রত্যাশ্রমং প্রতিগিরি শ্রান্তা ত্বদ্বীক্ষণাতুরা॥ ৫৬॥ যদা প্রভৃতি রে বাল নিরগাস্তপসে ভবান্। তদেব দিনমারভ্য নির্গতাহং ত্বদীক্ষণে॥ ৫৭॥ তৈস্তৈঃ সপত্নীদুর্ব্বাক্যৈর্দূনোষি ত্বং যথার্ভক। তথাহমপি দূনাস্মি নিতরাং তদ্বচোঽগ্নিনা॥ ৫৮॥ ন নিদ্রামি ন জানামি নাশ্নামি ন পিবাম্যহম্। ধ্যায়ামি কেবলং ত্বাহং যোগিনীব বিয়োগিনী॥ ৫৯॥ নিদ্রাদরিদ্রনয়না স্বপ্নেঽপি ন

করত ভূতলে লাঙ্গুল-তাড়না এবং নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সবেগে ধ্রুবের নিকটবর্ত্তী হইল। দাবানলদগ্ধ খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় উরুদ্বয়-সম্পন্ন কোন ভূত, মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। কোন ভূতের কেশপাশ মেঘের সহিত সংস্পৃষ্ট হইতেছে, পিঙ্গলবর্ণ নয়নদ্বয় কোটর-নিমগ্ন, এবং উদর সুদীর্ঘ ও কৃশ, সে ধ্রুবকে ভয় দেখাইতে লাগিল। দক্ষিণ-হস্তে কৃপাণ, বামহস্তে নরকপাল, ভগ্নমুখ কোন ভূত, প্রচণ্ড সিংহনাদ করত সেই বালকের প্রতি ধাবিত হইল। কোন ভূত, কিলকিলা শব্দ করিতে করিতে, বিশালবৃক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক, দণ্ডধর কালের ন্যায় তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিল। অন্ধকারের অভিসারমন্দির, শমন-কন্দরসদৃশ বিপুল বদনকুহর ব্যাদান করিয়া কোন ভূত, তাঁহার দিকে আসিল। কোন ভূত, পেচকের আকার ধরিয়া হৃৎকম্প-জনক অতি দারুণ ফুৎকার শব্দ দ্বারা বালক ধ্রুবকে ভয় দেখাইতে লাগিল। কোন যক্ষিণী কাহারও রোরুদ্যমান বালক আনয়ন করিয়া উদর হইতে তাহার রুধির পান করিতে এবং মৃণালের ন্যায় তাহার অস্থিগুলা খাইতে লাগিল; আর সে বলিতে লাগিল,—আমি অদ্য পিপাসিতা হইয়াছি, ধ্রুব! এই বালকের রক্ত যেমন পান করিয়াছি, এই অস্থিগুলা চর্ব্বণ করিয়া তোমার রক্তও সেইরূপ পান করিব। কোন যক্ষিণী, তৃণদারু আনয়নপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিছাইয়া দাবানল প্রজ্বালিত করিল এবং বাত্যা দ্বারা তাহা বিশেষরূপে বাড়াইতে লাগিল। ৫৫—৫১। কোন যক্ষিণী, বেতালীরূপ অবলম্বনপুরঃসর গিরিতরুশ্রেণী ভাঙ্গিয়া ধ্রুবকে অতীব বিকম্পিত করিবার জন্য গগনমার্গ রোধ করিয়া রহিল। অপর যক্ষিণী সুনীতিরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক, দূর হইতে ধ্রুবকে দেখিয়া অতি দুঃখার্ত্তার ন্যায় বক্ষে করাঘাত করত বারংবার রোদন করিতে লাগিল। আর সে, যেন অতি কারুণ্যপূর্ণ বাৎসল্যভাব প্রকাশ করত বহুমায়াময় চাটুবচন বলিতে লাগিল,—"শরণাগত-বৎসল! বৎস! ধ্রুব! হায় তুমিই আমার একমাত্র রক্ষক। হায়! মৃত্যু আমাকে মারিতে অভিলাষী হইয়াছে, আমি মরি, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত কাতর হইয়া আমি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পথে পথে, বনে বনে, আশ্রমে আশ্রমে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াছি। অরে বালক ধ্রুব! যে দিন হইতে তুই তপস্যার জন্য বহির্গত হইয়াছিস্ আমিও তোকে দেখিবার জন্য সেই দিন হইতেই বাহির হইয়াছি। বালক! তুই যেমন আমার সপত্নীর সেই সেই দুর্ব্বাক্যে পীড়িত হইয়াছিস্, আমিও তাহার বচনানলে তদ্রূপ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। এখন আমি না নিদ্রা যাই, না জাগরণ করি, না ভোজন করি, না পান করি; আমি এখন তোর

স্তবাননম্। আনন্দি সর্ব্বথা যম্মে মন্দভাগ্যা বিলোকয়েৎ॥ ৬০॥ ত্বদাননপ্রতিনিধিবিধুর্ব্বিধুরয়া ময়া। উদিত্বরোহপি নালোকি তাপং বৈ ত্যক্তু-কাময়া॥ ৬১॥ ত্বদালাপসমালাপং কলয়ন্ কিল কাকলীম্। কোকিলোহপি ময়াকর্ণি নালকা-কীর্ণকর্ণয়া॥ ৬২॥ ত্বদঙ্গসঙ্গমধুরো ধ্রুব ধূপিতয়া ময়া। নানিলোহপি ময়ালিঙ্গি কচিদ্বিশ্রান্তয়া ভৃশম্॥ ৬৩॥ কে দেশাঃ কাশ্চ সরিতঃ কে শৈলাস্ত্বৎকৃতে ধ্রুব। ময়া চরণচারিণ্যা রাজপত্ন্যা ন লঙ্ঘিতাঃ॥ ৬৪॥ অধ্রুবং সর্ব্বমেবৈতৎ পশ্যন্ত্যন্ধীকৃতাস্ম্যহম্। ধাত্রীং ত্রায়স্ব মাং পুত্র প্রাপ্য ত্বং মেহন্ধযষ্টিতাম্॥ ৬৫॥ মৃদুলানি তবাঙ্গানি কেমানি ক্ব তপস্তিদম্। পরুষং পুরুষৈঃ সাধ্যং পরুষাঙ্গৈর্নরর্ষভ॥ ৬৬॥ অনেন তপসা বৎস ত্বয়াপ্যং কিমনেনসা। ধরাধীশতনুজত্বাদধিকং তদ্বদাধুনা॥ ৬৭॥ অনেন বয়সা বাল খেলনীয়ং ত্বয়ানিশম্। বালক্রীড়-নকৈরন্যৈঃ সবয়ঃশিশুভিঃ সমম্॥ ৬৮॥ ততঃ কৌমারমাসাদ্য বয়োহভিধ্যানশীলিনা। ভবতা সর্ব্ববিদ্যানাং ভাব্যং বৈ পারদৃশ্বনা॥ ৬৯॥ বয়োহথ চতুরং প্রাপ্য যোষাস্রক্চন্দনাদিকান্। নির্ব্বেক্ষ্যসি বহূন্ ভোগানিন্দ্রিয়ার্থান্ কৃতার্থয়ন্॥ ৭০॥ উৎপাদ্যাথ বহূন্ পুত্রান্ গুণিনো ধর্ম্মবৎসলান্। পরিসঙ্ক্রামিতশ্রীকস্তেষথো ত্বং তপশ্চর॥ ৭১॥ ইদানীমেব তপসি বাল্যে বয়সি কঃ শ্রমঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠকরীষাগ্নিঃ কদা মৌলিমবাপ্স্যতি॥ ৭২॥ বিপক্ষপরিভূতেন হৃতমানেন কেনচিৎ। পরিভ্রষ্ট-শ্রিয়া বাপি তপ্তব্যং তেষু কো ভবান্॥ ৭৩॥ হৃতমানেন তপ্তব্যং নিশম্যেতি বচো ধ্রুবঃ। দীর্ঘমুষ্ণং হি নিঃশ্বস্য পুনর্দধ্যৌ হরিং হৃদি॥ ৭৪॥ জনয়িত্রীমনাভাষ্য ভূতভীতিং বিহায় চ। ধ্রুবোহচ্যুতধ্যানপরঃ পুনরেব বভূব হ॥ ৭৫॥ সাপি ভূতাবলী ভীতিং বহুভীষণভূষণা। দর্শয়ন্তী তমোভীতোহদ্রাক্ষীচ্চক্রং সুদর্শনম্॥ ৭৬॥ পরিতঃ পরিবেষাভং সূর্য্যস্যোচ্চৈঃ স্ফুরৎপ্রভম্। রক্ষণায় চ রক্ষোভ্যস্তস্যাধোক্ষজনির্ম্মিতম্॥ ৭৭॥

বিরহে যোগিনীর ন্যায় তোকেই কেবল চিন্তা করি। নয়নে ত নিদ্রা নাইই, যদি একটু নিদ্রা আসে ত অমনি অভাগিনী আমি, আমার সর্ব্বপ্রকারে আনন্দ-দায়ক তোর মুখ স্বপ্নেও দেখিতে পাই। বাপ! তোমার বিরহকাতরা আমি তাপপরিহারে অভি-লাষিণী হইয়া তোর বদনের তুল্য বলিয়া উদীয়মান চন্দ্রকেও অবলোকন করি না। কোকিলের কাকলীরব, তোমারই আলাপের তুল্য, ইহা জানি বলিয়া আমি অলকগুচ্ছে কর্ণকুহর আবৃত করিয়া রাখি, কোকিলের শব্দ শুনি না। ধ্রুব! অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া কোন স্থানে বিশ্রাম করিতে বসিলেও তোর অঙ্গস্পর্শের ন্যায় মধুর বলিয়া আমি মলয়ানিল সেবা করি নাই। ধ্রুব! আমি রাজপত্নী হইয়াও তোর জন্য কোন্ দেশ, কোন্ নদী এবং কোন্ পর্ব্বত পদব্রজে অতিক্রম না করিয়াছি? আমি সকল স্থানকেই ধ্রুবহীন দেখিয়া অন্ধ হইয়াছি, পুত্র! এখন আমার তুই অন্ধের যষ্টি হইয়া আমাকে রক্ষা কর্। হে নরশ্রেষ্ঠ! কোথায় তোমার এই সুকোমল অঙ্গ সকল আর কোথায় কঠিনাঙ্গ পুরুষগণসাধ্য এই কঠোর তপস্যা! বৎস! এই পাপনিবর্ত্তক তপস্যার প্রভাবে তুমি রাজনন্দন হওয়া অপেক্ষা অধিক আর কি পাইবে বল? বালক! এ বয়সে তুই বালোচিত ক্রীড়নক লইয়া অন্যান্য সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত দিবারাত্রি খেলা করিবি; তার পর কৈশোর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হইয়া সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবি। তারপর যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থসমূহকে কৃতার্থ করত স্রক্চন্দনবনিতাদি বহু ভোগ করিবি। তখন ধর্ম্মবৎসল গুণবান্, বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক আপ-নার রাজলক্ষ্মী তাহাদিগকে অর্পণ করিয়া পরে তপস্যা করিবি; এই বালক-বয়সেই তপস্যা-প্রবৃত্ত হইলে, কত শ্রম। ঘুটের আগুন সবে পায়ের অঙ্গুষ্ঠে, তাহার পর মাথায় উঠিতে কতকাল বিলম্ব! শত্রুবিজিত, অপমানিত এবং শ্রীভ্রষ্ট এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে যে কোন ব্যক্তিই তপস্যা করিতে পারে, কিন্তু তুমি তন্মধ্যে কোন্ ব্যক্তি? অপমানিত ব্যক্তির তপস্যা করা উচিত, এই কথা শুনিয়া ধ্রুব, দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিকে পুনর্ব্বার হৃদয়ে চিন্তা করিলেন। মাতার সহিত আলাপ না করিয়া এবং ভূতের ভয় পরিত্যাগ করিয়া, ধ্রুব, পুনরায় অচ্যুতধ্যানপরায়ণ হইলেন। বহু ভীষণ ভূষণ-ভূষিত ভূতসঙ্ঘ ধ্রুবকে ভীতি প্রদর্শন করিতে গিয়া সূর্য্যমণ্ডলের পরিবেষবৎ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান সুদর্শন চক্র দেখিতে পাইল। ধ্রুবকে রাক্ষসগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ নারায়ণই ঐ চক্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ধ্রুবরক্ষণতৎপর জ্বালা-

ভূতাবলী তমালোক্য স্ফুরচ্চক্রং সুদর্শনম্। জ্বালামালাকুলং তীব্রং রক্ষন্তং পরিতো ধ্রুবম্॥ ৭৮॥ অতীব নিষ্কম্পপদং গোবিন্দার্পিতচেতসম্। তপোঽঙ্কুরমিবোদ্ভিদ্য মেদিনীং সমুদিত্বরম্॥ ৭৯॥ সাপি প্রত্যুত ভীতা তং ধ্রুবং ধ্রুববিনিশ্চয়ম্। নমস্কৃত্য যথায়াতং যাতা ব্যর্থমনোরথা ॥ ৮০ ॥ গর্জ্জৎকাদম্বিনীজালং ব্যোম্নি বৈ ব্যাকুলং যথা। বৃথা ভবতি সম্প্রাপ্য মনাগনিললোলতাম্॥ ৮১॥ অথ জম্ভারিণা সার্দ্ধং ভীতাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ। সম্মন্ত্র্য ত্বরিতা জগ্মুর্ব্রহ্মাণং শরণং দ্বিজ ॥ ৮২॥ নত্বা বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ পরিষ্টুত্য পিতামহম্। বচোঽবসরমালোক্য পৃষ্টাগমনকারণাঃ ॥ ৮৩ ॥ দেবা উচুঃ। ধাতরুত্তানপাদস্য তনয়েন সুবর্চ্চসা। তপসা তাপিতাঃ সর্ব্বে ত্রিলোকীতলবাসিনঃ॥ ৮৪॥ সম্যক্ সংবিদ্মহে তাত ধ্রুবস্য ন মনীষিতম্। পদং পরিজিহীর্ষুঃ স কস্যাস্মাসু মহাতপাঃ ॥ ৮৫ ॥ ইতি বিজ্ঞাপিতে দেবৈর্বিহস্য চতুরাননঃ। প্রত্যুবাচাথ তান্ সর্ব্বান্ ধ্রুবতো ভীতমানসান্॥ ৮৬॥ ব্রহ্মোবাচ। ন ভেতব্যং সুরাস্তস্মাদ্ ধ্রুবাদ্ ধ্রুবপদৈষিণঃ। ব্রজন্তু বিজ্বরাঃ সর্ব্বে ন স বঃ পদমিচ্ছতি॥ ৮৭॥ ন তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তাদ্-ভেতব্যং কেনচিৎ ক্বচিৎ। নিশ্চিতং বিষ্ণুভক্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ ৮৮ ॥ আরাধ্য বিষ্ণুং দেবেশং লব্ধা তস্মাৎ স্বকাঙ্ক্ষিতম্। ভবতামপি সর্ব্বেষাং পদানি স্থিরয়িষ্যতি ॥ ৮৯॥ নিশম্যেতি চ গীর্ব্বাণাঃ প্রণীতং ব্রহ্মণা বচঃ। প্রণিপত্য স্বধিষ্ণ্যানি প্রহৃষ্টাঃ পরিবব্রজুঃ ॥ ৯০॥ অথ নারায়ণো দেবস্তং দৃষ্ট্বা দৃঢ়মানসম্। অনন্য-শরণং বালং গত্বা তার্ক্ষ্যরথোঽব্রবীৎ ॥ ৯১ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। প্রসন্নোঽস্মি মহাভাগঃ বরং বরয় সুব্রত। তপসোঽস্মান্নিবর্ত্তস্ব চিরং খিন্নোঽসি বালক॥ ৯২॥ ইতি বিষ্ণুমুখাম্ভোধেরুদয়ৎ প্রণয়োত্তরম্। বচোঽমৃতং সমাকর্ণ্য পর্য্যুন্মীল্য বিলোচনে। ইন্দ্রনীলমণিজ্যোতিঃপটলীং পর্য্যলোকয়ৎ॥ ৯৩॥ প্রত্যগ্রবিকসন্নীলোৎপলানাং নিকুরম্বকৈঃ। প্রোৎফুল্লিতাং সমন্তাচ্চ রোদসীসরসীমিব॥ ৯৪॥ লক্ষ্মীদেবীকটাক্ষৌঘৈঃ কটাক্ষিতমিবাখিলম্। ধ্রুবস্তদা নিরৈক্ষিষ্ট দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্॥ ৯৫॥

মালাসঙ্কুল, অত্যুজ্জ্বল তীব্র সুদর্শন চক্র দর্শন করিয়া এবং অতীব স্থিরচেতা, গোবিন্দে অর্পিত-চিত্ত, যেন পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত তপোবৃক্ষের অঙ্কুর, সেই ধ্রুবকে ধ্রুবনিশ্চয় দেখিয়া ভূতাবলীই বরং ভয় পাইল! তখন তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া ধ্রুবকে নমস্কার করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল। যেমন গর্জ্জনপরায়ণ আকাশব্যাপী জলদ-জাল, অল্পমাত্র প্রভঞ্জনচালিত হইলেও বিফল হয়, অর্থাৎ কোথায় উড়িয়া যায়। হে দ্বিজ! অনন্তর ভীতিগ্রস্ত সকল দেবতারাই ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর গিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মাকে স্তুতি-প্রণতি করিলে, ব্রহ্মা, তাঁহাদিগকে আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বাক্যের অবসর বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন, —"হে বিধাতঃ! মহাতেজা উত্তানপাদতনয়ের কঠোর তপস্যাতেজে ত্রৈলোক্যবাসী সকলে সন্তপ্ত হইয়াছে। হে তাত! ধ্রুবের মনে যে কি আছে, সেই মহাতপাঃ আমাদের মধ্যে কোহার পদ যে হরণ করিতে অভিলাষী, তাহা আমরা ভাল জানি না।' দেবতারা এই প্রকার কীর্ত্তন করিলে, চতুরানন হাস্য করিয়া সেই ধ্রুবভীতচেতা দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! নিত্যপদাভিলাষী ধ্রুব হইতে তোমাদের ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া গমন কর; তোমাদের পদ সে ইচ্ছা করে না। সেই ভগবদ্ভক্ত হইতে কাহারও কোথায় ভয় পাইবার আবশ্যক নাই। যাহারা নিশ্চয় বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহারা পরের সন্তাপদায়ী হয় না। এই বিষ্ণুআরাধনা সম্পূর্ণ হইলে,ধ্রুব,বিষ্ণুর নিকট আপনার অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের পদও আরও দৃঢ়তর করিবে।৫২—৮৯। দেবগণ ব্রহ্মপ্রযুক্ত এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করি-লেন। অনন্তর নারায়ণ দেব, বালক ধ্রুবকে দৃঢ়চিত্ত এবং অনন্যভক্ত দেখিয়া গরুড়রথে তথায় আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—বালক! অনেক দিন তপস্যায় কষ্ট পাইতেছ, এই তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। হে মহাভাগ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি; হে সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর! ধ্রুব এই অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়নযুগল উন্মীলন-পূর্ব্বক ইন্দ্রনীলমণির জ্যোতিঃপটল অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিলেন, আকাশ এবং পৃথিবীর সরোবর যেন নববিকসিত নীলোৎপলশ্রেণী দ্বারা শোভা পাইতেছে। ধ্রুব তখন দেখিলেন, দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তর্গত নিখিল স্থানই লক্ষ্মীদেবীর ইন্দী-বরনিন্দী নয়নের কটাক্ষধারাপাতে পরিপূর্ণ হই-

প্রোদ্যৎকাদম্বিনীমধ্য-বিদ্যুদ্দামসমানরুক্‌। নূপুরঃ পীতাম্বরঃ কৃষ্ণস্তেন নেত্রাতিথীকৃতঃ॥ ৯৬॥ নভো-নিকষপাষাণো মেরুকাঞ্চনরেখিতঃ। যথা তথা ধ্রুবেণৈক্ষি তদা গরুড়বাহনঃ॥ ৯৭॥ সুনীলগগনং যদ্বদ্ ভূষিতঞ্চ কলাবতা। পীতেন বাসসা যুক্তং স দদর্শ হরিং তদা॥ ৯৮॥ দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাথ পরিতঃ পরিলুণ্ঠ্য চ। রুরোদ দৃষ্ট্বৈব চিরং পিতরং দুঃখিতঃ শিশুঃ॥ ৯৯॥ নারদেন সনন্দেন সনকেন সুসংস্তুতঃ। অন্যৈঃ সনৎকুমারাদ্যৈর্যোগিভির্যো-গিনাং বরঃ॥১০০॥ কারুণ্যবাষ্পনীরার্দ্র-পুণ্ডরীক-বিলোচনঃ। ধ্রুবমুত্থাপয়াঞ্চক্রে চক্রী ধৃত্বা করেণ তম্॥ ১০১॥ হরিশ্চ পরিপস্পর্শ তদঙ্গং ধূলিধূস-রম্। করাভ্যাং সকঠোরাভ্যাং নিত্যং শস্ত্রপরি-গ্রহাৎ॥ ১০২॥ স্পর্শনাদ্দেবদেবস্য সুসংস্কৃতময়ী শুভা। বাণী প্রবৃত্তা তস্যাস্যাৎ তুষ্টাবাথ ধ্রুবো হরিম্॥ ১০৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধ্রুবাখ্যানে ধ্রুবস্য ভগব-দ্দর্শনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

য়াছে। বিদ্যুৎশোভিতমধ্য নব নীল জলদজালের সমান শোভাসম্পন্ন পীতাম্বর কৃষ্ণকে তিনি সম্মুখে দেখিলেন। সুবর্ণরেখাঙ্কিত নিকষপাষাণের (কষ্টি-পাথরের) ন্যায়, ক্রোড়ে-সুবর্ণগিরি-সুমেরু অনন্ত নীল নভোমণ্ডল যেমন দেখায়, ধ্রুব তখন পীতা-ম্বর গরুড়ধ্বজকেও তদ্রূপ অবলোকন করিলেন। ধ্রুব তখন, পীতাম্বরপরিধান হরিকে চন্দ্রবিভূষিত সুনীল গগনমণ্ডলের ন্যায় অবলোকন করিলেন। দুঃখিত শিশু সন্তান, যেমন বহুকালের পর পিতাকে দেখিলে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদে, শিশু ধ্রুবও তখন সেই জগৎপিতাকে অবলোকন করিবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দুঃখ স্মরণপূর্ব্বক চারিদিকে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নারদ, সনক, সনন্দ, সনৎ-কুমার প্রভৃতি অন্যান্য যোগিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত যোগীশ্বর চক্রপাণির নয়ন-নলিনদ্বয় কারুণ্যবাষ্পসলিলে সিক্ত হইল, তিনি হস্তধারণপূর্ব্বক ধ্রুবকে তুলিলেন। নিরন্তর অস্ত্রধারণ প্রযুক্ত সুকঠোর করযুগল দ্বারা হরি, ধ্রুবের ধূলিধূসরিত অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। সেই দেবদেবের স্পর্শমাত্রেই ধ্রুবের মুখ হইতে সুসংস্কৃত বাক্য নির্গত হইল; তখন তিনি নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন।৯০—১০৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ধ্রুব উবাচ। নমো হিরণ্যগর্ভায় সর্ব্বসৃষ্টিবিধা-য়িনে। হিরণ্যরেতসে তুভ্যং সুহিরণ্যপ্রদায়িনে॥১॥ নমো হরস্বরূপায় ভূতসংহারকারিণে। মহাভূতাত্ম-ভূতায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥ ২॥ নমঃ স্থিতিকৃতে তুভ্যং বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে। তৃষ্ণাহরায় কৃষ্ণায় মহাভাবসহিষ্ণবে॥ ৩॥ নমো দৈত্যমহারণ্য-দাব-বহ্নিস্বরূপিণে। দৈত্যদ্রুমকুঠারায় নমস্তে শার্ঙ্গ-পাণয়ে॥ ৪॥ নমঃ কৌমোদকীব্যগ্র-করাগ্রায় গদাধর। মহাদনুজনাশায় নমো নন্দকধারিণে॥৫॥ নমঃ শ্রীপতয়ে তুভ্যং নমশ্চক্রধরায় চ। ধরাধরায় বারাহরূপিণে পরমাত্মনে॥ ৬॥ নমঃ কমলহস্তায় কমলাবল্লভায় তে। নমো মৎস্যাদিরূপায় নমঃ কৌস্তুভবক্ষসে॥ ৭॥ নমো বেদান্তবেদ্যায় নমঃ শ্রীবৎসধারিণে। নমো গুণস্বরূপায় গুণিনে গুণবর্জ্জিতে॥ ৮॥ নমস্তে পদ্মনাভায় পাঞ্চজন্য-ধরায় চ। বাসুদেব নমস্তুভ্যং দেবকীনন্দনায় চ॥৯॥ প্রদ্যুম্নায় নমস্তুভ্যমনিরুদ্ধায় তে নমঃ। নমঃ কংস-

---

একবিংশ অধ্যায়।

সর্ব্বসৃষ্টিকারী, হিরণ্যগর্ভরূপী, হিরণ্যরেতা, নির্ম্মল-জ্ঞান-প্রদাতা আপনাকে নমস্কার করি। ভূত-সংহারকারী হরস্বরূপী মহাভূতাত্মা ভূতপতি আপ-নাকে নমস্কার করি। হে স্থিতিকারী বিষ্ণুস্বরূপ মহাভার-সহিষ্ণু, তৃষ্ণা-হর প্রভু কৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার করি। দৈত্যগণমহারণ্যে দাবানলস্বরূপী আপনাকে নমস্কার। হে দৈত্যবৃক্ষসমূহের পক্ষে কুঠারস্বরূপ শার্ঙ্গপাণি! আপনাকে নমস্কার করি। হে গদাধর! কৌমোদকী গদা আপনার করাগ্রে উদ্যত, হে নন্দকখড়্গধারিন্ মহাদানব-বিনাশক! আপনাকে নমস্কার। আপনি বরাহরূপে পৃথিবী-উদ্ধারকারী চক্রধর পরমাত্মা শ্রীপতি, আপনাকে নমস্কার করি। মৎস্যাদিরূপধারী আপনাকে নমস্কার; যাঁহার বক্ষস্থল কৌস্তুভমণি-বিভূষিত, সেই আপনাকে নমস্কার। বেদান্তবেদ্য আপনাকে নমস্কার, শ্রীবৎসধারী আপনাকে নমস্কার। সগুণ, নির্গুণ এবং গুণস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্যধারী পদ্মনাভ! আপনাকে নমস্কার। হে দেবকীনন্দন বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার।১—৯। আপনি প্রদ্যুম্ন, আপনাকে নমস্কার। আপনি

বিনাশায় নমশ্চাণুরমর্দ্দিনে॥ ১০॥ দামোদর হৃষীকেশ গোবিন্দাচ্যুত মাধব। উপেন্দ্র কৈটভারাতে মধুহন্তরধোক্ষজ॥ ১১॥ নারায়ণায় নরক-হারিণে পাপহারিণে। বামনায় নমস্তুভ্যং হরয়ে শৌরয়ে নমঃ॥ ১২॥ অনন্তায় নমস্তভ্যমনন্তশয়নায় চ। রুক্মিণীপতয়ে তুভ্যং রুক্মিপ্রমথনায় চ॥ ১৩॥ চৈদ্যহন্ত্রে নমস্তভ্যং দানবারেঽসুরারয়ে। মুকুন্দ পরমানন্দ নন্দগোপপ্রিয়ায় চ॥ ১৪॥ নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ দনুজেন্দ্রনিসূদন। নমো গোপাল-রূপায় বেণুবাদনকারিণে॥ ১৫॥ গোপীপ্রিয়ায় কেশিঘ্নে গোবর্দ্ধনধরায় চ। রামায় রঘুনাথায় রাঘবায় নমো নমঃ॥ ১৬॥ রাবণারে নমস্তভ্যং বিভীষণশরণ্যদ। অজায় জয়রূপায় রণাঙ্গন-বিচক্ষণ॥ ১৭॥ ক্ষণাদিকালরূপায় নানারূপায় শার্ঙ্গিণে। গদিনে চক্রিণে তুভ্যং দৈত্যচক্র-বিমর্দ্দিনে॥ ১৮॥ বলায় বলভদ্রায় বলারাতি-প্রিয়ায় চ। বলিযজ্ঞপ্রমথন নমো ভক্তবরপ্রদ॥১৯॥ হিরণ্যকশিপোর্বক্ষো-বিদারণ রণপ্রিয়। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ॥ ২০॥ নমস্তে ধর্ম্মরূপায় নমঃ সত্ত্বগুণায় চ। নমঃ সহস্রশিরসে পুরুষায় পরায় চ॥ ২১॥ সহস্রাক্ষ সহস্রাঙ্ঘ্রে সহস্রকিরণায় চ। সহস্রমূর্ত্তে শ্রীকান্ত নমস্তে যজ্ঞ-পুরুষ॥ ২২॥ বেদবেদ্যস্বরূপায় নমো বেদপ্রিয়ায় চ। বেদায় বেদগদিনে সদাচারাধ্বগামিনে॥ ২৩॥ বৈকুণ্ঠায় নমস্তভ্যং নমো বৈকুণ্ঠবাসিনে। বিষ্টর-শ্রবসে তুভ্যং নমো গরুড়গামিনে॥ ২৪॥ বিষ্বক্সেন নমস্তভ্যং জগন্ময় জনার্দ্দন। ত্রিবিক্রমায় সত্যায় নমঃ সত্যপ্রিয়ায় চ॥ ২৫॥ কেশবায় নমস্তভ্যং মায়িনে ব্রহ্মগায়িনে। তপোরূপায় তপসাং নমস্তে ফলদায়িনে॥ ২৬॥ স্তুত্যায় স্তুতিরূপায় ভক্তস্তুতি-রতায় চ। নমস্তে শ্রুতিরূপায় শ্রুত্যাচারপ্রিয়ায় চ॥ অণ্ডজায় নমস্তভ্যং স্বেদজায় নমোঽস্তু তে। জরায়ুজস্বরূপায় নম উদ্ভিজ্জরূপিণে॥ ২৮॥ দেবানামিন্দ্ররূপোঽসিগ্রহাণামসি ভানুমান্। লোকানাং সত্যলোকোঽসি সিন্ধূনাং ক্ষীরসাগরঃ॥ ২৯॥

অনিরুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার, আপনি কংস-বিনাশক, আপনাকে নমস্কার। আপনি চাণুর-মর্দ্দন, আপনাকে নমস্কার। হে দামোদর! হৃষীকেশ! গোবিন্দ! অচ্যুত! মাধব! উপেন্দ্র! কৈটভারে! মধুসূদন! অধোক্ষজ! হে নরক-হারিন্! পাপহারিন্! নারায়ণ! হে বামন! আপনাকে নমস্কার। হে শৌরে! হে হরে! আপ-নাকে নমস্কার। অনন্ত, অনন্তশায়ী, রুক্মগর্ব্বখর্ব্ব-কারী রুক্মিণীপতি আপনি; আপনাকে নমস্কার। হে শিশুপালবিনাশিন্! দানবারে! অসুরশত্রো! হে মুকুন্দ! হে পরমানন্দ! হে নন্দগোপ-প্রিয়! আপনাকে নমস্কার। হে দনুজেন্দ্রনিসূদন! পুণ্ডরী-কাক্ষ! আপনাকে নমস্কার। বেণুবাদনকারী গোপালরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি গোপী-বল্লভ,—কেশিবিনাশন এবং গোবর্দ্ধনগিরিধর; আপনিই রাম, রঘুনাথ, রাঘব আপনাকে বার বার নমস্কার করি। হে রাবণারে! হে বিভীষণরক্ষক! হে রণাঙ্গনবিচক্ষণ, জয়স্বরূপ অজ! আপনাকে নম-স্কার। আপনি ক্ষণাদিকালস্বরূপ, আপনি নানারূপ-ধর, আপনি শার্ঙ্গধর, গদাধর, চক্রপাণি; আপনি দৈত্যসমূহের বিনাশকারী, আপনাকে নমস্কার। হে বল! হে বলভদ্র! হে ইন্দ্রপ্রিয়! হে বলিযজ্ঞপ্রমথন! হে ভক্তবরপ্রদ! আপনাকে নমস্কার। হে হিরণ্যকশিপু-বক্ষঃস্থলবিদারক! সমরপ্রিয়! গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেব! আপনাকে নমস্কার করি। ধর্ম্মরূপী আপনাকে নমস্কার। সত্ত্বগুণরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি সহস্রশীর্ষা পরমপুরুষ, আপনাকে নমস্কার।১০—২১। হে সহস্রাক্ষ! হে সহস্রপাদ! হে সহস্রকিরণ! হে সহস্রমূর্ত্তে! যজ্ঞপুরুষ, শ্রীকান্ত! আপনাকে নম-স্কার। আপনার স্বরূপ বেদ-প্রতিপাদ্য, আপনি বেদপ্রিয়, বেদবক্তা এবং বেদস্বরূপ, আপনি সদাচার পথের প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার করি। হে বৈকুণ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। হে বৈকুণ্ঠবাসিন্! আপনাকে নমস্কার। হে গরুড়বাহন বিষ্টরশ্রবা! আপনাকে নমস্কার। হে বিষ্বক্সেন! জগন্ময়! জনার্দ্দন! আপনাকে নমস্কার। হে সত্য! সত্য-প্রিয়! ত্রিবিক্রম! আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মবাদিন্! মায়া-ময় কেশব! আপনাকে নমস্কার। আপনি তপস্যাস্বরূপ এবং তপস্যার ফলদাতা; আপনাকে নমস্কার। আপনি স্তবযোগ্য; স্তব-স্বরূপ ও ভক্তস্তবপরায়ণ; আপনি শ্রুতিস্বরূপ এবং শ্রৌতাচারপ্রিয়, আপনাকে নমস্কার। অণ্ডজপ্রাণি-স্বরূপী অপনাকে নমস্কার, স্বেদজপ্রাণিরূপী আপনাকে নমস্কার। আর জরায়ুজ এবং উদ্ভিজ্জপ্রাণিরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রস্বরূপ, গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য; আপনি লোক

সুরাপগাসি সরিতাং সরসাং মানসং সরঃ। হিমবানসি শৈলানাং ধেনূনাং কামধুগ্ ভবান্॥ ৩০॥ ধাতূনাং হাটকমসি স্ফটিকশ্চোপলেষসি। নীলোৎপলং প্রসূনেষু বৃক্ষেষু তুলসী ভবান্॥ ৩১॥ সর্ব্বপূজ্যশিলানাং বৈ শালগ্রামশিলা ভবান্। মুক্তিক্ষেত্রেষু কাশী ত্বং প্রয়াগস্তীর্থপঙ্ক্তিষু॥ ৩২॥ বর্ণেষু শ্বেতবর্ণোঽসি দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো ভবান্। গরুড়োঽস্যণ্ডজেষ্বীশ ব্যবহারেষু বাগ্‌ভবান্॥ ৩৩॥ বেদেষূপনিষদ্রূপো মন্ত্রাণাং প্রণবো হ্যসি। অক্ষরাণামকারোঽসি যজ্বনাং সোমরূপধৃক্॥ ৩৪॥ প্রতাপিনামগ্নিরসি ক্ষমাসি ত্বং ক্ষমাবতাম্। দাতৃণামসি পর্জ্জন্যঃ পবিত্রাণাং পয়ো হ্যসি॥ ৩৫॥ চাপোঽসি সর্ব্বশস্ত্রাণাং বাতো বেগবতামসি। মনোঽসীন্দ্রিয়বর্গেষু নির্ভয়াণাং করো হ্যসি॥ ৩৬॥ ব্যোম ব্যাপ্তিমতাং ত্বং বৈ পরমাত্মাসি চাত্মনাম্। সন্ধ্যোপাস্তির্ভবান্ দেব সর্ব্বনিত্যেষু কর্ম্মসু॥ ৩৭॥ ক্রতূনামশ্বমেধোঽসি দানানামভয়ং ভবান্। লাভানাং

সমুদায়ের মধ্যে সত্যলোক, সমুদ্রগণের মধ্যে ক্ষীরসমুদ্র। আপনি নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা; সরোবরনিকরের মধ্যে মানসসরোবর। আপনি পর্ব্বতগণের মধ্যে হিমালয়, ধেনুবৃন্দের মধ্যে কামধেনু, ধাতুদিগের মধ্যে সুবর্ণ, পাষাণসমূহের মধ্য স্ফটিক। আপনি পুষ্পসমূহের মধ্যে নীলপদ্ম, গুল্মবৃক্ষমধ্যে তুলসী! আপনি সর্ব্বপূজ্য শিলানিচয়ের মধ্যে শালগ্রাম-শিলা, মুক্তিক্ষেত্র সকলের মধ্যে কাশী। আপনি তীর্থশ্রেণীর মধ্যে প্রয়াগ, বর্ণ সকলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ। আপনি দ্বিপাদ প্রাণীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ; হে ঈশ্বর! আপনি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, লৌকিক প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে বাক্য। আপনি বেদসকলের মধ্যে উপনিষৎ, মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব; আপনি অক্ষর-মালার মধ্যে অকার, যজ্ঞকর্ত্তৃগণের মধ্যে চন্দ্র। আপনি প্রতাপশালীদিগের মধ্যে অগ্নি, সহিষ্ণুগণের মধ্যে সর্ব্বংসহা। আপনি দাতৃগণের মধ্যে পর্জ্জন্য, পবিত্র বস্তু সকলের মধ্যে জল। আপনি নিখিল অস্ত্রনিবহের মধ্যে ধনু, বেগসম্পন্নদিগের মধ্যে বায়ু। আপনি ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে মন, অভয়সূচকের মধ্যে হস্ত। আপনি ব্যাপক পদার্থের মধ্যে আকাশ, নিখিল আত্মার মধ্যে পরমাত্মা; হে দেব! আপনি সকল নিত্যকর্ম্মের মধ্যে সন্ধ্যোপাসনা, যজ্ঞসমূহের মধ্যে অশ্বমেধ, আপনি যাবতীয় দানের

পুত্রলাভোঽসি বসন্তস্ত্বমৃতুষ্বহো॥ ৩৮॥ যুগানাং প্রথমোঽসি ত্বং তিথীনাং ত্বং কুহূ হ্যসি। পুষ্যোঽসি নক্ষত্রগণে সংক্রমঃ সর্ব্বপর্ব্বসু॥ ৩৯॥ যোগেষু ব্যতিপাতস্ত্বং তৃণেষু হি কুশো ভবান্। উদ্যমানাং হি সর্ব্বেষাং নির্ব্বাণং ত্বমসি প্রভো॥ ৪০॥ সর্ব্বাসামিহ বুদ্ধীনাং ধর্ম্মবুদ্ধির্ভবানজ। অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষেষু সোমবল্লী লতাসু চ॥ ৪১॥ প্রাণায়ামোঽসি সর্ব্বেষু সাধনেষু শুচিষ্বহো। সর্ব্বদং সর্ব্বলিঙ্গেষু শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বরো ভবান্॥ ৪২॥ মিত্রাণাং হি কলত্রং ত্বং ধর্ম্মস্ত্বং সর্ব্ববন্ধুষু। ত্বত্তো নান্যজ্জগত্যস্মিন্ নারায়ণ চরাচরে॥ ৪৩॥ ত্বমেব মাতা ত্বং তাতস্ত্বং সুহৃৎ ত্বং মহাধনম্॥ ত্বমেব সৌখ্যসম্পত্তিস্ত্বমায়ুর্জ্জীবনেশ্বরঃ॥ ৪৪॥ সা কথা যত্র তে নাম তন্মনো যত্ত্বদর্পিতম্। তৎকর্ম্ম যৎ ত্বদর্থং বৈ তত্তপো যদ্‌ভবস্মৃতিঃ॥ ৪৫॥ তদ্ধনং ধনিনাং শুদ্ধং যত্ত্বদর্থে ব্যয়ীকৃতম্। স এব সকলঃ কালো যস্মিন্ জিষ্ণো ত্বমর্চ্চ্যসে॥ ৪৬॥ তাবচ্চ জীবিতং শ্রেয়ো যাবত্ত্বং হৃদি বর্ত্তসে। রোগাঃ প্রশমমায়ান্তি ত্বৎপাদোদক-

মধ্যে অভয়দান, লাভনিচয়ের মধ্যে পুত্রলাভ। আপনি ঋতুগণ মধ্যে বসন্ত। আপনি যুগসমূহের মধ্যে সত্যযুগ, তিথিবৃন্দের মধ্যে কুহূ (অমাবস্যা-বিশেষ)। আপনি নক্ষত্রগণের মধ্যে পুষ্যা, সকল পর্ব্বের মধ্যে সংক্রান্তি। আপনি যোগসংহতির মধ্যে ব্যতীপাত, তৃণরাজির মধ্যে কুশ। আপনি চতুর্ব্বর্গ-ফলের মধ্যে মোক্ষ। ২২—৪০। হে অজ! সর্ব্ববুদ্ধির মধ্যে আপনি ধর্ম্মবুদ্ধি। আপনি সর্ব্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, লতাগণের মধ্যে সোমবল্লী। আপনি সকল পবিত্র সাধনের মধ্যে প্রাণায়াম। আপনি সকল শিবলিঙ্গের মধ্যে সর্ব্বাভীষ্টদায়ী শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর। আপনি আত্মীয়বর্গের মধ্যে পত্নী, সমগ্র বন্ধুর মধ্যে ধর্ম্ম; নারায়ণ! আপনি ব্যতীত চরাচর জগতে কিছুই নাই; আপনিই মাতা, আপনিই পিতা, আপনি সুহৃৎ, আপনিই উত্তম ধন, আপনিই সুখ-সম্পত্তি; হে জীবনেশ্বর! আপনিই আয়ুঃ। যাহাতে আপনার নাম আছে, সেই কথাই কথা; যাহা আপনাতে অর্পিত, সেই মনই মন; যাহা আপনার জন্য কৃত হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; আর আপনার ধ্যানাত্মক তপস্যাই তপস্যা। যাহা আপনার জন্য ব্যয়িত হয়, ধনীদিগের সেই ধনই বিশুদ্ধ ধন। হে জিষ্ণো! আপনি যে সময়ে পূজিত হন, সেই সময়ই সকল। যত দিন আপনি হৃদয়ে

সেবনাৎ॥ ৪৭॥ মহাপাপানি গোবিন্দ বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি। সদ্যো বিলয়মায়ান্তি বাসুদেবেতি-কীর্ত্তনাৎ॥ ৪৮॥ অহো পুংসাং মহামোহস্তথো পুংসাং প্রমাদতা। বাসুদেবমনাদৃত্য যদন্যত্র কৃতশ্রমাঃ॥ ৪৯॥ ইদমেব হি মাঙ্গল্যমিদমেব ধনার্জ্জনম্। জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্যদ্দামোদর-কীর্ত্তনম্॥ ৫০॥ অধোক্ষজাৎ পরো ধর্ম্মো নার্থো নারায়ণাৎ পরঃ। ন কামঃ কেশবাদন্যো নাপবর্গো হরিং বিনা॥ ৫১॥ ইয়মেব পরা হানিরুপসর্গো-হয়মেব হি। অভাগ্যং পরমঞ্চৈতদ্বাসুদেবং ন যৎ স্মরেৎ॥ ৫২॥ হরেরারাধনং পুংসাং কিং কিং ন কুরুতে বত। পুত্রমিত্রকলত্রার্থ-রাজ্যস্বর্গা-পবর্গদম্॥ ৫৩॥ হরত্যঘং ধ্বংসয়তি ব্যাধীনাধী-নিযচ্ছতি। ধর্ম্মং বিবর্দ্ধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছতি মনোরথম্॥ ৫৪॥ ভগবচ্চরণদ্বন্দ্ব-নির্দ্বন্দ্বধ্যানমুত্তমম্। পাপিনাপি প্রসঙ্গেন বিহিতং স্বহিতং পরম্॥ ৫৫॥ পাপিনাং যানি পাপানি মহোপপদভাঞ্জ্যপি। সুলীনধ্যানসম্পন্নো নামোচ্চারো হরের্হরেৎ॥ ৫৬॥ প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলকণো দহেৎ। তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম হরেদঘম্॥ ৫৭॥ নিতান্তং কমলাকান্তে শান্তং চিত্তং বিধায় যঃ। সংশীলয়েৎ ক্ষণং নূনং কমলা তত্র নিশ্চলা॥ ৫৮॥ অয়মেব পরো ধর্ম্মস্ত্বিদমেব পরং তপঃ। ইদমেব পরং তীর্থং বিষ্ণুপাদাম্বু যৎ পিবেৎ॥ ৫৯॥ তবোপহারং ভক্ত্যা যঃ সেবতে যজ্ঞপুরুষ। সেবিত-স্তেন নিয়তং পুরোডাশো মহাধিয়া॥ ৬০॥ স চৈবাব-ভৃতস্নাতঃ স চ গঙ্গাজলাপ্লুতঃ। বিষ্ণুপাদোদকং কৃত্বা শঙ্খে যঃ স্নাতি মানবঃ॥ ৬১॥ শালগ্রামশিলা যেন পূজিতা তুলসীদলৈঃ। স পারিজাতমালাভিঃ পূজ্যতে সুরসদ্মনি॥ ৬২। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমশ্চ সঃ॥ ৬৩॥ শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ। গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥ ৬৪॥ প্রত্যহং দ্বাদশ শিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ। দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে॥ ৬৫॥ তুলসী যস্য ভবনে প্রত্যহং পরি-পূজ্যতে। তদ্গৃহং নোপসর্পন্তি কদাচিদ্যমকিঙ্করাঃ॥

থাকেন, তত দিনই জীবিত থাকা শ্রেয়স্কর। আপনার পাদোদকসেবায় রোগসকল প্রশম প্রাপ্ত হয়। হে গোবিন্দ! 'বাসুদেব' এই নাম স্মরণমাত্র বহুজন্মার্জ্জিত মহাপাতকরাশিও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ওঃ! মানুষের কি মহা-মোহ! ওঃ! মানুষের কি প্রমাদ! তাহারা কি না বাসুদেবকে আদর না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করে। এই যে দামোদর-নামকীর্ত্তন, ইহাই মঙ্গল-কর, ইহাই ধনার্জ্জন এবং ইহাই জীবনের ফল। অধোক্ষজ ভিন্ন ধর্ম্ম নাই, নারায়ণ ব্যতিরিক্ত অর্থ নাই, কেশব ব্যতীত কাম নাই এবং হরি বিনা মুক্তি নাই। বাসুদেবের যে স্মরণ না করা, তাহাই পরম হানি, তাহাই উপসর্গ এবং তাহাই পরম অভাগ্য। আঃ! হরি-আরাধনা পুরুষের কি কি সিদ্ধ না করে? হরি-আরাধনা, পুত্র, মিত্র, কলত্র, অর্থ, রাজ্য, স্বর্গ এবং মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করে, হরি-আরাধনা পাপ হরণ করে, আধি-ব্যাধি বিনষ্ট করে, ধর্ম্ম বর্দ্ধিত করে এবং শীঘ্র মনোরথ সম্পাদন করে। একাগ্রভাবে ভগ-বচ্চরণযুগল ধ্যান, বড়ই উত্তম; পাপী ব্যক্তিও প্রসঙ্গক্রমে যদি এই ধ্যান করে ত তাহার পরম হিত হইয়া থাকে। একাগ্রভাবে হরির ধ্যান এবং নামোচ্চারণ করিলে, পাপিগণের যত পাপ, এমন কি মহাপাতক পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।৪৭—৫৬। যেমন অনলকণা অজ্ঞানতঃ স্পৃষ্ট হইলেও দগ্ধ করে, সেইরূপ হরিনাম, যে কোন প্রকারে ওষ্ঠ-পুটসংস্পৃষ্ট হইলেই পাপহরণ করেন। যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও কমলাকান্তে একান্ত প্রশান্তচিত্ত সমাধানপূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করে, তাহার লক্ষ্মী অচলা হন। বিষ্ণুপাদোদক পান করাই পরম ধর্ম্ম, পরম তপস্যা এবং পরম তীর্থ। হে যজ্ঞপুরুষ! যে ব্যক্তি আপনার প্রসাদী নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করে, সেই মহামতি নিশ্চয়ই পুরোডাশ সেবন করে, অর্থাৎ প্রধান দেবতা হয়! যে মানব, বিষ্ণুপাদোদক শঙ্খে লইয়া তদ্দ্বারা স্নান করে, তাহার অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নানের এবং গঙ্গাস্নানের ফল হয়। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা শালগ্রামশিলা পূজা করেন, তিনি দেবলোকে পারিজাতমাল্য দ্বারা পূজিত হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা ইতরজাতিও বিষ্ণুভক্তিযুক্ত হইলে, তাহাকে সর্ব্বো-ত্তম বলিয়া জানিবে। যাঁহার দেহে-বাহুদ্বয়ে শঙ্খ-চক্র অঙ্কিত, মস্তকে তুলসীমঞ্জরী এবং অঙ্গ গোপীচন্দন দ্বারা লিপ্ত, তাঁহাকে দেখিলেও পাপ যায়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ, দ্বারকাচক্রসমন্বিত দ্বাদশ শালগ্রামশিলা পূজা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে সসম্মানে বাস করেন। যাঁহার গৃহে প্রত্যহ তুলসীর পূজা

৬৬॥ হরিনামাক্ষরমুখং ভালং গোপীমৃদাঙ্কিতম্। তুলসী-মালিতোরস্কং স্পৃশেয়ুর্ন যমানুগাঃ॥ ৬৭॥ গোপীমৃত্তুলসী শঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ। গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ॥ ৬৮॥ যে মুহূর্ত্তাঃ ক্ষণা যে চ যাঃ কাষ্ঠা যে নিমেষকাঃ। ঋতে বিষ্ণুস্মৃতের্যাতাস্তেষু মুষ্টো যমেন সঃ॥ ৬৯॥ ক দ্ব্যক্ষরং হরের্নাম স্ফুলিঙ্গসদৃশং জ্বলৎ। মহতী পাতকানাঞ্চ রাশিস্তূলোপমা ক চ॥ ৭০॥ গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনম্। ত্যক্ত্বান্যং নৈব জানামি ন ভজামি স্মরামি ন॥ ৭১॥ ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্যামীহ চক্ষুষা। ন স্পৃশামি ন বা যামি গায়ামি ন হরিং বিনা॥ ৭২॥ জলে স্থলে চ পাতালেঽপ্যনিলে চানলেঽচলে। বিদ্যাধরাসুর-সুরে কিন্নরে বানরে নরে॥ ৭৩॥ তৃণে স্ত্রৈণে চ পাষাণে তরুগুল্মলতাসু চ। সর্ব্বত্র শ্যামলতনুং বীক্ষে শ্রীবৎসবক্ষসম্॥ ৭৪॥ সর্ব্বেষাং হৃদয়াবাসঃ সাক্ষাৎ সাক্ষী ত্বমেব হি। বহিরন্তর্ব্বিনা ত্বান্তু ন হ্যন্যং বেদ্মি সর্ব্বগম্॥ ৭৫॥ ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ শিবশর্ম্মন্ ধ্রুবস্তদা। দেবোঽপি ভগবান্ বিষ্ণুস্তমুবাচ প্রসন্নদৃক্॥ ৭৬॥ শ্রীভগবানুবাচ। অয়ি বাল বিশালাক্ষ ধ্রুব ধ্রুবমতেঽনঘ। পরিজ্ঞাতো ময়া সম্যক্ তব হৃৎস্থো মনোরথঃ॥ ৭৭॥ অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি বৃষ্টেরন্নসমুদ্ভবঃ। তদ্বৃষ্টেঃ কারণং সূর্য্যঃ সূর্য্যাধারো ধ্রুবেধি ভোঃ॥ ৭৮॥ জ্যোতিশ্চক্রস্য সর্ব্বস্য গ্রহর্ক্ষাদেঃ সমন্ততঃ। গগনে ভ্রমতো নিত্যং ত্বমধারো ভবিষ্যতি॥ ৭৯॥ মেঢ়ীভূতস্ত্ব বৈ সর্ব্বান্ বায়ুপাশৈর্নিয়ন্ত্রিতান্। আকল্পং তৎ পদং তিষ্ঠ ভ্রাময়ন্ জ্যোতিষাং গণান্॥৮০॥ আরাধ্য শ্রীমহাদেবং পুরা পদমিদং ময়া। আসাদি যত্তদেতত্তে তপসা প্রতিপাদিতম্॥ ৮১॥ কেচিচ্চতুর্যুগং যাবৎ কেচিন্মন্বন্তরং ধ্রুব। তিষ্ঠন্তি ত্বন্তু বৈ কল্পং পদমেতৎ প্রশাস্যসি॥ ৮২॥ মনুনাপি ন যৎ প্রাপি কিমন্যৈর্ম্মানবৈর্ধ্রুব। তৎ পদং বিহিতং ত্বৎসাচ্ছক্রাদ্যৈরপি দুর্ল্লভম্॥ ৮৩॥ অন্যান্ বরান্ প্রয়চ্ছামি স্তবেনানেন তোষিতঃ। সুনীতিরপি তে মাতা ত্বৎসমীপে চরিষ্যতি॥ ৮৪॥ ইদং

হয়, যমকিঙ্করেরা তাঁহার গৃহে কদাচ গমন করে না। যাঁহার মুখে হরিনাম, ললাট গোপীচন্দনে অঙ্কিত এবং বক্ষঃস্থলে তুলসীমালা, যমের অনুচরেরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; গোপীচন্দন, তুলসী শঙ্খ, শালগ্রাম এবং দ্বারকাচক্র এই পাঁচ বস্তু যাঁহার গৃহে থাকে, তাঁহার পাপভয় নাই। বিনা হরিস্মরণে যে সব ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, যে সব কাষ্ঠা, যে সব নিমেষ অতিক্রান্ত হয়, তাহার সেই সব সময়ের আয়ু যমের অপহৃত হয়। কোথায় জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ দ্ব্যক্ষর হরিনাম, আর কোথায় তুলোপম মহান্ পাপরাশি! পরমানন্দ মুকুন্দ মধুসূদন গোবিন্দ ব্যতীত আর কাহাকেই জানি না, ভজি না, এবং স্মরণ করি না। এখন আমি হরি বিনা কাহাকেও নমস্কার করি না, স্তব করি না, চোখে দেখি না, স্পর্শ করি না, গান করি না এবং হরিমন্দির ব্যতীত গমন করি না। আমি জল, স্থল, পাতাল, অনিল, অনল, পর্ব্বত, বিদ্যাধর, সুরাসুর, নর, বানর, কিন্নর, তৃণ, স্ত্রৈণ, পাষাণ, তরু, গুল্ম এবং লতা সর্ব্বত্রই শ্যাম-কলেবর শ্রীবৎস-বক্ষঃস্থল শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করি। আপনি সকলের হৃদয়বাসী সাক্ষাৎ সাক্ষী; আপনি সর্ব্বগ, আপনি বিনা, বাহ্য অভ্যন্তরে আমি আর কাহাকেও অবগত নহি। ৫৭—৭৫। হে শিবশর্ম্মন্! ধ্রুব, তখন এই বলিয়া বিরত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ দেব, প্রসন্নয়নে ধ্রুবকে বলিলেন, অয়ি নিশ্চিতমতে! বিশালাক্ষ! নিষ্পাপ! বালক! ধ্রুব! আমি তোমার হৃদয়স্থ মনোরথ বিদিত আছি। ভো ধ্রুব! অন্ন হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই বৃষ্টির কারণ সূর্য্য, তুমি সূর্য্যের আশ্রয় হও। অনবরত গগনমণ্ডলে চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহনক্ষত্রাদি সমগ্র জ্যোতিশ্চক্রের তুমি আধার হইবে। তুমি মেঢ়ীভূত হইয়া বায়ু-পাশনিয়ন্ত্রিত যাবতীয় জ্যোতিগণকে ভ্রামণ করত প্রলয় পর্য্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাক। আমি পূর্ব্বকালে শ্রীমহাদেবকে আরাধনা করিয়া যে এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তোমার তপোবলে আমি তোমাকে এই তাহা প্রদান করিলাম। হে ধ্রুব! চতুর্যুগ যাবৎ কেহ কেহ স্বাধিকার ভোগ করেন, কেহ কেহ মন্বন্তর কাল স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তুমি কল্পান্ত পর্য্যন্ত এই অধিকার পালন করিবে। বৎস! ধ্রুব! অন্য মানবের কথা কি বলিব? মনুও যে পদ প্রাপ্ত হন নাই, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুর্লভ সেই পদ আমি তোমাকে দিলাম। তোমার এই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমি অন্য বর সকলও প্রদান করিতেছি;—তোমার মাতা সুনীতিও তোমার সমীপচারিণী হইবেন। যে মানব একাগ্র-

স্তোত্রবরং যস্ত পঠিষ্যতি সমাহিতঃ। ত্রিসন্ধ্যং মনুজস্তস্য পাপং যাস্যতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ৮৫ ॥ ন তস্য সদনং লক্ষ্মীঃ পরিত্যক্ষ্যত্যসংশয়ম্। ন জনন্যা বিয়োগশ্চ ন বন্ধুকলহোদয় ॥ ৮৬॥ ধ্রুবস্তুতিরিয়ং পুণ্যা মহাপাতকনাশিনী। ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যেত কা কথেতরপাপিনাম্ ॥ ৮৭ ॥ মহাপুণ্যস্য জননী মহাসম্পত্তিদায়িনী। মহোপসর্গশমনী মহাব্যাধিবিনাশিনী ॥ ৮৮ ॥ যস্যাস্তি পরমা ভক্তির্ময়ি নির্ম্মলচেতসঃ। ধ্রুবস্তুতিরিয়ং তেন জপ্যা মৎপ্রীতিকারিণী ॥ ৮৯ ॥ সমস্ততীর্থস্নানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি জপন্ স্তুত্যানয়া সদা ॥ ৯০ ॥ সন্তি স্তোত্রাণ্যনেকানি মম প্রীতিকরাণি চ। ধ্রুবস্তবের্ন চৈতস্যাঃ কলামর্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৯১॥ শ্রুত্বাপীমাং স্তুতিং মর্ত্ত্যঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া মুদা। পাপকৈর্মুচ্যতে সদ্যো মহৎ পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯২ ॥ অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি নির্দ্ধনো ধনমাপ্নুয়াৎ। অভক্তো ভক্তিমাপ্নোতি কীর্ত্তনাচ্চ ধ্রুবস্তবেঃ ॥ ৯৩ ॥ দত্ত্বা দানান্যনেকানি কৃত্বা নানাব্রতানি চ। যথা লাভানবাপ্নোতি তথা স্তুত্যানয়া নরঃ ॥ ৯৪ ॥ ত্যক্ত্বা সর্ব্বাণি কার্য্যাণি ত্যক্ত্বা জপ্যান্যনেকশঃ। ধ্রুবস্তুতিরিয়ং জপ্যা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ॥৯৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। ধ্রুবাবধেহি বক্ষ্যামি হিতং তব মহামতে। যেন তে নিশ্চলং সম্যক্ পদমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ৯৬ ॥ অহং জিগমিষুস্ত্বাসং পুরীং বারাণসীং শুভাম্। সাক্ষাদ্বিশ্বেশ্বরো যত্র তিষ্ঠতে মোক্ষকারণম্ ॥ ৯৭ ॥ বিপন্নানাঞ্চ জন্তূনাং যত্র বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্। কর্ণে জাপং প্রকুরুতে কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমম্ ॥ ৯৮ ॥ অস্য সংসারদুঃখস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িনঃ। উপায় এক এবাস্তি কাশিকানন্দভূমিকা ॥ ৯৯ ॥ ইদং রম্যমিদং নেতি বীজং দুঃখমহাতরোঃ। তস্মিন্ কাশ্যগ্নিনা দগ্ধে দুঃখস্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ১০০ ॥ প্রাপ্যং সম্প্রাপ্যতে যেন ভূয়ো যেন ন শোচ্যতে। পরায়া নির্বৃতেঃ স্থানং যত্তদানন্দকাননম্ ॥ ১০১ ॥ অমৃতায়নমুৎসৃজ্য পুরুষোঽন্যত্র যো বসেৎ। আনন্দকাননং শম্ভোঃ কুতস্তস্য সুখোদয়ঃ ॥ ১০২ ॥ বরং শরাবহস্তস্য চাণ্ডালাগারবীথিষু। ভিক্ষার্থমটনং

চিত্তে এই শ্রেষ্ঠ স্তোত্র ত্রিসন্ধ্য পাঠ করিবে, তাহার পাপ একেবারেই বিনষ্ট হইবে। লক্ষ্মী তাহার গৃহ নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবেন না। তাহার মাতৃবিয়োগ হইবে না এবং বন্ধুবর্গের সহিত কলহ হইবে না। এই পুণ্যা ধ্রুবকৃতস্তুতি মহাপাতকনাশিনী। এই স্তোত্রপাঠে, ব্রহ্মঘাতীও পাপমুক্ত হয়, অন্য পাপীর কথা আর কি বলিব? এই স্তুতি মহাপুণ্যসম্পাদিনী, মহাসম্পত্তিদায়িনী, মহোপসর্গপ্রশমনী এবং মহাব্যাধিবিনাশিনী। যে নির্ম্মলচেতা ব্যক্তির আমার প্রতি পরমা ভক্তি আছে, আমার প্রীতিবিধায়িনী এই ধ্রুবকৃত স্তুতি তিনি পাঠ করিবেন। মনুষ্য, সমস্ত তীর্থস্নান দ্বারা যে ফল পাইতে পারে, প্রীতিসহকারে এই স্তব পাঠ করিলে তদ্দ্বারাই তাহার সেই তীর্থস্নানফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। আমার প্রীতিকর অনেক স্তোত্র আছে বটে; কিন্তু এই ধ্রুবস্তুতির ষোড়শাংশের একাংশযোগ্যও কেহ নহে। মনুষ্য পরম শ্রদ্ধা সহকারে আনন্দপূর্ব্বক এই স্তোত্র শ্রবণ করিলেও সদ্যঃ পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং মহৎ পুণ্য লাভ করে। এই ধ্রুবকৃত স্তব কীর্ত্তন করিলে, অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্দ্ধনের ধন হয় এবং অভক্তের ভক্তি হয়। এই স্তুতি দ্বারা মনুষ্যের যেমন অভীষ্টপ্রাপ্তি হয়, অনেক দান করিলে ও নানাব্রত করিলেও সে প্রকার অভীষ্ট লাভ হয় না। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ পাঠ্য ত্যাগ করিয়া এই সর্ব্বকাম প্রদায়িনী ধ্রুবকৃত স্তুতিই পাঠ্য।৭৫—৯৫। শ্রীভগবান্ বলিলেন, ধ্রুব,মনোযোগ কর; হে মহামতে! তোমার এই পদ যাহাতে করিয়া সম্যক্‌স্থির হইবে, সেই হিতোপদেশ তোমাকে দিব;—যথায় মুক্তিদাতা বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ অবস্থিত, আমি ইতিপূর্ব্বে সেই শুভা বারাণসী পুরীতে গমনেচ্ছু হই। এই কাশীতে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মৃত প্রাণীদিগের কর্ণে কর্ম্মনির্ম্মূলনসমর্থ তারকমন্ত্র উপদেশ করেন। এই সর্ব্বোপদ্রবদায়ী সংসারদুঃখের একমাত্র নিস্তারোপায় আনন্দভূমি কাশী। 'ইহা রমণীয়, ইহা রমণীয় নহে' এই প্রকার যে প্রিয়াপ্রিয়জ্ঞান, তাহাই দুঃখমহাতরুর বীজ, কাশীরূপ অগ্নি দ্বারা সেই বীজ দগ্ধ হইলে, দুঃখের অবসর কোথায়? যাহা প্রধান লব্ধব্য, তাহা এই কাশীর সাহায্যে পাওয়া যায়; এই কাশীপ্রাপ্তি হইলে, পুনরায় আর সংসারকষ্ট পাইতে হয় না এবং ইহা পরম নির্ব্বৃতির স্থান, এই জন্য কাশীর নাম আনন্দকানন। যে পুরুষ, এই মুক্তিক্ষেত্র শিবের আনন্দকানন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করে, তাহার সুখোদয় হইবে কিরূপে? বরং কাশীতে চণ্ডালের গৃহে গৃহে

কান্তাং রাজ্যং নাস্তত্র নীরিপু॥ ১০৩॥ বৈকুণ্ঠনগরাৎ কাশীং নিত্যং বিশ্বেশমর্চ্চিতুম্। অহমায়ামি নিয়মাজ্জগদর্চ্চ্যাং তদর্চ্চিতাম্॥ ১০৪॥ ময়ি যা পরমা শক্তিস্ত্রিলোক্যা রক্ষণক্ষমা। তত্র হেতুর্মহেশানঃ স সুদর্শনচক্রদঃ॥ ১০৫॥ পুরা জালন্ধরং দৈত্যং মমাপি পরিকম্পনম্। পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্ররেখোত্থং চক্রং সৃষ্ট্বা হরোহহরৎ॥ ১০৬॥ তচ্চ চক্রং ময়া লব্ধং নেত্রপদ্মার্চ্চনাদ্বিভোঃ। এতৎ সুদর্শনাখ্যং বৈ দৈত্যচক্রপ্রমর্দ্দনম্॥ ১০৭॥ তন্ময়া তব রক্ষার্থং ভূতবিদ্রাবণং পরম্। তাবৎ প্রগুপ্তং পুরতস্ততশ্চাহমিহাগতঃ॥ ১০৮॥ কাশীমিদানীং যাস্যামি বিশ্বেশ্বরবিলোকনে। অদ্য যাত্রাস্তি মহতী কার্ত্তিক্যাং বহুপুণ্যদা॥ ১০৯॥ কার্ত্তিকস্য চতুর্দ্দশ্যাং বিশ্বেশং যো বিলোকয়েৎ। স্নাত্বা চোত্তরবাহিন্যাং ন তস্য পুনরাগতিঃ॥ ১১০॥ ইত্যুক্ত্বা তার্ক্ষ্যমারোপ্য ধ্রুবমানন্দমেদুরম্। ক্ষণাদ্বারাণসীং প্রাপ হরিঃ স্মরহরোষিতাম্॥ ১১১॥ পঞ্চক্রোশ্যাশ্চ সীমানং প্রাপ্য দেবো জনার্দ্দনঃ। বৈনতেয়াদবারুহ্য করে ধৃত্বা ধ্রুবং ততঃ॥ ১১২॥ মণিকর্ণ্যাং পরিস্নায় বিশ্বেশমভিপূজ্য চ। ধ্রুবং বভাষে ভগবান্ হিতং তস্য চিকীর্ষয়ন্॥ ১১৩॥ লিঙ্গং স্থাপয় যত্নেন ক্ষেত্রেঽত্রৈবাবিমুক্তকে। ত্রৈলোক্যস্থাপনং পুণ্যং যথা ভবতি তেঽক্ষয়ম্॥ ১১৪॥ নিযুতং যৎ প্ররিস্থাপ্য লিঙ্গানি ফলমাপ্যতে। অন্যত্র তদিহৈকেন লিঙ্গেন পরিলভ্যতে॥ ১১৫॥ কালেন ভঙ্গমাপন্নং জীর্ণোদ্ধারং করোতি যঃ। ইহ তস্য ফলস্যান্তঃ প্রলয়েঽপি ন জায়তে॥ ১১৬॥ বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজ্য প্রাসাদং যোঽত্র কারয়েৎ। তেন দত্তো ভবেৎ সর্ব্বো মেরুর্নিযুতযোজনঃ॥ ১১৭॥ কূপবাপীতড়াগানি শক্ত্যা যোঽত্র তু কারয়েৎ। অন্যত্র করণাত্তস্য পুণ্যং কোটিগুণাধিকম্॥ ১১৮॥ ইজ্যার্থমত্র যঃ কুর্য্যাৎ সুরম্যাং পুষ্পবাটিকাম্। পুষ্পে পুষ্পে ফলং তস্য স্বর্ণকুসুমাধিকম্॥ ১১৯॥ অত্র ব্রহ্মপুরীং কৃত্বা যো বিপ্রেভ্যঃ প্রযচ্ছতি। বর্ষাশনেন সংযুক্তাং তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ১২০॥ ক্ষীয়ন্তে সলিলান্যব্ধে-র্ভৌমাশ্চ ত্রসরেণবঃ। ক্ষয়ো ন তস্য পুণ্যস্য শিব-

---

ভিক্ষার জন্য শরাব-হস্তে ভ্রমণ করা ভাল, কিন্তু অন্যত্র নিষ্কণ্টক রাজ্যও ভাল নহে। আমি বিশ্বেশ্বরকে পূজা করিবার জন্য জগদর্চ্চনীয়া বিশ্বেশ্বরপূজিতা কাশীতে বৈকুণ্ঠ হইতে নিত্য আগমন করি। আমাতে যে ত্রিলোকপালিনী পরমা শক্তি আছে, মহেশ্বরই তাহার কারণ; তিনি আমাকে সুদর্শন চক্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে আমারও ভীতিপ্রদাতা জালন্ধর দৈত্যকে, মহেশ্বর স্বীয় পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে চক্র সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বিনষ্ট করেন। আমি নয়ন-কমল দ্বারা প্রভু মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া এই সেই দৈত্যচক্রবিমর্দ্দন সুদর্শন চক্র লাভ করিয়াছি। ভূতবিদ্রাবণ সেই পরম সুদর্শন চক্র তোমার রক্ষার জন্য পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমিই আসিলাম। এখন আমি বিশ্বেশ্বরদর্শনের জন্য কাশী যাইব; অদ্য কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, অদ্য 'যাত্রা' বহুপুণ্যদায়িনী। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসের চতুর্দ্দশীতে, উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। হরি এই কথা বলিয়া আনন্দস্নিগ্ধ ধ্রুবকে গরুড়ারোহণ করাইয়া মহেশ্বরাধিষ্ঠিতা কাশীতে যাত্রা করিলেন। জনার্দ্দন দেব, পঞ্চক্রোশীর সীমান্তে উপস্থিত হইয়া ধ্রুবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গরুড় হইতে অবতরণ করিলেন। ৯৬—১১২। তারপর ধ্রুবকে লইয়া মণিকর্ণিকায় স্নান এবং বিশ্বেশ্বরপূজা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ, ধ্রুবের হিতকরণাভিলাষে তাঁহাকে বলিলেন,—এই অবিমুক্তক্ষেত্রে যত্নপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ স্থাপন কর, ইহাতে ত্রৈলোক্যস্থাপনপুণ্যের ন্যায় তোমার অক্ষয় পুণ্য হইবে। অন্যত্র এক নিযুত শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে যে পুণ্য হয়, এই কাশীতে একটী লিঙ্গ স্থাপনে সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। এই স্থানে কালবশে জীর্ণ কোন দেবালয়ের যে ব্যক্তি জীর্ণোদ্ধার করে, তাহার ফলের অন্ত প্রলয়েও হয় না। যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে দেবপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, নিযুতযোজন সমগ্র সুমেরু দানের ফল তাহার হয়। যে ব্যক্তি এখানে কূপ, বাপী, তড়াগ—শক্তি অনুসারে নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, অন্যত্র এ সব করিলে যে পুণ্য হয় তদপেক্ষা কোটিগুণাধিক পুণ্য তাহার লাভ হয়। যে ব্যক্তি পূজার জন্য এই কাশীতে সুরম্য পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করে, তাহার প্রতিপুষ্পে স্বর্ণকুসুমাপেক্ষা অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি এই কাশীতে, বেদপাঠমন্দির করিয়া একবৎসরভোগ্য ভোজ্যদ্রব্যের সহিত তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, তাহার পুণ্যফল সংক্ষেপে শ্রবণ কর;—সমুদ্রের জলরাশি

লোকে সমাসতঃ ॥১২১॥ মঠানপি তপস্বিভ্যঃ কারয়িত্বাত্র যোঽর্পয়েৎ। জীবনোপায়সংযুক্তান্ সোঽপি পূর্ব্বফলাশ্রয়ঃ ॥ ১২২ ॥ কৃত্বা মহান্তি পুণ্যানি যোঽত্র বিশ্বেশ্বরেঽর্পয়েৎ। ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ঘোরে সংসারসাগরে ॥ ১২৩ ॥ অনন্ত ইতি বাদোঽয়ং ময়ি লোকেঽত্র গীয়তে। পরং কাশীগুণানাং হি ময়াপ্যন্তো ন লভ্যতে ॥ ১২৪ ॥ তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কাশ্যাং ধ্রুব শ্রেয়ঃ সমাশ্রয়েৎ। কাশীশ্রেয়ঃ ফলং পুংসামক্ষয়ায়োপজায়তে ॥ ১২৫ ॥ গণাবূচতু। ধ্রুবমিত্যুপদিশ্যাম জগাম গরুড়ধ্বজঃ। ধ্রুবোঽপি লিঙ্গং সংস্থাপ্য বৈদ্যনাথসমীপতঃ ॥ ১২৬ ॥ প্রাসাদং সুমহৎ কৃত্বা কৃত্বা কুণ্ডং তদগ্রতঃ। বিশ্বেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতকৃত্যো গৃহং যযৌ ॥ ১২৭ ॥ ধ্রুবেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য ধ্রুবকুণ্ডে কৃতোদকঃ। ধ্রুবলোকমবাপ্নোতি নরো ভোগসমন্বিতঃ ॥ ১২৮ ॥ ধ্রুবস্য পরমাখ্যানং যঃ পঠেৎ পাঠয়েদপি। স বিষ্ণুলোকমাসাদ্য জায়তে বিষ্ণুবল্লভঃ ॥ ১২৯ ॥ নরো ধ্রুবস্য চরিতং প্রযত্নেন স্মরন্নপি। ন পাপৈরভিভূয়েত মহৎ পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধ্রুবাখ্যানে ধ্রুবকৃতবিষ্ণুস্তুতি
র্নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শিবশর্ম্মোবাচ। ধ্রুবাখ্যানমিদং রম্যং মহাপাতকনাশনম্। মহৈশ্বর্য্যকরং পুণ্যং শ্রুত্বা তৃপ্তোঽস্মি ভো গণৌ ॥ ১ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্থং যাবদ্দ্বিজো ব্রূতে বিমানং বায়ুবেগগম্। তাবৎ প্রাপ মহর্লোকং স্বর্লোকাৎ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥ দ্বিজোঽথ লোকং সংবীক্ষ্য সর্ব্বতো মহসাবৃতম্। তৌ গণৌ প্রত্যুবাচেদং কোঽয়ং লোকো মনোহরঃ ॥ ৩ ॥ তাবূচতুস্ততো বিপ্রং নিশাময় মহামতে। অয়ং স হি মহর্লোকঃ স্বর্লোকাৎ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৪ ॥ কল্পায়ুষো বসন্ত্যত্র তপসা ধূতকল্মষাঃ। বিষ্ণুস্মরণসংক্ষীণ-সমস্তক্লেশসঞ্চয়াঃ ॥ ৫ ॥ নির্ব্যাজপ্রণিধানেন দৃষ্ট্বা তেজোময়ং জগৎ। মহাযোগসমাযুক্তা বসন্ত্যত্র সুরোত্তমাঃ ॥৬॥ ইত্থং কথাং কথয়তোর্ভগবদ্গণয়োঃ প্রিয়ে। ক্ষণার্দ্ধেন

যদ্যপি শুষ্ক হইয়া যায়, পৃথিবীর ত্রসরেণু সকল যদিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তথাপি শিবলোকপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তির পুণ্যক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি, এই কাশীতে মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া আর মঠস্থ ব্যক্তির জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়া সেই মঠ তপস্বিগণকে প্রদান করে, তাহার পুণ্যও পূর্ব্ববৎ। এই স্থানে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া যে ব্যক্তি, তাহা বিশ্বেশ্বরে অর্পণ করে, ঘোর সংসারসাগরে তাহার আর পুনরাগমন করিতে হয় না। এই জগতে আমার 'অনন্ত' এই নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, পরন্তু, আমিও কাশীর গুণাবলীর অন্তপ্রাপ্ত হই না। অতএব, ধ্রুব! যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। কাশীতে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—গরুড়ধ্বজ, ধ্রুবকে এই উপদেশ দিয়া গমন করিলেন। ধ্রুবও বৈদ্যনাথ লিঙ্গের সমীপে লিঙ্গস্থাপন, সুমহৎ দেবপ্রাসাদ এবং তাহার সম্মুখে কুণ্ড করিয়া বিশ্বেশ্বরপূজনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া গৃহে গমন করিলেন। মানব, ধ্রুবেশ্বরের পূজা এবং ধ্রুবকুণ্ডে স্নানাদি জলকৃত্য করিলে ভোগসমন্বিত হইয়া ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ধ্রুবের এই পরম উপাখ্যান পাঠ করেন, অথবা পাঠ করান, সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রীতিভাজন হন। ১১৩—১৩০।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণুপারিষদদ্বয়! এই মহাপাতকনাশন, মহাবিচিত্র, পবিত্র, রমণীয় ধ্রুবোপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি। অগস্ত্য বলিলেন,—দ্বিজ শিবশর্ম্মা এই প্রকার কথা যখন বলিতেছিলেন, তন্মধ্যেই বায়ুবেগগামী তাঁহাদের বিমান স্বর্লোক অপেক্ষা পরমাদ্ভুত মহর্লোকে উপস্থিত হইল। অনন্তর সর্ব্বত্র তেজোবৃত সেই লোক অবলোকন করিয়া দ্বিজ শিবশর্ম্মা সেই বিষ্ণুপারিষদদ্বয়কে বলিলেন,—এই মনোহর লোক কাহার? তৎপরে তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—হে মহামতে! স্বর্লোক অপেক্ষা পরমাদ্ভুত প্রসিদ্ধ মহর্লোক এই। তপস্যা দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি একবারে নির্দ্ধূত হইয়াছে, সেই কল্পান্তজীবী ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা সমস্ত ক্লেশরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া এই লোকে বাস করেন। ১—৫। মহাযোগিগণ, নির্ব্যাজ সমাধি দ্বারা জগৎকে তেজোময় অবলোকন করিয়া অন্তে, দেবপ্রবর হইয়া এই

বিমানং তজ্জনলোকং নিনায় তান্॥ ৩॥ নিবসন্ত্যমলা যত্র মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। সনন্দনাদ্যা যোগীন্দ্রাঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ॥ ৮॥ অন্যে তু যোগিনো যে বৈ হ্যস্খলদ্ব্রহ্মচারিণঃ। সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তাস্তে বসন্ত্যতিনির্ম্মলাঃ॥ ৯॥ জনলোকাত্তপোলোকস্তেষাং লোচনগোচরঃ। কৃতস্তেন বিমানেন মনোবেগেন গচ্ছতা॥ ১০॥ বৈরাজা যত্র তে দেবা বসেযুর্দাহবর্জ্জিতাঃ। বাসুদেবে মনো যেষাং বাসুদেবার্পিতক্রিয়াঃ॥ ১১॥ তপসাতোষ্য গোবিন্দমভিলাষবিবর্জ্জিতাঃ। তপোলোকমিমং প্রাপ্য বসন্তি বিজিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ১২॥ শিলোঞ্ছবৃত্তয়ো যে বৈ দন্তোলূখলকাশ্চ যে। অশ্মকুট্টাশ্চ মুনয়ঃ শীর্ণপর্ণাশিনশ্চ যে॥ ১৩॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিতপসো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়াঃ। হেমন্তে শিশিরার্দ্ধে যে ক্ষপয়ন্তি জলে ক্ষপাঃ॥ ১৪॥ কুশাগ্রনীরবিন্দূন্ যে তৃষিতা যতয়োঽপিবন্। বাতাশিনোঽতিক্ষুধিতাঃ পাদাগ্রাঙ্গুষ্ঠভূস্পৃশঃ॥ ১৫॥ ঊর্দ্ধদোষো রবিদৃশস্বেকাঙ্ঘ্রিস্থাণুনিশ্চলাঃ যে বৈ দিবা নিরুচ্ছ্বাসা মাসোচ্ছ্বাসাশ্চ যে পুনঃ॥ ১৬॥ মাসোপবাসব্রতিনশ্চাতুর্ম্মাস্যব্রতাশ্চ যে। ঋত্বন্তে তোয়পামা যে যে ষণ্মাসোপবাসকাঃ॥ ১৭॥ যে চ বর্ষনিমেষা বৈ বর্ষধারাম্বুতর্ষকাঃ। যে চ স্থাণুর্ত্বমাং প্রাপ্তা মৃগকণ্ডূতিসৌখ্যদাঃ॥ ১৮॥ জটাটবীকোটরান্তঃকৃতনীড়াণ্ডজাশ্চ যে। প্ররূঢ়বামলূরাঙ্গাঃ স্নায়ুনদ্ধাস্থিসঞ্চয়াঃ॥ ১৯॥ লতাপ্রতানৈঃ পরিতো বেষ্টিতাবয়বাশ্চ যে। শস্যানি চ প্ররূঢ়ানি যদঙ্গেষু চিরস্থিতি॥ ২০॥ ইত্যাদিষু তপঃক্লিষ্টবর্ষ্মাণো যে তপোধনাঃ। ব্রহ্মায়ুষস্তপোলোকে তে বসন্ত্যকুতোভয়াঃ॥ ২১॥ যাবদিত্থং স পুণ্যাত্মা শৃণোতি গণয়োর্মুখাৎ। তাবন্নেত্রাতিথীভূতঃ সত্যলোকো মহোজ্জ্বলঃ॥ ২২॥ ত্বরাবন্তৌ গণৌ তত্র বিমানাদবরুহ্য তৌ। স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং তেন সার্দ্ধং প্রণেমতুঃ॥ ২৩॥ ব্রহ্মোবাচ।

লোকে বাস করেন। প্রিয়ে লোপামুদ্রে! ভগবৎপারিষদদ্বয় এই প্রকার কথা বলিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই বিমান, তাঁহাদিগকে ক্ষণার্দ্ধমাত্রে জনলোকে উপস্থিত করিল। জনলোকে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনন্দনাদি নির্ম্মল যোগীন্দ্রগণ বাস করেন। ইঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতাঃ। অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য, শীতোষ্ণাদি সর্ব্বদ্বন্দ্ব-বিমুক্ত, অন্যান্য নির্ম্মল যোগীরাও এই জনলোকে বাস করেন। মনোবেগগামী সেই বিমান, জনলোক অতিক্রম করিয়া তপোলোককে তাঁহাদের নয়ন-গোচর করিয়া দিল। বৈরাজ দেবগণ এবং বাসুদেবেই যাঁহাদের মন অর্পিত ও সমস্ত কর্ম্ম যাঁহারা বাসুদেবে অর্পণ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তিগণ দাহ-বিবর্জ্জিত হইয়া এই তপোলোকে বাস করেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ, নিষ্কামভাবে তপস্যা দ্বারা গোবিন্দের সন্তোষসাধন করিলে, অন্তে এই তপোলোক লাভ করিয়া বাস করেন, যাঁহারা শিলোঞ্ছবৃত্তিসম্পন্ন; যাঁহারা দন্তোলূখলিক; যে সকল মুনি অশ্মকুট্ট; যাঁহারা গলিতপত্রভোজী; যাঁহারা গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিতপাঃ, বর্ষায় অনাবৃতভূমিশায়ী এবং হেমন্তঋতুর সমগ্র ও শিশিরঋতুর অর্দ্ধেক কাল, জলে অবস্থিত হইয়া রাত্রিযাপন করত তপস্যা করেন; যে তপোনিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, তৃষ্ণার্ত্ত হইলেও কুশাগ্রস্থিত জলবিন্দুমাত্র পান করেন এবং ক্ষুধিত হইলেও বায়ুমাত্র ভোজন করেন; যাঁহারা অগ্রপাদে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া তপস্যা করেন; যাঁহারা ঊর্দ্ধবাহু; যাঁহারা সূর্য্যে অর্পিতদৃষ্টি; যাঁহারা একপদে স্থিরভাবে অবস্থিত; যাঁহারা দিবসে নিরুচ্ছ্বাস; যাঁহারা মাসান্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন; যাঁহারা মাসোপবাসব্রতী; যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যব্রতী; যাঁহারা এক এক ঋতুর শেষে জলমাত্র পান করিয়া থাকেন; যাঁহারা ষণ্মাসোপবাসী; যাঁহারা বৎসরান্তে নিমেষ পাতন করেন; যাঁহারা বৃষ্টিধারাজলমাত্র পান করিয়া থাকেন; যাঁহারা স্থাণুতুল্যতাপ্রাপ্ত হইয়া মৃগগণের গাত্রঘর্ষণসুখের হেতু হইয়াছেন; যাঁহাদিগের জটাজুট-গহনকোটরে পক্ষিগণ, নীড়নির্ম্মাণ করিয়াছে; যাঁহাদের অঙ্গ বল্মীকাবৃত; যাঁহাদের অস্থি-সমূহ স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ মাংসহীন; যাঁহাদের অবয়ব সকল লতাপ্রতানে বেষ্টিত, যাঁহাদের অঙ্গে শস্য সকল কতকাল উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, ইত্যাদি উত্তম তপঃক্লিষ্ট-দেহ তপোধনগণ, ব্রহ্মার সমান আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া অকুতোভয়ে এই তপোলোকে বাস করেন। ৬—৯১। বিষ্ণুপারিষদদ্বয়ের প্রমুখাৎ শিবশর্ম্মা এই কথা শুনিতে শুনিতে মহোজ্জ্বল সত্যলোক নয়নগোচর করিলেন। তখন, বিষ্ণুপারিষদদ্বয়, শিবশর্ম্মার সহিত তাড়াতাড়ি বিমান হইতে অবরোহণ করিয়া সর্ব্বলোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন।

গণাবসৌ দ্বিজো ধীমান্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ। স্মৃত্যুক্তাচারচঞ্চুশ্চ প্রতীপঃ পাপকর্ম্মসু ॥ ২৪ ॥ অয়ি দ্বিজ মহাপ্রাজ্ঞ জানে ত্বাং শিবশর্ম্মক। ত্বয়া সাধু কৃতং বৎস সুতীর্থপ্রাণমোক্ষণাৎ ॥ ২৫ ॥ সত্বরং গত্বরং সর্ব্বং যচ্চৈতত্তবতেক্ষিতম্। দৈনন্দিনপ্রলয়তঃ সৃজামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৬ ॥ আবৈরাজং প্রতিপদমুপসংহরতে হরঃ। কা কথা মশকাভানাং নৃণাং মরণধর্ম্মিণাম্ ॥ ২৭ ॥ চতুর্ব্বূতগ্রামেষু হ্যেক এব গুণো নৃণাম্। তস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে কর্ম্মভূমৌ মহীয়সি ॥ ২৮ ॥ চপলানি বিনির্জ্জিত্যেন্দ্রিয়াণি মনসা সহ। বিহায় বৈরিণং লোভং বিষগৃগুণগণস্য চ ॥ ২৯ ॥ ধর্ম্মবংশহরং কামমর্থসঞ্চয়হারিণম্। জরাপলিতকর্ত্তারং বিনিষ্কৃত্য বিচারতঃ ॥ ৩০ ॥ জিত্বা ক্রোধরিপুং ধৈর্য্যাত্তপসো যশসঃ শ্রিয়ঃ। শরীরস্যাপি হর্ত্তারং নেতারং তামসীং গতিম্ ॥ ৩১ ॥ সদা মদং পরিত্যজ্য প্রমাদৈকপদপ্রদম্। প্রমাদৈকশরণ্যঞ্চ সম্পদাং বিনিবর্ত্তকম্ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বত্র লঘুতাহেতুমহঙ্কারং বিহায় চ। দূষণারোপণে যত্নং কুর্ব্বাণং সজ্জনেষ্বপি ॥ ৩৩ ॥ হিত্বা মোহং মহাদ্রোহ-রোপণং মতিঘাতিনম্। অত্যন্তমন্ধীকরণমন্ধতামিস্রদর্শকম্ ॥ ৩৪ ॥ শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণোক্তং পরিস্ফুটং মহাজনৈঃ। ধর্ম্মসোপান-মারুহ্য যদিহায়ান্তি হেলয়া ॥ ৩৫ ॥ কর্ম্মভূমিং সমীহন্তে সর্ব্বে স্বর্গৌকসো দ্বিজ। যত্তত্রার্জ্জিত-ভোক্তারঃ পদেষূচ্চাবচেষ্বমী ॥ ৩৬ ॥ নার্য্যাবর্ত্তসমো দেশো ন কাশীসদৃশী পুরী। ন বিশ্বেশসমং লিঙ্গং ক্বাপি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥ ৩৭ ॥ সন্তি স্বর্গা বহুবিধাঃ সুখেতরবিবর্জ্জিতাঃ। সুকৃতৈকফলাঃ সর্ব্বে যুক্তাঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিভিঃ ॥ ৩৮ ॥ স্বর্লোকাদধিকং রম্যং নহি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে। সর্ব্বে যতন্তে স্বর্গায় তপোদান-ব্রতাদিভিঃ ॥৩৯॥ স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ। প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যঃ সমাগতঃ ॥ ৪০ ॥ আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ। নাগাঙ্গাভরণপ্রোতাঃ পাতালং কেন তৎসমম্ ॥ ৪১ ॥ দৈত্যদানবকন্যাভিরিতস্ততশ্চ শোভিতে। পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে ॥ ৪২ ॥ দিবার্করশ্ময়স্তত্র প্রভাং তন্বন্তি নাতপম্। শশিনশ্চ ন শীতায় নিশি দেহতোয়

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণুপারিষদদ্বয়! এই ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্, বেদবেদাঙ্গপারগ, স্মৃত্যুক্ত আচার-পালনে বিখ্যাত এবং পাপকর্ম্মে প্রতিকূল। অয়ে মহাপ্রাজ্ঞ দ্বিজ শিবশর্ম্মন্! তোমাকে আমি জানি; বৎস! উত্তমতীর্থে প্রণত্যাগ করিয়া তুমি ভাল করিয়াছ! তুমি যে কিছু দেখিলে, তৎসমস্তই দৈনন্দিন প্রলয়বশতঃ অচিরবিনাশী এবং আমি পুনঃপুনঃ তাহার সৃষ্টি করিতেছি। মহাদেব প্রতি-পদে বিরাট্পর্য্যন্তের সংহার করেন, মশকসদৃশ মরণধর্ম্মী মানবগণের ত কথাই নাই। জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ, এই চারি প্রকার ভূত-গ্রামমধ্যে মানবগণের একমাত্র গুণ এই যে, এই কর্ম্মভূমি বিশাল ভারতবর্ষে চপল ইন্দ্রিয়গণকে আপন মানস দ্বারা জয় করিয়া সকল গুণের শত্রু লোভকে ত্যাগ ও ধর্ম্মনাশক অর্থসঞ্চয়বিরোধী জরাপলিতকর্ত্তৃ কামকে বিচার দ্বারা নিরাকৃত করেন, পরে ধৈর্য্য দ্বারা তপস্যা, যশঃ, শ্রী এবং শরীরের নাশক ও তামসগতির প্রাপক ক্রোধকে জয় করিয়া প্রমাদের নিদান মদ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রমাদের একমাত্র শরণ্য, সম্পদের নিবারক ও সর্ব্বত্রলঘুতা-হেতু অহঙ্কারকে বিদূরিত এবং সজ্জনেরও দূষণা-রোপক দ্রোহকারী, মতিঘাতী, জ্ঞাননাশক, অন্ধতা-মিস্রদর্শক মোহ ত্যাগ করেন, তাঁহারাই বেদ স্মৃতি ও পুরাণপ্রোক্ত মহাজনাচরিত ধর্ম্মসোপান আরো-হণ করত এই স্থানে অনায়াসে আগমন করিতে সক্ষম হন।২২—৩৫। স্বর্গবাসিগণও কর্ম্মভূমিপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন; যেহেতু ইঁহারা কর্ম্মভূমিতে যাহা যাহা অর্জ্জন করেন, তাহাই উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট স্থানে ভোগ করেন। আর্য্যাবর্ত্তসদৃশ দেশ, কাশীসদৃশী পুরী ও বিশ্বেশ্বরসদৃশ লিঙ্গ কোন ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে নাই। দুঃখরহিত, সুকৃতের একমাত্র ফলস্বরূপ, সর্ব্বসমৃদ্ধি-পূর্ণ বহুবিধ স্বর্গ আছে। এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে স্বর্লোক হইতে অধিক রমণীয় স্থান নাই। যেহেতু সকলেই তপস্যা, দান ও ব্রতাদি দ্বারা স্বর্গের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। নারদ পাতাল হইতে সমাগত হইয়া স্বর্গবাসিগণের মধ্যে কহিয়াছেন যে, পাতাল স্বর্গলোক হইতেও রমণীয়। যে পাতালে আহ্লাদ-কারী শুভ্র সুপ্রভ মণিসমূহ নাগগণের অঙ্গাভরণে গ্রথিত আছে, সেই পাতাল কোন্ স্থানের সদৃশ হইতে পারে? ইতস্ততঃ দৈত্যদানবকন্যা কর্ত্তৃক পরিশোভিত পাতালে কোন বিমুক্ত ব্যক্তিরও প্রীতি হয় না। যে স্থানে দিবসে সূর্য্যকিরণ কেবল প্রভা বিতরণ করে, আতপে তাপিত করে না; রাত্রিকালে চন্দ্ররশ্মি শীত দান করে না; কেবল

কেবলম্ ॥ ৪৩ ॥ যত্র ন জ্ঞায়তে কালো গতোঽপি দনুজাদিভিঃ। বনানি নদ্যো রম্যাণি সদম্ভাংসি সরাংসি চ ॥৪৪॥ কলাঃ পুংস্কোকিলালাপাঃ সুচৈলানি শুচীনি চ। ভূষণান্যতিরম্যাণি গন্ধাঢ্যমনুলেপনম্ ॥ ৪৫ ॥ বীণাবেণুমৃদঙ্গাদি-নিস্বনাঃ শ্রুতিহারিণঃ। হাটকেশং মহালিঙ্গং যত্র বৈ সর্ব্বকামদম্ ॥ ৪৬ ॥ এতান্যন্যানি রম্যাণি ভোগযোগ্যানি দানবৈঃ। দৈত্যোরগৈশ্চ ভুজ্যন্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ ॥৪৭॥ পাতালেভ্যোঽপি বৈ রম্যং দ্বিজ বর্ষমিলাবৃতম্। রত্নসানুং সমাশ্রিত্য পরিতঃ পরিসংস্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥ সদা সুকৃতিনো যত্র সর্ব্বভোগভুজো দ্বিজ। নবযৌবনসম্পন্না নিত্যং যত্র মৃগীদৃশঃ ॥ ৪৯ ॥ ভোগভূমিরিয়ং প্রোক্তা শ্রেয়োবিনিময়ার্জ্জিতা ভোজ্যতে ত্বদ্বিধৈর্লোকৈস্তীর্থাভিত্যক্তদেহকৈঃ ॥৫০॥ অক্লীবভাষিভিশ্চাপি পুত্রক্ষেত্রাদ্যহীনকৈঃ। পরোপকারসংক্ষীণ-সুখায়ুর্ধনসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৫১ ॥ সন্তি দ্বীপা হ্যনেকা বৈ পারাবারান্তরস্থিতাঃ। জম্বুদ্বীপসমো দ্বীপো ন কাপি জগতীতলে ॥ ৫২ ॥ তত্রাপি নব বর্ষাণি ভারতং তত্র চোত্তমম্। কর্ম্মভূমিরিয়ং প্রোক্তা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৫৩ ॥ অষ্টৌ কিম্পুরুষাদীনি দেবভোগ্যানি তানি তু। তেষু স্বর্গাৎ সমাগত্য রমন্তে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৫৪ ॥ যোজনানাং সহস্রাণি নব বিস্তারতস্ত্বিদম্। ভারতং প্রথমং বর্ষং মেরোর্দক্ষিণতঃস্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥ তত্রাপি হিমবিন্ধ্যাদ্রেরন্তরং পুণ্যদং পরম্। গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে হ্যন্তর্বেদিভুবঃ পরাঃ ॥ ৫৬ ॥ কুরুক্ষেত্রং হি সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রাণামধিকং ততঃ। ততোঽপি নৈমিষারণ্যং স্বর্গসাধনমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥ নৈমিষারণ্যতোঽপীহ সর্ব্বস্মিন্ ক্ষিতিমণ্ডলে। সর্ব্বেভ্যোঽপি হি তীর্থেভ্যস্তীর্থরাজো বিশিষ্যতে ॥ ৫৮ ॥ স্বর্গদো মোক্ষদশ্চৈব সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। প্রয়াগস্তন্মহৎ ক্ষেত্রং তীর্থরাজ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৯ ॥ যাগাঃ সর্ব্বে ময়া পূর্ব্বং তুলয়া বিধৃতা দ্বিজ। তচ্চ তীর্থবরং রম্যং কামিকং কামপূরণাৎ ॥ ৬০ ॥ দৃষ্ট্বা প্রকৃষ্টং যাগেভ্যঃ পুষ্টেভ্যো দক্ষিণাদিভিঃ। প্রয়াগমিতি তন্নাম কৃতং হরিহরাদিভিঃ ॥ ৬১ ॥ নামমাত্রস্মৃতের্যস্য প্রয়াগস্য ত্রিকালতঃ। মর্ত্ত্যঃ শরীরে নো জাতু পাপং বসতি

চন্দ্রিকা বিকাশ করে; যথায় দনুজাদি অধিবাসিগণ সময় অতিবাহিত হইলেও তাহা জানিতে পারে না; যেখানে রমণীয় বন এবং নদী, বিমলসলিল সরোবর, কোকিলালাপকাল, শুভ্র অত্যুত্তম বস্ত্র, অতি রমণীয় ভূষণ, অনুলেপন-গন্ধযুক্ত, বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি ধ্বনি অতিমাত্র শ্রুতি-রমণীয় এবং সর্ব্বকামদ হাটকেশ্বর মহালিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা উপভোগ্য বস্তু পাতালান্তরবাসী দানব, দৈত্য ও উরগগণ উপভোগ করিতেছে। হে দ্বিজ! আবার ইলাবৃত বর্ষ পাতাল হইতে রম্য, উহা চতুর্দ্দিকে সুমেরু পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। হে দ্বিজ। যে স্থানে সুকৃতকারিগণ সর্ব্বদাই সর্ব্ব ভোগ্যবস্তু ভোগ করিতেছেন এবং হরিণ-নয়না রমণীগণ যে স্থানে নবযৌবনসম্পন্ন। ইহা ভোগ-ভূমি; তপঃফলের বিনিময়ে ইহা লাভ হয়। যাহারা তোমার ন্যায় তীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছে, সত্য-বাদী, পুত্রকলত্রাদিহীন, এবং সুখ আয়ুঃ ও ধনক্ষয় করিয়াও পরোপকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই স্থান ভোগ করিতে সমর্থ হন। পারাবার-মধ্যে অবস্থিত বহুতর দ্বীপ আছে; তাহার মধ্যে জম্বুদ্বীপের তুল্য কোন দ্বীপই জগতীতলে দৃষ্ট হয় না। এই জম্বুদ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে। তাহা-দিগের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম। ইহা কর্ম্মভূমি, দেবগণেরও দুর্লভ। অপর আটটী বর্ষ কিম্পুরু-ষাদি নামে অভিহিত। সে আটটীই দেবভোগ্য। দেবগণ স্বর্গ হইতে এই সকল বর্ষে আগমন করিয়া ক্রীড়া করেন। এই ভারতবর্ষের বিস্তার নব সহস্র যোজন। ইহা জম্বুদ্বীপের প্রথম বর্ষ, সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। তাহার মধ্যে হিমা-লয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বিশিষ্ট পুণ্য-প্রদ; তন্মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী অন্তর্ব্বেদি ভূমি উৎকৃষ্ট। কুরুক্ষেত্র সকল ক্ষেত্র হইতে অধিক। আবার তাহা হইতে নৈমিষারণ্য উত্তম স্বর্গসাধন। এই ক্ষিতিমণ্ডলে নৈমিষারণ্য এবং অপর সকল তীর্থ হইতে, স্বর্গ, মোক্ষ এবং সর্ব্ব-কামফলপ্রদ তীর্থরাজ প্রয়াগ উৎকৃষ্টতর। ইহা আমার ক্ষেত্র এবং তীর্থরাজ বলিয়া বিখ্যাত। ৩৬-৫৯। পূর্ব্বকালে আমি সমস্ত যাগ এবং কামপূরক এই রমণীয় তীর্থকে তুলায় ধারণ করিয়াছিলাম। দক্ষিণা দ্বারা পুষ্ট যাগনিচয় হইতে ইহার উৎকর্ষ দেখিয়া হরিহরাদি দেবগণ ইহার (প্র—যাগ) প্রয়াগ এই নাম দিয়াছেন। যে প্রয়াগের নাম মাত্র স্মরণ করিলে মানব-শরীরে ত্রিকালের পাপ বাস করিতে

কুত্রচিৎ। ৬২। সন্তি তীর্থান্যনেকানি পাপত্রাণকরাণি চ। ন শক্তান্যধিকং দাতুং কৃতৈনঃপরিশুদ্ধিতঃ। ৬৩। জন্মান্তরেষসংখ্যেষু যঃ কৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ। স্তুপ্রণোদ্যে হি নিতরাং ব্রতৈর্দানৈস্তপোজপৈঃ। ৬৪। স তীর্থরাজগমনোদ্যতস্য শুভজন্মতঃ। অঙ্গেষু বেপতেঽত্যন্তং ক্রমো বাতহতো যথা। ৬৫। ততঃ ক্রান্তার্দ্ধমার্গস্য প্রয়াগদৃঢ়চেতসঃ। পুংসঃ শরীরান্নির্যাতুমপেক্ষেত পদান্তরম্। ৬৬। ভাগ্যান্নেত্রাতিথীভূতে তীর্থরাজে মহাত্মনঃ। পলায়তে দ্রুততরং তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। ৬৭। সপ্তধাতুময়ীভূত-তনৌ পাপানি যানি বৈ। কেশেষু তানি তিষ্ঠন্তি বপনাদ্যান্তি তান্যপি। ৬৮। এবং নিষ্কলুষীভূয় ততঃ স্নায়াৎ সিতাসিতে। যং যং কামমভিধ্যায় তং তমাপ্নোতি নান্যথা। ৬৯। পুণ্যরাশিঞ্চ বিপুলং পুণ্যান্ ভোগান্ যথেপ্সিতান্। স্বর্গং প্রাপ্নোতি তৎপুণ্যান্নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। ৭০। স্নায়াদ্‌যোঽভিলষেন্মোক্ষং কামানন্যান্ বিহায় চ। সোঽপি মোক্ষমবাপ্নোতি কামদাত্তীর্থরাজতঃ। ৭১। তীর্থরাজং পরিত্যজ্য যোঽন্যস্মাৎ কামমিচ্ছতি। ভারতাখ্যে মহাবর্ষে স কামং নাপ্নুয়াৎ স্ফুটম্। ৭২। সত্যলোকে প্রয়াগে চ নান্তরং বেদ্ম্যহং দ্বিজ। তত্র যে শুভকর্ম্মাণস্তে মল্লোকনিবাসিনঃ। ৭৩। তীর্থাভিলাষিভির্মর্ত্যৈঃ সেব্যং তীর্থান্তরং নহি। অন্যত্র ভূমিবলয়ে তীর্থরাজাৎ প্রয়াগতঃ। ৭৪। যথান্তরং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভূপে স্বিতরসেবকে। দৃষ্টান্তমাত্রং কথিতং প্রয়াগেতরতীর্থয়োঃ। ৭৫। যথা কথঞ্চিত্তীর্থেঽস্মিন্ প্রাণত্যাগং করোতি যঃ। তস্যাত্মঘাতদোষো ন প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতানপি। ৭৬। যস্য ভাগ্যবতশ্চাত্র তিষ্ঠন্ত্যস্থীন্যপি দ্বিজ। ন তস্য দুঃখলেশোঽপি ক্বাপি জন্মনি জায়তে। ৭৭। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং চিকির্ষুণা। প্রয়াগং বিধিবৎ সেব্যং দ্বিজবাক্যান্ন সংশয়ঃ। ৭৮। কিং বহুক্তেন বিপ্রেন্দ্র মহোদয়মভীপ্সুনা। সেব্যং সিতাসিতং তীর্থং প্রকৃষ্টং জগতীতলে। ৭৯। প্রয়াগতোঽপি তীর্থেশাৎ সর্ব্বেষু ভুবনেষ্বপি। অনায়াসেন বৈ মুক্তিঃ কাশ্যাং দেহাবসানতঃ। ৮০। প্রয়াগাদপি বৈ রম্যমবিমুক্তং ন সংশয়ঃ। যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং সমধিতিষ্ঠতি। ৮১। অবিমুক্তান্মহাক্ষেত্রাৎ বিশ্বেশ-

---

সক্ষম হয় না। পাপনাশকারী অনেক তীর্থ আছে বটে, কিন্তু সঞ্চিতপাপনাশক এই প্রয়াগ তীর্থ হইতে কেহই অধিক নহে। অসংখ্য জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত পাপসমূহ, যাহা ব্রত, দান, তপঃ, জপ দ্বারা অপনোদিত হয় না, প্রয়াগ-গমনোদ্যত ব্যক্তির সেই পাপ সকলও বায়ুতাড়িত বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকে। অনন্তর প্রয়াগ-গমনে দৃঢ়চিত্ত পুরুষ অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিলে পাপরাশি তাহার শরীর হইতে নির্গত হইবার নিমিত্ত স্থানান্তর দর্শন করে। তৎপরে ভাগ্য বশতঃ তীর্থরাজ প্রয়াগ নয়নগোচর হইলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় পাপ সকল অতি শীঘ্র পলায়ন করে। সপ্তধাতুময় শরীরে যে সকল পাপ আছে, তাহা কেশ আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব প্রয়াগে কেশ বপন করিবে। এ প্রকারে পাপশূন্য হইয়া গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিলে যে যে কামনা করা যায়, তাহা নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামনাশীল ব্যক্তিগণ প্রয়াগে স্নান করিলে বিপুল পুণ্যরাশি ভোগ এবং অনন্তস্বর্গ প্রাপ্ত হয়, আর নিষ্কাম ব্যক্তিরা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অন্য কামনা পরিত্যাগ করত মুক্তি অভিলাষ করিয়া স্নান করিলে কামপ্রদ তীর্থরাজ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তীর্থরাজকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যতীর্থ হইতে কাম ইচ্ছা করে, সে নিশ্চই ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হয় না। ৬০—৭২। হে দ্বিজ! সত্যলোক আর প্রয়াগে যে কোন বিশেষ আছে, এমত আমার বিবেচনা হয় না। সেই প্রয়াগে যে সকল শুভকর্ম্মা মানব আছেন, তাঁহারা আমার লোকবাসী। পৃথিবীমণ্ডলে কেহই প্রয়াগ ব্যতীত তীর্থান্তরের সেবা করিবে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা এবং ইতর সেবকে যত দূর অন্তর, প্রয়াগ ও তদিতর তীর্থের তত প্রভেদ। যে নর, যে কোনপ্রকারে এই প্রয়াগে প্রাণত্যাগ করে, তাহার আত্মহত্যার পাপ হয় না। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অস্থি প্রয়াগে থাকে, তাহার কোনও জন্মে দুঃখের লেশও হয় না। ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, বেদ-বাক্যানুসারে যথাশাস্ত্র প্রয়াগের সেবা করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে বিপ্রেন্দ্র! অধিক আর কি বলিব! অত্যন্ত বৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে জগতীতলে সর্ব্বোত্তম সিতাসিত তীর্থের সেবা করিবে। সকল ভুবন মধ্যে তীর্থেশ্বর প্রয়াগ হইতে, কাশীতে দেহাবসান হইলে, অনায়াসে মুক্তি হয়; অতএব স্বয়ং বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রয়াগ হইতে রম্য।

স মধিষ্ঠিতাৎ। ন চ কিঞ্চিৎ কচিদ্রম্যমিহ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকে॥ ৮২॥ অবিমুক্তমিদং ক্ষেত্রমপি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যগম্। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ন ভবেৎ পঞ্চক্রোশ-প্রমাণতঃ॥ ৮৩॥ যথা যথা হি বর্দ্ধেত জলমেকার্ণবস্য চ। তথা তথোন্নয়েদীশস্তৎ ক্ষেত্রং প্রলয়াদপি॥ ৮৪॥ ক্ষেত্রমেতত্ত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্তিষ্ঠতি দ্বিজ। অন্তরীক্ষে ন ভূমিষ্ঠং নেক্ষন্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ॥ ৮৫॥ সদা কৃতযুগঞ্চাত্র মহাপর্ব্ব সদাত্র বৈ। ন গ্রহাস্তোদয়কৃতো দোষো বিশ্বেশ্বরাশ্রমে॥ ৮৬॥ সদা সৌম্যায়নং তত্র সদা তত্র মহোদয়ঃ। সদৈব মঙ্গলং তত্র যত্র বিশ্বেশ্বরস্থিতিঃ॥ ৮৭॥ যথা ভূমিতলে বিপ্র পুর্য্যঃ সন্তি সহস্রশঃ। তথা কাশী ন মন্তব্যা কাপি লোকোত্তরা হিয়ম্॥ ৮৮॥ ময়া সৃষ্টানি বিপ্রেন্দ্র ভুবনানি চতুর্দ্দশ। অস্যাঃ পুর্য্যা বিনির্ম্মাতা স্বয়ং বিশ্বেশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ৮৯॥ পুরা যমস্তপস্তপ্ত্বা বহুকালং সুদুষ্করম্। ত্রৈলোক্যাধিকৃতিং প্রাপ্তস্ত্যক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্॥ ৯০॥ চরাচরস্য সর্ব্বস্য যানি কর্ম্মাণি তানি বৈ। গোচরে চিত্রগুপ্তস্য কাশীবাসিকৃতাদৃতে॥ ৯১॥ প্রবেশো যমদূতানাং ন কদাচিদ্দ্বিজোত্তম। মধ্যে কাশীপুরি কাপি রক্ষিণস্তত্র তদ্গণাঃ॥ ৯২॥ স্বয়ং নিয়ন্তা বিশ্বেশস্তত্র কাশ্যাং তনুত্যজাম্। তত্রাপি কৃতপাপানাং নিয়ন্তা কালভৈরবঃ॥ ৯৩॥ তত্র পাপং ন কর্ত্তব্যং দারুণা রুদ্রযাতনা। অহো রুদ্রপিশাচত্বং নরকেভ্যোঽপি দুঃসহম্॥ ৯৪॥ পাপমেব হি কর্ত্তব্যং মতিরস্তি যদেদৃশী। সুখেনান্যত্র কর্ত্তব্যং মহী হ্যস্তি মহীয়সী॥ ৯৫॥ অপি কামাতুরো জন্তুরেকাং রক্ষতি মাতরম্। অপি পাপকৃতা কাশী রক্ষ্যা মোক্ষার্থিনৈকিকা॥ ৯৬॥ পরাপবাদশীলেন পরদারাভিলাষিণা। তেন কাশী ন সংসেব্যা ক কাশী নিরয়ঃ ক সঃ॥ ৯৭॥ অভিলষ্যন্তি যে নিত্যং ধনঞ্চাত্র প্রতিগ্রহৈঃ। পরস্বং কপটৈর্ব্বাপি কাশী সেব্যা ন তৈর্নরৈঃ॥ ৯৮॥ পরপীড়াকরং কর্ম্ম কাশ্যাং নিত্যং বিবর্জ্জয়েৎ। তদেব চেৎ কিমত্র স্যাৎ কাশীবাসো দুরাত্মনাম্॥ ৯৯॥ ত্যক্ত্বা বৈশ্বেশ্বরীং ভক্তিং যেঽন্যদেবপরায়ণাঃ। সর্ব্বথা তৈর্ন বস্তব্যা রাজধানী পিনাকিনঃ॥ ১০০॥ অর্থার্থিনস্তু যে বিপ্র যে চ কামার্থিনো নরাঃ। অবি-

---

বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে কিছুই রম্য নাই। পঞ্চক্রোশপ্রমাণ অবিমুক্ত ক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী হইলেও উহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুত নহে। প্রলয়কালে একার্ণবজল যতই বর্দ্ধিত হয়, মহাদেব এই ক্ষেত্রকে ততই উচ্চে রক্ষিত করেন। হে দ্বিজ! এই ক্ষেত্র মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রে অন্তরীক্ষে অবস্থিত। মূঢ়বুদ্ধিগণ ভূমিস্থিত এই ক্ষেত্র দর্শন করিতে পারে না। এই বিশ্বেশ্বরাশ্রমে সর্ব্বদা সত্যযুগ এবং মহাপর্ব্ব বিরাজমান, এ স্থানে গ্রহগণের উদয়াস্তকৃত দোষ নাই। যেখানে বিশ্বেশ্বর অবস্থান করিতেছেন, তথায় সর্ব্বদা সৌম্যায়ন এবং মহোদয়। হে বিপ্র! ভূমিতলে সহস্র সহস্র যে সকল পুরী আছে, কাশীতে সেরূপ বিবেচনা করিও না, ইহা একটী অসাধারণ পুরী। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু স্বয়ং প্রভু মহাদেব এই পুরীর নির্ম্মাতা। পূর্ব্বকালে যম দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়া কাশী ব্যতীত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীবাসিকৃত কর্ম্ম ব্যতীত সকল স্থাবরজঙ্গমের কর্ম্ম চিত্রগুপ্তের গোচরীভূত। মহেশ্বরের প্রমথ-পরিরক্ষিত কাশীমধ্যে কখনও যমদূতগণের প্রবেশাধিকার নাই। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কাশী-মৃতগণের নিয়ন্তা। কাশীতে যাহারা পাপ করে, কালভৈরব তাহাদিগের নিয়ন্তা। অতএব সেই স্থানে পাপ করা উচিত নহে। করিলে যে কেবল রুদ্রযাতনা হয়, এমত নহে; কিন্তু নরক হইতেও দুঃসহ রুদ্রপিশাচত্ব হয়।৭৩—৯৪। "পাপ করিবই" যদি এই বুদ্ধি থাকে, তবে বিপুল পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে সুখে পাপ করা উচিত। জন্তু কামাতুর হইলেও একমাত্র মাতাতে ব্যভিচার করে না; পাপকারী হইলেও মোক্ষার্থী হইয়া একমাত্র কাশীতে পাপাচরণ করিবে না। যে পরাপবাদশীল এবং পরদারাভিলাষী, তাহার কাশীসেবা উচিত নহে। মোক্ষদাত্রী কাশীই বা কোথায়? আর নরকতুল্য সেই ব্যক্তিই বা কোথায়? যাহারা প্রতিগ্রহপূর্ব্বক ধনাভিলাষ বা কপটতা দ্বারা পরস্বাভিলাষ করে, তাহারা কাশীসেবা করিবে না। কাশীতে নিত্যই পরপীড়াকর কার্য্য ত্যাগ করিবে; যদি তাহাই করিবে, তবে তাদৃশ দুরাত্মাদিগের কাশীবাসের প্রয়োজন কি? যাহারা বিশ্বেশ্বরে ভক্তি ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাতে ভক্তি করে, তাহারা কখনই পিনাকপাণির রাজধানীতে বাস করিবে না। হে বিপ্র যাহারা অর্থার্থী বা কামার্থী মানব, তাহারা মুক্তিদায়ক

মুক্তং ন তৈঃ সেব্যং মোক্ষক্ষেত্রমিদং যতঃ॥১০১॥ শিবনিন্দাপরা যে চ বেদানিন্দাপরাশ্চ যে। বেদাচারপ্রতীপা যে সেব্যা বারাণসী ন তৈঃ॥ ১০২॥ পরদ্রোহধিয়ো যে চ পরের্ষ্যাকারিণশ্চ যে। পরোপতাপিনো যে বৈ তেষাং কাশী ন সিদ্ধয়ে॥ ১০৩॥ মনসাপি ন যে কাশীমভিনন্দন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ। তেষাং নির্ব্বাণবার্ত্তাপি দূরে দুর্বৃত্তচেতসাম্॥ ১০৪॥ জ্ঞানেন ন বিনা মোক্ষঃ কচিদস্তীহ ভূতলে। তজ্জ্ঞানং ন ব্রতৈর্লভ্যমপি চান্দ্রায়ণাদিভিঃ॥ ১০৫॥ তুলাপুরুষমুখ্যৈশ্চ দানৈশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ। দেশে কালে চ বিধিনা পাত্রেভ্যঃ প্রতিপাদিতৈঃ॥ ১০৬॥ ন যমৈর্ব্রহ্মচর্য্যাদ্যৈর্নিয়মৈনার্চ্চনাদিভিঃ। শরীরশোষণৈরুগ্রৈর্ন তপোভির্দ্বিজোত্তম॥ ১০৭॥ ন মহামন্ত্রজপ্যৈশ্চ গুরুভিঃ প্রতিপাদিতৈঃ। ন স্বাধ্যায়ৈর্যথোক্তৈশ্চ নাগ্নিশুশ্রূষণৈঃ পরৈঃ॥ ১০৮॥ ন সেবয়া গুরূণাঞ্চ ন শ্রাদ্ধৈর্দ্দেবতার্চ্চনৈঃ। ন নানাতীর্থযাত্রাভির্জ্ঞানং সমধিগম্যতে॥ ১০৯॥ ন যোগেন বিনা জ্ঞানং যোগস্তত্ত্বার্থশীলনম্। গুরূপদিষ্টমার্গেণ সদাভ্যাসবশেন চ॥ ১১০॥ তস্যান্তরায়া বহবঃ সুদূরশ্রবণাদয়ঃ। অতো ন প্রাপ্যতে জ্ঞানং যোগাদেকেন জন্মনা॥ ১১১॥ বিনা তপোজপাদ্যৈশ্চ বিনা যোগেন সুব্রত। নিঃশ্রেয়ো লভ্যতে কাশ্যামিহৈকেনৈব জন্মনা॥ ১১২॥ ত্বয়া শুদ্ধধিয়া কাশ্যাং যচ্ছ্রেয়ঃ সমুপার্জ্জিতম্। তচ্ছ্রেয়সোঽগুণ্যদর্কস্তে মহানস্তি দ্বিজোত্তম॥ ১১৩॥ উক্তেতি বিররামাজঃ শৃণ্বতোর্গণয়োস্তয়োঃ। সোঽপি প্রমুদিতশ্চাভূচ্ছিবশর্ম্মা মহামনাঃ॥ ১১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মকৃতকাশীপ্রশংসা নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করিবে না। যে নর শিবনিন্দা ও বেদনিন্দানিরত এবং যাহারা বেদাচারের প্রতিকূলাচারী, তাহারা বারাণসীর সেবা করিবে না। যাহারা পরদ্রোহ প্রাপকারনিরত এবং পরোপতাপী, কাশীতে তাহাদিগের সিদ্ধি হয় না। যে দুর্ব্বুদ্ধিগণ মনে মনেও কাশীর অভিনন্দন করে না, সেই দুর্বৃত্তদিগের নির্ব্বাণের কথাও দূরপরাহত। ভূমণ্ডলে কখন জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না। চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, শ্রদ্ধান্বিতভাবে উত্তম দেশে যথাশাস্ত্র সৎপাত্রে প্রতিপাদিত তুলাপুরুষ দান, যম ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম, অর্চ্চনা, শরীরশোষক উগ্র-তপস্যা ও গুরুপ্রতিপাদিত মহামন্ত্র জপ, স্বাধ্যায়, যথোক্ত অগ্নিশুশ্রূষা, গুরুসেবা, শ্রাদ্ধ, দেবতার্চ্চন এবং নানা তীর্থযাত্রা দ্বারাও সেই জ্ঞান লাভ করা যায় না। যোগ ব্যতীত জ্ঞান হয় না। তত্ত্বার্থশীলনই যোগ। তাহা গুরূপদিষ্ট মার্গ দ্বারা সর্ব্বদা অভ্যাসবশতঃ লাভ করা যায়। তাহার সুদূর শ্রবণাদি বহু অন্তরায়; অতএব এক জন্মে যোগ হইতে জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে না। হে দ্বিজোত্তম! শুদ্ধবুদ্ধি তুমি কাশীতে যে শ্রেয়ঃ অর্জ্জন করিয়াছ, তাহার পরিণাম অতি উৎকৃষ্ট। শ্রবণপর গণদ্বয়সমক্ষে এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্মা বিরত হইলেন। মহামনা শিবশর্ম্মা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন। ৯৫—১১৪।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ। সত্যলোকেশ্বর বিধে সর্ব্বেষাং প্রপিতামহ। কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুকামোঽস্মি ন ভয়াদ্বক্তুমুৎসহে॥ ১॥ ব্রহ্মোবাচ যত্ত্বং প্রষ্টুমনা বিপ্র জ্ঞাতং তে তন্মনোগতম্। পিপৃচ্ছিষুস্ত্বং নির্ব্বাণং গণৌ তৎ কথয়িষ্যতঃ॥ ২॥ নৈতয়োর্বিষ্ণুগণয়োরগোচরমিহাস্তি হি। সর্ব্বমেতৌ বিজানীতো যৎ কিঞ্চিদ্ব্রহ্মগোলকে॥ ৩॥ ইত্যুক্ত্বা সৎকৃতাস্তে বৈ ব্রহ্মণা ভগবদ্গণাঃ প্রণম্য লোককর্ত্তারং তেঽপি হৃষ্টা প্রতস্থিরে॥ ৪॥ পুনঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে সত্যলোকেশ্বর! সর্ব্বভূতপ্রপিতামহ! বিধাতঃ! আমি কিছু বিজ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু দেব! আমার উৎসাহ হইতেছে না। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, আমি তোমার মনোগত সেই ভাব জ্ঞাত হইয়াছি; তুমি নির্ব্বাণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা এই গণদ্বয় তোমাকে বলিবেন। এই বিষ্ণুগণদ্বয়ের কিছুই অগোচর নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, ইঁহারা তৎসমস্তই বিদিত আছেন। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেই বিষ্ণুগণদিগকে সৎকার করিলে তাঁহারা লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্থান

স্বযানমারুহ্য বৈকুণ্ঠমভিতো যযুঃ। গচ্ছতাপি পুনস্তত্র দ্বিজেনাপৃচ্ছি তৌ গণৌ॥ ৫॥ শিবশর্ম্মোবাচ। কিয়দ্দূরং বয়ং প্রাপ্তা গন্তব্যঞ্চ কিয়ৎ পুনঃ। পৃচ্ছাম্যন্যচ্চ বাং ভদ্রৌ ব্রূতং প্রীত্যা তদপ্যহো॥৬॥ কাঞ্চ্যবন্তী দ্বারবতী কাশ্যযোধ্যা চ পঞ্চমী। মায়াপুরী চ মথুরা পুর্য্যঃ সপ্ত বিমুক্তিদাঃ॥ ৭॥ বিহায় ষট্‌পুরীশ্চান্যাঃ কাশ্যামেব প্রতিষ্ঠিতা। মুক্তির্বিশ্বস্রজা তৎ কিং মম মুক্তির্ন সম্প্রতি॥৮॥ ইতি সর্ব্বং মম পুরঃ প্রসাদাদ্বক্তুমর্হতম্। ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য গণাবূচতুরাদরাৎ॥ ৯॥ গণাবূচতুঃ। যথার্থং কথয়াবস্তে যৎ পৃষ্টং ভবতানঘ। বিষ্ণুপ্রসাদাজ্জানীবো ভূতং ভাবি ভবত্তথা॥ ১০॥ বিপ্রাবভাসতে যাবৎ কিরণৈঃ পুষ্যবন্তয়োঃ। তাবতী ভূঃ সমুদ্দিষ্টা সসমুদ্রাদ্রিকাননা॥ ১১॥ বিয়চ্চ তাবদুপরি বিস্তারপরিমণ্ডলম্। যোজনানাঞ্চ নিযুতে ভূমের্ভানুর্ব্যবস্থিতঃ॥ ১২॥ ভানোঃ সকাশাদুপরি লক্ষে লক্ষ্যঃ ক্ষপাকরঃ। নক্ষত্রমণ্ডলং সোমাল্লক্ষযোজনমুচ্ছ্রিতম্॥ ১৩॥ উড়ুমণ্ডলতঃ সৌম্য উপরিষ্টাদ্ দ্বিলক্ষতঃ। দ্বিলক্ষে তু ভূসূনুঃ শুক্রাস্তৌমো দ্বিলক্ষকে॥ ১৪॥ মাহেয়াদুপরিষ্টাচ্চ সুরেজ্যো নিযুতদ্বয়ে। দ্বিলক্ষযোজনেঽৎসেধঃ সৌরির্দেবপুরোহিতাৎ॥ ১৫॥ দশাযুতসমুচ্ছ্রায়ং সৌরেঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্। সপ্তর্ষিভ্যঃ সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ধ্রুবঃ স্থিতঃ॥১৬॥ পাদগম্যং হি যৎ কিঞ্চিদ্বস্বস্তি ধরণীতলে। তদ্ভূর্লোক ইতি খ্যাতঃ সাব্ধিদ্বীপাদ্রিকাননম্॥ ১৭॥ ভূর্লোকাচ্চ ভুবর্লোকো ব্রধ্নাবধিরুদাহৃতঃ। আদিত্যাদাধ্রুবং বিপ্র স্বর্লোক ইতি গীয়তে॥ ১৮॥ মহর্লোকঃ ক্ষিতের্দ্ধমেককোটিপ্রমাণতঃ। কোটিদ্বয়ে তু সংখ্যাতো জনো ভূর্লোকতো জনৈঃ॥ ১৯॥ চতুষ্কোটিপ্রমাণস্তু তপোলোকোঽস্তি ভূতলাৎ। উপরিষ্টাৎ ক্ষিতেরষ্টৌ কোটয়ঃ সত্যমীরিতম্॥ ২০॥ সত্যাদুপরি বৈকুণ্ঠো যোজনানাং প্রমাণতঃ। ভূর্লোকাৎ পরিসংখ্যাতঃ কোটিষোড়শসম্মিতঃ॥ ২১॥ যত্রাস্তে শ্রীপতিঃ সাক্ষাৎ সর্বেষামভয়প্রদঃ। ততস্তু ষোড়শগুণঃ কৈলাসোঽস্তি শিবালয়ঃ॥ ২২॥ পার্ব্বত্যা সহিতঃ শম্ভুর্গজাস্যস্কন্দনন্দিভিঃ। যত্র তিষ্ঠতি বিশ্বেশঃ সকলঃ স পরঃ স্মৃতঃ॥ ২৩॥ তস্য দেবস্য খেলোঽয়ং

করিলেন; পুনর্ব্বার স্বকীয় যানে অধিরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে শিবশর্ম্মা গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কতদূরে আসিয়াছি, আর কতদূরেই বা আমাদিগকে যাইতে হইবে? হে ভদ্রদ্বয়! আপনাদিগকে আরও এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহাও প্রীত হইয়া বলুন। কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারবতী, কাশী, অযোধ্যা, মায়াপুরী ও মথুরা, এই সাতটী পুরী মুক্তিপ্রদ। তন্মধ্যে "কাশীতেই মুক্তি প্রতিষ্ঠিত" ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। তবে কি আমার মুক্তি হইবে না? আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার সমক্ষে ইহার যথাযথ উত্তর করুন। গণদ্বয় শিবশর্ম্মার এই বাক্য শ্রবণে আদরের সহিত কহিতে লাগিলেন, হে অনঘ! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, তাহার যথার্থ উত্তর করিতেছি; আমরা বিষ্ণুর প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল জ্ঞাত আছি। হে ব্রাহ্মণ! 'চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ যতদূর উদ্ভাসিত করে, সেই সমুদ্র, পর্ব্বত ও কাননযুক্ত স্থান 'ভূ' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আকাশ তাহার উপরিভাগে ভূমির ন্যায় দীর্ঘ ও মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ভূমি হইতে নিযুত যোজন উচ্চে সূর্য্য অবস্থিত। ভানুর নিকট হইতে লক্ষ যোজন উপরে ক্ষপাকর লক্ষিত হইতেছেন। চন্দ্র হইতে লক্ষ যোজন অন্তরে নক্ষত্রমণ্ডল; তথা হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উচ্চে বুধ; বুধ হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে শুক্র; মঙ্গল, শুক্র হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উচ্চে; বৃহস্পতি, মঙ্গল হইতে নিযুতদ্বয় উপরে; বৃহস্পতি হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উচ্চে শনি; শনি হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সপ্তর্ষি হইতে লক্ষ যোজন উপরিভাগে ধ্রুব অবস্থান করিতেছেন।১—১৬। ধরণীতলে যে কোন বস্তু পাদগম্য আছে, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত ও কাননের সহিত সেই সমস্ত ভূর্লোক বলিয়া বিখ্যাত। ভূর্লোক হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভুবর্লোক, তথা হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত স্বর্লোক, ক্ষিতির এক কোটি যোজন উর্দ্ধে মহর্লোক, দুই কোটি যোজন উর্দ্ধে জনলোক, চারি কোটি যোজন উর্দ্ধে তপোলোক, ক্ষিতি হইতে আট কোটি যোজন উচ্চে সত্যলোক এবং সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ। তাহা ভূর্লোক হইতে ষোড়শ কোটি যোজন উচ্চে অবস্থিত। যে স্থানে সর্ব্বভূতে অভয়প্রদ সাক্ষাৎ কমলাপতি বিরাজ করিতেছেন, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে ষোড়শ গুণ মহাদেবের নিলয় কৈলাস। যে কৈলাসে সর্ব্বস্বরূপ বিশ্বেশ্বর শম্ভু পার্ব্বতী, গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও নন্দীর সহিত

স্বলীলামূর্ত্তিধারিণঃ। স বিশ্বেশ ইতি খ্যাতস্তস্যাজ্ঞাকৃদিদং জগৎ ॥ ২৪ ॥ সর্ব্বেষাং শাসকশ্চাসৌ তস্য শাস্তা ন চাপরঃ। স্বয়ং সৃজতি ভূতানি স্বয়ং পাতি তথাত্তি চ ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বজ্ঞ একঃ স প্রোক্তঃ স্বেচ্ছাধীনবিচেষ্টিতঃ। তস্য প্রবর্ত্তকঃ কোঽপি নহি নৈব নিবর্ত্তকঃ ॥ ২৬ ॥ অমূর্ত্তং যৎ পরং ব্রহ্ম সমূর্ত্তং শ্রুতিচোদিতম্। সর্ব্বব্যাপি সদা নিত্যং সত্যং দ্বৈতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বেভ্যঃ কারণেভ্যশ্চ পরাৎপরতরং পরম্। আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং শ্রুতয়ো যৎ প্রচক্ষতে ॥ ২৮ ॥ সংবিদন্তে ন যং বেদা বিষ্ণুর্ব্বেদ ন বৈ বিধিঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে হ্যপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ ২৯ ॥ স্বয়ং বেদ্যঃ পরং জ্যোতিঃ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতঃ। যোগিগম্যস্ত্বনাখ্যেয়ো যঃ প্রমাণৈকগোচরঃ ॥ ৩০ ॥ নানারূপোঽপ্যরূপো যঃ সর্ব্বগোঽপি ন গোচরঃ। অনন্তোঽপ্যন্তকবপুঃ সর্ব্ববিৎ কর্ম্মবর্জ্জিতঃ ॥ ৩১ ॥ তস্যেদমৈশ্বরং রূপং খণ্ডচন্দ্রাবতংসকম্। তমালশ্যামলগলং স্ফুরদ্ভালবিলোচনম্ ॥ ৩২ ॥ লসদ্বামার্দ্ধনারীকং কৃতশেষশুভাঙ্গদম্। গঙ্গাতরঙ্গসংসঙ্গসদাধৌতজটাতটম্ ॥ ৩৩ ॥ স্মরাঙ্গজয়ুজঃপুঞ্জপূজিতাবয়বোজ্জ্বলম্। বিচিত্রগাত্রবিধৃত-মহাব্যালবিভূষণম্ ॥ ৩৪ ॥ মহোক্ষস্যন্দনগমং বিধৃতাজগবায়ুধম্। গজাজিনোত্তরাসঙ্গং দশার্দ্ধবদনং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥ উত্রাসিতমহামৃত্যুং মহাবলগণাবৃতম্। শরণার্থিকৃতত্রাণং নতনির্ব্বাণকারণম্। মনোরথপথাতীতং বরদানপরায়ণম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্য তত্তৎস্বরূপস্য রূপাতীতস্য ভো দ্বিজ। পরাবরে রুদ্ররূপে সর্ব্বং ব্যাপ্যবতিষ্ঠতঃ ॥ ৩৭ ॥ নিরাকারোঽপি সাকারঃ শিব এব হি কারণম্। ভুক্তয়ে মুক্তয়ে বাপি ন শিবান্মোক্ষদোঽপরঃ ॥ ৩৮ ॥ যথা তেনাখিলং হ্যেতৎ পার্ব্বতীপতিসাৎকৃতম্। ইদং চরাচরং সর্ব্বং দৃশ্যাদৃশ্যমরূপিণা ॥ ৩৯ ॥ তথা মৃড়ানীকান্তেন বিষ্ণুসাদখিলং জগৎ। বিধায় ক্রীড়্যতে বিপ্র নিত্যং স্বচ্ছন্দলীলয়া ॥ ৪০ ॥ যথা শিবস্তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ। অন্তরং শিববিষ্ণ্বোশ্চ মনাগপি ন বিদ্যতে ॥ ৪১ ॥ আহূয় পূর্ব্বং ব্রহ্মাদীন্ সমস্তান্ দেবতাগণান্। বিদ্যাধরোরগাদীংশ্চ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণান্ ॥ ৪২ ॥ নিজ-

---

অবস্থান করিতেছেন। এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ তাঁহার লীলাস্বরূপ, তিনি লীলা বশতঃ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর বলিয়া আখ্যাত হন; এই জগৎ তাঁহার আজ্ঞাকারী। তিনি সকলের শাস্তা, তাঁহার শাস্তা কেহ নাই। তিনি স্বয়ং ভূতের সৃষ্টি, পালন ও লয় করেন। তিনি একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার চেষ্টা স্বেচ্ছাধীন, তাঁহার প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নাই। যাহা শ্রুতিনাদিত অমূর্ত্ত ও সমূর্ত্ত পরব্রহ্ম তাহা তিনিই; যাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদা নিত্য, সত্যস্বরূপ এবং দ্বৈতবর্জ্জিত, তাহা তিনিই। তিনিই মহদাদি সকল কারণ হইতে যাহা প্রধান, তাহা হইতেও প্রধান। বেদ যাঁহাকে আনন্দ ব্রহ্মের রূপ বলিয়াছেন; যিনি বেদেরও অগোচর; যাঁহাকে বিষ্ণুই জানেন, বিধি জানেন না; জানে অসমর্থ হইয়া যাঁহা হইতে বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়; যিনি স্বয়ং বেদ্য পরজ্যোতিঃ, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত; যিনি যোগিজ্ঞেয়, অনাখ্যেয় এবং একমাত্র প্রমাণগোচর। যিনি নানারূপ হইলেও রূপশূন্য, সর্ব্বগ হইলেও কাহারও গোচর নহেন। অনন্ত, অন্তকৃত, সর্ব্বজ্ঞ এবং কর্ম্মবর্জ্জিত তাঁহার এইপ্রকার ঐশ্বর রূপ,—চন্দ্রখণ্ড অবতংস, গলদেশ তমালের ন্যায় শ্যামলবর্ণ, কপালে তৃতীয়-লোচন বিস্ফারিত, বামার্দ্ধভাগ নারীরূপে শোভা পাইতেছে। অনন্তদেব তাঁহার অঙ্গদ; গঙ্গাতরঙ্গসঙ্গে জটাতট বিধৌত হইতেছে। অঙ্গ অনঙ্গগাত্রভস্মে উজ্জ্বল। তিনি বিচিত্রগাত্র, মহাসর্পভূষণে বিভূষিত, বৃষরথারূঢ়, আজগবধনুর্দ্ধারী, গজাজিনোত্তরীয়, পঞ্চবদন, মঙ্গলদাতা, মহামৃত্যুর ত্রাণদাতা, মহাবল প্রমথপরিবৃত, শরণাগতের ত্রাণকারী, প্রণত জনের মোক্ষপ্রদ, মনোরথপথাতীত, বরদানপরায়ণ। হে দ্বিজ! সেই তত্ত্বস্বরূপ রূপাতীত মহাদেবের সগুণ নির্গুণ সংসারদুঃখবিনাশী রূপ বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। নিরাকার হইলেও সাকার সেই শিবই মুক্তি ও ভোগের কারণ। শিব হইতে পৃথক্ মোক্ষদাতা আর কেহ নাই। ১৭—৩৮। রূপবিহীন বিষ্ণু যেমন এই চরাচর দৃশ্য অদৃশ্য বিশ্বকে শিবসাৎ করিয়াছেন; হে বিপ্র! সেইরূপ উমাপতিও এই অখিল স্বাধীন জগৎকে বিষ্ণুসাৎ করিয়া স্বাধীন লীলার বশীভূত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। শিবও যেমন, বিষ্ণুও সেইরূপ এবং বিষ্ণুও যেমন, শিবও সেইরূপ। শিব ও বিষ্ণুর কিছুমাত্র ভেদ নাই। পূর্ব্বকালে মহাদেব, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ, বিদ্যাধর, উরগ,

সিংহাসনসমং কৃত্বা সিংহাসনং শুভম্। উপবেশ্য হরিং তত্র ছত্রং কৃত্বা মনোহরম্ ॥ ৪৩॥ শ্লক্ষং কোটিশলাকঞ্চ বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্। পাণ্ডুরং রত্নদণ্ডঞ্চ স্থূলমুক্তাবলম্বিতম্॥ ৪৪॥ কলশেন বিচিত্রেণ হ্যুপরিষ্টাদ্বিরাজিতম্। সহস্রযোজনায়ামং সর্ব্বরত্নময়ং শুভম্॥ ৪৫॥ পট্টসূত্রময়ৈর্মৈশ্চামরৈশ্চ পরিষ্কৃতম্। রাজাভিষেকযোগ্যৈশ্চ দ্রব্যৈঃ সর্ব্বৌষধাদিভিঃ॥ ৪৬॥ প্রক্ষাল্য তীর্থপাথোভিঃ পঞ্চকুম্ভৈর্ম্মনোহরৈঃ। সিদ্ধার্থাক্ষতদূর্ব্বাভির্মিশ্রৈঃ স্বয়মুপস্থিতৈঃ॥ ৪৭॥ দেবানাঞ্চ তথর্ষীণাং সিদ্ধানাং ফণিনামপি। আনীয় মঙ্গলকরাঃ কন্যাঃ ষোড়শ ষোড়শ॥ ৪৮॥ বীণামৃদঙ্গশঙ্খভেরী-মরুডিণ্ডিম-ঝঝরৈঃ। অনকৈঃ কাংস্যতালাদ্যৈর্ব্বাদ্যৈর্ললিতগায়নৈঃ॥ ৪৯॥ ব্রহ্মঘোষমহারাবৈরাপূরিতনভোঙ্গনে। শুভে তিথৌ শুভে লগ্নে তারাচন্দ্রবলান্বিতে॥৫০॥ আবদ্ধমুকুটং রম্যং কৃতকৌতুকমঙ্গলম্। মৃডানীকৃতশৃঙ্গারং সুশ্রিয়া সুশ্রিয়া যুতম্॥৫১॥ অভিষিচ্য মহেশেন স্বয়ং ব্রাহ্মশুমণ্ডপে। দত্তং সমস্তমৈশ্বর্য্যং যন্নিজং নান্যগামি চ॥৫২॥ ততস্তুষ্টাব দেবেশঃ প্রথমৈঃ সহ শার্ঙ্গিণম্। ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারমুবাচ চ বচস্ত্বিদম্॥ ৫৩॥ মমা বন্দ্যস্বয়ং বিষ্ণুঃ প্রণম ত্বমমুং হরিম্। ইত্যুক্তাথ স্বয়ং রুদ্রো ননাম গরুড়ধ্বজম্॥৫৪॥ ততো গণেশ্বরৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মণা চ মরুদ্গণৈঃ। যোগিভিঃ সনকাদ্যৈশ্চ সিদ্ধৈর্দ্দেবর্ষিভিস্তথা॥ ৫৫॥ বিদ্যাধরৈঃ সগন্ধর্ব্বৈর্য্যক্ষরক্ষোঽপ্সরোগণৈঃ। গুহ্যকৈশ্চারণৈর্ভূতৈঃ শেষবাসুকিতক্ষকৈঃ॥৫৬॥ পতত্রিভিঃ কিন্নরৈশ্চ সর্ব্বৈঃ স্থাবরজঙ্গমৈঃ। ততো জয় জয়েত্যুক্তা নমোঽস্ত্বিতি নমোঽস্ত্বিতি॥ ৫৭॥ ততো হরির্ম্মহেশেন সংসদি হ্যসদাং তদা। এভির্ম্মহারবৈ রম্যৈশ্চানর্চ্চি পরমার্চ্চিষা॥ ৫৮॥ ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং পাতা হর্ত্তা ত্বমেব চ। ত্বমেব জগতাং পূজ্যস্ত্বমেব জগদীশ্বরঃ॥ ৫৯॥ দাতা ধর্ম্মার্থকামানাং শাস্তা দুর্ণয়কারিণাম্। অজেয়স্ত্বঞ্চ সংগ্রামে মমাপি হি ভবিষ্যসি॥ ৬০॥ ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্তথোত্তমা। শক্তিত্রয়মিদং বিষ্ণো গৃহাণ প্রাপিতং ময়া॥ ৬১॥ ত্বদ্দ্বেষ্টারো হরে নূনং ময়া শাস্যাঃ প্রযত্নতঃ। ত্বদ্ভক্তানাং ময়া বিষ্ণো দেয়ং নির্ব্বাণমুত্তমম্॥ ৬২॥ মায়াঞ্চাপি গৃহাণেমাং দুষ্প্রণোদ্যাং সুরাসুরৈঃ। যয়া সম্মোহিতং বিশ্বমকিঞ্চিজ্জ্ঞং ভবিষ্যতি॥ ৬৩॥ বামমাহুর্মদীয়স্ত্বং

সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণগণকে আহ্বান করিয়া, আপনার সিংহাসনের তুল্য শুভসিংহাসন করিয়া, তাহাতে হরিকে উপবেশন করাইয়া, মনোহর, রমণীয় কোটিশলাকাযুক্ত, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, পাণ্ডুরবর্ণ, রত্নদণ্ড, স্থূলমুক্তাবলম্বিত, উপরিভাগে বিচিত্র কলসযুক্ত, সহস্র যোজন বিস্তৃত, সর্ব্বরত্নময়, পট্টসূত্রময়, চামরশোভিত ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া, রাজ্যাভিষেকযোগ্য সর্ব্বৌষধি আদি দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চকুম্ভস্থিত, সিদ্ধার্থ, অক্ষত, দূর্ব্বামিশ্রিত তীর্থজলে প্রক্ষালন করিয়া, দেবগণের ঋষিগণের, সিদ্ধগণের ও ফণিগণের ষোড়শটী ষোড়শটী মঙ্গলপাণি কন্যা আনয়ন করিয়া, বীণা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, মরু, ডিণ্ডিম, ঝর্ঝর, আণক, কাংস্যতালাদি বাদ্য, ললিত গান এবং বেদধ্বনিতে গগনাঙ্গন পূরিত হইলে, শুভতিথি, শুভলগ্ন এবং চন্দ্রতারাবলযুক্ত ক্ষণে আবদ্ধমুকুট, কৃতকৌতুকমঙ্গল, মৃড়ানীরচিতবেশ, সুশ্রী লক্ষ্মীসমন্বিত, রমণীয় হরির স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে অভিষেক করিয়া, যাহা অপরের ভোগ্য নহে, সেই নিজ ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন। অনন্তর, দেবেশ্বর শিব প্রমথগণের সহিত শার্ঙ্গপাণির স্তব করিলেন এবং লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে এই বাক্য বলিলেন,—এই বিষ্ণু আমার বন্দনীয়, তুমি ইঁহাকে প্রণাম কর। রুদ্র ইহা বলিয়া স্বয়ং গরুড়ধ্বজকে প্রণাম করিলেন।৩৯—৫৪। অনন্তর গণেশ্বরগণ ব্রহ্মা, মরুদ্গণ, সনকাদি যোগিসমূহ, সিদ্ধসমূহ, দেবর্ষিনিচয়, বিদ্যাধর-নিকর, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষ, রক্ষ, অপ্সরোগণ, গুহ্যক সকল, চারণচয়, শেষ, বাসুকি, তক্ষক, পতত্রিগণ, কিন্নর এবং সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম "জয় জয়" এবং "নমোঽস্তু নমোঽস্তু" বলিয়াছিলেন। অনন্তর পরমার্চ্চিঃসম্পন্ন মহেশ্বর, দেবসভায় এই সকল বাক্য দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, "তুমিই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, পাতা এবং সংহর্ত্তা; তুমিই জগতের পূজ্য; তুমিই জগদীশ্বর। তুমিই ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষের দাতা; তুমিই দুর্নয়কারীর শাস্তা; তুমি সংগ্রামে, আমারও অজেয় হইবে, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই শক্তিত্রয় আমি তোমাকে দিতেছি গ্রহণ কর। যাহারা তোমার দ্বেষ্টা, আমি যত্ন করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিব এবং তোমার ভক্তগণকে উত্তম নির্ব্বাণ দান করিব। তুমি সুরাসুরের দুষ্পরিহার্য্য এই মায়া গ্রহণ কর, এই বিশ্ব যে মায়ায় অভিভূত হইয়া কিছুই জ্ঞাত হইতে পারিবে না। তুমি আমার বামবাহু এবং এই পিতামহ দক্ষিণ-

দক্ষিণোঽসৌ পিতামহঃ। অস্তাপি হি বিধেঃ পাতা জনিতাপি ভবিষ্যসি॥ ৬৪॥ বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্যমাসাদ্য হরেরিত্থং হরঃ স্বয়ম্। কৈলাসে প্রমথৈঃ সার্দ্ধং স্বৈরং ক্রীড়ত্যুমাপতিঃ॥ ৬৫॥ তদা প্রভৃতি দেবোঽসৌ শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ। ত্রৈলোক্যমখিলং শাস্তি দানবান্তকরো হরিঃ॥ ৬৬॥ ইতি তে কথিতা বিপ্র লোকানাঞ্চ পরিস্থিতিঃ। ইদানীং কথয়িষ্যাব-স্তব নির্ব্বাণকারণম্॥ ৬৭॥ ইদন্তু পরমাখ্যানং শৃণুয়াদ্যঃ সমাহিতঃ। স্বর্লোকমভিগম্যাথ কাশ্যাং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৮॥ যজ্ঞোৎসববিবাহে চ মঙ্গলেষখিলেষপি। রাজ্যাভিষেকসময়ে দেবস্থাপন-কর্ম্মণি॥ ৫৯॥ সর্ব্বাধিকারদানেষু নববেশ্মপ্রবে-শনে। পঠিতব্যং প্রযত্নেন তৎকার্য্যপরিসিদ্ধয়ে॥ ৭০॥ অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনবান্ ভবেৎ। ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ৭১॥ জপ্যমেতৎ প্রযত্নেন সততং মঙ্গলার্থিনা। অমঙ্গলানাং শমনং হরনারায়ণপ্রিয়ম্॥ ৭২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চতুর্ভুজাভিষেকোবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

গণাবূচতুঃ। শিবশর্ম্মন্নুদর্কং তে কথয়াবো নিশাময়। ত্বমত্র বৈষ্ণবে লোকে ভুক্তা ভোগান্ সুপুষ্কলান্॥ ১॥ ব্রহ্মণো বৎসরং পূর্ণং রমমাণো-ঽপ্সরোগণৈঃ। সুতীর্থমরণোপাত্ত-পুণ্যশেষেণ বৈ পুনঃ॥ ২॥ ভবিষ্যসি মহীপালো নগরে নন্দিবর্দ্ধনে। রাজ্যং প্রাপ্যাসপত্নঞ্চ সমৃদ্ধবলবাহনম্॥ ৩॥ হৃষ্টৈর্হৃষ্টপুষ্টৈশ্চ রম্যহাটকভূষণৈঃ। সঙ্ঘুষ্টমিষ্টাপূর্ত্তানাং ধর্ম্মাণাং নিত্যকর্ত্তৃভিঃ॥ ৪॥ সদাসম্পন্নশস্যঞ্চ সুর্ব্বরক্ষেত্রসঙ্কুলম্। সুদেশং সুপ্রজং সুস্থং সুতৃণং বহুগোধনম্॥ ৫॥ দেবতায়তনানাঞ্চ রাজিভিঃ পরিরাজিতম্। সুযূপা যত্র বৈ গ্রামাঃ সুবিত্তর্দ্ধি-বিরাজিতাঃ॥ ৬॥ সুপুষ্পকৃত্রিমোদ্যানাঃ স-সদাফল-পাদপাঃ। সপদ্মিনীককাসারা যত্র রাজন্তি ভূময়ঃ॥ ৭॥ সদস্তা নিম্নগারাজির্ন যত্র জনতা ক্বচিৎ। কুলান্যেব কুলীনানি ন চান্যায়ধনানি চ॥ ৮॥ বিভ্রমো যত্র নারীষু ন বিদ্বৎসু চ কর্হিচিৎ। নদ্যঃ কুটিলগামিন্যো ন যত্র বিষয়ে প্রজাঃ॥৯॥ তমোযুক্তাঃ ক্ষপা যত্র বহুলেষু ন মানবাঃ। রজোযুজঃ স্ত্রিয়ো

বাহ। তুমি এই বিধিরও পাতা ও জনক হইবে।” এইরূপে স্বয়ং হর, হরিকে বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্য দান করিয়া প্রমথগণের সহিত স্বচ্ছন্দে কৈলাসে ক্রীড়া করিতে-ছেন। সেই অবধি শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর, দানবান্ত-কারী হরি, সমুদয় ত্রৈলোক্যের শাসন করিতে-ছেন। হে বিপ্র! তোমাকে এই লোকের পরিস্থিতি কহিলাম, এখন তোমার নির্ব্বাণকারণ কহিতেছি। যে নর এই উৎকৃষ্ট আখ্যান সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ করেন, তিনি লোকে গমন করিয়া অনন্তর কাশীতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যজ্ঞে, উৎসবে, বিবাহে, সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে, রাজ্যাভিষেক সময়ে, দেবস্থাপন কার্য্যে, সর্ব্বাধিকার দানে ও নবগৃহ-প্রবেশে, সেই কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত ইহা যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবে। ইহা পাঠ করিলে অপুত্র পুত্রলাভ করে, ধনহীন ধনবান্ হয়, পীড়িত পীড়া হইতে মুক্ত হয়, বদ্ধ বন্ধনমুক্ত হয়, অতএব মঙ্গলার্থী প্রযত্নের সহিত ইহা জপ করিবে। এই আখ্যান অমঙ্গলের শমন এবং মহাদেব ও নারা-য়ণের প্রিয়।৫৫—৭২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! আমরা তোমার পরিণাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এই বৈষ্ণব-লোকে ব্রাহ্মার পূর্ণ এক বৎসকাল অপ্সরোগণের সহিত প্রভূত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, তীর্থমরণপ্রাপ্ত পুণ্যের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা নন্দিবর্দ্ধন নগরে রাজা হইবে! অসপত্ন, সম্পন্নবলবাহন, হৃষ্ট-পুষ্ট স্বর্ণ-ভূষণধারী ইষ্টাপূর্ত্ত ধর্ম্মকর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠাতা, পণ্ডিতগণ-সেবিত, সর্ব্বদা সম্পন্নশস্য, উর্ব্বরক্ষেত্র-সঙ্কুল, সুদেশ, সুপ্রজ, সুস্থ, সুতৃণ, বহুগোধন ও দেবগৃহসমূহে বিরাজিত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। যে রাজ্যে গ্রাম সকল সুযূপ এবং সুবিত্তর্দ্ধিবিরাজিত, যাহাতে কৃত্রিম উদ্যান সকল উৎকৃষ্ট পুষ্পে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা ফলপ্রদ পাদপগণে শোভিত; যথায় ভূমি সকল পদ্মযুক্ত সরোবরে সমলঙ্কৃত; নদীনিচয় স্বচ্ছ ও স্বাদু সলিলযুক্ত, কোন স্থানে অধিক জনতা নাই; যে স্থানে গোত্র সকলই কুলীনশব্দবাচ্য; অন্যায়াধিগতধন কুলীন (কু পৃথিবীতে লীন) নহে। যেখানে বিভ্রম নারীতেই আছে, পণ্ডিতে নাই; নদী সকলই কুটিলগামিনী, কিন্তু প্রজানিচয় সেরূপ নহে; যেস্থানে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিই তমোযুক্ত,

যত্র ন ধর্ম্মবহুলা নরাঃ॥ ১০॥ ধনৈরনন্ধো যত্রাস্তি জনো নৈব চ ভোজনম্। অনয়ঃ স্যন্দনং যত্র ন চ বৈ রাজপুরুষঃ॥ ১১॥ দণ্ডঃ পরশুকুদ্দাল-বালব্যজনরাজিষু। আতপত্রেষু নান্যত্র কচিৎ ক্রোধাপরাধজঃ॥ ১২॥ অন্তরাক্ষিকবৃন্দেভ্যঃ কচিন্ন পরিদেবনম্। আক্ষিকা এব দৃশ্যন্তে যত্র পাশক-পাণয়ঃ॥ ১৩॥ জাড্যবার্ত্তা জলেম্বেব স্ত্রীমধ্যা এব দুর্ব্বলাঃ। কঠোরহৃদয়া যত্র সীমন্তিন্যো ন মানবাঃ॥ ১৪॥ ঔষধেম্বেব যত্রাস্তি কুষ্ঠযোগো ন মানবে। বেধোঽপ্যস্তঃ স্বরত্নেষু শূলং মূর্ত্তিকরেষু বৈ॥ ১৫॥ কম্পঃ সাত্ত্বিকভাবোত্থো ন ভয়াৎ ক্কাপি কস্যচিৎ। সংজ্বরঃ কামজো যত্র দারিদ্র্যং কলুষস্য চ॥ ১৬॥ দুর্লভত্বং সদাকস্য সুকৃতে ন চ বন্ধনঃ। ইভা এব প্রমত্তা বৈ যুদ্ধং বীচ্যোর্জলা-শয়ে॥ ১৭॥ দানহানির্গজেম্বেব ক্রমেম্বেব হি কণ্টকাঃ। জনেম্বেব বিহারা হি ন কস্যচিদুরঃস্থলী॥ ১৮॥ বাণেষু গুণবিশ্লেষো বন্ধোক্তিঃ পুস্তকে দৃঢ়া। স্নেহত্যাগঃ সদৈবাস্তি যত্র পাশুপতে জনে॥ ১৯॥ দণ্ডবার্ত্তা সদা যত্র কৃতসন্ন্যাসকর্ম্মণাম্। মার্গণা-শ্চাপকেম্বেব ভিক্ষুকা ব্রহ্মচারিণঃ॥ ২০॥ যত্র ক্ষপণকা এব দৃশ্যন্তে মলধারিণঃ। প্রায়ো মধুব্রতা এব যত্র চঞ্চলবিত্তয়ঃ॥ ২১॥ ইত্যাদিগুণবদ্দেশে ত্বয়ি রাজ্যং প্রশাসতি। ধর্ম্মেণ রাজ-ধর্ম্মজ্ঞ শৌণ্ডীর্য্যগুণশালিনি॥ ২২॥ সৌভাগ্য-ভাঞ্জি রূপাঢ্যে শৌর্য্যৌদার্য্যগুণান্বিতে। সীমন্তি-নীনাং রম্যাণাং লাবণ্যার্জ্জিতসুশ্রিয়াম্॥ ২৩॥ রাজ্ঞীনামযুতং ভাবি কুমারাণাং শতত্রয়ম্। বৃদ্ধকাল ইতি খ্যাত উগ্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ২৪॥ বিজিতানেক-সমরঃ শ্রীসন্তর্পিতমার্গণঃ। অনেকগুণসম্পূর্ণঃ পূর্ণ-চন্দ্রনিভদ্যুতিঃ॥ ২৫॥ সন্ততাবভৃতক্লিন্ন-মূর্দ্ধজঃ ক্ষিতিপর্ষভঃ। প্রজাপালনসম্পন্নঃ কোষপ্রীণিত-ভূসুরঃ॥ ২৬॥ পদারবিন্দং গোবিন্দং হৃদি ধ্যায়ন্ন-তন্দ্রিতঃ। বাসুদেবকথালাপ-পরিক্ষিপ্তদিনক্ষপঃ॥

মানবগণ তমোযুক্ত নহে; স্ত্রীগণই রজোযুক্ত, কিন্তু ধর্ম্মপ্রধান মানবগণ সেরূপ নহে; যে স্থানে ধন-হেতু মানবগণই অনন্ধ অর্থাৎ অহঙ্কারহীন, কিন্তু ভোজন অনন্ধঃ (অন্ধস্ ভাৎ, তাহা রহিত) নহে। যে স্থানে রথই অনয়ঃ (অয়স্ লৌহ, তাহা রহিত), কিন্তু রাজপুরুষগণ অনয় অর্থাৎ নীতিশূন্য নহে; কুঠার, কুদ্দাল, চামর এবং ছত্রেই দণ্ড আছে, কিন্তু ক্রোধাপরাধ বশত কোন মানবে তাহা নাই; যথায় অক্ষব্যবহারী ব্যক্তিরাই পরিদেবন অর্থাৎ ক্রীড়া করে, কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি পরিদেবন অর্থাৎ বিলাপ করে না; যে স্থানে দ্যূতক্রীড়াশীল ব্যক্তিগণই পাশকপাণি, অন্য কেহ পাশকপাণি অর্থাৎ রজ্জুপাণি নহে; যে স্থানে জলেই জাড্য, স্ত্রীমধ্যই কৃশ; রমণী-হৃদয়ই কঠোর, কিন্তু মানবগণ কঠোর নহে। যেখানে ঔষধ প্রকরণেই কুষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ, কিন্তু মানবে কুষ্ঠ নাই; যথায় তিথি ও নক্ষত্রেই বেধ, অর্থাৎ অন্যের সহিত সংযোগ আছে; জোতিঃপ্রসিদ্ধ যোগেই শূল আছে; যে স্থানে রত্নের মধ্যেই বেধ করা হয় এবং মূর্ত্তি-করেই শূল দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন মানবের বেধতাড়ন বা শূলরোগ নাই; যেখানে সাত্ত্বিকভাবেই কম্প হয়, ভয়বশত হয় না; যে স্থানে কাম হইতেই সন্তাপ হয়, কলুষের অভাব; পাপেরই দুর্লভতা, সুকৃতের নহে; যে স্থানে হস্তিগণই প্রমত্ত, জলা-শয়ে তরঙ্গদ্বয়েই যুদ্ধ; যথায় গজেরই দানহানি, বৃক্ষেই কণ্টক; যথায় মানবগণেরই বিহার, কিন্তু কাহারও বক্ষঃস্থল বিহার (হারশূন্য) নহে; বাণেরই গুণ হইতে বিয়োগ, পুস্তকেরই দৃঢ়বন্ধন; যেখানে পাশুপতব্রতধারীরই স্নেহত্যাগ, সন্ন্যাসী-দিগেরই দণ্ডবার্ত্তা; যেখানে ধনুতেই মার্গণ অর্থাৎ বাণ আছে, কিন্তু অপর স্থানে মার্গণ অর্থাৎ যাচক নাই; যথায় ব্রহ্মচারীরাই ভিক্ষুক, অপর কেহ ভিক্ষুক নহে; যথায় অর্হদুপাসক ক্ষপ-ণকগণই মলধারী, আর কেহ মল অর্থাৎ পাপ-ধারী নহে; এবং যেখানে ভ্রমরগণই চঞ্চলবৃত্তি ইত্যাদি গুণসম্পন্ন দেশে শৌণ্ডীর্য্যগুণশালী, সৌন্দর্য্যবান্, শৌর্য্য-ঔদার্য্য-গুণান্বিত হইয়া তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্য শাসন করিলে লাবণ্যবতী রমণীয় অযুত রমণী তোমার রাজ্ঞী হইবে এবং তিন শত কুমার লাভ করিবে। তুমি বৃদ্ধকাল বলিয়া বিখ্যাত বীর ও পরপুরঞ্জয় হইবে। ১—২৪। তুমি বহু সমর জয় করিবে ও সম্পত্তি দ্বারা যাচকগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। তুমি সকল গুণের আকর পূর্ণচন্দ্রদ্যুতি হইবে। অবভৃথ স্নানে তোমার কেশ সর্ব্বদা সিক্ত হইবে। প্রজাপালনতৎপর রাজশ্রেষ্ঠ হইবে; কোষ দ্বারা বিপ্রগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে এবং আলস্যশূন্য হইয়া গোবিন্দের পদারবিন্দ ধ্যান করত দিবারাত্রি বাসুদেব-কথাতেই কাল অতিবাহিত করিবে। হে ব্রাহ্মণ

২৭। কদাচিদুপবিষ্টঃ সন্ মধ্যেরাজসভং দ্বিজ। দূরাৎ কার্পটিকৈর্দৃষ্টো বারাণস্যাঃ সমাগতৈঃ। ২৮। তং কর্মভাবিসদৃশৈস্তদা ত্বমভিনন্দিতঃ। তৈঃ সর্ব্বৈ রাজশার্দ্দূল আশীর্ব্বাদৈরনেকশঃ।২৯। শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরো দেবো বিশ্বেষাং জগতাং গুরুঃ। কাশীনাথস্ত তে কুর্য্যাৎ কুমতেরপবর্জ্জনম্। ৩০। নৈঃশ্রেয়সীঞ্চ সম্পত্তিং যো দেয়াৎ স্মরণাদপি। কাশীনাথঃ স তে দিশ্যাজ্জ্ঞানং মলবিবর্জ্জিতম্। ৩১। যেন পুণ্যেন তে প্রাপ্তং রাজ্যং প্রাজ্যমকণ্টকম্। তৎপুণ্যশেষতো ভূয়াদ্বিশ্বনাথে মতিস্তব। ৩২। যস্ত প্রসাদাৎ সুলভমায়ুঃপুত্রাম্বরাঙ্গনাঃ। সমৃদ্ধয়ঃ স্বর্গমোক্ষৌ স বিশ্বেশঃ প্রসীদতু। ৩৩। নামশ্রবণমাত্রেণ যস্ত বিশ্বেশিতুর্বিভোঃ। মহাপাতকবিচ্ছেদঃ স বিশ্বেশো-স্তু তে হৃদি। ৩৪। ত্বং বৃদ্ধকালো ভূপালঃ শ্রুত্বৈত্যাশীঃপরম্পরাম্। স্মরিষ্যসীদং বৃত্তান্তং পুল-কাঙ্কবপুস্তদা। ৩৫। আকারগোপনং কৃত্বা তেভ্যো দত্ত্বা ধনং বহু। সুমুহূর্ত্তমনুপ্রাপ্য সুতে রাজ্যং বিধায় চ। ৩৬। অনঙ্গলেখয়া রাজ্ঞ্যা ততঃ কাশীং গমিষ্যসি। দত্ত্বা দানানি ভূরীণি প্রীণয়িত্বার্থিনো জনান্। ৩৭। স্বনাম্না তত্র সংস্থাপ্য লিঙ্গং নির্ব্বাণ-কারণম্। প্রাসাদং তত্র কৃত্বোচ্চৈস্তদগ্রে কূপ-মুত্তমম্।৩৮। বিধায় বিধিবত্তত্র কলশারোপণাদিকম্। মণিমাণিক্যচাম্পেয় দুকূলেভাশ্বগোধনম্। ৩৯। মহা-ধ্বজপতাকাশ্চ ছত্রচামরদর্পণম্। দেবোপকরণং ভূরি বিশ্রাণ্য শ্রমবর্জ্জিতঃ। ৪০। ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ পরিক্ষীণকলেবরঃ। মধ্যাহ্নে নির্জ্জনে তত্র দ্রক্ষ্যস্যেকং তপোধনম্। ৪১। অতীবজীর্ণবপুষং পরিপিঙ্গ-জটান্বিতম্। মূর্ত্তিমন্তমিব প্রাংশুং ধর্ম্মং জন-মনোহরম্। ৪২। ভারং শরীরযষ্টেশ্চ দৃঢ়যষ্ট্যাং সমর্প্য চ। গর্ভাগারাদ্বিনিষ্ক্রম্যাত্যায়াস্তং রঙ্গমণ্ডপে। ৪৩। উপবিশ্য সমীপে তে প্রক্ষ্যত্যেবমনুক্রমাৎ। কোঽসি ত্বং কিমিহাসি ত্বং দ্বিতীয় ইব কথ্যয়ম্।৪৪। প্রাসাদঃ কারিতঃ কেন জানাস্যেব ততো বদ। অস্ত লিঙ্গস্ত কিং নাম প্রায়ো জানে ন বার্দ্ধকাৎ। ৪৫। পৃষ্টস্ত্বমিতি তেনাথ তদা বৃদ্ধতপস্বিনা। কথয়িষ্যস্যহং রাজা বৃদ্ধকাল ইতি শ্রুতঃ। ৪৬। দাক্ষিণাত্য ইহ প্রাপ্তস্ত্বেতয়া সহ কান্তয়া। ধ্যায়ামি লিঙ্গমেতচ্চ প্রার্থয়ামি ন কিঞ্চন। ৪৭। প্রাসাদস্যাস্ত জটিল স্বয়ং কারয়িতা শিবঃ। বিশেষতোঽস্ত লিঙ্গস্ত নাম

তোমার ভাগ্যবলে কোন সময়ে কাশী হইতে কতিপয় যাত্রী রাজসভায় আসিয়া তোমাকে এই-রূপে আশীর্ব্বাদ করত বলিবে যে, "জগতের গুরু কাশীনাথ শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর তোমার কুমতি ধ্বংস করুন; স্মরণ করিলেও যিনি মুক্তিসম্পৎ বিতরণ করেন, সেই কাশীনাথ তোমায় অমল জ্ঞান উপদেশ করুন। যে পুণ্যে তুমি এই অকণ্টক প্রভূত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই পুণ্যের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তোমার মন বিশ্বেশ্বরে অর্পিত হউক। যে বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইলে আয়ুঃ, পুত্র, বরনারী, সমৃদ্ধি, স্বর্গ এবং মোক্ষ সুলভ হয়, সেই বিশ্বনাথ প্রসন্ন হউন। যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই মহাপাতকেরও নাশ হয়, সেই বিশ্বেশ্বর তোমার হৃদয়ে অবস্থান করুন। তুমি বৃদ্ধকালে ভূপতি হইয়া এই আশী-র্ব্বাদপরম্পরা শ্রবণ করত পুলকিতকলেবর হইয়া এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবে। কিন্তু আকার গোপনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বহুধন দান করিয়া সুমুহূর্ত্তে পুত্রহস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া রাজ্ঞী অনঙ্গলেখার সহিত কাশী গমন করিবে। প্রভূত দান দ্বারা অর্থিগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া আপনার নামে বিখ্যাত নির্ব্বাণকারণ শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করত সেই স্থানে উচ্চ প্রাসাদ ও তদগ্রে উত্তম কূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে কলসা-রোপণাদি করিয়া, মণি, মাণিক্য, চাম্পেয়, দুকূল, হস্তী, গোধন, মহাধ্বজ, পতাকা, ছত্র, চামর, দর্পণ, প্রভূত দেবোপকরণ অকৃপণচিত্তে দান করত ব্রত, উপবাস ও নিয়ম দ্বারা ক্ষীণকলেবর হইয়া সেই কাশীতে মধ্যাহ্নকালে নির্জ্জন দেশে এক তপোধনকে দেখিতে পাইবে। ২৫—৪১। সেই তপোধনের বপুঃ অতীব জীর্ণ, জটা নিতান্ত পিঙ্গলবর্ণ। তিনি সাক্ষাৎ জনমনোহর উন্নত ধর্ম্মের ন্যায় শোভমান। তিনি অঙ্গযষ্টির ভার দৃঢ়যষ্টিতে অর্পণ করিয়া শিব-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রঙ্গমণ্ডপে আসিতে-ছিলেন। তিনি তোমার সমীপে উপবেশন করিয়া অনুক্রমে এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, "তুমি কে? কেন এই স্থানে আসিয়াছ? আর তোমার দ্বিতীয়ের ন্যায় ইনি কে? যদি অবগত থাক, তবে বল, কে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছে? এই শিবলিঙ্গের নাম কি? আমি বার্দ্ধক্য বশতঃ ইহা বিদিত নহি। তখন তুমি বৃদ্ধ তপস্বী কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া কহিবে, "আমি বৃদ্ধকাল নামক দাক্ষিণাত্য রাজা, এই স্থানে পত্নীর সহিত আগমন করিয়াছি। আমি এই লিঙ্গের ধ্যান করি, কিন্তু কিছুই প্রার্থনা করি

নো বেদ্মি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা নরপতে-র্বাক্যং প্রাহ জটাধরঃ। সত্যমুক্তং ত্বয়ৈকং হি লিঙ্গং নাম ন বেৎসি যৎ ॥ ৪৯ ॥ পশ্যেঽহং ত্বামহং নিত্যমুপবিষ্টং সুনিশ্চলম্। শ্রুতো ভবিষ্যতি তব প্রাসাদো যেন কারিতঃ ॥ ৫০ ॥ মমাগ্রে তৎ সমাচক্ষ্ব যদি জানাসি তত্ত্বতঃ। আকর্ণ্যেতি বচস্তস্য পুনঃ প্রাহ ভবানিতি ॥ ৫১ ॥ কর্ত্তা কারয়িতা শম্ভুঃ কিমতথ্যং ব্রবীম্যহম্। অথবা চিন্তয়া কিং মে তপস্বিন্নয়া বিভো ॥ ৫২ ॥ ইতি ত্বয়ি স্থিতে জোষং সপুনর্বৃদ্ধতাপসঃ। পিপাসুরস্মি পানীয়মানীয়াশু প্রযচ্ছ মে ॥ ৫৩ ॥ ইতি তেন চ মুক্তস্ত্বং বার্য্যানীয় চ কূপতঃ। পায়য়িষ্যসি তং বৃদ্ধং তাপসং তৎক্ষণাচ্চ সঃ ॥ ৫৪ ॥ তদম্বুপানতো ভূয়াৎ সুপার্ব্বণশশিপ্রভঃ। তরুণো রূপসম্পন্নঃ কোষোন্মুক্তোরগো যথা ॥ ৫৫ ॥ জাতাশ্চর্য্যেণ ভবতা পুনরেবাভ্যভাষি সঃ। কঃ প্রভাবো হি ভগবন্নেষ যেন ভবান্ পুনঃ ॥ ৬৫ ॥ পরিত্যজ্যাত্র জরসং নবো ভ্রাজসি সাম্প্রতম্। অস্তি চেদবকাশস্তে ততো ব্রূহি তপোধন ॥ ৫৭ ॥ তপোধন উবাচ। বৃদ্ধকাল ক্ষিতিপতে জানে ত্বাং সুমহামতে। ইমামপি চ জানেঽহং তব পত্নীং পতিব্রতাম্ ॥ ৫৮ ॥ জন্মনোঽস্মাদিয়ং রাজন্নাসীদ্বিপ্রস্য কন্যকা। তুর্ব্বসোর্ব্বেদবপুষঃ শুভাচারা শুভাননা ॥ ৫৯ ॥ তেন দত্তা বিবাহার্থং নৈঞ্রবায় মহাত্মনে। স চ কালবশং প্রাপ্তো নৈঞ্রবোঽপ্রাপ্তযৌবনঃ ॥ ৬০ ॥ বৈধব্যং পালয়ন্ত্যেষা মৃতাবন্ত্যাং শুভব্রতা। তেন পুণ্যেন সঞ্জাতা পাণ্ড্যস্য নৃপতেঃ সুতা ॥ ৬১ ॥ পরিণীতা ত্বয়া রাজন্ পতিব্রতরতা সদা। ত্বয়া সহেহ সম্প্রাপ্তা মুক্তিং প্রাপ্স্যত্যনুত্তমাম্ ॥ ৬২ ॥ অযোধ্যায়ামথাবন্ত্যাং মথুরায়ামথাপি বা। দ্বারবত্যাঞ্চ কাঞ্চ্যাং বা মায়াপুর্য্যামথো নৃপ ॥ ৬৩ ॥ অপি পাতকিনো যে চ কালেন নিধনং গতাঃ। তে হি স্বর্গাদিহাগত্য কাশ্যাং মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬৪ ॥ অবৈমি ত্বামপি নৃপ দ্বিজোঽভূঃ পূর্ব্বজন্মনি। মাথুরঃ শিবশর্ম্মাখ্যো মায়াপুর্য্যাং ভবান্ মৃতঃ ॥ ৬৫ ॥ তৎপুণ্যাৎ প্রাপ্য বৈকুণ্ঠং ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরমান্। তৎপুণ্যশেষাৎ ক্ষিতিপো জাতস্ত্বং নন্দিবর্দ্ধনে ॥ ৬৬ ॥ বৃদ্ধকালাবনীপাল তেনৈব সুকৃতেন চ। মোক্ষক্ষেত্রমিদং প্রাপ্তো মুক্তিং প্রাপ্স্যস্যনুত্ত-

---

না; হে জটিল! স্বয়ং শিব এই প্রাসাদের কারয়িতা। আমি এই লিঙ্গের নাম বিশেষ বিজ্ঞাত নহি।” জটাধারী নরপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিবেন, “তুমি একটী সত্য বলিয়াছ যে, লিঙ্গের নাম জান না। আমি তোমাকে নিত্যই সুনিশ্চলভাবে উপবিষ্ট দেখিতে পাই; অতএব তুমি শুনিয়া থাকিবে, কে এই প্রাসাদ করিয়াছে। যদি ইহার তত্ত্ব অবগত থাক, তবে আমার নিকট বল।” তুমি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিবে, “শম্ভু কর্ত্তা এবং কারয়িতা মিথ্যা আর কি কহিব? অথবা হে বিভো! তপস্বিন্! আমার এ চিন্তায় ফল কি?” তুমি এই কথা বলিয়া নীরব হইলে সেই বৃদ্ধ তাপস পুনর্ব্বার কহিবেন, “আমি পিপাসু হইয়াছি, জল আনিয়া আমাকে দাও।” তুমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কূপ হইতে জল আনিয়া তাঁহাকে পান করাইবে। জলপান করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বৃদ্ধতাপস, নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পূর্ণিমাচন্দ্র-সদৃশ সুপ্রভ, তরুণ ও রূপসম্পন্ন হইবেন। তখন তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিবে, “হে ভগবন্! আপনি যে জরাত্যাগ করিয়া তরুণ হইয়া শোভা পাইতেছেন, এ কোন্ প্রভাব? হে তপোধন! যদি অবকাশ থাকে, তবে বলুন।” ৪৮—৫৭। তপোধন কহিবেন, “হে বৃদ্ধকাল নরপতে! আমি তোমাকে জানি এবং এই তোমার পতিব্রতা পত্নীকেও জানি। ইনি এই জন্মের পূর্ব্বে তুর্ব্বসু নামক ব্রাহ্মণের সদাচারান্বিতা সুমুখী কন্যা ছিলেন। তুর্ব্বসু, নৈঞ্রব নামক এক মহাত্মাকে বিবাহার্থ ইহাকে দান করেন। নৈঞ্রব যৌবন প্রাপ্ত হইয়াই কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। ইনি বৈধব্য পা[illegible] করিতে করিতে অবন্তীতে মৃতা হন। সেই পুণ্যে পাণ্ড্য নরপতির কন্যা হইয়াছেন এবং হে রাজন্! এই পতিব্রতাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার সহিত এই স্থানে আসিয়া মুক্তিলাভ করিবেন। অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, দ্বারবতী, কাঞ্চী এবং মায়াপুরীতে পাতকিগণও নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহারা স্বর্গ হইতে এই স্থানে আসিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! আমি তোমাকেও জানি, তুমি পূর্ব্বজন্মে মথুরাবাসী শিবশর্ম্মা নামক দ্বিজ ছিলে। তুমি মায়াপুরীতে মৃত হইয়াছ। সেই পুণ্যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া মনোরম ভোগ উপভোগ করিয়া, সেই পুণ্যের শেষাংশে নন্দিবর্দ্ধনে রাজা হইয়াছ। হে বৃদ্ধকাল মহীপাল! সেই সুকৃতবলেই এই মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীতে আসিয়াছ এবং মুক্তিলাভ করিবে।

মাম্॥ ৬৭॥ অন্যচ্চ শৃণু রাজেন্দ্র ত্বয়া যৎ সমুদীরিতম্। কর্ত্তা কারয়িতা শম্ভুঃ প্রাসাদস্যেতি তৎ স্ফুটম্॥ ৬৮॥ সুকৃতং নৈব সততমাখ্যাতব্যং কদাচন। কৃতং ময়েতি কথনাৎ পুণ্যং ক্ষয়তি তৎক্ষণাৎ॥ ৬৯॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গোপনীয়ং নিধানবৎ। সুকৃতং কীর্ত্তনাদ্ব্যর্থং ভবেদ্ভস্মহুতং যথা॥ ৭০॥ নিশ্চিতং বিশ্বনাথেন প্রেরিতেন ত্বয়ানঘ। কৃতং হি কৃতকৃত্যেন প্রাসাদাদীহ বেদ্‌ম্যহম্॥ ৭১॥ বৃদ্ধকালেশ্বরং নাম লিঙ্গমেতন্মহীপতে। জানীহ্যনাদিসংসিদ্ধং নিমিত্তং কিন্তু বৈ ভবান্॥ ৭২॥ দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তস্য পূজনাৎ প্রবণামতেঃ। বৃদ্ধকালেশলিঙ্গস্য সর্ব্বং প্রপ্নোতি বাঞ্ছিতম্॥ ৭৩॥ কূপঃ কালদমো নাম জরাব্যাধিবিঘাতকৃৎ। যদীয়জলপানেন ন মাতুঃ স্তন্যপানবান্॥ ৭৪॥ কৃতকূপোদকস্নানঃ কৃততল্লিঙ্গপূজনঃ। বর্ষেণ সিদ্ধিমাপ্নোতি মনোঽভিলষিতাং নরঃ॥ ৭৫॥ ন কুষ্ঠং ন চ বিস্ফোটা ন রম্ভা ন বিচর্চ্চিকা। পীতাৎ স্পৃষ্টাৎ প্রতিষ্ঠন্তি কফঃ কালদমোদকাৎ॥ ৭৬॥ নাগ্নিমান্দ্যং নৈব শূলং ন মেহো ন প্রবাহিকা। ন মূত্রকৃচ্ছ্রং নো পামা পানীয়স্যাস্য সেবনাৎ॥ ৭৭॥ ভূতজ্বরাশ্চ যে কেচিদ্ যে কেচিদ্বিষমজ্বরাঃ। তে ক্ষিপ্রমুপশাম্যন্তি হেতুৎকূপোদসেবনাৎ॥ ৭৮॥ তবাগ্রতো মম জরা পলিতঞ্চ যথাবিধি। এতৎকূপোদপানেন ক্ষণান্নষ্টং নবোঽভবম্॥ ৭৯॥ বৃদ্ধকালেশ্বরে লিঙ্গে সেবিতে ন দরিদ্রতা। নোপসর্গা ন বা রোগা ন পাপং নাস্যজং ফলম্॥ ৮০॥ উত্তরে কৃত্তিবাসস্য বারাণস্যাং প্রযত্নতঃ। বৃদ্ধকালেশ্বরং লিঙ্গং দ্রষ্টব্যং সিদ্ধিকামুকৈঃ॥ ৮১॥ ইত্যুক্ত্বা তং মহীপালং হস্তে ধৃত্বা তপোধনঃ। সানঙ্গলেখারাজ্ঞীকং তস্মিঁল্লিঙ্গে লয়ং যযৌ॥ ৮২॥ মহাকাল মহাকাল মহাকালেতি কীর্ত্তনাৎ। শতধা মুচ্যতে পাপৈর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮৩॥ ইত্থং ভবিত্রী তে মুক্তিঃ কৈটভারাতিদর্শনাৎ। ভোগান্ ভুক্ত্বা বহুবিধান্ বৈকুণ্ঠনগরে শুভে॥ ৮৪॥ ইতি সংহৃষ্টতনূরুহঃ স বিপ্রো ভগবত্তদ্গণবক্ত্রতো নিশম্য। স্বমুদর্কমথার্ককোটিরম্যং হরিলোকং পরিলোকয়াঞ্চকার॥ ৮৫॥ মৈত্রাবরুণিরুবাচ। লোপামুদ্রে স বিপ্রেন্দ্রো ভোগান্ ভুক্ত্বা মনোরমান্। মায়াপুরীকৃতপ্রাণ-ত্যাগপুণ্যবলেন চ॥ ৮৬॥ বৈকুণ্ঠলোকাদাগত্য পত্তনে নন্দিবর্দ্ধনে। ভৌমানি ভুক্ত্বা সৌখ্যানি পুত্রানুৎপাদ্য সুন্দরান্॥ ৮৭॥ তেষু রাজ্যং বিনিক্ষিপ্য প্রাপ্য

হে রাজেন্দ্র! আরও বলি, শ্রবণ কর; তুমি যে বলিলে, শম্ভু এই প্রাসাদের কর্ত্তা ও কারয়িতা, তাহা সত্য। পুণ্যকর্ম্ম কখনও প্রকাশ করিবে না। "আমি করিয়াছি" এই কথা বলিলে, পুণ্য তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ধনের ন্যায় পুণ্যকে অতিযত্নে গোপন করিবে। পুণ্যের কীর্ত্তন করিলে ভস্মে আহুতির ন্যায় তাহা ব্যর্থ হয়। হে অনঘ! নিশ্চয় তুমি বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই প্রসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছ, ইহা আমি জানিতেছি। হে মহীপতে! বৃদ্ধকালেশ্বর নামক লিঙ্গ অনাদি, ইহা জ্ঞাত হও, কিন্তু তুমি ইহার নিমিত্ত। সেই বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন, পূজন ও প্রণাম হইতে সকল বাঞ্ছিতপ্রাপ্তি হয়। কালোদক নামক কূপ জরা এবং ব্যাধিনাশক। ইহার জলপান করিলে মাতার স্তন্য পান করিতে হয় না। এই কূপজলে স্নান ও এই লিঙ্গের পূজা করিলে নর এক বর্ষে মনোভিলষিত সিদ্ধিলাভ করে। কালদমোদকপান করিলে কুষ্ঠ, বিস্ফোট, রম্ভা নামক রোগ, বিচর্চ্চিকা এবং কফপীড়া থাকে না। অগ্নিমান্দ্য, শূল, মেহ, প্রবাহিকা, মূত্রকৃচ্ছ্র, পামা, ভূতজ্বর এবং বিষমজ্বর এই কূপোদক সেবনে শীঘ্র উপশান্ত হয়। ৫৮—৭৮। এই কূপোদকপানে তোমার সমক্ষেই আমার জরা এবং পলিত ক্ষণকাল মধ্যেই নষ্ট হইয়াছে এবং আমি তরুণ হইয়াছি। বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ সেবা করিলে দরিদ্রতা হয় না; উপসর্গ, রোগ পাপ এবং পাপ জন্য ফল হয় না। বারাণসীতে কৃত্তিবাসের উত্তরে বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গকে সিদ্ধিলাভার্থিগণ যত্নপূর্ব্বক দেখিবে।" তপোধন এই কথা বলিয়া সপত্নীক মহারাজের হস্তধারণপূর্ব্বক সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইবেন। "মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল" ইহা কীর্ত্তন করিলে শত প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। নারায়ণ দর্শনে বৈকুণ্ঠনগরে বহু প্রকার ভোগলাভ করিয়া তোমার এই প্রকার মুক্তি হইবে। মৈত্রাবরুণি কহিলেন, হে লোপামুদ্রে! সেই ব্রাহ্মণ মায়াপুরীতে প্রাণত্যাগজনিত পুণ্যবলে মনোরম ভোগ প্রাপ্ত হইয়া, বৈকুণ্ঠ হইতে নন্দীবর্দ্ধনপত্তনে আগমন করত পার্থিব সুখসমূহ অনুভব করিয়া সুন্দর পুত্র উৎপাদন করিলেন। পরে তাহাতে রাজ্য নিক্ষেপ

বারাণস্যাং পুরীম্। বিশ্বেশ্বরং সমারাধ্য নির্ব্বাণপদমীয়িবান্ ॥ ৮৮ ॥ ইত্থং মোক্ষস্ত নির্ণীতঃ প্রিয়ে হ্যানন্দকাননে। অতঃ স্মরামি তাং কাশীং হেলয়ামুক্তিদায়িনীম্ ॥ ৮৯ ॥ এতৎ পুণ্যতমাখ্যানং বিপ্রস্ত শিবশর্ম্মণঃ। শ্রুত্বা পাপবিনির্ম্মুক্তো জ্ঞানং পরমমৃচ্ছতি ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবশর্ম্মনির্ব্বাণপ্রাপণং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শৃণু সূত প্রবক্ষ্যামি কথাং কলশজন্মনঃ। যামাকর্ণ্য নরো ভূয়াদ্বিরজা জ্ঞানভাজনম্ ॥ ১ ॥ গিরিং প্রদক্ষিণীকৃত্য শ্রীসংজ্ঞং কলশোদ্ভবঃ। সপত্নীকো দদর্শাথ রম্যং স্কন্দবনং মহৎ ॥ ২ ॥ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাঢ্যঞ্চ রসবৎফলপাদপম্। সুসেব্যকন্দমূলাঢ্যং সুবল্কলমহীরুহম্ ॥ ৩ ॥ নিবীতশ্বাপদগণং সসরিৎপল্বলাবৃতম্। স্বচ্ছগম্ভীরকাসারং সারং সর্ব্বভুবঃ পরম্ ॥ ৪ ॥ নানাপতত্রিসঙ্ঘুষ্টং নানামুনিজনোষিতম্। তপঃসঙ্কেতনিলয়মিবৈকং সম্পদাং পদম্ ॥ ৫ ॥ লোহিতো নাম তত্রাস্তি গিরিঃ স্বর্ণগিরিপ্রভঃ। সুকন্দরপ্রস্রবণঃ সুসানুশিখরপ্রভঃ ॥ ৬ ॥ কৈলাসস্যৈকশকলং কর্ম্মভূমাবিহাগতম্। তপস্তপ্তুমিব প্রোচ্চৈর্নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥ তত্রাদ্রাক্ষীন্মুনিশ্রেষ্ঠোঽগস্ত্যঃ সাক্ষাৎ ষড়াননম্। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ সপত্নীকো মহাতপাঃ ॥ ৮ ॥ তুষ্টাব গিরিজাসূনুং সূক্তৈঃ শ্রুতিসমুদ্ভবৈঃ। তথা স্বকৃতয়া স্তুত্যা প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ ॥৯॥ অগস্তিরুবাচ। নমোঽস্তু বৃন্দারকবৃন্দবন্দ্যপাদারবিন্দায় সুধাকরায়। ষড়াননায়ামিতবিক্রমায় গৌরীহৃদানন্দসমুদ্ভবায় ॥ ১০ ॥ নমোঽস্তু তুভ্যং প্রণতার্ত্তিহন্ত্রে কর্ত্রে সমস্তস্য মনোরথানাম্। দাত্রে রথানাং পরতারকস্য হন্ত্রে প্রচণ্ডাসুরতারকস্য ॥১১॥ অমূর্ত্তমূর্ত্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে গুণায় গুণ্যায় পরাৎপরায়। অপারপরায় পরাপরায় নমোঽস্তু তুভ্যং শিখিবাহনায় ॥১২॥ নমোঽস্তু তে ব্রহ্মবিদাং বরায় দিগম্বরায়াম্বরসংস্থিতায়। হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যবাহবে নমো হিরণ্যায় হিরণ্যরেতসে ॥ ১৩ ॥ তপঃস্বরূপায় তপোধনায় তপঃফলনাং প্রতিপাদকায়। সদা

করিয়া বারাণসী নগরীতে গমন করত বিশ্বেশ্বর আরাধনা করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রিয়ে! আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রে এইরূপই মোক্ষ নির্ণীত হইয়াছে। এই জন্যই আমি সেই অনায়াসমুক্তিদায়িনী কাশীকে স্মরণ করি। শিবশর্ম্মা ব্রাহ্মণের এই পুণ্যতম আখ্যান শ্রবণ করিলে পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ৭৯-৯।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে সূত! শ্রবণ কর, আমি কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করিলে মানব রজোরহিত এবং জ্ঞানভাজন হয়। সপত্নীক অগস্ত্য শ্রীপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া মহৎ স্কন্দবন দর্শন করিলেন। ঐ বন সর্ব্বদা সকল ঋতুর কুসুমে সুশোভিত, সরস ফলযুক্ত পাদপে পরিপূর্ণ, সুসেব্য কন্দমূলে অলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট বল্কলযুক্ত বৃক্ষপরিবৃত, বিনীতশ্বাপদসঙ্কুল, সরিৎ ও পল্বলসমন্বিত, স্বচ্ছসলিল ও গম্ভীর সরসীসমন্বিত, সকল ভূমির সারস্বরূপ, নানা পক্ষিনাদে নিনাদিত, নানা মুনিগণের আবাসস্থান, যেন তপস্যার সঙ্কেতনিলয় এবং সম্পদের একমাত্র স্থান। সেই স্থানে স্বর্ণগিরিসন্নিভ লোহিত নামে একটী পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের কন্দর, প্রস্রবণ, সানু এবং শিখর অতি রমণীয়; যেন কৈলাস পর্ব্বতের একদেশ নানা আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া এই কর্ম্মভূমিতে তপস্যা করিতে আসিয়াছে। ১—৭। মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য সেই পর্ব্বতে সাক্ষাৎ ষড়ানন কার্ত্তিকেয়কে দেখিতে পাইলেন। তখন মহাতপাঃ কুম্ভসম্ভব, পত্নীর সহিত দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিয়া বেদসম্ভব সূক্ত দ্বারা পার্ব্বতীনন্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। অগস্ত্য কহিলেন,—দেবসমূহবন্দিতপাদকমল, সুধাকরসদৃশ আনন্দকর, গৌরীর হৃদয়নন্দন, অমিতবিক্রম, ষড়াননকে নমস্কার। তুমি প্রণতগণের দুঃখনাশক, সমস্ত মনোরথের সম্পাদক, পরবঞ্চকগণের মনোরথের বিনাশক, তারকাসুরের হন্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি মূর্ত্তামূর্ত্ত পঞ্চভূতস্বরূপ, সহস্রমূর্ত্তি, সত্ত্বরজোস্তমোগুণাত্মক, অথবা গুণ হইতে প্রধান এবং শিখিবাহন, তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, দিগম্বর, আকাশসংস্থিত, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহু, হিরণ্য এবং হিরণ্য রেতাস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি তপস্যাস্বরূপ, তপোধন, তপঃফলের প্রতিপাদক, সর্ব্বদা কুমার,

কুমারায় হি মায়ামারিণে তৃণীকৃতৈশ্বর্য্য-বিরাগিণে নমঃ॥ ১৪॥ নমোঽস্তু তুভ্যং শরজন্মনে বিভো প্রভাতসূর্য্যারুণদন্তপঙ্‌ক্তয়ে। বালায় চাবাল পরাক্রমায় ষাণ্মাতুরায়ালমনাতুরায়॥ ১৫॥ মীঢুষ্টমায়োত্তরমীঢুষে নমোনমো গণানাং পতয়ে গণায়। নমোঽস্তুতে জন্মজরাতিগায় নমো বিশাখায় সুশক্তিপাণয়ে॥ ১৬॥ সর্ব্বস্য নাথস্য কুমারকায় ক্রৌঞ্চারয়ে তারকমারকায়। স্বাহেয় গাঙ্গেয় চ কার্ত্তিকেয় শৈবেয় তুভ্যং সততং নমোঽস্তু॥ ১৭॥ ইত্থং পরিষ্টুত্য স কার্ত্তিকেয়ং নমো নমোঽস্ত্বিত্যভিভাষমাণঃ। ত্রিঃ পরিক্রম্য পুরো বিবেশ স্থিতো মুনীশোপবিশেতি চোক্তঃ॥ ১৮॥ কার্ত্তিকেয় উবাচ। ক্ষেমোঽস্তি কুম্ভজন্ম মুনে ত্রিদশৈকসহায়কৃৎ। জানে ত্বামিহ সম্প্রাপ্তং তথা বিন্ধ্যাচলোন্নতিম্॥ ১৯॥ অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে ক্ষেমং ত্র্যক্ষেণ রক্ষিতে। যত্র ক্ষীণায়ুষাং সাক্ষাদ্বিরূপাক্ষোঽস্তি মোক্ষদঃ॥ ২০॥ ভূর্ভুবঃস্বস্তলে বাপি ন পাতালতলেঽমলম্। নোর্দ্ধলোকে ময়া দৃষ্টং তাদৃক্ ক্ষেত্রং ক্বচিন্মুনে॥ ২১॥ অহমেকচরোঽপ্যত্র তৎক্ষেত্রপ্রাপ্তয়ে মুনে। তপো তপাংসি নাদ্যাপি ফলেয়ুর্মে মনোরথাঃ॥ ২২॥ ন তৎ পুণ্যৈর্ন তদ্দানৈর্ন তপোভির্ন তজ্জপৈঃ। ন লভ্যং বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্লভ্যমৈশাদনুগ্রহাৎ॥ ২৩॥ ঈশ্বরানুগ্রহাদেব কাশীবাসঃ সুদুর্লভঃ। সুলভঃ স্যান্মুনে নূনং ন বৈ সুকৃতকোটিভিঃ॥ ২৪॥ অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টির্বিধাতুর্ব্যতিরেকিণী। ন তৎক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ॥ ২৫॥ অহো মতেঃ সুদৌর্ব্বল্যমহো ভাগ্যস্য দৌর্ব্বিধম্। অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং যৎ কাশীহ ন সেব্যতে॥ ২৬॥ শরীরং জীর্য্যতে নিত্যং সঞ্জীর্য্যন্তীন্দ্রিয়াণ্যপি। আয়ুর্ম্মৃগো মৃগয়ুণা কৃতলক্ষো হি মৃত্যুনা॥ ২৭॥ সাপদং সম্পদং জ্ঞাত্বা সাপায়ং কায়মুচ্চকৈঃ। চপলাচপলঞ্চায়ুর্ম্মত্বা কাশীং সমাশ্রয়েৎ॥ ২৮॥ যাবন্নোত্যায়ুষশ্চান্তস্তাবৎ কাশী ন মুচ্যতে। কালঃ কলালবস্যাপি সংখ্যাতুঃ নৈব বিস্মরেৎ॥ ২৯॥ জরানিকটনিক্ষিপ্তা বাধন্তে ব্যাধয়ো ভৃশম্। তথাপি দেহো নানেহো নাহো কাশীং সমীহতে॥ ৩০॥ তীর্থস্নানেন জপ্যেন পরোপকরণোক্তিভিঃ। বিনার্থং

কামজেতা এবং ঐশ্বর্য্যবিরাগী তোমাকে নমস্কার। তুমি শরজন্মা, তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ, তুমি বালক হইলেও তোমার পরাক্রম বালকযোগ্য নহে, তুমি ষাণ্মাতুর এবং অনাতুর তোমাকে নমস্কার। তুমি মীঢ়ুষ্টম, উত্তরমীঢ়ুষ, গণপতি এবং গণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জন্মজরাতিগ, বিশাখ ও শক্তিপাণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের নাথের কুমার, ক্রৌঞ্চারি, তারকবিনাশন, হে স্বাহেয়! গাঙ্গেয়! কার্ত্তিকেয়! শৈবেয়! তোমাকে নমস্কার। 'নমোনমঃ' এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কার্ত্তিকেয়কে স্তব করিয়া অগস্ত্য দুই তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে, কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে "হে মুনীন্দ্র! উপবেশন কর" এই কথা বলিয়া পরে কহিলেন,—হে দেবগণের সহায় কুম্ভজ মুনে! তোমার মঙ্গল ত? তুমি এই স্থানে আসিয়াছ, আমি জানিয়াছি। অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রের কথা কি জিজ্ঞাসা করিব? যে ক্ষেত্র স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত, তাহার নিশ্চয় মঙ্গল। যে স্থানে আয়ুঃক্ষয় হইলে সাক্ষাৎ বিরূপাক্ষ, মুক্তিদাতা। আমি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, পাতাল বা ঊর্দ্ধলোকে ঈদৃশ অমল ক্ষেত্র দেখি নাই। হে মুনে! আমি সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রপ্রাপ্তিনিমিত্ত একচর হইয়া তপস্যা করিতেছি, কিন্তু অদ্যাপি আমার মনোরথ সফল হয় নাই।৮-২২। পুণ্যকর্ম্ম, দান, জপ ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা সেই ক্ষেত্র লাভ করা যায় না, কিন্তু একমাত্র মহাদেবের অনুগ্রহে লাভ করা যায়। হে মুনে! সুদুর্লভ কাশীবাস ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সুলভ হয়, কোটি কোটি সুকৃত দ্বারা হয় না। সেই কাশী বিধাতার সৃষ্টি হইতে ভিন্ন অন্য এক নির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। স্বয়ং ঈশ্বরও সেই ক্ষেত্রের গুণ বলিতে শক্ত হন না। আমার কি জ্ঞানের দৌর্ব্বল্য! ভাগ্যের কি অল্পতা! মোহের কি মাহাত্ম্য! যে, কাশীর সেবা করিতেছি না। নিত্যই শরীর এবং ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইতেছে, মৃত্যুরূপ মৃগয়ুকর্ত্তৃক আয়ুরূপ মৃগ লক্ষ্যীকৃত হইতেছে। সম্পদকে আপদ্‌যুক্ত, কায়কে অপায়গ্রস্ত এবং আয়ুকে চপলাসদৃশ চঞ্চল জ্ঞান করিয়া কাশী আশ্রয় করিবে। যতদিন না আয়ুর অন্ত হয়, ততদিন কাশী ত্যাগ করিবে না; মৃত্যু, কলাপরিমিত সময়কেও সংখ্যা করিতে বিস্মৃত হইবে না। ব্যাধি সকল জরার নিকটে নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। দেহ তথাপি নানা বিষয় চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কাশীসেবা করিতেছে না। তীর্থস্নান, জপ এবং পরোপকার বাক্য

লভ্যতে ধর্ম্মো ধর্ম্মাদর্থঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ বিনৈবার্থার্জ্জনোপায়ং ধর্ম্মাদর্থো ভবেদ্ধ্রুবম্। অতোঽর্থচিন্তামুৎসৃজ্য ধর্ম্মমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৩২ ॥ ধর্ম্মাদর্থোঽর্থতঃ কামঃ কামাৎ সর্ব্বসুখোদয়ঃ। স্বর্গোঽপি সুলভো ধর্ম্মাৎ কাশ্যেকা দুর্লভা পরম্ ॥ ৩৩ ॥ উপায়ত্রয়মেবাত্র স্থাণুর্নির্ব্বাণকারণম্। সর্ব্বাণ্যগ্রে বভাণাদ্ধা পরিনির্ণীয় সর্ব্বতঃ ॥ ৩৪ ॥ পূর্ব্বং পাশুপতো যোগস্ততস্তীর্থং সিতাসিতম্। ততোঽপ্যেকমনায়াসমবিমুক্তং বিমুক্তিদম্ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীশৈলহিমশৈলাদ্যা নানাস্থায়তনানি চ। ত্রিদণ্ডধারণঞ্চাপি সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৬ ॥ তপাংসি নানারূপাণি ব্রতানি নিয়মা যমাঃ। সিন্ধূনামপি সম্ভেদা অরণ্যানি বহূন্যপি ॥ ৩৭ ॥ মানসান্যপি ভৌমানি ধারাতীর্থাদিকানি চ। উষরাশ্চাপি পীঠানি হ্যচ্ছিন্নাম্নায়পাঠনম্ ॥ ৩৮ ॥ জপশ্চাপি মনূনাঞ্চ তথাগ্নিহবনানি চ। দানানি নানাক্রতবো দেবতোপাসনানি চ ॥ ৩৯ ॥ ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রাণি সাঙ্খ্যযোগাদয়স্তথা। বিষ্ণোরারাধনং শ্রেষ্ঠং মুক্তয়েঽভিহিতং কিল ॥ ৪০ ॥ পুর্য্যশ্চাপি সমাখ্যাতা মৃতজন্তুবিমুক্তিদাঃ। কৈবল্যসাধনানীহ ভবন্ত্যেব বিনিশ্চিতম্ ॥ ৪১ ॥ এতানি যানি প্রোক্তানি কাশীপ্রাপ্তিকরাণি চ। প্রাপ্য কাশীং ভবেন্মুক্তো জন্তুর্নান্যত্র

দ্বারা অর্থ ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম হইতে অর্থ স্বয়ং উপস্থিত হয়। অর্থোপার্জ্জনোপায় ব্যতীতও ধর্ম্ম হইতে নিশ্চয় অর্থ হয়, অতএব অর্থচিন্তা ত্যাগ করিয়া একমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় লইবে। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, কাম হইতে সকল সুখের উদয় হয়। অধিক কি, ধর্ম্ম হইতে স্বর্গও সুলভ; কেবল একমাত্র কাশীই দুর্লভ। মহাদেব সর্ব্বশাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া উপায়ত্রয়কে পার্ব্বতীর সমক্ষে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণকারণ বলিয়াছেন। প্রথম উপায় পাশুপতযোগ, দ্বিতীয় প্রয়াগতীর্থ, তৃতীয় আয়াসশূন্য অবিমুক্তক্ষেত্র। শ্রীশৈল, হিমশৈল, নানা আয়তন, ত্রিদণ্ডধারণ, সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস, নানাপ্রকার তপস্যা, নিয়ম, যম, নদীসঙ্গম, বহু অরণ্য, ধ্যানাদি মানসকার্য্য, ভূমিসম্বন্ধী ধারাতীর্থাদি, উষরাদি নব তীর্থ, পীঠ সকল, অবিচ্ছিন্ন বেদপাঠ, মন্ত্রজপ, অগ্নিতে হোম, বহুদান, নানা ক্রতু, দেবতোপাসনা, ত্রিরাত্রোপবাস, পঞ্চরাত্রোপবাস, আত্মানাত্মবিবেক, মুক্তি নিমিত্ত কথিত বিষ্ণুর আরাধনা, মোক্ষপ্রদ অযোধ্যাদি পুরী, এই সকলই

কুত্রচিৎ ॥ ৪২ ॥ অতএব হি তৎ ক্ষেত্রং পবিত্রমতিচিত্রকৃৎ। বিশ্বেশিতুঃ প্রিয়ং নিত্যং বিষগ্ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥ ৪৩ ॥ ইদমেব হি তৎ ক্ষেত্রং কুশলপ্রশ্নকারণম্। এহ্যেহি দেহি মে স্পর্শং নিজগাত্রস্য সুব্রত ॥ ৪৪ ॥ অপি কাশ্যাঃ সমাগচ্ছৎ স্পর্শবৎস্পর্শ ইষ্যতে। ময়াত্র তিষ্ঠতা নিত্যং কিন্তু ত্বং তত আগতঃ॥ ৪৫ ॥ ত্রিরাত্রমপি যে কাশ্যাং বসন্তি নিয়তেন্দ্রিয়াঃ। তেষাং পুনন্তি নিয়তং স্পৃষ্টাশ্চরণরেণবঃ ॥ ৪৬ ॥ ত্বন্তু তত্র কৃতাবাসঃ কৃতপুণ্যমহোচ্চয়ঃ। উত্তরপ্রবহাস্নান-জাতপিঙ্গলমূর্দ্ধজঃ ॥ ৪৭ ॥ তব তত্র তু যৎ কুণ্ডমগস্তীশ্বরসন্নিধৌ। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃতসর্ব্বোদকক্রিয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ পিতৄন্ পিণ্ডৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রদ্ধাশ্রাদ্ধবিধানতঃ। কৃতকৃত্যো ভবেজ্জন্তুর্বারাণস্যাঃ ফলং লভেৎ ॥ ৪৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বগাত্রাণি স্পৃষ্ট্বা কুম্ভোদ্ভবস্য চ। স্কন্দোঽমৃতসরোবারি বিগাহ্য সুখমাপ্তবান্ ॥ ৫০ ॥ জয় বিশ্বেশ নেত্রাণি বিনিমীল্য বদন্নপি। ততঃ কিঞ্চিৎ ক্ষণং দধ্যৌ গুহঃ স্থাণু-

---

কাশীপ্রাপ্তিকর। জন্তু কাশীপ্রাপ্ত হইলেই মুক্ত হয়, অন্য কোন স্থানে হয় না। ২৩—৪২। অতএব সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র পবিত্র, মুক্তিকারী এবং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে বিশ্বেশ্বরের একমাত্র প্রিয়। তুমি সেই ক্ষেত্র হইতে আগমন করিতেছ বলিয়াই তোমার কুশল প্রশ্ন করিতেছি। হে সুব্রত! এস এস, তোমার গাত্রের স্পর্শ দান কর। আমি কাশী হইতে সমাগত বায়ুর স্পর্শকেও ইচ্ছা করিতেছি; তুমি সেই কাশী হইতে আগমন করিতেছ, তোমার স্পর্শের কথা কি বলিব! যাহারা নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া কাশীতে ত্রিরাত্রও বাস করে, তাহাদের চরণরেণু স্পর্শ করিলেও পবিত্র হওয়া যায়। তুমি ত সেই কাশীতে বাস করিয়া পুণ্যসমূহ সঞ্চয় করিতেছ। উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে তোমার মূর্দ্ধজসমূহ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। হে অগস্ত্য! সেই কাশীতে ঈশ্বরসন্নিধিতে তোমার যে কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান, তাহার জলপান, সেই জলে তর্পণাদি তীর্থোদককার্য্য এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধবিধানে পিতৃগণকে পূজা করিলে মানব কৃতকৃত্য হয়, আর কাশীর ফল লাভ করে। স্কন্দ এই কথা বলিয়া কুম্ভোদ্ভবের সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিয়া সুধাসরোবরজলে অবগাহনজনিত সুখ প্রাপ্ত হইলেন; নেত্রনিমীলন করিয়া 'জয় বিশ্বেশ্বর' বলিয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া কিছুক্ষণ ধ্যান

সুনিশ্চলঃ ॥ ৫১ ॥ স্কন্দে বিসর্জ্জিতধ্যানে সুপ্রসন্ন-মনোমুখে। প্রতীক্ষ্য বাগবসরং পপ্রচ্ছাথ মুনি-র্গুহম্ ॥ ৫২ ॥ অগস্তিরুবাচ। স্বামিন্ যথা ভগ-বতা ভগবত্যৈ পুরাকথি। বারাণস্যাস্তু মহিমা হিমশৈলভুবে মুদা ॥ ৫৩ ॥ ত্বয়া যথা সমাকর্ণি তদুৎসঙ্গনিবাসিনা। তথা কথয় ষড়্বক্ত্র তৎ ক্ষেত্রং মেঽতিরোচতে ॥ ৫৪ ॥ স্কন্দ উবাচ। শৃণুষ মৈত্রাবরুণে যথা ভগবতাকথি। তৎক্ষেত্র-স্যাবিমুক্তস্য মম মাতুঃ পুরঃ পুরা ॥ ৫৫ ॥ শ্রুতঞ্চ যত্তদুৎসঙ্গে স্থিতেন স্থিরচেতসা। মাহাত্ম্যং তচ্ছৃণু মুনে কথ্যমানং ময়ানঘ ॥ ৫৬ ॥ গুহ্যানাং পরমং গুহ্যমবিমুক্তমিহেরিতম্। তত্র সন্নিহিতা সিদ্ধির্যত্র নিত্যঃ স্থিতো বিভুঃ ॥ ৫৭ ॥ ভূর্লোকে-নৈব সংলগ্নং তৎ ক্ষেত্রং হ্যন্তরীক্ষগম্। অযোগিনো ন বীক্ষন্তে পশ্যন্ত্যেব চ যোগিনঃ ॥ ৫৮ ॥ যস্তত্র নিবসেদ্বিপ্র সংযতাত্মা সমাহিতঃ। ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ুভক্ষসমো ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ নিমেষ-মাত্রমপি যো হ্যবিমুক্তেঽতিভক্তিভাক্। ব্রহ্মচর্য্য-সমাযুক্তং তেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥ ৬০ ॥ যস্তু মাসং বসেদ্ধীরো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বং তেন ব্রতং চীর্ণং দিব্যং পাশুপতং ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ সংবৎসরং বসংস্তত্র জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অপরস্ববিপুষ্টাঙ্গঃ পরান্নপরিবর্জ্জকঃ ॥ ৬২ ॥ পরা-পবাদরহিতঃ কিঞ্চিদ্দানপরায়ণঃ। সমাঃ সহস্র-মন্যত্র তেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥ ৬৩ ॥ যাবজ্জীবং বসেদ্যস্তু ক্ষেত্রমাহাত্ম্যবিন্নরঃ। জন্মমৃত্যুভয়ং হিত্বা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬৪ ॥ ন যোগৈর্যা গতির্লভ্যা জন্মান্তরশতৈরপি। অন্যত্র হেলয়া সাত্র লভ্যেশস্য প্রসাদতঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মহা যোঽভি-গচ্ছেদ্বৈ দৈবাদ্বারাণসীং পুরীম্। তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥ ৬৬ ॥ আদেহপতনং যাবদ্যোঽবিমুক্তং ন মুঞ্চতি। ন কেবলং ব্রহ্মহত্যা প্রকৃতিশ্চ নিবর্ত্ততে ॥ ৬৭ ॥ অনন্যমানসো ভূত্বা তৎ ক্ষেত্রং যো ন মুঞ্চতি। স মুঞ্চতি জরামৃত্যু-গর্ভবাসং মুহুঃসহম্ ॥ ৬৮ ॥ অবিমুক্তং নিষেবেত দেবর্ষিগণসেবিতম্। যদীচ্ছেন্মানবো ধীমান্ ন পুনর্জননং ভুবি ॥ ৬৯ ॥ অবিমুক্তং ন মুঞ্চেত সংসারভয়মোচনম্। প্রাপ্য বিশ্বেশ্বরং দেবং ন

করিতে লাগিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকেয় ধ্যান ভঙ্গ করিলে তাঁহার মন ও মুখ সুপ্রসন্ন হইলে অগস্ত্য, বাক্যের সময় বুঝিয়া গুহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্বামিন্ ষড়ানন! ভগবান্ মহাদেব, ভগবতী পার্ব্বতীকে বারাণসীর যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তুমি পার্ব্বতীর ক্রোড়স্থিত হইয়া শুনিয়াছ, তাহার কীর্ত্তন কর; সেই ক্ষেত্রমহিমা শুনিতে আমার অত্যন্ত রুচি; হইতেছে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মৈত্রা-বরুণে! ভগবান্ আমার মাতার নিকট অবি-মুক্ত ক্ষেত্রের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি মাতার উৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। হে অনঘ! তুমি তাহা শ্রবণ কর। অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরম গুহ্য, তাহাতে সিদ্ধি সন্নিহিত আছে; যাহাতে সাক্ষাৎ বিভু অবস্থান করিতেছেন। সেই ক্ষেত্র ভূর্লোকে সংলগ্ন নহে,—অন্তরীক্ষগত! অযোগি-গণ তাহা দেখিতে পায় না, কিন্তু যোগিগণ দেখেন। হে বিপ্র! যে, সংযতাত্মা ও সমাহিতচিত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রে বাস করে, সে ত্রিকাল ভোজন করিলেও বায়ুভক্ষ ঋষির তুল্য। যে নিমেষমাত্রও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করে, তাহার মহৎতপঃ অনুষ্ঠান করা হয়। যে লঘু-আহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তথায় একমাস বাস করে, তাহার সমস্ত পাশুপত ব্রতের আচরণ করা হয়। ৪৩—৬১। ক্রোধ ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া স্বধনে শরীর শোষণপূর্ব্বক পরাপবাদরহিত ও কিছু দান করত এক বৎসর কাশীতে বাস করিলে, অন্য স্থানে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হয়। যে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যজ্ঞ হইয়া যাব-জ্জীবন বাস করে, সে জন্মমৃত্যুভয়রহিত হইয়া পরমগতি লাভ করে। অন্যস্থানে শতবৎসর যোগাভ্যাস করিলেও যে গতি লাভ করা যায় না, এই স্থানে ঈশ্বরপ্রসাদে হেলায় সেই গতি লাভ হয়। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও যদি দৈবাৎ বারাণসী-পুরীতে গমন করে, তবে সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে তাহার সেই ব্রহ্মহত্যাপাপ নিবৃত্ত হয়। দেহপতন পর্য্যন্ত যে বারাণসী ত্যাগ করে না, কেবল ব্রহ্মহত্যা নহে তাহার প্রকৃতিরও নিবর্ত্তন হয়। যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্র ত্যাগ না করেন, তিনি জরা, মৃত্যু এবং দুঃসহ গর্ভবাস ত্যাগ করেন। ধীমান্ মানব যদি পৃথিবীতে পুনর্ব্বার জন্ম ইচ্ছা না করে, তবে দেবর্ষিসেবিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিবে না। সংসারভয়মোচন

স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ৭০ ॥ কৃত্বা পাপসহস্রাণি পিশাচত্বং বরং ত্বিহ। ন তু ক্রতুশতপ্রাপ্যঃ স্বর্গঃ কাশীপুরীং বিনা ॥ ৭১ ॥ অন্তকালে মনুষ্যাণাং ভিদ্যমানেষু মর্ম্মসু। বাতেনাতুদ্যমানানাং স্মৃতি-র্নৈবোপজায়তে ॥ ৭১ ॥ তত্রোৎক্রমণকালে তু সাক্ষাদ্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্। ব্যাচষ্টে তারকং ব্রহ্ম যেনাসৌ তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥ অশাশ্বতমিদং জ্ঞাত্বা মানুষ্যং বহুকিল্বিষম্। অবিমুক্তং নিষেবেত সংসারভয়নাশনম্ ॥৭৪ ॥ বিঘ্নৈরালোড্যমানোঽপি যোঽবিমুক্তং ন মুঞ্চতি। নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ং প্রাপ্য দুঃখান্তং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ৭৫ ॥ মহাপাপৌঘ-শমনীং পুণ্যোপচয়কারিণীম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদামন্তে কো ন কাশীং সুধীঃ শ্রয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ এবং জ্ঞাত্বা তু মেধাবী নাবিমুক্তং ত্যজেন্নরঃ। অবিমুক্ত-প্রসাদেন বিমুক্তো জায়তে যতঃ ॥ ৭৭ ॥ অবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যং ষড়্ভির্বক্ত্রৈঃ কথং ময়া। বক্তুং শক্যং ন শক্নোতি সহস্রাস্যোঽপি যৎ পরম্ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্কন্দাগস্ত্যসংবাদো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

অবিমুক্ত এবং বিশ্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ না করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। সহস্র সহস্র পাপ করিয়া এখানে পিশাচ হওয়াও ভাল, শত শত যজ্ঞ করিয়া কাশী ব্যতীত স্বর্গও ভাল নহে। মনুষ্যের অন্তকালে, যখন মর্ম্ম ভিদ্যমান হয় এবং বাত দ্বারা তুদ্যমান হয়, তখন স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। সেই উৎক্রান্তিকালে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ হইয়া তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন, যাহাতে মানব তন্ময় হয়। মনুষ্যতা অনিত্য এবং বহুপাপসঙ্কুল, ইহা জানিয়া সংসার-ভয়-নাশক অবিমুক্ত ধাম আশ্রয় করিবে। যিনি বিঘ্ন কর্ত্তৃক আলোড়িত হইয়াও বারাণসী ত্যাগ করেন না, তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া দুঃখান্ত লাভ করেন। যে কাশী মহাপাপ-সমূহনাশিনী, পুণ্যোপচয়কারিণী এবং ভোগ ও মুক্তিদায়িনী, কোন্ বুদ্ধিমান্ সেই কাশী আশ্রয় না করেন? ইহা জানিয়া মেধাবী মানব অবিমুক্ত ত্যাগ করিবে না। যেহেতু অবিমুক্ত ক্ষেত্রপ্রসাদে মুক্তি লাভ হয়। সহস্রবদন অনন্ত-দেবও যে মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ হন না; আমি ছয় মুখে অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেই মাহাত্ম্য কিরূপে বলিব? ৬২—৭৮।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। প্রসন্নোঽসি যদি স্কন্দ ময়ি প্রীতিরনুত্তমা। তৎ সমাচক্ষ ভগবন্ চিরং যন্মে হৃদি স্থিতম্ ॥ ১ ॥ অবিমুক্তমিদং ক্ষেত্রং কদারভ্য ভুবস্তলে। পরাং প্রথিতিমাপন্নং মোক্ষদঞ্চাভবৎ কথম্ ॥ ২ ॥ কথমেষা ত্রিলোকীজ্যা গীয়তে মণিকর্ণিকা। তত্রাসীৎ কিং পরা স্বামিন্ যদা নামরনিম্নগা ॥ ৩ ॥ বারাণসীতি কাশীতি রুদ্রাবাস ইতি প্রভো। অবাপ নামধেয়ানি কথ-মেতানি সা পুরী ॥ ৪ ॥ মহাশ্মশান ইতি চ কথং খ্যাতং শিখিধ্বজ। এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সন্দেহং মেঽপনোদয় ॥ ৫ ॥ স্কন্দ উবাচ। প্রশ্ন-ভারোঽয়মতুলস্ত্বয়া যঃ সমুদাহৃতঃ। কুম্ভযোনে-ঽমুমেবার্থমপ্রাক্ষীদম্বিকা হরম্ ॥ ৬ ॥ যথা চ দেব-দেবেন সর্ব্বজ্ঞেন নিবেদিতম্। জগন্মাতুঃ পুরস্তাচ্চ তথৈব কথয়ামি তে ॥ ৭ ॥ মহাপ্রলয়কালে চ নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। আসীত্তমোময়ং সর্ব্বমনর্কগ্রহ-

---

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে ভগবন্ স্কন্দ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমার প্রতি অনুত্তমা প্রীতি থাকে, তবে যাহা আমার হৃদয়ে অবস্থিত, তাহা কীর্ত্তন করুন। কোন্ সময় হইতে অবিমুক্ত ক্ষেত্র ভূতলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং কেনই বা উহা মোক্ষদ? কেন এই ত্রিলোকপূজ্য তীর্থকে মণিকর্ণিকা বলে? সেখানে কি পূর্ব্বে সুরধুনী ছিলেন না? এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের বারাণসী, কাশী, রুদ্রাবাস এবং আনন্দ-কানন এই নাম সকল কেন হইল? হে শিখিধ্বজ! কেনই বা ইহা মহাশ্মশান বলিয়া বিখ্যাত? আমি এই সকল শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার সন্দেহের অপনোদন করুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে কুম্ভ-যোনে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এ প্রশ্নভার অতুলনীয়; অম্বিকা মহাদেবকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।১—৬। জগন্মাতা পার্ব্বতীর নিকট দেবদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট

তারকম্ ॥ ৮ ॥ অচন্দ্রমনহোরাত্রমনগ্ন্যনিলভূতলম্ ।
অপ্রধানং বিয়চ্ছূন্যমন্যতেজোবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৯ ॥
দ্রষ্টৃশ্রোত্রাদিবিহীনঞ্চ শব্দস্পর্শসমুজ্ঝিতম্ । ব্যপেত-
গন্ধরূপঞ্চ রসত্যক্তমদিঙ্মুখম্ ॥ ১০ ॥ ইত্থং
সত্যন্ধতমসি সূচীভেদ্যে নিরন্তরে । তৎ
সদ্ব্রহ্মেতি যচ্ছ্রুত্যা সদেকং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১১ ॥
অমনোগোচরো বাচাং বিষয়ং ন কথঞ্চন ।
অনামরূপবর্ণঞ্চ ন স্থূলং ন চ যৎ কৃশম্ ॥ ১২ ॥
অহ্রস্বদীর্ঘমলঘু গুরুত্বপরিবর্জ্জিতম্ । ন যত্রোপচয়ঃ
কশ্চিত্তথা চাপচয়োঽপি চ ॥ ১৩ ॥ অভিধত্তে
সচকিতং যদস্তীতি শ্রুতিঃ পুনঃ । সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ
যদানন্দং পরং মহঃ ॥ ১৪ ॥ অপ্রমেয়মনাধার-
মবিকারমনাকৃতি । নির্গুণং যোগিগম্যঞ্চ সর্ব্ব-
ব্যাপ্যেককারণম্ ॥ ১৫ ॥ নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং
নির্ম্মায়ং নিরুপদ্রবম্ । যস্যেত্থং সংবিকল্পন্তে সংজ্ঞাঃ
সংজ্ঞোদিতস্য বৈ ॥ ১৬ ॥ তস্যৈকলস্য চরতো
দ্বিতীয়েচ্ছাভবৎ কিল । অমূর্ত্তেন স্বমূর্ত্তিশ্চ
তেনাকল্পি স্বলীলয়া ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণো-
পেতা সর্ব্বজ্ঞানময়ী শুভা । সর্ব্বগা সর্ব্বরূপা চ
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বকারিণী ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বৈকবন্দ্যা সর্ব্বাদ্যা
সর্ব্বদা সর্ব্বসংস্কৃতিঃ ॥ ১৯ ॥ পরিকল্প্যেতি তাং
মূর্ত্তিমৈশ্বরীং শুদ্ধরূপিণীম্ । অন্তর্দধে পরাখ্যং যদ্
ব্রহ্ম সর্ব্বগমব্যয়ম্ ॥ ২০ ॥ অমূর্ত্তং যৎ পরাখ্যং বৈ
তস্য মূর্ত্তিরহং প্রিয়ে । অর্ব্বাচীনপরাচীনা ঈশ্বরং
মাং জগুর্বুধাঃ ॥ ২১ ॥ ততস্তদেকলেনাপি স্বৈরং
বিহরতা ময়া । স্ববিগ্রহাৎ স্বয়ং সৃষ্টা স্বশরীরান-
পায়িনী ॥ ২২ ॥ প্রধানং প্রকৃতিং ত্বাঞ্চ মায়াং
গুণবতীং পরাম্ । বুদ্ধিতত্ত্বস্য জননীমাহুর্ব্বিকৃতি-
বর্জ্জিতাম্ ॥ ২৩ ॥ যুগপচ্চ ত্বয়া শক্ত্যা সাকং
কালস্বরূপিণা । ময়াদ্যপুরুষেণৈতৎ ক্ষেত্রঞ্চাপি
বিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥ স্কন্দ উবাচ । সা শক্তিঃ প্রকৃতিঃ
প্রোক্তা স পুমানীশ্বরঃ পরঃ । তাভ্যাঞ্চ রমমাণাভ্যাং
তস্মিন্ ক্ষেত্রে ঘটোদ্ভব ॥ ২৫ ॥ পরমানন্দরূপাভ্যাং
পরমানন্দরূপিণি । পঞ্চক্রোশপরীমাণে স্বপাদতল-
নির্ম্মিতে ॥ ২৬ ॥ মুনে প্রলয়কালেঽপি ন তৎ ক্ষেত্রং
কদাচন । বিমুক্তং হি শিবাভ্যাং যদবিমুক্তং ততো
বিদুঃ ॥ ২৭ ॥ ন যদা ভূমিবলয়ং ন যদাপাং সমুদ্ভবঃ ।
তদা বিহর্ত্তুমীশেন ক্ষেত্রমেতদ্বিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৮ ॥
ইদং রহস্যং ক্ষেত্রস্য বেদ কোঽপি ন কুম্ভজ ।

বলিতেছি। মহাপ্রলয় কালে স্থাবরজঙ্গম নষ্ট
হইলে সমস্তই সূর্য্য, গ্রহ ও তারকাশূন্য তমোময়
ছিল। তখন চন্দ্র, অহোরাত্র, অগ্নি, ভূতল ছিল
না। সকলই অস্বতন্ত্র বিপৎশূন্য, শূন্য তেজো-
বিবর্জ্জিত ছিল। তখন দ্রষ্টা, শ্রোতা, স্প্রষ্টা, রূপ,
শব্দ এবং স্পৃশ্য বস্তু কিছুই ছিল না। গন্ধ, রূপ,
রস এবং দিঙ্মুখ কিছুই ছিল না। এই প্রকার
ব্রহ্মবিদ্যাপনেয় সূচী আবরণাত্মক অন্ধকার হইলে
"তৎসৎ ব্রহ্ম" এই শ্রুতি দ্বারা যাহা অদ্বিতীয় এক
প্রতিপাদিত হয় ; যাহা মনের গোচর নয়, বাক্যের
বিষয় নয়, নামরূপবর্ণশূন্য ; না স্থূল, না কৃশ ; না
হ্রস্ব, না দীর্ঘ ; না লঘু, না গুরু ; যাহার উপচয় এবং
অপচয় নাই ; বেদও চকিতভাবে যাহাকে "অস্তি"
বলিয়া অভিধান করে ; যাহা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত,
আনন্দ এবং শ্রেষ্ঠতেজঃ ; যাহা অপ্রমেয় অনাধার,
অবিকার, আকৃতিশূন্য,নির্গুণ, যোগিগম্য, সর্ব্বব্যাপী,
এক কারণস্বরূপ, বিকল্পরহিত ; আরম্ভশূন্য, নিরা-
ময় এবং উপদ্রববিবর্জ্জিত ; সংজ্ঞাশূন্য যে ব্রহ্মের
এইসকল সংজ্ঞা বিকল্পিত হয় ; সেই একচর দ্বিতীয়
ইচ্ছা হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিশূন্য ব্রহ্ম আপনার
লীলা দ্বারা আপনার মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন।
সেই [illegible] অব্যয় পরব্রহ্ম, সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণযুক্তা
সর্ব্বজ্ঞানময়ী, মঙ্গলস্বরূপা, সর্ব্বগামিনী, সর্ব্ব-
স্বরূপা, সর্ব্বদর্শিনী, সর্ব্বকারিণী, সকলের এক-
মাত্র বন্দনীয়া,সকলের আদিভূতা, সর্ব্বদায়িনী
সকলের সম্যক্‌চেষ্টাস্বরূপা, শুদ্ধরূপিণী ঐশ্বরী মূর্ত্তি
কল্পনা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৭—২০। হে প্রিয়ে!
আমি সেই অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের মূর্ত্তি ; অর্ব্বাচীন এবং
প্রাচীন বুধগণ আমাকে ঈশ্বর বলেন। অনন্তর
আমি একাকী সচ্ছন্দে বিহার করিতে করিতে নিজ
শরীর হইতে নিজ শরীরের অব্যভিচারিণী মূর্ত্তির
সৃষ্টি করিলাম। প্রধান, প্রকৃতি, গুণবতী, শ্রেষ্ঠা
মায়া, বুদ্ধিতত্ত্বের জননী, বিকৃতিবর্জ্জিতা তুমিই
সেই মূর্ত্তি! কালস্বরূপ আদ্য পুরুষ আমি, শক্তি-
রূপিণী তোমার সহিত যুগপৎ এই ক্ষেত্রনির্ম্মাণ
করিয়াছি। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—সেই শক্তিই
প্রকৃতি, সেই পরমেশ্বরই পুরুষ, হে কুম্ভযোনে!
স্বপাদতলনির্ম্মিত পরমানন্দরূপ, পঞ্চক্রোশপরিমাণ
সেই ক্ষেত্র, বিহারপরায়ণ পরমানন্দস্বরূপ সেই
শিব ও শিবাকর্ত্তৃক প্রলয়কালেও কখন বিমুক্ত
হইবে না ; এই জন্যই ইহাকে অবিমুক্ত বলে। যখন
ভূমিবলয় ছিল না ; যখন জলের উৎপত্তি হয় নাই,
তখন ঈশ্বর বিহার নিমিত্ত এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া-

নাস্তিকায় ন বক্তব্যং কদাচিচ্চর্ম্মচক্ষুষে ॥ ২৯ ॥ শ্রদ্ধালবে বিনীতায় ত্রিকালজ্ঞানচক্ষুষে। শিবভক্তায় শান্তায় বক্তব্যঞ্চ মুমুক্ষবে ॥ ৩০ ॥ অবিমুক্তং তদারভ্য ক্ষেত্রমেতদুদীর্য্যতে। পর্য্যঙ্কভূতং শিবয়োর্নিরন্তরসুখাস্পদম্ ॥ ৩১ ॥ অভাবঃ কল্প্যতে মূঢৈর্যদা চ শিবয়োস্তয়োঃ। ক্ষেত্রস্যাস্য তদাভাবঃ কল্প্যো নির্ব্বাণকারিণঃ ॥ ৩২ ॥ অনারাধ্য মহেশানমনবাপ্য চ কাশিকাম্। যোগাদ্যুপায়বিজ্ঞোঽপি ন নির্ব্বাণমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥ অস্যানন্দবনং নাম পুরাকারি পিনাকিনা। ক্ষেত্রস্যানন্দহেতুত্বাদবিমুক্তমনন্তরম্ ॥ ৩৪ ॥ আনন্দকন্দবীজানামঙ্কুরাণি যতস্ততঃ। জ্ঞেয়ানি সর্ব্বলিঙ্গানি তস্মিন্নানন্দকাননে ॥ ৩৫ ॥ অবিমুক্তমিতি খ্যাতমাসীদিত্থং ঘটোদ্ভব। তথা চাখ্যাম্যথ মুনে যথাসীন্মণিকর্ণিকা ॥ ৩৬ ॥ প্রাগানন্দবনে তত্র শিবয়ো রমমাণয়োঃ। ইচ্ছেত্যভূৎ কলশজ সৃজ্যঃ কোঽপ্যপরঃ কিল ॥ ৩৭ ॥ যস্মিন্ ন্যস্তে মহাভারে আবাং স্বঃ স্বৈরচারিণৌ। নির্ব্বাণপ্রাণনং কুর্ব্বঃ কেবলং কাশিশায়িনাম্ ॥ ৩৮ ॥ স এব সর্ব্বং কুরুতে স এব

ছেন। কুম্ভজ! এই ক্ষেত্ররহস্য কেহই জানে না; ইহা কখনও নাস্তিককে বলিবে না। ধর্ম্মদর্শী, শ্রদ্ধালু, বিনীত, ত্রিকালজ্ঞ, শিবভক্ত, শান্ত ও মুমুক্ষুকে বলা উচিত! সেই অবধি ইহা অবিমুক্ত বলিয়া কথিত হয়। ইহা শিবা ও শিবের পর্য্যঙ্কস্বরূপ এবং নিরন্তর সুখাস্পদ; মূঢ় বুদ্ধিগণ যখন শিব ও শিবার অভাবের কল্পনা করে, তখনই নির্ব্বাণকারী এই ক্ষেত্রের অভাবের কল্পনা করিবে। যোগাদিতে অভিজ্ঞ হইলেও মহেশ্বরের আরাধনা ও কাশীতে গমন না করিলে কখনও নির্ব্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এই ক্ষেত্র মোক্ষরূপ-আনন্দের হেতু; এইজন্য পিনাকী ইহার নাম আনন্দকানন অনন্তর অবিমুক্ত রাখিয়াছেন। অথবা বিমুক্ত নাম করিয়া এই ক্ষেত্রে আনন্দকন্দের সর্ব্বপ্রকার বীজ ও অঙ্কুর হয় বলিয়া ইহার নাম আনন্দকানন। হে অগস্ত্য! এইরূপে অবিমুক্ত ও আনন্দকানন নামে বিখ্যাত হইয়াছে! এখন মণিকর্ণিকা যেরূপে হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। সেই আনন্দকাননে রমমাণ শিব ও শিবার অপর একটীর সৃজন করিতে ইচ্ছা হইল। আরও ভাবিলেন, তাহাতে গুরুভার নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দচারী হইয়া কেবল কাশী-মৃতগণকে নির্ব্বাণ

পরিপাতি চ। স এব সংবৃণোত্যন্তে সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিধিঃ স চ ॥ ৩৯ ॥ চেতঃসমুদ্রমাকুঞ্চ্য চিন্তাকল্লোলদোলিতম্। সত্ত্বরত্নং তমোগ্রাহং রজোবিদ্রুমবল্লিতম্ ॥ ৪০ ॥ যস্য প্রসাদাত্তিষ্ঠাবঃ সুখমানন্দকাননে। পরিক্ষিপ্তমনোবৃত্তৌ ক হি চিন্তাতুরে সুখম্ ॥ ৪১ ॥ সম্প্রধার্য্যেতি স বিভুঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চিৎস্বরূপয়া। তয়া সহ জগদ্ধাত্র্যা জগদ্ধাতাথ ধূর্জটিঃ ॥ ৪২ ॥ সব্যে ব্যাপারয়াঞ্চক্রে দৃশমঙ্গে সুধামুচম্। ততঃ পুমানাবিরাসীদেকস্ত্রৈলোক্যসুন্দরঃ ॥ ৪৩ ॥ শান্তঃ সত্ত্বগুণোদ্রিক্তো গাম্ভীর্য্যজিতসাগরঃ। তথা চ ক্ষময়া যুক্তো মুনেঽলব্ধোপমোঽভবৎ ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রনীলদ্যুতিঃ শ্রীমান্ পুণ্ডরীকোত্তমেক্ষণঃ। সুবর্ণাকৃতিসুচ্ছায়-দুকূলযুগলাবৃতঃ ॥ ৪৫ ॥ লসৎপ্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ড-যুগলদ্বয়রাজিতঃ। উল্লসৎপরমামোদ-নাভিহ্রদকুশেশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ একঃ সর্ব্বগুণাবাসস্ত্বেকঃ সর্ব্বকলানিধিঃ। একঃ সর্ব্বোত্তমো যস্মাত্ততো যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥ ততো মহান্তং তং বীক্ষ্য মহামহিমভূষণম্। মহাদেব উবাচেদং মহাবিষ্ণুর্ভবাচ্যুত ॥ ৪৮ ॥ তব নিশ্বসিতং বেদাস্তেভ্যঃ সর্ব্বমবৈষ্যসি। বেদদৃষ্টেন মার্গেণ কুরু সর্ব্বং যথোচিতম্ ॥ ৪৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা তং মহেশানো বুদ্ধিতত্ত্ব-

---

করিব। সেই সৃষ্টবস্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিধি হইয়া সকলের সৃজন, পালন এবং অন্তে সংহার করিবে। চিন্তাতরঙ্গদোলিত, সত্ত্বরূপ রত্নপূর্ণ, তমোরূপ গ্রাহসঙ্কুল, রজোরূপ বিদ্রুমমণ্ডিত চিত্তসমুদ্র স্থির করিয়া তাহার প্রসাদে আনন্দকাননে সুখে অবস্থান করিব। চঞ্চলচিত্ত চিন্তাতুর ব্যক্তির সুখ কোথায়? জগতের ধাতা বিভু ধূর্জ্জটি চিৎস্বরূপা জগদ্ধাত্রীর সহিত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সুধাস্রাবী চক্ষু আপনার বাম অঙ্গে ব্যাপারিত করিলেন। অনন্তর এক ত্রৈলোক্যসুন্দর পুরুষ আবির্ভূত হইল। ২১—৪৩। সেই পুরুষ শান্ত, সত্ত্বগুণে উদ্রিক্ত, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রবিজয়ী, ক্ষমাযুক্ত, অনুপম, ইন্দ্রনীলদ্যুতি, শ্রীমান্, পুণ্ডরীকনয়ন, সুবর্ণবর্ণ, সুশ্রী, বস্ত্রযুগলপরিধারী, প্রচণ্ডবাহুদ্বয়শোভিত তাহার নাভিহ্রদস্থিত কুশেশয় হইতে উত্তম আমোদ বিকীর্ণ হইতেছিল; সকল গুণের একমাত্র আবাস, সকল কলার একমাত্র নিধি, একমাত্র সর্ব্বোত্তম 'পুরুষোত্তম' শব্দ যাহাতে আরোপিত, নাম, অনন্ত মহামহিমভূষণ, সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া মহাদেব কহিলেন,—হে অচ্যুত! তুমি মহাবিষ্ণু হও। বেদ তোমার

স্বরূপিণম্। শিবয়া সহিতো রুদ্রো বিবেশানন্দকাননম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্মৌলাবাজ্ঞাং নিধায় চ। ক্ষণং ধ্যানপরো ভূত্বা তপস্যেব মনো দধৌ ॥ ৫১ ॥ খনিত্বা তত্র চক্রেণ রম্যাং পুষ্করিণীং হরিঃ। নিজাঙ্গস্বেদসন্দোহ-সলিলৈস্তামপূরয়ৎ ॥৫২॥ সমাঃ সহস্রং পঞ্চাশত্তপ উগ্রং চচার সঃ। চক্রপুষ্করিণীতীরে তত্র স্থাণুসমাকৃতিঃ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ স ভগবানীশো মৃড়াণ্যা সহিতো মৃড়ঃ। দৃষ্ট্বা জ্বলন্তং তপসা নিশ্চলং মীলিতেক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥ তমুবাচ হৃষীকেশং মৌলিমান্দোলয়ন্মুহুঃ। অহো মহত্ত্বং তপসস্তহো ধৈর্য্যঞ্চ চেতসঃ ॥ ৫৫ ॥ অহো অনিন্ধনো বহ্নির্জ্বলত্যেষ নিরন্তরম্। অলং তপ্ত্বা মহাবিষ্ণো বরং বরয় সত্তম ॥ ৫৬ ॥ মৃড়স্যাম্রেড়িতমিদং প্রত্যভিজ্ঞায় ভাষিতম্। উন্মীলিতদৃগম্ভোজঃ সমুত্তস্থৌ চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৭ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। যদি প্রসন্নো দেবেশ দেবদেব মহেশ্বর। ভবান্যা সহিতং ত্বান্তু দ্রষ্টুমিচ্ছামি সর্ব্বদা ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বত্র ত্বামেব শশিশেখর। পুরশ্চরন্তং পশ্যামি যথা তন্মে বরস্তথা ॥ ৫৯ ॥ ত্বদীয়চরণাম্ভোজমকরন্দমধূৎসুকঃ। মচ্চেতোভ্রমরো ভ্রান্তিং বিহায়াস্তু সুনিশ্চলঃ ॥ ৬০ ॥ শ্রীশিব উবাচ। এবমস্তু হৃষীকেশ যত্ত্বয়োক্তং জনার্দ্দন। অন্যং বরং প্রযচ্ছামি তমাকর্ণয় সুব্রত ॥ ৬১ ॥ ত্বদীয়স্যাস্য তপসো মহোপচয়দর্শনাৎ। যন্ময়ান্দোলিতো মৌলিরহিশ্রবণভূষণঃ ॥ ৬২ ॥ তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা। মণিভিঃ খচিতা রম্যা ততোহস্ত মণিকর্ণিকা ॥ ৬৩ ॥ চক্রপুষ্করিণীতীর্থং পুরাখ্যাতমিদং শুভম্। ত্বয়া চক্রেণ খননাচ্ছঙ্খচক্রগদাধর ॥ ৬৪ ॥ মম কর্ণাৎ পপাতেয়ং যদা চ মণিকর্ণিকা। তদা প্রভৃতি লোকেহত্র খ্যাতাস্তু মণিকর্ণিকা ॥ ৬৫ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। মুক্তাকুণ্ডলপাতেন তবাদ্রিতনয়াপ্রিয়। তীর্থানাং পরমং তীর্থং মুক্তিক্ষেত্রমিহাস্তু বৈ ॥ ৬৬ ॥ কাশতেহত্র যতো জ্যোতিস্তদনাখ্যেয়মীশ্বরঃ। অতো নামাপরঞ্চাস্তু কাশীতি প্রথিতং বিভো ॥ ৬৭ ॥ অন্যং বরং বরে দেব দেয়ঃ সোহপ্যবিচারিতম্। স তে পরোপকারার্থং জগদ্রক্ষামণে শিব ॥ ৬৮ ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎকিঞ্চিজ্জন্তুসংজ্ঞিতম্। চতুর্ষু ভূতগ্রামেষু কাশ্যাং

নিশ্বাস, তাহা হইতে সকল অবগত হইবে। বেদদৃষ্ট মার্গ দ্বারা যথোচিত সকল সম্পাদন কর। মহেশ্বর বুদ্ধিতত্ত্বস্বরূপ সেই পুরুষকে ইহা বলিয়া শিবার সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু সেই আজ্ঞা মস্তকে করিয়া কিছুকাল ধ্যানপর হইয়া তপস্যাতেই মন অভিনিবিষ্ট করিলেন। সেই স্থানে চক্র দ্বারা রমণীয় পুষ্করিণী খনন করিয়া স্বকীয় অঙ্গনির্গত স্বেদসলিল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিলেন। সেই চক্রপুষ্করিণীতীরে স্থাণুসদৃশ-শরীর হইয়া পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর উগ্র তপস্যা করিলেন। অনন্তর মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত তপঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত নিশ্চল নিমীলিতনেত্র হৃষীকেশকে মস্তক আন্দোলনপূর্ব্বক কহিলেন,—তপস্যার কি মহত্ত্ব? চিত্তের কি ধৈর্য্য? কি আশ্চর্য্য ইন্ধন ব্যতীত নিরন্তর অগ্নি জ্বলিতেছে। হে মহাবিষ্ণো! আর তপস্যার প্রয়োজন নাই। হে সত্তম! বর প্রার্থনা কর। চতুর্ভুজ এই বাক্যকে মহাদেবের বাক্য জানিয়া নয়নপদ্ম উন্মীলন করিয়া উঠিলেন। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—হে দেবেশ! মহেশ্বর! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই বর দেও, যেন ভবানীর সহিত তোমাকে সর্ব্বদা দেখি। হে শশিশেখর! যেন সকল কর্ম্মে সর্ব্বস্থানে তোমাকে অগ্রে বিচরণ করিতে দেখি, আমার চিত্তভ্রমর তোমার চরণপদ্মের মকরন্দমধুপানে উৎসুক হইয়া ভ্রান্তি ত্যাগ করত নিশ্চল হয়। ৪৮—৬০। শ্রীশিব কহিলেন,—হে হৃষীকেশ! হে জনার্দ্দন! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হউক; আরও অন্য বর দিতেছি। হে সুব্রত! তাহা শ্রবণ কর। তোমার তপস্যার মহত্ত্ব দর্শন করিয়া অহিরূপ কর্ণাভরণযুক্ত মস্তক যে আন্দোলন করিয়াছি, সেই আন্দোলন বশতঃ কর্ণ হইতে মণিখচিত, রমণীয় মণিকর্ণিকা পতিত হইয়াছে। অতএব শঙ্খচক্রগদাধর! তোমার চক্রখনন হেতু চক্রপুষ্করিণী তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত পবিত্র তীর্থ 'মণিকর্ণিকা' হউক। যখন আমার কর্ণ হইতে মণিকর্ণিকা পতিত হইয়াছে, তখন হইতে এই লোকে ইহা মণিকর্ণিকা বলিয়া বিখ্যাত হউক। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—হে পার্ব্বতীপ্রিয়! তোমার মুক্তাকুণ্ডলপতনে এই তীর্থ, সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ইহলোকে মুক্তিক্ষেত্র হউক। যেহেতু এইস্থানে পরম জ্যোতি বিকাশ পাইতেছে; অতএব ইহার অপর একটী কাশী নাম হউক। হে জগতের রক্ষকারী শিব! আমি আর একটী বর প্রার্থনা করিতেছি, তাহা অবিচারিতরূপে দান করুন, জরায়ুজ অণ্ডজ আদি

স্তুমুক্তিমাপ্লোতু ॥ ৬৯ ॥ অস্মিংস্তীর্থবরে শম্ভো মণিশ্রবণভূষণে। সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং বেদাধ্যয়নমুত্তমম্। তর্পণং পিণ্ডদানঞ্চ দেবতানাঞ্চ পূজনম্॥ ৭০ ॥ গোভূতিলহিরণ্যাশ্ব-দীপান্নাম্বর-ভূষণম্। কন্যাদানং প্রযত্নেন সপ্ততন্তূনেকশঃ॥ ৭১॥ ব্রতোৎসর্গং বৃষোৎসর্গং লিঙ্গাদিস্থাপনং যথা। করোতি যো মহাপ্রাজ্ঞো জ্ঞাত্বায়ুঃ ক্ষণ-গত্বরম্ ॥ ৭২ ॥ বিপত্তিং বিপুলাঞ্চাপি সম্পত্তি-মতিভঙ্গুরাম্। অক্ষয়া মুক্তিরেকাস্ত বিপাকস্তস্য কর্ম্মণঃ॥ ৭২॥ অন্যচ্চাপি শুভং কর্ম্ম যদত্র শ্রদ্ধয়া যুতম্। বিনাত্মঘাতমীশান ত্যক্ত্বা প্রায়োপবেশনম্॥ ৭৪॥ নৈঃশ্রেয়স্যাঃ শ্রিয়ো হেতুস্তদস্তু জগদীশ্বর। নানুশোচতি নাখ্যাতি কৃত্বা কালান্তরেঽপি যৎ॥ ৭৫॥ তদিহাক্ষয়তামেতু তস্যেশ ত্বদনুগ্রহাৎ। তব প্রসাদাত্তস্যেশ সর্ব্বমক্ষয়মস্তু তৎ ॥ ৭৬ ॥ যদস্তি যত্তবিষ্যচ্চ যদ্ভূতঞ্চ সদাশিব। তস্মাদেতচ্চ সর্ব্বস্মাৎ ক্ষেত্রমস্তু শুভোদয়ম্॥ ৭৭॥ যথা সদাশিব ত্বত্তো ন কিঞ্চিদধিকং শিবম্। তথানন্দবনাদস্মাৎ কিঞ্চিন্মাস্ত্বধিকং কচিৎ ॥ ৭৮ ॥ বিনা সাঙ্খ্যেন যোগেন বিনা স্বাত্মাবলোকনম্। বিনা ব্রততপো-দানৈঃ শ্রেয়োঽস্ত প্রাণিনামিহ ॥ ৭৯ ॥ শশকা মশকাঃ কীটাঃ পতঙ্গাস্তুরগোরগাঃ। পঞ্চক্রোশ্যাং মৃতাঃ কাশ্যাং সন্তু নির্ব্বাণদীক্ষিতাঃ ॥ ৮০ ॥ নামানি গৃহ্নতাং কাশ্যাঃ সদৈবাস্ত্বেনসঃ ক্ষয়ঃ॥ ৮১॥ সদা কৃতযুগঞ্চাস্তু সদা চাস্তূত্তরায়ণম্। সদা মহোদয়শ্চাস্তু কাশ্যাং নিবসতাং সতাম্॥ ৮২॥ যানি কানি পবিত্রাণি শ্রুত্যুক্তানি সদাশিব। তেভ্যোঽধিকতরঞ্চাস্তু ক্ষেত্রমেতত্ত্রিলোচন ॥ ৮৩॥ চতুর্ণামপি বেদানাং পুণ্যমধ্যয়নাচ্চ যৎ। তৎ পুণ্যং জয়তাং কাশ্যাং গায়ত্রীলক্ষজাপ্যতঃ॥ ৮৪॥ অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসেন যৎ পুণ্যমপি জায়তে। তৎ পুণ্যং সাধিকং ভূয়াৎ শ্রদ্ধাকাশীনিষেবণাৎ॥ ৮৫॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদ্যৈশ্চ যৎ শ্রেয়ঃ সমুপার্জ্জ্যতে। তদেকেনোপবাসেন ভবত্বানন্দকাননে ॥ ৮৬ ॥ অন্যত্র যত্তপস্তপ্ত্বা শ্রেয়ঃ স্যাচ্ছরদাং শতম্। তদস্তু কাশ্যাং বর্ষেণ ভূমিশয্যাব্রতেন হি ॥ ৮৭॥ আজন্মমৌনব্রততো যদন্যত্র ফলং স্মৃতম্। তদস্তু কাশ্যাং পক্ষাহং সত্যবাক্‌পরিভাষণাৎ॥ ৮৮॥ অন্যত্র দত্ত্বা সর্ব্বস্বং সুকৃতং যৎ সমীরিতম্। সহস্রভোজনাৎ কাশ্যাং তদ্ব্রপাদযুতাধিকম্ ॥ ৮৯॥

চারিপ্রকার ভূতগ্রামমধ্যে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যে কিছু জন্তুসংজ্ঞক আছে, সেই সকলই কাশীতে মুক্তিলাভ করুক। হে শম্ভো! এই মণিকর্ণিকাভূষণ! মহাতীর্থে যে মহাপ্রাজ্ঞ আয়ুকে ক্ষণবিনাশী, বিপৎকে বিপুল, সম্পৎকে অতি ভঙ্গুর এবং মুক্তিকে সেই সেই কর্ম্মের পরিণাম ভাবিয়া, এই শ্রেষ্ঠতীর্থে সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, তর্পণ, দেবতাপূজা, গো, ভূমি, তিল, হিরণ্য, অশ্ব, দীপ, অন্ন, অম্বর, ভূষণ এবং কন্যাদান, অগ্নিষ্টোমাদি সপ্ততন্তু, ব্রতোৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ, লিঙ্গাদি স্থাপন কর্ম্ম করে, হে ঈশান! আত্মঘাত প্রায়োপবেশন ব্যতীত অন্য শ্রদ্ধানুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম তাহার মুক্তিরূপ সম্পদের হেতু হউক। যে, যে কর্ম্ম করিয়া কালান্তরে অনুশোচনা এবং খ্যাপন করে না, তাহার সেই কর্ম্ম ইহলোকে তোমার অনুগ্রহে অক্ষয় হউক। যে সকল ক্ষেত্র আছে, যাহা হইবে এবং যাহা হইয়াছে, হে সদা-শিব! সেই সকল তীর্থ হইতে এই তীর্থ শুভো-দয় হউক। হে সদাশিব! যেমন তোমা হইতে উৎকৃষ্ট মঙ্গল কিছুই নাই, সেইরূপ এই আনন্দ-কানন হইতে কোন ক্ষেত্রই অধিক না হউক। সাংখ্যযোগ, আত্মাবলোকন, ব্রত, তপস্যা, দান ব্যতীতও এইস্থানে প্রাণীদিগের শ্রেয় হউক! শশক, মশক, কীট, পতঙ্গ, তুরগ, উরগ, সকলেই পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত হইলে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউক। ৬১-৮০। কাশীনামগ্রহণকারীরও পাপক্ষয় হউক। কাশী-নিবাসী সাধুগণের সর্ব্বদাই সত্যযুগ, উত্তরায়ণ এবং মহোদয় হউক। হে ত্রিলোচন! সদাশিব! যে কোন শ্রুত্যুক্ত পবিত্র [illegible] আছে, তাহা হইতে এই ক্ষেত্র অধিকতর হউক। চারি বেদের অধ্যয়নে যে পুণ্য হয়, কাশীতে লক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে সেই পুণ্য লাভ করা যাউক। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস করিলে যে পুণ্য হয়, কাশীসেবনে তাহা হইতে অধিক পুণ্য হউক। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি করিলে যে পুণ্য হয়, আনন্দকাননে একমাত্র উপ-বাস করিলে সেই পুণ্য লাভ করা যাউক। অন্য স্থানে একশত বৎসর তপশ্চরণ করিলে যে শ্রেয় হয়, কাশীতে একবৎসর মাত্র ভূমিশয্যাশয়ন ব্রত করিলে তাহা হউক। অন্য স্থানে আজন্ম মৌন-ব্রত করিলে যে ফল হয়, কাশীতে এক পক্ষ অথবা একাহ সত্য বাক্য বলিলে তাহা হউক। অন্য স্থানে সর্ব্বস্ব দান করিলে যে সুকৃত উক্ত হইয়াছে, কাশীতে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহার

মুক্তিক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি যৎ সংসেব্যোদিতং ফলম্। পঞ্চরাত্রোত্তরত্রাস্ত নিষেব্য মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৯০ ॥ প্রয়াগস্নানপুণ্যেন যৎ পুণ্যং স্তাচ্ছিবপ্রদম্। কাশীদর্শনমাত্রেণ তৎ পুণ্যং শ্রদ্ধয়াস্বিহ ॥ ৯১ ॥ যৎ পুণ্যমশ্বমেধেন যৎ পুণ্যং রাজসূয়তঃ। কাশ্যাং তৎ পুণ্যমাপ্নোতু ত্রিরাত্রশয়নাদ্‌যমী ॥৯২॥ তুলাপুরুষদানেন যৎ পুণ্যং সম্যগাপ্যতে। কাশীদর্শনমাত্রেণ তৎ পুণ্যং শ্রদ্ধয়াস্ত বৈ ॥ ৯৩ ॥ ইতি বিষ্ণোর্বরং শ্রুত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ। উবাচ চ প্রসন্নাত্মা তথাস্ত মধুসূদন ॥ ৯৪ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। শৃণু বিষ্ণো মহাবাহো জগতঃ প্রভবাপ্যয়। বিধেহি সৃষ্টিং বিবিধাং যথাবন্তং শ্রুতীরিতাম্ ॥ ৯৫ ॥ পিতেব সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মতঃ পালকো ভব। বিধ্বংসনীয়া বিবিধা ধর্ম্মধ্বংসবিধায়িনঃ ॥ ৯৬ ॥ ধর্ম্মেতরপথস্থানামুপসংহৃতয়ে হরে। হেতুমাত্রং ভবান্ যস্মাৎ স্বকর্ম্মনিহতা হি তে ॥ ৯৭ ॥ যথা পরিণতং শস্তং পতেৎ প্রসববন্ধনাৎ। তে পরীণতপাপ্মানঃ পতিষ্যন্তি তথা স্বয়ম্ ॥ ৯৮ ॥ যে চ ত্বামবমন্তন্তে দর্পিতাঃ স্বতপোবলৈঃ। তেষাঞ্চৈবোপসংহৃত্যৈ প্রভবিষ্যাম্যহং হরে ॥ ৯৯ ॥ উপপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে। তেঽপি কাশীং সমাসাদ্য ভবিষ্যন্তি গতৈনসঃ ॥ ১০০ ॥ ইদং মম প্রিয়ং ক্ষেত্রং পঞ্চক্রোশপরীমিতম্। মমাজ্ঞা প্রভবেদত্র নান্তাজ্ঞা প্রভবেদিহ ॥ ১০১ ॥ পুনর্বিষ্ণুর্ময়া প্রোক্তো মৃড়ানি শুভলোচনে। অত্যুগ্রতেজসা তেজো ভ্রমংস্ত্রৈলোক্যবিভ্রমঃ ॥ ১০২ ॥ পাপিনামপি জন্তূনামবিমুক্তনিবাসিনাম্। নান্তঃ শাসয়িতা বিষ্ণো তেষাং শাস্তাহমেব হি ॥ ১০৩ ॥ যোজনানাং শতস্থোঽপি যোঽবিমুক্তং স্মরেদ্ হৃদি। বহুপাতকপূর্ণোঽপি ন স পাপৈঃ প্রবাধ্যতে ॥১০৪॥ মম প্রিয়স্য ক্ষেত্রস্য যোঽবিমুক্তস্য সংস্মরেৎ। প্রাণপ্রয়াণসময়ে দূরগোঽপ্যঘবানপি ॥ ১০৫ ॥ স পাপপূগমুৎসৃজ্য স্বর্গভোগান্ সমশ্নুতে। কাশীস্মরণপুণ্যেন স্বর্গাৎ ভ্রষ্টো হি জায়তে ॥ ১০৬ ॥ পৃথিব্যামেকরাড় ভূত্বা ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ। প্রাপ্যাবিমুক্তং তৎপুণ্যান্নির্ব্বাণপদভাগ্‌ভবেৎ ॥১০৭॥ বহুকালমুষিত্বাত্র নিয়তেন্দ্রিয়মানসঃ। যদ্যন্যত্র বিপদ্যেত দৈবযোগাচ্ছুচিস্মিতে ॥ ১০৮ ॥ সোঽপি স্বর্গসুখং ভুক্ত্বা ভূত্বা ক্ষিতিপতীশ্বরঃ। পুনঃ কাশীমবাপ্যাথ বিন্দেন্নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ম্ ॥ ১০৯ ॥

অযুতগুণ পুণ্য হউক। সকল মুক্তিক্ষেত্র সেবা করিলে যে ফল হয়, কাশীতে পঞ্চরাত্র মণিকর্ণিকা সেবা করিলে তাহা হউক। প্রয়াগস্নানে মঙ্গলপ্রদ যে পুণ্য হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাশীদর্শন করিলে সেই পুণ্য হউক। অশ্বমেধ এবং রাজসূয় করিলে যে পুণ্য হয়, সংযতেন্দ্রিয়শিষ্ট হইয়া ত্রিরাত্র কাশীবাস করিলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যাউক। সম্যক্‌রূপে তুলাপুরুষ দান করিলে যে পুণ্য হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাশীদর্শনমাত্রে সেই পুণ্য হউক। দেবদেব মহাদেব বিষ্ণুর এবম্প্রকার বরপ্রার্থনা শুনিয়া প্রসন্নবদনে কহিলেন, "তথাস্ত"। হে মহাবাহু বিষ্ণো! তুমি বেদোক্ত বিবিধ সৃষ্টি কর। পিতার ন্যায় সর্ব্বভূতের পালক হও এবং বিবিধ ধর্ম্মধ্বংসকারিগণের বিধ্বংস বিধান কর। অধর্ম্ম-পথস্থিতগণের নাশ বিষয়ে হেতু মাত্র হও; তাহারা স্বকর্ম্ম দ্বারাই নিহত। পরিপক্ক ফল যেমন বৃন্ত হইতে বিচ্যুত হয়, সেইরূপ পাপকারিগণ স্বয়ং পতিত হইবে। হে হরে! যাহারা আপনার তপোবলে দর্পিত হইয়া তোমার অবমাননা করিবে, তাহাদিগের সংহার আমিই করিব। যাহারা উপপাতকী কিংবা মহাপাতকী, তাহারা কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া পাপমুক্ত হইবে। পঞ্চক্রোশ-পরিমিত আমার প্রিয় এই ক্ষেত্রে আমার আজ্ঞাই বলবতী হইবে; আর কাহারও আজ্ঞা বলবতী হইবে না। ৮১-১০১। হে সুনেত্রে পার্ব্বতি! আমি পুনর্ব্বার বিষ্ণুকে কহিলাম, ত্রৈলোক্যবিভ্রমকারী আমি অতি উগ্রতেজে ভ্রমণ করত অবিমুক্তবাসী পাপকারী জন্তুগণকে শাসন করিব; হে বিষ্ণো! তাহাদিগের অন্ত কেহ শাস্তা নাই। শতযোজন দূরে থাকিয়াও যে অবিমুক্ত স্মরণ করিবে, সে বহুপাপপূর্ণ হইলেও সেই পাপ কর্ত্তৃক বাধিত হইবে না। দূরস্থিত পাপিগণও যদি মৃত্যুকালে আমার প্রিয় অবিমুক্ত ক্ষেত্রের স্মরণ করে, তবে তাহারা পাপসমূহমুক্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করে। কাশীস্মরণপুণ্যে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ রাজা হইয়া, অনেক প্রকার ভোগ অনুভব করিয়া সেই পুণ্যেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করে। হে শুচিস্মিতে! ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযম করিয়া বহুকাল এই স্থানে বাস করিয়া, যদি দৈবযোগে অন্ত স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি সে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া ক্ষিতিপতীশ্বর হইয়া পুনর্ব্বার কাশী প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর মুক্তি

বিষ্ণোঽবিমুক্তে সংবাসঃ কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ। দ্বিত্রাণাং হি পবিত্রাণাং নির্ব্বাণায়েহ জায়তে॥ ১১০॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। দেবেশ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং যো ন জানাতি তত্ত্বতঃ। ন শ্রদ্দধাতি ম্রিয়তে মৃতে তস্যেহ কা গতিঃ॥ ১১১॥ শ্রীশিব উবাচ। অন্যত্র কৃত্বা পাপানি বহূনি সুমহান্তি চ। অশ্রদ্দধানোঽতত্ত্বজ্ঞো যদ্যত্র চ বিপদ্যতে॥ ১১২॥ মহিমন্যনভিজ্ঞোঽপি ক্ষেত্রস্যাস্য জনার্দ্দন। তস্য যা গতিরুদ্দিষ্টা তাং নিশাময় সুব্রত॥ ১১৩॥ পঞ্চক্রোশীং প্রবিশতস্তস্য পাতকসন্ততিঃ। বহিরেব প্রতিষ্ঠেত নান্তর্নির্ব্বিশতে কচিৎ॥ ১১৪॥ ভয়াদ্বহিঃ স্থিতায়াঞ্চ তস্য পাতকসন্ততৌ। ত্রিশূলপাশপাণীনাং গণানাং সীমচারিণাম্॥ ১১৫॥ প্রবেশমাত্রাদনঘঃ সর্ব্বৈরেনোভিরুজ্ঝিতঃ। সংস্নায় মণিকর্ণিক্যাং পুণ্যং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্॥১১৬॥ সর্ব্বতীর্থেষু সংস্নানাদ্‌যৎ পুণ্যং সমবাপ্যতে। তৎ পুণ্যমাপ্যতে সম্যক্ মণিকর্ণ্যেকমজ্জনাৎ॥ ১১৭॥ বিধিনা তত্র সংস্নায় মৃদ্‌গোময়কুশাদিভিঃ। স্বশাখাবারুণৈর্ম্মন্ত্রৈর্দূর্ব্বাপামার্গদর্ভকৈঃ॥ ১১৮॥ সর্ব্বতীর্থেষু

লাভ করে। হে বিষ্ণো! অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস কতিপয় মাত্র পবিত্র ব্যক্তির মরণানন্তরই নির্ব্বাণনিমিত্ত হয়, কিন্তু পাপীদিগের কালভৈরব-যাতনানন্তর মোক্ষদায়ক হয়। বিষ্ণু কহিলেন,—হে দেবেশ! যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের যথার্থ মাহাত্ম্য অবগত নহে এবং অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই স্থানে মৃত হয়, তাহার কি গতি হয়? শিব কহিলেন,—হে সুব্রত! জনার্দ্দন! অন্য স্থানে বহুতর সুমহাপাতক করিয়া শ্রদ্ধা ও ইহার তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হইয়াও যদি এ স্থানে পঞ্চত্ব লাভ করে, ঐ ব্যক্তি যদি ইহার মহিমানভিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে তাহার যে গতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পাতকী ব্যক্তি যখন পঞ্চক্রোশী কাশীতে প্রবেশ করে, তখন তাহার পাতকসমূহ বহির্গমন করে; কখনও মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কাশীর পর্য্যন্তচারী ত্রিশূলপাশপাণিগণের ভয়ে পাতকসমূহ বাহিরে অবস্থান করিলে প্রবেশ মাত্রেই সকল পাপ হইতে মুক্ত সুতরাং অপাপ হইয়া মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া উৎকৃষ্টতম পুণ্য প্রাপ্ত হয়। সকল তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মণিকর্ণিকায় একবার স্নান করিলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকা, গোময়, কুশ, দূর্ব্বা, অপামার্গ ও দর্ভাদি দ্বারা স্বশাখোক্ত স্নানমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যথাবিধি মণিকর্ণিকায়

যৎ পুণ্যং সর্ব্বদানেষু, যৎ ফলম্। মণিকর্ণ্যাং বিধিস্নাতঃ শ্রদ্ধয়া তদবাপ্নুয়াৎ॥ ১১৯॥ অশ্রদ্ধয়াপি যঃ স্নাতো মণিকর্ণ্যাং বিধানতঃ। সোঽপি পুণ্যমবাপ্নোতি স্বর্গপ্রাপ্তিকরং পরম্॥ ১২০॥ শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ স্নাত্বা কৃত্বা দেবাদিতর্পণম্। তিলবর্হির্যবৈঃ সম্যক্ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ১২১॥ শ্রদ্ধাহীনো বিধিস্নাতঃ কৃতসর্ব্বোদকক্রিয়ঃ। জপন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বমন্ত্রফলং লভেৎ॥ ১২২॥ স্নাত্বা মৌনেন বিশ্বেশদর্শনান্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বব্রতকৃতং শ্রেয়ো লভেদ্বাচংযমঃ শিবে॥ ১২৩॥ স্নানে দেবার্চ্চনে জপ্যে মলমূত্রবিসর্জ্জনে। মৌনং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন দন্তধাবনহোময়োঃ॥ ১২৪॥ বিশ্বেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য স্বপচারৈর্বিধানতঃ। যাবজ্জীবং শিবার্চ্চায়াঃ ফলমাপ্নোতি বৈ সকৃৎ॥ ১২৫॥ দত্ত্বাল্পমপি দেবেশি ন্যায়েনোপার্জ্জিতং ধনম্। অবিমুক্তে মম ক্ষেত্রে ন দরিদ্রো ভবেৎ কচিৎ॥ ১২৬॥ বিবিধং ধনমাবর্জ্জ্য যোঽবিমুক্তেন যচ্ছতি। সম্প্রাপ্য নিধনং মূঢ়োঽন্যত্র শোচতি সর্ব্বদা॥ ১২৭॥ রম্যাণি যানি রত্নানি গোগজাশ্বাম্বরাণ্যপি। কৃতানি তানি শ্রেয়োঽর্থমবিমুক্তনিবাসিনাম্॥ ১২৮॥

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্নান করিলে, সকলতীর্থে স্নান ও সকল বস্তু দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা প্রাপ্ত হয়। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বকও মণিকর্ণিকায় যথাবিধানে স্নান করিলে, স্বর্গপ্রাপ্তিকর শ্রেষ্ঠ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধানে স্নান এবং তিল, বর্হিঃ ও যব দ্বারা দেবাদির তর্পণ করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তি [illegible] বিধিবৎ স্নান, দেব-ঋষি-পিতৃতর্পণ, জপ ও দেবপূজা করে, তবে সেও সর্ব্বযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে শিবে! জিতেন্দ্রিয় হইয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে সেই বাচংযম ব্যক্তি, সকল ব্রতজন্য পুণ্য লাভ করে। স্নান, দেবপূজা, জপ, মলমূত্রত্যাগ, দন্তধাবন এবং হোমকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক মৌন অবলম্বন করিবে। উত্তম উপচার দ্বারা একবার বিশ্বেশ্বর পূজা করিলে যাবজ্জীবন শিবপূজার ফল প্রাপ্ত হয়। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ন্যায়োপার্জ্জিত অল্প ধন দান করিলে আর কখনও দরিদ্র হয় না। যে অবিমুক্তে বিবিধ ধন থাকিতে দান করে না, সেই মূঢ়মানব, নিধন প্রাপ্ত হইয়া অন্য স্থানে সর্ব্বদা শোক করে। যে সকল রমণীয় রত্ন, গো, গজ, অশ্ব, অম্বর, সে সকলই অবিমুক্তবাসী-

বিশ্বেশপ্রীণনার্থায় ধনং নিধনমেব বা। ন্যায়েন কাশ্যাং যঃ কুর্য্যাৎ স ধন্যঃ স চ ধর্ম্মবিৎ॥ ১২৯॥ যোঽসৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কাশীপুর্য্যামুমে স্থিতঃ। লিঙ্গরূপধরঃ সাক্ষান্মম শ্রেয়াস্পদং হি তৎ॥ ১৩০॥ অবিমুক্তং মহৎ ক্ষেত্রং পঞ্চক্রোশপরীমিতম্। জ্যোতির্লিঙ্গং তদেকং হি জ্ঞেয়ং বিশ্বেশ্বরাভিধম্॥ ১৩১॥ একদেশস্থিতমপি যথা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্। দৃশ্যতে সর্ব্বগং সর্ব্বৈঃ কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরস্তথা॥ ১৩২॥ নিষ্প্রত্যূহেন যোগেন নানাজন্মার্জ্জিতেন চ। যৎ ফলং লভ্যতেঽন্যত্র তৎ কাশ্যাং ত্যজতস্তনুম্॥ ১৩৩॥ তপ্ত্বা তপাংসি সর্ব্বাণি বহুকালং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ। যৎ ফলং লভ্যতেঽন্যত্র তৎ কাশ্যামেকরাত্রতঃ॥ ১৩৪॥ অক্ষেত্রমহিমজ্ঞোঽপি শ্রদ্ধাহীনোঽপি কালতঃ। কাশীপ্রবেশাদনঘোঽমৃতত্বং লভতে মৃতঃ॥ ১৩৫॥ কৃত্বাপ্যেনাংসি চোগ্রাণি কালাৎ প্রাপ্যাথ কাশিকাম্। ত্যক্ত্বা তনুং প্রসাদান্মে মামেব প্রতিপদ্যতে॥ ১৩৬॥ বিনা মম প্রসাদং বৈ কঃ কাশীং প্রতিপদ্যতে। বিনা ধ্রুবং বিশালাক্ষি দিনকৃৎ ক ইহোচ্যতে॥ ১৩৭॥ অপ্রাপ্য কাশীং কো দেবি নিরন্তরসুখং লভেৎ। ব্রহ্মাদ্যাঃ প্রাকৃতৈঃ পাশৈর্যতো বদ্ধা নিরন্তরম্॥ ১৩৮॥ চতুর্ব্বিংশতিভিঃ পাশৈস্ত্রিগুণৈঃ ক্রিয়য়া দৃঢ়ৈঃ। কণ্ঠে বদ্ধা বিমুচ্যন্তে কথং কাশীং বিনা জনাঃ॥ ১৩৯॥ বহূপসর্গো যোগোঽয়ং কৃচ্ছ্রসাধ্যং তপো হি যৎ। যোগাদ্‌ভ্রষ্টস্তপোভ্রষ্টো গর্ভক্লেশসহঃ পুনঃ॥ ১৪০॥ কৃত্বাপি কাশ্যাং পাপানি কাশ্যামেব ম্রিয়েত চেৎ। ভূত্বা রুদ্রপিশাচোঽপি পুনর্মুক্তিমবাপ্নুতি॥ ১৪১॥ কাশ্যাং মৃতানাং জন্তূনাং দৈবাৎ পাপকৃতামপি। ন পাতো নরকে তেষাং তেষাং শাস্তাহমেব যৎ॥ ২৪২॥ কায়ং বিজ্ঞায় সাপায়ং স্মৃত্বা গর্ভস্য বেদনাম্। ত্যক্ত্বা রাজ্যমপি প্রাজ্যং সেব্যা কাশী নিরন্তরম্॥ ১৪৩॥ অতর্কিতং সমভেত্য যমদূতাঃ সুদারুণাঃ। বদ্ধা পাশৈর্হনিষ্যন্তি ক্ষিপ্রং কাশীং ততঃ শ্রয়েৎ॥ ১৪৪॥ ন পাপেভ্যো ভয়ং যত্র ন ভয়ং যত্র বৈ যমাৎ। ন গর্ভবাসতো যত্র তাং কাশীং কো ন সংশ্রয়েৎ॥ ১৪৫॥ অদ্য প্রাতঃ পরশ্বো বা মরণং প্রাপ্যমেব চ। যাবৎ কালবিলম্বোঽস্তি তাবৎ কাশীং সমাশ্রয়েৎ॥ ১৪৬॥

দিগের মঙ্গলনিমিত্ত বিধাতা কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে। যে নর বিশ্বেশ্বরপ্রীতির নিমিত্ত কাশীতে ন্যায়পূর্ব্বক ধন বা নিধন করে, সেই সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধন্য। হে উমে! কাশী পুরীতে এই যে লিঙ্গরূপধর বিশ্বেশ্বর দেব আছেন, তাহা সাক্ষাৎ আমার শ্রেয়ের আস্পদ। পঞ্চক্রোশপরিমিত অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাতে বিশ্বেশ্বরনামক যে লিঙ্গ আছে, তাহা জ্যোতির্লিঙ্গ জানিবে। সূর্য্যদেব একদেশে থাকিলেও যেমন সকল লোকেই তাঁহাকে সর্ব্বগ বলিয়া দেখে, কাশীতে বিশ্বেশ্বরও সেইরূপ। অন্য স্থানে নানাজন্মার্জ্জিত নির্ব্বিঘ্ন যোগ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। অন্য স্থানে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বপ্রকার তপস্যা করিলে যে ফল হয়, কাশীতে একরাত্রেই তাহা লাভ করা যায়। যে নর ক্ষেত্রমাহাত্ম্য অবগত নহে এবং শ্রদ্ধাশূন্য, সেও কালে কাশীপ্রবেশ করিলে অপাপ এবং তথায় প্রাণত্যাগ করিলে মুক্ত হয়। উগ্রপাপ করিয়া কালে কাশীপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, আমার প্রসাদে আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার প্রসাদ ব্যতীত কে কাশীপ্রাপ্ত হয়? হে বিশালাক্ষি! ধ্রুব ভিন্ন দিনকৃৎ কাহাকে বলা যায়? হে দেবি! কাশীপ্রাপ্ত না হইলে কে নিরন্তর সুখী হয়? যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রাকৃত পাশ দ্বারা নিরন্তর আবদ্ধ।১০২—১৩৮। প্রকৃতি মহদহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি পাশ, সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ, ধর্ম্ম অর্থ কামাদি কর্ম্ম দ্বারা কণ্ঠে সুদৃঢ়বদ্ধ মানব কাশী ব্যতীত কিরূপে মুক্ত হইবে? যোগ নানা উপসর্গসঙ্কুল, তপস্যা কষ্টসাধ্য; অতএব যোগ এবং তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ গর্ভক্লেশ সহ্য করিয়া কাশীতে পাপ করিয়াও যদি কাশীতে মৃত হয়, তবে রুদ্রপিশাচ হইয়াও পুনর্ব্বার মুক্তিলাভ করিবে। পাপকারিগণও যদি দৈবাৎ কাশীতে মৃত হয়, তবে তাহাদের আর নরকে পতন হয় না! যেহেতু তাহাদের আমিই শাস্তা। শরীরনাশের অবশ্যম্ভাবিতা ও গর্ভের দুঃসহ যাতনা চিন্তা করিয়া প্রভূত রাজ্যও পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আশ্রয় লইবে। সুদারুণ যমদূতগণ অতর্কিতভাবে আগমনপূর্ব্বক পাশে আবদ্ধ করিয়া প্রহার করিবে, ইহা চিন্তা করিয়া শীঘ্র কাশী আশ্রয় করিবে। যে স্থানে পাপ হইতে, যম হইতে এবং গর্ভবাস হইতে ভয় নাই, সেই কাশীকে কে না আশ্রয় করিবে? আজ হউক, কাল হউক, পরশ্ব হউক, অবশ্যই মরিতে হইবে। অতএব যে কাল পাওয়া

প্রাপ্তে তু মরণে পুংসাং পুনর্জন্ম পুনর্মৃতিঃ। অপুনর্ভবভূমিশ্চ তস্মাৎ কাশীং শ্রয়েদ্বুধঃ॥ ১৪৭॥ পুত্রক্ষেত্রকলত্রাখ্যাং ত্যক্ত্বা মায়াং হি বৈষ্ণবীম্। ভবাচ্ছেরেহনেকরূপাং ভবঘ্নীং কাশিকাং শ্রয়েৎ॥ ১৪৮॥ স্কন্দ উবাচ। দূরং মে মরণং যুবাহমধুনা ধার্য্যং ন চিত্তে স্থিতি, শ্রোতব্যং নিভৃতং কৃতান্তমহিষগ্রৈবেয়ঘণ্টারবঃ। নৈকট্যাৎ প্রাকটোৎকটঃ শ্রমঘটামপ্রাপ্য হিত্বা দ্রুতং, জীর্ণাং পর্ণকুটীং ততঃ পটুমতির্গচ্ছেৎ পুরীং ধূর্জটেঃ॥ ১৪৯॥ ব্যাস উবাচ। অগস্ত্যস্য পুরঃ সূত কথয়িত্বা কথামিমাম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনীং পুনঃ স্কন্দ উবাচ হ॥ ১৫০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মণিকর্ণিকাখ্যানং নাম
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। বারাণসীতি প্রথিতং যথা চানন্দকাননম্। তথা চ কথয়ামীহ দেবদেবেন ভাষিতম্॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। নিশাময় মহাবাহো বিষ্ণো ত্রৈলোক্যসুন্দর। প্রাপ্তং বারাণসীত্যাখ্যামবিমুক্তং যথা তথা॥ ২॥ নির্দ্দগ্ধান্ সাগরান্ শ্রুত্বা কপিলক্রোধবহ্নিনা। অশ্বমেধাশ্বসংযুক্তান্ পূর্ব্বজান্ স্বান্ ভগীরথঃ॥ ৩॥ সূর্য্যবংশে মহাতেজা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ। আরিরাধয়িষুর্গঙ্গাং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৪॥ হিমবন্তং নগশ্রেষ্ঠমমাত্যন্যস্তরাজ্যধূঃ। জগাম যশসাং রাশিরুদ্দিধীর্ষুঃ পিতামহান্॥ ৫॥ ব্রহ্মশাপাগ্নিনির্দ্দগ্ধান্ মহাদুর্গতিগানপি। বিনা ত্রিমার্গগাং বিষ্ণো কো জন্তুস্ত্রিদিবং নয়েৎ॥ ৬॥ মমৈব সা পরা মূর্ত্তিস্তোয়রূপা শিবাত্মিকা। ব্রহ্মাণ্ডানামনেকানামাধারঃ প্রকৃতিঃ পরা॥ ৭॥ শুদ্ধবিদ্যাস্বরূপা চ ত্রিশক্তিঃ করুণাত্মিকা। আনন্দামৃতরূপা চ শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপিণী॥ ৮॥ যামেতাং জগতাং ধাত্রীং ধারয়ামি স্বলীলয়া। বিশ্বস্য রক্ষণার্থায় পরব্রহ্মস্বরূপিণীম্॥ ৯॥ ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ। সর্ব্বত্র সর্ব্বে যে ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ॥ ১০॥ তপাংসি বিষ্ণো সর্ব্বাণি শ্রুতিঃ সাঙ্গা চতুর্ব্বিধা। অহঞ্চ ত্বঞ্চ কশ্চাপি দেবতানাং গণাশ্চ যে॥ ১১॥ পুরুষার্থাশ্চ সর্ব্বে বৈ

যায়, সেই সময়মধ্যে কাশী-আশ্রয় বিধেয়। মরণ হইলে আবার জন্ম, আবার মরণ; অতএব যে স্থানে মরিলে আর জন্ম হয় না, পণ্ডিতগণ সেই কাশী আশ্রয় করিবে। পুত্র, ক্ষেত্র, কলত্রনামক বিষ্ণুমায়া ত্যাগ করিয়া ভবমোচনকারিণী বারাণসী আশ্রয় করিবে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—"আমি যুবা, মরণ আমার দূরবর্ত্তী" এই চিন্তা মনে আনিবেন না; কিন্তু "ঘণ্টাভরণযুক্ত মহিষাধিরূঢ় যম আমাকে লইতে আসিতেছেন" ইহা ভাবিয়া জীর্ণপর্ণকুটীরসদৃশ গৃহ ত্যাগ করত তপস্যাদি উৎকট শ্রম স্বীকার না করিয়া কাশী গমন করিবে। ব্যাস কহিলেন,—হে সূত! কার্ত্তিকেয় অগস্ত্যের নিকট এই পাপনাশিনী কথা বলিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন। ১৩৯—১৫০।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—এই আনন্দকানন অবিমুক্ত ক্ষেত্র, যেরূপে বারাণসী নামে প্রথিত হইল, তৎসম্বন্ধে শিব যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। শিব বিষ্ণুকে বলিয়াছেন,—হে ত্রিলোকসুন্দর মহাবাহু বিষ্ণু! অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী নাম যেরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তাহা শ্রবণ কর। সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাতেজা পরমধার্ম্মিক রাজা ভাগীরথ, অশ্বমেধীয় অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে কপিলকোপানলে দগ্ধ শ্রবণ করিয়া, গঙ্গা আরাধনার্থ তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া রাজ্যভার মন্ত্রীর উপর বিন্যস্ত করিলেন। অনন্তর সেই যশোরাশি রাজা, পিতামহগণকে উ[illegible] করিতে ইচ্ছুক হইয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গমন করিলেন। হে বিষ্ণো! ব্রাহ্মণশাপানলদগ্ধ এবং নিতান্ত দুর্গতিগ্রস্ত প্রাণিগণকে স্বর্গে লইতে গঙ্গা ভিন্ন আর কে সমর্থ? গঙ্গা আমারই শিবস্বরূপিণী জলময়ী মূর্ত্তি। পরমা প্রকৃতি গঙ্গাই বহু ব্রহ্মাণ্ডের আধার। ১—৭। গঙ্গা শুদ্ধবিদ্যারূপা, শক্তিত্রয়সমন্বিতা, করুণাত্মিকা, আনন্দামৃতরূপিণী এবং শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপা। আমি বিশ্বরক্ষার জন্য পরমব্রহ্মস্বরূপা এই জগন্মাতা গঙ্গাকে স্বীয় লীলাক্রমে ধারণ করিতেছি। বিষ্ণু! ত্রৈলোক্যে যত তীর্থ আছে, যত পুণ্যক্ষেত্র আছে, সর্ব্বলোকে যে সব ধর্ম্ম আছে, দক্ষিণাযুক্ত যে সব যজ্ঞ আছে, যে সমস্ত তপস্যা আছে, তৎসমস্ত অঙ্গসম্পন্ন চতুর্ব্বেদ, আমি তুমি, ব্রহ্মা, অন্য দেবগণ, যাবতীয় পুরুষার্থ এবং বিবিধ শক্তি, এতৎ-

পক্তয়ো বিবিধাশ্চ যাঃ। গঙ্গায়াং সর্ব্ব এবৈতে সূক্ষ্মরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বক্রতুষু দীক্ষিতঃ। চীর্ণসর্ব্বব্রতঃ সোঽপি যস্তু গঙ্গাং নিষেবতে ॥ ১৩ ॥ তপাংসি তেন তপ্তানি সর্ব্বদানপ্রদঃ স চ। স প্রাপ্তযোগনিয়মো যস্তু গঙ্গাং নিষেবতে ॥ ১৪ ॥ সর্ব্ববর্ণাশ্রমেভ্যশ্চ বেদবিদ্ভ্যশ্চ বৈ তথা। শাস্ত্রার্থপারগেভ্যশ্চ গঙ্গাস্নায়ী বিশিষ্যতে ॥ ১৫ ॥ মনোবাক্কায়জৈর্দোষৈর্দুষ্টো বহুবিধৈরপি। বীক্ষ্য গঙ্গাং ভবেৎ পূতঃ পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ কৃতে সর্ব্বত্র তীর্থানি ত্রেতায়াং পুষ্করং পরম্। দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্ ॥ ১৭ ॥ পূর্ব্বজন্মান্তরাভ্যাস-বাসনাবশতো হরে। গঙ্গাতীরে নিবাসঃ স্যান্মদনুগ্রহতঃ পরাৎ ॥ ১৮ ॥ ধ্যানং কৃতে মোক্ষহেতুস্ত্রেতায়াং তচ্চ বৈ তপঃ। দ্বাপরে তদ্দ্বয়ং যজ্ঞাঃ কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্ ॥ ১৯ ॥ যো দেহপতনাদ্যাবদ্গঙ্গাতীরং ন মুঞ্চতি। স হি বেদান্তবিদ্যোগী ব্রহ্মচর্য্যব্রতী সদা ॥ ২০ ॥ কলৌ কলুষচিত্তানাং পরদ্রব্যরতাত্মনাম্। বিধিহীনক্রিয়াণাঞ্চ গতির্গঙ্গাং বিনা নহি ॥ ২১ ॥ অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নো দুর্ব্বিচিন্তিতম্। গঙ্গা গঙ্গেতি জপনাত্তানি নোপবিশন্তি হি ॥ ২২ ॥ গঙ্গা হি সর্ব্বভূতানামিহামুত্র ফলপ্রদা। ভাবানুরূপতো বিষ্ণো সদা সর্ব্বজগদ্ধিতা ॥ ২৩ ॥ যজ্ঞদানতপোযোগ-জপাঃ সনিয়মা যমাঃ। গঙ্গাসেবাসহস্রাংশং ন লভন্তে কলৌ হরে ॥ ২৪ ॥ কিমষ্টাঙ্গেন যোগেন কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। বাস এব হি গঙ্গায়াং ব্রহ্মজ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ২৫ ॥ অপি দূরস্থিতস্যাপি গঙ্গামাহাত্ম্য বেদিনঃ। অযোগ্যস্যাপি গোবিন্দ ভক্ত্যা গঙ্গা প্রসীদতি ॥ ২৬ ॥ শ্রদ্ধা ধর্ম্মঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধা জ্ঞানং পরংতপঃ। শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধয়া সা প্রসীদতি ॥ ২৭ ॥ অজ্ঞানরাগলোভাদ্যৈঃ পুংসাং সম্মূঢ়চেতসাম্। শ্রদ্ধা ন জায়তে ধর্ম্মে গঙ্গায়াঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥ বহিঃস্থিতং জলং যদ্বন্নারিকেলান্তরে স্থিতম্। তথা ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যস্থং পরব্রহ্মাম্বু জাহ্নবী ॥ ২৯ ॥ গঙ্গালাভাৎ পরো লাভঃ ক্বচিদন্যো ন বিদ্যতে। তস্মাদ্গঙ্গামুপাসীত গঙ্গৈব পরমঃ পুমান্ ॥ ৩০ ॥ শক্তস্য পণ্ডিতস্যাপি গুণিনো দানশীলিনঃ। গঙ্গাস্নান-

---

সমস্তই গঙ্গায় সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। এক গঙ্গাস্নান করিলে, সর্ব্বতীর্থস্নানফল, সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানফল এবং সর্ব্বব্রতাচরণফল লাভ হয়। এক গঙ্গাস্নান করিলে বহু তপশ্চর্য্যাফল সর্ব্বদানফল এবং যোগনিয়মানুষ্ঠানফল লাভ হয়। গঙ্গাস্নায়ী ব্যক্তি, সকল বর্ণ, সকল আশ্রমী, সর্ব্ববেদজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থগামী, জন[illegible] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানসিক, বাচিক এবং [illegible] বিবিধ দোষে দুষ্ট ব্যক্তি, গঙ্গা দর্শনমাত্রেই পবিত্র হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সত্যযুগে সর্ব্বত্র তীর্থ, ত্রেতাযুগে কেবল পুষ্করতীর্থ, দ্বাপরে তীর্থ কুরুক্ষেত্র এবং কলিকালে কেবল গঙ্গাই তীর্থ। হে হরে! পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবাসনা বশে, আমার পরমানুগ্রহবলে গঙ্গাতীরে বাস হয়। সত্যযুগে ধ্যানই মোক্ষের কারণ, ত্রেতাযুগে তপস্যাই মুক্তির কারণ, দ্বাপরযুগে ধ্যান-তপস্যা উভয়ে মুক্তির কারণ, আর কলিকালে কেবল গঙ্গাই মোক্ষের কারণ। যে ব্যক্তি দেহত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করেন না, তিনি বেদান্তবিৎ, তিনি যোগী এবং তিনি সতত ব্রহ্মচর্য্যব্রতী। কলিযুগে পাপাক্রান্তহৃদয়, পরদ্রব্যাসক্তচিত্ত, অবৈধাচার মানবগণের গঙ্গা বিনা গতি নাই। "গঙ্গা গঙ্গা" এই প্রকার জপ করিলে, অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, দুঃস্বপ্ন এবং দুশ্চিন্তা নিকটে আসিতে পারে না। বিষ্ণো! সতত নিখিল-ভুবন-হিতকারিণী গঙ্গা ভাবানুসারে সর্ব্বভূতেরই ঐহিক পারত্রিক ফলদান করিয়া থাকেন। হে হরে! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, জপ, যম, নিয়মে গঙ্গাসেবার সহস্রাংশের একাংশ ফলও হয় না। অষ্টাঙ্গযোগে প্রয়োজন কি? তপস্যায় ফল কি? যজ্ঞেই বা কাজ কি? একমাত্র গঙ্গাতীরে বাসই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ। হে গোবিন্দ! গঙ্গার দূরস্থ ব্যক্তিও যদি গঙ্গামাহাত্ম্যাভিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে এবং গঙ্গাভক্ত থাকিলে অযোগ্য ব্যক্তির প্রতিও গঙ্গা প্রসন্ন হন ।৮—২৬। শ্রদ্ধাই পরম সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, শ্রদ্ধাই জ্ঞান, শ্রদ্ধাই পরম তপস্যা, শ্রদ্ধাই স্বর্গ এবং মোক্ষ; গঙ্গা শ্রদ্ধাবলেই প্রসন্ন হন, অজ্ঞান-রাগলোভাদি দ্বারা বিমোহিতচিত্ত মানবগণের, ধর্ম্মের প্রতি বিশেষতঃ গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না। বহিঃস্থিত জল যেরূপ নারিকেলের অভ্যন্তরে থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থিত পরমব্রহ্মস্বরূপ জলই জাহ্নবী। গঙ্গাসন্নিধি অপেক্ষা পরম লাভ আর কোথাও নাই, অতএব গঙ্গা-উপাসনাই কর্ত্তব্য; গঙ্গাই পরম পুরুষ। হে হরে! পণ্ডিত, গুণবান্ এবং দানশীল হইলেও শক্তিসত্ত্বে যদি গঙ্গাস্নান না

বিহীনস্তু হরে জন্ম নিরর্থকম্॥ ৩১॥ বৃথা কুলং বৃথা বিদ্যা বৃথা যজ্ঞা বৃথা তপঃ। বৃথা দানানি তস্যেহ কলৌ গঙ্গাং ন যো ভজেৎ॥ ৩২॥ গুণবৎপাত্রপূজায়াং ন স্যাদ্বৈ তাদৃশং ফলম্। যথা গঙ্গাজলস্নান-পূজনে বিধিনা ফলম্॥ ৩৩॥ মম তেজোহগ্নিগর্ভেয়ং মম বীর্য্যাতিসংবৃতা। দাহিকা সর্ব্বদোষাণাং সর্ব্বপাপবিনাশিনী॥ ৩৪॥ স্মরণাদেব গঙ্গায়াঃ পাপসঙ্ঘাতপঞ্জরম্। শতধা ভেদমায়াতি গিরির্ব্বজ্রহতো যথা॥ ৩৫॥ গঙ্গাং গচ্ছতি যস্ত্বেকো যস্ত ভক্ত্যানুমোদয়েৎ। তয়োস্তুল্যং ফলং প্রাহুর্ভক্তিরেবাত্র কারণম্॥ ৩৬॥ গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ জপন্ ধ্যায়ন্ ভুঞ্জন্ জাগ্রৎ স্বপন্ বদন্। যঃ স্মরেৎ সততং গঙ্গাং স হি মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ৩৭॥ পিতৃনুদ্দিশ্য যো ভক্ত্যা পায়সং মধুসংযুতম্। গুড়সর্পিস্তিলৈঃ সার্দ্ধং গঙ্গাম্ভসি বিনিক্ষিপেৎ॥ ৩৮॥ তৃপ্তা ভবন্তি পিতরস্তস্য বর্ষশতং হরে। যচ্ছন্তি বিবিধান্ কামান্ পরিতুষ্টাঃ পিতামহাঃ॥ ৩৯॥ লিঙ্গে সম্পূজিতে সর্ব্বমর্চ্চিতং স্যাজ্জগদ্যথা। গঙ্গাস্নানেন লভ্যতে সর্ব্বতীর্থফলং তথা॥ ৪০॥ গঙ্গায়াস্তু নরঃ স্নাত্বা যো লিঙ্গং নিত্যমর্চ্চতি। একেন জন্মনা মুক্তিং পরাং প্রাপ্নোতি স ধ্রুবম্॥ ৪১॥ অগ্নিহোত্রঞ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতদানতপাংসি চ। গঙ্গায়াং লিঙ্গপূজায়াঃ কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ॥ ৪২॥ গঙ্গাং গন্তুং বিনিশ্চিত্য কৃত্বা শ্রাদ্ধাদিকং গৃহে। স্থিতস্য সম্যক্ সঙ্কল্পাত্তস্য নন্দন্তি পূর্ব্বজাঃ॥ ৪৩॥ পাপানি চ রুদন্ত্যাশু হা ক যাস্যাম ইত্যলম্। লোভমোহাদিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্রয়ন্তি পুনঃপুনঃ॥ ৪৪॥ যথা ন গঙ্গাং যাত্যেষ তথা বিঘ্নং প্রকুর্ম্মহে। গঙ্গাং গতো যথা চৈষ ন উচ্ছিত্তিং বিধাস্যতি॥ ৪৫॥ গৃহাদগঙ্গাবগাহার্থং গচ্ছতস্ত পদে পদে। নিরাশানি ব্রজন্ত্যেব পাপানস্য শরীরতঃ॥ ৪৬॥ পূর্ব্বজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈস্ত্যক্ত্বা লোভাদিকং হরে। ব্যুদস্য সর্ব্ববিঘ্নৌঘান্ গঙ্গাং প্রাপ্নোতি পুণ্যবান্॥৪৭॥ অনুষঙ্গেণ মৌল্যেন বাণিজ্যেনাপি সেবয়া। কামাসক্তোঽপি বা মর্ত্ত্যো গঙ্গাস্নাতো দিবং ব্রজেৎ॥ ৪৯॥ অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহনো হি যথা দহেৎ। অনিচ্ছয়াপি সংস্নাতা গঙ্গা পাপং তথা দহেৎ॥ ৫০॥

করে, ত তাহার জন্ম বিফল। যে ব্যক্তি কলিকালে গঙ্গা ভজনা না করে, তাহার কুল, বিদ্যা, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানাদি সকলই বিফল। বিধিপূর্ব্বক গঙ্গাজলে স্নান-পূজা করিলে যাদৃশ ফল হয়, গুণবান্ পাত্রের অর্চ্চনাতে তাদৃশ ফল হয় না। আবার তেজঃস্বরূপ অগ্নি এই গঙ্গার গর্ভে, ইনি আমার বীর্য্যে একান্ত সংবৃতা; সর্ব্বদোষের দাহিকা এবং সর্ব্বপাপবিনাশিনী। গঙ্গাস্মরণমাত্রেই পাপরাশিপিঞ্জর, বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়। যে একাকী গঙ্গায় গমন করে এবং ভক্তিপূর্ব্বক যে তাহার অনুমোদন করে, এই উভয় ব্যক্তিরই ফল সমান; এ বিষয়ে ভক্তিই কারণ। গমন, অবস্থান, জপ, ধ্যান, ভোজন, জাগরণ, শ্বাসপরিত্যাগ, বাক্যপ্রয়োগ সকল সময়েই যে ব্যক্তি গঙ্গা স্মরণ করে, সে ভব-বন্ধনমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, পিতৃগণোদ্দেশে গুড়, ঘৃত, তিলমধুযুক্ত পায়স ভক্তিভাবে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে, হে হরে! তাহার পিতৃগণ, সেই কার্য্যফলেই শত বৎসর তৃপ্তিলাভ করেন এবং তাঁহারা পরিতুষ্ট হইয়া কর্ম্মকর্ত্তার বিবিধ কামনা পূর্ণ করেন। যেমন এক লিঙ্গ পূজা করিলে, নিখিল জগৎ পূজা করা হয়, তদ্রূপ এক গঙ্গাস্নান করিলে সর্ব্বতীর্থসেবাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মানব, গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যহ পূজা করে, সে, এক জন্মেই নিশ্চয় পরমামুক্তি প্রাপ্ত হয়। অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, ব্রত, দান এবং তপস্যা,—গঙ্গাতীরে লিঙ্গপূজার কোটি ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। গঙ্গাগমনে নিশ্চয় করিয়া গৃহে তীর্থগমননিমিত্তক শ্রাদ্ধ করিয়া অবস্থিত হইলে, গঙ্গাগমনে সম্যক্ সঙ্কল্প করাতেই পূর্ব্বপুরুষগণ হৃষ্ট হন। পাপগণ, 'হায় কোথায় যাইব' বলিয়া রোদন করে এবং অবিলম্বে লোভ মোহাদির সহিত এই বলিয়া পুনঃপুনঃ মন্ত্রণা করে যে, যাহাতে এক ব্যক্তি গঙ্গায় যাইতে না পারে, এইরূপ বিঘ্ন করিব; গঙ্গায় যাইলেও ত এ আমাদের উচ্ছেদসাধন করিবে। ২৭—৪৫। গঙ্গাস্নানের জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, পাপরাশি নিরাশ হইয়া প্রতিপদক্ষেপে, ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইতে থাকে। হে হরে! পুণ্যবান্ মানব, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলেই লোভাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ববিঘ্নরাশি দূর করিয়া, গঙ্গার সন্নিহিত হইতে সমর্থ হয়। বাণিজ্য, দাস্য, মূল্যগ্রহণ বা অন্য কোন প্রসঙ্গে কামাসক্ত ব্যক্তিও যদি গঙ্গাস্নান করে, সেও স্বর্গে যায়। অনিচ্ছাক্রমে স্পর্শ করিলে অগ্নি যেমন দাহ করে, তদ্রূপ অনিচ্ছাক্রমে স্নান করিলেও গঙ্গা পাপ নষ্ট করে। বস্তু-

তাবদ্ ভ্রমতি সংসারে যাবদ্গঙ্গাং ন সেবতে। সংসেব্য গঙ্গাং নো জন্তুর্ভবক্লেশং প্রপশ্যতি ॥ ৫০ ॥ যো গঙ্গাম্ভসি নিম্নাতো ভক্ত্যা সন্ত্যক্তসংশয়ঃ। মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ স দেবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ গঙ্গাস্নানার্থমুদ্যুক্তো মধ্যেমার্গং মৃতো যদি। গঙ্গাস্নানফলং সোঽপি তদাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ মাহাত্ম্যং যে চ গঙ্গায়াঃ শৃণ্বন্তি চ পঠন্তি চ। তেঽপ্যশেষৈর্মহাপাপৈর্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ দুর্ব্বুদ্ধয়ো দুরাচারা হৈতুকা বহুসংশয়াঃ। পশ্যন্তি মোহিতা বিষ্ণো গঙ্গামন্যনদীমিব ॥ ৫৪ ॥ জন্মান্তরকৃতৈর্দানৈস্তপোভির্নিয়মৈর্ব্রতৈঃ। ইহ জন্মনি গঙ্গায়াং নৃণাং ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৫৫ ॥ গঙ্গাভক্তিমতামর্থে মহেন্দ্রাদিপুরেষু চ। হর্ম্ম্যাণি রমাভোগানি নির্ম্মিতানি স্বয়ম্ভুবা ॥ ৫৬ ॥ সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধিলিঙ্গানি স্পর্শলিঙ্গান্যনেকশঃ। প্রাসাদা রত্নরচিতাশ্চিন্তামণিগণা অপি ॥ ৫৭ ॥ গঙ্গাজলান্তস্তিষ্ঠন্তি কলিকল্মষভীতিতঃ। অতএব হি সংসেব্যা কলৌ গঙ্গেষ্টসিদ্ধিদা ॥ ৫৮ ॥ সূর্য্যোদয়ে তমাংসীব বজ্রপাতভয়ান্নগাঃ। তার্ক্ষ্যেক্ষণাদ্যথা সর্পা মেঘা বাতাহতা ইব ॥ ৫৯ ॥ তত্ত্বজ্ঞানাদ্যথা মোহঃ সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ। তথা সর্ব্বাণি পাপানি যান্তি গঙ্গেক্ষণাৎ ক্ষয়ম্ ॥ ৬০ ॥ দিব্যৌষধৈর্যথা রোগা লোভেন চ যথা গুণাঃ। যথা গ্রীষ্মোষ্মসম্পত্তিরগাধহ্রদমজ্জনাৎ ॥ ৬১ ॥ তুলশৈলঃ স্ফুলিঙ্গেন যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ। তথা দোষাঃ প্রণশ্যন্তি গঙ্গাম্ভঃস্পর্শনাদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥ ক্রোধেন চ তপো যদ্বৎ কামেন চ যথা মতিঃ। অনয়েন যথা লক্ষ্মীর্বিদ্যা মানেন বৈ যথা ॥ ৬৩ ॥ দম্ভকৌটিল্যমায়াভির্যথা ধর্ম্মো বিনশ্যতি। তথা নশ্যন্তি পাপানি গঙ্গায়া দর্শনেন তু ॥ ৬৪ ॥ মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য বিদ্যুৎসম্পাতচঞ্চলম্। গঙ্গাং যঃ সেবতে সোঽত্র বুদ্ধেঃ পারং পরং গতঃ ॥ ৬৫ ॥ বিধূতপাপা যে মর্ত্ত্যাঃ পরংজ্যোতিঃস্বরূপিণীম্। সহস্রসূর্য্যপ্রতিমাং গঙ্গাং পশ্যন্তি তে ভুবি ॥৬৬॥ সাধারণাম্ভসা পূর্ণাং সাধারণনদীমিব। পশ্যন্তি নাস্তিকা গঙ্গাং পাপোপহতলোচনা ॥ ৬৭ ॥ সংসারমোচকশ্চাহং জনানামনুকম্পয়া। গঙ্গাতরঙ্গরূপেণ সোপানং নির্ম্মমে দিবঃ ॥ ৬৮ ॥ সর্ব্ব এব শুভঃ কালঃ সর্ব্বো

কাল গঙ্গাস্নান না করা হয়, তাবৎ সংসারে ঘুরিতে হয়, গঙ্গাস্নান করিলে, দেহীর আর সংসার-কষ্ট অনুভব করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, দৃঢ়-বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাজলে স্নান করে, সে মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত দেবতা, এ বিষয়ে সংশয় নাই। গঙ্গাস্নানার্থ বহির্গত হইলে যদি পথিমধ্যে মৃত্যু হয়, ত সেই ব্যক্তিও নিঃসংশয় গঙ্গাস্নানফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা গঙ্গার মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারাও অশেষ মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়েও সংশয় নাই। হে বিষ্ণো! দুর্ব্বুদ্ধি দুরাচার, কুতার্কিক এবং সংশয়াত্মা মানবগণ, মোহ বশতঃ গঙ্গাকে অন্য নদীর ন্যায় বিবেচনা করে। পূর্ব্বজন্মকৃত দান, তপস্যা, ব্রত, নিয়মের প্রভাবে, মানবগণের ইহজন্মে গঙ্গার প্রতি ভক্তি হয়। ব্রহ্মা, গঙ্গাভক্তদিগের জন্য, ইন্দ্রাদি লোকে রমণীয়ভোগ-সম্পন্ন হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। অণিমাদি সিদ্ধিসমূহ, সিদ্ধের উপায় সকল, স্পর্শমণি প্রভৃতি বহুতর স্পর্শচিহ্ন, রত্নখচিত প্রাসাদাবলী এবং চিন্তামণিসমূহ, কালকলুষভয়ে গঙ্গাজল মধ্যে অবস্থান করেন, এইজন্যই কলিকালে ইষ্টসিদ্ধি-দায়িনী গঙ্গার সেবা করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায়, বজ্রপাতভয়ে পর্ব্বতবৃন্দের ন্যায়, গরুড়দর্শনে সর্পকুলের ন্যায়, পবনাহত মেঘমালার ন্যায়, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের ন্যায়, সিংহদর্শনে পশুগণের ন্যায়, সকল পাপ, গঙ্গাদর্শনমাত্রে ম্রিয়মাণ হয়। ৪৬—৬০। উত্তম ঔষধ সেবনে রোগ সকল যেমন নষ্ট হয়, লোভাধিক্যে গুণরাশি যেমন বিলুপ্ত হয়, অগাধ হ্রদে অবগাহন করিলে গ্রীষ্মতাপসমূহ যেমন বিদূরিত হয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যেমন তুলারাশি তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হয়, তদ্রূপ গঙ্গাজলস্পর্শনমাত্রে তৎক্ষণাৎ অসংশয়ে দোষরাশি বিদূরিত হয়। ক্রোধোদয়ে যেমন তপস্যা নষ্ট হয়, কামদোষে যেমন বিবেক বিলুপ্ত হয়, নীতির অভাবে যেমন লক্ষ্মী চলিয়া যান, অভিমানে যেমন বিদ্যানাশ হয়, দম্ভ কৌটিল্য এবং মায়াবশে যেমন ধর্ম্মনাশ হয়, তদ্রূপ গঙ্গাদর্শন মাত্রেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। বিদ্যুৎস্ফুরণচঞ্চল দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি গঙ্গা সেবন করে, এ জগতে সে অতীব বুদ্ধিমান্। যে সব মনুষ্য নিষ্পাপ, তাহারা পৃথিবীতেই গঙ্গাকে, সহস্র সূর্য্যসদৃশী পরমজ্যোতিঃস্বরূপা অবলোকন করে। পাপপ্রতিহতনেত্র নাস্তিকেরা গঙ্গাকে সাধারণজল-পূর্ণা সাধারণ নদীর ন্যায় অবলোকন করে। আমি দয়া করিয়া জনগণের সংসারমোচন করিবার জন্য গঙ্গাতরঙ্গরূপে স্বর্গসোপান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছি। শ্রীমতী গঙ্গার তীরে, সকল কালই শুভ এবং সকল

দেশস্তথা শুভঃ। সর্ব্বো জনো দানপাত্রং শ্রীমতী-জাহ্নবীতটে ॥ ৬৯ ॥ যথাশ্বমেধো যজ্ঞানাং নগানাং হিমবান্ যথা। ব্রতানাঞ্চ যথা সত্যং দানানামভয়ং যথা ॥ ৭০ ॥ প্রাণায়ামশ্চ তপসাং মন্ত্রাণাং প্রণবো যথা। ধর্ম্মাণামপ্যহিংসা চ কাম্যানাং শ্রীর্যথা বরা ॥ ৭১ ॥ যথাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং স্ত্রীণাং গৌরী যথোত্তমা। সর্ব্বদেবগণানাঞ্চ যথা ত্বং পুরুষোত্তম ॥ ৭২ ॥ সর্ব্বেষামেব পাত্রাণাং শিবভক্তো যথা বরঃ। তথা সর্ব্বেষু তীর্থেষু গঙ্গাতীর্থং বিশিষ্যতে ॥ ৭৩ ॥ হরে যশ্চাবয়োর্ভেদং ন করোতি মহামতিঃ। শিবভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো মহাপাশুপতশ্চ সঃ ॥ ৭৪ ॥ পাপপাংশুমহাবাত্যা পাপদ্রুমকুঠারিকা। পাপেন্ধন-দবাগ্নিশ্চ গঙ্গেয়ং পুণ্যবাহিনী ॥ ৭৫ ॥ নানারূপাশ্চ পিতরো গাথা গায়ন্তি সর্ব্বদা। অপি কশ্চিৎ কুলেঽস্মাকং গঙ্গাস্নায়ী ভবিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥ দেবর্ষীন্ পরিসন্তর্প্য দীনানাথাংশ্চ দুঃখিতান্। শ্রদ্ধয়া বিধিনা স্নাত্বা দাস্যতে সলিলাঞ্জলিম্ ॥ ৭৭ ॥ অপি নঃ স কুলে ভূয়াচ্ছিবে বিষ্ণৌ চ সাম্যদৃক্। তদালয়করো ভক্ত্যা তস্য সম্মার্জ্জনাদিকৃৎ ॥ ৭৮ ॥ অকামো বা সকামো বা তির্য্যগ্‌যোনিগতোঽপি বা। গঙ্গায়াং যো মৃতো মর্ত্ত্যো নরকং স ন পশ্যতি ॥ ৭৯ ॥ তীর্থমন্যৎ প্রশংসন্তি গঙ্গাতীরে স্থিতাশ্চ যে। গঙ্গাং ন বহু মন্যন্তে তে স্যুর্নিরয়গামিনঃ ॥ ৮০ ॥ মাঞ্চ ত্বাঞ্চৈব যো দ্বেষ্টি গঙ্গাঞ্চ পুরুষাধমঃ। স্বকীয়ৈঃ পুরুষৈঃ সার্দ্ধং স ঘোরং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৮১ ॥ ষষ্টিগণসহস্রাণি গঙ্গাং রক্ষন্তি সর্ব্বদা। অভক্তানাঞ্চ পাপানাং বাসে বিঘ্নং প্রকুর্ব্বতে ॥ ৮২ ॥ কামক্রোধ-মহামোহ-লোভাদিনিশিতৈঃ শরৈঃ। ঘ্নন্তি তেষাং মনস্তত্র স্থিতিঞ্চাপনয়ন্তি চ ॥ ৮৩ ॥ গঙ্গাং সমাশ্রয়েদ্-যস্তু স মুনিঃ স চ পণ্ডিতঃ। কৃতকৃত্যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ॥ ৮৪ ॥ গঙ্গায়াঞ্চ সকৃৎ স্নাতো হ্যশ্বমেধফলং লভেৎ। তর্পয়ংশ্চ পিতৄংস্তত্র তারয়ে-ন্নরকার্ণবাৎ ॥ ৮৫ ॥ নৈরন্তর্য্যেণ গঙ্গায়াং মাসং যঃ স্নাতি পুণ্যবান্। শক্রলোকে স বসতি যাবচ্ছক্রঃ সপূর্ব্বজঃ ॥ ৮৬ ॥ অব্দং যঃ স্নাতি গঙ্গায়াং নৈরন্তর্য্যেণ পুণ্যভাক্। বিষ্ণোর্লোকং সমাসাদ্য সম্মুখং সংবসে-

---

লোকই দানের পাত্র। সকল যজ্ঞের মধ্যে যেমন অশ্বমেধযজ্ঞ, সকল পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, ব্রতসমূহের মধ্যে যেমন সত্য, দানসমুদায়ের মধ্যে যেমন অভয়দান, তপস্যার মধ্যে যেমন প্রাণায়াম, মন্ত্র সকলের মধ্যে যেমন প্রণব, ধর্ম্মের মধ্যে যেমন অহিংসা, সকল কাম্যবস্তুর মধ্যে যেমন লক্ষ্মী, বিদ্যাসমূহের মধ্যে যেমন অন্তরবিদ্যা, স্ত্রীলোকের মধ্যে যেমন গৌরী, হে পুরুষোত্তম! সকল দেব-গণের মধ্যে যেমন তুমি এবং সকল পাত্রের মধ্যে যেমন শিবভক্ত প্রধান, তদ্রূপ সকল তীর্থের মধ্যে গঙ্গাতীর্থই শ্রেষ্ঠ! হে হরে! যে মহামতি, তোমাতে এবং আমাতে ভেদ জ্ঞান না করে, সে-ই শিবভক্ত, সে-ই মহাপাশুপত। এই পুণ্যবাহিনী গঙ্গা, পাপরূপ ধূলিপটলের উড্ডয়নকারিণী মহাবাত্যা; ইনি পাপ-পাদপচ্ছেদনে কুঠাররূপিণী এবং ইনি পাপদারুচয়-দাহনে দাবানলস্বরূপা। নানারূপসম্পন্ন পিতৃগণ সর্ব্বদা এই সব গাথা কীর্ত্তন করেন,—আমাদের বংশে কি গঙ্গাস্নায়ী কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; দীন, অনাথ এবং দুঃখীদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াও শ্রদ্ধা এবং বিধি সহকারে গঙ্গাস্নান করিয়া দেবতা, ঋষিগণের তর্পণ করিবার পর আমাদিগকে অঞ্জলি-পূর্ণ জল প্রদান করিবে, শিব এবং বিষ্ণুর প্রতি সমদর্শী ভক্তিসহকারে শিববিষ্ণুমন্দিরনির্ম্মাতা, শিব-বিষ্ণুমন্দিরমার্জ্জনাদিকারী সন্তান যেন আমাদের বংশে হয়; ইচ্ছামতেই হউক, আর অনিচ্ছাতেই হউক, গঙ্গায় মরিলে, কি মানব, কি তির্য্যক্‌জাতি প্রভৃতি যে-ই হউক না কেন, তাহার আর নরকদর্শন হয় না। ৬৯—৭৯। যাহারা গঙ্গাতীরে থাকিয়া অন্য তীর্থের প্রশংসা করে, গঙ্গার প্রতি সমাদর করে না, তাহারা নরকে যায়। যে পুরুষাধম আমার, তোমার এবং গঙ্গার প্রতি দ্বেষ করে, সে [illegible]ীয় জনগণের সহিত ঘোর নরকে যায়। ষষ্টিসহস্র মদীয়গণ, সর্ব্বদা গঙ্গাকে রক্ষা করিতেছে; তাহারা অভক্ত এবং পাপিষ্ঠগণের গঙ্গাবাসে বিঘ্ন করিয়া থাকে। তাহারা, কাম, ক্রোধ, মহামোহ এবং লোভ প্রভৃতি নিশিত শরনিকর দ্বারা মানবগণের গঙ্গাবাসবুদ্ধি ছেদন করে এবং গঙ্গাবাস করিতেও দেয় না। যে ব্যক্তি গঙ্গাবাস করে, সেই মুনি, সেই পণ্ডিত এবং সেই ব্যক্তিকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে কৃতার্থ জানিবে। একবার গঙ্গাস্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়, গঙ্গায় পিতৃতর্পণ করিলে, তাঁহাদিগকে নরকসাগর হইতে উদ্ধার করা হয়। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি একমাস নিরন্তর গঙ্গাস্নান করে, সে ব্যক্তি যত দিন ইন্দ্র থাকেন, ততদিন, পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ইন্দ্রলোকে বাস করে। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি নিরন্তর এক

রয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ গঙ্গায়াং স্নাতি যো মর্ত্ত্যো যাবজ্জীবং দিনে দিনে। জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে মুক্ত এব সঃ ॥ ৮৮ ॥ তিথিনক্ষত্রপর্ব্বাদি নাপেক্ষ্যং জাহ্নবীজলে। স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং সঞ্চিতাঘং বিনশ্যতি ॥ ৮৯ ॥ পণ্ডিতোঽপি স মূর্খঃ স্যাচ্ছক্তি-যুক্তোঽপ্যশক্তিকঃ। যস্তু ভাগীরথীতীরং সুখ-সেব্যং ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৯০ ॥ কিং বায়ুষাপ্য-যোগেণ বিকাশিন্যাথ কিং শ্রিয়া। কিংবা বুদ্ধ্যা বিমলয়া যদি গঙ্গাং ন সেবতে ॥ ৯১ ॥ যঃ কারয়েদায়তনং গঙ্গাপ্রতিকৃতের্নরঃ। ভুক্ত্বা স ভোগান্ প্রেত্যাপি যাতি গঙ্গাসলোকতাম্ ॥ ৬২ ॥ শৃণ্বন্তি মহিমানং যে গঙ্গায়া নিত্যমাদরাৎ। গঙ্গা-স্নানফলং তেষাং বাচকপ্রীণনাদ্ধনৈঃ ॥ ৯৩ ॥ পিতৄ-নুদ্দিশ্য যো লিঙ্গং স্নপয়েদ্গাঙ্গবারিণা। তৃপ্তাঃ স্যুস্তস্য পিতরো মহানিরয়গা অপি ॥ ৯৪ ॥ অষ্ট-কৃত্বো মন্ত্রজপ্তৈর্ব্বস্ত্রপূতৈঃ সুগন্ধিভিঃ। প্রোচুর্গাঙ্গ-জলৈঃ স্নানং ঘৃতস্নানাধিকং বুধাঃ ॥ ৯৫ ॥ অষ্টদ্রব্য-বিমিশ্রেণ গঙ্গাতোয়েন যঃ সকৃৎ। মাগধপ্রস্থমাত্রেণ তাম্রপাত্রস্থিতেন চ ॥ ৯৬ ॥ ভানবেঽর্ঘ্যং প্রদদ্যাচ্চ স্বকীয়পিতৃভিঃ সহ। সোঽতিতেজোবিমানেন সূর্য্য-লোকে মহীয়তে ॥ ৯৭ ॥ আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি ঘৃতং মধু গবাং দধি। রক্তানি করবীরাণি রক্ত-চন্দনমিত্যপি ॥ ৯৮ ॥ অষ্টাঙ্গার্ঘোঽয়মুদ্দিষ্টস্বতীব রবি-তোষণঃ। গাঙ্গৈর্ব্বার্ভিঃ কোটিগুণো জ্ঞেয়ো বিষ্ণো-ঽন্যবারিভিঃ ॥ ৯৯ ॥ গঙ্গাতীরে স্বশক্ত্যা যঃ কুর্য্যা-দ্দেবালয়ং সুধীঃ। অন্যতীর্থপ্রতিষ্ঠাতো ভবেৎ কোটিগুণং ফলম্ ॥ ১০০ ॥ অশ্বত্থবটচূতাদি-বৃক্ষারোপেণ যৎ ফলম্। কূপবাপীতড়াগাদি-প্রপাসত্রাদিভিস্তথা ॥ ১০১ ॥ অন্যত্র যদ্ভবেৎ পুণ্যং তদ্গঙ্গাদর্শনাদ্ভবেৎ। পুষ্পবাট্যাদিভিশ্চাপি গঙ্গা-স্পর্শং ততোঽধিকম্ ॥ ১০২ ॥ কন্যাদানেন যৎ পুণ্যং যৎ পুণ্যং গোঽন্নদানতঃ। তৎ পুণ্যং স্যাচ্ছতগুণং গঙ্গাগণ্ডূষপানতঃ ॥ ১০৩ ॥ চান্দ্রায়ণসহস্রেণ যৎ পুণ্যং স্যাজ্জনার্দ্দন। ততোঽধিকফলং গঙ্গামৃত-পানাদবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৪ ॥ ভক্ত্যা গঙ্গাবগাহস্য কিম-ন্যৎ ফলমুচ্যতে। অক্ষয়ঃ স্বর্গবাসোঽপি নির্ব্বাণ-মথবা হরে ॥ ১০৫ ॥ গঙ্গায়াঃ পাদুকাযুগ্মং নিত্য-

---

বৎসর গঙ্গাস্নান করে, সেই মানুষ, বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করে। যে মানব, যাবজ্জীবন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে, তাহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে এবং দেহান্তে সে নির্ব্বাণমুক্তিই লাভ করে। গঙ্গাজলে, তিথি, নক্ষত্র, পর্ব্বাদি অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; গঙ্গাস্নানমাত্রেই সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, সুখসেব্য গঙ্গাতীর আশ্রয় না করে, সে পণ্ডিত হইলেও মূর্খ, শক্তিযুক্ত হইলেও অশক্ত। যদি গঙ্গাসেবাই না করা গেল, তবে যোগশূন্য জীবনের ফল কি? বিস্তৃত সম্পত্তিরই বা প্রয়োজন কি? এবং নির্ম্মল বুদ্ধিরই বা আবশ্যক কি? যে মানব, গঙ্গাপ্রতি-মূর্ত্তির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, সে বিবিধ প্রকার ভোগ করিয়া পরলোকে গঙ্গালোকে বাস করে। যাহারা সাদরে, নিত্য গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ধনদান দ্বারা পাঠককে সন্তুষ্ট করে, তাহা-দিগের গঙ্গাস্নানফল হয়। যে ব্যক্তি, পিতৃগণের উদ্দেশে, গঙ্গাজল দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করায়, তাহার পিতৃগণ, মহানরকে থাকিলেও তৃপ্তিলাভ করে। আটবার মন্ত্রপূত সুগন্ধি বস্ত্রপূত গঙ্গাজল দ্বারা শিবের স্নান করানতে ঘৃত দ্বারা স্নান করান অপেক্ষা অধিক ফল, পণ্ডিতেরা ইহা বলেন। যে ব্যক্তি গঙ্গাজলের সহিত নিম্নলিখিত অষ্টবিধ দ্রব্য, সার্দ্ধদ্বাদশপলপরিমিত পাত্রে লইয়া তদ্দ্বারা সূর্য্যকে একবার মাত্র অর্ঘ্য প্রদান করে, সে স্বীয় পিতৃগণের সহিত, অতি তেজস্বী বিমানযোগে গিয়া সূর্য্য লোকে সসম্মানে বাস করে। ৮০—৯৭। জল, গো-দুগ্ধ, কুশাগ্র, গব্য-ঘৃত, মধু, গব্যদধি, রক্ত করবীর এবং রক্তচন্দন এই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য সূর্য্যের অতীব সন্তোষ-প্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে বিষ্ণো! অন্য জল অপেক্ষা গঙ্গাজলে কোটিগুণ ফল। যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি, স্বীয় শক্তি অনুসারে গঙ্গাতীরে দেবালয় নির্ম্মাণ করে, অন্যতীর্থপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষা তাহার কোটিগুণ অধিক ফল হয়। অন্যত্র অশ্বত্থ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরোপণে যে ফল হয় এবং অন্যত্র বাপী, কূপ, তড়াগ, পানীয়শালা, অন্নসত্র এবং পুষ্পবাটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় যে পুণ্য হয়, গঙ্গাদর্শনমাত্রে সে পুণ্য লাভ হয়, গঙ্গাস্পর্শে তদপেক্ষা অধিক পুণ্য। কন্যাদানে যে পুণ্য হয়, গোকে অন্নদান করিলে যে পুণ্য হয়, গণ্ডূষমাত্র গঙ্গাজলপানে তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। হে জনার্দ্দন! সহস্র চান্দ্রায়ণে যে পুণ্য হয়, গঙ্গাজল-পানে তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়। হে হরে! ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানের অন্য কি ফল বলিব, অক্ষয় স্বর্গ অথবা নির্ব্বাণ-মুক্তিই ইহার ফল। যে

মর্চ্চতি যো নরঃ। আয়ুঃ পুণ্যং ধনং পুত্রান্ স্বর্গমোক্ষৌ চ বিন্দতি ॥ ১০৬॥ নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং কলিকল্মষনাশনম্। নাস্তি মুক্তিপ্রদং ক্ষেত্র-মবিমুক্তসমং হরে ॥ ১০৭॥ গঙ্গাস্নানরতং মর্ত্ত্যং দৃষ্ট্বৈব যমকিঙ্করাঃ। দিশো দশ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ ॥ ১০৮॥ গঙ্গাভজনশীলস্য গঙ্গাতট-নিবাসিনঃ। অর্চ্চাং কৃত্বা যথান্যায়মশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১০৯ ॥ গোভূহিরণ্যদানেন ভক্ত্যা গঙ্গাতটে শুভে। নরো ন জায়তে ভূয়ঃ সংসারে দুঃখসঙ্কটে ॥ ১১০ ॥ দীর্ঘায়ুষ্যঞ্চ বাসোভির্জ্ঞানং পুস্তকদানতঃ। অন্নদানেন সম্পত্তিং কীর্ত্তিং কন্যাপ্রদানতঃ ॥ ১১১ ॥ অন্যত্র যৎ কৃতং কর্ম্ম ব্রতং দানং জপস্তপঃ। গঙ্গাতটে তু তৎ সর্ব্বং হরে কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১১২ ॥ ধেনুং সবৎসাং যো দদ্যাদ্গঙ্গাতীরে বিধানতঃ। গোরোমসঙ্খ্যয়া বিষ্ণো যুগান্ সর্ব্ব-সমৃদ্ধিমান্ ॥ ১১৩॥ গোলোকে মম লোকে বা কামধেনুপ্রদানতঃ। ভুঞ্জানঃ সর্ব্বকামাংস্তু দিব্যান্ নানাবিধান্ বহূন্ ॥ ১১৪ ॥ দেবানামপ্যলভ্যাংশ্চ

মানব, গঙ্গার পাদুকাযুগল নিত্য পূজা করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, পুণ্য, ধন, বহু পুত্র, স্বর্গ এবং মুক্তি লাভ হয়। হে হরে! গঙ্গার তুল্য, কলি-কলুষনাশী তীর্থ আর নাই এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সমান মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রও আর নাই। যমকিঙ্করগণ, গঙ্গাস্নানরত মানবের দর্শনমাত্রেই সিংহদর্শনে মৃগগণের ন্যায় দশদিকে পলায়ন করে। গঙ্গা-ভজননিরত, গঙ্গাতীরবাসী মানবের যথোচিত পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। পবিত্র গঙ্গাতীরে, ভক্তিপূর্ব্বক, গো, ভূমি এবং সুবর্ণ দান করিলে, মানব দুঃখসঙ্কুল সংসারে আর জন্মগ্রহণ করে না। বস্ত্রদানে দীর্ঘ আয়ুঃ, পুস্তক-দানে জ্ঞান, অন্নদানে সম্পত্তি এবং কন্যাদানে কীর্ত্তি লাভ হয়। হে হরে! অন্যত্র ব্রত, দান, জপ, তপ প্রভৃতি যে কর্ম্ম করা যায়, গঙ্গাতীরে করিলে তৎসমস্তই কোটি গুণাধিক হয়। হে বিষ্ণো! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে যথাবিধি সবৎসা ধেনু দান করে, সে, কামধেনুদাতার ন্যায় পিতৃগণ, সুহৃদ্ বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত এবং সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ধেনুরোম-সম-সংখ্যক যুগ গো-লোকে অথবা মদীয় লোকে দেবগণেরও অলভ্য নানাবিধ কামভোগ্য সমুদয় ভোগ করিবার

ভুক্ত্বা তু সহ বান্ধবৈঃ। পিতৃভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ সর্ব্বরত্নবিভূষিতঃ ॥১১৫॥ জায়তে সৎকুলে পশ্চাদ্ধন-ধান্যসমাকুলে। রত্নকাঞ্চনসম্পন্নে শীলবিদ্যা-সমন্বিতে ॥ ১১৬॥ ভুক্ত্বা স বিপুলান্ ভোগান্ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ। পুনর্গঙ্গাং সমাসাদ্য কাশ্যামুত্তর-বাহিনীম্ ॥ ১১৭॥ বিশ্বেশ্বরং সমারাধ্য প্রাগ্জন্ম-বাসনাবশাৎ। কালাদ্দেহান্তমাসাদ্য ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ততঃ ॥ ১১৮॥ বিবর্ত্তনদ্বয়মপি ভূমের্ভাগীরথীতটে। নরো দদাতি যো ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥১১৯॥ তদ্ভূমিত্রসরেণূনাং গঙ্গায়া যুগমানয়া। মহেন্দ্রচন্দ্র-লোকেষু ভুক্ত্বা ভোগান্ মনঃপ্রিয়ান্ ॥ ১২০॥ সপ্ত-দ্বীপপতির্ভূত্বা মহাধর্ম্মপরায়ণঃ। নরকস্থান্ পিতৄন্ সর্ব্বান্ প্রাপয়েত্রিদিবং হরে ॥ ১২১॥ স্বর্গস্থাংশ্চ পিতৄন্ সর্ব্বান্ মোচয়িত্বা মহাদ্যুতিঃ। অন্তে জ্ঞানা-সিনা ছিত্ত্বা হ্যবিদ্যাং পাঞ্চভৌতিকীম্ ॥ ১২২ ॥ পরং বৈরাগ্যমাপন্নো যুঞ্জানো যোগমুত্তমম্। প্রাপ্যাথ বারিমুক্তঞ্চ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১২৩॥ সুবর্ণমাত্রমপি যঃ সুবর্ণং সম্প্রযচ্ছতি। সুবর্ণায় সুবর্ণঞ্চ হরে ভাগীরথীতটে ॥ ১২৪ ॥ স হেম-রত্ন-খচিতে বিমানে সর্ব্বগে শুভে। সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্তঃ

পর, ধনধান্যসমৃদ্ধ, রত্নকাঞ্চনসম্পন্ন, শীলবিদ্যা-সমন্বিত সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে। তথায় পুত্র-পৌত্র-সমন্বিত হইয়া বিপুল ভৌম ভোগ্যরাশি ভোগ করিবার পর পূর্ব্বজন্মবাসনাবশে কাশীধামে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সমীপস্থ হইয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করত যথাকালে দেহান্ত হইলে, মুক্তিলাভ করে।৯৮—১১৮। গঙ্গাতীরে যা[illegible]পরিমিত ভূভাগ যে ব্যক্তি দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর; হে হরে! সেই ব্যক্তি, উক্ত ভূভাগের ত্রসরেণু-সমসংখ্যক যুগ, ইন্দ্রচন্দ্রলোকে, হৃদয়প্রিয় ভোগ্য-নিচয় ভোগ করিবার পর, মহাধর্ম্মপরায়ণ সপ্ত-দ্বীপাধিপতি হইয়া নরকস্থ সকল পিতৃগণকে স্বর্গে নীত করে এবং স্বর্গস্থ সকল পিতৃগণকে মুক্তিলাভ করাইয়া সেই মহাতেজাঃ স্বয়ং অন্তে জ্ঞানাসি দ্বারা পাঞ্চভৌতিক অবিদ্যা ছেদনপুরঃসর, পরম বৈরাগ্য লাভ করত উত্তম যোগযুক্ত হইয়া [illegible] অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম লাভ করে। হে হরে! হে বিষ্ণো! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে অশীতিরক্তিকাপরিমিত অত্যুজ্জ্বলবর্ণসম্পন্ন সুবর্ণ ও বর্ণশ্রেষ্ঠকে দান করে সে, ব্যক্তি, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী সর্ব্বলোকে সর্ব্বপূজিত এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া

সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ ১২৫ ॥ ব্রহ্মাণ্ডান্তরসংস্থেষু ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরমান্। সর্বৈঃ সম্পূজিতো বিষ্ণো যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১২৬ ॥ একরাট্ চ ততো ভূত্বা জম্বুদ্বীপে প্রতাপবান্। ততোঽবিমুক্তমাসাদ্য পদং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ১২৭ ॥ জন্মর্ক্ষে তু কৃতে স্নানে গঙ্গায়াং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ জন্মপ্রভৃতিপাপৌঘাৎ সঞ্চিতান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ১২৮ ॥ বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে গঙ্গাস্নানং সুদুর্লভম্। দর্শে শতগুণং পুণ্যং সঙ্ক্রান্তৌ চ সহস্রকম্ ॥ ১২৯ ॥ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে লক্ষং ব্যতীপাতে ত্বনন্তকম্। অযুতং বিষুবে চৈব নিযুতং ত্বয়নদ্বয়ে ॥ ১৩০ ॥ সোমগ্রহঃ সোমদিনে রবিবারে রবেগ্রহঃ। তচ্চূড়ামণিপর্ব্বাখ্যং তত্র স্নানমসংখ্যকম্ ॥ ১৩১ ॥ স্নানং দানং জপো হোমো যদ্যচ্চূড়ামণৌ কৃতম্। তদক্ষয়ং সর্ব্বমিহ বিষ্ণো ভাগীরথীতটে ॥ ১৩২ ॥ শ্রদ্ধয়া ভক্তিযুক্তস্তু গঙ্গাং স্নাত্বা বিধানতঃ। ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যেত কিং পুনস্বল্পপাতকী ॥ ১৩৩ ॥ কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যা যে মৃতা জাহ্নবীতটে। কূলাৎ পতন্তি যে বৃক্ষাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১৩৪ ॥ জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং হস্তসংযুতে। গঙ্গাতীরে তু পুরুষো নারী বা ভক্তিভাবতঃ ॥ ১৩৫ ॥ নিশায়াং জাগরং কুর্য্যাদ্গঙ্গাং দশবিধৈর্হরে। পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈর্নৈবেদ্যৈঃ ফলৈর্দশদশোন্মিতৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ প্রদীপৈর্দশভির্ধূপৈর্দশাঙ্গৈর্গরুড়ধ্বজ। পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া ধীমান্ দশকৃত্বো বিধানতঃ ॥ ১৩৭ ॥ সাজ্যান্ তিলান্ ক্ষিপেত্তোয়ে গঙ্গায়াঃ প্রসৃতীর্দশ। গুড়শক্তুময়ান্ পিণ্ডান্ দদ্যাচ্চ দশ মন্ত্রতঃ ॥ ১৩৮ ॥ নমঃ শিবায়ৈ প্রথমং নারায়ণ্যৈ পদং ততঃ। দশহরায়ৈ পদমিতি গঙ্গায়ৈ মন্ত্র এব বৈ ॥ ১৩৯ ॥ স্বাহান্তঃ প্রণবাদিশ্চ ভবেদ্বিংশাক্ষরো মনুঃ। পূজা দানং জপো হোমোঽনেনৈব মনুনা স্মৃতঃ ॥ ১৪০ ॥ হেম্না রূপ্যেণ বা শক্ত্যা গঙ্গামূর্ত্তিং বিধায় চ। বস্ত্রাচ্ছাদিতবক্ত্রস্য পূর্ণকুম্ভস্য চোপরি ॥ ১৪১ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্যার্চ্চয়েদ্দেবীং পঞ্চামৃতবিশোধিতাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ নদীনদনিষেবিতাম্ ॥ ১৪২ ॥ লাবণ্যামৃতনিষ্যন্দ-সংশীলদ্গাত্রযষ্টিকাম্। পূর্ণকুম্ভসিতাম্ভোজবরদাভয়সৎকরাম্ ॥ ১৪৩ ॥ ততো ধ্যায়েৎ সুসৌম্যাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্। চামরৈর্বাজ্য-

---

মণিকাঞ্চনখচিত সর্ব্বগামী শুভ বিমানে অধিষ্ঠান করত মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত মনোহর ভোগ্যসমূহ ভোগ করে; অনন্তর, জম্বুদ্বীপে প্রতাপসম্পন্ন একচ্ছত্রী রাজা হইয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্র লাভ করত নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হয়। জন্মনক্ষত্রে ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে আজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি হইতে ক্ষণমধ্যে মুক্তিলাভ হয়। বৈশাখ, কার্ত্তিক এবং মাঘ মাসে গঙ্গাস্নান দুর্লভ; অমাবস্যায় গঙ্গাস্নানে শতগুণ, সংক্রান্তিতে সহস্র গুণ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে লক্ষগুণ এবং ব্যতীপাতে অনন্ত ফল হয়। বিষুব সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে অযুতগুণ, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে দশলক্ষগুণ ফল হয়। সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ এবং রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ হইলে চূড়ামণিযোগ হয়, চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নানে অসংখ্য ফল। হে বিষ্ণো! স্নান, দান, জপ, হোম—এই গঙ্গাতীরে চূড়ামণিযোগে—যাহা যাহা করিবে, তৎসমস্তই অক্ষয়। শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে, ব্রহ্মঘাতীও শুদ্ধি লাভ করে, অল্প পাতকীর কথা কি আর বলিতে হইবে? কৃমি কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে প্রাণী গঙ্গাতীরে মৃত হয় এবং যে সকল বৃক্ষ তীর হইতে গঙ্গায় পতিত বিনষ্ট হয়, তাহারাও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১৯—১৩৪। হে হরে! গরুড়ধ্বজ! জ্যৈষ্ঠমাস, শুক্লপক্ষ, হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে, সুবুদ্ধি নর অথবা নারী, গঙ্গাতীরে ভক্তিভাবে নিশায় জাগরণ করিবে এবং দিবসে দশবিধ সুগন্ধ পুষ্প, নৈবেদ্য, দশবিধ ফল, দশ প্রদীপ এবং দশাঙ্গ ধূপ দ্বারা যথাবিধি শ্রদ্ধাসহকারে দশবার গঙ্গাপূজা করিবে। দশপ্রসৃতি সঘৃত তিল গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে; নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গুড়শক্তুময় দশ পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে "নমঃ শিবায়ৈ," অনন্তর "নারায়ণ্যৈ" তার পর "দশহরায়ৈ" শেষে "গঙ্গায়ৈ," এই মন্ত্রের সর্ব্বশেষে স্বাহা এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রণব যোগ করিবে; তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ বিংশত্যক্ষর মন্ত্র হইবে। পূজা, দান, জপ, হোম, এই মন্ত্র দ্বারাই হইবে। পঞ্চামৃত দ্বারা বিশোধিতা গঙ্গাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর তাঁহার ধ্যান করিবে। গঙ্গা চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, নদনদীসেবিতা, তাঁহার শরীরযষ্টিতে লাবণ্যামৃত খেলিয়া বেড়াইতেছে; তাঁহার উত্তম চতুর্ভুজে পূর্ণকুম্ভ, শুক্লপদ্ম, বর এবং অভয় বিরাজমান। তিনি অযুত শশধরসদৃশী অতীব সৌম্যাকৃতি, তিনি চামরব্যজন-

মানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥ ১৪৪॥ সুধা-প্লাবিতভূপৃষ্ঠাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্। ত্রৈলোক্য-পূজিতপদাং দেবর্ষিভিরভিষ্টুতাম্॥ ১৪৫॥ ধ্যাত্বা সমর্চ্চ্য মন্ত্রেণ ধূপদীপোপহারতঃ। মাঞ্চ ত্বাঞ্চ বিধিং, ব্রধ্নং হিমবন্তং ভগীরথম্॥ ১৪৬॥ প্রতিমাগ্রে সমভ্যর্চ্চ্য চন্দনাক্ষতনির্ম্মিতান্। দশপ্রস্থতিলান্ দদ্যাদ্দশবিপ্রেভ্য আদরাৎ॥ ১৪৭॥ পলঞ্চ কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কো দ্রোণ এব চ। ধান্য-মানেন বোদ্ধব্যাঃ ক্রমশোঽমী চতুর্গুণাঃ॥ ১৪৮॥ মৎস্যকচ্ছপমণ্ডুক-মকরাদিজলেচরান্। হংসকারণ্ডব-বকচক্রটিট্টিভসারসান্॥ ১৪৯॥ যথাশক্তি স্বর্ণ রূপ্য-তাম্রপৃষ্ঠবিনির্ম্মিতান্। অভ্যর্চ্চ্য গন্ধকুসুমৈ-র্গঙ্গায়াং প্রক্ষিপেদ্‌ব্রতী॥ ১৫০॥ এবং কৃত্বা বিধা-নেন বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। উপবাসী বক্ষ্যমাণৈ-র্দশপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৫১॥ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ। পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥ ১৫২॥ পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যং চৈব সর্ব্বশঃ। অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতু-র্বিধম্॥ ১৫৩॥ পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্ট-চিন্তনম্। বিতথাভিনিবেশশ্চ মানসং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥১৫৪॥ এতৈর্দশবিধৈঃ পাপৈর্দশজন্মসমুদ্ভবৈঃ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং গদাধর॥ ১৫৫॥ উদ্ধরেন্নরকাদ্ঘোরাদ্দশ পূর্ব্বান্ দশাবরান্। বক্ষ্যমাণমিদং স্তোত্রং গঙ্গাগ্রে শ্রদ্ধয়া জপেৎ॥১৫৬॥ ওঁ নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ। নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্ত্যৈ নমোঽস্তু তে॥১৫৭॥ নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শাঙ্কর্য্যৈ তে নমো নমঃ। সর্ব্ব-দেবস্বরূপিণ্যৈ নমো ভেষজমূর্ত্তয়ে॥ ১৫৮॥ সর্ব্বস্য সর্ব্বব্যাধীনাং ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ্যৈ নমোঽস্তু তে। স্থাণু-জঙ্গমসম্ভূত-বিষহন্ত্র্যৈ নমোঽস্তু তে॥১৫৯॥ সংসার-বিষনাশিন্যৈ জীবনায়ৈ নমোঽস্তু তে। তাপত্রিতয়-সংহন্ত্র্যৈ প্রাণেশ্যৈ তে নমো নমঃ॥ ১৬০॥ শান্তি-সন্তানকারিণ্যৈ নমস্তে শুদ্ধমূর্ত্তয়ে। সর্ব্বসংশুদ্ধি-কারিণ্যৈ নমঃ পাপারিমূর্ত্তয়ে॥ ১৬১॥ ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িন্যৈ ভদ্রদায়ৈ নমো নমঃ। ভোগোপ-ভোগদায়িন্যৈ ভোগবত্যৈ নমোঽস্তু তে॥ ১৬২॥

বীজিতা এবং শ্বেতচ্ছত্রশোভিতা। তিনি অমৃত-সেকে মহীতল প্লাবিত করিতেছেন, দিব্যগন্ধ তাঁহার পাদযুগল ত্রৈলোক্যবাসীর পূজিত, মহর্ষিগণ উত্তমরূপে তাঁহার স্তব করিতেছেন। ধ্যানান্তে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা ধূপ-দীপাদি উপহার দ্বারা গঙ্গাপূজা করিয়া প্রতিমার অগ্রে অক্ষত এবং চন্দন দ্বারা নির্ম্মিত আমার, তোমার, ব্রহ্মার, সূর্য্যের, হিমালয়ের এবং ভগীরথের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিবে। অনন্তর, দশজন ব্রাহ্মণকে সাদরে দশপ্রস্থ তিল দিবে। পল, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক এবং দ্রোণ এই সব পরিমাণপাত্র, ধান্যপরিমাণানু-সারে, এতৎসমস্ত যথাক্রমে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে) চারগুণ করিয়া বড়। মৎস্য, কচ্ছপ, মণ্ডুক, মকর প্রভৃতি জলচর জন্তু, হংস, কারণ্ডব, বক, চক্রবাক, টিট্টিভ এবং সারসপক্ষী সকল, শক্তি-অনুসারে, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা পিষ্টক দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তৎসমস্ত গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পূজক, গঙ্গাতে তাহা নিক্ষেপ করিবে। বিত্ত-শাঠ্য-বিবর্জ্জিত হইয়া যথাবিধি এইরূপ করিয়া উপবাসী থাকিলে, বর্ক্ষ্যমাণ দশপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। অদত্তবস্তুর গ্রহণ, অবৈধ হিংসা এবং পরদারসেবা কায়িকপাপ এই ত্রিবিধ। পরুষবচন, মিথ্যাকথা, সর্ব্বপ্রকার পৈশুন্য এবং অসম্বদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ এই চতুর্ব্বিধ বাচিকপাপ। পরদ্রব্যের প্রতি অভিধ্যান, মনে মনে অনিষ্টচিন্তা এবং অসত্য বস্তুর প্রতি একান্ত আসক্তি, এই ত্রিবিধ মানসপাপ।১৩৫—১৫৪ হে গদাধর! দশজন্মার্জ্জিত এই দশবিধ পাপ হইতে (এই কর্ম্ম-ফলে) সত্য সত্যই মুক্তিলাভ হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। আর (এই দশমীকৃত্যফলে) দশজন পূর্ব্বপুরুষ এবং দশজন অধস্তন-পুরুষকে নরকোত্তীর্ণ করে। (পূজাকে) গঙ্গার নিকট এই বক্ষ্যমাণ স্তব পাঠ করি[illegible]—"শিবা শিবদা গঙ্গাকে বারংবার নমস্কার। হে বিষ্ণুরূপে! তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মস্বরূপিণি! তোমাকে নমস্কার। হে রুদ্ররূপিণি! তোমাকে নমস্কার। শঙ্কার! তোমাকে বারবার নমস্কার। হে সর্ব্ব-দেবস্বরূপিণি! ভবরোগের ঔষধরূপে! তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলেরই সর্ব্ববিধ রোগে, বৈদ্য-শ্রেষ্ঠা; তোমাকে নমস্কার। হে চরাচরবিষবিধ্বংসিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সংসারবিষনাশিনি! জীবন-রূপে! তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিতাপহন্ত্রী, জীবনের ঈশ্বরী, তোমাকে বারবার নমস্কার। হে শান্তি-সমুৎসম্পাদনকারিণি! শুদ্ধরূপে! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বশুদ্ধিবিধায়িনি! তোমার মূর্ত্তি পাপসমূহের শত্রু, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভোগ-মোক্ষ-প্রদায়িনী মঙ্গলদাত্রী; তোমাকে বারবার নমস্কার।

মন্দাকিন্যৈ নমস্তেহস্তু স্বর্গদায়ৈ নমো নমঃ। নমস্ত্রৈলোক্যভূষায়ৈ ত্রিপথায়ৈ নমো নমঃ॥ ১৬৩॥ নমস্ত্রিশুক্লসংস্থায়ৈ ক্ষমাবত্যৈ নমো নমঃ। ত্রিহুতাশনসংস্থায়ৈ তেজোবত্যৈ নমো নমঃ॥ ১৬৪॥ নন্দায়ৈ লিঙ্গধারিণ্যৈ সুধাধারাত্মনে নমঃ। নমস্তে বিশ্বমুখ্যায়ৈ রেবত্যৈ তে নমো নমঃ॥ ১৬৫॥ বৃহত্যৈ তে নমস্তেহস্তু লোকধাত্র্যৈ নমোহস্তুতে। নমস্তে বিশ্বমিত্রায়ৈ নন্দিন্যৈ তে নমো নমঃ॥ ১৬৬॥ পৃথ্ব্যৈ শিবামৃতায়ৈ চ সুবৃষায়ৈ নমো নমঃ। পরাপরশতাঢ্যায়ৈ তারায়ৈ তে নমো নমঃ॥ ১৬৭॥ পাশজালনিকৃন্তিন্যৈ অভিন্নায়ৈ নমোহস্তু তে। শান্তায়ৈ চ বরিষ্ঠায়ৈ বরদায়ৈ নমো নমঃ॥ ১৬৮॥ উগ্রায়ৈ সুখজগ্ধ্যৈ চ সঞ্জীবিন্যৈ নমোহস্তু তে। ব্রহ্মিষ্ঠায়ৈ ব্রহ্মদায়ৈ দুরিতঘ্ন্যৈ নমো নমঃ॥ ১৬৯॥ প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জিন্যৈ জগন্মাত্রে নমোহস্তু তে। সর্ব্বাপৎপ্রতিপক্ষায়ৈ মঙ্গলায়ৈ নমো নমঃ॥ ১৭০॥ শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে। সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১৭১॥ নির্লেপায়ৈ দুর্গহন্ত্র্যৈ দক্ষায়ৈতে নমো নমঃ। পরাপরপরায়ৈ চ গঙ্গে নির্ব্বাণদায়িনি॥ ১৭২॥ গঙ্গে মমাগ্রতো ভূয়া গঙ্গে মে তিষ্ঠ পৃষ্ঠতঃ। গঙ্গে মে পার্শ্বয়োরেধি গঙ্গে ত্বয্যস্ত মে স্থিতিঃ॥ ১৭৩॥ আদৌ ত্বমন্তে মধ্যে চ সর্ব্বং ত্বং গাঙ্গতে শিবে। ত্বমেব মূলপ্রকৃতিস্ত্বং পুমান্ পর এব হি। গঙ্গে ত্বং পরমাত্মা চ শিবস্তুভ্যং নমঃ শিবে॥ ১৭৪॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়াপি যঃ। দশধা মুচ্যতে পাপৈঃ কায়বাক্‌চিত্তসম্ভবৈঃ॥ ১৭৫॥ রোগস্থো রোগতো মুচ্যেদ্বিপদ্ভ্যশ্চ বিপদ্যুতঃ। মুচ্যতে বন্ধনাদ্বদ্ধো ভীতো ভীতেঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৭৬॥ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি প্রেত্য চ ত্রিদিবং ব্রজেৎ। দিব্যং বিমানমারুহ্য দিব্যস্ত্রীপরিবীজিতঃ॥ ১৭৭॥ গৃহেহপি লিখিতং যস্ত সদা তিষ্ঠতি ধারিতম্। নাগ্নিচৌরভয়ং তস্য ন সর্পাদিভয়ং কচিৎ॥ ১৭৮॥ জ্যেষ্ঠে

হে ভোগবতি! তুমি ভোগোপভোগদায়িনী; তোমাকে নমস্কার! হে মন্দাকিনি! তোমাকে নমস্কার। হে স্বর্গদায়িনি! তোমাকে বারবার নমস্কার। হে ত্রৈলোক্যভূষণস্বরূপে! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিপথগে! তোমাকে বার বার নমস্কার। হে ত্রিশুক্লসংস্থে! হে ক্ষমাবতি! তোমাকে বার বার নমস্কার। হে গার্হপত্য, দক্ষিণ এবং আহবনীয়-নামক অগ্নিত্রয়ের অধিষ্ঠানক্ষেত্র! তেজোবতি! তোমাকে বারংবার নমস্কার। তুমি নন্দা, তুমি শিবলিঙ্গধারিণী, তোমার স্বরূপ সুধাধারাময়, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বমুখ্যা রেবতী, তোমাকে বারবার নমস্কার। হে বৃহতি! তোমাকে নমস্কার। হে লোকধাত্রি! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বমিত্রে! তোমাকে নমস্কার। হে নন্দিনি! তোমাকে বার বার নমস্কার। হে পৃথ্বি শিবামৃতে! হে নির্ম্মলসলিলে। হে সুবৃষে! (উত্তম ধর্ম্মরূপে) তোমাকে বারবার নমস্কার। তুমি ব্রহ্মাদি পরম দৈবগণ এবং অস্মদাদি অপর ব্যক্তিবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবৃতা, তুমি তারা, তোমাকে বারবার নমস্কার। হে পাশজালচ্ছেদিনি। সর্ব্বাত্মিকে! তোমাকে নমস্কার। হে শান্তে! বরিষ্ঠে! বরদে! তোমাকে বারবার নমস্কার। হে উগ্রে! সুখভোগকারিণি! সঞ্জীবিনি! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মিষ্ঠা, মুক্তিদায়িনী এবং পাপনাশিনী; তোমাকে নমস্কার। হে [illegible]ণি! জগন্মাতঃ! তোমাকে নমস্কার। হে মঙ্গলে! তুমি নিখিল বিপদের শত্রু, তোমাকে বারবার নমস্কার। হে শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণকারিণি! হে সকলের আর্ত্তিহারিণি! নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার! হে নির্লেপে! হে দুর্গহন্ত্রি! হে দক্ষে! হে নির্ব্বাণদায়িনি! গঙ্গে! কার্য্যকারণস্বরূপা তোমাকে বারবার নমস্কার।১৫৫—১৭২। গঙ্গে! তুমি! আমার সম্মুখে থাক; গঙ্গে! আমার পশ্চাতে অবস্থান কর; গঙ্গে! আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী হও; গঙ্গে! তোমাতে আমার স্থৈর্য্য হউক। হে পৃথিবীস্থিতে! শিবে! আদিতে কারণরূপে, অন্তে অবধিরূপে এবং মধ্যে এই বিশ্বরূপে অবস্থিতা, অতএব তুমিই সব, তুমিই মূলপ্রকৃতি, তুমিই পরমপুরুষ, হে গঙ্গে! তুমি পরমাত্মা শিব; হে শিবে! তোমাকে নমস্কার। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, কিংবা শ্রবণ করে, সে, কায়িক, বাচিক এবং মানসিক দশবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে; রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে, বিপন্ন ব্যক্তি বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, ভীতব্যক্তি ভয়মুক্ত হইয়া থাকে। (এইস্তবপাঠ-শ্রবণফলে) তাহার সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয় এবং পরকালে সেই ব্যক্তি দিব্য বিমানারোহণে দিব্য স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক বীজিত হইয়া স্বর্গে গমন করে। এই স্তোত্র লিখিত হইয়া যাহার গৃহে স্থাপিত হয়, তাহার

মাসি সিতে পক্ষে দশমী হস্তসংযুতা। সংহরেৎ ত্রিবিধং পাপং বুধবারেণ সংযুতা ॥ ১৭৯ ॥ তস্যাং দশম্যামেতচ্চ স্তোত্রং গঙ্গাজলে স্থিতঃ। যঃ পঠেদ্দশকৃত্বস্তু দরিদ্রো বাপি চাক্ষমঃ ॥ ১৮০ ॥ সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি গঙ্গাং সম্পূজ্য যত্নতঃ। পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন যৎফলং সম্প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮১ ॥ যথা গৌরী তথা গঙ্গা তস্মাদ্গৌর্য্যাস্তু পূজনে। যো বিধির্বিহিতঃ সম্যক্ সোঽপি গঙ্গাপ্রপূজনে ॥ ১৮২ ॥ যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণো যথা ত্বঞ্চ তথা হ্যুমা। উমা যথা তথা গঙ্গা চতূরূপং ন ভিদ্যতে ॥ ১৮৩ ॥ বিষ্ণুরুদ্রান্তরঞ্চৈব শ্রীগৌর্য্যোরন্তরং তথা। গঙ্গাগৌর্য্যন্তরঞ্চৈব যো ব্রূতে মূঢ়ধীস্তু সঃ ॥ ১৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গামহিমবর্ণনপূর্ব্বক দশহরাস্তোত্রকীর্ত্তনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উমোবাচ। কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমনা নাথ স্বসন্দেহাপনুত্তয়ে। বদ খেদো যদি ন তে ত্রিকালজ্ঞান-কোবিদ ॥ ১ ॥ তদা ভগীরথো রাজা ক্ক ভাগীরথী তদা যদা। বিষ্ণুস্তপস্তেপে চক্রপুষ্করিণীতটে ॥ ২ ॥ শিব উবাচ। সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যো বিশালাক্ষি সদামলে। শ্রুতৌ স্মৃতৌ পুরাণেষু কালত্রয়মুদীর্য্যতে ॥ ৩ ॥ ভূতং ভাবি ভবচ্চাপি সংশয়ং মা বৃথা কথাঃ। ইত্যুক্তা পুনরাহেশো গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। পার্ব্বতীনন্দন পুনর্গঙ্গানদ্যাঃ পরিতো বদ। মহিমোক্তো হরেৌ যদ্দেবদেবেন বৈ তদা ॥ ৫ ॥ স্কন্দ উবাচ। মুনেঽত্র মৈত্রাবরুণে যথা দেবেন ভাষিতম্। শৃণু ত্রিপথগামিন্যা মাহাত্ম্যং পাতকাপহম্ ॥ ৬ ॥ ত্রিস্রোতসং সমাসাদ্য সকৃৎ পিণ্ডান্ দদাতি যঃ। উদ্ধৃতাঃ পিতরস্তেন ভবাম্ভোধেস্তিলোদকৈঃ ॥ ৭ ॥ যাবন্তশ্চ তিলা মর্ত্ত্যৈর্গৃহীতাঃ পিতৃকর্ম্মণি। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি পিতরঃ স্বর্গবাসিনঃ ॥ ৮ ॥ দেবাঃ সপিতরো যস্মাৎ গঙ্গায়াং সর্ব্বদা স্থিতাঃ। আবাহনং বিসর্গশ্চ তেষাং তত্র ততো ন হি ॥ ৯ ॥ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে তথৈব চ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং

অগ্নিভয়, চৌরভীতি এবং সর্পাদিভীতি কদাচ থাকে না। জ্যৈষ্ঠমাস, শুক্লপক্ষ, হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী বুধবারযোগে ত্রিবিধ পাপ হরণ করে। দরিদ্রই হউক আর অক্ষমই হউক, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে যত্নপূর্ব্বক গঙ্গাপূজা করিয়া সেই দশমী তিথিতে গঙ্গাজলে অবস্থিতি করিয়া দশবার এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহারও পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হয়। গৌরীও যেমন গঙ্গাও তেমন, অতএব, গৌরীপূজার যে বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে গঙ্গাপূজাতেও সেই বিধির সম্যক্ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমি যেমন, তুমি তেমন, তুমি যেমন উমা তেমন, উমা যেমন, গঙ্গা তেমন, এই চারিরূপে কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি হরিহরে ভেদ, লক্ষ্মীদুর্গায় ভেদ, অথবা গঙ্গা-দুর্গায় ভেদ কীর্ত্তন করে, সে মূঢ়বুদ্ধি। ১৭৩—১৮৪।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—নাথ! আমি আত্মসংশয়াপনোদনের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে ত্রিকালজ্ঞান-বিচক্ষণ! যদি কষ্ট না হয় ত বলুন,—চক্রপুষ্করিণীতীরে বিষ্ণু যখন তপস্যা করেন, তখন ভগীরথ রাজা কোথায় এবং ভাগীরথীই বা কোথায়? শঙ্কর কহিলেন,—হে সতত নির্ম্মলে! বিশালাক্ষি! এবিষয়ে সন্দেহ করিও না। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের কথাই কথিত হয়। ভবিষ্যতে অতীতবৎ, বর্ত্তমানে ভূতবৎ ব্যবহারও হইয়া থাকে। অতএব ব্যর্থ সংশয় করিও না। এই ব[illegible]শিব, পুনরায় গঙ্গামাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন। অগ[illegible] বলিলেন,—হে পার্ব্বতীনন্দন! তখন দেবাদিদেব, হরির নিকট গঙ্গামাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলুন। স্কন্দ বলিলেন,—হে মুনে! হে মৈত্রাবরুণি! দেবদেব, পাতকাপহ গঙ্গামাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, গঙ্গাতে একবারও পিণ্ড প্রদান করে, সে তদীয় পিতৃগণকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করে। গঙ্গাতীরে, মনুষ্যেরা পিতৃকার্য্যার্থ যত তিল গ্রহণ করে, তত সহস্র বৎসর পিতৃগণ স্বর্গবাসী হন। যেহেতু গঙ্গাতে দেবগণ, ও পিতৃগণ সদা অবস্থিত,এই জন্য তথায় তাঁহাদিগের আবাহন-বিসর্জ্জন নাই। ১—৯। পিতৃবংশে মৃত ব্যক্তিসমূহ, মাতৃবংশে মৃত ব্যক্তিসমূহ, গুরু, শ্বশুর এবং

যে চান্তে বান্ধবা মৃতাঃ ॥ ১০ ॥ অজাতদন্তা যে কেচিদ্‌যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ। অগ্নিবিদ্যুচ্চৌরহতা ব্যাঘ্রদংষ্ট্রিভিরেব চ ॥ ১১ ॥ উদ্বন্ধনমৃতা যে চ পতিতা আত্মঘাতকাঃ। আত্মবিক্রয়িণশ্চৌরা যে অযাজ্যযাজকাঃ ॥ ১২ ॥ রসবিক্রয়িণো যে চ যে চান্তে পাপরোগিণঃ। অগ্নিদা গরদাশ্চৈব গোঘ্নাশ্চৈব স্ববংশজাঃ ॥ ১৩ ॥ অসিপত্রবনে যে চ কুম্ভীপাকে চ যে গতাঃ। রৌরবেঽপ্যন্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে গতাঃ ॥ ১৪ ॥ জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রাম্যন্তে যে স্বকর্ম্মভিঃ। যে তু পক্ষিমৃগাণাং কীটবৃক্ষাদিবীরুধাম্ ॥ ১৫ ॥ যোনিং গতাস্ত্বসংখ্যাতাঃ সংখ্যাতানামশোভনাঃ। প্রাপিতা যমলোকন্তু সুঘোরৈর্যমকিঙ্করৈঃ ॥১৬॥ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। যেঽপি চাজ্ঞাতনামানো যে চাপুত্রাঃ স্বগোত্রজাঃ ॥ ১৭ ॥ বিষেণ চ মৃতা বৈ যে যে বৈ শৃঙ্গিভিরাহতাঃ। কৃতঘ্নাশ্চ গুরুঘ্নাশ্চ যে চ মিত্রদ্রুহস্তথা ॥ ১৮ ॥ স্ত্রীবালঘাতকা যে চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। অসত্যহিংসানিরতাঃ সদা পাপরতাশ্চ যে ॥ ১৯ ॥ অশ্ববিক্রয়িণো যে চ পরদ্রব্যহরাশ্চ যে। অনাথাঃ কৃপণা দীনা মানুষ্যং প্রাপ্তুমক্ষমাঃ ॥ ২০ ॥ তর্পিতা জাহ্নবীতোয়ৈর্নরেণ বিধিনা সকৃৎ। প্রয়ান্তি স্বর্গতিং তেঽপি স্বর্গিণো মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥২১॥ এতান্ মন্ত্রান্ সমুচ্চার্য্য যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃতর্পণম্। শ্রাদ্ধং পিণ্ডপ্রদানঞ্চ স বিধিজ্ঞ ইহোচ্যতে ॥ ২৩ ॥ কাম্যপ্রদানি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানি কানিচিৎ। তানি সর্ব্বাণি সেবন্তে কাশ্যামুত্তরবাহিনীম্ ॥ ২৩ ॥ স্বঃসিন্ধুঃ সর্ব্বতঃ পুণ্যা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী। কাশ্যাং বিশেষতো বিষ্ণো যত্র চোত্তরবাহিনী ॥ ২৪ ॥ গায়ন্তি গাথামেতাংবৈ দেবর্ষিপিতরো গণাঃ। অপি দৃগ্‌গোচরা নঃ স্যাৎ কাশ্যামুত্তরবাহিনী ॥ ২৫ ॥ যত্রত্যামৃতসন্তৃপ্তা-স্তাপত্রিতয়বর্জ্জিতাঃ। স্যাম ত্বমৃতমেবাদ্ধা বিশ্বনাথপ্রসাদতঃ ॥ ২৬ ॥ গঙ্গৈব কেবলা মুক্ত্যৈ নির্ণীতা পরিতো হরে। অবিমুক্তে বিশেষেণ মমাধিষ্ঠানগৌরবাৎ ॥ ২৭ ॥ জ্ঞাত্বা কলিযুগং ঘোরং গঙ্গাভক্তিঃ সুগোপিতা। ন বিন্দন্তি জনা গঙ্গাং মুক্তিমার্গৈকদায়িকাম্ ॥ ২৮ ॥ অনেকজন্মনিযুতং ভ্রাম্যমাণস্য যোনিষু। নির্বৃতিং প্রাপ্নুয়াৎ কোঽত্র জাহ্নবীভজনং বিনা ॥ ২৯ ॥ নরাণামল্প-

বন্ধুকুলে মৃত ব্যক্তিসমূহ, মৃত্যুপ্রাপ্ত অন্যান্য বান্ধব, আর দন্ত-উদ্গমের পূর্ব্বে মৃত, গর্ভে মৃত, অগ্নিদাহ-মৃত, বিদ্যুৎপাতহত, চৌরনিহত, ব্যাঘ্রনাশিত, অন্যান্য দংষ্ট্রি-নিপাতিত, উদ্বন্ধনমৃত, পতিত, আত্মঘাতী, আত্মবিক্রয়ী, চৌর, অযাজ্যযাজক, রসবিক্রয়ী, পাপরোগী, অগ্নিদাতা (গৃহে আগুন দেয় যাহারা) বিষদাতা এবং গোঘাতী এই এই প্রকার স্বীয় বংশসম্ভূত ব্যক্তি, আর যাহারা অসিপত্রবন নরকে নিপতিত, কুম্ভীপাক নরকে অবস্থিত, রৌরব, অন্ধতামিস্র কিংবা কালসূত্র নরক প্রাপ্ত, যাহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বহুসহস্র জন্ম ঘূর্ণ্যমান, যে অসংখ্য ব্যক্তিগণ, নির্দ্দিষ্ট পক্ষী, মৃগ, কীট, বৃক্ষ, বীরুধ্ প্রভৃতি জন্মপ্রাপ্ত, যাহারা অতি নিকৃষ্ট, ঘোরতর যমকিঙ্করগণ যাহাদিগকে যমলোকে লইয়া গিয়াছে, যাহারা বান্ধব নহে, যাহারা বান্ধব, যাহারা অন্য জন্মে বান্ধব, যাহারা অজ্ঞাতনামা এবং যাহারা অপুত্রক, এই এইরূপ স্বগোত্রসম্ভূত ব্যক্তিগণ, আর বিষ-হত, শৃঙ্গিবিনাশিত, কৃতঘ্ন, গুরুঘ্ন, মিত্রদ্রোহী, স্ত্রীঘাতী, বালঘাতী, বিশ্বাসঘাতক, অসত্যপরায়ণ, হিংসানিরত, সর্ব্বদা পাপরত, অশ্ববিক্রয়ী, পরদ্রব্যাপহারী, অনাথ, কৃপণ, দীনহীন এবং মনুষ্যজন্ম লাভে অসমর্থ ব্যক্তিগণও যথাবিধি গঙ্গাজল দ্বারা একবার মাত্র মনুষ্যকর্ত্তৃক তর্পিত হইলে, স্বর্গলাভ করে, আর স্বর্গবাসিগণ তর্পিত হইলে মুক্তিলাভ করে। “পিতৃবংশে মৃতা যে চ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান করে, এ জগতে সে ব্যক্তি বিধিজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। ত্রৈলোক্যে যে কোন কাম্যপ্রদ তীর্থ আছে, তৎসমস্তই কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সেবা করে। গঙ্গা সর্ব্বত্রই পাবনী, ব্রহ্মহত্যাদি-পাপনাশিনী; হে বিষ্ণো! যথায় তিনি উত্তরবাহিনী, সেই কাশীতে বিশেষতঃ। দেবগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃগণ এই গাথা কীর্ত্তন করেন,—“কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গা আমাদের যেন নয়নপথবর্ত্তিনী হন। সেই উত্তরবাহিনী গঙ্গার জলে সন্তৃপ্ত এবং ত্রিতাপবর্জ্জিত হইয়া, বিশ্বনাথপ্রসাদে যেন মুক্তিলাভ করি।” হে হরে! কেবল গঙ্গাই মুক্তিদায়িনী, এই প্রকার নিশ্চয় সর্ব্বত্র; আমার (শিবের) অধিষ্ঠানগৌরবে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ত বিশেষ ফল হয়। ঘোর কলিযুগ জানিয়া গঙ্গাভক্তি গোপন করা হইয়াছে; তজ্জন্য একমাত্র মুক্তিপথপ্রদর্শিনী গঙ্গাকে জনগণ প্রাপ্ত হয় না। ১০—২৮। অনেক নিযুতজন্ম বহুযোনিতে ভ্রমণশীল কোন

দুর্ব্বুদ্ধীনামেনোবিক্ষিপ্তচেতসাম্। গঙ্গৈব পরমং বিষ্ণো ভেষজং ভবরোগিণাম্॥ ৩০॥ খণ্ডস্ফুটিত-সংস্কারং গঙ্গাতীরে করোতি যঃ। মম লোকে চিরং কালং তস্যাক্ষয়সুখং হরে॥ ৩১॥ গন্তুমুদ্দিশ্য যো গঙ্গাং পরার্থং স্বার্থমেব বা। ন গচ্ছতি পরং মোহাৎ ন পতেৎ পিতৃভিঃ সহ॥ ৩২॥ সর্ব্বাণি যেষাং গাঙ্গেয়ৈস্তোয়ৈঃ কৃত্যানি দেহিনাম্। ভূমিস্থা অপি তে মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এব বৈ হরে॥ ৩৩॥ চরমেঽপি বয়োভাগে স্বঃসিন্ধুং যো নিষেবতে। কৃত্বাপ্যেনাংসি বহুশঃ সোঽপি যায়াচ্ছুভাং গতিম্॥ ৩৪॥ যাবদস্থি মনুষ্যাণাং গঙ্গাতোয়েষু তিষ্ঠতি। তাবদব্দসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৩৫॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। দেবদেব জগন্নাথ জগতাং হিতকৃৎ প্রভো। কীকসঞ্চেৎ পতেদ্দৈবাদ্ দুর্ব্বৃত্তস্য দুরাত্মনঃ॥ ৩৬॥ জলে দ্যুনদ্যা নিষ্পাপে কথং তস্য পরা গতিঃ। অপমৃত্যুবিপন্নস্য তদীশ বিনিবেদ্যতাম্॥ ৩৭॥ মহেশ্বর উবাচ। অত্রার্থে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমধোক্ষজ। শৃণুষ্বৈকমনা বিষ্ণো বাহীকস্য দ্বিজন্মনঃ॥ ৩৮॥ পুরা কলিঙ্গবিষয়ে দ্বিজো লবণবিক্রয়ী। সন্ধ্যাস্নানবিহীনশ্চ বেদাক্ষরবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৯॥ বাহীকো নামতো ব্রহ্ম-সূত্রমাত্রপরিগ্রহঃ। পরিগ্রহশ্চ তস্যাসীৎ কৌবিন্দী বিধবা নবা॥ ৪০॥ দুর্ভিক্ষপীড়িতেনাথ বৃষলী-পতিনা বিনা। প্রাণাপ্তায়ং তদা তেন দেশাদ্দেশান্তরং যযৌ॥ ৪১॥ মধ্যেঽথ দণ্ডকারণ্যং ক্ষুৎক্ষামঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। ব্যাঘ্রেণ ঘাতিতস্তত্র নরমাংসপ্রিয়েণ সঃ॥ ৪২॥ তস্য বামপদং গৃধ্রো গৃহীত্বোদপতত্ততঃ। মাংসাশিনান্যগৃধ্রেণ তস্য যুদ্ধমভূদ্দিবি॥ ৪৩॥ গৃধ্রয়োরামিষং গৃধ্নোঃ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ। অবাপতৎ পাদগুল্ফং কঙ্কচঞ্চুপুটাত্তদা॥ ৪৪॥ তস্য বাহীকবিপ্রস্য ব্যাঘ্রব্যাপাদিতস্য হ। মধ্যেগঙ্গং দৈবযোগাদপতদ্দ্বন্দ্বকারিণোঃ॥ ৪৫॥ যদৈব হতবান্ দ্বীপী তং বাহীকমরণ্যগম্। তস্মিন্নেব ক্ষণে বদ্ধঃ স পাশৈঃ ক্রূরকিঙ্করৈঃ॥ ৪৬॥ কশাভিঘাতিতোঽত্যন্তমারাভিঃ পরিতোদিতঃ। বমন্ রুধিরমাস্যেন নীতস্তৈঃ স যমাগ্রতঃ॥ ৪৭॥ অপৃচ্ছি ধর্ম্মরাজেন চিত্রগুপ্তোঽথ মাপতে। ধর্ম্মাধর্ম্মং

দেহী, গঙ্গাভক্তি ব্যতীত নির্বৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে? হে বিষ্ণো! পাপবিক্ষিপ্তচেতাঃ সংসাররোগী অল্পবুদ্ধি মানবগণের গঙ্গাই পরম ঔষধ। হে হরে! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে, দেবালয় কিংবা ঘাটের ভাঙ্গাফুটা মেরামত করাইয়া দেয়, আমার লোকে তাহার অক্ষয় সুখ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরার্থ কি স্বার্থ, গঙ্গাগমনে উদ্দেশ করিয়া পরে মোহপ্রযুক্ত গমন না করে, সে পিতৃগণের সহিত পতিত হয়। হে হরে! যে দেহিগণের সমগ্র কার্য্য গঙ্গাজল দ্বারা হয়, তাহারা ভূমিতলস্থ মর্ত্ত্য হইলেও দেবতা। যে ব্যক্তি বহু পাপসঞ্চয় করিবার পর চরম বয়সে গঙ্গা সেবন করে, সে ব্যক্তিও শুভ গতি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদিগের অস্থি গঙ্গাজলে যত কাল থাকে, ততসহস্র বৎসর স্বর্গলোকে সাদরে বাস করিয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—হে ত্রিলোক-হিতকারিন্! দেবদেব! প্রভো! জগৎপতে! নির্ম্মল গঙ্গাজলে যদি অপমৃত্যুহত দুর্বৃত্ত দুরাত্মার অস্থি দৈবাৎ পতিত হয়, ত তাহার পরম গতি হয় কি না? হে ঈশ্বর! তাহা কীর্ত্তন করুন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে অধোক্ষজ! এ বিষয়ে বাহীক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ইতিহাস কীর্ত্তন করিব, একমনে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ দেশে বাহীক নামে এক যজ্ঞসূত্রমাত্রধারী লবণবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ ছিল। স্নান, সন্ধ্যা, বেদাক্ষরজ্ঞান তাহার কিছুই ছিল না। সেই বাহীকের গৃহে গৃহিণী ছিল, এক বিধবা তন্তুবায়-পত্নী। নাথ! একদা কলিঙ্গদেশ অত্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত হইলে সেই শূদ্রী, জীবনধারণের উপায় না পাইয়া পতির সহিত সে দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে। ক্ষুধায় কাতর নিঃসহায় বাহীক পথে দণ্ডকারণ্যের মধ্যে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। এক গৃধ্র তাহার বামপদ লইয়া উড্ডীন হয়, মাংসাশী অন্য গৃধ্রের সহিত আকাশে তাহার যুদ্ধ হয়। আমিষাভিলাষীগৃধ্রদ্বয় পরস্পর জয়ে উদ্যত থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত গৃধ্রের চঞ্চুপুট হইতে বাম গুল্ফ নিম্নে পতিত হইল। গৃধ্রদ্বয় যুদ্ধ করিতে থাকিলে ব্যাঘ্রব্যাপাদিত সেই বাহীক বিপ্রের পাদগুল্ফ দৈবযোগে গঙ্গার মধ্যে পতিত হয়। এদিকে যে ক্ষণে অরণ্যগত বাহীক বিপ্র, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই ক্ষণেই সে, পাশপাণি যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছিল। বাহীক, কশাতাড়িত, ও মর্ম্মভেদকে আরায় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ব্যথিত হইয়া মুখ দিয়া রুধির বমন করত যমদূতগণ কর্ত্তৃক যমসমীপে নীত হয়।২৯—৪৭। হে শ্রীপতে! অনন্তর যমরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা

বিচার্য্যাস্ত কথয়ামাশু দ্বিজন্মনঃ॥ ৪৮॥ বৈবস্বতেন পৃষ্টোঽথ চিত্রগুপ্তো বিচিত্রধীঃ। সর্ব্বদা সর্ব্বজন্তূনাং বেদিতা সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ৪৯॥ জগাদ যমুনাবন্ধুং বাহীকস্ত দ্বিজন্মনঃ। জন্মকর্ম্মাদিনারভ্য দুর্ব্বৃত্তস্ত শুভেতরম্॥ ৫০॥ চিত্রগুপ্ত উবাচ। গর্ভাধানাদিকং কর্ম্ম শ্রৌকৃকৃতং নাস্ত কেনচিৎ। জাতকর্ম্ম কৃতং নাস্ত পিত্রাজ্ঞানবতা হরে॥ ৫১॥ গর্ভৈনঃশমনে হেতুঃ সমস্তায়ুঃসুখপ্রদম্। একাদশেঽহ্নি নামাস্ত ন কৃতং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৫২॥ খ্যাতঃ স্যাদ্‌যেন বিধিনা সর্ব্বত্র বিধিপাবনম্। নাকারীন্নির্গমঞ্চাস্ত চতুর্থে মাসি মন্দধীঃ॥ ৫৩॥ জনকঃ শুভতিথ্যাদৌ বিদেশগমনাপহম্। ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি ন কৃতং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৫৪॥ সর্ব্বদা মিষ্টমশ্নাতি কর্ম্মণা যেন ভাস্করে। ন চূড়াকরণং চাস্ত কৃতমব্দে যথাকুলম্॥ ৫৫॥ কর্ম্মণা যেন কেশাঃ স্যুঃ স্নিগ্ধাঃ কুসুমবর্ষিণঃ। নাকারি কর্ম্মবেধোঽস্ত জনিত্রা সময়ে শুভে॥ ৫৬॥ সুবর্ণগ্রাহিণৌ যেন কর্ণৌ স্যাতাঞ্চ সুশ্রুতী। মৌঞ্জীবন্ধোঽপ্যভূদস্ত ব্যতীতেঽব্দেঽষ্টমে হরে। ব্রহ্মচর্য্যাভিবৃদ্ধ্যৈ যো ব্রহ্মগ্রহণহেতুকঃ॥ ৫৭॥ মৌঞ্জীমোক্ষণবার্ত্তাপি কৃতা নাস্ত জন্মঃকৃতা। গার্হস্থ্যং প্রাপ্যতে যস্মাৎ কর্ম্মণোঽনন্তরং বরম্॥ ৫৮॥ যথাকথঞ্চিদূঢ়াথ পত্নী ত্যক্তকুলাধ্বগা। বৃষলীপতিনা তেন পরদারাপহারিণা॥ ৫৯॥ আরভ্য পঞ্চমাদ্বর্ষাৎ পরস্বস্বাপহারকঃ। অভূদেষ দুরাচারো দুরোদরপরায়ণঃ॥ ৬০॥ কুমায়াং বসতানেন হতা গৌরেকবার্ষিকী। একদা দৃঢ়দণ্ডেন লিহন্তী লবণং মুতা॥ ৬১॥ জননীং পাদঘাতেন বহুশোঽসাবতাড়য়ৎ। কদাচিদপি নো বাক্যং পিতুঃ কৃতমনেন বৈ॥ ৬২॥ বিষং ভক্ষিতবানেষ বহুশঃ কলহপ্রিয়ঃ। জনোপতাপশীলোঽসৌ কৃতোদরবিদারণঃ॥৬৩॥ ধুস্তূরকরবীরাদি বহুধোপবিষাণি চ। ক্রীড়াকলহমাত্রেণ ভক্ষয়চ্চৈষ দুর্ম্মতিঃ॥ ৬৪॥ দগ্ধোঽসাবগ্নিনা সৌরে খঙ্গিভিঃ কবলীকৃতঃ। শৃঙ্গিভিঃ পরিতঃ প্রোতো বিষাণাগ্রৈরসৌ বহু॥ ৬৫॥ দন্দশূকৈর্ভৃশং দষ্টো দুষ্টঃ শিষ্টৈর্বিগর্হিতঃ। কাষ্ঠেষ্টলোষ্টৈঃ পাপিষ্ঠঃ কৃতানিষ্টঃ সদাত্মনঃ॥ ৬৬॥ আস্ফালিতং শিরোঽনেনা-

---

করিলেন, "এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া শীঘ্র বল।" অনন্তর হে হরে! সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বসময়ের সর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞ বিচিত্রবুদ্ধি চিত্রগুপ্ত, যমুনাভ্রাতা শমন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া 'দুর্ব্বৃত্ত দ্বিজ বাহীকের আজন্ম অশুভকর্ম্ম তাঁহার নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে কেহ ইহার গর্ভাধানাদি সংস্কার কার্য্য করে নাই। ইহার অজ্ঞ পিতা গর্ভপাপশমনহেতু সমস্ত [illegible]নের সুখকর, জাতকর্ম্মও করে নাই। যে নামকরণবিধানে বালক সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়, একাদশ দিনে বিধিপূর্ব্বক ইহার সেই নামকরণও করা হয় নাই; ইহার মন্দবুদ্ধি পিতা, বিদেশগমননিবারক বিধিপূত নিষ্ক্রামণসংস্কারও চতুর্থমাসে শুভতিথি, শুভ নক্ষত্রাদিতে করে নাই। হে যমরাজ! যে কর্ম্মপ্রভাবে সর্ব্বদা মিষ্ট ভোজন করিতে পাওয়া যায়, সেই অন্নপ্রাশনও ষষ্ঠমাসে কৃত হয় নাই। যে কর্ম্ম করিলে, কেশচয় সুস্নিগ্ধ এবং কুসুমবর্ষী হয়, সেই চূড়াকরণ সংস্কারও কুলাচারানুসারী বৎসরে করা হয় নাই! কর্ণযুগল যদ্দ্বারা শ্রবণসম্পাদক এবং সুবর্ণগ্রাহী হয়, সেই কর্ণবেধ কার্য্যও শুভ সময়ে ইহার পিতা করে নাই। হে রবিসুত যম! ব্রহ্মচর্য্যের বৃদ্ধি এবং ব্রহ্মগ্রহণের হেতুভূত উপনয়ন সংস্কারও অষ্টম বৎসর অতীত হইলেই হইয়াছিল না। যে কর্ম্ম করিলে পর পরমাশ্রম গার্হস্থ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, সেই সমাবর্ত্তন কার্য্যও ইহার পিতা করে নাই। অনন্তর কুলত্যাগিনী অধ্বচারিণী কোন বৃষলীকে যে কোন প্রকারে এই দ্বিজ বিবাহ করে। এই পরদারাপহারী বৃষলীপতি, পঞ্চম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পরস্বাপহারী, দুরাচার এবং দ্যূতক্রীড়াসক্ত হয়। এই দ্বিজ, লবণখনির নিকটে থাকিবার সময়, একদা দৃঢ়দণ্ডপ্রহারে একটী এক বৎসরের গোরুকে মারিয়া ফেলিয়াছিল, গোরুটী উহার লবণ লেহন করিতেছিল। এই ব্যক্তি, বহুবার মাতাকে পদাঘাত করিয়াছে,এবং পিতার বাক্যপালন কখন করে নাই। এই কলহপ্রিয় দুর্ম্মতি (আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে) বহুবার বিষভক্ষণ করিয়াছে, পরকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবে বলিয়া, আপনি আপনার উদর বিদারণ করিয়াছে এবং ক্রীড়াকলহ মাত্রেও ধুস্তূর করবীরাদি উপবিষ সকল বহুবার ভোজন করিয়াছে।৪৮-৬৪। হে সূর্য্যপুত্র! এই শিষ্টনিন্দিত দুষ্ট পাপিষ্ঠ (আত্মঘাতাদির জন্য স্বেচ্ছাক্রমে) অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, কুক্কুরভক্ষিত হইয়াছে, শৃঙ্গিগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা বহু স্থলে বিদীর্ণ হইয়াছে, সর্পগণ কর্ত্তৃক অতীব দষ্ট হইয়াছে, কাষ্ঠ, ইষ্টক এবং লোষ্ট্র দ্বারাও আপনার অনিষ্ট সাধন সদা-

সকৃচ্চাপি দুরাত্মনা। যদর্চ্চ্যতে সদা সদ্ভিরুত্তমাঙ্গমনেকধা॥ ৬৭॥ অসৌ হি ব্রাহ্মণো মন্দো গায়ত্রীমপি বেদ ন। কামতো মৎস্যমাংসানি ভক্ষ্যাণ্যেতেন দুর্দ্ধিয়া॥ ৬৮॥ আত্মার্থং পায়সমসৌ পর্য্যপাক্ষীদনেকধা। লাক্ষালবণমাংসানাং সপয়োদধিসর্পিষাম্॥ ৬৯॥ বিষলোহায়ুধানাঞ্চ দাসীগোবাজিনামপি। বিক্রেতাসৌ সদা মূঢ়স্তথা বৈ কেশচর্ম্মণাম্॥ ৭০॥ শূদ্রান্নপরিপুষ্টাঙ্গঃ পর্ব্বণ্যহনি মৈথুনী। পরাঙ্মুখো দৈবপিত্র্য-কর্ম্মণ্যেষ দুরাত্মবান্॥ ৭১॥ পক্ষিণো ঘাতিতানেন মৃগাশ্চাপি পরঃশতম্। অকারণক্রমচ্ছেদী সদানির্দ্দয়মানসঃ॥ ৭২॥ উদ্বেগজনকো নিত্যং নিজবন্ধুজনেষ্বপি। অসত্যবাদী সততং সদা হিংসাপরায়ণঃ॥ ৭৩॥ অদত্তদানঃ পিশুনঃ শিশ্নোদরপরায়ণঃ। কিং বহূক্তেন রবিজ সাক্ষাৎ পাতকমূর্ত্তিমান্॥ ৭৪॥ রৌরবেঽপ্যন্ধতামিস্রে কুম্ভীপাকেঽতিরৌরবে। কালসূত্রে কৃমিভুজি পূয়শোণিতকর্দ্দমে॥ ৭৫॥ অসিপত্রবনে ঘোরে যন্ত্রপীড়ে সুদংষ্ট্রকে। অধোমুখে পূতিগন্ধে বিষ্ঠাগর্ত্তে শ্বভোজনে॥ ৭৬॥ সূচীভেদ্যেঽথ সন্দংশে লালাপে ক্ষুরধারকে। প্রত্যেকং নরকে ত্বেষ পাত্যতাং কল্পসংখ্যয়া॥ ৭৭॥ ধর্ম্মরাজঃ সমাকর্ণ্য চিত্রগুপ্তমুখাদিতি। নির্ভর্ৎস্য তং দুরাচারং কিঙ্করানাদিদেশ হ॥ ৭৮॥ ভ্রূসংজ্ঞয়াহুতৈর্নীতঃ স বদ্ধা নিরয়ালয়ম্। আক্রন্দরাবো যত্রোচ্চৈঃ পাপিনাং রোমহর্ষণঃ॥ ৭৯॥ ঈশ্বর উবাচ। যাতনাস্বতিতীব্রাসু বাহীকে সংস্থিতে তদা। তৎকালপণ্যফলদে গাঙ্গেয়াম্ভসি নির্ম্মলে॥ ৮০॥ পতিতং তদ্ধি গৃধ্রাস্যাদ্বাহীকস্য দ্বিজন্মনঃ। হরে বিমানং তৎকালমাপন্নং সুরসদ্মতঃ॥ ৮১॥ ঘণ্টাবলম্বিতং দিব্যং দিব্যস্ত্রীশতসঙ্কুলম্। আরুহ্য দেবযানং স দিব্যবেষধরো দ্বিজঃ॥ ৮২॥ বীজ্যমানোঽপ্সরোবৃন্দৈর্দিব্যগন্ধানুলেপনঃ। জগাম স্বর্গভুবনং গঙ্গাস্থিপতনাদ্ধরে॥ ৮৩॥ স্কন্দ উবাচ। বস্তুশক্তিবিচারোঽয়মদ্ভুতঃ কোঽপি কুম্ভজ। দ্রবরূপেণ কাপ্যেষা শক্তিঃ সাদাশিবী পরা॥ ৮৪॥ করুণামৃতপূর্ণেন দেবদেবেন শম্ভুনা। এষা প্রবর্ত্তিতা গঙ্গা জগদুদ্ধরণায় বৈ॥ ৮৫॥ যথান্যাঃ সরিতো লোকে বারিপূর্ণাঃ সহস্রশঃ। তথৈষা নাম্বুমন্তব্যা

সর্ব্বদা করিয়াছে। সাধুগণ সর্ব্বদা যে মস্তকের বহুবার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই দুরাত্মা বারংবার সেই মস্তক কুট্টন করিয়াছে। এই মন্দ ব্রাহ্মণ, গায়ত্রীও জানে নাই; এই দুর্ব্বুদ্ধি ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য-মাংস ভোজন করিয়াছে। এই ব্যক্তি, নিজের জন্য বহুবার পায়স পাক করিয়াছে। এই মূঢ়, সতত লাক্ষা, লবণ, মাংস, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, বিষ, লোহ, অস্ত্র, দাসী, গো, অশ্ব, কেশ এবং চর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছে। এই দুরাত্মার দেহ শূদ্রান্নপুষ্ট; এ ব্যক্তি, পর্ব্বে এবং দিনে মৈথুন করিত এবং দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ এই ব্যক্তি শতাধিক মৃগপক্ষী বধ করিয়াছে, অকারণ বৃক্ষচ্ছেদন করিয়াছে, ইহার চিত্ত সতত নির্দ্দয়। এ নিত্য নিজবন্ধুজনেরও উদ্বেগ উৎপাদন করিত, সর্ব্বদা মিথ্যা কথা, সর্ব্বদা হিংসা ইহার কার্য্য। এ কখন দান করে নাই, পিশুনতা ইহার ধর্ম্ম; এবং শিশ্ন ও উদরই ইহার সার। হে সূর্য্যনন্দন! অধিক কি বলিব, এই ব্যক্তি সাক্ষাৎ পাপমূর্ত্তি; রৌরব, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অতিরৌরব, কালসূত্র, কৃমিভক্ষ, পূয়শোণিতকর্দ্দম, ঘোরতর অসিপত্রবন, যন্ত্রপীড়, সুদংষ্ট্র, অধোমুখ, পূতিগন্ধ, বিষ্ঠাগর্ত্ত, শ্বভোজন, সূচীভেদ্য, সন্দংশ, লালাভক্ষ এবং ক্ষুরধার, এই সকল প্রত্যেক নরকে এককল্প কাল ইহাকে নিপাতিত করুন। ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্তমুখে ইহা শ্রবণপূর্ব্বক সেই দুরাচার ব্রাহ্মণকে ভর্ৎসনা করিয়া ভ্রূভঙ্গীদ্বারা কিঙ্করগণকে ভ্রূসংজ্ঞায় আদেশ করিলেন। তখন যে স্থানে পাপি[illegible]র উচ্চ আর্ত্তনাদ হইতেছে, কিঙ্করেরা বাহীককে [illegible]ন করিয়া, সেই লোমহর্ষণ নরকালয়ে লইয়া গেল। ঈশ্বর কহিলেন,—বাহীক, অতি তীব্র যাতনামধ্যে অবস্থিত হইলে, গৃধ্রমুখ হইতে তৎক্ষণ-পুণ্য-ফল-সম্পাদক নির্ম্মল গঙ্গাজলে, উক্ত দুষ্ট দ্বিজের পাদগুল্ফ পতিত হয়। হে হরে! তৎকালেই ঘণ্টাবিলম্বিত বহু-দিব্যরমণী-পরিবৃত বিমান দেবলোক হইতে আসিল। হে হরে! গঙ্গায় অস্থিপতনপ্রযুক্ত দ্বিজ বাহীক, দিব্যগন্ধ্যানুলিপ্ত এবং দিব্য-বেশধারী হইয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক অপ্সরোগণের ব্যজনবাত ভোগ করত স্বর্গভুবনে গমন করিল। স্কন্দ বলিলেন,—হে কুম্ভসম্ভব! অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় এই বস্তুশক্তির বিচার। এই গঙ্গা সদাশিবের দ্রবরূপিণী অনির্ব্বচনীয়া পরমা শক্তি। করুণামৃতপূর্ণ দেবদেব শম্ভু, জগদুদ্ধারের জন্য এই গঙ্গা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। জগতে জলপূর্ণ অন্যান্য

নদিস্ত্রিপথগামিনী ॥ ৮৬ ॥ শ্রুত্যক্ষরাণি নিষ্প্যোড্য কারুণ্যাচ্ছম্ভুনা মুনে। নির্ম্মিতা তদ্দ্রবৈরেষা গঙ্গা গঙ্গাধরেণ বৈ ॥ ৮৭ ॥ যোগোপনিষদামেতং সারমাকৃষ্য শঙ্করঃ। কৃপয়া সর্ব্বজন্তূনাং চকার সরিতাং বরাম্ ॥ ৮৮ ॥ অকলানিধয়ো রাত্র্যো বিপুষ্পাশ্চৈব পাদপাঃ। যথা তথৈব তে দেশা যত্র নাস্ত্যমরাপগা ॥ ৮৯ ॥ অনয়াঃ সম্পদো যদ্বত্তথা যদ্বদদক্ষিণাঃ। তদ্বদ্দেশা দিশঃ সর্ব্বা হীনা গঙ্গাম্ভসা হরে ॥ ৯০ ॥ ব্যোমাঞ্জনমনর্কং চ মন্ত্রেহদীপং যথা গৃহম্। অবেদা ব্রাহ্মণা যদ্বদগঙ্গাহীনাস্তথা দিশঃ ॥ ৯১ ॥ চান্দ্রায়ণসহস্রন্তু যঃ কুর্য্যাদ্দেহশোধনম্। গঙ্গামৃতং পিবেদ্ যস্তু তয়োর্গঙ্গাম্বুপোঽধিকঃ ॥ ৯২ ॥ পাদেনৈকেন যস্তিষ্ঠেৎ সহস্রং শরদাং শতম্। অব্দং গঙ্গাম্বুপো যস্তু তয়োর্গঙ্গাম্বুপোঽধিকঃ ॥ ৯৩ ॥ অবাক্শিরাঃ প্রলম্বেদ্যঃ শতসংবৎসরান্নরঃ। ভীষ্মসূবালুকাতল্পশয়স্তস্মাদ্বরো হরে ॥ ৯৪ ॥ পাপতাপাভিতপ্তানাং ভূতানামিহ জাহ্নবী। পাপতাপহরা যদ্বদ্গঙ্গা নান্যস্তথা কলৌ ॥ ৯৫ ॥ তার্ক্ষ্যবীক্ষণমাত্রেণ ফণিনো নির্বিষা যথা। নিষ্প্রভাণি তথৈনাংসি ভাগীরথ্যবলোকনাৎ ॥ ৯৬ ॥ গঙ্গাতটোদ্ভবাং মৃৎস্নাং যো মৌলৌ বিভৃয়ান্নরঃ। বিভর্ত্তি সোঽর্কবিম্বং বৈ তমোনাশায় নিশ্চিতম্ ॥ ৯৭ ॥ ব্যসনৈরভিভূতস্য ধনহীনস্য পাপিনঃ। গঙ্গৈব কেবলং তস্য গতিরুক্তা ন চান্যথা ॥ ৯৮ ॥ শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা। পুংসাং বংশদ্বয়ং গঙ্গা তারয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥ কীর্ত্তনাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ গঙ্গা পানাবগাহনাৎ। দশোত্তরগুণা জ্ঞেয়া পুণ্যাপুণ্যর্দ্ধিনাশয়োঃ ॥ ১০০ ॥ ন পুত্রৈর্ন চ বা বিত্তৈর্নান্যেনাপি সুকর্ম্মণা। তৎফলং প্রাপ্যতে মর্ত্ত্যৈ গঙ্গামাপ্য যদাপ্যতে ॥ ১০১ ॥ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তে বৈ জীবন্তোঽপ্যথ তে মৃতাঃ। সমর্থা অপি যে গঙ্গাং ন স্নায়ুর্মোক্ষগর্ভিণীম্ ॥ ১০২ ॥ শ্রুতিং নিশাময় হরে গঙ্গামাহাত্ম্যভাবিণীম্। বিনিশ্চিতার্থাং যাং শ্রুত্বা শ্রয়েদ্গঙ্গাং নরোত্তমঃ ॥ ১০৩ ॥ ইরাবতীং মধুমতীং পয়স্বিনীমমৃতরূপামূর্জ্জ-

---

যে সহস্র সহস্র নদী আছে, ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে সজ্জনেরা সেরূপ বিবেচনা করিবেন না। হে মুনে! গঙ্গাধর শিব, দয়া করিয়া বেদাক্ষর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক, তদীয় দ্রব্য দ্বারা এই গঙ্গা নির্ম্মাণ করেন। শঙ্কর, সর্ব্বপ্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া যোগোপনিষদের সার আকর্ষণপূর্ব্বক এই সরিদ্বরাকে নির্ম্মাণ করেন। যে যে দেশে গঙ্গা নাই, সে সমস্ত দেশ, চন্দ্রহীন রাত্রি এবং পুষ্পহীন বৃক্ষের তুল্য। হে হরে! গঙ্গাপ্রবাহ-বিহীন দিগ্দেশ সমস্তই নীতিহীন সম্পত্তি এবং দক্ষিণাহীন যজ্ঞের তুল্য। যে যে দিকে গঙ্গা নাই, তৎসমস্ত সূর্য্যহীন গগনাঙ্গন, নিশায় দীপহীন গৃহ এবং বেদহীন ব্রাহ্মণের সদৃশ। যে ব্যক্তি শরীরশোধক সহস্র চান্দ্রায়ণ করে এবং যে ব্যক্তি গঙ্গাজল পান করে, এতদুভয় ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাজলপানকর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি (তপস্যায়) শত সহস্র বৎসর একপদে অবস্থিতি করে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর গঙ্গাজল পান করে, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাজলপানকর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ। হে হরে! যে মানব, বহু শত বৎসর অধঃশিরা হইয়া লম্বমান থাকে, তদপেক্ষা গঙ্গার বালুকায় যে শয়ন করে, সেই শ্রেষ্ঠ। এই কলিকালে পাপতাপতপ্ত প্রাণিবৃন্দের পাপতাপ হরণ, জাহ্নবী গঙ্গা যেরূপ করেন, সেরূপ অন্য কেহ করিতে পারে না। গরুড়দর্শনমাত্রে ফণিগণ যেরূপ নির্ব্বিষ হয়, তদ্রূপ গঙ্গাদর্শনমাত্রে পাপরাশি নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। যে মানব, গঙ্গাতীরসম্ভূত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করে, সে নিশ্চয়ই তমোনাশের জন্য সূর্য্যমণ্ডল ধারণ করিয়া থাকে। ব্যসনাক্রান্ত দরিদ্র এবং পাপী ব্যক্তির, গঙ্গাই কেবল গতি, অন্য প্রকারে আর গতি নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে। মাহাত্ম্য শ্রবণ, স্নানাদিতে একান্ত কামনা, দর্শন, স্পর্শ, জলপান এবং অবগাহন করিলে গঙ্গা, পুরুষের কুলদ্বয় উদ্ধার করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। গঙ্গার নামাদি কীর্ত্তন, দর্শন, স্পর্শ, গঙ্গাজলপান এবং অবগাহনে পুণ্যসঞ্চয় এবং পাপক্ষতি যথাক্রমে দশগুণ করিয়া অধিক হয়। গঙ্গায় গমন করিলে যে ফল পাওয়া যায়, পুত্র ধন এবং সৎকর্ম্ম প্রভৃতি অন্য উপায়েও সে ফলপ্রাপ্তি হয় না। যাহারা শক্তিসত্ত্বেও মুক্তিপ্রসবিনী গঙ্গায় স্নান না করে, তাহারা জন্মান্ধ, তাহারা পঙ্গু এবং জীবন্মৃত। হে হরে! গঙ্গামাহাত্ম্যপ্রকাশিনী নিশ্চিতার্থপ্রতিপাদিকা শ্রুতি শ্রবণ কর। এই শ্রুতি শ্রবণ করিলে মানবপ্রধান, গঙ্গা আশ্রয় করে। ৮৬—১০৩। সেই শ্রুতির অর্থ এই,—"গঙ্গা প্রদায়িনী মধুমতী পয়স্বিনী অমৃতরূপা তীর্থভূতা

স্বতীম্। ত্রিদিবপ্রসূতাং গঙ্গাং শ্রিতাসস্ত্রিদিবং ব্রজন্তি॥ ১০৩॥ ঋষিজুষ্টাং বিষ্ণুপদীং পুরাণাং পুণ্যপ্রবাহাং মনসা হি লোকে। সর্ব্বাত্মনা জাহ্নবীং যে প্রপন্নাস্তে ব্রহ্মণঃ সদনং সম্প্রয়ান্তি॥ ১০৫॥ লোকানিমাংস্নয়তি যা জননীব পুত্রান্ স্বর্গং সদা সর্ব্বগুণোপপন্না। স্থানমিষ্টং ব্রাহ্মমভীপ্সমানৈর্গঙ্গা সদৈবাত্মবশৈরুপাস্যা॥ ১০৬॥ উস্রৈর্জুষ্টামিষবতীং বিশ্বরূপামিরাবতীং জনয়িত্রীং গুহস্য। শিষ্টৈঃ সেব্যামমৃতাং ব্রহ্মকান্তাং গঙ্গাং শ্রয়েদাত্মবিশুদ্ধিকামঃ॥ ১০৭॥ গঙ্গায়ান্তু নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। বিধূতপাপো ভবতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি॥ ১০৮॥ অশুভৈঃ কর্ম্মভিগ্রস্তান্ মজ্জমানান্ মহার্ণবে। পততো নিরয়ে গঙ্গা সংশ্রিতানুদ্ধরেৎ সদা॥ ১০৯॥ ব্রহ্মলোকস্তু লোকানাং সর্ব্বেষামুত্তমো যথা। সরিতাং সরসাং বাপি বরিষ্ঠা জাহ্নবী তথা॥ ১১০॥ অন্যত্র সম্যক্ সঙ্কল্প্য তপস্ত্রীন্ কৃত্বা সমাত্রয়ম্। যৎফলং তদ্ভবেদ্ভক্ত্যা গঙ্গায়াং ঘটিকার্দ্ধতঃ॥ ১১১॥ স্বর্গস্থস্য ন সা প্রীতির্ভুঞ্জতঃ সুখমক্ষয়ম্। যা স্বর্গগঙ্গাতটে পুংসাং রাত্রৌ চন্দ্রোদয়ে সতি॥ ১১২॥ জরারোগাস্থিপরস্তু কুণপং জাহ্নবীজলে। ধৈর্য্যেণ তৃণবত্ত্যক্ত্বা প্রবিশেদমরাবতীম্॥ ১১৩॥ বার্য্যোঘৈঃ সততং যস্যাঃ প্লাবতে শশিমণ্ডলম্। ভূয়োঽধিকতরাং শোভাং বিভর্ত্তি তদহঃক্ষয়ে॥ ১১৪॥ আপ্লুতস্য জলে যস্যাঃ সদ্যো নশ্যতি পাতকম্। মহতঃ শ্রেয়সঃ প্রাপ্তিস্তৎক্ষণাদেব জায়তে॥ ১১৫॥ পিতৃভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যত্র দত্তাস্বাপঃ স্ববংশজৈঃ প্রযচ্ছন্তি পরাং তৃপ্তিং শরদাং ত্রয়মচ্যুত॥ ১১৬॥ তারয়েৎ ক্ষিতিজান্ মর্ত্ত্যানধস্থাংশ্চ সরীসৃপান্। স্বর্গে স্বর্গসদো বিষ্ণো গঙ্গা ত্রিপথগা ততঃ॥ ১১৭॥ তীর্থানামুত্তমং তীর্থং সরিতামুত্তমা সরিৎ। স্বর্গদা সর্ব্বজন্তূনাং মহাপাতকিনামপি॥ ১১৮॥ অধ্যুষ্টাঃ কোটয়ো বিষ্ণো সন্তি তীর্থানি সর্ব্বতঃ। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ জাহ্নব্যাং তানি কৃৎস্নশঃ॥ ১১৯॥ জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ গঙ্গায়াং যঃ পঞ্চত্বমবাপ্নুয়াৎ। অনাত্মঘাতী স্বর্গী স্যান্নরকান্ স ন পশ্যতি॥ ১২০॥ গঙ্গৈব সর্ব্বতীর্থানি গঙ্গৈব চ তপোবনম্। গঙ্গৈব সিদ্ধিক্ষেত্রং হি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১২১॥ যত্র

গঙ্গাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা স্বর্গ অথবা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ঋষিসেবিতা অতিপুণ্যপ্রবাহিণী পুরাতনী বিষ্ণুপদী জাহ্নবীকে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে মনে মনে আশ্রয় করে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে। মাতা যেমন পুত্রদিগকে সুখে রাখেন, তদ্রূপ এই সমস্ত লোককে যে সর্ব্বগুণশালিনী গঙ্গা স্বর্গসুখভোগী করেন, ইষ্ট ব্রহ্মলোকগমনে অভিলাষী ব্যক্তিগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই গঙ্গার সেবা করিবে। আত্মশুদ্ধিকাম ব্যক্তি, দেবগণ-সেবিতা কার্ত্তিকেয়-জনয়িত্রী ইরাবতী (ভূমি বাক্য এবং লক্ষ্মী যিনি দান করেন) শিষ্টসেব্যা অমৃতস্বরূপিণী ব্রহ্মকান্তা বিশ্বরূপা গঙ্গাকে আশ্রয় করিবে।" মানব, ব্রহ্মচারী এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া গঙ্গায় স্নান করিলে নিষ্পাপ হয় এবং বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। অশুভ-কর্ম্মগ্রস্ত, মহাসমুদ্রে মগ্নপ্রায়, নরকপতনোন্মুখ ব্যক্তিগণ, গঙ্গার আশ্রিত হইলে, তাহাদিগকেও তিনি সতত উদ্ধার করেন। যেমন ব্রহ্মলোক, সর্ব্বলোকের উত্তম, তদ্রূপ জাহ্নবী সমস্ত সরিৎসরোবরের শ্রেষ্ঠা। সম্যক্ সঙ্কল্প করিয়া তিন বৎসর অন্যত্র তপস্যা করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক অর্দ্ধ ঘটিকা, গঙ্গায় করিলেই সেই ফল হয়। নিশায় চন্দ্রোদয় হইলে গঙ্গাতীরে যে প্রীতি হয়, অক্ষয়সুখভোগপরায়ণ স্বর্গবাসীরও সে প্রীতি হয় না। জরারোগযুক্ত স্বীয় শবদেহ, ধৈর্য্যসহকারে গঙ্গাজলে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলে অমরাবতীতে প্রবেশ করে। চন্দ্রমণ্ডল, যাঁহার জলসমূহে প্লাবিত হইয়া নিশায় অত্যধিক শোভাসম্পন্ন হয়, যাঁহার জলে স্নান করিলে সদ্যঃ পাতক বিনষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ মহৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়, হে অচ্যুত! বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ, যদীয় জল, শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃগণকে প্রদান করিলে, তিন বৎসর পিতৃগণের পরম তৃপ্তি হয়; হে বিষ্ণো! যিনি পৃথিবীস্থিত মর্ত্ত্যদিগকে, অধঃস্থিত সরীসৃপদিগকে এবং স্বর্গে স্বর্গবাসীদিগকে নিস্তার করেন বলিয়া ত্রিপথগা নামে অভিহিত; তিনি তীর্থগণের মধ্যে উত্তম তীর্থ, ও নদীগণের মধ্যে উত্তমা নদী। সেই গঙ্গা, সকল প্রাণিগণকে, এমন কি, মহাপাতকীদিগকেও স্বর্গে লইয়া যান। হে বিষ্ণো! স্বর্গ, ভূতল, আকাশ—সর্ব্বত্র যে বহু কোটি তীর্থ আছে, তৎসমস্তই গঙ্গায় অবস্থিত। যে ব্যক্তি বিনা আত্মঘাতে জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর নরক দর্শন করিতে হয় না। গঙ্গাই সর্ব্বতীর্থ, গঙ্গাই

ঐশ্বর্য্যদৈশ্বর্য্যরূপা হ্যৈতিহ্যং হ্যৈন্দবীদ্যুতিঃ। ওজস্বিন্যোষধীক্ষেত্রমোজোদোদনদায়িনী ॥ ৩৬ ॥ ওষ্ঠামৃতৌরভ্যদাত্রী হ্যৌষধং ভবরোগিণাম্। ঔদার্য্যচুঞ্চুরৌপেন্দ্রী হ্যৌগ্রী হ্যৌমেয়রূপিণী ॥ ৩৭ ॥ অম্বরাধ্ববহাম্বষ্ঠাম্বরমালাম্বুজেক্ষণা। অম্বিকাম্বুমহাযোনিরন্ধোদান্ধকহারিণী ॥ ৩৮ ॥ অংশুমালা হ্যংশুমতী হ্যঙ্গীকৃতষড়াননা। অন্ধতামিস্রহন্ত্র্যন্ধুরঞ্জনা হ্যঞ্জনাবতী ॥ ৩৯ ॥ কল্যাণকারিণী কাম্যা কমলোৎপলগন্ধিনী। কুমুদ্বতী কমলিনী কান্তিঃ কল্পিতদায়িনী ॥ ৪০ ॥ কাঞ্চনাক্ষী কামধেনুঃ কীর্ত্তিকৃৎ ক্লেশনাশিনী। ক্রতুশ্রেষ্ঠা ক্রতুফলা কর্ম্মবন্ধবিভেদিনী ॥ ৪১ ॥ কমলাক্ষী ক্লমহরা কৃশানুতপনদ্যুতিঃ। করুণার্দ্রা চ কল্যাণী কলিকল্মষনাশিনী ॥ ৪২ ॥ কামরূপা ক্রিয়াশক্তিঃ কমলোৎপলমালিনী। কূটস্থা করুণা কান্তা কূর্ম্মযানা কলাবতী ॥ ৪৩ ॥ কমলা কল্পলতিকা কালী কলুষবৈরিণী। কমনীয়জলা কম্রা কপর্দ্দিসুকপর্দ্দিকা ॥ ৪৪ ॥ কালকূটপ্রশমনী কদম্বকুসুমপ্রিয়া। কালিন্দী কেলিললিতা কলকল্লোলমালিকা ॥ ৪৫ ॥ ক্রান্তলোকত্রয়া কণ্ডুঃ কণ্ডুতনয়বৎসলা। খড়্গিনী খড়্গধারাভা খগা খণ্ডেন্দুধারিণী ॥ ৪৬ ॥ খেখেলগামিনী খস্থা খণ্ডেন্দুতিলকপ্রিয়া। খেচরী খেচরীবন্দ্যা খ্যাতিঃ খ্যাতিপ্রদায়িনী ॥ ৪৭ ॥ খণ্ডিতপ্রণতাঘৌঘা খলবুদ্ধিবিনাশিনী। খাতৈনঃকন্দসন্দোহা খড়্গখট্বাঙ্গখেটিনী ॥ ৪৮ ॥ খরসন্তাপশমনী খনিঃ পীযূষপাথসাম্। গঙ্গা গন্ধবতী গৌরী গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া ॥ ৪৯ ॥ গম্ভীরাঙ্গী গুণময়ী গতাতঙ্কা গতিপ্রিয়া। গণনাথাম্বিকা গীতা গদ্যপদ্যপরিষ্টুতা ॥ ৫০ ॥ গান্ধারী গর্ভশমনী গতিভ্রষ্টগতিপ্রদা। গোমতী গুহ্যবিদ্যা গৌর্গোপ্ত্রী গগনগামিনী ॥ ৫১ ॥ গোত্রপ্রবর্দ্ধিনী গুণ্যা গুণাতীতা গুণাগ্রণীঃ। গুহাম্বিকা গিরিসুতা গোবিন্দাঙ্ঘ্রিসমুদ্ভবা ॥ ৫২ ॥ গুণনীয়চরিত্রা চ গায়ত্রী গিরিশপ্রিয়া। গূঢ়রূপা গুণবতী গুর্ব্বী গৌরববর্দ্ধিনী ॥ ৫৩ ॥ গ্রহপীড়াহরা গুন্দ্রা গরঘ্নী গানবৎসলা। ঘর্ম্মহন্ত্রী ঘৃতবতী ঘৃততুষ্টিপ্রদায়িনী ॥ ৫৪ ॥ ঘণ্টারবপ্রিয়া ঘোরাঘৌঘবিধ্বংসকারিণী। ঘ্রাণতুষ্টিকরী ঘোষা ঘনানন্দা ঘনপ্রিয়া ॥ ৫৫ ॥ ঘাতুকা ঘূর্ণিতজলা ঘৃষ্টপাতকসন্ততিঃ। ঘটকোটিপ্রপীতাপা ঘটিতাশেষমঙ্গলা ॥ ৫৬ ॥ ঘৃণাবতী ঘৃণনিধির্ঘস্মরা ঘূকনাদিনী। ঘুসৃণাপিঞ্জরতনুর্ঘর্ঘরা ঘর্ঘরস্বনা ॥ ৫৭ ॥ চন্দ্রিকা চন্দ্রকান্তাম্বুশ্চঞ্চদাপ চলদ্দ্যুতিঃ। চিন্ময়ী চিতিরূপা চ চন্দ্রায়ুধশতাননা ॥ ৫৮ ॥ চাম্পেয়-

---

এজিতাশেষপাতকা, ঐশ্বর্য্যাদা ঐশ্বর্য্যরূপা, ঐতিহ্যা, ঐন্দবীদ্যুতি, ওজস্বিনী, ওষধিক্ষেত্রা, ওজোদা, ওদনদায়িনী, ওষ্ঠামৃতা, ঔরত্যদাত্রী, ঔষধং ভবরোগিণাং, (সংসাররোগীদিগের ঔষধস্বরূপা), ঔদার্য্যচুঞ্চু, ঔপেন্দ্রী, ঔগ্রী, ঔমেয়রূপিণী, অম্বরাধ্ববহা, অম্বষ্ঠা, অম্বরমালা, অম্বুজেক্ষণা, আম্বিকা, অম্বুমহাযোনি, অন্ধোদা, অন্ধকহারিণী, অংশুমালা অংশুমতী অঙ্গীকৃতষড়ানন্য, অন্ধতামিস্রহন্ত্রী, অন্ধু, অঞ্জনা, অঞ্জনাবতী, কল্যাণকারিণী, কাম্যা, কমলোৎপলগন্ধিনী, কুমদ্বতী, কমলিনী, কান্তি, কল্পিতদায়িনী, কাঞ্চনাক্ষী, কামধেনু, কীর্ত্তিকৃৎ, ক্লেশনাশিনী, ক্রতুশ্রেষ্ঠা, ক্রতুফলা, কর্ম্মবন্ধবিভেদিনী কমলাক্ষী, ক্লমহরা, কৃশানুতপনদ্যুতি, করুণার্দ্রা, কল্যাণী, কলিকল্মষনাশিনী, কামরূপা, ক্রিয়াশক্তি, কমলোৎপলমালিনী, কূটস্থা, করুণা, কান্তা কূর্ম্মযানা, কলাবতী, কমলা, কল্পলতিকা, কালী, কলুষবৈরিণী, কমনীয়জলা, কম্রা, কপর্দ্দিসুকপর্দ্দিকা কালকূটপ্রশমনী (২০০) কদম্বকুসুমপ্রিয়া, কালিন্দী, কেলিললিতা, কলকল্লোলমালিকা, ক্রান্তলোকত্রয়া, কণ্ডু, কণ্ডুতনয়বৎসলা, খড়্গিনী, খড়্গধারাভা খগা খণ্ডেন্দুধারিণী খেখেলগামিনী খস্থা, খণ্ডেন্দুতিলকপ্রিয়া, খেচরী, খেচরীবন্দ্যা, খ্যাতি, খ্যাতিপ্রদায়িনী, খণ্ডিতপ্রণতাঘৌঘা, খলবুদ্ধিবিনাশিনী, খাতৈনঃকন্দসন্দোহা, খড়্গখট্বাঙ্গখেটিনী, খরসন্তাপশমনী, খনিঃ পীযূষপাথসাং (সুধাজলরাশিখনিস্বরূপা), গঙ্গা, গন্ধবতী, গৌরী, গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া, গম্ভীরাঙ্গী, গুণময়ী, গতাতঙ্কা, গতিপ্রিয়া, গণনাথাম্বিকা, গীতা, গদ্যপদ্যপরিষ্টুতা গান্ধারী, গর্ভশমনী, গেতিভ্রষ্টগতিপ্রদা গোমতী গুহ্যবিদ্যা, গো গোপ্ত্রী গগনগামিনী, গোত্রপ্রবর্দ্ধিনী, গুণ্যা গুণাতীতা, গুণাগ্রণী, গুহাম্বিকা, গিরিসুতা, গোবিন্দাঙ্ঘ্রিসমুদ্ভবা, গুণনীয়চরিত্রা, গায়ত্রী, গিরিশ-প্রিয়া, গূঢ়রূপা, গুণবতী, গুর্ব্বী গৌরববর্দ্ধিনী, গ্রহপীড়াহরা গুন্দ্রা, গরঘ্নী, গানবৎসলা, ঘর্ম্মহন্ত্রী, ঘৃতবতী, ঘৃততুষ্টিপ্রদায়িনী, ঘণ্টারবপ্রিয়া, ঘোরাঘৌঘবিধ্বংসকারিণী, ঘ্রাণতুষ্টিকরা, ঘোষা, ঘনানন্দা, ঘনপ্রিয়া, ঘাতুকা, ঘূর্ণিতজলা, ঘৃষ্টপাতক-সন্ততি, ঘটকোটিপ্রপীতাপা, ঘটিতাশেষমঙ্গলা, ঘৃণাবতী, ঘৃণানিধি, ঘস্মরা, ঘূকনাদিনী ঘুসৃণাপিঞ্জরতনু, ঘর্ঘরা, ঘর্ঘরস্বনা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রকান্তাম্বু, চঞ্চদাপা, চলদ্দ্যুতি, চিন্ময়ী, চিতিরূপা, চন্দ্রা-

লোচনা চারুশ্চার্ব্বঙ্গী চারুগামিনী। চার্য্যা চারিত্রনিলয়া চিত্রকৃচ্চিত্ররূপিণী ॥ ৫৯ ॥ চম্পূশ্চন্দনশুচ্যম্বুশ্চর্চ্চনীয়া চিরস্থিরা। চারুচম্পকমালাঢ্যা চমিতাশেষদুষ্কৃতা ॥ ৬০ ॥ চিদাকাশবহা চিন্ত্যা চঞ্চচ্চামরবীজিতা। চোরিতাশেষবৃজিনা চরিতাশেষমণ্ডলা ॥ ৬১ ॥ ছেদিতাখিলপাপৌঘা ছদ্মঘ্নী ছলহারিণী। ছন্নত্রিবিষ্টপতলা ছোটিতাশেষবন্ধনা ॥ ৬২ ॥ ছুরিতামৃতধারৌঘা ছিন্নৈনাশ্ছন্দগামিনী। ছত্রীকৃতমরালৌঘা ছটীকৃতনিজামৃতা ॥ ৬৩ ॥ জাহ্নবী জ্যা জগন্মাতা জপ্যা জঙ্ঘালবীচিকা। জয়া জনার্দ্দনপ্রীতা জুষণীয়া জগদ্ধিতা ॥ ৬৪ ॥ জীবনং জীবনপ্রাণা জগজ্জ্যেষ্ঠা জগন্ময়ী। জীবজীবাতুলতিকা জন্মিজন্মনিবর্হিণী ॥ ৬৫ ॥ জাড্যবিধ্বংসনকরী জগদ্যোনির্জলাবিলা। জগদানন্দজননী জলজা জলজেক্ষণা ॥ ৬৬ ॥ জনলোচনপীযূষা জটাতটবিহারিণী। জয়ন্তী জঞ্জপূকঘ্নী জনিতজ্ঞানবিগ্রহা ॥ ৬৭ ॥ ঝল্লরীবাদ্যকুশলা ঝলজ্ঝালজলাবৃতা। ঝিণ্টীশবন্দ্যা ঝাঙ্কারকারিণী ঝর্ঝরাবতী ॥ ৬৮ ॥ টীকিতাশেষপাতালা টঙ্কিকৈনোঽদ্রিপাটনে। টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা টীকনীয়মহাতটা ॥ ৬৯ ॥ ডম্বরপ্রবহা ডীনরাজহংসকুলাকুলা। ডমড্ডমরুহস্তা চ ডামরোক্তমহাণ্ডকা ॥ ৭০ ॥ ঢৌকিতাশেষনির্ব্বাণা ঢক্কানাদচলজ্জলা। ঢুণ্টিবিঘ্নেশজননী ঢণঢ্ঢুণিতপাতকা ॥ ৭১ ॥ তর্পণী তীর্থতীর্থা চ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী। ত্রিলোকগোপ্ত্রী তোয়েশী ত্রৈলোক্যপরিবন্দিতা ॥ ৭২ ॥ তাপত্রিতয়সংহর্ত্রী তেজোবলবিবর্দ্ধিনী। ত্রিলক্ষ্যা তারিণী তারা তারাপতিকরার্চ্চিতা ॥ ৭৩ ॥ ত্রৈলোক্যপাবনী পুণ্যা তুষ্টিদা তুষ্টিরূপিণী। তৃষ্ণাচ্ছেত্রী তীর্থমাতা ত্রিবিক্রমপদোদ্ভবা ॥ ৭৪ ॥ তপোময়ী তপোরূপা তপস্তোমফলপ্রদা। ত্রৈলোক্যব্যাপিনী তৃপ্তিস্তৃপ্তিকৃত্তত্ত্বরূপিণী ॥ ৭৫ ॥ ত্রৈলোক্যসুন্দরী তুর্য্যা তুর্য্যাতীতপদপ্রদা। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীস্ত্রিপদী তথ্যা তিমিরচন্দ্রিকা ॥ ৭৬ ॥ তেজোগর্ভা তপঃসারা ত্রিপুরারিশিরোগৃহা। ত্রয়ীস্বরূপিণী তন্বী তপনাঙ্গজভীতিনুৎ ॥ ৭৭ ॥ তরিস্তরণিজামিত্রং তর্পিতাশেষপূর্ব্বজা। তুলাবিরহিতা তীব্রপাপতুলতনূনপাৎ ॥ ৭৮ ॥ দারিদ্র্যদমনী দক্ষা দুষ্প্রেক্ষ্যা দিব্যমণ্ডনা। দীক্ষাবতী দুরাবাপ্যা দ্রাক্ষামধুরবারিভৃৎ ॥ ৭৯ ॥ দর্শিতানেককুতুকা দুষ্টদুর্জ্জয়দুঃখহৃৎ। দৈন্যহৃদ্দুরিতঘ্নী চ দানবারিপদাব্জজা ॥ ৮০ ॥ দন্দশূকবিষঘ্নী চ দারিতাঘৌঘসন্ততিঃ। দ্রুতা দেবদ্রুমচ্ছন্না দুর্ব্বারাঘবিঘাতিনী ॥ ৮১ ॥

যুত-শতাননা, চাম্পেয়লোচনা, চারু, চার্ব্বঙ্গী, চারুগামিনী, চার্য্যা, চরিত্রনিলয়া, চিত্রকৃৎ, চিত্ররূপিণী, চম্পূ, চন্দনশুচ্যম্বু, চর্চ্চনীয়া, চিরস্থিরা (৫০০) চারুচম্পকমালাঢ্যা, চমিতাশেষদুষ্কৃতা, চিদাকাশবহা, চিন্ত্যা, চঞ্চচ্চামরবীজিতা, চোরিতাশেষবৃজিনা, চরিতাশেষমণ্ডলা, ছেদিতাখিলপাপৌঘা, ছদ্মঘ্নী, ছলহারিণী, ছন্নত্রিবিষ্টপতলা, ছোটিতাশেষবন্ধনা, ছুরিতামৃতধারৌঘা, ছিন্নৈনাঃ, ছন্দগামিনী, ছত্রীকৃতমরালৌঘা, ছটীকৃতনিজামৃতা, জাহ্নবী, জ্যা, জগন্মাতা, জপ্যা, জঙ্ঘালবীচিকা, জয়া, জনার্দ্দনপ্রীতা, জুষণীয়া, জগদ্ধিতা, জীবন, জীবনপ্রাণা, জগজ্জ্যেষ্ঠা, জগন্ময়ী, জীবজীবাতুলতিকা, জন্মিজন্মনিবর্হিণী, জাড্যবিধ্বংসনকরী, জগদ্যোনি, জলাবিলা, জগদানন্দজননী, জলজা, জলজেক্ষণা, জনলোচনপীযূষা, জটাতটবিহারিণী, জয়ন্তী, জঞ্জপূকঘ্নী, জনিতজ্ঞানবিগ্রহা, ঝল্লরীবাদ্যকুশলা, ঝলজ্ঝালজলাবৃতা, ঝিণ্টীশবন্দ্যা, ঝাঙ্কারকারিণী, ঝর্ঝরাবতী, টীকিতাখিলপাতালা, টঙ্কিকৈনোঽদ্রিপাটনে, (পাপপর্ব্বত-বিদারণটঙ্করূপিণী), টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা, টীকনীয়মহাতটা, ডম্বর-প্রবহা, ডীনরাজহংসকুলাকুলা, ডমড্ডমরুহস্তা, ডামরোক্তমহাণ্ডকা, ঢৌকিতাশেষনির্ব্বাণা, ঢক্কানাদচলজ্জলা, ঢুণ্টিবিঘ্নেশজননী, ঢণঢ্ঢুণিতপাতকা, তর্পণী, তীর্থতীর্থা, ত্রিপথা, ত্রিদশেশ্বরী, ত্রিলোকগোপ্ত্রী, তোয়েশী, ত্রৈলোক্যপরিবন্দিতা, তাপত্রিতয়সংহর্ত্রী, তেজোবলবিবর্দ্ধিনী, ত্রিলক্ষ্যা, তারিণী, তারা, তারাপতিকরার্চ্চিতা, ত্রৈলোক্যপাবনী, পুণ্যা, তুষ্টিদা, তুষ্টিরূপিণী, তৃষ্ণাচ্ছেত্রী, তীর্থমাতা, ত্রিবিক্রমপদোদ্ভবা, তপোময়ী, তপোরূপা, তপস্তোমফলপ্রদা, ত্রৈলোক্যব্যাপিনী, তৃপ্তি, তৃপ্তিকৃৎ, তত্ত্বরূপিণী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, তুর্য্যা, তুর্য্যাতীতপদপ্রদা, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী, ত্রিপদী, তথ্যা, তিমিরচন্দ্রিকা, তেজোগর্ভা, তপঃসারা, ত্রিপুরারি শিরোগৃহা, ত্রয়ী-স্বরূপিণী, তন্বী, (৪০০) তপনাঙ্গজভীতিনুৎ, তরি, তরণিজামিত্র, তর্পিতাশেষপূর্ব্বজা, তুলাবিরহিতা, তীব্রপাপতুলতনূনপাৎ, দারিদ্র্যদমনী, দক্ষা, দুষ্প্রেক্ষ্যা, দিব্যমণ্ডনা, দীক্ষাবতী, দুরাবাপ্যা, দ্রাক্ষা, মধুরবারিভৃৎ, দর্শিতানেককুতুকা, দুষ্ট-দুর্জ্জয়-দুঃখহৃৎ, দৈন্যহৃৎ, দুরিতঘ্নী, দানবারিপদাব্জজা, দন্দশূকবিষঘ্নী, দারিতা-

দমগ্রাহ্যা দেবমাতা দেবলোকপ্রদর্শিনী। দেবদেবপ্রিয়া দেবী দিক্‌পালপদদায়িনী ॥ ৮২ ॥ দীর্ঘায়ুঃকারিণী দীর্ঘা দোগ্ধ্রী দূষণবর্জ্জিতা। দুগ্ধাম্বুবাহিনী দোহ্যা দিব্যা দিব্যগতিপ্রদা ॥ ৮৩ ॥ দ্যুনদী দীনশরণং দেহিদেহনিবারিণী। দ্রাঘীয়সী দ্রাঘহন্ত্রী দিতপাতকসন্ততিঃ ॥ ৮৪ ॥ দূরদেশান্তরচরী দুর্গমা দেববল্লভা। দুর্বৃত্তঘ্নী দুর্বিগাহ্যা দয়াধারা দয়াবতী ॥ ৮৫ ॥ দুরাসদা দানশীলা দ্রাবিণী দ্রুহিণস্তুতা। দৈত্যদানবসংশুদ্ধি-কর্ত্রী দুর্বুদ্ধিহারিণী ॥ ৮৬ ॥ দানসারা দয়াসারা দ্যাবাভূমিবিগাহিনী। দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রাপ্তির্দেবতাবৃন্দবন্দিতা ॥ ৮৭ ॥ দীর্ঘব্রতা দীর্ঘদৃষ্টির্দীপ্ততোয়া দুরালভা। দণ্ডয়িত্রী দণ্ডনীতির্দুষ্টদণ্ডধরার্চ্চিতা ॥ ৮৮ ॥ দুরোদরঘ্নী দাবার্চ্চির্দ্রবদ্রব্যৈকসেবধিঃ। দীনসন্তাপশমনী দাত্রী দবথুবৈরিণী ॥৮৯॥ দরীবিদারণপরা দান্তা দান্তজনপ্রিয়া। দারিতাদ্রিতটা দুর্গা দুর্গারণ্যপ্রচারিণী ॥ ৯০ ॥ ধর্ম্মদ্রবা ধর্ম্মধুরা ধেনুর্ধীরা ধৃতির্ধ্রুবা। ধেনুদানফলস্পর্শা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা ॥ ৯১ ॥ ধর্ম্মোর্ম্মিবাহিনী ধুর্য্যা ধাত্রী ধাত্রীবিভূষণম্। ধর্ম্মিণী ধর্ম্মশীলা চ ধন্বিকোটিকৃতাবনা ॥ ৯২ ॥ ধ্যাতৃপাপহরা ধ্যেয়া ধাবনী ধূতকল্মষা। ধর্ম্মধারা ধর্ম্মসারা ধনদা ধনবর্দ্ধিনী ॥ ৯৩ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মগুণচ্ছেত্রী ধুস্তূরকুসুমপ্রিয়া। ধর্ম্মেশী ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা ধনধান্যসমৃদ্ধিকৃৎ ॥ ৯৪ ॥ ধর্ম্মলভ্যা ধর্ম্মজলা ধর্ম্মপ্রসবধর্ম্মিণী। ধ্যানগম্যস্বরূপা চ ধরণী ধাতৃপূজিতা ॥ ৯৫ ॥ ধূর্ধূর্জ্জটিজটাসংস্থা ধন্যা ধীর্ধারণাবতী। নন্দা নির্ব্বাণজননী নন্দিনী নুন্নপাতকা ॥ ৯৬ ॥ নিষিদ্ধবিঘ্ননিচয়া নিজানন্দপ্রকাশিনী। নভোঽঙ্গনচরী নূতির্নম্যা নারায়ণী নুতা ॥ ৯৭ ॥ নির্ম্মলা নির্ম্মলাখ্যানা নাশিনী তাপসম্পদাম্। নিয়তা নিত্যসুখদা নানাশ্চর্য্যমহানিধিঃ ॥ ৯৮ ॥ নদীনদসরোমাতা নায়িকা নাকদীর্ঘিকা। নষ্টোদ্ধরণধীরা চ নন্দনানন্দদায়িনী ॥ ৯৯ ॥ নির্ণিক্তাশেষভুবনা নিঃসঙ্গা নিরুপদ্রবা। নিরালম্বা নিষ্প্রপঞ্চা নির্ণাশিতমহামলা ॥ ১০০ ॥ নির্ম্মলজ্ঞানজননী নিঃশেষপ্রাণিতাপহৃৎ। নিত্যোৎসবা নিত্যতৃপ্তা নমস্কার্য্যা নিরঞ্জনা ॥ ১০১ ॥ নিষ্ঠাবতী নিরাতঙ্কা নির্লেপা নিশ্চলাত্মিকা। নিরবদ্যা নিরীহা চ নীললোহিতমূর্দ্ধগা ॥ ১০২ ॥ নন্দিভৃঙ্গিগণস্তুত্যা নাগা নন্দা নগাত্মজা। নিষ্প্রত্যূহা নাকনদী নিরয়ার্ণবদীর্ঘনৌঃ ॥ ১০৩ ॥ পুণ্যপ্রদা পুণ্যগর্ভা পুণ্যা পুণ্যতরঙ্গিণী। পৃথুঃ পৃথুফলা পূর্ণা প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জিনী ॥ ১০৪ ॥ প্রাণদা প্রাণি-

---

ঘোষসন্ততি, দ্রুতা, দেবক্রমচ্ছন্না, দুর্ব্বারাঘবিঘাতিনী, দমগ্রাহ্যা, দেবমাতা, দেবলোকপ্রদর্শিনী, দেবদেবপ্রিয়া দেবী, দিক্‌পালপদদায়িনী, দীর্ঘায়ুষ্কারিণী, দীর্ঘা, দোগ্ধ্রী, দূষণবর্জ্জিতা, দুগ্ধাম্বুবাহিনী, দোহ্যা, দিব্যা, দিব্যগতিপ্রদা, দ্যুনদী, দীনশরণ, দেহিদেহনিবারণী, দ্রাঘীয়সী, [illegible]ঘহন্ত্রী, দিতপাতকসন্ততি, দূরদেশান্তরচরী, দুর্গ[illegible], দেববল্লভা, দুর্ব্বৃত্তঘ্নী, দুর্ব্বিগাহ্যা, দয়াধারা, দয়াবতী, দুরাসদা, দানশীলা, দ্রাবিণী, দ্রুহিণস্তুতা, দৈত্যদানবসংশুদ্ধিকর্ত্রী, দুর্ব্বুদ্ধিহারিণী, দানসারা, দয়াসারা, দ্যাবাভূমিবিগাহিনী, দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রাপ্তি, দেবতাবৃন্দবন্দিতা, দীর্ঘব্রতা, দীর্ঘদৃষ্টি, দীপ্ততোয়া, দুরালভা, দণ্ডয়িত্রী, দণ্ডনীতি, দুষ্টদণ্ডধরার্চ্চিতা, দুরোদরঘ্নী, দাবার্চ্চিঃ, দ্রব-দ্রব্যৈকশেবধি, দীনসন্তাপশমনী, দাত্রী, দবথুবৈরিণী, দরী, বিদারণপরা, দান্তা, দান্তজনপ্রিয়া, দারিতাদ্রিতটা, দুর্গা, দুর্গারণ্যপ্রচারিণী, ধর্ম্মদ্রবা, ধর্ম্মধুরা, ধেনু, ধীরা, ধৃতি, ধ্রুবা, ধেনুদানফলস্পর্শা, ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা, ধর্ম্মোর্ম্মিবাহিনী, ধুর্য্যা, ধাত্রী, ধাত্রীবিভূষণা, ধর্ম্মিণী, ধর্ম্মশীলা, ধন্বিকোটিকৃতাবনা, ধ্যাতৃপাপহরা, ধ্যেয়া, ধাবনী, ধূতকল্মষা (৫০০) ধর্ম্মধারা, ধর্ম্মসারা, ধনদা ধনর্দ্ধিনী, ধর্ম্মাধর্ম্মগুণচ্ছেত্রী, ধুস্তূরকুসুমপ্রিয়া, ধর্ম্মেশী ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা, ধনধান্য-সমৃদ্ধিকৃৎ, ধর্ম্মলভ্যা ধর্ম্মজলা, ধর্ম্মপ্রসবধর্ম্মিণী ধ্যানগম্যস্বরূপা, ধরণী ধাতৃপূজিতা, ধূঃ, ধূর্জ্জটিজটা-সংস্থা, ধন্যা, ধী, ধারণাবতী, নন্দা, নির্ব্বাণজননী, নন্দিনী, নুন্নপাতকা, নিষিদ্ধবিঘ্ননিচয়া, নিজানন্দপ্রকাশিনী, নভোঙ্গনচরী, নুতি, নম্যা, নারায়ণী, নুতা, নির্ম্মলা, নির্ম্মলাখ্যানা, নাশিনী তাপসম্পদাং (তাপসমূহনাশিনী), নিয়তা, নিত্য-সুখদা, নানাশ্চর্য্যমহানিধি, নদীনদসরোমাতা, নায়িকা, নাকদীর্ঘিকা, নষ্টোদ্ধরণধীরা, নন্দনা, নন্দদায়িনী, নির্ণিক্তাশেষভুবনা, নিঃসঙ্গা, নিরুপদ্রবা, নিরালম্বা, নিষ্প্রপঞ্চা, নির্ণাশিতমহামলা, নির্ম্মলজ্ঞানজননী, নিঃশেষপ্রাণিতাপহৃৎ, নিত্যোৎসবা, নিত্যতৃপ্তা, নমস্কার্য্য, নিরঞ্জনা, নিষ্ঠাবতী, নিরাতঙ্কা, নির্লেপা, নিশ্চলাত্মিকা, নিরবদ্যা, নিরীহা, নীললোহিত-মূর্দ্ধগা, নন্দিভৃঙ্গিগণস্তুত্যা, নাগানন্দা, নগাত্মজা, নিষ্প্রত্যূহা, নাকনদী, নিরয়ার্ণবদীর্ঘনৌ, পুণ্যপ্রদা, পুণ্যগর্ভা, পুণ্যা, পুণ্যতরঙ্গিণী, পৃথু, পৃথুফলা, পূর্ণা, প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জিনী,

জননী প্রাণেশী প্রাণরূপিণী। পদ্মালয়া পরাশক্তিঃ পুরজিৎপরমপ্রিয়া ॥ ১০৫ ॥ পরাপরফলপ্রাপ্তিঃ পাবনী চ পয়স্বিনী। পরানন্দা প্রকৃষ্টার্থা প্রতিষ্ঠা পালনী পরা ॥ ১০৬ ॥ পুরাণপঠিতা প্রীতা প্রণবাক্ষররূপিণী। পার্ব্বতী প্রেমসম্পন্না পশুপাশবিমোচনী ॥ ১০৭ ॥ পরমাত্মস্বরূপা চ পরব্রহ্মপ্রকাশিনী। পরমানন্দনিষ্পন্দা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপিণী ॥ ১০৮ ॥ পানীয়রূপনির্ব্বাণা পরিত্রাণপরায়ণা। পাপেন্ধনদবজ্বালা পাপারিঃ পাপনামমুৎ ॥ ১০৯ ॥ পরমৈশ্বর্য্যজননী প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞা পরাবরা। প্রত্যক্ষলক্ষ্মীঃ পদ্মাক্ষী পরব্যোমামৃতস্রবা ॥ ১১০ ॥ প্রসন্নরূপা প্রণিধিঃ পূতা প্রত্যক্ষদেবতা। পিনাকিপরমপ্রীতা পরমেষ্ঠিকমণ্ডলুঃ ॥ ১১১ ॥ পদ্মনাভপদার্ঘ্যেণ প্রসূতা পদ্মমালিনী। পরর্দ্ধিদা পুষ্টিকরী পথ্যা পূর্ত্তিঃ প্রভাবতী ॥ ১১২ ॥ পুনানা পীতগর্ভঘ্নী পাপপর্ব্বতনাশিনী। ফলিনী ফলহস্তা চ ফুল্লাম্বুজবিলোচনা ॥ ১১৩ ॥ ফালিতৈনোমহাক্ষেত্রা ফণিলোকবিভূষণম্। ফেনচ্ছলপ্রণুন্নৈনাঃ ফুল্লকৈরবগন্ধিনী ॥ ১১৪ ॥ ফেণিলাচ্ছাম্বুধারাভা ফুডুচ্চাটিতপাতকা। ফাণিতস্বাদুসলিলা ফাণ্টপথ্যজলাবিলা ॥ ১১৫ ॥ বিশ্বমাতা চ বিশ্বেশী বিশ্বা

প্রাণদা, প্রাণিজননী, প্রাণেশী, প্রাণরূপিণী, পদ্মালয়া, পরাশক্তি, পুরজিৎ-পরমপ্রিয়া, পরা (সর্ব্বোৎকৃষ্টা), পরফলপ্রাপ্তি, পাবনী, পয়স্বিনী, পরানন্দা, প্রকৃষ্টার্থা, প্রতিষ্ঠা, পালনী, পরা (পূরণকর্ত্রী), পুরাণ-পঠিতা, প্রীতা, প্রণবাক্ষররূপিণী, পার্ব্বতী, প্রেমসম্পন্না, পশুপাশবিমোচিনী, (৬০০) পরমাত্মস্বরূপা, পরব্রহ্মপ্রকাশিনী, পরমানন্দনিষ্পন্দা, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপিণী, পানীয়রূপনির্ব্বাণা, পরিত্রাণপরায়ণা, পাপেন্ধন-দবজ্বালা, পাপারি, পাপনামমুৎ, পরমৈশ্বর্য্যজননী, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞা, পরাবরা, প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী, পদ্মাক্ষী, পরব্যোমামৃতস্রবা, প্রসন্নরূপা, প্রণিধি, পূতা, প্রত্যক্ষদেবতা, পিনাকি-পরমপ্রীতা, পরমেষ্ঠি-কমণ্ডলু, পদ্মনাভপদার্ঘ্যেণ প্রসূতা, (বিষ্ণুপাদার্ঘ্য হইতে উৎপন্না), পদ্মমালিনী, পরর্দ্ধিদা, পুষ্টিকরী, পথ্যা, পূর্ত্তি, প্রভাবতী, পুনানা, পীতগর্ভঘ্নী, পাপপর্ব্বতনাশিনী, ফলিনী, ফলহস্তা, ফুল্লাম্বুজবিলোচনা, ফলিতৈনোমহাক্ষেত্র ফণিলোকবিভূষণা, ফেনচ্ছল-প্রণুন্নৈনাঃ, ফুল্লকৈরবগন্ধিনী, ফেণিলাচ্ছাম্বুধারাভা, ফুডুচ্চাটিতপাতকা, ফাণিতস্বাদুসলিলা, ফাণ্টপথ্যজলাবিলা,

বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া। ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মকৃদ্‌ব্রাহ্মী ব্রহ্মিষ্ঠা বিমলোদকা ॥ ১১৬ ॥ বিভাবরী চ বিরজা বিক্রান্তানেকবিষ্টপা। বিশ্বমিত্রং বিষ্ণুপদী বৈষ্ণবী বৈষ্ণবপ্রিয়া ॥ ১১৭ ॥ বিরূপাক্ষপ্রিয়করী বিভূতির্বিশ্বতোমুখী। বিপাশা বৈবুধী বেদ্যবেদাক্ষররসস্রবা ॥ ১১৮ ॥ বিদ্যা বেগবতী বন্দ্যা বৃংহণী ব্রহ্মবাদিনী। বরদা বিপ্রকৃষ্টা চ বরিষ্ঠা চ বিশোধনী ॥ ১১৯ ॥ বিদ্যাধরী বিশোকা চ বয়োবৃন্দনিষেবিতা। বহূদকা বলবতী ব্যোমস্থা বিবুধপ্রিয়া ॥ ১২০ ॥ বাণী বেদবতী বিত্তা ব্রহ্মবিদ্যাতরঙ্গিণী। ব্রহ্মাণ্ডকোটিব্যাপ্তাম্বুর্ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ১২১ ॥ ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা চ বুদ্ধির্বিভববর্দ্ধিনী। বিলাসিসুখদা বৈশ্যা ব্যাপিনী চ বৃষারণিঃ ॥ ১২২ ॥ বৃষাঙ্কমৌলিনিলয়া বিপন্নার্ত্তিপ্রভঞ্জিনী। বিনীতা বিনতা ব্রধ্নতনয়া বিনয়ান্বিতা ॥ ১২৩ ॥ বিপঞ্চীবাদ্যকুশলা বেণুশ্রুতিবিচক্ষণা। বর্চ্চস্করী বলকরী বলোন্মূলিতকল্মষা ॥ ১২৪ ॥ বিপাপ্মা বিগতাতঙ্কা বিকল্পপরিবর্জ্জিতা। বৃষ্টিকর্ত্রী বৃষ্টিজলা বিধির্বিচ্ছিন্নবন্ধনা ॥ ১২৫ ॥ ব্রতরূপা বিত্তরূপা বহুবিঘ্নবিনাশকৃৎ। বসুধারা বসুমতী বিচিত্রাঙ্গী বিভাবসুঃ ॥ ১২৬ ॥ বিজয়া বিশ্ববীজঞ্চ বামদেবী বরপ্রদা। বৃষাশ্রিতা বিষঘ্নী চ বিজ্ঞানো-

বিশ্বমাতা, বিশ্বেশী, বিশ্বা, বিশ্বেশ্বর-প্রিয়া, ব্রহ্মণ্যা, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মিষ্ঠা, বিমলোদকা, বিভাবরী, বিরজাঃ, বিক্রান্তানেকবিষ্টপা, বিশ্বামিত্রা, বিষ্ণুপদী, বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবপ্রিয়া, বিরূপাক্ষপ্রিয়করী, বিভূতি, বিশ্বতোমুখী, বিপাশা, বৈবুধী, বেদ্যা, বেদাক্ষররসস্রবা, বিদ্যা, বেগবতী, বন্দ্যা, বৃংহণী, ব্রহ্মবাদিনী, বরদা, বিপ্রকৃষ্টা, বরিষ্ঠা, বিশোধিনী, বিদ্যাধরী, বিশোকা, বয়োবৃন্দনিষেবিতা, বহূদকা, বলবতী, ব্যোমস্থা, বিবুধপ্রিয়া, বাণী, বেদবতী, বিত্তা, ব্রহ্মবিদ্যাতরঙ্গিণী, ব্রহ্মাণ্ডকোটিব্যাপ্তাম্বু, ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা, বুদ্ধি, বিভববর্দ্ধিনী বিলাসিসুখদা, বৈশ্যা, ব্যাপিনী, বৃষারণি, বৃষাঙ্কমৌলিনিলয়া, বিপন্নার্ত্তি-প্রভঞ্জিনী, বিনীতা, বিনতা, ব্রধ্নতনয়া, (৭০০) বিনয়ান্বিতা, বিপঞ্চী, বাদ্যকুশলা, বেণুশ্রুতিবিচক্ষণা, বর্চ্চস্করী, বলকরী, বলোন্মূলিতকল্মষা, বিপাপ্মা, বিগতাতঙ্কা, বিকল্প-পরিবর্জ্জিতা, বৃষ্টিকর্ত্রী, বৃষ্টিজলা, বিধি, বিচ্ছিন্নবন্ধনা, ব্রতরূপা, বিত্তরূপা, বহুবিঘ্নবিনাশকৃৎ, বসুধারা, বসুমতী, বিচিত্রাঙ্গী, বিভাবসু, বিজয়া, বিশ্ববীজা, বামদেবী, বরপ্রদা, বৃষাশ্রিতা, বিষঘ্নী, বিজ্ঞানো-

শ্যংশুমালিনী ॥ ১২৭ ॥ ভব্যা ভোগবতী ভদ্রা ভবানী ভূতভাবিনী। ভূতধাত্রী ভয়হরা ভক্তদারিদ্র্যঘাতিনী ॥১২৮॥ ভুক্তিমুক্তিপ্রদা ভেশী ভক্তস্বর্গাপবর্গদা। ভাগীরথী ভানুমতী ভাগ্যং ভোগবতী ভৃতিঃ ॥ ১২৯ ॥ ভবপ্রিয়া ভবদ্বেষ্ট্রী ভূতিদা ভূতিভূষণা। ভাললোচনভাবজ্ঞা ; ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ॥ ১৩০ ॥ ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রশমনী ভিন্নব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপা। ভূরিদা ভক্তিসুলভা ভাগ্যবদ্দৃষ্টিগোচরী ॥ ১৩১ ॥ ভঞ্জিতোপপ্লবকুলা ভক্ষ্যভোজ্যসুখপ্রদা। ভিক্ষণীয়া ভিক্ষুমাতা ভাবাভাবস্বরূপিণী ॥ ১৩২ ॥ মন্দাকিনী মহানন্দা মাতা মুক্তিতরঙ্গিণী। মহোদয়া মধুমতী মহাপুণ্যা মুদাকরী ॥ ১৩৩ ॥ মুনিস্তুতা মোহহন্ত্রী মহাতীর্থা মধুস্রবা। মাধবী মানিনী মান্যা মনোরথপথাতিগা ॥ ১৩৪ ॥ মোক্ষদা মতিদা মুখ্যা মহাভাগ্যজনাশ্রিতা। মহাবেগবতী মেধ্যা মহামহিমভূষণা ॥ ১৩৫ ॥ মহাপ্রভাবা মহতী মীনচঞ্চললোচনা। মহাকারুণ্যসম্পূর্ণা মহর্দ্ধিশ্চ মহোৎপলা ॥ ১৩৬ ॥ মূর্ত্তিমন্মুক্তিরমণী মণিমাণিক্যভূষণা। মুক্তাকলাপনেপথ্যা মনোনয়ননন্দিনী ॥ ১৩৭ ॥ মহাপাতকরাশিঘ্নী মহাদেবার্দ্ধহারিণী। মহোর্ম্মিমালিনী মুক্তা মহাদেবী মনোন্মনী ॥ ১৩৮ ॥ মহাপুণ্যোদয়প্রাপ্যা মায়াতিমিরচন্দ্রিকা। মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহৌষধম্ ॥ ১৬৯ ॥ মালাধরী মহোপায়া মহোরগবিভূষণা। মহামোহপ্রশমনী মহামঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ১৪০ ॥ মার্ত্তণ্ডমণ্ডলচরী মহালক্ষ্মীর্মদোজ্ঝিতা। যশস্বিনী যশোদা চ যোগ্যা যুক্তাত্মসেবিতা ॥ ১৪১ ॥ যোগসিদ্ধিপ্রদা যাজ্যা যজ্ঞেশপরিপূরিতা। যজ্ঞেশী যজ্ঞফলদা যজনীয়া যশস্করী ॥ ১৪২ ॥ যমিসেব্যা যোগযোনির্যোগিনী যুক্তবুদ্ধিদা। যোগজ্ঞানপ্রদা যুক্তা যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগযুক্ ॥ ১৪৩ ॥ যন্ত্রিতাঘৌঘসঞ্চারা যমলোকনিবারিণী। যাতায়াতপ্রশমনী যাতনানামকৃন্তনী ॥ ১৪৪ ॥ যামিনীশহিমাচ্ছোদা যুগধর্ম্মবিবর্জ্জিতা। রেবতী রতিকৃদ্রম্যা রত্নগর্ভা রমা রতিঃ ॥ ১৪৫ ॥ রত্নাকরপ্রেমপাত্রং রসজ্ঞা রসরূপিণী। রত্নপ্রসাদগর্ভা চ রমণীয়তরঙ্গিণী ॥ ১৪৬ ॥ রত্নার্চ্চী রুদ্ররমণী রাগদ্বেষবিনাশিনী। রমা রামা রম্যরূপা রোগিজীবাতুরূপিণী ॥ ১৪৭ ॥ রুচিকৃদ্রোচনী রম্যা রুচিরা রোগহারিণী। রাজহংসা রত্নবতী রাজৎকল্লোলরাজিকা ॥ ১৪৮ ॥ রামণীয়করেখা চ রুজারী রোগরোষিণী। রাকা রঙ্কার্ত্তিশমনী রম্যা রোলম্বরাবিণী ॥ ১৪৯ ॥

শ্যংশুমালিনী, ভব্যা, ভোগবতী, ভদ্রা, ভবানী, ভূতভাবিনী, ভূতধাত্রী, ভয়হরা, ভক্তদারিদ্র্যঘাতিনী, ভুক্তিমুক্তিপ্রদা, ভেশী 'ভক্তস্বর্গাপবর্গদা, ভাগীরথী, ভানুমতী, ভাগ্যা, ভোগবতী ভৃতি, ভবপ্রিয়া, ভবদ্বেষ্ট্রী, ভূতিদা, ভূতিদক্ষিণা, ভাললোচনভাবজ্ঞা, ভূত[illegible]ব্য-ভবৎ-প্রভু. ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রশমনী, ভিন্নব্রহ্মা[illegible]পা, ভূরিদা, ভক্তিসুলভা, ভাগ্যবদ্দৃষ্টিগোচরা, ভঞ্জিতোপপ্লবকুলা, ভক্ষ্যভোজ্যসুখপ্রদা, ভিক্ষণীয়া, ভিক্ষুমাতা, ভাবাভাবস্বরূপিণী, মন্দাকিনী, মহানন্দা, মাতা মুক্তিতরঙ্গিণী, মহোদয়া, মধুমতী, মহাপুণ্যা, মুদাকরী, মুনিস্তুতা, মোহহন্ত্রী, মহাতীর্থা, মধুস্রবা, মাধবী, মানিনী, মান্যা, মনোরথ-পথাতিগা, মোক্ষদা মতিদা, মুখ্যা মহাভাগ্যজনাশ্রিতা, মহাবেগবতী, মেধ্যা, মহা (পূজ্যা); মহিমভূষণা, মহাপ্রভাবা, মহতী, মীনচঞ্চললোচনা, মহাকারুণ্য-সম্পূর্ণা, মহর্দ্ধি, মহোৎপলা মূর্ত্তিমন্মুক্তি-রমণী, মণিমাণিক্যভূষণা মুক্তাকলাপনেপথ্যা, মনোনয়ননন্দিনী, মহাপাতকরাশিঘ্নী, মহাদেবার্দ্ধহারিণী, মহোর্ম্মিমালিনী, মুক্তা মহাদেবী, (৮৩০) মনোন্মনী, মহাপুণ্যোদয়প্রাপ্যা, মায়াতিমিরচন্দ্রিকা, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহৌষধা মালাধরী, মহোপায়া, মহোরগ-বিভূষণা, মহামোহপ্রশমনী. মহা, (উৎসবময়ী), মঙ্গল-মঙ্গলা, মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলচরী, মহালক্ষ্মী, মদোজ্ঝিতা যশস্বিনী, যশোদা, যোগ্যা, যুক্তাত্ম-সেবিতা. যোগসিদ্ধিপ্রদা, যাজ্যা যজ্ঞেশ-পরিপূজিতা যজ্ঞেশী যজ্ঞফলদা যজনীয়া যশস্করী, যমিসেব্যা, যোগযোনি, যোগিনী, যুক্তবুদ্ধিদা, যোগজ্ঞানপ্রদা, যুক্তা, যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগযুক্ যন্ত্রিতাঘৌঘসঞ্চারা, যমলোকনিবারিণী, যাতায়াতপ্রশমনী, যাতনানামকৃন্তনী, যামিনীশহিমাচ্ছোদা, যুগধর্ম্মবিবর্জ্জিতা, রেবতী রতিকৃৎ, রম্যা, রত্নগর্ভা, রমা (লক্ষ্মীরূপা), রতি, রত্নাকরপ্রেমপাত্র, রসজ্ঞা, রসরূপিণী রত্নপ্রাসাদগর্ভা, রমণীয়তরঙ্গিণী রত্নার্চ্চিঃ, রুদ্ররমণী, রাগদ্বেষবিনাশিনী, রমা (নয়নমনোভিরামা), রামা, রম্যরূপা রোগিজীবাতুরূপিণী রুচিকৃৎ রোচনী, রম্যা (লক্ষ্মীহিতকরী), রুচিরা, রোগহারিণী রাজহংসা, রত্নবতী রাজৎকল্লোলরাজিকা, রামণীয়করেখা, রুজারি, রোগশোষিণী, রাকা, রঙ্কার্ত্তিশমনী, রম।

রাগিণী রঞ্জিতশিবা রূপলাবণ্যশেবধিঃ। লোকপ্রসূর্লোকবন্দ্যা লোলৎকল্লোলমালিনী ॥ ১৫০ ॥ লীলাবতী লোকভূমির্লোকলোচনচন্দ্রিকা। লেখস্রবন্তী লটভা লঘুবেগা লঘুত্বহৃৎ ॥ ১৫১ ॥ লাস্যত্তরঙ্গহস্তা চ ললিতা লয়ভঙ্গিগা। লোকবন্ধুর্লোকধাত্রী লোকোত্তরগুণোর্জ্জিতা ॥ ১৫২ ॥ লোকত্রয়হিতা লোকা লক্ষ্মীর্লক্ষণলক্ষিতা। লীলা লক্ষিতনির্ব্বাণা লাবণ্যামৃতবর্ষিণী ॥ ১৫৩ ॥ বৈশ্বানরী বাসবেড্যা বন্ধ্যাত্বপরিহারিণী। বাসুদেবাঙ্ঘ্রিরেণুঘ্নী বজ্রিবজ্রনিবারিণী ॥ ১৫৪ ॥ শুভাবতী শুভফলা শান্তিঃ শান্তনুবল্লভা। শূলিনী শৈশববয়াঃ শীতলামৃতবাহিনী ॥ ১৫৫ ॥ শোভাবতী শীলবতী শোষিতাশেষকিল্বিষা। শরণ্যা শিবদা শিষ্টা শরজন্মপ্রসূঃ শিবা ॥ ১৫৬ ॥ শক্তিঃ শশাঙ্কবিমলা শমনস্বসৃসম্মতা। শমা শমনমার্গঘ্নী শিতিকণ্ঠমহাপ্রিয়া ॥ ১৫৭ ॥ শুচিঃ শুচিকরী শেষা শেষশায়িপদোদ্ভবা। শ্রীনিবাসশ্রুতিঃ শ্রদ্ধা শ্রীমতী শ্রীঃ শুভব্রতা ॥ ১৫৮ ॥ শুদ্ধবিদ্যা শুভাবর্ত্তা শ্রুতানন্দা শ্রুতিস্তুতিঃ। শিবেতরঘ্নী শবরী শাম্বরীরূপধারিণী ॥ ১৫৯ ॥ শ্মশানশোধনী শান্তা শশ্বচ্ছতধৃতিস্তুতা। শালিনী শালিশোভাঢ্যা শিখিবাহনগর্ভভৃৎ ॥ ১৬০ ॥ শাসনীয়চরিত্রা চ শাতিতাশেষপাতকা। ষড়্গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্না ষড়ঙ্গশ্রুতিরূপিণী ॥ ১৬১ ॥ ষণ্ডতাহারিসলিলা ষ্ট্যায়ন্নদনদীশতা। সরিদ্বরা চ সুরসা সুপ্রভা সুরদীর্ঘিকা ॥ স্বঃসিন্ধুঃ সর্ব্বদুঃখঘ্নী সর্ব্বব্যাধিমহৌষধম্। সেব্যা সিদ্ধিঃ সতী সূক্তিঃ স্কন্দসূশ্চ সরস্বতী ॥ ১৬৩ ॥ সম্পত্তরঙ্গিণী স্তুত্যা স্থাণুমৌলিকৃতাস্পদা। স্থৈর্য্যদা সুভগা সৌখ্যা স্ত্রীষু সৌভাগ্যদায়িনী ॥ ১৬৪ ॥ স্বর্গনিঃশ্রেণিকা সূক্ষ্মা স্বধা স্বাহা সুধাজলা। সমুদ্ররূপিণী স্বর্গ্যা সর্ব্বপাতকবৈরিণী ॥ ১৬৫ ॥ স্মৃতাঘহারিণী সীতা সংসারাব্ধিতরণ্ডিকা। সৌভাগ্যসুন্দরী সন্ধ্যা সর্ব্বসারসমন্বিতা ॥ ১৬৬ ॥ হরপ্রিয়া হৃষীকেশী হংসরূপা হিরণ্ময়ী। হৃতাঘসঙ্ঘা হিতকৃদ্ধেলা হেলাঘগর্ব্বহৃৎ। ক্ষেমদা ক্ষালিতাঘৌঘা ক্ষুদ্রবিদ্রাবিণী ক্ষমা ॥ ১৬৭ ॥ ইতি নামসহস্রং হি গঙ্গায়াঃ কলশোদ্ভব। কীর্ত্তয়িত্বা নরঃ সম্যগ্‌গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ১৬৮ ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্। সর্ব্বস্তোত্রজপাচ্ছ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাবনপাবনম্ ॥ ১৬৯ ॥ শ্রদ্ধয়াভীষ্টফলদং চতুর্ব্বর্গসমৃদ্ধিকৃৎ। সকৃজ্জপাদবাপ্নোতি হ্যেকক্রতু-

---

(রমণীয়) রোলম্বরাবিণী রাগিণী, রঞ্জিতশিবা রূপলাবণ্যশেবধি, লোকপ্রসূ, লোকবন্দ্যা, লোলৎকল্লোলমালিনী লীলাবতী, লোকভূমি, লোকলোচনচন্দ্রিকা, লেখস্রবন্তী লটভা, লঘুবেগা, লঘুত্বহৃৎ, লাস্যত্তরঙ্গহস্তা, ললিতা, লয়ভঙ্গিকা লোকবন্ধু, লোকধাত্রী, লোকোত্তরগুণোর্জ্জিতা, লোকাত্রয়হিতা, লোকা, লক্ষ্মী লক্ষণলক্ষিতা লীলা, লক্ষিতনির্ব্বাণা, লাবণ্যামৃতবর্ষিণী, বৈশ্বানরী, (৯০০) বাসবেড্যা, বন্ধ্যাত্বপরিহারিণী, বাসুদেবাঙ্ঘ্রিরেণুঘ্নী, বজ্রিবজ্রনিবারিণী, শুভাবতী, শুভফলা, শান্তি, শান্তনু-বল্লভা, শূলিনী, শৈশববয়াঃ, শীতলামৃতবাহিনী, শোভাবতী, শীলবতী, শোষিতাশেষকিল্বিষা, শরণ্যা, শিবদা, শিষ্টা, শরজন্মপ্রসূ, শিবা, শক্তি, শশাঙ্কবিমলা, শমনস্বসৃসম্মতা, শমা, শমনমার্গঘ্নী, শিতিকণ্ঠমহাপ্রিয়া, শুচি, শুচিকরী, শেষা, শেষশায়িপদোদ্ভবা, শ্রীনিবাসশ্রুতি, শ্রদ্ধা, শ্রীমতী, শ্রী, শুভব্রতা, শুদ্ধবিদ্যা, শুভাবর্ত্তা, শ্রুতানন্দা, শ্রুতিস্তুতি, শিবেতরঘ্নী, শবরী, শাম্বরীরূপধারিণী, শ্মশানশোধনী, শান্তা, শশ্বচ্ছতধৃতিস্তুতা, শালিনী, শালি-শোভাঢ্যা, শিখিবাহনগর্ভভৃৎ, শংসনীয়চরিত্রা, শাতিতাশেষপাতকা, ষড়্গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্না, ষড়ঙ্গশ্রুতিরূপিণী, ষণ্ডতা-হারি-সলিলা, ষ্ট্যায়ন্নদনদীশতা, সরিদ্বরা, সুরসা, সুপ্রভা, সুরদীর্ঘিকা, স্বঃসিন্ধু, সর্ব্বদুঃখঘ্নী, সর্ব্বব্যাধিমহৌষধ, সেব্যা, সিদ্ধি, সতী, সূক্তি, স্কন্দসূ, সরস্বতী, সম্পত্তরঙ্গিণী, স্তুত্যা, স্থাণুমৌলিকৃতাস্পদা, স্থৈর্য্যদা, সুভগা, সৌখ্যা, স্ত্রীষু সৌভাগ্যদায়িনী (যিনি স্ত্রীগণের প্রতি সৌভাগ্যদানশীলা), স্বর্গনিঃশ্রেণিকা, সূক্ষ্মা, স্বধা, স্বাহা, সুধাজলা, সমুদ্ররূপিণী, স্বর্গ্যা, সর্ব্বপাতকবৈরিণী, স্মৃতাঘহারিণী, সীতা, সংসারাব্ধিতরণ্ডিকা, সৌভাগ্যসুন্দরী, সন্ধ্যা, সর্ব্বসারসমন্বিতা, হরপ্রিয়া, হৃষীকেশী, হংসরূপা, হিরণ্ময়ী, হৃতাঘসঙ্ঘা, হিতকৃৎ, হেলা, হেলাঘগর্ব্বহৃৎ, ক্ষেমদা, ক্ষালিতাঘৌঘা, ক্ষুদ্রবিদ্রাবণী এবং ক্ষমা" (১০০০)—হে কুম্ভযোনে! গঙ্গার এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে, মানব, গঙ্গাস্নানের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়। ১২—১৬৮। এই সহস্র নাম সর্ব্বপাপবিনাশক, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশক, সর্ব্বস্তোত্র-জপ অপেক্ষা এই স্তোত্রজপ শ্রেষ্ঠ এবং ইহা সর্ব্ববিধ পাবন বস্তুর পবিত্রতাসম্পাদক। হে মুনে! ইহা শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিলে, ইষ্টসিদ্ধি

ফলং মুনে ॥ ১৭০ ॥ সর্ব্বতীর্থেষু যঃ স্নাতঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। তস্য যৎফলমুদ্দিষ্টং ত্রিকালপঠনাচ্চ তৎ ॥ ১৭১ ॥ সর্ব্বব্রতেষু যৎপুণ্যং সম্যক্‌চীর্ণেষু বাড়ব। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি ত্রিসন্ধ্যং নিয়তঃ পঠন্ ॥ ১৭২ ॥ স্নানকালে পঠেদ্‌যস্তু যত্র কুত্র জলাশয়ে। তত্র সন্নিহিতা নূনং গঙ্গা ত্রিপথগা মুনে ॥ ১৭৩ ॥ শ্রেয়োঽর্থী লভতে শ্রেয়ো ধনার্থী লভতে ধনম্। কামী কামানবাপ্নোতি মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৪ ॥ বর্ষং ত্রিকালপঠনাৎ শ্রদ্ধয়া শুচিমানসঃ। ঋতুকালাভিগমনাদপুত্রঃ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ১৭৫ ॥ নাকালমরণং তস্য নাগ্নিচৌরাহিসাধ্বসম্। নাম্নাং সহস্রং গঙ্গায়া যো জপেচ্ছ্রদ্ধয়া মুনে ॥ ১৭৬ ॥ গঙ্গানামসহস্রন্তু জপ্ত্বা গ্রামান্তরং ব্রজেৎ। কার্য্যসিদ্ধিমবাপ্নোতি নির্ব্বিঘ্নো গেহমাবিশেৎ ॥ ১৭৭ ॥ তিথিবারর্ক্ষযোগানাং ন দোষঃ প্রভবেত্তদা। যদা জপ্ত্বা ব্রজেদেতৎ স্তোত্রং গ্রামান্তরং নরঃ ॥ ১৭৮ ॥ আয়ুরারোগ্যজননং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্। সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুংসাং গঙ্গানামসহস্রকম্ ॥ ১৭৯ ॥ জন্মান্তরসহস্রেষু যৎপাপং সম্যগর্জ্জিতম্। গঙ্গানামসহস্রস্য জপনাত্তৎক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৮০ ॥ ব্রহ্মঘ্নো মদ্যপঃ স্বর্ণস্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। তৎসংযোগী ভ্রূণহন্তা মাতৃহা পিতৃহা মুনে ॥ ১৮১ ॥ বিশ্বাসঘাতী গরদঃ কৃতঘ্নো মিত্রঘাতকঃ। অগ্নিদো গোবধকরো গুরুদ্রব্যাপহারকঃ ॥ ১৮২ ॥ মহাপাতকযুক্তোঽপি সংযুক্তোঽপ্যুপপাতকৈঃ। মুচ্যতে শ্রদ্ধয়া জপ্ত্বা গঙ্গানামসহস্রকম্ ॥ ১৮৩ ॥ আধিব্যাধিপরিক্ষিপ্তো ঘোরতাপপরিপ্লুতঃ। মুচ্যতে সর্ব্বদুঃখেভ্যঃ স্তবস্যাস্যানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৮৪ ॥ সংবৎসরেণ যুক্তাত্মা পঠন্ ভক্তিপরায়ণঃ। অভীপ্সিতাং লভেৎ সিদ্ধিং সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৮৫ ॥ সংশয়াবিষ্টচিত্তস্য ধর্ম্মবিদ্বেষিণোঽপি চ। দাম্ভিকস্যাপি হিংস্রস্য চেতো ধর্ম্মপরং ভবেৎ ॥ ১৮৬ ॥ বর্ণাশ্রমপথীনস্তু কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। যৎ ফলং লভতে জ্ঞানী তদাপ্নোত্যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥ ১৩৭ ॥ গায়ত্র্যযুতজপ্যেন যৎ ফলং সমুপার্জ্জিতম্। সকৃৎ পঠনতঃ সম্যক্ তদশেষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮৮ ॥

হয়, চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তি হয়। একবার এই স্তোত্র জপ করিলে, এক যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থে স্নাত, সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, তাহার যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, ত্রিসন্ধ্য, এই স্তোত্রপাঠে সেই ফল হয়। হে ব্রহ্মন্! নিখিল ব্রত সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিলে যে পুণ্য হয়, সংযতভাবে ত্রিসন্ধ্য এই স্তোত্র পাঠ করিলে, সেই ফলপ্রাপ্তি হয়। হে মুনে! যে কোন জলাশয়ে স্নান করিবার সময়ে যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করে, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নিশ্চয় তথায় সন্নিহিতা হন। একবৎসর শ্রদ্ধাসহকারে শুদ্ধচিত্তে ত্রিকাল এই স্তব পাঠ করিলে মঙ্গলার্থী ব্যক্তি, মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন প্রাপ্ত হয়, কামনাসম্পন্ন পুরুষ কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয় এবং মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়, আর অপুত্র ব্যক্তি, পুত্রকামনায় ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হইলে, পুত্র লাভ করিবে। হে মুনে! যে ব্যক্তি গঙ্গার সহস্রনাম জপ করে, তাহার অকালমৃত্যু হয় না, অগ্নি, চৌর এবং সর্পভীতি থাকে না। গঙ্গার সহস্র নাম জপ করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিলে, তথায় তাহার কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন ঘটে। মানব যখনই এই স্তোত্র পাঠ করিয়া গ্রামান্তরে যায়, তখন তিথি, বার, নক্ষত্র এবং যোগের দুষ্টতা ক্ষমতাহীন হইয়া থাকে। এই গঙ্গার সহস্র নাম পুরুষের আয়ুষ্কর, আরোগ্যকর, সর্ব্বোপদ্রব-বিনাশক এবং সর্ব্বসিদ্ধিকর। সহস্রজন্মান্তরে যে পাপ সম্পূর্ণরূপে উপার্জ্জিত, গঙ্গার সহস্রনামজপে তৎসমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! ব্রহ্মঘাতী মদ্যপ, স্বর্ণচৌর, গুরুপত্নীগামী, এই চতুর্ব্বিধ পাপীর সংসর্গী, ভ্রূণঘাতী, মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, বিশ্বাসঘাতী, বিষপ্রযোক্তা, কৃতঘ্ন, মিত্রঘাতী, অগ্নিদায়ী, গো-হত্যাকারী, গুরুদ্রব্যাপহারী ইত্যাদি ব্যক্তি মহাপাতকযুক্তই হউক, আর উপপাতক-যুক্তই হউক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গঙ্গার এই সহস্র নাম জপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। ১৬৯—১৮৩। আধিব্যাধি-প্রপীড়িত, ঘোরতাপগ্রস্ত ব্যক্তিও এই স্তবকীর্ত্তনফলে, সমগ্র দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে। একাগ্রচেতাঃ এবং ভক্তি-পরায়ণ হইয়া সংবৎসর এই স্তব পাঠ করিলে অভিলষিত সিদ্ধিপ্রাপ্তি এবং সর্ব্বপাপমুক্তি হয়। আর সংশয়াবিষ্টচিত্ত, ধর্ম্মদ্বেষী, হিংস্র, দাম্ভিক ব্যক্তির চিত্তও ধর্ম্মপরায়ণ হয়। কামক্রোধবিবর্জ্জিত জ্ঞানীর যে ফল হয়, বর্ণাশ্রমাচারনিরত ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। অযুত গায়ত্রীজপে যে ফল হয়, একবার সম্যক্‌রূপে এই

গাং দত্বা বেদবিদুষে যৎ ফলং লভতে কৃতী। তৎ পুণ্যং সম্যগাখ্যাতং স্তবরাজসকৃজ্জপাৎ ॥ ১৮৯ ॥ গুরুশুশ্রূষণং কুর্ব্বন্ যাবজ্জীবং নরোত্তমঃ। যৎ পুণ্যমর্জ্জয়েত্তদ্ভাগ্বর্ষং ত্রিষবণং জপন্ ॥ ১৯০ ॥ বেদপারায়ণাৎ পুণ্যং যদত্র পরিপঠ্যতে। তৎ ষণ্মাসেন লভতে ত্রিসন্ধ্যং পরিকীর্ত্তনাৎ ॥১৯১॥ গঙ্গায়াঃ স্তবরাজস্য প্রত্যহং পরিশীলনাৎ। শিবভক্তিমবাপ্নোতি বিষ্ণুভক্তোঽথবা ভবেৎ ॥ ১৯২ ॥ যঃ কীর্ত্তয়েদনুদিনং গঙ্গানামসহস্রকম্। তৎসমীপে সহচরী গঙ্গাদেবী সদা ভবেৎ ॥ ১৯৩ ॥ সর্ব্বত্র পূজ্যো ভবতি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। সর্ব্বত্র সুখমাপ্নোতি জাহ্নবীস্তোত্রপাঠতঃ ॥ ১৯৪ ॥ সদাচারী স বিজ্ঞেয়ঃ স শুচিস্তু সদৈব হি। কৃতসর্ব্বসুরার্চ্চঃ স কীর্ত্তয়েদ্ য ইমাং স্তুতিম্ ॥ ১৯৫ ॥ তস্মিংস্তৃপ্তে ভবেত্তৃপ্তা জাহ্নবী নাত্র সংশয়ঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গঙ্গাভক্তং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৯৬ ॥ স্তবরাজমিমং গাঙ্গং শৃণুয়াদ্‌যশ্চ বৈ পঠেৎ। শ্রাবয়েদথ তদ্ভক্তান্ দম্ভলোভবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৯৭ ॥ মুচ্যতে ত্রিবিধৈঃ পাপৈর্ম্মনোবাক্কায়সম্ভবৈঃ। ক্ষণান্নিষ্পাপতামেতি পিতৃণাঞ্চ প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১৯৮ ॥ সর্ব্বদেবপ্রিয়শ্চাপি সর্ব্বর্ষিগণসম্মতঃ। অন্তে বিমানমারুহ্য দিব্যস্ত্রীশতসংবৃতঃ ॥ ১৯৯ ॥ দিব্যাভরণসম্পন্নো দিব্যভোগসমন্বিতঃ। নন্দনাদিবনে স্বৈরং দেববৎ স প্রমোদতে ॥ ২০০ ॥ ভুজ্যমানেষু বিপ্রেষু শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ। জপন্নিদং মহাস্তোত্রং পিতৃণাং তৃপ্তিকারকম্ ॥ ২০১ ॥ যাবন্তি তত্র সিক্থানি যাবন্ত্যম্বুকণাঃ স্থিতাঃ। তাবন্ত্যেব হি বর্ষাণি মোদন্তে স্বঃ পিতামহাঃ ॥ ২০২ ॥ যথা প্রীণন্তি পিতরো গঙ্গায়াং পিণ্ডদানতঃ। তথৈব তৃপ্নুয়ুঃ শ্রাদ্ধে স্তবস্যাস্যানুসংশ্রবাৎ ॥ ২০৩ ॥ এতৎ স্তোত্রং গৃহে যস্য লিখিতং পরিপূজ্যতে। তত্র পাপভয়ং নাস্তি শুচি তদ্ভবনং সদা ॥ ২০৪ ॥ অগস্তে কিং বহূক্তেন শৃণু মে নিশ্চিতং বচঃ। সংশয়ো নাত্র কর্ত্তব্যঃ সন্দিগ্ধেহপি ফলং নহি ॥ ২০৫ ॥ যাবন্তি মর্ত্ত্যে স্তোত্রাণি মন্ত্রজালান্যনেকশঃ। তাবন্তি স্তবরাজস্য গাঙ্গেয়স্য সমানি ন ॥ ২০৬ ॥ যাবজ্জন্ম জপেদ্‌যস্তু নাম্নামেতৎ সহস্রকম্। স কীকটেষ্বপি মৃতো ন

স্তব পাঠ করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদজ্ঞ ব্যক্তিকে গোদান করিলে, কৃতীর যে ফল হয়, এই স্তবরাজের একবার পাঠে সম্পূর্ণ সেই পুণ্য হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ, যাবজ্জীবন গুরুশুশ্রূষা করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করেন, এক বৎসর ত্রিকালে এই স্তব পাঠ করিলে সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। বেদপারায়ণে যে পুণ্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, ছয়মাস ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব কীর্ত্তনে সেই ফলপ্রাপ্তি হয়। প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব অনুশীলন করিলে, শিবভক্তি অথবা বিষ্ণুভক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গঙ্গার সহস্র নাম পাঠ করিবে, গঙ্গাদেবী সতত তাহার সমীপে সহচরী হইয়া থাকিবেন। এই জাহ্নবীস্তব পাঠ করিলে সর্ব্বত্র পূজ্য, সর্ব্বত্র বিজয়ী এবং সর্ব্বত্র সুখভোগী হয়। যে ব্যক্তি এই স্তব কীর্ত্তন করে, তাহাকে সদাচারী সর্ব্বদা পবিত্র এবং সর্ব্বদেবতার পূজক বলিয়া জানিবে। সেই ব্যক্তির তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে গঙ্গা তৃপ্তিলাভ করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গঙ্গাভক্তের অর্চ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তবরাজ শ্রবণ করে কি পাঠ করে, অথবা লোভদম্ভবিবর্জ্জিত হইয়া গঙ্গাভক্তদিগকে শ্রবণ করায়, সে মানসিক বাচিক এবং কায়িক এই ত্রিবিধ পাপ হইতে ক্ষণমধ্যে মুক্তিলাভ করিয়া নিষ্পাপ হয়,—পিতৃলোকের প্রিয় হয়, সর্ব্বদেবতার প্রীতিভাজন হয় এবং ঋষিগণের প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে। আর সেই ব্যক্তি দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্য স্ত্রীশতপরিবৃত দিব্যাভরণসম্পন্ন এবং দিব্যভোগান্বিত হইয়া নন্দন প্রভৃতি বনে স্বচ্ছন্দে প্রকৃত দেবতার ন্যায় আমোদ করে। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়, পিতৃতৃপ্তিকর এই মহাস্তোত্র জপ করিলে, পাত্রে যত অন্নকণা যত জলকণা থাকে, তত বৎসর পিতৃগণ, স্বর্গে আমোদ করেন। পিতৃগণ, গঙ্গায় পিণ্ডদানে যেমন প্রীত হন, শ্রাদ্ধে এই স্তব শ্রবণ করিলে, তদ্রূপ তৃপ্তই লাভ করেন। এই স্তোত্র যাহার গৃহে লিখিত হইয়া পরিপূজিত হয়, তাহার গৃহে পাপভীতি থাকে না এবং সে গৃহ সর্ব্বদা পবিত্র থাকে। অগস্ত্য! অধিক কি বলিব, আমার এই নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ কর, এ বিষয়ে সংশয় কর্ত্তব্য নহে; কেননা, সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির ফল হয় না। পৃথিবীতে যত সব নানাপ্রকার স্তব এবং মন্ত্রসমূহ আছে, তৎসমস্তই গঙ্গাস্তব-রাজের সমান নহে। যে ব্যক্তি, এই সহস্র নাম যাবজ্জীবন পাঠ করিবে, সে মগধ-

পুনর্গর্ভবাবিশেৎ॥ ২০৭॥ নিত্যং নিয়মবানেতদ্‌যো জপেৎ স্তোত্রমুত্তমম্। অন্যত্রাপি বিপন্নঃ স গঙ্গাতীরে মৃতো ভবেৎ॥ ২০৮॥ এতৎ স্তোত্রবরং রম্যং পুরা প্রোক্তং পিনাকিনা। বিষ্ণবে নিজভক্তায় মুক্তিবীজাক্ষরাস্পদম্॥ ২০৯॥ গঙ্গাস্নানপ্রতিনিধিঃ স্তোত্রমেতন্ময়েরিতম্। সিস্নাসুর্জাহ্নবীং তস্মাদেতৎ স্তোত্রং জপেৎ সুধীঃ॥ ২১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গাসহস্রনামকথনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। শৃণ্বগস্ত্য মহাভাগ স চ রাজা ভগীরথঃ। আরাধ্য শ্রীমহাদেবমুদ্দিধীর্ষুঃ পিতামহান্॥ ১॥ ব্রহ্মশাপবিনির্দগ্ধান সর্ব্বান্ রাজর্ষিসত্তমঃ। মহতা তপসা ভূমিমানিনায় ত্রিবর্ত্মগাম্॥ ২॥ ত্রয়াণামপি লোকানাং হিতায় মহতে নৃপঃ। সমানৈষীত্ততো গঙ্গাং যত্রাসীন্মণিকর্ণিকা॥ ৩॥ আনন্দকাননং শম্ভোশ্চক্রপুষ্করিণী হরেঃ। পরব্রহ্মৈকন্দক্ষেত্রং লীলামোক্ষসমর্পকম্॥ ৪॥ প্রাপয়ামাস তাং গঙ্গাং দৈলীপিঃ পুরতশ্চরন্। নির্ব্বাণকাশনাদ্‌যত্র কাশীতি প্রথিতা পুরী॥ ৫॥ অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং ন মুক্তং শম্ভুনা ক্বচিৎ। প্রাগেব হি মুনেঽনর্ঘ্যং জাত্যং জাম্বুনদং স্বয়ম্॥ ৬॥ পুনর্ব্বারিতরেণাপি হীরেণ যদি সঙ্গতম্। চক্রপুষ্করিণীতীর্থং প্রাগেব শ্রেয়সাং পদম্॥ ৭॥ ততঃ শ্রেষ্ঠতরং শম্ভোর্মণিশ্রবণভূষণাৎ। আনন্দকাননে তস্মিন্নবিমুক্তে শিবালয়ে॥ ৮॥ প্রাগেব মুক্তিঃ সংসিদ্ধা গঙ্গাসঙ্গাত্ততোঽধিকা। যদা প্রভৃতি সা গঙ্গা মণিকর্ণ্যাং সমাগতা॥ ৯॥ তদা প্রভৃতি তৎ ক্ষেত্রং দুষ্প্রাপং ত্রিদশৈরপি। কৃত্বা কর্ম্মাণ্যনেকানি কল্যাণানীতরাণি বা॥ ১০॥ তানি ক্ষণাৎ সমুৎক্ষিপ্য কাশীসংস্থোঽমৃতো ভবেৎ। তস্যাং বেদান্তবেদ্যস্য নিদিধ্যাসনতো বিনা॥ ১১॥ বিনা সাঙ্খ্যেন যোগেন কাশ্যাং সংস্থোঽমৃতো ভবেৎ। কর্ম্মনির্ম্মূলনবতা বিনা জ্ঞানেন কুম্ভজ। শশিমৌলিপ্রসাদেন কাশীসংস্থোঽমৃতো ভবেৎ॥ ১২॥ যত্নতোঽযত্নতো বাপি কালাত্ত্যক্তা কলেবরম্॥ ১৩॥ তারকস্যোপদেশেন কাশীসংস্থো-

---

দেশে মৃত হইলেও আর গর্ভে বাস করেন। যে ব্যক্তি নিয়মযুক্ত হইয়া, নিত্য এই স্তোত্র পাঠ করে, অন্যত্র তাহার মৃত্যু হইলেও, গঙ্গাতীরে মৃত্যুর সমান হইবে। পূর্ব্বকালে শিব নিজভক্ত বিষ্ণুর নিকট এই রমণীয় স্তোত্ররাজ কীর্ত্তন করেন; এই স্তবের এক একটী অক্ষরই মুক্তির হেতু। গঙ্গাস্নানের প্রতিনিধি এই স্তোত্র আমি কীর্ত্তন করিলাম, অতএব গঙ্গাস্নানে অভিলাষী সুধী ব্যক্তি এই স্তোত্র জপ করিবে। ১৮৪—২১০।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাভাগ অগস্ত্য! শ্রবণ কর; রাজর্ষি-সত্তম রাজা ভগীরথ, ব্রাহ্মণ-শাপানলে দগ্ধ স্বীয় পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারবাসনায় মহাদেবের আরাধনা করিয়া কঠোর তপঃপ্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গা আনয়ন করেন। পরে তিনি ত্রিভুবনের পরম হিতের জন্য যথায় মণিকর্ণিকা অবস্থিত, তথায় তাঁহাকে আনয়ন করেন। দিলীপনন্দন ভগীরথ অগ্রসর হইয়া অবলীলাক্রমে মুক্তিপ্রদ বিষ্ণুর চক্রপুষ্করিণী, পরমব্রহ্মস্বরূপ ক্ষেত্রপ্রধান দেবদেবের সেই আনন্দকাননে সেই গঙ্গাদেবীকে লইয়া যান, যথায় নির্ব্বাণ-পদপ্রকাশন হেতু কাশী নামে নগরী প্রথিত ছিল। হে মুনে! সতত শিবের সান্নিধ্য বশতঃ সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতে অমূল্য ছিল, এক্ষণে ভাগীরথীসম্পর্কে মণি-কাঞ্চন যোগের ন্যায় সমধিক মূল্যবান্ হইল। চক্রপুষ্করিণী তীর্থ পূর্ব্বাবধি মুক্তিক্ষেত্র ছিল বটে, কিন্তু মহাদেবের মণিময় কর্ণভূষণযোগে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ হইল। শিবাশ্রিত আনন্দকানন সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তি পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ থাকিলেও গঙ্গাসম্পর্কে স্থিরসিদ্ধ হইল। মণিকর্ণিকায় গঙ্গার সমাগম অবধি সেই সিদ্ধক্ষেত্র দেবদুর্লভ হইল। জীব, বিবিধ পাপ পুণ্য কর্ম্ম করিয়া কাশীতে দেহত্যাগ করিলে ক্ষণকালমধ্যে কর্ম্মবন্ধন উচ্ছেদ করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মের নিদিধ্যাসন, সাঙ্খ্যযোগ অথবা কর্ম্মপাশোচ্ছেদী তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন নাই; কাশীতে মরিলেই নরগণ, ভগবান্ শশিশেখরের প্রসাদে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।১—১২। হে কুম্ভযোনে! যত্নে হউক, অযত্নে হউক, কাশীতে কলেবর ত্যাগ করিতে পারিলে

হয়তো ভবেৎ। অনেকজন্মসংসিদ্ধৈর্বদ্ধোহপি প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥১৪॥ অসিসম্ভেদযোগেন কাশীসংস্থোহমৃতো ভবেৎ। দেহত্যাগোহত্র বৈ দানং দেহত্যাগোহত্র বৈ তপঃ ॥ ১৫ ॥ দেহত্যাগোহত্র বৈ যোগঃ কাশ্যাং নির্ব্বাণসৌখ্যকৃৎ। প্রাপ্যোত্তরবহাং কাশ্যামতিদুষ্কৃতবানপি ॥ ১৬ ॥ যায়াৎ স্বং হেলয়া ত্যক্ত্বা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। যমেন্দ্রাগ্নিমুখা দেবা দৃষ্ট্বা মুক্তিপথোন্মুখান্ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বান্ সর্ব্বে সমালোক্য রক্ষাং চক্রুঃ পুরা পুরঃ। অসিং মহাসিরূপাঞ্চ প্রাপ্যাসন্মতিখণ্ডনীম্ ॥ ১৮ ॥ দুষ্টপ্রবেশং ধুন্বানাং ধুনীং দেবা বিনির্ম্মমুঃ। বরণাঞ্চ ব্যধুস্তত্র ক্ষেত্রবিঘ্ননিবারিণীম্ ॥ ১৯ ॥ দুর্ব্বৃত্তসুপ্রবৃত্তেশ্চ নিবৃত্তিকরণীং সুরাঃ। দক্ষিণোত্তরদিগ্‌ভাগে কৃত্বাসিং বরণাং সুরাঃ ॥ ২০ ॥ ক্ষেত্রস্য মোক্ষনিক্ষেপ-রক্ষাং নির্বৃতিমাপ্নুয়ুঃ। ক্ষেত্রস্য পশ্চাদ্দিগ্‌ভাগে তং দেহলিবিনায়কম্ ॥ ৩১ ॥ স্বয়ং ব্যাপারয়ামাস রক্ষার্থং শশিশেখরঃ। অনুজ্ঞাং প্রবেশানাং বিশ্বেশেন কৃপাবতা ॥ ২২ ॥ তে প্রবেশং প্রযচ্ছন্তি নান্যেষাং হি কদাচন। ইত্যর্থে কথয়িষ্যেহমিতিহাসং পুরাতনম্। আশ্চর্য্যকারি পরমং কাশীভক্তিপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ২৩ ॥ স্কন্দ উবাচ। দক্ষিণাব্ধিতটে কশ্চিৎ সেতুবন্ধসমীপতঃ। বণিগ্‌ধনঞ্জয়ো নাম মাতৃভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ২৪ ॥ পুণ্যমার্গার্জ্জিতধনো ধনতোষিতমার্গণঃ। মার্গণস্ফারিতযশা যশোদাতনয়ার্চ্চকঃ ॥ ২৫ ॥ সমুন্নতোহপি সম্পত্ত্যা বিনয়ানতকন্ধর। আকরোহপি গুণানাং হি গুণিষ্বাকারগোপকঃ ॥ ২৬ ॥ রূপসম্পদ্‌দারোহপি পরদারপরাঙ্মুখঃ। স সম্পূর্ণকলোহপ্যাসীন্নিষ্কলঙ্কোদয়ঃ সদা ॥ ২৭ ॥ স সত্যানৃতবৃত্তিশ্চ প্রায়ঃ সত্যপ্রিয়ো মুনে। বর্ণেতরোহপ্যভূল্লোকে সুবর্ণকৃতবর্ণনঃ ॥ ২৮ ॥ সদাচরণগোহপ্যেষ সুখযানচরঃ কৃতী। অদরিদ্রোহপি মেধাবী সোহভূৎ পাপদরিদ্রধীঃ ॥ ২৯ ॥ তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য কদাচিৎ কালপর্য্যয়াৎ। জননী নিধনং প্রাপ্তা ব্যাধিতাতিজরাতুরা ॥ ৩০ ॥ তয়া চ যৌবনং প্রাপ্য মেঘচ্ছায়াতিচঞ্চলম্। প্রাবৃণ্নদীপূরসমং স্বপতিঃ

তারকব্রহ্ম নামের উপদেশ দিয়া ভগবান্ তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। বহুজন্মসিদ্ধির মূলীভূত প্রাকৃত গুণপাশে বদ্ধ জীব ভেদজ্ঞানসত্ত্বেও কাশীতে জীবন ত্যাগ করিলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগই তপস্যা, দান ও নির্ব্বাণমুক্তিদায়ী পরম যোগস্বরূপ কীর্ত্তিত হয়। অতিপাতকীও কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়া হেলায় দেহত্যাগ করত বিষ্ণুর পরম পদ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র ও বহ্নি প্রভৃতি অমরগণ, যাবতীয় ব্যক্তিকেই মুক্তিমার্গোন্মুখ দেখিয়া এইরূপে পুরীর রক্ষাবিধান করিলেন। তাঁহারা পাপীদিগের দুর্ম্মতিদলনী দুষ্টপ্রবেশনিবারণী মহাসিরূপিণী অসিনদী এবং ক্ষেত্রবিঘ্ননাশিনী দুর্ব্বৃত্তগণের কুপ্রবৃত্তিরোধিনী বরণানদীকে নির্ম্মাণ করিয়া কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে স্থাপন করিলেন। দেবগণ এই উপায়ে ক্ষেত্রের মুক্তিদান রক্ষা করিয়া নির্বৃতি লাভ করিলেন। ভগবান্ চন্দ্রমৌলি স্বয়ং কাশীক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে দেহলিগণপতিকে আদেশ করিলেন। স্বয়ং বিশ্বনাথ কৃপাপূর্ব্বক যাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি দান করেন, ইঁহারাও (অসি, বরণানদী এবং দেহলি-গণপতি) তাহাদিগকে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে কাশীর প্রতি ভক্তিবর্দ্ধক, অতি বিস্ময়াবহ একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে; কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! পুরাকালে লবণসমুদ্রের তটে সেতুবন্ধ-সন্নিহিত প্রদেশে মাতৃভক্ত, কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ধনঞ্জয় নামে একজন বণিক্ বাস করিত। সে সৎপথে থাকিয়া বিত্ত উপার্জ্জন করত অর্থিগণের অভীষ্টদানে সন্তোষসাধন করিত। যাচকগণ নিজ অভীষ্টলাভে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় যশোরাশি প্রচার করিয়া বেড়াইত। ধনঞ্জয়, অসীম সম্পত্তিসমুন্নত হইলেও বিনয়াবনত [illegible]। সে অশেষ গুণগ্রামের আকর হইলেও গুণিগণের নিকট আত্মগোপন করিত। অতি রূপবান্ ও ধনবান্ হইয়াও পরদারবিমুখ ছিল। সমগ্র কলায় শোভমান হইলেও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র কলঙ্করেখা ছিল না। সে সত্যানৃতবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সর্ব্বদা সত্যপ্রিয় ছিল। স্বয়ং হীনবর্ণ হইলেও সংসারে উৎকৃষ্টবর্ণ তাহার বর্ণনা করিত। সদাচরণগামী হইলেও কৃতী ধনঞ্জয় সুখযানে বিচরণ করিত। মেধাবী সেই ধনঞ্জয় স্বয়ং অদরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি পাপদরিদ্র ছিল। হে মুনে! একদা এইরূপ গুণসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের বর্ষীয়সী মাতা পীড়িত হইয়া কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার মাতা, শারদীয় মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অতি চঞ্চল ও বর্ষাকালীন নদীর

পরিবঞ্চিতঃ ॥ ৩১ ॥ দিনত্রিচতুরস্থায়ি যা নারী প্রাপ্য যৌবনম্। ভর্ত্তারং বঞ্চয়েন্মোহাৎ সাক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩২ ॥ শীলভঙ্গেন নারীণাং ভর্ত্তা ধর্ম্মপরোঽপি হি। পতেদ্দুঃখার্জ্জিতাৎ স্বর্গাচ্ছীলং রক্ষ্যাতঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ঠাগর্ত্তে চ নিরয়ে স্বয়ং পততি দুর্ম্মতিঃ। আভূতসংপ্লবং যাবৎ ততঃ স্যাদ্‌গ্রামশূকরী ॥ ৩৪ ॥ স্ববিষ্ঠাপায়িনী চাথ বল্গুলী বৃক্ষলম্বিনী। উলূকী বা দিবান্ধা স্যাদ্ বৃক্ষকোটরবাসিনী ॥ ৩৫ ॥ রক্ষণীয়ং মহাযত্নাদিদং সুকৃতভাজনম্। বপুঃ পরস্য দুঃস্পর্শাৎ সুখা-ভাসাত্মকাৎ স্ত্রিয়া ॥ ৩৬ ॥ অনেনৈব শরীরেণ ভর্তৃসান্নিহিতেন হি। কিং সতী ন চ তস্তম্ভ ভানু-মুদ্যন্তমাত্ময়া ॥ ৩৭ ॥ অত্রিপত্ন্যনুসূয়া কিং ভর্তৃ-ভক্তিপ্রভাবতঃ। দধার ন ত্রয়ীং গর্ভে পতিব্রত-পরায়ণা ॥ ৩৮ ॥ ইহ কীর্ত্তিশ্চ বিচলা স্বর্গে বাসস্তথাক্ষয়ঃ। পাতিব্রত্যাৎ স্ত্রিয়া লভ্যং সখিত্বঞ্চ শ্রিয়া সহ ॥ ৩৯ ॥ সা দুর্বৃত্তা পরিত্যজ্য পতিধর্ম্মং সনাতনম্। স্বচ্ছন্দ-চারিণী ভূত্বা মৃতা নিরয়মুদ্‌যযৌ ॥ ৪০ ॥

ধনঞ্জয়োঽপি চ মুনে কেনচিচ্ছিবযোগিনা। সার্দ্ধং তপোদয়াদিত্থং সোঽভবদ্ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৪১ ॥ ধনঞ্জয়োঽপি ধর্ম্মাত্মা মাতৃভক্তিপরায়ণঃ। আদায়াস্থীন্যথো মাতুর্গঙ্গামার্গস্থিতোঽভবৎ ॥ ৪২ ॥ পঞ্চ-গব্যেন সংস্নাপ্য ততঃ পঞ্চামৃতেন বৈ। যক্ষকর্দ্দম-লেপেন লিপ্ত্বা পুষ্পৈঃ প্রপূজ্য চ ॥ ৪৩ ॥ আবেষ্ট্য নেত্রবস্ত্রেণ ততঃ পট্টাম্বরেণ বৈ। ততঃ সুরসবস্ত্রেণ ততো মাঞ্জিষ্ঠবাসসা ॥ ৪৪ ॥ নেপালকম্বলেনাথ মৃদা চাথ বিশুদ্ধয়া। তাম্রসম্পুটকে কৃত্বা মাতুরঙ্গাণ্যহো বণিক্ ॥ ৪৫ ॥ অস্পৃষ্টহীনজাতিঃ স শুচিস্মান্ স্থণ্ডিলেশয়ঃ। আনয়ন্ জ্বরিতোঽপ্যাসীন্মধ্যেমার্গং ধনঞ্জয়ঃ। ভারবাহঃ কৃতস্তেন কশ্চিদ্দত্তোচিতাং ভৃতিম্ ॥ ৪৬ ॥ কিং বহুক্তেন ঘটজ কাশী প্রাপ্তাথ তেন বৈ ॥ ৪৭ ॥ ধৃত্বা সম্ভৃতিরক্ষার্থং ভারবাহং ধনঞ্জয়ঃ। জগামাপণমানেতুং কিঞ্চিদ্বস্ত্বশনাদিকম্ ॥

মত পরিপূর্ণ যৌবন কাল প্রাপ্ত হইয়া নিজ পতিকে ভোগ-সুখে বঞ্চনা করিয়াছিল। যে নারী অচির-স্থায়ী যৌবনমদে মত্ত হইয়া পতিবঞ্চনা করে, সে অক্ষয় নরকভোগ করিয়া থাকে। রমণীর চরিত্র রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহার চরিত্রদোষ ঘটিলে স্বয়ং বিষ্ঠাগর্ত্ত নরকে পতিত হইয়া থাকে, পরে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত গ্রাম্যশূকরী, বা বৃক্ষে অধো-মুখে লম্বমান স্ববিষ্ঠাভোজী বল্গুনী (বাদুড়), অথবা বৃক্ষকোটরবাসিনী, দিবান্ধ পেচকী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহার ধর্ম্মপরায়ণভর্ত্তারও সৎ-কর্ম্মবলে অর্জ্জিত স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব আপাতসুখকর পরপুরুষস্পর্শ হইতে পুণ্যৈ-কভাজন নিজ দেহকে সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত। পতিব্রতা নারী কি নিজদেহ পতির সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া উদয়োদ্যত দিবাকরের উদয়রোধে সমর্থ নহে? অত্রিপত্নী সাধ্বীপ্রধানা অনসূয়া স্বামিভক্তি-বলে সাক্ষাৎ বেদত্রয়স্বরূপ সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তা-ত্রেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। নারীগণ সতীত্ববলে ইহলোকে অক্ষয়কীর্ত্তি, পরলোকে স্বর্গবাস ও লক্ষ্মীদেবীর সখীত্ব লাভ করিতে পারে। সেই দুশ্চারিণী ধনঞ্জয়প্রসূতি চিরন্তন সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বৈরচারিণী হওয়ায় দেহান্তে নরক-গামিনী হইল। হে মুনে! ধনঞ্জয় এতাদৃশ দুশ্চরি-ত্রার তনয় হইয়াও স্বীয় সৌভাগ্যপ্রভাবে কোন শিবভক্ত যোগীর সঙ্গলাভে তপোবলে তত্তুল্য ধার্ম্মিক হইয়াছিল। জননীর দেহাবসান হইলে ধর্ম্মপরায়ণ মাতৃভক্ত ধনঞ্জয় কাশীতে গঙ্গায় তদীয় অস্থি নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রথমতঃ অস্থিগুলি পঞ্চগব্য দ্বারা পরে পঞ্চামৃত দ্বারা শোধন করত কর্পূরকুঙ্কুমাদি লিপ্ত করিয়া বিচিত্র কুসুমে পূজা করত প্রথমে গৌড়ীয় বস্ত্রে বেষ্টন করিয়া পরে পট্টবস্ত্র, সুরসবস্ত্র, মাঞ্জিষ্ঠবস্ত্র, ও নেপালদেশজাত কম্বল দিয়া সুচারুরূপে যথাক্রমে বেষ্টন করত তদুপরি বিশুদ্ধ মৃত্তিকা লিপ্ত করিয়া তাম্রকৌটার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সেতুবন্ধ হইতে উত্তরদেশ-গমনোপযোগী মার্গ অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিল। পথিমধ্যে সে হীন-জাতিকে স্পর্শ করিত না, সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিত ও রাত্রিকালে মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন করিত। এইরূপ ক্রমাগত অনভ্যস্ত কার্য্য করায় এক দিবস তাহার প্রবল জ্বর আসিল। তখন সে একাকী দ্রব্যাদি লইয়া পথ চলা বিষম কষ্টকর বোধ হওয়াতে উচিত বেতন দিয়া একজন ভারবাহীকে সঙ্গে লইয়া চলিল ।১৩—৪৬। হে কুম্ভযোনে! এইরূপে বহুকষ্টে সে কাশীতে উপনীত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া ধনঞ্জয় স্বীয় দ্রব্যাদি রক্ষার ভার ভারবাহীকে দিয়া আবশ্যকমত খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য আপণে গমন করিল। ইত্যবসরে ভারবাহী নির্জ্জন

৪৮॥ ভারবাহস্তরং প্রাপ্য তস্য সন্বৃতিমধ্যতঃ। তাম্রসম্পুটমাদায় ধনং জ্ঞাত্বা গৃহং যযৌ॥ ৪৯॥ বাসস্থানমথাগত্য তমদৃষ্ট্বা ধনঞ্জয়ঃ। ত্বরাবান্ সন্বৃতিং বীক্ষ্য তাম্রসম্পুটবর্জ্জিতাম্॥ ৫০॥ হা হেত্যাতাড্য হৃদয়ং চক্রন্দ বহুশো ভৃশম্। ইতস্ততঃ সমালোক্য গতস্তদনুসারতঃ॥ ৫২॥ অকৃত্বা জাহ্নবীস্নানমনবেক্ষ্য জগৎপতিম্। তস্য সংবসথং প্রাপ্তো ভারবোঢ়ুর্ধনঞ্জয়ঃ॥ ৫২॥ ভারবাড়প্যরণ্যান্যাং তাম্রসম্পুটমধ্যতঃ। দৃষ্ট্বাস্থীনি বিনিশ্বস্য তানি ত্যক্ত্বা গৃহং যযৌ॥ ৫৩॥ বণিক্ চ তদ্গৃহং প্রাপ্য শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ। দৃষ্ট্বাথ চৈলশকলং তৃণকুট্যন্তরে তদা॥ ৫৪॥ আশয়া কিঞ্চিদাশ্বস্য তৎপত্নীং পরিপৃষ্টবান্। সত্যং ব্রূহি ন ভেতব্যং দাস্যাম্যন্যদর্পি ধ্রুবম্॥ ৫৫॥ বস্মু ক্বতে গতো ভর্ত্তা মাতুরস্থীনি মেঽর্পয়। বয়ং কার্পটিকা ভদ্রে ভবামো ন চ দুঃখদাঃ॥ ৫৬॥ অজ্ঞাত্বা লোভবশতস্তেন নীতোঽস্থিসম্পুটঃ। তস্যৈষ দোষো নো ভদ্রে মাতুর্মে কর্ম্ম তাদৃশম্॥ ৫৭॥ অথবা ন প্রসূদোষো মন্দভাগ্যোঽস্মি তৎসুতঃ। সুতেন কৃত্যং যৎকৃত্যং তৎপ্রাপ্তির্নাস্তি ভিল্লি মে॥ ৫৮॥ উদ্যমং কৃতবানস্মি ন সিধ্যেন্মন্দভাগ্যতঃ। আয়াতু সত্যবাক্যান্মে মা বিভেতু বনেচরঃ॥ ৫৯॥ অস্থীনি দর্শয়িত্বাশু ধনং দাস্যেঽধিকং ততঃ। ইত্যুক্তা তেন সা ভিল্লী ব্যাজহার নিজং পতিম্॥ ৬০॥ লজ্জানম্রশিরাঃ সোঽথ বৃত্তান্তং বিনিবেদ্য চ। নিনায় তামরণ্যানীং শবরস্তং ধনঞ্জয়ম্॥ ৬১॥ বনেচরোঽথ তৎস্থানং দৈবাদ্বিস্মৃতবান্ মুনে। দিগ্ভ্রান্তিং সমবাপ্যাথ পরিবভ্রাম কাননে॥ ৬২॥ ইতোঽরণ্যাত্ততো যাতি ততোঽরণ্যাদিতো ব্রজেৎ। বনাদ্বনান্তরং ভ্রান্ত্বা খিন্নঃ সোঽপি বনেচরঃ॥ ৬৩॥ বিহায় মধ্যেঽরণ্যানি তং যযৌ চ স্বপক্কণম্। ছিত্ত্বা-

দেখিয়া তদীয় দ্রব্যাদি সমস্ত অন্বেষণ করত "ইহার ভিতরে অবশ্য কোন মহামূল্য দ্রব্য আছে" ভাবিয়া সেই অস্থিপূর্ণ তাম্রকৌটাটী গ্রহণপূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে ধনঞ্জয় আবাসে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভারবাহীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে দ্রব্যাদি অন্বেষণ করিয়া সেই তাম্রকৌটাটী দেখিতে পাইল না। তখন সে নিজবক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক হাহাকার করিয়া অতি কাতরভাবে বহুক্ষণ রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল রোদনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া ভারবাহীর অন্বেষণার্থ তদীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিল। সে গঙ্গাস্নান ও বিশ্বপতি কাশীনাথকে দর্শন না করিয়াই দ্রুতপদে যথাসময়ে সেই ভারবাহীর গৃহে উপনীত হইল। এদিকে ভারবাহী কাশী হইতে প্রস্থান করিয়া গহনকানন মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অপহৃত তাম্রকৌটাটী উদ্ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি অস্থিখণ্ড দেখিয়া, বিষণ্ণ অন্তঃকরণে নিজগৃহে প্রস্থান করিল। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ধনঞ্জয়ও তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া একটী ভগ্নস্তম্ভ মধ্যে সেই তাম্রকৌটাস্থিত বস্ত্রখণ্ড অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ আশা প্রাপ্ত হইয়া ভারবাহীর ভার্য্যাকে মৃদুতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"অরে! সত্য বল্, তোর্ কোন শঙ্কা নাই, আমি আরও অর্থ তোকে দিব। তোর্ পতি কোথায় গিয়াছে? মদীয় জননীর অস্থিগুলি প্রত্যর্পণ কর্। উহা প্রত্যর্পণ করিলে আমি তোকে নিশ্চয়ই অর্থ প্রদান করিব। তোদের কোনপ্রকার কষ্ট দিব না। আর তোর্ স্বামী লোভে পড়িয়া মদীয় জননীর অস্থিপূর্ণ তাম্রপাত্রটী অপহরণ করিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন দোষ নাই আমার মাতার দুষ্কর্ম্মফলেই ইহা ঘটিয়াছে। অথবা তাঁহারও কোন দোষ নাই, আমারই অভাগ্যবশে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। অরে শবরপত্নি! জননীর জন্য পুত্রের যাদৃশ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, আমার অদৃষ্টে তাহা নিশ্চিতই নাই। আমি যথাসাধ্য মাতৃকার্য্য সাধনের জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা সম্পন্ন হইল না। তোর্ স্বামী নিঃশঙ্কচিত্তে সেই অস্থিগুলি দেখাইয়া যাক, তাহার শঙ্কার কোন কারণই নাই, সে আসিয়া অস্থিগুলি আমাকে দেখাইয়া দিলে তাহাকে অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিব।" ধনঞ্জয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শবরপত্নী নিজ স্বামীকে আহ্বান করিল। পরে তদীয় স্বামী তথায় আসিয়া বণিক্‌কে দেখিয়া লজ্জায় অবনতমস্তক হইল ও তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল।৪৭—৬১। হে মুনে! অদৃষ্টক্রমে ভারবাহী সেই স্থানটী বিস্মৃত হইয়াছিল। সে বনের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভ্রান্তচিত্ত ভারবাহী এক বন হইতে বনান্তরে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিয়া যখন শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সেই বণিক্‌শ্রেষ্ঠকে নিবিড় অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পল্লীতে পলায়ন

ণ্যহানি সন্নম্য স কার্পটিকসত্তমঃ ॥ ৬৪ ॥ ক্ষুৎ-ক্ষামঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠো হা হেতি পরিদেবয়ন্। পুনঃ কাশীপুরীং প্রাপ্তঃ পরিম্লানমুখো বণিক্ ॥ ৬৫ ॥ তন্মাতুর্ভাগ্যতাং শ্রুত্বা লোকাৎ কার্পটিকো মুনে। কৃত্বা গয়াং প্রয়াগঞ্চ ততঃ স্ববিষয়ং যযৌ ॥ ৬৬ ॥ কাশ্যাং প্রবেশং প্রাপ্যাপি তদস্থীনি ঘটোদ্ভব। বিনা বৈশ্বেশ্বরীমাজ্ঞাং বহির্যাতানি তৎক্ষণাৎ ॥ ৬৭ ॥ এবং কাশ্যাং প্রবিশ্যাপি পাপী ধর্ম্মানুসঙ্গতঃ। ন ক্ষেত্রফলমাপ্নোতি বহির্ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৬৮ ॥ তস্মাদ্বিশ্বেশ্বরাজ্ঞৈব কাশীবাসেঽত্র কারণম্। অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে ॥ ৬৯ ॥ বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে। অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা ॥ ৭০ ॥ বারাণসীহ করুণাময়দিব্যমূর্ত্তিরুৎসৃজ্য যত্র তু তনুং তনুভৃৎ সুখেন। বিশ্বেশদৃঙ্মহসি যৎ সহসা প্রবিশ্য রূপেণ তাং বিতনুতাং পদবীং দধাতি ॥ ৭১ ॥ জাতো মৃতো বহুষু তীর্থবরেষু রে ত্বং জন্তো ন জাতু তব শান্তিরভূন্নিময্যা। বারাণসী নিগদতীহ মৃতোঽমৃতত্বং প্রাপ্তাধুনা মম বলাৎ স্মরশাসনঃ স্যাঃ ॥ ৭২ ॥ অন্যত্র তীর্থসলিলে পতিতো দ্বিজন্মা দেবাদিভাবময়তে ন তথা তু কাশ্যাম্। চিত্রং যদত্র পতিতঃ পুনরুত্থিতিং ন প্রাপ্নোতি পুক্কস-জনোঽপি কিমগ্রজন্মা ॥ ৭৩ ॥ সৈষা পুরী সংসৃতিরূপপারাবারস্য পারং পুরহা পুরারিঃ। যস্যাং পরং পৌরুষমর্থমিচ্ছন্ সিদ্ধিং নয়েৎ পৌর-পরম্পরাং সঃ ॥ ৭৪ ॥ তীর্থান্তরাণি মনুজঃ পরিতো-ঽবগাহ্য হিত্বা তনুং কলুষিতাং দিবি দৈবতং স্যাৎ। বারাণসীপরিসরে তু বিসৃজ্য দেহং সন্দেহভাগ্-ভবতি দেহদশাপ্তয়েঽপি ॥ ৭৫ ॥ বারাণসীসমরসী-করণাদৃতেঽপি যোগাদযোগিজনতাং জনতাপহন্ত্রী। তত্তারকং শ্রবণগোচরতাং নয়ন্তী তদ্ব্রহ্ম দর্শয়তি যেন পুনর্ভবো ন ॥ ৭৬ ॥ বারাণসীপরি-

---

করিয়া আসিল। এইরূপে পরিত্যক্ত সেই বণিক্ ধনঞ্জয় দিবসত্রয় কাননমধ্যে পরিভ্রমণ করত পরিশেষে ক্ষুধায় কাতর ও তৃষ্ণায় শুষ্কতালু হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতে করিতে ম্লানবদনে কাশীতে প্রত্যাগমন করিল। কাশীতে প্রত্যাগত হইয়া ধনঞ্জয় নিজ মাতার পরপুরুষসংসর্গের কথা লোক-মুখে শুনিয়া প্রয়াগ ও গয়া-তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বদেশে পুনরাগমন করিল। হে অগস্ত্য! সেই দুশ্চরিত্রা ধনঞ্জয়মাতার অস্থিসমূহ বিশ্বনাথের অনু-মতি ব্যতিরেকে কাশীধামে প্রবেশলাভ করিয়াও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পুনর্ব্বার বহির্নিঃসারিত হইল। এইরূপ ধর্ম্মবোধে যদি পাপী ব্যক্তি কাশীতে কাশী-শ্বরের বিনা অনুমতিতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রফল লাভ করিতে পারে না এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্নিষ্কাশিত হয়। এই সমস্ত কারণ দেখিয়া নিশ্চিত বোধ হয় যে, একমাত্র বিশ্বনাথের অনুমতিই এই কাশীবাসের মূল। এই কাশীক্ষেত্রকে রক্ষা করিতে অসি ও বরণানাম্নী নদী নির্ম্মিত হইয়াছে। হে মুনে! তদবধি অসি ও বরণার সহিত সঙ্গত হইয়া এই কাশী 'বারাণসী' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহ-লোকে বারাণসী সাক্ষাৎ দিব্য করুণারূপিণী; যেহেতু এই অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যগণ অক্লেশে বিশ্বেশ্বররূপ পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই লীন ও কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। বারাণসী জীবকে সদা এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন যে, হে জীব! তুমি এ জগতে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও অনেকবার তীর্থ-স্নানাদি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছ, কিন্তু কোন মতেই ঐকান্তিক শান্তি লাভ করিতে পার নাই; যদি তুমি আমায় অবলম্বন করিয়া জীবন-পাত করিতে পার, তাহা হইলে মোক্ষপদ লাভ করত শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। অপরাপর তীর্থজলে প্রাণত্যাগ করিলে একমাত্র ব্রাহ্মণ, দেবাদি পদলাভ করিতে পারে; কিন্তু এই বারা-ণসীতে প্রাণত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাক, চণ্ডাল পর্য্যন্তও পুনরাবৃত্তিরহিত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। এই কাশীপুরীই অপারভবপারা-বারের পারস্বরূপা ;—যথায় ভগবান্ ত্রিপুরারি নরগণকে পরম পুরুষার্থ স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করিয়া থাকেন।৬২—৭৪। জীব অনন্ততীর্থস্নানফলে, কলুষিত শরীর ত্যাগ করিয়া, দেবশরীর লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই কাশীক্ষেত্রের কোন স্থানে অকিঞ্চিৎকর কলেবর ত্যাগ করিয়া, সাযুজ্য মুক্তিস্বরূপ শিবমূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। জীব-গণের ত্রিতাপ-সংহারিণী এই কাশীপুরী প্রাকৃত নরগণের দেহাবসানে, জীবব্রহ্মের ঐক্যরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান ব্যতিরেকেও, সেই তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ-গোচর করিয়া, পরম-পুরুষের সাক্ষাৎকার বিধান করিয়া থাকেন। তখন আর সংসারে আসিবার

সরে তন্নুমিষ্টদাত্রীং ধর্ম্মার্থকামনিলয়ামহহা বিসৃজ্য। ইষ্টং পদং কিমপি স্পৃষ্টতরোঽভিলষ্য লাভোঽস্ত মূলমপি নো যদবাপ শূন্যম্ ॥ ৭৭ ॥ আঃ কাশিবাসিজনতা নন্বু বঞ্চিতাভূদ্ভালে বিলোচনবতা বনিতার্দ্ধভাজা। আদায় যৎ সুকৃতভাজানমিষ্টদেহং নির্ব্বাণমাত্রমপবর্জ্জয়তাপুনর্ভু ॥ ৭৮ ॥ বারাণসী স্ফুরদসীমগুণৈকভূমির্যত্র স্থিতাস্তনুভৃতঃ শশিভৃৎপ্রভাবাৎ। সর্ব্বে গলে গরলিনোঽক্ষিযুজো ললাটে বামার্দ্ধবামতনবোঽতনবস্ততোঽন্তে ॥ ৭৯ ॥ আনন্দকাননমিদং সুখদং পুরৈব তত্রাপি চক্রসরসী মণিকর্ণিকাথ। স্বঃসিন্ধুসঙ্গতিরথো পরমাস্পদঞ্চ বিশ্বেশিতুঃ কিমিহ তন্ন বিমুক্তয়ে যৎ ॥ ৮০ ॥ বারাণসীহ বরণাসিসরিদ্বরিষ্ঠাসম্ভেদখেদজননী হ্যনদীলসচ্ছ্রীঃ। বিশ্রামভূমিরচলামলমোক্ষলক্ষ্ম্যা হৈনাং বিহায় কিমু সীদতি মূঢজন্তুঃ ॥৮১॥ কিং বিস্মৃতং ত্বহহ গর্ভজমামনস্থং কার্ত্তান্তদূতকৃতবন্ধনতাড়নঞ্চ। শম্ভোরনুগ্রহপরিগ্রহলভ্যকাশীং মূঢো বিহায় কিমু যাতি করস্থমুক্তিম্ ॥ ৮২ ॥ তীর্থান্তরাণি কলুষাণি হরন্তি সদ্যঃ শ্রেয়ো দদত্যপি বহু ত্রিদিবং নয়ন্তি। পানাবগাহনবিধানতনুপ্রহাণৈর্ব্বারাণসী তু কুরুতে বত মূলনাশম্ ॥ ৮৩ ॥ কাশীপুরীপরিসরে মণিকর্ণিকায়াং ত্যক্তা তনুং তনুভৃতস্তনুমাপ্নুবন্তি। ভালে বিলোচমকতীং গলনীললক্ষ্মীং বামার্দ্ধবন্ধুরবধূং বিধুরাবরোধাঃ ॥ ৮৪ ॥ জ্ঞাত্বা প্রভাবমতুলং মণিকর্ণিকায়াং যঃ পুদ্গলং ত্যজতি চাশু বিপূয়গন্ধি। স্বাত্মাবরোধমহসা সহসা মিলিত্বা কল্পান্তরেষ্বপি স নৈব পৃথক্ত্বমেতি ॥ ৮৫ ॥ রাগাদিদোষপরিপূর-মনোহৃষীকাঃ কাশীপুরীমতুলদিব্যমহাপ্রভাবাম্। যে কল্পয়ন্ত্যপরতীর্থসমাঃ সমন্তাৎ তে পাপিনো ন সহ তৈঃ পরিভাষণীয়ম্ ॥ ৮৬ ॥ বারাণসীং স্মরহরপ্রিয় রাজধানীং ত্যক্তা কুতো ব্রজসি মূঢ দিগন্তরেষু। প্রাপ্যাপ্যজাদ্যসুলভাং স্থিরমোক্ষলক্ষ্মীং লক্ষ্মীং স্বভাবচপলাং কিমু কাময়েথাঃ ॥ ৮৭ ॥ বিদ্যা ধনানি সদনানি গজাশ্ব-

---

আশঙ্কা থাকে না। অভীষ্টপদপ্রাপ্তি আশায়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থসুখের নিলয় ইষ্টপ্রদ নিজদেহ বারাণসীক্ষেত্রে ত্যাগ না করিয়া, আনন্দ প্রকাশ করে, সে কি ভ্রান্ত! যদি তাহা না পায়, তাহা হইলে, অভীষ্টলাভের আশা দূরে থাকুক, মূল দেহ পর্য্যন্ত তাহার নষ্ট হয়। হে কাশীবাসী জনগণ! ভগবান্ অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি কপাললোচন সুকৃতৈকভাজন ইষ্ট দেহের পরিবর্ত্তে একমাত্র নির্ব্বাণপদ প্রদান করেন বলিয়া বঞ্চিত বোধ করিও না; তোমাদিগের জন্মযন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না। বারাণসীক্ষেত্র, জাজ্বল্যমান অসীম গুণের একমাত্র ভূমি; কারণ, অত্রস্থিত দেহধারী মাত্রই ইহকালে ভগবান্ চন্দ্রশেখর-প্রভাবে গলদেশে গরল ও কপালে নয়ন ধারণ করিয়া গৌরীমূর্ত্তি দ্বারা বিভূষিতবামাঙ্গ হইয়া সাক্ষাৎ শিবের ন্যায় বিরাজমান হয় এবং দেহান্তে পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয় না। বারাণসী পূর্ব্ব হইতেই সুখদ আনন্দকানন; তথায় চক্রসরসী মণিকর্ণিকা, স্বর্ণদী গঙ্গার সংযোগ ও ভগবান্ বিশ্বনাথের সতত সান্নিধ্য থাকায় মুক্তির সমস্ত কারণই বিদ্যমান আছে। এই সংসারে অসি-বরণা নদীদ্বয়ের সঙ্গমে অতি গৌরববতী ও সুরনদীসম্পর্কে শোভমানা বারাণসীই অমল ও অচল মোক্ষলক্ষ্মীর বিশ্বস্ত স্থান। হায়! মূঢ়মর্ত্ত্য জন্তুগণ এতাদৃশ ভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কেন বৃথা ক্লেশ ভোগ করে? হায়! মূঢ় জীবগণ অবশ্যই গর্ভযন্ত্রণা ও কৃতান্ত দূতের বন্ধনতাড়ন বিস্মৃত হইয়া থাকিবে, নচেৎ করস্থিত মুক্তিস্বরূপ শঙ্করের অনুগ্রহলভ্য কাশী ত্যাগ করিয়া কেন অন্যত্র গমন করিবে? পান, অবগাহন, অর্চ্চনা ও তনুত্যাগ করিলে অপরাপর তীর্থ সকল সদ্যঃ পাপ হরণ করে, বহুতর কল্যাণ দেয় ও স্বর্গফলদানে সমর্থ হয়; কিন্তু এই বারাণসী সংসারের মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। কাশীপুরীর পরিসরমধ্যে মণিকর্ণিকায় দেহ ত্যাগ করিলে, মানবগণ গলদেশে নীলরেখা-লাঞ্ছিত ভাললোচনসম্পন্ন ও বামাঙ্গে নারীমূর্ত্তিবিরাজিত দেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকার অতুল মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া মলময় পূয়গন্ধি কলেবর ত্যাগ করে, সে তৎক্ষণাৎ আত্মজ্ঞানরূপ পরম জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া যায়; কল্প-কল্পান্তরেও তাহার বিয়োগ ঘটে না। রাগাদি দোষে কলুষিতচিত্ত পাপিগণই অনুপম দিব্যপ্রভাবশালিনী কাশীপুরীকে অন্যতীর্থের সমান বোধ করিয়া থাকে; তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করা উচিত নহে। ৭৫—৮৬। রে মূঢ় নর! ভগবান্ স্মরহরের প্রিয় রাজধানী বারাণসী ত্যাগ করিয়া কোন্ দিগ্‌দিগন্তরে ভ্রমণ করিতেছ! বিধি-প্রভৃতি দেবদুর্লভ অচঞ্চল মোক্ষলক্ষ্মী পাইয়াও চপলস্বভাবা লক্ষ্মীর কামনা কেন বৃথা করিতেছ! যে ব্যক্তি উদ্যমশীল, তাহার বিদ্যা, ধন, জন, ভবন,

ভৃত্যাঃ স্রক্‌চন্দনানি বনিতাশ্চ নিতান্তরম্যাঃ। স্বর্গোঽপ্যগম্য ইহ নোদ্যমভাজি পুংসি বারাণসী স্ব-মুলভা শলভাদিমুক্তিঃ ॥ ৮৮ ॥ ধাত্রা ধৃতানি তুলয়া তুলনাম্বয়েতুং বৈকুণ্ঠমুখ্যভুবনানি চ কাশিকা চ। তাভ্যোদযযুর্লঘুতয়া স্থগিয়ং গুরুত্বাৎ তস্থৌ পুরীহ পুরুষার্থচতুষ্টয়স্থ ॥ ৮৯ ॥ কাশীপুরীমধিবসন্ ইহ নরোঽনরোঽপি হ্যারোপ্যমাণ ইহ মান্য ইবৈকরুদ্রঃ। নানোপসর্গজনিসর্গজদুঃখভারৈঃ কর্ম্মাপনুদ্য স বিশেৎ পরমেশধাম্নি ॥ ৯০ ॥ স্থিরাপায়ং কায়ং জননমরণক্লেশনিলয়ং বিহায়াস্তাং কাশ্যামহহ পরিগৃহীত ন কুতঃ। বপুস্তেজোরূপং স্থিরতরপরানন্দসদনং বিমূঢ়োঽহসৌ জন্তুঃ স্ফুটিতমিব কাংস্যং বিনিময়ন্ ॥ ৯১ ॥ অহো লোকঃ শোকং কিমিহ সহতে হন্ত হতধীর্ব্বিপত্তারৈঃ সারৈর্নিয়তনিধনৈর্ধ্বংসিতধনৈঃ। ক্ষিতৌ সত্যাং কাশ্যাং কথয়তি শিবো যত্র নিধনে শ্রুতৌ কিঞ্চিদ্ভূয়ঃ প্রবিশতি ন যেনোদরদরীম্ ॥ ৯২ ॥ কাশিবাসিনি জনে বনেচরে ত্রিত্রিভুজ্যপি সমীরভোজনে। স্বৈরচারিণি জিতেন্দ্রিয়েঽপ্যহো কাশিবাসিনি জনে বিশিষ্টতা ॥ ৯৩ ॥ নাস্তীহ দুষ্কৃতকৃতাং সুকৃতাত্মনাং বা কাচিদ্বিশেষগতিরন্তকৃতাং হি কাশ্যাম্। বীজানি কর্ম্মজনিতানি যদূষরায়াং নাঙ্কুরয়ন্তি হরদৃগ্‌জ্বলিতানি তেষাম্ ॥ ৯৪ ॥ শশকা মশকা বকাঃ শুকাঃ কলবিঙ্কাশ্চ বৃকাঃ সজম্বুকাঃ। তুরগোরগবানরা নরা গিরিজে কাশিমৃতাঃ পরামৃতম্ ॥ ৯৫ ॥ অরুদ্র-রুদ্রাক্ষফণীন্দ্রভূষণাস্ত্রিপুণ্ড্র্চন্দ্রার্দ্ধধরা ধরাং গতাঃ। নিরন্তরং কাশিনিবাসিনো জনা গিরীন্দ্রজে পারিষদা মতা মম ॥ ৯৬ ॥ যাবন্ত এব নিবসন্তি চ জন্তবোঽত্র কাশ্যাং জলস্থলচরা ঝষজম্বুকাদ্যাঃ। তাবন্ত এব মদনুগ্রহরুদ্রদেহা দেহাবসানমধিগম্য ময়ি প্রবিষ্টাঃ ॥ ৯৭ ॥ যে তু বর্ষেষবো রুদ্রা দিবি দেবি প্রকীর্ত্তিতাঃ। বাতেষবোঽন্তরিক্ষে যে যে ভুব্যন্নেষবঃ প্রিয়ে ॥ ৯৮ ॥ রুদ্রা দশ দশ প্রাচ্যবাচীপ্রত্যগুদকস্থিতাঃ। ঊর্দ্ধদিক্‌স্থাশ্চ যে রুদ্রা পঠ্যন্তে বেদবাদিভিঃ ॥ ৯৯ ॥ অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূতলে। তৎসর্ব্বেভ্যোঽধিকাঃ কাশ্যাং জন্তবো রুদ্ররূপিণঃ ॥ ১০০ ॥ রুদ্রা-

---

গজ, অশ্ব, স্রক্, চন্দন, পরম রমণীয় বনিতা ও স্বর্গ, অধিক কি, মুক্তিও দুর্লভ নহে; কিন্তু একমাত্র বারাণসী দুর্লভ। পূর্ব্বে বিধাতা তুলনা পরীক্ষা করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি লোকসমূহ এক কোটিতে ও কাশীপুরী অপর কোটিতে স্থাপন করিয়া তুলাদণ্ডে তোল করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত লোক সকল লঘু হইয়াছিল ও কাশীপুরী পুরুষার্থচতুষ্টয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন গুরু হইয়াছিল। বিশ্বনাথের কৃপা কাশীপুরীতে বাস করিতে পাইলে কি নর, কি অন্য জন্তু, সকলেই দ্বিতীয় রুদ্রদেব ও মান্য হইয়া থাকে এবং সে নানা উপসর্গজনিত ও স্বাভাবিক দুঃখভারে আক্রান্ত হইলেও দেহাবসানে কর্ম্মক্ষয় করিয়া শিবতেজে লীন হইয়া যায়। মূঢ় জন্তুগণ, ভগ্নকাংস্য তুল্য অকিঞ্চিৎকর, অবশ্যনশ্বর, জন্মমৃত্যুক্লেশের আশ্রয় দেহ কাশীতে ত্যাগ করিয়া, তদ্বিনিময়ে পরমানন্দসন্দোহভূমি তেজোময় মূর্ত্তি পরিগ্রহে কেন নিশ্চেষ্ট আছে? যথায় মরণকালে স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব শ্রুতিমূলে তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ দিয়া, জননীজঠর-যন্ত্রণা দূর করেন, সেই কাশীপুরী ক্ষিতিতলে বিদ্যমান থাকিতেও কেন হতবুদ্ধি জীবগণ ধননাশ, বন্ধুনাশ প্রভৃতি বিপত্তিরাশিতে অভিভূত হইয়া শোক সহ্য করিয়া থাকে? কাশীবাসী হইয়া যদি কেহ দিবসে দুই-তিনবার ভোজন করে ও স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহা হইলেও সে বানপ্রস্থ, বায়ুভক্ষ, জিতেন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। এই কাশীতে মরিলে পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মার গতির কোন ইতরবিশেষ নাই; কারণ ঊষরক্ষেত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় তাহাদিগের কর্ম্মজনিত বীজ সকল হরনেত্রসম্ভূত অনলে দগ্ধ হইয়া অঙ্কুরিত হইতে পায় না। অয়ি নগেন্দ্রনন্দিনি! শশক, মশক, শুক, বক, চটক, বৃক, জম্বুক, তুরগ, উরগ, বানর, নর, যে কেহ কাশীতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে মুক্তিলাভ করে। যাহারা কাশীক্ষেত্রে নিরন্তর বাস করে, তাহারা অতি সৌম্য রুদ্রাক্ষমালারূপ ফণীন্দ্রভূষণে ভূষিত ও ত্রিপুণ্ড্ররূপ অর্দ্ধচন্দ্রধারী পৃথিবীস্থ মদীয় পারিষদরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই কাশীতে জলচর, স্থলচর, মৎস্য, শৃগাল প্রভৃতি যাবতীয় জন্তু বাস করে, সে সমস্তই মদীয় কৃপায় রুদ্ররূপ ধারণ করে ও দেহান্তে আমাতে বিলীন হয়। ৮৭—৯৭। হে দেবি! স্বর্গে বর্ষেষু নামে অন্তরীক্ষে বাতেষু নামে ও পৃথিবীতে অন্নেষু নামে যে রুদ্রগণ অবস্থিত আছেন এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে দশ দশ সংখ্যা করিয়া যে রুদ্রগণ আছেন, বেদজ্ঞগণ ঊর্দ্ধস্থিত যে রুদ্রগণের বর্ণনা করিয়া থাকেন ও পাতালে যে অসংখ্য রুদ্র বাস

বাসস্ততঃ প্রোক্তমবিমুক্তং ঘটোদ্ভব। তস্মাৎ সমর্চ্চ্য কাশিস্থান্ বর্ণান্ বর্ণেতরাশ্রমান্ ॥ ১০১ ॥ শ্রদ্ধয়েশ্বরবুদ্ধ্যা চ রুদ্রার্চ্চাফলভাঙ্নরঃ॥ ১০২ ॥ শ্মশব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে। নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ॥ ১০৩॥ মহন্ত্যাপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে। শেরতেহত্র শবা ভূত্বা শ্মশানন্তু ততো মহৎ॥ ১০৪॥ অপ্সু ভূরিহ লয়ে লয়ং ব্রজেদাপ ঔর্ব্ববদনোগ্রকন্দরে। মাতরিশ্বনি মহাতনূনপাদ্‌ব্যোম্নি সঙ্ক্ষয়তি বৈ সদাগতিঃ ॥ ১০৫ ॥ ব্যোম চাপি লয়মেত্যহঙ্কৃতৌ সাপি ষোড়শবিকারসংযুতা। লীয়তে মহতি বুদ্ধিসংজ্ঞকে হ্যা মহান্ প্রকৃতিমধ্যগো ভবেৎ॥ ১০৬॥ সা গুণত্রয়ময়ী চ নির্গুণং তং পুমাংসমবগুহ্য তিষ্ঠতি। পঞ্চবিংশতিতমঃ পরঃ পুমান্ দেহগেহপতিরেষ জীবকঃ॥ ১০৭॥ প্রাকৃতঃ প্রলয় এষ উচ্যতে হংসযানহরিরুদ্রবর্জ্জিতঃ। কালমূর্ত্তিরথ তঞ্চ পুরুষং হেলয়া কলয়তীশ্বরঃ পরঃ॥ ১০৮॥ স বৈ মহাবিষ্ণুরিতীর্য্যতে বুধৈস্তং বৈ মহাদেবমুদাহরন্তি। সোহন্তাদিমধ্যৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ শিবঃ স শ্রীপতিঃ সোহপি হি পার্ব্বতীপতিঃ॥ ১০৯॥ দৈনন্দিনেহথ প্রলয়ে ত্রিশূলকোটৌ সমুৎক্ষিপ্য পুরীং হরঃ স্বাম্। বিভর্ত্তি সংবর্ত্তমহাস্থিভূষণস্ততো হি কাশী কলিকালবর্জ্জিতা॥ ১১০॥ স্কন্দ উবাচ। বারাণসীতি কাশীতি রুদ্রাবাস ইতি দ্বিজঃ। মহাশ্মশানমিত্যেবং প্রোক্তমানন্দকাননম্॥ ১১১॥ ইতি দেবীপুরঃ প্রোক্তং দেবদেবেন শম্ভুনা। যথা বিষ্ণোঃ পুরাখ্যাতং তথৈব চ ময়া শ্রুতম্। তচ্চ ত্বদগ্রে কথিতং রহস্যং কাশিজং মহৎ॥ ১১২ ॥ জপ্ত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্। শ্রাবয়িত্বা দ্বিজান্ সম্যক্ শিবলোকে মহীয়তে॥ ১১৩॥ অতঃ পরং কলশজ কিং শুশ্রূষসি তদ্বদ। কাশীকথা কথ্যমানা মমাপি পরিতোষকৃৎ॥ ১১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বারাণসীমহিমবর্ণনং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

করিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা কাশীবাসী রুদ্ররূপী জীবগণ শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। হে কুম্ভযোনে! তজ্জন্যই অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র "রুদ্রাবাস" নামে কীর্ত্তিত হয় এবং তজ্জন্যই কাশীস্থিত যে কোন বর্ণ বা তদিতর জীবকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলে মনুষ্য রুদ্রার্চ্চনার ফল লাভ করে। হে মুনে! শব্দশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা "শ্মন্" শব্দের অর্থ শব ও "শান" শব্দের অর্থ শয়ন করিয়া থাকেন, সুতরাং "শ্মশান" শব্দের অর্থ শবের শয়নস্থান হইল। মহাভূতগণও কল্পান্ত কালে এই কাশীতে শবরূপে শয়ন করিয়া থাকে, এই জন্য কাশীকে মহাশ্মশান বলে। প্রলয়কালে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভূমি জলমধ্যে, জল তেজোরাশিতে, তেজ বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর, আকাশ অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্ব ষোড়শ বিকারের সহিত বুদ্ধিসংজ্ঞক মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিমধ্যে লীন হইয়া যায়। পরে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নির্গুণ পুরুষে বিলীন হইয়া থাকে। উক্ত পুরুষই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব, তিনিই জীব ও এই দেহরূপ গৃহের একমাত্র অধিপতি। হে মুনে! ইহাকেই প্রাকৃত প্রলয় বলে। এই প্রলয়কালে ব্রহ্মা, রুদ্র বা বিষ্ণু কেহই বিদ্যমান থাকেন না। পরে মহাকালমূর্ত্তি পরমেশ্বর সেই জীবকেও স্বকীয়রূপে অন্তর্হিত করেন। উক্ত মহাকালমূর্ত্তি পরমেশ্বরই মহাবিষ্ণু নামে কথিত হন, আবার উহাঁকেই মহাদেব বলিয়া থাকে। সেই কালরূপী পরমেশ্বর আদ্যন্তমধ্যহীন, ইনিই শিব, শ্রীপতি ও পার্ব্বতীপতি। দৈনন্দিন প্রলয়কালে বিনষ্ট জীবগণের অস্থিমালায় বিভূষিত ভগবান্ দেবাধিদেব নিজ বিহারনগরী কাশীপুরীকে ত্রিশূলাগ্রভাগে স্থাপন করিয়া রক্ষা করেন। এই জন্য তথায় কলিকালের প্রভাব নাই। স্কন্দ কহিলেন,—হে দ্বিজ! দেবদেব শম্ভু পূর্ব্বকালে দেবী পার্ব্বতী ও বিষ্ণুর নিকট অবিমুক্তক্ষেত্রকে বারাণসী, কাশী, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান ও আনন্দকানন নামে এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট সেই কাশী-সংক্রান্ত মহারহস্য কীর্ত্তিত হইল। এই পবিত্র অধ্যায় পাঠ করিলে মহাপাতক নষ্ট হয় ও দ্বিজগণকে যথাবিধি শুনাইলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। হে কলসোদ্ভব! ইহার পর কাশীবিষয়ে কি শুনিতে ইচ্ছা কর, বল; আমারও কাশী-বৃত্তান্ত বলিতে নিরতিশয় আনন্দ হইয়া থাকে। ৯৮—১১৪।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। সর্ব্বজ্ঞ হৃদয়ানন্দ স্কন্দ স্কন্দিত-তারক। ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি শৃণ্বন্ বারাণসী-কথাম্ ॥ ১ ॥ অনুগ্রহো যদি ময়ি যোগ্যোঽস্মি শ্রবণে যদি। তদা কথয় মে নাথ কাশ্যাং ভৈরব-সৎকথাম্ ॥ ২ ॥ কোঽসৌ ভৈরবনামাত্র কাশিপুর্য্যাং ব্যবস্থিতঃ। কিং রূপমস্য কিং কর্ম্ম কানি নামানি চাস্য বৈ ॥ ৩ ॥ কথমারাধিতশ্চৈব সিদ্ধিদঃ সাধকস্য বৈ। আরাধিতঃ কুত্র কালে ক্ষিপ্রং সিধ্যতি ভৈরবঃ ॥ ৪ ॥ স্কন্দ উবাচ। বারাণস্যাং মহাভাগ যথা তে প্রেম বর্ত্ততে। তথা ন কস্যচিন্মন্যে ততো বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৫ ॥ প্রাদুর্ভাবং ভৈরবস্য মহাপাতকনাশনম্। যচ্ছ্রুত্বা কাশিবাসস্য ফলং নির্ব্বিঘ্নমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥ পাণিভ্যাং পরিতঃ প্রপীড্য সুদৃঢ়ং নিশ্চোত্য নিশ্চোত্য চ ব্রহ্মাণ্ডং সকলং পচেলিমরসালোচ্চৈঃফলাভং মুহুঃ। পায়ং পায়মপায়তস্ত্রিজগতীমুন্মত্তবত্তে রসৈর্নৃত্যংস্তাণ্ডবডম্বরেণ বিধিনা পায়ান্মহাভৈরবঃ ॥ ৭ ॥ কুম্ভযোনে ন বেত্ত্যেব মহিমানং মহেশিতুঃ। চতুর্ভুজোঽপি বৈকুণ্ঠশ্চতুর্ব্বক্ত্রোঽপি বিশ্বকৃৎ ॥ ৮ ॥ ন চিত্রমত্র ভূদেব ভবমায়া দুরত্যয়া। তয়া সম্মোহিতাঃ সর্ব্বে নাবযন্ত্যপি তং পরম্ ॥ ৯ ॥ বোধয়েদ্ যদি চাত্মানং স এব পরমেশ্বরঃ। তদা বিন্দতি ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বেচ্ছয়ৈব ন তং বিদুঃ ॥ ১০ ॥ স সর্ব্বগোঽপি নেক্ষেত স্বাত্মারামো মহেশ্বরঃ। দেববদ্বুধ্যতে মূঢ়ৈরতীতো যো মনোগিরাম্ ॥ ১১ ॥ পুরা পিতামহং বিপ্র মেরুশৃঙ্গে মহর্ষয়ঃ। প্রোচুঃ প্রণম্য লোকেশং কিমেকং তত্ত্বমব্যয়ম্ ॥ ১২ ॥ স মায়য়া মহেশস্য মোহিতো লোকসম্ভবঃ। অবিজ্ঞায় পরং ভাবমাত্মানং প্রাহ বর্ণিণম্ ॥ ১৩ ॥ জগদ্যোনিরহং ধাতা স্বয়ম্ভুরেক ঈশ্বরঃ। অনাদিমদহং ব্রহ্ম মামনর্চ্চ্য ন মুচ্যতে ॥ ৪ ॥ প্রবর্ত্তকো হি জগতামহমেকো নিবর্ত্তকঃ। নান্যো মদধিকঃ সত্যং কশ্চিৎ ক্বাপি সুরোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥ তস্যৈবং ব্রুবতো ধাতুঃ ক্রতুর্নারায়ণাংশজঃ। প্রোবাচ প্রহসন্ বাক্যং

একত্রিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ, হৃদয়ানন্দ, তারকনিসূদন, স্কন্দ! কাশীকথা শুনিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই, অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আমাকে তৎশ্রবণযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, কাশীর ভৈরবের কথা বলুন। কাশীতে ভৈরব নামে কে অবস্থিত আছেন? তাঁহার রূপ কি প্রকার? কার্য্যই বা কি? তাঁহার কত নাম আছে? আরাধনা করিলে কি প্রকারেই বা তিনি সাধকের সিদ্ধি দান করেন? এবং সেই ভৈরব কোন্ সময়ে আরাধিত হইলে ঝটিতি অভীষ্টসিদ্ধি করেন? স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাভাগ! বারাণসীর প্রতি তোমার যেরূপ প্রেম দেখিতেছি, বোধ করি, আর কাহারও তাদৃশ নাই, অতএব আমি অশেষরূপে মহাপাতকনাশন ভৈরবের কথা কীর্ত্তন করিতেছি; ইহা শ্রবণ করিলে কাশীবাসের ফল নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি সুপক্ব বৃহৎ রসালফল সদৃশ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পাণিদ্বয়ে দৃঢ় নিপীড়িত করিয়া মুহুর্মুহুঃ দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার রস পান করিতেছেন ও সেই রসপানে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উদ্ধত নৃত্য করিতেছেন, সেই মহাভৈরব অপায় হইতে ত্রিভুবন রক্ষা করুন। হে কুম্ভযোনে! বিষ্ণু চতুর্ভুজ ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেও মহেশ্বরের মহিমা অবগত নহেন। ইহা বিচিত্র কথা নহে, কারণ মহাদেবের মায়া অনতিক্রমণীয়া। সেই মায়ায় মোহিত হইয়া সকলেই পরম পতিকে জানিতে পারে না। সেই পরমেশ্বরই যদি আপনাকে জানান, তবে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন, নতুবা স্বইচ্ছায় জানিতে পারেন না। সেই স্বাত্মারাম মহেশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। মূঢ়গণই বাঙ্মনোতীত সেই মহেশ্বরকে সামান্য দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে। হে বিপ্র! পূর্ব্বকালে সুমেরুশিখরে মহর্ষিগণ লোকেশ্বর পিতামহকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন যে, একমাত্র কোন্ তত্ত্ব অব্যয়? তাহাতে সেই লোকস্রষ্টা পিতামহ, মহেশ্বরের মায়ায় মোহিত হওয়ায় পরম তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আপনাকে এইরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিতে থাকেন যে, "আমিই জগদ্যোনি, বিধাতা, স্বয়ম্ভু, একমাত্র ঈশ্বর ও অনাদি ব্রহ্মস্বরূপ। আমার অর্চ্চনা না করিলে কেহই মুক্তিলাভে সমর্থ নহে। আমিই ত্রিজগতের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা। আমা হইতে কেহই অধিক নহে, আমিই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ।"—১৫ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শুনিয়া নারায়ণের অংশোৎপন্ন

ঘোরতাম্রবিলোচনঃ॥ ১৬॥ অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কিমেতৎ প্রতিপাদ্যতে। অজ্ঞানং যোগযুক্তস্য ন চৈতদুচিতং তব॥ ১৭॥ অহং কর্ত্তা হি লোকানাং যজ্ঞো নারায়ণঃ পরঃ। ন মামনাদৃত্য বিধে জীবনং জগতামজ॥ ১৮॥ অহমেব পরং জ্যোতিরহমেব পরা গতিঃ। মৎপ্রেরিতেন ভবতা সৃষ্টিরেষা বিধীয়তে॥ ১৯॥ এবং বিপ্রকৃতৌ মোহাৎ পরস্পরজয়ৈষিণৌ। প্রপচ্ছতুঃ প্রমাণজ্ঞানাগমাংশ্চতুরোহপি তৌ॥ ২০॥ বিধিক্রতূ উচতুঃ। বেদাঃ প্রমাণং সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠাং পরমামিতাঃ। যুয়মেব ন সন্দেহঃ কিং তত্ত্বং প্রতিতিষ্ঠত॥ ২১॥ শ্রুতয় উচুঃ। যদি মান্যা বয়ং দেবৌ সৃষ্টিস্থিতিকরৌ বিভূ। তদা প্রমাণং বক্ষ্যামো ভবৎসন্দেহভেদকম্॥ ২২॥ শ্রুত্যুক্তমিদমাকর্ণ্য প্রোচতুস্তৌ শ্রুতীঃ প্রতি। যুষ্মদুক্তং প্রমাণং নৌ কিং তত্ত্বং সম্যগুচ্যতাম্॥ ২৩॥ ঋগুবাচ। যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। যদাহুস্তৎপরং তত্ত্বং স রুদ্রস্ত্বেক এব হি॥ ২৪॥ যজুরুবাচ। যো যজ্ঞৈরখিলৈরীশো যোগেন চ সমিজ্যতে। যেন প্রমাণং হি বয়ং স একঃ সর্ব্বদৃক্ শিবঃ॥ ২৫॥ সামোবাচ। যেনেদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যো বিচিন্ত্যতে। যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং স একস্ত্র্যম্বকঃ পরঃ॥ ২৬॥ অথর্ব্বোবাচ। যং প্রপশ্যন্তি দেবেশং ভক্ত্যানুগ্রহিণো জনাঃ। তমাহুরেকং কৈবল্যং শঙ্করং দুঃখতস্করম্॥ ২৭॥ শ্রুতীরিতং নিশম্যেত্থং তাবতীব বিমোহিতৌ। স্মিত্বাহতুঃ ক্রতুবিধী মোহান্ধ্যেনাঙ্কিতৌ মুনে॥ ২৮॥ কথং প্রমথনাথোহসৌ রমমাণো নিরন্তরম্। দিগম্বরঃ পিতৃবনে শিবয়া ধূলিধূসরঃ॥ ২৯॥ বিটঙ্কবেশো জটিলো বৃষগো ব্যালভূষণঃ। পরং ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ ক চ তৎসঙ্গবর্জ্জিতম্॥ ৩০॥ তদুদীরিতমাকর্ণ্য প্রণবাত্মা সনাতনঃ। অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান্ ভূত্বা হসমান উবাচ তৌ॥ ৩১॥ প্রণব উবাচ। নহ্যেষ ভগবান্ শক্ত্যা স্বাত্মনো ব্যতিরিক্তয়া। কদাচিদ্রমতে রুদ্রো লীলারূপধরো হরঃ॥ ৩২॥ অসৌ হি ভগবানীশঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ

ক্রতু হাস্য করিয়া ক্রোধরক্তলোচনে বলিতে লাগিলেন যে, "তুমি পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া কি বলিতেছ? ভবাদৃশ যোগীর এবংবিধ মোহ উচিত নহে। আমিই লোকত্রয়কর্ত্তা, যজ্ঞ ও পরাৎপর নারায়ণ। হে অজ! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ত্রিজগতে জীবন থাকা অসম্ভব। আমিই পরম জ্যোতিঃ ও পরম গতি। তুমি আমাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াই এই সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন কর।" এইরূপে মোহবশতঃ পরস্পর জয়েচ্ছায় বিরোধী হইয়া বিধি ও ক্রতু, প্রমাণজ্ঞ চতুর্ব্বেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে বেদগণ! আপনাদিগের সর্ব্বত্রই প্রমাণরূপে পরম প্রতিষ্ঠা আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; অতএব বলুন, পরম তত্ত্ব কি অবগত আছেন? তাহাতে শ্রুতিগণ বলিলেন,—"হে সৃষ্টিস্থিতিকারক দেবদ্বয়! যদি আমাদিগের কথা মান্য করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের সংশয়চ্ছেদি প্রমাণ বলিতে পারি।" শ্রুতিগণের এই কথা শুনিয়া বিধি ও ক্রতু বলিলেন,—"আপনাদিগের কথাই প্রমাণ, অতএব পরম তত্ত্ব কি, তাহা বিশেষরূপে বলুন।" তখন ঋগ্বেদ বলিলেন,—"যাঁহার অন্তরে সমুদয় ভূতগণ অবস্থিত আছে, যাঁহা হইতে সমস্ত উদ্ভূত হইতেছে ও যাঁহাকে পণ্ডিতগণ "তত্ত্ব" শব্দের বাচ্য বলেন, সেই এক রুদ্রই পরম তত্ত্ব।" যজুর্ব্বেদ বলিলেন,—"যিনি নিখিল যাগ ও যোগ দ্বারা আরাধিত হইয়া থাকেন এবং যাঁহার বলে আমরা প্রমাণস্বরূপে গণ্য হইয়াছি, সেই সর্ব্বদর্শী শিবই পরমতত্ত্ব।" সামবেদ বলিলেন,—"যিনি এই বিশ্বমণ্ডলকে ভ্রমণ করাইতেছেন, যাঁহাকে যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন ও যাঁহার জ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত, সেই ত্র্যম্বকই একমাত্র পরমতত্ত্ব।" অথর্ব্ববেদ বলিলেন,—"ভক্তিসাধনবলে মনুষ্যগণ যাঁহাকে দেখিতে পাইয়া থাকেন সেই, কৈবল্যরূপী দুঃখহর শঙ্করকেই একমাত্র পরমতত্ত্ব বলিয়া থাকেন।" হে মুনে! শ্রুতিগণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মায়ামোহিত মোহান্ধ সেই বিধি ও ক্রতু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"পরমব্রহ্ম সঙ্গমুক্ত, তবে কিরূপে শ্মশানভূমে শিবার সহিত নিরন্তর ক্রীড়ারত, ভস্মলিপ্তাঙ্গ, জটাজুটধারী, বৃষবাহন, সর্পভূষণ, বিকটবেশ, দিগম্বর প্রমথনাথ সেই পরমব্রহ্ম হইতে পারেন? তাঁহাদিগের এইবাক্য শ্রবণে নিরাকার প্রণবরূপী সনাতন মূর্ত্তিমান্ হইয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। ১৬—৩১। প্রণব বলিলেন,—লীলারূপধারী ভগবান্ রুদ্ররূপী এই হর নিজ আত্মাতিরিক্ত শক্তির সহিত কদাপি ক্রীড়া করেন না। এই ভগবান্ ঈশ্বর স্বয়ং সনাতন জ্যোতিঃস্বরূপ। এই

সনাতনঃ। আনন্দরূপা তস্যৈষা শক্তির্নীগন্তকী শিবা ॥ ৩৩ ॥ ইত্যেবমুক্তোঽপি তদা মখমূর্ত্তে-রজস্য হি। নাজ্ঞানমগমন্নাশং শ্রীকণ্ঠস্যৈব মায়য়া ॥ ৩৪ ॥ প্রাদুরাসীত্ততো জ্যোতিরুভয়োরন্তরে মহৎ। পূরয়ন্নিজয়া ভাসা দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্ ॥ ৩৫ ॥ জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যস্থো দদৃশে পুরুষাকৃতিঃ। প্রজজ্বালাথ কোপেন ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ ॥ ৩৬ ॥ আবয়োরন্তরে কোঽসৌ বিভৃয়াৎ পুরুষাকৃতিম্। বিধিঃ সম্ভাবয়েদ্যাবত্তাবৎ স হি বিলোকিতঃ ॥ ৩৭ ॥ স্রষ্ট্রা ক্ষণেন চ মহান্ পুরুষো নীললোহিতঃ। ত্রিশূলপাণির্ভালাক্ষো নাগোড়ুপবিভূষণঃ ॥ ৩৮ ॥ হিরণ্যগর্ভস্তং প্রাহ জানে ত্বাং চন্দ্রশেখরম্। ভালস্থলান্মম পুরা রুদ্রঃ প্রাদুরভূস্তবান্ ॥ ৩৯ ॥ রোদনাদ্রুদ্রনাম্নাপি যোজিতোঽসি ময়া পুরা। মামেব শরণং যাহি পুত্র রক্ষাং করোমি তে ॥ ৪০ ॥ অথেশ্বরঃ পদ্মযোনেঃ শ্রুত্বা গর্ব্ববতীং গিরম্। স কোপতঃ সমুৎপাদ্য পুরুষং ভৈরবাকৃতিম্ ॥ ৪১ ॥ প্রাহ পঙ্কজজন্মাসৌ শাস্যস্তে কালভৈরব। কালবদ্রাজসে সাক্ষাৎ কালরাজস্ততো ভবান্ ॥ ৪২ ॥ বিশ্বং ভর্ত্তুং সমর্থোঽসি ভরণাদ্ভৈরবঃ স্মৃতঃ। ত্বত্তো ভেষ্যতি কালোঽপি ততস্ত্বং কালভৈরবঃ ॥ ৪৩ ॥ আমর্দ্দয়িষ্যতি ভবাংস্তুষ্টো দুষ্টাত্মনো যতঃ। আমর্দ্দক ইতি খ্যাতিং ততঃ সর্ব্বত্র যাস্যতি ॥ ৪৪ ॥ যতঃ পাপানি ভক্তানাং ভক্ষয়িষ্যতি তৎক্ষণাৎ। পাপভক্ষণ ইত্যেব তব নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥ যা মে মুক্তিপুরী কাশী সর্ব্বাভ্যোঽপি গরীয়সী। আধিপত্যঞ্চ তস্যাস্তে কালরাজ সদৈব হি ॥ ৪৬ ॥ তত্র যে পাপকর্ত্তারস্তেষাং শাস্তা ত্বমেব হি। শুভাশুভং ন তৎকর্ম্ম চিত্রগুপ্তো লিখিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ এতান্ বরান্ প্রগৃহ্যাথ তৎক্ষণাৎ কালভৈরবঃ। বামাঙ্গুলিনখাগ্রেণ চকর্ত্ত চ শিরো বিধেঃ ॥ ৪৮ ॥ যদঙ্গমপরাধ্নোতি কার্য্যং তস্যৈব শাসনম্। অতো যেন কৃতা নিন্দা তচ্ছিন্নং পঞ্চমং শিরঃ ॥ ৪৯ ॥ যজ্ঞমূর্ত্তিধরো বিষ্ণুস্ততস্তুষ্টাব শঙ্করম্। ভীতো হিরণ্যগর্ভোঽপি জজাপ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৫০ ॥ আশ্বাস্য তৌ মহাদেবঃ প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ। প্রাহ স্বাং মূর্ত্তিমপরাং ভৈরবং তং কপর্দ্দিনম্ ॥ ৫১ ॥ মান্যোঽধ্বরোঽসৌ ভবতা তথা শতধৃতিস্ত্বয়ম্।

শিবা তাঁহারই আনন্দরূপ শক্তি, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন। প্রণব তখন এইরূপ বলিলেও শ্রীকণ্ঠেরই মায়া বশতঃ বিধি ও ক্রতুদেবের অজ্ঞান তিরোহিত হইল না। অনন্তর সেই উভয়ের মধ্যস্থলে নিজ-প্রভায় দ্যুলোক ও ভূর্লোকের মধ্যভাগ পরিপূর্ণ করিয়া এক পরমজ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যে এক পুরুষের আকার দেখা গেল! তদ্দর্শনে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল। তখন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, আমা-দিগের উভয়ের মধ্যে পুরুষাকৃতিধারী উনি কে?" এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে ত্রিশূলপাণি, কপাললোচন, ভগবান্ মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন ও দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"তুমিই আমার ভালস্থল হইতে পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে ও রোদন হেতু তোমায় "রুদ্র" নাম দিয়াছিলাম, এক্ষণে হে পুত্র! তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমায় রক্ষা করিব।" অনন্তর ঈশ্বর, পদ্মযোনির এই সগর্ব্ব বাক্য শুনিয়া কোপ বশে এক ভৈরবাকৃতি পুরুষ সৃষ্টি করিয়া সেই পুরুষকে বলিলেন,—"হে কালভৈরব! তুমি এই ব্রহ্মাকে শাসন কর। তুমি কালের ন্যায় বিরাজমান, অতএব তোমার "কালরাজ" নাম হইবে ও তুমি বিশ্বভরণে সমর্থ, এই জন্য তোমার নাম 'ভৈরব' হইবে। তোমাকে কালও ভয় করিবে বলিয়া, তোমার নাম 'কালভৈরব' হইবে। যেহেতু তুমি তুষ্ট হইয়া দুর্বৃত্তগণের মর্দ্দন করিবে, এই নিমিত্ত তুমি "আমর্দ্দক" নামে বিখ্যাত হইবে, আর তৎক্ষণাৎ ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিবে বলিয়া, তোমার "পাপভক্ষণ" এই নাম হইবে। হে কালরাজ! আমার যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাশী-পুরী আছে, তথায় তোমার সর্ব্বদা আধিপত্য থাকিবে। চিত্রগুপ্ত এ স্থানের পাপপুণ্যকর্ম্ম লিখিতে পারিবে না।" অনন্তর কালভৈরব মহে-শ্বরের নিকট এই সকল বর প্রাপ্ত হইয়া, বাম-হস্তের অঙ্গুলিনখাগ্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিধাতার মস্তক ছেদন করিলেন।৩২—৪৮। যে অঙ্গ অপরাধ করে, তাহারই শাসন করা উচিত। অতএব ব্রহ্মা যে অঙ্গে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই পঞ্চম মস্তকই তাঁহা কর্ত্তৃক ছিন্ন হইল। ইহা দেখিয়া যজ্ঞমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু, শঙ্করের স্তুতি আরম্ভ করিলেন, হিরণ্যগর্ভও ভীত হইয়া "শতরুদ্রিয়" জপ করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, নিজ মূর্ত্ত্যন্তর

কপালং বৈধসঞ্চাপি নীললোহিত ধারয়॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মহত্যাপনোদায় ব্রতং লোকায় দর্শয়ন্। চর ত্বং সততং ভিক্ষাং কাপালিব্রতমাস্থিতঃ। ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দেবস্তেজোরূপস্তদা শিবঃ॥ ৫৩॥ উৎপাদ্য কন্যামেকান্তু ব্রহ্মহত্যেতি বিশ্রুতাম্। রক্তাম্বরধরাং রক্তাং রক্তস্রগ্গন্ধলেপনাম্॥৫৪॥ দংষ্ট্রাকরালবদনাং ললজ্জিহ্বাতিভীষণাম্। অন্তরিক্ষৈকপাদাগ্রাং পিবন্তীং রুধিরং বহু॥৫৫॥ কর্ত্রীকর্পরহস্তাগ্রাং স্ফুরৎপিঙ্গোগ্রতারকাম্। গর্জ্জয়ন্তীং মহাবেগাং ভৈরবস্যাপি ভীষণাম্॥৫৬॥ যাবদ্বারাণসীং দিব্যাং পুরীমেষ গমিষ্যতি। তাবত্ত্বং ভীষণে কালমনুগচ্ছোগ্ররূপিণি ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বত্র তে প্রবেশোঽস্তি ত্যক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্। নিযোজ্য তামিতি শিবোঽপ্যন্তর্দ্ধানং গতস্ততঃ॥ ৫৮॥ তৎসান্নিধ্যাদ্ভৈরবোঽপি কালোঽভূৎ কালকালতঃ। স দেবদেববাক্যেন বিভ্রৎ কাপালিকং ব্রতম্॥ ৫৯ ॥ কপালপাণিবিশ্বাত্মা চচার ভুবনত্রয়ম্। নাত্যাক্ষীচ্চাপি তং দেবং ব্রহ্মহত্যা সুদারুণা॥ ৬০ ॥ সত্যলোকেঽপি বৈকুণ্ঠে মহেন্দ্রাদিপুরীষপি। ত্রিজগৎপতিরুগ্রোঽপি ব্রতী ত্রিজগতীশ্বরঃ॥ ৬১ ॥ প্রতিতীর্থং ভ্রমন্নাপি বিমুক্তো ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৬২ ॥ অনেনৈবানুমানেন মহিমা ত্ববগম্যতাম্। ব্রহ্মহত্যাপনোদিন্যাঃ কাশ্যাঃ কলশসম্ভব॥৬৩॥ সন্তি তীর্থান্যনেকানি বহুন্যায়তনানি চ। অবিত্রিলোকি নো কাশ্যাঃ কলামর্হন্তি ষোড়শীম্॥৬৪॥ তাবদ্গর্জ্জন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যলম্। যাবন্নাম ন শৃণ্বন্তি কাশ্যাঃ পাপাচলাশনেঃ॥ ৬৫ ॥ প্রমথৈঃ সেব্যমানোঽয়ং ত্রিলোকীং বিচরন্ হরঃ। কাপালিকো যযৌ দেবো নারায়ণনিকেতনম্॥ ৬৬॥ অথায়ান্তং মহাকালং ত্রিনেত্রং সর্পকুণ্ডলম্। মহাদেবাংশসম্ভূতং ভৈরবং ভীষণাকৃতিম্॥ ৬৭॥ পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ দৃষ্ট্বা তং গরুড়ধ্বজঃ। দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব দেবনার্য্যঃ সমন্ততঃ॥ ৭৮॥ নিপেতুঃ প্রণিপত্যৈনং প্রণতঃ কমলাপতিঃ। শিরস্যঞ্জলিমারোপ্য তুষ্টাব বহুবিধৈস্তবৈঃ॥ ৬৯॥ ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতাং প্রাহ পদ্মালয়াং হরিঃ। প্রিয়ে পশ্যাব্জনয়নে ধন্যাসি সুভগেঽনঘে॥ ৭০॥ ধন্যোঽহং দেবি সুশ্রোণি যৎ পশ্যাবো জগৎপতিম্। অয়ং ধাতা বিধাতা চ

কপর্দী ভৈরবকে বলিলেন,—হে নীললোহিত! এই যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও ব্রহ্মা তোমার মান্য। তুমি ব্রহ্মার এই কপাল ধারণ করিয়া, ব্রহ্মহত্যা পাপ অপনোদনের জন্য, কাপালিকব্রত অবলম্বন করত লোকশিক্ষার্থ নিজ ব্রত দেখাইয়া, নিয়ত ভিক্ষাপূর্ব্বক বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া তেজোরূপী সনাতন ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে শিবও রক্তবর্ণা, রক্তাম্বরধারিণী, রক্তমাল্যানুলেপনা, দংষ্ট্রাকরালবদনা, জিহ্বালালনভীষণা, অন্তরীক্ষৈকচরণা, বহুশোণিতপায়িনী, কর্পরধারিণী, পিঙ্গলতারকা, ভৈরবেরও ভীতিপ্রদায়িনী, ব্রহ্মহত্যানাম্নী কন্যা সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে কালভৈরবের অনুগমন করিতে আদেশ, দিয়া ও বারাণসী ভিন্ন সর্ব্বত্রই তোমার গতি অব্যাহত হইবে' এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই ব্রহ্মহত্যা নাম্নী কন্যার সংসর্গে কালভাবন ভৈরব কৃষ্ণবর্ণ হইলেন ও দেবদেবের আদেশে কাপালিক ব্রত অবলম্বন করিয়া কপালহস্তে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুদারুণ ব্রহ্মহত্যা সত্যলোক, বৈকুণ্ঠলোক বা ইন্দ্রাদি-নগরীতে সেই কালভৈরবকে ত্যাগ করিল না। ত্রিজগৎপতি রুদ্ররূপী কালভৈরবও ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিভুবন বিচরণ ও প্রতিতীর্থে ভ্রমণ করিয়াও সেই ব্রহ্মহত্যামুক্ত হইলেন না। হে কুম্ভসম্ভব! ইহা দ্বারাই অনুমানে অবগত হও যে, ব্রহ্মহত্যাপনোদিনী কাশীর মাহাত্ম্য কতদূর। ত্রিলোকমধ্যে অনেক তীর্থ ও বহুতর পুণ্যায়তন আছে; কিন্তু সে সমস্ত কাশীর ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য নহে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপসমূহ তাবৎ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া থাকে, যাবৎ তাহারা পাপরূপ পর্ব্বতের অশনিস্বরূপ কাশীর নাম শ্রবণ করে না। প্রমথসেবিত কাপালিকব্রতধারী ভগবান্ কালভৈরব ত্রিভুবন বিচরণ করিয়া নারায়ণের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, সর্পকুণ্ডলধারী ত্রিনেত্র ভীষণাকৃতি মহাদেবাংশসম্ভূত কালভৈরবকে উপস্থিত দেখিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য দেবগণ, মুনিগণ ও দেবপত্নী সকল চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মীপতি হরি প্রণতভাবে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বিবিধ স্তবে তাঁহার স্তব করিয়া ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত, পদ্মালয়াকে বলিলেন,—অয়ি প্রিয়ে কমললোচনে! দেখ তুমি আজ ধন্যা, অয়ি সুভগে! অনঘে! সুশ্রোণি দেবি! আমিও আজ ধন্য; কারণ আমরা উভয়ে আজ ত্রিজগৎপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ইনিই ধাতা, বিধাতা, লোকসমূহের

লোকানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৭১ ॥ অনাদিঃ শরণঃ শান্তঃ পরঃ ষড়্‌বিংশসম্মিতঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বযোগীশঃ সর্ব্বভূতৈকনায়কঃ ॥ ৭২ ॥ সর্ব্বভূতান্তরাত্মায়ং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদঃ সদা। যং বিনিদ্রা বিনিঃশ্বাসাঃ শান্তা ধ্যানপরায়ণাঃ। ধিয়া পশ্যন্তি হৃদয়ে সোঽয়মদ্য সমীক্ষ্যতাম্ ॥ ৭৩ ॥ যং বিদুর্বেদতত্ত্বজ্ঞা যোগিনো যতমানসাঃ। অরূপো রূপবান্ ভূত্বা সোঽয়মায়াতি সর্ব্বগঃ ॥ ৭৪ ॥ অহো বিচিত্রং দেবস্য চেষ্টিতং পরমেষ্ঠিনঃ। যস্যাখ্যাং ব্রুবতাং নিত্যং ন দেহঃ সোঽপি দেহধৃক্ ॥ ৭৫ ॥ যং দৃষ্ট্বা ন পুনর্জ্জন্ম লভ্যতে মানবৈর্ভুবি। সোঽয়মায়াতি ভগবান্ ত্র্যম্বকঃ শশিভূষণঃ ॥ ৭৬ ॥ পুণ্ডরীকদলাভাসে ধন্যে মেঽদ্য বিলোচনে। যয়োরতিথিতাং নীতো লীলারূপধরো হরঃ ॥ ৭৭ ॥ ধিক্ ধিক্ পরন্তু দেবানাং পরং দৃষ্টাত্র শঙ্করম্। লভ্যতে যন্ন নির্ব্বাণং সর্ব্বদুঃখান্তকৃত্তু যৎ ॥ ৭৮ ॥ দেবত্বাদশুভং কিঞ্চিদ্দেবলোকে ন বিদ্যতে। দৃষ্ট্বাপি সর্ব্বদেবেশং যন্মুক্তিং ন লভামহে ॥ ৭৯ ॥ এবমুক্ত্বা হৃষীকেশঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ। প্রণিপত্য মহাদেব-

---

প্রভু ঈশ্বর, অনাদি, শান্ত, শরণ, পরাৎপর ও পরমাত্মা। ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বযোগিশ্বর, সর্ব্বভূতৈকনায়ক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও সকলের সর্ব্বদা সর্ব্বাভীষ্টদাতা। শান্ত যোগীগণ তন্দ্রাহীন নিরুদ্ধশ্বাস ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া জ্ঞানচক্ষে যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন, অদ্য তিনি এই আসিয়াছেন, নিরীক্ষণ কর। জিতেন্দ্রিয় বেদতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ যাঁহাকে জানিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অরূপ হইলেও অদ্য রূপবান্ হইয়া এই আসিয়াছেন। অহো! ভগবান্ পরমব্রহ্মের বিচিত্র লীলা! যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে দেহ ধারণ করিতে হয় না, তিনি অদ্য দেহধারী। যাঁহাকে দর্শন করিলে মনুষ্যের পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই শশিমৌলি ভগবান্ ত্রিলোচন এই আসিয়াছেন। অদ্য আমার পদ্মদলের ন্যায় সুবিশাল নয়নদ্বয় সার্থক হইল, যেহেতু লীলারূপধারী ভগবানের দর্শন পাইয়াছি। দেবগণের দেবত্বপদে ধিক্! যাহাতে ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিয়াও সর্ব্বদুঃখহর নির্ব্বাণপদ লাভ হয় না। হে দেবি! জগতে দেবত্বপদ অপেক্ষা অশুভকর আর কিছুই নাই; যেহেতু সর্ব্বদেবপতিকে দর্শন করিয়াও আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি

মিদমাহ বৃষধ্বজম্ ॥ ৮০ ॥ কিমিদং দেবদেবেন সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া বিভো। ক্রিয়তে জগতাং ধাত্রা সর্ব্বাপাপহরাব্যয় ॥ ৮১ ॥ ক্রীড়েয়ং তব দেবেশ ত্রিলোচন মহামতে। কিং কারণং বিরূপাক্ষ চেষ্টিতং তে স্মরার্দ্দন ॥ ৮২ ॥ কিমর্থং ভগবান্ শম্ভো ভিক্ষাং চরসি শক্তিপ। সংশয়ো মে জগন্নাথ নতত্রৈলোক্যরাজ্যদ ॥ ৮৩ ॥ এবমুক্তস্ততঃ শম্ভুর্বিষ্ণুমেতদুদাহরৎ। ব্রহ্মণস্তু শিরশ্ছিন্নমঙ্গুল্যগ্রনখেন হ ॥ ৮৪ ॥ তদঘপ্রতিঘং বিষ্ণো চরাম্যেবদ্‌ব্রতং শুভম্। এবমুক্তো. মহেশেন পুণ্ডরীকবিলোচনঃ ॥ ৮৫ ॥ স্মিত্বা কিঞ্চিন্নতশিরাঃ পুনরেবং ব্যজিজ্ঞপৎ। যথেচ্ছসি তথা ক্রীড় সর্ব্ববিষ্টপনায়ক। মায়য়া মাং মহাদেব ন চ্ছাদয়িতুমর্হসি ॥ ৮৬ ॥ নাভীকমলকোশাত্তু কোটিশঃ কমলাসনান্ ॥ ৮৭ ॥ কল্পে কল্পে সৃজামীশ ত্বন্নিয়োগবলাদ্বিভো। ত্যজ মায়ামিমাং দেব দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ ॥ ৮৮ ॥

না। আনন্দপুলকিতদেহে হৃষীকেশ লক্ষ্মীকে এইরূপ বলিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বৃষবাহন মহাদেবকে এই কথা বলিলেন যে, হে সর্ব্বপাপহর! বিভো! অব্যয়! আপনি দেবদেব, সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিজগতের বিধাতা হইলেও আপনার এ কি আচরণ? হে দেবপতে! হে মহামতে! ত্রিলোচন! আপনার কি লীলা? হে স্মরান্তক! বিরূপাক্ষ! আপনার এই রূপ আচরণের কারণ কি? হে শক্তিপতে! ভগবন্! শম্ভো! কি নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া বিচরণ করিতেছেন? হে প্রণতজনের ত্রৈলোক্যরাজ্যপ্রদ! জগৎপতে! এ বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিয়াছে। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া শম্ভু তাঁহাকে বলিলেন যে, হে বিষ্ণো! আমি অঙ্গুলির নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছিলাম, তদবধি এই শুভব্রত ধারণ করিয়াছি। মহেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু অবনতমস্তক হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক পুনরায় এইরূপ নিবেদন করিলেন,-- হে সর্ব্ববিজ্ঞাননায়ক! আপনি যথেচ্ছ ক্রীড়া করুন, কিন্তু হে মহাদেব! আমাকে মায়াবলে আপনার আচ্ছন্ন করা উচিত নহে।৪৯—৮৬। হে ঈশ! আপনার আদেশে আমি নাভিপদ্মকোষ হইতে কল্পে কল্পে কোটি কোটি ব্রহ্মা সৃজন করিতেছি। হে বিভো! মূঢ়গণের অনুত্তরণীয় এই মায়াকে আপনি ত্যাগ করুন; হে মহাদেব! আমি

মদাদয়ো মহাদেব মায়য়া তব মোহিতাঃ। যথাবদব-
গচ্ছামি চেষ্টিতং তে শিবাপতে ॥ ৮৯ ॥ সংহার-
কালে সম্প্রাপ্তে সদেবানখিলান্মুনীন্। লোকান্
বর্ণাশ্রমবতো হরিষ্যসি যদা হর ॥ ৯০ ॥ তদা ক হে
মহাদেব পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্। পারতন্ত্র্যং ন তে
শম্ভো স্বৈরং ক্রীড়েস্ততো ভবান্ ॥ ৯১ ॥ অতীত-
ব্রহ্মণামস্থ্যাং স্রক্কণ্ঠে তব ভাসতে। তদা তদা ক
নু গতা ব্রহ্মহত্যা তবানঘ ॥ ৯২ ॥ কৃত্বাপি সুমহৎ
পাপং ত্বাং যঃ স্মরতি ভাবতঃ। আধারং জগতা-
মীশং তস্য পাপং বিলীয়তে ॥ ৯৩ ॥ যথা
তমো ন তিষ্ঠেত সন্নিধাবংশুমালিনঃ। তথা ন
তব ভক্তস্য পাপং তস্য ব্রজেৎ ক্ষয়ম্ ॥ ৯৪ ॥
যশ্চিন্তয়তি পুণ্যাত্মা তব পাদাম্বুজদ্বয়ম্। ব্রহ্মহত্যা-
দিকমপি পাপং তস্য ব্রজেৎ ক্ষয়ম্ ॥ ৯৫ ॥ তব
নামানুরক্তা বাক্ যস্য পুংসো জগৎপতে।
অপ্যদ্রিকূটতুলিতং নৈনস্তমনুবাধতে ॥ ৯৬ ॥ রজসা
তমসা বিবর্দ্ধিতং ক নু পাপং পরিতাপদায়কম্।
ক চ তে শিবনাম মঙ্গলং জনজীবাতুজগত্রুজা-
পহম্ ॥ ৯৭ ॥ যদি জাতুচিদস্য কস্যচিৎ তব নামৌষ্ঠ-
পুটাদ্বিনিঃসৃতম্। শিব শঙ্কর চন্দ্রশেখরেত্যসকৃত্তস্য
ন সংসৃতিঃ পুনঃ ॥ ৯৮ ॥ পরমাত্মন্ পরং ধাম স্বেচ্ছা-
বিধৃতবিগ্রহ। কুতূহলং তবেশেদং ক পরাধীনতে-
শ্বরে ॥ ৯৯ ॥ অদ্য ধন্যোঽস্মি দেবেশ যং ন পশ্যন্তি
যোগিনঃ। পশ্যামি তং জগন্মূলং পরমেশ্বর-
মক্ষয়ম্ ॥ ১০০ ॥ অদ্য মে পরমো লাভস্ত্বদ্য মে
মঙ্গলং পরম্। ত্বদ্দৃষ্ট্যমৃততৃপ্তস্য তৃণং স্বর্গাপবর্গদম্ ॥
১০১ ॥ ইত্থং বদতি গোবিন্দে বিমলা পদ্ময়া তয়া।
মনোরথবতী নাম ভিক্ষা পাত্রে সমর্পিতা ॥ ১০২ ॥
ভিক্ষাটনায় দেবোঽপি নিরগাৎ পরয়া মুদা।
দৃষ্ট্বানুযায়িনীং তাস্তু সমাহূয় জনার্দ্দনঃ। সম্প্রার্থয়দ্-
ব্রহ্মহত্যাং বিমুঞ্চ ত্বং ত্রিশূলিনম্ ॥ ১০৩ ॥
ব্রহ্মহত্যোবাচ। অনেনাপি মিষেণাহং সংসেব্যামুং
বৃষধ্বজম্। আত্মানং পাবয়িষ্যামি ক পুনর্ভবদর্শ-
নম্ ॥ ১০৪ ॥ সা তত্যাজ ন তৎপার্শ্বং ব্যাহৃতাপি
মুরারিণা। তমূচেঽথ হরিং শম্ভুঃ স্মেরাস্যো বচনং
শুভম্ ॥ ১০৫ ॥ ত্বদ্বাক্পীযূষপানেন তৃপ্তোঽস্মি

ও অপরাপর সকলেই আপনার মায়ায় মোহিত; তাহা হইলে হে শিবাপতে! আপনার চেষ্টা যথাযথ অবগত হইতে পারি। হে হর! সংহারকাল উপস্থিত হইলে আপনি যখন সমস্ত দেবতা, মুনি ও বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট লোকগণকে সংহার করিবেন, তখন আপনার ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কোথায় রহিবে? হে শম্ভো! আপনি কাহারও পরতন্ত্র নহেন এই নিমিত্ত আপনি যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে অনঘ! কত অতীত ব্রহ্মার অস্থিমালা আপনার কণ্ঠে শোভা পাইতেছে, তখন আপনার ব্রহ্মহত্যা কোথায় ছিল? হে ঈশ! মহাপাপ করিয়াও যে ব্যক্তি আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করে, তাহার পাপ লীন হইয়া যায়। সূর্য্যের সন্নিকটে অন্ধকার যেমন আসিতে পারে না, সেইরূপ আপনার ভক্তের পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি আপনার চরণযুগল ধ্যান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হে জগৎপতে! যে ব্যক্তি আপনার নাম কীর্ত্তন করে, তাহার পাপনিচয় গিরিশৃঙ্গ-পরিমিত হইলেও তাহাকে কষ্টদানে সমর্থ হয় না। হে লোকজীবন! রজোগুণ ও তমোগুণে বর্দ্ধিত এবং পরিতাপদায়ক পাপরাশি কোথায়? আর জগত্তারক রোগ-হারী আপনার মঙ্গলময় শিবনামই বা কোথায়? হে অন্ধকরিপো! যদি কখনও মনুষ্যের ওষ্ঠপুট হইতে 'শিব', 'শঙ্কর' 'চন্দ্রশেখর'—এই কয়েকটী নাম বারংবার নিঃসৃত হয়, তাহার আর সংসারে আসিতে হয় না। হে ঈশ! আপনি পরমাত্মা, পরম জ্যোতি ও ইচ্ছামূর্ত্তিধারী; এই সমস্তই আপনার কৌতুহল মাত্র, নতুবা ঈশ্বরের পরাধীনতা কোথায়? হে দেবেশ! অদ্য আমি ধন্য! যাঁহাকে যোগিগণ দর্শন করিতে পারেন না, সেই অক্ষয় জগন্নিদান পরমেশ্বরের দর্শন পাইলাম। আজ আমার পরম লাভ, আজ আমার পরম মঙ্গল। আপনার দর্শনরূপ অমৃতে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বর্গ ও মুক্তি পর্য্যন্ত তৃণজ্ঞান করিতেছি। বিষ্ণু এইরূপ বলিলে পর স্বয়ং লক্ষ্মী মহাদেবের পাত্রে মনোরথবতীনামে পবিত্র ভিক্ষা প্রদান করিলেন। ৮৭—১০২। তখন ভৈরবরাজও পরমানন্দে ভিক্ষাচরণের জন্য তথা হইতে নির্গত হইলেন। জনার্দ্দন বিষ্ণু, ব্রহ্মহত্যাকে তাঁহার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক ত্রিশূলীকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা কহিল, আমি এই প্রসঙ্গে বৃষধ্বজের সেবা করিয়া আপনাকে পবিত্র করিব, নতুবা মহাদেবের সাক্ষাৎকার কোথায় পাইব? ইহা বলিয়া ব্রহ্মহত্যা বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর শম্ভু সহাস্যমুখে বিষ্ণুকে বলি-

বহুমানদ। বরং বৃণীষ গোবিন্দ বরদোঽস্মি তবানঘ ॥ ১০৬ ॥ ন মাদ্যন্তি তথা ভৈক্ষৈর্ভিক্ষবোঽপ্যতিসংস্কৃতৈঃ। যথা মানসুধাপানৈর্মুনে ভিক্ষাটনজরাঃ ॥ ১০৭ ॥ শ্রীমহাবিষ্ণুরুবাচ। এষ এব বরঃ শ্লাঘ্যো যদহং দেবতাধিপম্। পশ্যামি ত্বাং দেবদেবং মনোরথপথাতিগম্ ॥ ১০৮ ॥ অনভ্রেঽস্তু সুধাবৃষ্টিরনায়াসো মহোৎসবঃ। অযত্নো নিধিলাভো যদীক্ষণং হর তে সতাম্ ॥ ১০৯ ॥ অবিয়োগোঽস্তু মে দেব ত্বদঙ্ঘ্রিযুগলেন বৈ। এষ এব বরঃ শম্ভো নান্যং কঞ্চিদ্বরং বৃণে ॥ ১১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবতু তেঽনন্ত যত্ত্বয়োক্তং মহামতে। সর্ব্বেষামপি দেবানাং বরদস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১১১ ॥ অনুগৃহ্যেতি দৈত্যারিং কেন্দ্রাদিভুবনে চরন্। ভেজে বিমুক্তিজননীং নাম্না বারাণসীং পুরীম্ ॥ ১১২ ॥ যত্র স্থিতানাং জন্তূনাং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। অপি ব্রহ্মাদিদেবানাং পদানি বিপদাং পদম্ ॥ ১১৩ ॥ বরং বারাণসীবাসো জটী মুণ্ডী দিগম্বরঃ। নান্যত্র ছত্রসঙ্করবসুধামণ্ডলেশ্বরঃ ॥ ১১৪ ॥ বরং বারাণসীভিক্ষা ন লক্ষাধিপতাত্মতঃ। লক্ষাধীশো বিশেদ্গর্ভং ভিক্ষাশী ন গর্ভভাক্ ॥ ১১৫ ॥ ভিক্ষাশী যত্র ভিক্ষুভ্যো দত্তামলকসম্মিতা। সুমেরুণাপি তুলিতা বারাণস্যাং গুরুর্ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥ বর্ষাশনং হি যো দদ্যাৎ কাশ্যাং সীদৎকুটুম্বিনে। যাবন্ত্যন্নানি তাবন্তি যুগানি স দিবীজ্যতে ॥ ১১৭ ॥ বারাণস্যাং বর্ষভোজ্যং যো দদ্যান্নিরুপায়িনে। স কদাচিত্তৃট্ক্ষুধা নো দুঃখং ভুঙ্ক্তে নরর্ষভঃ ॥ ১১৮ ॥ বারাণস্যাং নিবসতাং যৎ পুণ্যমুপজায়তে। তদেব সংবাসয়িতুঃ ফলং ত্ববিকলং ভবেৎ ॥ ১১৯ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি যস্যা নামোঽপি কীর্ত্তনাৎ। ত্যজন্তি পাপিনং কাশী সা কেনেহোপমীয়তে ॥ ১২০ ॥ ক্ষেত্রে প্রবিষ্টমাত্রেঽথ ভৈরবে ভীষণাকৃতৌ। হাহেত্যুক্ত্বা ব্রহ্মহত্যা পাতালতলমাবিশৎ ॥ ১২১ ॥ কপালং ব্রহ্মণো রুদ্রঃ সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্। হস্তাৎ পতিতমালোক্য ননর্ত্ত পরয়া মুদা ॥ ১২২ ॥

লেন,—হে বহুমানদ গোবিন্দ! আমি তোমার বাক্য-সুধাপানে পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব হে অনঘ! আমি তোমায় বর দিতেছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা করিতে গিয়া সম্মান পাইলে যেরূপ সুখী ও আনন্দিত হইয়া থাকে, প্রচুর পবিত্র ভিক্ষা-দ্রব্যলাভেও তাহারা তদ্রূপ আনন্দিত হয় না। তাহা শুনিয়া বিষ্ণু কহিলেন,—ইহাই আমার শ্লাঘনীয় বর যে, আমি মনোরথপথের অতীত দেবগণের অধিপতি দেবদেবকে দর্শন করিতেছি। হে হর! আপনার দর্শন, সজ্জনের পক্ষে বিনামেঘে অমৃতবৃষ্টি, বিনা আয়াসে মহোৎসব ও বিনা যত্নে নিধিলাভের সদৃশ। অতএব হে দেব শম্ভো! আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের সহিত কখন যেন আমার বিচ্ছেদ না ঘটে, ইহাই আমার প্রার্থনা; অপর কোন বর আমি চাহি না। তখন শ্রীভৈরব বলিলেন,—“হে দেব মহামতে! তুমি যাহা চাহিলে, তাহাই হইবে ও তুমি সর্ব্ব দেবগণের বরদাতা হইবে।” দৈত্যারিকে এই বরদানে অনুগৃহীত করিয়া কালভৈরব ইন্দ্রাদিলোকে বিচরণ করত মুক্তিদায়িনী বারাণসীনগরীতে গমন করিলেন; ব্রহ্মাদি দেবগণের পদও যে কাশীস্থিত জীবগণের ষোড়শভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে; বস্তুতঃ উহা বিপদের আকরস্বরূপ। বারাণসীতে জটাধারী, মুণ্ডিতমুণ্ড ও দিগম্বর হইয়াও বাস করা ভাল, কিন্তু অন্যত্র একচ্ছত্র সসাগর ধরামণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াও থাকা ভাল নহে। বারণসীতে ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াও বাস ভাল, কিন্তু অন্যত্র লক্ষাধিপতি হইয়াও থাকা ভাল নহে; কারণ, লক্ষপতির, গর্ভে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু ভিক্ষান্নভোজীর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কাশীতে আমলকী ফলপরিমিত ভিক্ষা ভিক্ষুকগণকে দিলে তাহা সুমেরুতুল্য গুরু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দরিদ্র গৃহস্থকে বর্ষভো অন্ন প্রদান করে, সে যত বৎসরের জন্য দান করে, তত যুগ স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। যে জন নিরুপায় ব্যক্তিকে বর্ষভোজ্য দান করে, তাহার কস্মিন্‌কালেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কাশীতে বাস করিলে যে পুণ্য জন্মে, তথায় কোন ব্যক্তিকে বাস করাইলেও অবিকল সেই ফল হইয়া থাকে। যাহার নাম করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহ, পাপিজনকে ত্যাগ করে, সেই কাশীর উপমা এ জগতে কাহার সহিত হইতে পারে? ১০৩—১২০। এবংবিধ কাশীক্ষেত্রে ভীষণাকৃতি ভৈরব প্রবিষ্টহইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা হাহাকারধ্বনি করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। তাঁহার হস্তহইতে ব্রহ্মার কপাল ভূতলে স্খলিত হইল। তাহাতে ভৈরব সর্ব্বসমক্ষে পরমানন্দে নৃত্য

বিধেঃ কপালং নাম্মুক্তং করমত্যন্তদুঃসহম্। হরস্য ভ্রমতঃ ক্বাপি তৎ কাশ্যাং ক্ষণতোঽপতৎ॥ ১২৩॥ শূলিনো ব্রহ্মণো হত্যা নাপৈতি স্ম চ যা ক্বচিৎ। সা কাশ্যাং ক্ষণতো নষ্টা কথং কাশী ন দুর্ল্লভা। অতঃ প্রদক্ষিণীকার্য্যা পূজনীয়া পুরী ত্বিয়ম্॥ ১২৫॥ বারাণসীতি কাশীতি মহামন্ত্রমিমং জপন্। যাবজ্জীবং ত্রিসন্ধ্যন্তু জন্তুর্জাতু ন জায়তে॥ ১২৬॥ অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং স্মরন্ প্রাণাংস্তু যস্ত্যজেৎ। দূরদেশান্তরস্থোঽপি সোঽপি জাতু ন জায়তে॥ ১২৭॥ আনন্দকাননে যস্য চিত্তং সংস্মরতে সদা। তৎ ক্ষেত্রনামস্মরণান্ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ১২৮॥ রুদ্রাবাসে বসেন্নিত্যং নরো নিয়তমানসঃ। এনসামপি সম্ভারং কৃত্বা কালাদ্বিমুচ্যতে॥ ১২৯॥ মহাশ্মশানমাসাদ্য যদি দৈবাদ্বিপদ্যতে। পুনঃ শ্মশানশয়নং ন ক্বাপি লভতে পুমান্॥ ১৩০॥ কপালমোচনং কাশ্যাং যে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ। তেষাং বিনঙ্ক্ষ্যতি ক্ষিপ্রমিহান্যত্রাপি পাতকম্॥ ১৩১॥ আগত্য তীর্থপ্রবরে স্নানং কৃত্বা বিধানতঃ। তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ১৩২॥ অশাশ্বতমিদং জ্ঞাত্বা বারাণস্যাং বসন্তি যে। দেহান্তে তৎ পরং জ্ঞানং তেষাং দাস্যতি শঙ্করঃ॥ ১৩৩॥ ইয়ং কাশীপুরী বিপ্র সাক্ষাদ্রুদ্রতনুঃ পরা। অনির্ব্বাচ্যা পরানন্দা দুষ্প্রাপেশবিরোধিভিঃ॥ ১৩৪॥ অস্যাস্তত্ত্বমহং জানে শিবভক্তিপরোঽপি বা। মুচ্যন্তে জন্তবোঽত্রৈব যথা যোগেন যোগিনঃ॥ ১৩৫॥ পরং পদমিয়ং কাশী পরানন্দ ইয়ং পুরী। ইয়মেব পরং জ্ঞানং সেব্যাসৌ মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ১৩৬॥ অত্রেশিত্বাপীশভক্তান্ বিরুণদ্ধি তু যঃ কুধীঃ। পুর্য্যৈ দ্রুহ্যতি বা মূঢ়স্তস্যান্যত্রাত্র নো গতিঃ॥ ১৩৭॥ কপালমোচনং তীর্থং পুরস্কৃত্বা তু ভৈরবঃ। তত্রৈব তস্থৌ ভক্তানাং ভক্ষয়ন্নঘসন্ততিম্॥ ১৩৮॥ পাপভক্ষণমাসাদ্য কৃত্বা পাপশতান্যপি। কুতো বিভেতি পাপেভ্যঃ কালভৈরবসেবকঃ॥ ১৩৯॥ আমর্দ্দয়তি পাপানি দুষ্টানাঞ্চ মনোরথান্। আমর্দ্দক ইতি খ্যাতস্ততোঽসৌ কালভৈরবঃ॥ ১৪০॥ কলিং কালং কলয়তি সদা কাশীনিবাসিনাম্। অতঃ খ্যাতিং পরাং প্রাপ্তঃ কালভৈরবসংজ্ঞিতাম্॥ ১৪১॥ সদৈব যস্য ভক্তেভ্যো যমদূতাঃ সুদারুণাঃ।

করিতে লাগিলেন। কালভৈরব নানাস্থান ভ্রমণ করিলেও তাঁহার হস্ত হইতে কুত্রাপি যে কপাল পতিত হয় নাই, কাশীতে আগমন করিবামাত্র তাহা পতিত হইল এবং যে ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে কুত্রাপি ত্যাগ করে নাই, তাহা ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইল; অতএব কাশী কেন না দুর্লভ হইবে? যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যায় "বারাণসী" ও "কাশী" এই মহামন্ত্র জপ করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে জন দূরদেশান্তরে থাকিয়াও অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রের নাম স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহারও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা আনন্দকাননে রত, সেই ক্ষেত্রনাম শ্রবণে তাহারও পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ হয় না। যে জন পাপসম্ভার বহন করিয়াও নিয়তচিত্তে রুদ্রাবাসে সর্ব্বদা বাস করে, সে ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি মহাশ্মশানে আসিয়া দৈবাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনরায় শ্মশানে শয়ন করিতে হয় না। যাহারা কাশীস্থিত কপালমোচন শিবের স্মরণ করিবে, তাহাদিগের ইহজন্মের ও পূর্ব্বজন্মের পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হইবে। তীর্থপ্রবর এই কাশীতে আগমন করিয়া যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে লোকের ব্রহ্মহত্যা দূরীভূত হয়। যাহারা দেহাদি অনিত্য ভাবিয়া বারাণসীতে বাস করে, অন্তকালে ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে সেই পরমজ্ঞান প্রদান করেন। হে বিপ্র! এই কাশীপুরী সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের অনির্ব্বাচ্য পরমানন্দ মূর্ত্তি ও ইহা শিবদ্বেষীদিগের অপ্রাপ্য। এই কাশীর তত্ত্ব আমি জানি এবং অত্যন্ত শিবভক্ত ব্যক্তিও জানে। এইস্থানে যোগবলে যোগীর ন্যায়, জীবগণ অক্লেশে মুক্তি লাভ করে। এই কাশীই পরমপদ, পরমানন্দ ও পরমজ্ঞানস্বরূপ; এই জন্যই মোক্ষার্থীদিগের সেব্য। যে ব্যক্তি কাশীতে বাস করিয়াও শৈবগণের বিরুদ্ধাচরণ করে বা এই পুরীর নিন্দা করে, তাহার কোন স্থানেই সদ্গতি লাভ হয় না। তৎপরে কালভৈরব কপালমোচন তীর্থ সম্মুখে রাখিয়া ভক্তগণের পাপভক্ষণ করিবার জন্য তথায় অবস্থিতি করিলেন। এই পাপভক্ষণকারী কালভৈরবের নিকট গিয়া যে তাঁহার সেবায় রত হয়, শত শত পাপ করিলেও তাহার ভয় কোথায়? ইনি পাপরাশি ও দুষ্টগণের মনোরথ সম্পূর্ণভাবে মর্দ্দন করেন বলিয়া ইহার নাম আমর্দ্দক হইয়াছে। ১২১—১৪০। কাশীবাসিগণের কলি ও কালভয় নিবারণ করেন, তজ্জন্য কালভৈরব নামে ইনি বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহার ভক্তগণের

পরমাং ভীকৃতাং প্রাপ্তাস্ততোঽসৌ ভৈরবঃ স্মৃতঃ॥ ১৪২॥ মার্গশীর্ষাসিতাষ্টম্যাং কালভৈরবসন্নিধৌ। উপোষ্য জাগরং কুর্ব্বন্ মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৪৩॥ যৎ কিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিতঃ। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি কালভৈরবদর্শনাৎ॥ ১৪৪॥ অনেকজন্মনিযুতৈর্যৎ কৃতং জন্তুভিস্ত্বঘম্। তৎ সর্ব্বং বিলয়ত্যাশু কালভৈরবদর্শনাৎ॥ ১৪৫॥ কৃত্বা চ বিবিধাং পূজাং মহাসম্ভারবিস্তরৈঃ। নরো মার্গাসিতাষ্টম্যাং বার্ষিকং বিঘ্নমুৎসৃজেৎ॥ ১৪৬॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং রবিভূমিজবাসরে। যাত্রাঞ্চ ভৈরবীং কৃত্বা কৃতৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৪৭॥ কালভৈরবভক্তানাং সদা কাশীনিবাসিনাম্। বিঘ্নং যঃ কুরুতে মূঢ়ঃ স দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৪৮॥ বিশ্বেশ্বরেঽপি যে ভক্তা নো ভক্তা কালভৈরবে। কাশ্যাং তে বিঘ্নসঙ্ঘাতং লভন্তে তু পদে পদে॥ ১৪৯॥ তীর্থকালোদকে স্নাত্বা কৃত্বা তর্পণমন্বহঃ। বিলোক্য কালরাজঞ্চ নিরয়াদুদ্ধরেৎ পিতৄন্॥ ১৫০॥ অষ্টৌ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রত্যহং পাপভক্ষণম্। নরো ন পাপৈর্লিপ্যেত মনোবাক্কায়সম্ভবৈঃ॥ ১৫১॥ তস্মিন্নামর্দ্দকে পীঠে জপ্ত্বা স্বাভীষ্টদেবতাম্। ষণ্মাসং সিদ্ধিমাপ্নোতি সাধকো ভৈরবাজ্ঞয়া॥ ১৫২॥ বারাণস্যামুষিত্বা যো ভৈরবং ন ভজেন্নরঃ। তস্য পাপানি বর্দ্ধন্তে শুক্লপক্ষে যথা শশী॥ ১৫৩॥ যং যং সঞ্চিন্তয়েৎ কামং পাপভক্ষণসেবয়া। বলিপূজোপহারৈশ্চ তং তং স সমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫৪॥ কালরাজং ন যঃ কাশ্যাং প্রতিভূতাষ্টমীকুজম্। ভজেত্তস্য ক্ষয়েৎ পুণ্যং কৃষ্ণপক্ষে যথা শশী॥ ১৫৫॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং ব্রহ্মহত্যাপনোদকম্। ভৈরবোৎপত্তিসংজ্ঞঞ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৫৬॥ বন্ধনাগারসংস্থোঽপি প্রাপ্তোঽপি বিপদং পরাম্। প্রাদুর্ভাবং ভৈরবস্য শ্রুত্বা মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ ১৫৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবো নামৈক-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। বর্হিযান সমাচক্ষ্ব হরিকেশ-সমুদ্ভবম্। কোঽসৌ কস্য সুতঃ শ্রীমান্ কীদৃগস্য

নিকট নিদারুণ যমদূত আসিতে পারে না, এইজন্য ইহাঁর নাম ভৈরব হইয়াছে। এই কাল-ভৈরবের নিকট, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া রাত্রিজাগরণ করিলে, মহাপাপ হইতে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে। ইহাঁকে দর্শন করিলে মনুষ্যবুদ্ধিকৃত সমস্ত অশুভ কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়। এই কালভৈরবের নিকট জাগরণ করিলে অনেকজন্মসঞ্চিত পাপসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে বিবিধ উপচারে ইহাঁর পূজা করিলে মানবগণের সংবৎসরের বিঘ্ন দূর হইয়া যায়। রবি মঙ্গলবারে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতিথিতে কাল-ভৈরবের যাত্রা করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যে মূঢ় ব্যক্তি সদা কাশীবাসী কাল-ভৈরব ভক্তগণের বিঘ্ন আচরণ করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জীবগণ, বিশ্বেশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়া কালভৈরবের প্রতি ভক্তি করে না, তাহারা কাশীতে পদে পদে বহু বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কালোদকতীর্থে স্নান করিয়া তর্পণ করত কালরাজকে দর্শন করিলে মনুষ্য নরক হইতে পিতৃ-পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ আটবার করিয়া পাপভক্ষককে প্রদক্ষিণ করে, সে বাঙ্মনঃকায়সম্ভূত পাপে লিপ্ত হয় না। সাধক পুরুষ সেই আমর্দ্দকতীর্থে ছয়মাস কাল ইষ্টদেবতার জপ করিলে ভৈরবাজ্ঞায় সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তি বারাণসীবাসী হইয়া কালভৈরবের ভজনা করে না, তাহার পাপ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিবিধ বলি, পূজা ও উপহারে কালভৈরবের পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কাশীতে যে ব্যক্তি প্রতি চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও মঙ্গলবারে কালরাজের অর্চ্চনা না করে, তাহার পুণ্য কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যানাশকারী ভৈরবোৎপত্তিনামক এই পবিত্র ইতিহাস যে শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বপাপমোচন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ভৈরবের প্রাদুর্ভাব-কথা শ্রবণ করে, সে কারাগারস্থিত হইলেও সঙ্কট হইতে মুক্ত হয় এবং কদাপি বিপন্ন হয় না। ১৭১—১৫৭।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে শিখিবাহন! এক্ষণে হরিকেশের উৎপত্তিকথা বলুন। সেই হরিকেশ

তপো মহৎ ॥ ১ ॥ কথঞ্চ দেবদেবস্য প্রিয়ত্বং সমুপেথিবান্। কাশীবাসিজনীনোঽভূৎ কথং বা দণ্ডনায়কঃ ॥ ২ ॥ এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং প্রসাদং কুরু মে বিভো। অন্নদত্তঞ্চ সম্প্রাপ্তঃ কথমেব মহামতিঃ ॥ ৩ ॥ সম্ভ্রমো বিভ্রমশ্চোভৌ কথং তদনুগামিনৌ। বিভ্রান্তিকারিণৌ ক্ষেত্র-বৈরিণাং সর্ব্বদা নৃণাম্ ॥ ৪ ॥ স্কন্দ উবাচ। সম্যগাপৃচ্ছি ভবতা কাশীবাসিসমাহিতম্। কুম্ভসম্ভব বিপ্রর্ষে দণ্ডপাণিকথানকম্ ॥ ৫ ॥ যদাকর্ণ্য নরঃ প্রাজ্ঞঃ কাশীবাসস্য যৎ ফলম্। নিষ্প্রত্যূহং তদাপ্নোতি বিশ্বভর্ত্তুরনুগ্রহাৎ ॥৬॥ রত্নভদ্র ইতি খ্যাতঃ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে। যক্ষঃ সুকৃতলক্ষশ্রীঃ পুরা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৭ ॥ পূর্ণভদ্রং সুতং প্রাপ্য সোঽভূৎ পূর্ণমনোরথঃ। বয়শ্চরমমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ ॥ ৮ ॥ শাম্ভবেনাথ যোগেন দেহমুৎসৃজ্য পার্থিবম্। আসসাদ শিবং শান্তং ত্যক্তসর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থকঃ ॥ ৯ ॥ পিতর্য্যুপরতে সোঽথ পূর্ণভদ্রো মহাযশা। সুকৃতোপাত্তবিভব-ভবসম্ভোগমুক্তিভাক্ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বান্ মনোরথাঁল্লেভে বিনা স্বর্গৈকসাধনম্। গার্হস্থ্যাশ্রমনেপথ্যং পথ্যং পৈতামহং মহৎ ॥ ১১ ॥ সংসারতাপসন্তপ্তাবয়বামৃতশীকরম্। অপত্যং পততাং পোতং বহুক্লেশমহার্ণবে ॥ ১২ ॥ পূর্ণভদ্রোঽথ সংবীক্ষ্য মন্দিরং সর্ব্বসুন্দরম্। তদ্বালকোমলালাপবিকলং ত্যক্তমঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥ শূন্যং দরিদ্রহৃদিব জীর্ণারণ্যমিবাথ বা। প্রান্তরবৎ প্রান্তরমিব খিন্নোঽতীবানপত্যবান্ ॥ ১৪ ॥ আহূয় গৃহিণীং সোঽথ যক্ষঃ কনককুণ্ডলাম্। উবাচ যক্ষিণীং শ্রেষ্ঠাং পূর্ণভদ্রো ঘটোদ্ভব ॥ ১৫ ॥ ন হর্ম্ম্যং সুখদং কান্তে দর্পণোদরসুন্দরম্। মুক্তাগবাক্ষসুভগং চন্দ্রকান্তশিলাজিরম্ ॥ ১৬ ॥ পদ্মরাগেন্দ্রনীলার্চ্চির্বর্চ্চিতাট্টালকং ক্বণৎ। বিদ্রুমস্তম্ভশোভাঢ্যং স্ফুরৎস্ফটিককুড্যবৎ ॥ ১৭ ॥ প্রেঙ্খৎপতাকানিকরং মণিমাণিক্যমালিতম্। কৃষ্ণাগুরুমহাধূপবহুলামোদমোদিতম্ ॥ ১৮ ॥ অনর্ঘাসনসংযুক্তং চারুপর্য্যঙ্কভূষিতম্। রম্যার্গলকপাটাঢ্যং দুকূলচ্ছন্নমণ্ডপম্ ॥ ১৯ ॥ সুরম্যরতিশালাঢ্যং বাজিরাজিবিরাজিতম্। দাসীদাসশতাকীর্ণং কিঙ্কিণীনাদনাদিতম্ ॥ ২০ ॥ নূপুরারাবসোৎকণ্ঠ-কেকিকেকা-

---

কে ছিলেন? কাহার পুত্র, কিরূপ কঠোর তপস্যা বা করিয়াছিলেন ও কি প্রকারেই বা মহাদেবের প্রিয় হইয়াছিলেন? এই মহামতি হরিকেশ কিরূপেই বা কাশীবাসীর হিতাকাঙ্ক্ষী দণ্ডনায়ক ও অন্নদাতা হইয়াছিলেন? এবং কাশীদ্বেষী মনুষ্যগণের সর্ব্বদা ভ্রমোৎপাদনকারী সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামে গণদ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার অনুগত হইয়াছিল? হে বিভো! আমি এই সমস্ত শ্রবণেচ্ছু, কীর্ত্তন করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন। স্কন্দ বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! কুম্ভসম্ভব! তুমি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ, এই দণ্ডপাণির কথা কাশীবাসী লোকের মহাহিতকারী; ইহা শ্রবণ করিলে বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীবাসের ফল নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সুকৃতী শ্রীসম্পন্ন রত্নভদ্র নামে এক ধার্ম্মিকচূড়ামণি যক্ষ বাস করিতেন। তিনি পূর্ণভদ্র নামে পুত্রলাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি যথাকাম বিষয়ভোগ করিয়া চরম বয়সে শান্তাত্মা ও প্রশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয় হইয়া শৈবযোগবলে পার্থিবদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিময় শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে পিতার দেহান্তে মহাযশা পূর্ণভদ্র পুণ্যলভ্য অতুল বিভবরাশির অধিকারী হইয়া স্বর্গৈকসাধন গৃহস্থাশ্রমের ভূষণ, পিতৃলোকের পরম পথ্য, সংসারতাপতপ্ত অঙ্গের অমৃতকণা ও অনন্ত ক্লেশসাগরে পতিত জনগণের পোতস্বরূপ অপত্যলাভ ভিন্ন সকল মনোরথ লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর পুত্রমুখ অদর্শনে, বালকের মধুরালাপবর্জ্জিত তদীয় অট্টালিকা সর্ব্বজনদুর্লভ হইলেও তাঁহার পক্ষে অমঙ্গলময়, দরিদ্রহৃদয়ের ন্যায় শূন্য ও জীর্ণারণ্য প্রায় বোধ হইল এবং পথিকের পক্ষে প্রান্তরের ন্যায় ধূ ধূ করিতে লাগিল। হে কুম্ভযোনে! তখন সেই পূর্ণভদ্র অতীব খিন্ন হইয়া যক্ষিণীশ্রেষ্ঠা কনককুণ্ডলানাম্নী গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! আমার এই অট্টালিকা আদর্শতলের ন্যায় সুন্দর। গবাক্ষ মুক্তাময়, প্রাঙ্গণভূমি চন্দ্রকান্তপাষাণনির্ম্মিত, গৃহকুট্টিম পদ্মরাগ ও নীলকান্ত মণিপ্রভায় উদ্ভাসিত, স্তম্ভ সকল প্রবালরচিত ও ভিত্তি স্ফটিকময়ী। ইহার উপরে পতাকা পত পত রবে উড়িতেছে, চারিদিকে মণিমাণিক্য শোভা পাইতেছে। অগুরুধূপগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইতেছে। ১—১৮। ইহাতে মহামূল্য আসন, রমণীয় পর্য্যঙ্ক, সুচারু অর্গল ও কপাট, দুকূলাচ্ছাদিত মণ্ডপ, সুরম্য রতিশালা বাজিশালা এবং শত শত দাস-দাসী বিরাজমান রহিয়াছে। ইহার কোন স্থানে কিঙ্কিণী বাজিতেছে,—শিখিগণ নূপুররবে

রম্যাকুলম্। কূজৎপারাবতকুলং শুকসারীকথাবরম্ ॥ ২১ ॥ খেলন্মরালযুগলং জীবঞ্জীবককান্তিমৎ। মাল্যাহৃতদ্বিরেফাণাং মঞ্জুগুঞ্জারবাবৃতম্ ॥ ২২ ॥ কর্পূরৈণমদামোদসোদরানিলবীজিতম্। ক্রীড়ামর্কট-দংষ্ট্রাগ্রীকৃতমাণিক্যদাড়িমম্ ॥ ২৩ ॥ দাড়িমীবীজ-সম্ভ্রান্তশুকতুণ্ডাত্তমৌক্তিকম্। ধনধান্যসমৃদ্ধঞ্চ পদ্মালয়-মিবাপরম্ ॥ ২৪ ॥ কমলামোদগর্ভঞ্চ গর্ভরূপং বিনা প্রিয়ে। গর্ভরূপমুখং প্রেক্ষ্যে কথং কনককুণ্ডলে ॥ ২৫ ॥ যদ্যপায়োঽস্তি তদ্ব্রূহি ধিগপুত্রস্য জীবিতম্। সর্ব্বং শূন্যমিবাভাতি গৃহমেতদনঙ্গজম্ ॥২৬॥ ধিগেতৎ সৌধসৌন্দর্য্যং ধিগেতদ্ধনসঞ্চয়ম্। বিনাপত্যং প্রিয়তমে জীবিতঞ্চ ধিগাবয়োঃ ॥ ২৭ ॥ প্রলপন্তমিব প্রোচ্চৈঃ প্রিয়ং কনককুণ্ডলা। বভাষে-হন্তাবনিঃশ্বস্য যক্ষিণী সা পতিব্রতা ॥ ২৮ ॥ কনক-কুণ্ডলোবাচ। কিমর্থং খিদ্যসে কান্ত জ্ঞানবানসি যত্নবান্। অত্রোপায়োঽস্ত্যপত্যাপ্ত্যৈ বিস্রব্ধমবধারয় ॥ ২৯ ॥ কিমুদ্যমবতাং পুংসাং দুর্লভং হি চরাচরে। ঈশ্বরার্পিতবুদ্ধীনাং স্ফুরন্ত্যগ্রে মনোরথাঃ ॥ ৩০ ॥ দৈবং হেতুং বদন্ত্যেবং ভৃশং কাপুরুষাঃ পতে। স্বয়ং পুরাকৃতং কর্ম্ম দৈবং তচ্চ নহীতরৎ ॥ ৩১ ॥ ততঃ পৌরুষমালম্ব্য তৎকর্ম্ম-পরিশান্তয়ে। ঈশ্বরং শরণং যায়াৎ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩২ ॥ অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ। সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে শিব-ভক্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥ বিধাতুঃ শাম্ভবীং ভক্তিং প্রিয় সর্ব্বে মনোরথাঃ। সিদ্ধয়োঽষ্টৌ গৃহদ্বারং সেবন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ নারায়ণোঽপি ভগবানন্তরাত্মা জগৎপতিঃ। চরাচরাণামবিতা জাতঃ শ্রীকণ্ঠমেব চ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকর্তৃত্বং দত্তং তেনৈব শম্ভুনা। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা জাতাঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ ॥ ৩৬ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ং সুতং লেভে শিলাদোঽপ্যনপত্যবান্। শ্বেতকেতুরপি প্রাপ জীবিতং কালপাশতঃ ॥ ৩৭ ॥ ক্ষীরার্ণবাধিপতিতামুপমন্যুরবাপ্তবান্। অন্ধকোঽপ্যভবদ্ভৃঙ্গী গাণপত্যপদোর্জ্জিতঃ ॥ ৩৮ ॥ জিগায়

উৎকণ্ঠিত হইয়া কেকারব করিতেছে, পারাবতকুল কূজন করিতেছে,—সারী-শুক গাইতেছে,—মরাল মিথুন খেলিতেছে,—চকোরচকোরী নাচিতেছে ও মাল্যগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমর মধুর গুঞ্জন করিতেছে। ইহার চারিদিকে কর্পূরবাসে সুবাসিত বায়ু বহিতেছে। এই অট্টালিকায় ক্রীড়ামর্কটের দন্তাগ্রভাগে মাণিক্যময় দাড়িম্বফল শোভা পাইতেছে ও দাড়িমীবীজভ্রমে শুকপক্ষিগণ চঞ্চুপুট দিয়া মুক্তা গ্রহণ করিতেছে। অয়ি কান্তে! এই হর্ম্ম্য উক্তরূপ সুখসম্পন্ন, দ্বিতীয় লক্ষ্মীভবনের ন্যায় ধনধান্যসমৃদ্ধ ও পদ্মগন্ধে আমোদিত হইলেও সন্তান বিনা আমার সুখকর বোধ হইতেছে না। অয়ি কনককুণ্ডলে! কিরূপে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিব, এ বিষয়ে যদি তোমার উপায় জানা থাকে, তবে বল। হায়। অপুত্রের জীবনে ধিক্! হে প্রিয়তমে! পুত্র না থাকাতে এই গৃহের সমস্তই শূন্য বোধ হইতেছে। এই সৌধসৌন্দর্য্যে ধিক্, এই ধনসঞ্চয়ে ধিক্ ও আমাদিগের জীবনেও ধিক্। পতিকে এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে দেখিয়া সেই পতিব্রতা যক্ষিণী কনককুণ্ডলা অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—অয়িকান্ত! আপনি জ্ঞানবান্ হইয়াও কি জন্য খেদ করিতেছেন? এই পুত্রলাভের উপায় আমি বলিতেছি, আপনি বিশ্বস্তভাবে শ্রবণ করুন। এই চরাচর মধ্যে উদ্যোগী পুরুষের কি দুর্লভ আছে? ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলে মনোরথ অগ্রে সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে কান্ত! কাপুরুষগণই দৈবকে কারণ বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্ম ভিন্ন দৈব একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। অতএব তত্তৎকর্ম্মশান্তির জন্য পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ ঈশ্বরের শরণাগত হওয়াই মনুষ্যের উচিত। হে প্রিয়! শিবের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, ধন, অলঙ্কার, হর্ম্ম্য, গজ, অশ্ব, সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষ এই সমস্ত হস্তগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অখিল মনোরথ ও অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ সিদ্ধি তাহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকে, ইহার কোন সন্দেহ নাই। ১০—৩৪। অধিক কি সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ নারায়ণও এই শ্রীকণ্ঠের সেবা করিয়া চরাচর জগতের পালনকর্ত্তা হইয়াছেন। ভগবান্ শম্ভুই ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়াছেন। এই মহাদেবেরই কৃপায় ইন্দ্রাদি দেবগণ লোকপাল হইয়াছেন। শিলাদমুনি নিঃসন্তান হইলেও মৃত্যুঞ্জয় পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু কালপাশে বদ্ধ হইয়াও ইঁহার অনুগ্রহে জীবিত হইয়াছিলেন ও উপমন্যু ক্ষীরসমুদ্রের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। অন্ধক নামে অসুর ইঁহারই প্রসাদে ভৃঙ্গী হইয়া গণপতির

শাঙ্গং যুদ্ধে দধীচিঃ শম্ভুসেবয়া। প্রাজাপত্য-পদং প্রাপ দক্ষঃ সংশীল্য শঙ্করম্॥ ৩৯॥ মনো-রথপথাতীতং যচ্চ বাচামগোচরম্। গোচরো গোচরীকুর্য্যাৎ তৎপদং ক্ষণতো মৃড়ঃ॥ ৪০॥ অনারাধ্য মহেশানং সর্বদং সর্ব্বদেহিনাম্। কোঽপি ক্বাপি কিমপ্যত্র ন লভেতেতি নিশ্চিতম্॥ ৪১॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শঙ্করং শরণং ব্রজ। যদিচ্ছসি প্রিয়ং পুত্রং প্রিয় সর্ব্বজনীনকম্॥ ৪২॥ ইতি শ্রুত্বা বচঃ পত্ন্যাঃ পূর্ণভদ্রঃ স যক্ষরাট্। আরাধ্য শ্রীমহাদেবং গীতজ্ঞো গীতবিদ্যয়া॥ ৪৩॥ দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব পরিপূর্ণমনোরথঃ। পুত্রকামমবাপো-চ্চৈস্তস্যাং পত্ন্যাং দৃঢ়ব্রতঃ॥ ৪৪॥ নাদেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য কৈঃ কৈর্নাপি স্বচিন্তিতম্। তস্মাৎ কাশ্যাং প্রযত্নেন সেব্যো নাদেশ্বরো নৃভিঃ॥ ৪৫॥ অন্ত-র্ব্বত্ন্যথ কালেন তৎপত্নী সুষুবে সুতম্। তস্য নাম পিতা চক্রে হরিকেশ ইতি দ্বিজ॥ ৪৬॥ প্রীতিদায়ং দদৌ চাথ ভূরি পুত্রাননেক্ষণাৎ। পূর্ণভদ্রস্তথা-গস্ত্য হৃষ্টা কনককুণ্ডলা॥ ৪৭॥ বালোঽপি পূর্ণ-চন্দ্রাভ-বদনো মদনোপমঃ। বৃদ্ধিং প্রতিক্ষণং প্রাপ শুক্লপক্ষ ইবোডুরাট্॥ ৪৮॥ যদাষ্টবর্ষদেশীয়ো হরিকেশোঽভবচ্ছিশুঃ। নিত্যং তদাপ্রভৃত্যেবং শিবমেকমমন্যত॥ ৪৯॥ পাংশুক্রীড়নশক্তোঽপি কুর্য্যাল্লিঙ্গং রজোময়ম্। শাদ্বলৈঃ কোমলতৃণৈঃ পূজয়েচ্চ সকৌতুকম্॥ ৫০॥ আকারয়তি মিত্রাণি শিবনাম্নাখিলানি সঃ। চন্দ্রশেখর ভূতেশ মৃত্যুঞ্জয় মৃড়েশ্বর॥ ৫১॥ ধূর্জ্জটে খণ্ডপরশো মৃড়া-নীশ ত্রিলোচন। ভর্গ শম্ভো পশুপতে পিনাকিন্নুগ্র শঙ্কর॥ ৫২॥ শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠেশ স্মরারে পার্ব্বতী-পতে। কপালিন্ ভালনয়ন শূলপাণে মহেশ্বর॥৫৩॥ অজিনাম্বর দিগ্বাসঃ স্বর্ধুনীক্লিন্নমৌলিজ। বিরূ-পাক্ষাহিনেপথ্য গৃণন্নামাবলীমিমাম্॥ ৫৪॥ সবয়-স্কানিতি মুহুঃ সমাহ্বয়তি লালয়ন্। শব্দগ্রহৌ ন গৃহ্ণীতস্তস্যান্যাখ্যাং হরাদৃতে॥ ৫৫॥ পদ্ভ্যাং ন পদ্যতে চান্যদৃতে ভূতেশ্বরাজিরাৎ। দ্রষ্টুং রূপান্তরং তস্য বীক্ষণে ন বিচক্ষণে॥ ৫৬॥ রসয়েত্তস্য রসনা হরনামাক্ষরামৃতম্। শিবাঙ্ঘ্রি-কমলামোদাদ্ ঘ্রাণং নৈব জিঘ্রক্ষতি॥ ৫৭॥ করৌ তৎকৌতুককরৌ মনো মনতি নাপরম্। শিবসাৎকৃত্য

পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দধীচিমুনি এই শম্ভুর সেবা করিয়া যুদ্ধে বাসুদেবকে পরাস্ত করেন। দক্ষ এই মহেশ্বরের পূজা করিয়া প্রজাপতি হন। মহা-দেবই দৃষ্টিপথের পথিক হইলে, বাক্যের অতীত ও মনোরথের অগোচর সেই মোক্ষপদ দিতে সমর্থ। সকল জীবের সর্ব্বাভীষ্টদাতা এই মহেশ্বরকে আরাধনা না করিলে কেহই কোন স্থানে কোনরূপ অভীষ্টলাভ করিতে পারে না। অতএব হে প্রিয়! যদি তুমি সর্ব্বজনের হিতকারী প্রিয়পুত্র লাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাক, তবে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শঙ্করের শরণাগত হও। পত্নীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্গীতজ্ঞ যক্ষরাজ একাগ্রচিত্তে গীতবিদ্যা দ্বারা আরাধনা করত কিয়দ্দিবসের মধ্যে ভগবান্ নাদেশ্বরের প্রসাদে সেই পত্নীর গর্ভে উচ্চ পুত্রকামনা প্রাপ্ত হইয়া সকল-মনোরথ হইলেন। কাশীতে নাদেশ্বর শিবের উপাসনা করিলে কোন্ ব্যক্তি কোন্ অভীষ্ট প্রাপ্ত না হইয়া থাকে? অতএব ভগবান্ নাদেশ্বরকে সর্ব্বপ্রযত্নে মনুষ্যের সেবা করা উচিত। হে দ্বিজ! অনন্তর কালক্রমে তদীয় পত্নী গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন। পিতা পূর্ণভদ্র সেই পুত্রের নাম "হরিকেশ" রাখিলেন। হে অগস্ত্য! পূর্ণভদ্র সেই পুত্রের মুখদর্শনে প্রফুল্ল হইয়া বহুধন বিতরণ করিলেন এবং কনককুণ্ডলাও পরমানন্দিত হইলেন। মদনসুন্দর পূর্ণচন্দ্রানন সেই বালকটীও শুক্লপক্ষে চন্দ্রের ন্যায় প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এইরূপে বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষ হইতে না হইতেই তিনি শিবভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না;—পাংশুক্রীড়ার সময় ধূলিময় শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দূর্ব্বারাজি দ্বারা অতি কৌতুকে তাঁহার পূজা করিতেন; নিজের বন্ধুবান্ধবকে চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, মৃত্যুঞ্জয়, মৃড়, ঈশ্বর, ধূর্জ্জটি, খণ্ডপরশু, মৃড়ানীশ, ত্রিলোচন, ভর্গ, শম্ভু, পশুপতি, পিনাকী, উগ্র, শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ, ঈশ, স্মরারি, পার্ব্বতীপ্রিয়, কপালী, ভালনয়ন, শূলপাণি, মহেশ্বর, অজিনাম্বর, দিগ্বাস, স্বর্ধুনীক্লিন্নমূর্দ্ধজ, বিরূপাক্ষ ও অহিনেপথ্য এই এই শিবের নামে মুহুর্মুহুঃ আহ্বান করিতেন। তিনি কর্ণে মহাদেব ভিন্ন অন্য শব্দ শুনিতেন না।৩৯-৫৫। তাঁহার পদদ্বয় শিবমন্দির ভিন্ন অন্যত্র যাইত না। তাঁহার নয়নযুগল রূপান্তর দেখিত না; রসনা হরনামামৃত সেবন করিত। তাঁহার ঘ্রাণ, হরপাদপদ্মভিন্ন অন্যের সৌগন্ধ আঘ্রাণ করিত না; তাঁহারই কৌতুককার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিত। মন অপর কাহাকেও

পেয়ানি পীয়ন্তে তেন সদ্ধিয়া ॥ ৫৮ ॥ ভক্ষ্যন্তে সর্ব্বভক্ষ্যাণি ত্র্যক্ষপ্রত্যক্ষগান্যপি। সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র ন স পশ্যেচ্ছিবং বিনা ॥ ৫৯ ॥ গচ্ছন্ গায়ন্ স্বপংস্তিষ্ঠন্ শয়ানোঽদন্ পিবন্নপি। পরিত্যক্ত্যাক্ষ-মৈক্ষিষ্ট নান্যৎ ভাবং চিকেতি সঃ ॥ ৬০ ॥ ক্ষণদাসু প্রসুপ্তোঽপি ক যাসীতি "বদন্ মুহুঃ। ক্ষণং ত্র্যক্ষ প্রতীক্ষস্ব বুধ্যন্তীতি স বালকঃ ॥ ৬১ ॥ স্পষ্টাং চেষ্টাং বিলোক্যেতি হরিকেশস্য তৎপিতা। অশিক্ষয়ৎ সুতং সোঽথ গৃহকর্ম্মরতো ভব ॥ ৬২ ॥ এতে তুরঙ্গমা বৎস তবৈতেঽশ্বকিশোরকাঃ। চিত্রাণীমানি বাসাংসি সুদুকূলান্যমূনি চ ॥ ৬৩ ॥ রত্নান্যাকর-শুদ্ধানি নানাজাতীন্যনেকশঃ। কুপ্যং বহুবিধং চৈতদ্‌গোধনানি মহান্তি চ ॥ ৬৪ ॥ অমত্রাণি মহার্হাণি রৌপ্যকাংস্যময়ানি চ। পণনীয়ানি বস্তূনি নানা-দেশোদ্ভবান্যপি ॥ ৬৫ ॥ চামরাণি বিচিত্রাণি গন্ধ-দ্রব্যাণ্যনেকশঃ। এতান্যন্যানি বহুশস্থনেকে ধান্য-রাশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ এতত্ত্বদীয়ং সকলং বস্তুজাতং সম-স্ততঃ। অর্থোপার্জ্জনবিদ্যাশ্চ সর্ব্বাঃ শিক্ষস্ব পুত্রক ॥ ৬৭ ॥ চেষ্টাস্ত্যজ দরিদ্রাণাং ধূলিধূসরিণামমূঃ। অভ্যস্য বিদ্যাঃ সকলা ভোগান্নির্ব্বিশ্য চোত্তমান্ ॥ ৬৮ ॥ তাং দশাং চরমাং প্রাপ্য ভক্তিযোগং ততশ্চর। অসকৃ-চ্ছিক্ষিতঃ পিত্রেত্যেবমস্ত গুরোর্গিরম্ ॥ ৬৯ ॥ রুষ্ট-দৃষ্টিঞ্চ জনকং কদাচিদবলোক্য সঃ। নির্জ্জগাম গৃহাদ্ভীতো হরিকেশ উদারধীঃ ॥ ৭০ ॥ ততশ্চিন্তা-মবাপোচ্চৈর্দিগভ্রান্তিমপি চাপ্তবান্। অহো বালিশ-বুদ্ধিত্বাৎ কৃতস্ত্যক্তং গৃহং ময়া ॥ ৭১ ॥ ক যামি ক স্থিতে শম্ভো মম শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। পিত্রা নির্ব্বা-সিতশ্চাহং ন চ বেদ্ম্যথ কিঞ্চন ॥ ৭২ ॥ ইতি শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং পিতুরুৎসঙ্গবর্ত্তিনা। গদতস্তাতপুরতঃ কস্যচিদ্বচনং স্ফুটম্ ॥ ৭৩ ॥ মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ। যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭৪ ॥ জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিবিকলীকৃতাঃ। যেষাং কাপি গতি-র্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭৫ ॥ পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপত্তিরহর্নিশম্। যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭৫ ॥ পাপ-রাশিভিরাক্রান্তা যে দারিদ্র্যপরাজিতাঃ। যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭৭ ॥ সংসারভয়ভীতা যে যে বদ্ধাঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ। যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭৮ ॥ শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ। যেষাং

জানিত না। তিনি ভক্ষ্য ও পেয়দ্রব্য মহাদেবকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ ও পান করিতেন। তিনি সকল অবস্থায় জগৎ শিবময় দেখিতেন;—কি গান, কি গমন, কি শয়ন, কি স্বপন, কি উপবেশন, কি পান, কি ভোজন—সকল সময়েই ত্রিলোচনকে নিরীক্ষণ করিতেন; অন্যভাব গ্রহণ করিতেন না। রাত্রিকালে নিদ্রিত হইয়া "হে ত্রিনয়ন! কোথায় যান, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন" এই বলিয়া সহসা জাগরিত হইতেন। তাঁহার পিতা পূর্ণভদ্র পুত্রের এইরূপ চেষ্টা স্পষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন,—"বৎস হরিকেশ! তুমি গৃহকর্ম্মে রত হও। তুমি এই যে সকল ঘোটক ঘোটকী, বিচিত্র বস্ত্র দুকূল, আকরশুদ্ধ নানাজাতীয় রত্ন, স্বর্ণরৌপ্যাদি বহুবিধ ধন, মহামূল্য রৌপ্য কাংস্যময় পাত্র, নানাদেশের পণ্যদ্রব্য, বিচিত্র চামর, নানা গন্ধদ্রব্য—এই সমস্ত ও অপরিমিত ধান্যরাশি দেখিতেছ—এই সবই তোমার। হে পুত্র! তুমি ধনার্জ্জন-বিদ্যা শিক্ষা কর ও ধূলিধূসরিততনু দরিদ্রগণের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। [illegible] তুমি সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া উত্তম ভোগসুখে দিন যাপনপূর্ব্বক বৃদ্ধবয়সে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিও।" পিতা তাঁহাকে এইরূপ বারম্বার শিক্ষা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু হরিকেশ তাহা শুনিলেন না। একদা সেই মহামতি বালক, পিতাকে পদে পদে দোষদর্শী দেখিয়া প্লান করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিল। তখন ভাবিতে লাগিলেন যে, হায়! কেন আমি মন্দ বুদ্ধি বশতঃ গৃহ ত্যাগ করিলাম! কোথায় যাই-তেছি, কোথায় গেলেই বা আমার শ্রেয় হইবে? হে শম্ভো! আমায় বলিয়া দিন; আমি এক্ষণে পিতৃপরিত্যক্ত,—কিছুই জানি না। পূর্ব্বে আমি একদিন পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন কোন সাধু পুরুষের মুখে আলাপ প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম যে, পিতা ও বন্ধুবান্ধবগণ যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের বারণসী ভিন্ন কুত্রাপি গতি নাই। জরাক্রান্ত ব্যাধিবিকলিত অনন্যগতি মানবের বারাণসী ভিন্ন গতি নাই। ৫৬—৭৫। যাহারা পদে পদে বিপদে অভিভূত, পাপরাশিভরে আক্রান্ত, দারিদ্র্যদলিত, সংসারভয়ে ভীত, কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ, শ্রুতিস্মৃতিহীন,

ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ৭৯॥ যে চ যোগপরিভ্রষ্টাস্তপোদানবিবর্জ্জিতাঃ। যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ৮০॥ মধ্যেবন্ধুজনং যেষামপমানং পদে পদে। তেষামানন্দদকৈকং শম্ভোরানন্দকাননম্॥ ৮১॥ আনন্দকাননে যেষাং ক্বচির্বৈ বসতাং সতাম্। বিশ্বেশানুগৃহীতানাং তেষামানন্দজোদয়ঃ॥ ৮২॥ ভর্জ্জ্যন্তে কর্ম্মবীজানি যত্র বিশ্বেশবহ্নিনা। অতো মহাশ্মশানং তদগতীনাং পরা গতিঃ॥ ৮৩॥ হরিকেশো বিচার্য্যেতি যাতো বারাণসীং পুরীম্। যত্রাবিমুক্তে জন্তূনাং ত্যজতাং পার্থিবীং তনুম্॥ ৮৪॥ পুনর্নো তনুসম্বন্ধস্তন্মহেশিপ্রসাদতঃ। আনন্দবনমাসাদ্য স তপঃ শরণং গতঃ॥ ৮৫॥ অথ কালান্তরে শম্ভুঃ প্রবিশ্যানন্দকাননম্। পার্ব্বত্যৈ দর্শয়ামাস নিজমাক্রীড়কাননম্॥ ৮৬॥ অমন্দমোদমন্দারং কোবিদারপরিষ্কৃতম্। চারুচম্পকচূতাঢ্যং প্রোৎফুল্লনবমল্লিকম্॥ ৮৭॥ বিকসন্মালতীজালং করবীরবিরাজিতম্। প্রস্ফুটৎকেতকিবনং প্রোদ্যৎকুরবকোর্জ্জিতম্॥ ৮৮॥ জৃম্ভদ্বিচকিলামোদং লসৎকঙ্কেলিপল্লবম্। নবমল্লীপরিমলাকৃষ্টষট্পদনাদিতম্॥ ৮৯॥ পুষ্পৎপুন্নাগনিকরং বকুলামোদমোদিতম্। মেদস্বিপাটলামোদসদামোদিতদিঙ্মুখম্॥ ৯০॥ বহুশোলম্বিরোলম্ব-মালামালিতভূতলম্। চলচ্চন্দনশাখাগ্র-রমমাণপিকাকুলম্॥৯১॥ গুরুণাগুরুণা মত্তভদ্রজাতিবিহঙ্গমম্। নাগকেশরশাখাস্থ-শালভঞ্জিবিনোদিতম্॥ ৯২॥ মেরুতুঙ্গনমেরুস্থচ্ছায়াক্রীড়িতকিন্নরম্। কিন্নরীমিথুনোদ্গীতং গানবচ্ছুককিংশুকম্॥৯৩॥ কদম্বানাং কদম্বেষু গুঞ্জদ্রোলম্বযুগ্মকম্। জিতসৌবর্ণবর্ণোচ্চকর্ণিকারবিরাজিতম্॥ ৯৪॥ শালতালতমালালীহিন্তালীলকুচাবৃতম্। লসৎসপ্তচ্ছদামোদং খর্জ্জুরীরাজিরাজিতম্। নারিকেলতরুচ্ছন্নং নারঙ্গীরাগরঞ্জিতম্॥ ৯৫॥ ফলিজম্বীরনিকরং মধুকমধুপাকুলম্। শাল্মলীশীতলচ্ছায়ং পিচুমন্দমহাবনম্॥ ৯৬॥ মধুরামোদমদনচ্ছন্নং মরুবনোদিতম্। লবলীলোললীলাভৃম্মন্দমারুতলোলিতম্॥ ৯৭॥ ভিল্লীহল্লীসকপ্রীতিঝিল্লীরাববিরাবিণম্। ক্বচিৎ সরঃপরিসরক্রীড়ৎক্রোড়কদম্বকম্॥ ৯৮॥ মরালীগলনালীস্থ-বিসাসক্তসিতচ্ছদম্। বিশোককোকমিথুনক্রীড়াক্রেঙ্কারসুন্দরম্॥ ৯৯॥ বকশাবকসঞ্চারং লক্ষ্মণাসক্তসার-

শৌচাচারবর্জ্জিত, যোগভ্রষ্ট ও তপোদানবিরহিত, তাহাদিগের অন্যত্র কুত্রাপি গতি নাই;—বারাণসীই একমাত্র গতি। বন্ধুজনের মধ্যে যাহাদিগের পদে পদে অপমান ঘটে, বিশ্বেশ্বরের আনন্দকাননই তাহাদিগের একমাত্র আনন্দধাম। কারণ, এই স্থানে বাস করিলে বিশ্বনাথের অনুগ্রহে সতত আনন্দভোগই হইয়া থাকে। এই মহাশ্মশানে থাকিলে মহেশ্বরানলে কর্ম্ম-বীজ সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, এইজন্য ইহা অগতির পরম গতি। বালক হরিকেশ এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া যথায় শিবপ্রসাদে পার্থিবতনু ত্যাগের পর আর দেহসম্বন্ধ হয় না, সেই আনন্দবন অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসী পুরীতে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে কিছুকাল অতীত হইলে একদা ভগবান্ শম্ভু, আনন্দকাননে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতীকে স্বকীয় উত্তম উদ্যান দেখাইতে লাগিলেন; বলিলেন,—দেখ দেখি, প্রিয়ে! কি উদ্যানের শোভা! এই উদ্যানে মন্দার, মালতী, গন্ধমল্লিকা, চুত, চম্পক, করবীর, কেতকী, বকুল, কুরুবক, পাটল ও পুন্নাগ বিকসিত হইয়া কেমন দশদিক্ আমোদিত করিয়াছে! ঐ নবমল্লিকার পরিমল-সৌরভে আনন্দিত ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতেছে। কোন স্থানে রোলম্বমালা মালাকারে ভূতলে লম্বমান রহিয়াছে। ঐ চঞ্চল চন্দনবৃক্ষের শাখাগ্রে কোকিলকুল কলরব করিতেছে। ঐ বিশাল অগুরুবৃক্ষে উৎকৃষ্ট-জাতীয় পক্ষিগণ মদমত্তভাবে রহিয়াছে। ঐ নাগকেশর-শাখায় শালভঞ্জিকা চক্ষুর্বিনোদন করিতেছে। ঐ রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষের ছায়াতলে কিন্নর ক্রীড়া করিতেছে, কিন্নরীমিথুন গান্ধার স্বরে গাহিতেছে! ঐ কিংশুক-শাখায় শুকগণ গানে মত্ত। ঐ তরুনিকরে ভ্রমরগণ গুঞ্জনে রত। ঐ সুবর্ণবর্ণ কর্ণিকার, শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল ও লকুচরাজি বিরাজ করিতেছে। দাড়িমীফল বিদীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। লবলীলতা ও কদলীদল বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। সপ্তচ্ছদের আমোদে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। ঐ খর্জ্জুর, নারিকেল, জম্বীর, নারঙ্গ, মধুক, শাল্মলী, পিচুমর্দ্দ ও মদন-বৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। ভীলরমণীগণের গীতধ্বনির ন্যায় ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে। ঐ সরোবরে বরাহদল ক্রীড়া করিতেছে।৭৬—৯৮। ঐ মরাল মরালীর গলনালীস্থিত মৃণাল অভিলাষ করিতেছে। আনন্দমত্ত চক্রবাকমিথুন ক্রেঙ্কার রব করিতেছে। বকশাবক চরিতেছে; সারস-

সম্। মত্তবর্হিণসঙ্ঘুষ্টং কপিঞ্জলকুলাকুলম্॥ ১০০॥ জীবঞ্জীবলসজ্জীবং ক্বণৎকারণ্ডবোৎকটম্। দীর্ঘিকাবারিসঞ্চারি-শীতমারুতবীজিতম্॥ ১০১॥ মন্দান্দোলিতকহ্লার-পরাগপরিপিঙ্গলম্। উল্লসৎপঙ্কজমুখং নীলেন্দীবরলোচনম্॥ ১০২॥ তমালকবরীভারং বিলসদ্দাড়িমীরদম্। ভ্রমরালীলসদ্ভ্রূকং শুকনাসাবিরাজিতম্॥ ১০৩॥ মহাকূপশ্রবণং দূর্ব্বাশ্মশ্রুভিঃ পরিশোভিতম্। কমলামোদনিশ্বাসং বিম্বীফলরদচ্ছদম্॥ ১০৪॥ সুপদ্মপত্ররসনং কর্ণিকারবিভূষণম্। কম্রকম্বুলসৎকণ্ঠং শঙ্করস্কন্ধবন্ধুরম্॥ ১০৫॥ গন্ধসারসমাসক্তাহীনদোর্দ্দণ্ডমণ্ডিতম্। অশোকপল্লবাঙ্গুষ্ঠং কেতকীনখরোজ্জ্বলম্॥ ১০৬॥ লসৎকণ্ঠীরবোরস্কং গণ্ডশৈলপৃথূদরম্। জলাবর্ত্তলসন্নাভি তরুজঙ্ঘাযুগান্বিতম্॥ ১০৭॥ স্থলজাকূপদ্মচরণং মত্তমাতঙ্গগামিনম্। লসৎকদলিকেদারদলচ্চীনাংশুকাবৃতম্॥ ১০৮॥ নানাকুসুমমালাভির্ম্মালিতঞ্চ সমন্ততঃ। অকণ্টকিতরুচ্ছন্নং মহিষশ্বাপদাবৃতম্॥ ১০৯॥ চন্দ্রকান্তশিলাসুপ্তকৃষ্ণৈণহরিতোড়ূপম্। তরুপ্রকীর্ণকুসুমর্জিতস্বর্লোকতারকম্। দর্শয়িত্বাথমাক্রীড়ং দেব্যৈ দেবো-হবিশত্বনম্॥ ১১০॥ দেবদেব উবাচ। যথা প্রিয়তমা দেবি মম ত্বং সর্ব্বসুন্দরি॥ তথা প্রিয়তরঞ্চৈতন্মে সদানন্দকাননম্॥ ১১১॥ অত্রানন্দবনে দেবি মৃতানাং মদনুগ্রহাৎ। বপুস্ত্বমৃততাং প্রাপ্তমপুনর্ভবিনস্ত তে॥ ১১২॥ ভবিনো যে বিপদ্যন্তে বারাণস্যাং মমাজ্ঞয়া। তেষাং বীজানি দগ্ধানি শ্মশানজ্বলদগ্নিনা॥ ১১৩॥ মহাশ্মশানে যে প্রাপ্তা দীর্ঘনিদ্রাং গিরীন্দ্রজে। ন পুনর্গর্ভশয়নে তে স্বপন্তি কদাচন॥ ১১৪॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন মুচ্যন্তে নান্যথা জন্তবঃ ক্বচিৎ। ব্রহ্মজ্ঞানময়ে ক্ষেত্রে প্রয়াগে বা তনুত্যজঃ॥ ১১৫॥ ব্রহ্মজ্ঞানং তদেবাহং কাশীসংস্থিতিভাগিনাম্। দিশামি তারকং প্রান্তে মুচ্যন্তে তে তু তৎক্ষণাৎ॥ ১১৬॥ গৃহ্ণীয়ুঃ

সারসী ক্রীড়া করিতেছে। মত্তময়ূরগণ কেকারবে ডাকিতেছে! কারণ্ডব, কপিঞ্জল ও জীবঞ্জীবকুলের নিনাদে দিক্ নিনাদিত হইতেছে। দীর্ঘিকাজলসঞ্চারী শীতল মারুত যেন এই উদ্যানকে বীজন করিতেছে। মৃদুমন্দ বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া কহ্লারকুসুম-পরাগ ইহার চতুর্দ্দিক্ পিঙ্গলবর্ণ করিয়াছে। এই উদ্যানের—বিকসিত পদ্মই যেন বদনমণ্ডল, নীল ইন্দীবরই যেন নয়ন, তমালতরুই যেন কবরীভার, স্ফুটিত দাড়িমই যেন দশন, ভ্রমরই যেন নীল কুটিল ভ্রূরেখা, শুকনাসাই যেন নাসা ও বিশাল কূপই যেন শ্রবণরূপে শোভা পাইতেছে। কমলপুষ্পের আমোদ ইহার নিশ্বাসমারুত। বিম্বফল ইহার ওষ্ঠাধররূপে বিরাজমান। সুন্দর পদ্মদল ইহার রসনায়মান, কর্ণিকার ইহার ভূষণায়মান, কমনীয় কম্বু ইহার কণ্ঠায়মান ও বিতুন্নক বৃক্ষ ইহার স্কন্ধের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। চন্দনবৃক্ষস্থিত সর্পরাজ এই উদ্যানের বাহুদণ্ডের ন্যায়, অশোক পল্লবগুলি ইহার অঙ্গুলীর ন্যায়, কেতকীপুষ্প ইহার নখের ন্যায় ও দুর্দ্ধর্ষ সিংহই ইহার বক্ষঃস্থলের ন্যায় বোধ হইতেছে। দেখ, ঐ গণ্ডশৈল ইহার উদর-শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ সলিলাবর্ত্ত, নাভির ন্যায় দেখাইতেছে। ঐ বটবৃক্ষ জঙ্ঘাযুগলের ন্যায় বোধ হইতেছে। স্থলপদ্ম চরণস্থানীয় হইয়াছে। দেখ, ঐ মত্তমাতঙ্গ ইহার গতি প্রকাশ পাইতেছে। ঐ কদলীদলই চীনাংশুকের কার্য্য করিতেছে। নানা পুষ্পমালাই ইহার মালা হইয়াছে। এই উদ্যানে কণ্টকী বৃক্ষ নাই। হিংস্রজন্তুগণ হিংসা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রকান্তশিলায় উপবিষ্ট কৃষ্ণসার যেন মৃগলাঞ্ছনকে উপহাস করিতেছে। বৃক্ষের তলে কুসুমরাশি বিকীর্ণ থাকাতে স্বর্গের তারাও লজ্জা পাইতেছে। এইরূপে দেবীকে উদ্যান-ভূমি দেখাইতে দেখাইতে দেবদেব বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন ;—অয়ি সর্ব্বসুন্দরি, দেবি। এই যে আনন্দকানন দেখিতেছ, ইহা আমার প্রিয়তা-বিষয়ে তোমা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এই স্থানে মরিতে পারিলে আমার অনুগ্রহে জীবের দেহ মুক্ত হয়, আর সংসারে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় না ও আমার আজ্ঞায় এই শ্মশানে প্রজ্বলিত অগ্নি তাহাদের কর্ম্মবীজ ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। হে গিরিজাসুতে! এই মহাশ্মশানে যাহারা মরে, তাহাদের আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৯৯—১১৪। মুক্তিলাভ তত্ত্বজ্ঞানসাপেক্ষ ;—প্রয়াগই হউক আর এই তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্র কাশীই হউক, সর্ব্বত্রই তত্ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তিলাভ হয় না। আমি এইজন্য কাশীবাসীদিগকে চরমকালে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া থাকি। সেই তত্ত্বজ্ঞান বলেই তাহারা মোক্ষলাভে

পাপকর্ম্মাণি কাশীমৃতবিনিন্দকাঃ। সুকৃতানি স্তুতিকৃতো মুচ্যন্তে তেঽত্র জন্তবঃ॥ ১১৭॥ ব্রহ্মজ্ঞানং কুতো দেবি কলিনোপহতাত্মনাম্। স্বভাবচঞ্চলাক্ষাণাং তদত্রস্মোহ দিশাম্যহম্॥ ১১৮॥ যোগিনো যোগবিভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যৈশ্বর্য্যমোহিতাঃ। কাশ্যাং পতিত্বা ন পুনঃ পতন্ত্যপি মহালয়ে॥ ১১৯॥ ব্রহ্মজ্ঞানং ন বিন্দন্তি যোগৈরেকেন জন্মনা। জন্মনৈকেন মুচ্যন্তে কাশ্যামন্তকৃতো জনাঃ॥ ১২০॥ যথেহ মুচ্যতে জন্তুর্গিরিজে মদনুগ্রহাৎ। অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে ন তথান্যত্র কুত্রচিৎ॥ ১২১॥ বহুজন্মসমভ্যাসাদ্ যোগী মুচ্যেত বা ন বা। মৃতমাত্রো বিমুচ্যেত কাশ্যামেকেন জন্মনা॥ ১২২॥ ন সিধ্যতি কলৌ যোগো ন সিধ্যতি কলৌ তপঃ। ন্যায়ার্জ্জিতধনোৎসর্গাঃ সদ্যঃ সিধ্যেৎ কলৌ নরঃ॥ ১২৩॥ ন ব্রতং ন তপো নেজ্যা ন জপো ন সুরার্চ্চনম্। দানমেব কলৌ মুক্ত্যৈ কাশী দানৈরবাপ্যতে॥১২৪॥ কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী পুরী। কলৌ ভাগীরথী গঙ্গা কলৌ দানং বিশিষ্যতে॥১২৫॥ গঙ্গোত্তরবহা কাশ্যাং লিঙ্গং বিশ্বেশ্বরং মম। উভে বিমুক্তিদে পুংসাং প্রাপ্যে দানবলাৎ কলৌ॥ ১২৬॥ পুণ্যবানিতরো বাপি মম ক্ষেত্রস্য সেবয়া। মুক্তো ভবতি দেবেশি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১২৭॥ অবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যাৎ পুণ্যপাপে ন কর্ম্মণী। দেবি প্রভবতঃ পুংসামপি জন্মশতার্জ্জিতে॥ ১২৮॥ অবিমুক্তং ন মোক্তব্যং তস্মাদ্দেবি মুমুক্ষুণা। হন্যমানেন বহুধা হ্যুপসর্গশতৈরপি॥ ১২৯॥ বিধায় ক্ষেত্রসন্ন্যাসং যে বসন্তীহ মানবাঃ। জীবন্মুক্তাস্তু তে দেবি তেষাং বিঘ্নং হরাম্যহম্॥ ১৩০॥ ন যোগিনাং হৃদাকাশে ন কৈলাসে ন মন্দরে। তথা বাসরতির্মেঽস্তি যথা কাশ্যাং রতির্মম॥ ১৩১॥ কাশীবাসিজনো দেবি মম গর্ভে বসেৎ সদা। অতস্তং মোচয়াম্যন্তে প্রতিজ্ঞেয়ং যতো মম॥ ১৩২॥ তামসীং প্রকৃতিং প্রাপ্য কালো ভূত্বা চরাচরম্। গ্রসামি লীলয়া দেবি কাশীং রক্ষ্যামি যত্নতঃ॥ ১৩৩॥ প্রেমপাত্রদ্বয়ং দেবি নিতরাং নেতরন্মম। ত্বং বা

সমর্থ হয়। যাহারা কাশীমৃত লোকের নিন্দা করে, তাহারা পাপগ্রহণ করে ও স্তুতিকারীরা পুণ্যগ্রহণ করে এবং এই স্থানে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। হে দেবি! কলিপ্রভাবে মলিনবুদ্ধি ও স্বভাবতঃ চঞ্চলেন্দ্রিয় মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞানসম্ভবনা নাই দেখিয়া আমি এই স্থানে তাহা উপদেশ দিয়া থাকি। যোগিগণ ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ হইলে যোগভ্রষ্ট হইয়া পতিত হয়, কিন্তু কাশীতে পতিত ব্যক্তির আর সংসারে পতিত হইতে হয় না। একজন্মে বহু যোগসাধনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, কিন্তু কাশীতে দেহান্ত হইলে একই জন্মে মুক্তি পাওয়া যায়। হে গিরিজে! জীব যেমন আমার অনুগ্রহে এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে মুক্তি পায় এমন আর কুত্রাপি নহে। যোগী বহু জন্ম ধরিয়া যোগাভ্যাস করিলে মুক্ত হইতে পারে অথবা নাও পারে; কিন্তু কাশীতে জীব, মৃত্যুমাত্রই একজন্মে মুক্তি পাইয়া থাকে। কলিকালে যোগ বা তপস্যা সিদ্ধ হয় না, কেবল ন্যায়পূর্ব্বক অর্জ্জিত-ধন দানেই সদ্যঃ পরমসিদ্ধি হইয়া থাকে। জপ, যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা ও দেবপূজা মুক্তির সাধন নহে; একমাত্র দানই মুক্তির কারণ; কারণ তাহাতে কাশীলাভ হইয়া থাকে। কলিকালে বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দেবতা, বারাণসীই একমাত্র মোক্ষনগরী, ভাগীরথীই একমাত্র পুণ্যপ্রবাহিণী ও দানই একমাত্র বিশিষ্ট ধর্ম্ম। হে দেবি! এই কালে কাশীস্থিত উত্তরবাহিনী গঙ্গা ও আমার বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ—মুক্তির এই দুইটী কারণ দানবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার এই ক্ষেত্র সেবা করিলে পুণ্যবান্ বা পাপী নিশ্চিতই মুক্তিলাভ করে। তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপপুণ্য এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে কোন ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব শতশত বিঘ্ন-বাধায় আক্রান্ত হইলেও মুমুক্ষুজনের ইহা ত্যাগ করা উচিত নহে। দেবি! ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া যাহারা এই স্থানে বাস করে, তাহারা জীবন্মুক্ত। আমি তাহাদিগের বিঘ্নহরণকারী। কাশীর প্রতি আমার যাদৃশ অনুরাগ আছে; যোগিগণের হৃদয়াকাশে, কৈলাস বা মন্দর পর্ব্বতে আমার তাদৃশ অনুরাগ নাই। দেবি! কাশীবাসী জন সর্ব্বদা আমারই গর্ভে বাস করে। অতএব অন্তকালে আমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া থাকি; কারণ ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। দেবি! আমি প্রলয়কালে তামস প্রকৃতির সাহায্যে কালমূর্ত্তি ধরিয়া লীলাক্রমে চরাচর গ্রাস করি, কিন্তু যত্নপূর্ব্বক কাশীকে রক্ষা করি। দেবি, তপোধনে! তুমি ও এই আনন্দভূমি কাশী—এই দুইটীই আমার নিতান্ত প্রেমপাত্র।

তপোধনে গৌরি কাশী বানন্দভূমিকা ॥ ১৩৪ ॥ বিনা কাশীং ন মে স্থানং বিনা কাশীং ন মে রতিঃ। বিনা কাশীং ন নির্ব্বাণং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১৩৫ ॥ ব্রহ্মাণ্ডগোলকে যদ্বন্মুক্তিঃ কাশ্যাং ব্যবস্থিতা। অষ্টাঙ্গযোগযুক্ত্যা বা ন তথা হেলয়ান্যতঃ ॥ ১৩৬ ॥ ইতি ব্রুবাণো দেবেশো হরিকেশমবৈক্ষত। মধ্যেবনং তপস্যন্তমশোকতরুমূলগম্ ॥ ১৩৭ ॥ শুষ্কস্নায়ুংপিনদ্ধাস্থিসঞ্চয়ং নিশ্চলাকৃতিম্। বল্মীককীটকাকোটিশোষিতাসৃগসৃগ্বরম্ ॥ ১৩৮ ॥ নির্ম্মাংসকীকসচয়ং স্ফটিকোপলনিশ্চলম্। শঙ্খকুন্দেন্দুতুহিনমহাশঙ্খলসচ্ছ্রিয়ম্ ॥ ১৩৯ ॥ সত্ত্বাবলম্বিতপ্রাণমায়ুঃশেষেণ রক্ষিতম্। নিশ্বাসোচ্ছ্বাসপবনবৃত্তিসূচিতজীবিতম্ ॥ ১৪০ ॥ নিমেষোন্মেষসঞ্চার-পিশুনীকৃতজন্তুকম্। পিঙ্গতারস্ফুরদ্রশ্মি-নেত্রদীপিতদিঙ্মুখম্ ॥ ১৪১ ॥ তত্তপোঽগ্নিশিখাদাবচুম্বিতম্লানকাননম্। তৎসৌম্যদৃক্সুধাবর্ষসংসিক্তাখিলভূরুহম্ ॥ ১৪২ ॥ সাক্ষাত্তপস্যন্তমিব তপো ধৃত্বা নরাকৃতিম্। নিরাকৃতিং নিরাকাঙ্ক্ষং কৃত্বা ভক্তিঞ্চ কাঞ্চন ॥ ১৪৩ ॥ কুরঙ্গশাবৈর্গণশো ভ্রমদ্ভিঃ পরিবারিতম্। নিতান্তভীষণাস্যৈশ্চ পঞ্চাস্যৈঃ পরিরক্ষিতম্ ॥ ১৪৪ ॥ তং তথাভূতমালোক্য দেবী দেবং ব্যজিজ্ঞপৎ। বরেণ চ্ছন্দয়েশামুং নিজভক্তং তপস্বিনম্ ॥ ১৪৫ ॥ ত্বদেকচিত্তং ত্বদধীনজীবিতং ত্বদেককর্ম্মাণমমুং ত্বদাশ্রয়ম্। তীব্রৈস্তপোভিঃ পরিশুষ্কবিগ্রহং কুরুষ্ব যক্ষস্য বরৈরনুগ্রহম্ ॥ ১৪৬ ॥ দেবো বৃষেন্দ্রাদবরুহ্য দেব্যা শৈলাদিনা দত্তকরাবলম্বঃ। সমাধিসঙ্কোচিতনেত্রপত্রং পস্পর্শ হস্তেন দয়ার্দ্রচেতাঃ ॥ ১৪৭ ॥ ততঃ স যক্ষো বিনিমীল্য চক্ষুষী ত্র্যক্ষং পুরো বীক্ষ্য সমক্ষমাত্মনঃ। উদ্যৎসহস্রাংশুসহস্রতেজসং জগাদ হর্ষাকুলগদ্গদাক্ষরম্ ॥ ১৪৮ ॥ জয়েশ শম্ভো গিরিজেশ শঙ্কর ত্রিশূলপাণে শশিখণ্ডশেখর। স্পর্শং কৃপালো তব পাণিপদ্মজং প্রাপ্যানুতীভূততনূলতোঽভবম্ ॥ ১৪৯ ॥ শ্রুত্বোদিতাং তস্য মহেশ্বরো গিরং মৃদ্বীকয়া সাম্যমুপেযুষীং মৃদু। ভক্তস্য ধীরস্য মহাতপোনিধের্দ্দদৌ বরাণাং নিকরং তদা মুদা ॥ ১৫০ ॥ ক্ষেত্রস্য যক্ষাস্য মম প্রিয়স্য ভবাধুনা দণ্ডধরো বরান্মম।

কাশী বিনা আমার স্থান নাই; কাশীভিন্ন কোথাও আমার অনুরাগ নাই; কাশী, ব্যতীত কোন স্থানেই মুক্তি নাই,—আমি সত্য সত্য বলিতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কাশীতে যেরূপ অবলীলাক্রমে মুক্তি ব্যবস্থিত আছে, অন্যত্র অষ্টাঙ্গযোগেও তাদৃশ নাই। দেবদেব দেবীকে এইরূপ বলিতে বলিতে বনমধ্যে অশোকতরুমূলে দেখিলেন,—হরিকেশ, নিবাতনিষ্কম্প শরীরে তপস্যা করিতেছে। তাহার স্নায়ু শুষ্ক, তাহাতে অস্থিচয় আচ্ছাদিত রহিয়াছে; মাংস, শোণিত, বসা, বল্মীককীটে শোষণ করিয়াছে; অস্থিগুলিতে মাংস নাই; সমস্তই শঙ্খ, কুন্দ, ইন্দু, তুহিন ও মহাশঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে; প্রাণবায়ুকে সত্ত্বগুণ ধরিয়া রাখিয়াছে; আয়ুঃশেষই জীবন রক্ষা করিতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ায় তাহার জীবন উপলব্ধি হইতেছে; নিমেষ-উন্মেষসঞ্চারে জীব বলিয়া অনুমান হইতেছে; পিঙ্গলতারাশোভিত নেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিতে দিক্ উজ্জ্বলিত হইয়াছে। তদীয় তপস্যানলের শিখাস্পর্শে কানন-ভূমি ম্লান ও সৌম্যদৃষ্টিসুধাবর্ষণে নিখিল বৃক্ষ সিক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, নিরাকার নিরাকাঙ্ক্ষ সাক্ষাৎ তপস্যাই কোন আকাঙ্ক্ষা করিয়া মনুষ্য-আকার ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে দলে দলে কুরঙ্গশাবক ভ্রমণ করিতেছে ও কেশরিগণ নিতান্ত ভীষণমুখে চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে। তখন দেবীও তাহাকে তাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া দেবদেবকে নিবেদন করিলেন,—হে ঈশ! এই যক্ষ তোমাতেই চিত্ত, জীবন ও কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তীব্র-তপস্যায় দেহ শোষণপূর্ব্বক তোমার শরণাগত হইয়াছে; অতএব নিজভক্ত এই তপস্বীকে বর দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই কথা শুনিয়া মহাদেব, নন্দীর হস্তধারণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত বৃষবাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সদয়চিত্তে ধ্যাননিমগ্ননেত্র সেই হরিকেশকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন। তখন যক্ষ নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক উদ্যদাদিত্যসন্নিভ ভগবান্ ত্রিলোচনকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল,—হে ঈশ! শম্ভো! গিরিজেশ! শঙ্কর! ত্রিশূলপাণে! শশিখণ্ডশেখর! আপনার জয় হউক। হে কৃপালো! আপনার করকমলস্পর্শে আমার দেহ সুধাসিক্ত হইল। ১১৫—১৪৯। ধীর, মহাতপস্বী সেই ভক্তের এইরূপ সরলতাপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মহেশ্বর আনন্দে অপর্য্যাপ্ত বর প্রদান করিয়া বলিলেন,—হে যক্ষ! মদীয় বরে তুমি আমার এই প্রিয়-ক্ষেত্রের দণ্ডধর

স্থিরস্বমদ্যাদি দুরাত্মদণ্ডকঃ। সুপালকঃ পুণ্যকৃতাঞ্চ মৎপ্রিয়ঃ ॥ ১৫১ ॥ ত্বং দণ্ডপাণির্ভব নামতোঽধুনা সর্ব্বান্ গণান্ শাধি মমাজ্ঞয়োৎকটান্। গণাবিমৌ ত্বামনুযায়িনৌ সদা নাম্না যথার্থৌ নৃষু সম্ভ্রমোদ্‌ভ্রমৌ ॥ ১৫২ ॥ ত্বমন্ত্যভূষাং কুরু কাশিবাশিনাং গলে সুনীলাং ভুজগেন্দ্রকঙ্কণাম্। ভালে সুনেত্রাং করিকৃত্তিবাসসং বামেক্ষণালক্ষিতবামভাগাম্ ॥ ১৫৩ ॥ মৌলৌ লসৎপিঙ্গকপর্দ্দভারিণীং বিভূতিসঙ্ক্ষালিতপুণ্যবিগ্রহাম্। অহো হিমাংশোঃ কলয়া লসচ্ছ্রিয়ং বৃষেন্দ্রলীলাগতিমন্দগামিনীম্ ॥ ১৫৪ ॥ ত্বমন্নদঃ কাশিনিবাসিনাং সদা ত্বং প্রাণদো জ্ঞানদ এক এব হি। ত্বং মোক্ষদো মন্মুখস্থপদেশতস্তং নিশ্চলাং সত্ত্বসতিং বিধাস্যসি ॥ ১৫৫ ॥ ত্বং বিঘ্নপূগৈঃ পরিপীড্য পাপিনঃ সম্ভ্রান্তিমুৎপাদ্য বিনেষ্যসে বহিঃ। আনীয় ভক্তান্ ক্ষণতোঽপি দূরতো মুক্তিং পরাং দাপয়িতাসি পিঙ্গল ॥ ১৫৬ ॥ ত্বৎসাৎকৃতে ক্ষেত্রবরে হি যক্ষরাট্ কস্ত্বামনারাধ্য বিমুক্তিভাজনম্। সভাজনং পূর্ব্বত এব তে চরেৎ ততঃ সমর্চ্চাং মম ভক্ত আচরেৎ ॥ ১৫৭ ॥ ত্বং গ্রামবাসপ্রদ এব মে পুরেঽধ্যক্ষস্ত্বমেধীহ চ দণ্ডনায়কঃ। দুষ্টান্ সমুদ্ঘাটয় কাশিবৈরিণঃ কাশীং পুরীং রক্ষ সদা মুদান্বিতঃ ॥ ১৫৮ ॥ পূর্ণভদ্রসুত দণ্ডনায়ক ত্র্যক্ষযক্ষ হরিকেশ পিঙ্গল। কাশিবাসবসতাং সদান্নদ, জ্ঞানমোক্ষদ গণাগ্রণীর্ভব ॥ ১৫৯ ॥ মদ্ভক্তিযুক্তোঽপি বিনা ত্বদীয়াং ভক্তিং ন কাশীবসতিং লভেত। গণেষু দেবেষু হি মানবেষু তদগ্রমান্যো ভব দণ্ডপাণে ॥ ১৬০ ॥ জ্ঞানোদতীর্থে বিহিতোদকক্রিয়ো যস্ত্বাং সমারাধয়িতা গণেশম্। স এব লোকে কৃতকৃত্যতামগাৎ মমাতুলানুগ্রহতোঽত্র পুণ্যবান্ ॥ ১৬১ ॥ ত্বং দক্ষিণস্যাং দিশি দণ্ডপাণে সদৈব মে নেত্রসমক্ষমত্র। ত্বং দণ্ডয়ন্ প্রাণভৃতো দুরীহান্ ইহাস্ব নৄন্ স্বানভয়ং দিশন্ বৈ ॥ ১৬২ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইতি দত্ত্বা বরান্ বিপ্র গিরিশো দণ্ডপাণয়ে। বৃষেন্দ্রমধিরুহ্যাথ বিবেশানন্দকাননম্ ॥ ১৬৩ ॥ কুম্ভোদ্ভব তদারভ্য যক্ষরাড় দণ্ডনায়কঃ। পুরীং বারাণসীং সম্যগনুশাস্তি নিদেশতঃ ॥ ১৬৪ ॥ অহমপ্যত্র

হইলে; তুমি অদ্য হইতে এই স্থানে স্থির থাকিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবে। তোমার নাম—দণ্ডপাণি হইল। এই সমস্ত উৎকটগণ তোমার শাসনে থাকিবে। মনুষ্য মধ্যে যথার্থনামধারী সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামে এই গণদ্বয় সদা তোমার অনুসরণ করিবে। তুমি কাশীবাসী লোকের গলে নীলরেখা, করে ভুজঙ্গকঙ্কণ, কপালে নয়ন, পরিধানে কৃত্তিবাস, বৃষবাহনে গমন, বামভাগে বামনয়না, মস্তকে পিঙ্গল জটাজূট, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম ও চন্দ্রকলা বিধান করিয়া অন্তিম কালের ভূষা সম্পাদন করিয়া দিবে। তুমি কাশীবাসী জনগণের অন্নদাতা, প্রাণদাতা, জ্ঞানদাতা ও মন্মুখনির্গত উপদেশবলে মুক্তিদাতা হইয়া তাহাদিগের অচল সত্ত্বমতি বিধান করিবে। হে পিঙ্গল! তুমি পাপীদিগকে বহু বিঘ্ন প্রদানপূর্ব্বক ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে ও ভক্তগণকে ক্ষণমধ্যে দূরদূরান্তর হইতে আনয়ন করিয়া মুক্তিপ্রদান করাইবে। হে যক্ষরাজ! এই ক্ষেত্র তোমার সম্পূর্ণ অধীন হইল, এখানে মদীয় ভক্তমাত্রেই অগ্রে তোমার পূজা করিয়া আমার অর্চনা করিবে; নতুবা মুক্তি পাইবে না। হে দণ্ডনায়ক! তুমি এই পুরীতে অন্নবস্ত্রদাতা হইয়া ত্রিলোচন হইয়া থাকিবে ও কাশী-শত্রু দুষ্টলোকদিগকে উচ্চাটন করিয়া সদানন্দে এই পুরী রক্ষা করিবে। হে পূর্ণভদ্রাত্মজ! তোমার মনোরথ-তরু ফলিত হইবে। ভক্তি বিষয়ে তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও উদাহরণপাত্র হইবে। হে পূর্ণভদ্রসুত! দণ্ডনায়ক! পিঙ্গল! ত্র্যক্ষ! যক্ষ! হরিকেশ! হে কাশীবাসিজনের অন্নজ্ঞানমোক্ষদাতা! তুমি আমার সমস্ত গণের প্রধান হইবে। আমাতে ভক্তিযুক্ত হইলেও মনুষ্য তোমার ভক্তি বিনা কাশীতে বাস করিতে পাইবে না। তুমি কি দেব, কি মনুষ্য, কি প্রমথ—সকলেরই অগ্রে পূজনীয় হইবে। জ্ঞানবাপী তীর্থে স্নানাদি করিয়া যে তোমার আরাধনা করিবে, সে আমার অসামান্য কৃপাবলে পূর্ণমনোরথ হইবে। হে দণ্ডপাণে! তুমি আমার সম্মুখে দক্ষিণদিকে দুষ্টের দণ্ডবিধান ও শিষ্টের অভয়দানপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান কর। স্কন্দ কহিলেন—হে বিপ্র! ভগবান্ গিরীশ দণ্ডপাণিকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া বৃষরাজে আরোহণপূর্ব্বক আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। তদবধি যক্ষরাট্ দণ্ডনায়ক দুষ্টগণ হইতে বারাণসী পুরী যথাবিধি পালন করিতেছেন। আমি তাঁহার মর্য্যাদা

বসতিং চক্রে তদনুস্থয়য়া। বসন্নপি ময়া কাশ্যাং যতঃ সম্ভাবিতো ন সঃ ॥ ১৬৫ ॥ মুনে ক্ষেত্রং যদত্যাক্ষীস্ত্বমপ্যেবংবিধো বশী। শঙ্কে তত্রাহমেবাদ্ধা কামং তস্যৈব বিক্রিয়াম্ ॥ ১৬৬ ॥ মনাগ্ বিরুদ্ধাচরণং যদি দ্বিজ বিলক্ষয়েৎ। হরিকেশস্তদা কাশ্যাং ক স্থিতিঃ ক চ নির্বৃতিঃ ॥ ১৬৭ ॥ দণ্ডপাণিমনারাধ্য কঃ কাশ্যাং সুখমাপ্নুয়াৎ। প্রবিবিক্ষুরহং কাশীং দূরগোঽপি ভজামি তম্ ॥ ১৬৮ ॥ রত্নভদ্রাঙ্গজোদ্ভূত পূর্ণভদ্রসুতোত্তম। নির্বিঘ্নং কুরু মে যক্ষ কাশীবাসং শিবাপ্তয়ে ॥ ৬৯ ॥ ধন্যো যক্ষঃ পূর্ণভদ্রো ধন্যা কাঞ্চনকুণ্ডলা। যয়োর্জঠরপীঠেঽভূর্দণ্ডপাণে মহামতে ॥ ১৭০ ॥ জয় যক্ষপতে ধীর জয় পিঙ্গললোচন। জয় পিঙ্গজটাভার জয় দণ্ডমহায়ুধ ॥ ১৭১ ॥ অবিমুক্তমহাক্ষেত্র-সূত্রধারোগ্রতাপস। দণ্ডনায়ক ভীমাস্য জয় বিশ্বেশ্বরপ্রিয় ॥ ১৭২ ॥ সৌম্যনাং সৌম্যবদন ভীষণানাং ভয়ানক। ক্ষেত্রপাপধিয়াং কাল মহাকালমহাপ্রিয় ॥ ১৭৩ ॥ জয় প্রাণদ যক্ষেন্দ্র কাশীবাসান্নমোক্ষদ। মহারত্নস্ফুরদ্রশ্মিচয়চর্চ্চিতবিগ্রহ ॥ ১৭৪ ॥ মহাসম্ভ্রান্তিজনক মহোদ্ভ্রান্তিপ্রদায়ক। অভক্তানাঞ্চ ভক্তানাং সম্ভ্রান্ত্যুদ্ভ্রান্তিনাশক ॥ ১৭৫ ॥ প্রান্তনেপথ্যচতুর জয় জ্ঞাননিধিপ্রদ। জয় গৌরীপদাব্জালে মোক্ষেক্ষণবিচক্ষণ ॥ ১৭৬ ॥ যক্ষরাজাষ্টকং পুণ্যমিদং নিত্যং ত্রিকালতঃ। জপামি মৈত্রাবরুণে বারাণস্যাপ্তিকারণম্ ॥ ১৭৭ ॥ দণ্ডপাণ্যষ্টকং ধীমান্ জপন্ বিঘ্নৈর্ন জাতুচিৎ। শ্রদ্ধয়া পরিভূয়েত কাশীবাসফলং লভেৎ ॥ ১৭৮ ॥ প্রাদুর্ভাবং দণ্ডপাণেঃ শৃণ্বন্ স্তোত্রমিদং গৃণন্। বিপত্তিমন্ততঃ প্রাপ্য কাশীং জন্মান্তরে লভেৎ ॥ ১৭৯ ॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং দণ্ডপাণিসমুদ্ভবম্। পঠিত্বা পাঠয়িত্বাপি ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ১৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দণ্ডপাণিপ্রাদুর্ভাবো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। স্কন্দ জ্ঞানোদতীর্থস্য মাহাত্ম্যং বদ সাম্প্রতম্। জ্ঞানবাপীং প্রশংসন্তি যতঃ

রক্ষা করি নাই বলিয়া তাঁহার কোপে আমায় এই স্থানে বাস করিতে হইয়াছে। হে মুনে! আমি বোধ করি, তুমিও তাঁহারই প্রতিকুলতায় কাশীক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছ। হে দ্বিজ! হরিকেশ যদি কোন ব্যক্তির অল্পমাত্র ব্যতিক্রম দেখেন, তবে কাশীতে তাহার অবস্থান ও কপালে সুখ দুর্ঘট। দণ্ডপাণির আরাধনা না করিলে কোন মতেই কাশী-সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমি কাশী প্রবেশকালে, দূর হইতে এইরূপে তাঁহার ভজনা করি যে, "হে রত্নভদ্রসুত পূর্ণভদ্র পুত্রশ্রেষ্ঠ! যক্ষ! শিবপ্রাপ্তির জন্য নির্বিঘ্নে আমার কাশীবাস বিধান করুন। যক্ষ পূর্ণভদ্র ধন্য; কাঞ্চনকুণ্ডলাও ধন্যা; হে মহামতে! যাহার জঠরে তুমি দণ্ডপাণি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে যক্ষপতে! তোমার জয় হউক। হে পিঙ্গললোচন বীর। তোমার জয় হউক; হে পিঙ্গজটাভার, দণ্ডমহায়ুধ! তোমার জয় হউক। হে অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রের সূত্রধর! উগ্রতাপস। হে দণ্ডনায়ক! ভীমাস্য! হে বিশ্বেশ্বরপ্রিয়! তোমার জয় হউক। হে সৌম্যের প্রতি সৌম্য! হে ভীষণের প্রতি ভীষণ! হে ক্ষেত্রস্থ পাপাচারীর কালান্তক! হে মহামহাপ্রিয়! হে প্রাণদ! হে যক্ষেন্দ্র! হে কাশীবাসীর অন্ন ও মুক্তিদায়িন্! তোমার জয় হউক। হে মহারত্নরশ্মিমালাস্ফুরিতবিগ্রহ! হে অভক্তগণের মহাসম্ভ্রান্তিজনক ও মহোদ্ভ্রান্তিপ্রদায়ক! হে ভক্তগণের সম্ভ্রমোদ্ভ্রান্তিনাশক! হে চরমকালীন ভূষাচতুর! হে জ্ঞাননিধিপ্রদ! তোমার জয় হউক। হে গৌরীচরণসরোজমধুপ! মোক্ষদানৈকবিচক্ষণ! তোমার জয় হউক।" কাশীলাভের কারণ পবিত্র এই যক্ষরাজাষ্টক আমি নিত্য ত্রিসন্ধ্যাও পাঠ করিয়া থাকি। হে মৈত্রাবরুণে! যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই দণ্ডপাণির অষ্টক শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করে, সে কখনও বিঘ্নজালে আক্রান্ত হয় না এবং কাশীবাসের ফললাভ করিয়া থাকে। এই দণ্ডপাণির প্রাদুর্ভাবকথা শ্রবণ বা পাঠ করিলে, ইহ-জন্মে না হউক, জন্মান্তরে কাশী লাভ হইয়া থাকে। এই পবিত্র দণ্ডপাণিপ্রাদুর্ভাবনামক অধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ করে বা পাঠ করায়, তাহাকে বিঘ্নবাধায় সংক্রান্ত হইতে হয় না। ১৫০—১৮০।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

অগস্ত্য বলিলেন,—হে স্কন্দ! স্বর্গবাসী দেবগণও জ্ঞানবাপীর যৎপরনাস্তি প্রশংসা করিয়া

খগেীকসোঽপ্যলম্॥ ১॥ স্কন্দ উবাচ। ঘটোদ্ভব মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু পাপপ্রণোদিনীম্। জ্ঞানবাপ্যাঃ সমুৎপত্তিং কথ্যমানাং ময়াধুনা ॥ ২॥ অনাদিসিদ্ধে সংসারে পুরা দেবযুগে মুনে। প্রাপ্তঃ কুতশ্চিদীশানশ্চরন্ স্বৈরমিতস্ততঃ ॥ ৩ ॥ ন বর্ষন্তি যদাভ্রাণি ন প্রাবর্ত্তন্ত নিম্নগাঃ। জলাভিলাষো ন যদা স্নানপানাদিকর্ম্মণি ॥ ৪ ॥ ক্ষারস্বাদুদয়োরেব যদাসীজ্জলদর্শনম্। পৃথিব্যাং নরসঞ্চারে বর্ত্তমানে ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥ নির্ব্বাণকমলাক্ষেত্রং শ্রীমদানন্দকাননম্। মহাশ্মশানং সর্ব্বেষাং বীজানাং পরমূষরম্ ॥ ৫ ॥ মহাশয়নসুপ্তানাং জন্তূনাং প্রতিবোধকম্। সংসারসাগরাবর্ত্তপতজ্জন্তুতরণ্ডকম্ ॥ ৭ ॥ যাতায়াতাতিসংখিন্নজন্তুবিশ্রামমণ্ডপম্। অনেকজন্মগুণিতকর্ম্মসূত্রচ্ছিদাঙ্কুরম্ ॥ ৮ ॥ সচ্চিদানন্দনিলয়ং পরব্রহ্মরসায়নম্। সুখসন্তানজনকং মোক্ষসাধনসিদ্ধিদম্ ॥ ৯ ॥ প্রবিশ্য ক্ষেত্রমেতৎ স ঈশানো জটিলস্তদা। লসত্ত্রিশূলবিমলরশ্মিজালসমাকুলঃ ॥১০॥ আলুলোকে মহালিঙ্গং বৈকুণ্ঠপরমেষ্ঠিনোঃ। মহাহমহমিকায়াং প্রাদুরাস যদাদিতঃ ॥ ১১ ॥ জ্যোতির্ম্ময়ীভির্মালাভিঃ পরিতঃ পরিবেষ্টিতম্। বৃন্দৈর্বৃন্দারকর্ষীণাং গণানাঞ্চ নিরন্তরম্ ॥ ১২ ॥ সিদ্ধানাং যোগিনাং স্তোমৈরর্চ্চ্যমানং নিরন্তরম্। গীয়মানঞ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানং চরাচরৈঃ ॥ ১৩॥ অঙ্গহারৈরপ্সরোভিঃ সেব্যমানমনেকধা। নীরাজ্যমানং সততং নাগীভির্মণিদীপকৈঃ ॥ ১৪ ॥ বিদ্যাধরীকিন্নরীভিস্ত্রিকালং কৃতমণ্ডনম্। অমরীচমরীরাজিবীজ্যমানমিতস্ততঃ ॥ ১৫॥ অস্যেশানস্য তল্লিঙ্গং দৃষ্ট্বেচ্ছেত্যভবত্তদা। স্নপয়ামি মহল্লিঙ্গং কলশৈঃ শীতলৈর্জলৈঃ ॥ ১৬ ॥ চখান চ ত্রিশূলেন দক্ষিণাংশোপকণ্ঠতঃ। কুণ্ডং প্রচণ্ডবেগেন রুদ্রো রুদ্রবপুর্দ্ধরঃ ॥ ১৭ ॥ পৃথিব্যাবরণাম্ভাংসি নিষ্ক্রান্তানি তদা মুনে। ভূপ্রমাণাদ্দশগুণৈর্যৈরিয়ং বসুধা বৃতা ॥ ১৮ ॥ তৈর্জলৈঃ স্নাপয়াঞ্চক্রে ত্বস্পৃষ্টৈরন্যদেহিভিঃ। তুষারৈর্জাড্যবিধুরৈর্জম্বপূকৌঘহারিভিঃ ॥১৯॥ সন্মনোভিরিবাত্যচ্ছৈরনচ্ছৈর্ব্যোমবর্ত্মবৎ। জ্যোৎস্নাবদুজ্জ্বলচ্ছায়ৈঃ পাবনৈঃ শম্ভুনামবৎ ॥ ২০ ॥ পীযুষবৎস্বাদুতরৈঃ সুখস্পর্শৈর্গবাঙ্গবৎ। নিষ্পাপধীবদ্গম্ভীরৈস্তরলৈঃ পাপিশর্ম্মবৎ ॥২১॥ বিজিতাব্জমহাগন্ধৈঃ পাটলামোদমোদিভিঃ। অদৃষ্টপূর্ব্বলোকানাং মনোনয়নহারিভিঃ ॥ ২২ ॥

থাকেন। অতএব সম্প্রতি সেই জ্ঞানোদ তীর্থের মহিমা বর্ণন করুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ কুম্ভযোনে! আমি এক্ষণে কলুষনাশিনী তদীয় উৎপত্তিকথা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! পূর্ব্বে যখন দেবযুগে এই আবহমান সংসারে মেঘ সকল বৃষ্টি করিত না; নদীর উৎপত্তি হয় নাই; স্নান-দানাদি কার্য্যে কেহ জল চাহিত না; লবণ ও ক্ষীরসমুদ্রে কেবল জল দৃষ্টিগোচর হইত ও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্যসঞ্চার বর্ত্তমান ছিল, এমন সময়ে দিক্‌পাল ঈশান যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে সমস্ত কর্ম্মবীজের ঊষরক্ষেত্রে মহানিদ্রায় নিদ্রিত জীবগণের প্রতিবোধক, সংসারসমুদ্রাবর্ত্তে পতিত জন্তুর অবলম্বনতরণী, যাতায়াতে খিন্নজীবের বিশ্রামভবন, বহুজন্মসঞ্চিত কর্ম্মসূত্রের ছেদনশস্ত্র, নির্ব্বাণলক্ষ্মীধাম, সচ্চিদানন্দনিলয়, পরব্রহ্মরসায়ন, সুখসন্তানজনক, মোক্ষসাধন-সিদ্ধিপ্রদ মহাশ্মশান শ্রীআনন্দকাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া জটিল ঈশান তখন ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে আকুল হইয়া দেখিলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অহমহমিকায় প্রাদুর্ভূত জ্যোতির্ম্মালামণ্ডিত সেই মহালিঙ্গ বিরাজ পাইতেছেন। অমর, সিদ্ধ, যোগী, ঋষি ও প্রমথগণ নিরন্তর তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন। গন্ধর্ব্ব গাইতেছে; চারণগণ স্তব করিতেছে; অপ্সরা নাচিতেছে; নাগকন্যাগণ মণিময় প্রদীপ জ্বালিয়া নীরাজনা করিতেছে; বিদ্যাধরবধূ ও কিন্নরীগণ ত্রিকালীন মঙ্গল করিতেছে ও দেবনারীগণ ইতস্ততঃ চামর ব্যজন করিতেছে। সেই লিঙ্গ দেখিয়া তখন ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি কলস দ্বারা শীতল জলে এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান ত্রিশূল দ্বারা দক্ষিণ ভাগের অনতিদূরে এক কুণ্ড খনন করিলেন। হে মুনে! সেই কুণ্ড হইতে তখন পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক এবং যে জলরাশি এই ভূমণ্ডলের বহিরাবরণ, সেই জল নির্গত হইল।১—১৮। হে কুম্ভযোনে! সেই ঈশান তখন অন্য জীবের অস্পৃষ্ট, সজ্জনচিত্তের ন্যায় স্বচ্ছ, আকাশমার্গের ন্যায় অত্যুচ্চ, জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল, শিবনামের ন্যায় পবিত্র, অমৃতবৎ সুস্বাদু, বৃষাঙ্গের ন্যায় সুখস্পর্শ, নিষ্পাপজনের ন্যায় ধীর গম্ভীর, পাপিগণের মত চঞ্চল, নির্জ্জিতপদ্মগন্ধ,

অজ্ঞানতাপসন্তপ্ত-প্রাণিপ্রাণৈকরক্ষিভিঃ। পঞ্চামৃতানাং কলশৈঃ স্নপনাতিফলপ্রদৈঃ ॥ ২৩ ॥ শ্রদ্ধোপস্পর্শিহৃদয়-লিঙ্গত্রিতয়হেতুভিঃ। অজ্ঞানতিমিরার্কাভৈর্জ্ঞানদাননিদানকৈঃ ॥ ২৪ ॥ বিশ্বভর্তুরুমাস্পর্শ-সুখাতিসুখকারিভিঃ। মহাবভৃথসুস্নানমহাশুদ্ধিবিধায়িভিঃ ॥ ২৫ ॥ সহস্রধারৈঃ কলসৈঃ স ঈশানো ঘটোদ্ভব। সহস্রকৃত্বঃ স্নপয়ামাস সংহৃষ্টমানসঃ ॥ ২৬ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ বিশ্বাত্মা বিশ্বলোচনঃ। তমুবাচ তদেশানং রুদ্রং রুদ্রবপুর্দ্ধরম্ ॥ ২৭ ॥ তব প্রসন্নোঽস্মীশান কর্ম্মণানেন সুব্রত। গুরুণানন্যপূর্ব্বেণ মমাতিপ্রীতিকারিণা ॥ ২৮ ॥ তত্ত্বং জটিলেশান বরং ব্রূহি তপোধন। অদেয়ং ন তবাস্ত্যদ্য মহোদ্যমপরায়ণ ॥ ২৯ ॥ ঈশান উবাচ। যদি প্রসন্নো দেবেশ বরযোগ্যোঽস্ম্যহং যদি। তদেতদতুলং তীর্থং তব নাম্নাস্তু শঙ্কর ॥ ৩০ ॥ বিশ্বেশ্বর উবাচ। ত্রিলোক্যাং যানি তীর্থানি ভূর্ভুবঃস্বঃস্থিতান্যপি। তেভ্যোঽখিলেভ্যস্তীর্থেভ্যঃ শিবতীর্থমিদং পরম্ ॥ ৩১ ॥ শিবং জ্ঞানমিতি ব্রূয়ুঃ শিবশব্দার্থচিন্তকাঃ। তচ্চ জ্ঞানং দ্রবীভূতমিহ মে মহিমোদয়াৎ ॥ ৩২ ॥ অতো জ্ঞানোদনাম্নৈতত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। অস্য স্পর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ জ্ঞানোদতীর্থসংস্পর্শাদশ্বমেধফলং লভেৎ। স্পর্শনাচমনাভ্যাঞ্চ রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ৩৪ ॥ ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য চ পিতামহান্। যৎফলং সমবাপ্নোতি তদত্র শ্রাদ্ধকর্ম্মণা ॥ ৩৫ ॥ গুরুপুষ্যাসিতাষ্টম্যাং ব্যতীপাতো যদা ভবেৎ। তদাত্র শ্রাদ্ধকরণাদ্গয়াকোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ যৎ ফলং সমবাপ্নোতি পিতৄন্ সন্তর্প্য পুষ্করে। তৎ ফলং কোটিগুণিতং জ্ঞানতীর্থে তিলোদকৈঃ ॥ ৩৭ ॥ সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে তমোগ্রস্তে বিবস্বতি। যৎ ফলং পিণ্ডদানেন তজ্জ্ঞানোদে দিনে দিনে ॥ ৩৮ ॥ পিণ্ডনির্বপণং যেষাং জ্ঞানতীর্থে সুতৈঃ কৃতম্। মোদন্তে শিবলোকে তে যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩৯ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং উপবাসী নরোত্তমঃ। প্রাতঃস্নাত্বাথ পীতাম্ভস্বন্তর্লিঙ্গময়ো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ একাদশ্যামুপোষ্যাত্র প্রাশ্নাতি

পাটলপুষ্পগন্ধি, দর্শকবৃন্দের নয়নমনোহারী, অজ্ঞানতাপতপ্ত জীবের স্নিগ্ধতাকারী, স্নি পঞ্চামৃতস্নানাপেক্ষা অতি ফলদায়ী, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্পর্শ করিলে হৃদয়ে লিঙ্গত্রিতয়ের জনক, অজ্ঞানতিমিরের সূর্য্যতুল্য, জ্ঞানদানের নিদান, উমাস্পর্শ অপেক্ষা বিশ্বেশ্বরের অতি সুখকারী, অবভৃত স্নান হইতেও অতি শুদ্ধিবিধায়ক, শীতল, জাড্যাপহারী সেই জল দ্বারা সহস্রধারায় কলসে করিয়া হৃষ্টচিত্তে সহস্রবার সেই লিঙ্গকে স্নান করাইলেন। অনন্তর বিশ্বলোচন বিশ্বাত্মা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া রুদ্রমূর্ত্তিধারী ঈশানকে বলিলেন,—হে সুব্রত ঈশান! অতি প্রীতিকর, অনন্যকৃতপূর্ব্ব গুরুতর তোমার এই কার্য্যে আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তোমায় কি বর দিতে হইবে বল, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই। তাহা শুনিয়া ঈশান বলিলেন,—"হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও আমি যদি আপনার বরলাভের যোগ্যপাত্রমধ্যে গণ্য হই, তবে হে শঙ্কর! এই তীর্থ অতুলনীয় হইয়া আপনার নামে প্রসিদ্ধ হউক।" বিশ্বেশ্বর বলিলেন,—ত্রিভুবন ও ভূর্ভুবঃস্বর্লোক মধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদয় হইতে ইহা প্রধান ও শিবতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। শিবশব্দার্থজ্ঞ পণ্ডিতগণ শিব শব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলিয়া থাকেন, এই তীর্থে সেই জ্ঞান আমার মহিমবলে সলিলভাবে দ্রবীভূত হইয়া আছে, অতএব এই তীর্থ "জ্ঞানোদ" নামে ত্রিলোকীমধ্যে বিখ্যাত হইল। ইহার দর্শনে সর্ব্বপাপ মোচন, স্পর্শনে অশ্বমেধের ফললাভ এবং আচমন ও পানে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্তি হইবে। ফল্গুতীর্থে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া মনুষ্যের যে ফল হয়, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, সেই ফল মিলিবে। গুরুবার পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে ব্যতীপাতযোগ হইলে যদি কেহ এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তবে গয়াশ্রাদ্ধ অপেক্ষা সে কোটিগুণ ফল লাভ করিবে। পুষ্করতীর্থে পিতৃতর্পণে যে পুণ্য, এই তীর্থে তিলতর্পণে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য হইবে। কুরুক্ষেত্রে রামহ্রদে সূর্য্যগ্রহণকালে পিণ্ডদানে যে ফল হয়, এই তীর্থে প্রত্যহ সেই ফল লাভ হইবে।১৯—৩৮। যাহাদের পুত্র এই স্থানে পিণ্ডদান করে, তাহারা প্রলয়কাল যাবৎ শিবলোকে বাস করিবে। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া এই তীর্থে প্রাতঃস্নান ও ইহার জলপান করিলে, মনুষ্যের হৃদয় শিবময় হইয়া যাইবে। যে, একাদশীতে উপবাস

চুলুকত্রয়ম্। হৃদয়ে তস্য জায়ন্তে ত্রীণি লিঙ্গান্যসংশয়ম্ ॥ ৪১ ॥ ঈশানতীর্থে যঃ স্নাত্বা বিশেষাৎ সোমবাসরে। সন্তর্প্য দেবর্ষিপিতৄন্ দত্ত্বা দানং স্বশক্তিতঃ ॥ ৪২ ॥ ততঃ সমর্চ্চ্য শ্রীলিঙ্গং মহাসম্ভারবিস্তরৈঃ। অত্রাপি দত্ত্বা নানার্থান্ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৩ ॥ উপাস্য সন্ধ্যাং জ্ঞানোদে যৎ পাপং কাললোপজম্। ক্ষণেন তদপাকৃত্য জ্ঞানবান্ জায়তে দ্বিজঃ ॥ ৪৪ ॥ শিবতীর্থমিদং প্রোক্তং জ্ঞানতীর্থমিদং শুভম্। তারকাখ্যমিদং তীর্থং মোক্ষতীর্থমিদং ধ্রুবম্ ॥ ৪৫ ॥ স্মরণাদপি পাপৌঘো জ্ঞানোদস্য ক্ষয়েদ্ধ্রুবম্। দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ স্নানাৎ পানাদ্ধর্ম্মাদিসম্ভবঃ ॥ ৪৬ ॥ ডাকিনীশাকিনীভূত-প্রেতবেতালরাক্ষসাঃ। গ্রহাঃ কুষ্মাণ্ডখেটিঙ্গাঃ কালকর্ণীশিশুগ্রহাঃ ॥ ৪৭ ॥ জ্বরাপস্মারবিস্ফোট-দ্বিতীয়কচতুর্থকাঃ। সর্ব্বে প্রশমমায়ান্তি শিবতীর্থজলেক্ষণাৎ ॥ ৪৮ ॥ জ্ঞানোদতীর্থপানীয়ৈর্লিঙ্গং যঃ স্নাপয়েৎ সুধীঃ। সর্ব্বতীর্থোদকৈস্তেন ধ্রুবং সংস্নাপিতং ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ জ্ঞানরূপোঽহমেবাত্র দ্রবমূর্ত্তিং বিধায় চ। জাড্যবিধ্বংসনং কুর্য্যাং কুর্য্যাং জ্ঞানোপদেশনম্ ॥ ৫০ ॥ ইতি দত্ত্বা বরাঞ্ছম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। কৃতকৃত্যমিবাত্মানং সোঽপ্যমংস্ত ত্রিশূলভৃৎ ॥ ৫১ ॥ ঈশানো জটিলো রুদ্রস্তৎ প্রাশ্য পরমোদকম্। অবাপ্তবান্ পরং জ্ঞানং যেন নির্বৃতিমাপ্তবান্ ॥ ৫২ ॥ স্কন্দ উবাচ। কলসোদ্ভব চিত্রার্থমিতিহাসং পুরাতনম্। জ্ঞানবাপ্যাং হি যদ্বৃত্তং তদাখ্যামি নিশাময় ॥ ৫৩ ॥ হরিস্বামীতিবিখ্যাতঃ কাশ্যামাসীদ্দ্বিজঃ পুরা। তস্যৈকা তনয়া জাতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৫৪ ॥ ন সমা শীলসম্পত্ত্যা তস্যাঃ কাচন ভূতলে। কলাকলাপকুশলা স্বরেণ জিতকোকিলা ॥ ৫৫ ॥ ন নারী তাদৃগস্তীহ নামরী কিন্নরী ন চ। বিদ্যাধরী ন নো নাগী গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ ॥ ৫৬ ॥ সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিলয়া সর্ব্বলক্ষণসংখনিঃ। অধিশেতে ধ্রুবং ধ্বান্তং তন্মৌলিং ব্রধ্নসাধ্বসাৎ ॥ ৫৭ ॥ তদাস্যং শরণং যাতো মন্যে দর্শভয়াচ্ছশী। দিবাপি ন ত্যজেত্তাস্তু ত্রস্তশ্চণ্ডমরীচিতঃ ॥ ৫৮ ॥ তদ্ভ্রূভ্রমররাজীব গণ্ডপত্রলতান্তরে। উদঞ্চন্ন্যঞ্চডুড্ডীনগতেরভ্যাসভাজিনী ॥ ৫৯ ॥ তচ্চারুলোচন-

---

করিয়া ইহার তিন গণ্ডূষ জলপান করে, নিশ্চিতই তাহার হৃদয়ে শিবলিঙ্গত্রয় উৎপন্ন হইবে। বিশেষতঃ সোমবারে যে ব্যক্তি এই শিবতীর্থে স্নান এবং ঋষি, দেব ও পিতৃতর্পণ করিয়া যথাসাধ্য দান করত ষোড়শোপচারে বিশ্বেশ্বরের পূজা করে, তাহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। যথাসময়ে সন্ধ্যা না করিলে যে পাপ হয়, এই তীর্থে সন্ধ্যোপাসনা করিলে সে পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞানলাভ করিবে। ইহার নাম শিবতীর্থ, ইহাই শুভ জ্ঞানতীর্থ, ইহারই নাম তারকতীর্থ ও ইহাই নিঃসন্দেহ মোক্ষতীর্থ হইল। এই তীর্থ স্মরণ করিলেও পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার দর্শন, স্পর্শন, জলপান ও ইহাতে স্নান করিলে মনুষ্য চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্ত হইবে। ইহার জল দর্শনে ডাকিনী, শাকিনী, ভূত, প্রেত, বেতাল, রাক্ষস, গ্রহ, কুষ্মাণ্ড, খেটিঙ্গ, কালকর্ণী, বালগ্রহ, জ্বর, অপস্মার, বিস্ফোট প্রভৃতি সমুদয় শান্ত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি এই তীর্থের জল দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করায়, সর্ব্বতীর্থজল দ্বারা স্নান করাইলে যাদৃশ ফল হয়, সেও তাদৃশ ফল পাইবে। জ্ঞানরূপী আমি এস্থানে দ্রবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের জড়তা নাশ ও জ্ঞান উপদেশ করিব। ভগবান্ শম্ভু এইরূপ বর দান করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন; ত্রিশূলধারী, জটিল, ঈশানও আপনাকে কৃতার্থ মানিলেন এবং সেই পরম জল পান করিয়া পরম জ্ঞান লাভ করত সুখী হইলেন। স্কন্দ বলিলেন,—হে কুম্ভযোনে! এই জ্ঞানব্যাপীতে পূর্ব্বে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল; তদ্বিষয়ক ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এই কাশীতে হরিস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অসামান্যরূপলাবণ্যবতী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই কন্যাটী চতুঃষষ্টি কলায়, শীলে ও সমস্ত লক্ষণে ভূষিত ছিল! তাহার কণ্ঠস্বরে কোকিল পরাস্ত হইত। কি নারী, কি অমরী, কি কিন্নরী, কি বিদ্যাধরী, কি নাগকন্যা, কি গন্ধর্ব্বকন্যা, কি অসুরকন্যা, কেহই তাহার তুলনীয় হইত না। ৩৯—৫৭। তাহার কেশ দেখিলে বোধ হইত, যেন অন্ধকার সূর্য্যভয়ে তদীয় মস্তকে আশ্রয় লইয়াছে। মুখ দেখিলে বোধ হইত, যেন শশী অমাবস্যাভয়ে তদীয় মুখের শরণাগত হইয়াছে ও চণ্ডমরীচিভয়ে ভীত হইয়া দিবসেও ত্যাগ করিতেছে না। তদীয় ভ্রূযুগচ্ছলে ভ্রমরমালা যেন গণ্ডপত্রলতামধ্যে উৎপতনপতনগতি অভ্যাস

ক্ষেত্রে বিচরন্তৌ চ খঞ্জনৌ। সদৈব শারদীং প্রীতিং নির্ব্বিশেতে নিজেচ্ছয়া॥ ৬০॥ সুদত্যা রদনশ্রেণীচ্ছদেষু বিষমেষুণা। বিহিতা কাঞ্চনী রেখা কেন্দারেতাবতী কলা॥ ৬১॥ প্রায়ো মদনভূপালহর্ম্ম্যরত্নান্তরে শুভে। জিতপ্রবালসুচ্ছায়ে তস্যা রদনবাসসী॥ ৬২॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে নৈষা রেখা ক্বচিৎ স্ত্রিয়াম্। তৎকণ্ঠরেখাত্রিতয়ব্যাজেন শপতে স্মরঃ॥ ৬৩॥ শঙ্কে চিত্তভুবো রাজ্যো লসৎপটকুটীদ্বয়ম্। অনর্ঘরত্নকোষাঢ্যং তস্যা বক্ষোরুহদ্বয়ম্॥ ৬৪॥ অনঙ্গভূনিয়মতোঽদৃশ্যে মধ্যে নতভ্রুবঃ। রোমালীলক্ষিকামূর্দ্ধামিব যষ্টিং বিধির্ব্যধাৎ॥ ৬৫॥ তস্যা নাভীদরীং প্রাপ্য কন্দর্পো হনঙ্গতাং গতঃ। পুনঃপ্রাপ্তুমিবাঙ্গানি তপ্যতে পরমং তপঃ॥ ৬৬॥ গুরুণৈতন্নিতম্বেন মহামন্মথদীক্ষয়া। ভুবি কে কে যুবানো ন স্বাধীনাঃ প্রাপিতা দৃশাম্॥ উরুস্তম্ভেন চৈতস্যাঃ স্তম্ভবৎ কস্য নো মনঃ। তস্তম্ভে ন মুনের্বাপি সুবৃত্তেন সুবর্ত্তনম্॥ ৬৮॥ পাদাঙ্গুষ্ঠনখজ্যোতিঃপ্রভয়া কস্য ন প্রভা। বিবেকজনিতাধ্বংসি মুনে তস্যা মৃগীদৃশঃ॥ ৬৯॥ সা প্রত্যহং জ্ঞানবাপ্যাং স্নায়ং স্নায়ং শিবালয়ে। সম্মার্জ্জনাদিকর্ম্মাণি কুরুতেঽনন্যমানসা॥ ৭০॥ তৎপাদপ্রতিবিম্বেষু রেখাশষ্পাঙ্কুরং চরন্। নান্যদ্বনান্তরং যাতি কাশ্যাং যূনাং মনোমৃগঃ॥ ৭১॥ তদাস্যপঙ্কজং হিত্বা যূনাং নেত্রালিমালয়া। ন লতান্তরমাসেবি অপ্যামোদপ্রসূনযুক্॥ ৭২॥ সুলোচনাপি সা কন্যা প্রেক্ষেতাস্যং ন কস্যচিৎ। সুশ্রবা অপি সা বালা নাদত্তে কস্যচিদ্বচঃ॥ ৭৩॥ সুশীলা শীলসম্পন্না রহস্তদ্বিরহাতুরৈঃ। প্রার্থিতাপি স্বরূপাঢ্যৈর্নাভিলাষং ববন্ধ সা॥ ৭৪॥ ধনৈস্তস্যা জনেতাপি যুবভিঃ প্রার্থিতো বহু। নাশকত্তাং সুশীলাং স দাতুং শীলোর্জ্জিতশ্রিয়ম্॥৭৫॥ জ্ঞানোদতীর্থভজনাৎ সা সুশীলা কুমারিকা। বহিরন্তস্তদাদ্রাক্ষীৎ সর্ব্বং লিঙ্গময়ং জগৎ॥ ৭৬॥ কদাচিদেকদা তাস্তু প্রসুপ্তাং সদনাঙ্গনে। মোহিতো রূপসম্পত্ত্যা কশ্চিদ্বিদ্যাধরোঽহরৎ॥ ৭৭॥ ব্যোমবর্ত্মনি তাং রাত্রৌ যাবন্মলয়পর্ব্বতম্। স নিনী-

---

করিত। তাহার রমণীয় নয়নক্ষেত্রে খঞ্জনদ্বয় বিচরণ করিয়া স্ব-ইচ্ছায় সর্ব্বদা শারদী প্রীতি ভোগ করিত। তদীয় দন্তপংক্তিচ্ছলে পঞ্চবাণ যেন স্বর্ণরেখায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, চন্দ্রে এত কলা নাই। বিদ্রুমকান্তিবিজয়ী তাহার সুচারু ওষ্ঠাধর দেখিলে মনে হইত, যেন মদনরাজের প্রাসাদপতাকা উড্ডীন হইতেছে। তদীয়কণ্ঠে তিন রেখাচ্ছলে কামদেব যেন শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিন ভুবনে রমণীর কণ্ঠে এ রেখা নাই। তদীয় স্তনদ্বয় দেখিয়া মনে হইত, যেন রাজা মনসিজের অমূল্য রত্নভাণ্ডারপূর্ণ পটমণ্ডপ দুইটী শোভা পাইতেছে। বিধাতা তাহাকে অনঙ্গদেবের আয়তন জ্ঞান করিয়াই যেন রোমাবলীচ্ছলে তাহার মধ্যদেশে ঊর্দ্ধযষ্টি বিধান করিয়াছেন। তাহার নাভি দেখিলে বোধ হয় যে, অঙ্গহীন কন্দর্প উক্ত নাভিগুহা আশ্রয় করিয়া পুনরায় অঙ্গলাভের জন্য ঘোরতর তপস্যা করিতেছে। তদীয় গুরু নিতম্ব, মন্মথমহামন্ত্রদীক্ষায় জগতের কোন্ যুবককে না দীক্ষিত করিয়াছিল? তাহার উরুস্তম্ভে কাহার হৃদয় না স্তব্ধ হইয়া যাইত? তাহার সচ্চরিত্রে কোন্ মুনিজনের কুচরিত্র না স্তম্ভিত হইত? সেই মৃগনয়নার চরণাঙ্গুষ্ঠনখের জ্যোতির প্রভায় কাহার না তত্ত্বজ্ঞানজনিত প্রভা বিদূরিত হইয়াছিল? হে মুনে! এতাদৃশ রূপগুণসম্পন্না সেই কন্যা প্রতিদিন জ্ঞানবাপীতে স্নান করিয়া একাগ্রমনে শিবমন্দিরে সম্মার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্ম করিত। তদীয় পাদপ্রতিবিম্বে রেখারূপ নবতৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতে পাইত বলিয়া কাশীস্থ যুবকের চিত্তহরিণ তাহা ছাড়িয়া বনান্তরে যাইত না। যুবকরূপ মধুপশ্রেণী তদীয় মুখপঙ্কজ ত্যাগ করিয়া, সুরভি কুসুমভরে ভরিত হইলেও লতান্তরের সেবা করিত না। সেই কন্যাও আকর্ণায়তলোচনা হইলেও কোন পুরুষের মুখ দেখিত না; সুন্দর কর্ণযুগলধারিণী হইলেও কাহারও কথায় কর্ণপাত করিত না এবং তদ্বিরহে কাতর, রূপশীলসম্পন্ন পুরুষগণ গোপনে বিবাহ প্রার্থনা জানাইলেও সে বিবাহবন্ধনে অভিলাষিণী হয় নাই; তাহার পিতাও যুবকগণ কর্ত্তৃক বহু ধনদানপূর্ব্বক প্রার্থিত হইলেও তাহাকে তাহাদের হস্তে সম্প্রদান করিতে পারে নাই। যেহেতু তৎকালে কুমারী সুশীলা জ্ঞানোদতীর্থের সেবা বশতঃ বাহিরে ও অন্তরে সমস্ত জগৎই লিঙ্গময় দেখিত। ৫৮—৭৬। একদা কোন বিদ্যাধর তাহাকে গৃহাঙ্গনে রাত্রিকালে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া হরণপূর্ব্বক যেমন আকাশপথে

যতি তাবচ্চ বিদ্যুন্মালী সমাগতঃ ॥ ৭৮ ॥ রাক্ষসো ভীষণবপুঃ কপালকৃতকুণ্ডলঃ। বসারুধির-লিপ্তাঙ্গঃ শ্মশ্রুলঃ পিঙ্গলোচনঃ ॥ ৭৯ ॥ রাক্ষস উবাচ। মম দৃগ্গোচরং যাতো বিদ্যাধরকুমারক। অদ্য ত্বামেতয়া সার্দ্ধং প্রেষয়ামি যমালয়ম্ ॥ ৮০ ॥ ইতি শ্রুত্বাথ সা বাক্যং ব্যাঘ্রাঘ্রাতা মৃগী যথা চকম্পেঽতীব সন্ত্রস্তা কদলীদলবন্মুহুঃ ॥ ৮১ ॥ নিজঘান ত্রিশূলেন রক্ষো বিদ্যাধরঞ্চ তম্। বিদ্যাধরকুমারোঽপি নিতরাং মধুরাকৃতিঃ ॥ ৮২ ॥ তত্তীষণত্রিশূলেন ভিন্নোরস্কো মহাবলঃ। জঘান মুষ্টিঘাতেন বজ্রপাতোপমেন তম্ ॥ ৮৩ ॥ নর-মাংসবসামত্তং বিদ্যুন্মালিনমাহবে। চূর্ণিতো মুষ্টি-পাতেন সোঽপতদ্বসুধাতলে ॥ ৮৪ ॥ রাক্ষসো মৃত্যুবশগো বজ্রেণেব মহীধরঃ। বিদ্যাধরোঽপি তচ্ছূল-ঘাতেন বিকলীকৃতঃ ॥ ৮৫ ॥ উবাচ গদ্গদং বাক্যং বিঘূর্ণিতবিলোচনঃ। প্রিয়ে মুধা সমানীতা সুখীত্যর্দ্ধোক্তিমুচ্চরন্ ॥ ৮৬ ॥ জহৌ প্রাণান্ রণে বীরস্তাং প্রিয়াং পরিতঃ স্মরন্ ॥ ৮৭ ॥ অনঙ্গপূর্ব্বসংস্পর্শ-সুখং সমনুভূয় সা। তমেব চ পতিং মত্বা চক্রে শোকাগ্নিসাত্তনুম্ ॥ ৮৮ ॥ লিঙ্গত্রয়শরীরিণ্যাস্তস্যাঃ সান্নিধ্যতঃ স হি। দিব্যং বপুঃ সমাসাদ্য রাক্ষসস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৮৯ ॥ রণে পণীকৃতপ্রাণো বিদ্যাধরসুতোঽপি যঃ। অন্তে প্রিয়াং স্মরন্ প্রাপ জন্মর্মলয়কেতুতঃ ॥ ৯০ ॥ ধ্যায়ন্তী সাপি তং বালা বিদ্যাধরকুমারকম্। বিরহাগ্নৌ বিসৃষ্টাসুঃ কর্ণাটে জন্মভাগভূৎ ॥ ৯১ ॥ সুতো মলয়কেতোস্তাং কালেন পরিণীতবান্। মাল্যকেতুরনঙ্গশ্রীঃ পিত্রা দত্তাং কলাবতীম্ ॥ ৯২ ॥ সাপি প্রাগ্বাসনাযোগাল্লিঙ্গার্চ্চনরতা সতী। হিত্বা মলয়জক্ষোদং বিভূতিং বহুমংস্ত বৈ ॥ ৯৩ ॥ মুক্তাবৈদূর্য্যমাণিক্যপুষ্পরাগেভ্য এব সা। মেনে রুদ্রাক্ষনেপথ্যমনর্ঘ্যং গর্ভসুন্দরী ॥ ৯৪ ॥ কলাবতী মাল্যকেতুং পতিং প্রাপ্য পতিব্রতা। অপত্য-ত্রিতয়ং লেভে দিব্যভোগসমৃদ্ধিভাক্ ॥ ৯৫ ॥ একদা কশ্চিদৌদীচ্যো মাল্যকেতুং নরেশ্বরম্। চিত্রকৃচ্চিত্রপটিকাং চিত্রাং দর্শিতবানথ ॥ ৯৬ ॥ তান্তু চিত্রপটীং রাজা কলাবত্যৈ সমর্পয়ৎ। সাথ চিত্রপটীং রম্যাং সম্প্রহৃষ্টতনূরুহা ॥ ৯৭ ॥ মুহু-র্মুহুঃ প্রপশ্যন্তী রহসি প্রাণদেবতাম্। বিসস্মার

যাইবে, এমৎ সময়ে নরকপালভূষিত, বসারুধিরলিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ, শ্মশ্রুধারী পিঙ্গলনেত্র ভীমাকৃতি বিদ্যুন্মালী নামে এক রাক্ষস উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,—অরে বিদ্যাধরকুমার! অনেক দিনের পর তোর দেখা পাইয়াছি; আজ তোকে এই নারীর সহিত যমসদনে প্রেরণ করিতেছি; রাক্ষসের কথায় সেই কন্যা ব্যাঘ্রধৃত মৃগীর ন্যায়, অতিত্রস্ত হইয়া কদলীপত্রের মত কম্পমানা হইল। এই কথা বলিয়াই রাক্ষস ত্রিশূল দ্বারা সেই বিদ্যাধরকে প্রহার করিল! মহাবল পরাক্রান্ত, মধুরমূর্ত্তি বিদ্যাধর-কুমারও তখন তাহার ত্রিশূলাঘাতে বিদীর্ণবক্ষঃস্থল হইয়া মনুষ্যবসামাংসে মত্ত সেই বিদ্যুন্মালী রাক্ষসকে বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহারে আঘাত করিল। সেই মুষ্টিপ্রহারে চূর্ণিতশরীর হইয়া রাক্ষস বজ্রাহত মহীধরের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বিদ্যাধরও শূলাঘাতে বিকল হইয়া ঘূর্ণিতনয়নে গদ্গদ-স্বরে—"প্রিয়ে! বৃথাই তোমাকে আনিয়াছি! 'সুখী' —এই অর্দ্ধোচ্চারিত কথা উচ্চারণ করিতে করিতে প্রিয়াকে স্মরণ করত প্রাণত্যাগ করিল। সেই কন্যাও তদীয় স্পর্শ-সুখ অনুভব করত তাহাকেই পতিবোধে দেহ অগ্নিসাৎ করিল। একদিকে রাক্ষস লিঙ্গত্রয়শরীরিণী সেই কন্যার সান্নিধ্য বশতঃ মরণান্তে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গবাসী হইল, অপরদিকে বিদ্যাধরতনয় যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়া প্রিয়াকে স্মরণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া মলয়কেতুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিল এবং সেই কুমারীও বিদ্যাধরপুত্রকে ধ্যান করিতে করিতে বিরহানলে দেহ অর্পণ করায় কর্ণাট দেশে পুনর্জ্জন্ম-ভাগিনী হইল। কালক্রমে মলয়কেতুর পুত্র সেই মদনসুন্দর মাল্যকেতু, সেই কন্যা কলাবতীকে বিবাহ করিল। সহজ-সুন্দরী কলাবতী জন্মান্তরীণ সংস্কারবলে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় রত হইল, চন্দন-লেপন ত্যাগ করিয়া অঙ্গে বিভূতি ধারণ করিল এবং মণিমাণিক্য, মুক্তা ও পুষ্পরাগ অপেক্ষা রুদ্রাক্ষ-মালাকেই উত্তম নেপথ্য বোধ করিতে লাগিল; পতিব্রতা কলাবতী দিব্য ভোগসুখে কাল-যাপন করিয়া ক্রমে মাল্যকেতুর ঔরসে তিনটী সন্তান লাভ করিল। ৭৭—৯৫। একদা উত্তরদেশীয় কোন একজন চিত্রকর আসিয়া রাজা মাল্যকেতুকে এক-খানি বিচিত্র চিত্রপট দেখাইল। রাজা সেই চিত্রপট-খানি লইয়া কলাবতীকে সমর্পণ করিলেন। কলা-বতী সেই রমণীয় চিত্রপটখানিতে নির্জ্জনে নিজ প্রাণদেবতা বিশ্বনাথকে বারংবার দেখিতে দেখিতে

স্বমপি চ সমাধিস্থেব যোগিনী ॥ ৯৮ ॥ ক্ষণমুন্মীল্য নয়নে কৃত্বা নেত্রাতিথিং পটীম্। তর্জ্জন্যগ্রমথোৎক্ষিপ্য স্বাত্মানং সমবোধয়ৎ ॥ ৯৯ ॥ সম্ভেদোহয়মসে রম্য উপলোলার্কমগ্রতঃ। উপশ্রীকেশবপদং বরুণৈষা সরিদ্বরা ॥ ১০০ ॥ স্বর্গে প্রার্থিতসংস্পর্শা সৈষা স্বর্গতরঙ্গিণী। উদগ্বহভিলষ্যন্তি যাং দিবৌকসঃ সদা ॥ ১০১ ॥ অলক্ষ্যা মোক্ষলক্ষ্মীর্যা বেদান্তে পরিপঠ্যতে। বিমুক্তয়ে সতাং সৈষা শ্রীমতী মণিকর্ণিকা ॥ ১০২ ॥ মরণং মঙ্গলং যত্র সফলং যত্র জীবিতম্। স্বর্গস্তৃণায়তে যত্র সৈষা শ্রীমণিকর্ণিকা ॥ ১০৩ ॥ যত্র সম্পত্তিসম্ভারান্ বিশ্রাণ্য নিধনেচ্ছয়া। যতিব্রতং সমালম্ব্য তিষ্ঠন্তে মূলকন্দভুক্ ॥ ১০৪ ॥ যত্র ত্রিমার্গগাং গঙ্গাং মার্গমাণো মৃতান্ হরঃ। সমৌলিবালচন্দ্রেণ মুক্তিমার্গং প্রদর্শয়ন্ ॥ ১০৫ ॥ সংসারং যত্র দুর্বারং প্রতারয়তি শঙ্করঃ। মৃতা অপ্যমৃতায়ন্তে কর্ণধারাদ্যতো নরাঃ ॥ ১০৬ ॥ সংসারসারপদবী যত্র স্বাদদবীয়সী। কর্ণেজপান্মহেশানাৎ করুণাবরুণালয়াৎ ॥ ১০৭ ॥ অনেকভবসম্ভূত-প্রভূতসুকৃতৈর্নরাঃ। কর্ণেজপং ভবং যত্র লভন্তে তে ভবাপহম্ ॥ ১০৮ ॥ স্বীকৃত্য ক্ষেত্রসন্ন্যাসং যদ্বলেন মহাধিয়ঃ। তৃণং কৃতান্তং মন্যন্তে সেয়ং শ্রীমণিকর্ণিকা ॥ ১০৯ ॥ তৃণীকৃত্য নিজং দেহং যত্র রাজর্ষিসত্তমঃ। হরিশ্চন্দ্রঃ সপত্নীকো ব্যক্রীণাত্তুরিয়ং হি সা ॥ ১১০ ॥ অভিলষ্যন্তি যত্তল্পমপি বৈকুণ্ঠবাসিনঃ। সৈকতং মৃদুলং তল্পং সৈষা শ্রীমণিকর্ণিকা ॥ ১১১ ॥ অনেকজন্মজনিত-কর্মসূত্রনিয়ন্ত্রণম্। উন্মুচ্য যত্র মুক্তাঃ স্যুঃ সৈষা শ্রীমণিকর্ণিকা ॥ ১১২ ॥ সত্যলোকেঽপি যে লোকাস্তেঽর্থয়ন্তি নিরন্তরম্। যামহো দীর্ঘনিদ্রায়ৈ সেয়ং শ্রীমণিকর্ণিকা ॥ ১১৩ ॥ অয়ং হি স কুলস্তম্ভো যত্র শ্রীকালভৈরবঃ। ক্ষেত্রপাপকৃতঃ শাস্তি দর্শয়ংস্তীব্রযাতনাম্ ॥ ১১৪ ॥ অন্যত্র বিহিতং পাপং নশ্যেৎ কাশীনিরীক্ষণাৎ। কাশ্যাং কৃতানাং পাপানাং দারুণেয়ন্তু যাতনা ॥ ১১৫ ॥ কপালমোচনং তীর্থমেতত্তদপি পাবনম্। কপালং পতিতং যত্র বিধের্ভৈরবপাণিতঃ ॥ ১১৬ ॥ ঋণত্রয়াদ্বিমুচ্যন্তে যত্র স্নাতা নরোত্তমাঃ। তীর্থং বিশুদ্ধিজনকং তদেতদৃণমোচনম্ ॥ ১১৭ ॥ প্রণবাখ্যং পরং ব্রহ্ম যত্র নিত্যং প্রকাশতে। স পঞ্চায়তনোপেত

আনন্দভরে সমাধিস্থ যোগিনীর ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইল। পরে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিত্রপটে নয়নপাত করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলিপ্রয়োগ করত এইরূপে আপনাকে বুঝাইতে লাগিল,—এই লোলার্কসন্নিধানে অসিনদীসঙ্গম অঙ্কিত রহিয়াছে, আদিকেশবের পদতলে এই সরিদ্বরা বরণানদী দেখা যাইতেছে। স্বর্গের দেবগণও যাহার স্পর্শের জন্য লালায়িত, এই সেই স্বর্গতরঙ্গিণী উত্তরদিকে প্রবাহিত হইতেছেন। সজ্জনের মুক্তিদানহেতুক যাহাকে বেদান্তশাস্ত্রে অলক্ষ্য অব্যর্থ লক্ষ্মী বলিয়া থাকে; যথায় মরণে মঙ্গল ও জীবন সার্থক; যাহার কাছে স্বর্গ তৃণতুল্য, যতিজন যথায় মৃত্যুকামনা করিয়া নিজ বিভবরাশি বিতরণপূর্ব্বক কন্দমূলাশী হইয়া ব্রত অবলম্বনে অবস্থান করেন; যে স্থানে স্বয়ং শঙ্কর গঙ্গামার্গে মৃত ব্যক্তির অন্বেষণ করেন ও নিজ মৌলিস্থ চন্দ্রালোকে মুক্তিমার্গ দেখাইয়া দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ করেন; যাহাকে কর্ণধার পাইয়া নরগণ মৃত হইয়াও অমৃতায়মান হইয়া থাকে, যথায় করুণানিলয় স্বয়ং মহেশ্বর কর্ণেজপ থাকায় সংসারপারের পন্থা অতি সুলভ ও বহুজন্মসঞ্চিত প্রভূত পুণ্যবলে মনুষ্য অন্তকালে ভবতাপহারী ভবানীপতিকে কর্ণেজপ পাইয়া থাকে; যাহার প্রভাবে বিশালবুদ্ধি জনগণ ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া যমকেও তৃণজ্ঞান করিয়া থাকে; যথায় রাজর্ষিবর হরিশ্চন্দ্র নিজ পত্নীর সহিত স্বকীয় দেহ তৃণবৎ বোধে বিক্রয় করিয়াছিলেন; যথাকার সৈকত-ভূমি পাইতে বৈকুণ্ঠবাসী লোকেও কোমল শয্যার ন্যায় বাঞ্ছা করিয়া থাকে; যেখানে জীবগণ কোটি কোটি জন্মসঞ্চিত কর্ম্মসূত্রবন্ধন উচ্ছেদ করিয়া মুক্তিলাভ করে এবং যাহাকে সত্যলোকবাসীও মৃত্যুর জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া থাকে; এই সেই শ্রীমণিকর্ণিকা রহিয়াছে। অন্যত্রকৃত পাপ কাশীদর্শনে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু কাশীতে পাপ করিলে দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়। যথায় শ্রীকালভৈরব সেই যন্ত্রণা দিয়া থাকেন, এই সেই কুলস্তম্ভ। যে স্থানে ভৈরবের পাণি হইতে ব্রহ্মার কপাল পতিত হইয়াছিল, সেই এই পবিত্র কপালমোচন তীর্থ। ৯৬—১১৬। যথায় নরগণ স্নান করিয়া ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয়, সেই এই বিশোধন ঋণমোচন তীর্থ। এই সেই ভগবান্ ওঙ্কারেশ্বর বিরাজমান রহিয়াছেন,—এই স্থানে অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু এই পঞ্চাত্মক প্রণবাখ্য পরমব্রহ্ম পঞ্চ

ওঙ্কারেশোঽয়মদ্ভুতঃ ॥ ১১৮ ॥ অশ্চ উশ্চ মকারশ্চ নাদো বিন্দুশ্চ পঞ্চমঃ। পঞ্চাত্মকং পরং ব্রহ্ম যত্র নিত্যং প্রকাশতে ॥ ১১৯ ॥ এষা মৎস্যোদরী রম্যা যৎস্নাতো মানবোত্তমঃ। মাতুর্জ্জাতু দরদরীং ন বিশেদেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১২০ ॥ ত্রিলোচনোঽয়ং ভগবান্ কুর্য্যাদেব ত্রিলোচনম্। নিজভক্তং কৃপাযুক্তস্বপি দেশান্তরস্থিতম্ ॥ ১২১ ॥ অসৌ কামেশ্বরো দেবো যঃ কামান্ পূরয়েৎ সতাম্। দুর্ব্বাসা অপি যত্রাপ নিজকামমহোদয়ম্ ॥ ১২২ ॥ স্বয়ং লীনো মহেশোঽত্র ভক্তকামসমৃদ্ধয়ে। তস্মাৎ স্বলীনসংজ্ঞাস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ১২৩ ॥ বারাণস্যাং মহাদেবো যঃ পুরাণেষু পঠ্যতে। ক্ষেত্রাভিমানী ভগবাংস্তৎপ্রাসাদোঽয়মদ্ভুতঃ ॥ ১২৪ ॥ অসৌ স্কন্দেশ্বরো দেবঃ শ্রদ্ধয়া যদ্বিলোকনাৎ। আজন্মব্রহ্মচর্য্যস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১২৫ ॥ বিনায়কেশ্বরশ্চায়ং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। যৎসেবয়া প্রণশ্যন্তি নৃণাং সর্ব্বে বিনায়কাঃ ॥ ১২৬ ॥ ইয়ং বারাণসী দেবী সাক্ষান্মূর্ত্তিময়ী শুভা। যস্যা বিলোকনাৎ পুংসাং ভূয়ো নো গর্ভসম্ভবঃ ॥ ১২৭ ॥ পার্ব্বতীশ্বরলিঙ্গস্য মহদায়তনং ত্বিদম্। যত্র নিত্যং মহেশানো গৌর্য্যা সহ বিমুক্তিদঃ ॥ ১২৮ ॥ এষ ভৃঙ্গীশ্বরঃ শ্রীমান্ মহাপাতকনাশনঃ। জীবন্মুক্তোঽভবদ্ভৃঙ্গী যস্য লিঙ্গস্য সেবয়া ॥ ১২৯ ॥ চতুর্ব্বেদেশ্বরশ্চৈষ চতুর্ব্বেদধরো বিধিঃ। লভেদ্যদ্বীক্ষণাদ্বিপ্রো বেদাধ্যয়নজং ফলম্ ॥ ১৩০ ॥ যজ্ঞৈঃ সংস্থাপিতঞ্চৈতল্লিঙ্গং যজ্ঞেশ্বরাভিধম্। যদর্চ্চনান্নভবেত্ মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বযাগফলং মহৎ ॥ ১৩১ ॥ পুরাণেশ্বরনাম্নৈতল্লিঙ্গমষ্টাদশাঙ্গুলম্। অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং স্যাদাধারো যদীক্ষণাৎ ॥ ১৩২ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রেশ্বরশ্চায়ং স্মৃতিভিশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। স্মৃত্যধ্যয়নজং পুণ্যং যদ্বিলোকনতো ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥ সারস্বতমিদং লিঙ্গং সর্ব্বজাড্যবিনাশকৃৎ। সর্ব্বতীর্থেশ্বরং লিঙ্গমেতৎ সদ্যো বিশুদ্ধিদম্ ॥ ১৩৪ ॥ শৈলেশ্বরস্য লিঙ্গস্য মণ্ডপোঽয়ং মহাদ্ভুতঃ। সর্ব্বেষাং রত্নজাতানাং যো বিভর্ত্তি পরাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৩৫ ॥ সপ্তসাগরসংজ্ঞং বৈ লিঙ্গমেতন্মনোহরম্। যদ্বীক্ষণাল্লভেন্মর্ত্ত্যঃ সপ্তাব্ধিস্নানজং ফলম্ ॥ ১৩৬ ॥ অসৌ মন্ত্রেশ্বরঃ শ্রীমান্ মন্ত্রজাপ্যফলপ্রদঃ। সপ্তকোটিমহামন্ত্রৈঃ স্থাপিতো যঃ পুরা যুগে ॥ ১৩৭ ॥ ত্রিপুরেশস্য লিঙ্গস্য পুরঃ কুণ্ডমিদং মহৎ। ত্রিপুরৈঃ খানিতং পূর্ব্বং ত্রিপুরারিপ্রিয়ং পরম্ ॥ ১৩৮ ॥ ইদং বাণেশ্বরং লিঙ্গং সহস্রভুজপূজিতম্। দ্বিভুজ-

---

আয়তনে পঞ্চমূর্ত্তিতে নিত্য প্রকাশ পাইতেছেন। স্নানমাত্রে মনুষ্যের জঠর-যাতনা-নিবারিণী এই সেই সুরম্য মৎস্যোদরী তীর্থ। দেশান্তরস্থিত নিজ ভক্তের ত্রিলোচনত্ব-বিধাতা ইনি সেই কৃপালু ভগবান্ ত্রিলোচন রহিয়াছেন। ইনি সেই কামেশ্বরদেব—সজ্জনের অভীষ্টদাতা, দুর্ব্বাসামুনিরও মহোচ্চকামনাপূরয়িতা, ইঁহাতে স্বয়ং মহেশ্বর ভক্তজনের কামনাসিদ্ধির জন্য লীন হইয়া আছেন; তাই ইঁহার নাম "স্বলীন" হইয়াছে। বারাণসীতে ক্ষেত্রাভিমানী বলিয়া যে মহাদেব পুরাণে পঠিত হইয়া থাকেন, তাঁহার এই বিচিত্র প্রাসাদ দৃষ্ট হইতেছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শনে আজন্ম ব্রহ্মচর্য্যের ফলদাতা ইনি সেই স্কন্দেশ্বর দেব রহিয়াছেন। ইনি সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিনায়কেশ্বর দেব; ইঁহার সেবা করিলে বিঘ্নকারক বিনায়কগণ দূরে পলায়ন করে। এই সেই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী বারাণসীদেবী; ইঁহার দর্শনে মানবের গর্ভযাতনা আর ভোগ করিতে হয় না। এই সেই পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গের বৃহৎ মন্দির; এই স্থানে মোক্ষদাতা ভগবান্ দেবদেব গৌরীর সহিত নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। ইনি সেই মহাপাতকনাশন ভগবান্ ভৃঙ্গীশ্বর; এই লিঙ্গের সেবায় ভৃঙ্গী জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাকে দেখিতেছি, ভগবান্ চতুর্ব্বক্ত্রধারী চতুর্ব্বেদেশ্বর; ইঁহার দর্শনে ব্রাহ্মণ বেদপাঠের ফল পাইয়া থাকেন। যাঁহার অর্চ্চনায় মানবের সকল যাগফল লাভ হয়, ইনি সেই যজ্ঞস্থাপিত যজ্ঞেশ্বর লিঙ্গ; যাঁহার দর্শনে অষ্টাদশ বিদ্যায় অভিজ্ঞ হওয়া যায়, ইনি সেই অষ্টাদশাঙ্গুলিপরিমিত পুরাণেশ্বর লিঙ্গ। ইনি স্মৃতিপ্রতিষ্ঠিত ভগবান্ সর্ব্বশাস্ত্রেশ্বর; ইঁহার দর্শনে স্মৃতিপাঠের ফল লাভ হয়। ইনি সর্ব্বজাড্যহারী সারস্বত লিঙ্গ। ইনি সদ্যোমুক্তিপ্রদ সর্ব্বতীর্থেশ্বর লিঙ্গ। ইহা শৈলেশ্বর লিঙ্গের বিবিধ রত্নখচিত পরমসুন্দর অতি বিচিত্র মণ্ডপ। ইনি মনোহর সপ্তসাগর লিঙ্গ; ইঁহার দর্শনে মানব সপ্তসমুদ্রস্নানের ফল পাইয়া থাকে। ১১৭—১৩৬। পূর্ব্বযুগে সপ্তকোটি মহামন্ত্রে স্থাপিত মন্ত্রজাপ্যের ফলদাতা এই শ্রীমন্ত্রেশ্বর। ত্রিপুরেশ্বর লিঙ্গের সম্মুখে ত্রিপুরারির পরম প্রিয় ত্রিপুরখাত এই মহৎকুণ্ড বিদ্যমান

স্থাপি বাণস্থ সহস্রভুজহেতুকম্ ॥ ১৩৯ ॥ বৈরোচনেশ্বরশ্চৈব পুরঃ প্রহ্লাদকেশবাৎ। বলিকেশবনামায়াবেব নারদকেশবঃ ॥১৪০॥ আদিকেশবপূর্ব্বেণ স্বয়মাদিত্যকেশবঃ। ভীষ্মকেশবনামাসৌ দত্তাত্রেয়েশ্বরঃস্বয়ম্ ॥ ১৪১ ॥ দত্তাত্রেয়েশ্বরাৎ পূর্ব্বমেষ আদিগদাধরঃ। ভৃগুকেশবনামাসাবেব বামনকেশবঃ ॥১৪২ নরনারায়ণাবেতৌ যজ্ঞবারাহকেশবঃ। বিদারনারসিংহোঽয়ং গোপীগোবিন্দ এব হ॥ ১৪৩॥ এব লক্ষ্মীনৃসিংহস্থ প্রাসাদো রত্নকেতনঃ। যস্থ প্রসাদাৎ প্রহ্লাদঃ পদমৈন্দ্রমবাপ্তবান্ ॥ ১৪৪ ॥ অথর্ব্বসিদ্ধিদঃ পুংসামেষ খর্ব্ববিনায়কঃ। শেষমাধবনামাসৌ শেষেণ স্থাপিতঃ পুরা ॥ ১৪৫ ॥ যস্য ভক্তা ন দহ্যন্তে স্বপি সংবর্ত্তবহ্নিনা। শঙ্খমাধবনামাসৌ শঙ্খং হত্বাত্র সংস্থিতঃ ॥ ১৪৬ ॥ ইদং সারস্বতং স্রোতঃ পরং ব্রহ্মরসায়নম্। সরস্বত্যা মহানদ্যা সঙ্গমো যত্র গঙ্গয়া ॥ ১৪৭ ॥ যত্রাপ্লুতা নরা ভূয়ঃ সম্ভবন্তি ন ভূতলে। শ্রীবিন্দুমাধবস্ত্বেষ সাক্ষাল্লক্ষ্মীপতিঃ পরঃ ॥ ১৪৮ ॥ শ্রদ্ধয়া যং নমন্ মর্ত্ত্যো ন বসেদ্গর্ভবেশ্মনি। ন দারিদ্র্যমবাপ্নোতি ব্যাধিভির্নাভিভূয়তে ॥ ১৪৯ ॥ বিন্দুমাধবভক্তো যস্তং যমোঽপি নমস্যতি। প্রণবাত্মা য একোঽস্তি নাদবিন্দুস্বরূপধৃক্ ॥ ১৫০ ॥ অমূর্ত্তং যৎ পরং ব্রহ্ম বিন্দুমাধব এব সঃ। এতৎ পঞ্চনদং তীর্থং পঞ্চব্রহ্মাত্মসংজ্ঞকম্ ॥ ১৫১ ॥ যত্র স্নাতো ন গৃহ্ণীয়াচ্ছরীরং পাঞ্চভৌতিকম্। এষা সা মঙ্গলা গৌরী কাশ্যাং পরমমঙ্গলম্ ॥ ১৫২ ॥ যৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি নরোঽত্র চ পরত্র চ। ময়ূখাদিত্যসংজ্ঞোঽয়ং রশ্মিমালী তমোপহঃ ॥ ১৫৩ ॥ গভস্তীশো মহ লিঙ্গমেতদ্দিব্যমহঃপ্রদম্। মৃকণ্ডুসূনুনাপ্যত্র তপস্তপ্তং পুরা মহৎ ॥ ১৫৪ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপ্য পরমং স্বনাম্নায়ুঃপ্রদং পরম্। কিরণেশ্বরনামৈতল্লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ১৫৫ ॥ সকৃন্নতমিদং লোকং নয়েৎ কিরণমালিনঃ। ধৌতপাপেশ্বরং লিঙ্গমেতৎ পাতকধাবনম্ ॥ ১৫৬ ॥ নির্ব্বাণনরসিংহোঽয়ং ভক্তনির্ব্বাণকারণম্। মণিপ্রদীপনাগোঽয়ং মহামণিবিভূষণঃ ॥১৫৭॥ যদর্চ্চনান্নরো জাতু ন নাগৈঃ পরিভূয়তে। কপিলেশমিদং লিঙ্গং কপিলেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫৮ ॥ মুচ্যন্তে কপয়োঽপ্যস্য দর্শনাৎ কিমু মানবাঃ। প্রিয়ব্রতেশ্বরং লিঙ্গং মহদেতৎ প্রকাশতে ॥ ১৫৯ ॥ যস্যার্চ্চনাল্লভেজ্জন্তুঃ প্রিয়ত্বং সর্ব্বজন্তুষু। ইদমায়তনং শ্রেষ্ঠং মণিমাণিক্যনির্ম্মিতম্ ॥ ১৬০ ॥ শ্রীমতঃ

রহিয়াছে। বাণরাজা দ্বিভুজ হইলেও তাঁহার সহস্র বাহু হইবার নিদানভূত ও তৎপূজ্য এই বাণেশ্বর লিঙ্গ। ইনি প্রহ্লাদকেশ্বরের পূর্ব্বভাগে বৈরোচনেশ্বর। ইনি বলিকেশব ও ইনি আদিকেশব। ইঁহার পূর্ব্বভাগে ঐ আদিত্যকেশব। ঐ ভীষ্মকেশব, এই দত্তাত্রেয়েশ্বর! এই তাঁহার পূর্ব্বভাগে আদিগদাধর ঐ ভৃগুকেশব। এই বামনকেশব, নর, নারায়ণ, যজ্ঞবরাহকেশব, বিদারনরসিংহ ও গোপীগোবিন্দদেব। প্রহ্লাদ যাহার প্রসাদে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই লক্ষ্মী-নৃসিংহের এই রত্নকেতন প্রাসাদ। পুরুষের অথর্ব্বসিংদ্ধিদাতা এই খর্ব্ববিনায়ক। ঐ শেষস্থাপিত শেষমাধব; ইঁহার ভক্তগণ সংবর্ত্ত বহ্নিতেও দগ্ধ হয় না। শঙ্খাসুরকে বধ করিয়া এইস্থানে অবস্থিত ঐ শঙ্খমাধব। এই পুরম ব্রহ্মরসায়ন সরস্বতীপ্রবাহ; এইস্থানে গঙ্গার সহিত ইঁহার সঙ্গম হইয়াছে, এখানে স্নান করিলে মানব আর পুনরায় ভূতলে উৎপন্ন হয় না। এই শ্রীবিন্দুমাধব, ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি; শ্রদ্ধা সহকারে ইঁহাকে প্রণাম করিলে গর্ভবাস হয় না, দারিদ্র্য ও ব্যাধিপীড়ন ঘটে না, যমও ইঁহার ভক্তকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং ইনিই সেই নাদবিন্দুস্বরূপ প্রণবাত্মা ও অমূর্ত্ত পরব্রহ্ম। পঞ্চব্রহ্মাত্মসংজ্ঞক এই পঞ্চনদ তীর্থ; ইহাতে স্নান করিলে পঞ্চভূতময় দেহ ধারণ করিতে হয় না। যাঁহার প্রসাদে নর কাশীতে ইহকালে ও পরকালে পরম মঙ্গল লাভ করে, এই সেই মঙ্গলা গৌরী। ময়ূখমণ্ডিত, তমোহারী এই ময়ূখাদিত্য। ইনি দিব্যতেজোদাতা গভস্তীশ নামে মহালিঙ্গ। এই স্থানে মার্কণ্ডেয় মুনি নিজনামে আয়ুঃপ্রদ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বে মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। ইনি ত্রিলোকীবিশ্রুত কিরণেশ্বর লিঙ্গ; ইঁহাকে প্রণাম করিলে সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি হয়। এই পাতকধাবন ধৌতপাপেশ্বর লিঙ্গ। এই ভক্তনির্ব্বাণকারী নির্ব্বাণনরসিংহ। ইনি মহামণিভূষণ মণিপ্রদীপ নাগ; ইঁহাকে অর্চ্চনা করিলে নাগভয় থাকে না।১৩১—১৫১। ইনি কপিলমুনি স্থাপিত কপিলেশ মহালিঙ্গ; ইঁহার দর্শনে মানবের কথা দূরে থাকুক, কপি পর্য্যন্ত মুক্ত হইয়া যায়। এই প্রিয়ব্রতেশ্বর লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; ইঁহার অর্চ্চনায়, লোক সর্ব্বপ্রিয় হইয়া থাকে।

কালরাজস্য কলিকালার্ত্তিহারিণঃ। নিজভক্তং জনং পাতি যঃ প্পাপাৎ পাপভক্ষণঃ॥ ১৬১॥ ক্ষেত্রবিঘ্নকরান্ পাপান্ পাতয়ন্ যাতনাশতৈঃ। ইয়ং মন্দাকিনী রম্যা তপস্তপ্তুমিহাগতা॥ ১৬২॥ কাশীবাসসুখং প্রাপ্য নাদ্যাপি দিবমীহতে। স্নাত্বাত্র সন্তর্প্য পিতৄন্ শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ॥ ১৬৩॥ নরো ন নরকং পশ্যেদপি দুষ্কৃতকর্ম্মকৃৎ। যানি কানি চ লিঙ্গানি কাশ্যাং সন্তি সহস্রশঃ॥ ১৬৪॥ রত্নভূতমিদং তেষু লিঙ্গং রত্নেশ্বরাভিধম্। রত্নেশ্বরপ্রসাদেন মুক্ত্বা রত্নান্যনেকশঃ। পুরুষার্থমহারত্নং নির্ব্বাণং কো ন লব্ধবান্॥ ১৬৫॥ কৃত্তিবাসেশ্বরস্যৈষা মহাপ্রাসাদনির্ম্মিতিঃ। যাং দৃষ্ট্বাপি নরো দূরাৎ কৃত্তিবাসঃপদং লভেৎ॥ ১৬৬॥ সর্ব্বেষামপি লিঙ্গানাং মৌলিত্বং কৃত্তিবাসসঃ। ওঙ্কারেশঃ শিখা জ্ঞেয়া লোচনানি ত্রিলোচনঃ॥ ১৬৭॥ গোকর্ণভারভূতেশৌ তৎকর্ণৌ পরিকীর্ত্তিতৌ। বিশ্বেশ্বরাবিমুক্তৌ চ দ্বাবেতৌ দক্ষিণৌ করৌ॥ ১৬৮॥ ধর্ম্মেশমণিকর্ণেশৌ দ্বৌ করৌ দক্ষিণেতরৌ। কালেশ্বরকপর্দ্দীশৌ চরণাবতিনির্ম্মলৌ॥ ১৬৯॥ জ্যেষ্ঠেশ্বরো নিতম্বশ্চ নাভির্বৈ মধ্যমেশ্বরঃ। কপর্দ্দোঽস্য মহাদেবঃ শিরোভূষা শ্রুতীশ্বরঃ॥ ১৭০॥ চন্দ্রেশো হৃদয়ং তস্য আত্মা বীরেশ্বরঃ পরঃ। লিঙ্গং তস্য তু কেদারঃ শুক্রং শুক্রেশ্বরং বিদুঃ॥ ১৭১॥ অন্যানি যানি লিঙ্গানি পরং কোটিশতানি চ। জ্ঞেয়ানি নখলোমানি বপুষো ভূষণান্যপি॥ ১৭২॥ যাবেতৌ দক্ষিণৌ হস্তৌ নিত্যনির্ব্বাণদৌ হিতৌ। জন্তুনামভয়ং দত্বা পতত্যং মোহসাগরে॥ ১৭৩॥ ইয়ং দুর্গা ভগবতী পিতৃলিঙ্গমিদং পরম্। ইয়ং হি চিত্রঘণ্টেশী ঘণ্টাকর্ণহ্রদস্ত্বয়ম্॥ ১৭৪॥ ইয়ং সা ললিতা গৌরী বিশালাক্ষীয়মদ্ভুতা। আশাবিনায়কস্ত্বেষ ধর্ম্মকূপোঽয়মদ্ভুতঃ॥ ১৭৫॥ যত্র পিণ্ডান্ নরো দত্বা পিতৄন্ ব্রহ্মপদং নয়েৎ। এষা বিশ্বভুজা দেবী বিশ্বৈকজননী পরা॥ ১৭৬॥ অসৌ বন্দী মহাদেবী নিত্যং ত্রৈলোক্যবন্দিতা। নিগড়স্থানপি জনান্ পাশান্মোচয়তি স্মৃতা॥ ১৭৭॥ দশাশ্বমেধিকং তীর্থমেতত্ত্রৈলোক্যবন্দিতম্। যত্রাহুতিত্রয়েণাপি অগ্নিহোত্রফলং লভেৎ॥ ১৭৮॥ প্রয়াগাখ্যমিদং স্রোতঃ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্। অশোকাখ্যমিদং তীর্থং গঙ্গাকেশব এষ বৈ। মোক্ষদ্বারমিদং শ্রেষ্ঠং স্বর্গদ্বারমিদং বিদুঃ॥ ১৭৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জ্ঞানবাপীবর্ণনং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

কলি ও কালভয়নিবারক শ্রীকালরাজের মণিমাণিক্যরচিত এই শ্রেষ্ঠ আয়তন রহিয়াছে; ভগবান্ কালরাজ নিজ ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিয়া রক্ষা করেন ও ক্ষেত্রবিঘ্নকারী পাপাত্মগণকে শত শত যাতনা দিয়া বিদূরিত করিয়া দেন। এই রমণীয় মন্দাকিনী প্রবহমাণা, ইনি কাশীতে তপস্যা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন; কিন্তু কাশীবাসের সুখে মুগ্ধ হইয়া, এক্ষণে স্বর্গ গমনেবিরত; ইঁহাতে স্নান ও পিতৃতর্পণ যথাবিধি করিলে, পাপকারীরও নরকদর্শন করিতে হয় না। কাশীস্থ সকল লিঙ্গের রত্ন এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন; ইঁহার প্রসাদে বহুরত্ন ভোগ করিয়া নির্ব্বাণ মহারত্ন কে না পাইয়া থাকে? এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ প্রাসাদ; ইহা দূর হইতে দেখিলেও মনুষ্য এই কৃত্তিবাসের পদ লাভ করিয়া থাকে। এই কৃত্তিবাসেশ্বরই সকল শিবলিঙ্গের মৌলিস্থানীয়, ওঙ্কারেশই শিখা, ত্রিলোচনই লোচন, গোকর্ণেশ্বর ও ভারভূতেশ্বরই কর্ণ বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর ইঁহারা উভয়ে দক্ষিণ করদ্বয়, কর্ণেশ্বর ও মণিকর্ণিশ্বরই বামকর্ণদ্বয়, কালেশ্বর ও কপর্দ্দীশ্বরই সুন্দর চরণযুগল, জ্যেষ্ঠেশ্বর নিতম্ব, মধ্যমেশ্বর নাভি, মহাদেবই জটাজূট, শ্রুতীশ্বর শিরোভূষণ, চন্দ্রেশ্বর হৃদয়; বীরেশ্বর আত্মা, কেদারেশ্বর লিঙ্গ ও শুক্রেশ্বরকে শুক্র বলিয়া মহাত্মারা কীর্ত্তন করেন। অপরাপর কোটিপরিমিত যে শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহারা দেহের নখ, লোম ও ভূষণরূপে গণ্য। যাঁহারা এতন্মধ্যে দক্ষিণহস্তদ্বয়, তাঁহারা উভয়ে মোহসমুদ্রে পতিত জীবগণের অভয়দাতা ও নিত্য মুক্তিবিধাতা। এই ভগবতী দুর্গা, এই পিতৃলিঙ্গ। এই চিত্রঘণ্টেশ্বরী; এই ঘণ্টাকর্ণহ্রদ, ইনি ললিতাগৌরী, এই অদ্ভুত বিশালাক্ষী, এই আশাবিনায়ক, এই পিতৃগণের পিণ্ডদানে পরম ব্রহ্মদাতা বিচিত্র ধর্ম্মকূপ, এই বিশ্বজননী বিশ্বভুজা দেবী ও নিয়ত ত্রিলোকীপূজিতা পাশমোচনী, এই সেই বন্দীদেবী। এই ত্রিলোকপূজ্য দশাশ্বমেধতীর্থ; এই স্থানে বারত্রয় আহুতিমাত্র অগ্নিহোত্রের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। সকল তীর্থোত্তম এই প্রয়াগস্রোতঃ, এই অশোকতীর্থ, এই গঙ্গাকেশব, এই শ্রেষ্ঠ মোক্ষদ্বার ও ইহাকে স্বর্গদ্বার বলিয়া থাকে। ১৫১—১৭৯।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। পুনর্দদর্শ তন্বঙ্গী চিত্রপট্যাং ঘটোদ্ভব। স্বর্গদ্বারাৎ পুরোভাগে শ্রীমতীং মণিকর্ণিকাম্ ॥ ১ ॥ সংসারসর্পদষ্টানাং জন্তূনাং যত্র শঙ্করঃ। অপসব্যেন হস্তেন শ্রুতে ব্রহ্ম স্পৃশন্ শ্রুতিম্ ॥ ২ ॥ ন কাপিলেন যোগেন ন সাংখ্যেন নচ ব্রতৈঃ। যা গতিঃ প্রাপ্যতে পুম্ভিস্তাং দদ্যান্মোক্ষভূরিয়ম্ ॥ ৩ ॥ বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুভবনে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ। জপেয়ুঃ সততং মুক্ত্যৈ শ্রীমতীং মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৪ ॥ হুত্বাগ্নিহোত্রমপি চ যাবজ্জীবং দ্বিজোত্তমাঃ। অন্তে শ্রয়ন্তে মুক্ত্যৈষাং সেয়ং শ্রীমণিকর্ণিকা ॥ ৫ ॥ বেদান্ পঠিত্বা বিধিবদ্ব্রহ্মযজ্ঞরতা ভুবি। যাং শ্রয়ন্তি দ্বিজা মুক্ত্যৈ সেয়ং শ্রীমণিকর্ণিকা ॥ ৬ ॥ ইষ্ট্বা ক্রতূনপি নৃপা বহূন্ পর্য্যাপ্তদক্ষিণান্। শ্রয়ন্তে শ্রেয়সে ধন্যাঃ প্রান্তেঽধিমণিকর্ণিকম্ ॥ ৭ ॥ সীমন্তিন্যোঽপি সততং পতিব্রতপরায়ণাঃ। মুক্ত্যৈ পতিমনুব্রজ্য শ্রয়ন্তি মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৯ ॥ বৈশ্যা অপি চ সেবন্তে ন্যায়োপার্জ্জিতসম্পদঃ। ধনানি সাধুসাৎ কৃত্বা প্রান্তে শ্রীমণিকর্ণিকাম্ ॥ ৯ ॥ ত্যক্ত্বা পুত্রকলত্রাদি সচ্ছূদ্রা ন্যায়মার্গগাঃ। নির্ব্বাণপ্রাপ্তয়ে চৈনাং ভজেয়ুর্মণিকর্ণিকাম্ ॥ ১০ ॥ যাবজ্জীবং চরন্তোঽপি ব্রহ্মচর্য্যং জিতেন্দ্রিয়াঃ। নিঃশ্রেয়সে শ্রয়ন্ত্যেনাং শ্রীমতীং মণিকর্ণিকাম্ ॥ ১১ ॥ অতিথীনপি সন্তর্প্য পঞ্চযজ্ঞরতা অপি। গৃহস্থাশ্রমিণো নেমাং ত্যজেয়ুর্মণিকর্ণিকাম্ ॥ ১২ ॥ বানপ্রস্থাশ্রমযুজো জ্ঞাত্বা নির্ব্বাণসাধনম্। সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং মণিকর্ণীমুপাসতে ॥ ১৩ ॥ অনন্তসাধনাং মুক্তিং জ্ঞাত্বা শাস্ত্রৈরনেকধা। মুমুক্ষুভিস্ত্বেকদণ্ডৈঃ সেব্যতে মণিকর্ণিকা ॥ ১৪ ॥ দণ্ডয়িত্বা মনোবাচং কায়ং নিত্যং ত্রিদণ্ডিন। নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ং প্রাপ্তুং শ্রয়ন্তে মণিকর্ণিকাম্ ॥ ১৫ ॥ সন্ন্যস্তাখিলকর্ম্মাণো দণ্ডয়িত্বা চলং মনঃ। একদণ্ডব্রতা মুক্ত্যৈ ভজেয়ুর্মণিকার্ণিকাম্। ১৬ ॥ শিখী মুণ্ডী জটী বাপী কৌপিনী বা দিগম্বরঃ। মুমুক্ষুঃ কো ন সেবেত মুক্তিদাং মণিকর্ণিকাম্ ॥ ১৭ ॥ তপঃ কর্ত্তুং ন শক্তা যে দানং বা দাতুমক্ষমাঃ। যোগাভ্যাসবিহীনা যে তেষামেষা বিমুক্তিদা ॥ ১৮ ॥ সন্ত্যুপায়াঃ সহস্রন্তু মুক্তয়ে ন তথা মুনে। হেলয়ৈয়া

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! কৃশাঙ্গী কলাবতী এইরূপে একে একে চিত্রপটে সমস্ত দেখিয়া স্বর্গদ্বারের সম্মুখভাগে পুনরায় শ্রীমণিকর্ণিকা দর্শন করিতে লাগিল। এই স্থানে স্বয়ং শঙ্কর সংসার-ভুজঙ্গ-দষ্ট জীবগণের, দক্ষিণকর্ণ, দক্ষিণকরে স্পর্শ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন। যে গতি কাপিলযোগ বা সাংখ্যযোগ অথবা ব্রত-কলাপেও অগম্য, তাহা এই মুক্তিভূমি অবলীলায় দিতে পারে। এই শ্রীমণিকর্ণিকার ধ্যান, বিষ্ণুভবন বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণুভক্তগণ মুক্তির জন্য সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র অথবা যথাবিধি ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও, চরমে মুক্তিলাভের জন্য এই শ্রীমণিকর্ণিকার শরণাগত হন। ক্ষত্রিয়পুঙ্গবেরা, ভূরি দক্ষিণাদানে ভূয়ো যজ্ঞ করিয়া অন্তিমে মুক্তির জন্য শ্রীমণিকর্ণিকারই পদতলে লুণ্ঠিত হয়। নিয়ত পাতিব্রত্য-ধর্ম্মপালিনী রমণীরাও ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়া মোক্ষের আশায় অন্তকালে এই মণিকর্ণিকার আশ্রয় লইয়া থাকে। ন্যায়োপার্জ্জিতধন বৈশ্যগণও সৎপাত্রে ধন দান করিয়া অন্তে মুক্তি পাইবার আশায় শ্রীমণিকর্ণিকার শরণ লয়। ন্যায়মার্গগামী সৎশূদ্রগণও স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভের জন্য শ্রীমণিকর্ণিকার আশ্রয়গ্রহণে লালায়িত। জিতেন্দ্রিয় আজীবন ব্রহ্মচারিগণও মুক্তির জন্য এই মণিকর্ণিকার আশ্রয় করিয়া থাকেন। পঞ্চযজ্ঞরত গৃহস্থাশ্রমীরা অতিথিদিগকে সুতৃপ্ত করিয়াও অন্তে শ্রীমণিকর্ণিকার সেবা করিয়া থাকেন। সংযতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থবাসিগণ মুক্তির উপায় জ্ঞাত হইয়াও পরিণামে শ্রীমণিকর্ণিকার ভজনা করেন। মুমুক্ষু একদণ্ডিমতাবলম্বীরা নানাশাস্ত্রে মণিকর্ণিকাকেই একমাত্র মুক্তির সাধন জানিয়া ইহার সেবা-পরায়ণ হইয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডিগণও কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়াও মুক্তির অভিলাষে মণিকর্ণিকার শরণ লইয়া থাকেন। প্রব্রাজকগণও চঞ্চলচিত্ত সংযত করিয়া নিঃশ্রেয়সলক্ষ্মী লাভের জন্য মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। একদণ্ড ব্রতধারীরা মুক্তির জন্য মণিকর্ণিকার ভজনা করিয়া থাকেন। মুক্তিলাভেচ্ছু, শিখা জটা বা কৌপীনধারী, —মুণ্ডিতমুণ্ড বা নগ্ন কোন্ ব্যক্তি না মুক্তিদায়িনী মণিকর্ণিকার সেবা করিয়া থাকেন? ১—১৭। যাহাদিগের তপশ্চরণে বা দানে শক্তি নাই ও যোগাভ্যাস নাই, তাহাদিগেরও ইহা মুক্তি দান করিয়া থাকে। হে মুনে! মুক্তির সহস্র দ্বার থাকি-

যথা দদ্যান্নির্ব্বাণং মণিকর্ণিকা॥ ১৯॥ অনশনব্রত-ভৃতে ত্রিকালাভ্যবহারিণে। প্রান্তে দদ্যাৎ সমাং মুক্তিমুভাভ্যাং মণিকর্ণিকা॥২০॥ যথোক্তমাচরেদেকো নিষ্ঠাপাশুপতং ব্রতম্। নিরন্তরং স্মরেদেকো হৃদ্যেনাং মণিকর্ণিকাম্॥ ২১॥ দৃষ্টাত্র বপুষঃ পাতে দ্বয়োশ্চ সদৃশী গতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং বিহায়াশু সেব্যৈষা মণিকর্ণিকা॥ ২২॥ স্বর্গদ্বারে বিশেয়ুর্যে বিগাহ্য মণিকর্ণিকাম্। তেষাং বিধূতপাপানাং ক্বাপি স্বর্গো ন দূরতঃ॥ ২৩॥ স্বর্গদ্বাঃ স্বর্গভূরেষা মোক্ষ-ভূর্ম্মণিকর্ণিকা। স্বর্গাপবর্গাবত্রৈব নোপরিষ্টান্ন চাপ্যধঃ॥ ২৪॥ দত্ত্বা দানান্যনেকানি বিগাহ্য মণিকর্ণিকাম্। স্বর্গদ্বারং প্রবিষ্টা যে ন তে নিরয়গামিনঃ॥ ২৫॥ স্বর্গাপবর্গয়োরর্থঃ কোবিদৈশ্চ নিরূপিতঃ। স্বর্গঃ সুখং সমুদ্দিষ্টমপবর্গো মহাসুখম্॥ ২৬॥ মণিকর্ণ্যুপবিষ্টস্য যৎ সুখং জায়তে সতঃ। সিংহাসনোপবিষ্টস্য তৎ সুখং ক্ব শতক্রতোঃ॥ ২৭॥ মহাসুখং যদুদ্দিষ্টং সমাধৌ বিসমৃতাত্মনাম্। শ্রীমত্যাং মণিকর্ণ্যাং তৎ সহজেনৈব জায়তে॥ ২৮॥ স্বর্গ-দ্বারাৎ পুরোভাগে দেবনদ্যাশ্চ পশ্চিমে। সৌভাগ্য-ভাগ্যৈকনিধিঃ কাচিদেকা মহাস্থলী॥ ২৯॥ যাবন্তো ভাস্বতঃ স্পর্শাদ্ভাসন্তে সৈকতাঃ কণাঃ। তাবন্তো দ্রুহিণা জগ্মুর্নৈত্যেষা মণিকর্ণিকা॥ ৩০॥ সন্তি তীর্থানি তাবন্তি পরিতো মণিকর্ণিকাম্। যাবদ্ভি-স্তিলমাত্রাপি ন ভূমির্বিরলীকৃতা॥ ৩১॥ যদ্বংশে কোঽপি মুক্তঃ সম্প্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্। তদ্বংশ্যাস্তৎ-প্রভাবেন মান্যাঃ সর্গৌকসামপি॥ ৩২॥ তর্পিতাঃ পিতরো যেন সম্প্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্। সপ্ত সপ্ত তথা সপ্ত পূর্ব্বজাস্তেন তারিতাঃ॥ ৩৩॥ আ মধ্যা-দ্দেবসরিত আ হরিশ্চন্দ্রমণ্ডপাৎ। আ গঙ্গাকেশবাচ্চা চ স্বর্দ্বারান্মণিকর্ণিকা॥ ৩৪॥ এতদ্রজঃকণতুলাং ত্রিলোক্যপি ন গচ্ছতি। এতৎপ্রাপ্ত্যৈ প্রযততে ত্রিলোকস্থোঽখিলো ভবী॥ ৩৫॥ কলাবতী চিত্র-পটীং পশ্যন্তীত্থং মুহুর্মুহুঃ। জ্ঞানবাপীং দদর্শাথ শ্রীবিশ্বেশ্বরদক্ষিণে॥ ৩৬॥ যদম্বু সততং রক্ষেৎ দুর্বৃত্তাদ্দণ্ডনায়কঃ। সম্ভ্রমো বিভ্রমশ্চাসৌ দত্ত্বা ভ্রান্তিং গরীয়সীম্॥ ৩৭॥ যোঽষ্টমূর্ত্তির্মহাদেবঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে। তস্যৈষাম্বুময়ী মূর্ত্তির্জ্ঞানদা জ্ঞান-

লেও এই মণিকর্ণিকা যেমন অবলীলাক্রমে মুক্তি দান করে, এমন আর কোনটীই নহে; কি অনশন-ব্রতাবলম্বী, কি ত্রিসন্ধ্যাভোজী উভয়কেই মণি-কর্ণিকা অন্তকালে নির্ব্বিশেষ মুক্তি দিয়া থাকেন। একজন যথাবিধি পাশুপতব্রত অবলম্বন করে, আর একজন হৃদয়ে মণিকর্ণিকাকে নিরন্তর স্মরণ করে, এই দুজনের এই স্থানে দেহান্তে তুল্য গতি দৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সমস্ত ত্যাগ করিয়া ঝটিতি এই মণিকর্ণিকার সেবা করিবে। যাহারা মণি-কর্ণিকায় অবগাহন করিয়া স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করে, তাহাদিগের পাপ ধৌত হইয়া যায় এবং স্বর্গও দূরে থাকে না। স্বর্গদ্বার স্বর্গভূমি ও মণিকর্ণিকা মোক্ষভূমি, অতএব এই পৃথিবীতেই স্বর্গ ও অপবর্গ বর্ত্তমান আছে;—পরন্তু তাহা উপরে বা নিম্নে নহে। যাহারা মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বহুতর দান করত স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করে, তাহারা নরকে গমন করে না। কবিগণ স্বর্গশব্দের অর্থ সুখ ও অপবর্গ-শব্দের অর্থ মহাসুখ, এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। মণিকর্ণিকায় উপবিষ্ট জনের যাদৃশ সুখলাভ হইয়া থাকে, সিংহাসনাধিরূঢ় দেবরাজের তাদৃশ সুখ ঘটে না। সমাধি অবস্থায় লোকের যে মহাসুখ ঘটিয়া থাকে, শ্রীমণিকর্ণিকায় তাহা সহজেই মিলিয়া থাকে। স্বর্গদ্বারের পূর্ব্বদিকে ও দেবনদীর পশ্চিমে সৌভাগ্য ও ভাগ্যের একমাত্র আশ্রয় অবর্চ্চনীয় এক মহাক্ষেত্র মণিকর্ণিকা অবস্থিত আছে। সূর্য্যকরস্পর্শে যাবৎপরিমিত বালুকাকণা উদ্ভা-সিত হয়, তাবৎপরিমিত ব্রহ্মা লয় প্রাপ্ত হইয়া-ছেন, কিন্তু এই মণিকর্ণিকা যেমন তেমনই আছে। মণিকর্ণিকার চতুর্দ্দিকে এত অসংখ্য তীর্থ আছে যে, তিলমাত্র ভূমিও শূন্য নাই। যাহার বংশ-সম্ভূত কোন ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার বংশে উৎপন্ন সন্তান-গণ তদীয়প্রভাবে দেবগণেরও সম্মান ভাজন হয়। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় পিতৃগণের তর্পণ করে, সে ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্তপুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। গঙ্গার মধ্যস্থান, হরিশ্চন্দ্রমণ্ডপ, গঙ্গাকেশব ও স্বর্গদ্বার এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থানই মণিকর্ণিকা; ত্রিভুবনও এই মণিকার ধূলিকণার তুল্য নহে। ইহা প্রাপ্ত হইবার জন্যই ত্রিলোকের সমস্ত লোকই যত্ন করিয়া থাকে।১৮—৩৫। এইরূপে কলাবতী চিত্রপট বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া,শ্রীবিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে জ্ঞানবাপী দেখিতে পাইল। দণ্ডনায়ক এবং সম্ভ্রম ও বিভ্রমনামক গণদ্বয় গুরুতর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া দুর্বৃত্ত হইতে ইহার জল সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। পুরাণশাস্ত্রে মহাদেবকে যে অষ্ট-

বাপিকা ॥ ৩৮ ॥ নেত্রয়োরতিথীকৃত্য জ্ঞানবাপীং কলাবতী। কদম্বকুসুমাকারাং বভার ক্ষণতস্তনুম্ ॥ ৩৯ ॥ অঙ্গানি বেপথুং প্রাপুঃ খিন্না ভালস্থলী ভৃশম্। হর্ষবাপ্পাম্বুসলিলে জাতে তস্যা বিলোচনে ॥ ৪০ ॥ তস্তম্ভ গাত্রলতিকা মুখং বৈবর্ণ্যমাপ চ। স্বরোহথ গদ্গদো জাতো ব্যভ্রংশত্তৎকরাৎ পটী ॥ ৪১ ॥ সা ক্ষণং স্বং বিসস্মার কাহং কাহং ন বেত্তি চ। সৌষুপ্তায়াং দশায়াঞ্চ পরমাত্মেব নিশ্চলা ॥ ৪২ ॥ অথ তৎপরিচারিণ্যস্ত্বরমাণা ইতস্ততঃ। কিং কিং কিমেতদেতৎ কিং পৃচ্ছন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥ ৪৩ ॥ তদবস্থাং সমালোক্য তাং তাশ্চতুরচেতসঃ। বিজ্ঞায় সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরিদমূচুঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৪ ॥ ভবান্তরে প্রেমপাত্রমেতয়ৈক্ষি তু কিঞ্চন। চিরাত্তেন চ সঙ্গত্য সুখমূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ৪৫ ॥ অথ নৈত্থং কথমিয়মকাণ্ডাৎ পর্য্যমুমুহৎ। প্রেক্ষমাণা রহশ্চিত্রপটীমতিপটীয়সীম্ ॥ ৪৬ ॥ তন্মোহস্য নিদানং তাঃ সম্যগেব বিচার্য্য চ। উপচেরুর্মহাশান্তৈরুপচারৈরনাকুলম্ ॥ ৪৭ ॥ কাচিত্তা বীজয়াঞ্চক্রে কদলীতালবৃন্তকৈঃ। বিসিনীবলয়ৈরন্যা ধন্যাং তাং পর্য্যভূষয়ৎ ॥ ৪৮ ॥ অমন্দৈশ্চন্দনরসৈরভ্যষিঞ্চদমুং পরা। অশোকপল্লবৈরন্যাঃ কাচিচ্ছোকমনীনশৎ ॥ ৪৯ ॥ ধারামণ্ডপধারাম্বুশীকরৈস্তত্তনূলতাম্। ইষ্টার্থবিরহম্লানাং সিঞ্চয়ামাস কাচন ॥ ৫০ ॥ জলার্দ্রবাসসা কাচিদেতস্যাস্তনুনাবৃণোৎ। কর্পূরক্ষোদজালৈঃপরস্যাস্তামম্বলেপয়ন্ ॥ পদ্মিনীদলশয্যাঞ্চ কাচিদ্ব্যরচয়ন্মৃদুম্। কাচিৎ কুলিশনেপথ্যং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ ॥ ৫২ ॥ মুক্তাকলাপং রচয়াঞ্চক্রে বক্ষোজমণ্ডলে। কাচিচ্ছশিমুখী তাস্ত চন্দ্রকান্তশিলাতলে ॥ ৫৩ ॥ স্নাপয়ামাস তন্বঙ্গীং স্রবচ্ছীতাম্বুশীতলে। দৃষ্ট্বোপচার্য্যমাণাং তামিত্থং বুদ্ধিশরীরিণী ॥ ৫৪ ॥ অতিতাপপরীতাঙ্গীং তাঃ সখীঃ প্রত্যভাবত। এতস্যাস্তাপশান্ত্যর্থং জানেহহং পরমৌষধম্ ॥ ৫৫ ॥ উপাচারানিমান্ সর্ব্বান্ দূরীকুরুত মা চিরম্। অপতাপাং করোম্যেনাং সদ্যঃ পশ্যত কৌতুকম্ ॥ ৫৬ ॥ দৃষ্ট্বা চিত্রপটীমেষা সদ্যোবিহ্বলতামগাৎ। অত্রৈব কাচিদেতস্যাঃ প্রেমভূরস্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৭ ॥ অতশ্চিত্রপটীস্পর্শাৎ

মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়, এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞান বাপী তাঁহারই জলময়ী মূর্ত্তি। কলাবতী জ্ঞানবাপীকে নেত্রগোচর করিয়া, ক্ষণকালমধ্যে রোমাঞ্চিততনু হইল। তাহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কপালে স্বেদ নির্গত হইল এবং চক্ষুর্দ্বয় আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইল। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—তাহার শরীর স্তম্ভিত হইল, মুখ ম্লান হইল, কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ হইল; তখন চিত্রপটখানি তাহার হস্ত হইতে ভূতলে ভ্রষ্ট হইল। তৎকালে সে ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইল, "আমি কে, কোথায় আমি" ইহা সে জানিতে পারে নাই। কেবল সুষুপ্ত দশায় পরমাত্মার ন্যায় সে নিশ্চলভাবে ছিল। অনন্তর তাহার পরিচারিকাগণ ত্বরান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ একি হইল! একি হইল! এই বলিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। চতুরা দাসীগণ তাহার সেই সেই অবস্থা দেখিয়া, সাত্ত্বিকভাব জ্ঞাত হইয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিল, "ইনি জন্মান্তরের কোন প্রণয়ী লোককে দেখিয়া থাকিবেন, তজ্জন্যই তাহার সহিত মিলনসুখে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন; নচেৎ ইনি সহসা অতি সুন্দর এই চিত্রপট নির্জ্জনে দেখিয়া কেন এইরূপ মূর্চ্ছিত হইবেন? তাহারা এইরূপ তাহার মূর্চ্ছার কারণ [illegible] করিয়া স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা স্থিরভাবে পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কদলীপত্রের ব্যজন দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল, কেহ বা হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিল, অপরে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিল, কেহ বা অশোকপত্র দ্বারা তাহার শোক দূর করিল। কেহ বা প্রিয়বিরহে সন্তপ্ত তাহার দেহলতাকে ধারাযন্ত্রোত্থিত জলকণা দ্বারা সিক্ত করিল, কেহ বা আর্দ্রবস্ত্রে তাহার দেহ আবৃত করিল, অপরে তাহার অঙ্গে কর্পূরচূর্ণ লেপন করিয়া দিল। কেহ তাহার জন্য পদ্মপত্রের কোমল শয্যা রচনা করিল, কেহ তাহার অঙ্গ হইতে হীরকময় ভূষণ উন্মোচন করিয়া স্তনমণ্ডলে মুক্তাহার রচনা করিয়া দিল। কোন চন্দ্রাননা শীতলস্রাবী চন্দ্রকান্তশিলাতলে সেই কৃশাঙ্গীকে শয়ন করাইল। সখীগণকে এইরূপে সেই অতি সন্তপ্তা কলাবতীর পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া বুদ্ধিশরীরিণী নামে কোন একজন সখী বলিল,—আমি ইহার সন্তাপহর মহৌষধ জানি, তোমরা এই সকল উপচার শীঘ্র দূর করিয়া ফেল। আমি ইহাকে সদ্যঃ সন্তাপহীন করিতেছি, কৌতুক দেখ। ৩৮—৫৬। ইনি চিত্রপট দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন, অতএব এই চিত্রপটে ইঁহার কোন প্রণয়ভূমি নিশ্চয়ই

পরিতাপং বিহাস্যতি। বাক্যাদ্বুদ্ধিশরীরিণ্যাস্ততস্তৎ-পরিচারিকাঃ ॥ ৫৮ ॥ নিধায় তৎ পুরঃ প্রোচুঃ পটীং পশ্য কলাবতি। তবানন্দকরী যত্র কাচিদস্তীষ্টদেবতা॥ ৫৯ ॥ সাপীষ্টদেবতা নাম্না তৎপটীদর্শনেন চ। সুধাসেকমিব প্রাপ্য মূর্চ্ছাং হিত্বোত্থিতা দ্রুতম্ ॥ ৬০ ॥ অবগ্রহপরিম্লানা বর্ষাসারৈরিবৌষধীঃ। পুনরালোকয়াঞ্চক্রে জ্ঞানদাং জ্ঞানবাপিকাম্॥ ৬১ ॥ স্পৃষ্ট্বা কলাবতী তান্তু বাপীং চিত্রগতামপি। লেভে ভবান্তরজ্ঞানং যথাসীৎ পূর্ব্বজন্মনি ॥৬২॥ পুনর্ব্বিচারয়াঞ্চক্রে বাপীমাহাত্ম্যমুত্তমম্। অহো চিত্রগতাপীয়ং সংস্পৃষ্টা জ্ঞানবাপিকা॥ ৬৩॥ জ্ঞানং মে জনয়ামাস ভবান্তরসমুদ্ভবম্। অথ তাসাং পুরো হৃষ্টা কথয়ামাস সুন্দরী। নিজং প্রাগ্‌ভববৃত্তান্তং জ্ঞানবাপীপ্রভাবজম্॥ ৬৪॥ কলাবত্যুবাচ। এতস্মাজ্জন্মনঃ পূর্ব্বমহং ব্রাহ্মণকন্যকা। উপবিশ্বেশ্বরং কাশ্যাং জ্ঞানবাপ্যাং রমে মুদা॥ ৬৫॥ জনকো মে হরিস্বামী জনয়িত্রী প্রিয়ংবদা। আখ্যা মম সুশীলেতি মাঞ্চ বিদ্যাধরোঽহরৎ॥ ৬৬॥ মধ্যেমার্গং নিশীথেঽথ তদোপমলয়াচলম্। রক্ষসা স হতো বীরো রাক্ষসং স জঘান হ॥ ৬৭॥ রক্ষোঽপি মুক্তঃ শাপাত্তু দিব্যং বপুরবাপ হ। অবাপ জন্ম গন্ধর্ব্বস্বসৌ মলয়কেতুতঃ॥ ৬৮॥ কর্ণাটনৃপতেঃ কন্যা বভূবাহং কলাবতী। ইতিজ্ঞানং মমোদ্ভূতং জ্ঞানবাপীক্ষণাৎ ক্ষণাৎ॥ ৬৯॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা সাপি বুদ্ধিশরীরিণী। তাশ্চ তৎপরিচারিণ্যঃ প্রহৃষ্টাস্যাস্তদাঽভবন্॥ ৭০॥ প্রোচুস্তাং প্রণিপত্যাথ পুণ্যশীলাং কলাবতীম্। অহো কথং হি সা লভ্যা যৎপ্রভাবোঽয়মীদৃশঃ॥ ৭১॥ ধিগ্‌জন্ম তেষাং মর্ত্ত্যেঽস্মিন্ যৈর্নৈক্ষি জ্ঞানবাপিকা। কলাবতি নমস্তভ্যং কুরু নোঽপি সমীহিতম্॥ ৭২॥ জনিং সফলয়াস্মাকং নয় নঃ প্রার্থ্য ভূপতিম্। অয়ঞ্চ নিয়মোঽস্মাকমদ্যারভ্য কলাবতি ॥ ৭৩ ॥ নির্ব্বেক্ষ্যামো মহাভোগান্ দৃষ্ট্বা তাং জ্ঞানবাপিকাম্। অবশ্যং জ্ঞানবাপী সা নাম্না ভবিতুমর্হতি। চিত্রং চিত্রগতাপীহ যা তব জ্ঞানদায়িনী ॥ ৭৪ ॥ ওঁ কৃত্য তাসাং বাক্যং সা স্বাকারং পরিগোপ্য চ।

আছে; অতএব ইহার স্পর্শে ইনি সন্তাপ ত্যাগ করিবেন। তখন বুদ্ধিশরীরিণীর এই বাক্য শুনিয়া তাহার পরিচারিকাগণ তাহার সম্মুখে চিত্রপট ধরিয়া বলিল,—সখি কলাবতি! তোমার নয়নানন্দকারী ইষ্টদেবতার চিত্রপট দেখ। সেই কলাবতীও 'ইষ্টদেবতা' নাম শ্রবণে ও চিত্রপটস্পর্শে অমৃতধারায় সিক্ত হইয়াই যেন চৈতন্য লাভ করিয়া উত্থিত হইল। অবগ্রহবিশোষিত ওষধি বৃষ্টিধারাসিক্ত হইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া কলাবতী পুনরায় জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপীকে দর্শন করিতে লাগিল। তখন চিত্রার্পিত সেই বাপীকে দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল ও মনে মনে জ্ঞানবাপীর অদ্ভুত মহিমা পুনর্ব্বিচার করিয়া কলাবতী বলিল,—জ্ঞানবাপীর কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাহার এই চিত্রদর্শনেও আমার জন্মান্তরের বৃত্তান্ত সমুদয় স্মরণ হইল।" এই বলিয়া কলাবতী সুন্দরী, জ্ঞানবাপীর প্রভাবে স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সখীগণের সমক্ষে সহর্ষে বলিতে লাগিল। কলাবতী কহিল,—"আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকন্যা ছিলাম। আমার পিতার নাম হরিস্বামী, মাতার নাম প্রিয়ংবদা ও আমার নাম সুশীলা ছিল। আমাকে একজন বিদ্যাধর হরণ করিয়া লইয়া যান। পথিমধ্যে নিশীথকালে মলয়াচলসমীপে এক রাক্ষস তাঁহাকে বিনাশ করে, তিনিও তাহাকে বধ করেন। তখন রাক্ষস শাপমুক্ত হইয়া দিব্য-দেহ ধারণ করে। সেই বিদ্যাধর এক্ষণে মলয়কেতুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমিও কলাবতী নামে কর্ণাটরাজের কন্যা হইয়াছি। জ্ঞানবাপীদর্শনে ক্ষণমধ্যে আমার এবংবিধ জ্ঞানসঞ্চার হইল।" সেই বুদ্ধিশরীরিণী ও অপরাপর পরিচারিকাগণ তাহার এই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইল ও পুণ্যশীলা কলাবতীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—অহো জ্ঞানবাপীর কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য! এক্ষণে কিরূপে তাহা লাভ করা যায়? যাহারা জ্ঞানবাপী দেখে নাই, এই মর্ত্ত্যলোকে তাহাদিগের জন্মে ধিক্। হে কলাবতি! আপনার চরণে নমস্কার, আপনি আমাদিগের কামনা পূর্ণ করুন। মহারাজকে বলিয়া আমাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া এই জন্ম সার্থক করুন। অয়ি কলাবতি! আমরা অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, সেই জ্ঞানবাপী দর্শন করিয়া মহা সুখভোগ করিবই করিব। তাহার নাম "জ্ঞানবাপী" হওয়া অবশ্যই উচিত; যখন তাহার চিত্রদর্শনে এইরূপ জ্ঞান আপনার সমুদ্ভূত হইয়াছে।৫৭—৭৪। কলাবতী "তথাস্তু"

ক্রিয়াণি কৃত্বা ভূতর্ত্তুঃ প্রস্তাবেত্তা ব্যজিজ্ঞপৎ॥৭৫॥ কলাবত্যুবাচ। জীবিতেশ ন মে ত্বত্তঃ কিঞ্চিৎ প্রিয়তরং ক্বচিৎ। ত্বামাসাদ্য পতিং রাজন্ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে মনোরথাঃ॥ ৭৬॥ একো মনোরথঃ প্রার্থ্যো মমাস্ত্যার্য্যপুত্রক। বিচারপথমাপন্নস্তবাপি স মতাহিতঃ॥ ৭৭॥ মম তু, ত্বদধীনায়াঃ সুদুষ্প্রাপতরো মহান্। তব স্বাধীনবৃত্তেস্তু সিদ্ধপ্রায়ো মনোরথঃ॥ ৭৮॥ প্রাণেশ কিং বহুক্তেন যদি প্রাণৈঃ প্রয়োজনম্। তদাভিলষিতং দেহি প্রাণা যাস্যন্ত্যতোঽন্যথা॥ ৭৯॥ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়স্যাস্তস্যা বাক্যং নিশম্য সঃ। উবাচ বচনং রাজা তস্যাঃ স্বস্যাপি চ প্রিয়ম্॥ ৮০॥ রাজোবাচ। নাহং প্রিয়ে তবাদেয়মিহ পশ্যামি ভামিনি। প্রাণা অপি মম ক্রীতাস্ত্বয়া শীলকলাগুণৈঃ॥ ৮১॥ অবিলম্বিতমাচক্ষ্ব কৃতং বিদ্ধি কলাবতি। ভবদ্বিধানাং সাধ্বীনাং মন্যেঽপ্রাপ্যং ন কিঞ্চন॥ ৮২॥ কঃ প্রার্থ্যঃ প্রার্থনীয়ং কিং কো বা প্রার্থয়িতা প্রিয়ে। ন পৃথগ্জনবৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্তনং নৌ কলাবতি॥ ৮৩॥ দেশঃ কোষো বলং দুর্গং যদন্যদপি ভামিনি। তত্ত্বদীয়ং ন মে কিঞ্চিৎ স্বাম্যমাত্রমিহাস্তি মে॥ ৮৪॥ তচ্চ স্বাম্যং মমাস্ত্যত্র ত্বদৃতে জীবিতেশ্বরি। রাজ্যং ত্যজেয়ং ত্বদ্বাক্যাৎ তৃণীকৃত্যাপি মানিনি॥ ৮৫॥ মাল্যকেতোর্মহীজানেরিতি বাক্যং নিশম্য সা। প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা বচশ্চারু কলাবতী॥ ৮৬॥ কলাবত্যুবাচ। নাথ প্রজাসৃজা পূর্ব্বং সৃষ্টা নানাবিধাঃ প্রজাঃ। প্রজাহিতায় সংসৃষ্টং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্॥ ৮৭॥ তদ্বিহীনা জনিরপি জলবুদ্বুদবন্মুধা। তস্মাদেকোঽপি সংসাধ্যঃ পরত্রেহ চ শর্ম্মণে॥ ৮৮॥ যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে। যদুচ্যতে পুরাবিদ্ভিরিতি তত্তথ্যমীক্ষিতম্॥ ৮৯॥ মদ্বিধানাস্তু দাসীনাং শতস্তেঽস্তীহ মন্দিরে। তথাপি নিতরাং প্রেম স্বামিনো ময়ি দৃশ্যতে॥ ৯০॥ তব দাস্যপি ভোগাঢ্যা কিমুতাঙ্কস্থলীচরী। তত্রাপ্যনন্তসম্পত্তিস্তত্র স্বাধীনভর্ত্তৃতা॥ ৯১॥ বিপশ্চিৎ সঞ্চয়েদর্থানিষ্টাপূর্ত্তায় কর্ম্মণে। তপোঽর্গমায়ুর্নির্ব্বিঘ্নং দারাং-

বলিয়া, অঙ্গীকার গোপনে রাখিয়া, একদিন প্রিয়কার্য্য সমাপনান্তে যথোচিত সময়ে রাজাকে কহিল,—হে জীবিতনাথ! আপনা অপেক্ষা আমার প্রিয়বস্তু কোথায়ও নাই, আপনাকে পতিলাভ করিয়া আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে আর্য্যপুত্র! একটী মাত্র মনোরথ অপূর্ণ আছে, বিচার করিয়া দেখিলে তাহা আপনারও হিতকর বোধ হইবে। অধীনতা নিবন্ধন সেই মনোরথ আমার অতি দুর্লভ; কিন্তু আপনি স্বাধীন, আপনার পক্ষে তাহা সিদ্ধপ্রায় বলিতে হইবে। হে জীবিতেশ্বর! অধিক আর কি বলিব, যদি আমার জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে সেই মনোরথ পুরণ করুন; নতুবা আমার জীবন গত হইবে। রাজা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সেই কলাবতীর বাক্য শুনিয়া তাহার ও নিজের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—অয়ি ভাবিনি প্রিয়ে! এই জগতে তোমাকে অদেয় কিছুই নাই; তুমি কলা ও শীলগুণে আমার জীবন পর্য্যন্তও ক্রয় করিয়াছ। অয়ি কলাবতি! অবিলম্বে বল; ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, বোধ কর। ভবাদৃশ পতিব্রতাদিগের কিছুই দুর্লভ নহে। অয়ি প্রিয়ে কলাবতি! কাহার নিকট কি বা প্রার্থনা করিতে হইবে? প্রার্থয়িতাই বা কে? তোমার ও আমার আচরণ ইতরজনের ন্যায় নহে। হে ভাবিনি! কি দেশ, কি ধনরাশি, কি দুর্গ, কি বন ও অন্য কিছু যাহা আছে, সেই সমস্তই তোমার, আমার কিছুই নহে, আমি নামমাত্র তাহাদিগের অধীশ্বর। হে জীবিতেশ্বরি! তোমা ভিন্ন অন্য সমস্তেরই উপর আমার সেই প্রভুত্ব আছে। আমি তোমার বাক্যে রাজ্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে পারি। রাজা মাল্যকেতুর এই বাক্য শুনিয়া কলাবতী গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল,—হে নাথ! পূর্ব্বে বিধাতা নানাপ্রকার প্রজা সৃজন করিয়া তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থের সৃষ্টি করেন। সেই পুরুষার্থহীন হইলে জন্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় বিফল হয়, এই নিমিত্ত ইহলোকে ও পরলোকে সুখের জন্য তন্মধ্যে একটীরও অন্ততঃ সাধন করা উচিত। যথায় দম্পতিযুগলের পরস্পরের সদ্ভাব থাকে, তথায় ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়, এই কথা যে পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতের বলিয়া থাকেন তাহা যথার্থই দৃষ্ট হয়। আপনার ভবনে আমার ন্যায় শতদাসী বিদ্যমান আছে বটে, তথাপি আমার প্রতিই আপনার নিতান্ত প্রেম দৃষ্ট হইতেছে। আপনার দাসী হওয়াই সৌভাগ্যেরকথা, অঙ্কশায়িনী হওয়ারত কথাই নাই। তাহাতে আবার পুত্ররত্নলাভ ও স্বাধীনভর্ত্তৃতা; সুতরাং কোন্ রমণী আমার ন্যায় এইরূপ সৌভাগ্যশালিনী? ৭৫—৯১।

শাপত্যলব্ধয়ে ॥ ৯২ ॥ তথৈতৎ সর্ব্বমত্রৈহ বিশ্বেশানুগ্রহাৎ প্রিয়। পূরণীয়োঽভিলাষো মে যদি তব্বচ্যাহং শৃণু ॥ ৯৩ ॥ তূর্ণং প্রহিণু মাং নাথ বিশ্বনাথপুরীং প্রতি। প্রাণাঃ প্রয়াতাঃ প্রাগেব বপুঃশেষাস্মি কেবলম্ ॥ ৯৪ ॥ মাল্যকেতুঃ কলাবত্যা ইত্যাকর্ণ্য বচঃ স্ফুটম্। ক্ষণং বিচার্য্য স্বহৃদি রাজা প্রোবাচ তাং প্রিয়াম্ ॥ ৯৫ ॥ প্রিয়ে কলাবতি যদি তব গন্তব্যমেব হি। রাজ্যলক্ষ্যানয়া কিং মে চলয়া ত্বদ্‌বিহীনয়া ॥ ৯৬ ॥ ন রাজ্যং রাজ্যমিত্যাহু রাজ্যশ্রীঃ প্রেয়সী ধ্রুবম্। সপ্তাঙ্গমপি তদ্রাজ্যং ত্বয়া হীনং তৃণায়তে ॥ ৯৭ ॥ নিঃসপত্নং কৃতং রাজ্যং ভুক্তা ভোগাস্নিরন্তরম্। হৃষীকার্থাঃ কৃতার্থাশ্চ বিধৃতা আধৃতিঃ প্রিয়ে ॥ ৯৮ ॥ অপত্যান্যপি জাতানি কিং কর্ত্তব্যমিহাস্তি মে। অবশ্যমেব গন্তব্যাবাভ্যাং বারাণসী পুরী ॥ ৯৯ ॥ মাল্যকেতুঃ প্রিয়ামিত্থমাশ্বাস্য কৃতনিশ্চয়ঃ। সমাহূয় চ দৈবজ্ঞান্ প্রকৃতীঃ পরিপূজ্য চ ॥ ১০০ ॥ পুত্রে রাজ্যং নিধায়াথ রাজা কাশীং প্রতস্থিবান্। রত্নজাতং কিয়দপি পুত্রাদর্থং প্রগৃহ্য চ ॥ ১০১ ॥ দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরপুরীং হৃষ্টরোমা নরেশ্বরঃ। মেনে কৃতার্থমাত্মানং সংসারাম্বুধিপারগম্ ॥ ১০২ ॥ প্রাগ্‌জন্মবাসনাযোগাৎ সাপি রাজ্ঞী কলাবতী। গ্রামান্তরাদাগতেব পুরীমার্গানবৈৎ স্বয়ম্ ॥ ১০৩ ॥ মণিকর্ণ্যামথ স্নাত্বা ভূরি দত্বা ততো বসু। বিশ্বেশমর্চ্চয়িত্বাথ রত্নজাতৈরনেকশঃ ॥ ১০৪ ॥ দত্বা তত্রাপি রত্নানি গজানশ্বান্ গবাং ব্রজম্। দুকূলানি বিচিত্রাণি পূজোপকরণানি চ ॥ ১০৫ ॥ সুবর্ণরূপ্যকলসান্ দীপদর্পণচামরান্। ধ্বজস্তম্ভপতাকাশ্চ বিচিত্রোল্লোচকানি চ ॥ ১০৬ ॥ অথ প্রদক্ষিণীকৃত্য মুক্তিমণ্ডপমাবিশৎ। তত্র ধর্ম্মকথাং শ্রুত্বা দত্বা তত্রাপি সদ্ধনম্ ॥ ১০৭ ॥ সায়ন্তনীং মহাপূজাং পুনঃ কৃত্বা ক্ষিতীশ্বরঃ। তত্র জাগরণং কৃত্বা তৌর্য্যত্রিকমহোৎসবৈঃ ॥ ১০৮ ॥ অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা শৌচাচমক্রিয়াম্। রাজ্ঞ্যা বিনির্দ্দিষ্টপথা জ্ঞানবাপীং নৃপো যযৌ ॥ ১০৯ ॥ নৃপঃ সার্দ্ধং কলাবত্যা তত্র সস্নৌ প্রহৃষ্টবৎ। অথ পিণ্ডান্ স নির্ব্বাপ্য সন্তর্প্য শ্রদ্ধয়া পিতৄন্ ॥ ১১০ ॥ তত্র রূপ্যসুবর্ণাদি পাত্রেভ্যঃ প্রতিপাদ্য চ।

বুদ্ধিমান্ লোক ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের জন্য অর্থ, তপশ্চরণের জন্য নির্ব্বিঘ্ন আয়ু ও অপত্যলাভের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিবে। হে প্রিয়! বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার এই সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে নাথ! যদি আমার অভিলাষ একান্ত পূরণীয় বোধ করেন, তবে বলি, শুনুন; অবিলম্বে আমায় কাশীধামে প্রেরণ করুন, আমার প্রাণ তথায় পূর্ব্বেই গিয়াছে—এখানে কেবল শরীরমাত্র রহিয়াছে! মাল্যকেতু কলাবতীর এই স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া ক্ষণকাল মনে মনে বিচার করিয়া তাহাকে বলিলেন,—প্রিয়ে কলাবতি! যদি তোমার একান্তই গন্তব্য হইয়া থাকে, তবে তোমা বিহনে এই চঞ্চল রাজ্যলক্ষ্মীতে আমার প্রয়োজন কি? এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য রাজ্যপদবাচ্য নহে, প্রিয়তমাই রাজলক্ষ্মী; অতএব তোমা বিনা ইহা আমার নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ! প্রিয়ে! আমি রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছি; নিরন্তর বিবিধ ভোগে আমার ভোগেন্দ্রিয় সকল সফল হইয়াছে, সন্তোষ চরিতার্থ হইয়াছে ও পুত্র জন্মিয়াছে; আমার আর এ জগতে কর্ত্তব্য কি আছে? অবশ্যই আমরা উভয়ে বারাণসী গমন করিব। এইরূপে মাল্যকেতু প্রিয়তমাকে আশ্বস্ত করিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়া দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করত শুভদিন দেখাইলেন। পরে অমাত্যাদির নিকট বিদায় লইয়া পুত্রহস্তে রাজ্যভার দিয়া তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ ও রত্নাদি গ্রহণ করত কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা মাল্যকেতু, বিশ্বেশ্বরনগরী দর্শনে পুলকিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। রাজ্ঞী কলাবতীও পূর্ব্বজন্মসংস্কার বশতঃ নিকটস্থগ্রামাগত ব্যক্তির ন্যায় নগরীর পথ সমুদায় অবগত হইলেন। তথায় তাঁহারা উভয়ে মণিকর্ণিকায় স্নান, প্রচুর অর্থদান, বিবিধ রত্নসমূহে বিশ্বনাথের পূজা এবং রত্ন গজ, অশ্ব, ধেনু, বিচিত্র দুকূল, বিবিধ পূজার উপকরণ, স্বর্ণরৌপ্যময় কলস, দীপ, দর্পণ, চামর, ধ্বজদণ্ড, পতাকা ও বিচিত্র চন্দ্রাতপ, দান করিয়া প্রদক্ষিণানন্তর মুক্তিমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তথায় ধর্ম্মকথা শুনিয়া ধন বিতরণ করিয়া সায়ংকালীন মহাপূজাসমাপনান্তে নৃত্যগীতবাদ্যাদি মহোৎসবে রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাধা করত রাজ্ঞী কলাবতীর নির্দ্দিষ্ট পথে রাজা জ্ঞানবাপীতে গমন করিলেন। ৯২—১০৯। নৃপতি, কলাবতীর সহিত প্রফুল্লচিত্তে তথায় স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ ও পিণ্ডদানান্তে সৎপাত্রে রৌপ্যসুবর্ণাদি বিতরণ-

সীমান্তকণাণনাথান্ মহার্হৈ রত্নজাতকৈঃ ॥ ১১১ ॥ প্রণম্য নরপতিঃ পারণাং কৃতবাংস্ততঃ। সংকার্য্য রত্নসোপানৈর্জ্ঞানবাপীং কলাবতী ॥ ১১২ ॥ আর্বব্ধ ব্রতিং তত্র সহ ভর্ত্রা তপস্বিনী। একান্তরোপবাসৈশ্চ কদাচিচ্চ ত্র্যহোব্রতৈঃ ॥ ১১৩ ॥ ষড়হোভোজনৈশ্চাপি পক্ষার্দ্ধনিয়মৈরথ। পক্ষান্তরোপবাসৈশ্চ মাসোপবসনাদিভিঃ ॥ ১১৪ ॥ চান্দ্রায়ণব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রৈর্ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণৈরপি। নিনায় ক্ষণবৎ কালমায়ুঃশেষস্ত সানঘা ॥ ১১৫ ॥ একদা জ্ঞানবাপ্যাস্ত প্রাতঃ স্নাত্বোপবিষ্টয়োঃ। আগত্য জটিলঃ কশ্চিদ্বিভূতিং দত্তবান্ করে ॥ ১১৬ ॥ উবাচ চ প্রসন্নাস্ত আশীর্ভিরভিনন্দ্য চ। উত্তিষ্ঠতং প্রকুরুতং মহানেপথ্যমদ্য বৈ ॥ ১১৭ ॥ তারকোদয়সম্প্রাপ্তির্ভবিত্রী বাং ক্ষণাদিহ। স্কন্দ উবাচ। যাবদিত্থং সমাচষ্ট জটিলোঽগ্রে তয়োর্মুনে ॥ ১১৮ ॥ তাবদ্বিমানমাপন্নং সক্কণৎকিঙ্কিণীগণম্। পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং চন্দ্রমৌলিরথোরথাৎ ॥ ১১৯ ॥ উত্তীর্য্য তচ্ছ্রুতিপুটে কিমপি স্বয়মাদিশৎ। অনাখ্যং যৎ পরং জ্যোতিরুচ্চক্রাম চ তৎক্ষণাৎ ॥ ১২০ ॥ উদ্যোতয়ন্নভোবর্ত্ম দেবোঽপি স্বালয়ং যযৌ। তদাপ্রভৃতি লোকেঽত্র জ্ঞানবাপী বিশিষ্যতে ॥ ১২১ ॥ সর্ব্বেভ্যস্তীর্থমুখ্যেভ্যঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানদা মুনে। সর্ব্বজ্ঞানময়ী চৈষা সর্ব্বলিঙ্গময়ী শুভা ॥ ১২২ ॥ সাক্ষাচ্ছিবময়ী মূর্ত্তির্জ্ঞানকৃজ্জ্ঞানবাপিকা। সন্তি তীর্থান্যনেকানি সদ্যঃশুচিকরাণ্যপি ॥ ১২৩ ॥ পরন্তু জ্ঞানবাপ্যা হি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। জ্ঞানবাপ্যাঃ সমুৎপত্তিং যঃ শ্রোষ্যতি সমাহিতঃ ॥ ১২৪ ॥ ন তস্য জ্ঞানবিভ্রংশো মরণে জায়তে কচিৎ ॥ ১২৫ ॥ মহাখ্যানমিদং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্। মহাদেবস্য গৌর্য্যাশ্চ মহাপ্রীতিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১২৬ ॥ পঠিত্বা পাঠয়িত্বা বা শ্রুত্বা বা শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। জ্ঞানবাপ্যাঃ শুভাখ্যানং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জ্ঞানবাপিপ্রশংসনং নাম
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

কুম্ভযোনিরুবাচ। অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং পরং নির্ব্বাণকারণম্। ক্ষেত্রাণাং পরমং ক্ষেত্রং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥ শ্মশানানাস্ত সর্ব্বেষাং শ্মশানং

পূর্ব্বক দীন, অন্ধ, কৃপণ ও অনাথগণকে ভোজন করাইয়া পারণ করিলেন। কলাবতী জ্ঞানবাপীর সোপানরাজি রত্নে বাঁধাইয়া দিয়া কখন একান্তরোপবাস, কখন বা তিন দিন, ছয়দিন, সপ্তাহ, পক্ষ ও একমাস কাল উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া পতিশুশ্রূষায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ক্ষণকালের ন্যায় যাপন করিলেন। একদা তাঁহারা উভয়ে জ্ঞানবাপীতে স্নান করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একজন জটাজূটধারী আসিয়া তাঁহাদিগের করে বিভূতি প্রদান করিয়া প্রসন্নমুখে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমরা উঠ, বেশভূষা কর, তোমাদিগের ক্ষণকাল মধ্যে তারকোদয় (মুক্তি) লাভ হইবে! স্কন্দ বলিলেন,—হে মুনে! যেমন তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বলোকসমক্ষে কিঙ্কিণী নিনাদিত করিয়া বিমান উপস্থিত হইল! ভগবান্ চন্দ্রমৌলি সেই বিমান হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদিগের কর্ণমূলে স্বয়ং কি মন্ত্র উপদেশ করিলেন; তৎক্ষণাৎ অনাখ্যেয় এক পরম জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। ভগবানও আকাশপথ উদ্দীপিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদবধি এই জগতে জ্ঞানবাপী প্রত্যক্ষজ্ঞান দান করেন বলিয়া সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ হইল। এই জ্ঞানবাপী সর্ব্বজ্ঞানময়ী, সর্ব্বলিঙ্গময়ী ও সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি! সদ্যঃ শুদ্ধিকর অনেক তীর্থ এই পৃথিবীতে আছে, কিন্তু তাহারা ইহার ষোল কলার এক কলারও যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি জ্ঞানবাপীর উৎপত্তিকথা অবহিতমনে শুনিবে, তাহার মৃত্যুকালেও জ্ঞানভ্রংশ হইবেন না। মহাদেব ও গৌরীর প্রীতিবর্দ্ধক, পবিত্র, রমণীয়, মহাপাপনাশক, এই জ্ঞানবাপীর মহৎ উপাখ্যান শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পঠন, পাঠন বা শ্রবণ করিলে শিবলোকে গমন করে।১১০—১২৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—মহাক্ষেত্র অবিমুক্তক্ষেত্র পরমনির্ব্বাণকারক, ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে পরমক্ষেত্র এবং মঙ্গলরাশিরও মঙ্গলস্বরূপ। সকল শ্মশানের

পরমং মহৎ। পীঠানাং পরমং পীঠমূষরাণাং মহোষরম্॥ ২॥ ধর্ম্মাভিলাষবুদ্ধীনাং ধর্ম্মরাশিকরং পরম্। অর্থার্থিনাং শিখিরথ পরমার্থপ্রকাশকম্॥ কামিনাং কামজননং মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদম্। শ্রূয়তে যত্র যত্রৈতত্তত্র তত্র পরামৃতম্॥ ৪॥ ক্ষেত্রৈকদেশবর্ত্তিন্যা জ্ঞানবাপ্যাঃ কথাং পরাম্। শ্রুত্বেমামিতি মন্যেহহং গৌরীহৃদয়নন্দন॥ ৫॥ অণুপ্রমাণমপি যা মধ্যেকাশি বিকাসিনী। মহামহীয়সী জ্ঞেয়া সা সিদ্ধ্যৈ ন মুধা ক্বচিৎ॥ ৬॥ কিয়ন্তি সন্তি তীর্থানি নেহ ক্ষৌণীতলেঽখিলে। পরং কাশীরজোমাত্রতুলাসাম্যং ক্ব তেষপি॥ ৭॥ কিয়ন্ত্যো ন স্রবন্ত্যোঽত্র রত্নাকরমুদাবহাঃ। পরং স্বর্গতরঙ্গিণ্যাঃ কাশ্যাং কা সাম্যমুদ্বহেৎ॥ ৮॥ কিয়ন্তি সন্তি নো ভূম্যাং মোক্ষক্ষেত্রাণি ষণ্মুখ। পরং মন্যেঽবিমুক্তস্য কোট্যংশোঽপি ন তেষহো॥ ৯॥ গঙ্গা বিশ্বেশ্বরঃ কাশী জাগর্ত্তি ত্রিতয়ং যতঃ। তত্র নৈঃশ্রেয়সী লক্ষ্মীর্লভ্যতে চিত্রমত্র কিম্॥ ১০॥ কথমেষা ত্রয়ী স্কন্দ প্রাপ্যতে নিয়তং নরৈঃ। তিষ্যে যুগে বিশেষেণ নিতরাং চঞ্চলেন্দ্রিয়ৈঃ॥ ১১॥ তপস্তাদৃক্ ক্ব বা তিষ্যে তিষ্যে যোগঃ ক্ব তাদৃশঃ। ক্ব বা ব্রতং ক্ব বা দানং তিষ্যে মোক্ষস্ততঃ কুতঃ॥ ১২॥ বিনাপি তপসা স্কন্দ বিনা যোগেন ষণ্মুখ। বিনা ব্রতৈর্বিনা দানৈঃ কাশ্যাং মোক্ষস্ত্বয়েরিতঃ॥ ১৩॥ কিং কিমাচরতা স্কন্দ কাশী প্রাপ্যেত তদ্বদ। মন্যে বিনা সদাচারং ন সিদ্ধ্যেয়ুর্মনোরথাঃ॥ ১৪॥ আচারঃ পরমো ধর্ম্ম আচারঃ পরমং তপঃ। আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারাৎ পাপসঙ্ক্ষয়ঃ॥ ১৫॥ আচারমেব প্রথমং তস্মাদাচক্ষ্ব ষণ্মুখ। দেবদেবো যথা প্রাহ তবাগ্রে ত্বং তথা বদ॥ ১৬॥ স্কন্দ উবাচ। মিত্রাবরুণজাখ্যামি সদাচারং সতাং হিতম্। যদাচরংস্তো নিত্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ১৭॥ স্থাবরাঃ কৃময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ। ক্রমেণ ধার্ম্মিকাস্ত্বেতে এতেভ্যো ধার্ম্মিকাঃ সুরাঃ॥ ১৮॥ সহস্রভাগঃ প্রথমাৎ দ্বিতীয়োঽনুক্রমাত্তথা। সর্ব্ব এতে মহাভাগা যাবন্মুক্তিসমাশ্রয়াঃ॥ ১৯॥

মধ্যে অবিমুক্তক্ষেত্রই পরম মহৎ শ্মশান; সকল উষরক্ষেত্রের মধ্যে পরম-উষর। হে ময়ূরবাহন! অবিমুক্তক্ষেত্র, ধর্ম্মাভিলাষবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরমধর্ম্মরাশিসম্পাদক এবং অর্থপ্রার্থিগণের পরমার্থপ্রকাশক! ইহা কামিগণের কামসম্পাদক, এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের মুক্তিপ্রদ! আপনার কথায় যেখানে সেখানে 'কাশীতে যে পরম মুক্তি' ইহা শুনা যায়। হে গৌরীহৃদয়ানন্দকর কার্ত্তিকেয়! অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের একদেশবর্ত্তিনী জ্ঞানবাপীর এই পরম কথা শ্রবণ করিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, কাশীর মধ্যে অণুপ্রমাণ ভূমিও সিদ্ধিমুক্তি-প্রদায়িনী এবং মহীয়সী; ব্যর্থভূভাগ কাশীতে কোন স্থানেই নাই। এই অখিল মহীতলে, কত না তীর্থ আছে? পরন্তু তৎসমস্ত কাশীর ধূলিকণাতুল্যও নহে। সাগরের আনন্দবিধায়িনী কতই না নদী আছে; কিন্তু তন্মধ্যে গঙ্গাসদৃশী কে হইতে পারে? হে ষড়ানন! ভূতলে কতই না মুক্তিক্ষেত্র আছে! কিন্তু তৎসমস্ত অবিমুক্তক্ষেত্রের কোটিভাগৈকভাগের সমানও নহে। যথায় গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর এবং কাশী, এই তিন মূর্ত্তি জাগ্রত, সে স্থানে যে মুক্তি-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে? হে স্কন্দ! মানবেরা—বিশেষতঃ কলিযুগে, নিতান্ত চঞ্চলেন্দ্রিয় মনুষ্যেরা এই মূর্ত্তিত্রয়কে কিরূপে নিয়ত প্রাপ্ত হয়? কলিযুগে তাদৃশ তপস্যা কোথায়? তাদৃশ যোগানুষ্ঠান কোথায়? তাদৃশ ব্রত অথবা তাদৃশ দানই বা কোথায়? তবে কলিযুগে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে? হে ষড়ানন স্কন্দ! বিনা তপস্যায়, বিনা যোগে, বিনা ব্রতে এবং বিনা দানে কাশীতে মুক্তি হয়, ইহা আপনি বলিয়াছেন। হে স্কন্দ! কিরূপ কিরূপ আচার করিলে কাশী-প্রাপ্তি হয়, তাহা বলুন। আমি বিবেচনা করি, সদাচার ব্যতীত, মনোরথসিদ্ধি হয় না। আচার পরম ধর্ম্ম, আচার পরম তপস্যা, আচার হইতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, আচার হইতেই পাপক্ষয় হয়। অতএব, হে ষড়ানন! প্রথমতঃ আচারপ্রসঙ্গই কীর্ত্তন করুন; দেবাদিদেব, আপনার নিকটে যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারেই বলুন।১—১৬। স্কন্দ বলিলেন,—হে মিত্রাবরুণনন্দন! যাহা নিত্য আচরণ করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়, সজ্জনগণের হিতকারী সেই সদাচার আমি কীর্ত্তন করিতেছি। স্থাবর, কৃমি, জলচর জীব, পক্ষী, পশু এবং মনুষ্য—ইহারা যথাক্রমে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর অধিক) ধার্ম্মিক। দেবগণ, এতদপেক্ষাও ধার্ম্মিক। প্রথমকথিত স্থাবর অপেক্ষা দ্বিতীয়কথিত কৃমি ক্রমে সহস্রাংশের একাংশ, এইরূপে ক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরকথিত

চতুর্ণামপি ভূতানাং প্রাণিনোঽতীব চোত্তমাঃ। প্রাণিভ্যোঽপি মুনে শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বে বুদ্ধ্যুপজীবিনঃ ॥২০॥ মতিমদ্ভ্যো নরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাশ্চ বাড়বাঃ। বিপ্রেভ্যোঽপি চ বিদ্বাংসো বিদ্বদ্ভ্যঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ২১॥ কৃতধীভ্যোঽপি কর্ত্তারঃ কর্তৃভ্যো ব্রহ্মতৎপরাঃ। ন তেষামর্চ্চনীয়োঽস্তস্ত্রিষু লোকেষু কুম্ভজ ॥ ২২ ॥ অন্যোন্যমর্চ্চকাস্তে বৈ তপোবিদ্যা-বিশেষতঃ। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণা সৃষ্টঃ সর্ব্বভূতেশ্বরো যতঃ॥ ২৩॥ অতো জগৎস্থিতং সর্ব্বং ব্রাহ্মণোঽর্হতি নাপরঃ। সদাচারো হি সর্ব্বার্হো নাচারাদ্বিচ্যুতঃ পুনঃ॥ ২৪॥ তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। বিদ্বেষরাগরহিতা অনুতিষ্ঠন্তি যং মুনে। বিদ্বাংসস্তং সদাচারং ধর্ম্মমূলং বিদুর্বুধাঃ॥ ২৫॥ লক্ষণৈঃ পরিহীনোঽপি সম্যগাচারতৎপরঃ। শ্রদ্ধালুরনসূয়শ্চ নরো জীবেৎ সমাঃ শতম্॥ ২৬॥ শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং স্বেষু স্বেষু চ কর্ম্মসু।

জীব সহস্রাংশের একাংশ, তথাপি সকলেই মহাভাগ;—অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও সকলেরই শ্রেণীবিভাগ সুবিস্তৃত;—মুক্তি পর্য্যন্ত তুল্যরূপে সকলেরই আশ্রয়—সংসার। হে মুনে! স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর মধ্যে চেষ্টাসম্পন্ন প্রাণিগণই অতি উত্তম; এতদপেক্ষাও জ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টাশালী জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ জীবিগণের মধ্যে মানুষেরা প্রধান, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বদ্গণ প্রধান। বিদ্বদ্গণ মধ্যে, শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় ব্যক্তিগণ প্রধান। কৃতনিশ্চয় ব্যক্তি অপেক্ষা অনুষ্ঠাতারাই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ অপেক্ষা ব্রহ্মতৎপর ব্যক্তিগণ প্রধান। হে কুম্ভযোনে! ত্রিলোকে তাঁহাদের অর্চ্চনীয় অন্য কেহ নাই। তপোবিদ্যাবিশেষে, তাঁহারাই পরস্পরের পূজক। ব্রহ্মা যেহেতু সর্ব্বভূত-প্রভুরূপে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন, এইজন্য জগৎস্থিত সকল বস্তু পাইতেই ব্রাহ্মণ যোগ্য; অপরে নহে। কিন্তু সদাচার ব্রাহ্মণই সর্ব্বাধিকারী, আচারচ্যুত ব্যক্তি নহে। অতএব ব্রাহ্মণ সতত আচারসম্পন্ন হইবে। হে মুনে! রাগদ্বেষরহিত হইয়া জ্ঞানী বিদ্বান্ বিপ্রেরা ধর্ম্মমূল সদাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুলক্ষণবিবর্জ্জিত মানবও, অসূয়াপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে সম্যক্ আচারপরায়ণ হইলে শত বৎসর জীবন

সদাচারং নিষেবেত ধর্ম্মমূলমতন্দ্রিতঃ॥ ২৭॥ দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ। ব্যাধিভিশ্চাভিভূয়েত সদাল্পায়ুঃ সুদুঃখভাক্॥ ২৮॥ ত্যাজ্যং কর্ম্ম পরাধীনং কার্য্যমাত্মবশং সদা। দুঃখী যতঃ পরাধীনঃ সদৈবাত্মবশঃ সুখী॥ ২৯॥ যস্মিন্ কর্ম্মণ্যন্তরাত্মা ক্রিয়মাণে প্রসীদতি। তদেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং বিপরীতং ন চ ক্বচিৎ॥ ৩০॥ প্রথমং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং প্রোক্তা যন্নিয়মা যমাঃ। অতস্তেষেব বৈ যত্নঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মমিচ্ছতা॥ ৩১॥ সত্যং ক্ষমার্জ্জবং ধ্যানমানৃশংস্যমহিংসনম্। দমঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মৃদুতেতি যমা দশ॥ ৩২॥ শৌচং স্নাতং তপো দানং মৌনেজ্যাধ্যয়নং ব্রতম্। উপোষণোপস্থ-দণ্ডৌ দশৈতে নিয়মাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৩॥ কামং ক্রোধং মদং মোহং মাৎসর্য্যং লোভমেব চ। অমূন্ ষড়্বৈরিণো জিত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥ ৩৪॥ শনৈঃশনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্ধর্ম্মং বল্মীকশৃঙ্গবৎ। পরপীড়ামকুর্ব্বাণঃ পরলোকসহায়িনম্॥ ৩৫॥ ধর্ম্ম এব সহায়ী স্যাদমুত্র ন পরিচ্ছদঃ। পিতৃমাতৃসুত-

লাভ করে। মানব, আলস্যবর্জ্জিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মে ধর্ম্মমূল শ্রুতিস্মৃতিকথিত সদাচার সেবন করিবে। দুরাচার পুরুষ লোকে নিন্দনীয়, সদা ব্যাধিগ্রস্ত, অল্পায়ু এবং দুঃখভাগী হয়। পরাধীন কর্ম্ম পরিত্যাজ্য, সতত আত্মবশ কর্ম্মই করিবে। যেহেতু পরাধীনতাই দুঃখমূল এবং স্বাধীনতাই সুখহেতু। শাস্ত্রে যে স্থলে দুই বিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথায়, যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, তাহাই কর্ত্তব্য; এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। যম-নিয়মই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে; অতএব, ধর্ম্মাভিলাষীর যমনিয়মানুষ্ঠানেই যত্ন কর্ত্তব্য। সত্য, ক্ষমা, সারল্য, ধ্যান, অনৃশংসতা, অহিংসা, বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, প্রসন্নতা, মধুরতা ও কোমলতা এই দশবিধ যম। শৌচ, স্নান, তপস্যা, দান, মৌন, যাগ, অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস ও ইন্দ্রিয়-সংযম, এই দশবিধ নিয়ম। কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এবং লোভ এই ছয় রিপুকে জয় করিলে সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়। ১৭—৩৪। পরপীড়নপরাঙ্মুখ হইয়া বল্মীকস্তূপের ন্যায় ধর্ম্ম-সঞ্চয় কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই পরলোকের সহায়। পরলোকে ধর্ম্মই সহায়; পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা,

ভ্রাতৃযোষিদ্বন্ধুজনাদিকঃ ॥ ৩৬ ॥ জায়তে চৈকলঃ প্রাণী প্রম্রিয়েত তথৈকলঃ। একলঃ সুকৃতং ভুঙ্‌ক্তে ভুঙ্‌ক্তে দুষ্কৃতমেকলঃ ॥ ৩৭ ॥ দেহং পঞ্চত্বমাপন্নং ত্যক্ত্বা কৌ কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ। বান্ধবা বিমুখা যান্তি ধর্ম্মো যান্তমনুব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥ কৃতী সঞ্চিনুয়াদ্ধর্ম্মং ততোঽমুত্রসহায়িনম্। ধর্ম্মং সহায়িনং লব্ধ্বা সন্তরেদ্দুস্তরং তমঃ ॥ ৩৯ ॥ সম্বন্ধানাচরেন্নিত্যমুত্তমৈরুত্তমৈঃ সুধীঃ। অধমানধমাংস্ত্যক্ত্বা কুলমুৎকর্ষতাং নয়েৎ ॥ ৪০ ॥ উত্তমানুত্তমানেব গচ্ছন্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্। ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্ ॥ ৪১ ॥ অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচারবিলঙ্ঘিনম্। সালসঞ্চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেঽন্তকঃ ॥ ৪২ ॥ ততোঽভ্যসেৎ প্রযত্নেন সদাচারং সদা দ্বিজঃ। তীর্থান্যপ্যভিলষ্যন্তি সদাচারিসমাগমম্ ॥ ৪৩ ॥ রজনীপ্রান্তযামার্দ্ধং ব্রাহ্মঃ সময় উচ্যতে। স্বহিতং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তস্মিংশ্চোত্থায় সর্ব্বদা ॥ ৪৪ ॥ গজাস্যং সংস্মরেদাদৌ তত ঈশং সহাম্বয়া। শ্রীরঙ্গং শ্রীসমেতঞ্চ ব্রহ্মাণ্যা কমলোদ্ভবম্ ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্রাদীন্ সকলান্ দেবান্ বশিষ্ঠাদীন্ মুনীনপি। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ শ্রীশৈলাদ্যখিলান্ গিরীন্। ক্ষীরোদাদীন্ সমুদ্রাংশ্চ মানসাদি সরাংসি চ। বনানি নন্দনাদীনি ধেনূঃ কামদুঘাদিকাঃ ॥ ৪৭ ॥ কল্পবৃক্ষাদিবৃক্ষাংশ্চ ধাতূন্ কাঞ্চনমুখ্যতঃ। দিব্যস্ত্রীরুর্ব্বশীমুখ্যা গরুড়াদীন্ পতত্রিণঃ ॥ ৪৮ ॥ নাগাংশ্চ শেষপ্রমুখান্ গজানৈরাবতাদিকান্। অশ্বানুচ্চৈঃশ্রবোমুখ্যান্ কৌস্তুভাদীন্মণীন্ শুভান্ ॥ ৪৯ ॥ স্মরেদরুন্ধতীমুখ্যাঃ পতিব্রতবতীর্বধূঃ। নৈমিষাদীন্যরণ্যানি পুরীঃ কাশীপুরীমুখাঃ ॥ ৫০ ॥ বিশ্বেশাদীনি লিঙ্গানি বেদানৃক্‌প্রমুখানপি। গায়ত্রীপ্রমুখান্মন্ত্রান্ যোগিনঃ সনকাদিকান্ ॥ ৫২ ॥ প্রণবাদিমহাবীজং নারদাদীংশ্চ বৈষ্ণবান্। শিবভক্তাংশ্চ বাণাদীন্ প্রহ্লাদাদীন্ দৃঢ়ব্রতান্ ॥ ৫২ ॥ বদান্যাংশ্চ দধীচ্যাদীন্ হরিশ্চন্দ্রাদিভূপতীন্। জননীচরণৌ স্মৃত্বা সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমৌ ॥ ৫৩ ॥ পিতরঞ্চ গুরূংশ্চাপি হৃদি ধ্যাত্বা প্রসন্নধীঃ। ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈঋতীং দিশমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

পত্নী, বন্ধু, লোকজন, হস্তী অশ্বাদি উপকরণ, পরলোকের সহায় নহে। প্রাণী একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মরে, একাকীই পাপ পুণ্য ভোগ করে। পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেহকে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুগণ ফিরিয়া যায়, ধর্ম্মই কেবল সেই গমনপরায়ণ প্রাণীর অনুগমন করে। অতএব, কৃতী ব্যক্তি, পরলোকসহায় ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্মকে সহায় পাইলে দুস্তর তমঃ পার হইতে পারে। সুধী ব্যক্তি, অধম ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ করিবে। এইরূপে বংশের উত্তমত্ব সাধন করিবে। উত্তমোত্তম সম্বন্ধ করিয়া এবং অধমাধম ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহার বৈপরীত্যাচরণে শূদ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে। অধ্যয়নহীন, সদাচারত্যাগী, অলস ও অভক্ষ্যভোজী ব্রাহ্মণকে মৃত্যু, আয়ত্ত করে। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্মণ, যত্নসহকারে সতত সদাচার করিবে। তীর্থগণও, সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের সমাগম অভিলাষ করেন। রজনীর শেষ যামার্দ্ধ (চারি দণ্ড) ব্রাহ্ম সময়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বকালেই সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া আপনার হিতচিন্তা করিবেন। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই গণেশের স্মরণ, অনন্তর অম্বিকার সহিত মহাদেবের স্মরণ, পরে ক্রমে লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ ও ব্রহ্মাণীর সহিত ব্রহ্মাকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবতা, বশিষ্ঠাদি মুনি, গঙ্গা প্রভৃতি নদী, শ্রীপর্ব্বত প্রভৃতি পর্ব্বত, ক্ষীরোদাদি সমুদ্র, মানসাদি সরোবর, নন্দনাদি বন, কামধেনু প্রভৃতি ধেনু, কল্পদ্রুম প্রভৃতি বৃক্ষ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু, উর্ব্বশীপ্রমুখ দিব্যরমণী, গরুড়াদি পক্ষী, অনন্তাদি নাগ, ঐরাবতপ্রমুখ হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি অশ্ব, কৌস্তুভাদি মঙ্গলকর মণি, অরুন্ধতীপ্রমুখ পতিব্রতা রমণী, নৈমিষাদি অরণ্য এবং কাশীপুরী প্রভৃতি পুরীগণকে স্মরণ করিবে। ৩৬—৫০। পরে বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ লিঙ্গ, ঋক্ প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়, গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র, সনকাদি যোগিগণ, প্রণবাদি মহাবীজ, নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণব, বাণ প্রভৃতি শিবভক্তগণ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত ভক্তগণ, দধীচি প্রভৃতি বদান্য মুনিগণ ও হরিশ্চন্দ্রপ্রমুখ ভূপতিসমূহকে স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তম জননীর চরণ যুগল ধ্যান করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে পিতা এবং গুরুজনদিগকে মনে মনে চিন্তা করিবে।

গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণম্। তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা॥ ৫৫॥ কর্ণোপবীত্যুদঙ্বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি। বিণ্মুত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ॥ ৫৬॥ ন তিষ্ঠন্ প্রস্রবেৎ নো বিপ্রগোবহ্ন্যনিলসম্মুখঃ। ন কালকৃষ্টে ভূভাগে ন, রথ্যাসেব্যভূতলে॥ ৫৭॥ নালোকয়েদ্দিশোভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রং নভোঽমলম্। বামেন পাণিনা শিশ্নং ধৃত্বোত্তিষ্ঠেৎ প্রযত্নবান্॥ ৫৮॥ অথো মৃদং সমাদায় জন্তুকর্করবর্জ্জিতাম্। বিহায় মূষকোৎখাতাং শৌচোচ্ছিষ্টাঞ্চ নাকুলাম্॥ ৫৯॥ গুহ্যে দদ্যান্মৃদঞ্চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বুসান্তরাঃ। দশ বামকরে চাপি সপ্ত পাণিদ্বয়ে মৃদঃ॥ ৬০॥ একৈকাং পাদয়োর্দ্দদ্যাত্তিস্রঃ পাণ্যোর্মৃদস্তথা। ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাৎ গন্ধলেপক্ষয়াবধি॥ ৬১॥ ক্রমাদ্দ্বিগুণ্যমেতস্মাদ্ব্রহ্মচর্য্যাদিষু ত্রিষু। দিবাবিহিতশৌচস্য রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ॥ ৬২॥ রুজ্যর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিবাধিতে। তদর্দ্ধং যোষিতাঞ্চাপি স্বস্থে ন্যূনং ন কারয়েৎ॥ ৬৩॥ অপি সর্ব্বনদীতোয়ৈর্মৃৎকূটৈশ্চাপি গোময়ৈঃ। আপাদমাচরন্ শৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধিভাক্॥ ৬৪॥ আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ। সর্ব্বাশ্চাহুতয়োঽপ্যেবং গ্রাসাশ্চান্দ্রায়ণেঽপি চ॥ ৬৫॥ প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি। উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ॥৬৬॥ অম্ভস্ফাভিরফেনাভিরদ্ভির্হৃদ্গাভিরত্বরঃ। ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ॥ ৬৭॥ কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ। স্ত্রীশূদ্রাবাস্যসংস্পর্শ-মাত্রেণাপি বিশুধ্যতঃ॥ ৬৮॥ শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা জলে মুক্তশিখোঽপি চ। অক্ষালিতপদদ্বন্দ্ব আচান্তোঽপ্যশুচির্মতঃ॥৬৯॥ ত্রিঃ পীত্বাম্বু বিশুদ্ধ্যর্থং ততঃ খানি বিশোধয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠমূলদেশেন দ্বির্দ্বিরোষ্ঠাধরৌ স্পৃশেৎ॥ ৭০॥

পরে মলত্যাগ করিবার নিমিত্ত গ্রাম হইতে শত ধনু দূরে এবং নগর হইতে তাহার চারিগুণ দূরে নৈর্ঋতদিকে গমন করিবে। তথায় তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন এবং বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া, দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া দিবাভাগে এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে উত্তরমুখ এবং নিশায় দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। বিপ্র, গো, অগ্নি ও অনিলের অভিমুখীন হইয়া এবং জলে, ফালকৃষ্ট ভূমিতে, রথ্যায় ও সেব্যভূমিতে, মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। সে সময়ে কোন দিকে চাহিবে না এবং জ্যোতিশ্চক্র ও নির্ম্মল গগন অবলোকন করিবে না। অনন্তর বাম করে শিশ্ন ধারণপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে সাবধানে উঠিবে। মূষিক অথবা নকুলের উৎখাত মৃত্তিকা এবং শৌচোচ্ছিষ্ট মৃত্তিকা ব্যতীত কীট ও কর্কররহিত মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই মৃত্তিকা লিঙ্গে একবার, পায়ুতে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার হস্তদ্বয়ে সাত বার দুই পদে এক এক বার এবং পরে করদ্বয়ে পুনর্ব্বার তিন বার লেপন করিয়া, জলে প্রক্ষালিত করিবে। গৃহী, যে পর্য্যন্ত মলগন্ধ ও মৃত্তিকালেপক্ষয় না হয়, তাবৎ এই প্রকারে শৌচক্রিয়া করিবে। ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিন আশ্রমী, যথাক্রমে এতদপেক্ষা দুই দুই গুণ অধিক শৌচ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহীর দ্বিগুণ; বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মচারীর দ্বিগুণ এবং সন্ন্যাসী বানপ্রস্থাশ্রমীর দ্বিগুণ করিবে। এইরূপ শৌচ দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট। নিশায় ইহার অর্দ্ধেক করিবে, পীড়িতাবস্থায় অর্দ্ধেক করিবে, চৌরভয়াদি-ভীষণ পথে তাহারও অর্দ্ধেক শৌচ বিহিত। স্ত্রীলোকের পুরুষবিহিত পূর্ব্বোক্ত শৌচক্রিয়ার অর্দ্ধেক শৌচ বিহিত। সুস্থ অবস্থায় ইহার ন্যূন করিবে না। ভাবদুষ্ট ব্যক্তি, নিখিল নদীজল মৃত্তিকারাশি ও গোময়সমূহ দ্বারা আপাদমস্তক শৌচ করিলেও শুদ্ধ হইতে পারে না। শৌচ ক্রিয়ায় সরস আমলকীফল-পরিমাণে মৃত্তিকা গ্রহণ কর্ত্তব্য। যাবতীয় আহুতির এবং চান্দ্রায়ণব্রতে গ্রাসের পরিমাণও এই! পরে তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্মবর্জ্জিত শুদ্ধ ভূমিভাগে, পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া উত্তমরূপে উপবেশনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা অনুষ্ণ, অফেন, হৃদয়পর্য্যন্তগামী দৃষ্টিপূত জল দ্বারা ত্বরাশূন্য হইয়া আচমন করিবে। ক্ষত্রিয়গণ, কণ্ঠগামী এবং বৈশ্যগণ তালুগামী জল দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হয়। স্ত্রী-শূদ্র মুখে জলস্পর্শ করিলেই শুদ্ধি লাভ করে।৫১—৬৮। মস্তক বা কণ্ঠ আবৃত করিয়া বা জলে শুক বস্ত্র পরিয়া বা মুক্তশিখ হইয়া অথবা পাদপ্রক্ষালন না করিয়া যে ব্যক্তি আচমন করে, তাহার শুদ্ধি হয় না। তিন বার জলপান করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র বিশোধিত করিবে। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল

অঙ্গুলিভিস্ত্রিভিঃ পশ্চাৎ পুনরাস্যং স্পৃশেৎ সুধীঃ।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকোট্যা চ ঘ্রাণরন্ধ্রে পুনঃপুনঃ ॥ ৭১ ॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাগ্রাভ্যাং চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃপুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন নাভিরন্ধ্রমুপস্পৃশেৎ ॥ ৭২ ॥
স্পৃষ্ট্বা তলেন হৃদয়ং সমস্তাভিঃ শিরঃ স্পৃশেৎ
অঙ্গুল্যগ্রৈস্তথা স্কন্ধৌ সাম্বু সর্ব্বত্র সংস্পৃশেৎ ॥ ৭৩ ॥
আচান্তঃ পুনরাচামেৎ কৃতে রথ্যোপসর্পণে। স্নাত্বা ভুক্ত্বা পয়ঃ পীত্বা প্রারম্ভে শুভকর্ম্মণাম্ ॥ ৭৪ ॥
প্রাপ্য বাসঃ পরীধায় তথা দৃষ্ট্বাপ্যমঙ্গলম্।
প্রমাদাদশুচিং স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥
অথো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্নীয়াদ্দন্তধাবনম্। আচান্তোঽপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনম্ ॥ ৭৬ ॥ প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং রবিবাসরে। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহেদাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৭৭ ॥ অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে। গণ্ডূষা দ্বাদশ গ্রাহ্যা মুখস্য পরিশুদ্ধয়ে ॥ ৭৮ ॥ কনিষ্ঠাগ্রপরীমাণং সত্বচং

দ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে; পরে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা পুনরায় মুখস্পর্শ করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা দুই নাসিকারন্ধ্র স্পর্শ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। অনন্তর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিরন্ধ্র স্পর্শ করিবে। পরে হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে, সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুলীসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণস্কন্ধ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। সর্ব্বত্র স্পর্শেই হস্ত সজল থাকিবে। রথোপসর্পণ, স্নান, ভোজন ও জল পান করিয়া এবং শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে একবার আচমন করত পুনরায় আচমন করিবে। নিদ্রোত্থিত হইয়া, বস্ত্র পরিধান করিয়া, কোন অমাঙ্গলিক বস্তু অবলোকন করিয়া এবং প্রমাদ বশতঃ অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, দুইবার আচমন করিলে পবিত্র হওয়া যায়। এই প্রকারে আচমন করত মুখশোধনের নিমিত্ত দন্তধাবন কর্ত্তব্য। বিনা দন্তধাবনে আচমন করিলেও শুদ্ধ হওয়া যায় না। প্রতিপদ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী এবং নবমী তিথিতে ও রবিবারে দন্তে দন্তধাবনকাষ্ঠ সংযোগ করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ দিনে বা দন্তকাষ্ঠের অলাভে মুখপরিশুদ্ধির জন্য দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দিয়া মুখপ্রক্ষালন বিহিত। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, ত্বক্‌যুক্ত,

নির্ব্রণং ঋজুম্। দ্বাদশাঙ্গুলমানঞ্চ সার্দ্ধং স্যাদ্দন্তধাবনম্ ॥৭৯॥ একৈকাঙ্গুলহ্রাসেন বর্ণেষন্যেষু কীর্ত্তিতম্। আম্রাম্রাতকধাত্রীণাং কক্কোলখদিরোদ্ভবম্ ॥ ৮০ ॥ শম্যপামার্গখর্জ্জুরীশেলুশ্রীপর্ণিপীলুজম্।
রাজদানঞ্চ নারঙ্গং কষায়কটুকণ্টকম্ ॥ ৮১ ॥
ক্ষীরবৃক্ষোদ্ভবং বাপি প্রশস্তং দন্তধাবনম্।
জিহ্বোল্লেখনিকাঞ্চাপি কুর্য্যাচ্চাপাকৃতিং শুভাম্ ॥৮২॥
অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বংসো সোমো রাজায়মাগমৎ।
স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ ॥ ৮৩ ॥
আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ। ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে ॥ ৮৪ ॥
মন্ত্রাবেতৌ সমুচ্চার্য্য যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্। বনস্পতিগতঃ সোমস্তস্য নিত্যং প্রসীদতি ॥ ৮৫ ॥
মুখে পর্য্যুষিতে যস্মাদ্ভবেদশুচিভাক্ নরঃ। ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন শুদ্ধ্যর্থং দন্তধাবনম্ ॥ ৮৬ ॥ উপবাসেঽপি নো দূষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনম্। গন্ধালঙ্কারসদ্বস্ত্র-পুষ্পমাল্যানুলেপনম্ ॥ ৮৭ ॥ প্রাতঃসন্ধ্যাং

নির্ব্রণ, সরল ও সার্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। ৬৯—৭৮। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল বর্ণে পূর্ব্বাপেক্ষা যথাক্রমে এক এক অঙ্গুলী কম পরিমাণ গ্রহণ করিবে। আম্র, আম্রাতক, আমলকী, কক্কোল, খদির, শমী, অপামার্গ, খর্জ্জুরী, শেলু, শ্রীপর্ণী, পীলু, রাজাদন, নারঙ্গ, কষায়, কটুবৃক্ষ, কণ্টকবৃক্ষ এবং ক্ষীরবৃক্ষ হইতে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে এবং কাষ্ঠ দ্বারা চাপাকৃতি উত্তম জিহ্বোল্লেখনিকা নির্ম্মাণ করিয়া লইবে, তদ্দ্বারা জিহ্বা শোধন করিবে। অন্ন ভোজনের নিমিত্ত নির্ম্মলতা লাভ করিয়া স্থিরপংক্তিতে দৃঢ় হও; কারণ রাজা চন্দ্র, বনস্পতিতে প্রতিগত হইয়া, আমার মুখ মার্জ্জন করত কীর্ত্তি ও ভাগ্য দ্বারা তাহা বিশোধিত করিবেন। হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ু, বল, যশ, তেজঃ, প্রজা, পশু, বসু, ব্রহ্মপ্রজ্ঞা ও মেধা প্রদান কর। এই অর্থের দুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ দন্তধাবন করে, বনস্পতিস্থিত সোম তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। মুখ, পর্য্যুষিত থাকিলে মনুষ্য অপবিত্র থাকে; অতএব বিশুদ্ধ হইবার জন্য প্রযত্নসহকারে প্রত্যহ দন্তধাবন করিবে। উপবাসেও মুখপ্রক্ষালন, অঞ্জন, গন্ধ, অলঙ্কার, সদ্বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন দোষাবহ নহে। এই প্রকারে দন্তধাবন করিয়া, পবিত্র তীর্থে প্রাতঃস্নান করিয়া

ততঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনপূর্ব্বিকাম্। প্রাতঃস্নানং চরিত্বা চ শুদ্ধে তীর্থে বিশেষতঃ ॥ ৮৮ ॥ প্রাতঃস্নানাদ্যেতঃ শুধ্যেৎ কায়োঽয়ং মলিনঃ সদা। ছিদ্রিতো নবভিশ্ছিদ্রৈঃ স্রবত্যেব দিবানিশম্ ॥ ৮৯ ॥ উৎসাহমেধাসৌভাগ্য-রূপসম্পৎপ্রবর্ত্তকম্। মনঃপ্রসন্নতাহেতুঃ প্রাতঃস্নানং প্রশস্যতে ॥ ৯০ ॥ প্রস্বেদলালাদ্যাক্লিন্নো নিদ্রাধীনো যতো নরঃ। প্রাতঃস্নানাত্ততোঽর্হঃ স্যান্মন্ত্রস্তোত্রজপাদিষু ॥ ৯১ ॥ প্রাতঃপ্রাতস্তু যৎ স্নানং সঞ্জাতে চারুণোদয়ে। প্রাজাপত্যসমং প্রাহুস্তন্মহাঘবিঘাতকৃৎ ॥৯২॥ প্রাতঃস্নানং হরেৎ পাপমলক্ষ্মীং গ্লানিমেব চ। অশুচিত্বঞ্চ দুঃস্বপ্নং তুষ্টিং পুষ্টিং প্রযচ্ছতি ॥ ৯৩ ॥ নোপসর্পন্তি বৈ দুষ্টাঃ প্রাতঃস্নায়িজনং ক্বচিৎ। দৃষ্টাদৃষ্টফলং যস্মাৎ প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৯৪ ॥ প্রসঙ্গতঃ স্নানবিধিং বক্ষ্যামি কলসোদ্ভব। বিধিস্নানং যতঃ প্রাহুঃ স্নানাচ্ছতগুণোত্তরম্ ॥ ৯৫ ॥ বিশুদ্ধাং মৃদমাদায় বর্হীংষি তিলগোময়ম্। শুচৌ দেশে পরিস্থাপ্য স্বাচম্য স্নানমাচরেৎ ॥ ৯৬ ॥ উপগ্রহী বদ্ধশিখো জলমধ্যে সমাবিশেৎ। উরুংহীতিমন্ত্রেণ তোয়মাবর্ত্ত্য সুষ্টিতঃ ॥ ৯৭ ॥ যে তে শতং ততো জপ্ত্বা তোয়স্যামন্ত্রণায় চ। সুমিত্রিয়ানো মন্ত্রেণ পূর্ব্বং কৃত্বা জলাঞ্জলিম্। ক্ষিপেদ্দ্বেষ্যং সমুদ্দিশ্য জপন্ দুর্ম্মিত্রিয়া ইতি ॥ ৯৮ ॥ ইদং বিষ্ণুরিমং জপ্ত্বা লিম্পেদঙ্গানি মৃৎস্নয়া। মৃদৈকয়া শিরঃ ক্ষাল্য দ্বাভ্যাং নাভেস্তথোপরি ॥ ৯৯ ॥ নাভেরধস্তিসৃভিঃ পাদৌ ষড়্ভির্ব্বিশোধয়েৎ। মজ্জেৎ প্রবাহাভিমুখ আপো অস্মানিমং জপন্ ॥ ১০০ ॥ উদিদাভ্যঃশুচিরিতি মন্ত্র উন্মজ্জনে মতঃ। মা নস্তোক ইমং জপ্ত্বা লিম্পেদ্গাত্রাণি গোময়ৈঃ ॥ ১০১॥ ইমং মে বরুণেত্যাদিমন্ত্রৈঃ স্বাত্মাভিষেচনম্। তত্ত্বায়ামি তথাত্বন্নঃ স ত্বং নশ্চাপ্যুদুত্তমম্ ॥ ১০২ ॥ ধাম্নো ধাম্নস্তথা মাপো মৌষধীরিতি সঞ্জপেৎ। যদাহুরঘ্ন্যা মুঞ্চন্তু মেতি চাবভৃথেতি চ ॥ ১০৩ ॥ অব্দৈবতা ইমে মন্ত্রাঃ প্রোক্তাঃ স্বাত্মাভিষেচনে। প্রণবেন ততো বিপ্রো মহাব্যাহৃতিভিস্ততঃ ॥ ১০৪ ॥ আত্মানং পাবয়েদ্বিদ্বান গায়ত্র্যা চ ততঃ কৃতী। আপো হিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ প্রত্যৃচং পাবনং স্মৃতম্ ॥

প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। অহোরাত্র নবচ্ছিদ্র দ্বারা মলস্রাবী মলসম্পন্ন শরীর প্রাতঃস্নানে শুদ্ধ হয়। প্রাতঃস্নান, মানবের উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ, সম্পদ এবং মনঃপ্রসন্নতার হেতু; এইজন্য মহাত্মারা প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করেন। মানব, নিদ্রার বশবর্ত্তী হইয়া স্বেদ, লালা প্রভৃতি ক্লেদ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; প্রাতঃস্নান করিলে মন্ত্র, স্তোত্র এবং জপাদিতে তাহার অধিকার জন্মে। অরুণোদয় কালে স্নান, প্রাজাপত্য-ব্রতের সমান এবং ঐ স্নানে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। প্রাতঃস্নান, মানবগণের পাপ, অলক্ষ্মী, গ্লানি, অপবিত্রতা এবং দুঃস্বপ্নদোষ বিনাশ করিয়া থাকে। প্রাতঃস্নান তুষ্টি-পুষ্টিপ্রদ। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তিকে কখন দোষসমূহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাতঃস্নানে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দ্বিবিধ ফল প্রাপ্তিই হয়। অতএব মনুষ্য অবশ্য প্রাতঃস্নান করিবে। হে কুম্ভযোনে! আমি প্রসঙ্গক্রমে স্নানবিধি কীর্ত্তন করিতেছি; কারণ, বিধিপূর্ব্বক স্নান, সাধারণ স্নান অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন। বিশুদ্ধমৃত্তিকা, কুশ, তিল ও গোময় গ্রহণপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে অবস্থান করিয়া স্নান করিতে হইবে। অনন্তর কুশ গ্রহণ ও শিখা বদ্ধ করত জলে নামিয়া "উরুংহি" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জল আবর্ত্তিত করিবে। পরে "যে তে শতং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জলের আমন্ত্রণ করিয়া "সুমিত্রিয়া নঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বে জলাঞ্জলি প্রদান করত "দুর্ম্মিত্রিয়া" ইত্যাদি মন্ত্র শত্রুর উদ্দেশে পাঠ করিবে।৭৯—৯৮। অনন্তর "ইদং বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মৃত্তিকা লেপন করিবে। একবার মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক ক্ষালিত করিয়া, দুইবার মৃত্তিকা দ্বারা নাভির উপরিভাগ, তিনবার মৃত্তিকা দ্বারা নাভির অধোভাগ এবং ছয়বার মৃত্তিকা দ্বারা পাদদ্বয় বিশোধিত করিবে। পরে "আপো অস্মান্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রবাহাভিমুখী হইয়া ডুব দিবে। পরে "উদিদাভ্যঃ শুচিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত উন্মজ্জন করিয়া "মা নস্তোক" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে গোময় লেপন করিবে। পরে "ইমং মে বরুণ" ইত্যাদি, "তত্ত্বায়ামি" ইত্যাদি, "ত্বন্নঃ" ইত্যাদি, "সত্বন্নঃ" ইত্যাদি, "উদুত্তমম্" "ধাম্নো ধাম্ন" ইত্যাদি, "মাপো" "মৌষধীঃ" ইত্যাদি "যদাহুরঘ্ন্যা" ইত্যাদি, "মুঞ্চন্তু মা" ইত্যাদি, "অবভৃথ" অব্দৈবত (জল যাহাদের দেবতা) মন্ত্রসমূহ দ্বারা আত্মাভিষেক করিয়া ব্রাহ্মণ, প্রণব, তৎপরে মহাব্যাহৃতি, তদনন্তর গায়ত্রী দ্বারা

১০৪। এতেহপি পাবনা মন্ত্রা ইদমাপো হবিষ্মতীঃ। দেবীরাপ অপো দেবা দ্রুপদাদিবসংজ্ঞকাঃ। ১০৬। শন্নোদেবীরপোদেবীরন্তথাপাং রসমিত্যপি। পুনন্তু মেতি চ নব পাবমান্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ১০৩। ততোহঘমর্ষণং জপ্ত্বা দ্রুপদাঞ্চ ততো জপেৎ। প্রাণায়ামঞ্চ বিধিবদথবান্তর্জলে জপেৎ। ১০৮। প্রণবং ত্রির্জপেদ্বাপি বিষ্ণুং বা সংস্মরেৎ সুধীঃ। স্নাত্বৈবং বস্ত্রমাপীড্য গৃহ্লীয়াদ্ধৌতবাসসী। ১০৯। আচম্য চ ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাতঃসন্ধ্যাং কুশান্বিতাম্। যো ন সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ। ১১০। স জীবন্নেব শূদ্রস্তু মৃতঃ শ্বা জায়তে ধ্রুবম্। সন্ধ্যাহীনোহশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। ১১১। যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ভবেৎ। প্রণবং প্রাগ্দিশি স্মৃত্বা ততো দত্বা কুশাসনম্। ১১২। চতুঃস্রক্তিরিমং মন্ত্রং পঠিত্বা নান্যদৃভূমনাঃ। ১১৩। প্রাঙ্মুখো বদ্ধচূড়ো বা প্যুপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ। প্রদক্ষিণং স্বমভ্যুক্ষ্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ১১৪। গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং সপ্তব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্। ত্রির্জপেৎ সদশোঙ্কারঃ প্রাণায়ামোহয়মুচ্যতে। ১১৫। প্রাণায়ামাংশ্চরন্ বিপ্রো নিয়তেন্দ্রিয়মানসঃ। অহোরাত্রকৃতৈঃ পাপৈর্মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ। ১১৬। দশ দ্বাদশসংখ্যা বা প্রাণায়ামাঃ কৃতা যদি। নিয়ম্য মানসং তেন তদা তপ্তং মহত্তপঃ। ১১৭। সব্যাহৃতিপ্রণবকাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ। অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ। ১১৮। যথা পার্থিবভূতানাং দহ্যন্তে ধমনান্মলাঃ। তথেন্দ্রিয়ৈঃ কৃতা দোষা জ্বাল্যন্তে প্রাণসংযমাৎ। ১১৯। একং সম্ভোজ্য বিধিবদ্ব্রাহ্মণং যৎ ফলং লভেৎ। প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভিস্তৎফলং শ্রদ্ধয়াপ্যতে। ১২০। বেদাদিবাঙ্ময়ং সর্ব্বং প্রণবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্। ততঃ প্রণবমভ্যস্যেদ্বেদাদিং বেদজাপকঃ। ১২১। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য সপ্তসু ব্যাহৃতিষ্বপি। ত্রিপদায়াস্তু গায়ত্র্যাং ন ভয়ং জায়তে ক্বচিৎ। ১২২। একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরং তপঃ। গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি পাবনং কলসোদ্ভব। ১২৩। কর্ম্মণা মনসা

আত্মপাবন করিবে। 'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি, মন্ত্রত্রয়ও আত্মবিশোধক, অতএব পরে তদ্দ্বারা অভিষেক করিবে। "ইদমাপঃ" ইত্যাদি, "হবিষ্মতীঃ" ইত্যাদি, "দেবীরাপঃ" ইত্যাদি, "অপো দেবাঃ" ইত্যাদি, "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি, "শন্নোদেবী" ইত্যাদি, "অপোদেবী ইত্যাদি, "অপাং রসম্" ইত্যাদি এবং "পুনন্তু মা" ইত্যাদি, নয়টী পাবমানীসূক্তও আত্মশোধক বলিয়া কাথত হইয়াছে। এই সকল মন্ত্র দ্বারা আত্মশোধন করিয়া জলমধ্যে মগ্ন হইয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ অথবা "দ্রুপদাদিব" মন্ত্র জপ করিবে, অথবা বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম জপ করিবে, কিংবা তিন বার প্রণব জপ করিবে, অথবা বিষ্ণুস্মরণ করিবে। এই প্রকারে স্নান করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়নপূর্ব্বক ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিবে। পরে কুশগ্রহণ ও আচমন করত প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। যে দ্বিজ, বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যার উপাসনা না করে, সে জীবিতাবস্থায় শূদ্রবৎ এবং মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই কুকুর হয়। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা অপবিত্র ও সকল কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া থাকে এবং সে স্বকৃত কোন ক্রিয়ার ফলভাগী হয় না। প্রথমতঃ পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রণব স্মরণপূর্ব্বক কুশাসন বিছাইয়া "চতুঃস্রক্তিং" মন্ত্র পাঠ করিয়া, তদুপরি পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক, বদ্ধশিখ, অনন্যচেতাঃ এবং অনন্যদৃষ্টি হইয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া জলধারা দ্বারা আত্ম-অভ্যুক্ষণ করত, প্রাণায়াম করিবে। "অপোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি শিরোমন্ত্র, সপ্তব্যাহৃতি এবং দশ প্রণবের সহিত গায়ত্রী তিনবার জপ করিবে (পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে) ইহাই প্রণায়াম। ব্রাহ্মণ, সংযতচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণায়াম করিলে তৎক্ষণাৎ অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, মনঃসংযম করিয়া দশ কিংবা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম করে, সে, মহৎ তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়। একমাস প্রতিদিন ষোড়শটী করিয়া প্রাণায়াম করিলে, ভ্রূণহত্যা পাপ হইতেও মুক্তিলাভ করা যায়। যেমন অগ্নিসংযোগে পার্থিবধাতুর মল দগ্ধ হয়, তদ্রূপ প্রাণায়ম দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষসমূহ দগ্ধ হইয়া থাকে। একটী ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্ব্বক ভোজন করাইলে, যে ফল লাভ হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাসহকারে দ্বাদশটী মাত্র প্রাণায়ম করিলে সেই ফল লাভ হয়। বেদাদি নিখিল বাক্যস্বরূপই প্রণবে প্রতিষ্ঠিত; অতএব বেদজপপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই বেদাদি-প্রণব অভ্যাস করিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রণবাভ্যাস করে, সপ্তব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রীতে তাহার কদাচ ভয় হয় না। হে কুম্ভযোনে! প্রণব পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়াম পরম তপস্যা এবং গায়ত্রী

যাচা যদ্রাত্রৌ কুরুতে ত্বঘম্। উত্তিষ্ঠন্ পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং প্রাণায়ামৈর্বিশোধয়েৎ॥ ১২৪॥ যদহ্না কুরুতে পাপং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তৎ প্রাণায়ামতো হরেৎ॥ ১২৫॥ পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ। পশ্চিমাং তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ॥ ১২৬॥ পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্ নৈশমেনো ব্যপোহতি। পশ্চিমাং তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্॥ ১২৭॥ নোপতিষ্ঠেত্তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্। স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ১২৮॥ অপাং সমীপমাসাদ্য নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ। গায়ত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ॥ ১২৯॥ গৃহাদ্দশগুণা যস্মাৎ সন্ধ্যা বহিরুপাসিতা। গায়ত্র্যভ্যাসমাত্রোঽপি বরং বিপ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৩০॥ ত্রিবেদ্যপি চ নো মান্যঃ সর্ব্বভুক্ সর্ব্ববিক্রয়ী। সবিতা দেবতা যস্যা মুখমগ্নিস্ত্রিপাচ্চ যা॥ ১৩১॥ বিশ্বামিত্রো ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সা বিশিষ্যতে। গায়ত্রীমুষসি ধ্যায়েল্লোহিতাং ব্রহ্মদৈবতাম্॥ ১৩২॥ হংসারূঢ়ামষ্টবর্ষাং রক্তস্রগনুলেপনাম্। ঋক্স্বরূপামভয়দামক্ষমালাবলম্বিনীম্॥ ১৩৩॥ ব্যাসর্ষিণা স্তূয়মানাং ছন্দসানুষ্টুভা যুতাম্। এতদ্ধ্যানাদুষর্দেব্যা নৈশমেনো ব্যপোহতি॥ ১৩৪॥ সূর্য্যশ্চেতি চ মন্ত্রেণ ত্বাদাচমনমুত্তমম্। আপো হিষ্ঠেতি তিসৃভির্মার্জ্জনন্তু ততশ্চরেৎ॥ ১৩৫॥ ভূমৌ শিরসি চাকাশে আকাশে ভুবি মস্তকে। মস্তকে চ তথাকাশে ভূমৌ চ নবধা ক্ষিপেৎ॥ ১৩৬॥ ভূমিশব্দেন চরণাবাকাশং হৃদয়ং স্মৃতম্। শিরস্ত্বেব শিরঃশব্দো মার্জ্জনজ্ঞৈরুদাহৃতঃ॥ ১৩৭॥ বারুণাদপি চাগ্নেয়ন্বায়ব্যাদপি চৈন্দ্রতঃ। মন্ত্রস্নানাদপি পরং ব্রাহ্মং স্নানমিদং পরম্॥ ১৩৮॥ ব্রাহ্মস্নানেন যঃ স্নাতঃ স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ। সর্ব্বত্র চার্হতামেতি দেবপূজাদিকর্ম্মণি॥ ১৩৯॥ নক্তন্দিনং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্ত্তাঃ কিমু পাবনাঃ। শতশোঽপি তথা স্নাতা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ॥ ১৪০॥ অন্তঃকরণশুদ্ধা যে তান্ বিভূতিঃ পবিত্রয়েৎ। কিং পাবনাঃ প্রকীর্ত্ত্যন্তে রাসভা ভস্মধূসরাঃ॥ ১৪১॥ স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু স সর্ব্বমলবর্জ্জিতঃ। তেন

অপেক্ষা কোন বিশুদ্ধিকর মন্ত্র আর নাই। নিশাকালে কর্ম্ম, বাক্য ও মন দ্বারা যে পাপ করা যায়, প্রাতঃসন্ধ্যায় উত্থিত হইয়া প্রাণায়াম করিলে সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং দিবায় কর্ম্ম, বাক্য ও মন দ্বারা যে পাপ করা যায়, সায়ংসন্ধ্যায় উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম করিলে সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। উত্থিত হইয়া গায়ত্রী জপ করত সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে এবং উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী জপ করত সম্যক্‌রূপে নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত সায়ংসন্ধ্যা করিবে। উত্থিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় জপ করিলে রাত্রিকৃত পাপ নষ্ট হয় এবং উপবিষ্ট হইয়া সায়ংসন্ধ্যায় জপ করিলে দিনকৃত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। যে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা না করে, সে, শূদ্রবৎ, দ্বিজগণের সমস্ত কার্য্য হইতে বহিষ্কর্ত্তব্য। জলসমীপে উপস্থিত হইয়া, নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং অরণ্যে গিয়া সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিবে, কারণ গৃহের বাহিরে সন্ধ্যোপাসনায় গৃহের উপাসনা অপেক্ষা অনেক গুণ। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাত্র গায়ত্রী জপ করে, বরং সে ভাল, তবু ত্রিবেদী হইয়াও যে ব্যক্তি, সকল দ্রব্য ভোজন ও সকল বস্তু বিক্রয় করে, সে মান্য নহে। যাহার সূর্য্য দেবতা, অগ্নি মুখ, বিশ্বামিত্র ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, সেই ত্রিপাদা গায়ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাতঃকালে, "লোহিতবর্ণা, ব্রহ্মদৈবতা, হংসারূঢ়া, অষ্টবর্ষা, রক্তমাল্যানুলেপনা, ঋগ্‌বেদস্বরূপা, অভয়দা, অক্ষমালাবিভূষিতা, মহর্ষি ব্যাস কর্ত্তৃক স্তূয়মানা এবং অনুষ্টুপ্‌ছন্দোযুক্তা" গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে গায়ত্রীর এই প্রকার ধ্যান করিলে রাত্রিকৃত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ৯৯—১৩৫। পরে "সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন করিবে এবং "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা মার্জ্জন করিবে। ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে; আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে; মস্তকে, আকাশে ভূমিতে, এই নয়বার জলক্ষেপ মার্জ্জনকালে করিবে। এস্থানে মার্জ্জনজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ভূমি শব্দে চরণ, আকাশ শব্দে হৃদয় এবং মস্তক শব্দে যে অর্থ ব্যবহার, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বারুণস্নান হইতে আগ্নেয়স্নান শ্রেষ্ঠ, আগ্নেয়স্নান হইতে বায়ব্য-স্নান শ্রেষ্ঠ, বায়ব্যস্নান হইতে ঐন্দ্রস্নান শ্রেষ্ঠ, ঐন্দ্র স্নান হইতে মন্ত্র-স্নান শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্র-স্নান হইতেও ব্রাহ্ম-স্নান শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্ম-স্নানে স্নাত ব্যক্তি বাহ্য ও অন্তরে শুদ্ধ হয় এবং দেবপূজা প্রভৃতি সকল কর্ম্মে অধিকারী হয়। ধীবর দিবারাত্রি জলে স্নান করিয়াও কি পবিত্র হয়? তদ্রূপ ভাবদুষ্ট ব্যক্তি শতবার স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না। শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিবর্গই বিভূতিলেপনে পবিত্র হইতে পারে, নতুবা ভস্মধূসরিত বলিয়া রাসভ-

ক্রতুশতৈরিষ্টৈকেতো যস্তেহ নির্ম্মলম্॥ ১৪২॥
তদেব নির্ম্মলং চেতো যথা স্যাত্তন্মুনে শৃণু। বিশ্বেশ-
শ্চেৎ প্রসন্নঃ স্যাত্তদা স্যান্নান্যথা ক্বচিৎ॥ ১৪৩॥
তস্মাচ্চেতোবিশুদ্ধ্যর্থং কাশীনাথং সমাশ্রয়েৎ।
তদাশ্রয়েণ নিয়তং সংক্ষীয়ন্তে মনোমলাঃ॥ ১৪৪॥
সংক্ষীণমানসমলো বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ। ইদং
শরীরমুৎসৃজ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১৪৫॥
বিশ্বেশানুগ্রহে হেতুঃ সদাচারো মতো নৃণাম্।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং তস্মাত্তমনুসংশ্রয়েৎ॥ ১৪৬॥
দ্রুপদান্ত ততো জপ্ত্বা জলমাদায় পাণিনা।
কুর্য্যাদৃশ্বতঞ্চ মন্ত্রেণ বিধিজ্ঞস্ত্বঘমর্ষণম্॥ ১৪৭॥
নিমজ্জ্যাপ্সু চ যো বিদ্বান্ জপেত্রিরঘমর্ষণম্।
যথাশ্বমেধাবভৃথস্তস্য স্যাত্তত্তথা ধ্রুবম্॥ ১৪৮॥
জলে বাপি স্থলে বাপি যঃ কুর্য্যাদঘমর্ষণম্।
তস্যাঘৌঘো বিনশ্যেত যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ॥ ১৪৯॥
ইমং মন্ত্রং ততশ্চোক্তা কুর্য্যাদাচমনং দ্বিজঃ।
আচার্য্যাঃ কেচিদিচ্ছন্তি শাখাভেদেন চাপরে॥১৫০॥
অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশতোমুখঃ। ত্বং
যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্॥১৫১॥
গায়ত্রীং শিরসা হীনাং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্। প্রণ-
বাদ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্ ক্ষিপেদম্ভোঽঞ্জলিত্রয়ম্॥ ৫২॥
তেন বজ্রোদকেনাশু মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ। সূর্য্যা-
রয়ঃ প্রলীয়ন্তে শৈলা বজ্রহতা ইব॥ ১৫৩॥ বিব-
স্বতঃ সহায়ার্থং যো দ্বিজো নাঞ্জলিত্রয়ম্। ক্ষিপে-
ন্মন্দেহনাশায় সোঽপি মন্দেহতাং ব্রজেৎ॥ ১৫৪॥
প্রাতস্তাবজ্জপংস্তিষ্ঠেদ্যাবৎ সূর্য্যস্য দর্শনম্। উপ-
বিষ্টো জপেৎ সায়মৃক্ষাণামাবিলোকনাৎ॥১৫৫॥ কাল-
লোপো ন কর্ত্তব্যো দ্বিজেন স্বহিতেপ্সুনা। অর্দ্ধো-
দয়াস্তসময়ে তস্মাদ্বজ্রোদকং ক্ষিপেৎ॥ ১৬৬॥
বিধিনাপি কৃতা সন্ধ্যা কালাতীতাফলা ভবেৎ।
অয়মেব হি দৃষ্টান্তো বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা॥ ১৫৭॥
জলং বামকরে কৃত্বা যা সন্ধ্যা চরিতা দ্বিজৈঃ। বৃষলী
সা পরিজ্ঞেয়া রক্ষোগণমুদাবহা॥ ১৫৮॥ উদ্বয়ন্ত-
মুদুত্যঞ্চ চিত্রং দেবেতি তৎপরম্। তচ্চক্ষুরিত্যুপ-
স্থান-মন্ত্রা ব্রধ্নস্য সিদ্ধিদাঃ॥ ১৫৯॥ সহস্রকৃত্বো

গণকে কি কেহ পবিত্র বলে? এ জগতে নির্ম্মল-চেতাঃ ব্যক্তিই সর্ব্বতীর্থে স্নাত, সর্ব্ববিধ মলবর্জ্জিত এবং শতযজ্ঞের ফলোপভোগী। হে মুনে! চিত্ত যেরূপে নির্ম্মল হয়, তাহা শ্রবণ কর। বিশ্বনাথ যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলেই চিত্ত নির্ম্মল হইয়া থাকে; অন্যপ্রকারে কখন হয় না। অতএব চিত্তবিশুদ্ধির জন্য কাশীনাথের শরণাপন্ন হইবে। তাঁহার আশ্রয়ে আন্তরিক মল সকল নিয়ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে নষ্ট-মল মানব এই দেহ ত্যাগ করিয়া, মোক্ষলাভ করিতে পারে। একমাত্র সদাচারই মানবগণের সেই বিশ্বেশ্বরানুগ্রহলাভের প্রতি কারণ; অতএব মানব, শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত উক্ত সদাচারসমূহের অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর "দ্রুপদাদি" মন্ত্র জপ করিয়া বিধিজ্ঞ ব্যক্তি, হস্তে জল লইয়া "ঋতঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অঘমর্ষণ করিবে। যে, জলে নিমগ্ন থাকিয়া, তিনবার অঘমর্ষণ জপ করে, অশ্বমেধের অন্তে অবভৃথ-স্নানে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, সে ব্যক্তিও সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, জলে অথবা স্থলে অঘমর্ষণ জপ করে, সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকাররাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহার পাপসমূহও বিনষ্ট হইয়া থাকে। "অন্তশ্চরসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিতে কোন কোন আচার্য্য উপদেশ করেন, অন্যে শাখাভেদে আচমন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পরে শিরোমন্ত্রহীন সপ্রণব মহাব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠ করিয়া তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। সেই জলাঞ্জলি বজ্রোদক নামে অভিহিত; সূর্য্যশত্রু মন্দেহ নামে রাক্ষসগণ, বজ্রাহত শৈলের ন্যায় তদ্দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।১৫৫—১৫৩। দ্বিজগণমধ্যে যে ব্যক্তি, সূর্য্যসাহায্যার্থ মন্দেহনামক রাক্ষসগণের নাশের জন্য জলাঞ্জলিত্রয় না দেয়, তাহার মন্দেহত্বপ্রাপ্তি হয়। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য দৃষ্টি-গোচর না হন, প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে এবং যে পর্য্যন্ত নক্ষত্র না দেখা যায়, উপবিষ্ট হইয়া, সায়ংকালে সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। নিজহিতাকাঙ্ক্ষী দ্বিজ, কখন সন্ধ্যাকালাতিক্রম করিবে না; সুতরাং সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় ও অর্দ্ধাস্তসময়ে বজ্রোদক প্রদান করিবে। সন্ধ্যার কাল অতীত করিয়া, বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যা করিলেও বিফল হইয়া থাকে; গর্ভফলহীন বন্ধ্যাস্ত্রী-মৈথুন ইহার দৃষ্টান্ত। দ্বিজগণ বামহস্তে জল লইয়া সন্ধ্যা করিলে সে সন্ধ্যার নাম "বৃষলী"; তদ্দ্বারা রাক্ষসগণেরই হর্ষ হয়। সূর্য্যোপস্থানে, "উদ্বয়ন্তং" ইত্যাদি, "উদুত্যং" ইত্যাদি, "চিত্রং দেবানাং" ইত্যাদি এবং সর্ব্বশেষে "তচ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রগণ, সিদ্ধিপ্রদ।

গায়ত্র্যাঃ শতকৃত্বোঽথ বা পুনঃ। দশকৃত্বোঽথ দেব্যৈব কুর্য্যাৎ সৌরীমুপস্থিতিম্॥ ১৬০॥ সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্। গায়ত্রীং যো জপেদ্বিপ্রো ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে॥ ১৬১॥ বিভ্রাড়িত্যনুবাকং বা সূক্তং বা পৌরুষং জপেৎ। শিবসঙ্কল্পমথবা ব্রাহ্মণং মণ্ডলস্থ বা॥ ১৬২॥ এতানি চোপস্থানানি রবিপ্রীতিকরাণি চ। রক্তচন্দনমিশ্রাভিরক্ষতৈঃ কুসুমৈঃ কুশৈঃ॥ ১৬৩॥ বেদোক্তৈরাগমোক্তৈর্ব্বা মন্ত্রৈরর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। অর্চ্চিতঃ সবিতা যেন তেন ত্রৈলোক্যমর্চ্চিতম্॥ ১৬৪॥ অর্চ্চিতঃ সবিতা সূতে সুতান্ পশু বসূনি চ। ব্যাধীন্ হরেদ্দদাত্যায়ুঃ পূরয়েদ্বাঞ্ছিতান্যপি॥ ১৬৫॥ অয়ং হি রুদ্র আদিত্যো হরিরেব দিবাকরঃ। রবির্হিরণ্যগর্ভোঽহসৌ ত্রয়ীরূপোঽয়মর্য্যমা॥ ১৬৬॥ রবেস্তু তোষণাত্তুষ্টা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশরাঃ। ইন্দ্রাদয়োঽখিলা দেবা মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ॥ ১৬৭॥ মানবা মনুমুখ্যাশ্চ সোমপাদ্যাঃ পিতামহাঃ। রবেরর্চ্চাং বিধায়েত্থং ততস্তর্পণমারভেৎ॥ ১৬৮॥ দর্ভানগর্ভানাদায় নব সপ্ত চ পঞ্চ বা। সাগ্রান্ সমূলানচ্ছিন্নান্ দ্বিজো দক্ষিণপাণিনা॥ ১৬৯॥ অন্বারব্ধেন সব্যেন তর্পয়েৎ বড়ুবিনায়কান্। ব্রহ্মাদীনখিলান্ দেবান্ মরীচ্যাদীংস্তথা মুনীন্॥ ১৭০॥ চন্দনাগুরুকস্তূরী-গন্ধবৎকুসুমৈরপি। তর্পয়েচ্ছুচিভিস্তোয়ৈস্তৃপ্যন্ত্বিতি সমুচ্চরন্॥ ১৭১॥ সনকাদীন্মনুষ্যাংশ্চ নিবীতী তর্পয়েদ্‌যবৈঃ। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়মধ্যে তু কৃত্বা দর্ভানৃজূন্ দ্বিজঃ॥ ১৭২॥ কব্যবাড়নলাদীংশ্চ পিতৄন্ দিব্যান্ প্রতর্পয়েৎ। প্রাচীনাবীতিকো দর্ভৈর্দ্বিগুণৈস্তিলমিশ্রিতৈঃ॥ ১৭৩॥ রবৌ শুক্রে ত্রয়োদশ্যাং সপ্তম্যাং নিশি সন্ধ্যয়োঃ। শ্রেয়োঽর্থী ব্রাহ্মণো জাতু ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণম্॥ ১৭৪॥ যদি কুর্য্যাত্ততঃ কুর্য্যাচ্ছুক্লৈরেব তিলৈঃ কৃতী। চতুর্দ্দশ যমান্ পশ্চাত্তর্পয়েন্নাম উচ্চরন্॥ ১৭৫॥ ততঃ স্বগোত্রমুচ্চার্য্য তর্পয়েৎ স্বপিতৄন্মুদা। সব্যজানুনিপাতেন পিতৃতীর্থেন বাগ্‌যতঃ॥ ১৭৬॥ একৈকমঞ্জলিং দেবা দ্বৌ দ্বৌ তু সনকাদিকাঃ। পিতরস্ত্রীন্ প্রবাঞ্ছন্তি স্ত্রিয় একৈকমঞ্জলিম্॥ ১৭৭॥ অঙ্গুল্যগ্রে

সূর্য্যোপস্থানে, সহস্রবার, শতবার, কিংবা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। তন্মধ্যে সহস্রবার জপই শ্রেষ্ঠ, শতবার জপ মধ্যম এবং দশবার জপ অধম। যে ব্রাহ্মণ, এতদন্যতমপ্রকার গায়ত্রী জপ করে, সে পাপে লিপ্ত হয় না। পরে "বিভ্রাড়্" ইত্যাদি অনুবাক বা পুরুষসূক্ত, কিংবা শিব-সঙ্কল্প অথবা ব্রাহ্মণমণ্ডল জপ করিবে। এই সকল উপস্থানমন্ত্র সূর্য্যপ্রীতিকর। অনন্তর বেদোক্ত বা আগমোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত রক্তচন্দনমিশ্রিত জল, অক্ষত, পুষ্প ও কুশ দ্বারা সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি সূর্য্যপূজা করে, সে ব্যক্তি ত্রৈলোক্যের পূজক। সূর্য্যদেব পূজিত হইয়া, পূজকদিগকে পুত্র, পশু, ধন ও আয়ু প্রদান করেন এবং তাহাদের রোগসমূহশান্তি করেন ও সকল কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যদেবই রুদ্র, ইনিই বিষ্ণু এবং ইনিই হিরণ্যগর্ভ, এই দিবাকরই ত্রয়ীরূপ। সূর্য্যের সন্তোষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, মন্বাদি মানবগণ এবং সোমপাদি পিতামহগণ, সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। [illegible] সূর্য্যপূজা করিয়া, তর্পণ করিতে প্রবৃত্ত [illegible] দ্বিজগণ, দক্ষিণহস্তে দ্বারা নয়টী বা সাতটী কিংবা পাঁচটী, সাগ্র সমূল অচ্ছিন্ন এবং গর্ভশূন্য দর্ভ পরিগ্রহ করত, অন্বারব্ধ অর্থাৎ বামহস্তধৃত দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা, বড়ুবিনায়ক, ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণ এবং মরীচ্যাদি মুনিগণকে উদ্দেশ করিয়া "তৃপ্যন্তু" এই পদ উচ্চারণ করত চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও সুগন্ধিকুসুমযুক্ত পবিত্র জল দ্বারা তর্পণ করিবে। অনন্তর নিবীতী হইয়া অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে লম্বিত করিয়া, দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে সরল দর্ভসমূহ ধারণপূর্ব্বক সনকাদি মনুষ্যগণের উদ্দেশে সযব জল দ্বারা তর্পণ করিবে।১৫৪—১৭২। তদনন্তর প্রাচীনাবীতী (দক্ষিণস্কন্ধলম্বিত যজ্ঞোপবীতী) হইয়া দ্বিগুণ দর্ভ লইয়া সতিল জল দ্বারা কব্যবাহ অনলপ্রমুখ দিব্যপিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবে। মঙ্গলাভিলাষী ব্রাহ্মণ রবিবারে, শুক্রবার, ত্রয়োদশী, সপ্তমী, নিশাকাল ও সন্ধ্যাদ্বয়ে কদাচ তিলতর্পণ করিবে না; যদ্যপি করে, তবে শুক্লতিল দ্বারা করিবে। পরে চতুর্দ্দশ যমের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। পরে বাগ্‌যত হইয়া, বামজানু পাতিত করত, স্বীয় গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃতীর্থ দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। দেবগণতর্পণে প্রত্যেকে এক এক অঞ্জলি, সনকাদি ঋষিগণ দুই দুই অঞ্জলি, পিতৃগণ তিন তিন অঞ্জলি এবং স্ত্রীগণ এক এক অঞ্জলি

ভবেদৈবমার্ষমঙ্গুলিমূলগম্। ব্রাহ্মমঙ্গুষ্ঠমূলে তু পাণিমধ্যে প্রজাপতেঃ॥১৭৮॥ মধ্যেহঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিন্যোঃ পিত্র্যং তীর্থং প্রচক্ষতে। নবর্চ্চমুচ্চরন্ বিদ্বান্ বিদধ্যাৎ পিতৃতর্পণম্॥ ১৭৯॥ উদীরতামঙ্গিরস আয়ান্তু ন ইতীষ্যতে। উর্জ্জং বহন্তী পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যস্ততঃ পঠেৎ॥ ১৮০॥ যে চেহ পিতরস্তদ্বন্মধুবাতা ইতিত্র্যচম্। নমো বঃ পিতরশ্চোক্ত্বা পঠন্ সিঞ্চেজ্জলং ভুবি॥ ১৮১॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥ ১৮২॥ অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥ ১৮৩॥ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকৈঃ॥ ১৮৪॥ অগ্নিকার্য্যং ততঃ কৃত্বা বেদাভ্যাসং ততশ্চরেৎ। শ্রুত্যভ্যাসঃ পঞ্চধা স্যাৎ স্বীকারোহর্থবিচারণম্॥ ১৮৫॥ অভ্যাসশ্চ জপশ্চাপি শিষ্যেভ্যঃ প্রতিপাদনম্। লব্ধস্য প্রতিপালার্থমলব্ধস্য চ লব্ধয়ে॥ ১৮৬॥ দাতারং সমুপেয়াদ্বৈ স্বগুরুত্বঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ। প্রাতঃকৃত্যমিদং প্রোক্তং দ্বিজাতীনাং দ্বিজোত্তম॥ ১৮৭॥ অথবা প্রাতরুত্থায় কৃত্বাবশ্যকমেব চ। শৌচাচমনমাদায় ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্॥ ১৮৮॥ বিশোধ্য সর্ব্বগাত্রাণি প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাচরেৎ। বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি॥ ১৮৯॥ অধ্যাপয়েচ্ছুচীন্ শিষ্যান্ হিতান্মেধাসমন্বিতান্। উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমাদিসিদ্ধয়ে॥ ১৯০॥ ততো মধ্যাহ্নসিদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বোক্তং স্নানমাচরেৎ। স্নাত্বা মধ্যাহ্নিকীং সন্ধ্যামুপাসীত বিচক্ষণঃ॥ ১৯১॥ নবযৌনভিন্নাঙ্গীং শুদ্ধস্ফটিকনির্ম্মলাম্। ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃসমাযুক্তাং সাবিত্রীং রুদ্রদৈবতাম্॥ ১৯২॥ কম্বুপর্ব্বিসমাযুক্তাং যজুর্ব্বেদস্বরূপিণীম্। ত্র্যক্ষরাং বৃষভারূঢ়াং ভক্তাভয়করাং পরাম্॥ ১৯৩॥ দেবতাং পরিপূজ্যাথ নৈত্যিকং বিধিমাচরেৎ। পচনাগ্নিং সমুজ্জাল্য বৈশ্বদেবং সমাচরেৎ॥ ১৯৪॥ নিষ্পাবান্ কোদ্রবান্মাষান্ কলায়াংশ্চণকাংস্তজ্যেৎ। তৈলপক্কঞ্চ পক্কান্নং সর্ব্বং লবণযুক্ ত্যজেৎ॥ ১৯৫॥ আঢকীশ্চ মসূরাংশ্চ বর্ত্তুলান্ বরটাংস্তথা। ভুক্তশেষং পর্য্যুষিতং বৈশ্বদেবে বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৯৬॥ দর্ভপাণিঃ সমাচম্য

জল ইচ্ছা করেন। অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈবতীর্থ, অঙ্গুলির মূলে ঋষিতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠের মূলে ব্রাহ্মতীর্থ, করতলমধ্যে প্রজাপতিতীর্থ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীমধ্যে পিতৃতীর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। "উদীরতাং" ইত্যাদি, "অঙ্গিরস" ইত্যাদি, "আয়ান্তু নঃ" ইত্যাদি, "উর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি, "পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ" ইত্যাদি, "যে চেহ" ইত্যাদি, "মধুবাতা" ইত্যাদি তিনটী, এই নয়টী মন্ত্র এবং "নমো বঃ পিতর" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত, পিতৃতর্পণ করিবে। অনন্তর "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত, তর্পণ করিয়া "যে চাস্মাকং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। তর্পণের পর অগ্নিকার্য্য (হোম) করিয়া, বেদাভ্যাস করিবে। সেই বেদাভ্যাস পাঁচ প্রকার, বেদগ্রহণ, (১), বেদার্থবিচার (২), অভ্যাস (৩), জপ (৪), এবং শিষ্যগণকে শিক্ষাপ্রদান (৫)। পরে লব্ধ-অর্থের প্রতিপালন এবং অলব্ধ অর্থপ্রাপ্তির জন্য দাতার নিকট যাইবে এবং নিজ গৌরব বৃদ্ধি করিবে। হে দ্বিজবর। দ্বিজগণের এই প্রাতঃকৃত্য বলিলাম। প্রাতঃস্নানে যাহারা অশক্ত, তাহারা প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া আবশ্যক কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক শৌচাচমন করিয়া দন্তধাবনানন্তর সর্ব্বাঙ্গ শোধন করত প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। অনন্তর বেদার্থ এবং বিবিধ শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া, মেধাবী, শুচি ও হিতকারী শিষ্যসমূহকে অধ্যয়ন করাইবে। অনন্তর অলব্ধের প্রাপ্তি ও লব্ধপরিপালনাদির জন্য রাজসমীপে গমন করিবে। পরে বিচক্ষণ ব্যক্তি, মধ্যাহ্নকর্ম্মের সিদ্ধির জন্য মধ্যাহ্নকালে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে স্নান করিয়া, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় গায়ত্রীধ্যান এইরূপ করিবে,—"গায়ত্রী নবযৌবনবিকসিতাঙ্গী, শুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মলকান্তিমতী, ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃসমাযুক্তা, রুদ্রদৈবতা, কম্বুপর্ব্বিসমন্বিতা, যজুর্ব্বেদস্বরূপিণী, প্রণবাত্মিকা ও বৃষভোপরি সমারূঢ়া; ভক্তগণের জন্য অভয়মুদ্রা তাঁহার করে প্রকাশমান।" পরে দেবপূজা করিয়া, নিত্যবিধির অনুষ্ঠান করিবে। পাকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বৈশ্বদেব করিবে। শিম্বী, কোদ্রব, মাষ, কলায়, চণক, তৈলপক্ক, লবণযুক্ত সকল প্রকার সিদ্ধান্ন, তুবরী, মসূর, স্থূলকলায়, বরবটী এবং ভুক্তাবশিষ্ট ও পর্য্যুষিত দ্রব্য সকল বৈশ্বদেবে পরিত্যাজ্য। প্রথমতঃ কুশহস্তে আচমন করিয়া

প্রাণায়ামং বিধায় চ। পৃষ্ঠোদিবীতি মন্ত্রেণ পর্য্যুক্ষণমথাচরেৎ॥ ১৯৭॥ প্রদক্ষিণঞ্চ পর্য্যুক্ষ্য ত্রিঃপরিস্তীর্য্য বৈ কুশান্। এষো হ দেব মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্বহ্নিং সুসম্মুখম্॥ ১৯৮॥ বৈশ্বানরং সমভ্যর্চ্চ্য সাজ্যপুষ্পাক্ষতৈরথ। ভুরাদ্যাশ্চাহুতীস্তিস্রঃ স্বাহান্তাঃ প্রণবাদিকাঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃস্বাহেতি বিপ্রো দদ্যাত্তথাহুতিম্। তথা দেবকৃতস্যাদ্যা জুহুয়াচ্চ ষড়াহুতীঃ॥ ২০০॥ যমায় তুষ্ণীমেকাঞ্চ তথাস্বিষ্টকৃতীদ্বয়ম্। বিশ্বেভ্যশ্চাপি দেবেভ্যো ভূমৌ দদ্যাত্ততো বলিম্॥ ২০১॥ সর্ব্বেভ্যশ্চাপি ভূতেভ্যো নমো দদ্যাত্তদুত্তরে। তদ্দক্ষিণে পিতৃভ্যশ্চ প্রাচীনাবীতিকো দদেৎ॥ ২০২॥ নির্ণেজনোদকান্নঞ্চৈশান্যাং বৈ যক্ষকেহর্পয়েৎ। ততো ব্রহ্মাদিদেবেভ্যো নমো দদ্যাত্তদুত্তরে॥ ২০৩॥ নিবীতী সনকাদিভ্যঃ পতৃভ্যস্বপসব্যবান্। হস্তঃ ষোড়শভির্গ্রাসৈশ্চতুর্ভিঃ পুষ্কলং স্মৃতম্॥ ২০৪॥ গ্রাসমাত্রা ভবেদ্ভিক্ষা গৃহস্থসুকৃতপ্রদা। অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ॥ ২০৫॥ যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ ষড়েতে ধর্ম্মভিক্ষুকাঃ। অতিথিঃ পথিকো জ্ঞেয়োহনূচানঃ শ্রুতিপারগঃ॥ ২০৬॥ মান্যাবেতৌ গৃহস্থানাং ব্রহ্মলোকমভীপ্সতাম্। অপি শ্বপাকে শুনি বা নৈবান্নং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ২৩৭॥ অন্নার্থিনি সমায়াতে পাত্রাপাত্রং ন চিন্তয়েৎ। শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্॥ ২০৮॥ কাকানাঞ্চ ক্রিমীণাঞ্চ বহিরন্নং কিরেদ্ভুবি। ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈঋর্তাশ্চ যে॥ ২০৯॥ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং পিণ্ডং কাকা ভূমৌ ময়ার্পিতম্। শ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ॥ ২১০॥ তাভ্যাং পিণ্ডং প্রদাস্যামি স্যাতামেতাবহিংসকৌ। দেবা মনুষ্যাঃ পশবো রক্ষোযক্ষোরগাঃ খগাঃ॥২১১॥ দৈত্যাঃ সিদ্ধাঃ পিশাচাশ্চ প্রেতা ভূতাশ্চ দানবাঃ। তৃণানি তরবশ্চাপি মদ্দত্তান্নাভিলাষুকাঃ॥ ২১২॥ কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যাঃ কর্ম্মবদ্ধা বুভুক্ষিতাঃ। তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া দত্তং তেষাং মুদেহস্তু বৈ॥ ২১৩॥ ইত্থং ভূতবলিং দত্ত্বা কালং গোদোহমাত্রকম্। প্রতীক্ষ্যাতিথিমায়ান্তং বিশেদ্ভোজ্যগৃহং ততঃ॥ ২১৪॥ অদত্ত্বা বায়সবলিং নিত্যশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। নিত্য-

---

প্রাণায়াম করিবে। "পৃষ্ঠোদিবি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পর্য্যুক্ষণ করত কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া, "এষোহ দেব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে সুসম্মুখ করিবে। অনন্তর সাজ্যপুষ্প ও অক্ষত দ্বারা বৈশ্বানরের পূজা করিয়া, প্রণবাদি স্বাহান্ত "ভূরাদি" মন্ত্রে তিনটী আহুতি প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ, ভূঃ প্রভৃতি তিনটী মন্ত্র একত্র উচ্চারণ করিয়া, আর একটী আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে মৌনী হইয়া যমকে একটী আহুতি দিবে। অনন্তর দুইবার স্বিষ্টকৃৎহোম করিবে এবং বিশ্বদেবগণকে আহুতি দিবে। পরে ভূমিতে উত্তরভাগে ভূতগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর প্রাচীনাবীতী হইয়া, তাহার দক্ষিণভাগে পিতৃগণোদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর যক্ষদিগকে ঈশানকোণে নির্ণেজনোদকান্ন প্রদান করিবে, তদুত্তরে ব্রহ্মাদি দেবগণকে নমোন্তমন্ত্র দ্বারা বলি প্রদান করিবে। অনন্তর নিবীতী হইয়া সনকাদিকে এবং প্রাচীনাবীতী হইয়া, পিতৃগণকে বলি প্রদান করিবে। ষোড়শ গ্রাসে এক হস্ত, চারি গ্রাসে পুষ্কল; গ্রাসমাত্র ভিক্ষা গৃহস্থগণের সুকৃতপ্রদা হয়। পথিক, ক্ষীণবৃত্তি, গুরুপোষক, বিদ্যার্থী, যতি এবং ব্রহ্মচারী এই ছয়জন ধর্ম্মভিক্ষুক। পথিকই যথার্থ অতিথি আর শ্রুতিপারগামী ব্যক্তিই অনূচান।১৭৩—২০৬॥ ব্রহ্মলোকাভিলাষী গৃহস্থগণের এই দুই জনই মান্য। চণ্ডাল এবং কুক্কুরকেও অন্ন প্রদান করিলে তাহা ব্যর্থ হয় না। কেহ অন্নার্থী হইয়া আগমন করিলে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিবে না। পতিত, চণ্ডাল, পাপরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কুক্কুর, কাক ও ক্রমিগণের জন্য বাহিরে অন্ন নিক্ষেপ করিবে "ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য ও নৈঋর্তে যে সকল কাক আছে, ভূমিতে মৎপ্রদত্ত এই অন্ন তাহারা গ্রহণ করুক। বৈবস্বত কুলে সমুৎপন্ন, শ্যাম ও শবল নামে যে দুই কুক্কুর আছে, আমি তাহাদিগকে পিণ্ডদান করিতেছি, তাহারা অহিংসক হউক। দেব, মনুষ্য, পশু, রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, খগ, দৈত্য, সিদ্ধ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, দানব, তৃণ, তরু, ক্রমি ও কীট প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আমার প্রদত্ত অন্ন কামনা করে, আমি তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য ভূমিতে অন্ন প্রদান করিতেছি; ইহা দ্বারা তাহাদিগের পরিতৃপ্তি হউক" এই বলিয়া ভূতবলি প্রদান করত গোদোহন মাত্র কাল অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, ভোজনগৃহে প্রবেশ করিবে। বায়সবলি প্রদান

শ্রাদ্ধেষসামর্থ্যাৎ ত্রীন্ দ্বাবেকমথাপি বা ॥ ২১৫ ॥ ভোজয়েৎ পিতৃযজ্ঞার্থং দদ্যাদুদ্ধৃত্য দুর্ব্বলঃ। নিত্যশ্রাদ্ধং দৈবহীনং নিয়মাদিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২১৬ ॥ দক্ষিণারহিতং হ্বেতদ্দাতৃভোক্তৃব্রতোজ্ঝিতম্। পিতৃযজ্ঞং বিধায়েত্থং স্বস্থবুদ্ধিরনাতুরঃ ॥ ২১৭ ॥ অত্যুষ্টাসনমধ্যাস্য ভুঞ্জীত শিশুভিঃ সহ। সুগন্ধিঃ সুমনাঃ স্রগ্বী শুচিবাসোদ্বয়ান্বিতঃ ॥ ২১৮ ॥ প্রাগাস্য উদগাস্যো বা ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্ ॥ ২১৯ ॥ বিধায়ান্নমনগ্নং তদুপরিষ্টাদধস্তথা। আপোশনবিধানেন কৃত্বাশ্নীয়াৎ সুধীর্দ্বিজঃ ॥ ২২০ ॥ প্রদদ্যাদ্ভুবঃ পতয়ে ভুবনপতয়ে তথা। ভূতানাং পতয়ে স্বাহেত্যুক্ত্বা ভূমৌ বলিত্রয়ম্ ॥ ২২১ ॥ সকৃচ্চাপ উপস্পৃশ্য প্রাণাদ্যাহুতিপঞ্চকম্। দদ্যাজ্জঠরকুণ্ডাগ্নৌ দর্ভপাণিঃ প্রসন্নধীঃ ॥ ২২২ ॥ দর্ভপাণিস্ত যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য দোষো ন বিদ্যতে। কেশকীটাদিসম্ভূতস্তদশ্নীয়াৎ সদর্ভকঃ ॥ ২২৩ ॥ যাবদ্রুচ্যন্নমশ্নীয়ান্নব্রূয়াত্তদ্‌গুণাগুণান্। ভুঞ্জতে পিতরস্তাবদ্যাবন্নোক্তা, গুণাগুণাঃ ॥ ২২৪ ॥ অতো মৌনেন যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে কেবলামৃতম্। অনুপীয় ততঃ ক্ষীরং তক্রং পানীয়মেব বা ॥ ২২৫ ॥ অমৃতাপিধানমসীত্যেবং প্রাশ্যোদকং সকৃৎ। পীতশেষং ক্ষিপেদ্ভূমৌ তোয়ং মন্ত্রমিমং পঠন্ ॥ ২২৬ ॥ অপ্রক্ষালিতহস্তস্য দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূলতঃ। রৌরবেঽপুণ্যনিলয়ে পদ্মার্ব্বুদনিবাসিনাম্ ॥ ২২৭ ॥ উচ্ছিষ্টোদকমিচ্ছুনামক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ২২৮ ॥ পুনরাচম্য মেধাবী শুচির্ভূত্বা প্রযত্নতঃ। হস্তেনোদকমাদায় মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ২২৯ ॥ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ। ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতি বিশ্বভুক্ ॥ ২৩০ ॥ ইত্যন্নং পরিসঙ্কল্প্য প্রক্ষাল্য চরণৌ করৌ। ততোঽন্নপরিণামার্থং মন্ত্রানেতানুদীরয়েৎ ॥ ২৩১ ॥ অগ্নিরাপ্যায়য়ন্ ধাতূন্ পার্থিবান্ পবনেরিতঃ। দত্তাবকাশো নভসা জরয়ত্বস্য মে মুখম্ ॥ ২৩২ ॥ প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা।

না করিয়াই নিত্যশ্রাদ্ধ করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে সামর্থ্য না থাকিলে, দরিদ্র ব্যক্তি, নিজের ভোজ্য অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক যথোক্ত বলি প্রদান করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে দেবপক্ষ নাই এবং তাহাতে অন্যান্য শ্রাদ্ধের ন্যায় বিশেষ বিশেষ নিয়মেরও প্রয়োজন নাই। এই নিত্য শ্রাদ্ধ দক্ষিণারহিত, ইহাতে দাতা বা ভোক্তার ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন নাই। সুস্থমতি অনাতুর ব্যক্তি এই প্রকারে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, প্রশস্ত আসনে উপবেশন করত শোভন গন্ধ ও মাল্য ধারণপূর্ব্বক, শুচিবস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া, প্রশস্ত অন্তঃকরণে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজনের পর, শিশুগণ সমভিব্যাহারে আহার করিবে। আপোশন বিধান দ্বারা অন্নের উপরি ও অধোভাগে অনগ্নত্ব সম্পাদনপূর্ব্বক সুবুদ্ধি দ্বিজ, ভোজন করিবে। পতি, ভুবনপতি, এবং ভূতপতিকে স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এক এক গ্রাস অন্ন ভূমিতে প্রদান করিবে। প্রথমে একবার আচমনপূর্ব্বক কুশহস্ত এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া জঠররূপ কুণ্ডের অগ্নিতে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে পাঁচবার অন্নাহুতি প্রদান করিবে (ইহাই আপোশনবিধি)। যে ব্যক্তি কুশহস্তে ভোজন করে, তাহার অন্নে কেশ ও কীটাদিপাতজন্য দোষ থাকে না; অতএব কুশহস্তে ভোজন করা বিধি। যতক্ষণ রুচি থাকে, ততক্ষণ অন্ন ভোজন করিবে এবং ভোজনসময়ে অন্নের গুণাগুণ বলিবে না। যতক্ষণ অন্নের গুণাগুণ কীর্ত্তন না হয়, ততক্ষণ পিতৃলোক সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। এই কারণে যে ব্যক্তি মৌনী হইয়া ভোজন করে, সে কেবল অমৃতই ভোজন করে। অনন্তর দুগ্ধ, তক্র অথবা কেবল জলপান করিয়া "অমৃতাপিধানমসি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত এক গণ্ডূষ জল পানপূর্ব্বক পীতাবশিষ্ট সেই জল বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। যাঁহারা অনন্ত বৎসর রৌরবনামক নরকে বাস করেন এবং যাঁহারা অপ্রক্ষালিতহস্ত মনুষ্যের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের উচ্ছিষ্ট জল ইচ্ছা করেন, আমার উৎসৃষ্ট এই জল তাঁহাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। মেধাবী ব্যক্তি পুনরায় আচমন করত শুচি হইয়া যত্নসহকারে হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। "যে পুরুষ পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এবং যিনি অঙ্গুষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান, সকল জগতের অধীশ্বর, সেই প্রভু বিশ্বভুক্ প্রসন্ন হউন।" এইরূপে অন্ন ভোজন করত, হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া, ভুক্তান্ন পরিপাকের জন্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবে, "পবনপ্রেরিত মদীয় জঠরাগ্নি, আমার পার্থিব ধাতুসকলের পরিপুষ্টির জন্য আকাশপ্রদত্ত অবকাশ লাভ করত ভুক্ত পদার্থ সকলকে জীর্ণ করুন, আমার সুখ হউক। এই

অন্নং পুষ্টিকরঞ্চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্॥ ২৩৩॥ সমুদ্রো বড়বাগ্নিশ্চ ব্রধ্নো ব্রধ্নস্য নন্দনঃ। ময়াভ্য-বহৃতং যদশেষং জরয়ন্ত্বিমে॥ ৩৪॥ মুখশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা পুরাণশ্রবণাদিভিঃ। অতিবাহ্য দিবাশেষং ততঃ সন্ধ্যাং সমারভেৎ॥ ২৩৫॥ গৃহে গোষ্ঠে নদীতীরে সন্ধ্যা দশগুণা ক্রমাৎ। সম্ভেদে শতগুণা হ্যনন্তা শিবসন্নিধৌ॥ ২৩৬॥ উপাসিতা বহিঃসন্ধ্যা দিবামৈথুনপাতকম্। শময়েদনৃতোক্তাঘং গন্ধং মদ্যজমেব চ॥ ২৩৭॥ সামবেদস্বরূপাঞ্চ বশিষ্ঠর্ষিসমাযুতাম্। কৃষ্ণাঙ্গীং কৃষ্ণবসনাং মনাক্-স্খলিতযৌবনাম্॥ ২৩৮॥ সরস্বতীং তার্ক্ষ্যযানাং বিঘ্নঘ্নীং বিষ্ণুদৈবতাম্। জগতীচ্ছন্দসা যুক্তাং ধ্যায়েদেকাক্ষরাং পরাম্॥ ২৩৯॥ অগ্নিশ্চেতি চ মন্ত্রেণ বিধায়াচমনং সুধীঃ। পশ্চিমাস্যো জপেত্তাবৎ যাবন্নক্ষত্রদর্শনম্॥ ২৪০॥ অতিথিং সায়মায়াস্তমপি বাগ্‌ভূতৃণোদকৈঃ। সম্ভাব্য পরিকল্প্যেত্থং নিশঃ প্রাক্ প্রহরং সুধীঃ॥ ২৪১॥ ইত্থং দিবাকর্ম্ম কৃত্বা শ্রুতেঃ পঠনপাঠনৈঃ। এককাষ্ঠময়ীং শয্যাং নাতিতৃপ্তোঽথ সংবিশেৎ॥ ২৪২॥ উদ্দেশতঃ সমাখ্যাতো হ্যেবং নিত্যতমো বিধিঃ। ইত্থং সমাচরন্ বিপ্রো নাবসীদতি কর্হিচিৎ॥ ২৪৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সদাচারো নাম পঞ্চ-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। পুনর্বিশেষং বক্ষ্যামি সদাচারস্য কুম্ভজ। যং শ্রুত্বাপি নরো ধীমান্ নাজ্ঞানতিমিরং বিশেৎ॥ ১॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ। প্রথমং মাতৃতো জাতা দ্বিতীয়ং চোপনায়নাৎ॥ ২॥ এষা ক্রিয়া নিষেকাদি-শ্মশা-নান্তা চ বৈদিকী। আদধীত সুধীর্গর্ভমৃতৌ মূলং মঘাং ত্যজেৎ॥ ৩॥ স্পন্দনাৎ প্রাক্ পুংসবনং

ভুক্ত অন্ন, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান-নামক শরীরস্থিত বায়ুগণকে পরিপুষ্ট করুক এবং তাহাতে আমার অব্যাহত সুখ হউক। সমুদ্র, বাড়বাগ্নি, সূর্য্য ও সূর্য্যনন্দন—ইঁহারা সকলে আমার ভক্ষিত অন্ন সকলকে জীর্ণ করুন।" অনন্তর মুখশুদ্ধি করিয়া, পুরাণ শ্রবণাদি দ্বারা দিবসের অবশিষ্ট ভাগ অতি-বাহিত করত, সায়ংকালে সন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। গৃহে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে সন্ধ্যা এবং নদীতীরে সন্ধ্যায় যথাক্রমে দশগুণ অধিক ফল হয় এবং নদীসঙ্গমে সন্ধ্যা করিলে, তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল হয়; শিবসমীপে সন্ধ্যার ফল অনন্ত। বহিঃপ্রদেশে সন্ধ্যার উপাসনা করিলে, দিবাকৃত মৈথুনজন্য ও মিথ্যাকথনজন্য এবং মদ্যগন্ধ-আঘ্রাণজন্য প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট হয়। "গায়ত্রী, সরস্বতী এবং সামবেদস্বরূপা, বসিষ্ঠ ঋষি কর্ত্তৃক সমন্বিতা, তাঁহার অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, পরিধানেও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, তিনি ঈষৎ স্খলিত-যৌবনা, গরুড়বাহনা, বিষ্ণুদৈবতা, বিঘ্নবিনাশিনী; তিনি জগতী নামক ছন্দের সহিত যুক্তা ও পরম একাক্ষরস্বরূপা।" সায়ংকালে এইরূপে গায়ত্রীধ্যান করিবে। সুধী ব্যক্তি, 'অগ্নিশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া, পশ্চিমদিকে মুখ করত যাবৎকাল নক্ষত্র দর্শন না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। সায়ংকালে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মধুর বাক্য, স্থান, আসন ও জল প্রদান করিয়া সম্মানপূর্ব্বক আহারাদি করা-ইবে। সুধী ব্যক্তি, এইরূপে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিয়া, অনন্তর শয্যায় গমন করিবে। এইরূপে বেদাধ্যয়নাধ্যাপনাদি দ্বারা দৈনিক কর্ম্মসমাপন করিয়া অনতিতৃপ্তভাবে এককাষ্ঠময়ী শয্যায় শয়ন করিবে। এই আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট অতীব নিত্যকর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ, কখনও অবসন্ন হয় না। ২০৭-২৪৩।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! যাহা শ্রবণ করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অজ্ঞানতিমিরে প্রবেশ করিতে হয় না, আমি পুনরায় সেই সদাচার সম্বন্ধে আরও কিছু বিশেষ বলিতেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে দ্বিজ বলা যায়। ইঁহাদিগের প্রথম জন্ম মাতা হইতে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন হইতে। এই বর্ণত্রয়ের গর্ভাধান হইতে শ্মশানান্ত ক্রিয়াকলাপ, বেদবিহিত। সুবুদ্ধি ব্যক্তি

সীমন্তোন্নয়নং ততঃ। মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমে বাপি জাতেঽথো জাতকর্ম্ম চ॥ ৪॥ নামাহ্ন্যেকাদশে গেহাচ্চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ। মাসেঽন্নপ্রাশনং ষষ্ঠে চূড়াব্দে বা যথাকুলম্॥ ৫॥ শমমেনো ব্রজেদেবং বৈজং গার্ভজমেব চ। স্ত্রীণামেতাঃ ক্রিয়াস্তূষ্ণীং পাণিগ্রাহস্তু মন্ত্রবান্॥ ৬॥ সপ্তমেঽথাষ্টমেবাব্দে সাবিত্রীং ব্রাহ্মণোঽর্হতি। নৃপস্ত্বেকাদশে বৈশ্যো দ্বাদশে বা যথাকুলম্॥ ৭॥ ব্রহ্মতেজোঽভিবৃদ্ধ্যর্থং বিপ্রোঽব্দে পঞ্চমেঽর্হতি। ষষ্ঠে বলার্থী নৃপতির্মৌঞ্জীং বৈশ্যোঽষ্টমে ধ্রিয়েৎ॥ ৮॥ মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বঞ্চ বেদমধ্যাপয়েদ্গুরুঃ। উপনীয় চ তং শিষ্যং শৌচাচারে চ যোজয়েৎ॥ ৯॥ পূর্ব্বোক্তবিধিনা শৌচং কুর্য্যাদাচমনং তথা। দন্তান্ জিহ্বাং বিশোধ্যাথ কৃত্বা মলবিশোধনম্॥ ১০॥ স্নাত্বাব্দৈবতৈর্মন্ত্রৈ প্রাণানায়ম্য যত্নতঃ। উপস্থানং রবেঃ কৃত্বা সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি॥ ১১॥ অগ্নিকার্য্যং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণানভিবাদয়েৎ। ক্রবন্নমুকগোত্রোঽহমভিবাদয় ইত্যপি॥ ১২॥ অভিবাদনশীলস্য বৃদ্ধসেবারতস্য চ। আয়ুর্যশো বলং বুদ্ধির্বর্দ্ধতেঽহরহোঽধিকম্॥ ১৩॥ অধীতে গুরুণাহূতঃ প্রাপ্তং তস্মৈ নিবেদয়েৎ। কর্ম্মণা মনসা বাচা হিতং তস্যাচরেৎ সদা॥ ১৪॥ অধ্যাপ্যা ধর্ম্মতো নার্থাৎ সাধ্যাপ্তজ্ঞানবিত্তদা। শক্তাঃ কৃতজ্ঞাঃ শুচয়োঽদ্রোহকাশ্চানসূয়কাঃ॥ ১৫॥ ধারয়েন্মেখলাদণ্ডোপবীতাজিনমেব চ। অনিন্দ্যেষু চরেদ্ভৈক্ষ্যং ব্রাহ্মণেষ্বাত্মবৃত্তয়ে॥ ১৬॥ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামাদিমধ্যাবসানতঃ। ভৈক্ষ্যচর্য্যা ক্রমেণ স্যাদ্ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা॥ ১৭॥ বাগ্যতো গুর্ব্বনুজ্ঞাতো ভুঞ্জীতান্নমকুৎসয়ন্। একান্নং ন সমশ্নীয়াচ্ছ্রাদ্ধেঽশ্নীয়াত্তথাপদি॥ ১৮॥ অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনম্। অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৯॥ ন দ্বির্ভুঞ্জীত চৈকস্মিন্

মূলা ও মঘা নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া, ঋতুকালে গর্ভাধান করিবে। গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন করিবে। অনন্তর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাস গর্ভে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। অনন্তর পুত্রজন্ম হইলে, জাতকর্ম্ম করিবে। একাদশ দিনে নামকরণ করিবে। চতুর্থমাসে গৃহ হইতে নিষ্ক্রামণ করিবে। বালকের ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন দিবে। এক বৎসর পূর্ণ হইলে, অথবা কুলাচারানুসারে বালকের চূড়া-কর্ম্ম করিবে। এই সকল ক্রিয়া করিলে, বীজগর্ভজ দোষ বিনষ্ট হয়। স্ত্রীগণের এই সমস্ত ক্রিয়া অমন্ত্রক করিবে। বিবাহ কেবল তাহাদের সমন্ত্রক হইবে। সপ্তম বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন প্রদান করিবে এবং ক্ষত্রিয়ের একাদশ বৎসরে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে কিংবা কুলাচারানুসারে উপনয়ন দিবে। ব্রহ্মতেজ-বৃদ্ধির অভিলাষী বিপ্র পঞ্চম বর্ষে এবং বলার্থী ক্ষত্রিয় ও কৃষ্যাদিবৃত্তিবৃদ্ধির অভিলাষী বৈশ্য যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়া থাকে। গুরু, শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার করিয়া তাহাকে মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচাচারে নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে, মলত্যাগ ও শৌচ করিয়া দন্ত জিহ্বা পরিশোধনপূর্ব্বক আচমন করিবে। অনন্তর "জলদৈবত" মন্ত্রসমূহ দ্বারা স্নান করিয়া যত্নসহকারে প্রাণায়ামপূর্ব্বক সন্ধ্যাদ্বয়ে সূর্য্যের উপস্থান করিয়া অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করত "অমুক গোত্র আমি, (আপনার নাম) আপনাকে অভিবাদন করি" এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিবে। ১—১২। যে ব্যক্তি, ব্রহ্মণদিগকে অভিবাদন ও বৃদ্ধগণের সেবা করে, প্রত্যহ তাহার আয়ু, যশ, বল ও বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইয়া, বিদ্যাধ্যয়ন করিবে এবং প্রত্যহ লব্ধদ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবে। কায়মনোবাক্যে সতত তাঁহার হিত করিবে। যাহারা সাধু, বিত্তবন্ত, জ্ঞানদাতা, বিত্তদাতা, শক্ত, কৃতজ্ঞ, শুচি, অদ্রোহক এবং অনসূয়ক, তাহাদিগকে ধর্ম্মত অধ্যায়ন করাইবে। অর্থের আশা করা উচিত নহে। ব্রহ্মচারী হইয়া দণ্ড, মেখলা, উপবীত ও অজিন ধারণ করিবে এবং আত্মজীবনের জন্য অনিন্দিত ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণের ভিক্ষাবাক্যে যথাক্রমে, আদি, মধ্য এবং অন্তে ভবৎশব্দ থাকিবে। (ব্রাহ্মণ বলিবে "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" ক্ষত্রিয় বলিবে, "ভিক্ষাং ভবন্ দেহি," বৈশ্য বলিবে, "ভিক্ষাং দেহি ভবন্") গুরুর অনুমতি পাইলে, মৌনী হইয়া অন্নভোজন করিবে। অন্নের প্রতি ঘৃণা করিবে না। একস্বামিক অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ; তবে শ্রাদ্ধে এবং আপৎকালে একান্নস্বামিক অন্ন ভোজন করিতে পারে। অতি ভোজন রোগকর, আয়ুঃক্ষয়কর, পুণ্যগর্হিত, এবং লোকবিদ্বিষ্ট; অতএব তাহা পরিত্যাজ্য। দ্বিভোজন, এক

দিবা কাপি দ্বিজোত্তমঃ। সায়ং প্রাতর্দ্বিজোঽশ্নীয়াদগ্নিহোত্রবিধানবিৎ॥ ২০॥ মধু মাংসং প্রাণিহিংসা ভাস্করালোকনাঞ্জনে। স্ত্রিয়ং পর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং পরিবাদং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২১॥ ঔপনায়নিকঃ কালো ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পরঃ। আ ষোড়শাদাদ্বাবিংশাদা চতুর্বিংশদব্দতঃ॥ ২২॥ ইতোঽপূর্দ্ধং ন সংস্কার্য্যাঃ পতিতা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ। ব্রাত্যস্তোমেন যজ্ঞেন তৎপাতিত্যং পরিব্রজেৎ॥ ২৩॥ সাবিত্রী পতিতৈঃ সার্দ্ধং ন সম্বন্ধং সমাচরেৎ। ঐনঞ্চ রৌরবং বাস্তং ক্রমাচ্চর্ম্ম দ্বিজন্মনাম্॥ ২৪॥ বসীরন্নানুপূর্ব্ব্যেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ। দ্বিজস্য মেখলা মৌঞ্জী মৌর্ব্বী চ ভুজজন্মনঃ॥ ২৫॥ ভবেৎত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা বিশস্য শণতান্তবী॥ ২৫॥ মুঞ্জাভাবে বিধাতব্যা কুশাশ্মন্তকবল্বজৈঃ। গ্রন্থিনৈকেন সংযুক্তা ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা॥ ২৬॥ উপবীতং ক্রমেণ স্যাৎ কার্পাসং শাণমাবিকম্। ত্রিবৃদূর্দ্ধবৃতং তচ্চ ভবেদায়ুর্বিবৃদ্ধয়ে॥ ২৭॥ বিল্বপালাশয়োর্দ্দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য নৃপস্য তু। ন্যগ্রোধবালদলয়োঃ পীলুডুম্বরয়োর্ব্বিশঃ॥ ২৮॥ আমৌলিং বাললাটং বানাসমূর্দ্ধপ্রমাণতঃ। ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং দণ্ডস্ত্বগাঢ্যো নাগ্নিদূষিতঃ॥ ২৯॥ প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিমুপস্থায় দিবাকরম্। দণ্ডাজিনোপবীতাঢ্যশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং যথোদিতম্॥ ৩০॥ মাতৃমাতৃস্বসৃস্বসৃপিতৃস্বসৃপুরঃসরাঃ। প্রথমং ভিক্ষণীয়াঃ স্যুর্যেতা যা চ ন নো বদেৎ॥ ৩১॥ যাবদ্বেদমধীতে চ চরন্ বেদব্রতানি চ। ব্রহ্মচারী ভবেত্তাবদূর্দ্ধং স্নাতো গৃহী ভবেৎ॥ ৩২॥ প্রোক্তোঽসাবুপকুর্ব্বাণো দ্বিতীয়স্তত্র নৈষ্ঠিকঃ। তিষ্ঠেত্তাবদ্গুরুকুলে যাবৎ স্যাদায়ুষঃ ক্ষয়ঃ॥ ৩৩॥ গৃহাশ্রমং সমাশ্রিত্য যঃ পুনর্ব্রহ্মচর্য্যভাক্। নাসৌ যতির্বনস্থো বা স্যাৎ সর্ব্বাশ্রমবর্জ্জিতঃ॥ ৩৪॥ অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ। আশ্রমস্তু বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তী যতো হি সঃ॥ ৩৫॥

দিবাভাগে দুইবার অন্নভোজন কদাচ করিবে না। অগ্নিহোত্রবিধিজ্ঞ দ্বিজ, দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার এই দুই বার ভোজন করিবে। মধুপান, মাংসভোজন, প্রাণিহিংসা, উদয়াদি সময়ে সূর্য্যদর্শন, অঞ্জনরাগ, স্ত্রীসম্ভোগ, পর্য্যুষিত ভোজন, উচ্ছিষ্টভোজন এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণের উপনয়নের চরমকাল পনর বৎসর দুইমাস পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের একুশ বৎসর দুইমাস এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর দুই মাস পর্য্যন্ত। এই নির্দ্দিষ্ট-কালের পরও যাহারা অনুপনীত থাকে, তাহারা পতিত এবং ধর্ম্মবর্জ্জিত। ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা তাহাদের পাতিত্য দূর হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সাবিত্রী-পতিত ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ হইবে না, দ্বিজ তিনবর্ণের কৃষ্ণসারচর্ম্ম, রুরুচর্ম্ম এবং ছাগচর্ম্ম যথাক্রমে উত্তরীয়। আর শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র ক্ষৌমবস্ত্র এবং মেষলোমসম্ভূত বস্ত্র দ্বিজাতিদিগের যথাক্রমে পরিধেয়। ব্রাহ্মণের মেখলা মৌঞ্জী, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী আর বৈশ্যের শণতন্তুময়ী। মেখলাগুলি ত্রিবৃত্ত (তিন পেঁচ), সম এবং শ্লক্ষ্ণ হইবে। মুঞ্জাতৃণাভাবে মৌঞ্জী দুর্ঘট হইলে, কুশ, অশ্মন্তক তৃণ, অথবা বল্বজ তৃণ দ্বারা মেখলা কর্ত্তব্য। মেখলা একগ্রন্থিযুক্ত, ত্রিগ্রন্থিযুক্ত অথবা পঞ্চগ্রন্থিযুক্ত হইবে। দ্বিজাতিত্রয়ের উপবীত যথাক্রমে কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত, শণসূত্রনির্ম্মিত এবং মেষলোমনির্ম্মিত হইবে। উপবীত ত্রিবৃত্ত হইবে এবং দক্ষিণাবর্ত্ত উপবীত আয়ুর্বৃদ্ধিকর। ১৩—২৭। বিল্ববৃক্ষ অথবা পলাশবৃক্ষের দণ্ড ব্রাহ্মণের, ন্যগ্রোধ অথবা খদিরবৃক্ষের দণ্ড ক্ষত্রিয়ের এবং পীলু অথবা উডুম্বর বৃক্ষের দণ্ড বৈশ্যের হইবে। দণ্ডের ঊর্দ্ধে পরিমাণ—ব্রাহ্মণের মস্তক পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত। দণ্ড, ত্বকযুক্ত হইবে এবং অগ্নি দ্বারা তাহা দূষিত হইবে না। অগ্নিপ্রদক্ষিণ এবং সূর্য্যোপস্থান করিয়া ব্রহ্মচারী দণ্ড, চর্ম্ম ও উপবীতযুক্ত হইয়া যথকীর্ত্তিত ভিক্ষাচরণ করিবে। প্রথম ভিক্ষা—মাতা, মাতৃষসা, ভগিনী অথবা পিতৃষস্য প্রভৃতির নিকট কিম্বা যে রমণী 'না' বলিবে না, তাহার নিকট কর্ত্তব্য। যতকাল, বেদাধ্যয়ন এবং বেদব্রত করে, ততকাল ব্রহ্মচারি-পদবাচ্য থাকে; তাহার পর কৃত-স্নান হইয়া গৃহস্থ হয়। এই প্রকার ব্রহ্মচারীর নাম 'উপকুর্ব্বাণক'। দ্বিতীয় প্রকার ব্রহ্মচারীর নাম 'নৈষ্ঠিক'; এই ব্রহ্মচারী আজীবন গুরুকুলে বাস করিবে। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মচারী হয়, সে না ব্রহ্মচারী, না যতি, না বানপ্রস্থ—কোন আশ্রমই তাহার নাই। দ্বিজ অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিবে না; কারণ

জপং হোমং ব্রতং দানং স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্। কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমভ্রষ্টো নাসৌ তৎফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৬॥ মেখলাজিনদণ্ডাশ্চ লিঙ্গং স্যাদ্‌ব্রহ্মচারিণঃ। গৃহিণো বেদযজ্ঞাদি নখলোম বনস্থিতেঃ॥ ২৭॥ ত্রিদণ্ডাদি যতেরুক্তমুপলক্ষণমত্র বৈ। এতল্লক্ষণহীনস্তু প্রায়শ্চিত্তী দিনে দিনে॥ ৩৮॥ জীর্ণং কমণ্ডলুং দণ্ডমুপবীতাজিনে অপি। অপ্সু তানি নিঃক্ষিপ্য গৃহ্লীতান্যচ্চ মন্ত্রবৎ॥ ৩৯॥ বিদধ্যাৎ ষোড়শে বর্ষে কেশান্তং কর্ম্ম চ ক্রমাৎ। দ্বাবিংশে চ চতুর্ব্বিংশে গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তয়ে॥ ৪০॥ তপোযজ্ঞব্রতেভ্যশ্চ সর্ব্বস্মাচ্ছুভকর্ম্মণঃ। দ্বিজাতীনাং শ্রুতিরেকা হেতুর্নিঃশ্রেয়সশ্রিয়ঃ॥ ৪১॥ বেদারম্ভে বিসর্গে চ বিদধ্যাৎ প্রণবং সদা। অকলোঽহনোক্তো যস্মাৎ পঠিতোঽপি ন সিদ্ধয়ে॥ ৪২॥ বেদস্য বদনং প্রোক্তং গায়ত্রী ত্রিপদা পরা। তিসৃভিঃ প্রণবাদ্যাভির্মহাব্যাহৃতিভিঃ সহ॥ ৪৩॥ সহস্রং সাধিকং কিঞ্চিৎত্রিকমেতজ্জপন্ যমী। মাসং বহিঃ প্রতিদিনং মহাঘাদপি মুচ্যতে॥ ৪৪॥ অত্যন্দমিতি যোঽভ্যস্যেৎ প্রতিষপ্রমনন্যধীঃ। স ব্যোমমূর্ত্তিঃ শুদ্ধাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৪৫॥ ত্রিবর্ণময়মোঙ্কারং ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রয়ম্। পাদত্রয়ঞ্চ সাবিত্র্যাস্ত্রয়ো বেদা অদূদুহন্॥ ৪৬॥ এতদক্ষরমেনাঞ্চ জপেদ্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্। সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্‌বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥ ৪৭॥ বিধিক্রতোর্দশগুণং জপস্য ফলমশ্রুতে। বিধিক্রতোর্দশগুণো জপক্রতুরুদীরিতঃ॥ ৪৮॥ উপাংশুস্তচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসস্ততঃ॥ ৪৯॥ অধীত্য বেদান্ বেদৌ বা বেদং বা শক্তিতো দ্বিজঃ। সুবর্ণপূর্ণধরণীদানস্য ফলমশ্নুতে॥ ৫০॥ শ্রুতিমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্তুং দ্বিজোত্তমঃ। শ্রুত্যভ্যাসো হি বিপ্রস্য পরমং তপ উচ্যতে॥ ৫১॥ হিত্বা শ্রুতেরধ্যয়নং যোঽন্যৎ পঠিতুমিচ্ছতি। স দোগ্ধ্রীং ধেনুমুৎসৃজ্য গ্রামক্রোড়ীং দুধুক্ষতি॥ ৫২॥ উপনীয় চ বৈ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ

আশ্রম ব্যতীত থাকিলে, দ্বিজের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আশ্রমহীন ব্যক্তি, জপ, হোম, ব্রত, দান, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ যা কেন করুক না, তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। মেখলা, চর্ম্ম এবং দণ্ড প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর চিহ্ন; ব্রহ্মযজ্ঞাদি গৃহস্থের চিহ্ন এবং নখলোমাদি বানপ্রস্থের চিহ্ন; আর ত্রিদণ্ড প্রভৃতি যতির লক্ষণ। এই সব লক্ষণহীন আশ্রমীরা প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্ত করিবার যোগ্য হয়। কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত এবং চর্ম্ম জীর্ণ হইলে, ব্রহ্মচারী তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অন্য কমণ্ডলু প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। গৃহস্থাশ্রম-প্রতিপত্তির জন্য, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের যথাক্রমে ষোড়শ বৎসর, দ্বাবিংশ বৎসর এবং চতুর্ব্বিংশ বৎসরে 'কেশান্ত' সংস্কার হইবে। তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্য অপেক্ষা দ্বিজগণের পক্ষে একমাত্র শ্রুতিই মোক্ষলক্ষ্মীর হেতু। বেদের আরম্ভে এবং অবসানে প্রণবযোগ করিবে। কারণ উক্তরূপে প্রণবহীন বেদ পাঠ করিলেও তাহা সিদ্ধিপ্রদ হয় না। প্রণবাদি মহাব্যাহৃতিত্রয় সমন্বিত ত্রিপদা গায়ত্রী বেদের মুখ। প্রণব, মহাব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এতত্রয়, নিয়মপূর্ব্বক একমাস কাল প্রত্যহ গ্রামবহির্ভাগে কিঞ্চিদধিক সহস্র করিয়া জপ করিলে মহাপাতকাদি হইতেও মুক্তিলাভ হয়। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে, কিঞ্চিদধিক একবৎসর কাল প্রত্যহ ইহা জপ করেন, তিনি, আকাশস্বরূপ এবং নির্ম্মলাত্মা হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ২৮—৪৫। তিন বর্ণাত্মক প্রণব, মহাব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রীর তিনপাদ—তিন বেদ হইতে দোহন করা হইয়াছে। যে বেদজ্ঞ ব্যক্তি, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যায় এই অক্ষর (প্রণব) আর ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহার সমগ্রবেদ-পাঠ্য-পুণ্য প্রাপ্তি হয়। বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা জপের ফল দশগুণ পাওয়া যায়। কেননা, বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা জপযজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ; ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে। জপযজ্ঞের মধ্যে আবার রহস্য জপযজ্ঞ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ; মানস জপযজ্ঞ তদপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। দ্বিজ, আপনার শক্তি অনুসারে বেদত্রয়, বেদদ্বয় অথবা এক বেদ অধ্যয়ন করিলে, স্বর্ণপূর্ণ পৃথিবীদানের ফল প্রাপ্ত হন। দ্বিজোত্তম, তপস্যার্থ, সতত বেদাভ্যাসই করিবেন। ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তিত। বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করা আর দুগ্ধবতী ধেনু পরিত্যাগ করিয়া, গ্রাম্যশূকরীদোহনে ইচ্ছা করা তুল্য। যে দ্বিজ, শিষ্যকে উপনীত করিয়া সংকল্প এবং সরহস্য বেদ অধ্যাপন করেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে

তমাচার্য্যং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৫৩ ॥ যোঽধ্যাপয়েদেকদেশং বেদস্যাঙ্গান্যথাপি বা। বৃত্ত্যর্থং স উপাধ্যায়ো বিষজ্ঞিঃ পরিগীয়তে ॥ ৫৪ ॥ যথাবিধি নিষেকাদি যঃ কর্ম্ম কুরুতে দ্বিজঃ। সম্ভাবয়েত্তথান্নেন গুরুঃ স ইহ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৫৫ ॥ অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্। যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ উপাধ্যায়াদ্দশাচার্য্য আচার্য্যাত্তু শতং পিতা। সহস্রন্তু পিতুর্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥ ৫৭ ॥ বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং বাহুজানাস্তু বীর্য্যতঃ। বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ পজ্জাতানাস্তু জন্মতঃ ॥ ৫৮ ॥ যথা দারুময়ো হস্তী যথা কৃত্তিময়ো মৃগঃ। তথা বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়োঽমী নামধারিণঃ ॥ ৫৯ ॥ স্বপ্নে সিক্তা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ। স্নাত্বা চার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ ॥৬০॥ স্বধর্ম্মনিরতানাঞ্চ বেদযজ্ঞক্রিয়াবতাম্। ব্রহ্মচারী চরেদ্ভৈক্ষ্যং বেশ্মসু প্রযতোঽন্বহম্ ॥ ৬১ ॥ অকৃত্বা ভৈক্ষ্যচরণমসমিধ্য হুতাশনম্। অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণব্রতং চরেৎ ॥ ৬২ ॥ যথেষ্টচেষ্টো ন ভবেদ্গুরোর্নয়নগোচরে। ন নাম পরিগৃহ্লীয়াৎ পরোক্ষেঽপ্যবিশেষণম্ ॥৬৩॥ গুরুনিন্দা ভবেদ্যত্র পরিবাদস্তু যত্র চ। শ্রুতী পিধায় বা স্থেয়ং যাতব্যং বা ততোঽন্যতঃ ॥ ৬৪ ॥ খরো গুরোঃ পরিবাদাৎ শ্বা ভবেদ্গুরুনিন্দকঃ। মৎসরী ক্ষুদ্রকীটঃ স্যাৎ পরিভোক্তা ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৬৫ ॥ নাভিবাদ্যা গুরোঃ পত্নী স্পৃষ্ট্বাঙ্ঘ্রী যুবতী সতী। কাপি বিংশতিবর্ষেণ জ্ঞাতৃণা গুণদোষয়োঃ ॥ ৬৬ ॥ স্বভাবশ্চঞ্চলঃ স্ত্রীণাং দোষঃ পুংসামতঃ স্মৃতঃ। প্রমদাসু প্রমাদ্যন্তি কচিন্নৈব বিপশ্চিতঃ ॥ ৬৭ ॥ বিদ্বাংসমপ্যবিদ্বাংসং যতস্তা ধর্ষয়ন্ত্যলম্। স্ববশং বাপি কুর্ব্বন্তি সূত্রবদ্ধশকুন্তবৎ ॥ ৬৮ ॥ ন মাত্রা ন দুহিত্রা বা ন স্বস্রৈকান্তশীলতা। বলবন্তীন্দ্রিয়াণ্যত্র মোহয়ন্ত্যপি কোবিদান্ ॥ ৬৯ ॥ প্রযত্নেন খনন্ যদ্বদ্ ভূমের্ব্বার্য্যধিগচ্ছতি। শুশ্রূষয়া গুরোস্তদ্বদ্বিদ্যাং শিষ্যোঽধিগচ্ছতি ॥ ৭০ ॥

আচার্য্য বলিয়া থাকেন। যিনি বৃত্তির জন্য বেদের একদেশ অথবা বেদাঙ্গসমূহ অধ্যাপন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'উপাধ্যায়' বলেন। যে দ্বিজ, যথাবিধি গর্ভাধানাদি কর্ম্ম করেন এবং অন্ন দ্বারা পালন করেন, সংসারে তিনি অর্থাৎ পিতা 'গুরু' বলিয়া কীর্ত্তিত। যে ব্যক্তি কৃতী হইয়া যাহার অগ্ন্যাধেয়কর্ম্ম, পাকযজ্ঞ এবং অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞ করেন, সেই ব্যক্তি তাহার 'ঋত্বিক্' নামে সংসারে অভিহিত। উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য্যের গৌরব দশগুণ অধিক, আচার্য্য হইতে শতগুণ অধিক গৌরব পিতার, আর পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক গৌরবান্বিতা মাতা। জ্ঞানানুসারে বিপ্রগণের জ্যেষ্ঠতা, বাহুবীর্য্যানুসারে ক্ষত্রিয়গণের জ্যেষ্ঠতা, ধনধান্যানুসারে বৈশ্যগণের জ্যেষ্ঠতা, আর শূদ্রগণেরই জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠতা। কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ এবং অধ্যয়নবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ তুল্য। সেই তিন পদার্থই নামধারী মাত্র। ব্রহ্মচারী দ্বিজ, অনিচ্ছাক্রমে স্বপ্নাবস্থায় স্খলিতবীর্য্য হইলে, স্নান করিয়া সূর্য্য পূজা করিয়া তিনবার "পুনর্মাম্" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে; ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্মনিরত বেদযজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের গৃহে প্রত্যহ, প্রযতভাবে ভিক্ষা করিবে। আতুরতা ব্যতীত সাতদিন ভিক্ষাচরণ এবং অগ্নিসমিন্ধন না করিলে "অবকীর্ণিপ্রায়শ্চিত্ত" করিতে হয়। গুরুর দৃষ্টিপথে যা-ইচ্ছা চেষ্টা করিবে না। যেখানে গুরুনিন্দা হয়, তথায় উপবেশন করিবে না। আর তাঁহার পরোক্ষেও গুরুনাম নির্ব্বিশেষণ গ্রহণ গুরুনিন্দা হয় অথবা যথায় গুরুর পরিবাদ (বিদ্যমান দোষকীর্ত্তন) হয়, তথায় কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া থাকিবে অথবা সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। গুরুর পরিবাদ করিলে গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়, গুরুনিন্দা করিলে কুক্কুরযানি প্রাপ্ত হয়। গুরুদ্বেষ্টা ক্ষুদ্র কীট হয় আর গুরুর অগ্রে ভোজন করিলে, কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়। ৪৬—৬৫। গুণদোষাভিজ্ঞ বিংশতিবর্ষীয় শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নী অতি সাধ্বী হইলেও কদাচ চরণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না। স্ত্রীলোকের চঞ্চল স্বভাব, পুরুষগণেরও দোষ আছে; অতএব পণ্ডিতেরা প্রমদার পক্ষে কদাচ অসাবধান হইবেন না। কারণ রমণীরা পণ্ডিত মুর্খ সকলেরই অতিশয় মনশ্চাঞ্চল্য সম্পাদন করে, অথবা সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাহাদিগকে আত্মবশবর্ত্তী করিয়া ফেলে। মাতা, দুহিতা এবং ভগিনীর সহিতও নির্জ্জন সেবা করিবে না। প্রবল ইন্দ্রিয়নিচয়, পণ্ডিতগণকেও মোহিত করে। যত্নপূর্ব্বক ভূমিখনন করিতে করিতে তাহা হইতে যেমন জল পাওয়া যায়, সেইরূপ শিষ্য গুরুশুশ্রূষা দ্বারা গুরু হইতে বিদ্যালাভ করিতে পারে। ব্রহ্মচারীর

শয়ানমভ্যুদয়তে ব্রধ্নশ্চেদ্ব্রহ্মচারিণম্। প্রমাদাদথ নিম্লোচেজ্জপন্নুপবসেদ্দিনম্॥ ৭১॥ সুতস্য সম্ভবে ক্লেশং সহেতে পিতরৌ চ যৎ। শক্যা বর্ষশতেনাপি নো কর্ত্তুং তস্য নিষ্কৃতিঃ॥ ৭২॥ অতস্তয়োঃ প্রিয়ং কুর্য্যাৎ গুরোরপি চ সর্ব্বদা। ত্রিষু তেষু সুতুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥ ৭৩॥ তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে। তানতিক্রম্য যৎ কুর্য্যাত্তন্ন সিধ্যেৎ কদাচন॥ ৭৪॥ ত্রীনেবামূন্ সমারাধ্য ত্রীন্ লোকান্ স জয়েৎ সুধীঃ। দেববদ্দিবি দিব্যেত তেষাং তোষং বিবর্দ্ধয়ন্॥ ৭৫॥ ভূর্লোকং জননীভক্ত্যা ভুবর্লোকং তথা পিতুঃ। গুরোঃ শুশ্রূষণাত্তদ্বৎ স্বর্লোকঞ্চ জয়েৎ কৃতী॥ ৭৬॥ এতদেব নৃণাং প্রোক্তং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্। যদেতেষাং হি সন্তোষ উপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥ ৭৭॥ অধীত্য বেদান্ বেদৌ বা বেদং বাপি ক্রমাদ্দ্বিজঃ। অপ্রস্খলদ্ব্রহ্মচর্য্যো গৃহাশ্রমমথাশ্রয়েৎ॥ ৭৮॥ অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো বিশ্বেশানুগ্রহাদ্ভবেৎ। অনুগ্রহশ্চ বৈশ্বেশঃ কাশীপ্রাপ্তিকরঃ পরঃ॥ ৭৯॥ কাশীপ্রাপ্ত্যা ভবেজ্জ্ঞানং জ্ঞানান্নির্ব্বাণমৃচ্ছতি। নির্ব্বাণার্থং প্রযত্নো হি সদাচারস্য ধীমতাম্॥ ৮০॥ সদাচারো গৃহে যদ্বন্ন তথান্যাশ্রমান্তরে। বিদ্যাজাতং পঠিত্বান্তে গৃহস্থাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥ ৮১॥ গৃহাশ্রমাৎ পরং নাস্তি যদি পত্নী বশংবদা। আনুকূল্যং হি দম্পত্যোস্ত্রিবর্গোদয়হেতবে॥ ৮২॥ আনুকূল্যং কলত্রঞ্চেৎ ত্রিদিবেনাপি কিং ততঃ। প্রাতিকূল্যং কলত্রঞ্চেন্নরকেণাপি কিং ততঃ॥ ৮৩॥ গৃহাশ্রমঃ সুখার্থীয় ভার্য্যামূলঞ্চ তৎ সুখম্। সা চ ভার্য্যা বিনীতা যা ত্রিবর্গো বিনয়ো ধ্রুবম্॥ ৮৪॥ জলৌকয়োপমীয়ন্তে প্রমদা মন্দবুদ্ধিভিঃ। মৃগীদৃশাং জলৌকানাং বিচারান্মহদন্তরম্॥ ৮৫॥ জলৌকা কেবলং রক্তমাদদানা তপস্বিনী। প্রমদা সর্ব্বদা দত্তে চিত্তং বিত্তং বলং সুখম্॥ ৮৬॥ দক্ষা প্রজাবতী সাধ্বী প্রিয়বাক্ চ বশংবদা। গুণৈরমীভিঃ সংযুক্তা সা শ্রীঃ স্ত্রীরূপধারিণী॥ ৮৭॥ গুরোরনুজ্ঞয়া স্নাত্বা ব্রতং বেদং সমাপ্য চ। উদ্বহেত ততো ভার্য্যাং সবর্ণাং সাধুলক্ষণাম্॥ ৮৮॥ জনেতুর-

শয়ন অবস্থাতেই যদি সূর্য্য উদয় হয়, অথবা প্রমাদতঃ শয়নাবস্থাতেই যদি সূর্য্যাস্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্রহ্মচারী গায়ত্রী জপ করত একদিন উপবাসী থাকিবে। পিতামাতা পুত্র হইলে, যে ক্লেশ সহ্য করেন, শতবৎসরেও সে ঋণ পরিশোধনীয় নহে। অতএব, পিতামাতার এবং গুরুর প্রিয়ানুষ্ঠান করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। সেই তিনজন তুষ্ট থাকিলে, সকল তপস্যাফলই পাওয়া যায়। সেই তিনজনের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাহা করিবে, তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না। যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি এই তিন জনের আরাধনা করে, সে ত্রিলোকজয়ী; তাঁহাদিগের সন্তোষ বৃদ্ধি করিলে, স্বর্গে দেববৎ ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয়। কৃতী ব্যক্তি মাতৃভক্তিবলে, ভূর্লোক, পিতৃভক্তিবলে ভুবর্লোক, আর গুরুশুশ্রূষাবলে স্বর্লোক জয়ে সমর্থ হয়! ইহাঁদিগের সন্তোষসাধনই মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য সমস্ত উপধর্ম্ম বলিয়া কথিত। ক্রমানুসারে বেদত্রয়, বেদদ্বয় অথবা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজ, গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবে। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহেই ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত থাকে, আর বিশ্বেশ্বরের পরম অনুগ্রহই কাশীপ্রাপ্তির হেতু। কাশীপ্রাপ্ত হইলে, জ্ঞান হয়, জ্ঞানপ্রভাবে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের সদাচার-প্রযত্ন নির্ব্বাণমুক্তিরই জন্য। গৃহস্থাশ্রমে যেমন সদাচার, অন্য আশ্রমে তেমনটী নাই। অতএব বিদ্যাসমূহ অধ্যয়ন করিবার পর গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিবে। পত্নী যদি অনুকূলা হয়, তবে, গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা ভাল আর কিছু নাই। দম্পতির পরস্পর আনুকূল্য ত্রিবর্গপ্রাপ্তির হেতু। পত্নী যদি অনুকূলা হয়, তবে স্বর্গে প্রয়োজন কি? আর পত্নী যদি প্রতিকূলা হয়, তবে তদপেক্ষা আর নরক কি আছে? গৃহস্থাশ্রমের ফল, সুখ, সেই সুখের মূল কিন্তু ভার্য্যা; বিনীতা ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা; তাহা হইতেই নিশ্চয় ত্রিবর্গপ্রাপ্তি হয়। মন্দবুদ্ধিগণ, প্রমদাগণকে জলৌকার সহিত উপমিত করিয়া থাকে। কিন্তু বিচার করিলে রমণীতে আর জলৌকাতে অনেক প্রভেদ। ক্ষুদ্রা জলৌকা, কেবল রক্তই গ্রহণ করে, আর প্রমদা মন, ধন, বল, সুখ—সতত গ্রহণ করে। দক্ষতা, সন্তান-সম্পত্তি, সাধ্বীত্ব, প্রিয়বচন এবং পতির আনুকূল্য এই সকল গুণযুক্ত ভার্য্যা শ্রীরূপধারিণী লক্ষ্মী। গুরুর অনুমতিক্রমে ব্রতসমাপন এবং বেদসমাপনান্তে স্নান করিয়া সবর্ণা সুলক্ষণা রমণীকে বিবাহ করিবে। পিতার

সগোত্রা যা মাতুর্যাপ্যসপিণ্ডকা। দারকর্ম্মণি যোগ্যা সা দ্বিজানাং ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে ॥ ৮৯ ॥ স্ত্রীসম্বন্ধেঽপ্যপস্মারি-ক্ষয়িশ্বিত্রিকুলং ত্যজেৎ। অভিশস্তি-সমাযুক্তং তথা কন্যাপ্রসূং ত্যজেৎ ॥ ৯০ ॥ রোগহীনাং ভ্রাতৃমতীং স্বস্মাৎ কিঞ্চিল্লঘীয়সীম্। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সৌম্যাস্যাং মৃদুভাষিণীম্ ॥ ৯১ ॥ ন পর্ব্বতর্ক্ষবৃক্ষাহ্বাং ন নদীসর্পনামিকাম্। ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং সৌম্যাখ্যামুদ্বহেৎ সুধীঃ ॥ ৯২ ॥ ন চাতিরিক্তহীনাঙ্গীং নাতিদীর্ঘাং ন বা কৃশাম্। নালোমিকাং নাতিলোমাং নাস্নিগ্ধস্থূল-মৌলিজাম্ ॥ ৯৩ ॥ মোহাৎ সমুপযচ্ছেত কুলহীনাং ন কন্যকাম্। হীনোপযমনাদ্যাতি সন্তানমপি হীনতাম্ ॥ ৯৪ ॥ লক্ষণানি পরীক্ষ্যাদৌ ততঃ কন্যাং সমুদ্বহেৎ। সুলক্ষণা সদাচারা পত্যুরায়ু-র্বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ ব্রহ্মচারিসমাচার ইতি তে সমুদীরিতঃ। ঘটোদ্ভব প্রসঙ্গেন স্ত্রীলক্ষণমথ ব্রুবে ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সদাচারবর্ণনে ব্রহ্মচারিকৃত্য কথনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। সদা গৃহী সুখং ভুঙ্ক্তে স্ত্রী লক্ষণবতী যদি। অতঃ সুখসমৃদ্ধ্যর্থমাদৌ লক্ষণ-মীক্ষয়েৎ ॥ ১ ॥ বপুরাবর্ত্তগন্ধাশ্চ চ্ছায়া সত্ত্বং স্বরো গতিঃ। বর্ণশ্চেত্যষ্টধা প্রোক্তা বুধৈর্লক্ষণভূমিকা ॥ ২ ॥ আপাদতলমারভ্য যাবন্মৌলিরুহং ক্রমাৎ। শুভাশুভানি বক্ষ্যামি লক্ষণানি মুনে শৃণু ॥ ৩ ॥ আদৌ পাদতলং রেখাস্ততোঽঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীনখাঃ। পৃষ্ঠং গুল্ফদ্বয়ং পার্ষ্ণী জঙ্ঘে রোমাণি জানুনী ॥ ৪ ॥ ঊরূ কটী নিতম্বস্ফিগ্ ভগো জঘনবস্তিকে। নাভিঃ কুক্ষিদ্বয়ং পার্শ্বোদরমধ্যবলিত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥ রোমালী হৃদয়ং বক্ষো বক্ষোজদ্বয়চূচুকম্। জত্রুস্কন্ধাংস-কক্ষাদোর্ম্মণিবন্ধকরদ্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ পাণিপৃষ্ঠং পাণি-তলং রেখাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীনখাঃ। পৃষ্ঠিঃ কৃকাটিকা-কণ্ঠে চিবুকঞ্চ হনুদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥ কপোলৌ বক্ত্রমধরোত্তরোষ্ঠৌ দ্বিজজিহ্বিকাঃ। ঘণ্ঠিকা-তালু হসিতং নাসিকা ক্ষুতমক্ষিণী ॥ ৮ ॥ পক্ষ্মভ্রূকর্ণ-

---

অসগোত্রা এবং মাতামহের অসপিণ্ডা কন্যা, দ্বিজগণের ধর্ম্মবৃদ্ধিকর বিবাহ কার্য্যে যোগ্যা। যে কুলে অপস্মার রোগ, ক্ষয়রোগ অথবা শ্বিত্র রোগ আছে, যে কুলে অপবাদ আছে এবং যে বংশে কন্যাই অধিক জন্মে, বিবাহসম্বন্ধে সে সব কুল পরিত্যাজ্য। দ্বিজ, রোগহীনা ভ্রাতৃমতী, সৌম্যবদনা, মৃদুভাষিণী এবং আপনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবে। সুধী ব্যক্তি, পর্ব্বত, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, সর্প, পক্ষী, নাগ অথবা ভৃত্যবাচক নাম যাহাদের, সে সব কন্যাকে বিবাহ করিবে না; সৌম্যনাম্নী রমণীকে বিবাহ করিবে। হীনাঙ্গী অধিকাঙ্গী, অতিদীর্ঘা, অতিকৃশা লোমহীনা এবং অতিলোমা, এই সব কন্যাকে আর যাহার কেশ রুক্ষ এবং স্থূল, সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে না। কুলহীনা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। মোহ বশতঃ কুলহীনা কন্যাকে বিবাহ করিলে আত্মসন্তানধারাও হীনতা প্রাপ্ত হয়। প্রথম লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তার পর কন্যা বিবাহ করিবে। সুলক্ষণা এবং সদাচারা আর্য্যা পতির আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হে কুম্ভযোনে! এই তোমাকে ব্রহ্মচারীর সদাচার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীলোকের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি। ৬৬—৯৬।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন, স্ত্রী সুলক্ষণা হইলে, গৃহে সর্ব্বদা সুখভোগ করে, অতএব সুখসমৃদ্ধির জন্য প্রথমে স্ত্রীলোকের লক্ষণ পরীক্ষা করা উচিত। দেহ, দেহের আবর্ত্ত, গন্ধ, কান্তি, অন্তঃকরণ, স্বর, গতি এবং বর্ণ—পণ্ডিতেরা লক্ষণের এই অষ্টবিধ স্থান কীর্ত্তন করেন। হে মুনে! পাদতল হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পদ, পদতল, পদতলরেখা, পদাঙ্গুষ্ঠ, পদাঙ্গুলি, পদনখ, পাদপৃষ্ঠ, গুল্ফদ্বয়, পার্ষ্ণিদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, রোমসমূহ, জানুদ্বয়, ঊরুদ্বয়, কটিদ্বয়, নিতম্ব, স্ফিক্, স্ত্রী-অঙ্গ, জঘন, বস্তি, নাভি, কুক্ষিদ্বয়, পার্শ্ব, উদর, মধ্যভাগ, ত্রিবলি, রোমাবলী, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, স্তনদ্বয়, স্তনাগ্র, জত্রু, স্কন্ধ, কক্ষ, বাহুদ্বয়, মণিবন্ধ, করদ্বয়, পাণিপৃষ্ঠ, পাণিতল, পাণিতলের রেখা, করাঙ্গুষ্ঠ, করাঙ্গুলি, করনখ, পৃষ্ঠ, কৃকাটিকা, কণ্ঠ, চিবুক, হনুদ্বয়, কপোলদ্বয়, মুখ, অধর, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা, জিহ্বার অধোভাগ, তালু হাস্য, নাসিকা, ক্ষুত (হাঁচি), চক্ষুর্দ্বয়, পক্ষ্ম,

ভালানি মৌলিসীমন্তমৌলিজাঃ। ষষ্টিঃ ষড়ুত্তরা যোষিদঙ্গলক্ষণসংস্থনিঃ ॥ ৯ ॥ স্ত্রীণাং পাদতলং স্নিগ্ধং মাংসলং মৃদুলং সমম্। অস্বেদমুষ্ণমরুণং বহুভোগোচিতং স্মৃতম্ ॥ ১০ ॥ রূক্ষং বিবর্ণং পরুষং খণ্ডিতপ্রতিবিম্বকম্। সূর্পাকারং বিশুষ্কঞ্চ দুঃখদৌর্ভাগ্যসূচকম্ ॥১১॥ চক্রস্বস্তিকশঙ্খাব্জ-ধ্বজমীনাতপত্রবৎ। যস্যাঃ পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা ॥ ১২ ॥ ভবেদখণ্ডভোগায়োর্দ্ধা মধ্যাঙ্গুলিসঙ্গতা। রেখাখুসর্পকাকাভা দুঃখদারিদ্র্যসূচিকা ॥১৩॥ উন্নতো মাংসলোঽঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোঽতুলভোগদঃ। বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ ॥ ১৪ ॥ বিধবা বিপুলেন স্যাৎ দীর্ঘাঙ্গুষ্ঠেন দুর্ভগা। মৃদবোঽঙ্গুলয়ঃ শস্তা ঘনা বৃত্তাঃ সমুন্নতাঃ ॥ ১৫ ॥ দীর্ঘাঙ্গুলীভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্দ্ধনা। হ্রস্বায়ুঃ সা চ হ্রস্বাভির্ভুগ্নাভির্ভুগ্নবর্ত্তিনী। চিপিটাভির্ভবেদ্দাসী বিরলাভির্দরিদ্রিণী ॥ ১৬ ॥ পরস্পরং সমারূঢ়া পাদাঙ্গুল্যো ভবন্তি হি। হত্বা বহূনপি পতীন্ পরপ্রেষ্যা তদা ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ যস্যাঃ পথি সমায়ান্ত্যা রজো ভূমেঃ সমুচ্ছলেৎ। সা পাংসুলা প্রজায়েত কুলত্রয়বিনাশিনী ॥ ১৮ ॥ যস্যাঃ কনিষ্ঠিকা ভূমিং ন গচ্ছন্ত্যাঃ পরিস্পৃশেৎ। সা নিহত্য পতিং যোষা দ্বিতীয়ং কুরুতে পতিম্ ॥ ১৯ ॥ অনামিকা চ মধ্যা চ যস্যা ভূমিং ন সংস্পৃশেৎ। পতিদ্বয়ং নিহন্ত্যাদ্যা দ্বিতীয়া চ পতিত্রয়ম্ ॥ ২০ ॥ পতিহীনত্বকারিণ্যৌ হীনে তে দ্বে ইমে যদি ॥ ২১ ॥ প্রদেশিনী ভবেৎ যস্যা অঙ্গুষ্ঠাব্যতিরেকিণী। কন্যৈব কুলটা সা স্যাদেষ এব বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥ স্নিগ্ধাঃ সমুন্নতাস্তাম্রা বৃত্তাঃ পাদনখাঃ শুভাঃ। রাজ্ঞীত্বসূচকং স্ত্রীণাং পাদপৃষ্ঠং সমুন্নতম্। অস্বেদমশিরাঢ্যঞ্চ মসৃণং মৃদু মাংসলম্ ॥ ২৪ ॥ দরিদ্রা মধ্যনম্রেণ শিরালেন সদাধ্বগা। রোমাঢ্যেন ভবেদ্দাসী নির্ম্মাংসেন চ দুর্ভগা ॥ ২৫ ॥ গূঢ়ৌ গুল্‌ফৌ শিবায়োক্তাবশিরালৌ সুবর্ত্তুলৌ। স্থপটৌ শিথিলৌ দৃষ্টৌ স্যাতাং দৌর্ভাগ্যসূচকৌ ॥ ২৬ ॥ সমপার্ষ্ণিঃ শুভা নারী পৃথুপার্ষ্ণিশ্চ দুর্ভগা। কুলটোন্নতপার্ষ্ণিঃ স্যাৎ

ভ্রূযুগল, কর্ণ, ললাট, মস্তক, সীমন্ত এবং কেশ এই ষড়ধিক ষষ্টি অবয়ব রমণীর অঙ্গলক্ষণের উত্তম স্থান।১—৯। স্ত্রীলোকের স্নিগ্ধ, মাংসল, কোমল, সমবিন্যস্ত, স্বেদহীন, উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ পদতল, বহুভোগের সূচক বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। রূক্ষ, বিবর্ণ, কর্কশ, খণ্ডিতপ্রতিবিম্ব (ভূমিতে যাহার দাগ সম্পূর্ণ ভাবে পড়ে না), সূর্পাকৃতি এবং বিশুষ্ক পদতল দুঃখ দুর্ভাগ্যের সূচক। চক্র, স্বস্তিক, শঙ্খ, পদ্ম, ধ্বজ, মীন এবং আতপত্ররেখা, যাহার পদতলে, সে রাজপত্নী হয়। যে রমণীর পদতলে উর্দ্ধরেখা মধ্যমাঙ্গুলির সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সুখভোগ হয়, আর ইন্দুর, সর্প এবং কাকের তুল্য রেখা দুঃখদারিদ্র্যের সূচক। উন্নত, মাংসল, বর্ত্তুল অঙ্গুষ্ঠ অতুলনীয় সুখভোগের সূচক। বক্র, হ্রস্ব এবং চেপ্টা অঙ্গুষ্ঠ সুখসৌভাগ্যের বিনাশক। বিশাল অঙ্গুষ্ঠ হইলে বিধবা হয় আর দীর্ঘাঙ্গুষ্ঠা নারী দুর্ভগা হয়। ঘনসন্নিবেশ সমুন্নত কোমল অঙ্গুলিই প্রশস্ত। দীর্ঘ অঙ্গুলি হইলে, কুলটা হয়, কৃশ অঙ্গুলি হইলে অতি নির্দ্ধনা হয়। হ্রস্ব অঙ্গুলি অল্প আয়ুর লক্ষণ, কুটিল অঙ্গুলি হইলে, কুটিলব্যবহারযুক্তা হয়। চেপ্টা অঙ্গুলি হইলে দাসী হয়, বিরলাঙ্গুলি দারিদ্র্যের সূচক। পদাঙ্গুলিচয় যদি পরস্পর উপর্য্যুপরি আরূঢ় হয়, তবে সে রমণী বহু পতিকে (ক্রমশঃ) বিনষ্ট করিয়া পরের দাসী হইয়া থাকে। যে রমণীর গমনে মার্গভূমি হইতে ধূলি উত্থিত হয়, সে কুলত্রয়বিনাশিনী পাংশুলা হইয়া থাকে। যে রমণীর গমন সময়ে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমি স্পর্শ করে না, সে এক স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া দ্বিতীয় স্বামী পরিগ্রহ করে। যাহার অনামিকা অঙ্গুলি, ভূতলস্পৃষ্ট হয় না, সেই দুই স্বামীকে নিহত করে, আর যাহার মধ্যমা অঙ্গুলি ভূতল স্পর্শ না করে, সে তিন স্বামীকে নিহত করে। অনামিকা এবং মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলি যাহার নাই, অথবা ক্ষুদ্র, সে নারী পতিহীনা হয় ; যাহার তর্জ্জনী অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠের সহিত একেবারে মিলিত, সে, কন্যাকালেই কুলটা হয়, ইহা নিশ্চিত প্রবাদ। স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, সুবৃত্ত পদনখ শুভসূচক। স্ত্রীলোকের উন্নত, স্বেদহীন, কোমল, মসৃণ, মাংসল এবং শিরাবিহীন পাদপৃষ্ঠ রাজ্ঞীত্বের সূচক। মধ্যনম্র পাদপৃষ্ঠ দারিদ্র্যের সূচক, আর শিরাবহুল পাদপৃষ্ঠ যাহার, সে রমণী সর্ব্বদা পথিভ্রমণশীলা হইয়া থাকে। পাদপৃষ্ঠ রোমাঢ্য হইলে, দাসী হইতে হয়। মাংসহীন পাদপৃষ্ঠ দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।১০—২১। শিরাহীন সুবর্ত্তুল গূঢ়গুল্‌ফ মঙ্গলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর দেখিতে নিম্ন বা শিথিল গুল্‌ফদ্বয় দুর্ভাগ্যের সূচক। যে রমণীর পার্ষ্ণিভাগ সমান, সে নারী শুভা ; স্থূল-

দীর্ঘপার্ষ্ণিশ্চ দুঃখভাক্ ॥ ২৭ ॥ রোমহীনে সমে স্নিগ্ধে যজ্জঙ্ঘে ক্রমবর্ত্তুলে সা রাজপত্নী ভবতি বিশিরে সুমনোহরে ॥ ২৮ ॥ একরোমা রাজপত্নী দ্বিরোমা চ সুখাবহা। ত্রিরোমা রোমকূপেষু ভবেদ্বৈধব্যদুঃখভাক্ ॥ ২৯ ॥ বৃত্তং পিশিতসংলগ্নং জানুযুগ্মং প্রশস্যতে। নির্ম্মাংসং স্বৈরচারিণ্যা দরিদ্রায়াশ্চ বিশ্লথম্ ॥ ৩০ ॥ বিশিরৈঃ করভাকারৈররুভির্নির্ঘনৈর্ঘনৈঃ। ধ্রুবং তৈস্তু রোমরহিতৈর্ভবেয়ুর্ভূপবল্লভাঃ ॥ ৩১ ॥ বৈধব্যং রোমশৈরুক্তং দৌর্ভাগ্যং চিপিটৈরপি। মধ্যচ্ছিদ্রৈর্মহাদুঃখং দারিদ্র্যং কঠিনত্বচৈঃ ॥ ৩২ ॥ চতুর্ভিরঙ্গুলৈঃ শস্তা কটির্বিংশতিসংযুতৈঃ। সমুন্নতনিতম্বাঢ্যা চতুরস্রা মৃগীদৃশাম্ ॥ ৩৩ ॥ বিনতা চিপিটা দীর্ঘা নির্ম্মাংসা সঙ্কটা কটিঃ। হ্রস্বা রোমযুতা নার্য্যা দুঃখবৈধব্যসূচিকা ॥ ৩৪ ॥ নিতম্ববিম্বো নারীণামুন্নতো মাংসলঃ পৃথুঃ। মহাভোগায় সম্প্রোক্তস্তদন্যোঽশর্ম্মণে মতঃ ॥ ৩৫ ॥ কপিত্থফলবদ্বৃত্তৌ মৃদুলৌ মাংসলৌ ঘনৌ। স্ফিচৌ বলিবিনির্মুক্তৌ রতিসৌখ্যবিবর্দ্ধনৌ ॥ ৩৬ ॥ শুভঃ কমঠপৃষ্ঠাভো গজস্কন্ধোপমো ভগঃ। বামোন্নতস্তু কন্যাজঃ পুত্রজো দক্ষিণোন্নতঃ ॥ ৩৭ ॥ আখুরোমা গূঢ়মণিঃ সুশ্লিষ্টঃ সংহতঃ পৃথুঃ। তুঙ্গঃ কমলবর্ণাভঃ শুভোঽশ্বত্থদলাকৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥ কুরঙ্গখুররূপো যশ্চুল্লিকোদরসন্নিভঃ। রোমশো বিবৃতাস্যশ্চ দৃশ্যনাসোঽতিদুর্ভগঃ ॥ ৩৯ ॥ শঙ্খাবর্ত্তো ভগো যস্যাঃ সা গর্ভমিহ নেচ্ছতি। ত্রিপিটঃ খর্পরাকারঃ কিঙ্করীপদদো ভগঃ ॥ ৪০ ॥ বংশবেতসপত্রাভো গজরোমোচ্চনাসিকঃ। বিকটঃ কুটিলাকারো লম্বগল্লস্তথাশুভঃ ॥ ৪১ ॥ ভগস্য ভালং জঘনং বিস্তীর্ণং তুঙ্গমাংসলম্। মৃদুলং মৃদুরোমাঢ্যং দক্ষিণাবর্ত্তমীড়িতম্ ॥ ৪২ ॥ বামাবর্ত্তঞ্চ নির্ম্মাংসং ভুগ্নং বৈধব্যসূচকম্। সঙ্কটস্ফুটং রুক্ষং জঘনং দুঃখদং সদা ॥ ৪৩ ॥ বস্তিঃ প্রশস্তা বিপুলা মৃদ্বী স্তোকসমুন্নতা। রোমশা চ শিরালা চ রেখাঙ্কা নৈব শোভনা ॥ ৪৪ ॥ গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভী স্যাৎ সুখসম্পদে। বামাবর্ত্তা সমুত্তানা ব্যক্তগ্রন্থির্ন শোভনা ॥ ৪৫ ॥ সূতে সুতান্ বহূন্ নারী পৃথুকুক্ষিঃ সুখাস্পদম্। ক্ষিতীশং জনয়েৎ পুত্রং মণ্ডূকাভেন কুক্ষিণা ॥ ৪৬ ॥ উন্নতেন বলীভাজা সাবর্ত্তেনাপি কুক্ষিণা। বন্ধ্যা প্রব্রজিতা দাসী ক্রমাদ্যোষা ভবেদিহ ॥ ৪৭ ॥ সমৈঃ সমাংসৈর্মৃদুভির্যোষিন্মগ্নাস্থিভিঃ শুভৈঃ। পার্শ্বৈঃ সৌভাগ্যসুখয়োর্নিধানং স্যাদসংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ যস্যা দৃশ্যশিরে পার্শ্বে উন্নতে রোমসংযুতে। নিরপত্যা চ দুঃশীলা সা ভবেদ্দুঃখশেবধিঃ ॥ ৪৯ ॥

পার্ষ্ণি নারী দুর্ভগা। যাহার পার্ষ্ণি উন্নত, সে নারী কুলটা হয়, দীর্ঘপার্ষ্ণিমতী নারী দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। যাহার জঙ্ঘাদ্বয় সম, স্নিগ্ধ, রোমহীন, শিরাহীন, ক্রমবর্ত্তুল এবং অতি মনোহর হইবে, সে রাজপত্নী হইবে। এক এক রোমকূপে যাহার এক একটী রোম, সে নারী রাজপত্নী হয়। দুইটী রোমও সুখের লক্ষণ। কিন্তু যাহার তিনটী রোম থাকে, সে বৈধব্যদুঃখভাগিনী হয়। বর্ত্তুল, মাংসল জানুযুগল প্রশস্ত। যাহার নির্ম্মাংস জানু, সে স্বৈরিণী হয়। অবর্ত্তুল জানু দারিদ্রের সূচক। যাহার উরুদ্বয়, শিরাহীন, করিশুণ্ডাকৃতি ঘন, মসৃণ, সুবর্ত্তুল, রোমরহিত, সে রমণী রাজপত্নী হয়। রোমশ উরু বৈধব্যের সূচক, চেপ্টা উরু দুর্ভাগ্যের সূচক, মধ্যে ছিদ্রযুক্তা উরু মহাদুঃখের সূচক এবং কর্কশত্বক্ উরু দারিদ্র্যের সূচক। রমণীগণের চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত, সমুন্নতনিতম্বশোভিত, চতুরস্র কটিই প্রশস্ত। নিম্ন চেপ্টা, দীর্ঘ, মাংসহীন, কর্কশ হ্রস্ব এবং রোমযুক্ত কটি দুঃখবৈধব্যের সূচক। রমণীগণের উন্নত, মাংসল, বিশাল নিতম্ব, মহাভোগের সূচক বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন নিতম্ব অসুখকর জানিবে। যে নারীর স্ফিক্‌দ্বয় কপিত্থফলবৎ বর্ত্তুল, মাংসল, ঘন এবং বলিহীন, তাহার সম্ভোগ এবং সুখবৃদ্ধি হয়।———বিপুল, কোমল এবং অল্প উন্নত বস্তি প্রশস্ত। রোমশ, শিরাল ও রেখাঙ্কিত বস্তি শোভন নহে। গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত নাভি, সুখ সম্পদের সূচক। বামাবর্ত্ত, উত্তান এবং ব্যক্তগ্রন্থি নাভি, শুভসূচক নহে। বিশালকুক্ষিযুতা নারী সুখিনী হয় এবং অনেক পুত্র প্রসব করে। মণ্ডূকের উদরের ন্যায় যাহার কুক্ষি, তাহার পুত্র রাজা হয়। যাহার কুক্ষি উন্নত, সে বন্ধ্যা হয়; যাহার কুক্ষি বলিযুক্ত সে প্রব্রজিতা হয় এবং যাহার কুক্ষি আবর্ত্তযুক্ত, সে দাসী হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের সম, মাংসল মগ্নাস্থি, কোমল এবং সুদৃশ্য পার্শ্বদেশ সৌভাগ্য ও সুখের সূচক এবং যাহার পার্শ্বদ্বয়, দৃশ্যশিরা উন্নত রোমযুক্ত হয়, সে অপত্যহীনা, দুঃশীলা ও দুঃখযুক্তা হয়।২৭-৪৯। যাহার

উদরেণাতিতুচ্ছেন বিশিরেণ মৃদুত্বচা। যোষিদ্ভবতি ভোগাঢ্যা নিত্যং মিষ্টান্নসেবিনী॥ ৫০॥ কুম্ভাকারং দরিদ্রায় জঠরঞ্চ মৃদঙ্গবৎ। কুষ্মাণ্ডাভং যবাভঞ্চ দুষ্পূরং জায়তে স্ত্রিয়াঃ॥ ৫১॥ সুবিশালোদরী নারী নিরপত্যা চ দুর্ভগা। প্রলম্বজঠরা হন্তি শ্বশুরঞ্চাপি দেবরম্॥ ৫২॥ মধ্যক্ষামা চ সুভগা ভোগাঢ্যা সবলিত্রয়া। ঋজ্বী তন্বী চ রোমালী যস্যাঃ সা শর্ম্ম-নর্ম্মভূঃ॥৫৩॥ কপিলা কুটিলা স্থূলা বিচ্ছিন্না রোমরাজিকা। চৌরবৈধব্যদৌর্ভাগ্যংবিদধ্যাদিহ যোষিতাম্॥ ৫৪॥ নির্লোমহৃদয়ং যস্যাঃ সমং নিম্নত্ববর্জ্জিতম্। ঐশ্বর্য্যঞ্চাপ্যবৈধব্যং প্রিয়প্রেম চ সা লভেৎ॥ ৫৫॥ বিস্তীর্ণহৃদয়া যোষা পুংশ্চলী নির্দ্দয়া তথা। উদ্ভিন্নরোমহৃদয়া পতিং হন্তি বিনিশ্চিতম্॥ ৫৬॥ অষ্টাদশাঙ্গুলততমুরঃ পীবরমুন্নতম্। সুখায় দুঃখায় ভবেদ্ রোমশং বিষমং পৃথু॥ ৫৭॥ ঘনৌ বৃত্তৌ দৃঢ়ৌ পীনৌ সমৌ শস্তৌ পয়োধরৌ। স্থূলাগ্রৌ বিরলৌ শুষ্কৌ বামোরূণাং ন শর্ম্মদৌ॥ ৫৮॥ দক্ষিণোন্নতবক্ষোজা পুত্রিণী স্বগ্রণীর্মতা। বামোন্নতকুচা সূতে কন্যাং সৌভাগ্যসুন্দরীম্॥ ৫৯॥ অরঘট্টঘটীতুল্যৌ কুচৌ দৌঃশীল্যসূচকৌ। পীবরাস্যৌ সান্তরালৌ পৃথুপান্তৌ ন শোভনৌ॥ ৬০॥ মূলে স্থূলৌ ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌ পয়োধরৌ। সুখদৌ পূর্ব্বকালে তু পশ্চাদত্যন্তদুঃখদৌ॥ ৬১॥ সুদৃঢ়ং চুচুকযুগং শস্তং শ্যামং সুবর্ত্তুলম্। অন্তর্ম্মগ্নঞ্চ দীর্ঘঞ্চ কৃশং ক্লেশায় জায়তে॥ ৬২॥ পীবরাভ্যাঞ্চ জত্রুভ্যাং ধনধান্যনিধির্বধূঃ। শ্লথাস্থিভ্যাঞ্চ নিম্নাভ্যাং বিষমাভ্যাং দরিদ্রিণী॥ ৬৩॥ অবদ্ধাবনতৌ স্কন্ধাবদীর্ঘাবকৃশৌ শুভৌ। বক্রৌ স্থূলৌ চ রোমাঢ্যৌ প্রৈষ্যবৈধব্যসূচকৌ॥ ৬৪॥ নিগূঢ়সন্ধী স্রস্তাগ্রৌ শুভাবংসৌ সুসংহতৌ। বৈধব্যদৌ সমুচ্চাগ্রৌ নির্ম্মাংসাবতিদুঃখদৌ॥ ৬৫॥ কক্ষে সুসূক্ষ্মরোমে তু তুঙ্গে স্নিগ্ধে চ মাংসলে। শস্তে ন শস্তে গম্ভীরে শিরালে স্বেদমেদুরে॥ ৬৬॥ স্যাতাং দোষৌ মুনির্দোষৌ গূঢ়াস্থিগ্রন্থিকোমলৌ। বিশিরৌ চ বিরোমাণৌ সরলৌ হরিণীদৃশাম্॥৬৭॥ বৈধব্যং স্থূলরোমাণৌ হ্রস্বৌ দৌর্ভাগ্যসূচকৌ।

উদর ক্ষুদ্র, শিরাহীন ও মৃদুত্বক, সে ভোগাঢ্য হয় ও বহুতর মিষ্টান্ন সেবন করে এবং কুম্ভ, কুষ্মাণ্ড, মৃদঙ্গ ও যবাকার উদর কিছুতেই পূর্ণ হয় না এবং ঐ প্রকার উদর দারিদ্র্যের সূচক। যাহার উদর অতিশয় বিশাল, সে অপত্যহীনা ও দুর্ভগা হয়; যাহার উদর লম্বমান, সে শ্বশুরঘাতিনী ও দেবরঘাতিনী হয়। যাহার মধ্যদেশ কৃশ, সে নারী সৌভাগ্যবতী হয় এবং যাহার মধ্যদেশ ত্রিবলীযুক্ত, সে রমণী ভোগসম্পন্না হয়। যাহার রোমাবলী, ঋজু ও সূক্ষ্ম, সেই স্ত্রী সুখের ক্রীড়াভূমি হয়। স্ত্রীগণের রোমাবলী, কপিলবর্ণ, কুটিল, স্থূল এবং বিচ্ছিন্ন হইলে চৌর্য্য, বৈধব্য; দৌর্ভাগ্য সূচনা করে। যাহার হৃদয় রোমহীন, সম এবং নিম্নত্ববর্জ্জিত, সে ঐশ্বর্য্যবতী ও পতিপ্রেমভাগিনী হয় ও বিধবা হয় না। বিস্তীর্ণহৃদয়া রমণী নির্দ্দয়া ও পুংশ্চলী হইয়া থাকে। যে নারীর হৃদয়ে রোম থাকে, সে নিশ্চয়ই পতিঘাতিনী হয়। অষ্টাদশ অঙ্গুলিপরিমিত, পীবর ও উন্নত বক্ষঃস্থলই সুখসূচক এবং উহা, রোমশ, বিষম ও পৃথু হইলে দুঃখসূচক হইয়া থাকে। রমণীগণের ঘন, বৃত্ত, দৃঢ়, পীন ও সম স্তনদ্বয়ই প্রশস্ত। স্থূলাগ্র, বিরল ও শুষ্ক স্তনদ্বয় দুঃখসূচক। যাহার স্তন দক্ষিণে উন্নত হয়, সে পুত্রবতী ও স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয় এবং যাহার স্তন বামে উন্নত হয়, সে সৌভাগ্যসুন্দরী কন্যা প্রবস করে। ৫০—৫৯। স্তনদ্বয় ঘটীযন্ত্রস্থ ঘটীতুল্য হইলে দুঃশীলতার সূচক হইয়া থাকে। পীবরাস্য, সান্তরাল ও স্থূলোপান্ত স্তনদ্বয় শুভসূচক নহে। যাহার স্তনমূল স্থূল, ক্রমশঃ কৃশ ও অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, সেই নারী প্রথমতঃ সুখভাগিনী হইয়া, পশ্চাৎ অতিশয় দুঃখ ভোগ করে। সুদৃঢ়, শ্যামবর্ণ ও সুবর্ত্তুল চুচুকদ্বয়ই প্রশস্ত। অন্তর্ম্মগ্ন, দীর্ঘ ও কৃশ চুচুকদ্বয় ক্লেশের সূচক। যে নারীর জত্রুদ্বয় পীবর, সে, বহুতর ধন-ধান্যবতী হয় এবং যাহার জত্রু, শ্লথাস্থি, বিষম ও নিম্ন, সে দুঃখিনী হয়; অবদ্ধ, অনত, অদীর্ঘ ও অকৃশ স্কন্ধদ্বয় শুভকর হয় এবং বক্র, স্থূল ও রোমযুক্ত স্কন্ধদ্বয় বৈধব্য ও দাসীত্বের সূচক। নিগূঢ়সন্ধি স্রস্তাগ্র ও সুসংহত স্কন্ধদ্বয় শুভকর এবং সমুন্নতাগ্র স্কন্ধদ্বয়, বৈধব্য ও নির্ম্মাংস স্কন্ধদ্বয় অতিশয় দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। সূক্ষ্মরোমবিশিষ্ট, তুঙ্গ, স্নিগ্ধ ও মাংসল কক্ষদ্বয় প্রশস্ত। গম্ভীর, শিরাল, স্বেদমেদুর কক্ষদ্বয় প্রশস্ত নহে। রমণীগণের গূঢ়াস্থি, গূঢ়গ্রন্থি, কোমল, শিরাহীন, রোমহীন ও সরল বাহুদ্বয় প্রশস্ত। স্থূলরোমযুক্ত বাহুদ্বয় বৈধব্যের সূচক আর হ্রস্ব বাহুদ্বয় দুর্ভাগ্যের সূচক হইয়া থাকে। দুঃক্ষমানি

পরিক্লেশায় নারীণাং পরিবৃত্তশিরৌ ভুজৌ॥ ৬৮॥ অম্ভোজমুকুলাকারমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসম্মুখম্। হস্তদ্বয়ং মৃগাক্ষীণাং বহুভোগায় জায়তে॥ ৬৯॥ মৃদুমধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকম্। প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যমল্পরেখং শুভশ্রিয়ম্॥ ৭০॥ বিধবা বহুরেখেণ বিরেখেণ দরিদ্রিণী। ভিক্ষুকী সুশিরাঢ্যেন নারী করতলেন বৈ॥ ৭১॥ বিরোম বিশিরং শস্তং পাণিপৃষ্ঠং সমুন্নতম্। বৈধব্যহেতু রোমাঢ্যং নির্ম্মাংসং স্নায়ুমত্যজেৎ॥ ৭২॥ রক্তা ব্যক্তা গভীরা চ স্নিগ্ধা পূর্ণা চ বর্ত্তুলা। কররেখাঙ্গনায়াঃ স্যাচ্ছুভ ভাগ্যানুসারতঃ॥ ৭৩॥ মৎস্যেন সুভগা নারী স্বস্তিকেন বসুপ্রদা। পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েদ্ভূপতিং সুতম্॥ ৭৪॥ চক্রবর্ত্তিস্ত্রিয়াঃ পাণৌ নন্দ্যাবর্ত্তঃ প্রদক্ষিণঃ। শঙ্খাতপত্রকমঠা নৃপমাতৃত্বসূচকাঃ॥ ৭৫॥ তুলামানাকৃতী রেখে বণিক্‌পত্নীত্বহেতুকে। গজবাজিবৃষাকারাঃ করে বামে মৃগীদৃশাম্॥ ৭৫॥ রেখা প্রাসাদবজ্রাভা ব্রুয়ুস্তীর্থকরং সুতম্। কৃষীবলস্য পত্নী স্যাচ্ছকটেন যুগেন বা॥ ৭৭॥ চামরাঙ্কুশকোদণ্ডৈ রাজপত্নী ভবেদ্ধ্রুবম্। অঙ্গুষ্ঠমূলান্নির্গত্য রেখা যাতি কনিষ্ঠিকাম্। যদি সা পতিহন্ত্রী স্যাদ্দূরতস্তাং ত্যজেৎ সুধীঃ॥ ৭৮॥ ত্রিশূলাসিগদাশক্তি-দুন্দুভ্যাকৃতিরেখয়া। নিতম্বিনী কীর্ত্তিমতী ত্যাগেন পৃথিবীতলে॥ ৭৯॥ কঙ্কজম্বুকমণ্ডূকবৃকবৃশ্চিকভোগিনঃ। রাসভোষ্ট্রবিড়ালাঃ স্যুঃ করস্থা দুঃখদাঃ স্ত্রিয়াঃ॥ ৮০॥ শুভদঃ সরলোঽঙ্গুষ্ঠো বৃত্তো বৃত্তনখী মৃদুঃ॥ ৮১॥ অঙ্গুল্যশ্চ সুপর্ব্বাণো দীর্ঘা বৃত্তাঃ ক্রমাৎ কৃশাঃ। চিপিটাঃ স্ফুটা রূক্ষাঃ পৃষ্ঠরোমযুজোঽশুভাঃ॥ ৮২॥ অতিহ্রস্বাঃ কৃশা বক্রা বিরলা রোগহেতুকাঃ। দুঃখায়াঙ্গুলয়ঃ স্ত্রীণাং বহুপর্ব্বসমন্বিতাঃ॥ ৮৩॥ অরুণাঃ সশিখাস্তুঙ্গাঃ করজাঃ সুদৃশাং শুভাঃ। নিম্না বিবর্ণা শুক্ত্যাভাঃ পীতা দারিদ্র্যদায়িকাঃ॥ ৮৪॥ নখেষু বিন্দবঃ শ্বেতাঃ প্রায়ঃ স্যুঃ স্বৈরিণীস্ত্রিয়াঃ। পুরুষা অপি জায়ন্তে দুঃখিনঃ পুষ্পিতৈর্নখৈঃ॥ ৮৫॥ অন্তর্নিমগ্নবংশাস্থিঃ পৃষ্ঠিঃ স্যান্মাংসলা

শিরাযুক্ত নারীগণের বাহুদ্বয়, বহু ক্লেশের সূচক। অঙ্গুষ্ঠ এবং সমস্ত অঙ্গুলি মিলাইয়া সম্মুখে আকুঞ্চিত করিলে যাহাদিগের হস্তযুগল কমলকোরকের ন্যায় হয়, সেই মৃগাক্ষীদিগের বহু সুখভোগ হইয়া থাকে। কোমল মধ্যোন্নত, রক্তবর্ণ, অরন্ধ্র, সুশ্রী এবং প্রশস্ত স্বল্পরেখাযুক্ত করতলদ্বয় প্রশস্ত। বহুরেখাযুক্ত করতল বৈধব্যের সূচক; রেখাহীন করতল দারিদ্র্যের সূচক। শিরাযুক্ত করতলবিশিষ্টা নারী ভিক্ষুকী হয়। রোমহীন, শিরাহীন এবং সমুন্নত করপৃষ্ঠ শুভসূচক। শিরাযুক্ত, রোমযুক্ত এবং নির্ম্মাংস করপৃষ্ঠ বৈধব্যের সূচক। রক্তবর্ণ, ব্যক্ত, গভীর, স্নিগ্ধ, বর্ত্তুল ও পূর্ণ কররেখা রমণীর শুভভাগ্যের সূচক। করতলে মৎস্যরেখা থাকিলে, রমণী সৌভাগ্যবতী হয়। স্বস্তিক-রেখা থাকিলে ধনসম্পন্না হয় এবং পদ্মাকার রেখা থাকিলে রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়। স্ত্রীলোকের করতলে চক্রাবর্ত্ত রেখা, প্রদক্ষিণ নন্দ্যাবর্ত্ত রেখা, শঙ্খরেখা, আতপত্ররেখা এবং কমঠাকার রেখা রাজমাতৃত্বের সূচক। যাহার হস্তে তুলামানাকার রেখাদ্বয় থাকিবে, সে বণিকের পত্নী হয়। যে স্ত্রীলোকের বামকরে গজ, বাজী, বৃষ, প্রাসাদ এবং বজ্রাকার রেখা থাকে, সে তীর্থপর্য্যটক পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। যাহার হস্তে শকট বা যুগকাষ্ঠাকৃতি রেখা থাকে, সে কৃষকের পত্নী হইয়া থাকে।৭০—৭৭। যাহার হস্তে চামর, অঙ্কুশ ও ধনুরেখা থাকে, সে নিশ্চয় রাজপত্নী হয়। যে স্ত্রীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নির্গত হইয়া একটী রেখা কনিষ্ঠার মূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, সেই স্ত্রী পতিঘাতিনী হয়; অতএব সুধী ব্যক্তি দূর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার হস্তে ত্রিশূল, অসি, গদা, শক্তি এবং দুন্দুভির ন্যায় রেখা থাকে, সেই রমণী, দান দ্বারা পৃথিবীতে কীর্ত্তিমতী হয়। করতলস্থিত কঙ্ক, শৃগাল, ভেক, বৃক, বৃশ্চিক, সর্প, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বিড়ালাকৃতি রেখা স্ত্রীলোকের দুঃখসূচক। সরল, বৃত্ত, বৃত্তনখ এবং কোমল অঙ্গুষ্ঠ শুভসূচক, উত্তম পর্ব্বযুক্ত, দীর্ঘ, বৃত্ত এবং ক্রমশঃ কৃশ অঙ্গুলিনিচয় শুভ ফলের সূচক। চেপ্টা, সঙ্কুচিত, রূক্ষ এবং পৃষ্ঠে রোমযুক্ত অঙ্গুষ্ঠ অশুভসূচক হয়। অতিশয় হ্রস্ব, কৃশ, বক্র এবং বিরল অঙ্গুলিসমূহ রোগের সূচক। বহু পর্ব্বযুক্ত অঙ্গুলিনিচয় দুঃখের সূচক। রক্তবর্ণশিখ এবং তুঙ্গ নখসমূহ, রমণীগণের শুভসূচক হয় এবং নিম্ন, বিবর্ণ শুক্তিসদৃশ ও পীতবর্ণ নখসমূহ দরিদ্রতার সূচক। যে সমস্ত স্ত্রীর নখসমূহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকে, তাহারা প্রায় স্বৈরিণী হয় এবং পুরুষগণেরও নখ এইরূপ হইলে তাহারা দুঃখী হয়। অন্তর্নিমগ্ন ও মাংসল পৃষ্ঠের বংশাস্থি শুভসূচক হয়।

শুভা। পৃষ্ঠেন রোমযুক্তেন বৈধব্যং লভতে ধ্রুবম্॥৮৬॥ ভুগ্নেন বিনতেনাপি সশিরেণাপি দুঃখিতা। ঋজ্বী কৃকাটিকা শ্রেষ্ঠা সমাংসা চ সমুন্নতা॥৮৭॥ শুষ্কা শিরালা রোমাঢ্যা বিশালা কুটিলাশুভা। মাংসলো বর্ত্তুলঃ কণ্ঠঃ প্রশস্তশ্চতুরঙ্গুলঃ॥৮৮॥ শস্তা গ্রীবা ত্রিরেখাঙ্কা স্বব্যক্তাস্থিঃ সুসংহতা। নির্ম্মাংসা চিপিটা দীর্ঘা স্বপুটা ন শুভপ্রদা॥৮৯॥ স্থূলগ্রীবা চ বিধবা বক্রগ্রীবা চ কিঙ্করী। বন্ধ্যা হি চিপিটগ্রীবা হ্রস্বগ্রীবা চ নিঃসুতা॥৯০॥ চিবুকং দ্ব্যঙ্গুলং শস্তং বৃত্তং পীনং সুকোমলম্। স্থূলং দ্বিধা সংবিভক্তমায়তং রোমশং ত্যজেৎ॥৯১॥ হনুশ্চিবুকসংলগ্না নির্লোমা সুঘনা শুভা। বক্রা স্থূলা কৃশা হ্রস্বা রোমশা ন শুভপ্রদা॥৯২॥ শস্তৌ কপোলৌ বামাক্ষ্যাঃ পীনৌ বৃত্তৌ সমুন্নতৌ। রোমশৌ পরুষৌ নিম্নৌ নির্ম্মাংসৌ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৯৩॥ সমং সমাংসং সুস্নিগ্ধং স্বামোদং বর্ত্তুলং মুখম্। জনেতৃবদনচ্ছায়ং ধন্যানামিহ জায়তে॥৯৪॥ পাটলো বর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধো লেখাভূষিতমধ্যভূঃ। সীমন্তিনীনামধরো ধরাজানিপ্রিয়ো ভবেৎ॥৯৫॥ কৃশঃ প্রলম্বঃ স্ফুটিতো রূক্ষো দৌর্ভাগ্যসূচকঃ। শ্যাবঃ স্থূলোঽধরোষ্ঠঃ স্যাদ্বৈধব্যকলহপ্রদঃ॥৯৬॥ মসৃণো মস্তকাশিস্থাশ্চোত্তরোষ্ঠঃ সুভোগদঃ। কিঞ্চিন্মধ্যোন্নতোঽরোমা বিপরীতো বিরুদ্ধকৃৎ॥৯৭॥ গোক্ষীরসন্নিভাঃ স্নিগ্ধা দ্বাত্রিংশদ্দশনাঃ শুভাঃ। অধস্তাদুপরিষ্টাচ্চ সমাঃ স্তোকসমুন্নতাঃ॥৯৮॥ পীতাঃ শ্যাবাশ্চ দশনাঃ স্থূলা দীর্ঘা দ্বিপঙ্ক্তয়ঃ। শুক্ত্যাকারাশ্চ বিরলা দুঃখদৌর্ভাগ্যকারণম্॥৯৯॥ অধস্থাদধিকৈর্দন্তৈর্মাতরং ভক্ষয়েৎ স্ফুটম্। পতিহীনা চ বিকটৈঃ কুলটা বিরলৈর্ভবেৎ॥১০০॥ জিহ্বেষ্টমিষ্টভোক্ত্রী স্যাচ্ছোণা মৃদ্বী তথাসিতা। দুঃখায় মধ্যসঙ্কীর্ণা পুরোভাগসবিস্তরা॥১০১॥ সিতয়া তোয়মরণং শ্যামরা কলহপ্রিয়া। দরিদ্রিণী মাংসলয়া লম্বয়াভক্ষ্যভক্ষিণী॥১০২॥ বিশালয়া রসনয়া প্রমদাতিপ্রমাদভাক। স্নিগ্ধং কোকনদাভাসং প্রশস্তং তালু কোমলম্॥১০৩॥ সিতে তালুনি বৈধব্যং পীতে প্রব্রজিতা ভবেৎ।

রোমযুক্ত পৃষ্ঠ বৈধব্যের সূচক। ভুগ্ন, বিনত এবং শিরাযুক্ত পৃষ্ঠদেশ দুঃখসূচক। সরল সমাংস ও সমুন্নত কৃকাটিকা শুভসূচক হয়। শুষ্ক, শিরাযুক্ত, রোমাঢ্য,বিশাল এবং কুটিল কৃকাটিকা অশুভসূচক। মাংসল, বর্ত্তুল এবং চতুরঙ্গুলিপরিমিত কণ্ঠদেশ প্রশস্ত। রেখাত্রয়াঙ্কিতা. অব্যক্তাস্থি এবং সুসংহত গ্রীবাই প্রশস্ত। মাংসহীন, চেপ্টা দীর্ঘ ও সঙ্কুচিত গ্রীবা অশুভসূচক। যাহার গ্রীবা অতিশয় স্থূল, সে বিধবা হয়; যাহার গ্রীবা বক্র, সে কিঙ্করী হয়; যাহার গ্রীবা চেপ্টা, সে বন্ধ্যা হয় এবং যাহার গ্রীবা হ্রস্ব, সে অপুত্রক হয়। বৃত্ত, পীন, সুকোমল এবং অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত চিবুক প্রশস্ত। যে রমণীর স্থূল, দ্বিধাবিভক্ত, আয়ত এবং রোমযুক্ত চিবুক, তাহাকে গ্রহণ করিবে না। চিবুকের সহিত সংলগ্ন, নির্লোম ও সুঘন হনু শুভসূচক। বক্র, স্থূল, কৃশ, হ্রস্ব এবং রোমশ হনু শুভসূচক নহে। বৃত্ত, পীন ও সমুন্নত কপোলদ্বয় শুভসূচক। রোমযুক্ত, পরুষ, নিম্ন ও নির্ম্মাংস কপোলদ্বয় অশুভকর, অতএব অগ্রাহ্য। সম, সমাংস, সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধযুক্ত, বর্ত্তুল এবং পিতৃবদনানুকারী বদন, ধন্যা রমণীদিগেরই হয়। পাটলবর্ণ বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ এবং মধ্যস্থলে রেখাবিভূষিত অধর ভূপতিপত্নীত্বের সূচক। কৃশ, প্রলম্ব, স্ফুটিত এবং রূক্ষ অধর দুর্ভাগ্যের সূচক। যে স্ত্রীলোকের নিম্ন ওষ্ঠ শ্যাব ও স্থূল; সে বিধবা ও কলহকারিণী হয়। বরবর্ণিনীর উত্তরোষ্ঠ মসৃণ, মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নত এবং রোমহীন হইলে শোভনভোগপ্রদ হইয়া থাকে এবং ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল প্রদান করে। গোদুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, দ্বাত্রিংশৎ পরিমিত, নীচে ও উপরে সমভাবে অবস্থিত এবং অল্প উন্নত দন্তসমূহ শুভসূচক। পীতবর্ণ, শ্যাব, স্থূল, দীর্ঘ, দ্বিপংক্তি, শুক্ত্যাকার ও বিরল দন্তসমূহ দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের সূচক। নিম্ন পংক্তিতে অধিক দন্ত থাকিলে, সে নিশ্চয় মাতৃনাশিনী হয়; বিকট দন্ত থাকিলে পতিহীনা হয় ও দন্তসমূহ বিরল হইলে নারী কুলটা হইয়া থাকে। উপরিভাগে রক্তবর্ণ, নিম্নে অসিতবর্ণ এবং কোমল জিহ্বা হইলে অতীষ্ট মিষ্টদ্রব্য ভোগ করিয়া থাকে। মধ্যস্থলে সঙ্কীর্ণ ও পুরোভাগে বিস্তীর্ণ জিহ্বা দুঃখের সূচক। যাহার জিহ্বা শুক্লবর্ণ, তাহার জলে মৃত্যু হয়; যাহার জিহ্বা শ্যামবর্ণ, সে কলহপ্রিয় হয়; যাহার জিহ্বা মাংসল, সে দরিদ্র হয়; যাহার জিহ্বা লম্বিত, সে অভক্ষ্য ভক্ষণ করে এবং যাহার রসনা বিশাল, সে অত্যন্ত প্রমাদভাগিনী হয়। স্নিগ্ধ, কোকনদতুল্য এবং কোমল তালু প্রশস্ত।৮৬—১০৩ তালু সিতবর্ণ হইলে বিধবা, পীতবর্ণ হইলে

কৃষ্ণেঽপত্যবিয়োগার্ত্তা রূক্ষে ভূরিকুটুম্বিনী ॥ ১০৪ ॥ কণ্ঠে স্থূলা সুবৃত্তা চ ক্রমতীক্ষ্ণা সুলোহিতা। অপ্রলম্বা শুভা ঘণ্টী স্থূলা কৃষ্ণা চ দুঃখদা ॥ ১০৫ ॥ অলক্ষিতদ্বিজং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎফুল্লকপোলকম্। স্মিতং প্রশস্তং সুদৃশামনিমীলিতলোচনম্ ॥১০৬॥ সমবৃত্তপুটা নাসা লঘুচ্ছিদ্রা শুভাবহা। স্থূলাগ্রা মধ্যনম্রা চ ন প্রশস্তা সমুন্নতা ॥ ১০৭ ॥ আকুঞ্চিতারুণাগ্রা চ বৈধব্যক্লেশদায়িনী। পরপ্রেষ্যা চ চিপিটা হ্রস্বা দীর্ঘা কলিপ্রিয়া ॥ ১০৮ ॥ দীর্ঘায়ুঃকৃৎ ক্ষুতং দীর্ঘং যুগপদ্দ্বিত্রিপিণ্ডিতম্। ললনালোচনে শস্তে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে ॥ ১০৯ ॥ গোক্ষীরবর্ণবিশদে সুস্নিগ্ধে কৃষ্ণপক্ষ্মণী। উন্নতাক্ষী ন দীর্ঘায়ুর্বৃত্তাক্ষী কুলটা ভবেৎ ॥ ১১০ ॥ মেষাক্ষী মহিষাক্ষী চ কেকরাক্ষী ন শোভনা। কামগৃহীলা নিতরাং গোপিঙ্গাক্ষী সুদুর্বৃতা ॥ ১১১ ॥ পারাবতাক্ষী দুঃশীলা রক্তাক্ষী ভর্তৃঘাতিনী। কোটরানয়না দুষ্টা গজনেত্রা ন শোভনা ॥ ১১২ ॥ পুংশ্চলী বামকাণাক্ষী বন্ধ্যা দক্ষিণকাণিকা। রমণী মধুপিঙ্গাক্ষী ধনধান্যসমৃদ্ধিভাক্ ॥ ১১৩ ॥ পক্ষ্মভিঃ সুঘনৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কৃষ্ণৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সুভাগ্যভাক্। কপিলৈর্বিরলৈঃ স্থূলৈর্নিন্দ্যা ভবতি ভামিনী ॥ ১১৪ ॥ ভ্রুবৌ সুবর্ত্তুলে তস্যাঃ স্নিগ্ধে কৃষ্ণে অসংহতে। প্রশস্তে মৃদুরোমাণৌ সুভ্রুবঃ কার্ম্মুকাকৃতী ॥ ১১৫ ॥ খররোমা চ পৃথুলা বিকীর্ণা সরলা স্ত্রিয়াঃ। ন ভ্রূঃ প্রশস্তা মিলিতা দীর্ঘরোমা চ পিঙ্গলা ॥ ১১৬ ॥ লম্বৌ কর্ণৌ শুভাবর্ত্তৌ সুখদৌ চ শুভপ্রদৌ। শঙ্কুলীরহিতৌ নিন্দ্যৌ শিরালৌ কুটিলৌ কৃশৌ ॥ ১১৭ ॥ ভালঃ শিরাবিরহিতো নির্লোমার্দ্ধেন্দুসন্নিভঃ। অনিম্নস্ত্র্যঙ্গুলী নার্য্যাঃ সৌভাগ্যারোগ্য-কারণম্ ॥১১৮॥ ব্যক্ত-স্বস্তিকরেখঞ্চ ললাটং রাজ্যসম্পদে ॥ ১১৯ ॥ প্রলম্বং মস্তকং যস্যা দেবরং হন্তি সা ধ্রুবম্। রোমশেন শিরালেন প্রাংশুনা রোগিণী মতা ॥ ১২০ ॥ সীমন্তঃ সরলঃ শস্তো মৌলিঃ শস্তঃ সমুন্নতঃ। গজকুম্ভনিভো বৃত্তঃ সৌভাগ্যৈশ্বর্য্যসূচকঃ ॥ ১২১ ॥ স্থূলমূর্দ্ধা চ বিধবা দীর্ঘশীর্ষা চ বন্ধকী। বিশালেনাপি

প্রব্রজিতা, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অপত্যবিয়োগপীড়িতা হয় এবং উহা রূক্ষ হইলে বহুকুটুম্বিনী হইয়া থাকে। অস্থূল, সুবৃত্ত, ক্রমতীক্ষ্ণ, সুলোহিত ও অপ্রলম্ব কণ্ঠঘণ্টা (আলজিব) শুভসূচক। স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ কণ্ঠঘণ্টী দুঃখের সূচক। হাস্যকালে যাহার দন্তনিচয় বহির্গত না হয়, গণ্ডস্থল কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠে ও নয়নদ্বয় নিমীলিত হয় না, তাহার হাস্যই শুভসূচক। সমবৃত্ত ও সমপুট এবং স্বল্পচ্ছিদ্রবিশিষ্ট নাসিকা শুভসূচক। স্থূলাগ্র, মধ্যনম্র এবং সমুন্নত নাসিকা প্রশস্ত নহে। আকুঞ্চিত ও অরুণবর্ণ নাসিকাগ্র বৈধব্য-ক্লেশের সূচক। নাসিকা চেপ্টা ও হ্রস্ব হইলে পরপ্রেষ্যা হয়। নাসিকা যাহার দীর্ঘ, সে কলহপ্রিয়া হয়। যে রমণীর ক্ষুত (হাঁচি) দীর্ঘ ও তিন চারিটী একত্রে হয়, সে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণতারকাযুক্ত, গোদুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ, সুস্নিগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণপক্ষযুক্ত লোচনদ্বয় শুভকর হইয়া থাকে। যে উন্নতনয়না, সে অল্পায়ু হয়। বৃত্তনয়না রমণী কুলটা হয়। যাহারা মেষাক্ষী, মহিষাক্ষী ও কেকরাক্ষী, তাহারা দুঃখভাগিনী হয়। যাহার চক্ষু গরুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, সে অতিশয় কামুকী হয়। পারাবতাক্ষী নারী দুঃশীলা হয়; রক্তাক্ষী স্ত্রী পতিনাশিনী হয়; কোটরাক্ষী নারী, অতি দুষ্টা হয়; গজনেত্রা রমণী শোভনা হয় না। যাহার বামচক্ষু কাণ হয়, সে পুংশ্চলী হয় এবং যাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণ হয়, সে বন্ধ্যা হয়। মধুর পিঙ্গলবৎ নয়না রমণী ধনধান্যশালিনী হয়। সুঘন, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও সূক্ষ্ম পক্ষ্মাবলী সৌভাগ্যের সূচক। কপিলবর্ণ বিরল এবং স্থূল পক্ষ্মাবলী থাকিলে নারী নিন্দনীয় হয়। সুবর্ত্তুল স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অমিলিত, কোমলরোমযুক্ত এবং কার্ম্মুকাকৃতি ভ্রূদ্বয়ই প্রশস্ত। খররোমযুক্ত, বিকীর্ণ, সরল, মিলিত, দীর্ঘরোমবিশিষ্ট এবং পিঙ্গলবর্ণ ভ্রূদ্বয় অমঙ্গলসূচক হয়। লম্ববান এবং শুভাবর্ত্ত কর্ণদ্বয় সুখকর ও শুভসূচক। শঙ্কুলীবর্জ্জিত, শিরাযুক্ত, কুটিল ও কৃশ কর্ণদ্বয় নিন্দনীয়। শিরাবিহীন, নির্লোম, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, অনিম্ন এবং অঙ্গুলিত্রয়পরিমিত ভালদেশ নারীর সৌভাগ্য এবং আরোগ্যের কারণ। স্বস্তিকরেখাসম্পন্ন ললাট রাজ্যসম্পৎসূচক। যাহার মস্তক লম্বভাবে অবস্থিত, সে নিশ্চয় দেবরঘাতিনী হয়। রোমশ শিরাল ও উন্নত মস্তক হইলে রোগিণী হইবে, জানিবে। সরল সীমান্তদেশ প্রশস্ত। সমুন্নত করিকুম্ভাকার ও সুবৃত্ত মৌলি সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সূচক। যাহার মস্তক স্থূল, সে বিধবা

শিরসা ভবেদ্দৌর্ভাগ্যভাজনম্॥ ১২২॥ কেশা অলিকুলচ্ছায়াঃ সূক্ষ্মাঃ স্নিগ্ধাঃ সকোমলাঃ। কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাগ্রাশ্চ কুটিলাশ্চাতিশোভনাঃ॥ ১২৩॥ পরুষাঃ স্ফুটিতাগ্রাশ্চ বিরলাশ্চ শিরোরুহাঃ। পিঙ্গলা লঘবো রুক্ষা দুঃখদারিদ্র্যবন্ধদাঃ॥ ১২৪॥ ভ্রুবোরন্তর্ললাটে বা মশকো রাজ্যসূচকঃ। বামে কপোলে মশকঃ শোণো মিষ্টান্নদঃ স্ত্রিয়াঃ॥ ১২৫॥ তিলকং লাঞ্ছনং বাপি হৃদি সৌভাগ্যকারণম্॥১২৬॥ যস্যা দক্ষিণবক্ষোজে শোণে তিলকলাঞ্ছনে। কন্যাচতুষ্টয়ং সূতে সূতে সা চ সুতত্রয়ম্॥ ১২৭॥ তিলকং লাঞ্ছনং শোণং যস্যা বামে কুচে ভবেৎ। একং পুত্রং প্রসূয়াদৌ ততঃ সা বিধবা ভবেৎ॥ ১২৮॥ গুহ্যস্য দক্ষিণে ভাগে তিলকং যদি যোষিতঃ। তদা ক্ষিতিপতেঃ পত্নী সূতে বা ক্ষিতিপং সুতম্॥ ১২৯॥ নাসাগ্রে মশকঃ শোণো মহিষ্যা এব জায়তে। কৃষ্ণঃ স এব ভর্ত্তৃঘ্ন্যাঃ পুংশ্চল্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৩০॥ নাভেরধস্তাত্তিলকং মশকো লাঞ্ছনং শুভম্। মশকস্তিলকং চিহ্নং গুল্ফদেশে দরিদ্রকৃৎ॥ ১৩১॥ করে কর্ণে কপোলে বা কণ্ঠে বামে ভবেদ্যদি। এষাং ত্রয়াণামেকন্তু প্রাগ্গর্ভে পুত্রদং ভবেৎ॥ ১৩২॥ ভালগেন ত্রিশূলেন নির্ম্মিতেন স্বয়ম্ভুবা। নিতম্বিনীসহস্রাণাং স্বামিত্বং যোষিদাপ্নুয়াৎ। সুপ্তা প্রস্পন্দিং যা তু দন্তান্ কিটিকিটায়তে। সুলক্ষ্মাপি ন সা শস্তা যা কিঞ্চিৎ প্রলপেত্তথা। পাণৌ প্রদক্ষিণাবর্ত্তো ধর্ম্ম্যো বামো ন শোভনঃ। নাভৌ শ্রুতাবুরসি বা দক্ষিণাবর্ত্ত ঈড়িতঃ॥ ১৩৫॥ সুখায় দক্ষিণাবর্ত্তঃ পৃষ্ঠবংশস্য দক্ষিণে। অন্তঃপৃষ্ঠং নাভিসমো বহ্বায়ুঃপুত্রবর্দ্ধনঃ॥ ১৩৬॥ রাজপত্ন্যাঃ প্রদৃশ্যেত ভগমৌলৌ প্রদক্ষিণঃ। স চেচ্ছকটভঙ্গঃ স্যাদ্বহ্বপত্যসুখপ্রদঃ। কটিগো গুহ্যবেধেন পত্যপত্যনিপাতনঃ॥ ১৩৭॥ স্যাতামুদরবেধেন পৃষ্ঠাবর্ত্তৌ ন শোভনৌ। একেন হন্তি ভর্ত্তারং ভবেদন্যেন পুংশ্চলী॥ ১৩৮॥ কণ্ঠগো দক্ষিণাবর্ত্তো দুঃখবৈধব্যহেতুকঃ। সীমন্তেঽথ ললাটে বা ত্যাজ্যো দূরাৎ প্রযত্নতঃ॥ ১৩৯॥ সা পতিং

হয়; যাহার মস্তক দীর্ঘ, সে বেশ্যা হয়, এবং যাহার মস্তক বিশাল, সে দুর্ভাগা হইয়া থাকে। অলিকুলের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, কোমল কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাগ্র কুটিলকুন্তল অতি শুভসূচক। পরুষ স্ফুটিতাগ্র, বিরল, পিঙ্গলবর্ণ, লঘু ও রুক্ষ কেশসমূহ দুঃখ, দারিদ্র্য এবং বন্ধের সূচক। স্ত্রীলোকের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে বা ললাটে মশক থাকিলে, তাহা রাজ্যের সূচক হয়। রমণীর বাম কপোলে শোণবর্ণ মশক-রেখা বহুতর মিষ্টান্ন ভোগের সূচক। রমণীর হৃদয়ে তিলক কিংবা পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজ বা ত্রিশূলাদিচিহ্ন সৌভাগ্যসূচক। যাহার দক্ষিণস্তনে শোণবর্ণ তিলক বা পদ্মাদি-চিহ্ন থাকে, সে চারি কন্যা এবং তিন পুত্র প্রসব করে। যাহার বামস্তনে তিলক বা পদ্মাদি চিহ্ন থাকে, সে প্রথমে একটী পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হয়। যাহার গুহ্যের দক্ষিণ ভাগে তিলক থাকে, সে রাজপত্নী হয়, অথবা রাজমাতা হয়। রাজমহিষীরই নাসিকার অগ্রভাগে রক্তবর্ণ মশকচিহ্ন দেখা যায়। নাসিকার অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ মশক-চিহ্ন পতিবিনাশের এবং অসতীত্বের সূচক। নাভির নিম্নে তিলক, মশক ও পদ্মাদি চিহ্ন শুভসূচক। গুল্ফদেশে মশক বা তিলক-চিহ্ন দরিদ্রতার সূচক। কর, কর্ণ কপোল অথবা বামকণ্ঠে তিলক, মশক এবং পদ্মাদি-চিহ্নের মধ্যে কোন একটী চিহ্ন থাকিলে নারী প্রথমগর্ভে পুত্র প্রসব করে।১০৪-১৩২। যাহার ললাটে বিধিলিখিত ত্রিশূলচিহ্ন থাকে, সে বহু সহস্র স্ত্রীর উপর আধিপত্য করে। যে স্ত্রী নিদ্রাবস্থায় দন্তে দন্তে কট কট শব্দ করে বা প্রলাপ করে, সুলক্ষণা হইলেও তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে। হস্তের রোমসমূহ প্রদক্ষিণাবর্ত্ত হইলে ধর্ম্মসূচক হয় এবং বামাবর্ত্ত হইলে শুভসূচক হয় না। নাভি, কর্ণ ও বক্ষস্থলের দক্ষিণাবর্ত্ত রোম শুভসূচক। পৃষ্ঠবংশের দক্ষিণে দক্ষিণাবর্ত্ত রোম সুখসূচক। পৃষ্ঠের মধ্যস্থল নাভির ন্যায় বর্ত্তুলাকার হইলে, রমণী দীর্ঘায়ু ও পুত্রবতী হইয়া থাকে। রাজমহিষীর স্ত্রী-অঙ্গের উপর দক্ষিণাবর্ত্ত রোম থাকে। শকটাকৃতি দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে, বহু অপত্য এবং বহু সুখও হয়। কটির রোমাবর্ত্ত যদি গুহ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে, পতি এবং অপত্যনাশ হইয়া থাকে। পৃষ্ঠের রোমাবর্ত্তদ্বয় যদি উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে শুভকর হয় না। সেই একটী আবর্ত্ত নারীকে পতিঘাতিনী করে, অন্যটী তাহাকে পুংশ্চলী করিয়া থাকে। রোম দক্ষিণাবর্ত্ত কণ্ঠস্থিত হইলে দুঃখ ও বৈধব্যের সূচক হয়। যাহার সীমন্তে কিংবা ললাটে দক্ষিণাবর্ত্ত থাকে,

হন্তি বর্ষেণ যস্যা মধ্যে কৃকাটিকম্। প্রদক্ষিণো বা বামো বা রোমামাবর্ত্তকঃ স্ত্রিয়াঃ। একো বা মূর্দ্ধনি যৌ বা বামে বামগতৌ যদি। আদশাহং পতিঘ্নৌ তৌ ত্যাজ্যৌ দূরাৎ সুবুদ্ধিনা। ১৪১। কট্যাবর্ত্তা চ কুলটা নাভ্যাবর্ত্তা পতিব্রতা। পৃষ্ঠাবর্ত্তা চ ভর্ত্তৃঘ্নী কুলটা বাথ জায়তে। ১৪২। স্কন্দ উবাচ। সুলক্ষণাপি দুঃশীলা কুলক্ষণাশিরোমণিঃ। অলক্ষণাপি সা সাধ্বী সর্ব্বলক্ষণভূঃ সা। ১৪৩। সুলক্ষণা সুচারিত্রা স্বাধীনপতিদেবতা। বিশ্বেশানুগ্রহাদেব গৃহে যোষিদবাপ্যতে। ১৪৪। অলঙ্কৃতাঃ সুবাসিন্যো যাভিঃ প্রাক্তনজন্মনি। নানাবিধৈরলঙ্কারৈস্তাঃ সুরূপা ভবন্তি হি। ১৪৫। সুতীর্থেষু বপুর্যাভিঃ ক্ষয়িতং বা বিহায়িতম্। তা লাবণ্যতরঙ্গিণ্যো ভবন্তীহ সুলক্ষণাঃ। ১৪৬। অর্চ্চিতা জগতাং মাতা যাভির্মৃভবধূরিব। তা ভবন্তি সুচারিত্রা যোষাঃ স্বাধীনভর্ত্তৃকাঃ। ১৪৭। স্বাধীনপতিকানাঞ্চ সুশীলানাং মৃগীদৃশাম্। স্বর্গাপবর্গাবত্রৈব সুলক্ষণফলং হি তৎ। ১৪৮। সুলক্ষণৈঃ সুচরিতৈরপি মন্দায়ুষং পতিম্। দীর্ঘায়ুষং প্রকুর্ব্বন্তি প্রমদাঃ প্রমদাস্পদম্। ১৪৯। অতঃ সুলক্ষণা যোষা পরিণেয়া বিচক্ষণৈঃ। লক্ষণানি পরীক্ষ্যাদৌ হিত্বা দুর্লক্ষণান্যপি। ১৫০। লক্ষণানি মযোক্তানি সুখায় গৃহমেধিনাম্। বিবাহানপি বক্ষ্যামি তন্নিবোধ ঘটোদ্ভব। ১৫১।

ইতি শ্রীস্কান্দে স্ত্রীলক্ষণবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৭।

তাহাকে প্রযত্নসহকারে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা বিধি। যাহার কৃকাটিকার মধ্যস্থলে বামাবর্ত্ত বা দক্ষিণাবর্ত্ত রোমসমূহ থাকে, সে বৎসরের ভিতর পতিকে বিনষ্ট করে। মস্তকে একটী ও বামভাগে দুইটী বামাবর্ত্ত দশ দিনের মধ্যেই পতিবিনাশের সূচক। অতএব সুবুদ্ধি-ব্যক্তি দূর হইতেই সেই আবর্ত্তবতী নারীকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার কটিতে আবর্ত্ত থাকে, সে কুলটা হয়; যাহার নাভিতে আবর্ত্তক থাকে, সে পতিব্রতা হয়, যাহার পৃষ্ঠে থাকে, সে পতিনাশিনী অথবা কুলটা হয়। স্কন্দ বলিলেন, যে স্ত্রী সুলক্ষণা হইয়াও দুঃশীলা হয়, সে কুলক্ষণার শিরোমণি; যে স্ত্রী অলক্ষণা হইয়াও সাধ্বী হয়, সেই স্ত্রী সকল সুলক্ষণের আশ্রয়। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে, সুলক্ষণাক্রান্তা সুচরিত্রা, নিজের বশবর্ত্তিনী ও পতিদেবতা স্ত্রী গৃহস্থাশ্রমে পাওয়া যায়। পূর্ব্বজন্মে কুমারিগণকে যাহারা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছে, সেই সকল রমণীই ইহজন্মে সুরূপা হইয়া থাকে। যাহারা পূর্ব্বজন্মে কোন পুণ্যতীর্থে স্নান বা দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই ইহজন্মে লাবণ্যময়ী ও সুলক্ষণা হয়। যাহারা পূর্ব্বজন্মে জগন্মাতা ভবানীর পূজা করিয়াছে, তাহারাই সুন্দর চরিত্রযুক্তা হয় এবং পতি তাহাদের বশবর্ত্তী হয়। পতি যাহাদের অনুকূল, সেই সকল সুশীলা হরিণনয়না রমণীগণের এই স্থানেই স্বর্গ ও মুক্তিসুখ; কেননা, সুলক্ষণের ফলই তাই। প্রমদাগণ, স্বীয় সুচরিত্র এবং সুলক্ষণসমূহের ফলে স্বল্পায়ু স্বামীকেও দীর্ঘ-জীবী করিয়া আনন্দভাজন করেন। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ প্রথমে লক্ষণসমূহ পরীক্ষা করিয়া, দুর্লক্ষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক, সুলক্ষণা স্ত্রীকেই বিবাহ করিবে। হে কুম্ভযোনে! আমি গৃহিগণের সুখের জন্য স্ত্রীলক্ষণ-সমূহ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে বিবাহসমূহ বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৩৩—১৫১।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। বিবাহা ব্রাহ্মদৈবার্ষাঃ প্রাজাপত্যাসুরৌ তথা। গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চাপি পৈশাচোঽষ্টম উচ্যতে। ১। স ব্রাহ্মো বরমাহূয় যত্র কন্যা স্বলঙ্কৃতা। দীয়তে তৎসুতঃ পূয়াৎ পুরুষানেকবিংশতিম্। ২। যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈবস্তজ্জঃ পাতি চতুর্দ্দশ। বরাদাদায়

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে অগস্ত্য! ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ কথিত আছে। তন্মধ্যে, বরকে আহ্বান করিয়া সালঙ্কারা কন্যা প্রদান করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে; এই বিবাহে বিবাহিত কন্যার গর্ভজাত পুত্র একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করে। যজ্ঞকর্ম্মে রত ঋত্বিককে কন্যা দান করিলে দৈব বিবাহ বলে; তদ্গর্ভজাত

গোদ্বন্দ্বমার্ষস্তজ্জঃ পুনাতি ষট্ ॥ ৩ ॥ সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিত্যুক্তা দীয়তেঽর্থিনে। যত্র কন্সা প্রাজাপত্যস্তজ্জো বংশান্ পুনাতি ষট্ ॥ ৪ ॥ চত্বার এতে বিপ্রাণাং ধর্ম্ম্যাঃ পাণিগ্রহাঃ স্মৃতাঃ। আসুরঃ ক্রয়ণাদ্দ্রব্যৈর্গান্ধর্ব্বোঽন্যোন্তমৈত্রতঃ ॥ ৫ ॥ প্রসহ্য কন্সাহরণাদ্রাক্ষসো নিন্দিতঃ সতাম্। ছলেন কন্সাহরণাৎ পৈশাচো গর্হিতোঽষ্টমঃ ॥ ৬ ॥ প্রায়ঃ ক্ষত্রবিশোরুক্তা গান্ধর্ব্বাসুররাক্ষসাঃ। অষ্টমস্ত্বেব পাপিষ্ঠঃ পাপিষ্ঠানাঞ্চ সম্ভবেৎ ॥ ৭ ॥ সবর্ণয়া করো গ্রাহ্যো ধার্য্যঃ ক্ষত্রিয়য়া শরঃ। প্রতোদো বৈশ্যয়া ধার্য্যো বাসোঽন্তঃ শূদ্রয়া তথা ॥ ৮ ॥ অসবর্ণাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতো দৃষ্টশ্চ বেদনে। সবর্ণাভিস্ত সর্ব্বাভিঃ পাণির্গ্রাহ্যস্ত্বয়ং বিধিঃ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্ম্যৈর্বিবাহৈর্জায়ন্তে ধর্ম্ম্যা এব শতায়ুষঃ। অধর্ম্ম্যৈর্ধর্ম্মরহিতা মন্দভাগ্য-ধনায়ুষঃ ॥ ১০ ॥ ঋতুকালাভিগমনং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহিণঃ পরঃ। স্ত্রীণাং বরমনুস্মৃত্য যথাকাম্যথবা

সন্তান চতুর্দ্দশ পুরুষ পবিত্র করে। বরের নিকট গো-মিথুন লইয়া কন্যা দিলে আর্ষ বিবাহ কহে; তদুৎপন্ন পুত্র ছয় পুরুষ উদ্ধার করে। "তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন কর" এই কথা বলিয়া বরকে কন্যা প্রদত্ত হইলে প্রাজাপত্য কহে; এই কন্যার তনয় ছয় পুরুষ পূত করে। এই চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানুগত। ধন দ্বারা ক্রয় করিলে আসুর, পরস্পরের অনুরাগে গান্ধর্ব্ব, বলপূর্ব্বক কন্যাহরণে রাক্ষস—এই বিবাহ সজ্জননিন্দিত ও কোন ছলে কন্যা হরণ করিলে পৈশাচ বিবাহ—ইহা গর্হিত কথিত হয়। এতন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস এই তিন বিবাহ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু অষ্টম পৈশাচ বিবাহ অতি পাপময়, পাপিষ্ঠদিগেরই মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে! সজাতীয় বিবাহকালে পাণিগ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করিবে; কিন্তু ক্ষত্রিয়কন্যা শর, বৈশ্যকন্যা প্রতোদ (পাঁচন বাড়ি) ও শূদ্রকন্যা বসনাঞ্চল যে গ্রহণ করিবে, ইহা অসবর্ণপরিণয় স্থলেই উক্ত হইল ও তাহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমান সমান বর্ণের বিবাহ স্থলে সকলেই পাণিগ্রহণ করিবে, এই বিধি জানিও। ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহে ধর্ম্মিষ্ঠ শতবর্ষজীবী সন্তান হয় ও অধর্ম্ম বিবাহে অধার্ম্মিক হতভাগ্য নির্ধন অল্পজীবী সন্তান হইয়া থাকে। ঋতুকালে পত্নীগমনই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম; অথবা নারীদিগের প্রতি যে বর

ভবেৎ ॥ ১১ ॥ দিবাভিগমনং পুংসামনায়ুষ্যং পরং মতম্। শ্রাদ্ধাহঃ সর্ব্বপর্ব্বাণি যত্নাত্ত্যাজ্যানি ধীমতা ॥ ১২ ॥ তত্র গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং মোহাদ্ধর্ম্মাৎ প্রচ্যবতে পরাৎ ॥ ১৩ ॥ ঋতুকালাভিগামী যঃ স্বদারনিরতশ্চ যঃ। স সদা ব্রহ্মচারী চ বিজ্ঞেয়ঃ সদ্গৃহাশ্রমী ॥ ১৪ ॥ ঋতুঃ ষোড়শযামিন্সশ্চতস্রস্তাসু গর্হিতাঃ। পুত্রাস্তাস্বপি যা যুগ্মা অযুগ্মাঃ কন্সকাপ্রজাঃ ॥ ১৫ ॥ ত্যক্তা চন্দ্রমসং দুষ্টং মঘাং পৌষ্ণং বিহায় চ। শুচিঃ সন্নিবিশেৎ পত্নীং পুন্নামর্ক্ষে বিশেষতঃ। শুচিং পুত্রং প্রসূয়েত পুরুষার্থপ্রসাধকম্ ॥ ১৬ ॥ আর্ষে বিবাহে গোদ্বন্দ্বং যদুক্তং তন্ন শস্যতে। শুল্কমণ্বপি কন্যায়াঃ কন্যাবিক্রয়পাপকৃৎ ॥ ১৭ ॥ অপত্যবিক্রয়ী কল্পং বসেদ্বিট্‌ক্রিমিভোজনে। অতো নাণ্বপি কন্যায়া উপজীবেৎ পিতা ধনম্ ॥ ১৮ ॥ স্ত্রীধনান্যুপজীবন্তি যে মোহাদিহ বান্ধবাঃ। ন কেবলং নিরয়গাস্তেষামপি হি পূর্ব্বজাঃ ॥ ১৯ ॥ পত্যা তুষ্যতি যত্র স্ত্রী তুষ্যেদ্ যত্র স্ত্রিয়া পতিঃ। তত্র তুষ্টা মহালক্ষ্মীর্নিবসেদ্দানবারিণা ॥ ২০ ॥ বাণিজ্যং নৃপতেঃ সেবা বেদানধ্যয়নং তথা।

আছে, তাহা স্মরণ করিয়া কামনানুসারে গমন করাও ধর্ম্মমধ্যে গণ্য। ১—১১ ॥ দিবসে স্ত্রীগমন পুরুষের পরমায়ুঃক্ষয়কর; অতএব মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি দিবাভাগ ও সমস্ত পর্ব্বদিন যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ষোড়শরাত্রি; তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি গর্হিত; যুগ্ম রাত্রিতে গমনে পুত্র ও অযুগ্ম রাত্রিতে গমনে কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে! দুঃস্বচন্দ্র, মঘা ও মূলা নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া, বিশেষতঃ পুংনক্ষত্রে, শুচি হইয়া পত্নীতে উপগত হইবে, তাহা হইলে পুরুষার্থসাধক শুচি পুত্র জন্মিবে। আর্ষ বিবাহে যে গোমিথুনদানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রশস্ত নহে; কারণ কন্যা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ শুল্কেও কন্যাবিক্রয়জনিত পাপ হইয়া থাকে। অপত্যবিক্রয়ী প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিট্‌কৃমিভোজন-নামক নিরয়ে বাস করে; অতএব পিতা কন্যার কিঞ্চিন্মাত্র ধনেও জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না। পিত্রাদি বান্ধবগণ মোহবশতঃ স্ত্রীধন উপজীবিকা করিলে, তাঁহারা কেবল নরকগামী হয় না, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও নরকে গমন করে। যথায় পতি, পত্নীর উপরে সন্তুষ্ট ও পত্নী, পতির উপরে তুষ্ট, তথায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও বিষ্ণু সন্তুষ্টচিত্তে বাস করেন।

কুবিবাহঃ ক্রিয়ালোপঃ কুলে পতনহেতবঃ ॥ ২১ ॥ কুর্য্যাদ্বৈবাহিকে বহ্নৌ গৃহ্যং কর্ম্মান্বহং গৃহী। পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াঞ্চাপি পক্তিং দৈনন্দিনীমপি ॥ ২২ ॥ গৃহস্থাশ্রমিণঃ পঞ্চসূনাকর্ম্ম দিনে দিনে। কণ্ডনী পেষণী চুল্লী হ্রদকস্তস্ত মার্জ্জনী ॥ ২৩ ॥ তাসাঞ্চ পঞ্চসূনানাং নিরাকরণহেতবঃ। ক্রতবঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টা গৃহিশ্রেয়োঽভিবর্দ্ধনাঃ ॥ ২৪ ॥ পাঠনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ স্যাত্তর্পণঞ্চ পিতৃক্রতুঃ। হোমো দৈবো বলির্ভৌতোঽতিথ্যর্চ্চা নৃক্রতুঃ ক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥ পিতৃপ্রীতিং প্রকুর্ব্বাণঃ কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধমন্বহম্। অন্নোদকপয়োমূলফলৈর্ব্বাপি গৃহাশ্রমী ॥ ২৬ ॥ গোদানেন চ যৎ পুণ্যং পাত্রায় বিধিপূর্ব্বকম্। সংকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষাং দত্ত্বা তৎফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ তপোবিদ্যাসমিদ্দীপ্তে হুতং বিপ্রাস্যপাবকে। তারয়েৎ বিঘ্নসঙ্ঘেভ্যঃ পাপাব্ধেরপি দুস্তরাৎ ॥ ২৮ ॥ অনর্চ্চিতোঽতিথিগেঁহাদ্ভগ্নাশো যস্য গচ্ছতি। আজন্মসঞ্চিতাৎ পুণ্যাৎ ক্ষণাৎ স হি বহির্ভবেৎ ॥ ২৯ ॥ সান্ত্বপূর্ব্বাণি বাক্যানি শয্যার্থে ভূস্তৃণোদকে। এতান্যপি প্রদেয়ানি সদাভ্যাগততুষ্টয়ে ॥ ৩০ ॥ গৃহস্থঃ পরপাকাদী প্রেত্য তৎপশুতাং ব্রজেৎ। শ্রেয়ঃ পরান্নপুষ্টস্য গৃহ্নীয়াদন্নদো যতঃ ॥ ৩১ ॥ আদিত্যোঢ়োঽতিথিঃ সায়ং সৎকর্ত্তব্যঃ প্রযত্নতঃ। অসৎকৃতোঽন্যতো গচ্ছন দুষ্কৃতং ভূরি যচ্ছতি ॥ ৩২ ॥ ভুঞ্জানোঽতিথিশেষান্নমিহায়ুর্ধনভাগ্ভবেৎ। প্রণোদ্যাতিথিমন্নাশী কিল্বিষী চ গৃহাশ্রমী ॥ ৩৩ ॥ বৈশ্বদেবান্তসম্প্রাপ্তঃ সূর্য্যোঢ়ো বাতিথিঃ স্মৃতিঃ। ন পূর্ব্বকাল আয়াতো ন চ দৃষ্টচরঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৪ ॥ বলিপাত্রকরে বিপ্রে যদ্যন্যোঽতিথিরাগতঃ। অদত্ত্বা তং বলিং তস্মৈ যথাশক্ত্যান্নমর্পয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ কুমারাশ্চ স্ববাসিন্যো গর্ভিণ্যোঽতিরুজান্বিতাঃ। অতিথেরাদিতোঽপ্যেতে ভোজ্যা নাত্র বিচারণা ॥ ৩৬ ॥ পিতৃদেবমনুষ্যেভ্যো দত্ত্বাশ্নাত্যমৃতং গৃহী। স্বার্থং পচন্নঘং ভুঙক্তে কেবলং স্বোদরম্ভরিঃ ॥ ৩৭ ॥ মাধ্যাহ্নিকং বৈশ্বদেবং গৃহস্থঃ স্বয়মাচরেৎ। পত্নী

বাণিজ্য, রাজসেবা, বেদপাঠবর্জ্জন, কুবিবাহ ও কর্ম্মলোপ এই কয়েকটী কুলের অধঃপতনের কারণ গৃহস্থ প্রতিদিন বৈবাহিক বহ্নিতে গৃহ্যকর্ম্ম, পঞ্চযজ্ঞ ও দৈনন্দিন পাকক্রিয়া সমাধা করিবে। উদূখল মূষল, পেষণী (শিলনোড়া), চুল্লী (আখা), জলকুম্ভ ও সম্মার্জ্জনী এই পাঁচটি গৃহস্থের দৈনিক সূনা (জীবহিংসার স্থান)। এই পাঁচটী সূনাদোষ নিরাকরণের জন্য গৃহস্থের শ্রেয়স্কর বক্ষ্যমাণ পঞ্চযজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, ব্রহ্মযজ্ঞ; অন্নাদি দ্বারা পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ; হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বৈশ্বদেব বলির নাম ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ। গৃহস্থ পিতৃলোকের প্রীতির জন্য অন্ন, জল, দুগ্ধ, ফল ও মূল দ্বারা প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে। সৎপাত্রে গোদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, ভিক্ষুককে যথাবিধি সম্মান করিয়া ভিক্ষা দিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। তপস্যা ও বিদ্যারূপ ইন্ধনে প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণের মুখরূপ অনলে হব্যকব্যের আহুতি দিলে, দুস্তর পাপসমুদ্র ও বিঘ্নরাশি হইতে গৃহস্থ উদ্ধার লাভ করে। অতিথি সৎকৃত না হইয়া যাহার গৃহ হইতে হতাশ ভাবে প্রতিগমন করে, সে তৎক্ষণাৎ আজন্মসঞ্চিত পুণ্যের বহির্ভূত হয়। অতএব অতিথির সন্তোষের জন্য প্রিয়বাক্য, শয়নার্থ তৃণ, বিশ্রামভূমি ও পাদপ্রক্ষালনার্থ জল অন্ততঃ দেওয়া উচিত।১২—৩০। যে গৃহস্থ আতিথ্যলোভে পরান্ন ভোজন করে, সে মৃত হইয়া সেই অন্নদাতার পশুরূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং ঐ অন্নদাতা তাহার পুণ্য প্রাপ্ত হয়। অতিথি সূর্য্য অস্তমিত করিয়া গৃহে আসিলেও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক সৎকার করিবে; অন্যথা অসৎকৃত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে গৃহস্থকে পাপরাশি প্রদান করিয়া থাকে। এই জগতে অতিথির অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে দীর্ঘায়ু ও ধনবান হইয়া থাকে আর অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্নভোজন করিলে গৃহস্থ পাপগ্রস্ত হয়। বৈশ্বদেব বলির অন্তে অথবা সূর্য্যাস্তকালে আসিলে অতিথি কহে; তৎপূর্ব্বে আগত কিংবা কোন স্থানে দৃষ্টপূর্ব্ব অতিথি মধ্যে গণ্য নহে। ব্রাহ্মণ হস্তে বলিপাত্র গ্রহণ করিয়াছে ইত্যবসরে যদি অন্য অতিথি আসে তাহা হইলে তাহাকে সেই বলি প্রদান করিয়া যথাশক্তি অন্নপাক করিয়া দিবে। নববিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ, দুহিতা, বালক, গর্ভিণী ও রুগ্ন ব্যক্তিকে অতিথির অগ্রে ভোজন করাইবে; এতদ্বিষয়ে কোন বিচার করিবে না। গৃহস্থ পিতৃলোক দেবতা ও মনুষ্যকে অন্ন দিয়া অবশিষ্ট ভোজন করিলে অমৃত ভোজন করে আর যে উদরপরায়ণ ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত পাক করিয়া ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। গৃহস্থ ব্যক্তি

সায়ং বলিং দদ্যাৎ সিদ্ধান্নৈর্মন্ত্রবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৮ ॥ এতৎ সায়ন্তনং নাম বৈশ্বদেবং গৃহাশ্রমে। সায়ং প্রাতর্ভবেদেবং বৈশ্বদেবং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৯ ॥ বৈশ্বদেবেন যে হীনা আতিথ্যেন বিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বে তে বৃষলা জ্ঞেয়াঃ প্রাপ্তবেদা অপি দ্বিজাঃ ॥ ৪০ ॥ অকৃত্বা বৈশ্বদেবন্তু ভুঞ্জতে যে দ্বিজাধমাঃ। ইহলোকেঽন্নহীনাঃ স্যুঃ কাকযোনিং ব্রজন্ত্যথ ॥ ৪১ ॥ বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ। তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নুয়াৎ সদ্গতিং পরাম্ ॥ ৪২ ॥ ষষ্ঠ্যষ্টম্যোর্বসেৎ পাপং তৈলে মাংসে সদৈব হি। পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তথৈব চ ভগে ক্ষুরে ॥ উদয়ন্তং ন চেক্ষেত নাস্তয়ন্তং ন মধ্যগম্। ন রাহুগোপসৃষ্টঞ্চ নাম্বুসংস্থং দিবাকরম্ ॥ ৪৪ ॥ ন বীক্ষেতাত্মনো রূপমাপ্ত ধাবেন্ন বর্ষতি। নোল্লঙ্ঘয়েদ্‌বৎসতন্ত্রীং ন নগ্নো জলমাবিশেৎ ॥ ৪৫ ॥ দেবতায়তনং বিপ্রং ধেনুং মধু মৃদং ঘৃতম্। জাতিবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধং বিদ্যাবৃদ্ধং তপস্বিনম্ ॥ ৪৬ ॥ অশ্বত্থং চৈত্যবৃক্ষঞ্চ গুরুং জলভৃতং ঘটম্। সিদ্ধান্নং দধি সিদ্ধার্থং গচ্ছন্ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪৭ ॥ রজস্বলাং ন সেবেত নাশ্নীয়াৎ সহ ভার্য্যয়া। একবাসা ন ভুঞ্জীত ন ভুঞ্জীতোৎকটাসনে ॥ ৪৮ ॥ নাশ্নন্তীং স্ত্রীং সমীক্ষেত তেজস্কামো দ্বিজোত্তমঃ। অসমর্প্য পিতৃন্ দেবান্ নাদ্যাদন্নং নবং ক্বচিৎ। পকান্নকাপি নো মাংসং দীর্ঘকালং জিজীবিষুঃ ॥ ৪৯ ॥ ন মূত্রং গোব্রজে কুর্য্যান্ন বল্মীকে ন ভস্মনি। ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ ন ব্রজন্নপি ॥ ৫০ ॥ গোবিপ্রসূর্য্যবায়্বগ্নি-চন্দ্রার্কাম্বুগুরূনপি। অভিপশ্যন্ন কুর্ব্বীত মলমূত্রবিসর্জ্জনম্ ॥ ৫১ ॥ তিরস্কৃত্যাবনিং লোষ্টকাষ্ঠপর্ণতৃণাদিভিঃ। প্রাবৃত্য বাসসা মৌলিং মৌনী বিণ্মূত্রমুৎসৃজেৎ ॥ ৫২ ॥ যথাসুখমুখো রাত্রৌ দিনে ছায়ান্ধকারয়োঃ। ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জ্জনম্ ॥ ৫৩ ॥ মুখেনোপধমেন্নাগ্নিং নগ্নাং নেক্ষেত যোষিতম্। নাজ্‌স্রৌ প্রতাপয়েদগ্নৌ ন বস্ত্বশুচি নিঃক্ষিপেৎ ॥ ৫৪ ॥ প্রাণিহিংসাং ন কুর্ব্বীত নাশ্নীয়াৎ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ। ন সংবিশেত সন্ধ্যায়াং প্রত্যক্‌সৌম্যশিরা অপি ॥ ৫৫ ॥

মধ্যাহ্নকালীন বৈশ্বদেব বলি স্বয়ং করিবে ও তাহার পত্নী সায়ংকালে সিদ্ধ অন্ন অমন্ত্রক বলি দিবে। ইহাকেই সায়ংকালীন বৈশ্বদেব-বলি বলা যায়। ইহা সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিহিত। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিলেও যদি বৈশ্বদেব ও অতিথি-সংস্কারবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৃষল বলে। যাহারা বৈশ্বদেববলি না করিয়া ভোজন করে, তাহারা ইহলোকে নিরন্ন হয় ও দেহান্তে কাকযোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ অনলসভাবে প্রতিদিন বেদোক্ত স্বকীয় কর্ম্ম করিবে; যথাশক্তি তাহা করিলে স্বর্গগামী হইয়া থাকে। ষষ্ঠী, অষ্টমী চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশী তিথিতে তৈল, মাংস, মৈথুন ও ক্ষৌরকর্ম্মে পাপ নিয়ত আশ্রয় করিয়া থাকে। রাহুগ্রস্ত, উদয় ও অস্তগমনোন্মুখ, নভোমধ্যগত ও জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে অবলোকন করিবে না। জলমধ্যে আত্মরূপ দেখিবে না, বারিবর্ষণকালে ধাবমান হইবে না, বৎসবন্ধনরজ্জু লঙ্ঘন করিবে না ও নগ্নাবস্থায় জলমধ্যে প্রবেশ করিবে না। দেবগৃহ, বিপ্র, ধেনু, মধু উদ্ধৃত মৃত্তিকা, ঘৃত, জন্মবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ তপস্বী, অশ্বত্থবৃক্ষ চৈত্যবৃক্ষ, গুরু, জলপূর্ণ কুম্ভ, সিদ্ধান্ন, দধি ও সর্ষপ ইহাদিগকে গমনের সময়ে দক্ষিণাবর্ত্তে করিবে। রজোদর্শন কালে তিন দিন পত্নীতে উপগত হইবে না। পত্নীর সহিত একপাত্রে ভোজন করিবে না এবং একবস্ত্রে ও উৎকট আসনে বসিয়া আহার করিবে না। তেজোলাভের ইচ্ছা থাকিলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পত্নীর ভোজন করিবার কালে তাহাকে দর্শন করিবে না! দীর্ঘজীবনপ্রার্থী হইলে দেবতা ও পিতৃগণকে নিবেদন না করিয়া কখনই নবান্ন ভোজন করিবে না ও পশুযাগ না করিয়া মাংস ভক্ষণ করিবে না। গোষ্ঠ, বল্মীক, ভস্ম ও যাহাতে প্রাণী বিদ্যমান আছে, এতাদৃশ গর্ত্তে, কিংবা গমন করিতে করিতে ও দণ্ডায়মান ভাবে অথবা গো, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, জল ও গুরুজনকে দর্শন করত মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। কাষ্ঠ, লোষ্ট, তৃণ ও পত্র প্রভৃতি দ্বারা ভূমি আবৃত করিয়া বস্ত্রে মস্তক আচ্ছাদন করত মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বিণ্মূত্র পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে ও দিবসে ছায়ায় ও অন্ধকারস্থলে, ভয়স্থানে এবং প্রাণবাধ সময়ে যে-কোন দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারে। মুখ দ্বারা অগ্নিতে ফুৎকার করিবে না, নগ্নাবস্থায় নারী দর্শন করিবে না, অগ্নিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না ও অমেধ্যবস্তু নিক্ষেপ করিবে না। প্রাণিহিংসা, দ্বিসন্ধ্য ভোজন ও সন্ধ্যাকালে বা পশ্চিমাস্য ও উত্তরাস্য হইয়া শয়ন করিবে না। দীর্ঘজীবনে কামনা থাকিলে জল-

বিমূত্রষ্ঠীবনং নাপ্সু কুর্য্যাদ্দীর্ঘং জিজীবিষুঃ ॥ ৫৬ ॥ নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নেন্দ্রচাপং প্রদর্শয়েৎ । নৈকঃ সুপ্যাৎ কচিচ্ছূন্যে ন শয়ানং প্রবোধয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ পন্থানং নৈকলো যায়ান্ন বার্য্যঞ্জলিনা পিবেৎ । ন দিবোদ্ধৃতসারঞ্চ ভক্ষয়েদ্দধি নো নিশি ॥ ৫৮ ॥ স্ত্রীধর্ম্মিণ্যা নাভিবদেন্নদ্যাদাতৃপ্তি রাত্রিষু । তৌর্য্যত্রিকপ্রিয়ো ন স্যাৎ কাংস্যে পাদৌ ন ধাবয়েৎ ॥৫৯॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যোঽশ্নীয়াজ্জ্ঞানবর্জ্জিতঃ দাতুঃ শ্রাদ্ধফলং নাস্তি ভোক্তা কিল্বিষভুগ্ ভবেৎ ॥ ন ধারয়েদন্যভুক্তং বাসশ্চোপানহাবপি । ন ভিন্নভাজনেঽশ্নীয়ান্নাসীতাগ্ন্যাদিদূষিতে ॥ ৬১ ॥ আরোহণং গবাং পৃষ্ঠে প্রেতধূমং সরিত্তরম্ । বালাতপং দিবাস্বাপং ত্যজেদ্দীর্ঘং জিজীবিষুঃ ॥ ৬২ ॥ স্নাত্বা ন মার্জ্জয়েদ্গাত্রং বিসৃজেন্ন শিখাং পথি । হস্তৌ শিরো ন ধুন্বয়ান্নাকর্ষেদাসনং পদা ॥ ৬৩ ॥ নোৎপাটয়েল্লোমনখং দশনেন কদাচন । করজৈঃ করজচ্ছেদং তৃণচ্ছেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ শুভায় ন যদায়ত্যাং ত্যজেত্তৎকর্ম্ম যত্নতঃ । অদ্বারেণ ন গন্তব্যং স্ববেশ্মপরবেশ্মনোঃ ॥ ৬৫ ॥ ক্রীড়েন্নাক্ষৈঃ সহাসীত ন ধর্ম্মঘ্নৈর্ন রোগিভিঃ । ন শয়ীত কচিন্নগ্নঃ পাণৌ-ভুঞ্জীত নৈব চ ॥ ৬৬ ॥ আর্দ্রপাদকরস্তোঽশ্নন্ দীর্ঘকালঞ্চ জীবতি । সংবিশেন্নার্দ্রচরণো নোচ্ছিষ্টঃ কচিদাব্রজেৎ ॥ ৬৭ ॥ শয়নস্থো ন চাশ্নীয়ান্ন পিবেন্ন জপেদ্দ্বিজঃ । সোপানৎকশ্চ নাচামেৎ ন তিষ্ঠন্ ধারয়া পিবেৎ ॥ ৬৮ ॥ সর্ব্বং তিলময়ং নাদ্যাৎ সায়ং শর্ম্মাভিলাষুকঃ । ন নিরীক্ষেত বিণ্মূত্রে নোচ্ছিষ্টঃ সংস্পৃশেচ্ছিরঃ ॥ ৬৯ ॥ নাধিতিষ্ঠেত্তুষাঙ্গার-ভস্মকেশকপালিকাঃ । পতিতৈঃ সহ সংবাসঃ পতনায়ৈব জায়তে ॥ ৭০ ॥ শ্রাবয়েদ্বৈদিকং মন্ত্রং ন শূদ্রায় কদাচন । ব্রাহ্মণ্যাদ্ধীয়তে বিপ্র শূদ্রো ধর্ম্মাচ্চ হীয়তে ॥ ৭১ ॥ ধর্ম্মোপদেশঃ শূদ্রাণাং স্বশ্রেয়ঃ প্রতিঘাতয়েৎ । দ্বিজশুশ্রূষণং ধর্ম্মঃ শূদ্রাণাং হি পরো মতঃ ॥ ৭২ ॥ কণ্ডূয়নং হি শিরসঃ পাণিভ্যাং ন শুভং মতম্ । আতাড়নং করাভ্যাঞ্চ ক্রোশনং কেশলুঞ্চনম্ ॥ ৭৩ ॥ অশাস্ত্র-

---

মধ্যে বিণ্মূত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না, বৎসের দুগ্ধপান কালে বলিয়া দিবে না ও ইন্দ্রধনু কাহাকেও দেখাইবে না। নির্জ্জন গৃহে একাকী শয়িত হইবে না, নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না, একাকী পথে চলিবে না ও অঞ্জলি সহযোগে বারিপান করিবে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া অজ্ঞান বশতঃ পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে পাপভাগী হয় ও দাতা, শ্রাদ্ধফললাভে বঞ্চিত হয়। দিবাভাগে উদ্ধৃতসার দুগ্ধ প্রভৃতি ও রাত্রিকালে দধিভক্ষণ নিষিদ্ধ। ঋতুমতীর সহিত একত্র বাস করা উচিত নহে ও রাত্রিকালে আকণ্ঠ ভোজন অবৈধ। নৃত্যগীতবাদ্যে আসক্ত হইবে না ও কাংস্যপাত্রে পাদ প্রক্ষালন করিবে না, ভগ্নপাত্রে ভোজন করিবে না ও অগ্নি প্রভৃতি অশুচি পদার্থসম্পর্কে অপবিত্র স্থানে অবস্থান করিবে না। গোপৃষ্ঠে আরোহণ, চিতাধূম, নদীসন্তরণ, নবোদিত সূর্য্যের রৌদ্র ও দিবানিদ্রা দীর্ঘজীবনেচ্ছু ব্যক্তির ত্যাগ করা উচিত। স্নানান্তে গাত্রমার্জ্জনা, পথে শিখাত্যাগ, মস্তক কম্পন, পাদ দ্বারা আসনাকর্ষণ, দন্ত দ্বারা নখলোমোৎপাটন এবং নখ দ্বারা নখ ও তৃণচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য নহে। শুভাকাঙ্ক্ষায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা কদাচ ত্যাগ করিবে না, নিজগৃহে কিম্বা পরগৃহে অদ্বার দিয়া গমন নিষিদ্ধ। পণ ব্যতিরেকে অক্ষক্রীড়া করিবে না এবং রোগী কিম্বা অধার্ম্মিকদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিবে না। নগ্নাবস্থায় শয়ন ও পাণিতলে বহু অন্ন লইয়া ক্রমশঃ ভোজন করা বিধেয় নহে। আর্দ্র চরণ-কর-মুখে ভোজন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হয়। আর্দ্র চরণে শয়ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ইতস্ততঃ গমন এবং শয্যাতলস্থিত হইয়া অশন, পান ও জপ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। পাদুকা ধারণ করিয়া বা দণ্ডায়মান হইয়া আচমন ও ধারাজল পান করা উচিত নহে ও সুখাভিলাষী ব্যক্তির রাত্রিকালে তিলোৎপন্ন খাদ্য ভক্ষণ গর্হিত। মলমূত্র দর্শন, উচ্ছিষ্টাবস্থায় মস্তক স্পর্শ এবং তুষ অঙ্গার, ভস্ম, কেশ ও মৃন্ময়পাত্রের ভগ্ন খণ্ডের উপর আরোহণ করা অবৈধ। পতিতের সহিত বাস করিলে পতিত হইতে হয় অতএব তাহা করিবে না।৩১—৭০। শূদ্রকে কদাচ বৈদিকমন্ত্র শ্রবণ করাইবে না, তাহা করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যহানি ও শূদ্রের ধর্ম্মহানি হয়; শূদ্রকে ধর্ম্ম উপদেশ দিবে না; তাহা হইলে শ্রেয়োহানি হইয়া থাকে। কারণ দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রগণের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। মস্তক কণ্ডূয়ন, মস্তকে করাঘাত, ক্রোশন ও কেশোন্মুঞ্চন শুভদায়ক নহে। লোভ বশতঃ

বর্ত্তিনো ভূপালুব্ধা কৃত্বা প্রতিগ্রহম্। ব্রাহ্মণঃ সান্বয়ো যাতি নরকানেকবিংশতিম্ ॥ ৭৪ ॥ অকালবিদ্যুৎস্তনিতে বর্ষর্ত্তৌ পাংশুবর্ষণে। মহাবাতধ্বনৌ হ্যাত্রাবনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৫ ॥ উল্কাপাতে চ ভূকম্পে দিগ্দাহে মধ্যরাত্রিষু। সন্ধ্যয়োর্বৃষলোপান্তে রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে ॥৭৬॥ দর্শাষ্টকাসু ভূতায়াং শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ। প্রতিপদ্যপি পূর্ণায়াং গজোষ্ট্রাভ্যাং কৃতান্তরে ॥ ৭৭ ॥ খরোষ্ট্রক্রোষ্টুবিরুতে সমবায়ে রুদত্যপি। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে নাবি মার্গে তরৌ জলে ॥৭৮॥ আরণ্যকমধীত্যাপি বাণসাম্নোরপি ধ্বনৌ। অনধ্যায়েষু চৈতেষু নাধীয়ীত দ্বিজঃ ক্বচিৎ ॥ ৭৯ ॥ কৃতান্তরায়ো ন পঠেদ্ভেকাখুশ্বাহিবভ্রুভিঃ। ভূতাষ্টম্যোঃ পঞ্চদশ্যোর্ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ অনায়ুষ্যকরঞ্চৈব পরদারোপসর্পণম্। তস্মাত্তদ্দূরতস্ত্যাজ্যং বৈরিণাঞ্চোপসেবনম্ ॥ ১৮ ॥ পূর্ব্বর্দ্ধিভিঃ পরিত্যক্তমাত্মানং নাবমানয়েৎ। সদোদ্যমবতাং যস্মাচ্ছ্রিয়ো বিদ্যা ন দুর্ল্লভাঃ ॥৮২॥ সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্! প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্ম্মো ঘটোদ্ভব ॥ ৮৩ ॥ ভদ্রমেব বদেন্নিত্যং ভদ্রমেব বিচিন্তয়েৎ। ভদ্রৈরেবেহ সংসর্গো নাভদ্রৈশ্চ কদাচন ॥ ৮৪ ॥ রূপবিত্তকুলৈর্হীনান্ সুধীর্নাধিক্ষিপেন্নরান্। পুষ্পবন্তৌ ন চেক্ষেত ত্বশুচির্জ্যোতিষাং গণম্ ॥৮৫॥ বাচো বেগং মনোবেগং জিহ্বাবেগঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। উৎকোচদ্যূতদৌত্যার্ত্তদ্রব্যং দূরাৎ পরিত্যজেৎ ॥ ৮৬ ॥ গোব্রাহ্মণাগ্নীনুচ্ছিষ্ট-পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ। ন স্পৃশেদনিমিত্তেন খানি খানি ত্বনাতুরঃ। গুহ্যজান্যপি লোমানি তৎস্পর্শাদশুচির্ভবেৎ ॥৮৭॥ পাদধৌতোদকং মূত্রমুচ্ছিষ্টান্নোদকানি চ। নিষ্ঠীবনঞ্চ শ্লেষ্মাণং গৃহাদ্দূরং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৮৮ ॥ অহর্নিশং শ্রুতেজাপ্যাচ্ছৌচাচারনিষেবণাৎ। অদ্রোহবত্যা বুদ্ধ্যা চ পূর্ব্বং জন্ম স্মরেদ্দ্বিজঃ ॥ ৮৯ ॥ বৃদ্ধান্ প্রযত্নাদ্বন্দেত দদ্যাত্তেষাং স্বমাসনম্। বিনম্রধমনিস্তস্মাদনুযায়াত্ততশ্চ তান্ ॥ ৯০ ॥ শ্রুতিভূদেবদেবানাং নৃপসাধুতপস্বিনাম্। পতিব্রতানাং নারীণাং নিন্দাং কুর্য্যান্ন কর্হিচিৎ ॥ ৯১ ॥ ন মনুষ্যস্তুতিং কুর্য্যা-

---

শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী ভূপালের প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণ সবংশে তামিস্র প্রভৃতি একবিংশতি নরকে গমন করে। অকালে বিদ্যুদ্গর্জ্জন, বর্ষাকালে দিবাভাগে পাংশুবর্ষণ ও রাত্রিকালে মহা বায়ুধ্বনি হইলে অনধ্যায় কীর্ত্তিত হয়। উল্কাপাতে, ভূমিকম্পে, দিগ্দাহে, ধূমকেতুদয়ে, সায়ং ও প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে, শূদ্রসন্নিধানে, রাজার সূতকাশৌচে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে, অষ্টকা, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও প্রতিপদ্ তিথিতে, শ্রাদ্ধীয় পক্বান্ন ভোজনে, হস্তী ও উষ্ট্রের মধ্যগমনে, শৃগাল গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের নিনাদে, রোদনধ্বনি শ্রবণে, বহুলোকের সমাগমে, উপাকর্ম্ম ও ও উৎসর্গনামক কর্ম্মে, নৌকায়, পথে, বৃক্ষোপরি, জলমধ্যে, আরণ্যকনামক বেদৈকদেশের অধ্যয়নান্তে এবং বাণ ও সামবেদের নিনাদ শ্রবণে অনধ্যায় জানিবে। এই সকল অনধ্যায়কালে ব্রাহ্মণ কদাচ বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে না। ভেক, মার্জ্জার, কুক্কুর, সর্প ও নকুল—গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করিলে অধ্যয়নে নিবৃত্ত থাকিবে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথিতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। এই জগতে পরস্ত্রীগমন জীবনহানিকর, অতএব, তাহা দূরে পরিহার করিবে। পূর্ব্ববিভব গত হইয়াছে বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে; কারণ, উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে বিদ্যা কি সম্পদ কিছুই দুর্লভ নহে। হে কুম্ভযোনে! লোকে সত্য অথচ প্রিয় কথা বলিবে, সত্য অথচ অপ্রিয় বলিবে না ও মিথ্যা অথচ অপ্রিয়ও বলিবে না; ইহাই ধর্ম্ম জানিবে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভদ্র (ভাল) এই কথা বলিবে, লোকের ভালই চিন্তা করিবে, ভদ্রসংসর্গ করিবে ও অভদ্রসঙ্গ কদাচ করিবে না। বুদ্ধিমান্ লোকে রূপহীন, নির্দ্ধন ও নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে নিন্দা করিবে না এবং অপবিত্র অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য কি গ্রহনক্ষত্রাদি দেখিবে না। বাক্যবেগ, মানসিক বেগ, লোভ, উৎকোচ, দ্যূত, দৌত্য ও আর্ত্তজনের দ্রব্য দূরে পরিহার করিবে। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় পাণি দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে। অনাতুর অবস্থায় অকারণে নিজ ইন্দ্রিয়ও স্পর্শ করিবে না। ব্রাহ্মণ অহোরাত্র শ্রুতিজপ, শৌচ ও আচার সেবন এবং পরের অনিষ্টবুদ্ধি না করিলে জাতিস্মর হইয়া থাকে। বৃদ্ধগণকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে, স্বকীয় আসন ছাড়িয়া দিবে, নিজে নীচে বসিবে ও গমনকালীন তাঁহাদিগের অনুগামী হইবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, বেদ, নৃপতি, সাধু, তপস্বী ও পতিব্রতা নারীর নিন্দা কদাচ করিবে না। মনুষ্যের স্তুতিবাদে বিরত থাকিবে, আত্মাবমাননা মনে

ব্রাহ্মণমপমানয়েৎ। অভ্যুদ্যর্ত্তং ন প্রণুদেৎ পরমর্ম্মাণি নোচ্চয়েৎ॥ ৯২॥ অধর্ম্মাদেধতে পূর্ব্বং বিদ্বেষ্টনপি সঞ্জয়েৎ। সর্ব্বতো ভদ্রমাপ্যাপি ততো নশ্চেচ্চ সান্বয়ঃ॥ ৯৩॥ উদ্ধৃত্য পঞ্চ মৃৎপিণ্ডান্ স্নায়াৎ পরজলাশয়ে। অনুদ্ধৃত্য চ তৎকর্ত্তুরেনসঃ স্তুরীয়ভাক্॥ ৯৩॥ শ্রদ্ধয়া পাত্রমাসাদ্য যৎ কিঞ্চিদীয়তে বসু। দেশে কালে চ বিধিনা তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৯৫॥ ভূপ্রদো মণ্ডলাধীশঃ সর্ব্বত্র সুখিনোঽন্নদাঃ। তোয়দাতা সদা তৃপ্তো রূপবান্ রূপ্যদো ভবেৎ॥ ৯৬॥ প্রদীপদো নির্ম্মলাক্ষো গোদাতার্য্যমলোকভাক্। স্বর্ণদাতা চ দীর্ঘায়ুস্তিলদঃ স্যাত্তু সুপ্রজাঃ॥ ৯৭॥ বেশ্মদোঽত্যুচ্চসৌধেশো বস্ত্রদশ্চন্দ্রলোকভাক্। হয়প্রদো দিব্যযানো লক্ষ্মীবান্ বৃষভপ্রদঃ॥ ৯৮॥ সুভার্য্যঃ শিবিকাদাতা সুপর্য্যঙ্কপ্রদোঽপি চ। ধান্যৈঃ সমৃদ্ধিমান্নিত্যমভয়প্রদ ঈশিতা॥ ৯৯॥ ব্রহ্মদো ব্রহ্মলোকেজ্যো ব্রহ্মদঃ সর্ব্বদো মতঃ। উপায়েনাপি যো ব্রহ্ম দাপয়েৎ সোঽপি তৎসমঃ॥ ১০০॥ শ্রদ্ধয়া প্রতিগৃহ্ণাতি শ্রদ্ধয়া যঃ প্রযচ্ছতি। স্বর্গিণৌ তাবুভৌ স্যাতাং পততোঽশ্রদ্ধয়াত্যধঃ॥ ১০১॥ অনৃতেন ক্ষরেদ্যজ্ঞস্তপো বিস্ময়তঃ ক্ষরেৎ। ক্ষরেৎ কীর্ত্তনতো দানমায়ুর্বিপ্রাপবাদতঃ॥ ১০২॥ গন্ধপুষ্পকুশান্ শয্যাং শাকং মাংসং পয়ো দধি। মণিমৎস্যগৃহং ধান্যং গ্রাহ্যমেতদুপস্থিতম্॥ ১০৩॥ মধূদকং ফলং মূলমেধাংস্যভয়দক্ষিণা। অভ্যুদ্যতানি গ্রাহ্যাণি স্বেতান্যপি নিকৃষ্টতঃ॥ ১০৪॥ দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ। ভোজ্যান্নাঃ শূদ্রবর্গেঽমী তথাত্মবিনিবেদকঃ॥ ১০৫॥ ইত্থমানৃণ্যমাসাদ্য দেবর্ষিপিতৃজাদৃণাৎ। মাধ্যস্থমাশ্রয়েদ্গেহে সুতে বিষয়িস্পৃহ্য চ॥ ১০৬॥ গেহেঽপি জ্ঞানমভ্যস্যেৎ কাশীং বাথ সমাশ্রয়েৎ। সম্যগ্‌জ্ঞানেন বা মুক্তিঃ কিং বা বিশ্বেশবেশ্মনি॥ ১০৭॥ সম্যগ্‌জ্ঞানং ভবেৎ পুংসাং কুত একেন জন্মনা। বারণস্যাং ধ্রুবা মুক্তিঃ শরীরত্যাগমাত্রতঃ॥ ১০৮॥ অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা কালাদ্বাথ পরঃশতাৎ। সত্বরো গত্বরো দেহঃ কাশ্যাঞ্চেদমৃতী ভবেৎ॥ ১০৯॥

স্থান দিবে না, উপস্থিত ত্যাগ করিবে না ও পরমার্থ উদ্‌ঘাটনে নিবৃত্ত হইবে। অধর্ম্ম করিলে প্রথমে বৃদ্ধি, শত্রুজয় ও সর্ব্বতোভাবে ভাল হয় বটে, কিন্তু পরিণামে সবংশে বিনষ্ট হইতে হয়। পরকীয় জলাশয়ে পাঁচ বার মৃৎপিণ্ড উদ্ধার করিয়া স্নান করিবে; নতুবা জলাশয়খননকর্ত্তার দুষ্কৃতের চতুর্থভাগ প্রাপ্ত হইতে হয়। দেশ ও কালবিশেষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে যথাবিধি দান করিলে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, সে মণ্ডলচক্রবর্ত্তী হয়। অন্ন দিলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী, জল দান করিলে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, রৌপ্য দিলে রূপবান্, দীপদান করিলে নির্ম্মলদৃষ্টি, গোদান করিলে সূর্য্যলোকবাসী, সুবর্ণ দিলে দীর্ঘজীবী, তিল দান করিলে সৎপুত্রবান্, গৃহ দান করিলে অত্যুচ্চ সৌধপতি, বস্ত্র দিলে চন্দ্রলোকগামী, অশ্ব দিলে দিব্যবিমানগামী, বৃষ দান করিলে লক্ষ্মীবান্, শিবিকা পর্য্যঙ্ক দান করিলে সুভার্য্যাবান্, ধান্য প্রদান করিলে সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী, অভয় দান করিলে ঐশ্বর্য্যবান্ ও বেদ দান করিলে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। বেদদান ও সর্ব্বদান উভয়ই তুল্য। যে ব্যক্তি কোন উপায়ে বেদ দান করায়, সে ব্যক্তিও দাতার সমান ফল প্রাপ্ত হয়।৭১—১০০। যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ ও দান করে, তাহারা উভয়েই স্বর্গীয় পুরুষ। অশ্রদ্ধায় দান কিম্বা প্রতিগ্রহ করিলে অধঃপতিত হয়। অনৃতভাষণে যজ্ঞ, গর্ব্বে তপস্যা, কীর্ত্তনে দান ও ব্রাহ্মণনিন্দায় আয়ু হানিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। গন্ধ, পুষ্প, কুশ, শয্যা, শাক, মাংস, দুগ্ধ, দধি, মণি, মৎস্য, গৃহ ও ধান্য এই সমস্ত উপস্থিত মাত্রেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। মধু, উদক, ফল, মূল, কাষ্ঠ ও অভয়দক্ষিণা এই সকলও অযাচিত উপস্থিত হইলে, নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকটে লইতে পারে। শূদ্রের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপালনকারী, বংশের মিত্র, কৃষিকার্য কারী ও আত্মসমর্পক ইহাদিগের পক্ক অন্ন ভোজন বিধিবোধিত। এইরূপে মানব, দেব ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে আত্মমোচন করিয়া পুত্রের হস্তে সমস্ত অর্পণপূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। গৃহে থাকিয়াও জ্ঞান অভ্যাস করিবে অথবা কাশী আশ্রয় করিবে। সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে কিংবা বারাণসী আশ্রয়ে মুক্তি হইতে পারে। একজন্মে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কাশীতে শরীর ত্যাগমাত্রে মুক্তি স্থিরকল্প আছে। আজ, কাল, পরশ্ব অথবা শতাধিক বৎসরে হউক, দেহের অবশ্যই

সা চ বারাণসী লভ্যা সদাচারবতা সদা।
মনসাপি সদাচারমতো বিদ্বান্ ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ১১০॥
আকর্ণ্যেতি ততোঽগস্ত্যঃ পুনঃ প্রাহ ষড়াননম্।
পুনঃ কাশীং সমাচক্ষ্ব সদাচারেণ যাপ্যতে॥ ১১১॥
কানি কানি চ লিঙ্গানি স্কন্দ জ্ঞানপ্রদানি চ।
বারাণস্যাং পরিব্রূহি তানি মে পরিপৃচ্ছতঃ॥ ১১২॥
বিনা কাশীং ন মে প্রীতির্বিনা কাশীং ন মে রতিঃ।
চিত্রপুত্রকবচ্চাস্মি বিনা কাশীং ষড়ানন॥ ১১৩॥
ন নিদ্রামি ন জাগর্ম্মি নাশ্নামি ন পিবাম্যপঃ।
কাশীত্যক্ষরপীযূষং পিবামি হি চ কেবলম্॥ ১১৪॥
ইতি শ্রুত্বা বচঃ স্কন্দো মৈত্রাবরুণিভাষিতম্।
অবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং সমুপচক্রমে॥ ১১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সদাচারবর্ণনং নামা-
ষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। শৃণ্বগস্ত্য মহাভাগ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। নৈঃশ্রেয়স্যাঃ শ্রিয়ো হেতুমবিমুক্তসমাশ্রয়াম্॥ ১॥ পরং ব্রহ্ম যদাম্নাতং নিষ্প্রপঞ্চং নিরাত্মকম্। নির্ব্বিকল্পং নিরাকারমব্যক্তং স্থূলসূক্ষ্মবৎ॥ ২॥ তদেতৎ ক্ষেত্রমাপূর্য্য স্থিতং সর্ব্বগমপ্যহো। কিমন্যত্র ন শক্তোঽসৌ জন্তূন্মোচয়িতুং ভবাৎ॥৩॥ ভবো ধ্রুবং যদত্রৈব মোচয়েত্তং নিশাময়। মহত্যা যোগযুক্ত্যা বা মহাদানৈরকামিকৈঃ। সুমহদ্ভিস্তপোভির্বা শিবোঽন্যত্র বিমোচয়েৎ॥ ৪॥ যোগযুক্তিং ন মহতীং ন দানানি মহান্তি চ। ন তপাংস্যতিদীর্ঘাণি কাশ্যাং মুক্ত্যৈ শিবোঽর্থয়েৎ॥ ৫॥ বিযুনক্তি ন যৎ কাশ্যা উপসর্গে মহত্যপি। অয়মেব মহাযোগ উপযোগস্ত্বিহাপরঃ॥ ৬॥ নিয়মেন তু বিশ্বেশে পুষ্পং পত্রং ফলং জলম্। যদত্তং সুমনোবৃত্ত্যা মহাদানং তদত্র বৈ॥ ৭॥ মুক্তিমণ্ডপিকায়াঞ্চ ক্ষণং যঃ স্থিরমাস্যতে। স্নাত্বা গঙ্গামৃতে শুদ্ধে তপ এতদিহোত্তমম্॥ ৮॥ সৎকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা যৎ কাশ্যাং পরিদীয়তে। তুলাপুরুষ এতস্যাঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥ ৯॥ হৃদি সঙ্ক্ষিপ্য বিশ্বেশং ক্ষণং যদ্বিনিমাল্যতে। দেবস্য দক্ষিণে ভাগে মহাযোগোঽয়মুত্তমঃ॥ ১০॥ ইদমেব

পতন হইবে; কিন্তু কাশীতে হইলে মোক্ষলাভ করিবে। সেই কাশী সকলের লভ্য নহে, যে সদাচারী, তাহারই লভ্য; অতএব বিদ্বান্ লোক সেই সদাচারকে লঙ্ঘন করিতে হৃদয়ে স্থান দিবে। স্কন্দের এই কথা শুনিয়া অগস্ত্য কহিলেন,—হে ষড়ানন! সদচারপ্রাপ্য সেই কাশীর মাহাত্ম্য পুনরায় বল। হে স্কন্দ! আমি জিজ্ঞাসা করি, কাশীতে কোন্ কোন্ লিঙ্গ জ্ঞানদায়ক? কাশীতেই আমার মতি, কাশীতেই আমার রতি! কাশী বিনা আমি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় আছি; জাগরণ নাই, নিদ্রা নাই, ভোজন পান নাই—কেবলমাত্র 'কাশী,' এই দুই অক্ষরসুধাপান করিয়া জীবনধারণ করিতেছি। অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া তখন স্কন্দ কাশীমাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।১০১—১১৫।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন,—হে মহাত্মন্ অগস্ত্য! মুক্তিসম্পাদয়িনী কলুষনাশিনী কাশীর কথা শ্রবণ কর। অহো কি বিচিত্র! যাঁহাকে নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাত্মক, নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, নিরঞ্জন, স্থূল, সূক্ষ্ম, পরমব্রহ্ম কহে, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও এই ক্ষেত্র ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন। তিনি কি অন্যত্র জীবগণের সংসারমোচনে সমর্থ নহেন? তাহা নহে; তবে যে এই স্থানেই তিনি স্থিরমুক্তি দিয়া থাকেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর। অন্য স্থানে সেই পরমব্রহ্ম ভগবান্ শিব মহাযোগ, নিষ্কাম মহাদান কিংবা মহাতপস্যায় মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু এই স্থানে তিনি বিনা সেই মহাযোগে, বিনা সেই মহাদানে, বিনা সেই অতিদীর্ঘ তপস্যায় মুক্তি প্রদান করেন। তিনি যে, বহু বিঘ্নবাধাসত্ত্বে কাশী হইতে অন্তরিত করেন না, ইহাই মহাযোগ মধ্যে গণ্য, তপোযোগ ইহার অপর কারণ বটে, নিয়মপূর্ব্বক শুভক্তি সহকারে, বিশ্বনাথের মস্তকে যে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দত্ত হইয়া থাকে, তাহাই এই স্থানে মহাদান। বিশুদ্ধ গঙ্গাজলে স্নান করিয়া মুক্তিমণ্ডপে ক্ষণকাল যে স্থিরভাবে উপবেশন করা হয়, তাহাই এই স্থানে অতিদীর্ঘ তপস্যা। কাশীক্ষেত্রে ভিক্ষুককে সৎকারপূর্ব্বক যে ভিক্ষা দেওয়া হয়, তুলাপুরুষদান তাহার ষোল কলার এক কলারও যোগ্য নহে।১—৯। বিশ্বনাথকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, ক্ষণকাল যে ভগবানের দক্ষিণ ভাগে নেত্র-নিমীলন করিয়া থাকে, ইহাই মহা-

তপোহত্যুগ্রং যদিন্দ্রিয়বিলোলুতাম্। নিবিধ্য স্থীয়তে কাশ্যাং কৃত্তাপাদ্যবমন্ত চ ॥ ১১ ॥ মাসি মাসি যদাপ্যেত ব্রতাচ্চান্দ্রায়ণাৎ ফলম্। অন্যত্র তদিহাপ্যেত ভূতায়াং নক্তভোজনাৎ ॥ ১২ ॥ মাসোপবাসাদন্যত্র যৎ ফলং সমুপার্জ্জ্যতে। শ্রদ্ধয়ৈকোপবাসেন তৎ কাশ্যাং স্যাদসংশয়ম্ ॥১৩॥ চাতুর্ম্মাস্যব্রতাৎ প্রোক্তং যদন্যত্র মহাফলম্। একাদশ্যুপবাসেন তৎ কাশ্যাং স্যাদসংশয়ম্ ॥ ১৪ ॥ ষণ্মাসান্নপরিত্যাগাদ্‌যদন্যত্র ফলং লভেৎ। শিবরাত্র্যুপবাসেন তৎ কাশ্যাং জায়তে ধ্রুবম্ ॥১৫॥ বর্ষং কৃত্বোপবাসানি লভেদন্যত্র যদ্‌ব্রতী। তৎফলং স্যাত্ত্রিরাত্রেণ কাশ্যামবিকলং মুনে ॥ ১৬ ॥ মাসি মাসি কুশাগ্রাম্বুপানাদন্যত্র যৎফলম্। কাশ্যামুত্তরবাহিন্যামেকেন চুলুকেন তৎ ॥ ১৭ ॥ অনন্তো মহিমা কাশ্যাঃ কস্তং বর্ণয়িতুং প্রভুঃ। বিপত্তিমিচ্ছতো জন্তোর্যত্র কর্ণেজপঃ শিবঃ ॥ ১৮ ॥ শম্ভুস্তৎ কিঞ্চিদাচষ্টে ম্রিয়মাণস্য জন্মিনঃ। কর্ণে যদ্‌বং যদাকর্ণ্য মৃতোহপ্যমৃততাং ব্রজেৎ ॥ ১৯ ॥ স্মারং স্মারং স্মররিপোঃ পুরীং ত্বমিব শঙ্করঃ। অহনোন্মন্দরং যাতো বহুশস্তদবাপ্তয়ে ॥ ২০ ॥ অগস্ত্য উবাচ। স্বকার্য্যনিপুণৈঃ স্বামিন্ গীর্বাণৈরতিদারুণৈঃ। ত্যাজিতোহহং পুরীং কাশীং হরোহপ্যত্যাক্ষীৎ কুতঃ প্রভুঃ ॥ ২১ ॥ পরাধীনোহহমিব কিং দেবদেবঃ পিনাকবান্। কাশিকাং সোহত্যজৎ কস্মান্নির্ব্বাণমণিরাশিকাম্ ॥ ২২ ॥ স্কন্দ উবাচ। মিত্রাবরুণসম্ভূত কথয়ামি কথামিমাম্। তত্যাজ চ যথা স্থাণুঃ কাশীং বিধ্যপরোধতঃ ॥ ২৩ ॥ প্রার্থিতস্তং যথা লেখৈঃ পরোপকৃতয়ে মুনে। দ্রুহিণেন তথা রুদ্রঃ স্বরক্ষণবিচক্ষণঃ ॥ ২৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। কথং স ভগবান্ রুদ্রো দ্রুহিণেন কৃপাম্বুধিঃ। প্রার্থিতোহভূৎ কিমর্থঞ্চ তন্মে ব্রূহি ষড়ানন ॥ ২৫ ॥ স্কন্দ উবাচ। পাদ্মে কল্পে পুরা বৃত্তে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে। অনাবৃষ্টিরভূদ্বিপ্র সর্ব্বভূতপ্রকম্পিনী ॥ ২৬ ॥ তয়া তু ষষ্টিহায়ন্যা পীড়িতাঃ প্রাণিনোহখিলাঃ। কেচিদম্বুধিতীরেষু গিরিদ্রোণিষু কেচন ॥ ২৭ ॥ মহানিম্নেষু কচ্ছেষু

যোগ—সর্ব্বযোগের প্রধান। ক্ষুধা-তাপ বিদূরিত করিয়া ও ইন্দ্রিয়চাপল্য দমন করিয়া কাশীতে অবস্থান করাই কঠোর তপস্যা। অন্যস্থানে প্রতিমাসে চন্দ্রায়ণ ব্রত করিলে যে ফল, এই স্থানে চতুর্দ্দশী তিথিতে নক্ত-ভোজনে সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে। অন্যত্র একমাস উপবাসে যে ফল উপার্জ্জিত হয়, এখানে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একাহ উপবাস করিলে নিশ্চিতই তাদৃশ ফল হইয়া থাকে। অন্যত্র চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে যে মহাফল হয় বলিয়া কথিত আছে, এই কাশীতে একাদশীর উপবাসে তাহা নিঃসংশয় হইবেই হইবে। ছয়মাস অন্নত্যাগ করিলে অন্য স্থানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে এক শিবরাত্রি-উপবাসে তাহা নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে। অন্যত্র মানব ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সংবৎসর উপবাস করিয়া যাদৃশ ফললাভে সমর্থ হয়, কাশীতে ত্রিরাত্র উপবাসে অবিকল তাদৃশ ফল হইয়া থাকে। হে মুনে! অধিক কি, প্রতিমাসে কুশাগ্রভাগে জলপানে অন্যত্র যে ফল, কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার এক গণ্ডূষ জলপান করিলে তাহাই হইয়া থাকে। কাশীর মহিমা অনন্ত, কোন্ ব্যক্তি তাহার বর্ণনে সমর্থ? যথায় ভগবান্ শিব মুমূর্ষু-ব্যক্তির কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন। আহা! রূপকার কি, অনির্ব্বচনীয়ই মন্ত্র দিয়া থাকেন, যাহা শুনিয়া মরিলেও অমরত্বলাভ করিয়া থাকে। আহা! স্মরারিপু স্বয়ং শঙ্কর, মন্দরপর্ব্বতে গমনকালে এই কাশীপুরী পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া পুনরায় তল্লাভের জন্য তোমার ন্যায় কি না সন্তপ্ত হইয়াছিলেন?১০—২০। অগস্ত্য কহিলেন,—হে প্রভো! নিদারুণ দেবগণ স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য আমাকে কাশীত্যাগ করাইয়াছেন, ভগবান্ হর কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন? সেই পিনাকধারী দেব, আমার ন্যায় কি পরাধীন? তবে তিনি, নির্ব্বাণরত্নরাশি কাশী কি জন্য ত্যাগ করিলেন, বলুন। স্কন্দ বলিলেন, হে মুনে মিত্রাবরুণ-তনয়! তুমি যেমন দেবগণের অনুরোধে পরোপকারের জন্য কাশী ত্যাগ করিয়াছ, তদ্রূপ ব্রহ্মার উপরোধে স্বরক্ষার জন্য ভগবান্ রুদ্র কাশী ত্যাগ করিতে কেন বাধ্য হইয়াছিলেন, এতদ্বিষয়িণী কথা বলিতেছি; শ্রবণ কর। অগস্ত্য কহিলেন,—হে ষড়ানন! ব্রহ্মা, কৃপাসাগর ভগবান্ রুদ্রের নিকট কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন? কেনই বা প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—তাহা আমাকে বলুন। স্কন্দ কহিলেন, বিপ্র! পুরাকালে পাদ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ষষ্টিবর্ষ ধরিয়া সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল; তাহাতে নিখিল প্রাণী উৎপীড়িত হইল। কেহ সমুদ্রতীরে, কেহ গিরিগুহায়, কেহ বা অতি নিম্ন জলপ্রায় ভূমিতে মুনি-

মুনিবৃত্ত্যা জনাঃ স্থিতাঃ। অরণ্যান্তবনির্জ্জাতা গ্রামগর্ব্বটবর্জ্জিতা॥ ২৮॥ ক্রব্যাদা এব সর্ব্বেষু নগরেষু পুরেষু চ। আসন্নভ্রংলিহো বৃক্ষাঃ সর্ব্বত্র ক্ষৌণিমণ্ডলে॥ ২৯॥ চৌরা এব মহাচৌরৈরলুণ্ঠ্যন্ত ইতস্ততঃ। মাংসবৃত্ত্যোপজীবন্তি প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষিণঃ॥ ৩০॥ অরাজকে সমুৎপন্নে লোকেহত্যাহিতশংসিনি। প্রযত্নো বিফলস্ত্বাসীৎ স্রষ্টুঃ সৃষ্টিকৃতস্তদা॥ ৩১॥ চিন্তামবাপ মহতীং জগদ্‌যোনিঃ প্রজাক্ষয়াৎ। প্রজাসু ক্ষীয়মাণাসু ক্ষীণা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩২॥ তাসু ক্ষীণাসু সংক্ষীণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞভুজোহভবন্। ততশ্চিন্তয়তা স্রষ্ট্রা দৃষ্টো রাজর্ষিসত্তমঃ॥ ৩৩॥ অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে তপস্যন্নিশ্চলেন্দ্রিয়ঃ। মনোরন্বয়জো বীরঃ ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবোদিতঃ॥ ৩৪॥ রিপুঞ্জয় ইতি খ্যাতো রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ। অথ ব্রহ্মা তমাসাদ্য বহুগৌরবপূর্ব্বকম্॥ ৩৫॥ উবাচ বচনং রাজন্ রিপুঞ্জয় মহামতে। ইলাং পালয় ভূপাল সসমুদ্রাদ্রিকাননাম্॥ ৩৬॥ নাগকন্যাং নাগরাজঃ পত্ন্যর্থং তে প্রদাস্যতি। অনঙ্গমোহিনীং নাম্না বাসুকিঃ শীলভূষণাম্॥ ৩৭॥ দিবোহপি দেবা দাস্যন্তি রত্নানি কুসুমানি চ। প্রজাপালনসন্তুষ্টা মহারাজ প্রতিক্ষণম্॥ ৩৮॥ দিবোদাস ইতি খ্যাতমতো নাম ত্বমাপ্স্যসি। মৎপ্রভাবাচ্চ নৃপতে দিব্যং সামর্থ্যমস্তু তে॥ ৩৯॥ পরমেষ্ঠিবচঃ শ্রুত্বা ততোহসৌ রাজসত্তমঃ। বেধসং বহুশঃ স্তুত্বা বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ॥ ৪০॥ রাজোবাচ। পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ জনাকীর্ণে মহীতলে। কথং নান্যে চ রাজানো মাং কথং কথ্যতে ত্বয়া॥ ৪১॥ ব্রহ্মোবাচ। ত্বয়ি রাজ্যং প্রকুর্ব্বাণে দেবো বৃষ্টিং বিধাস্যতি। পাপনিষ্ঠে চ বৈ রাজ্ঞি ন দেবো বর্ষতে পুনঃ॥ ৪২॥ রাজোবাচ। পিতামহ মহামান্য ত্রিলোকীকরণক্ষম। মহাপ্রসাদ ইত্যাজ্ঞাং ত্বদীয়াং মূর্দ্ধ্ন্যুপাদদে॥ ৪৩॥ কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুকামোহহং তন্মদর্থং করোষি চেৎ। ততঃ করোম্যহং রাজ্যং পৃথিব্যামসপত্নবৎ॥ ৪৪॥ ব্রহ্মোবাচ। অবিলম্বেন তদ্ ব্রূহি কৃতং মন্যস্ব পার্থিব। যত্তে হৃদি মহাবাহো তবাদেয়ং ন কিঞ্চন॥ ৪৫॥ রাজোবাচ। যদাহং পৃথিবীনাথঃ সর্ব্বলোকপিতামহ। তদা

বৃত্তি অবলম্বনে কালযাপন করিতে লাগিল। ইহাতে পৃথিবী, গ্রামনগরশূন্য অরণ্যে পরিণত হইল; সর্ব্বত্র নগরে পুরে পিশিতাশনের প্রাদুর্ভাব হইল; ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই অভ্রভেদী বৃক্ষমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ মহাচোরেরা আসিয়া চৌরের উপরেও উৎপাত করিতে লাগিল। প্রাণরক্ষার্থ মাংস-ভোজন করিয়া প্রাণিগণের জীবন-ধারণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে অরাজকতা-নিবন্ধন মর্ত্ত্যলোকের অনিষ্টপাত-সূচনা হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সৃষ্টিচেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। তখন জগদ্‌যোনি ব্রহ্মা, প্রজাক্ষয় দেখিয়া মহাচিন্তান্বিত হইয়া ভাবিলেন, "এই প্রজাক্ষয়ে যজ্ঞাদি কার্য্য লোপ পাইবে; তাহাতে দেখিতেছি, যজ্ঞভুক্ দেবগণ ক্ষীণপ্রায় হইবেন।" তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন, সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের ন্যায় রিপুঞ্জয় নামে বস্ত্রপুরজয়ী বীর মনুবংশীয় রাজা অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিতেছেন। ব্রহ্মা তাঁহার নিকট গমন করিয়া সগৌরবে বলিলেন,—"হে মহামতে! রাজন্, রিপুঞ্জয়! তুমি এই সমুদ্রপর্ব্বতকাননবেষ্টিত ইলা পালন কর, তোমাকে নাগরাজ বাসুকি, শীলসম্পন্না অনঙ্গমোহিনীনাম্নী নাগকন্যা ভার্য্যার্থে প্রদান করিবেন। ২১—৩৪। হে মহারাজ! স্বর্গের দেবগণও ত্বদীয় প্রজাপালনে সন্তুষ্ট হইয়া রত্ন ও পুষ্পরাশি দিবেন; এই নিমিত্ত তোমার নাম 'দিবোদাস' হইবে। তুমি আমার প্রসাদে দিব্য সামর্থ্য লাভ করিবে।" অনন্তর রাজসত্তম রিপুঞ্জয়, ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তাঁহার বহু স্তব করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন,—হে ত্রিভুবনসৃজনক্ষম, মহামান্য পিতামহ! অপরাপর অনেক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে বলুন, আমাকে কেন এই কথা বলিতেছেন? ব্রহ্মা কহিলেন তুমি রাজ্য করিলে দেবতা বৃষ্টি করিবেন, কিন্তু পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কদাচ করেন না; এই জন্যই তোমায় বলিতেছি। রাজা বলিলেন, হে পিতামহ! ইহা আপনার মহান্ অনুগ্রহ; অতএব আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম বটে, কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তাহা যদি করেন, তবে আমি নিষ্কণ্টকে পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে পারি। ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে পার্থিব! তোমার মনোগত অভিলাষ অবিলম্বে প্রকাশ কর, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে মনে ভাবিও, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।" রাজা বলিলেন,—হে সর্ব্বলোকপিতামহ! যদি আমায় পৃথিবীপতি

দিবিষদো দেবা দিবি তিষ্ঠন্তু মা ভুবি ॥ ৪৬ ॥ দেবেষু দিবি তিষ্ঠৎসু ময়ি তিষ্ঠতি ভূতলে। অসপত্ন্যেন রাজ্যেন প্রজা সৌখ্যমবাপ্স্যতি ॥ ৪৭ ॥ তথেতি বিশ্বস্থকৃপ্রোক্তো দিবোদাসো নরেশ্বরঃ। পটহং ঘোষয়াঞ্চক্রে দিবং দেবা ব্রজন্ত্বিতি ॥ ৪৮ ॥ মা গৃচ্ছন্ত্বিহ বৈ নাগা নরাঃ স্বস্থা ভবন্ত্বিতঃ। ময়ি প্রশাসতি ক্ষৌণীং সুরাঃ স্বস্থা ভবন্ত্বিতি ॥ ৪৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা বিশ্বেশং প্রণিপত্য হ। যাবদ্বিজ্ঞপ্তুকামোঽভূত্তাবদীশোঽব্রবীদ্বিধিম্ ॥ ৫০ ॥ লোকেশ্বর সমায়াহি মন্দরো নাম ভূধরঃ। কুশদ্বীপাদিহাগত্য তপস্তপ্যেত দুষ্করম্ ॥ ৫১ ॥ যাবত্তস্মৈ বরং দাতুং বহুকালং তপস্যতে। ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতীনাথো নন্দিভৃঙ্গিপুরোগমঃ ॥ ৫২ ॥ জগাম বৃষমারুহ্য মন্দরো যত্র তিষ্ঠতি। উবাচ চ প্রসন্নাত্মা দেবদেবো বৃষধ্বজঃ ॥ ৫৩ ॥ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে বরং ব্রূহি ধরোত্তম। সোঽথ শ্রুত্বা মহেশানং দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥৫৪॥ প্রণম্য বহুশো ভূমাবদ্রিরেতদ্ব্যজিজ্ঞপৎ। লীলাবিগ্রহভৃচ্ছম্ভো প্রণতৈককৃপানিধে ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্বজ্ঞোঽপি কথং নাম ন বেত্থ মম বাঞ্ছিতম্। শরণাগতসন্ত্রাণ সর্ব্ববৃত্তান্তকোবিদ ॥ ৫৬ ॥ সর্ব্বেষাং হৃদয়ানন্দ শর্ব্ব সর্ব্বগ সর্ব্বকৃৎ। যদি দেয়ো বরো মহ্যং স্বভাবাদ্দৃষদাত্মনে ॥ ৫৭ ॥ যাচকায়াতিশোচ্যায় প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জক। ততোঽবিমুক্তক্ষেত্রস্য সাম্যং হ্যভিলষাম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥ কুশদ্বীপ উমাসার্দ্ধং নাথাদ্য সপরিচ্ছদঃ। মন্মৌলৌ বিহিতাবাসঃ প্রয়াস্বেষ বরো মম ॥ ৫৯ ॥ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদঃ শম্ভুঃ ক্ষণং যাবদ্বিচিন্তয়েৎ। বিজ্ঞাতাবসরো ব্রহ্মা তাবচ্ছম্ভুং ব্যজিজ্ঞপৎ। প্রণম্যাগ্রেসরো ভূত্বা মৌলৌ বদ্ধকরদ্বয়ঃ ॥ ৬০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। বিশ্বেশ জগতাং নাথ পত্যা ব্যাপারিতোঽস্ম্যহম্। কৃতপ্রসাদেন বিভো সৃষ্টিং কর্ত্তুং চতুর্ব্বিধাম্ ॥ ৬১ ॥ প্রযত্নেন ময়া সৃষ্টা সা সৃষ্টিস্ত্বদনুজ্ঞয়া। অবৃষ্ট্যা ষষ্টিহায়ন্যা তত্র নষ্টাঃ প্রজা ভুবি ॥ ৬২ ॥ অরাজকং মহচ্চাসীৎ দুরবস্থমভূজ্জগৎ। ততো রিপুঞ্জয়ো নাম রাজর্ষির্মনুবংশজঃ ॥ ৬৩ ॥ ময়াভিষিক্তো রাজর্ষিঃ প্রজাঃ পাতুং নরেশ্বরঃ। চকার সময়ং সোঽপি মহাবীর্য্যো

হইতে হয়, তবে দেবগণ মর্ত্ত্যলোকে না থাকিয়া স্বর্গে অবস্থান করুন। তাঁহারা তথায় থাকিলে ও আমি ভূতলে থাকিলে রাজ্য নিঃসপত্ন হইবে, তাহা হইলে প্রজালোক সুখপ্রাপ্ত হইবে। তাহা শুনিয়া বিশ্বস্রষ্টা "তথাস্তু" বলিলে, নরেশ্বর দিবোদাস পটহ দ্বারা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "দেবতারা স্বর্গে গমন করুন, মদীয় পৃথিবীশাসনকালে তাঁহারা স্বর্গলোকে অবস্থান করুন, নাগগণ নাগলোকে প্রস্থান করুক, মনুষ্য সুস্থ হউক।" অনন্তরে ব্রহ্মা প্রণামপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরকে যেমন এই সমস্ত নিবেদন করিবেন, অমনি ভগবান্ ঈশান তাঁহাকে বলিলেন, হে লোকনাথ! আইস, মন্দর নামক ভূধর কুশদ্বীপ হইতে আসিয়া এই স্থানে বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিতেছে; চল, তাহাকে বর দিতে যাই" ইহা বলিয়া পার্ব্বতীনাথ নন্দী ও ভৃঙ্গীকে অগ্রসর করিয়া বৃষ আরোহণে যথায় মন্দর তপস্যা করিতেছিল, তথায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রসন্নাত্মা দেবদেব বৃষধ্বজ তাহাকে বলিলেন,—"হে পর্ব্বতরাজ! তোমার মঙ্গল হউক, উঠ উঠ, বর গ্রহণ কর। তাহা শুনিয়া সেই পর্ব্বত দেবদেব ত্রিলোচন মহেশ্বরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল,—হে লীলাবিগ্রহধারিন্! প্রণতৈককৃপানিধে, শম্ভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমার অভিলষিত জানিতেছেন না—এ কি? হে শরণাগতপালক! হে সর্ব্ববৃত্তান্তজ্ঞ! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকর্ত্তা ও আপনিই সর্ব্ব। হে প্রণতার্ত্তিভঞ্জক! যদি এই অতিশোচনীয়, যাচক পাষাণময়কে বর আপনার অবশ্যদেয় হইয়া থাকে, তবে আমি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সমান হইতে ইচ্ছা করি,—অদ্য, নাথ! কুশদ্বীপে আমার মস্তকোপরি উমার সহিত সপরিবারে বাস করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।৩৫—৫৯। ইহা শুনিয়া সকলের সর্ব্বাভীষ্টদাতা শম্ভু যেমন ক্ষণকাল চিন্তা করিবেন, অমনি ব্রহ্মা অবসর বুঝিয়া প্রণামপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,—হে প্রভো! জগৎপতে! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমিও আপনার অনুজ্ঞাক্রমে যত্নপূর্ব্বক সেই সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাতে আবার ভূর্লোকে ষাট বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় প্রজা নষ্ট হইয়াছে; অতীব অরাজকতা ঘটিয়াছিল ও জগৎ ঘোরদুঃখে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া আমি মনুবংশীয় রিপুঞ্জয়নামক রাজর্ষিকে প্রজাপালনের জন্য রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি।

মহাতপাঃ ॥ ৬৪ ॥ তবাজ্ঞয়া চেৎ স্বাস্তস্তি সর্ব্বে দিবিষদো দিবি। নাগলোকে তথা নাগাস্তদা রাজ্যং করোম্যহম্ ॥ ৬৫ ॥ তথেতি চ ময়া প্রোক্তং প্রমাণীক্রিয়তাস্তু তৎ। মন্দরায় বরো দত্তো ভবেদেবং কৃপানিধে ॥ ৬৬ ॥ তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাস্ত্রাতুং ভূয়াচ্চৈষ মনোরথঃ। মম নাড়ীদ্বয়ং রাজ্যং তস্যাপি চ শতক্রতোঃ ॥ ৬৭ ॥ মর্ত্ত্যানাং গণনা কেহ নিমেষার্দ্ধনিমেষিণাম্। দেবোঽপি নির্ম্মলং মত্বা মন্দরং চারুকন্দরম্ ॥ ৬৮ ॥ বিধেশ্চ গৌরবং রক্ষংস্তথোরীকৃতবান্ হরঃ। জম্বুদ্বীপে যথা কাশী নির্ব্বাণপদদা সদা ॥ ৬৯ ॥ তথা বহুতিথং কালং দ্বীপোঽভূৎ সোঽপি মন্দরঃ। যিযাসুনা চ দেবেন মন্দরং চিত্রকন্দরম্ ॥ ৭০ ॥ নিজমূর্ত্তিময়ং লিঙ্গমবিজ্ঞাতং বিধেরপি। স্থাপিতং সর্ব্বসিদ্ধীনাং স্থাপকেভ্যঃ সমর্পিতুম্ ॥ ৭১ ॥ বিপন্নানাঞ্চ জন্তূনাং দাতুং নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ম্। সর্ব্বেষামিহ সংস্থানাং ক্ষেত্রঞ্চৈবাভিরক্ষিতুম্ ॥ ৭২ ॥ মন্দরাদ্রিগতেনাপি ক্ষেত্রং নৈতৎ পিনাকিনা। বিমুক্তং লিঙ্গরূপেণ অবিমুক্তমতঃ স্মৃতম্ ॥ ৭৩ ॥ পুরানন্দবনং নাম ক্ষেত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্। অবিমুক্তং তদারভ্য নামাস্য প্রথিতং ভুবি ॥ ৭৪ ॥ নামাবিমুক্তমভবদুভয়োঃ ক্ষেত্রলিঙ্গয়োঃ। এতদ্দ্বয়ং সমাসাদ্য ন ভূয়ো গর্ভভাগ্ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা ক্ষেত্রেঽবিমুক্তকে। বিমুক্ত এব ভবতি সর্ব্বস্মাৎ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ৭৬ ॥ অর্চ্চন্তি বিশ্বে বিশ্বেশং বিশ্বেশোঽর্চ্চতি বিশ্বকৃৎ। অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং ভুবি মুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৭৭ ॥ পুরা ন স্থাপিতং লিঙ্গং কস্যচিৎ কেনচিৎ ক্বচিৎ। কিমাকৃতি ভবেল্লিঙ্গং নৈতদ্বেত্তি কশ্চন ॥ ৭৮ ॥ আকারমবিমুক্তস্য দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাচ্যুতাদয়ঃ। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাসুর্ব্বসিষ্ঠাদ্যাস্তথর্ষয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ আদিলিঙ্গমিদং প্রোক্তমবিমুক্তেশ্বরং মহৎ। ততো লিঙ্গান্তরাণ্যত্র জাতানি ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৮০ ॥ অবিমুক্তেশনামাপি শ্রুত্বা জন্মার্জ্জিতাদঘাৎ। ক্ষণান্মুক্তো ভবেন্মর্ত্ত্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮১ ॥ অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং স্মৃত্বা দূরগতোঽপি চ। জন্মদ্বয়কৃতাৎ পাপাৎ ক্ষণাদেব বিমুচ্যতে ॥ ৮২ ॥ অবি-

---

অভিষেককালে মহাতপা মহাবীর্য্য সেই রাজর্ষি আমাকে এই সময়পাশে বদ্ধ করেন, "যদি আপনার আজ্ঞায় দেবগণ স্বর্গে থাকেন, নাগলোকে নাগেরা থাকে, তাহা হইলে রাজ্য করিব, নতুবা নহে।" আমি তাহাতে "তথাস্তু" বলিয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন। তবে, হে কৃপানিধে! মন্দরকে এইরূপ বরপ্রদান করুন ও সেই নৃপতিও যাহাতে প্রজাপালন করেন, এই কামনা সিদ্ধ হউক। বিবেচনা করিয়া দেখুন, শতক্রতু ও তাঁহার রাজ্য আমার দুইদণ্ড কালমাত্র স্থায়ী; নিমেষার্দ্ধ মধ্যে নিমীলনশীল মর্ত্ত্য ত গণ্যমধ্যে নহে। ইহা শুনিয়া ভগবান্ হর, বিধিরও গৌরব রক্ষা করিলেন এবং চারুকন্দরশোভিত মন্দরপর্ব্বতকে নির্ম্মল বোধ করিয়া তাহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন। জম্বুদ্বীপমধ্যে কাশী যেমন সদা নির্ব্বাণদায়িনী, কুশদ্বীপে সেইরূপ মন্দরগিরি বহুকাল নির্ব্বাণদায়ক হইয়াছিল। মন্দরপর্ব্বতে গমনকালে ভগবান্ শিব, সাধকগণকে সর্ব্বসিদ্ধি ও কাশীস্থ মৃত জন্তুদিগকে মোক্ষসম্পদ্ দিবার জন্য এবং ক্ষেত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধিরও অগোচর নিজ মূর্ত্তিময় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া রাখিলেন; সুতরাং মন্দরাদ্রিতে গমন করিলেও পিনাকপাণি এই কাশী ত্যাগ করেন নাই, বরং লিঙ্গরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, অতএব ইহার নাম "অবিমুক্ত" হইল।৬০—৭৩। পূর্ব্বে ইহার নাম "আনন্দবন" ছিল; কিন্তু তদবধি এই কাশী অবিমুক্তনামে ভূতলে বিখ্যাত হইল। এইরূপে ক্ষেত্রের নাম অবিমুক্ত হওয়াতে লিঙ্গেরও নাম তাহাই হইল। এতদুভয়কে প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের পুনরায় গর্ভবাস করিতে হয় না। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গকে দেখিয়া জীবগণ সমুদয় কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জগতে সকলেই বিশ্বেশ্বরকে অর্চ্চনা করে; কিন্তু বিশ্বকর্ত্তা সেই বিশ্বেশ্বর, ভুক্তিমুক্তিদাতা এই অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে কেহ কোন স্থানে কাহারও লিঙ্গ স্থাপন করেন নাই, অতএব লিঙ্গের আকার কিরূপ, ইহা আমাদিগের মধ্যে কেহ জানিত না। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ অবিমুক্তের আকার দেখিয়া অপরাপর লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অবিমুক্ত লিঙ্গই আদি লিঙ্গ, ইহা হইতে ভূতলে লিঙ্গান্তরের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের নামশ্রবণে মনুষ্য আজন্মসঞ্চিত পাপ হইতে ক্ষণকালমধ্যে মুক্ত হয়;

মুক্তে মহাক্ষেত্রে বিমুক্তমবলোক্য চ। ত্রিজন্মজনিতং পাপং হিত্বা পুণ্যময়ো ভবেৎ॥ ৮৩॥ যৎ কৃতং জ্ঞানবিভ্রংশাদেনঃ পঞ্চসু জন্মসু। অবিমুক্তেশসংস্পর্শাত্তৎ ক্ষয়েদেব নান্যথা॥ ৮৪॥ অর্চ্চয়িত্বা মহালিঙ্গমবিমুক্তেশ্বরং নরঃ। কৃতকৃত্যো ভবেদত্র ন চ স্যাজ্জন্মভাক্ কৃতঃ॥৮৫॥ স্তুত্বা নত্বার্চ্চয়িত্বা চ যথাশক্তি যথামতি। অবিমুক্তেঽবিমুক্তেশং স্তূয়তে নম্যতেঽর্চ্চ্যতে॥ ৮৬॥ অনাদিমদিদং লিঙ্গং স্বয়ং বিশ্বেশ্বরার্চ্চিতম্। কাশ্যাং প্রযত্নতঃ সেব্যমবিমুক্তং বিমুক্তয়ে॥ ৮৭॥ সন্তি লিঙ্গান্যনেকানি পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ। আয়ান্তি তানি লিঙ্গানি মাঘীং প্রাপ্য চতুর্দ্দশীম্। কৃষ্ণায়াং মাঘভূতায়ামবিমুক্তেশজাগরাৎ। সদাবিগতনিদ্রস্য যোগিনো গতিভাগ্ভবেৎ॥ ৮৯॥ নানায়তনলিঙ্গানি চতুর্ব্বর্গপ্রদান্যপি। মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামবিমুক্তমুপাসতে॥৯০॥ কিং বিভেতি নরো ধীরঃ কৃতাদঘশিলোচ্চয়াৎ। অবিমুক্তেশলিঙ্গস্য ভক্তিবজ্রধরো যদি॥ ৮১॥ কাবিমুক্তং মহালিঙ্গং চতুর্ব্বর্গফলোদয়ম্। ক পাপিপাপশৈলোঽন্যো যঃ ক্ষয়েন্নামসম্ভৃতঃ॥ ৯২॥ অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে বিশ্বেশসমধিষ্ঠিতে। যৈর্ন দৃষ্টং বিমূঢ়াস্তেঽবিমুক্তং লিঙ্গমুত্তমম্॥ ৯৩॥ দ্রষ্টারমবিমুক্তস্য দৃষ্ট্বা দণ্ডধরো যমঃ। দূরাদেব প্রণমতি প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ॥ ৯৪॥ ধন্যং তন্নেত্রনির্ম্মাণং কৃতকৃত্যৌ তু তৌ করৌ। অবিমুক্তেশ্বরং যেন যাভ্যামৈক্ষিষ্ট যঃ স্পৃশেৎ॥ ৯৫॥ ত্রিসন্ধ্যমবিমুক্তেশং যো জপেন্নিয়তঃ শুচিঃ। দূরদেশবিপন্নোঽপি কাশীমৃতফলং লভেৎ॥৯৬॥ অবিমুক্তং মহালিঙ্গং দৃষ্ট্বা গ্রামান্তরং ব্রজেৎ। লব্ধাশু কার্য্যসংসিদ্ধিং ক্ষেমেণ প্রবিশেদ্ গৃহম্॥ ৯৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অবিমুক্তেশাবির্ভাবো নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। অবিমুক্তেশমাহাত্ম্যং বর্ণিতং তেঽগ্রতো ময়া। অথো কিমসি শুশ্রূষুঃ কথয়িষ্যামি

হইয়া থাকে। দূরস্থিত ব্যক্তি যদি ইহার নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে জন্মদ্বয়ার্জ্জিত পাপ হইতে সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে। অবিমুক্তক্ষেত্রে অবিমুক্ত লিঙ্গ দেখিলে ত্রিজন্মকৃত পাপ বিদূরিত হয় ও পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। ইঁহার স্পর্শে পাঁচ জন্মের অজ্ঞানকৃত পাপরাশি ধ্বংস হয়। ইঁহার অর্চ্চনা করিলে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আর জন্মভাগী হইতে হয় না; যথাশক্তি ও যথামতি যে ইঁহার স্তব, অর্চ্চনা ও প্রণাম করে, সে ব্যক্তি জগতে অর্চ্চিত, স্তুত ও বন্দিত হইয়া থাকে। কাশীতে স্বয়ং বিশ্বনাথার্চ্চিত এই অনাদি অবিমুক্ত লিঙ্গকে মুক্তির জন্য ভক্তিসহযোগে মানবের সেবা করা কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীমধ্যে নানা তীর্থস্থানে নানা লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা মাঘমাসের চতুর্দ্দশীতে এই অবিমুক্ত লিঙ্গের নিকট আসিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই লিঙ্গের নিকট, মাঘমাসের চতুর্দ্দশীরাত্রি জাগরণ করে, সে সর্ব্বদা জাগরূক যোগিজনের গতিভাজন হইয়া থাকে। নানা-তীর্থের লিঙ্গ সকল চতুর্ব্বর্গফলদায়ক হইলেও মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে আসিয়া অবিমুক্ত লিঙ্গের উপাসনা করেন। অবিমুক্ত লিঙ্গের উপর দৃঢ় ভক্তিরূপ বজ্র যদি মনুষ্যের থাকে, তাহা হইলে সঞ্চিত পাপরূপ পর্ব্বতের ভয়ে তাহাকে ভীত হইতে হয় না। এই লিঙ্গ চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং পাপিগণের অর্জ্জিত পাপশৈলমালা ক্ষয় পাইতে সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশ্বেশ্বরের পীঠস্থান এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে যাহারা অবিমুক্ত লিঙ্গকে দেখে নাই, তাহারা মোহান্ধ ও যে ব্যক্তি দর্শন করে, তাহাকে দেখিয়া কৃতান্তদেব দূর হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই মহালিঙ্গকে দর্শন করিয়াছে ও হস্তে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার নেত্রনির্ম্মাণ ধন্য ও হস্ত সার্থক। যে জন পবিত্র হইয়া নিয়মপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্য ইঁহার জপ করে, সে স্থানান্তরে মৃত হইলেও কাশীমৃত্যুর ফল লাভ করিয়া থাকে। যে জন এই মহালিঙ্গকে দর্শন করিয়া গ্রামান্তরে যায়, অবিলম্বে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হয় ও সে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া থাকে। ৭৪—৯৭।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৯॥

চত্বারিংশ অধ্যায়

স্কন্দ কহিলেন,—আমি অবিমুক্তেশ্বরের মহাত্ম্য তোমার অগ্রে বর্ণনা করিলাম; এক্ষণে যদি আর

তৎ পুনঃ ॥ ১ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অবিমুক্তেশমাহাত্ম্যং শ্রাবং শ্রাবং শ্রুতী মম। অতীব পুশ্রুতে জাতে তথাপি ন খিন্নোম্যহম্ ॥ ২ ॥ অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং ক্ষেত্রকাপ্যবিমুক্তকম্। এতয়োস্ত কথং প্রাপ্তির্ভবেৎ ষণ্মুখ তদ্বদ ॥ ৩ ॥ শ্রীস্কন্দ উবাচ। শৃণু কুম্ভজ বক্ষ্যামি যথা প্রাপ্তির্ভবেদিহ। শ্রেয়োদাতুরেতস্যাবিমুক্তস্য মহামতে ॥ ৪ ॥ সমীহিতার্থসংসিদ্ধির্লভ্যতে পুণ্যভারতঃ। তচ্চ পুণ্যং ভবেদ্বিপ্র শ্রুতিবর্ত্ম সভাজনাৎ ॥ ৫ ॥ শ্রুতিবর্ত্মজুষঃ পুংসঃ সংস্পর্শান্নশ্যতো মুনে। কলিকালাবপি সদা ছিদ্রং প্রাপ্য জিঘাংসতঃ ॥ ৬ ॥ বৰ্জ্জিতস্য বিধানেন প্রোক্তস্যাকরণেন বৈ। কলিকালাবপি হতো ব্রাহ্মণং রন্ধ্রদর্শনাৎ। ৭ ॥ নিষিদ্ধাচরণং তস্মাৎ কথয়িষ্যে তবাগ্রতঃ। তদ্দূরতঃ পরিত্যজ্য নরো ন নিরয়ী ভবেৎ ॥ ৮ ॥ পলাণ্ডুং বিড়্বরাহঞ্চ শেলুং লশুনগৃঞ্জনে। গোপীযূষং তণ্ডুলীয়ং বর্জ্জ্যঞ্চ কবকং সদা ॥ ৯ ॥ ব্রাশ্চনান্ বৃক্ষনির্য্যাসান্ পায়সাপূপশষ্কুলীঃ। অদেবপিত্র্যং পললমবৎসাগোপয়স্ত্যজেৎ ॥ ১০ ॥ পয় ঐকশফং হেয়ং তথা ক্রামেলকাবিকম্। রাত্রৌ ন দধি ভোক্তব্যং দিবা ন নবনীতকম্ ॥ ১১ ॥ টিট্টিভং কলবিঙ্কঞ্চ হংসং চক্রং প্লবং বকম্। ত্যজেন্মাংসাশিনঃ সর্ব্বান্ সারসং কুক্কুটং শুকম্ ॥ ১২ ॥ জালপাদান্ খঞ্জরীটান্ বুড়িত্বা মৎস্যভক্ষকান্। মৎস্যাশী সর্ব্বমাংসাশী তন্মৎস্যান্ সর্ব্বথা ত্যজেৎ ॥ ১৩ ॥ হব্যকব্যনিযুক্তৌ তু ভক্ষ্যৌ পাঠীনরোহিতৌ। মাংসাশিভিস্তমী ভক্ষ্যাঃ শশশল্লককচ্ছপাঃ ॥ ১৪ ॥ শ্বাবিদ্গোধে প্রশস্তে চ জ্ঞাতাশ্চ মৃগপাক্ষিণঃ। আয়ুষ্কামৈঃ স্বর্গকামৈস্ত্যাজ্যং মাংসং প্রযত্নতঃ ॥ ১৫ ॥ যজ্ঞার্থং পশুহিংসা যা সা স্বর্গ্যা নেতরা ক্বচিৎ। ত্যজেৎ পর্য্যুষিতং সর্ব্বমখণ্ডস্নেহবর্জ্জিতম্ ॥ ১৬ ॥ প্রাণাত্যয়ে ক্রতৌ শ্রাদ্ধে ভেষজে বিপ্রকাম্যয়া। অলৌল্যমিত্থং পললং ভক্ষয়ন্নৈব দোষভাক্ ॥ ১৭ ॥

কিছু শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা পুনরায় বলিব। অগস্ত্য বলিলেন,—হে ষণ্মুখ! অবিমুক্তের মাহাত্ম্য পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণদ্বয় সার্থক হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি আমার পরিতৃপ্তি হয় নাই। অতএব বল, কি উপায়ে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ ও অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়? স্কন্দ কহিলেন,—হে মহামতে কুম্ভজ! যাহাতে এই শ্রেয়োদাতা অবিমুক্তের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে বিপ্র! যে পুণ্যপ্রভাবে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই পুণ্যের মূল স্মৃতিমার্গসেবা। হে মুনে! যে পুরুষ সেই স্মার্ত্তবিহিত পথে বিচরণ করে, তাহার সংস্পর্শে কলি ও কালভয় নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত কলি ও কাল, বধের জন্য সর্ব্বদা ছিদ্রান্বেষণে রত। যে ব্রাহ্মণ, নিষিদ্ধ আচরণ করে ও বৈধ কার্য্য করে না, তাহাকেই উহারা ঐ ছিদ্র পাইয়া বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব, অগ্রে তোমায় নিষিদ্ধ আচরণের কথা বলিতেছি; উহা দূরে পরিহার করিতে পারিলে মনুষ্যের নরকগতি হয় না। গৃহস্থ ব্যক্তি পলাণ্ডু, বিড়বরাহ, বহুবারক ফল, লশুন, গৃঞ্জন, গোপীযূষ, তণ্ডুলীয়, ও ছত্রাক ভক্ষণ করিবে না। দেবতাহীন বৃক্ষনির্য্যাস, পায়স, অপূপ, শষ্কুলী, দেবতা ও পিতৃলোকে অনিবেদিত মাংস এবং বৎসহীনা বা স্থানান্তরিতবৎসা গাভীর দুগ্ধ ভক্ষণে বিরত হইবে।১—১০।অশ্বাদি একখুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, উষ্ট্র ও মেষদুগ্ধ পান করিবে না। রাত্রিকালে দধি ও দিবসে নবনীত ভক্ষণ করিবে না। টিট্টিভ, চটক, হংস, চক্রবাক, প্লব, বক, সারস, গ্রাম্যকুক্কুট, শুক, খঞ্জন এবং শরারি প্রভৃতি জালপাদ, মদ্গু, প্রভৃতি মৎস্যভক্ষক ও শ্যেনাদি মাংসাশী পক্ষী ভোজন করিবে না। মৎস্য ও সমস্ত জীবের মাংস উভয়ই তুল্য, অতএব মৎস্য সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে কিন্তু বোয়াল ও রোহিত মৎস্য দৈব ও পৈত্রাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ভোজন করিতে পারিবে। যাহারা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারা শশক, শল্যক, কচ্ছপ, সেধাখ্য পশু, গোধা ও বিজ্ঞাত পশুপক্ষী ভোজন করিতে পারিবে। যদি দীর্ঘায়ু হইতে ও স্বর্গলাভ করিতে কামনা থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক মাংস ত্যাগ করিবে; কারণ যজ্ঞকার্য্যে পশুবধই স্বর্গের অনুকূল, অপর কার্য্যে কদাচ নহে। খণ্ড ও তৈলাদিস্নেহ নির্ম্মিত ভিন্ন সমস্ত পর্য্যুষিত দ্রব্য ত্যাগ করিবে। মাংস ভক্ষণ কদাপি অভিপ্রেত নহে, তথাপি শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে, ঔষধ রূপে, প্রাণাত্যয় স্থলে কিংবা ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাক্রমে মাংস ভক্ষণ করিলে দোষগ্রস্ত হইতে হয় না। লৌল্যবশতঃ মাংস

ন তাদৃশং ভবেৎ পাপং মৃগয়াবৃত্তিকাঙ্ক্ষিণঃ। যাদৃশং ভবতি প্রেত্য লৌল্যান্মাংসোপসেবিনঃ॥ ১৮॥ যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ পশুক্রমমৃগৌষধীঃ। নিঘ্নন্ ন হিংসকো বিপ্রস্তাসামপি শুভা গতিঃ॥ ১৯॥ পিতৃদেবক্রতুকৃতে মধুপর্কার্থমেব চ। অত্র হিংসাপ্যহিংসা স্যাৎ হিংসান্যত্র সুদুস্তরা ॥ ২০॥ যো জন্তূনাত্মপুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং কচিৎ॥ ২১॥ ভোক্তানুমন্তা সংহর্ত্তা ক্রয়িবিক্রয়িহিংসকাঃ। উপহর্ত্তা ঘাতয়িতা হিংসকাশ্চাষ্টধা স্মৃতাঃ॥ ২২॥ প্রত্যব্দমশ্বমেধেন শতং বর্ষাণি যো যজেৎ। অমাংসভক্ষকো যশ্চ তয়োরন্ত্যো বিশিষ্যতে॥ ২৩॥ যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্রষ্টব্যঃ সুখমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥ ২৪॥ সুখং বা যদি বা চান্যৎ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পরে। তৎ কৃতং হি পুনঃ পশ্চাৎ সর্ব্বমাত্মনি সম্ভবেৎ॥ ২৫॥ ন ক্লেশেন বিনা দ্রব্যমর্থহীনে কুতঃ ক্রিয়াঃ। ক্রিয়াহীনে কুতো ধর্ম্মো ধর্ম্মহীনে কুতঃ সুখম্॥ ২৬॥ সুখং হি সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষ্যং তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ ধর্ম্মোঽত্র কর্ত্তব্যশ্চাতুর্বর্ণ্যেন যত্নতঃ॥ ২৭॥ ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকম্। দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে চ ভাবতঃ॥ ২৮॥ বিধিহীনং তথাপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্। ন কেবলং হি তদ্ যাতি শেষং তস্য চ নশ্যতি॥ ২৯॥ ব্যসনার্থে কুটুম্বার্থে যদৃণার্থে চ দীয়তে। তদক্ষয়ং ভবেদত্র পরত্র চ ন সংশয়ঃ॥ ৩০॥ মাতাপিতৃবিহীনং যো মৌঞ্জীপাণিগ্রহাদিভিঃ। সংস্কারয়েন্নিজৈরর্থৈস্তস্য শ্রেয়স্ত্বনন্তকম্॥ ৩১॥ অগ্নিহোত্রৈর্ন তচ্ছ্রেয়ো নাগ্নিষ্টোমাদিভির্মখৈঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্যতে মর্ত্ত্যৈর্দ্বিজে চৈকে প্রতিষ্ঠিতে॥ ৩২॥ যো হ্যনাথস্য বিপ্রস্য পাণিং গ্রাহয়তে কৃতী। ইহ সৌখ্যমবাপ্নোতি সোঽক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৩॥ পিতৃগেহে তু যা কন্যা রজঃ পশ্যেদসংস্কৃতা। ভ্রূণহা তৎপিতা জ্ঞেয়ো বৃষলী সাপি কন্যকা॥ ৩৪॥ যস্তাং পরিণয়েন্মোহাৎ স ভবেদ্বৃষলীপতিঃ। তেন

ভক্ষণ করিলে গুরুতর পাপ হয়; এমন কি, যে মৃগয়া দ্বারা জীবিকা করিতে চাহে, তাহারও তাদৃশ পাপ হয় না। ব্রহ্মা যজ্ঞের নিমিত্ত মৃগ, পশু, বৃক্ষ ও ওষধির সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে হনন করিলে হিংসাপাপে লিপ্ত হইবে না, তাহাদিগেরও সদ্গতি হইবে। দেবতা, পিতৃলোক, মধুপর্ক ও যজ্ঞের নিমিত্ত প্রাণিহিংসা হিংসামধ্যে গণ্য নহে; কিন্তু ইহার অন্যত্র হিংসা করিলে নিস্তার নাই। যে মূঢ় ব্যক্তি আত্মপুষ্টির জন্য প্রাণিহিংসা করে, সেই দুরাচারের ইহকাল ও পরকাল, কোথায়ও সুখ হয় না। অনুমতিদাতা, বধকারী, অস্ত্র দ্বারা খণ্ডখণ্ডকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেষ্টা ও ভোক্তা এই আট জনকে ঘাতক বলা যায়। যে জন শতবর্ষ ধরিয়া প্রতিবর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ও যে জন অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিরই বিশিষ্ট ফল হইয়া থাকে। সুখৈষী ব্যক্তি পরকে আপনার ন্যায় দেখিবে; সুখ-দুঃখ নিজের পক্ষে যেমন পরের পক্ষে তদ্রূপই বিবেচনা করিবে। পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ করিলে, নিজের জন্য পরের তদ্রূপ করার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এই জগতে বিনা ক্লেশে অর্থাগম হয় না; অর্থহীন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা নাই; ক্রিয়াকলাপ না করিলে ধর্ম্মার্জ্জন ঘটে না; ধর্ম্মহীন হইলে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুখ সকলেরই বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি, অতএব যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের তাহা অর্জ্জন কর্ত্তব্য। ১১—২৭। ন্যায়ার্জ্জিত অর্থে পরলোকের কার্য্য করিবে এবং বিশুদ্ধকালে ও বিশুদ্ধভাবে যথাশাস্ত্র সৎপাত্রে দান করিবে। যে জন অবিধিক্রমে সৎপাত্রে দান করে, তাহার দান কেবল বৃথা হয় না, ফলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে জন বিপদুদ্ধার, ঋণমোচন ও কুটুম্বপালনের জন্য দান করিয়া থাকে, তাহার সেই দান নিঃসংশয় ইহকাল ও পরকালে অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ অর্থে পিতৃমাতৃহীন লোকের উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার করাইয়া দেয়, তাহার অনন্ত শ্রেয়োলাভ হয়। একজন দ্বিজ স্থাপন করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, তাহা অসংখ্য অগ্নিহোত্র বা অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি-যজ্ঞ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে জন অনাথ ব্রাহ্মণযুবায় বিবাহ দিয়া দেয়, সে ইহকালে সুখী ও পরকালে অক্ষয় স্বর্গে বাস করে। পিত্রালয়ে যে কন্যা অপরিণীত অবস্থায় রজোদর্শন করে, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যা-পাপে পাপী হয় ও সেই কন্যা বৃষলী (শূদ্রা) হইয়া যায়। যে জন অজ্ঞানবশতঃ উক্ত কন্যাকে

সম্ভাষণং ত্যাজ্যমপাঙ্‌ক্তেয়েন সর্ব্বদা ॥ ৩৫ ॥ বিজ্ঞায় দোষমুভয়োঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। সম্বন্ধং রচয়েৎ পশ্চাদন্যথা দোষভাক্ পিতা ॥ ৩৬ ॥ স্ত্রিয়ঃ পবিত্রাঃ সততং নেতা দুষ্যন্তি কেনচিৎ। মাসি মাসি রজস্তাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি ॥ ৩৭ ॥ পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ। ভুঞ্জতে মানুষাঃ পশ্চান্নৈতা দুষ্যন্তি কেনচিৎ ॥ ৩৮ ॥ স্ত্রীণাং শৌচং দদৌ সোমঃ পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যতাম্। কল্যাণবাণীং গন্ধর্ব্বাস্তেন মেধ্যাঃ সদা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ কন্যাং ভুঙ্‌ক্তে রজঃকালেঽগ্নিঃ শশী লোমদর্শনে। স্তনোদ্ভেদেষু গন্ধর্ব্বাস্তৎপ্রাগেব প্রদীয়তে ॥ ৪০ ॥ দৃষ্টরোমা হ্যপত্যঘ্নী কুলঘ্নুদ্গতযৌবনা। পিতৃঘ্ন্যা-বিকৃতরজাস্ততস্তাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪১ ॥ কন্যাদান-ফলপ্রেপ্সুস্তস্মাদ্দদ্যাদনগ্নিকাম্। অন্যথা ন ফলং দাতুঃ প্রতিগ্রাহী পতেদধঃ ॥ ৪২ ॥ কন্যামভুক্তাং সোমাদ্যৈর্দদদ্দানফলং লভেৎ। দেবভুক্তাং দদদ্দাতা ন স্বর্গমধিগচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥ শয়নাসন-যানানি কুতপং স্ত্রীমুখং কুশাঃ। যজ্ঞপাত্রাণি সর্ব্বাণি ন দুষ্যন্তি বুধাঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৪ ॥ বৎসঃ প্রস্রবণে মেধ্যঃ শকুনিঃ ফলপাতনে। নার্য্যো রতিপ্রয়োগেষু শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ৪৫ ॥ অজাশ্বয়োর্মুখং মেধ্যং গাবো মেধ্যাস্তু পৃষ্ঠতঃ। পাদতো ব্রাহ্মণা মেধ্যাঃ স্ত্রিয়ো মেধ্যাস্তু সর্ব্বতঃ ॥ ৪৬ ॥ বলাৎকারোপ-ভুক্তা বা চৌরহস্তগতাপি বা। ন ত্যাজ্যা দয়িতা নারী নাস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৪৭ ॥ আম্লেন তাম্রশুদ্ধিঃ স্যাচ্ছুদ্ধিঃ কাংস্যস্য ভস্মনা। সংশুদ্ধী রজসা নার্য্যাস্তটিন্যা বেগতঃ শুচিঃ ॥ ৪৮ ॥ মনসাপি হি যা নেহ চিন্তয়েৎ পুরুষান্তরম্। সোময়া সহ সৌখ্যানি ভুঙ্‌ক্তে চাত্রাপি কীর্ত্তিভাক্ ॥ ৪৯ ॥ পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা। কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥ ৫০ ॥ অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ। স্বয়ং স্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্ ॥ ৫১ ॥ হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্। পরিভূতামধঃ-শয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্ ॥ ৫২ ॥ ব্যভিচারাদৃতৌ

বিবাহ করে, সে বৃষলীপতি হয়; তাহার সহিত সম্ভাষণ কিম্বা পংক্তিভোজন কদাচ করিবে না। কন্যা ও বর উভয়ের দোষ জানাইয়া পিতা সম্বন্ধ প্রণয়ন করিবে, নতুবা পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। নারীগণ সর্ব্বদাই পবি', ইহাদিগের কোনমতে দোষ হয় না; কারণ, প্রতিমাসে যে রজঃ হইয়া থাকে, তাহা ইহাদিগের পাপরাশি বিনষ্ট করে। অগ্নি, চন্দ্র ও গন্ধর্ব্ব এই তিন জন প্রথমে তাহা-দিগকে ভোগ করেন; পশ্চাৎ মনুষ্যে ভোগ করিয়া থাকে; এমতে ইহারা কিছুতেই দোষগ্রস্ত হয় না। সোম স্ত্রীগণকে শুচিত্ব, অগ্নি সর্ব্বমেধ্যতা ও গন্ধর্ব্বেরা কল্যাণরাশি দিয়াছেন; অতএব তাহারা সদাই পবিত্র। অগ্নি রজঃকালে, চন্দ্র রোমোদ্গমে ও গন্ধর্ব্বেরা স্তনোদ্ভেদ সময়ে কন্যাকে ভোগ করিয়া থাকেন; তজ্জন্য তাহার পূর্ব্বে ইহাকে সম্প্রদান করা উচিত। রোম দর্শন-কালে বিবাহে সন্তান নষ্ট হয়, যৌবনচিহ্নপ্রকাশে বংশ থাকে না ও রজঃপ্রকাশকালে পিতৃমরণ ঘটে; তজ্জন্য ঐ ঐ অবস্থা পরিত্যাগ করিবে। অতএব কন্যাদানের ফলপ্রার্থী হইলে রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যাদান করিবে; নতুবা দাতা ফল প্রাপ্ত হয় না ও গ্রহীতা অধঃপতিত হইয়া থাকে। সোম প্রভৃতি দেবতাগণের ভোগের পূর্ব্বে কন্যাদানের ফল হইয়া থাকে; তৎপরে দান করিলে দাতার স্বর্গ লাভ হয় না। শয্যা, আসন, শণ, নেপালদেশীয় কম্বল, নারীর মুখ, কুশ ও সমস্ত যজ্ঞপাত্র, ইহাদিগকে পণ্ডিতেরা কদাচ দূষ্য বলেন না।২৮—৪৪। দোহনকালে গোবৎসের মুখ, পক্ষীমুখভ্রষ্ট ফল, রতিকালে নারীর মুখ ও বধের জন্য মৃগগ্রহণকালে কুকুরের মুখ শুচি জানিবে। ছাগ ও অশ্বের মুখ, গোপৃষ্ঠ, ব্রাহ্মণচরণ ও স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র। বলপূর্ব্বক উপভোগ করিলে বা চৌরহস্তগত হইলেও নারীকে ত্যাগ করিবে না; ইহার ত্যাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। অম্লযোগে তাম্রপাত্রের, ভস্ম দ্বারা কাংস্যের, রজোদ্বারা নারীর ও প্রবাহ থাকিলে নদীর শুদ্ধি হইয়া থাকে। যে নারী মনেও অন্য পুরুষ চিন্তা করে না, সে ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে উমার সহিত একত্র সুখভোগ করে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, জননী, ইহারা কন্যা-দানের অধিকারী। ইহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্বনাশে পর পর ব্যক্তি কন্যাদান করিবে; না করিলে প্রতি ঋতুতে ভ্রূণহত্যাপাতক হইবে। ইহাদিগের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে যতদিন না ঋতু হইতেছে, তাবৎ তাহাকে সকল অধিকারচ্যুত করিয়া মলিন বস্ত্র পরাইয়া পিণ্ডমাত্র দিয়া ঘৃণিতভাবে অধঃশয্যায় বাস করা-

শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে। গর্ভভর্ত্তৃবধাদৌ তু মহত্যপি চ কল্মষে॥ ৫৩॥ শূদ্রস্য ভার্য্যা শূদ্রৈব সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে। তে চ স্বা চৈব রাজন্য তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ৫৪॥ আরোপ্য শূদ্রাং শয়নে বিপ্রো গচ্ছেদধোগতিম্। উৎপাদ্য পুত্রং শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ ৫৫॥ দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু। দেবাদ্যাস্তন্ন চাশ্নন্তি স চ স্বর্গং ন গচ্ছতি॥ ৫৬॥ জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ। কৃত্যাভির্নিহতানীব নশ্যেয়ুস্তান্যসংশয়ম্॥ ৫৭॥ তদভ্যর্চ্চ্যাঃ সুবাসিন্যো ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥ ৫৮॥ যত্র নার্য্যঃ প্রমুদিতা ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ। রমন্তে দেবতাস্তত্র শুস্তত্র সকলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৫৯॥ যত্র তুষ্যতি ভর্ত্রা স্ত্রী স্ত্রিয়া ভর্ত্তা চ তুষ্যতি। তত্র বেশ্মনি কল্যাণং সম্পদ্যেত পদে পদে॥ ৬০॥ অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব প্রহুতং প্রাশিতং তথা। ব্রাহ্মং হুতং পঞ্চমঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞা ইমে শুভাঃ॥ ৬১॥ জপোঽহুতো হুতো হোমঃ প্রহুতো ভৌতিকো বলিঃ। প্রাশিতং পিতৃসন্তৃপ্তির্হুতং ব্রাহ্মং দ্বিজার্চ্চনম্॥ ৬২॥ পঞ্চযজ্ঞানিমান্ কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণো নাবসীদতি। এতেষামননুষ্ঠানাৎ পঞ্চসূনা অবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৩॥ ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ বাহুজাতমনাময়ম্। বৈশ্যং সুখং সমাগম্য শূদ্রং সন্তোষমেব চ॥ ৬৪॥ জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবদ্ যাবদষ্টৌ সমাঃ স্মৃতাঃ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু নো দুষ্যেদ্ যাবন্নৈবোপনীয়তে॥ ৬৫॥ ভরণং পোষ্যবর্গস্য দৃষ্টাদৃষ্টফলোদয়ম্। প্রত্যবায়ো হ্যভরণে ভর্ত্তব্যস্তৎ প্রযত্নতঃ॥ ৬৬॥ মাতা পিতা গুরুঃ পত্নী স্বপত্যানি সমাশ্রিতাঃ। অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা অমী নব॥ ৬৭॥ স জীবতি পুমান্ যোঽত্র বহুভিশ্চোপজীব্যতে। জীবন্মৃতোঽথ বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষঃ স্বোদরম্ভরিঃ॥ ৬৮॥ দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিকাম্যয়া। অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ॥ ৬৯॥ বিভাগশীলসংযুক্তো দয়াবাংশ্চ ক্ষমাযুতঃ। দেবতাতিথিভক্তশ্চ গৃহস্থো ধার্ম্মিকঃ স্মৃতঃ॥ ৭০॥ শর্ব্বরীমধ্যযামৌ

হইবে; পরে ঋতু হইলে তাহার শুদ্ধি হইবে। কিন্তু গর্ভ কিম্বা গর্ভপাত ও পতিবধ প্রভৃতি মহাপাতকস্থলে তাহাকে ত্যাগ করা বৈধ। শূদ্র কেবল শূদ্রাকে, বৈশ্য শূদ্রা ও বৈশ্যাকে; ক্ষত্রিয় শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়াকে এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ও তিন বর্ণেরই কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে। বিপ্র, শূদ্রাকে শয্যায় তুলিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয় ও তাহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যাহার দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিকে দেয়বস্তু শূদ্রাই সম্পাদন করে, তাঁহারাও তাহা ভোজন করেন না, সে ব্যক্তিও স্বর্গলাভে বঞ্চিত হয়। যে গৃহে ভগিনী প্রভৃতি কুলস্ত্রীগণ সম্মান প্রাপ্ত হয় না, তাহা অভিচারহতের ন্যায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া, কি সম্পদ্, কি বিপদ্, সকল সময়েই সম্মান করিবে; তাহা করিলে সম্পদ্বৃদ্ধি হইবে। যথায় নারীগণ এই সমস্ত লাভে প্রফুল্ল হইয়া থাকে, তথায় দেবতারা বিহার করেন ও ক্রিয়াকলাপ সমস্তই সফল হয়। যে গৃহে পতি পত্নীতে ও পত্নী পতিতে সন্তুষ্ট থাকে, তথায় কল্যাণ পদে পদে ঘটিয়া থাকে। জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত, ভূতবলির নাম প্রহুত, পিতৃসন্তৃপ্তির নাম প্রকাশিত ও ব্রাহ্মণপূজার নাম ব্রাহ্ম্যহুত কহে; এই পঞ্চযজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ করে, সে কদাচ অবসন্ন হয় না; কিন্তু ইহাদিগের অননুষ্ঠানে পঞ্চসূনাদোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪৫—৬৩। ব্রাহ্মণকে দেখিলে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে সুখ ও শূদ্রকে সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিবে। জন্মাবধি অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত শিশু বলা যায়, উহার যাবৎ না উপনয়ন হয়, তাবৎ খাদ্যাখাদ্য-দোষ নাই। পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল হইয়া থাকে, কিন্তু না করিলে প্রত্যবায় আছে, অতএব যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে। মাতা, পিতা, গুরু, পত্নী, সন্তান, অনুজীবিবর্গ, অভ্যাগত, অতিথি ও অগ্নি এই নয় জন মাত্র পোষ্যবর্গমধ্যে গণ্য। বহু লোকে যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার জীবনই সার্থক; নচেৎ যে ব্যক্তি আপন উদরমাত্র ভরণ করে, তাহাকে জীবন্মৃত জ্ঞান করিবে। বিভূতিপ্রার্থী ব্যক্তির দীন, অনাথ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দান করা উচিত, নতুবা দান না করিলে পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গৃহস্থ সুশীল, দয়ালু, ক্ষমাশীল এবং দেবতা ও অতিথির প্রতি ভক্তিমান্ হইলে ধার্ম্মিক নামে কথিত হয়। যে ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে

যো হুতশেষঞ্চ যজ্ঞবিঃ। তত্র স্বপংস্তদশ্নংশ্চ ব্রাহ্মণো নাবসীদতি॥ ৭১॥ নবৈতানি গৃহস্থস্য কার্য্যাণ্যভ্যাগতে সদা। সুধাব্যয়ানি যৎ সৌম্যং বাক্যং চক্ষুর্ম্মনো মুখম্॥ ৭২॥ অভ্যুত্থানমিহায়াত সস্নেহং পূর্ব্বভাষণম্। উপাসনমনুব্রজ্যা গৃহস্থোন্নতিহেতব॥ ৭৩॥ তথৈষদ্ব্যয়যুক্তানি কার্য্যাণ্যেতানি বৈ নব। আসনং পাদশৌচঞ্চ যথাশক্ত্যশনং ক্ষিতিঃ॥ ৭৪॥ শয্যাতৃণজলাভ্যঙ্গদীপা গার্হস্থ্যসিদ্ধিদাঃ। তথা নব বিকর্ম্মাণি ত্যজ্যানি গৃহমেধিনাম্॥ ৭৫॥ পৈশুন্যং পরদারাশ্চ দ্রোহঃ ক্রোধানৃতাপ্রিয়ম্। দ্বেষো দম্ভশ্চ মায়া চ স্বর্গমার্গার্গলানি হি॥ ৭৬॥ নবাবশ্যককর্ম্মাণি কার্য্যাণি প্রতিবাসরম্। স্নানং সন্ধ্যা জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্॥ ৭৭॥ বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যং নবমং পিতৃতর্পণম্। নব গোপ্যানি যান্যত্র মুনে তানি নিশাময়॥ ৭৮॥ জন্মর্ক্ষং মৈথুনং মন্ত্রো গৃহচ্ছিদ্রঞ্চ বঞ্চনম্। আয়ুর্ধনাপমানং স্ত্রী ন প্রকাশ্যানি সর্ব্বথা॥ ৭৯॥ নবৈতানি প্রকাশ্যানি রহঃ পাপমকুৎসিতম্। প্রায়োগ্যমৃণশুদ্ধিশ্চ সান্বয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ৌ। কন্যাদানং গুণোৎকর্ষো নাস্তৎ কেনাপি কুত্রচিৎ॥ ৮০॥ পাত্রমিত্রবিনীতেষু দীনানাথোপকারিষু। মাতাপিতৃগুরুষ্বেতন্নবকং দত্তমক্ষয়ম্॥ ৮১॥ নিষ্ফলং নবকং স্বষ্টং চাটচারণতস্করে। কুবৈদ্যে কিতবে ধূর্ত্তে শঠে মল্লে চ বন্দিনি॥ ৮২॥ আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তূনি সর্ব্বথা। অন্বয়ে সতি সর্ব্বস্বং দারাংশ্চ শরণাগতান্॥ ৮৩॥ ন্যাসাধী কুলবৃত্তিঞ্চ নিক্ষেপং স্ত্রীধনং সুতম্। যো দদাতি স মূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তৈর্ব্বিশুধ্যতি॥ ৮৪॥ এতান্নবানাং নবকং জ্ঞাত্বা প্রিয়মবাপ্নুয়াৎ। অন্যচ্চ নবকং বচ্মি সর্ব্বেষাং স্বর্গমার্গদম্॥ ৮৫॥ সত্যং শৌচমহিংসা চ ক্ষান্তির্দানং দয়া দমঃ। অস্তেয়মিন্দ্রিয়াকোচঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥ ৮৬॥ অভ্যস্য নবতিঞ্চৈতাং স্বর্গমার্গপ্রদীপিকাম্। সতামভিমতাং পুণ্যাং গৃহস্থো নাবসীদতি॥ ৮৭॥ জিহ্বা ভার্য্যা সুতো ভ্রাতা মিত্রদাসসমাশ্রিতাঃ। যস্যৈতে বিনয়াঢ্যাশ্চ তস্য সর্ব্বত্র গৌরবম্॥ ৮৮॥ পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্। স্বপ্নোঽন্যগৃহবাসশ্চ নারীণাং

মধ্যম দুই প্রহর মাত্র নিদ্রায় যাপন করে ও হুতাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করে তাহার কদাপি অবসাদ ঘটে না। কোন ব্যক্তি গৃহে আগত হইলে সর্ব্বদা এই নয়টী অমৃত ব্যয় করিবে—সামবাক্য, সৌম্যদৃষ্টি, সৌম্যমুখ, সৌম্যচিত্ত, অভ্যুত্থান, স্বাগতপ্রশ্ন, সস্নেহ সম্ভাষণ, সমীপে উপবেশন ও পশ্চাদ্গমন—ইহাদিগকে গৃহস্থের উন্নতিকারণ জানিবে। আসন, পাদপ্রক্ষালনের জল, যথাশক্তি ভোজন, ভূমি, শয্যা, তৃণ, পানীয় জল, তৈল ও দীপ এই নয়টী অল্পব্যয়ের কার্য্য ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য; তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। পিশুনতা, পরদারসেবা, ক্রোধ, পরাপকার, অপ্রিয়, অনৃত, দ্বেষ, দম্ভ ও মায়া এই নয়টী স্বর্গপথের প্রতিবন্ধক; অতএব গৃহস্থের ত্যাজ্য। স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বৈশ্বদেববলি, অতিথিসেবা ও পিতৃতর্পণ এই নয়টি কার্য্য গৃহস্থ প্রতিদিন অবশ্য করিবে। হে মুনে! গোপনীয় নয়টি কি?—বলিতেছি, শ্রবণ কর;—জন্মনক্ষত্র, মৈথুন, মন্ত্র, গৃহচ্ছিদ্র, বঞ্চনা, আয়ু, ধন, অপমান ও স্ত্রী এই সকল কোন মতেই প্রকাশ করিবে না। গোপনে কৃত পাপ, নিষ্কলঙ্কতা, ঋণদান, ঋণশোধ, নিজবংশ, ক্রয়, বিক্রয়, কন্যাদান ও গুণগরিমা এই নয়টী প্রকাশ করিবে; তদ্ভিন্ন কিছুই কোন স্থানে প্রকাশ করিবে না।৬৪—৮০। মাতা, পিতা, গুরু, দীন, অনাথ, উপকারক ব্যক্তি, সৎপাত্র, মিত্র ও বিনীত—এই নয় জনকে দান করিলে অনন্ত ফলদায়ক হয়। চাটুকার, কুশীলব, তস্কর, কুবৈদ্য, ধূর্ত্ত, শঠ, কিতব, বন্দী ও মল্ললোক এই নয় জনকে দান করা কোন ফলদায়ক নহে। সন্তানসত্বে সর্ব্বস্ব, পত্নী, শরণাগত ব্যক্তি, অল্পকালের জন্য গচ্ছিত বস্তু, বন্ধক দ্রব্য, কুলবৃত্তি, দীর্ঘকালের জন্য গচ্ছিত বস্তু, স্ত্রীধন ও পুত্র এই নয়টী বস্তু বিপদে পতিত হইলেও কদাপি দেয় নহে; যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দান করে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে তাহার শুদ্ধি হয় না। এই নয়টী নবক অর্থাৎ একাশীতি বিষয়ে যাহার জ্ঞান হয়, সে লক্ষ্মীবান্ হইয়া থাকে। আর একটী নবকের কথা বলিতেছি, ইহা সর্ব্বজনের স্বর্গফলদায়ক ও ধর্ম্মসাধন; যথা—সত্য, শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, জ্ঞান, দয়া, দম, অস্তেয় ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। গৃহস্থ ব্যক্তি স্বর্গমার্গদায়িনী, সজ্জনাভিমতা, পবিত্র, সমুদয়ে এই নবতি (নব্বুই) অভ্যাস করিলে অবসাদ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তির রসনা, ভার্য্যা, পুত্র, ভ্রাতা, মিত্র, ভৃত্য ও আশ্রিত ইহারা বিনয়সম্পন্ন; তাহার গৌরব সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। মদ্যপান, অসৎসঙ্গ, পতি-

দূষণানি ষট্ ॥ ৮৯ ॥ সমর্ঘং ধান্তমুদ্ধৃত্য মহার্ঘং যঃ প্রযচ্ছতি। স হি বার্দ্ধুষিকো নাম তস্যান্নং নৈব ভক্ষয়েৎ ॥ ৯০ ॥ অগ্রে মাহিষিকং দৃষ্ট্বা মধ্যে চ বৃষলীপতিম্। অন্তে বার্দ্ধুষিকঞ্চৈব নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥ ৯১ ॥ মহিষীত্যুচ্যতে নারী যা চ স্যাদ্ব্যভিচারিণী। তাং দুষ্টাং কাময়েদ্যস্তু স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২ ॥ স্ববৃষং যা পরিত্যজ্য পরবৃষে বৃষায়তে। বৃষলী সা হি বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥ যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবন্মৌনেন ভুজ্যতে। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥ ৯৪ ॥ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে শ্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে। ক্রীড়ন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা যাস্যামঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৯৫ ॥ ভ্রষ্টশৌচব্রতাচারে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে। রোদীত্যন্নং দীয়মানং কিং ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৯৬ ॥ যস্য কোষ্ঠগতং চান্নং বেদাভ্যাসেন জীর্য্যতি। স তারয়তি দাতারং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ৯৭ ॥ ন স্ত্রীণাং বপনং কার্য্যং ন চ গাঃ সমনুব্রজেৎ। ন চ রাত্রৌ বসেদ্গোষ্ঠে ন কুর্য্যাদ্বৈদিকীং শ্রুতিম্ ॥ ৯৮ ॥ সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলদ্বয়ম্। এবমেব তু নারীণাং শিরসো মুণ্ডনং ভবেৎ ॥ ৯৯ ॥ রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ। অকারয়িত্বা বপনং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ১০০ ॥ কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং ব্রতমাদিশেৎ। দ্বিগুণা দক্ষিণা দেয়া ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ১০১ ॥ যোঽগৃহীত্বা বিবাহাগ্নিং গৃহস্থ ইতি মন্যতে। অন্নং তস্য ন ভোক্তব্যং বৃথাপাকো হি স স্মৃতঃ ॥ ১০২ ॥ দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে। পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥ ১০৩ ॥ পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে। সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥ ১০৪ ॥ ক্লীবে দেশান্তরস্থে চ মূকে প্রব্রজিতে জড়ে। কুব্জে খর্ব্বে চ পতিতে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ১০৫ ॥ বেদাক্ষরাণি যাবন্তি নিযুঞ্জ্যাদর্থকারণে। তাবতীর্ব্বৈ ভ্রূণহত্যা বেদবিক্রয়কৃদ্ভবেৎ ॥ ১০৬ ॥ যস্তু প্রব্রজিতো ভূত্বা সেবতে মৈথুনং পুনঃ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি

বিরহ, ইতস্ততোভ্রমণ, অকালে শয়ন ও পরগৃহে বাস—এই ছয়টী নারীগণের ব্যভিচারের কারণ। যে জন উচিত মূল্যে ধান্তক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাকে বার্দ্ধুষিক কহে; তাহার অন্ন ভক্ষণ করিবে না। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও অন্তে বার্দ্ধুষিককে দেখিয়া পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন। ব্যভিচারিণী রমণীকে মহিষী বলা যায়; সেই দুষ্টা নারীকে যে পুরুষ কামনা করে, তাহাকে মাহিষিক বলিয়া থাকে। যে নারী নিজ বৃষ পরিত্যাগ করিয়া পরবৃষে রমণ করে, তাহাকে বৃষলী কহে, নতুবা শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে। অন্ন যাবৎকাল উষ্ণ থাকে ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করা হয় এবং যাবৎকাল হবির্গুণ ব্যক্ত না করা হয়, তাবৎকাল পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। বিদ্যা ও বিনয়-সম্পন্ন শ্রোত্রিয় গৃহে আগত হইলে পরমগতি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া ওষধিগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং শৌচাচারভ্রষ্ট বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ আসিলে "আমি কি পাপ করিয়াছি, আমায় ইহার উদরেই যাইতে হইল" এই বলিয়া রোদন করিয়া থাকে। যাহার উদরগত অন্ন বেদাভ্যাসপরিশ্রমে জীর্ণ হয়, সে ব্যক্তি দাতার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন দশপুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকে সর্ব্বমুণ্ডন, গোদ্বয়ের অনুগমন, রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস ও বৈদিক মন্ত্র শ্রবণ করিবে না। ৮১—৯৮। স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন করিতে গেলে অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত কেশ ছেদন করিবে, আর সমস্ত কেশ রাখিবে। কিন্তু কি রাজা, রাজপুত্র বা বেদপার-দর্শী ব্রাহ্মণ, সকলেরই সর্ব্বমুণ্ডন করিতে হইবে; না করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কেশরক্ষা করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ হইবে ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিবাহাগ্নি গ্রহণ না করিয়া আপনাকে গৃহস্থ বোধ করে, তাহার অন্নভোজন করা উচিত নহে ও তাহাকে বৃথাপাক বলিয়া থাকে। অনগ্নিক অকৃতদার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্বে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ করে, তাহাকে পরিবেত্তা ও তদীয় জ্যেষ্ঠকে পরিবিত্তি কহে। উক্ত পরিবেত্তা, পরিবিত্তি ও যে নারীকে বিবাহ করে, সেই পরিবিন্না স্ত্রী, ইহারা সকলে দাতা ও যাজকের সহিত নরকগামী হয়; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি ক্লীব, দেশান্তরস্থ, মূক, সন্ন্যাসী, জড়, কুব্জ, খর্ব্ব ও পতিত হয়, তবে ঐরূপ বিবাহে দোষ নাই। যে জন অর্থের লোভে বেদবিক্রয় করে, সে তাহার যত অক্ষর দেয়, তত ভ্রূণহত্যা পাপে পাপী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পুনরায় মৈথুনসেবা করে, সে, ষষ্টিসহস্র বর্ষকাল

বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ॥ ১০৭॥ শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্। শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥ ৮॥ শূদ্রাদাহৃত্য নির্ব্বাপং যে পচ্যন্ত্যবুধা দ্বিজাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং ব্রহ্মতেজোবিবর্জ্জিতাঃ॥ ১০৯॥ মাক্ষিকং ফাণিতং শাকং গোরসং লবণং ঘৃতম্। হস্তদত্তানি ভুক্তানি দিনমেকমভোজনম্॥ ১১০॥ হস্তদত্তাশ্চ যে স্নেহা লবণং ব্যঞ্জনানি চ। দাতারং নোপতিষ্ঠন্তে ভোক্তা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্॥ ১১১॥ আয়সেনৈব পাত্রেণ যদন্নমুপদীয়তে। ভোক্তা তদ্বিট্‌সমং ভুঙ্‌ক্তে দাতা চ নরকং ব্রজেৎ॥ ১১২॥ অঙ্গুল্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষং লবণঞ্চ যৎ। মৃত্তিকাভক্ষণং যচ্চ সমং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥ ১১৩॥ পানীয়ং পায়সং ভৈক্ষ্যং ঘৃতং লবণমেব চ। হস্তদত্তং ন গৃহ্ণীয়াত্তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥ ১১৪॥ অগ্রতো নিবসেন্মূর্খো দূরতশ্চ গুণান্বিতঃ। গুণান্বিতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ॥ ১১৫॥ ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে। জ্বলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য ন হি ভস্মনি হূয়তে॥ ১১৬॥ সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ। ভোজনে চৈব দানে চ দহেদাসপ্তমং কুলম্॥ ১১৭॥ গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথা কারুকুশীলবান্। প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ॥ ১১৮॥ দেবদ্রব্যবিভাগেন ব্রহ্মস্বহরণেন চ। কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥ ১১৯॥ মা দেহীতি চ যো ব্রূয়াৎ গবাগ্নিব্রাহ্মণেষু চ। তির্য্যগ্‌যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষভিজায়তে॥ ১২০॥ বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতম্। ঋণং তদ্ধর্ম্মসংযুক্তমিহ লোকে পরত্র চ॥ ২২॥ বিষসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যঞ্চামৃতভোজনঃ। যজ্ঞশেষোঽহমৃতং ভুক্তশেষঞ্চ বিষসং বিদুঃ॥ ২২॥ সব্যাদংশাৎ পরিভ্রষ্টে নাভিদেশে ব্যবস্থিতে। বস্ত্রে স একবাসাস্তং দৈবে পিত্র্যে চ বর্জ্জয়েৎ॥ ১২৩॥ যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৃন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ। তেনৈব সর্ব্বমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্॥ ১২৪॥ হস্তৌ প্রক্ষাল্য গণ্ডূষং যঃ পিবেদ্ভোজনোত্তরম্। দৈবং পিত্র্যং তথাত্মানং ত্রয়ং স উপঘাতয়েৎ॥ ১২৫॥ গণান্নং গণিকান্নঞ্চ যদন্নং গ্রামযাজকে। স্ত্রীণাং

বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। শূদ্রান্ন, শূদ্রসহবাস, শূদ্রসহ একত্র উপবেশন ও শূদ্র হইতে কোন বিদ্যালাভ এই সমস্ত জ্বলন্ত ব্রাহ্মণকেও পতিত করিয়া থাকে। যে অজ্ঞানান্ধ ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পাক করে, তাহারা ব্রহ্মতেজোভ্রষ্ট হইয়া ভীষণ নরকে গমন করে। ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ, ব্যঞ্জন ও লবণ হস্তে করিয়া দিবে না; দিলে দাতার ফল হয় না ও ভোজনকর্ত্তা পাপ ভোগ করিয়া থাকে। লৌহময় পাত্রে করিয়া অন্ন দিবে না; দিলে ভোজনকারী বিষ্ঠা ভোজন করে ও দাতা নরকগামী হয়। অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবন, (দুগ্ধের সহিত) কেবল লবণ ভোজন ও মৃত্তিকাভক্ষণ গোমাংসভক্ষণের তুল্য জানিবে। জল, পায়স, ভিক্ষা, ঘৃত ও লবণ হস্তে করিয়া দিলে গ্রহণ করিবে না; কারণ তাহা গোমাংসতুল্য অভক্ষ্য। যদি একজন মূর্খ সম্মুখে থাকে ও গুণবান্ ব্যক্তি দূরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই দান করিবে মূর্খকে অতিক্রম করার জন্য কোন পাপ হইবে না। আর যদি বেদজ্ঞানশূন্য বিপ্র তথায় থাকে, তাহাকেও অতিক্রম করিয়া দিলে কোন দোষ হইবে না। কারণ প্রজ্বলিত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া কেহ কখন ভস্মে আহুতি দিয়া থাকে না। যে ব্যক্তি সন্নিহিত বেদাধ্যয়নপর ব্রাহ্মণকে ভোজন ও দান বিষয়ে অতিক্রম করে, তাহার সপ্তকুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়।৯৯-১১৭। গোপালক(রাখাল),বণিকৃবৃত্তি,শিল্পজীবী নটবৃত্তিজীবী, ভৃত্যভাবাশ্রিত ও বৃদ্ধিজীবী (সুদখোর) ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রবৎ ব্যবহার করিবে। দেবদ্রব্যের বিনাশে, ব্রহ্মস্বহরণে ও ব্রাহ্মণের অতিক্রমে কুল আশু বিনষ্ট হইয়া যায়। "গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে দান করিও না" যে ব্যক্তি বলে, সে শতবার তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া চাণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বাক্যে "দিব" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত না করিলে, তাহা ইহলোকের ও পরলোকের ধর্ম্মসঙ্গত ঋণ জানিবে। যজ্ঞশেষকে অমৃত ও ভোজনশেষকে বিষস কহিয়া থাকে; প্রতিদিন সেই অমৃত ও বিষস ভোজন করিবে। বস্ত্র, বাম অংশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নাভিদেশে অবস্থান করিলে একবস্ত্র কহে; দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে তাহা বর্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্নানান্তে যে পিতৃতর্পণ করে, তাহাতেই সে সম্পূর্ণ পিতৃযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভোজনের মধ্যে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া এক গণ্ডূষ জলপান করে, সে দৈব, পৈত্র্য ও আপনাকে

প্রথমগর্ভেষু ভুক্তা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১২৬ ॥ পক্ষে বা যদি বা মাসে যস্য গেহেহত্তি ন দ্বিজঃ। ভুক্তা দুরাত্মনস্তস্য চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥ ১২৭ ॥ সন্ন্যাসি-দীক্ষিতানাঞ্চ যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্। এতেষাং সূতকং নাস্তি ঋত্বিজাং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্ ॥ ১২৮ ॥ অজীর্ণেহভ্যুদিতে বান্তে শ্মশ্রু কর্ম্মণি মৈথুনে। দুঃস্বপ্নে দুর্জ্জনস্পর্শে স্নানমেব বিধীয়তে ॥ ১২৯ ॥ চৈত্যবৃক্ষং চিতিং যূপং শিবনির্ম্মাল্যভোজিনম্। বেদবিক্রয়িণং স্পৃষ্ট্বা সচেলো জলমাবিশেৎ ॥ ১৩০ ॥ অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ। স্বাধ্যায়ে ভোজনে পানে পাদুকে বৈ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩১ ॥ খলক্ষেত্রগতং ধান্যং কূপবাপীষু যজ্জলম্। অগ্রাহ্যাদপি তদ্গ্রাহ্যং যচ্চ গোষ্ঠগতং পয়ঃ ॥ ১৩২ ॥ যদ্বেষ্টিতশিরা ভুঙ্ক্তে যো ভুঙ্ক্তে দক্ষিণামুখঃ। সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্ক্তে তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে ॥ ১৩৩ ॥ যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মিণঃ। হরন্তি রসমন্নস্য মণ্ডলেন বিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩৪ ॥ ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে বসিষ্ঠাদ্যা মহর্ষয়ঃ। মণ্ডলঞ্চোপজীবন্তি তস্তঃ কুর্ব্বীত মণ্ডলম্ ॥ ১৩৫ ॥ ব্রাহ্মণে চতুরস্রং স্যাত্র্যস্রং বৈ বাহুজন্মনঃ। বর্ত্তুলঞ্চ বিশঃ প্রোক্তং শূদ্রস্যাভ্যুক্ষণং স্মৃতম্ ॥ ১৩৬ ॥ নোৎসঙ্গে ভোজনং কুর্য্যা নো পাণৌ নৈব কর্পটে। নাসনে ন চ শয্যায়াং ভুঞ্জীত ন মলার্দ্দিতঃ ॥ ১৩৭ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্ররথারূঢ়া বেদখড়্গধরা দ্বিজাঃ। ক্রীড়ার্থমপি যদ্ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৮ ॥ রাত্রৌ ধানা দধিযুতং ধর্ম্মকামী ন ভক্ষয়েৎ। অশ্নতো ধর্ম্মহানিঃ স্যাদ্ব্যাধিভিশ্চোপ-পীড্যতে ॥ ১২৯ ॥ ফাণিতং গোরসং তোয়ং লবণং মধু কাঞ্জিকম্। হস্তেন ব্রাহ্মণো দত্ত্বা কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১৪০ ॥ গন্ধাভরণমাল্যানি যঃ প্রযচ্ছতি ধর্ম্মবিৎ। স সুগন্ধিঃ সদা হৃষ্টো নরো যত্রোপজায়তে ॥ ১৪১ ॥ নীলীরক্তন্তু যদ্বস্ত্রং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থসংযোগে শয়নীয়ে চ দুষ্যতি ॥ ১৪২ ॥ পালনাদ্বিক্রয়াচ্চৈব তদ্বৃত্তে-রুপজীবনাৎ। অপবিত্রো ভবেদ্বিপ্রস্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈ-র্বিশুধ্যতি ॥ ১৪৩ ॥ স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। বৃথা তস্য মহাযজ্ঞা নীলীবাসো বিভর্ত্তি

দূষিত করে। গণ, গণিকা, গ্রামযাজী ও প্রথম গর্ভকালে স্ত্রীলোকের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়। যে দুরাত্মার গৃহে ব্রাহ্মণ, পক্ষ ও মাস মধ্যে ভোজন করে না, তাহার অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে। যজ্ঞকারী, যজ্ঞে দীক্ষিত, যতি, ব্রহ্মচারী ও কর্ম্মকারী ঋত্বিক্গণের জননাশৌচ হয় না। অজীর্ণ প্রকাশ, বমন, শ্মশ্রুবপন, মৈথুন, দুঃস্বপ্নদর্শন ও দুর্জ্জনস্পর্শ ঘটিলে স্নান করা কর্ত্তব্য। শ্মশানবৃক্ষ, শ্মশানযূপ, শিবনির্ম্মাল্যভোজী ও বেদবিক্রয়ী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্র জলপ্রবেশ করিবে। অগ্নিগৃহে, গোস্থানে ও দেবব্রাহ্মণ-সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন, ভোজন, পান ও পাদুকা পরিত্যাগ করিবে। খল ও ক্ষেত্রগত ধান্য, বাপী ও কূপস্থিত জল এবং গোষ্ঠগত দুগ্ধ এই সকল অগ্রাহ্য লোকের হইলেও গ্রহণ করিতে পারিবে। মস্তক প্রাবরণে বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণাস্য হইয়া ও পাদুকা পরিধান করিয়া যাহা ভোজন করা হয়, তাহা রাক্ষসেরা ভোজন করিয়া থাকে। মণ্ডল না করিয়া ভোজন করিলে, রাক্ষসপিশাচাদি দুষ্টসেরা অন্নের রস হরণ করিয়া লয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ মণ্ডল আশ্রয় করিয়া থাকেন; অতএব ভোজন-কালে মণ্ডল করিবে।১১৮-১৩৬। মণ্ডল করিতে হইলে ব্রাহ্মণে চতুষ্কোণ করিবে; ক্ষত্রিয়ের ত্রিকোণ, বৈশ্যের বর্ত্তুল ও শূদ্রের অভ্যুক্ষণ করিলেই হইবে। ক্রোড়দেশে, পাণিতলে এবং জীর্ণবস্ত্র, আসন ও শয্যার উপরে ভোজনপাত্র রাখিয়া ও মলাদি-দূষিত হইয়া ভোজন করিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথা-রোহী, বেদখড়্গধারী ব্রাহ্মণগণ, ক্রীড়ার্থেও যাহা বলিবেন, তাহা পরম ধর্ম্ম জানিবে। ধর্ম্মকামনাপর ব্যক্তি রাত্রিকালে দধিসংযুক্ত ভৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না; ভোজন করিলে তাহার ধর্ম্মহানি ও ব্যাধিপীড়া হইয়া থাকে। ফাণিত, দুগ্ধ, জল, লবণ মধু ও কাঞ্জিক (কাঁজী) হস্তে করিয়া দিলে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। যে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি গন্ধ, আভরণ ও মাল্য প্রদান করে, সে, যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তথায় সন্তুষ্ট ও উত্তম গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। নীলীবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র দূরে পরিহার করিবে; কিন্তু শয্যায় স্ত্রীলোকের ক্রীড়ার্থ সংযোগে দোষ ঘটে না। পালনে, বিক্রয়ে ও তদ্ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে ব্রাহ্মণ অপবিত্র হইয়া থাকে; তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত না করিলে শুদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তি নীলীবস্ত্র ধারণ করে, তাহার স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ বৃথা হয়। যে ব্রাহ্মণ নিজ অঙ্গে নীলীবস্ত্র ধারণ

ষঃ॥ ১৪৪॥ নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং বিপ্রঃ স্বাঙ্গেষু ধারয়েৎ। তন্তুসন্ততিসংখ্যাকে নরকে স বসেদ্ ধ্রুবম্॥ ১৪৫॥ অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ১৪৬॥ নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যদন্নমুপকল্পয়েৎ। ভোক্তা বিষ্ঠাসমং ভুঙ্ক্তে দাতা চ নরকং ব্রজেৎ॥ ১৪৭॥ অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্। বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রস্য রুধিরং স্মৃতম্॥ ১৪৮॥ বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতাভ্যর্চ্চনৈর্জ্জপৈঃ। অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগ্‌যজুঃসামসংস্কৃতম্॥ ১৪৯॥ ব্যবহারানুরূপেণ স্যায়েন তু যদর্জ্জনম্। ক্ষত্রিয়স্য পয়স্তেন প্রজাপালনতো ভবেৎ॥ ১৫০॥ প্রহরানন্ধবাহাদ্‌যদন্নমুৎপাদ্য যচ্ছতি। সীতাযজ্ঞবিধানেন বৈশ্যান্নং তেন সংস্কৃতম্॥ ১৫১॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য মদ্যপানরতস্য চ। রুধিরং তেন শূদ্রান্নং বেদমন্ত্রবিবর্জ্জিতম্॥ ১৫২॥ ন বৃথা শপথং কুর্য্যাৎ স্বল্পেঽপ্যর্থে নরোত্তমঃ। বৃথা হি শপথং কুর্ব্বন্ প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি॥ ১৫৩॥ কামিনীষু বিবাহে চ গবাং ভুক্তে ধনক্ষয়ে। ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথৈর্নাস্তি পাতকম্॥ ১৫৪॥ সত্যেন শাপয়েদ্বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ। গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ॥ ১৫৫॥ অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ। স্পর্শয়েৎ পুত্রদারাণাং শিরাংস্যেনঞ্চ বা পৃথক্॥ ১৫৬॥ ন যমং যমমিত্যাহুরাত্মা বৈ যম উচ্যতে। আত্মা সংযমিতো যেন তং যমঃ কিং করিষ্যতি॥ ১৫৭॥ ন নিস্ত্রিংশস্তথা তীক্ষ্ণঃ ফণী বা দুরতিক্রমঃ। রিপুর্ব্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাত্মা দুরধিষ্ঠিতঃ॥ ১৫৮॥ একঃ ক্ষমাবতাং দোষো ন দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চন। যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ॥ ১৫৯॥ ন শব্দশাস্ত্রাভিরতস্য মোক্ষো ন চৈব রম্যাবসথপ্রিয়স্য। ন ভোজনাচ্ছাদনতৎপরস্য ন লোকবিত্তগ্রহণে রতস্য॥ ১৬০॥ একান্তশীলস্য সদৈবতস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রীতিনিবর্ত্তকস্য। স্বাধ্যায়যোগে গতমানসস্য মোক্ষো ধ্রুবং নিত্যমহিংসকস্য॥ ১৬১॥ ক্বৈকান্তশীলত্বমিহাস্তি পুংসঃ ক্ব চেন্দ্রিয়প্রীতিনিবৃত্তিরন্তি। ক্ব যোগযুক্তিঃ ক্ব চ দৈবতেজ্যা কাশ্যাং বিনৈভিঃ সহজেন মুক্তিঃ॥ ১৬২॥ বিশ্বেশসংশীলনমেব যোগস্তপশ্চ বিশ্বেশপুরীনিবাসঃ। ব্রতানি দানং নিয়মা যমাশ্চ স্নানং ত্ব্যনদ্যাং যত্নদগ্‌বহায়াম্॥

করে, সে বস্ত্রে যত পরিমাণে সূত্র থাকে, তাবৎ সে নরকে বাস করে এবং আহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণে তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন পয়ঃ, বৈশ্যের অন্ন অন্ন ও শূদ্রের অন্নকে রুধির বলিয়া থাকে। বৈশ্যদেব কার্য্য, হোম, দেবার্চ্চনা, জপ ও ঋক্‌যজুঃসামবেদসংযোগে ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত' হইয়া থাকে। ব্যবহারানুরূপ ও স্যায়ানুসারে অর্জ্জন হয় বলিয়া প্রজাপালন নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ের অন্নকে 'পয়' বলিয়া থাকে। কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য প্রভৃতি হইতে হলকর্ষণরূপ যজ্ঞ করিয়া বৈশ্যের অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব তাহাকে "অন্ন" নাম দিয়া থাকে। অজ্ঞানতিমিরান্ধ মদ্যপানরত ও বেদবর্জ্জিত হওয়ায় শূদ্রের অন্ন "রুধির" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি সামান্য কারণে বৃথা শপথ করিবে না; বৃথা শপথ করিলে তাহার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহবিষয়ে, গোভক্ষ্য বিষয়ে, ধনক্ষয়কালে ও ব্রাহ্মণাদির উপকারস্থলে শপথ করিলে পাপ হয় না। ব্রাহ্মণকে সত্যপ্রমাণে, ক্ষত্রিয়কে যান ও অস্ত্রস্পর্শে, বৈশ্যকে গো, বীজ ও কাঞ্চনস্পর্শে এবং শূদ্রকে সমস্ত পাতক দ্বারা শপথ করাইবে। ইহাকে অগ্নি আহরণ করাইবে, জলে নিমগ্ন করিবে অথবা স্ত্রীপুত্রের মস্তক স্পর্শ করাইবে। যম যমপদবাচ্য নহে, আত্মাকে যম বলিয়া থাকে; যে ব্যক্তি সেই আত্মসংযম করিয়াছে, তাহার যমেও কিছু করিতে পারে না। তীক্ষ্ণ অসি, বিষধর সর্প অথবা নিত্য ক্রুদ্ধ শত্রু তাদৃশ ভয়াবহ নহে, যেমন অসংযত আত্মা ভয়প্রদ হইয়া থাকে। লোকে যে ক্ষমাশীলকে অসমর্থ বোধ করে; এই একমাত্র দোষ তাহার আছে, দ্বিতীয় দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না; শব্দশাস্ত্রে রত, রমণীয়গৃহপ্রিয়, ভোজনাচ্ছাদনপরায়ণ অথবা লৌকিকবৃত্তিগ্রহণাসক্ত ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয় না। যে ব্যক্তি সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, বেদাধ্যয়নে রত ও অহিংসক, তাহারই নিঃসংশয়ে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; কিন্তু কাশীতে শীল, ইন্দ্রিয়জয়, যোগ বা দেবার্চ্চনা কিছুই চাই না; এই সকল বিনা, অনায়াসে মুক্তি হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের সেবাই যোগ, কাশীপুরীতে নিবাসই তপস্যা, দানই ব্রত ও উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নানই

১৬৩॥ স্কন্দ উবাচ। ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠো-হতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোহপীহ মুচ্যতে ॥ ১৬৪ ॥ দীনান্ধকৃপণার্থিভ্যো দত্বান্নানি বিশেষতঃ। কৃত্বা গার্হ্যাণি কর্ম্মাণি গৃহস্থঃ শ্রেয় আপ্নুয়াৎ॥ ১৬৫॥ ইত্থমাচরতাং পুংসাং কাশীনাথঃ প্রসীদতি। কাশীনাথপ্রসাদেন কাশীপ্রাপ্তিস্ত মোক্ষকৃৎ॥ ১৬৬॥ স সর্ব্বতীর্থসুস্নাতঃ স সর্ব্বক্রতু-দীক্ষিতঃ। স দত্তসর্ব্বদানস্তু কাশী যেন নিষেবিতা॥ ১৬৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৃহস্থধর্ম্মাখ্যানং নাম
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। উষিত্বৈবং গৃহে বিপ্রো দ্বিতীয়াদা-শ্রমাৎ পরম্। বলীপলিতসংযুক্তস্তৃতীয়াশ্রমমাবিশেৎ॥ ১॥ অপত্যাপত্যমালোক্য গ্রাম্যাহারান্ বিসৃজ্য চ। পত্নীং পুত্রেষু সন্ত্যজ্য পত্ন্যা বা বনমাবিশেৎ॥ ২॥ বসানশ্চর্ম্মচীরাণি সাগ্নির্মুক্তনবর্ত্তনঃ। জটী সায়ম্প্রগেস্নায়ী শ্রুশ্মলো নখলোমভৃৎ॥ ৩॥ শাকমূলফলৈর্বাপি পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েৎ। অমূল-ফলভিক্ষাভিরর্চ্চয়েদ্ভিক্ষুকাতিথীন্॥ ৪॥ অন্নদাতা চ দাতা চ দান্তঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ। বৈতানিকঞ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধি॥ ৫॥ মুন্যন্নৈঃ স্বয়মানীতৈঃ পুরোডাশাংশ্চ নির্ব্বিপেৎ। স্বয়ং কৃতঞ্চ লবণং খাদেৎ স্নেহং ফলোদ্ভবম্॥ ৬॥ বর্জ্জয়েচ্ছেলুশিগ্রূ চ কবকং পললং মধু। মুন্যন্নমাশ্বিনে মাসি ত্যজেদ্-যৎ পূর্ব্বসঞ্চিতম্ ॥ ৭ ॥ গ্রাম্যাণি ফলমূলানি ফালজান্নঞ্চ সন্ত্যজেৎ। দন্তোলূখলকো বা স্যাদশ্মকুট্টোহথ বা ভবেৎ॥ ৮॥ সদ্যঃপ্রক্ষালকো বা স্যাদথবা মাসসঞ্চয়ী। ত্রিষট্দ্বাদশমাসান্নফলমূলাদি-সংগ্রহী॥ ৯॥ নক্তাশ্চৈকান্তরাশী বা ষষ্ঠকালাশনো-হপি বা। চান্দ্রায়ণব্রতী বা স্যাৎ পক্ষভুগ্বাথ

নিয়ম। স্কন্দ কহিলেন,—যে ব্যক্তি ন্যায়ার্জ্জিতধন, তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, অতিথিসেবাপরায়ণ, শ্রাদ্ধকারী ও সত্যবাদী, সে গৃহস্থ হইলেও কাশীতে মুক্তি পাইয়া থাকে। এই কাশীতে গৃহস্থ দীন, অন্ধ, কৃপণ ও যাচকগণকে বিশেষতঃ অন্ন দিলে ও গৃহস্থোচিত কর্ম্ম করিলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এইরূপ আচরণশীল মনুষ্যের প্রতি কাশীনাথ প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে কাশীপ্রাপ্তি হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। এই কাশীর সেবা করিলেই সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অশেষবিধ দান করা হইয়া থাকে। ১৩৭—২৬৭।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—গৃহস্থের এইরূপ সদাচার সকল প্রতিপালিত হইলে, তিনি যখন দেখিবেন, যে, তদীয় দেহের মাংস সমুদয় লোল হইয়াছে, কেশ পরিপক্ক হওয়ায় মস্তক শুভ্র হইয়াছে, তখন তিনি তৃতীয় (বানপ্রস্থ) আশ্রম করিবেন। গৃহী, পুত্রের পুত্র পরিদর্শন করিয়া, পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার উপযুক্ত পুত্রে সমর্পণপূর্ব্বক অথবা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বনবাসী হইবেন। তখন ঐ বানপ্রস্থী, চর্ম্ম-বাস পরিধান করিয়া স্বীয় নিত্য-হোম-সাধন অগ্নির রক্ষা করিবেন। মুনিজনো-চিত বন্য ফলমূলাদি দ্বারাই তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তিনি, নখ লোম, শ্মশ্রু প্রভৃতি কর্ত্তন না করিয়া মস্তকে বিপুল জটাভার বহন করত সায়ং ও প্রাতঃ সময়ে স্নান করিবেন এবং শাক মূল ফলাদি দ্বারাই নিত্য পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইয়া, তাহা দ্বারাই ভিক্ষুক বা অতিথি-দিগের পরিতোষ করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমী কাহারও সমীপে কিছু গ্রহণ করিবেন না, কাহাকে কোন বস্তু সঙ্কল্প করিয়া দানও করিবেন না; তিনি নিয়ত দান্ত ও বেদপাঠ-তৎপর থাকিয়া স্বীয় বৈতানিক অগ্নিতে প্রত্যহ যথাবিধি আহুতি প্রদান করিবেন এবং নিজা-য়াসে সমাহৃত ফলমূলাদি দ্বারা হবনীয় হবির প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়া স্বয়ংকৃত লবণ ও ফলোদ্ভূত স্নেহদ্রব্যই ভক্ষণ করিবেন। ১—৬। বানপ্রস্থাশ্রমী সর্ব্বপ্রকার মাংসাহারে বিরত থাকিয়া বর্ষমধ্যে আশ্বিনমাসে পূর্ব্বাহৃত শাকমূলফলাদিভক্ষণ হইতেও নিবৃত্ত হইবেন এবং গ্রাম্য ফল মূল ও কর্ষণজাত অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। দন্তোলূখলিক বা অশ্ম-কুট্টি হইয়াই দিন যাপন করিবেন। প্রাত্যহিক অন্নই প্রতিদিন সঞ্চয় করিবেন, অথবা একমাসোপ-যোগী অন্ন পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত রাখিবেন, কিংবা স্বীয় সাধ্যানুসারে ভাবী মাসত্রয়ের বা ছয়মাসের

মাসভুক্ ॥ ১০ ॥ বৈখানসমতস্থস্তু ফলমূলাশনোঽপি বা। তপসা শোষয়েদ্দেহং পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥ ১১ ॥ অগ্নিমাত্মনি চাধায় বিচরেদনিকেতনঃ। ভিক্ষয়েৎ প্রাণযাত্রার্থং তাপসান্ বনবাসিনঃ ॥ ১২ ॥ গ্রামাদানীয় বাগ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বসন্ বনে। ইত্থং বনাশ্রমী বিপ্রো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৩ ॥ অতিবাহ্যায়ুষো ভাগং তৃতীয়মিতি কাননে। আয়ুষস্তু তুরীয়াংশে ত্যক্তা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥ ১৪ ॥ ঋণত্রয়মসংশোধ্য ত্বমুৎপাদ্য সুতানপি। তথা যজ্ঞাননিষ্ট্বা চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥ ১৫ ॥ মনাগপি ন ভূতানাং যস্মাদুৎপদ্যতে ভয়ম্। সর্ব্বভূতানি তস্মেহ প্রযচ্ছন্ত্যভয়ং সদা ॥ ১৬ ॥ এক এব চরেন্নিত্যমনগ্নিরনিকেতনঃ। সিদ্ধ্যর্থমসহায়ঃ স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ ॥ ১৭ ॥ জীবিতং মরণং বাথ নাভিকাঙ্ক্ষেৎ কচিদ্ যতিঃ। কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বত্র মমতাশূন্যঃ সর্ব্বত্র সমতাযুতঃ। বৃক্ষমূলনিকেতশ্চ মুমুক্ষুরিহ শস্যতে ॥ ১৯ ॥ ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা। যতেশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে ॥ ২০ ॥ বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ বিহরেন্ন যতিঃ কচিৎ। বীজাঙ্কুরাণাং জন্তূনাং হিংসা তত্র যতো ভবেৎ ॥ ২১ ॥ গচ্ছেৎ পরিহরন্ জন্তূন্ পিবেৎ কং বস্ত্রশোধিতম্। বাচং বদেদনুদ্বেগাং ন ক্রুধ্যেৎ কেনচিৎ কচিৎ ॥ ২২ ॥ চরেদাত্মসহায়শ্চ নিরপেক্ষো নিরাশ্রয়ঃ। নিত্যমধ্যাত্মনিরতো নীচকেশনখো বশী ॥ ২৩ ॥ কুসুম্ভবাসা দণ্ডাঢ্যো ভিক্ষাশী খ্যাতিবর্জ্জিতঃ। অলাবুদারুমৃদ্বেণুপাত্রং শস্তং ন পঞ্চমম্। ন গ্রাহ্যং তৈজসং পাত্রং ভিক্ষুকেণ কদাচন ॥ ২৪ ॥ বরাটকে সংগৃহীতে তত্র তত্র দিনে দিনে। গোসহস্রবধং পাপং শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥ ২৫ ॥ হৃদি সন্মেহ-

---

উপযোগী ফলমূলাদি পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত রাখিবেন। তিনি রাত্রিতে আহার কি এক দিবস অন্তর আহার, কিংবা তিন দিন অন্তর আহার, চান্দ্রায়ণব্রত ও পক্ষান্তে বা মাসান্তে আহার করিবেন কিংবা বৈখানসবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কেবল শাকমূলফলাশী হইয়া তপশ্চরণে দেহকে শুষ্ক করিয়া সর্ব্বদাই পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তি সাধন করিবেন। নিত্যহোমীয় অগ্নিকে সঙ্গে লইয়া কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানরূপে আশ্রয় না করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন; প্রাণধারণের জন্য কেবল বনবাসী তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষা করিবেন কিংবা আহারকালে কেবল গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া অষ্টগ্রাস মাত্র অন্ন ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবেন। বনবাসী এইরূপে নিজ আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে ব্রহ্মলোকেও পূজিত হইবেন। এইরূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহন করিয়া চতুর্থভাগের প্রারম্ভেই সর্ব্ববিধ সঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। দেবঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ পরিশোধ ও পুত্রোৎপাদন না করিয়া কিংবা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া, যে ব্যক্তি, প্রব্রজ্যা-আশ্রয়ে অভিলাষ করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি অন্ত্যাশ্রমী হইয়া প্রাণিগণের কোনরূপ ভয়ের কারণ না হয়, যাবৎ জীবই তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া অন্ত্যাশ্রমী আত্মজ্ঞানলিপ্সু হইয়া অগ্নি ও গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী অসহায় অবস্থায় নিয়ত বিচরণ করিতে সমর্থ হন। তিনি কেবল আহারার্থে গ্রামে প্রবেশ করিবেন; এবং কদাচ জীবন বা মৃত্যুকামনা না করিয়া, ভৃত্য যেরূপ প্রভুনিদেশানুবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ, কেবল কালের প্রতীক্ষা করিবেন। এক মুক্তির অভিলাষী থাকিয়া বিশ্বুত্রে সমজ্ঞান রাখিয়া, সর্ব্বত্র মমতাশূন্য হইয়া বৃক্ষমূলে বাস করিবেন। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং নির্জ্জনবাস, এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ব্যতীত যতির অপর পঞ্চম কর্ম্ম কিছুই নাই। উক্ত অন্ত্যাশ্রমী আষাঢ়াদি মাস-চতুষ্টয় কোন স্থানে গমন করিবেন না; কারণ ঐ সময় গমনাগমনে বীজাঙ্কুর ও বহুতর জীবের হিংসা হয়। যতি, জন্তুগণের উপর পাদন্যাস না করিয়া গমন করিবেন, বস্ত্রশোধিত জল পান করিবেন, অনুদ্বেগকর বাক্য কহিবেন এবং কদাচ কিছুতেই ক্রুদ্ধ হইবেন না; আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট আবাসবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মানুধ্যানপর ও আত্মমাত্রসহায় হইয়া, কেশ-নখাদি ছেদন না করিয়া, সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন। ভিক্ষু, কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান, দণ্ডধারণ ও ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করিয়া, যশোলাভবাসনা পরিহারপূর্ব্বক অলাবু, দারু, মৃত্তিকা বা বেণুনির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করিবেন; কদাচ তৈজস পাত্র গ্রহণ করিবেন না। যতি ব্যক্তি যদি একটীমাত্র কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন, তবে, তাঁহার প্রতিদিনই সহস্র গোবধের পাপ হয়; ইহা শ্রুতিতে কথিত

ভাবেন চেদ্রক্ষেৎ স্ত্রিয়মেকদা। কোটিদ্বয়ং ব্রহ্ম-কল্পং কুম্ভীপাকী ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন কুর্য্যাত্তত্র বিস্তরম্ ॥ ২৭ ॥ বিধূমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে। বৃত্তে শরাব-সম্পাতে ভিক্ষাং নিত্যং চরেদ্যতিঃ ॥ ২৮ ॥ অল্পা-হারো রহঃস্থায়ী স্থিরিন্দ্রিয়ার্থেষ্বলোলুপঃ। রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্তো ভিক্ষুর্মোক্ষায় কল্পতে ॥ ২৯ ॥ আশ্রমে তু যতির্যস্য মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ। কিং তস্যানেক-তন্ত্রেণ কৃতকৃত্যঃ স জায়তে ॥ ৩০ ॥ সঞ্চিতং যদ্গৃহস্থেন পাপমামরণান্তিকম্। নির্দ্দহ্যতি হি তৎ সর্ব্বমেকরাত্রোষিতো যতিঃ ॥ ৩১ ॥ দৃষ্ট্বা জরা-ভিভবনমসহ্যং রোগপীড়িতম্। দেহত্যাগং পুন-র্গর্ভং গর্ভক্লেশঞ্চ দারুণম্ ॥ ৩২ ॥ নানাযোনি-নিবাসঞ্চ বিয়োগঞ্চ প্রিয়ৈঃ সহ। অপ্রিয়ৈঃ সহ সংযোগমধর্ম্মাদ্দুঃখসম্ভবম্ ॥ ৩৩ ॥ পুনর্নিরয়সংবাসং নানানরকযাতনাঃ। কর্ম্মদোষসমুদ্ভূতা নৃণাং গতি-রনেকধা ॥ ৩৪ ॥ দেহেষনিত্যতাং দৃষ্ট্বা নিত্যতাং পরমাত্মনঃ। কুর্ব্বীত মুক্তয়ে যত্নং যত্র যত্রাশ্রমে রতঃ ॥ ২৫ ॥ করপাত্রীতি বিখ্যাতা ভিক্ষাপাত্র-বিবর্জ্জিতাঃ। তেষাং শতগুণং পুণ্যং ভবত্যেব দিনে দিনে ॥ ৩৬ ॥ আশ্রমাংশ্চতুরশ্চৈবং ক্রমাদা-সেব্য পণ্ডিতঃ। নির্দ্বন্দ্বস্ত্যক্তসঙ্গশ্চ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৩৭ ॥ অসংযতঃ কুবুদ্ধীনামাত্মা বন্ধায় কল্পতে। ধীমদ্ভিঃ সংযতঃ সোঽপি পদং দদ্যাদ-নাময়ম্ ॥ ৩৮ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণঞ্চ বিদ্যোপনিষদ-স্তথা। শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চান্যদ্বাঙ্ময়ং কচিৎ ॥ ৩৯ ॥ বেদানুবচনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ। শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ ॥ ৪০ ॥ স হি সর্ব্বৈবিজিজ্ঞাস্য আশ্মৈবাশ্রমবর্ত্তিভিঃ। শ্রোতব্যস্তথ মন্তব্যো দ্রষ্টব্যশ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৪১ ॥ আত্মজ্ঞানেন মুক্তঃ স্যাত্তচ্চ যোগাদৃতে ন হি। স চ যোগশ্চিরং কালমভ্যাসাদেব সিধ্যতি ॥ ৪২ ॥ নারণ্যসংশ্রয়াদ্যোগো ন নানাগ্রন্থচিন্তনাৎ। ন দানৈর্ন ব্রতৈর্ব্বাপি ন তপোভির্ন বা মখৈঃ ॥ ৪৩ ॥ ন চ পদ্মাসনাদ্যোগো ন বা ঘ্রাণাগ্রবীক্ষণাৎ। ন শৌচেন ন মৌনেন ন মন্ত্রারাধনৈরপি ॥ ৪৪ ॥ অভি-যোগাৎ সদাভ্যাসাত্তত্রৈব চ বিনিশ্চয়াৎ। পুনঃ পুনরনির্ব্বেদাৎ সিধ্যেদ্যোগো ন চান্যথা ॥ ৪৫ ॥

আছে এবং যদি কোন কামিনীকে কামুক হইয়া হৃদয়ে ধারণ করেন, তাহা হইলে দুই কোটি ব্রহ্ম-কল্পকাল কুম্ভীপাক নরক ভোগ করেন। যতি দিবারাত্রির মধ্যে একটী বার ভিক্ষার্থ বিচরণ করিবেন, তাহাতেও অধিক গ্রহণ করিবেন না। যখন গৃহস্থের গৃহ, পাকধূমরহিত মুষলধ্বনিশূন্য ও পাকযোগ্য অঙ্গারবিহীন হইবে এবং আহারান্তে উচ্ছিষ্ট শরাব সকল পরিত্যক্ত হইবে, নিত্য ঐ সময় যতি ভিক্ষা করিবেন। যতি আহারসঙ্কোচ ও নির্জ্জনবাস করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও রাগদ্বেষাদিশূন্য হইলে, নির্ব্বাণপদ সহজে লাভ করিতে পারেন। যাহার গৃহে যতি ক্ষণকাল বিশ্রাম করেন, তাহার অন্য পুণ্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সে উহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে; এবং যতি যাহার গৃহে একরাত্র বাস করেন, সেই গৃহস্থের আজীবন-সঞ্চিত পাপপুঞ্জ দগ্ধ হইয়া যায়। যিনি যে আশ্র-মীই হউন না কেন, সকলেই দেহের বার্দ্ধক্য, উৎকট রোগযাতনা, মৃত্যু, পুনরায় গর্ভপ্রবেশ, গর্ভে দারুণ ক্লেশ, অনন্তযোনিতে বাস, প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ, অপ্রিয়জনের সহিত মিলন, অধর্ম্মানুষ্ঠান-জন্য দুঃখ, পুনরায় নরকবাস, নরকে অশেষ যাতনাভোগ, স্ব স্ব কর্ম্মদোষে বিবিধ অসদ্গতি, দেহের অনিত্যতা এবং একমাত্র আত্মার নিত্যতা এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্তির জন্য যত্ন করি-বেন।৭—২৫। যে সকল যতি, ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগ করিয়া, নিজ করতলকেই ভিক্ষাধার করেন, তাঁহা-দের দিন দিন শতগুণ পুণ্যসঞ্চয় হয়। সাধু এই-রূপে ক্রমিক চারি আশ্রমের সেবা করিয়া রাগদ্বেষাদি ও সঙ্গ পরিহার করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। বুদ্ধিহীন মানবের অবশ আত্মা কেবল সংসার-মায়ায় বদ্ধ হয়; কিন্তু সেই আত্মা বুদ্ধিমান্ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সদ্গতি লাভ করে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, উপনিষদ্বিদ্যা, ভাষ্য, সূত্র, ও যে কিছু বেদানুসারী বাঙ্ময়শাস্ত্র—এই সকলের বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস ও অনাসক্তি, ইহারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি কারণ। সেই আত্মরূপী ব্রহ্ম সকল আশ্রমীরই জিজ্ঞাস্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও অতি যত্নে দ্রষ্টব্য। আত্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়, যোগ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান হয় না, সেই যোগও বহুকাল অভ্যাসেই সিদ্ধ হয়। অরণ্য-বাস বা শাস্ত্রাভ্যাস, কিংবা দান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যা, পদ্মাসন, নাসাগ্রদর্শন, আচার, মৌনি-ভাব অথবা নিয়ত মন্ত্র জপ করিলে যোগ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু তদ্বিষয়ে অতি আগ্রহসহকারে

আত্মক্রীড়স্য সততং সদাত্মমিথুনস্য চ। আত্মন্যেব সুতৃপ্তস্য যোগসিদ্ধির্ন দূরতঃ॥ ৪৬ ॥ অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি। আত্মারামঃ স যোগীন্দ্রো ব্রহ্মীভূতো ভবেদিহ॥ ৪৭॥ সংযোগস্ত্বাত্মমনসোর্য্যোগ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। প্রাণাপানসমাযোগো যোগ ইত্যপি কৈশ্চন॥ ৪৮॥ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো যোগ ইত্যপ্যপণ্ডিতৈঃ। বিষয়াসক্তচিত্তানাং জ্ঞানং মোক্ষশ্চ দূরতঃ॥ ৪৯ ॥ দুর্নিবারা মনোবৃত্তির্যাবৎ সা ন নিবর্ত্ততে। কিংবদন্ত্যপি যোগস্য তাবন্নেদীয়সী কুতঃ॥ ৫০ ॥ বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞে পরমাত্মনি। একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগমুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৫১॥ বহির্ম্মুখাণি সর্ব্বাণি কৃত্বা খান্যন্তরাণি বৈ। মনস্যেবেন্দ্রিয়গ্রামং মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৫২ ॥ সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ। এতদ্ধ্যানঞ্চ যোগশ্চ শেষোহন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ॥ ৫৩ ॥ যন্নাস্তি সর্ব্বলোকেষু তদস্তীতি বিরুধ্যতে। কথ্যমানং তদস্যস্য হৃদয়ে নাবতিষ্ঠতে ॥ ৫৪ ॥ স্বসংবেদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম কুমারী স্ত্রীসুখং যথা। অযোগী নৈব তদ্বেত্তি জাত্যন্ধ ইব বর্ত্তিকাম্ ॥ ৫৫ ॥ নিত্যাভ্যাসনশীলস্য স্বসংবেদ্যং হি তদ্ভবেৎ। তৎ সূক্ষ্মত্বাদনির্দ্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৫৬ ॥ ক্ষণমপ্যেকমুদকং যথা ন স্থিরতামিয়াৎ। বাতাহতং তথা চিত্তং তস্মাত্তস্য ন বিশ্বসেৎ ॥ ৫৭ ॥ অতোহনিলং নিরুন্ধীত চিত্তস্য স্থৈর্য্যহেতবে। মরুন্নিরোধনার্থায় ষড়ঙ্গং যোগমভ্যসেৎ ॥ ৫৮ ॥ আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা। ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ভবন্তি ষট্ ॥ ৫৯ ॥ আসনানীহ তাবন্তি যাবন্তো জীবযোনয়ঃ। সিদ্ধাসনঞ্চ পদ্মাখ্যং তেষু দ্বে ক্ষিপ্রসিদ্ধিদে ॥ ৬০ ॥ বামাঙ্ঘ্রিং পার্ষ্ণিভাগঞ্চ পায়ুবক্ত্রে দৃঢ়ং ন্যসেৎ। বামোরুপর্য্যবামঞ্চ কুর্য্যান্মেঢ্রং প্রপীড়য়ন্। সিদ্ধাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনো যোগসিদ্ধিদম্। এতদভ্যসনান্নিত্যং বর্ম্মদার্ঢ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১ ॥ দক্ষিণং চরণং ন্যস্য কামোরুপরি যোগবিৎ। বাম্যোরুপরি বামঞ্চ পদ্মাসনমিদং বিদুঃ॥ ৬২ ॥ কারাভ্যাং ধারয়েৎ পশ্চা-

---

পুনঃপুনঃ বিফল হইয়াও বিরক্ত না হইয়া তাহা একমাত্র অভ্যাস করিলে, তাহা সুসিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি আত্মাকেই একমাত্র আশ্রয় বিবেচনা করিয়া, নিয়ত তাহাতেই ক্রীড়া করে ও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে; তাহার নিকট যোগসিদ্ধি অতি সুলভ। এই সংসারে যাঁহার নিকট আত্মেতর কিছুই নাই, সেই আত্মজ্ঞানী যোগিবরই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক, আত্মার সহিত মনের সংযোগই যোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; কেহ বা প্রাণের সহিত অপানবায়ুর সংযোগকে যোগ বলেন। অপর ব্যক্তিগণ বিষয়ে ইন্দ্রিয়যোগকেই যোগ বলেন। সেই বিষয়াসক্তচিত্ত মূঢ়গণ কদাচ জ্ঞান বা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত মনোবৃত্তির নিরোধ না হয়, তাবৎ যোগসম্বন্ধী অলীক প্রবাদেরও সম্ভাবনা নাই। যিনি মনের বৃত্তি সকল রোধ করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মায় মিলিত করেন; তিনিই যোগী ও মুক্তি তাঁহার করস্থা। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সকলকে স্ব স্ব বৃত্তিশূন্য করিয়া, মনে লীন করিবে; সেই মনকে জীবাত্মায় লীন করিয়া, ঐ জীবের ভাব সকল দূর করত তাঁহাকে ব্রহ্মে বিলীন করিবে, ইহারই নাম ধ্যান এবং যোগ। এতদ্ভিন্ন যে কিছু সকলই গ্রন্থের বাহুল্যপরিচায়ক মাত্র। সকলে ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব-বাদের বিরোধী হয়; কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না! যেমন অবিবাহিতা কুমারী, পুরুষসঙ্গমজনিত সুখ জানিতে পারে না এবং জন্মান্ধনিকটে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিতা হইলেও জানিতে পারে না অযোগী পুরুষের নিকট ব্রহ্মও তদ্রূপ। ২৬—৫৫। পরমাত্মা নিত্য ও অতিসূক্ষ্ম বলিয়া সহজে তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় না; তিনি যোগাভ্যাসরত পুরুষের নিকটই অতি সুলভ। বাতাহত সলিলের মত জীবের চিত্ত নিয়ত অস্থির বলিয়া তাহাকে সর্ব্বথা অবিশ্বাস করিবে। অস্থির চিত্তকে স্থির করিবার উপায়,—প্রাণবায়ুর নিরোধ। বায়ুনিরোধের উপায়,—আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই ষড়ঙ্গ যোগের নিয়ত অভ্যাস, সংসারে যত জীবযোনি আছে, তৎপরিমাণ আসনপ্রকারও আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধাসন ও পদ্মাসন এই দুইটী শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদান করে। মেঢ্রপীড়া না দিয়া বাম উরুতে দক্ষিণ উরু বিন্যাস করিয়া উপবেশন সিদ্ধাসন কহে; উহা যোগে সম্যক্ সিদ্ধিদান করে এবং উহার অভ্যাসে দেহ দৃঢ় হয়। দক্ষিণচরণ বাম উরুতে ও বামচরণ দক্ষিণ উরুতে বিন্যাস করিয়া উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয়। পদ্মাসনে বসিয়া পশ্চা-

দস্তুকৌ দৃঢ়বন্ধবিৎ। ভবেৎ পদ্মাসনাদস্মাদভ্যাসাদৃঢ়বিগ্রহঃ॥ ৬৩॥ অথবা হ্যাসনে যস্মিন্ সুখমস্তোপজায়তে। স্বস্তিকাদৌ তদধ্যাস্থ যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ॥ ৬৪॥ ন তোয়বহ্নিসামীপ্যে ন জীর্ণারণ্যগোষ্ঠয়োঃ। ন দংশমশকাকীর্ণে ন চৈত্যে ন চ চত্বরে॥ ৬৫॥ কেশভস্মতুষাঙ্গার-কীকসাদিপ্রদূষিতে। নাভ্যসেৎ পূতিগন্ধাদৌ ন স্থানে জনসঙ্কুলে॥ ৬৬॥ সর্ব্ববাধাবিরহিতে সর্বেন্দ্রিয়সুখাবহে। মনঃপ্রসাদজননে স্রগ্ধূপামোদমোদিতে॥ ৬৭॥ নাতিতৃপ্তঃ ক্ষুধার্ত্তো ন ন বিণ্মূত্রপ্রবাধিতঃ। নাধ্বখিন্নো ন চিন্তার্ত্তো যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ॥ ৬৮॥ উরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে ন্যস্তোত্তরং করম্। উত্তানং কিঞ্চিদুন্নম্য বক্ত্রং বিষ্টভ্য চোরসা॥ ৬৯॥ নিমীলিতাক্ষঃ সত্ত্বস্থো দন্তৈর্দন্তান্ন সংস্পৃশেৎ। তালুস্থাচলজিহ্বশ্চ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ॥ ৭০॥ সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং নাতিনীচোচ্ছ্রিতাসনঃ। মধ্যমন্থোত্তমঞ্চাথ প্রাণায়ামমুপক্রমেৎ॥ ৭১॥ চলে-হনিলে চলং সর্ব্বং নিশ্চলে তত্র নিশ্চলম্। স্থাণুত্বমাপ্নুয়াদ্‌যোগী ততোহনিলনিরুন্ধনাৎ॥ ৭২॥ যাবদ্দেহে স্থিতঃ প্রাণো জীবিতং তাবদুচ্যতে। নির্গতে তত্র মরণং ততঃ প্রাণং নিরুন্ধয়েৎ॥ ৭৩॥ যাবদ্বদ্ধো মরুদ্দেহে যাবচ্চেতো নিরাশ্রয়ম্। যাবদ্দৃষ্টির্ভ্রুবোর্মধ্যে তাবৎ কালভয়ং কুতঃ॥ ৭৪॥ কালসাধ্বসতো ব্রহ্মা প্রাণায়ামং সদাচরেৎ। যোগিনঃ সিদ্ধিমাপন্নাঃ সম্যক্‌প্রাণনিয়ন্ত্রণাৎ॥ ৭৫॥ মন্দো দ্বাদশমাত্রস্তু মাত্রা লঘ্বাক্ষরা মতা। মধ্যমো দ্বিগুণঃ পূর্ব্বাদুত্তমস্ত্রিগুণস্ততঃ॥ ৭৬॥ স্বেদং কম্পং বিষাদঞ্চ জনয়েৎ ক্রমশস্ত্বসৌ। প্রথমেন জয়েৎ স্বেদং দ্বিতীয়েন তু বেপথুম্॥ ৭৭॥ বিষাদং হি তৃতীয়েন সিদ্ধঃ প্রাণোহথ যোগিনঃ। ভবেৎ ক্রমাৎ সন্নিরুদ্ধঃ সিদ্ধঃ প্রাণোহথ যোগিনা। ক্রমেণ সেব্যমানোহসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি॥ ৭৮॥ হঠান্নিরুদ্ধপ্রাণোহয়ং রোমকূপেষু নিঃসরেৎ। দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠাদি

ভাগ দিয়া করদ্বয় দ্বারা পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, ইহাতে শরীর সুদৃঢ় হয়। অথবা স্বস্তিকাদি আসনসমূহের মধ্যে যে আসনে বসিয়া যোগীর সুখানুভব হইবে, তিনি তাহাতে বসিয়াই যোগাভ্যাস করিবেন। জল বা অগ্নির সন্নিকটে, জীর্ণ অরণ্য বা গোষ্ঠে দংশ বা মশকাকীর্ণ স্থানে, গ্রামস্থ প্রধান বৃক্ষমূলে বা চত্বরে কিংবা কেশ ভস্ম অঙ্গার তুষ বা অস্থি প্রভৃতিতে দূষিত স্থানে, কিংবা পূতিগন্ধময় বা বহুজনাকীর্ণ স্থানে যোগাভ্যাস করিবে না। যে স্থানে কোনরূপ বিঘ্নসম্ভাবনা নাই, পরন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের সুখবোধ হয় ও মনের আনন্দ হয়, সেই ধূপমাল্যাদির গন্ধে আমোদিত স্থানে যোগাভ্যাস করিবে। অত্যন্ত আহারে ক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত্ত, মলমূত্রের বেগধারক, পথশ্রান্ত, অথবা চিন্তিত না হইয়াই যোগাভ্যাস করিতে হয়। চরণদ্বয় উরুদ্বয়ের উপর উত্তানভাবে রাখিয়া, দক্ষিণ উরুর উপরে বাম কর দিয়া, দক্ষিণহস্ত উন্নত করিয়া এবং বক্ষঃস্থলে মুখ রাখিয়া, নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, দন্তে দন্ত স্পর্শ না করিয়া, জিহ্বা তালুতে স্থিরভাবে রাখিয়া, সংবৃতবদন হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক অনতি নিম্ন বা অনতি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া, উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে প্রাণায়াম করিবে। বায়ু চঞ্চল থাকিলে, সমস্তই চঞ্চল হয় ও উহা স্থির থাকিলে সকল ইন্দ্রিয়ই স্থির থাকে; এ কারণ যোগী স্থিরতা লাভ করিবার বাসনায় বায়ুরোধ করিবেন।৫৬—৭২। যাবৎ দেহে প্রাণবায়ু থাকে, সে পর্যন্তই লোক জীবিত থাকে এবং ঐ প্রাণবায়ুর নির্গমনকে মরণ বলে; অতএব উহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিবে। যাবৎ শরীরে প্রাণবায়ু আবদ্ধ থাকে; যে পর্য্যন্ত মন বাহ্যবৃত্তিশূন্য হইয়া স্থির থাকে এবং যাবৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি নিবিষ্টা থাকে; সে পর্য্যন্ত জীব মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি পায়। ব্রহ্মাও কালভয়ে নিয়ত প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। যোগিগণও প্রাণবায়ুরোধ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ঐ সময় দ্বাদশ মাত্রা মন্ত্রের জপকে লঘু এবং তাহার দ্বিগুণ মাত্রা মন্ত্রজপকে মধ্যম ও তাহার ত্রিগুণ মাত্রা মন্ত্র জপকে উত্তম প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ স্বেদ, কম্প ও বিষাদ উৎপন্ন হয়। লঘু প্রাণায়ামে স্বেদ, মধ্যমে কম্প ও উত্তমে বিষাদ হইয়া থাকে; কিন্তু নিয়ত অভ্যাস করিতে থাকিলে, ঐ সকল অন্তর্হিত হয়। এইরূপে যোগী ক্রমশঃ প্রাণ নিরোধ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং ইহার অভ্যাসে যোগী যথায় গমনে ইচ্ছা করেন, তথায় বায়ুভরে গমন করিতে পারেন। প্রাণবায়ুকে হঠাৎ রোধ করিলে, উহা রোমকূপ দিয়া নিঃসৃত হইয়া, দেহকে বিদী-

জনয়ত্যপি। তৎ প্রত্যায়য়িতব্যোঽসৌ ক্রমেণারণ্য-হস্তিবৎ॥ ৭৯॥ বন্যো গজো গজারির্বা ক্রমেণ মৃদুতামিয়াৎ। করোতি শাস্ত্রনির্দ্দেশং ন চ তং পরিলঙ্ঘয়েৎ॥ ৮০॥ তথা প্রাণো হৃদিস্থোঽয়ং যোগিনা ক্রমযোগতঃ। গৃহীতঃ সেব্যমানস্তু বিশ্রম্ভমুপগচ্ছতি॥ ৮১॥ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলো হংসঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ। সব্যাপসব্যমার্গেণ প্রয়াণাৎ প্রাণ উচ্যতে॥ ৮২॥ শুদ্ধিমেতি যদা সর্ব্বং নাড়ীচক্রমনাকুলম্। তদৈব জায়তে যোগো ক্ষমঃ প্রাণনিরোধনে॥ ৮৩॥ দৃঢ়াসনো যথাশক্তি প্রাণং চন্দ্রেণ পূরয়েৎ। রেচয়েদথ সূর্য্যেণ প্রাণায়ামোঽয়মুচ্যতে॥ ৮৪॥ স্রবৎপীযূষধারৌঘং ধ্যায়ন্ চন্দ্রসমন্বিতম্। প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রঃ সুখমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ॥ ৮৫॥ রবিণা প্রাণমাকৃষ্য পূরয়েদোদরীং দরীম্। কুম্ভয়িত্বা শনৈঃ পশ্চাদ্‌যোগী চন্দ্রেণ রেচয়েৎ॥ ৮৬॥ জ্বলজ্জ্বলনপুঞ্জাভং শীলয়ন্নুষ্ণগুং হৃদি। অনেন যাম্যায়ামেন যোগীন্দ্রঃ শর্ম্মভাগ্ ভবেৎ॥ ৮৭॥ ইত্থং মাসত্রয়াভ্যাসাদুভয়ায়ামসেবনাৎ। শুদ্ধনাড়ীগণো যোগী সিদ্ধপ্রাণোঽভিধীয়তে॥ ৮৮॥ যথেষ্টং ধারণং বায়োরনলস্য প্রদীপনম্। নাদাভিব্যক্তিরারোগ্যং ভবেন্নাড়ীবিশোধনাৎ॥ ৮৯॥ প্রাণো দেহগতো বায়ুরায়ামস্তন্নিবন্ধনম্। একশ্বাসময়ী মাত্রা প্রাণায়ামো নিরুচ্যতে॥ ৯০॥ প্রাণায়ামেঽধমে ঘর্ম্মঃ কম্পো ভবতি মধ্যমে। উত্তিষ্ঠেদুত্তমে দেহো বদ্ধপদ্মাসনো মুহুঃ॥ ৯১॥ প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ প্রত্যাহারেণ পাতকম্। মনোধৈর্য্যং ধারণয়া ধ্যানেনেশ্বরদর্শনম্॥ ৯২॥ সমাধিনা লভেন্মোক্ষং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম শুভাশুভম্। আসনেন বপুর্দ্দার্ঢ্যং ষড়ঙ্গমিতি কীর্ত্তিতম্॥ ৯৩॥ প্রাণায়ামদ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহার উদাহৃতঃ। প্রত্যাহারৈর্দ্বাদশভির্দ্ধারণা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৯৪॥ ভবেদীশ্বরসঙ্গত্যৈ ধ্যানং দ্বাদশধারণম্। ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধিরভিধীয়তে॥৯৫॥ সমাধেঃ পরতো জ্যোতিরনন্তং স্বপ্রকাশকম্। তস্মিন্ দৃষ্টে ক্রিয়াকাণ্ডং যাতায়াতং নিবর্ত্ততে॥ ৯৬॥ পবনে

করে ও কুষ্ঠাদি রোগের কারণ হয়; অতএব বন্যহস্তীর মত ইহাকে ক্রমশঃ রোধ করিবে। বন্যগজ বা সিংহ যেমন শাসকের শাসনে থাকিয়া ক্রমশঃ মৃদু হয়, পরে তাহার কোন আজ্ঞাই লঙ্ঘন করে না; তদ্রূপ, যোগীর হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুও ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে নিরুদ্ধ হইয়া আজ্ঞাবহ হয়। এই বায়ু দক্ষিণ ও বামমার্গে নাসারন্ধ্র দিয়া ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল পর্য্যন্ত বাহিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম "প্রাণ"। যে সময় সকল নাড়ীচক্র অনাকুলভাবে বিশুদ্ধি লাভ করে, তখনই যোগী প্রাণায়াম করিতে সমর্থ হন। প্রথমে আসনসিদ্ধ হইবেন, পরে চন্দ্রনাড়ী (ইড়া) দ্বারা বায়ুপূরণ করিবেন, তৎপরে সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা) দ্বারা রেচন করিলে প্রাণায়াম হয়। যোগী চন্দ্রবীজসংযুক্ত গলিত সুধারাশি চিন্তা করত প্রাণায়াম দ্বারা তৎক্ষণাৎই বিমল সুখ অনুভব করেন। সূর্য্যনাড়ীতে ঐ বায়ুকে আকৃষ্ট করত তাহা দ্বারা জঠরগুহা পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশঃ কুম্ভকানুষ্ঠানে চন্দ্রনাড়ী দ্বারা রেচন করিবে। যোগী জ্বলিত বহ্নিরাশিতুল্য সূর্য্যকে হৃদয়ে চিন্তা করত এই বাম দক্ষিণ প্রাণায়াম দ্বারা সুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মাসত্রয় প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে, যোগীর নাড়ীচক্র সকল বিশুদ্ধ হয়। তাহাতে তিনি প্রাণসিদ্ধ হন।৭৩—৮৮। সিদ্ধপ্রাণ হইলে ইচ্ছানুসারে প্রাণ ধারণ করিতে পারেন এবং তদীয় জঠরানলপ্রদীপ্ত নাদধ্বনির অভিব্যক্তি হয় এবং কদাচ কোন রোগ তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। দেহস্থ বায়ুকে প্রাণ কহে ও তদ্ঘটিত শ্বাসময়ী মাত্রা প্রাণায়ামরূপে কথিত হয়। অধম প্রাণায়ামে শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও মধ্যম প্রাণায়ামে শরীর কম্পমান হয়। বদ্ধপদ্মাসন হইয়া উত্তম প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, দেহ ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। প্রাণায়াম করিলে শারীরিক দোষসমূহ ও প্রত্যাহার করিলে সঞ্চিত পাপরাশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে; ধারণাবলে মন ধৈর্য্য ধারণ করে; ধ্যানবলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয়; সমাধিবলে শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয়ে মুক্তিলাভ হয় এবং আসনবলে শরীর দৃঢ় হয়। এই ছয়টী যোগের অঙ্গ। দ্বাদশটী প্রাণায়ামে একটী প্রত্যাহার হয়, দ্বাদশ প্রত্যাহারে একটী ধারণা হয়, দ্বাদশ ধারণায় একবার ধ্যান হয়; ইহাতেই ঈশ্বরসাক্ষাৎকার লাভ হয়। দ্বাদশ ধ্যানে একবার সমাধি হয়, সমাধির পর অনন্ত স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয়; উহাকে যিনি দেখিতে পান, তাঁহার কোনরূপ কার্য্যে অধিকারিতা থাকে না ও পুনরায় সংসারে গমনাগমন করিতে হয় না।

ব্যোম সম্প্রাপ্তে ধ্বনিরুৎপদ্যতে মহান্। ঘণ্টাদীনাং প্রবাদ্যানাং ততঃ সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৯৭ ॥ প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ। অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ ॥ ৯৮ ॥ হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ। ভবন্তি বিবিধা দোষাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥ ৯৯ ॥ যুক্তং যুক্তং ত্যজেদ্বায়ুং যুক্তং যুক্তঞ্চ পূরয়েৎ। যুক্তং যুক্তঞ্চ বধ্নীয়াদেবং সিধ্যতি যোগবিৎ ॥ ১০০ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং বিষয়েষু যদৃচ্ছয়া। যৎ প্রত্যাহরণং যুক্ত্যা প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥১০১॥ প্রত্যাহরতি যঃ খানি কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বতঃ। প্রত্যাহৃতিবিধানেন স স্যাদ্বিগতকল্মষঃ ॥ ১০২ ॥ নাভিদেশে বসেন্তানুস্তালুদেশে চ চন্দ্রমাঃ। বর্ষত্যধোমুখশ্চন্দ্রো গ্রসেদূর্দ্ধমুখো রবিঃ ॥ ১০৩ ॥ করণং তচ্চ কর্তব্যং যেন সা প্রাপ্যতে সুধা। ঊর্দ্ধং নাভিরধস্তালুরূর্দ্ধং ভানুরধঃ শশী। করণং বিপরীতাখ্যমভ্যাসাদেব জায়তে ॥ ১০৪ ॥ কাকচঞ্চুবদাস্যেন শীতলং শীতলং পিবেৎ। প্রাণং প্রাণবিধানজ্ঞো যোগী

যে সময় প্রাণবায়ু আকাশে অবস্থিত হয়, তখন ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যের মধুরধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় ও পরেই সিদ্ধি লাভ হয়। যোগীর প্রাণায়াম অনুষ্ঠানে সকল ব্যাধি দূর হয় এবং ঐ প্রাণায়াম অযোগী পুরুষ কর্তৃক বলপূর্বক অভ্যস্ত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, এবং মস্তকে নেত্রে ও কর্ণে বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে; অতএব পরিমিতরূপে বায়ুত্যাগ, তদ্রূপে বায়ুর পূরণ ও তদ্রূপেই বায়ুকে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলে, যোগী সত্বর সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। বাহ্যবিষয়ে যদৃচ্ছায় বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণকে যোগ দ্বারা তাহা হইতে প্রত্যাহরণকে প্রত্যাহার কহে। কচ্ছপ যেমন স্বীয় অঙ্গসমূহ প্রত্যাহৃত করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রত্যাহারবিধানে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহরণ করেন; তিনি নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। চন্দ্র তালুদেশে থাকিয়া অধোমুখে অমৃতবর্ষণ করেন ও সূর্য্য নাভিদেশে থাকিয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই অমৃত গ্রাস করেন। এমত কার্য্য করিবে, যাহাতে ঊর্দ্ধে নাভি ও অধোদেশে তালু থাকে; তাহা হইলে সূর্যকে ঊর্দ্ধে ও চন্দ্রকে অধোদেশে রাখিতে পারা যায়। এই বিপরীতাখ্য কার্য্য অভ্যাসসাহায্যেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামবিধানজ্ঞ যোগী কাকচঞ্চুনিভ

ভবতি নির্জ্জরঃ ॥ ১০৫ ॥ রসনাং তালুবিবরে নিধায়োর্দ্ধমুখোঽমৃতম্। ধয়ন্নির্জ্জরতাং গচ্ছেদাষণ্মাসান্ন সংশয়ঃ ॥ ১০৬ ॥ ঊর্দ্ধজিহ্বঃ স্থিরো ভূত্বা সোমপানং করোতি যঃ। মাসার্দ্ধেন ন সন্দেহো মৃত্যুং জয়তি যোগবিৎ ॥ ১০৭ ॥ সম্পীড্য রসনাগ্রেণ রাজদন্তবিলং মহৎ। ধ্যাত্বা সুধাময়ীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ ॥ ১০৮ ॥ অমৃতাপূর্ণদেহস্য যোগিনো দ্বিত্রবৎসরাৎ। ঊর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে রেতো হ্যণিমাদিগুণোদয়ম্ ॥ ১০৯ ॥ নিত্যং সোমকলাপূর্ণং শরীরং যস্য যোগিনঃ। তক্ষকেণাপি দষ্টস্য বিষং তস্য ন সর্পতি ॥ ১১০ ॥ আসনেন সমাযুক্তঃ প্রাণায়ামেন সংযুতঃ। প্রত্যাহারেণ সম্পন্নো ধারণামথ চাভ্যসেৎ ॥ ১১১ ॥ হৃদয়ে পঞ্চভূতানাং ধারণং যঃ পৃথক্ পৃথক্। মনসো নিশ্চলত্বেন ধারণা সাভিধীয়তে ॥ ১১২ ॥ হরিতালনিভাং ভূমিং সলকারাং সবেধসম্। চতুষ্কোণাং হৃদি ধ্যায়েদেষা স্যাৎ ক্ষিতিধারণা ॥ ১১৩ ॥ কণ্ঠেঽম্বুতত্ত্বমর্দ্ধেন্দুনিভং বিষ্ণুসমন্বিতম্। বকারবীজং কুন্দাভং ধ্যায়ন্নম্বু জয়েদিতি ॥ ১১৪ ॥ তালুস্থমিন্দ্রগোপাভং ত্রিকোণং রেফসংযুতম্। রুদ্রেণাধিষ্ঠিতং তেজো

নিজমুখ দ্বারা অত্যন্ত শীতল প্রাণধারক বায়ু পান করিয়া দেবত্ব লাভ করেন। তালুমধ্যে জিহ্বা রাখিয়া ঊর্দ্ধমুখে অমৃত পান করিলে, ছয় মাসের মধ্যেই দেবতা হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে যোগী ঊর্দ্ধজিহ্ব হইয়া স্থিরভাবে অমৃত পান করেন, তিনি পক্ষমধ্যেই মৃত্যুকে জয় করেন এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা মূলভাগস্থ ছিদ্র স্পর্শ করিয়া সুধাময়ী দেবীকে ধ্যান করিলে ছয় মাস মধ্যে কবি হইয়া থাকেন ।৮৯—১০৮। যে যোগীর দেহ অমৃতে পরিপূর্ণ, তিনি দুই তিন বর্ষমধ্যেই ঊর্দ্ধরেতা ও অণিমাদিসিদ্ধিসম্পন্ন হন। যোগী আসনসিদ্ধ, প্রাণায়ামানুষ্ঠায়ী ও প্রত্যাহারসম্পন্ন হইয়া ধারণা অভ্যাস করিবেন। মনকে স্থির করিয়া হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চভূতের ধারণাকেই ধারণা বলা যায়। হরিতালবর্ণা লকারযুক্তা ব্রহ্মময়ী চতুষ্কোণ ভূমিকে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিবে, ইহাকে ক্ষিতিধারণা কহে। অর্দ্ধচন্দ্রসন্নিভ, বিষ্ণুদৈবত, বকারসংযুক্ত ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র অম্বুতত্ত্বের কণ্ঠদেশে ধ্যান করিলে, অম্বু জয় করা যায়। তালুস্থিত ইন্দ্রগোপকীটবিশেষের ন্যায় দৃশ্যমান রকারসংযুক্ত রুদ্রদৈবত ত্রিকোণ তেজ চিন্তা

ধ্যাত্বা বহ্নিং জয়েদিতি ॥ ১১৫ ॥ বায়ুতত্ত্বং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে বৃত্তমঞ্জনসন্নিভম্। যং বীজমীশদৈবত্যং ধ্যায়ন্ বায়ুং জয়েদিতি ॥ ১১৬ ॥ আকাশঞ্চ মরীচিবারিসদৃশং যদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতং যন্নাথেন সদা শিবেন সহিতং শান্তং হকারাক্ষরম্। প্রাণং তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকং চিন্তান্বিতং ধারয়েদেষা মোক্ষকপাটপাটনপটুঃ প্রোক্তা নভোধারণা ॥ ১১৭ স্তম্ভনী প্লাবনী চৈব দহনী ভ্রামণী তথা। শমনী চ ভবন্ত্যেতা ভূতানাং পঞ্চ ধারণাঃ ॥ ১১৮ ॥ ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতুশ্চিন্তা তত্ত্বে সুনিশ্চলা। এতদ্ধ্যানমিহ প্রোক্তং সগুণং নির্গুণং দ্বিধা ॥ ১১৯ ॥ সগুণং বর্ণভেদেন নির্গুণং কেবলং মতম্। সমন্ত্রং সগুণং বিদ্ধি নির্গুণং মন্ত্রবর্জ্জিতম্ ॥ ১২০ ॥ অন্তশ্চেতো বহিশ্চক্ষুরবস্থাপ্য সুখাসনম্। সমত্বঞ্চ শরীরস্য ধ্যানমুদ্রাতিসিদ্ধিদা ॥ ১২১ ॥ নাশ্বমেধেন তৎ পুণ্যং ন চ বৈ রাজসূয়তঃ। যৎ পুণ্যমেকধ্যানেন লভেদ্‌যোগী স্থিরাসনঃ ॥ ১২২ ॥ শব্দাদীনাঞ্চ তন্মাত্রা যাবৎ কর্ণাদিষু স্থিতা। তাবদেব স্মৃতং ধ্যানং স্যাৎ সমাধিরতঃ পরম্ ॥ ১২৩ ॥ ধারণা পঞ্চনাড়ীকা ধ্যানং স্যাৎ ষষ্টিনাড়িকম্। দিনদ্বাদশকেন স্যাৎ সমাধিরিহ ভণ্যতে ॥ ১২৪ ॥ জলসৈন্ধবয়োঃ সাম্যং যথা ভবতি যোগতঃ। তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরিহ ভণ্যতে ॥ ১২৫ ॥ যদা সংক্ষীয়তে প্রাণো মানসঞ্চ প্রলীয়তে। তদা সমরসত্বং যৎ, স সমাধিরিহোচ্যতে ॥ ১২৬ ॥ যৎ সমত্বং দ্বয়োরত্র জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। স নষ্টসর্ব্বসঙ্কল্পঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১২৭ ॥ নাত্মানং ন পরং বেত্তি ন শীতং নোষ্ণমেব চ। সমাধিযুক্তো যোগীন্দ্রো ন সুখং ন সুখেতরৎ ॥ ১২৮ ॥ কাল্যতে নৈব কালেন লিপ্যতে নৈব কর্ম্মণা। ভিদ্যতে ন চ শস্ত্রাস্ত্রৈর্যোগী যুক্তঃ সমাধিনা ॥ ১২৯ ॥ যুক্তাহারবিহারশ্চ যুক্তচেষ্টো হি কর্ম্মসু। যুক্তনিদ্রাববোধশ্চ যোগী তত্ত্বং প্রপশ্যতি ॥ ১৩০ ॥ তত্ত্বং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো বিদুঃ। হেতুদৃষ্টান্তরহিতং বাঙ্‌মনোভ্যামগোচরম্ ॥ ১৩১ ॥ তত্র যোগী নিরালম্বে নিরাতঙ্কে নিরাময়ে। ষড়ঙ্গযোগবিধিনা পরে

করিলে বহ্নি বিজিত হন। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে গোলাকৃতি অঞ্জনাভ যকারসংযুক্ত ঈশদৈবত তত্ত্বের ধ্যান করিলে, বায়ুকে জয় করা যায়। ব্রহ্মরন্ধ্রে সদাশিবসংযুক্ত হকারবীজী শান্ত আকাশতত্ত্ব চিন্তা করত তথায় পঞ্চঘটিকাপরিমিত কাল প্রাণবায়ুকে মনঃসংযোগে নিরোধ করিলে, ব্যোমধারণা করা হয়; ইহা মোক্ষদ্বারের কপাটস্বরূপ বিঘ্নরাশিকে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের ধারণা, যথাক্রমে স্তম্ভনী, প্লাবনী, দহনী, ভ্রামণী এবং শমনী, এই পাঁচ নামে কথিতা হয়। যথার্থ বিষয়ে মনের স্থিরতার নাম চিন্তা, 'ধ্যৈ' ধাতুর অর্থও তাহাই, অতএব চিন্তাই উক্ত ধাতুসিদ্ধ ধ্যান শব্দের অভিধেয়। সেই চিন্তা সগুণ নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। বর্ণভেদে চিন্তা সগুণ ও কেবল চিন্তা নির্গুণ এবং সমন্ত্রক চিন্তা সগুণ ও মন্ত্ররহিত চিন্তা নির্গুণ বলিয়া খ্যাত হয়। সুখাবহ আসনে উপবিষ্ট হইয়া অন্তরে মনকে, বাহিরে চক্ষুকে রাখিয়া, শরীরের সমতাসম্পাদনকে অতি সিদ্ধিপ্রদ ধ্যানমুদ্রা কহে। স্থিরাসন যোগী কর্ত্তৃক একটীবার ধ্যান করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সে পুণ্যলাভ হয় না। যে পর্য্যন্ত কর্ণাদিতে শব্দাদিতন্মাত্র থাকে, তাবৎ ধ্যানাবস্থা। অতঃপর সমাধিদশা বলে। ১০৯—১২৩। পাঁচদণ্ড কাল চিত্তের স্থিরতাকে ধারণা, ষষ্টিদণ্ড কাল চিত্তের স্থিরতাকে ধ্যান এবং দ্বাদশ দিন চিত্তের স্থিরতাকে সমাধি বলিয়া থাকে। যেমন জলে সৈন্ধব যোগ করিলে একাকার হয়, তদ্রূপ আত্মা ও মনের একীভাব সমাধি নামে কথিত আছে। যে সময় প্রাণ ক্ষীণ হয় চিত্ত বিলীন হয়, সেই সমরসতাকেই পণ্ডিতগণ সমাধি বলেন। এই দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতা পাইলে, যাবৎ বাসনা তিরোহিত হয়, উহাকে সমাধিদশা বলে। সমাধিস্থ যোগীর, আত্মীয় বা পর, শীত বা গ্রীষ্ম, কিছুই অনুভব হয় না এবং কাল তাঁহার সীমা করিতে পারেন না। কৃতকর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না, শস্ত্র বা অস্ত্র তদীয় দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। যে যোগী মিতাহারী হইয়া বিহার, নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত করিয়া সকল কার্য্যের সাধনচেষ্টাকে পরিমিতভাবে করেন, তিনি সহজে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যিনি হেতু ও দৃষ্টান্তের অলক্ষ্য, বাক্য ও মনের অগোচর এবং বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানীরা তত্ত্ব বলিয়া অবগত আছেন। যোগীরা ষড়ঙ্গ যোগ-

ব্রহ্মণি লীয়তে ॥ ১৩২ ॥ যথা ঘৃতে ঘৃতং ক্ষিপ্তং ঘৃতমেব হি তদ্ভবেৎ। ক্ষীরে ক্ষীরং যথা যোগী তত্র তন্ময়তাং ব্রজেৎ ॥ ১৩৩ ॥ অনসঞ্জাতপানীয়ৈর্বিদধ্যাদঙ্গমর্দ্দনম্। ত্যজেৎ কট্বম্লং লবণং ক্ষীরভোজী সদা ভবেৎ ॥ ১৩৪ ॥ ব্রহ্মচারী জিতক্রোধো জিতলোভো বিমৎসরঃ। অব্দমিথং সদাভ্যাসাৎ স যোগীতি নিগদ্যতে ॥ ১৩৫ ॥ মহামুদ্রাং নভোমুদ্রামুড্ডীয়ানং জলন্ধরম্। মূলবন্ধন্তু যো বেত্তি স যোগী যোগসিদ্ধিভাক্ ॥ ১৩৬ ॥ শোধনং নাড়ীজালস্য ঘটনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। রসানাং শোষণং সম্যঙ্মহামুদ্রাভিধীয়তে ॥ ১৩৭ ॥ যোনিং বামাঙ্ঘ্রিণা পীড্য কৃত্বা বক্ষঃস্থলে হনুম্। হস্তাভ্যাং প্রসৃতং পাদং ধারয়েদ্দক্ষিণং চিরম্ ॥ ১৩৮ ॥ প্রাণেন কুক্ষিমাপূর্য্য চিরং সংরেচয়েচ্ছনৈঃ। এষা প্রোক্তা মহামুদ্রা মহাঘোঘবিনাশিনী ॥ ১৩৯ ॥ চন্দ্রাঙ্গে তু সমভ্যস্য সূর্য্যাঙ্গে পুনরভ্যসেৎ। যাবত্তুল্যা ভবেৎ সংখ্যা ততো মুদ্রাং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪০ ॥ ন হি পথ্যমপথ্যং বা রসাঃ সর্ব্বেঽপি নীরসাঃ। অপি ঘোরং বিষং পীতং পীযূষমিব জীর্য্যতি ॥ ১৪১ ॥ ক্ষয়কুষ্ঠগুদাবর্ত্ত-গুল্মাজীর্ণপুরোগমাঃ। তস্য দোষাঃ ক্ষয়ং যান্তি মহামুদ্রাঞ্চ যোঽভ্যসেৎ ॥ ১৪২ ॥ কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা। ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী ॥ ১৪৩ ॥ ন পীড্যতে শরোষেণ ন চ লিপ্যেত কর্ম্মণা। বাধ্যতে ন স কালেন যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্ ॥ ১৪৪ ॥ চিত্তং চরতি খে যস্মাজ্জিহ্বা চরতি খে গতা। তেনৈষা খেচরী নাম মুদ্রা সিদ্ধৈর্নিষেবিতা ॥ ১৪৫ ॥ যাবদ্বিন্দুঃ স্থিতো দেহে তাবন্মৃত্যুভয়ং কুতঃ। যাবদ্বদ্ধা নভোমুদ্রা তাবদ্বিন্দুর্ন গচ্ছতি ॥ ১৪৬ ॥ উড্ডীনং কুরুতে যস্মাদহোরাত্রং মহাখগঃ। উড্ডীয়ানং ততঃ প্রোক্তং তত্র বন্ধো বিধীয়তে ॥ ১৪৭ ॥ জঠরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধঞ্চ ধারয়েৎ। উড্ডীয়ানো হ্যয়ং বন্ধো মৃত্যোরপি ভয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৪৮ ॥ বধ্নাতি হি শিরাজালমধোগামি নভোজলম্। এষ জালন্ধরো বন্ধঃ কণ্ঠে দুঃখৌঘনাশনঃ ॥ ১৪৯ ॥ জালন্ধরে কৃতে বন্ধে কণ্ঠসঙ্কোচলক্ষণে। ন

ভ্যাসে নির্ভীক নিরাময় নিরালম্ব পরমব্রহ্মে বিলয় হয়; যেমন ঘৃত ঘৃতমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ঘৃতই হয় এবং ক্ষীরে ক্ষীর দিলে সকলই ক্ষীরময় হইয়া থাকে, তদ্বৎ যোগী পরব্রহ্মে বিলয় হইলে তন্ময়তাই লাভ করেন। সর্ব্বদা শ্রমসম্ভূত ঘর্ম্মজলে শরীর মর্দ্দন করিবে এবং ক্ষীরভোজী হইয়া কটু বা উষ্ণদ্রব্য ও লবণ ভক্ষণ করিবে না। জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করত ক্রোধ, লোভ ও মাৎসর্য্য পরিহার করিয়া একবর্ষ কাল এইরূপ অভ্যাস করিলে যোগী নামে অভিহিত হন। যিনি মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধর ও মূলবন্ধ পরিজ্ঞাত হন; তিনি যোগে সিদ্ধিলাভ করেন। নাড়ীসমূহের শোধন, চন্দ্রনাড়ী ও সূর্য্যনাড়ীর মিলন এবং উত্তমরূপে রসশোষণকেই মহামুদ্রা বলিয়া থাকে। বামপদ দ্বারা জননেন্দ্রিয় পীড়ন করত বক্ষঃস্থলে চিবুক রাখিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা লম্বিতদক্ষিণচরণ ধরিয়া, প্রাণবায়ুতে উদর পূর্ণ করিয়া পরে তাহা রেচন করিলে মহামুদ্রা করা হয়; ইহাতে মহাপাতকরাশিও বিনষ্ট হয়। এইরূপে প্রাণায়াম ইড়াতে অভ্যস্ত হইলে, পিঙ্গলায় অভ্যাস করিবে; যখন পূরকাদির সংখ্যা সমান হইবে, তখন মুদ্রা পরিত্যাগ করিবে। ইহার অভ্যাসে যোগীর পথ্যাপথ্যের বিচারে কোন ক্ষতি নাই; অপকারী রস সকল তাহার দেহে নিজশক্তি দেখাইতে পারে না, এমন কি কঠোর বিষপান করিলেও অমৃতের মত জীর্ণ হয়।১২৪—১৪১। মহামুদ্রার অভ্যাসে ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শ, গুল্ম ও অজীর্ণ প্রভৃতি কঠিন রোগ বিনষ্ট হয়। কপালকুহরে জিহ্বাকে বিপরীতগামিনী রাখিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিশ্চল-দৃষ্টিস্থাপনকে খেচরীমুদ্রা কহে; যিনি উক্ত মুদ্রাবিশেষ অবগত আছেন, তিনি কর্ম্মবিপাকে লিপ্ত হন না ও কদাচ কাল বা রোগ তাঁহাকে অধীন করিতে পারে না। ইহার অভ্যাসকালে জিহ্বা ও মন খে অর্থাৎ শূন্যে বিচরণ করে, এই জন্য এই মুদ্রার নাম খেচরী; সিদ্ধগণের নিকট ইহার যথেষ্ট আদর আছে। যাবৎ দেহে বিন্দু স্থিরভাবে থাকে, সে পর্য্যন্ত মৃত্যুভয় থাকে না বলিয়া এই বিন্দুনির্গমনিবারণী খেচরীমুদ্রা অতি প্রশংসনীয়া। দিবারাত্র মহাপ্রাণ উড্ডীন করেন বলিয়া, বক্ষ্যমাণ বন্ধের নাম উড্ডীয়ান; ইহাতে হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ দিয়া জানুদ্বয় জঠরে ও নাভির উর্দ্ধদেশে ক্রমিক অবস্থাপিত করিবে। ইহার অভ্যাসে মৃত্যুভয় বিদূরিত হয়। যাহাতে অধোগামী জলাদিকে কণ্ঠদেশে শিরাসমূহ দ্বারা রক্ষা করা যায়, তাহা সকল দুঃখবিনাশন জালন্ধরবন্ধ নামে অভিহিত হয়। কণ্ঠের সঙ্কোচসূচক এই জালন্ধরবন্ধ

যুবং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি ॥ ১৫০ ॥ পার্ষ্ণিভাগেন সম্পীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্গুদম্। অপানমূর্দ্ধমাকৃষ্য মূলবন্ধো বিধীয়তে ॥ ১৫১ ॥ অপানপ্রাণয়োরৈক্যে ক্ষয়ো মূত্রপুরীষয়োঃ। যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ ॥ ১৫২ ॥ প্রাণাপানবশো জীব ঊর্দ্ধাধঃ পরিধাবতি। বাম-দক্ষিণমার্গেণ চঞ্চলো ন স্থিতিং লভেৎ ॥ ১৫৩ ॥ গুণবদ্ধো যথা পক্ষী গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। গুণৈর্বদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণায়ামেন কৃষ্যতে ॥ ১৫৪ ॥ অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি। ঊর্দ্ধাধঃ সংস্থিতাবেতৌ সংযোজয়তি যোগবিৎ ॥ ১৫৫ ॥ হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ। হংসহংসেত্যতো মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥ ১৫৬ ॥ ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ। এতৎ-সঙ্খ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥ ১৫৭ ॥ অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী। অস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫৮ ॥

অভ্যস্ত হইলে ললাটসম্ভূত অমৃত আর জঠরাগ্নিতে পতিত হয় না এবং শরীরস্থ বায়ুও চঞ্চল হয় না। পার্ষ্ণিভাগ দিয়া যোনি সম্পীড়িত করিয়া বায়ু সঙ্কোচপূর্ব্বক অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিলে মূলবন্ধ হয়; ইহা দ্বারা প্রাণের সহিত অপান অভিন্ন হইলে, মূত্র-পুরীষের ক্ষয় হয়; তাহাতে বৃদ্ধও অল্পকালে যুবার ন্যায় শক্তিধারণ করে। জীব প্রাণ ও অপান বায়ুর বশে থাকিয়াই নিয়ত চঞ্চল হইয়া বাম ও দক্ষিণ মার্গে ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে গমন করে; ক্ষণকালও স্থির হইতে পারে না। যেমন রজ্জুবদ্ধ পক্ষী উড়িলেও পূর্ব্বস্থানে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বাদিগুণে আবদ্ধ জীব প্রাণায়ামকালে প্রাণ ও অপান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দেহেই অবস্থিত হয়, অপানবায়ু কর্ত্তৃক প্রাণ আকৃষ্ট হয় ও প্রাণবায়ু অপানকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই বায়ুদ্বয় ক্রমিক ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে অবস্থিত আছে; যোগীই ইহাদের মিলন করিতে সমর্থ হন। জীব, হকার বীজ দ্বারা নির্গত হইয়া পুনরায় সকার বীজে প্রবেশ করেন বলিয়া, সর্ব্বদাই 'হংস' এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; জীব এক অহো-রাত্রে ষট্শতাধিক একবিংশতিসহস্র বার এই মন্ত্র জপ করেন, ইহাকে "অজপা" গায়ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইহার সঙ্কল্পমাত্রেই মানবকে

অন্তরায়া ভবন্তীহ যোগিনো যোগহানিদাঃ। শ্রূয়তে দূরগা বার্ত্তা দূরস্থং দৃশ্যতে পুরঃ ॥ ১৫৯ ॥ যোজনানাং শতং যাতুং শক্তিঃ স্যান্নিমিষার্দ্ধতঃ। অচিন্তিতানি শাস্ত্রাণি কণ্ঠপাঠী ভবন্তি হি ॥ ১৬০ ॥ ধারণাশক্তিরত্যগ্রা মহাভারো লঘুর্ভবেৎ। ক্ষণং কৃশঃ ক্ষণং স্থূলঃ ক্ষণমল্পঃ ক্ষণং মহান্ ॥ ১৬১ ॥ পরকায়ং প্রবিশতি তিরশ্চাং বেত্তি ভাষিতম্। দিব্যগন্ধং তনৌ ধত্তে দিব্যাং বাণীং প্রবক্তি চ ॥ ১৬২ ॥ প্রার্থ্যতে দিব্যকন্যাভির্দিব্যং ধারয়তে বপুঃ। ইত্যাদয়োঽন্তরায়াঃ স্যুর্যোগসংসিদ্ধিসূচকাঃ ॥১৬৩॥ যদ্যেভিরন্তরায়ৈর্ন ক্ষিপ্যতেঽস্যেহ মানসম্। তদাগ্রে তৎ সমাপ্নোতি পদং ব্রহ্মাদিদুর্লভম্ ॥ ১৬৪ ॥ যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তেত যৎ প্রাপ্য ন চ শোচতি। তল্লভ্যতে ষড়ঙ্গেন যোগেন কলশোদ্ভব ॥ ১৬৫ ॥ একেন জন্মনা যোগঃ কথমিত্থং প্রসিধ্যতি। ঋতে চ যোগসংসিদ্ধেঃ কথং মুক্তিরিহাপ্যতে ॥ ১৬৬ ॥ উভে এব হি নির্ব্বাণবর্ত্মনী কিল কুম্ভজ। কিং বা কাশ্যাং তনুত্যাগঃ কিং বা যোগোঽয়মীদৃশঃ ॥

পাপ আশ্রয় করিতে পারে না।১৪২—১৫৮। যোগীর যে সকল বিঘ্ন উপস্থিত হইলে যোগের হানি হয়, সেই বিঘ্ন সকল কহিতেছি। দূরগত বার্ত্তা শ্রবণ বা দূরস্থিত পদার্থ দর্শন ও নিমিষার্দ্ধ মধ্যে শতযোজন পথ চলিবার ক্ষমতা হয় এবং অদৃষ্ট অশ্রুত শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ সকল সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হয়, অতিশয় মেধাশক্তি ও গুরুতর ভার লঘু বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ং কখন কৃশ, কখন স্থূল, ক্ষণে মহান্, ক্ষণে অল্প হন এবং পরদেহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন; পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারেন, দেহ দিব্যগন্ধ-শালী হয়, দিব্য দেহধারী হইয়া দিব্য বাক্য কহিতে থাকিয়া দিব্য কন্যাগণের প্রার্থনীয় হন; এই প্রকার বিঘ্নসমূহ যোগসিদ্ধির সূচনা করিয়া থাকে। যোগীর চিত্ত যদি এই সকল বিঘ্নে অভিভূত না হয়, তবেই তাঁহার পরকালে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ পরম পদ লাভ হয়। যাহা পাইলে সংসারে আর আসিতে হয় না যা কিছুরই জন্য শোক করিতে হয় না, হে কুম্ভযোনে! ষড়ঙ্গযোগবলে তাহা লাভ করা যায়। এক-জন্মে কিরূপে ঈদৃশ যোগসিদ্ধি হইবে এবং যোগ-সিদ্ধি ব্যতিরেকেও কিরূপে এ সংসারে নির্ব্বাণপদ লাভ হয়? হে কুম্ভযোনে! এতাদৃশ যোগ কিংবা

১৬৭ ॥ চঞ্চলেন্দ্রিয়বৃত্তিত্বাৎ কলিকল্মষজৃম্ভণাৎ। অল্পায়ুষ্যাত্তথা নৃণাং কেহ যোগমহোদয়ঃ ॥ ১৬৮ ॥ অতএব হি জন্তূনাং মহোদয়পদপ্রদঃ। সদৈব স দয়াবার্দ্ধিঃ কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরঃ স্থিতঃ ॥ ১৬৯ ॥ কাশ্যাং সুখেন কৈবল্যং যথা লভ্যেত জন্তুভিঃ। যোগযুক্ত্যাদ্যপায়েশ্চ ন তথান্যত্র কুত্রচিৎ ॥ ১৭০ ॥ কাশ্যাং স্বদেহসংযোগঃ সম্যগ্ যোগ উদাহৃতঃ। মুচ্যতে নেহ যোগেন ক্ষিপ্রমন্যেন কেনচিৎ ॥ ১৭১ ॥ বিশ্বেশ্বরো বিশালাক্ষী স্বর্নদী কালভৈরবঃ। শ্রীমান্ ঢুণ্ঢির্দণ্ডপাণিঃ ষড়ঙ্গো যোগ এষ বৈ ॥১৭২ ॥ এতৎ-ষড়ঙ্গং যো যোগং নিত্যং কাশ্যাং নিষেবতে। সম্প্রাপ্য যোগনিদ্রাং স দীর্ঘামমৃতমশ্নুতে ॥ ১৭৩ ॥ ওঁকারঃ কৃত্তিবাসাশ্চ কেদারশ্চ ত্রিবিষ্টপঃ। বীরেশ্বরোঽথ বিশ্বেশঃ ষড়ঙ্গোঽয়মিহাপরঃ ॥ ১৭৪ ॥ পাদোদকাসিসম্ভেদ-জ্ঞানোদমণিকর্ণিকা। ষড়ঙ্গো-ঽয়ং মহাযোগো ব্রহ্মধর্ম্মহ্রদাবপি ॥ ১৭৫ ॥ ষড়ঙ্গ-সেবনাদস্মাদ্বারাণস্যাং নরোত্তম। ন জাতু জায়তে জন্তুর্জননীজঠরে পুনঃ ॥ ১৭৬ ॥ গঙ্গাস্নানং মহা-মুদ্রা মহাপাতকনাশিনী। এতন্মুদ্রাকৃতাভ্যাসো-ঽপ্যমৃতত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৭ ॥ কাশীবীথিষু সঞ্চারো মুদ্রা ভবতি খেচরী। খেচরী জায়তে নূনং খেচর্য্যা মুদ্রয়ানয়া ॥ ১৭৮ ॥ উড্ডীয় সর্ব্বতো দেশাদ্যানং বারাণসীং প্রতি। উড্ডীয়ানো মহাবন্ধ এষ মুক্ত্যৈ প্রকল্পতে ॥ ১৭৯ ॥ জলস্য ধারণং মূর্দ্ধ্নি বিশ্বেশ-স্নানজন্মনঃ। এষ জালন্ধরো বন্ধঃ সমস্তসুর-দুর্লভঃ ॥ ১৮০ ॥ বৃতো বিঘ্নশতেনাপি যন্ন কাশীং ত্যজেৎ সুধীঃ। মূলবন্ধঃ স্মৃতো হ্যেষ দুঃখমূল-নিকৃন্তনঃ ॥ ১৮ ॥ ইতি যোগঃ সমাখ্যাতো মন্না তে দ্বিবিধো মুনে। সষড়ঙ্গঃ সমুদ্রশ্চ মুক্তয়ে শম্ভু-ভাষিতঃ ॥ ১৮২ ॥ যাবন্নেন্দ্রিয়বৈক্লব্যং যাবদ্-ব্যাধির্ন বাধতে। যাবৎ কালবিলম্বোঽস্তি তাবদ্-যোগরতো ভবেৎ ॥ ১৮৩ ॥ উভয়োর্যোগয়োর্মধ্যে কাশীযোগোঽয়মুত্তমঃ। কাশীযোগং সমভ্যস্য প্রাপ্নু-য়াদ্যোগমুত্তমম্ ॥ ১৮৪ ॥ আধিব্যাধিসহায়িন্যা জরয়া মৃত্যুলিঙ্গয়া। কালং নিকটতো জ্ঞাত্বা কাশীনাথং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥ কাশীনাথং সমাশ্রিত্য কুতঃ কালভয়ং নৃণাম্। ক্রুদ্ধোঽপি জীবহৃৎ কালস্তচ্চ কাশ্যাং সুমঙ্গলম্ ॥ ১৮৬ ॥ আতিথ্যেঽনেহসি যথা প্রতীক্ষেতাতিথিং কৃতী। কাশ্যাং কালং তথাগ্রাস্তং

কাশীতে দেহত্যাগ, এই দুইটীই মুক্তির উপায়। এই কলিকালে জীবের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল ও পাপ-স্পর্শে মলিন এবং আয়ুও অতি অল্পকাল বলিয়া এরূপ যোগাভ্যাস দুর্ঘট, তদ্দর্শনে দয়াময় বিশ্বেশ্বর কাশীক্ষেত্রে মুক্তিদাতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কাশীতে যেমন অতি সুখে মুক্তিলাভ হয়, অন্যত্র যোগাদি নানা উপায়েও তেমন অল্পায়াসে জীব মুক্তি পায় না। কাশীতে অবস্থান সম্পূর্ণ যোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; এ যোগে যেমন শীঘ্র মুক্তি হয়, তেমন অন্য কোন উপায়ে হয় না। কাশীতে বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী, গঙ্গা, কালভৈরব, ঢুণ্ঢিরাজ ও দণ্ডপাণি এই ছয়টী যোগের অঙ্গ। এখানে এই ষড়ঙ্গযোগের নিয়ত সেবা করিলেই দীর্ঘ যোগনিদ্রার সহায়ে মুক্তিপদ লাভ হয়। ঐ স্থানে ওঙ্কারনাথ কৃত্তিবাসাঃ, কেদারেশ্বর, ত্রিপিষ্টপেশ্বর, বীরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর, এই ছয়টীও যোগের অন্যবিধ অঙ্গ। অসি ও বরণাসঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহ্রদ ও ধর্ম্মহ্রদ, এই ছয়টীও সেই যোগের অন্যবিধ অঙ্গ। হে নরবর! কাশীতে এই ষড়ঙ্গের সেবা করিলে জীবকে পুনর্ব্বার জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কাশীতে গঙ্গায় অবগাহনই মহাপাপনাশিনী মহামুদ্রা; ইহার অভ্যাসে মুক্তিলাভ হয়।১৫৯—১৭৭। কাশীর পথে বিচরণকে খেচরী মুদ্রা কহে; ইহা অভ্যস্ত হইলে নিশ্চয় খেচর অর্থাৎ দেবতা হয়। দূরদেশ হইতে উড্ডীন হইয়া কাশীতে আগমনের নাম উড্ডীয়ানবন্ধ, ইহা অভ্যস্ত হইলে মুক্তিদান করে এবং বিশ্বেশ্বরের স্নানসম্ভূত দেবদুর্লভ জল মস্তকে ধারণ করিলে জালন্ধরবন্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শতবিঘ্নে ব্যাকুল হইয়াও সুধী ব্যক্তি কাশীকে পরিত্যাগ করেন না, ইহারই নাম মূলবন্ধ; ইহাতে সকল দুঃখের মূল বিনষ্ট হয়। হে মুনে! মহাদেবকথিত মুক্তির উপায়ভূত দ্বিবিধ যোগ তোমাকে কহিলাম। যে পর্য্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয় বিকল না হয়, যাবৎ ব্যাধি আশ্রয় না করে ও যাবৎ মৃত্যুর বিলম্ব থাকে, তাবৎ-কাল যোগাভ্যাস করিবে। এই উভয় যোগের মধ্যে কাশীযোগই উত্তম, ইহা অভ্যাস করিলে পরম যোগ সহজে পাওয়া যায়। মৃত্যুর চিহ্নভূত আধি-ব্যাধিসহায়িনী জরা উপস্থিত হইলে মৃত্যুকে নিক-টস্থ জানিয়া কাশীশ্বরকে আশ্রয় করিবে। কাশী-নাথের শরণাগত হইলে মানবের কালভয় বিদূরিত হয়; কারণ কাল কুপিত হইয়া জীবন হরণ করেন, তাহাও কাশীতে অতি মঙ্গলের বিষয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তি অতিথিসৎকার সময়ে যেমন অতিথির প্রতী-

ভাগ্যবান্ সম্প্রতীক্ষতে॥ ১৮৭॥ কলিঃ কালঃ কৃতং কর্ম্ম ত্রিকণ্টকমিতীরিতম্। এতত্ত্রয়ং ন প্রভবেদানন্দবনবাসিনাম্॥ ১৮৮॥ অন্যত্রাতর্কিতঃ কালঃ কলয়িষ্যত্যসংশয়ম্। কালাদ্ভয়মিচ্ছেচ্চেত্ততঃ কাশীং সমাশ্রয়েৎ॥ ১৮৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যোগাখ্যানং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। কথং নিকটতঃ কালো জ্ঞায়তে হরনন্দন। তানি চিহ্নানি কতিচিৎ ব্রূহি মে পরিপৃচ্ছতঃ॥ ১॥ কুমার উবাচ। বদামি কালচিহ্নানি জায়ন্তে যানি দেহিনাম্। মৃত্যৌ নিকটমাপন্নে মুনে তানি নিশাময়॥ ২॥ যাম্যনাসাপুটে যস্য বায়ুর্ব্বাতি দিবানিশম্। অখণ্ডমেব তস্যায়ুঃ ক্ষয়ত্যব্দত্রয়েণ হি॥ ৩॥ দ্ব্যহোরাত্রং ত্র্যহোরাত্রং রবির্ব্বহতি সন্ততম্। অব্দমেকঞ্চ তস্যেহ জীবনাবধিরুচ্যতে॥৪॥ বহেন্নাসাপুটযুগে দশাহানি নিরন্তরম্। বাতশ্চেৎ সহসংক্রান্তিস্তদা জীবেদ্দিনত্রয়ম্॥ ৫॥ নাসাবর্ত্মদ্বয়ং হিত্বা মাতরিশ্বা মুখাদ্বহেৎ। শংসেদ্দিনদ্বয়াদর্বাক্ প্রয়াণং তস্য চাধ্বনি॥ ৬॥ অকস্মাদেব যৎকালে মৃত্যুঃ সন্নিহিতো ভবেৎ। চিন্তনীয়ঃ প্রযত্নেন স কালো মৃত্যুভীরুণা॥ ৭॥ সূর্য্যে সপ্তমরাশিস্থে জন্মর্ক্ষস্থে নিশাকরে। পৌষ্ণঃ স কালো দ্রষ্টব্যো যদা যাম্যে রবির্ব্বহেৎ॥ ৮॥ অকস্মাদীক্ষতে যস্তু পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। তস্মিন্নেব ক্ষণেঽরূপং স জীবেদ্বৎসরদ্বয়ম্॥ ৯॥ যস্য বীজং মলং মূত্রং ক্ষুতং মূত্রং মলস্তু বা। ইহৈকদা পতেদ্যস্য অব্দং তস্যায়ুরিষ্যতে॥ ১০॥ ইন্দ্রনীলনিভং ব্যোম্নি নাগবৃন্দং য ঈক্ষতে। ইতস্ততঃ প্রস্মরং ষণ্মাসং ন স জীবতি॥ ১১॥ ব্যভ্রেঽহ্নি বারিপূর্ণাস্যঃ পৃষ্ঠীকৃত্য দিবাকরম্। ফুৎকৃত্যাখিন্দ্রচাপং ন পশ্যেৎ ষণ্মাসজীবিতঃ॥ ১২॥ অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ। আসন্নমৃত্যুর্নো পশ্যেচ্চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্॥ ১৩॥ অরুন্ধতী ভবেজ্জিহ্বা ধ্রুবো নাসাগ্রমুচ্যতে। বিষ্ণোঃ

ক্ষায় থাকেন, তদ্রূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কাশীতে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষিত হইয়া থাকে। কলি, কাল ও কৃতকর্ম্ম, এই তিনটীকে শুভের কণ্টক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু কাশীবাসীর উপর ইহাদের কোনই প্রভুতা নাই। অন্যত্র কাল অতর্কিত ভাবে আসিয়া স্বসামর্থ্য প্রকাশ করেন; যাহার কালভয় দূর করিবার বাসনা আছে, সেই সুকৃতী পুরুষ, কাশীকে আশ্রয় করুক। ১৭৮—১৮৯।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন—কিরূপে মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার কিরূপ লক্ষণ, তাহা আমাকে বলুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনিবর! যে সকল চিহ্ন দেখিয়া মৃত্যু সন্নিহিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহার কেবল দক্ষিণ নাসাপুটে দিবারাত্রি নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সে দীর্ঘায়ু হইলেও বর্ষত্রয়ের মধ্যে মরিয়া যায়। দুই বা তিন দিবারাত্রি যাহার নিশ্বাস দক্ষিণ নাড়ীতে বহিয়া থাকে, সে ব্যক্তি তদবধি একবর্ষকাল মাত্র জীবিত থাকে। দশদিন নিরন্তর যাহার দুই নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস প্রবাহিত হয় ও মধ্যে মিলিত হয়, তাহার তিন দিন মাত্র জীবনের কাল। শ্বাসবায়ু নাসাপুটে না আসিয়া যাহার মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়, সে দুই দিবসের ভিতর পথিমধ্যে মরিয়া যায়। যেকালে অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, মৃত্যুভীত ব্যক্তিরা সেই কালকে পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিবে। ১—৭। সূর্য্য যৎকালে সপ্তম রাশি ও চন্দ্রমা জন্মনক্ষত্র আশ্রয় করেন, তখন দক্ষিণ নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস বহিতে থাকে; ঐ সূর্য্যাধিষ্ঠিত কালের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যৎকর্ত্তৃক অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয় ও পরক্ষণেই ঐ পুরুষের রূপান্তর লক্ষিত হয়, সে বর্ষদ্বয় মাত্র বাঁচিয়া থাকে। যাঁহার দৃষ্টিপথে আকাশে বিচরণকারী মরকতাভ গজরাজি নিপতিত হয়, সে ছয় মাস মধ্যেই মরিয়া যায় এবং যিনি মুখে জল লইয়া সূর্য্যাভিমুখ না হইয়া আকাশে ফুৎকার প্রদান করত তাহাতে ইন্দ্রধনু দেখিতে পান না, তিনিও ঐ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। যে ব্যক্তি, অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদ ও মাতৃমণ্ডল দেখিতে পায় না, তাহার মৃত্যু নিকটস্থ জানিবে। জিহ্বাকে অরুন্ধতী

পদানি ভ্রূমধ্যো নেত্রয়োর্মাতৃমণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥ বেত্তি নীলাদিবর্ণস্তু কট্বম্লাদি রসস্তু হি। অকস্মাদন্যথাভাবং ষণ্মাসেন স মৃত্যুভাক্ ॥ ১৫ ॥ যস্যাস্যত্যোর্দ্ধ্বোষ্ঠ কণ্ঠৌষ্ঠরসনা রদাঃ। শুষ্যন্তি সততং তদ্বচ্ছিদ্রায়ান্তালুপঙ্কমাঃ ॥ ১৬ ॥ রেতঃ-করজনেত্রান্তা নীলিমানং ভজন্তি চেৎ। তর্হি কীনাশনগরীং ষষ্ঠে মাসি ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৭ ॥ সম্প্রবৃত্তে নিধুবনে মধ্যেঽন্তে ক্ষৌতি চেন্নরঃ। নিশ্চিতং পঞ্চমে মাসি ধর্ম্মরাজাতিথির্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ ক্রতমারুহ্য সরটস্ত্রিবর্ণো যস্য মস্তকে। প্রয়াতি যাতি তস্যায়ুঃ ষণ্মাসেন পরিক্ষয়ম্ ॥ ১৯ ॥ সুস্নাতস্যাপি যস্যাশু হৃদয়ং পরিশুষ্যতি। চরণৌ চ করৌ বাপি ত্রিমাসং তস্য জীবিতম্ ॥ ২০ ॥ প্রতিবিম্বং ভবেদ্যস্য পদং খণ্ডপদাকৃতি পাংশৌ বা কর্দ্দমে বাপি পঞ্চমাসান্ স জীবতি ॥ ২১ ॥ ছায়া প্রকম্পতে যস্য দেহবন্ধেঽপি নিশ্চলে। কৃতান্তদূতা বধ্নন্তি চতুর্থে মাসি তং নরম্ ॥ ২২ ॥ নিজস্য প্রতিবিম্বস্য নীরাজ্যমুকুরাদিষু। উত্তমাঙ্গং ন যঃ পশ্যেৎ স মাসেন বিনশ্যতি ॥ ২৩ ॥ মতিভ্রংশ্যেৎ স্খলেদ্বাণী ধনুরৈন্দ্রং নিরীক্ষতে। রাত্রৌ চন্দ্রদ্বয়ঞ্চাপি দিবা দ্বৌ চ দিবাকরৌ ॥ ২৪ ॥ দিবা চ তারকাচক্রং রাত্রৌ ব্যোম বিতারকম্। যুগপচ্চ চতুর্দ্দিক্ষু শাক্রং কোদণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ২৫ ॥ ভূরুহে ভূধরাগ্রে চ গন্ধর্ব্বনগরালয়ম্। দিবা পিশাচনৃত্যঞ্চ এতে পঞ্চত্বহেতবঃ ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বেষ্বেতেষু চিহ্নেষু যদ্যেকমপি বীক্ষতে। তদা মাসাবধিং মৃত্যুঃ প্রতীক্ষেত ন চাধিকম্ ॥ ২৭ ॥ করাবরুদ্ধশ্রবণঃ শৃণোতি ন যদা ধ্বনিম্। স্থূলঃ কৃশঃ কৃশঃ স্থূলস্তদা মাসান্নিবর্ত্ততে ॥ ২৮ ॥ যঃ পশ্যেদাত্মনশ্ছায়াং দক্ষিণাশাসমাশ্রিতাম্। দিনানি পঞ্চ জীবিত্বা পঞ্চত্বমুপযাতি সঃ ॥ ২৯ ॥ প্রেতহৃতে ভক্ষ্যতে বাপি পিশাচাসুরবায়সৈঃ। ভূতৈঃ প্রেতৈঃ শ্বভির্গৃধ্রৈর্গোমায়ুখরশূকরৈঃ ॥ ৩০ ॥ রাসভৈঃ করভৈঃ কীশৈঃ শ্যেনৈরশ্বতরৈর্বকৈঃ। স্বপ্নে স জীবিতং ত্যক্ত্বা বর্ষান্তে যমমীক্ষতে ॥ ৩১ ॥ গন্ধপুষ্পাংশুকৈঃ শোণৈঃ স্বাং তনুং ভূষিতাং নরঃ। যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নসময়ে সোঽষ্টৌ মাসাননিত্যহো ॥ ৩২ ॥ পাংশুরাশিঞ্চ বল্মীকং যুপদণ্ডমথাপি বা। যোঽধিরোহতি বৈ স্বপ্নে স ষষ্ঠে মাসি নশ্যতি ॥ ৩৩ ॥ রাসভা-

---

নাসিকার অগ্রভাগকে ধ্রুব, ভ্রূমধ্যকে বিষ্ণুপদ ও নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগকে মাতৃমণ্ডল কহিয়া থাকে। যাহার নীলাদি বর্ণের এবং কটু অম্ল প্রভৃতি রস সকলের যাথার্থ্য অন্যরূপে জ্ঞান হয়, ছয় মাস মধ্যেই মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। যাহার ছয়মাস মাত্র আয়ুর কাল অবশিষ্ট থাকে, তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত, এবং তালু সতত শুষ্ক হইতে থাকে এবং যাহার শুক্র, হস্তের অঙ্গুলী ও নেত্রের কোণ নীলাভ হয়, ছয়মাসের ভিতরই সে যমালয়ে উপগত হয়। মৈথুনকালে কিম্বা তাহার পরক্ষণে যাহার হাঁচি হয়, সে পাঁচমাস কাল জীবিত থাকে। নানাবর্ণের কৃকলাস যাহার মস্তকে অতর্কিতভাবে আসিয়াই চলিয়া যায়, সে ছয়মাস মধ্যে মরিয়া যায়। যাহার স্নানের পরই বক্ষঃস্থল, পদযুগল ও হস্তদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিনমাসের অধিক বাঁচে না। ধূলি বা কর্দ্দমে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিতভাবে লক্ষিত হয়, তাহার পাঁচমাস পর্য্যন্ত আয়ুষ্কাল থাকে। দেহ চঞ্চল না হইলেও যাহার ছায়া চঞ্চল হয়, চারিমাসের ভিতর তাহা যমদূতের বন্ধনে, পতিত হয়। যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক আত্মদর্পণাদিতে নিজ প্রতিবিম্বে মস্তক লক্ষিত না হয়, সে মাসমধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। বুদ্ধিভ্রংশ, বাক্যের স্খলন, আকাশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবামাত্রেই ইন্দ্রধনু দর্শন, রাত্রিতে দুইটী চন্দ্র দিবসে দুইটী সূর্য্য ও নক্ষত্র এবং রাত্রিতে নক্ষত্রহীন আকাশ, এক সময়ে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু এবং বৃক্ষোপরি বা পর্ব্বতশিখরে গন্ধর্ব্বনগর ও দিবাভাগে পিশাচদিগের নৃত্য, এই সকল দেখিতে পাইলে শীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে। ৮—২৬। ইহাদের মধ্যে যদি একটী চিহ্নও লক্ষিত হয়, তবে মাস মধ্যেই যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। যৎকর্ত্তৃক অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরুদ্ধ করিয়া কোনরূপ শব্দ শ্রুত না হয় এবং যে স্থূল থাকিয়াও হঠাৎ কৃশ ও কৃশ থাকিয়া সহসা স্থূল হয়, সে একমাস মধ্যে মৃত্যুবশে উপনীত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পিশাচ, অসুর, কাক, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, গৃধ্র, শৃগাল, শূকর, খর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, শ্যেন পক্ষী, অশ্বতর বা বকের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তাহাদের ভক্ষ্য হয়, সে একবর্ষ পরেই যমালয়ে উপগত হয়! যৎকর্ত্তৃক নিজ পাটলবর্ণ দেহ, গন্ধ পুষ্প বা বস্ত্র দ্বারা ভূষিত হইতেছে লক্ষিত হয়, তাহার আয়ুষ্কাল অষ্টমাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে। স্বপ্নে যাহার ধূলিরাশিতে, বল্মীকরাশিতে বা যূপদণ্ডে আরোহণ ঘটিয়া থাকে; তাহার ছয় মাসের অধিক কাল জীবন থাকে না। যে ব্যক্তি-

রুঢ়মাত্মানং তৈলাভ্যক্তঞ্চ মুণ্ডিতম্। নীয়মানং যমাশাং যঃ স্বপ্নে পশ্যেৎ স পূর্ব্বজান্॥ ৩৪॥ স্বমৌলৌ স্বতনৌ বাপি যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নগো নরঃ। তৃণানি শুষ্ককাষ্ঠানি ষষ্ঠে মাসি ন তিষ্ঠতি॥ ৩৫॥ লৌহদণ্ডধরং কৃষ্ণং পুরুষং কৃষ্ণবাসসম্। স্বয়ং যোহগ্রে স্থিতং পশ্যেৎ স ত্রীন্ মাসান্ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ২৬॥ কালী কুমারী যং স্বপ্নে বধ্নীয়াদ্বাহুপাশকৈঃ। স মাসেন সমীক্ষেত নগরীং শমনোষিতাম্॥ ৩৭॥ নরো যো বানরারূঢ়ো যায়াৎ প্রাচীং দিশং স্বপন্। দিনৈঃ স পঞ্চভিরেব পশ্যেৎ সংযমিনীং পুরীম্॥ ৩৮॥ কৃপণোহপি বদান্যঃ স্যাদ্বদান্যঃ কৃপণো যদি। প্রকৃতের্বিকৃতিশ্চেৎ স্যাত্তদা পঞ্চত্বমৃচ্ছতি॥ ৩৯॥ এতানি কালচিহ্নানি সন্ত্যন্যানি বহূন্যপি। জ্ঞাত্বাভ্যসেন্নরো যোগমথবা কাশিকাং শ্রয়েৎ॥ ৪০॥ ন কালবঞ্চনোপায়ং মুনেহন্যমবৈষাম্যহম্। বিনা মৃত্যুঞ্জয়ং কাশীনাথং গর্ভাবরোধকম্॥ ৪১॥ তাবদ্গর্জ্জন্তি পাপানি তাবদ্গর্জ্জেদ্যমো নৃপঃ। যাবদ্বিশ্বেশশরণং নরো ন নিরতো ব্রজেৎ॥ ৪১॥ প্রাপ্তবিশ্বেশ্বরাবাসঃ পীতোত্তরবহাপয়াঃ। স্পৃষ্টবিশ্বেশসল্লিঙ্গঃ কশ্চ যাতি ন বন্দ্যতাম্॥ ৪৩॥ কুর্য্যাৎ কুপিতঃ কালঃ কিং কাশীবাসিনাং নৃণাম্। কালে শিবঃ স্বয়ং কর্ণে যত্র মন্ত্রোপদেশকঃ॥ ৪৪॥ যথা প্রয়াতি শিশুতা কৌমারঞ্চ যথা গতম্। সত্বরং গত্বরং তদ্বৎ যৌবনঞ্চাপি বার্দ্ধকম্॥ ৪৫॥ যাবন্নহি জরাক্রান্তির্যাবন্নেন্দ্রিয়বৈক্লবম্। তাবৎ সর্ব্বং কলত্ররূপং হিত্বা কাশীং শ্রয়েৎ সুধীঃ॥ ৪৬॥ অন্যানি কাললক্ষ্মাণি তিষ্ঠন্তু কলশোদ্ভব। জরৈব প্রথমং লক্ষ্ম চিহ্নং তত্রাপি ভীর্নহি॥ ৪৭॥ পরাভূতো হি জরয়া সর্ব্বৈশ্চ পরিভূয়তে। হৃততারুণ্যমাণিক্যো ধনহীনঃ পুমানিব॥৪৮॥ সুতা বাক্যং ন কুর্ব্বন্তি পত্নী প্রেমাপি মুঞ্চতি। বান্ধবা নৈব মন্যন্তে জরসাভ্রেষিতং নরম্॥৪৯॥ আশ্লিষ্টং জরয়া দৃষ্ট্বা পরযোষিদ্বিশঙ্কিতা। ভবেৎ পরাঙ্মুখী নিত্যং প্রণয়িন্যপি কামিনী॥ ৫০॥ ন জরাসদৃশো ব্যাধির্ন দুঃখং জরয়া সমম্। কারয়িত্র্যপমানস্য জরৈব মরণং নৃণাম্॥ ৫১॥ ন জীয়তে তথা কালস্তপসা যোগযুক্তিভিঃ। যথা চিরেণ কালেন কাশীবাসাদ্বিজীয়তে॥ ১২॥ বিনা

নাকে স্বপ্নে গর্দ্দভে উঠিতে, তৈলমর্দ্দন করিতে, মুণ্ডিত হইয়া যমালয়ে যাইতে দেখে এবং নিজের মত পূর্ব্বপুরুষদিগকে ও মস্তকে বা দেহে তৃণ বা কাষ্ঠরাশি অবলোকন করে, সে ছয় মাসের অধিক বাঁচে না। যাহার সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কৃষ্ণ-বসন পরিধান করিয়া লৌহদণ্ড ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হয়, তাহার তিন মাস মধ্যেই মৃত্যু হয়। স্বপ্নে যাহাকে কৃষ্ণবর্ণকুমারী আলিঙ্গন করে, সে মাসমধ্যে যমালয়ে গমন করে। স্বপ্নে যে বানরে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে, সে পাঁচ দিনমধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কৃপণ ব্যক্তি অকস্মাৎ দাতা হইলে অথবা দাতা হঠাৎ কৃপণ হইলে, কিংবা অন্য কোনরূপে স্বভাব সহসা বিকৃত হইলে, শীঘ্রই মরিয়া যায়। এই সকল ও অন্যান্য বহুতর কালচিহ্ন পরিজ্ঞাত হইয়া যোগাভ্যাস বা কাশীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হে মুনে! জঠরযাতনানিবারক মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ ভিন্ন কালকে ছলিবার অন্য কোন উপায় আছে কিনা, তাহা আমি জানি না। মানব যাবৎ বিশ্বেশ্বরের শরণাগত না হয়, তাবৎ তাহার নিমিত্ত পাপরাশি ও দণ্ডধর গর্জ্জন করিয়া থাকে। কাশীতে বাস, তথায় গঙ্গাজল পান ও বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ স্পর্শ করিলে, জীব কাহার নিকট পূজা প্রাপ্ত না হয়? যে কাশীতে মরণকালে স্বয়ং শিব, জীবের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ করেন, তথায় সেই জীবের উপর কালের কোন প্রভুতাই থাকে না। বাল্য ও কৌমারদশা যেমন অল্পদিন মধ্যে অতিবাহিত হয়, ঐরূপ যৌবন ও বার্দ্ধক্যও অল্পদিনেই চলিয়া যায়; এজন্য যাবৎ জরা আসিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিকল না করে, তাহারই মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি তুচ্ছ বিষয়সুখ পরিহারপূর্ব্বক কাশীবাসী হইবেন।২৭—৪৭। হে অগস্ত্য! অন্যান্য মৃত্যুচিহ্নের কথা দূরে থাকুক, জরাই মৃত্যুর প্রথম চিহ্ন; সেই জরা কাহারই ভয়হেতু হয় না, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। জরা যাহাকে আক্রমণ করে, সকলের নিকটই দরিদ্রের ন্যায় তাহার পরাভব আছে এবং বৃদ্ধের পুত্রেরা আদেশ অবহেলা করে, পত্নী প্রেমপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, বন্ধুগণ তাহাকে আদর করে না। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রণয়িনী প্রমদাও পরস্ত্রীর ন্যায় শঙ্কিতা হইয়া স্থানান্তরে যায়। জরার মত পীড়া বা দুঃখ আর কিছুই নাই। মানবগণ জরা হইতে অপমানিত হয় এবং জরা কর্তৃকই তাহারা মৃত্যুগ্রাসে চালিত হয়। কাশীবাসে যেমন অল্পকাল মধ্যে কালকে দূর করা যায়, তপস্যা বা যোগাভ্যাসে

যজ্ঞৈর্ব্বিনা দানৈর্ব্বিনা ব্রতজপাদিভিঃ। বিনাতি-পুণ্যসম্ভারৈঃ কঃ কাশীং প্রাপ্তুমীহতে ॥ ৫৩ ॥ কাশীপ্রাপ্তিরয়ং যোগঃ কাশীপ্রাপ্তিরিদং তপঃ। কাশীপ্রাপ্তিরিদং দানং কাশীপ্রাপ্তিঃ শিবৈকতা ॥৫৪॥ কঃ কলিঃ কোঽথবা কালঃ কা জরা কিঞ্চ দুষ্কৃতম্। কা রুজঃ কেঽন্তরায়া বা শ্রিতা বারাণসী যদি ॥ ৫৫ ॥ কলিস্তানেব বাধেত কালস্তাংশ্চ জিঘাংসতি। এনাংসি তাংশ্চ বাধন্তে যে ন কাশীং সমাশ্রিতাঃ ॥৫৬॥ কাশী সমাশ্রিতা যৈশ্চ যৈশ্চ বিশ্বেশ্বরোঽর্চ্চিতঃ। তারকং জ্ঞানমাসাদ্য তে মুক্তাঃ কর্ম্মপাশতঃ ॥ ৫৭ ॥ ধনিনো ন তথা সৌখ্যং প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ ক্বচিৎ। যথা নিধনতঃ কাশ্যাং লভন্তে সুখমব্যয়ম্ ॥ ৫৮ ॥ বরং কাশীসমাবাসী নাসীনো ত্র্যসদাং পদম্। দুঃখান্তং লভতে পূর্ব্বঃ সুখান্তং লভতে পরঃ ॥ ৫৯ ॥ স্থিতোঽপি ভগবানীশো মন্দরং চারুকন্দরম্। কাশীং বিনা রতিং নাপ দিবোদাসনৃপোষিতাম্ ॥৬০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কালবঞ্চনোপায়ো নাম
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

তেমন অল্প সময়ে কালজয় হয় না। অশেষ যজ্ঞ, দান, ব্রত ও তপশ্চর্য্যাজনিত পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে কেহই কাশীলাভ করিতে পায় না। কাশীপ্রাপ্তিই যোগ, কাশীপ্রাপ্তিই তপ, কাশীপ্রাপ্তিই দান। কাশীপ্রাপ্তিই শিবৈকতা। কাশীকে যদি আশ্রয় করিতে পারা যায়, তবে তৎসন্নিধানে কলিই বা কি, কালই বা কি, জরাই বা কি, দুষ্কৃতই বা কি?—সকলই তুচ্ছ কেহ অগ্রসর হইতে পারে না! যৎকর্ত্তৃক কাশী আশ্রিতা না হয়, কলি তাহারই ক্লেশদায়ক হয়; কালগ্রাসে সে ব্যক্তিই নিপতিত হয়; পাপরাশি তাহাকেই কষ্ট দিতে থাকে। যাহারা কাশী আশ্রয় করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করে, তাহাদের অন্তকালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও তজ্জন্য কর্ম্মসূত্রচ্ছেদন হইয়া থাকে। কাশীতে মরিলে যে অক্ষয় সুখলাভ হয়, ধনী মানব কখন এ সংসারে তদ্রূপ সুখী হইতে পারে না। কাশীতে যে ব্যক্তি যথাবিধি অবস্থান করে, সে স্বর্গপদে সমাসীন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ; কারণ কাশীবাসীর দুঃখের অবসান হয় ও স্বর্গবাসীর সুখেরই অবসান লাভ হইয়া থাকে। এই রাজা দিবোদাস-প্রতিপালিতা, কাশী ব্যতি-রেকে ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের সুন্দর মন্দরগুহাতে অবস্থানেও তাদৃশী প্রীতিলাভ হয় না ।৪৭—৬০।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। দিবোদাসং নরপতিং কথং দেব-স্ত্রিলোচনঃ। কাশীং সন্ত্যাজয়ামাস কথমাগাচ্চ মন্দরাৎ। এতদাখ্যানমাখ্যাহি শ্রোতৃণাং প্রমুদে ভগোঃ ॥ ১ ॥ স্কন্দ উবাচ। মন্দরং গতবান্ দেবো ব্রহ্মণো বাক্যগৌরবাৎ। তপসা তস্য সন্তুষ্টো মন্দরস্যৈব ভূভৃতঃ ॥ ২ ॥ গতে বিশ্বেশ্বরে দেবে মন্দরং গিরিসুন্দরম্! গিরিশেন সমং জগ্মুরপি সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ৩ ॥ ক্ষেত্রাণি বৈষ্ণবানীহ ত্যক্তা বিষ্ণুরপি ক্ষিতেঃ ॥ প্রয়াতো মন্দরং যত্র দেবদেব উমাধবঃ ॥ ৪ ॥ স্থানানি গাণপত্যানি গণেশোঽপি ততোঽব্রজৎ। হিত্বাঽর্যাপি বিপ্রেন্দ্র গতবান্ মন্দরং প্রতি ॥ ৫ ॥ সুরঃ সৌরাণি সন্ত্যজ্য গতশ্চায়তনাদরম্। স্বং স্বং স্থানং ক্ষিতৌ ত্যক্তা যযুরন্যেঽপি নির্জ্জরাঃ ॥ ৬ ॥ গতেষু দেবসঙ্ঘেষু পৃথিব্যা পৃথিবীপতিঃ। চকার রাজ্যং নির্দ্বন্দ্বং দিবোদাসঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে কার্ত্তিকেয়! ভগবান্ কাশীনাথ কর্ত্তৃক কিরূপে রাজা দিবোদাস কাশী হইতে দূরিত হইয়াছিলেন এবং কোন উপায়েই বা পুনরায় মন্দরাচল হইতে কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন কর। স্কন্দ কহিলেন, আদিদেব মহাদেব, ব্রহ্মবাক্য লঙ্ঘন না করিয়া মন্দর পর্ব্বতের তপস্যায় সন্তোষ লাভ করিয়া, কাশীধাম শূন্য করত মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলেন। সমস্ত দেবগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন নারায়ণও বৈষ্ণবক্ষেত্র সকল পরিহারপূর্ব্বক পার্ব্বতীনাথের অধিষ্ঠিত মন্দরাচলে উপস্থিত হইলেন। গণপতি ও সূর্য দেব, ইঁহারাও স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণও মর্ত্ত্যের নিজ নিজ ধাম শূন্য করিয়া ঐ মন্দরপর্ব্বতেই গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে, প্রতাপশালী সার্ব্বভৌম দিবোদাস, নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

বিধায় রাজধানীং স বারাণস্যাং সুনিশ্চলাম্। এবাঞ্চক্রে মহাবুদ্ধিঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্॥ ৮॥ সূর্য্যবৎ স প্রতপিতা দুর্হ্দাং হৃদি নেত্রয়োঃ। সোমবৎ সুহৃদামাসীন্মানসেষু স্বকেষপি॥ ৯॥ অখণ্ডমাখণ্ডলবৎ কোদণ্ডং কলয়ন্ রণে। পলায়মানৈর্য়ালোকি শত্রুসৈন্যবলাহকৈঃ॥ ১০॥ স ধর্ম্মরাজবজ্জাতো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচকঃ। অদণ্ড্যান্দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চ পরিদণ্ডয়ন্॥ ১১॥ ধনঞ্জয় ইবাধাক্ষীৎ পরারণ্যান্যনেকশঃ। পাশীব পাশয়াঞ্চক্রে বৈরিচক্রং বিদূরগঃ॥ ১২॥ সোঽভূৎ পুণ্যজনাধীশো রিপুরাক্ষসবর্দ্ধনঃ। জগৎপ্রাণসমানশ্চ জগৎপ্রাণনতৎপরঃ॥ ১৩॥ রাজরাজঃ স এবাভূৎ সর্ব্বেষাং ধনদঃ সতাম্। স এব রুদ্রমূর্ত্তিশ্চ প্রেক্ষিষ্ট রিপুভী রণে॥ ১৪॥ বিশ্বেষাং স হি দেবানাং তপসা রূপধৃক্ যতঃ। বিশ্বেদেবাস্ততস্তস্ত স্তুবন্তি চ ভজন্তি চ॥ ১৫॥ অসাধ্যঃ স হি সাধ্যানাং বসুভ্যো বসুনাধিকঃ। গ্রহাণাং বিগ্রহধরো দস্রতোঽজস্ররূপভাক্॥ ১৬॥ মরুদ্গণানগণয়ংস্তুষিতাংস্তোষয়ন্ গুণৈঃ। সর্ব্ববিদ্যাধরো যস্ত সর্ব্ববিদ্যাধরেষপি॥ ১৭॥ অগর্ব্বানেব গন্ধর্ব্বান্ যশ্চক্রে নিজগীতিভিঃ। রক্ষাংসি রক্ষাংসি তদ্দুর্গং স্বর্গসোদরম্॥ ১৮॥ নাগা নাগাংসি চক্রুশ্চ তস্ত নাগবলীয়সঃ। দনুজা মনুজাকারং কৃত্বা তঞ্চ সিষেবিরে॥ ১৯॥ জাতা গুহ্যচরা যস্ত গুহ্যকাঃ পরিতো নৃষু। সংসেবিষ্যামহে রাজন্নসুরাস্থাং স্ববৈভবৈঃ॥ ২০॥ বয়ং যতস্ত্বদ্বিষয়ে সুরাবাসোঽপি দুর্লভঃ। অশিক্ষয়ৎ ক্ষিতিপতেরিহ যস্ত তুরঙ্গমান্। আশুগশ্চাশুগামিত্বং পাবমানে পথি স্থিতঃ॥ ২১॥ অগজান্ যস্ত তু গজান্নগবর্ষ্মসুবর্ষ্মণঃ। অজস্রদানিনো দৃষ্ট্বাভবন্নন্যেঽপি দানিনঃ॥ ২২॥ সদোঽজিরে চ বোদ্ধারো যোদ্ধারশ্চ রণাজিরে। ন যস্ত শাস্ত্রৈর্ব্বিজিতা ন শস্ত্রৈঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥ ২৩॥ ন নেত্রবিষয়ে জাতা বিষয়ে যস্ত ভূভৃতঃ। সদা নষ্টপদা দ্বেষ্যাস্তথানষ্টপদাঃ প্রজাঃ॥ ২৪॥ কলাবানেক এবাস্তি ত্রিদিবেঽপি দিবৌকসাম। তস্ত ক্ষৌণী-

---

তিনি কাশীতে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে থাকিয়া, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দুষ্টদিগের হৃদয় ও নেত্রে সূর্য্যের মত তেজস্বী ও তীক্ষ্ণদণ্ড ছিলেন এবং সুহৃদ্ ও আত্মীয়গণের নয়নে ও হৃদয়ে সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া প্রীতিসম্পাদন করিতেন। রাজা দিবোদাস ইন্দ্রধনুর মত ধনুকের টঙ্কার করত রণস্থলে পলায়নপর শত্রুসেনারূপ মেঘবৃন্দ কর্ত্তৃক বারংবার লক্ষিত হইতেন এবং সজ্জনের সৎকারক ও দুষ্টের দণ্ডকারী ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচক সেই রাজাকে লোকে ধর্ম্মরাজের স্থায় বোধ করিত। তিনি অর্জ্জুনের মত বহুবার অরিকুলরূপ অরণ্যসমূহ দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং বরুণের স্থায় দূরস্থ হইয়াও শত্রুগণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। রিপুরূপ রাক্ষসের ছেদক ও পুণ্যকর্ম্মাদিগের শ্রেষ্ঠ সেই রাজা জগৎপ্রাণনতৎপর হইয়া জগৎপ্রাণ (বায়ু) সদৃশ ছিলেন এবং সকল সাধুগণ তাঁহার নিকট অমূল্যরত্নাদি পাইয়া তাঁহাকে কুবের বলিয়া বুঝিত। শত্রুগণ সংগ্রামস্থলে তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি সহ্য করিতে পারিত না। তিনি তপোবলে সমস্ত দেবগণেরই রূপধারণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া দেবতারা তাঁহাকে স্তব ও ভজনা করিতেন। ধনসামর্থ্যে বসুগণ হইতেও অধিকতর সেই রাজার মহিমা দেবগণের নিকটও দুর্ব্বিজ্ঞেয় ছিল। অশ্বিনীকুমার হইতেও সমধিক রূপবান্ সেই রাজার গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইয়া অনিষ্টকারী হইলে, তিনি যুদ্ধ করিয়া তাদিগকে দূর করিতেন। বিদ্যাধরগণের ভিতরও অধিক বিদ্যাধর হইয়া মরুদ্গণকে উপেক্ষা করিয়া তুষিতদিগকে নিজগুণে পরিতুষ্ট করিতেন। গীতবিদ্যায় গন্ধর্ব্বগণেরও গর্ব্বখর্ব্বকারী ঐ রাজার স্বর্গোপম দুর্গ—যক্ষ ও রাক্ষসগণ নিয়ত রক্ষাকরিত। নাগগণ তদীয় সামর্থ্য সন্দর্শন করিয়া কদাচ তাঁহার অনিষ্ট করিতে সাহসী হইত না। দৈত্যেরাও তাঁহার সেবা করিত এবং গুহ্যকগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া থাকিত। "আপনি রাজ্য হইতে দেবগণকে দূর করিয়াছেন, এ কারণ আমরা স্ব স্ব বিভবানুসারে আপনার সেবা করিব," এইরূপ কহিয়া অসুরগণ তাঁহার স্তব করিত। বায়ু, অশ্বগতি-শিক্ষা-শাস্ত্রের শিক্ষকপদে অবস্থিত হইয়া এই রাজার অশ্বগণকে শীঘ্রগতি শিক্ষা দিতেন। এই রাজার পর্ব্বতদেহবৎ বিপুলদেহসম্পন্ন পার্ব্বতগজরাজিকে অজস্র দান (মদজল) সম্পন্ন দেখিয়া অপরেও দানসম্পন্ন (দাতা) হইয়াছিল। সভাপ্রাঙ্গণে তদীয় পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে এবং রণাঙ্গনে তদীয় যোদ্ধারা শস্ত্রে, কখন কাহারও নিকট পরাজিত হয় নাই। তাঁহার রাজ্যমধ্যে দ্বেষ্যগণকে কেহ পদস্থ দেখে নাই এবং তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে

ভূতঃ ক্ষৌণ্যাং জনাঃ সর্ব্বে কলালয়াঃ ॥ ২৫ ॥ এক এব হি কামোঽস্তি স্বর্গে সোঽপ্যঙ্গবর্জ্জিতঃ। সাঙ্গো-পাঙ্গশ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বে কামা হি তদ্ভুবি ॥ ২৬ ॥ তস্তোপবর্ত্তনেঽপ্যেকো ন শ্রুতো গোত্রভিৎ ক্বচিৎ। স্বর্গে স্বর্গসদামীশো গোত্রভিৎ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥ ক্ষয়ী চ তস্ত বিষয়ে কোঽপ্যাকর্ণি ন কেনচিৎ। ত্রিবিষ্টপে ক্ষপানাথঃ পক্ষে পক্ষে ক্ষয়ীষ্যতে ॥ ২৮ ॥ নাকে নবগ্রহাঃ সন্তি দেশান্তস্তানবগ্রহাঃ ॥ ২৯ ॥ হিরণ্যগর্ভঃ স্বর্লোকেঽপ্যেক এব প্রকাশতে। হিরণ্যগর্ভাঃ সর্ব্বেষাং তৎপৌরাণামিহালয়াঃ ॥ ৩০ ॥ সপ্তাশ্ব একঃ স্বর্লোকে নিতরাং ভাসতেঽংশুমান্। সদংশুকাঃ প্রতিগৃহং বহ্বশ্বাস্তৎপুরৌকসঃ ॥ ৩১ ॥ সদপ্সরা যথা স্বর্ভূস্তৎপুর্য্যপি সদপ্সরাঃ। একৈব পদ্মা বৈকুণ্ঠে তস্ত পদ্মাকরাঃ শতম্ ॥ ৩২ ॥ অনীত-য়শ্চ তদ্গ্রামা নারাজপুরুষাঃ ক্বচিৎ। গৃহে গৃহে-ত্বত্র ধনদা নাক একোঽলকাপতিঃ ॥ ৩৩ ॥ দিবো-দাসস্ত তস্যৈবং কাশ্যাং রাজ্যং প্রশাসতঃ। গত-মেকদিনপ্রায়ং শরদামযুতাষ্টকম্ ॥ ৩৪ ॥ গীর্ব্বাণা বিপ্রতীকারমথ তস্ত চিকীর্ষবঃ। গুরুণা মন্ত্রয়াঞ্চক্রু-র্ধর্ম্মবর্ত্মানুযায়িনঃ ॥ ৩৫ ॥ ভবাদৃশামিব মুনে প্রায়শো ধর্ম্মচারিণাম্। বিবুধা বিদধত্যেব মহতীরাপদাং ততীঃ ॥ ৩৬ ॥ যদ্যপ্যসৌ ধরাধীশো ব্যাধিনো দুর্দ্ধরাধ্বরৈঃ। তানধ্বরভুজোঽত্যন্তং তথাপি সুহৃদো ন তে ॥ ৩৭ ॥ স্বভাব এব হ্যসদাং পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা। বলিবাণদধীচ্যাদ্যৈরপরাদ্ধং কিমত্র তৈঃ ॥ ৩৮ ॥ অন্তরায়া ভবন্ত্যেব ধর্ম্মস্যাপি পদে পদে। তথাপি ন নিজো ধর্ম্মো ধর্ম্মধীভি-র্বিমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥ অধর্ম্মিণঃ সমেধন্তে ধনধান্য-সমৃদ্ধিভিঃ। অধর্ম্মাদেব চ পরং সমূলং যান্ত্যধো-গতিম্ ॥ ৪০ ॥ প্রজাঃ পালয়তস্তস্ত পুত্রানিব নিজৌরসান্। রিপুঞ্জয়স্য নাল্পোঽপি বভূবাধর্ম্ম-সংগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥ ষাড়্গুণ্যবেদিনস্তস্য ত্রিশক্ত্যূ-র্জ্জিতচেতসঃ। চতুরোপায়বিত্তস্য ন রন্ধ্রং বিবিদুঃ সুরাঃ ॥ ৪২ ॥ বুদ্ধিমন্তোঽপি বিবুধা বিপ্রতীকর্ত্তু-

অপদস্থ দেখে নাই। স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে একজন কলানিধি আছেন; কিন্তু তাঁহার সময় ভূলোকে সকলেই কলার (নৃত্যগীতাদির) নিধি (আকর) ছিল। স্বর্গলোকে একজন কামদেব, তিনিও অনঙ্গ; কিন্তু তাঁহার রাজ্যে সমস্ত লোকই অঙ্গ-উপাঙ্গের সহিত বিরাজ করিত। তাঁহার রাজ্যে কেহ গোত্রভিৎ (কুলনাশক) ছিল বলিয়া শুনা যাইত না; কিন্তু স্বর্গে স্বয়ং দেবরাজই গোত্রভিৎ নামে অভিহিত হন। স্বর্গে চন্দ্রমা প্রতি কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার প্রজামধ্যে কেহই ক্ষয়ী ছিল না। স্বর্লোক, নবগ্রহের বাসভূমি; কিন্তু তাঁহার সময় মর্ত্ত্যে কোন গ্রহই ছিল না। স্বর্গে একজন মাত্র হিরণ্যগর্ভ থাকেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত পুরজনের ভবনই হিরণ্যগর্ভ (সুবর্ণপূর্ণ) ছিল। স্বর্গে এক অংশুমান্, তিনিই সপ্তাশ্ব; কিন্তু তাঁহার নগরবাসী সকলেই সদংশু ও বহ্বশ্ব ছিল! ঐ রাজার নগরীও স্বর্গের ন্যায় অপ্সরঃসমূহে সুশোভিতা ছিল। বৈকুণ্ঠে একটী মাত্র পদ্মার আবাসভূমি কিন্তু তাঁহার রাজ্যে বহুশত পদ্মাকর ছিল। সেই রাজার তাবৎ সাম্রাজ্যই ঈতি (অনাবৃষ্টি প্রভৃতি) হইতে ভয় জানিত না; সকল গ্রামই রাজপুরুষেরা রক্ষা করিত। স্বর্গে একজন অলকনাথই ধনদ নামে বিখ্যাত [illegible] কিন্তু তাঁহার সময় গৃহে গৃহে ধনদ-গণ শোভা পাইতেন। রাজা দিবোদাস এইরূপে রাজ্য করিতে থাকিয়া আট অযুত বৎসর একদি-নের ন্যায় অনায়াসে অতিবাহিত করিলেন।১—৩৪। ঐ কালে দেবতারা, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক ঐ রাজার অপকার-করণাভিপ্রায়ে বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। হে মুনিবর! ভবাদৃশ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই দেবগণ বহুতর বিপদে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই ভূমিপতি দিবোদাস কত শত দুষ্কর যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যজ্ঞভুক্ দেবগণের সন্তোষ করিয়াছেন, তথাচ তাঁহারা ইঁহার বিপক্ষ হইতে-ছেন। অথবা দেবগণের এইরূপই স্বভাব যে, তাঁহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না। নচেৎ বলি বাণ ও দধীচি প্রভৃতিরা অনপরাধী থাকিয়াও কেন তাঁহাদের নিগ্রহভাজন হইলেন? ধর্ম্মানুষ্ঠানে বহুতর বিঘ্ন পাইয়াও ধার্ম্মিকগণ কদাচ ধর্ম্মচ্যুত হন না! অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা প্রথমে ধনধান্যসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধি পায় এবং অধর্ম্মপ্রভাবে অন্তকালে সমূলে বিনষ্ট হইয়া অধোগমন করে। রাজা দিবোদাস অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালক ছিলেন বলিয়া অধর্ম্মের কণামাত্রও তাঁহাকে আশ্রয় করে নাই। দেবতারা, ষাড়্গুণ্য-বেত্তা শক্তিত্রয়শালী ধর্ম্মাদিচতুর্ব্বর্গের সদুপায়বেত্তা সেই রাজার কোন ছিদ্রই পাইলেন না। অপ-চিকীর্ষু দেবগণের হৃদয়ে সেই রাজার অপকার

মুদ্যতাঃ। মনাগপি ন সংশেকুরুপকর্ত্তুং তদীশিতুঃ॥ ৪৩॥ একপত্নীব্রতাঃ সর্ব্বে পুমাংসস্তস্য মণ্ডলে। নারীষু কাচিন্নৈবাসীদপতিব্রতধর্ম্মিণী॥৪৪॥ অনধীতো ন বিপ্রোঽভূদশূরো নৈব বাহুজঃ। বৈশ্যোঽনভিজ্ঞো নৈবাসীদর্থোপার্জ্জনকর্ম্মসু॥ ৪৫॥ অনন্যবৃত্তয়ঃ শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষণং প্রতি। তস্য রাষ্ট্রে সমভবন্ দিবোদাসস্য ভূপতেঃ॥ ৪৬॥ অবিপ্লুত-ব্রহ্মচর্য্যাস্তদ্রাষ্ট্রে ব্রহ্মচারিণঃ। নিত্যং গুরুকুলাধীনা বেদগ্রহণতৎপরাঃ॥ ৪৭॥ আতিথ্যধর্ম্মপ্রবণা ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিচক্ষণাঃ। নিত্যং সাধুসমাচারা গৃহস্থাস্তস্য সর্ব্বতঃ॥ ৪৮॥ তৃতীয়াশ্রমিণো যস্মিন্ বনবৃত্তি-কৃতাদরাঃ। নিস্পৃহা গ্রামবার্ত্তাসু বেদবর্ত্মানু-সারিণঃ॥ ৪৯॥ সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তা নির্ম্মুক্তা নিষ্পরি-গ্রহাঃ। বাঙ্‌মনঃকর্ম্মদণ্ডাঢ্যা যতয়ো যত্র নিস্পৃহাঃ॥ ৫০॥ অন্যেঽপ্যনুলোমজন্মানঃ প্রতিলোম-ভবা অপি। স্বপারম্পর্য্যতো দৃষ্টং মনাগ্ধর্ম্ম ন তত্যজুঃ॥ ৫১॥ অনপত্যো ন তদ্রাষ্ট্রে ধনহীনোঽপি কোঽপি ন। অবৃদ্ধসেবী নো কশ্চিদকাণ্ডমৃতিভাক্ চ ন॥ ৫২॥ ন চাটা নৈব বাচাটা বঞ্চকা নো ন হিংসকাঃ। ন পাষণ্ডা ন বৈ ভণ্ডা ন রণ্ডা ন চ শৌণ্ডিকাঃ॥ ৫৩॥ শ্রুতিঘোষো হি সর্ব্বত্র শাস্ত্রবাদঃ পদে পদে। সর্ব্বত্র শুভগালাপা মুদামঙ্গল-গীতয়ঃ॥ ৫৪॥ বীণাবেণুপ্রবাদাশ্চ মৃদঙ্গা মধুরস্বনাঃ। সোমপানং বিনান্যত্র পানগোষ্ঠী ন কর্হিচিৎ॥ ৫৫॥ মাংসাশিনঃ পুরোডাশে নৈবান্যত্র কদাচন। ন দুরোদরিণো যত্র নাধমর্ণা ন তস্করাঃ॥ ৫৬॥ পুত্রস্য পিত্রোঃ পদয়োঃ পূজনং দেবপূজনম্। উপবাসো ব্রতং তীর্থং দেবতারাধনং পরম্॥ ৫৭॥ নারীণাং ভর্ত্তৃপদয়োরর্চ্চনং তদ্বচঃকৃতিঃ। সমর্চ্চয়ন্তি সততং মনুজা নিজমগ্রজম্॥ ৫৮॥ সপর্য্যয়ন্তি মুদিতা ভৃত্যাঃ স্বামিপদাম্বুজম্। হীনবর্ণৈরগ্রবর্ণো বর্ণ্যতে গুণগৌরবৈঃ॥ ৫৯॥ বরিবস্যন্তি ভূয়োঽপি ত্রিকালং কাশিদেবতাঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বে বিদ্বাংসঃ সমর্চ্চ্যন্তে মনোরথৈঃ॥ ৬০॥ বিদ্বদ্ভিশ্চ তপোনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠৈ-র্জিতেন্দ্রিয়াঃ। জিতেন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানিভিঃ শিবযোগিনঃ॥ ৬১॥ মন্ত্রপূতং মহার্হঞ্চ বিধিযুক্তং সুসংস্কৃতম্। বাড়বানাং মুখাগ্নৌ চ হূয়তেঽহর্নিশং হবিঃ॥ ৬২॥ বাপীকূপতড়াগানামারামাণাং পদে পদে। শুচিভির্দ্রব্যসম্ভারৈঃ কর্ত্তারো যত্র ভূরিশঃ॥ ৬৩॥ যদ্রাষ্ট্রে হৃষ্টপুষ্টাশ্চ দৃশ্যন্তে সর্ব্ব-

---

করিতে কোনরূপ শক্ত হইল না। ঐ রাজার অধীনস্থ যাবৎ পুরুষেরই ধর্ম্মাচরণে বাসনা ও একটী করিয়া সহধর্ম্মিণী ছিল। তত্রত্য স্ত্রীলোক-মাত্রেই সতী ছিল। তাঁহার রাজ্যের ব্রাহ্মণ সকল পণ্ডিত ক্ষত্রিয়গণ বলশালী, বৈশ্যগণ অর্থোপার্জ্জা-নের উপায়াভিজ্ঞ এবং শূদ্রগণ অন্যবৃত্তি পরিহার-পূর্ব্বক দ্বিজশুশ্রূষায় আসক্ত ছিল। তাঁহার সময় ব্রহ্মচারিগণ অস্খলিতব্রহ্মচর্য্যে গুরুর অধীনে থাকিয়া বেদপাঠ করিতেন। গৃহস্থগণ আতিথ্যধর্ম্মাভিজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বানপ্রস্থীরা বনবাসী হইয়া গ্রামবার্ত্তা-সমূহে স্পৃহাহীন থাকিয়া বেদোদিত পথের অনুসরণ করিতেন এবং যতিরা সঙ্গ ও স্ত্রীপরীহারপূর্ব্বক বাক্য মন ও শরীরের প্রভুত্ব পাইয়া নিস্পৃহ হইয়া থাকিতেন। ঐরূপ অপরাপর অনুলোম-জাত ব্যক্তিরাও পরম্পরাগত স্ব স্ব কুলমার্গ অতিক্রম করিত না। তাঁহার রাজ্যে কেহই অপুত্রক বা দরিদ্র ছিল না, সকলেই বৃদ্ধের সেবা করিত ও কালে মৃত্যুর অধীন হইত। ঐ রাজ্যে কেহ চঞ্চলস্বভাব, বাচাল, হিংসক, বঞ্চক, পাষণ্ড ভণ্ড, রণ্ড বা শৌণ্ডিক ছিল না। রাজ্যের সকল স্থানেই বেদধ্বনি, শাস্ত্রালাপ, সদালাপ, মঙ্গলগীতি এবং সতত বীণা বেণু মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত। ঐ রাজ্যে যজ্ঞেতেই সোমপান হইত, অন্য কুত্রাপি পানসভা ছিল না এবং পুরোডাশযজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন সময়ে কেহই মাংস ভক্ষণ করিত না। ঐ রাজ্যে কেহ দ্যূতশীলী, অধমর্ণ বা তস্কর ছিল না। ৩৫—৫৬। সকলেই পিতৃপদসেবা, দেবার্চ্চনা, উপবাস, ব্রত ও তীর্থসেবা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিত। স্ত্রীগণ স্বামিসেবা ও স্বামিবাক্য পালন ভিন্ন অন্য কর্ম্ম জানিত না। মানবগণ স্বীয় অগ্রজের সেবা করিত। ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক প্রভু সর্ব্বদা সেবিত হইতেন। হীনজাতি ব্যক্তিরা উৎকৃষ্টজাতীয় পুরুষের গুণগৌরব সর্ব্বদাই বর্ণন করিত। কাশী ও কাশীস্থ দেবগণ সকলের নিকটই পূজা পাইতেন। পণ্ডিতেরা সকলের নিকটেই ভক্তি-সহকারে সম্মান পাইতেন। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তপস্বিগণ, তপস্বিগণ কর্ত্তৃক জিতেন্দ্রিয়গণ, জিতে-ন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক জ্ঞানিগণ এবং জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক শিব-ভক্তগণ নিয়ত পূজিত হইতেন। তদীয় রাজ্যে ধনবান্ মাত্রেই বাপী, কূপ, তড়াগ ও উপবন-

জাতয়ঃ। অনিন্দ্যসেবাসম্পন্না বিনা মৃগয়ু-সৌনিকান্॥ ৬৪॥ ইত্থং তস্য মহীজানেঃ সর্ব্বত্র শুচিবর্জ্জিনঃ। উন্মিষন্তোঽপ্যনিমিষা মনাক্ ছিদ্রং ন লেভিরে॥ ৬৫॥ অথোবাচামরগুরুর্দেবানপ-চিকীর্ষুকান্। তস্মিন্ রাজনি ধর্ম্মিষ্ঠে বরিষ্ঠে মন্ত্রবেদিষু॥ ৬৬॥ গুরুরুবাচ। সন্ধিবিগ্রহ-যানাস্তিসংশ্রয়ং দ্বৈধভাবনম্। যথা স রাজা সংবেত্তি ন তথাত্রাপি কশ্চন॥ ৬৭॥ উপায়োঽপ্যেক এবাস্তি চতুর্ষ্বিহ দিবৌকসঃ। ভেদো নাম স চেৎ সিধ্যে-ত্তপোবলিনি তত্র হি॥ ৬৮॥ তেন যদ্যপি ভূভর্ত্রা ভূমের্দেবা বিবাসিতাঃ। তথাপি ভূরিশস্তত্র সন্ত্যস্মৎ-পক্ষপাতিনঃ॥ ৬৯॥ কালো নিমিষমাত্রোঽপি যান্ বিনা ন সুখং ব্রজেৎ। অস্মাকমপি তস্যাপি সন্তি তে তত্র মানিতাঃ॥ ৭০॥ অন্তর্বহিশ্চরা নিত্যং সর্ব্ব-বিশ্রম্ভভূময়ঃ। সমাগতেষু তেষত্র সর্ব্বং নঃ সেৎস্যতি প্রিয়ম্॥ ৭২॥ সমাকর্ণ্য চ তে সর্ব্বে ত্রিদশা গীষ্পতীরিতম্। নির্ণীতবন্তস্তস্যার্থং তস্মাদন্তর্বহি-শ্চরান্। অভিনন্দ্যাথ তং সর্ব্বে প্রোচুরিত্থং ভবেদিতি॥ ৭২॥ তত শক্রঃ সমাহূয় বীতিহোত্রং পুরঃস্থিতম্। উচে মধুরয়া বাচা বহুমানপুরঃ-সরম্॥ ৭৩॥ হব্যবাহন যা মূর্ত্তিস্তব তত্র প্রতিষ্ঠিতা। তামুপাসংহর ক্ষিপ্রং বিষয়াত্তস্য ভূপতেঃ॥ ৭৪॥ সমাগতায়াং তন্মূর্ত্তৌ সর্ব্বা নষ্টাগ্নয়ঃ প্রজাঃ। হব্য-কব্যক্রিয়াশূন্যা বিরজিষ্যন্তি রাজনি॥ ৭৫॥ প্রজাসু চ বিরক্তাসু রাজ্যকামদুঘাসু বৈ। কৃচ্ছ্রেণোপার্জ্জিতোঽপ্যর্থো রাজশব্দো ভবিষ্যতি॥ ৭৬॥ প্রজানাং রঞ্জনাদ্রাজা যেয়ং রূঢ়িরুপার্জ্জিতা। তস্যাং রূঢ়্যাং প্রনষ্টায়াং রাজ্যমেব বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৭৭॥ প্রজাবিরহিতো রাজা কোষদুর্গবলাদিভিঃ। সমৃদ্ধোঽপ্যচিরান্নশ্যেৎ কূলসংস্থ ইব দ্রুমঃ॥ ৭৮॥ ত্রিবর্গসাধনাহেতুঃ প্রাক্প্রজৈব মহীপতেঃ। ক্ষীণ-বৃত্ত্যাং প্রজায়াং বৈ ত্রিবর্গঃ ক্ষীয়তে স্বয়ম্॥ ৭৯॥ ক্ষীণে ত্রিবর্গে সঙ্কীর্ণা গতির্লোকদ্বয়াত্মিকা॥ ৮০॥ ইতীন্দ্রবচনাৎ বহ্নিরহ্নায় ক্ষৌণিমণ্ডলাৎ। আচকর্ষ নিজাং মূর্ত্তিং যোগমায়াবলান্বিতঃ॥ ৮১॥ নিন্থে

সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং সমস্ত জাতিই হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল। ব্যাধ ও পশুঘাতী ভিন্ন সকলেই প্রশংসনীয় কার্য্য করিত। একারণ দেবগণ বহুতর অনুসন্ধান করিয়াও অশেষগুণাধার পুণ্যকর্ম্মা সেই রাজার অপকার করিবার কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না। তৎপরে দেবগুরু বৃহস্পতি দেবগণকে ঐ ধর্ম্মিষ্ঠ বরিষ্ঠ ও মন্ত্রবিৎ রাজার অপচিকীর্ষু দেখিয়া তদ্বিষয়ে বলিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন—সেই রাজা মন্ত্র বিগ্রহ, প্রয়াণ, অবস্থান, সংশ্রয় এবং ভেদবিষয় যেরূপ জ্ঞাত আছেন, এমন আর কেহই নাই। সামাদি উপায়-চতুষ্টয়মধ্যে আমি একমাত্র ভেদকেই উপায় দেখিতেছি; কিন্তু তপোবলশালী সেই রাজাতে উহাও কার্য্যসিদ্ধিকর হইবে কিনা, জানি না। যদিচ সমস্ত দেবগণই ঐ রাজা কর্ত্তৃক পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তথাপি তথায় দেব-পক্ষীয় অনেকেই এখনও অবস্থান করিতেছেন। যাঁহাদের এক নিমিষকাল অভাব হইলে সেই নৃপতির ও আমাদিগের কষ্টের অবধি থাকে না, তাঁহারা জীবগণের অন্তশ্চর ও বহিশ্চর হইয়া তথায় পরমসম্মানে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সকলে তদীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিলেই তোমাদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ হইতে পারে। দেবগণ, বৃহস্পতির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার সদর্থ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে বন্দনা করত কহিলেন—"এইরূপই করিতে হইবে।"৫৭—৭২। তখন দেবরাজ সমীপ-স্থিত অগ্নিকে আহ্বান করত মধুরভাবে কহিলেন,—হে হব্যবাহন! আপনি মর্ত্ত্যভূমিতে যে মূর্ত্তিতে অবস্থিত আছেন, ঐ মূর্ত্তি, শীঘ্র দিবোদাসের রাজ্য হইতে অপসারিত করুন; আপনার মূর্ত্তি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত হইলে, প্রজা-গণের অগ্ন্যভাব-নিবন্ধন হব্যকব্যক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে; তাহাতে তাহারা রাজার প্রতি বিরক্ত হইবে। রাজা প্রজাদিগের বিরাগভাজন হইলে, তাহার বহু ক্লেশে অর্জ্জিত রাজশব্দ নিরর্থক হইবে; প্রজারঞ্জক বলিয়া লোকে ভূপালকে 'রাজা' কহে, কিন্তু তদীয় প্রজারঞ্জন বিনাশ পাইলে, রাজশব্দ ও রাজ্য ধ্বংস পাইবে। বিরক্ত প্রজাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রাজার কোষ, দুর্গ ও বলসম্পত্তি থাকিলেও নদীর কূলস্থিত বৃক্ষের মত সত্বর বিনাশ পায়। প্রজাই রাজার ত্রিবর্গসাধনের প্রধান সহায়; সেই প্রজা ক্ষীণ হইলে রাজার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গও ক্ষীণ হয়। রাজার ত্রিবর্গ ক্ষয় হইলে ইহলোকে ও পরলোকে কষ্টের সীমা থাকে না। অগ্নিদেব ইন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্বরায় পৃথিবী হইতে যোগসাহায্যে স্বদেহ অন্তর্হিত করিলেন। তিনি ইন্দ্রবাক্যে আহবনীয়, গার্হপত্য

ন কেবলং ত্রেতাং জাঠরাগ্নিমপি প্রভুঃ। বহ্নিণো বচসা বহ্নির্নিজশক্তিসমন্বিতম্ ॥ ৮২ ॥ বহ্নৌ স্বর্লোকমাপন্নে জাতে মধ্যন্দিনে নৃপঃ। কৃত-মাধ্যাহ্নিককর্তৃণং প্রাবিশদ্ভোজ্যমণ্ডপম্ ॥ ৮৩ ॥ মহানসাধিকৃতস্তো বেপমানাস্ততো মুহুঃ। ক্ষুধার্ত্ত-মপি ভূপালমিদং মন্দং ব্যজিজ্ঞপন্ ॥ ৮৪ ॥ সূপকারা উচুঃ। অত্যহস্করতেজস্ক প্রতাপ-বিজিতানল। কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুকামাঃ স্মোহপ্যকাণ্ডে রণপণ্ডিত ॥ ৮৫ ॥ যদি বিশ্রাণয়েদ্ রাজন্ ভবান-ভয়দক্ষিণাম্। তদা বিজ্ঞাপয়িষ্যামঃ প্রবদ্ধকর-সম্পুটাঃ ॥ ৮৬ ॥ ভ্রূসংজ্ঞয়া কৃতাদেশঃ প্রশস্তা-স্তেন ভূভুজা। মৃদু বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ পাকশালাধি-কারিণঃ ॥ ৮৭ ॥ ন জানীমো বয়ং নাথ ত্বৎ-প্রতাপভয়ার্দ্দিতঃ। কুত্রহত্যাথ কয়া বিদ্বান্ নষ্টো বৈশ্বানরঃ পুরাৎ ॥ ৮৮ ॥ কৃশানৌ কৃশতাং প্রাপ্তে কথং পাকক্রিয়া ভবেৎ। তথাপি সূর্য্যপাকেণ সিদ্ধা পক্তির্হি কাচন ॥ ৮৯ ॥ প্রভোরাদেশমাসাদ্য তামিহৈবানয়ামহে। মন্যামহে চ ভুজানে পক্তিরদ্য-তনী শুভা ॥ ৯০ ॥ ঔপাকশিকবাক্যং স মহাসত্ত্বো মহামতিঃ। নৃপতিশ্চিন্তয়ামাস দেবানাং বৈকৃত-মিদম্ ॥ ৯১ ॥ ক্ষণং সংশীলয়ংস্তত্র দদর্শ তপসো বলাৎ। ন কেবলং জহৌ গেহং হুতভুক্ চৌদরী-দরীঃ ॥ ৯২ ॥ অপ্যহাসীদিতো লোকাজ্জগাম চ সুরালয়ম্। ভবত্বিহ হি•ক্বা হানিরস্মাকং জ্বলনে গতে ॥ ৯৩ ॥ তেষামেব বিচারাচ্চ হানিরেষা সুপর্ব্বণাম্। তদ্বলেন চ কিং রাজ্যং ময়েদমুররী-কৃতম্। পিতামহেন মহতা গৌরবাৎ প্রতিপাদিতম্ ॥ ৯৪ ॥ ইতি চিন্তয়তস্তস্য মধ্যলোকশতক্রতোঃ। পৌরাঃ সমাগতা দ্বারি সহ জানপদৈর্নরৈঃ ॥ ৯৫ ॥ দ্বাঃস্থেন চাজ্ঞয়া রাজ্ঞস্ততস্তেহন্তঃ প্রবেশিতাঃ। দত্ত্বোপদং যথার্হন্তে প্রণেমুঃ ক্ষৌণিবজ্রিণম্ ॥ ৯৬ ॥ কেচিৎ সম্ভাষিতা রাজ্ঞা দরসোদরয়া গিরা। কেচিচ্চ সমুদা দৃষ্ট্যা কেচিচ্চ করসংজ্ঞয়া ॥ ৯৭ ॥ বিসর্জ্জিতাসনা রাজ্ঞা বহুমানপুরঃসরম্। তেহজিরে ভেজিরে সর্ব্বে রত্নার্চ্চিঃপরিসেবিতে ॥ ৯৮ ॥ বিজিতামোদসন্দোহে সুরানোকহসৌরভৈঃ। রাজ্ঞঃ শতশলাকস্য ছত্রস্য চ্ছায়য়া শুভে ॥ ৯৯ ॥ বিশাম্পতি-রথোবাচ তন্মুখচ্ছায়য়েরিতম্। বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়-

ও দক্ষিণরূপ নিজ মূর্ত্তিত্রয় মাত্র সংহার করিয়া স্বীয় দাহিকাশক্তির সহিত জঠরাগ্নিকেও আকৃষ্ট করি-লেন। এইরূপে অগ্নি ভূলোক পরিত্যাগ করিলে, মধ্যাহ্ন সময়ে দিবোদাস রাজা তাৎকালিক উপাসনা সমাপন করিয়া ভোজনগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, পাচকেরা মুহুর্মুহুঃ কাঁপিতেছে ও তাঁহাকে ক্ষুধিত জানিয়াও নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হই-তেছে না। পাচকগণ কহিল,—হে সূর্য্যাধিকতেজ-স্বিন্! তেজোজিতানল! রণপণ্ডিত! হে নৃপতে! যদি আমাদিগের আপনা হইতে কোন ভয় না থাকে, তবে বলিবার ইহা সময় না হইলেও আমরা নতভাবে, নিবেদন করি-তেছি। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—অনন্তর সৌম্যমূর্ত্তি রাজা কর্ত্তৃক কটাক্ষক্ষেপে তাহারা বলিতে আদিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল,—হে মহারাজ! আপ-নার দুঃসহ প্রতাপ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া কিংবা অন্য কোনরূপে ভবদীয় মহিমানভিজ্ঞ হইয়া অগ্নিদেব পাকশালাদি শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। অগ্নির অভাবে কোনরূপেই পাককার্য্য হইতে পারে না, তথাপি আমরা সূর্য্যতেজে কিঞ্চিৎ বস্তু পাক করিয়াছি; আপনার আজ্ঞা পাইলেই তাহা আনয়ন করি এবং বিবেচনা হয়, সে পাক উত্তমই হইয়াছে। ৭৩—৯০। অসীম-বল-শালী ধীমান্ রাজা পাচকগণের তাদৃশ বাক্য শুনিয়া বিবেচনা করিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ দেবতাদের কার্য্য। পরে ক্ষণকাল স্থির হইয়া চিন্তা করত দেখিলেন যে, অগ্নি কেবল যে তদীয় পাকশালা ও জঠরগুহাই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি সমস্ত পৃথিবী শূন্য করিয়া স্বর্লোকে গমন করিয়াছেন। তখন ভাবিলেন, অগ্নি গিয়াছেন, উত্তম, ইহাতে আমার কোন অপকার হয় নাই; আমি অগ্নিকে সহায় করিয়া রাজ্যেশ্বর হই নাই; ব্রহ্মার নিকটেই এই রাজ্য গৌরবের সহিত পাই-য়াছি। প্রত্যুত সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ইহাতে দেব-গণেরই হানি হইবে। এমত সময় রাজার পুর-দ্বারে জনপদবাসীদিগের সহিত পুরবাসিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, দ্বারপাল রাজাজ্ঞায় তাহা-দিগকে পুরমধ্যে লইয়া চলিল। পুরবাসিগণ রাজসন্নিধানে স্ব স্ব বিভবানুরূপ উপঢৌকন রাখিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিল। রাজা —কাহাকেও মধুর বাক্যে, কাহারও প্রতি সানন্দ দৃষ্টিসঞ্চালনে, কাহাকেও বা হস্তপীড়ন দ্বারা সমাদৃত করিলেন। অনন্তর তাহারা রাজদেশে

মলং জীত্বা পুরৌকসঃ। ১০০। বিকাগ্নকারিভির্দেবৈর্যদি নীতোহনলো ভুবঃ। এতাবতৈব কিং সিধ্যেন্ময়ি তেষাং পরাভবঃ। ১০১। চিকীর্ষুরহমেবাসং পৌরাঃ কার্য্যমিদং পুরা। পরং হ্যপেক্ষিতপ্রায়ং দিষ্ট্যা তৈঃ স্মারিতং চিরাৎ। ১০২। গতোহনলোহভবস্তদ্রং জগৎপ্রাণোহপি যাত্বিতঃ। বরুণঃ পুষ্পবন্তাভ্যামবিলম্বং প্রয়াত্বিতঃ। ১০৩। অহমেব হি পর্জ্জন্যো ভবিষ্যামি তপোবলাৎ। মুদে জনপদানাঞ্চ সর্ব্বশস্যসমৃদ্ধিদঃ। ১০৪। তপোযোগবলেনাহমাত্মানং পরিকল্প্য চ। ত্রিধা বহ্নিস্বরূপেণ পক্তীষ্টিব্যুষ্টিকৃত্তমঃ। ১০৫। অন্তর্ব্বহিশ্চরো দ্বেধা নভস্বৎপদবীং দধৎ। সর্ব্বেষামেব বেৎস্যামি স্বন্তঃকরণচেষ্টিতম্। ১০৬। বিধায় চান্তসীং মূর্ত্তিং সর্ব্বজীবৈকজীবনীম্। প্রজাঃ সঞ্জীবয়িষ্যামি কিং জড়ৈর্বিবয়ে মম। ১০৭। যদা খে তমসা পৌরা গ্রস্যেতে শশিভাস্করৌ। তদা ন কিং বিনা তাভ্যাং জীবামঃ ক্ষিতিমণ্ডলে। ১০৮। শ্রিয়ং চান্দ্রমসীং প্রাপ্য হ্লাদয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ। নিশাচরেণ কিমিহ ক্ষয়িণা চ কলঙ্কিনা। ১০৯। অস্মৎকুলে মূলভূতো ভাস্করো মার্ত্ত এব নঃ। স তিষ্ঠতু সুখেনাত্র যাতায়াতং করোতু চ। ১১০। স একো জগতামাত্মা বিশেষাৎ কুলদেবতা। সোহপকর্ত্তুং ন বেত্ত্যেব তস্যেদং ব্রতমুত্তমম্। ১১১। ইতি নরপতিবাক্সুধারসৌঘং শ্রুতিপুটকৈঃ পরিপীয় পৌরবর্গঃ। বিকসিতবদনাম্বুজো জগাম নিজনিজমালয়মাধিমুক্তচিত্তঃ। ১১২। ক্ষিতিপতিরপি তত্তথা বিধায় তপসোহসাধ্যমিহাস্তি কিং ত্রিলোক্যাম্। অতিবহ্ব্যর্কমসৌ দধচ্চ তেজো হ্যসদাং শল্যমিবোচ্চকৈর্বভূব। ১১৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে দিবোদাসপ্রতাপবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৭।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। অথ মন্দরকন্দরোদরোল্লসদগমত্ত্যাতিরত্নমন্দিরে। পরিতঃ সমধিষ্ঠিতামরে নিজশিখরৈ-

---

মহার্হ আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা তাঁহাদের মুখের আকৃতি দেখিয়া মনোভিপ্রায় অবগত হইতে পারিয়া কহিলেন,—হে পুরবাসি প্রজাগণ! তোমরা ভয় পাইও না; যদিচ দেবগণ আমার অপচিকীর্ষু হইয়া অগ্নিকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তথাপি আমার ইহাতে কিছুই পরাভব হয় নাই! হে প্রকৃতিপুঞ্জ! আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু করিবার অভিলাষী হইয়াও উপেক্ষাই করিয়াছিলাম। অদ্য বহুদিনান্তে দেবতারা আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অনল প্রস্থান করিয়াছেন, উত্তমই হইল। বায়ুও এস্থান পরিত্যাগ করুন; বরুণ, চন্দ্র ও সূর্য্য সঙ্গী করিয়া সত্বর অন্তর্হিত হউন; আমি তপস্যাবলে জনপদবাসীদিগের আনন্দবর্দ্ধন শস্যসমূহ উৎপাদন করিয়া ইন্দ্রকার্য্য নির্ব্বাহ করিব। আমিই তপস্যা ও যোগের সাহায্যে আপনাকে বহ্নিরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া পাক, যজ্ঞ ও দাহকার্য্য সম্পাদন করিব। আমি অন্তর্ব্বহিশ্চর বায়ুরূপী হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিব ও অন্তর্বৃত্তি জ্ঞাত হইব এবং আমিই জীবের জীবনরক্ষিণী জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাদিগের জীবন রক্ষা করিব। এই সকল পদার্থ আমার রাজ্য হইতে দূর হউক। যে সময় সূর্য্য বা চন্দ্রকে রাহু আসিয়া গ্রাস করে, তখন তাঁহাদের অভাবেও আমরা জীবনধারণ করিয়া থাকি। ক্ষয়ী ও কলঙ্কী চন্দ্রমা আমার রাজ্য হইতে প্রস্থান করুন; আমিই চন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রজাদের আনন্দবর্দ্ধন করিব। সূর্য্যদেব আমার বংশের আদিপুরুষ বলিয়া মাননীয়, তিনিই কেবল থাকুন ও সুখে গমনাগমন করুন; যেহেতু তিনিই একমাত্র জগতের প্রাণভূত ও বিশেষ আমাদের কুলদেবতা। তিনি জগতের অনপকারী, ইহাই তাঁহার একমাত্র ব্রত। পৌরপ্রজাগণ শ্রুতিপুট দ্বারা রাজার এবম্বিধ বাক্যামৃত পান করিয়া সানন্দহৃদয়ে প্রসন্নমুখে রাজাকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলে, রাজা দিবোদাসও তপোবলে ঐ সকল দেবতার রূপধারণপূর্ব্বক তদপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী হইয়া দেবগণের মর্ম্মস্থান শত শত শল্য দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অহো! ত্রিভুবনে তপস্যায় সিদ্ধ না হয় এমন কিছুই নাই। ৯১—১১৩।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—মহাদেব মন্দরাচলে যে মন্দিরে অবস্থিত হইলেন, তাঁহার ভক্তি সমুচ্চ

বসনীকৃতাম্বরঃ॥ ১॥ নিবসন্ জগদীশ্বরো হরঃ কুশরজনীশকলামনোহরঃ। লভতে স্ম ন শর্ম্ম শঙ্করঃ প্রসরৎকাশিবিয়োগজজ্বরঃ॥ ২॥ বিরহানলশান্তয়ে তদা সমলেহপি ত্রিপুরারিণাপি যঃ। মলয়োদ্ভবপঙ্ক. এব স প্রতিপেদে হ্যধুনাপি পাংশুতাম্॥ ৩॥ পরিতাপহরাণি পদ্মিনীনাং মৃদুলান্যপি কঙ্কণীকৃতানি। গদিতানি যদীশ্বরেণ সর্পাস্তদভূৎ সত্যমহো মহেশ্বরেচ্ছা॥ ৪॥ যদ্ভুগ্ধনিধিং নিমথ্য দেবৈর্মৃদুসারঃ সমকর্ষি পূর্ণচন্দ্রঃ। স বভূব কৃশো বিয়োগতপ্তেশ্বরমূর্দ্ধোষ্মপরিক্ষরচ্ছরীরঃ॥ ৫॥ যদদীধরদেব জাততাপঃ পৃথুলে মৌলিজটানিকুঞ্জকোণে। পরিতাপহরাং হরস্তদানীং দ্যুনদীং তামধুনাপি নোজ্জিহীতে॥ ৬॥ মহতো বিরহস্য শঙ্করঃ প্রসভং তস্য বশী বশং গতঃ। বিবিদে ন সুরৈঃ সদোগতৈরপি সংবীতসুতাপবেষ্টিতঃ॥ ৭॥ অতিচিত্রমিদং যদাত্মনা শুচিরপ্যেষ কৃপীটযোনিনা। স্বপুরীবিরহোদ্ভবেন বৈ পরিতাপ্যেত জগত্রয়েশ্বরঃ॥ ৮॥ নিজভালতলং কলানিধিঃ কলয়া নিত্যমলঙ্করোতি যঃ। স. তদীশ্বরমপ্যতাপয়দ্বিধুরেকো বিপরীত এব তু॥ ৯॥ গরলং গলনালিকান্তলে বিলসেদ্যস্য ন তেন তাপিতঃ। অমৃতাংশুতুষারদীধিতিপ্রচয়ৈরেব তু তাপিতোহদ্ভুতম্॥ ১০॥ বিল সরিচন্দনোদকচ্ছটয়া ভবিরহাপনুত্তয়ে। হৃদয়াহিতয়াপ্যদূয়ত প্রসরন্তোগিকটাভবৈর্নতু॥ ১১॥ সকলং ভ্রমমেষ নাশয়েৎ স্রগহিত্যাদ্যপদেশজং হরঃ। ইমদদ্ভুতমস্য যদ্ভ্রমঃ স্ফুটমাল্যেহপি মহাহিসম্ভবঃ॥ ১২॥ স্মৃতিমাত্রপথং গতোহপি যস্ত্রিবিধং তাপমপাকরোত্যলম্। স হি কাশিবিয়োগতাপিতঃ স্বগতং কিঞ্চিদজল্পদিত্যজঃ॥ ১৩॥ অপি কাশিসমাগতোহনিলো যদি গাত্রাণি পরিষজেন্মম। দবথুঃ পরিশান্তিমেতি তন্ন হিমানীপরিগাহনৈরপি॥ ১৪॥ অগমিষ্যদহো কথং স তাপো নন্নু দক্ষাঙ্গজয়া য এধিতঃ। মম জীবাতুলতা ঝটিত্যলং হ্যভবিষ্যন্ন হিমাদ্রিজা যদি। ১৫॥ ন তথোজ্ঝিতদেহয়া তয়া মম দক্ষোদ্ভবয়া মনোহদুনোৎ। অবিমুক্তবিয়োগ-

চূড়াসকল অসামান্য কান্তিশালী রত্নরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল। শশিশেখর ঐ স্থানে নিরন্তর দেবগণে বেষ্টিত থাকিয়াও একমাত্র কাশীবিরহে সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন; কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি অসহ্য সন্তাপ দূর করিবার জন্য শরীরে পঙ্কীভূত চন্দন লেপন করিলে তাহাও ক্ষণমধ্যে শুষ্ক হইতে লাগিল এবং অতি শীতল ও কোমল মৃণালদল হস্তে কঙ্কণের মত ধারণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিরহবহ্নি দ্বিগুণতর হইল দেখিয়া তিনি খেদ করিয়া কহিলেন, "ইহারা মৃণাল নয়, কিন্তু সর্প।" বস্তুতঃ ঈশ্বরের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বলিয়া তাহারা সর্পরূপী হইয়া অদ্যাপি তদীয় হস্তে বিরাজ করিতেছে। ক্ষীরসাগরমন্থনে সুরগণ অতি কোমল শীতল ও ষোড়শকলায় পূর্ণ যে চন্দ্রমাকে পাইয়াছিলেন, কাশীবিয়োগব্যাকুল আদিদেবের সন্তাপ দূরীকরণাভিলাষে মস্তকোপরি দিবারাত্র সেই পূর্ণচন্দ্র তীব্রসন্তাপে ক্ষীণদেহ হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন এবং তৎকালে বিরহী হইয়া মস্তকে জটাভার মধ্যে স্বচ্ছতোয়া সুরনদীকে ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও তিনি সেইভাবে রহিয়াছেন। কাশীবিরহবিধুর কাশীপতি কাশীবিরহে অসহ্য যাতনা ভোগ করিলেও সভাসদগণের নিকট তাহা গোপন করিতেন বলিয়া তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিতেন না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে, স্বয়ং জগদীশ নিজেরই মূর্ত্তিবিশেষ অগ্নি দ্বারা নিজেই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন এবং তিনি যে শশীকে তাপনাশক জানিয়া ভালদেশে আশ্রয় দিলেন, সেই আশ্রিত শশীই তাঁহার সন্তাপকারণ হইল? ১—৯। নীলকণ্ঠ সর্ব্বদাই গলদেশে গরলধারণ করিয়া কোনরূপে সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু বিরহকালে সুধাকরের সুধাময় কিরণেও সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। বিরহের কি অসামান্য সামর্থ্য। সর্ব্বদাই শরীরাশ্রয়ী সর্পগণের বিষময় নিশ্বাস‍ও যাঁহার কোনরূপ ক্লেশদায়ক হয় না, অদ্য সেই দুর্জ্ঞেয়বিভব মহাদেবের তাপশান্তির জন্য হৃদয়নিহিত হরিচন্দনপঙ্কও সন্তাপদায়ক হইতে লাগিল। যিনি কৃপা করিলে, জীব সংসারের তাবৎ ভ্রমচক্র অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, সেই কাশীনাথেরও তৎকালে বিরহযাতনার শান্তিবাসনায় গৃহীত পুষ্পমালাতেও সর্পভ্রম হইয়াছিল। যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীবের তাবৎ সন্তাপ বিনষ্ট হয়, সেই জগৎপতিও কাশীবিরহসন্তাপে একাকী নির্জ্জন আশ্রয় করিয়া প্রলাপীর মত কহিতে লাগিলেন, আমার এই অসহ্য সন্তাপ কাশীর বায়ুর স্পর্শ ভিন্ন যাইবার নহে; কারণ হিমরাশির মধ্যে

জন্মনা পরিদূয়েত যথা মহোন্মনা॥ ১৬ ॥ অয়ি কাশি মুদা কদা পুনস্তব লপ্স্যে সুখমঙ্গসঙ্গজম্। অতিশীতলিতানি যেন মেহভূতগাত্রাণি ভবন্তি তৎক্ষণাৎ॥ ১৭॥ অয়ি কাশি বিনাশিতাঘসঙ্ঘে তব বিশ্লেষজ আশুশুক্ষণিঃ। অমৃতাংশুকলামৃহুদ্রবৈরতি চিত্রং হবিষেব বর্দ্ধতে॥ ১৮॥ অগমন্মম দক্ষজা-বিয়োগজো দবথুঃ প্রাগ্‌হিমবৎসুতৌষধেন। অধুনা খলু নৈব শান্তিমীয়াং যদি কাশীং ন বিলোকয়েহমাশু॥ ১৯॥ মনসেতি গৃণংস্তদা শিবঃ সুতরাং সংবৃততাপবৈকৃতঃ। জগদম্বিকয়া ধিয়াং জনন্যা কথমপ্যেষ বিযুক্ত ইত্যমানি॥ ২০॥ প্রিয়য়া বপুষোঽর্দ্ধয়ানয়াপ্যপরিজ্ঞাতবিয়োগকারণঃ। বচনৈ-রুপচর্য্যতে স্ম স প্রণতপ্রাণিনিদাঘদারণঃ॥ ২১॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। তব সর্ব্বগ সর্ব্বমস্তি হস্তে বিলসদ্-যোগবিয়োগ এব কস্তে। তব ভূতিরহো বিভূতিদাত্রী সকলাপৎকলিকাপি ভূতধাত্রী॥ ২২॥ ত্বদনীক্ষণতঃ ক্ষণাদ্বিভো প্রলয়ং যান্তি জগন্তি শোচ্যবৎ। চ্যবতে ভবতঃ কৃপালবাদিতরোঽপীশ ন যদ্দ্বয়ো-স্কৃতঃ॥ ২৩॥ ভবতঃ পরিতাপহেতবো ন ভবন্তীন্দু-দিবাকরাগ্নয়ঃ। নয়নানি যতস্ত্রিনেত্র তেঽহমী প্রণয়িন্যস্তি লসজ্জলা চ মৌলৌ॥ ২৪॥ ভুজগা ভুজগাঃ সদৈব তেঽমী ন বিষং সঙ্ক্রময়ন্তে চ নীলকণ্ঠ। অহমস্মি চ বামদেব বামা তব বামং বপুরত্র চিত্তযুক্তা॥ ২৫॥ ইতি সংস্তুতিসংবীজ-জনন্যাভিহিতে হিতে। গিরাং নিগুম্ফে গিরিশো বক্তুমপ্যাদদে গিরম্॥ ২৬॥ ঈশ্বর উবাচ। অয়ি কাশীত্যষ্টমূর্ত্তির্ভবো ভাবাষ্টকো ভবৎ। সত্বরং শিবয়াজ্ঞায়ি ধ্রুবং কান্তা হৃতো হরঃ॥ ২৭॥ অথ

অবগাহন করিলেও শান্ত হইবে না। দক্ষসুতা পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলে, আমার যে অসহ্য সন্তাপ হইয়াছিল, সতী পুনরায় হিমালয়গৃহে জন্মিয়া সে সন্তাপ দূর করিয়াছেন; হায়! তদপেক্ষা অধিক যাতনাকর এই কাশীবিরহ কিরূপে শান্ত হইবে? হে দেবি! কাশি! আমার এমন সুদিন হউক, যে দিনে তোমার অঙ্গস্পর্শ-জনিত সুখসাগরে অবগাহন করিয়া এই বিরহানলে দগ্ধপ্রায় দেহ শীতল করিতে পারি। হে জীবগণের পাপবিনাশিনি কাশি! তোমার বিরহজাত অনল ভালস্থ চন্দ্রের অমৃতকিরণেও ঘৃতসংপৃক্ত বহ্নির ন্যায় প্রত্যুত বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে সতীবিরহ-বহ্নি যেমন হিমালয়সুতারূপ সঞ্জীবনৌষধিলাভে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ এই বিরহসন্তাপের তোমার দর্শনই পরমৌষধি। হায়! তাহা কেমনে ঘটিবে? দেবগণের নিকট এই সন্তাপ গুপ্ত রাখিয়া নির্জ্জনে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগি-লেন। তাহাতে সর্ব্বসাক্ষিণী জগন্মাতাই কেবল বুঝি-লেন, আশুতোষ কাহারও বিরহে ব্যাকুল হইয়া-ছেন; কিন্তু তিনি এরূপভাবে গোপন করিয়াছেন যে, ঐ দেবী পার্ব্বতী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী হইয়াও এই যাতনাকর বিরহ কিংনিবন্ধন, তাহা জানিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিবস শ্রীপার্ব্বতী বিবিধ সুচারুবাক্যে তাঁহার সন্তোষবিধান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! দেবদেব! জগতে কোন বস্তুই আপনার দুর্লভ নহে, বরঞ্চ আপনার বিভূতি হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও ঐশ্বর্য্য হয়। নিখিলজীবের বিপদ্ বিনষ্ট হইয়া রক্ষাবিধান হয়। হে নাথ! আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও কাহার বিরহ আপনাকে ঈদৃশ ব্যাকুল করিয়াছে? ১০—১২। নাথ! এই চরাচর ক্ষণকাল আপনার দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে প্রলয় উপস্থিত হয় এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে আপনার সেবক বলিয়াই সৃজনপালন করিতেছেন; নচেৎ স্বস্ব ঐশ্বর্য্য হারাইয়া ফেলেন। হে নাথ! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি ইহাঁরা তিন জন, তিন-নেত্ররূপ ধারণ করিয়া আপনার দেহেই অবস্থিত আছেন; সুতরাং কখন ইহাঁরা পরিতাপ-জনক হইবেন না এবং ভগবতী গঙ্গা সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী জলময়ী মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক ভবদীয় জটাজুটে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি আপনার এই অহৈতুক সন্তাপ কেমনে উপস্থিত হইল? হে মহেশ্বর! যে সকল সর্প আপনার দেহে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের এরূপ সামর্থ্য কোথায় যে, তাহারা আপনার শরীর বিষসংযোগে সন্তপ্ত করে? হে সতীসর্ব্বস্বধন! আমি সর্ব্বদাই আপনার সেবা করিতেছি, কিন্তু কোনরূপই সন্তাপকারণ দেখিতে পাই না; তবে কি জন্য আপনি এই সন্তাপ বহন করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। বিশ্বমূলভূতা ভগবতীর এইরূপ সদর্থসম্পন্ন বাক্য সকল সমাপ্ত হইলে পর, বিশ্বপতি মহাদেবও বলিতে লাগিলেন,—হে কাশি! "অষ্টমূর্ত্তিতে সংসারের প্রমাণস্বরূপ মহাদেবেরও তোমার বিরহে অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে" ইহা বিরহের মহীয়সী

বালসখীভূত-তত্তৎকাননবীরুধম্। শিবা প্রস্তাব-
য়াঞ্চক্রে বিমুক্তাং মুক্তিদাং পুরীম্ ॥২৮॥ পার্ব্বত্যুবাচ।
গগনতল-মিলিত-সলিলে প্রলয়েঽপি ভব ত্রিশূল-
পরিবিধৃতাম্। কৃতপুণ্ডরীকশোভাং স্মরহর কাশীং
পুরীং যাবঃ ॥ ২৯ ॥ ধরাধরেন্দ্রস্ত ধরাতি সুন্দরা
ন মাং তথাস্তাপি ধিনোতি ধূর্জ্জটে। ধরাগতাপীহ
ন যা ধ্রুবং ধরা পুরীধুরীণা তব কাশিকা যথা ॥৩০॥
ন যত্র কাশ্যাং কলিকালজং ভয়ং ন যত্র কাশ্যাং
মরণাৎ পুনর্ভবঃ। ন যত্র কাশ্যাং কলুষোদ্ভবং ভয়ং
কথং বিভো সা নয়নাতিথির্ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ কিমত্র
নো সন্তি পুরঃ সহস্রশঃ পদে পদে সর্ব্বসমৃদ্ধিভূময়ঃ।
পরং ন কাশীসদৃশী দৃশোঃ পদং ক্বচিদ্গতা মে
ভবতা শপে শিব ॥ ৩২ ॥ ত্রিবিষ্টপে সন্তি ন কিং
পুরঃ শতং সমস্তকৌতূহলজন্মভূময়ঃ। তৃণীভবন্তীহ
চ তাঃ পুরঃ পুরঃ পদং পুরারে ভবতো ভবদ্বিষঃ॥
ন কেবলং কাশিবিয়োগজো জ্বরঃ প্রবাধতে স্বাং তু
তথা যথাত্র মাম্। উপায় এষোঽত্র নিদাঘশান্তয়ে
পুরী তু সা বা মম জন্মভূরথ ॥ ৩৪ ॥ ময়া ন
মেনে মম জন্মভূমিকাবিয়োগজন্মা পরিদাঘ
ঈশিতঃ। অবাপ্য কাশীং পরিতঃ প্রশান্তিদাং
সমস্তসন্তাপবিঘাতহেতুকাম্ ॥ ৫ ॥ ন মোক্তলক্ষ্যো-
ঽত্র সমক্ষমৌক্তিকতাস্তন্তভূতা কেনচিদেব কুত্রচিৎ।
অবৈম্যহং শর্ম্মদসর্ব্বশর্ম্মদা সর্ম্মপিণী মুক্তিরসৌ হি
কাশিকা ॥ ৩৬ ॥ ন মুক্তিরস্তীহ তথা সমাধিনা
স্থিরেন্দ্রিয়স্বোজিঝতত্তৎসমাধিনা। ক্রতুক্রিয়াভির্ন
ন বেদবিদ্যয়া যথাহি কাশ্যাং পরিহায় বিগ্রহম্ ॥৩৭॥
ন নাকলোকে সুখমস্তি তাদৃশং কুতস্তু পাতালতলে-
ঽতিসুন্দরে। বার্ত্তাপি মর্ত্ত্যে সুখসংশ্রয়া ক বা
কাশ্যাং হি যাদৃক্তনুমাত্রধারিণি ॥ ৩৮ ॥ ক্ষেত্রে
ত্রিশূলিন্ ভবতোঽবিমুক্তে বিমুক্তিলক্ষ্যা ন কদাপি
মুক্তে। মনোঽপি যঃ প্রাণিবরঃ প্রযুঙ্ক্তে ষড়ঙ্গযোগং
স সদৈব যুঙ্ক্তে ॥ ৩৯ ॥ ষড়ঙ্গযোগান্নহি তাদৃশী
নৃভিঃ শরীরসিদ্ধিঃ সহসাত্র লভ্যতে। সুখেন
কাশীং সমবাপ্য যাদৃশী দৃশৌ স্থিরীকৃত্য শিব ধ্রুবি

শক্তিপ্রভাবেই পার্ব্বতীও জানিতে পারিয়াছেন।
তখন সতী মহাদেবের বাক্যেই তদীয় তাপ কাশী-
বিরহজনিত, ইহা বুঝিয়া স্বয়ংই সাদরে কাশীবিষয়ক
বাক্য কহিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,
হে নাথ! যৎকালে সমুদ্রের জলরাশি উচ্ছলিত
হইয়া নভস্তল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে, সেই প্রলয়েও
মৃণালদণ্ডোপরি রক্তকমলের স্থায়, আপনি যে
কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে রক্ষা করেন, এক্ষণে চলুন,
তথায় গমন করি। হে কাশীপতে! পৃথিবীস্থা
হইয়াও পৃথিবীমধ্যে অগণনীয়া কাশীদর্শনে যে
আনন্দ অনুভব করি এই মন্দরাদ্রি পরম সুন্দর
হইলেও আমার মন এ স্থানে কোন সুখ পাইতেছে
না এবং যে স্থানে কলি বা পাপ হইতে কোনরূপ
ভয় নাই, যেখানে মরিলে পুনরায় জঠরযন্ত্রণা
ভুগিতে হয় না, হে দেব! কবে আমরা সেই
কাশী দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব?
হে দেব! এই পর্ব্বতে বহুতর সুরম্য সমৃদ্ধিশালী
প্রদেশ রহিয়াছে, সত্য; কিন্তু আমি নিশ্চয়
বলিতেছি,—কাশীর মত সর্ব্বগুণসম্পন্না কোন
পুরীই দেখিতে পাই না। হে ভবভয়নাশন!
সংসারে কত শত নগরী আছে, যাহাদের দর্শন-
মাত্রে অন্তর বিস্ময়রসে পুলকিত হয়; কিন্তু এই
আপনার নগরী কাশীর সৌন্দর্য্য দেখিলে, তাহা-
দিগকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। হে নাথ!
কাশীবিরহ আমাকে আপনা অপেক্ষা অধিক
সন্তাপ দিতেছে, সেই মনোহারিণী কাশীর বা আমার
জন্মভূমি হিমালয়ের দর্শন ব্যতীত এ ঘোর তাপ
কিছুতেই নিবারণ হইবে না। ২৩—৩৪। হে দেব!
পূর্ব্বে আমি সর্ব্বসন্তাপনাশিনী শান্তিদায়িনী কাশীতে
আসিয়াই জন্মভূমিস্নেহ ভুলিয়া তথা হইতেও সমধিক
শান্তি পাইয়াছিলাম। এক্ষণে এক কাশীর বিরহে
জন্মভূমিবিরহ-জনিত সন্তাপও আসিয়া আমাকে
ক্লেশ দিতেছে। এই সংসারে কেহই কখন কোন
স্থানে সাক্ষাৎ মুক্তি পায় নাই; কিন্তু আপনার
প্রসাদে এই কাশীতে জীব সকল সুখভোগ করিয়া
চরমে মূর্ত্তিমতী মুক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পায়।
এই কাশীতে মরিলে বিনা ক্লেশে যে মুক্তি পাওয়া
যায়, অন্য কোন স্থানেই ব্রহ্মচারী হইয়া একাগ্রচিত্তে
ব্রহ্মসাধন বা বহুতর যজ্ঞ কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানেও
তাদৃশ সুখে মুক্ত হওয়া যায় না। এ স্থানে
ধনহীন দরিদ্রও যে সুখ অনুভব করে, স্বর্গ মর্ত্ত্য
পাতাল এই লোকত্রয়ের ভিতর কুত্রাপি তাদৃশ
সুখ লাভ করা যায় না। হে শিব! আপনার
অবিমুক্তক্ষেত্রে সর্ব্বদাই মুক্তিস্বরূপা লক্ষ্মী বিরাজ-
মানা রহিয়াছেন। যদি জীব ভ্রমক্রমেও একবার
তাহা চিন্তা করে, তবে তাহার ষড়ঙ্গযোগের ফল
অনায়াসে করস্থ হয়। হে নাথ! কাশী প্রবেশ
করিবামাত্র জীবের চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত হইয়া

ক্ষণম্॥ ৪০॥ বরং হি তির্য্যক্‌ত্বমবুদ্ধিবৈভবং ন মানবত্বং বহুবুদ্ধিভাজনম্। অকাশিসন্দর্শনফিনলোদ্ভবং সুমস্ততঃ পুষ্করবুদ্বুদোপমম্॥ ৪১॥ দৃশৌ কৃতার্থে কৃতকাশিদর্শনে তনুঃ কৃতার্থা শিবকাশিবাসিনী। মনঃ কৃতার্থং ধৃতকাশিসংশ্রয়ং সুখং কৃতার্থং কৃতকাশিসম্মুখম্॥ ৪২॥ বরং হি তৎকাশিরজোঽতি পাবনং রজস্তমোধ্বংসিশুশিপ্রভোজ্জ্বলম্। কৃতপ্রণামৈর্মণিকর্ণিকাভুবে ললাটগং যদ্বহু মন্যতে সুরৈঃ॥ ৪৩॥ ন দেবলোকো ন চ সত্যলোকো ন নাগলোকো মণিকর্ণিকায়াঃ। তুলাং ব্রজেদ্‌যত্র মহাপ্রয়াণকৃজ্জন্তুর্ভবেদ্‌ব্রহ্মরসায়নাস্পদম্॥ ৪৪॥ মহামহোভূর্মণিকর্ণিকাস্থলী তমস্ততির্যত্র সমেতি সংক্ষয়ম্। পরঃশতৈর্জন্মভিরেধিতাপি যা দিবাকরাগ্নীন্দুকরৈরনিগ্রহা॥ ৪৫॥ কিমু নির্বাণপদস্য ভদ্রপীঠং মৃদুলং তল্পমথো নু মোক্ষলক্ষ্যাঃ। অথবা মণিকর্ণিকাস্থলী পরমানন্দসুকন্দজন্মভূমিঃ॥ ৪৬॥ সমতীতবিমুক্তজন্তুসংখ্যা ক্রিয়তে যত্র জনৈঃ সুখোপবিষ্টৈঃ। বিলসদ্দ্যুতিসূক্ষ্মশর্করাভিঃ স্ববপুঃপাতমহোৎসবাভিলাষৈঃ॥ ৪৭। স্কন্দ উবাচ। অপর্ণা পরিবর্ণ্যেতি পুরীং বারাণসীং মুনে। পুনর্বিজ্ঞাপয়ামাস কাশীপ্রাপ্ত্যৈ পিনাকিনম্॥ ৪৮॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। প্রমথাধিপ সর্ব্বেশ নিত্যস্বাধীনবর্ত্তন। যথানন্দবনং যায়াং তথা কুরু বরপ্রদ॥৪৯॥ স্কন্দ উবাচ। জিতপীযূষমাধুর্য্যাং কাশীস্তবনসুন্দরীম্। অথাকর্ণ্যাহমুদিতো গিরিশো গিরিজাং গিরম্॥৫০॥ শ্রীদেবদেব উবাচ। অয়ি প্রিয়তমে গৌরি ত্বদ্বাগমৃতসীকরৈঃ। আপ্যায়িতোঽস্মি নিতরাং কাশীপ্রাপ্ত্যৈ যতেঽধুনা॥৫২॥ ত্বং জানাসি মহাদেবি মম যত্তন্মহদ্‌ব্রতম্। অভুক্তপূর্ব্বমন্যেন বস্তূপাস্নামি নেতরৎ॥ ৫২॥ পিতামহস্য বচনাদ্দিবোদাসে মহীপতৌ। ধর্ম্মেণ শাসতি পুরীং ক উপায়ো বিধীয়তাম্॥ ৫৩॥ কথং স রাজা ধর্ম্মিষ্ঠঃ প্রজাপালনতৎপরঃ। বিযুজ্যতে পুরঃ কাশ্যা দিবোদাসো

যাদৃশী দেহসিদ্ধি লাভ হয়, অন্যত্র ষড়ঙ্গযোগের পুনঃপুনঃ অভ্যাসেও তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে মনুষ্য কাশী দর্শনজন্য পুণ্য সঞ্চয় না করে, তাহার জলবুদ্‌বুদের মত ক্ষণস্থায়ী জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল। তাহাদের অপেক্ষা কাশীস্থ পশুপক্ষীরাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। যে ব্যক্তি কাশীসম্মুখীন হইয়া একাগ্রচিত্তে বিস্ফারিতলোচনে কাশী সন্দর্শন করিয়া তথায় বাস করে, তাহার সেই নেত্রদ্বয়, মুখ, শরীর ও মন, সকলই কৃতার্থ হইয়া থাকে। কাশীস্থ মণিকর্ণিকার ধূলি অতি পবিত্র, দেবদুর্লভ ও তমোগুণের বিনাশক; যে ব্যক্তি ঐ স্থানে আপনাকে প্রণাম করিয়া তত্রত্য সমুজ্জ্বল রজঃ ললাটদেশে ধারণ করে, তাহার মনুষ্যজন্ম সফল হয়। মণিকর্ণিকায় যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে, আপনি তাহার কর্ণকুহরে তারকব্রহ্ম নামরূপ সুধা ঢালেন বলিয়া ঐ স্থান দেবলোক, নাগলোক ও সত্যলোক হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। উহাতে গমন করিবামাত্র জীবের তমোরাশি বিদূরিত হয় এবং অগ্নি ও চন্দ্রের কিরণপরাভবকারিণী মণিকর্ণিকাকে বহু জন্মের তপস্যা না থাকিলে লাভ করা যায় না। আমার বিবেচনা, ঐ স্থানে মৃত জীবগণকে নিত্যানন্দময় সুখসাগরে ভাসাইবার জন্য নির্বাণ স্বয়ং শরীরী হইয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যে স্থানে মৃত্যুকে পরমলাভ বিবেচনায় জীবগণ গমন করিয়া তত্রত্য বালুকারাশিদ্বারা পূর্ব্বমৃত মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণের গণনা করিতেছে, সেই মণিকর্ণিকার শোভা কি অপূর্ব্বরমণীয়! ৩৫—৪৭। স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! জগদম্বিকা এইরূপে কাশীপুরীর বর্ণনা করিয়া তথায় যাইবার জন্য পুনরায় মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রমথেশ! হে জগদীশ! নিত্যস্বাধীনবৃত্তে! বরদ! হে প্রভো! যাহাতে সেই আনন্দকানন কাশীধামে পুনরায় যাইতে পারি, সত্বর তাহার উপায় বিধান করুন। মহাদেব এইরূপ অমৃত অপেক্ষা তৃপ্তিসাধক কাশীস্তাবক সুন্দর সতীবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে! গৌরি! তোমার বচনামৃত পানে সাতিশয় তৃপ্ত হইয়াছি। এই মুহূর্ত্তেই কাশী যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতাম, কিন্তু হে দেবি! তুমি আমার কঠোর ব্রতের কথা বিশেষ জ্ঞাত আছ যে, আমি অন্যোপভুক্ত বস্তু উপভোগ করি না। সম্প্রতি ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ রাজা দিবোদাস কাশীশ্বর হইয়া তাঁহাকে রাজনীতি অনুসারে ভোগ করিতেছে; সুতরাং তাহার অধীন হইয়া কাশীতে অবস্থান লজ্জাকর বলিয়া, তথায় যাইবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। যদি সেই ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক রাজাকে কোন প্রকারে কাশী হইতে অপসারিত করা যায়, তবেই গমনের সম্ভাবনা হয়। পাপিষ্ঠের

মহীপতিঃ ॥ ৫৪ ॥ অধর্ম্মবর্ত্তিনো যস্মাদ্বিঘ্নঃ স্যাত্তেতরস্য তু। তস্মাৎ কং প্রেষয়ামীশে যস্তং কাশ্যা বিয়োজয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ ধর্ম্মবর্ত্মানুসরতাং যো বিঘ্নং সমুপাচরেৎ। তস্যৈব জায়তে বিঘ্নঃ প্রত্যুত প্রেমবর্দ্ধিনি ॥ ৫৬ ॥ বিনা চ্ছিদ্রেণ তং ভূপং নোৎসাদয়িতুমুৎসহে। ময়ৈব হি যতো রক্ষ্যাঃ প্রিয়ে ধর্ম্মধুরন্ধরাঃ ॥ ৫৭ ॥ ন জরা তমতিক্রামেন্ন তং মৃত্যুর্জিঘাংসতি। ব্যাধয়স্তং ন বাধন্তে ধর্ম্মবর্ত্মভৃদত্র যঃ ॥ ৫৮ ॥ ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ দেবো যোগিনীচক্রমগ্রতঃ। দদর্শাতিমহাপ্রৌঢ়ং গাঢ়কার্য্যস্য সাধনম্ ॥ ৫৯ ॥ অথ দেব্যা সমালোচ্য ব্যোমকেশো মহামুনে। যোগিনীবৃন্দমাহূয় জগৌ বাক্যমিদং হরঃ ॥ ৬০ ॥ সত্বরং যাত যোগিন্যো মম বারাণসীং পুরীম্। যত্র রাজা দিবোদাসো রাজ্যং ধর্ম্মেণ শাস্ত্যলম্ ॥ ৬১ ॥ স্বধর্ম্মবিচ্যুতঃ কাশীং যথা তূর্ণং ত্যজেন্নৃপঃ। তথোপচরত প্রাজ্ঞা যোগমায়াবলান্বিতাঃ ॥ ৬২ ॥ যথা পুনর্নবীকৃত্য পুরীং বারাণসীমহম্। ইতঃ প্রয়ামি যোগিন্যস্তথা ক্ষিপ্রং বিধীয়তাম্ ॥ ৬৩ ॥ ইতি প্রসাদমাসাদ্য শাসনং শিরসাবহন্। কৃতপ্রণাম্যো নির্যাতো যোগিনীনাং গণস্ততঃ ॥ ৬৪ ॥ যযুরাকাশমাবিশ্য মনসোঽপ্যতিরংহসা। পরস্পরং ভাষমাণা যোগিন্যস্তা মুদান্বিতাঃ ॥ ৬৫ ॥ অদ্য ধন্যতরাঃ স্মো বৈ দেবদেবেন যৎ স্বয়ম্। কৃতপ্রসাদাঃ প্রহিতাঃ শ্রীমদানন্দকাননম্ ॥ ৬৬ ॥ অদ্য সদ্যো মহালাভাবভূতাং নোঽতিদুর্লভৌ। ত্রিনেত্ররাজসম্মানস্তথাকাশীবিলোকনম্ ॥ ৬৭ ॥ ইতিমুদিতমনাঃ স যোগিনীনাং নিকুরম্বস্তথ মন্দরাদ্রিকুঞ্জাৎ। নভসি লঘুকৃতপ্রয়াণবেগো নয়নাতিথ্যমলম্ভয়ৎ পুরীং তাম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশ্যাং যোগিনীচক্রাগমনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

কাশীবাসের বিঘ্ন করা যায়, কিন্তু সে অতি ধার্ম্মিক; তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি থাকিতে সহজে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবে না। যদি কোন লোক তথায় যাইয়া দিবোদাসকে ধর্ম্ম হইতে স্খলিত করিতে পারে, তবেই কাশী হইতে তাহাকে দূর করা যাইবে। হে প্রিয়ে! ধর্ম্মপথের পথিকদিগের বলপূর্ব্বক বিঘ্ন করিলে তাহাদের কিছুই হয় না, প্রত্যুত বিঘ্নকারীই বিপন্ন হয়। হে শিবে! আমি তাহার কোনরূপ ধর্ম্মস্খলন না দেখিলে কাশী হইতে তাহাকে নিষ্কাশিত করিতে পারিব না; কারণ ধার্ম্মিকগণ আমাকর্ত্তৃকই সর্ব্বদা রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সংসারে ধার্ম্মিকগণকে জরা আক্রমণ করিতে পারে না, মৃত্যু গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না এবং কোনরূপ ব্যাধিতে তাহারা পীড়িত হয় না। মহাদেব এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে সম্মুখে স্বকার্য্যসাধনক্ষম অতি প্রৌঢ় যোগিনীগণকে অবলোকন করিলেন। হে মুনে! অতঃপর মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন যে, হে যোগিনীগণ! তোমরা শীঘ্র কাশীধামে গমন কর। তথায় রাজা দিবোদাস ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতেছে; যাহাতে সেই রাজা ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কাশী হইতে দূরীকৃত হয়, তাহা কর। তোমরা সকলে যোগবলে মায়াবিনী হইয়া সত্বরেই এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে। হে যোগিনীগণ! যাহাতে আমি পুনরায় কাশীপুরীকে নূতনভাবে নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে পারি, তাহার উপায় কর। যোগিনীগণ মহাদেবের এইরূপ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা অতিশয় আনন্দে পরস্পর আলাপ করিতে করিতে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া মনের ন্যায় বেগ ধারণপূর্ব্বক কাশী অভিমুখে গমন করিল। পথে যাইবার সময় তাহারা এইরূপ আলাপ করিতে লাগিল,—অদ্য আমরা কৃতার্থ হইলাম; কারণ স্বয়ং মহাদেব অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কাশীতে প্রেরণ করিয়াছেন। অদ্য আমরা দুইটী দুর্লভ বস্তু পাইলাম,—একটী ভগবানের অনুগ্রহ, অপরটী কাশীসন্দর্শন। এইরূপে যোগিনীগণ আনন্দিতমনে মন্দরাচল হইতে আকাশপথে উঠিয়া অতিক্রুতগতি অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে দূর হইতে শিবপুরী কাশী দেখিতে পাইল। ৪৮—৬৮।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

স্কন্দ উবাচ । অথ তদযোগিনীবৃন্দং দূরাদ্দৃষ্টিং প্রসার্য্য চ । স্বনেত্রদৈর্ঘ্যনির্ম্মাণং প্রশশংস কলাবিতম্ ॥ ১ ॥ দিব্যপ্রাসাদমালানাং পতাকাশ্চলপল্লবাঃ । সাদরং দূরমার্গস্থান্ পান্থানাহ্বয়তীরিব ॥ চঞ্চৎপ্রাসাদমাণিক্যোর্ব্বিজৃম্ভিতমরীচিভিঃ । সুনীলমপি চ ব্যোম বীক্ষ্যমাণং সুনির্ম্মলম্ ॥ ৩ ॥ দেবত্বং মায়য়াচ্ছাদ্য বেষং কার্পটিকোচিতম্ । বিধায় কাশীমবিশদ্‌যোগিনীচক্রমক্রমম্ ॥ ৪ ॥ কাচিচ্চ যোগিনীভূতা কাচিজ্জাতা তপস্বিনী । কাচিদ্বভূব সৈরিন্ধ্রী কাচিন্মাসোপবাসিনী ॥ ৫ ॥ মালাকারবধূঃ কাচিৎ কাচিন্নাপিতসুন্দরী । সূতিকর্ম্মবিচারজ্ঞাহপরা ভৈষজ্যকোবিদা ॥ ৬ ॥ বৈশ্যা চ কাচিদভবৎ ক্রয়বিক্রয়চঞ্চুরা । ব্যালগ্রাহিণ্যভূৎ কাচিদ্দাসী ধাত্রী চ কাচন ॥ ৭ ॥ একা চ নৃত্যকুশলা অন্যা গানবিশারদা । অপরা বেণুবাদজ্ঞাপরাবীণাধরাভবৎ ॥ ৮ ॥ মৃদঙ্গবাদনজ্ঞান্যা কাচিত্তালকলাবতী । কাচিৎকার্ম্মণতত্ত্বজ্ঞা কাচিন্মৌক্তিকগুম্ফিকা ॥ ৯ ॥ গন্ধভাগবিধিজ্ঞান্যা কাচিদঙ্ককলালয়া । আলাপোল্লাসকুশলা কাচিচ্ছন্দ্বরচারিণী ॥ ১০ ॥ বংশাধিরোহণে দক্ষা রজ্জুমার্গেণ চেতরা । কাচিদ্বাতুলচেষ্টাহভূৎ পথিচীবরবেষ্টনা ॥ ১১ ॥ অপত্যদানপত্যানাং পরা তত্র পুরেহভবৎ । কাচিৎ করাঙ্ঘ্রিরেখাণাং লক্ষণানি চিকেতি চ ॥ ১২ ॥ চিত্রলেখনৈপুণ্যাৎ কাচিজ্জনমনোহরা । বশীকরণমন্ত্রজ্ঞা কাচিত্তত্র চচার হ ॥ ১৩ ॥ গুটিকাসিদ্ধিদা কাচিৎকাচিদঞ্জনসিদ্ধিদা । ধাতুবাদবিদন্যান্যা পাদুকাসিদ্ধিদাপরা ॥১৪॥ অগ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং বাক্স্তম্ভং চাপ্যশিক্ষয়ৎ । খেচরীত্বং দদৌ কাচিদদৃশ্যত্বং পরা দদৌ ॥ ১৫ ॥ কাচিদাকর্ষণীং সিদ্ধিং দদাবুচ্চাটনং পরা । কাচিন্নিজাঙ্গসৌন্দর্য্য-যুবচিত্তবিমোহিনী ॥ ১৬ ॥ চিন্তিতার্থপ্রদা কাচিৎ কাচিজ্জ্যোতিঃকলাবতী । ইত্যাদিবেষভাবাভিরন্বকৃত্য সমন্ততঃ ॥ ১৭ ॥ প্রত্যঙ্গনং প্রতিগৃহং প্রাবিশদ্‌যোগিনীগণঃ । ইত্থমব্দং চরন্ত্যস্তা যোগিন্যোঽহর্নিশং পুরি ॥ ১৮ ॥ ন ছিদ্রং

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, অতঃপর যোগিনীগণ দূর হইতে দৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক কাশীপর্য্যবেক্ষণ করত স্ব স্ব নেত্রের বিশালতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। কাশীর সমুচ্চ অট্টালিকাসমূহের উপরিভাগে উড্ডীয়মান পতাকা সকল ও তত্রত্য রত্নরাজির বিমল কিরণে সমুদ্ভাসিত নির্ম্মল নভস্থল নিরীক্ষণ করিয়া, তাহারা বিবেচনা করিল যে, নগরী দূরস্থ পথিকদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। তখন যোগিনীগণ মায়াবলে স্ব স্ব দিব্যরূপ অন্তর্হিত রাখিয়া ধূর্ত্তবেশ ধারণপূর্ব্বক কাশীতে প্রবেশ করিল। কেহ যোগিনীর, কেহ তপস্বিনীর, কেহ সৈরিন্ধ্রীর, কেহ বা মালিনীর, কেহ নাপিতপত্নীর বেশধারণ করিল। কেহ বা চান্দ্রায়ণব্রতিনী, কেহ সূচিকর্ম্মকুশলা, কেহ চিকিৎসানিপুণা হইল। কেহ ধাত্রীর, কেহ বা ব্যালগ্রাহিণীর, কেহ ক্রয়াদিকার্য্যে সুনিপুণা বৈশ্যার, কেহ বা দাসীর বেশ ধরিল। কেহ নর্ত্তকী, কেহ গায়িকা এবং কেহ বেণুবাদ্যে, কেহ বীণাবাদ্যে, কেহ বা মৃদঙ্গবাদ্যে অভিজ্ঞা হইল। কেহ বশীকরণকারিণী, কেহ কার্ম্মণক্রিয়ায় কুশলা, কেহ মুক্তামালাগ্রথিকা; কেহ গন্ধবিভাগবিধিজ্ঞা, কেহ আলাপকুশলা হইল। আর কেহ বা গন্ধবিভাগ বিধান জানিয়া যাইতে লাগিল।১—১০। কেহ রজ্জুতে, কেহ বা বংশে অধিরোহণনিপুণা হইয়া লোকানুরঞ্জন করিতে লাগিল। কেহ ছিন্নবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পথিমধ্যে উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার দেখাইতে লাগিল। কেহ বা অপুত্রকের পুত্রদা হইল। কেহ গণকপত্নী সাজিয়া লোকের হস্তপদের রেখা দেখিয়া শুভাশুভ চিহ্ন বলিতে লাগিল। কেহ চিত্রকারিণী হইয়া জনগণের মন হরণ করিতে লাগিল। কেহ বশীকরণমন্ত্রজ্ঞা, কেহ গুটিকাসিদ্ধিদায়িনী, কেহ অঞ্জনসিদ্ধিদা হইল। কেহ পাদুকাসিদ্ধা, কেহ ধাতু পরীক্ষায় সুনিপুণা; কেহ জলস্তম্ভন, অগ্নিস্তম্ভন, কেহ বা বাক্যস্তম্ভনকার্য্যে কুশলা হইল। কেহ খেচরী, কেহ বা অদৃশ্যা হইবার সদুপায় প্রচার করিতে লাগিল। কেহ আকর্ষণ, কেহ বা উচ্চাটন বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিল। কেহ বা জ্যোতিঃশাস্ত্রে পণ্ডিতা সাজিয়া, কেহ বা লোকের চিন্তিত বিষয় প্রদান করিয়া কেহ বা নিজ শরীরলাবণ্যে যুবকদিগের চিত্তহরণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই যোগিনীগণ নানারূপ বেশভূষাধারা বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া সকল গৃহস্থেরই গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে এক বর্ষ অতীত হইলেও তাহারা রাজা দিবোদাসের অনিষ্ট করিবার কোন ছিদ্র না পাইয়া

লেভিরে কাপি নৃপবিঘ্নচিকীর্ষবঃ। ততঃ সমেত্য তাঃ সর্ব্বা যোগিন্যো বদ্ধ্যাবাস্থিতাঃ। তস্থুঃ সম্মন্ত্র্য তত্রৈব ন গতা মন্দরং পুনঃ॥ ১৯ ॥ প্রভুকার্য্যমনিষ্পাদ্য সদ্যঃ সন্তবানৈধিতঃ। কঃ পুরঃ শক্নুয়াৎ স্থাতুং স্বামিনোঽক্ষতবিগ্রহঃ॥ ২০ ॥ অন্যচ্চ চিন্তিতং তাভির্যোগিনীভিরিদং মুনে। প্রভুং বিনাপি জীবামো ন তু কাশীং বিনা পুনঃ॥ ২১॥ প্রভুঃ রুষ্টোঽপি সদ্‌ভৃত্যে জীবিকামাত্রহারকঃ। কাশী হরেৎ করাদ্ভ্রষ্টা পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২২॥ নাদ্যাপি কাশীং সন্ত্যজ্য তদারভ্য মহামুনে। যোগিন্যোঽন্তত্র তিষ্ঠন্তি চরন্ত্যোঽপি জগত্রয়ম্॥ ২৩॥ প্রাপ্যাপি শ্রীমতীং কাশীং যন্তিতিক্ষতি দুর্ম্মতিঃ। স এব প্রত্যুত ত্যক্তো ধর্ম্মকামার্থমুক্তিভিঃ॥ ২৪॥ কঃ কাশীং প্রাপ্য দুর্ব্বুদ্ধিরপরত্র যিযাসতি। মোক্ষনিক্ষেপকলশীং তুচ্ছশ্রীকৃতমানসঃ॥ ২৫॥ বিমুখোঽপীশ্বরোঽস্মাকং কাশীং সেবনপুণ্যতঃ। সম্মুখো ভবিতা পুণ্যঃ কৃতকৃত্যাঃ স্ম তদ্বয়ম্॥ ২৬॥ দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব সর্ব্বজ্ঞোঽপি সমেষ্যতি। বিনা কাশীং ন রমতে যতোঽন্যত্র ত্রিলোচনঃ॥ ২৭॥ শম্ভোঃ শক্তিরিয়ং কাশী কাচিৎ সর্ব্বৈরগোচরা। শম্ভুরেব হি জানীয়াদেতস্যাঃ পরমং সুখম্॥ ২৮॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসি শম্ভোরানন্দকাননে। অতিষ্ঠদ্‌যোগিনীবৃন্দং কপ্রাচ্ছিন্নমায়য়া বৃতম্॥ ২৯॥ ব্যাস উবাচ। ইত্থং সমাকর্ণ্য মুনিঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ ষণ্মুখম্। কানি কানি চ নামানি তাসাং তানি বদেশ্বর॥ ৩০॥ ভজনাদ্‌যোগিনীনাঞ্চ কাশ্যাং কিং জায়তে ফলম্। কস্মিন্ পর্ব্বণি তাঃ পূজ্যাঃ কথং পূজ্যাশ্চ তদ্বদ॥ ৩১॥ শ্রুত্বেতি প্রশ্নমৌমেয়ো যোগিনীসংশ্রয়ং ততঃ। প্রত্যুবাচ মুনে বচ্মি শৃণোত্ববহিতো ভবান্॥ ৩২॥ স্কন্দ উবাচ। নামধেয়ানি বক্ষ্যামি যোগিনীনাং ঘটোদ্ভব। আকর্ণ্য যানি পাপানি ক্ষয়ন্তি ভবিনাং ক্ষণাৎ॥ ৩৩॥ গজাননা সিংহমুখী গৃধ্রাস্যা কাকতুণ্ডিকা। উষ্ট্রগ্রীবা হয়গ্রীবা বারাহী শরভাননা॥ ৩৪॥ উলূকিকা শিবারাবা ময়ূরী বিকটাননা। অষ্টবক্রা কোটরাক্ষী কুব্জা বিকটলোচনা॥ ৩৫॥ শুষ্কোদরী ললজ্জিহ্বা শ্বদংষ্ট্রা বানরাননা। ঋক্ষাক্ষী কেকরাক্ষী চ বৃহত্তুণ্ডা সুরাপ্রিয়া॥ ৩৬॥ কপাল-

---

সকলের পরামর্শ মতে "অকৃতকৃত্য হইয়া মন্দর গমন শ্রেয়স্কর নহে" বিবেচনায় কাশীতেই অবস্থান করিল; কারণ প্রভুর নিকট ক্রিয়াদক্ষ বলিয়া লব্ধসম্মান কোন ব্যক্তিই প্রভুকার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া তৎসন্নিধানে যাইতে সাহস করে না। হে মুনে! যোগিনীগণ আরও দেখিল যে, আমরা প্রভুর অসন্নিধানেও থাকিতে পারি; কিন্তু কাশীকে ত্যাগ করিলে বাঁচিতে পারিব না। কুপিত প্রভু, সাধু ভৃত্যের জীবিকা মাত্র উচ্ছেদ করেন; কিন্তু কাশী হারাইলে লোক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই হারাইয়া ফেলে। তাহারা এইরূপ ভাবিয়া সেই দিন হইতে অদ্যাবধি ত্রিভুবনসঞ্চারিণী হইয়া কাশীতেই অবস্থান করিতেছে। যে ব্যক্তি একবার কাশীকে পাইয়া উপেক্ষা করে, নিশ্চয়ই সেই মূঢ়ের চতুর্ব্বর্গ বিনষ্ট হয়। যে দুর্ম্মতি মুক্তিপ্রদা শ্রীমতী কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া অন্যত্রগমনে অভিলাষী হয়, তাহার সকলই নিষ্ফল। আমরা ঈশ্বরের দয়ার পাত্র না হইলেও অদ্য কাশী সন্দর্শন করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করিলাম, তাহার প্রভাবেই তিনি সদয় হইবেন। ইহাতেই আমরা সকলে কৃতার্থ হইলাম। কিছুদিন মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞ দেব সতীনাথ কাশীতে আসিবেন; কারণ কাশী ভিন্ন কুত্রাপি তাঁহার সন্তোষ নাই।১৪—৩৭। এই কাশীক্ষেত্রে ভগবানের অদ্ভুত শক্তিমাত্র, তাহা সকলের দৃষ্টির বহির্ভূত; একমাত্র মহাদেবই সে সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। যোগিনীগণ এইরূপ স্থির করিয়া মায়াবলে স্ব স্ব মূর্ত্তি আবৃত রাখিয়া সেই অবিমুক্তক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে লাগিল। ব্যাস কহিলেন, মুনিবর অগস্ত্য এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! কার্ত্তিকেয়! সেই যোগিনীদিগের কি নাম? কাশীতে তাহাদিগে পূজা করিলে কিরূপ ফললাভ হয় এবং কোন্ কোন্ বিশেষ দিনে তাহাদের পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা বল। দেব ষড়ানন, এইরূপে অগস্ত্য কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনে! ঐ সকল কথা কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! আমি যোগিনীগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা শুনিলে জীবের সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গজাননা, সিংহমুখী, কাকতুণ্ডিকা, গৃধ্রাস্যা, হয়গ্রীবা, উষ্ট্রগ্রীবা, বারাহী, শরভাননা, উলূকিকা, শিবারাবা, ময়ূরী, বিকটাননা, অষ্টবক্রা, কোটরাক্ষী, কুব্জা, বিকটলোচনা, শুষ্কোদরী, ললজ্জিহ্বা, শ্বদংষ্ট্রা, বানরাননা, ঋক্ষাক্ষী, কেকরাক্ষী, বৃহত্তুণ্ডা, সুরাপ্রিয়া, কপাল-

হস্তা রক্তাক্ষী শুকী শ্যেনী কপোতিকা। পাশহস্তা দণ্ডহস্তা প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ॥ ৩৭ ॥ শিশুঘ্নী পাপহন্ত্রী চ কালী রুধিরপায়িনী। বসাধয়া গর্ভভক্ষা শবহস্তান্ত্রমালিনী ॥ ৩৮ ॥ স্থূলকেশী বৃহৎকুক্ষিঃ সর্পাস্যা প্রেতবাহনা। দন্দশূককরা ক্রৌঞ্চী মৃগশীর্ষা বৃষাননা ॥ ৩৯ ॥ ব্যাত্তাস্যা ধূমনিঃশ্বাসা ব্যোমৈকচরণোর্দ্ধদৃক্। তাপনী শোষণী দৃষ্টিঃ কোটরী স্থূলনাসিকা ॥ ৪০ ॥ বিদ্যুৎপ্রভা বলাকাস্যা মার্জ্জারী কটপূতনা। অট্টাট্টহাসা কামাক্ষী মৃগাক্ষী মৃগলোচনা ॥ ৪১ ॥ নামানীমানি যো মর্ত্ত্যশ্চতুঃ-ষষ্টিং দিনে দিনে। জপেত্রিসন্ধ্যং তস্যেহ দুষ্টবাধা প্রশাম্যতি ॥ ৪২ ॥ ন ডাকিন্যো ন শাকিন্যো ন কুষ্মাণ্ডা ন রাক্ষসাঃ। তস্য পীড়াং প্রকুর্ব্বন্তি নামানীমানি যঃ পঠেৎ ॥ ৪৩ ॥ শিশূনাং শান্তি-কারীণি গর্ভশান্তিকরাণি চ। রণে রাজকুলে বাপি বিবাদে জয়দান্যপি ॥ ৪৪ ॥ লভেদভীপ্সিতাং সিদ্ধিং যোগিনীপীঠসেবকঃ। মন্ত্রান্তরাণ্যপি জপং-স্তৎপীঠে সিদ্ধিভাগ্ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ বলিপূজোপ-হারৈশ্চ ধূপদীপসমর্পণৈঃ। ক্ষিপ্রং প্রসন্না যোগিন্যঃ প্রযচ্ছেয়ুর্মনোরথান্ ॥ ৪৬ ॥ শরৎকালে মহাপূজাং তত্র কৃত্বা বিধানতঃ। হবীংষি হুত্বা মন্ত্রজ্ঞো মহতীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭ ॥ আরভ্যাশ্বযুজঃ শুক্লাং তিথিং প্রতিপদং শুভাম্। পূজয়েন্নবমীং যাবৎ-নরশ্চিন্তিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥ কৃষ্ণপক্ষস্ভূতায়ামুপ-বাসী নরোত্তমঃ। তত্র জাগরণং কৃত্বা মহতীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তৈর্নামভির্ভক্তি-মান্ নরঃ। প্রত্যেকং হবনং কৃত্বা শতমষ্টোত্তরং নিশি ॥ ৫০ ॥ সসর্পিষা গুগ্গুলুনা লঘুকোলি-প্রমাণতঃ। যাং যাং সিদ্ধিমভীপ্সেত্ত তাং তাং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫১ ॥ চৈত্রকৃষ্ণপ্রতিপদি তত্র যাত্রা প্রযত্নতঃ। ক্ষেত্রবিঘ্নপ্রশান্ত্যর্থং কর্ত্তব্যা পুণ্যকৃজ্জনৈঃ ॥ ৫২ ॥ যাত্রাঞ্চ সাংবৎসরিকীং যো ন কুর্য্যাদবজ্ঞয়া। তস্য বিঘ্নং প্রযচ্ছন্তি যোগিন্যঃ কাশিবাসিনঃ ॥ ৫৩ ॥ অগ্রে কৃত্বা স্থিতাঃ সর্ব্বাস্তাঃ কাশ্যাং মণিকর্ণিকাম্। তন্নমস্কারমাত্রেণ নরো বিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশ্যাং চতুঃষষ্টিযোগিনীপর্য্যটনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

হস্তা, রক্তাক্ষী, শুকী, শ্যেনী, কপোতিকা, পাশহস্তা, দণ্ডহস্তা, প্রচণ্ডা, চণ্ডবিক্রমা, শিশুঘ্নী, পাপহন্ত্রী, কালী, রুধিরপায়িনী, বসাধরা, গর্ভভক্ষা, শবহস্তা, অন্ত্রমালিনী, স্থূলকেশী, বৃহৎকুক্ষী, সর্পাস্যা প্রেত-বাহনা, দন্দশূককরা ক্রৌঞ্চী, মৃগশীর্ষা, বৃষাননা, ব্যাত্তাস্যা, ধূমনিশ্বাসা, ব্যোমৈকচরণা, ঊর্দ্ধদৃক্, তাপনী, শোষণীদৃষ্টি, কোটরী, স্থূলনাসিকা, বিদ্যুৎ-প্রভা, বলাকাস্যা, মার্জ্জারী, কটপূতনা, অট্টাট্টহাসা, কামাক্ষী, মৃগাক্ষী, মৃগলোচনা, এই চতুঃষষ্টি নাম যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্য জপ করে, তাহার দুষ্টবাধা দূর হয়। এই সকল পাঠ করিলে ডাকিনী, শাকিনী, কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। এই সকল নাম উচ্চারণ করিলে শিশুগণের পীড়া ও গর্ভিণীর গর্ভবেদনা শান্তি হয় এবং যুদ্ধে, রাজসভায় ও বিচারে জয়লাভ হয়। যে ব্যক্তি যোগিনীপীঠের সেবা করে, তাহার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়। যোগিনীপীঠে অন্য মন্ত্রের জপেও বিশেষ সিদ্ধিলাভ করা যায়। ধূপ, দীপ, বলি ও উপহারাদি দ্বারা যোগিনীগণের পূজা করিলে, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট প্রদান করেন। শরৎকালে যে ব্যক্তি যথাবিধি যোগিনীপীঠে পূজা করিয়া ঘৃত দ্বারা হোম করে, তাহার সকল প্রকারে সিদ্ধিলাভ হয়। আশ্বিন মাসের শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত যোগিনীগণ পূজিত হইলে, অভীষ্ট প্রদান করেন। যিনি কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া যোগিনীপীঠে রাত্রিজাগরণ করেন, তাঁহার অনন্তফল লাভ হয়। যিনি ভক্তিসহকারে প্রত্যেক নামের আদিতে প্রণব ও অন্তে চতুর্থীবিভক্তি দিয়া রাত্রিকালে সূক্ষ্মবদরী প্রমাণ ঘৃতাক্ত গুগ্গুল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম উল্লেখ করিয়া হোম করেন, তাঁহার অনন্তসিদ্ধি লাভ হয়। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপ্রতিপদে, পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ক্ষেত্রবিঘ্ন শান্তিমানসে যোগিনীগণের যাত্রা করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ দিনে অবজ্ঞা করিয়া যোগিনীযাত্রা না করে, যোগিনীগণ সেই কাশীবাসীর বিঘ্ন করিয়া থাকেন। যোগিনী-গণ কাশীতে মণিকর্ণিকার উপরেই অবস্থান করি-তেছেন। তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে মানবের সকল বিঘ্ন দূর হয়। ৩৮—৫৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। গতেঽথ যোগিনীবৃন্দে দেবদেবো ঘটোদ্ভব। কাশীপ্রবৃত্তিং জিজ্ঞাসুঃ প্রাহিণোদংশুমালিনম্ ॥ ১ ॥ দেবদেব উবাচ। সপ্তাশ্ব ত্বরিতো যাহি পুরীং বারাণসীং শুভাম্। যত্রাস্তি স দিবোদাসো ধর্ম্মমূর্ত্তির্মহীপতিঃ ॥ ২ ॥ তস্য ধর্ম্মবিরোধেন যথা তৎক্ষেত্রমুদ্বসেৎ। তথা কুরুষ ভো ক্ষিপ্রং মাবমংস্থাশ্চ তং নৃপম্ ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মমার্গপ্রবৃত্তস্য ক্রিয়তে যাবমাননা। সা ভবেদাত্মনো নূনং মহদেনশ্চ জায়তে ॥ ৪ ॥ তব বুদ্ধিবিকাসেন চ্যবতে চেৎ স ধর্ম্মতঃ। তদা সা নগরী ভানো স্বয়োত্তাপ্যাসহৈঃ করৈঃ ॥ ৫ ॥ কামক্রোধৌ লোভমোহৌ মৎসরাহঙ্কৃতী অপি। তে তত্র ন ভবেতাং যস্তৎকালোঽপি ন তং জয়েৎ ॥ ৬ ॥ যাবদ্ধর্ম্মে স্থিরা বুদ্ধির্যাবদ্ধর্ম্মে স্থিরং মনঃ। তাবদ্বিপ্নোদয়ঃ কাপি বিপদ্যাপি রবে নৃষু ॥ ৭ ॥ সর্ব্বেষামিহ জন্তূনাং ত্বং বেৎসি ব্রধ্ন চেষ্টিতম্। অতএব জগচ্চক্ষুর্ব্রজ ত্বং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৮ ॥ রবিরিত্যাদায় দেবাজ্ঞাং মূর্ত্তিমন্তাং প্রকল্প্য চ। নভোঽধ্বগামহোরাত্রং কাশীমভিমুখোঽভবৎ ॥ ৯ ॥ মনসাত্তীবলোলোঽভূৎ কাশীদর্শনলালসঃ। সহস্রচরণোঽপ্যেচ্ছত্তদা খে নৈকপাদতাম্ ॥ ১০ ॥ হংসত্বং তস্য সূর্য্যস্য তদা সফলতামগাৎ। সদা নভোঽধ্বনীনস্য কাশীং প্রতি মিয়াসতঃ ॥ ১১ ॥ অথ কাশীং সমাসাদ্য রবিরন্তর্বহিশ্চরন্। মনাগপি ন তদ্ভূপে ধর্ম্মধ্বস্তিমবৈক্ষত ॥ ১২ ॥ বিভাস্বর্বসন্ কাশ্যাং নানারূপেণ বৎসরম্। কচিন্নাবসরং প্রাপ তত্র রাজ্ঞি সুধর্ম্মিণি ॥ ১৩ ॥ কদাচিদতিথির্ভূত্বা দুর্লভং প্রার্থয়ন্ রবিঃ। ন তস্য রাজ্ঞো বিষয়ে দুর্লভং কিঞ্চিদৈক্ষত ॥ ১৪ ॥ কদাচিদ্‌যাচকো জাতো বহুদোঽপি কদাপ্যভূৎ। কদাচিদ্দীনতাং প্রাপ্তঃ কদাচিদ্গণকোঽপ্যভূৎ ॥ ১৫ ॥ বেদবাহ্যাং ক্রিয়াঞ্চাপি কদাচিৎ প্রত্যপাদয়ৎ। কদাচিৎ স্থাপয়ামাস দৃষ্টপ্রত্যয়মৈহিকম্ ॥ ১৬ ॥ কদাচিজ্জটিলো জাতঃ কদাচিচ্চ দিগম্বরঃ। স কদাচিজ্জাঙ্গলিকো বিষবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বপাষণ্ডধর্ম্মজ্ঞঃ কদাচিদ্‌ব্রহ্মবাদ্য-

---

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! যোগিনীগণ কাশীতে আসিলে পর মহাদেব নিতান্ত অধীর হইয়া পুনরায় তথায় সূর্য্যকে পাঠাইবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে দিবাকর! শরীরিধর্ম্মরূপী রাজা দিবোদাস যেখানে রাজত্ব করিতেছে, সেই পুণ্যক্ষেত্র কাশীতে তুমি শীঘ্র গমন কর। তথায় ঐ রাজার পাপবুদ্ধি হইয়া যাহাতে সত্বর সেই ক্ষেত্রের বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা করিবে; কদাচ তাহাকে অপমানিত করিবে না; কারণ ধার্ম্মিকের অসম্মান করিলে স্বয়ংই অবমানিত হইতে হয় ও গুরুতর পাপরাশি বহন করিতে হয়। যদি তুমি নিজ বুদ্ধিবলে কোনরূপে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে ঐ নগরে দুঃসহ কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক সানন্দে চিরদিন বিরাজ করিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, ইহারা কেহই তাহাকে বশে আনিতে পারে না। অধিক কি, স্বয়ং কালও তাহার নিকট পরাজিত আছেন; যে পর্য্যন্ত জীবের বুদ্ধি ও মন ধর্ম্মে স্থির থাকে, তাবৎ কোনরূপ বিপদ্ হইতেই তাহার ভয় থাকে না। হে রবে! সংসারে কাহারও চেষ্টিত তোমার অজ্ঞাত থাকে না; অতএব তুমি শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন কর। ১—৮। স্কন্দ কহিলেন, দিবাকর, শিবের এই আদেশ গ্রহণ করিয়া নিজ গগনচারিণী মূর্ত্তির সহায়ে কাশী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাহার মানস কাশীদর্শনোৎসুক হওয়ায় স্বয়ং সহস্রপাদ থাকিয়াও অসংখ্যচরণ হইবার জন্য অভিলাষী ছিলেন। কাশীদর্শনলালসায় তিনি অবিশ্রান্ত গমন করিয়া নিজের "হংস" নাম সার্থক করিয়াছিলেন। জীবগণের অন্তশ্চর ও বহিশ্চর সূর্য্যদেব কাশীতে আসিয়া সেই রাজার কিছুমাত্র অধর্ম্ম দেখিতে না পাইয়া এক বৎসর ঐ কাশীতেই তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধানে থাকিলেন। সূর্য্য কোন দিন অতিথির বেশে সেই রাজার রাজ্যে দুর্লভ বস্তুর প্রার্থনায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার প্রার্থিত বস্তু দুর্লভ হইত না। কোন দিন দাতা হইয়া দীনদুঃখীদের অভীষ্টপূরণ করিতেন; কোন দিন বা স্বয়ং দীন সাজিয়া বিচরণ করিতেন। কোন দিন গণক হইতেন; কোন দিন বা প্রজামধ্যে শাস্ত্রের কুটিল অর্থ করিয়া অবিধিকার্য্য প্রতিপন্ন করিতেন। কোন দিন নাস্তিক সাজিয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তু বা কার্য্য অস্বীকার করিতেন। কোন সময় জটাধারী, কখন বা দিগম্বর, কখন বিষবিদ্যাবিশারদ, কখন পাষণ্ডধর্ম্মজ্ঞ হইয়া বিচরণ করিতেন।

ভূৎ। ঐন্দ্রজালিক আসীচ্চ কদাচিদ্‌ভ্রাময়ন্ জনান্॥ ১৮॥ নানাব্রতোপদেশৈশ্চ কদাচিৎ স পতিব্রতাঃ। ক্ষোভয়ামাস বহুশঃ সদৃষ্টান্তকথানকৈঃ ॥ ১৯॥ কাপালিকব্রতধরঃ কদাচিচ্চাভবদ্দ্বিজঃ। কদাচিদপি বিজ্ঞানী ধাতুবাদী কদাচন॥ ২০॥ ক্বচিদ্বিপ্রঃ ক্বচিদ্রাজ-পুত্রো বৈশ্যোঽন্ত্যজঃ ক্বচিৎ। ব্রহ্মচারী ক্বচিদভূৎ গৃহী বনচরঃ ক্বচিৎ॥ ২১॥ যতিঃ কদাচিদিতি স রূপৈরভ্রাময়জ্জনান্। সর্ব্ববিদ্যাসু কুশলঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চাভবৎ ক্বচিৎ॥ ২২॥ ইতি নানাবিধৈ রূপৈশ্চরন্ কাশ্যাং গ্রহেশ্বরঃ। ন কদাপি জনে ক্বাপি ছিদ্রং প্রাপ কদাচন॥ ২৩॥ ততো নিনিন্দ চাত্মানং চিন্তার্ত্তঃ কশ্যপাত্মজঃ। ধিক্ পরপ্রেষ্যতাং যস্যাং যশো লভ্যেত ন ক্বচিৎ॥ ২৪॥ মার্ত্তণ্ড উবাচ। মন্দরং যদি যাম্যদ্য সদ্যস্তৎ ক্রুধ্যতীশ্বরঃ। অনিষ্পাদিতকার্য্যার্থে ময়ি সামান্যভৃত্যবৎ॥ ২৫॥ কোপমপ্যুররীকৃত্য যদি যায়াং কথঞ্চন। কথং তিষ্ঠে পুরস্তস্য তর্হি বৈ মূঢ়ভৃত্যবৎ॥ ২৬॥ অথোক্তৃত্যাবহেলং বা যানি চেচ্চ কথঞ্চন। ক্রোধাগ্নিরীক্ষেৎ ত্র্যক্ষো মাং বিষং পেয়ং তদা ময়া॥ ২৭॥ হর-কোপানলে নূনং যদি যাতঃ পতঙ্গতাম্। পিতামহোঽপি মাং ত্রাতুং তদা শক্যতি ন স্ফুটম্॥ ২৮॥ স্থাস্যাম্যত্রৈব তন্নিত্যং ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন। ক্ষেত্রসন্ন্যাসবিধিনা বারাণস্যাং কৃতাশ্রমঃ॥২৯॥ পুরঃ পুরারেঃ কার্য্যার্থমনিবেদ্যেঽহ তিষ্ঠতঃ। যৎ প্রাপং ভাবি মে তস্য কাশী পাপস্য নিষ্কৃতিঃ॥ ৩০॥ অন্যান্যপি চ পাপানি মহান্ত্যল্পানি যানি চ। ক্ষয়ন্তি তানি সর্ব্বাণি কাশীং প্রবিশতাং সতাম্॥ ৩১॥ বুদ্ধিপূর্ব্বং ময়া চৈতন্ন পাপং সমুপার্জ্জিতম্। পুরারিণৈব হি পুরাশাসি ধর্ম্মো হি রক্ষ্যতাম্॥ ৩২॥ ধর্ম্মো হি রক্ষিতো যেন দেহে সত্বরগত্বরে। ত্রৈলোক্যং রক্ষিতং তেন কিং কামার্থৈঃ সুরক্ষিতৈঃ॥ ৩৩॥ রক্ষণীয়ো যদি ভবেৎ কামঃ কামারিণা কথম্। ক্ষণাদনঙ্গতাং নীতো বহুনাং সুখকার্য্যপি॥ ৩৪॥ অর্থশ্চেৎ সর্ব্বথা রক্ষ্য ইতি কৈশ্চিদুদাহৃতম্। তৎ কথং ন হরিশ্চন্দ্রোঽহরক্ষৎ কুশিকনন্দনে॥ ৩৫॥ ধর্ম্মস্তু রক্ষিতঃ সর্ব্বৈরপি দেহব্যয়েন চ। শিবি-

---

কোন সময় ব্রহ্মবাদী হইয়া ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিতেন; কখন ঐন্দ্রজালিক সাজিয়া সাধারণের মন মোহিত করিতেন। কখন নানাবিধ ব্রতাদির উল্লেখ ও পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ করিয়া পতিব্রতাদিগের হৃদয় আনন্দরসে ডুবাইতেন। কখন কাপালিক হইতেন; কখন ব্রাহ্মণ হইয়া সদনুষ্ঠান করিতেন; কোন সময় ব্রহ্মজ্ঞানী, কোন সময় ধাতুবাদী, কখন বা রাজপুত্র সাজিয়া লোকের মন আকর্ষণ করিতেন। কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন গৃহস্থ, কখন ব্রহ্মচারী, কখন বানপ্রস্থী, কখন প্রব্রজ্যাশ্রমী, কখন সর্ব্ববিদ্যা-নিপুণ, কখন বা সর্ব্বজ্ঞ সাজিয়া সাধারণের চিত্ত বিস্ময়পূর্ণ করিতেন। গ্রহরাজ সূর্য্য এইরূপ নানা-প্রকারে কাশীতে দিবারাত্র ভ্রমণ করিয়াও কাহারও কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে না পাইয়া বিশেষ উৎ-কণ্ঠিত হইয়া নিজের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরাধীন হওয়া কি অনির্ব্বচনীয় কষ্টকর, যাহাতে কোন দিনই যশোলাভের আশা নাই! সূর্য্য কহি-লেন, যদি আমি এক্ষণে অকৃতকার্য্য হইয়া সামান্য ভৃত্যের মত মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহা হইলে তিনি, স্বকার্য্য কিছুই সিদ্ধ হইল না দেখিয়া অবশ্য ক্রোধ করিবেন। তাঁহার ক্রোধ স্বীকার করিয়াই বা কিরূপে তথায় যাইয়া তাঁহার সম্মুখে নীচ ভৃত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইব? যদি এ অপমানও আমার স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে জগৎপতি রুদ্রদেব যদি একবার ক্রোধভরে আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করেন, তবে ত তখন আমাকে বিষপান করিতে হইবে। আমি তখনি হরকোপানলে পতঙ্গের মত দগ্ধ হইব, সে সময় স্বয়ং বিধাতাও আমাকে রক্ষা করিতে পারি-বেন না। সুতরাং তথায় গমন কোন মতেই শ্রেয়-স্কর নহে। এক্ষণে ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কাশীক্ষে-ত্রেই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করি। ইহাকে কোন মতেই পরিত্যাগ করা হইবে না। ৯—২৯। এবঞ্চ প্রভুর নিকট তদীয় কার্য্যের সদসদবস্থা নিবে-দন না করিলে যে পাপ অর্জ্জিত হইবে, কাশীবাসে অবশ্য সে পাপ বিনষ্ট হইবে; কারণ কাশীবাসে গুরু লঘু সকল পাপই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ আমি স্বেচ্ছায় এ পাপসঞ্চয় করিতেছি না; যেহেতু মহাদেবের ঈদৃশ আজ্ঞা আছে যে, স্বধর্ম্ম রক্ষা অগ্রে কর্ত্তব্য; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিলে ত্রিভুবন তাহাকে রক্ষা করে। অর্থ ও কামের রক্ষণ নিষ্প্রয়োজন; যদি উহাই প্রয়োজন হইবে, তবে ভুবনত্রয়ের সুখসাধন সেই কামকে ভগবান্ কিজন্য অনঙ্গ করিলেন এবং যদি অর্থই সার হইত, তবে রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বভূমির অধীশ্বর হইয়াও কেন বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা রাখেন নাই?

প্রভৃতিভূপালৈর্দধীচিপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ॥৩৬॥ অয়মেব হি বৈ ধর্ম্মঃ কাশীসেবনসম্ভবঃ। রুষিতাদপি রুদ্রান্মাং রক্ষিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩৭। অবাপ্য কাশীং দুষ্প্রাপাং কো জহাতি সচেতনঃ। রত্নং করস্থমুৎসৃজ্য কঃ কাচং সঞ্জিঘৃক্ষতি ॥ ৩৮ ॥ বারাণসীং সমুৎসৃজ্য যস্ত্বন্যত্র যিযাসতি। হত্বা নিধানং পাদেন সোঽর্থমিচ্ছতি ভিক্ষয়া ॥ ৩৯ ॥ পুত্রমিত্রকলত্রাণি ক্ষেত্রাণি চ ধনানি চ। প্রতিজন্মেহ লভ্যন্তে কাশ্যেকা নৈব লভ্যতে ॥ ৪০ ॥ যেন লব্ধা পুরী কাশী ত্রৈলোক্যোদ্ধরণক্ষমা। ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদুষ্প্রাপং তেন লব্ধং মহাসুখম্ ॥ ৪১ ॥ কুপিতোঽপি হি মে রুদ্রস্তেজোহানিং বিধাস্যতি। কাশ্যাঞ্চ লপ্স্যে তত্তেজো যদ্বৈ স্বাত্মাববোধজম্ ॥ ইতরাণীহ তেজাংসি ভাসন্তে তাবদেব হি। খদ্যোতাভানি যাবন্নো জৃম্ভতে কাশিজং মহঃ ॥ ৪৩ ॥ ইতিকাশীপ্রভাবজ্ঞো জগচ্চক্ষুস্তমোনুদঃ। কৃত্বা দ্বাদশধাত্মানং কাশীপুর্য্যাং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥ লোলার্ক উত্তরার্কশ্চ সাম্বাদিত্যস্তথৈব চ। চতুর্থো দ্রুপদাদিত্যো ময়ূখাদিত্য এব চ ॥ ৪৫ ॥ খখোল্কশ্চারুণাদিত্যো বৃদ্ধকেশবসংজ্ঞকৌ। দশমো বিমলাদিত্যো গঙ্গাদিত্যস্তথৈব চ ॥ ৪৬ ॥ দ্বাদশশ্চ যমাদিত্যঃ কাশিপুর্য্যাং ঘটোদ্ভব। তমোঽধিকেভ্যো দুষ্টেভ্যঃ ক্ষেত্রং রক্ষন্ত্যমী সদা ॥ ৪৭ ॥ তস্যার্কস্য মনো লোলং যদাসীৎ কাশিদর্শনে। অতো লোলার্ক ইত্যাখ্যা কাশ্যাং জাতা বিবস্বতঃ ॥ ৪৮ ॥ লোলার্কস্ত্বসিসম্ভেদে দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ। যোগক্ষেমং সদা কুর্য্যাৎ কাশীবাসিজনস্য চ ॥ ৪৯ ॥ মার্গশীর্ষস্য সপ্তম্যাং ষষ্ঠ্যাং বা রবিবাসরে। বিধায় বার্ষিকীং যাত্রাং নরঃ পাপৈঃ প্রচ্যুতে ॥ ৫০ ॥ কৃতানি যানি পাপানি নরৈঃ সংবৎসরাবধি। নশ্যন্তি ক্ষণতস্তানি ষষ্ঠ্যর্কে লোলদর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥ নরঃ স্নাত্বাসিসম্ভেদে সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। শ্রাদ্ধং বিধায় বিধিনা পিত্রানৃণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫২ ॥ লোলার্কসঙ্গমে স্নাত্বা দানং হোমং সুরার্চ্চনম্। যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥ সূর্য্যোপরাগে লোলার্কে স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। কুরুক্ষেত্রাদ্দশগুণা ভবন্তীহ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ লোলার্কে রথসপ্তম্যাং স্নাত্বা গঙ্গাসিসঙ্গমে। সপ্ত-

এবঞ্চ দধীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের ও শিবি প্রভৃতি রাজগণের ব্যবহার স্মরণ করিয়া ধর্ম্মকেই সার বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। অবশ্য আমি কাশীসেবাসম্ভূত ধর্ম্মপ্রভাবে শিবকোপানল হইতে রক্ষা পাইব ইহাতে সন্দেহ নাই। যেমন লোকে করস্থ রত্ন উপেক্ষা করিয়া কাচ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ কোন সচেতন ব্যক্তিই দুর্লভ কাশীধাম লাভ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি বারাণসীতে আসিয়া অন্যত্র গমনে অভিলাষী হয়, সে অমূল্যনিধিকে পায়ে ঠেলিয়া ভিক্ষা দ্বারা ধনসঞ্চয় বাসনা করে। সংসারে সকলেই পুত্র, মিত্র, কলত্র, ক্ষেত্র ও ধন পাইয়া থাকে; কিন্তু কাশীলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যে অদৃষ্টবান্ পুরুষ, ত্রিলোকের উদ্ধরণকর্ত্রী কাশীকে লাভ করে, সেই অতুলভ অনুপম সুখসাগরে সর্ব্বদাই ভাসিয়া থাকে। সতীনাথ কোপ করিলে আমার বাহ্যতেজেরই হানি করিবেন; কিন্তু আমি কাশীবাসী হইলে আত্মজ্ঞান জন্য সুবিমল তেজ লাভ করিব। যাবৎ কাশীসেবা জন্য তেজঃপ্রকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত খদ্যোতের ন্যায় অপরাপর তেজোরাশি দীপ্তি পাইয়া থাকে। বিদিতকাশীপ্রভাব তমোনাশক সূর্য্য, এই প্রকার চিন্তা করিয়া দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়া কাশীতেই অবস্থান করিলেন; তদবধি কাশীধামে লোকার্ক, উত্তরার্ক, সাম্বাদিত্য, দ্রৌপদাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, অরুণাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য ও গঙ্গাদিত্য, এই দ্বাদশ আদিত্য কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পাপিগণ হইতে রক্ষিত হইতেছে।৩০—৪৭। কাশীবিলোকনে দিবাকরের চিত্ত লোল হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার "লোলার্ক" নাম হয়। কাশীতে দক্ষিণদিকে অসিসঙ্গমের নিকট লোকার্ক অবস্থিত আছেন, তাঁহা হইতে কাশীবাসীর সর্ব্বদাই মঙ্গল হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণমাসের রবিবারে ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে লোলার্কের বার্ষিকী যাত্রা করিলে, মানবের সকল পাপ বিদূরিত হয়। মানবের একবর্ষে যে পাপ সঞ্চয় হয়, ঐ দিনে লোলার্ক দর্শন করিলে সেই পাপ মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হয়। মানব অসিসঙ্গমে স্নান করিয়া শাস্ত্রানুসারে পিতৃ ও দেবগণের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিলে, পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং লোকার্কসঙ্গমে স্নান, দান, হোম ও দেবতার্চ্চনা প্রভৃতি যে কিছু পুণ্যকার্য্য করা হয়, সমস্তই অনন্ত ফল প্রদান করে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ঐ স্থানে ব্রাহ্মণকে দান করিলে তৎকালে কুরুক্ষেত্রে দান অপেক্ষা দশগুণ অধিক

জন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥ প্রত্যর্কবারং লোলার্কং যঃ পশ্যতি শুচিব্রতঃ। ন তস্য দুঃখং লোকেঽস্মিন্ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ ন তস্য দুঃখং নো পামা ন দদ্রুর্ন্ন বিচর্চ্চিকা। লোলার্কমর্কে যঃ পশ্যেৎ তৎপাদোদকসেবকঃ ॥ ৫৭ ॥ বারাণস্যামুষিত্বাপি যো" লোলার্কং "ন সেবতে। সেবন্তে তং নরং নূনং ক্লেশাঃ ক্ষুদ্ব্যাধিসম্ভবাঃ ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বেষাং কাশিতীর্থানাং লোলার্কঃ প্রথমং শিরঃ। ততোঽঙ্গান্যন্যতীর্থানি তজ্জলপ্লাবিতানি হি ॥ ৫৯ ॥ তীর্থান্তরাণি সর্ব্বাণি ভূমীবলয়গান্যপি। অসিসম্ভেদ-তীর্থস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৬০ ॥ সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং স্নানাদ্যৎফলমাপ্যতে ফলম্। তৎফলং সম্যগাপ্নোত নরৈর্গঙ্গাসিসঙ্গমে ॥ ৬১ ॥ নার্থবাদো-ঽয়মুদিতঃ স্তুতিবাদো ন বৈ মুনে। সত্যং যথার্থ-বাদোঽয়ং শ্রদ্ধেয়ঃ সদ্ভিরাদরাৎ ॥৬২॥ যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাদ্যত্র স্বর্গতরঙ্গিণী। মিথ্যা "তত্রানুমন্যন্তে তার্কিকাশ্চানসূয়কাঃ ॥ ৬৩ ॥ উদাহরন্তি যে মূঢ়াঃ কুতর্কবলদর্পিতাঃ। কাশ্যাং সর্ব্বেঽর্থবাদোঽয়ং তে বিট্কীটা যুগে যুগে ॥ ৬৪ ॥ কস্যচিৎ কাশিতীর্থস্য মহিম্নো মহতস্তুলাম্। নাধিরোহেন্মুনে নূনমপি ত্রৈলোক্যমণ্ডপঃ ॥ ৬৫ ॥ নাস্তিকা বেদবাহ্যাশ্চ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ। অন্ত্যজাতাশ্চ যে তেষাং পুরঃ কাশী ন বর্ণ্যতাম্ ॥৬৬॥ লোলার্ককরনিষ্টপ্তা অসিধার-দ্বিখণ্ডিতাঃ। কাশ্যাং দক্ষিণদিগ্ভাগে ন বিশেযু-র্মহামলাঃ ॥ ৬৭ ॥ মহিমানমিমং শ্রুত্বা লোলার্কস্য নরোত্তমঃ। ন দুঃখী জায়তে ক্বাপি সংসারে দুঃখ-সাগরে ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লোলার্কবর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। অথোত্তরস্যামাশায়াং কুণ্ডমর্কাখ্য-মুত্তমম্। তত্র নাম্নোত্তরার্কেণ রশ্মিমালী ব্যবস্থিতঃ ॥ তাপয়ন্ দুঃখসঙ্ঘাতং সাধূনাপ্যায়য়ন্ রবিঃ। উত্তরার্কো মহাতেজাঃ কাশীং রক্ষতি সর্ব্বদা ॥ ২ ॥

ফল লাভ করা যায়। মাঘমাসে শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে অসিগঙ্গাসঙ্গমস্থলে লোলার্কে স্নান করিলে, মানবের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিদূরিত হয়। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া প্রতি রবিবারে লোলার্ক দর্শন করে, তাহার ইহলোকে কোনরূপ দুঃখই থাকে না এবং প্রতি রবিবারে যে ব্যক্তি লোলার্কের পাদোদক সেবা করে, তাহাকে কখন দদ্রু প্রভৃতি রোগ আক্রমণ করে না। যে ব্যক্তি কাশীতে থাকিয়াও তাঁহার সেবা না করে, সে নিরন্তর ক্ষুধা ও রোগসম্ভূত ক্লেশসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। ঐ তীর্থ কাশীস্থ যাবতীয় তীর্থের শিরোভাগ। অন্যান্য তীর্থচয় ইহারই অঙ্গমাত্র; কেহই অসিসঙ্গম তীর্থের ষোড়শাংশের একাংশ যোগ্যও নহে। সমুদয় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল পাওয়া যায়, কেবল এই সঙ্গম স্থানে অবগাহন করিলেও মানব সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। হে মুনিবর! ইহাকে অর্থবাদ বা স্তুতিবাদ বলিয়া বিবেচনা করিও না; ইহা যথার্থ বাক্য বলিয়াই সাধুগণ অতি সমাদরে ইহার উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা রাখিয়া থাকেন। যেখানে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ও দেবনদী গঙ্গা বিরাজ করিতেছেন, সেই পুণ্যক্ষেত্রে আত্মাভিমানী মূঢ় তার্কিকগণই এই বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া উল্লেখ করে। তর্কবলে অহঙ্কৃত মূঢ়েরা কাশীর এই বাক্য সকলকে অর্থবাদে কল্পনা করিয়া যুগে যুগে বিষ্ঠার কীটরূপে জন্মিয়া কদাচ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। হে মুনিবর! ত্রিলোকীমণ্ডলও অপূর্ব্বমহিমায় যাহার তুলনা লাভ করিতে পারে না, সেই কাশীর মহিমা কদাচ নাস্তিক, বেদনিন্দক, অন্ত্যজাতি, অবিধিকার্য্যকারী কিংবা যাহারা শিশ্ন বা উদরের জন্য নিতান্ত লালায়িত, ইহাদিগের নিকট বর্ণন করিবে না। কাশীতে দক্ষিণদিকে পাপরাশি প্রবেশে সমর্থ হয় না; কারণ তথায় লোলার্কের অসহ্য সন্তাপ ও অসিধারার প্রখর ধার সর্ব্বদাই তাহাকে দূর করিবার জন্য উদ্যুক্ত আছে। এই লোলার্কের মহিমা, জীবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দুঃখময় সংসারে তাহার কিছুই কষ্ট থাকে না। ৫৮—৬৮।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, কাশীর উত্তরদিকে অর্ক নামক কুণ্ড আছে, তাহাতেই উত্তরার্কনামক সূর্য্য অবস্থান করেন। মহাতেজা উত্তরার্ক সুকৃতী জীবগণের দুঃখরাশি দূর করিয়া অনুপম আনন্দ বিধান

তত্রেতিহাসো যো বৃত্তস্তন্নিশাময় সুব্রত। বিপ্রঃ প্রিয়ব্রতো নাম কশ্চিদাত্রেয়বংশজঃ॥ ৩॥ আসীৎ কাশ্যাং শুভাচারঃ সদাতিথিজনপ্রিয়ঃ। ভার্য্যা শুভব্রতা তস্য বভূবাতিমনোহরা॥ ৪ ॥ ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষণরতা গৃহকর্ম্মসু পেশলা। তস্যাং স জনয়ামাস কন্যামেকাং সুলক্ষণাম্॥ ৫॥ মূলর্ক্ষপ্রথমে পাদে তথা কেন্দ্রে বৃহস্পতৌ। ববৃধে সা গৃহে পিত্রোঃ শুক্লে পক্ষে যথা শশী॥ ৬॥ সুরূপা বিনয়াচারা পিত্রোশ্চ প্রিয়কারিণী। অতীব নিপুণা জাতা গৃহোপস্করমার্জ্জনে॥ ৭ ॥ যথা যথা সমৈধিষ্ট সা কন্যা পিতৃমন্দিরে। তথা তথা পিতুস্তস্যাশ্চিন্তা সংববৃধেতরাম্॥৮॥ কস্মৈ দেয়া বরা কন্যা সুরম্যেয়ং সুলক্ষণা। অস্যা অনুগুণো লভ্যঃ ক ময়া বর উত্তমঃ॥ ৯॥ কুলেন বয়সা চাপি শীলেনাপি শ্রুতেন চ। রূপেণার্থেন সংযুক্তঃ কস্মৈ দত্ত্বা সুখং লভেৎ॥ ১০॥ ইতি চিন্তয়তস্তস্য জরোঽভূদতিদারুণঃ। যশ্চিন্তাখ্যো জরঃ পুংসামৌষধৈর্নাপি শাম্যতি॥১১॥ তন্মূলর্ক্ষবিপাকেণ চিন্তাখ্যেন জ্বরেণ চ। স বিপ্রঃ পঞ্চতাং প্রাপ্তস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বং গৃহাদিকম্॥ ১২॥ পিতর্য্যুপরতে তস্যাঃ কন্যায়াঃ সা জনন্যপি। শুভব্রতা পরিত্যজ্য তাং কন্যাং পতিমন্বগাৎ॥ ১৩॥ ধর্ম্মোঽয়ং সহচারিণ্যা জীবতাজীবতাপি বা। পত্যা সহৈব স্থাতব্যং পতিব্রতযুজা সদা॥ ১৪॥ নাপত্যং পাতি নো মাতা ন পিতা নৈব বান্ধবাঃ। পত্যুশ্চরণ-শুশ্রূষা পায়াদ্বৈ কেবলং স্ত্রিয়ম্॥ ১৫॥ সুলক্ষণাপি দুঃখার্ত্তা পিত্রোঃ পঞ্চত্বমাপ্তয়োঃ। ঔর্দ্ধদৈহিকমাপাদ্য দশাহং বিনিবর্ত্ত্য চ॥ ১৬॥ চিন্তামবাপ মহতী-মনাথা দৈন্যমাগতা। কথমেকাকিনী পিত্রা মাত্রা হীনা ভবাম্বুধেঃ॥ ১৭॥ দুস্তরং পারমাপ্স্যামি স্ত্রীত্বং সর্ব্বাভিভাবি যৎ। ন কস্মৈচিদ্ বরায়াহং পিতৃভ্যাং প্রতিপাদিতা॥ ১৮॥ তদদত্তা কথং স্বৈরমহমন্যং বরং বৃণে। বৃতোঽপি ন কুলীনশ্চেৎ গুণবান্ চ শীলবান্॥ ১৯॥ স্বাধীনোঽপি ন তত্তেন বৃতেনাপি হি কিং ভবেৎ। ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা

করত সর্ব্বদা কাশীকে রক্ষা করিতেছেন। হে মুনিবর! এই সূর্য্যসম্বন্ধীয় একটী অতীব সুন্দর ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আত্রেয়বংশসম্ভূত শুভব্রতনামক এক ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তিনি নিয়ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন; তাঁহার শুভব্রতানামিকা পত্নীও তাঁহারই অনুরূপা হইয়া পতিসেবাকে প্রধান-রূপে গণ্য রাখিয়া সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে শুভব্রতের ঔরসে মূলানক্ষত্রের প্রথম পাদে ও বৃহস্পতি কেন্দ্র-স্থিত হইলে শুভক্ষণে এক অতি সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যা উৎপন্ন হইল। সেই কন্যা পিতৃগৃহে লালিতা হইয়া শুক্লপক্ষীয় শশীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পিতামাতার প্রিয়-কারিণী হইয়া অতি নিপুণভাবে গৃহকার্য্যসকল নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। যতই তাহার বয়স অধিক হইয়া যৌবন উপস্থিত হইতে লাগিল; ততই মাতা পিতার মানস প্রবল চিন্তাস্রোতে অনিয়ত ভাসিতে লাগিল। তাহাদের সর্ব্বদাই চিন্তা—কি উপায়ে এই সুলক্ষণা কন্যার বিবাহ দিব। কুলীন, যুবা, সুশীল, বিদ্বান্, ধনী—এই প্রকার সর্ব্বগুণাধার বর ইহার উপযুক্ত; তাহার হস্তে পড়িলেই সুখভাগিনী হইতে পারিবে; কিন্তু কোথায় বা ঈদৃশ সুপাত্র মিলিবে? এই প্রকার চিন্তায় নিয়ত আসক্ত থাকায় শুভব্রত এক-দিন দারুণ জ্বরে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন; কোন ঔষধেই সে চিন্তাজ্বর উপাশান্ত হইল না। কন্যার মূলানক্ষত্রে জন্মনিবন্ধনদোষ প্রযুক্তই তিনি দারুণ চিন্তা-জ্বরে অভিভূত হইয়া গৃহ, স্ত্রী, ধন, সক-লই পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। তখন শুভব্রতা স্বামীর দেহান্ত দেখিয়া, স্নেহের কন্যাকে ভুলিয়া জগৎকে সতীধর্ম্ম শিখাইয়া তাঁহার অনুমৃতা হইলেন।১—১৩। স্বামী জীবিত বা মৃত হউন, সকল অবস্থায়ই পতিব্রতা নারী তাঁহার অনুসরণ করিয়া নিজ পরম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। পতিচরণসেবিকা স্ত্রী কদাচ বিপদ্‌গ্রস্তা হন না বলিয়া পুত্র, পিতা, মাতা বা অন্য কোন বন্ধু-রই সেই পতিব্রতার রক্ষাভার গ্রহণ করিতে হয় না। অতঃপর সেই কন্যা অতি দুঃখসহকারে মৃত পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া শোককাতরা হইয়া কোনরূপে দশদিন অতিবাহিত করিল। তখন সুলক্ষণা আপনাকে দরিদ্রা ও অনাথা দেখিয়া চিন্তাসাগরে ভাসিতে থাকিয়া ভাবিতে লাগিল যে, আমি পিতৃমাতৃহীনা একাকিনী কেমনে এ সংসার-সমুদ্র পার হইব? আমার কেহই অভিভাবক নাই, পিতামাতাও কাহারও হস্তে আমাকে অর্পণ করেন নাই, এক্ষণে অদত্তা আমি কি প্রকারেই বা নিজের ইচ্ছায় অভীষ্ট ব্যক্তির গলে বরমাল্য দিয়া তাহাকে অভিভাবক

রূপৌদার্য্যগুণান্বিতা॥ ২০ ॥ যুবভির্বহুভির্নিত্যং প্রার্থিতাপি মুহুর্মুহুঃ। ন কস্যাপি দদৌ বালা প্রবেশং নিজমানসে॥ ২১ ॥ পিত্রোরুপরতিং দৃষ্ট্বা বাৎসল্যঞ্চ তথাবিধম্। নিনিন্দ বহুধাত্মানং সংসারঞ্চ নিনিন্দ হ॥ ২২ ॥ যাভ্যামুৎপাদিতা চাহং যাভ্যাঞ্চ পরিপালিতা। পিতরৌ কুত্র তৌ যাতৌ দেহিনো ধিগনিত্যতাম্॥ ২৩॥ অহো দেহোপ্যহোহঙ্গস্থং যথা পিত্রোঃ পুরো মম। ইতি নিশ্চিত্য সা বালা বিজিতেন্দ্রিয়মানসা॥ ২৪॥ ব্রহ্মচর্য্যং দৃঢ়ং কৃত্বা তপ উগ্রং চচার হ। উত্তরার্কস্য দেবস্য সমীপে স্থিরমানসা॥ ২৫ ॥ তস্যাং তপস্যমানায়ামেকা ছাগী লঘীয়সী। তত্র প্রত্যহমাগত্য তিষ্ঠেত্তৎপুরতোহচলা॥ ২৬॥ তৃণপর্ণাদিকং কিঞ্চিৎ সায়মভ্যবহৃত্য সা। তৎকুণ্ডপীতপানীয়া স্বস্বামিসদনং ব্রজেৎ॥ ২৭॥ তত ইত্থং ব্যতীতাসু পঞ্চষাসু সমাসু চ। লীলয়া বিচরন্ দেবস্তত্র দেব্যা সহাগতঃ॥ ২৮॥ সন্নিধাবুত্তরার্কস্য তপস্যন্তীং সুলক্ষণাম্। স্থাণুবন্নিশ্চলাং স্থাণুরদ্রাক্ষীত্তপসা কৃশাম্॥ ২৯॥ ততো গিরিজয়া শম্ভুর্বিজ্ঞপ্তঃ করুণাত্মনা। বরেণানুগৃহাণেমাং বন্ধুহীনাং সুমধ্যমাম্॥ ৩০ ॥ শর্ব্বাণীগিরমাকর্ণ্য ততঃ শর্ব্বঃ কৃপানিধিঃ। সমাধিমীলিতাক্ষীং তামুবাচ বরদো হরঃ॥ ৩১॥ সুলক্ষণে প্রসন্নোহস্মি বরং বরয় সুব্রতে। চিরং খিন্নাসি তপসা কস্তেহস্তীহ মনোরথঃ॥ ৩২॥ সাপি শম্ভোর্গিরং শ্রুত্বা সুধাপীযূষবর্ষিণীম্। মহাসন্তাপশমনীং লোচনে উদমীলয়ৎ॥ ৩৩॥ ত্র্যক্ষং প্রত্যক্ষমাবীক্ষ্য বরদানোন্মুখং পুরঃ। দেবীঞ্চ বামভাগস্থাং প্রণনাম কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৪॥ কিং বৃণে ধাবদিত্থং সা চিন্তয়েচ্চাক্রমধ্যমা। তাবত্তয়া নিরৈক্ষিষ্ট বরাকী বর্করী পুরঃ॥ ৩৫॥ আত্মার্থং জীবলোকেহস্মিন্ কো ন

করিব? যদি কাহাকে বিবাহই করি, সে যদি গুণবান্ বা সৎকুলসম্ভূত না হয় কিংবা আমার মনের সহিত তাহার অনৈক্য হয়, তাহা হইলেই বা তাহাকে লইয়া কিরূপে সংসার করিব? এইরূপে সেই সর্ব্বগুণশালিনী সুলক্ষণা মহাচিন্তায় ব্যাকুলা হইয়াও প্রত্যহ অসংখ্য যুবজনের প্রার্থনা অবহেলা করিয়া কাহাকেও স্বদেহ দান করিলেন না। অকালে পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়ায় সময়ে, সময়ে নিতান্ত শোকে অধীরা হইয়া সুলক্ষণা জনক জননীর তাদৃশ স্নেহ স্মরণ করিয়া, সংসারকে অসার ভাবিয়া আপনাকে নিন্দা করিত;—হায়! আমার সেই পিতামাতা আমায় ফেলিয়া কোথায় যাইলেন; যাঁহারা আমাকে উৎপাদন করিয়া পালন করিয়াছেন? এই অনিত্য সংসার কিছুই নহে, আমার সাক্ষাতে আমার জনকজননী যে গতি লাভ করিয়াছেন, মুহূর্ত্তমধ্যে আমিও এই নশ্বর দেহ হইতে অপসারিত হইয়া সেই দশা পাইতে পারি। অতএব অনিত্য দেহ পাত করিয়া নিত্যধন ধর্ম্ম সঞ্চয় করিব। জিতেন্দ্রিয়া কুমারী সুলক্ষণা মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত উত্তরার্ক সূর্য্যের সন্নিধানে স্থিরচিত্তে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার তপস্যারম্ভের দিবস হইতে প্রত্যহ এক কৃশাঙ্গী ছাগী তথায় আসিয়া স্থিরনেত্রে তদীয় তপোব্যাপার নিরীক্ষণ করিত। ঐ ছাগবধূ তত্রত্য যে কিছু অনায়াসলভ্য তৃণ পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া সেই অর্ককুণ্ডের জল পানপূর্ব্বক পুনরায় নিজ পালকের আলয়ে গমন করিত; আবার প্রভাত হইবামাত্র সুলক্ষণার নিকট আসিয়া সেইরূপে প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিত। এইরূপে পাঁচ কিংবা ছয় বৎসর অতীত হইলে পর একদা মহেশ্বর পার্ব্বতীসহ পাদচারী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ তথায় আসিয়া উত্তরার্কের সন্নিধানে উগ্র তপস্যায় নিযুক্তা তপঃকৃশা স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলা সেই সুলক্ষণাকে অবলোকন করিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র পার্ব্বতী দয়ার্দ্রচিত্তা হইয়া অনাথাকে বরদানে অনুগৃহীত করিবার জন্য জগৎপতিকে অনুরোধ করিলেন। দয়াময় বিশ্বনাথও পার্ব্বতীর বাক্যে ও সুলক্ষণার তপস্যায় একাগ্রতা দেখিয়া বরদানাভিলাষী হইয়া কহিলেন, হে সুব্রতে সুলক্ষণে! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছি; তুমি কোন্ বস্তুর অভিলাষিণী, তাহা আমাকে বল। ১৯—৩২। মহাদেবের এই রূপ অমৃতোপম তাপদূরক বাক্য শ্রবণ করিয়া সুলক্ষণা নয়ন উন্মীলন করিলেন; তখন দেখেন—সম্মুখে তাঁহার চিরারাধ্য ধন শঙ্কর, পার্ব্বতীকে বামভাগে রাখিয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছেন। সুলক্ষণা তদ্দর্শনে কৃতাঞ্জলিভাবে নমস্কার করত ভাবিতে লাগিল, "কি বর প্রার্থনা করিব?" এমত সময়ে পুরোভাগে সেই ছাগীকে দেখিয়া

জীবতি মানবঃ। পরং পরোপকারার্থং যো জীবতি স জীবতি ॥ ৩৬ ॥ অনয়া মত্তপোবৃত্তিসাক্ষিণ্যা বহুধনেহসম্। অসেব্যহং তদেতস্যৈ বরয়ামি জগৎপতিম্ ॥ ৩৭ ॥ পরামৃশ্য মনস্যেতৎ প্রাহ ত্র্যক্ষং সুলক্ষণা। কৃপানিধে মহাদেব যদি দেয়ো বরো মম ॥ ৩৮ ॥ অজশাবী বরাকীয়ং তর্হি প্রাগনুগৃহ্যতাম্। বক্তুং পশুত্বান্নো বেত্তি কিঞ্চিন্মত্তক্তিপেশলা ॥ ৩৯ ॥ ইতি বাচং নিশম্যেশঃ পরোপকৃতিশালিনীম্। সুলক্ষণায়া নিতরাং তুতোষ প্রণতার্ত্তিহা ॥ ৪০ ॥ দেবদেবস্ততঃ প্রাহ দেবি পশ্য গিরীন্দ্রজে। সাধুনামীদৃশী বুদ্ধিঃ পরোপকরণোর্জ্জিতা ॥ ৪১ ॥ তে ধন্যাঃ সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়াশ্চ তে। যতন্তে সর্ব্বভাবেন পরোপকরণায় যে ॥ ৪৩ ॥ সক্ষয়াঃ সর্ব্ববস্তূনাং চিরং তিষ্ঠন্তি নো কচিৎ। সুচিরং তিষ্ঠতে চৈকং পরোপকরণং প্রিয়ে ॥ ৪৩ ॥ ধন্যা সুলক্ষণা চৈষা যোগ্যানুগ্রহকর্ম্মণি। ব্রূহি দেবি বরো দেয়ঃ কোহস্যৈ

পুনরায় চিন্তা করিল "এ সংসারে সকলেই নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জীবন ধারণ করিতেছে, কিন্তু যিনি পরোপকারার্থে আত্মজীবন উৎসর্গ করেন, তিনিই সার্থকজন্মা হইয়া থাকেন। এই অনাথা ছাগী আমার তপঃসাক্ষিভূতা থাকিয়া বহুকাল সেবা করিয়া আসিতেছে; আমার উচিত, ইহার জন্যই বর প্রার্থনা করা। সুলক্ষণা এইরূপ স্থির করিয়া মহাদেবকে কহিল,—হে দেব! দয়াময়! যদি আপনার আমাকে বর দিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে অগ্রে এই বরাকী ছাগীর প্রতি অনুগ্রহ করুন; কারণ এই ছাগী আমার বহুতর সেবা করিয়াছে; কিন্তু এ পশু বলিয়া কোন অভিলাষই ব্যক্ত করিতে পারে না। ভক্তভয়ভঞ্জন ভগবান্ মহেশ্বর, সুলক্ষণার নিঃস্বার্থ পরোপকারবুদ্ধি দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন,—হে দেবি! গিরিজে! একবার দেখ—সাধুব্যক্তির কিরূপ পরোপকারিণী মহতী বুদ্ধি হইয়াছে! সংসারে তাহারাই ধন্য ও সকল ধর্ম্ম তাহাদেরই করস্থ, যাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে পরোপকারের চেষ্টা পাইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! উহা ব্যতীত সঞ্চিত যাবৎ পুণ্যই চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র পরোপকাররূপ সুমহৎ পুণ্যই দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। হে দেবি! এই সুলক্ষণা সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসার পাত্রী। এক্ষণে

চ্ছাগ্যৈ চ কঃ প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। সর্ব্বসৃষ্টিকৃতাং কর্ত্তঃ সর্ব্বজ্ঞ প্রণতার্ত্তিহন্। সুলক্ষণা শ্রুতাচারা সখী মেহস্ত শুভোদ্যমা ॥ ৪৫ ॥ যথা জয়া চ বিজয়া যথা চৈব জয়ন্তিকা। শুভানন্দা সুনন্দা চ কৌমুদী চ যথোর্ম্মিলা ॥ ৪৬ ॥ যথা চম্পকমালা চ যথা মলয়বাসিনী। কর্পূরতিলকা যদ্বৎ গন্ধধারা যথা শুভা ॥ ৪৭ ॥ অশোকা চ বিশোকা চ যথা মলয়গন্ধিনী। যথা চন্দননিশ্বাসা যথা মৃগমদোত্তমা ॥ ৪৮ ॥ যথা চ কোকিলালাপা যথা মধুরভাষিণী। গদ্যপদ্যনিধির্যদ্বদনুকূলা যথা চ সা ॥ ৪৯ ॥ দৃগঞ্চলেঙ্গিতজ্ঞা চ যথা কৃতমনোরথা। গানচিত্তহরা যদ্বত্তথাস্ত্বেষা সুলক্ষণা ॥ ৫০ ॥ অতিপ্রিয়া ভবিত্রী মে গন্ধালব্রহ্মচারিণী। অনেনৈব শরীরেণ দিব্যাবয়বভূষণা ॥ ৫১ ॥ দিব্যাম্বরা দিব্যগন্ধা দিব্যজ্ঞানসমন্বিতা। সময়া মাং সদেবাস্তাং চঞ্চচ্চামরধারিণী ॥ ৫২ ॥ এষাপি কাশিরাজস্য কুমার্য্যস্ত্বিহ বর্করী। অত্রৈব ভোগান্ সম্প্রাপ্য মুক্তিং প্রাপ্স্যত্যনুত্তমাম্ ॥ ৫৬ ॥ অনয়া ত্বর্ককুণ্ডেহস্মিন্ পুষ্যে মাসি রবেদিনে ॥ স্নাতং হ্যনুদিতে সূর্য্যে

ইহাকে এবং ছাগীকে কোন্ বর দিয়া সন্তোষ বিধান করিব, তাহা তুমি বল। ৩৩—৪৪। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে সৃষ্টিকর্ত্তৃগণেরও বিধাতঃ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে ভক্তার্ত্তিহারিন্! এই সুলক্ষণা আমার সখীরূপে পরিগণিতা হউক। কর্পূরতিলকা, গন্ধধারা, অশোকা, বিশোকা, মলয়গন্ধিনী, চন্দননিশ্বাসা, মৃগমদোত্তমা, কোকিলালাপা, মধুরভাষিণী, গদ্যপদ্যনিধি, অনুকূলা, দৃগঞ্চলেঙ্গিতজ্ঞা কৃতমনোরথা ও গানচিত্তহরা প্রভৃতি সখীগণ হইতে যেমন আমি সর্ব্বদা আনন্দ পাইয়া থাকি বলিয়া উহাদিগকে অতিশয় ভালবাসি, সেইরূপ এই সুলক্ষণাও আমার প্রীতিপাত্রী হউক। সুলক্ষণা বাল্যাবধি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে বলিয়া এই পার্থিবশরীরেই দিব্য বসন, দিব্য ভূষণ, দিব্য গন্ধ ও দিব্য মাল্য পরিধান করিয়া দিব্যজ্ঞানবতী হইয়া চিরকাল আমার সহচরী হইয়া থাকুক এবং এই ছাগসুতা কাশীরাজসুতারূপে জন্মলাভ করিয়া মর্ত্ত্যধামে শ্রেষ্ঠ বিষয়সুখ ভোগ করিয়া চরমসময়ে নিত্যানন্দময় নির্ব্বাণপদ লাভ করুক। হে দেব! কাশীপতে! এই ছাগী পৌষমাসের রবিবারে দারুণ শীতজন্য ক্লেশ সহ্য করিয়া সূর্য্যোদয় না হইতেই এই অর্ককুণ্ডে স্নান করিয়াছে, সেই পুণ্যে আমার বর

শীতাদক্ষুব্ধচিত্তয়া ॥ ৫৪ ॥ রাজপুত্রী ততঃ পুণ্যাদিষ্টৈব শুভলোচনা। বরদানপ্রভাবেণ তব বিশ্বেশ্বর প্রভো ॥ ৫৫ ॥ বর্করীকুণ্ডমিত্যাখ্যা স্বর্ক-কুণ্ডস্ত জায়তাম্। এতস্যাঃ প্রতিমা পূজ্যা ভবিষ্যত্যত্র মানবৈঃ ॥ ৫৬ ॥ উত্তরার্কস্য দেবস্য পুষ্যে মাসি রবের্দিনে। কার্য্যা সাংবৎসরী যাত্রা নভৈঃ কাশীকলেপস্ভিঃ ॥ ৫৬ ॥ মৃড়াস্থাভিহিতং সর্ব্বং কৃতৈতদ্বিশ্বগো বিভুঃ। বিশ্বনাথো বিবেশাথ প্রাসাদং স্বমতর্কিতঃ ॥ ৫৮ ॥ স্কন্দ উবাচ। লোলার্কস্য চ মাহাত্ম্যমুত্তরার্কস্য চ দ্বিজ। কথিতং তে মহাভাগ সাম্বাদিত্যং নিশাময় ॥ ৫৯ ॥ শ্রুত্বৈতৎ পুণ্যমা-খ্যানং শুভং লোলোত্তরার্কয়োঃ। ব্যাধিভির্নাভি-ভূয়েত ন দারিদ্র্যেণ বাধ্যতে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উত্তরার্কবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। শৃণুষ মৈত্রাবরুণে দ্বারবত্যাং যদূদ্বহঃ। দানবানাং বধার্থায় ভুবো ভারাপনু-ত্তয়ে ॥ ১ ॥ আবিরাসীৎ স্বয়ং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ত্ম-প্রতাপবান্। বাসুদেবো জগদ্ধাম দেবক্যাং বসু-দেবতঃ ॥ ২ ॥ সাশীতিলক্ষং তস্যাসন্ কুমারা অর্কবর্চসঃ। স্বর্গেঽপি তাদৃশা বালাঃ সুশীলা ন হি কুম্ভজ ॥ ৩ ॥ অতীব রূপসম্পন্না অতীব সুমহাবলাঃ। অতীব শস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞা অতীব শুভলক্ষণাঃ ॥ ৪ ॥ তাং দ্রষ্টুং মানসঃ পুত্রো ব্রহ্মণস্তপসাং নিধিঃ। কৃতবল্কলকৌপীনো ধৃতকৃষ্ণা-জিনাম্বরঃ ॥ ৫ ॥ গৃহীতব্রহ্মদণ্ডশ্চ ত্রিবৃন্মৌঞ্জীসুমে-খলঃ। উরস্থলস্থতুলসীমালয়া সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৬ ॥ গোপীচন্দননির্য্যাসলসদঙ্গবিলেপনঃ। তপসা কৃশসর্ব্বাঙ্গো মূর্ত্তো জ্বলনবজ্জ্বলন্ ॥ ৭ ॥ আজ-গামাম্বরচরো নারদো দ্বারকাং পুরীম্। বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মাণাং জিতস্বর্গপুরীশ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা নারদং সর্ব্বে বিনম্রতরকন্ধরাঃ। প্রবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জ-লয়ঃ প্রণেমুর্বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥ ৯ ॥ সাম্বঃ স্বরূপসৌন্দর্য্য-গর্ব্বসর্বস্ব মোহিতঃ। ন ননাম মুনিং তত্র হসংস্ত-দ্রূপসম্পদম্ ॥ ১০ ॥ সাম্বস্য তমভিপ্রায়ং বিজ্ঞায়

প্রভাবে কাশীরাজের স্নেহময়ী, কন্যা হইয়া জন্ম-লাভ করুক। হে নাথ! অদ্যাবধি এই কুণ্ডের নাম "বর্করীকুণ্ড" হউক এবং সংসারে এই ছাগী সকলের পূজ্যা হউক। পৌষমাসের রবিবারে কাশীস্থ ব্যক্তিমাত্রেই ভক্তিভাবে এই কুণ্ডে উত্তরার্কদেবের যাত্রা করুক। কর্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য! এই তোমার নিকট লোলার্ক ও উত্তরার্কের মহিমা বর্ণন করিলাম; অতঃপর সাম্বাদিত্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিবর! যে ব্যক্তি অর্কদ্বয়ের পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করে, তাহার কখন ব্যাধিভয় বা দারিদ্র-নিবন্ধন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। ৪৫—৬০।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে মৈত্রাবরুণে! শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যদুকুলে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে, অগ্নির ন্যায় অতি তেজস্বী স্বয়ং দেব বাসুদেব, দৈত্যনাশ দ্বারা ভূমণ্ডলের ভারহরণার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে মুনিবর! সূর্য্যবৎ অতি তেজঃশালী সেই ভগবান্ বাসুদেবের, স্বর্গবাসী অপেক্ষাও অধিক সুশীল, অতি মনোহর সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, অতিশয় বীর ও বলবান্, কল্যাণ-সূচক সুলক্ষণ-সমন্বিত অনেকানেক শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ অশীতিলক্ষসংখ্যক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন ব্রহ্মতনয় তপোনিধি গগনচারী দেবর্ষি নারদ, বাসুদেবতনয়-সন্দর্শনার্থ, বিশ্বকর্ম্মার কৌশল-ময় শিল্পের ফলস্বরূপা, স্বর্ণপুরী অপেক্ষাও সৌন্দর্য্য-শালিনী দ্বারকাতে আগমন করিলেন। বল্কলের কৌপীন তাঁহার পরিধান; কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্মাম্বর তাঁহার গাত্রে শোভিতেছে; তাঁহার হস্তে ব্রহ্মদণ্ড, মুঞ্জানির্ম্মিত সূত্র তাঁহার কটিতে বদ্ধ ছিল; বক্ষঃ-স্থলধৃত তুলসী মালায় শরীর ভূষিত, গোপীচন্দনে দেহ চর্চ্চিত, অতি দীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণে শরীর কৃশ ও তিনি মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্য-মান দেখাইতেছিলেন। যাদবতনয়েরা তক্ষণ দেবর্ষি নারদকে সন্দর্শন করিয়া, বিনয়সহকারে অংসদেশ অবনত ও মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া অতিশয় নম্রতাসহকারে নমস্কার করিলেন। তাঁহা-দের মধ্যে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা দেহশোভায় অতি অহঙ্কারী সাম্ব, নারদের সৌন্দর্য্যসম্পৎকে উপহাস করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না। ১—১০।

স মহামুনিঃ। বিবেশ সুমহারম্যং নারদঃ কৃষ্ণমন্দিরম্ ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণোহথ দৃষ্ট্বাগচ্ছন্তং প্রত্যুদ্গম্য চ নারদম্। মধুপর্কেণ সম্পূজ্য স্বাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ ১২ ॥ কৃত্বা কথা বিচিত্রাংশ্চ তত একান্তবর্ত্তিনঃ। কৃষ্ণস্য কর্ণেঽকথয়ন্নারদঃ সাম্ব-চেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥ অবশ্যং কিঞ্চিদত্রাস্তি যশোদা-নন্দবর্দ্ধন। প্রায়শস্তন্ন ঘটতেঽসম্ভাব্যং নাথবা স্ত্রিয়াম্ ॥ ১৪ ॥ যূনাং ত্রিভুবনস্থানাং সানন্দোঽতীব সুরূপবান্। স্বভাবচঞ্চলাক্ষীণাং চেতোবৃত্তিঃ সু-চঞ্চলা ॥ ১৫ ॥ অপেক্ষন্তে ন মুগ্ধাক্ষ্যঃ কুলং শীলং শ্রুতং ধনম্। রূপমেব সমীক্ষন্তে বিষমেষুবিমো-হিতাঃ ॥ ১৬ ॥ অথবা বিদিতং নো তে বল্লবীনাং বিচেষ্টিতম্। বিনাষ্টৌ নায়িকাঃ কৃষ্ণ কাময়ন্তে-ঽবলা অমুম্ ॥ ১৭ ॥ বামভ্রুবাং স্বভাবাচ্চ নারদস্য চ বাক্যতঃ। বিজ্ঞাতাখিলবৃত্তান্তস্তথ্যং কৃষ্ণোঽপ্য-মন্যত ॥ ১৮ ॥ তাবদ্ধৈর্য্যং চলাক্ষীণাং তাবচ্চেতো-বিবেকিতা। যাবন্নার্থী বিবিক্তস্থো বিবিক্তেঽর্থিনি নান্যথা ॥ ১৯ ॥ ইত্থং বিবেচয়ংশ্চিত্তে কৃষ্ণঃ ক্রোধ-নদীরয়ম্। বিবেকসেতুনাস্তভ্য নারদং প্রাহিণোৎ সুধীঃ ॥ ২০ ॥ সাম্বস্য বৈকৃতং কিঞ্চিৎ কচিৎ কৃষ্ণো ন বৈক্ষত। গতে দেবমুনৌ তস্মিন্ বীক্ষমাণো-ঽপ্যহর্নিশম্ ॥ ২১ ॥ কিয়ত্যপি গতে কালে পুনর-প্যাযযৌ মুনিঃ। মধ্যে লীলাবতীনাঞ্চ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণ-মবস্থিতম্ ॥ ২২ ॥ বহিঃ ক্রীড়ন্তমাহূয় সাম্বমিত্যাহ নারদঃ। যাহি কৃষ্ণান্তিকং তূর্ণং কথয়াগমনং মম ॥ ২৩ ॥ সাম্বোঽপি যামি নো যামি ক্ষণমিত্থমচিন্তয়ৎ। কথং রহঃস্থং পিতরং যামি স্ত্রৈণসখং প্রতি ॥ ২৪ ॥ ন যামি চ কথং বাক্যাদস্যাহং ব্রহ্মচারিণঃ। জ্বল-দঙ্গারসঙ্কাশস্ফুরৎসর্ব্বাঙ্গতেজসঃ ॥ ২৫ ॥ প্রণমৎসু কুমারেষু ব্রীড়িতোঽহং মর্য্যেকদা। ইদানীমপি নো যায়ামস্য বাক্যান্মহামুনেঃ ॥ ২৬ ॥ অত্যাহিতং ভবত্যত্রৈহ তদাগোদ্বয়দর্শনাৎ। পিতুঃ কোপোঽপি

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, সাম্বের সেই মনোভাব জানিতে পারিলেন এবং কিছু ব্যক্ত না করিয়া ধীরভাবে কৃষ্ণের মন্দিরাভ্যন্তরে গমন করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব, নারদকে আসিতে দেখিয়া অতি আদরের সহিত প্রত্যুত্থান (অভ্যর্থনা) করিলেন এবং মধু-পর্ক দ্বারা পূজা করণানন্তর আসনে উপবেশন করাইলেন। বাসুদেবের সহিত অনেকানেক কথোপকথনের পর যখন নারদ দেখিলেন যে ভগবানের সন্নিকটে আর কেহই নাই, তখন এই প্রকারে সাম্বের কার্য্য তাঁহাকে জানা-ইলেন ;— "হে যশোদানন্দদায়িন্! সাম্বের চরিত্র ও সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া বোধ হইতেছে, ঐ সাম্ব হইতে নিশ্চয়ই, নিতান্ত সম্ভব হইলেও সকল সাধ্বী স্ত্রীগণের ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; কারণ নারীগণ কুল, শীল, বিদ্যা ও ধনের অপেক্ষা না করিয়া কাম-বিমোহিত হইয়া কেবল রূপেরই পক্ষপাতিনী হয়। এই ত্রিলোকীমধ্যে সাম্বই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও হরিণ লোচনাগণও স্বভাবত চঞ্চলহৃদয় হইয়া থাকে। হে নাথ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনার প্রধান আটটী মহিষী ব্যতিরিক্ত সমস্ত যাদবললনা-গণ এই সাম্বের রূপে মোহিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নারদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও স্ত্রীলোকের চঞ্চলচিত্ততা ভাবিয়া, উহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যে পর্য্যন্ত স্বপ্রণয়াভিলাষ পুরুষের সহিত নির্জ্জনে একত্রবাস না হয়, তাবৎই স্ত্রীগণের ধৈর্য্য ও মৌখিক বিবেকশক্তি থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বিবেচনা করিয়া বিবেক-রূপ সেতু বাঁধিয়া ক্রোধরূপ নদীর প্রবল বেগ রোধ করিয়া নারদকে বিদায় প্রদান করিলেন। দেব-র্ষির গমনের পর প্রভু নানা অনুসন্ধানেও সাম্বের কোনরূপ দোষ দেখিতে পাইলেন না। কিছুকাল অতীত হইলে পর দেবর্ষি নারদ পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন। তিনি, তৎকালে ভগবান্ ক্রীড়াপরায়ণা যাদববধূগণের সহিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত আছেন জ্ঞাত হইয়া, বহির্দ্দেশে ক্রীড়ায় ব্যাপৃত সাম্বকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃষ্ণসমীপে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। ১১—২৩। "স্ত্রীগণপরিবৃত নির্জ্জনস্থিত পিতার নিকট গমন করা উচিত হয় না ; পুনশ্চ ব্রহ্মচারী দেবর্ষির বাক্য অবহেলনই বা কি প্রকারে করি ?" এইরূপ চিন্তা তৎকালে সাম্বের মনকে বিচলিত করিল। "দেবর্ষির সমুদয় অঙ্গই জ্বলদঙ্গারবৎ অতিশয় তেজঃশালী বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে আর একদিন দেবর্ষি দ্বারকায় আগমন করিয়াছিলেন ; সেই দিন যদুবংশের সকল তনয়ে-রাই ইঁহাকে প্রণাম করে, আমি তাহা করি নাই। এই পূর্ব্বকৃত অপরাধের উপর, আবার এখন যদি পিতার নিকট না যাইয়া দেবর্ষির আদেশ অমান্য করি, তবে আমার এই দুইটী বিষম অপরাধ দেখিয়া নিশ্চয়ই আমার বিষম অনিষ্ট করিবেন।

স্মৃত্যাখ্যো ময়ি নো ব্রাহ্মণস্য তু ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মকোপাগ্নি-নির্দগ্ধাঃ প্ররোহন্তি ন জাতুচিৎ। অপরাগ্নিবিনির্দগ্ধা রোহন্তে দাবদগ্ধবৎ ॥ ২৮ ॥ ইতি ধ্যাত্বা ক্ষণং সাম্বোঃ বিশদন্তঃপুরং পিতুঃ। মধ্যেস্ত্রৈণসস্তং কৃষ্ণং যাবজ্জাম্ববতীসুতঃ ॥ ২৯ ॥ দূরাৎপ্রণম্য বিজ্ঞপ্তিং স চকার সশঙ্কিতঃ। তাবত্তমনুগচ্ছচ্চ নারদঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥ সসম্ভ্রমোঽথ কৃষ্ণোঽপি দৃষ্ট্বা সাম্বঞ্চ নারদম্। সমুত্তস্থৌ পরিদধৎপীতকৌশেয়মম্বরম্ ॥ ৩১ ॥ উত্থিতে দেবকীসূনৌ তাঃ সর্ব্বা অপি গোপিকাঃ। বিলজ্জিতাঃ সমুত্তস্থুর্গৃহীত্বাঃ স্বং স্বমম্বরম্ ॥ ৩২ ॥ মহার্হশয়নীয়ে তং হস্তে ধৃত্বা মহামুনিম্। সমুপাবেশয়ৎ কৃষ্ণঃ সাম্বশ্চ ক্রীড়িতুং যযৌ ॥ ৩৩ ॥ তাসাং স্খলিতমালোক্য তিষ্ঠন্তীনাং পুরো মুনিঃ। কৃষ্ণলীলাদ্রবীভূতবরাঙ্গানাং জগৌ হরিম্ ॥৩৪॥ পশ্য পশ্য মহাবুদ্ধে দৃষ্ট্বা জাম্ববতীসুতম্। ইমাঃ স্খলিতামাপন্নাস্তদ্রূপক্ষুব্ধচেতসঃ ॥ ৩৫ ॥ কৃষ্ণোঽপি সাম্বমাহূয় সন্তৈবাশপৎসুতম্। সর্ব্বা জাম্ববতীতুল্যাঃ পশ্যন্তমপি দুর্ব্বিধেঃ ॥ ৩৬ ॥ যস্মাত্তদ্রূপমালোক্য গোপাল্যঃ স্খলিতা ইমাঃ। তস্মাৎ কুষ্ঠী ভব ক্ষিপ্রমকাণ্ডাগমনেন চ ॥ ৩৭ ॥ বেপমানো মহাব্যাধিভয়াৎ সাম্বোঽপি দারুণাৎ। কৃষ্ণং প্রসাদয়ামাস বহুশঃ শাপশান্তয়ে ॥ ৩৮ ॥ কৃষ্ণোঽপ্যনেনসং জানন্ সাম্বং স্বসুতমৌরসম্। অব্রবীৎ কুষ্ঠমোক্ষায় ব্রজ বৈশ্বেশ্বরীং পুরীম্ ॥ ৩৯ ॥ তত্র ব্রধ্নং সমারাধ্য প্রকৃতিং স্বামবাপ্স্যসি। মহৈনসাং ক্ষয়োঽন্যত্র নাস্তি বারাণসীং বিনা ॥ ৪০ ॥ যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাদ্যত্র স্বর্গাপগা চ সা। যেষাং মহৈনসাং দৃষ্টা মুনিভির্নৈব নিষ্কৃতিঃ। তেষাং বিশুদ্ধিরস্ত্যেব প্রাপ্য বারাণসীং পুরীম্ ॥ ৪১ ॥ ন কেবলং হি পাপেভ্যো বারাণস্যাং বিমুচ্যতে।

এরূপ সময়ে পিতার নিকট গমন করিলে, তাঁহার ক্রোধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু তাহাও আমার এক্ষণে শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে ; কিন্তু ব্রহ্মকোপাগ্নিতে পড়িলে আমার উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ শাস্ত্রেই বলে যে, যে কুল ব্রাহ্মণের কোপাগ্নিতে পতিত হয়, তাহাতে কখনই অঙ্কুর হয় না ; কিন্তু দাবানলদগ্ধ বনে যেমন পুনর্ব্বার অঙ্কুর হইবার সম্ভবনা থাকে, তদ্রূপ অপর ব্যক্তির কোপদগ্ধ কুলে অঙ্কুর কখন হইলেও হইতে পারে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সাম্ব পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। সাম্ব, ভীতচিত্তে পিতৃমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রীগণপরিবৃত ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করত দেবর্ষির আগমন সংবাদ জানাইবেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি স্বকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সাম্বের পশ্চাতেই কৃষ্ণসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ নারদকে আসিতে দেখিয়া সম্ভ্রমসহকারে নিজ পরিধেয় পীত বসনাদি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণপত্নীগণ স্বামীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই সাতিশয় লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব বস্ত্র যথাস্থানে নিবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ দেবকীনন্দন সমাদর করিয়া দেবর্ষির হস্তধারণ পূর্ব্বক স্বীয় মহামূল্য শয্যায় বসাইলেন। তদ্দর্শনে সাম্ব অবনতমস্তকে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজ ক্রীড়াস্থানে উপস্থিত হইলেন। মহামুনি নারদ কৃষ্ণলীলাবশে দ্রবীভূতা সেই কৃষ্ণপত্নীগণের তাঁদৃশ [illegible] ভাব বুঝিতে পারিয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে নারায়ণ! আমি পূর্ব্বে সাম্ববিষয়ক যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য কিনা দেখুন। এক্ষণে সাম্বের অসামান্য রূপ দর্শনেই এই যাদবললনাদের হৃদয়ে জননীবিরুদ্ধ লজ্জাভাব আশ্রয় করিয়াছে। বাসুদেব, দেবর্ষির বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া সহসা সাম্বকে আহ্বান করিয়া ক্রোধে শাপ দিলেন ; কিন্তু এ বিষয়ে সাম্ব বাস্তবিকই নির্দ্দোষ, কারণ বাসুদেবস্ত্রীসমূহকে তিনি তখন স্বীয় মাতা জাম্ববতীর মতই দেখিতেছিলেন। ভগবান্ সাম্বকে অভিসম্পাত করিলেন যে "সাম্ব! যেমন তোমার অসময়ে আগমনজনিত দুষ্কার্য্যের নিমিত্ত তোমার মাতৃবর্গ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিচলিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি এই মুহূর্ত্তেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হও।" এইরূপ ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত শুনিয়া কুষ্ঠব্যাধিভয়ে সাম্বের শরীর কম্পমান হইল এবং পাপশমনের নিমিত্ত তিনি ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন। স্বতনয় সাম্বকে কার্য্যতঃ নির্দ্দোষ জানিয়া ভগবান্ তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিতা বারাণসীতে যাইতে বলিলেন, এবং বলিলেন,—মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ বারাণসী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে হইতে পারে না বলিয়া, তথায় গমন করিয়া বিহিতরূপে সূর্য্যের উপাসনা করিলে শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। যাহা হইতে উদ্ধারের উপায় মুনিগণও চিন্তা করিয়া আনিতে পারেন না যথায় সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গা নিয়ত বিরাজ

প্রাকৃতেভ্যোঽপি পাপেভ্যো মুচ্যতে শঙ্করাজ্ঞয়া॥ ৪২॥ পুরা পুরারিণা সৃষ্টমবিমুক্তং বিমুক্তয়ে। সর্ব্বেষামেব জন্তুনাং কৃপয়ান্তে তনুত্যজাম্॥ ৪৩॥ তত্রানন্দবনে শম্ভোস্তব শাপনিরাকৃতিঃ। সাম্ব তত্ত্বরিতং যাহি নান্যথা শাপনির্বৃতিঃ॥ ৪৪॥ ততঃ কৃষ্ণং সমাপৃচ্ছ্য কর্ম্মনির্মুক্তচেষ্টিতঃ। নারদঃ কৃতকৃত্যঃ সন্ যযাবাকাশবর্ত্মনা॥ ৪৫॥ সাম্বো বারাণসীং প্রাপ্য সমারাধ্যাংশুমালিনম্। কুণ্ডং তৎপৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নিজাং প্রকৃতিমাপ্তবান্॥ ৪৬॥ সাম্বাদিত্যস্তদারভ্য সর্ব্বব্যাধিহরো রবিঃ। দদাতি সর্ব্বভক্তেভ্যোঽনাময়াঃ সর্ব্বসম্পদঃ॥৪৭॥ সাম্বকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা রবিবারেঽরুণোদয়ে। সাম্বাদিত্যঞ্চ সম্পূজ্য ব্যাধিভির্নাভিভূয়তে॥ ৪৮॥ ন স্ত্রী বৈধব্যমাপ্নোতি সাম্বাদিত্যস্য সেবনাৎ। বন্ধ্যা পুত্রং প্রসূয়েত শুদ্ধরূপসমন্বিতম্॥ ৪৯॥ শুক্লায়াং দ্বিজ সপ্তম্যাং মাঘে মাসি রবের্দিনে। মহাপর্ব্ব সমাখ্যাতং রবিপর্ব্বসমং শুভম্॥ ৫০॥ মহারোগাৎ প্রমুচ্যেত তত্র স্নাত্বারুণোদয়ে। সাম্বাদিত্যং প্রপূজ্যাপি ধর্ম্মমক্ষয়মাপ্নুয়াৎ॥ ৫১॥ সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে যৎ পুণ্যং রাহুদর্শনে। তৎপুণ্যং রবিসপ্তম্যাং মাঘে কাশ্যাং ন সংশয়ঃ॥৫২॥ মধৌ মাসি রবের্বারে যাত্রা সাংবৎসরী ভবেৎ। অশোকৈস্তত্র সম্পূজ্য কুণ্ডে স্নাত্বা বিধানতঃ॥ ৫৩॥ সাম্বাদিত্যং নরো জাতু ন শোকৈরভিভূয়তে। সংবৎসরকৃতাৎ পাপাদ্বহির্ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ৫৪॥ বিশ্বেশাৎ পশ্চিমাশায়াং সাম্বেনাত্র মহাত্মনা। সম্যগারাধিতা মূর্ত্তিরাদিত্যস্য শুভপ্রদা॥ ৫৫॥ ইমং ভবিষ্যা তন্মূর্ত্তিরগস্তে তৎপুরোঽর্কর্থ। তামভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য কৃত্বাষ্টৌ চ প্রদক্ষিণাঃ। নরো ভবতি নিষ্পাপঃ কাশীবাসফলং লভেৎ॥ ৫৬॥ সাম্বাদিত্যস্য মাহাত্ম্যং কথিতং তে মহামতে।

করিতেছেন, তথায় এমন সকল পাপও অনায়াসে প্রশমিত হয়। কেবলমাত্র স্বয়ং যে সকল পাপ করা যায়, তাহা হইতেই যে বারণসীতে উদ্ধার পাওয়া যায়, এমন নহে বিশ্বেশ্বরের প্রজ্ঞাপ্রভাবে তথায় প্রাণিগণ স্বভাবকার্য্য পাপময় সংসার হইতেও উদ্ধার হয় ও হইতেছে। মৃত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত কৃপাপরবশ ভগবান্ পুরারি পুরাকালে সেই বারাণসীক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে জীব সেইস্থানে দেহত্যাগ করে, তাহার আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। অতএব হে সাম্ব! তুমি মহাদেবের আনন্দবন বারাণসীধামেই এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, শীঘ্র তথায় প্রস্থান কর; বারাণসী ব্যতীত অন্য কোথাও তোমার পাপ শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল প্রকার শুভাশুভ কার্য্য হইতে বিরত, কৃতকার্য্য নারদও কৃষ্ণের আদেশ গ্রহণ করিয়া গগনপথে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সাম্ব বারাণসীতে আগমন করিলেন। তথায় একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং শাপ হইতে সম্পূর্ণরূপ উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন। বারাণসীস্থিত, সাম্ব কর্ত্তৃক উপাসিত সাম্বাদিত্যনামক সূর্য্যবিগ্রহ তৎকাল হইতে সমস্ত উপাসকবৃন্দকে সর্ব্বপ্রকার বিপদশূন্য ঐশ্বর্য্য দিয়া আসিতেছেন। যে ব্যক্তি রবিবারে অরুণোদ কালে সাম্বকুণ্ডে স্নান করিয়া ভক্তিভাবে সাম্বাদিত্যের পূজা করে, সে কখনও রোগাক্রান্ত হয় না। যে নারী তাঁহার সেবা করে, সে কখনও বিধবা হয় না এবং বন্ধ্যা স্ত্রীও ইঁহার উপাসনা করিলে সচ্চরিত্র সুন্দর ও গুণবান্ পুত্রলাভ করিতে পারে। হে দ্বিজ! শাস্ত্র বলে—মাঘমাসে শুক্লপক্ষের সপ্তমী রবিবারে হইলে, মঙ্গলকর সূর্য্যগ্রহণ তুল্য একটী মহা পর্ব্বদিন হয়। তদ্দিবসে অরুণোদয়কালে সাম্বকুণ্ডে স্নানানন্তর সাম্বাদিত্যকে যিনি অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অতি উৎকট রোগ শান্তি হয় এবং তিনি বিপুল ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যও লাভ করিতে সক্ষম হন। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে পুণ্যজলাশয়ে স্নান করিলে, মানব যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, মাঘ মাসে সপ্তমী তিথিতে কাশীধামে সাম্বকুণ্ডে স্নান করিলেও সেই পুণ্যসঞ্চয় হয়। মাঘমাসের রবিবারে সেই সাম্বকুণ্ডের সাংবৎসরিক উৎসব হয়; যে মনুষ্য সেই দিবসে সাম্বকুণ্ডে স্নান করত অশোকপুষ্প দ্বারা সাম্বাদিত্যের পূজা করে, সে কখনই দুঃখে পতিত হয় না; পরন্তু সেই ক্ষণেই তাহার সংবৎসরকৃত পাপ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। মহাত্মা সাম্ব বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে সম্যক্‌প্রকারে সূর্য্যদেবের পূজা করেন। হে অগস্ত্য! আমি তোমার নিকট এই আদিত্যবিগ্রহের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ইঁহাকে উপাসনা করিলে, প্রণাম করিলে ও আটবার প্রদক্ষিণ করিলে মনুষ্যের সকল পাপ নষ্ট হয়, এবং সমগ্র কাশীবাসের ফললাভ হয়। হে মহামুনে! তৎসমীপে এই সাম্বাদিত্যের মাহাত্ম্য

যস্তত্রাপি নরো জাতু যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ৫৭ ॥ ইদানীং দ্রৌপদাদিত্যং কথয়িষ্যামি তেঽনঘ। তথা দ্রৌপদ আদিত্যঃ সংসেব্যো ভক্তসিদ্ধিদঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাম্বাদিত্যমাহাত্ম্যকথনং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। পারাশর্য্য মুনে ব্যাস কুমারঃ কুম্ভজন্মনে। যদাবদৎ কথামেতাং তদা ক্ব দ্রুপদাত্মজা ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ। পুরাণসংহিতাং সূত জানাতে ত্রৈকালিকীং কথাম্। সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যো যতস্তদ্গোচরোঽখিলম্ ॥ ২ ॥ স্কন্দ উবাচ। আকর্ণয় মুনে পূর্ব্বং পঞ্চবক্ত্রো হরঃ স্বয়ম্। পৃথিব্যাং পঞ্চধা ভূত্বা প্রাদুরাসীজ্জগদ্ধিতঃ ॥ ৩ ॥ উমাপি চ জগদ্ধাত্রী দ্রুপদস্য মহীভুজঃ। যজ্ঞতো বহ্নিকুণ্ডাচ্চ প্রাদুশ্চক্রেঽতিসুন্দরী ॥ ৪ ॥ পঞ্চাপি পাণ্ডুতনয়াঃ সাক্ষাদ্রুদ্রবপুর্ধরাঃ। অবতেরুরিহ স্বর্গাদ্দুষ্টসংহারকারকাঃ ॥ ৫ ॥ নারায়ণোঽপি কৃষ্ণত্বং প্রাপ্য তৎসাহচর্য্যকৃৎ। উদ্বৃত্তবৃত্তশমনঃ সদ্বৃত্তস্থিতিকারকঃ ॥ ৬ ॥ প্রতপন্তঃ পৃথিব্যাং তে পার্থাশ্চৈকঃ পৃথক্ পৃথক্। উদয়াস্তুদয়ৌ তস্মিন্ সম্পদাং বিপদামপি ॥ ৭ ॥ কদাচিৎ তে মহাবীরা ভ্রাতৃব্যপ্রতিপাদিতাম্। বিপত্তিমাপ্য মহতীং বভূবুঃ কাননৌকসঃ ॥ ৮ ॥ পাঞ্চাল্যপি চ তৎপত্নী পতিব্যসনতাপিতা। ধর্ম্মজ্ঞা প্রাপ্য তত্বজ্ঞী ব্রধ্নমারাধয়দ্ভৃশম্ ॥ ৯ ॥ আরাধিতোঽথ সবিতা তয়া দ্রুপদকন্যয়া। সদর্ব্বীং সপিধানাঞ্চ স্থালিকামক্ষয়াং দদৌ ॥ ১০ ॥ উবাচ চ প্রসন্নাত্মা ভাস্করো দ্রুপদাত্মজাম্। আরাধয়ন্তীং ভাবেন সর্ব্বত্র শুচিমানসাম্ ॥ ১১ ॥ স্থাল্যেতয়া মহাভাগে যাবন্তোঽন্নার্থিনো জনাঃ। তাবন্তস্তৃপ্তিমাপ্স্যন্তি যাবচ্চ ত্বং ন ভোক্ষ্যসে ॥ ১২ ॥ ভুক্তায়াং ত্বয়ি রিক্তৈষা পূর্ণভক্ত্যা ভবিষ্যতি। রসবদ্ব্যঞ্জননিধিরিচ্ছাভক্ষ্যপ্রদায়িনী ॥ ১৩ ॥ ইত্থং বরস্তয়া লব্ধঃ কাম্যামাদিত্যতো মুনে। অপরশ্চ বরো দত্তস্তস্যৈ দেবেন ভাস্বতা ॥ ১৪ ॥ রবিরুবাচ। বিশ্বেশাদ্দক্ষিণে ভাগে যো মাং তৎপুরতঃ স্থিতম্। আরাধয়িষ্যতি নরঃ ক্ষুদ্বাধা তস্য নশ্যতি ॥ ১৫ ॥

কীর্ত্তন করিলাম; যে নর এই উপাখ্যানটী শ্রবণ করে, তাহাকে আর যমলোকে থাকিতে হয় না। হে মুনিবর! অতঃপর তোমাকে দ্রৌপদাদিত্যের বিষয় শ্রবণ করাইব, যাঁহার আরাধনায় ভক্তগণ অভীষ্টফল লাভ করিয়া থাকেন। ২৪—৫৮।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনিবর ব্যাস! যে সময় কার্ত্তিকেয়, অগস্ত্যমুনিকে এই সকল বলিয়াছিলেন তৎকালে, দ্রৌপদী কোথায় ছিলেন? ব্যাস বলিলেন,—হে সূত! পুরাণশাস্ত্রে ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান, ত্রিকালের বৃত্তান্তই অবগত হওয়া যায়; একারণ সেই বেদোপম পুরাণশাস্ত্রের উপর কোনরূপ সন্দেহ রাখা উচিত নহে। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনিবর! অবহিত হও। পূর্ব্বে দেব পঞ্চানন, জগতের হিতার্থ, স্বয়ং পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া মহীপতি পাণ্ডুর পঞ্চ তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জগদম্বিকা সতীও পতিবিচ্ছেদ সহিতে না পারিয়া পাঞ্চাল দ্রুপদ রাজার যজ্ঞকুণ্ড হইতে উৎপন্না হইয়া তাঁহাদের পত্নী হইয়াছিলেন। রুদ্রদেব, দুষ্ট দমন করিবার কারণ পঞ্চপাণ্ডবরূপে ধরাতলে শরীর গ্রহণ করিলে পরে বৈকুণ্ঠনাথও পঞ্চপাণ্ডবের সহকারী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দুষ্টের নিগ্রহ, শিষ্টের রক্ষা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ যথাক্রমে ভোগ করিয়াছিলেন। কোন সময় ঐ বীরগণ জ্ঞাতিকৃত বিপদে পড়িয়া বনবাসী হইলে, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপরায়ণা পাঞ্চালতনয়া পতিগণের বিপদে ব্যথিতা হইয়া সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব দ্রৌপদীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি হাতা ও আচ্ছাদন সহিত একটী স্থালী দিয়া কহিয়াছিলেন যে, হে সুভগে! যাবৎ তুমি ভোজন না করিবে, তাবৎ যত ব্যক্তিই ক্ষুধিত হইয়া আসুক না, সকলেই এই স্থালীজাত অন্নে তৃপ্তিলাভ করিবে; ইহা হইতে ইচ্ছাধীন বস্তু লাভ করা যাইবে! কিন্তু তোমার ভোজনের পর এই সরসদ্রব্য পরিপূর্ণ স্থালী শূন্য হইয়া যাইবে। হে মুনিবর! সূর্য্যদেব কাশীতে দ্রৌপদীকে এইরূপ বর দিয়া পুনরায় আর একটী বর দিলেন।১—১৪। সূর্য্য কহিলেন,—বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণদিকে তুমি থাকিবে, তোমার সম্মুখেই আমার

অন্যশ্চ মে বরো দত্তো বিশ্বেশেন পতিব্রতে।
তপসা পরিতুষ্টেন তং নিশাময় বচ্মি তে॥ ১৬॥
প্রাগ্রবে ত্বাং সমারাধ্য যো মাং দ্রক্ষ্যতি মানবঃ।
তস্য ত্বং দুঃখতিমিরমপানুদ নিজৈঃ করৈঃ॥ ১৭॥
অতো ধর্ম্মপ্রিয়ে নিত্যং প্রাপ্য বিশ্বেশ্বরাদ্বরম্।
কাশীস্থিতানাং জন্তূনাং নাশয়াম্যঘসঞ্চয়ম্॥ ১৮॥
যে মামত্র ভবিষ্যন্তি মানবাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তদ্বরো-
দ্যতপাণিঞ্চ তেষাং দাস্যামি চিন্তিতম্॥ ১৯॥
ভবতীং মৎসমীপস্থাং যুধিষ্ঠিরপতিব্রতাম্। বিশ্বে-
শাদ্দক্ষিণে ভাগে দণ্ডপাণেঃ সমীপতঃ॥ ২০॥
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি ভাবেন পুরুষা বা স্ত্রিয়োঽপি বা।
তেষাং কদাচিন্নো ভাবি ভয়ং প্রিয়বিয়োগজম্॥ ২১॥
ন ব্যাধিজং ভয়ং কাপি ন ক্ষুত্তৃড়্দোষসম্ভবম্।
দ্রৌপদীক্ষণতঃ কাশ্যাং তব ধর্ম্মপ্রিয়েঽনঘে॥ ২২॥
ইতি দত্ত্বা বরান্ দেব আদিত্যঃ সর্ব্বদঃ সতাম্।
শম্ভুমারাধয়ামাস ধর্ম্মং দ্রৌপদ্যুপাযযৌ॥ ২৩॥
আদিত্যস্য কথামেতাং দ্রৌপদ্যারাধিতস্য বৈ। যঃ
শ্রোষ্যতি নরো ভক্ত্যা তস্যৈনঃ ক্ষয়মেষ্যতি॥ ২৪॥
স্কন্দ উবাচ। দ্রৌপদাদিত্যমাহাত্ম্যং সঙ্ক্ষেপাৎ
কথিতং ময়া। ময়ূখাদিত্যমাহাত্ম্যং শৃণ্বিদানীং
ঘটোদ্ভব॥ ২৫॥ পুরা পঞ্চনদে তীর্থে ত্রিষু লোকেষু
বিশ্রুতে। সহস্ররশ্মির্ভগবাংস্তপস্তেপে সুদারুণম্॥
২৬॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং গভস্তীশ্বরসংজ্ঞিতম্।
গৌরীঞ্চ মঙ্গলানাম্নীং ভক্তমঙ্গলদাং সদা॥ ২৭॥
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু শতেন গুণিতং মুনে। আরাধয়ন্
শিবং সোমং সোমার্দ্ধকৃতশেখরম্॥ ২৮॥ স্বরূপতস্য
তপনস্ত্রিলোকীতাপনক্ষমঃ। ততোঽতিতীব্রতপসা
জজ্বাল নিতরাং মুনে॥ ২৯॥ ময়ূখৈস্তত্র সবিতুস্ত্রৈ-
লোক্যদহনক্ষমৈঃ। ততং সমস্তং তৎকালে দ্যাবা-
ভূম্যোর্যদন্তরম্॥ ৩০॥ বৈমানিকৈর্বিষ্ণুপদে তত্যজে
চ গতাগতম্। তীব্রে পতঙ্গমহসি পতঙ্গত্বভয়াদিব॥
৩১॥ ময়ূখা এব দৃশ্যন্তে তির্য্যগূর্দ্ধমধোঽপি চ।
আদিত্যস্য ন চাদিত্যো নীপপুষ্পস্থিতেরিব॥ ৩২॥
তস্য বৈ মহসাং রাশেস্তপোরাশেস্তপোঽর্চ্চিষাম্।
চকম্পে সাধ্বসাৎ তীব্রাত্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩৩॥
সূর্য্য আত্মাস্য জগতো বেদেষু পরিপঠ্যতে।
স এব চেজ্জ্বালয়িতা কো নন্ত্রাতা ভবেদিহ॥ ৩৪॥

অধিষ্ঠান হইবে। ঐ স্থানে আমাকে ভজনা করিলে জীব কদাচ ক্ষুধায় পীড়িত হয় না। হে রতিপরায়ণে! প্রভু বিশ্বনাথ আমার উপর সন্তুষ্ট হইলে আমি তাঁহার নিকটে যে বর পাইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। বিশ্বেশ্বর কহিয়াছেন, হে দিবাকর! যে ব্যক্তি অগ্রে তোমাকে পূজা করিয়া আমায় দর্শন করে, তুমি তাহার সকল দুঃখ দূর করিবে। হে দ্রৌপদি! বিশ্বেশ্বর হইতে এই বর পাইয়া অবধি আমি কাশীবাসী জীবগণের পাপনাশ করিতেছি; এই স্থানে আমি যাহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছি, তাহারা আমা হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে আমার ও দণ্ডপাণির নিকটে তুমি থাকিবে। কাশীস্থ যে পুরুষ বা স্ত্রী শ্রদ্ধাসহকারে তোমার মূর্ত্তির পূজা করিবে তাহারা কদাপি প্রিয়জনবিরহজন্য দুঃখ পাইবে না। হে নিষ্পাপে; ধর্ম্মশীলে! কাশীতে তোমাকে দর্শন করিলে লোকের ব্যাধি, ক্ষুধা বা তৃষ্ণাসম্ভূত দারুণ কষ্ট দূর হয়। ভক্তাভীষ্টপ্রদাতা ভগবান্ দিবাকর, পাঞ্চালরাজপুত্রীকে এইরূপ বরদানে আশ্বস্তা করিয়া স্বয়ং শিবোপাসনায় আসক্ত হন; তখন দ্রৌপদীও কৃতার্থ হইয়া পতিগণ সন্নিধানে গমন করেন। এই দ্রৌপদীদিবাকরসংবাদ ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলে, লোকের সকল পাপ বিনষ্ট হয়।২৪—২৪। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! তুমি এই দ্রৌপদাদিত্যের মহিমা শ্রবণ করিলে; এক্ষণে ময়ূখাদিত্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিভুবনবিখ্যাত পঞ্চনদতীর্থে দেব দিবাকর 'গভস্তীশ্বর' নামে এক ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শিবলিঙ্গ ও মঙ্গলাগৌরী নামে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী দুর্গারমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় দারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! স্বভাবতেজে জগত্তপন তপনদেব, দেবমানে লক্ষবর্ষ কাল কৈলাসনাথের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিয়া, তপস্যার তেজে শতগুণ তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অগ্নিময় কিরণে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যদেশ একান্ত পীড়িত হইতে লাগিল। দেবতারা পতঙ্গদেবের তেজে সামান্য পতঙ্গের মত দগ্ধ হইবার ভয়ে গগনপথে গমনাগমন পরিহার করিলেন। স্ফুটিত কদম্বফুলের যেমন কলিকাচয়ই পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সূর্য্যদেবের কিরণজালে আহতদৃষ্টি লোক সকল তদীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইত না। তখন সূর্য্যের তেজ ও তপঃসঞ্চয় দর্শন করিয়া সকলেই অন্তরে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। "বেদ সূর্য্যকে জগতের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই

জগচ্চক্ষুরসৌ সূর্য্যো জগদাত্মৈষ ভাস্করঃ। জগদ্যো মৃতপ্রায়ং প্রাতঃ প্রাতঃ প্রবোধয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ তমোহন্ধকূপপতিতমুদ্যন্নেষ দিনে দিনে। প্রসার্য্য পরিতঃ পাণী প্রাণিজাতং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩৬ ॥ উদিতে-হস্মিন্নোদিমো নিত্যমস্তং যাত্যস্তমাপ্নুমঃ। উদয়ে-হস্তুদয়ে তস্মাদস্মাকং কারণং রবিঃ ॥ ৩৭ ॥ ইতি ব্যাকুলিতং বিশ্বং পশ্যন্ বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্। বিশ্বত্রাতা বরং দাতুং সঞ্চগো তিগ্মরশ্ময়ে ॥ ৩৮ ॥ ময়ূখমালিনং শম্ভুরালোক্যাতিসুনিশ্চলম্। সমাধিবিস্মৃতাত্মানং বিসিস্মায় তপঃ প্রতি ॥ ৩৯ ॥ উবাচ চ প্রসন্নাত্মা শ্রীকণ্ঠঃ প্রণতার্ত্তিহৃৎ। অলং তপ্ত্বা বরং ব্রূহি ত্যমণে মহসাং নিধে ॥ ৪০ ॥ নিরুদ্ধেন্দ্রিয়বৃত্তি-ত্বাদ্ব্রধ্নো ধ্যানসমাধিনা। ন জগ্রাহ বচঃ শম্ভো-স্ত্রিরুক্তোহপ্যকর্ণবৎ ॥ ৪১ ॥ কাষ্ঠীভূতং তু তং জ্ঞাত্বা শিবঃ পস্পর্শ পাণিনা। মহাতপঃসমুদ্ভূত-সন্তাপামৃতবর্ষিণা ॥ ৪২ ॥ তত উন্মীলয়াঞ্চক্রে লোচনে বিশ্বলোচনঃ। তস্থোদয়মিব প্রাপ্য প্রগে পঙ্কজিনীবনী ॥ ৪৩ ॥ পরিব্যপেতসন্তাপস্তপনঃ স্পর্শনাদ্বিভোঃ। অবগ্রহিতশস্যশ্রীকল্পলাস যথা-সুদাৎ ॥ ৪৪ ॥ মিত্রো নেত্রাতিথীকৃত্য ত্র্যক্ষং প্রত্যক্ষমগ্রতঃ। দণ্ডবৎ প্রণনামোচ্চৈস্তুষ্টাব চ পিনাকিনম্ ॥ ৪৫ ॥ রবিরুবাচ। দেবদেব জগতাং পতে বিভো ভর্গ ভীম ভব চন্দ্রভূষণ। ভূতনাথ ভবভীতিহারক ত্বাং নতোহস্মি নতবাঞ্ছিতপ্রদ ॥ ৪৬ ॥ চন্দ্রচূড় মৃড় ধূর্জ্জটে হর ত্র্যক্ষ দক্ষশততন্তুশাতন। শান্ত শাশ্বত শিবাপতে শিব ত্বাং নতোহস্মি নত-বাঞ্ছিতপ্রদ ॥ ৪৭ ॥ নীললোহিত সমীহিতার্থদ হ্যেকলোচন বিরূপলোচন। ব্যোমকেশ পশুপাশ-নাশন ত্বাং নতোহস্মি নতবাঞ্ছিতপ্রদ ॥ ৪৮ ॥ বামদেব শিতিকণ্ঠ শূলভৃচ্চন্দ্রশেখর ফণীন্দ্রভূষণ। কামকৃৎ পশুপতে মহেশ্বর ত্বাং নতোহস্মি নত-বাঞ্ছিতপ্রদ ॥ ৪৯ ॥ ত্র্যম্বক ত্রিপুরসূদনেশ্বর ত্রাণ-কৃৎত্রিনয়ন ত্রয়ীময়। কালকূটদলনান্তকান্তক ত্বাং নতোহস্মি নতবাঞ্ছিতপ্রদ ॥ ৫০ ॥ শর্ব্বরীরহিত শর্ব্ব সর্ব্বগ স্বর্গমার্গসুখদাপবর্গদ। অন্ধকাসুররিপো কপর্দ্দভৃৎ ত্বাং নতোহস্মি নতবাঞ্ছিতপ্রদ ॥ ৫১ ॥ শঙ্করোগ্র গিরিজাপতে পতে বিশ্বনাথ বিধিবিষ্ণু-

আত্মাই যদি দেহকে তাপিত করেন, তবে আর কে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? এই সূর্য্যই জগতের চক্ষু, এই সূর্য্যই জগতের আত্মা; যেহেতু প্রতিদিন প্রভাতকালে ইনি উঠিয়াই মৃত-প্রায় ভুবনকে জাগরিত করেন। প্রতিদিন ইনি উঠিয়া করজাল বিস্তার করিলে পর, অন্ধকার-কূপে নিপতিত জীবগণ চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া থাকে এবং ইনি উঠিলেই আমরা উঠিয়া থাকি আর ইনি অস্ত গমন করিলেই আমরাও অস্তমিত হই; সুতরাং সূর্য্যই আমাদের উদয়াস্তুদয়ের একমাত্র কারণ।” বিশ্বস্থিত যাবৎ প্রাণীর ঈদৃশ আক্ষেপ-বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, বিশ্বরূপ শম্ভু, সূর্য্যকে বর দিবার জন্য আগমন করিলেন; তখন দিবাকর বাহ্যজ্ঞান শূন্য একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতেছিলেন। ভক্তবৎসল উমাপতি তদ্দর্শনে বিস্মিত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “হে তেজোরাশে সূর্য্য! তপস্যায় বিরত হইয়া মৎসমীপে বর প্রার্থনা কর।” এইবাক্য দুই তিনবার বলিলেও ধ্যানমগ্ন সূর্য্যের কর্ণকুহরে তাহা প্রবিষ্ট হইল না; তখন মহাদেব তাঁহার স্থাণুভাব জানিতে পারিয়া সুধাস্রাবী করতল দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তাহাতে পদ্মিনী যেমন সূর্য্য-করস্পর্শে বিকশিত হয় এবং অনাবৃষ্টিপ্রভাবে শুষ্ক তৃণ যেমন বৃষ্টির জল পাইলে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যও শিব-পাণিস্পর্শে বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত ও বিগততাপ হইয়া, সম্মুখে অভীষ্টদেব ত্রিনয়নকে দেখিতে পাইয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, স্তব করিতে লাগিলেন। ২৭—৪৫। সূর্য্য কহিলেন হে দেবদেব! হে জগদীশ্বর! হে বিভো! হে ভর্গ! হে ভব! হে শশাঙ্কশেখর! হে ভূতনাথ! আপনি জীবের ভবভয় দূর করিয়া থাকেন। হে চন্দ্রচূড়! হে মৃড়! আপনি লোকের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে ধূর্জ্জটে! হে হর! হে ত্রিনয়ন! আপনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন। হে শান্ত! হে শাশ্বত! হে শিবেশ! হে শিব! হে নীললোহিত! হে বিরূপাক্ষ! হে ব্যোমকেশ! হে পশুপাশনাশন! হে বামদেব! হে শিতিকণ্ঠ! হে শূলিন! হে মহেশ্বর! হে ত্র্যম্বক! হে ঈশ্বর! হে ত্রাণকারিন্! হে ফণিভূষণ! হে কামকৃৎ! হে পশুপতে! হে ত্রয়ীময়! হে ত্রিনয়ন! আপনি ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে কাল-কূটপায়িন্! আপনি অন্তকেরও অন্তক। হে শর্ব্বরীরহিত! হে শর্ব্ব! হে সর্ব্বগ! হে স্বর্গমার্গ! হে মোক্ষপ্রদ! হে সুখদায়িন! হে কপর্দ্দিন্! হে শঙ্কর! হে উগ্র! হে গিরিরাজপতে! হে অন্ধক-জিৎ! হে বিশ্বনাথ! হে বিশ্বরূপ! হে সর্ব্বজ্ঞ!

সংস্তুত। বেদবেদ্য বিদিতাখিলেঙ্গিত ত্বাং নতোঽস্মি নতবাঞ্ছিতপ্রদ ॥ ৫২ ॥ বিশ্বরূপ পররূপবর্জ্জিত ব্রহ্ম জিহ্মরহিতামৃতপ্রদ। বাঙ্মনোবিষয়দূর দূরগ ত্বাং নতোঽস্মি নতবাঞ্ছিতপ্রদ ॥ ৫৩ ॥ ইত্থং পরীত্য .মার্ত্তণ্ডো মৃড়ং দেবং মৃড়ানিকাম্। অথ তুষ্টাব প্রীতাত্মা শিববামার্দ্ধহারিণীম্ ॥ ৫৪ ॥ রবিরুবাচ। দেবি ত্বদীয়চরণাম্বুজরেণুগৌরীং, ভালস্থলীং বহতি যঃ প্রণতিপ্রবীণঃ। জন্মান্তরেঽপি রজনীকরচারুলেখা, তাং গৌরয়ত্যতিতরাং কিল তস্য পুংসঃ ॥ ৫৫ ॥ শ্রীমঙ্গলে সকলমঙ্গলজন্মভূমে, শ্রীমঙ্গলে সকলকল্মষতূলবহ্নে। শ্রীমঙ্গলে সকলদানবদর্পহন্ত্রি, শ্রীমঙ্গলেঽখিলমিদং পরিপাহি বিশ্বম্ ॥ ৫৬ ॥ বিশ্বেশ্বরি ত্বমসি বিশ্বজনস্যকর্ত্রী, ত্বং পালয়িত্র্যসি তথা প্রলয়েঽপি হন্ত্রী। ত্বন্নামকীর্ত্তনসমুল্লসদচ্ছপুণ্যা, স্রোতস্বিনী হরতি পাতককূলবৃক্ষান্ ॥ ৫৭ ॥ মাতর্ভবানি ভবতী ভবতীব্রদুঃখ-সম্ভারহারিণি শরণ্যমিহাস্তি নান্যা। ধন্যাস্ত এব ভুবনেষু ত এব মান্যা, যেষু স্ফুরেত্তব শুভঃ করুণাকটাক্ষঃ ॥ ৫৮ ॥ যে ত্বাং স্মরন্তি সততং সহজপ্রকাশাং, কাশীপুরীস্থিতিমতীং নতমোক্ষলক্ষ্মীম্। তান্ সংস্মরেৎ স্মরহরো ধৃতশুদ্ধবুদ্ধীন্নির্ব্বাণরক্ষণবিচক্ষণপাত্রভূতান্ ॥ ৫৯ ॥ মাতস্তবাঙ্ঘ্রিযুগলং বিমলং হৃদিস্থং যস্যাস্তি তস্য ভুবনং সকলং করস্থম্। যো নাম তে জপতি মঙ্গলগৌরি নিত্যং, সিদ্ধ্যষ্টকং ন পরিমুঞ্চতি তস্য গেহম্ ॥ ৬০ ॥ ত্বং দেবি বেদজননী প্রণবস্বরূপা গায়ত্র্যসি ত্বমসি বৈ দ্বিজকামধেনুঃ। ত্বং ব্যাহৃতিত্রয়মিহাখিলকর্ম্মসিদ্ধ্যৈ, স্বাহা স্বধাসি সুমনঃপিতৃতৃপ্তিহেতুঃ ॥ ৬১ ॥ গৌরি ত্বমেব শশিমৌলিনি বেধসি ত্বং, সাবিত্র্যসি ত্বমসি চক্রিণি চারুলক্ষ্মীঃ। কাশ্যাং ত্বমস্যমলরূপিণি মোক্ষলক্ষ্মী-ত্বং মে শরণ্যমিহ মঙ্গলগৌরি মাতঃ ॥ ৬২ ॥ স্তুত্বেতি তাং স্মরহরার্দ্ধশরীরশোভাং, শ্রীমঙ্গলাষ্টকমহাস্তবনেন ভানুঃ। দেবীঞ্চ দেবমসকৃৎ পরিতঃ প্রণম্য তূষ্ণীং বভূব সবিতা শিবয়োঃ পুরস্তাৎ ॥ ৬৩ ॥ দেবদেব উবাচ। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে প্রসন্নোঽস্মি মহামতে। মিত্র মন্নেত্রগো নিত্যং প্রপশ্যৈতচ্চরাচরম্ ॥ ৬৪ ॥ মম মূর্ত্তির্ভবান্ সূর্য্যঃ সর্ব্বজ্ঞো ভব সর্ব্বগঃ। সর্ব্বেষাং মহসাং রাশিঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মবিৎ ॥ ৬৫ ॥ সর্ব্বেষাং

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বেদ আপনার মহিমা জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন। হে পর! হে রূপহীন! হে ব্রহ্মন্! হে অকুটিল! হে সুধাপ্রদ! হে দূরগ! আপনি বাক্য ও মনের অগোচর। আপনাকে আমি বারবার প্রণাম করিতেছি। দিবাকর, মহাদেবকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক এইরূপ স্তব করত প্রমুদিতমানসে শিবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পার্ব্বতীরও স্তব করিতে লাগিলেন। রবি কহিলেন, হে দেবি! যে ব্যক্তির ভালদেশে আপনার পাদপদ্মের রেণুচয় সংলগ্ন হয়, জন্মান্তরেও তাহার ললাটস্থল চন্দ্রকলায় ভূষিত থাকে। হে মঙ্গলে! আপনি সকল মঙ্গলের আলয় ও সকল পাপরূপ তুলরাশি দগ্ধ করিতে বহ্নিস্বরূপা; আপনি দানবদল দলন করিয়া, বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছেন; হে বিশ্বময়ি! আপনি বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনার নাম কীর্ত্তনরূপ পুণ্যনদী, জীবের পাপরূপ তীরস্থ বৃক্ষনিচয়কে হরণ করিয়া থাকে। হে মাতঃ ভবানি! সংসারে একমাত্র আপনার শরণাগত হইলে লোকের ভবভয় দূর হইয়া যায়; যাহাদের উপর আপনি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সংসারে তাহারাই ধন্য ও মান্য হইয়া থাকে। ভক্তের মোক্ষদাত্রী স্বপ্রকাশা কাশীস্থা আপনাকে যে শুদ্ধমতি স্মরণ করেন, ভগবান্ মহাদেবও স্বয়ং সেই মোক্ষরক্ষার উপায়জ্ঞ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া থাকেন। হে মাতঃ! যাহার হৃৎপদ্মে ভবদীয় চরণযুগল অবস্থিত হয়, সমস্ত জগৎ তাহার করস্থ হয়। হে গৌরি! যে ব্যক্তি আপনার নাম জপ করে, তাহার গৃহে অষ্টবিধ সিদ্ধি সতত অবস্থান করেন। হে দেবি! আপনিই বেদমাতা প্রণবরূপিণী, দ্বিজাতিগণের সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী গায়ত্রী, আপনিই ব্যাহৃতিত্রয়; আপনিই সকল কর্ম্মসাধিকা দেবগণতৃপ্তিকারিণী স্বাহা ও পিতৃগণতৃপ্তিজনিকা স্বধা। আপনি মহাদেবের গৌরী, ব্রহ্মার সাবিত্রী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী ও কাশীতে মোক্ষলক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিতেছেন! হে মাতঃ! আপনি আমার শরণ্যা হউন। সূর্য্যদেব এই মঙ্গলাষ্টকনামক স্তোত্র দ্বারা শিবার্দ্ধাঙ্গরূপিণী দুর্গার স্তব করিয়া, গৌরী ও শিবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত তাঁহাদের সন্নিধানে মৌনভাব ধরিয়া অবস্থান করিলে, দেবদেব বলিতে লাগিলেন, হে মতিমন্ সূর্য্য! আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই, আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি আমার নেত্রস্থানীয় হইয়া বিশ্বসংসার অবলোকন কর। হে সূর্য্য! তুমি আমারই মূর্ত্তি; এ কারণ তুমি সমস্ত তেজের আধার ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া, সর্ব্বত্র

সর্ব্বদুঃখানি ভক্তানাং ত্বং নিরাকুরু। ত্বয়া নাম্নাং চতুঃষষ্ট্যা যদষ্টকমুদীরিতম্ ॥ ৬৬ ॥ অনেন মাং পরিষ্টুত্য নরো মদ্ভক্তিমাপ্স্যতি। অষ্টকং মঙ্গলা-গৌর্য্যা মঙ্গলাষ্টকসংজ্ঞকম্ ॥ ৬৭ ॥ অনেন মঙ্গলা-গৌরীং স্তুত্বা মঙ্গলমাপ্স্যতি। চতুঃষষ্ট্যষ্টকং স্তোত্রং মঙ্গলাষ্টকমেব চ ॥ ৬৮ ॥ এতৎ স্তোত্রবরং পুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। দূরদেশান্তরস্থোঽপি জপন্নিত্যং নরোত্তমঃ ॥ ৬৯ ॥ ত্রিসন্ধ্যাং পরি-শুদ্ধাত্মা কাশীং প্রাপ্স্যতি দুর্লভাম্। অনেন স্তোত্রযুগ্মেন জপ্তেন প্রত্যহং নৃভিঃ ॥ ৭০ ॥ ধ্রুবং দৈনন্দিনং পাপং ক্ষালিতং নাত্র সংশয়ঃ। ন তস্য দেহিনো দেহে জাতুচিৎ কিল্বিষস্থিতিঃ ॥ ৭২ ॥ ত্রিকালং যো জপেন্নিত্যমেতৎ স্তোত্রদ্বয়ং শুভম্। কিং জপৈর্বহুভিঃ স্তোত্রৈশ্চঞ্চলশ্রীপ্রদৈর্নৃণাম্ ॥ ৭২ ॥ এতৎ স্তোত্রদ্বয়ং দদ্যাৎ কাশ্যাং নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মানবৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৭৩ ॥ এতৎ স্তোত্রদ্বয়ং জপ্যং ত্যক্ত্বা স্তোত্রাণ্যনেকশঃ। প্রপঞ্চ আবয়োরেব সর্ব্ব এষ চরাচরঃ ॥ ৭৪ ॥ তদাবয়োস্তবাদস্মান্নিষ্প্রপঞ্চো জনো ভবেৎ। সমৃদ্ধি-মাপ্য মহতীং পুত্রপৌত্রবতীমিহ ॥ ৭৫ ॥ অন্তে নির্ব্বাণমাপ্নোতি জপন্ স্তোত্রমিদং নরঃ। অন্যচ্চ শৃণু সপ্তাশ্ব গ্রহরাজ দিবাকর ॥ ৭৬ ॥ ত্বয়া প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং গভস্তীশ্বরসংজ্ঞিতম্। সেবিতং ভক্তিভাবেন সর্ব্বসিদ্ধিসমর্পকম্ ॥ ৭৭ ॥ ত্বয়া গভস্তিমালাভি-শ্চাম্পেয়াম্বুজকান্তিভিঃ। যদর্চ্চিতৈশ্বরং লিঙ্গং সর্ব্ব-ভাবেন ভাস্কর ॥ ৭৮ ॥ গভস্তীশ্বর ইত্যাখ্যাং ততো লিঙ্গমবাপ্স্যতি। অর্চ্চয়িত্বা গভস্তীশং স্নাত্বা পঞ্চনদে নরঃ ॥ ৭৯ ॥ ন জাতু জায়তে মাতুর্জঠরে ধূতকল্মষঃ। ইমাঞ্চ মঙ্গলাগৌরীং নারী বা পুরুষোঽপি বা ॥ ৮০ ॥ চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়ামুপোষণ-পরায়ণঃ। মহোপচারৈঃ সম্পূজ্য দুকূলাভরণাদিভিঃ ॥ ৮১ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বাগীতনৃত্যকথাদিভিঃ। প্রাতঃ কুমারীঃ সম্পূজ্য দ্বাদশাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥৮২॥ সম্ভোজ্য পরমান্নাদ্যৈর্দত্ত্বান্যেভ্যোঽপি দক্ষিণাম্। হোমং কৃত্বা বিধানেন জাতবেদস ইত্যৃচা ॥ ৮৩ ॥ অষ্টোত্তরশতাভিশ্চ তিলাজ্যাহুতিভিঃ প্রগে। একং গোমিথুনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে ॥ ৮ ॥ শ্রদ্ধয়া সমলঙ্কৃত্য ভূষণৈর্দ্বিজদম্পতী। ভোজয়িত্বা মহা-হার্য্যৈঃ প্রীয়েতাং মঙ্গলেশ্বরৌ ॥ ৮৫ ॥ ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য প্রাতঃ কৃত্বাথ পারণম্। ন দুর্ভগত্বমা-

---

বিচরণ করত সমস্ত ভক্তজনের দুঃখ নিবারণ কর। তুমি আমাকে যে স্তোত্র দ্বারা স্তব করিলে, সেই স্তব যে পাঠ করিবে, তাহার আমাতে নিশ্চলা ভক্তি হইবে এবং পার্ব্বতীর যে মঙ্গলাষ্টক নামে স্তব করিলে, তাহা দ্বারা পার্ব্বতীর স্তব করিলে, জীবের সকল অমঙ্গল দূর হয়। এই আমার চতুঃষষ্টি-নামক স্তোত্র ও দুর্গার মঙ্গলাষ্টক স্তোত্র অতি শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সর্ব্বপাপবিনাশন! মানব দূরদেশস্থ হইয়াও প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় বিশুদ্ধমানসে এই স্তোত্র পাঠ করিলে, দুর্লভ কাশীলাভ করিতে পারিবে। যে মনুষ্য প্রতিদিন এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করে, সে নিষ্পাপ হয়; তাহার শরীরে কোনরূপ পাপ আশ্রয় করিতে পারে না। ত্রিসন্ধ্যায় এই স্তোত্র যাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার অন্য কোন স্তোত্রে প্রয়োজন হয় না। কাশীধামে মোক্ষা-ভিলাষী ব্যক্তিগণ অন্য স্তোত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া, যত্নসহকারে এই দুই স্তোত্র পাঠ করিবেন; তাহাতে তাহার মোক্ষধাম করস্থ হয়। এই বিশ্ব-সংসার আমাদের দুই জনের প্রপঞ্চ, সুতরাং উভ-য়ের এই স্তোত্র পাঠ করিলে, জীবের আর প্রপঞ্চে [illegible] এই স্তব পাঠ করিলে, মানব পুত্র,পৌত্র ও ধনে সমৃদ্ধিশালী হইয়া, অন্তকালে মুক্ত হইয়া থাকে। হে গ্রহাধিপ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি-ষ্ঠিত গভস্তীশ্বর নামক এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। ৪৬—৭৭। এই লিঙ্গ, পদ্মকান্তি-গভস্তিমালা দ্বারা তোমাকর্ত্তৃক পূজিত হই-য়াছেন বলিয়া, গভস্তীশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন। মানব পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া, এই লিঙ্গের পূজা করিলে, নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় জঠরযাতনা ভোগ করে না; আর যে নারী বা নর চৈত্রমাসের শুক্ল তৃতীয়াতে উপবাসী থাকিয়া নিশীথকালে বস্ত্রালঙ্কা-রাদি বিবিধ উপচার দ্বারা এই মঙ্গলা গৌরীর পূজা করিবে; পরে ঐ রাত্রি গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জাগরিত থাকিয়া, প্রভাতে দ্বাদশ কুমারীকে সবস্ত্রা করিয়া তাহাদিগকে পরমান্নাদি ভোজন করাইবে আর দক্ষিণা প্রদান করত অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও সদক্ষিণ ভোজন করাইয়া, "জাতবেদস" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠে সতিল ঘৃত দ্বারা অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদান করিবে; তৎপরে একজন গৃহস্থকে গোমিথুন দক্ষিণা দিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে দ্বিজদম্পতিকে ভূষণাল-ঙ্কৃত করিয়া, "মঙ্গলা ও মহেশ্বর প্রীত হউন" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর পারণ করা-

প্রোতি ন দারিদ্র্যং কদাচন ॥ ৮৬ ॥ ন বৈ সন্তান-বিচ্ছিত্তিং ভোগোচ্ছিত্তিং ন জাতুচিৎ। স্ত্রী বৈধব্যং ন চাপ্নোতি ন না যোষিদ্বিয়োগভাক্ ॥ ৮৭ ॥ পাপানি বিলয়ং যান্তি পুণ্যরাশিশ্চ লভ্যতে। অপি বন্ধ্যা প্রসূয়েত কৃত্বৈতন্মঙ্গলাব্রতম্ ॥ ৮৮ ॥ এতদ্‌ব্রতস্য করণাৎ কুরূপত্বং ন জাতুচিৎ। কুমারী বিন্দতে-হত্যন্তং গুণরূপযুতং পতিম্ ॥ ৮৯ ॥ কুমারোহপি ব্রতং কৃত্বা বিন্দতি স্ত্রিয়মুত্তমাম্। সন্তি ব্রতানি বহুশো ধনকামপ্রদানি চ ॥ ৯০ ॥ নাপ্নুয়ুর্জাতুচিৎ তানি মঙ্গলাব্রততুল্যতাম্। কর্ত্তব্যা চাব্দিকী যাত্রা মধৌ ভস্যাং তিথৌ নরৈঃ ॥ ৯১ ॥ সর্ব্ববিঘ্ন-প্রশান্ত্যর্থং সদা কাশীনিবাসিভিঃ। অপরং দ্যুমণে বচ্মি তব চাত্র তপস্যতঃ ॥ ৯২ ॥ ময়ূখা এব স্বে দৃষ্টা ন চ দৃষ্টং কলেবরম্। ময়ূখাদিত্য ইত্যাখ্যা ততস্তেহদিতিনন্দন ॥ ৯৩ ॥ ত্বদর্চ্চনান্নৃণাং কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রভবিষ্যতি। ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং রবিবারে ত্বদীক্ষণাৎ ॥ ৯৪ ॥ ইত্থং ময়ূখাদি-দিত্যস্য শিবো দত্ত্বা বহূন্ বরান্। তত্রৈবান্ত-র্হিতো ভূতো রবিস্তত্রৈব তস্থিবান্ ॥ ৯৫ ॥ শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং ময়ূখাদিত্যসংশ্রয়ম্। দ্রৌপদাদিত্যসহিতং নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্রৌপদাদিত্যময়ূখাদিত্যয়োর্ব্বর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

কালে পারণ করে, তাহার কখন অসৌভাগ্য বা দারিদ্র্য উপস্থিত হয় না, কদাচ তাহাকে অপত্য-বিরহযাতনা ভোগ করিতে হয় না; সর্ব্বদাই সে বিবিধ ভোগসুখ অনুভব করে। স্ত্রীলোক হইলে বিধবা হয় না; পুরুষ হইলে, স্ত্রীবিয়োগী হয় না। পাপরাশি দূর হইয়া পুণ্যসমূহ আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। এই মঙ্গলাব্রতের অনুষ্ঠানে বন্ধ্যাও পুত্রবতী, কুরূপও সুন্দর হয়। কুমারী এই ব্রত করিয়া রূপ-বান্ ও গুণবান্ পুত্র লাভ করিয়া থাকে এবং কুমার এই ব্রত করিয়া, উৎকৃষ্ট স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া থাকে। জগতে যত কিছু অর্থকর ও অভীষ্টপ্রদ ব্রত আছে, তাহারা কেহই মঙ্গলাব্রতের তুল্য নহে। কাশীস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই চৈত্রমাসের শুক্লাতৃতীয়াতে ইঁহার বার্ষিকী যাত্রা করা উচিত। হে দিনমণে! অপর একটী কথা শ্রবণ কর। তপস্যাকালে আকাশপথে তোমার ময়ূখচয়ই দৃষ্ট হইয়াছিল, দেহ লক্ষিত হয় নাই বলিয়া অদ্যাবধি তোমার ময়ূখাদিত্য নাম হইল। তোমার অর্চ্চনায় লোকের ব্যাধিভয় থাকে না এবং রবিবারে এস্থানে তোমাকে দর্শন করিলে, লোক দরিদ্র হয় না। মহাদেব ময়ূখাদিত্যকে এইরূপ বর দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন, সূর্য্যও তথায় অবস্থান করিলেন। দ্রৌপদাদিত্যের সহিত এই ময়ূখাদিত্যের পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে জীবের নরকভয় থাকে না। ৭৮—৯৬।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। বারাণস্যাং তথাদিত্যা যে চান্যে তান্ বদাম্যতঃ। কলশোদ্ভব তে শ্রুত্বা সর্ব্বে সর্ব্বাঘনাশনাঃ ॥ ১ ॥ খখোল্কো নাম ভগবানাদিত্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ত্রিবিষ্টপোত্তরে ভাগে সর্ব্বব্যাধি-বিঘাতকৃৎ ॥ ২ ॥ যথা খখোল্ক ইত্যাখ্যা তস্যাদিত্যস্য তচ্ছৃণু। পুরা কদ্রূশ্চ বিনতা দক্ষস্য তনয়ে শুভে ॥ ৩ ॥ কশ্যপস্য চ তে পত্ন্যৌ মারীচেঃ প্রাক্ প্রজাপতেঃ। ক্রীড়ন্ত্যাবেকদান্যোন্যং মুনে তে উচতুস্থিতি ॥ ৪ ॥ কদ্রুরুবাচ। বিনতে ত্বং বিজানাসি যদি তদ্‌ব্রূহি মেহগ্রতঃ। অখণ্ডিতা গতিস্তেহস্তি যতো গগন-মণ্ডলে ॥ ৫ ॥ যোহসাবুচ্চৈঃশ্রবা বাজী শ্রূয়তে সবিতু রথে। কিংরূপঃ সোহস্তি শবলো ধবলো বা বদাশু

পঞ্চাশ অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! কাশীতে অন্যান্য যে সকল আদিত্য রহিয়াছেন, আমি সাদরে তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্বে-শ্বরের উত্তরভাগে খখোল্কনামক আদিত্য বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার উপাসনা করিয়া লোক নির্ব্যাধি হইয়া থাকে। ইঁহার খখোল্ক নাম হইবার কারণ কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দক্ষ-প্রজাপতির কদ্রূ ও বিনতা নামে কন্যা-দ্বয়কে, মরীচিসম্ভব কশ্যপ, বিবাহ করেন। একদা সপত্নীদ্বয়ের ক্রীড়াকৌতুক করিতে করিতে, পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল। কদ্রূ কহিলেন, ভগিনি! বিনতে! আকাশমণ্ডলে সর্ব্বত্রই তুমি গমন করিয়া থাক; তোমাকে ঐ স্থানের একটী প্রশ্ন করি; যদি তাহা জানা থাকে, তবে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। এই যে দিনমণি গগনে বিচরণ করিতেছেন, ইঁহার রথে উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব আছে, শুনা যায়। একণে তুমি বলিতে পার, তাহার বর্ণ কেমন, অথবা

মে॥ ৬॥ পণঞ্চ কুরু কল্যাণি তুভ্যং যো রোচতেঽনঘে। এবমেব ন যাত্যেষ কালঃ ক্রীড়নকং বিনা॥ ৭॥ বিনতোবাচ। কিং পণেন ভগিন্যত্র কথয়াম্যেবমেব হি। ত্বজ্জয়ে কা চ মে প্রীতির্মজ্জয়ে কিং নু তে সুখম্॥ ৮॥ জ্ঞাত্বা পণো ন কর্ত্তব্যো মিথঃ স্নেহমভীপ্সতা। একস্য বিজয়ে ক্রোধোঽন্যস্যেহ জায়তে॥ ৯॥ কদ্রুরুবাচ। ক্রীড়েয়ং মাত্র ভগিনি কারণং কিমপি ক্রুধঃ। খেলস্য ব্যবহারোঽয়ং পণে যৎ কিঞ্চিদুচ্যতে॥ ১০॥ বিনতোবাচ। তথা কুরু যথা প্রীতিস্তবাস্তি পবনাশিনি। অথ তাং বিনতামাহ কদ্রুঃ কুটিলমানসা॥ ১১॥ তস্যাস্তু সা ভবেদ্দাসী পরাজীয়েত যা য়য়া। অস্মিন্ পণে ইমাঃ সর্ব্বাঃ সখ্যঃ সাক্ষিণ্য এব নৌ॥ ১২॥ ইত্যঙ্গীকৃত্য পণীকৃত্য সর্পিণ্যপি পতত্রিণী। উবাচ কর্ব্বুরং কদ্রুরশ্বং শ্বেতং গরুত্মতী॥ ১৩॥ কদা গন্তব্যমিতি চ চক্রাতে তে গমাবধিম্। জগ্মতুশ্চ বিরম্যাথ ক্রীড়নাৎ স্বস্বমালয়ম্॥ ১৪॥ বিনতায়াং গতায়াস্তু কদ্রুরাহূয় চাঙ্গজান্। উবাচ যাত বৈ পুত্রা দ্রুতং বচনতো মম॥১৫॥ তুরঙ্গমুচ্চৈঃশ্রবসং প্রোদ্ভূতং ক্ষীরনীরধেঃ। সুরাসুরৈর্ম্মথ্যমানান্মন্দরাঘাতসাধ্বসাৎ॥ ১৬॥ কার্য্যং কারণরূপস্য সাদৃশ্যমধিগচ্ছতি। অতস্তং ক্ষীরবর্ণাভং কল্মষায়ত পুত্রকাঃ॥ ১৭॥ তস্য বালধিমধ্যাস্থ কৃষ্ণকুন্তলতাং গতাঃ। তথা তদঙ্গলোমানি বিধত্ত বিষসীৎকৃতৈঃ॥১৮ ইতি শ্রুত্বা বচো মাতুঃ কাদ্রবেয়াঃ পরস্পরম্। সম্মন্ত্র্য মাতরং প্রোচুঃ কদ্রুং কদ্রুপমাগতাঃ॥ ১৯॥ নাগা উচুঃ। মাতর্বয়ং ত্বদাহ্বানাদ্বিহায় ক্রীড়নং বলাৎ। প্রাপ্তাঃ প্রহৃষ্টা মৃষ্টান্নং দাস্যত্যদ্য প্রসূরিতি॥ ২০॥ মৃষ্টং তিষ্ঠতু তদ্দূরং বিষাদপ্যধিকং কটু। তত্ত্বয়াবাদি যন্মন্ত্রৈরোষধৈর্নোপশাম্যতি॥২১॥

শ্বেত? কিন্তু এ বিষয়ে তুমি পণবন্ধপূর্ব্বক একপক্ষ অবলম্বন কর; আমিও সেই পণ স্বীকার করিয়া ভিন্ন পক্ষ আশ্রয় করি। তোমার অভিরুচি অনুসারেই পণরক্ষা হউক। এই প্রকার কোনরূপ ক্রীড়া না করিলে দিন আর অতিবাহন করা যায় না। বিনতা কহিলেন, হে কল্যাণি! কদ্রু! এ বিষয়ে কোন পণ করিবার প্রয়োজন নাই! আমি বিনা পণেই স্বীকৃত আছি। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কেহ জয়লাভ করিয়াও অপরের পরাজয়ে সুখলাভ করিতে পারিবে না; কারণ একজন জয়ী হইলে, অপরের ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিবেচনায়, পরস্পর স্নেহবান্ ব্যক্তিরা আপনাদিগের মধ্যে কোনরূপ পণ করেন না। কদ্রু কহিলেন, হে ভগিনি! বিনতে! ইহা অতি তুচ্ছক্রীড়া, ইহাতে কোনই ক্রোধের কারণ দেখি না; এবং সামান্য ক্রীড়াতেও পণ ধার্য্য করা, একটা উহার ব্যবহার মাত্র। বিনতা কহিলেন, হে শুভে! তোমার যাহা অভিমত হয়, তাহাই কর। বিনতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুটিলমতি কদ্রু কহিলেন, "এই ক্রীড়াতে যিনি পরাজিতা হইবেন। তিনি পরাজয়কারিণীর দাসী হইবেন" এইরূপ পণবন্ধই স্থির করিলাম এবং এই পণে আমাদের চিরসঙ্গিনী সখীগণ সাক্ষী হইয়া থাকুক। সর্পিণী কদ্রু ও পক্ষিণী বিনতার এই প্রকার পণ হইলে পর, কদ্রু বলিলেন, আমি বলিতেছি যে, 'উচ্চৈঃশ্রবা [illegible]'। বিনতা কহিলেন, আমার বিবেচনায় 'উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ শ্বেত'। এইরূপ বলিয়া, কাহার বাক সত্য, তাহার পরীক্ষার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন উচ্চস্থানে গমন করত উভয়েই দেখিব ইহা স্থির করিয়া, উভয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলেন।১—১৪। বিনতা চলিয়া গেলে এদিকে কদ্রু নিজালয়ে প্রবেশ করিয়া নিজ সন্তান সর্পগণকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, হে পুত্রগণ! সুরাসুরগণ মন্দরাচলকে মন্থনদণ্ড করিয়া, ক্ষীরসাগর মন্থন করত যে অশ্বরাজকে পাইয়াছিলেন, সম্প্রতি আমার আদেশে তোমরা সেই সুর্য্যাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার সমীপে গমন কর। আমি নিশ্চয়ই জানি, কার্য্য মাত্রেই কারণগুণ পাইয়া থাকে; সুতরাং শুভ্রসলিল ক্ষীর সমুদ্রসম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা শুভ্রবর্ণ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমরা তথায় যাইয়া শ্বেত বর্ণ অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া ফেল। তোমরা তাহার পুচ্ছদেশে থাকিয়া, অসিত কুন্তলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইবে এবং তোমাদের বিষফুৎকার দ্বারা তাহার শরীরের যাবৎ লোমই কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কুরূপ কদ্রুসন্তানেরা ঈদৃশ মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, জননীকে অভিবাদন করত কহিতে লাগিল, হে মাতঃ! আমরা অপনার আহ্বান শুনিয়া "বুঝি আমাদের জননী কোন মিষ্টখাদ্য লইয়া ডাকিতেছেন," এই ভাবিয়া, সকলেই খেলা ছাড়িয়া শীঘ্র এখানে আসিয়াছি; কিন্তু কোথায় মিষ্টান্ন! আজ তাহার বিনিময়ে দুরন্ত আদেশ পাইলাম। ইহা বিষ হইতেও অধিকতর কটু বলিয়া বোধ হইতেছে। হে জননি!

বয়ং ন যামো যদ্ভাব্যং তদস্মাকং ভবত্বিহ। ইতি প্রোক্তং বিষাক্তৈস্তৈস্তদা কুটিলগামিভিঃ॥ ২২॥ স্কন্দ উবাচ। অন্যেহপি যে কুটিলগাঃ পররন্ধ্রনিষেধিণঃ। অকর্ণাঃ ক্রূরহৃদয়াঃ পিতরৌ ব্রীড়য়ন্তি তে॥২৩॥ পিত্রোর্গিরং নিরাকৃত্য যে তিষ্ঠেয়ুঃ সুদুর্ম্মদাঃ। অত্যাহিতমিহ প্রাপ্য গচ্ছেয়ুস্তেহচিরাল্লয়ম্॥ ২৪॥ তেষাং বচমমাকর্ণ্য ন যাম ইতি সোরগী। শশাপ তান্ ক্রুধাবিষ্টা নাগাংশ্চাগঃসমাগতান্॥ ২৫॥ তার্ক্ষ্যস্য ভক্ষ্যা ভবত যূয়ং মদ্বাক্যলঙ্ঘনাৎ। জাতমাত্রাংশ্চ সর্পিণ্যো ভক্ষয়ন্তু সবালকান্॥ ২৬॥ ইতি শাপানলাত্তীতৈঃ কৈশ্চিৎ পাতালমাশ্রিতম্। জিজীবিষুভিরন্যৈশ্চ দিতৈর্শ্চক্রে প্রসূবচঃ॥ ২৭॥ তে পুচ্ছমোচ্চৈঃশ্রবসমধিগম্য মহাধিয়ঃ। সুনীলচিকুরাভাসং চক্রুরঙ্গঞ্চ কর্ব্বুরম্॥ ২৮॥ তৎক্ষ্বেড়ানলধূমৌঘৈঃ ফুৎকারভরনিঃসৃতৈঃ। মাতৃবাক্কৃতিজাদ্ধর্ম্মান্ন দগ্ধাভানুভানুভিঃ॥ ২৯॥ বিনতাপৃষ্ঠমারুহ্য কদ্রুঃ স্নেহবশাত্ততঃ। বিয়ন্মার্গমলঙ্কৃত্য দদর্শোষ্ণাংশুমণ্ডলম্॥ ৩০॥ তিগ্মরশ্মিপ্রভাবেণ ব্যাকুলীভূতমানসা। কদ্রুস্ততঃ খগীং প্রাহ বিস্রব্ধং বিনতে ব্রজ॥ ৩১॥ উষ্ণগোরুষ্ণগোভির্মে তাপ্যতে নিতরাং তনুঃ। বিস্রব্ধাহং স্বভাবেন ত্বং সাপেক্ষা হি সর্ব্বতঃ॥ ৩২॥ স্বরূপেণ পতঙ্গী ত্বং পতঙ্গোহসৌ সহস্রগুঃ। অতএব ন তে বাধা গগনে তাপসম্ভবা॥ ৩৩॥ বিয়ৎসরসি হংসোহয়ং ভবতী হংসগামিনী। চণ্ডরশ্মিপ্রতাপাগ্নিস্তামতো নেহ বাধতে॥ খগীমুড্ডীয়মানাং খে পুনরূচে বিলেশয়া। ত্রাহি ত্রাহি ভগিন্যত্র যাবোহন্যত্র বিয়ৎপথঃ॥ ৩৫॥ বিনতে বিনতাং মাং ত্বং কিং নাবীস পতত্রিণী। তব দাসী ভবিষ্যামি ত্বদুচ্ছিষ্টনিষেবিণী॥ ৩৬॥ যাবজ্জীবমহং ভূয়াং ত্বৎপাদোদকপায়িনী। খখোল্কা নিপতেদেষা ভৃশং গদ্গদভাষিণী॥ ৩৭॥

যাহা মন্ত্রৌষধি দ্বারাও উপশমিত হইবার নহে আপনি অদ্য আমাদিগকে তদ্রূপ আদেশই করিলেন, কিন্তু আমরা আপনার আদেশ মত যাইব না; তাহাতে আমাদের ভাগ্যে যাহা হইবার হউক, খলবুদ্ধি সর্পেরা এইরূপে মাতৃনিদেশ অবহেলা করিল। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! এই সর্পগণের ন্যায় যাহাদের বুদ্ধি কুটিলা, হৃদয় কাপট্যপূর্ণ ও চিত্ত সর্ব্বদাই পরচ্ছিদ্রে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত হয়; তাহাদিগের কর্ত্তৃকই জনক-জননীগণ অবজ্ঞাত হইয়া লজ্জা পাইয়া থাকেন। যাহারা অহঙ্কারী হইয়া পিতামাতার বাক্য অতিক্রম করে, তাহারা অল্প সময় মধ্যেই অধোগতি লাভ করে। তখন কদ্রু, তনয়গণের দুর্ব্ব্যবহার পরিদর্শন করিয়া, তাহাদের প্রতি কুপিতা হইয়া, তাহাদের অপরাধের শাস্তির জন্য, এই শাপ প্রদান করিলেন, "রে দুষ্টমতিগণ! তোরা আমার বাক্য উল্লঙ্ঘনজনিত শাপে গরুড়ের ভক্ষ্য হইবি এবং তোদের নারীগণ সদ্যোজাত নিজ সন্তানগণকেই ভক্ষণ করিবে।" সর্পগণ জননীর এবং প্রকার শাপানলে ভীত হইয়া, প্রায় সকলেই পাতালে পলায়ন করিল; অবশিষ্ট কেহ কেহ মাতৃশাপ হইতে প্রাণরক্ষা করিবার আশায়, তাঁহার আদেশপালনের জন্য উদ্যোগী হইল। তাহারা আকাশপথে উঠিয়া, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ আশ্রয়পূর্ব্বক, ফুৎকার বিনিঃসৃত করিয়া, তীব্রবিষসম্পর্কে সেই অশ্বের রূপান্তর সম্পাদন করিল। তথায় সূর্য্যদেব, সেই মাতৃ-আজ্ঞা-পালনকারীদিগের প্রখর কিরণে কোনরূপ ক্লেশ দিতে সমর্থ হন নাই। ১৫—২৯। ঐ সময় কদ্রু, বিনতার পৃষ্ঠদেশে আরোহণপূর্ব্বক নভস্তল ভূষিত করত অতি সমুচ্চপ্রদেশে উঠিয়া সহস্রকিরণশালী সূর্য্যের মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে কদ্রু, সূর্য্যের প্রখর তেজ সহিতে না পারিয়া, বিনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভগিনি! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমার দেহ, তপনতাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে। তুমি একাকিনীই গমন কর, আমি আর যাইতে পারিব না। তুমি স্বভাবে পতঙ্গী, এই সূর্য্যও পতঙ্গ; সুতরাং তুমি অনায়াসে ঊর্দ্ধমুখে যাইতেছ, তোমার কোন ক্লেশই হইতেছে না। আকাশ রূপ সরোবরের, এই সূর্য্য হংসস্বরূপ এবং তুমিও হংসগামিনী, এই কারণেই প্রচণ্ডকিরণ সূর্য্য হইতে তোমার কোনরূপ পীড়া হইতেছে না। কদ্রু এইরূপে বারংবার বলিলেও বিনতা আরও ঊর্দ্ধ উঠিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কদ্রু অতি কাতর হইয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে বিনতে! হে ভগিনি! এস, আমরা এ স্থান হইতে প্রত্যাগমন করি। আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমায় রক্ষা কর আমি সহ্য করিতে পারি না। তুমি কেন এমন করিতেছ? তুমি আমায় রক্ষা করিলে, আমি যতদিন বাঁচিব, তাবৎ তোমার দাসী হইয়া আদেশ প্রতিপালন করিব। হে সখি! আমার মাথায়

মূর্চ্ছাং গতবতী পক্ষপুটৌ ধৃত্বা বিভোরগী। সখ্যুক্তা নিপতদোষা বক্তব্যেত্থিতি সম্ভ্রমাৎ ॥ ৩৮ ॥ খখোল্কেতি যদুক্তা গীঃ কদ্র্বা সম্ভ্রান্তচেতসা। তদা সখোল্কনামার্কঃ স্তুতো বিনতয়া বহু ॥ ৩৯ ॥ মনাগতিগ্মতাং প্রাপ্তে খে প্রয়াতি বিবস্বতি। তাভ্যাং তুরঙ্গমোঽদর্শি কিঞ্চিৎ কির্ম্মীরবান্ রথে ॥ উক্তা বিনতয়ৈবৈষা তাপোপহতলোচনা। ক্রূরা সর্বাঙ্গণী সত্যবাদিন্যা বিশ্বমান্যয়া ॥ ৪১ ॥ কদ্রু-স্ত্বয়া জিতং ভদ্রে যত উচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ। চন্দ্ররশ্মি-প্রভোঽপ্যেষ কল্মাষ ইব ভাসতে ॥ ৪২ ॥ বিধি-র্বলীয়ান্ ভুজগি চিত্রং জয়পরাজয়ে। ক্রূরোঽপি বিজয়ী ক্বাপি স্বক্রূরোঽপি পরাজয়ী ॥ ৪৩ ॥ বিনতা বিনতাধারা বদন্তীতি যথাগতম্। কদ্রুনিবেশনং প্রাপ্তা তস্যা দাস্যমচীকরৎ ॥ ৪৪ ॥ কদাচিদ্বিনতাদর্শি সুপর্ণেনাশ্রুলোচনা। বিচ্ছায়া মলিনা দীনা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসবত্যপি ॥ ৪৫ ॥ সুপর্ণ উবাচ। প্রাতঃ-প্রাতরহো মাতঃ ক্ব যাসি ত্বং দিনে দিনে। সায়মায়াসি চ কুতো বিচ্ছায়া দীনমানসা ॥ ৪৬ ॥ কুতো নিঃশ্বসিসি প্রোচ্চৈরশ্রুপূর্ণবিলোচনা। যথা ক্লীবসুতাযোষিদ্যথা পতিতিরস্কৃতা ॥ ৪৭ ॥ ব্রূহি মাতর্ঝটিত্যদ্য কুতো দূনাসি পত্রিণি। ময়ি জীবতি তে বালে কালেঽপি কৃতসাধ্বসে ॥ ৪৮ ॥ অশ্রুনির্ম্মাণকরণে কারণং কিং তপস্বিনি। সুচরি-ত্রাসু নারীষু নামঙ্গলমিহেষ্যতে ॥ ৪৯ ॥ ধিক্তাংশ্চ পুত্রান্ যন্মাতা তেষু জীবৎসু দুঃখভাক্। বরং বন্ধ্যৈব সা যস্যাঃ সুতা বন্ধ্যমনোরথাঃ ॥ ৫০ ॥ ইত্যূর্জ্জস্বলমাকর্ণ্য বচঃ সূনোর্গরুত্মতঃ। বিনতা প্রাহ তং পুত্রং মাতৃভক্তিসমন্বিতম্ ॥ ৫১ ॥ অহং দাস্যস্মি রে বাল কদ্রাশ্চ ক্রূরচেতসঃ। পৃষ্ঠে বহামি তাং নিত্যং তৎপুত্রানপি পুত্রক ॥ ৫২ ॥ কদাচিন্মন্দরং যামি কদাচিন্মলয়াচলম্। কদাচিদন্ত-রীপেষু চরেয়ং তদ্বদন্বতাম্ ॥ ৫৩ ॥ যত্র যত্র নয়ে-যুস্তে কাদ্রবেয়াঃ সুদুর্ম্মদাঃ। ব্রজেয়ং তত্র তত্রাহং তদধীনা যতঃ সুত ॥ ৫৪ ॥ গরুড় উবাচ। দাসীত্ব-কারণং মাতঃ কিং তে জাতং সুলক্ষণে। দক্ষ-প্রজাপতেঃ পুত্রি কশ্যপস্য প্রিয়েঽনঘে ॥ ৫৫ ॥ বিনীতবাচা গরুড়ং পুরাবৃত্তমশেষতঃ। দাসীত্বকারণং

নিশ্চয় উল্কা পড়িতেছে। এইরূপ বলিতে গিয়া কদ্রু, ভয়ে কণ্ঠের জড়তা হওয়ায়, খখোল্ক পড়িতেছে, এই প্রকার অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিয়াই বিনতা-পৃষ্ঠে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তৎকালে কদ্রুর মুখ হইতে ভয়জাড্যনিবন্ধন 'খখোল্ক এই বাক্যটী নির্গত হইয়াছিল বলিয়া, বিনতা সূর্য্যকে খখোল্ক নাম করিয়া বহুতর স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সহস্ররশ্মি, বিনতার স্তবে প্রসন্ন হইয়া, কিছুকালের নিমিত্ত স্বকিরণের উষ্ণতা সঙ্কোচ করিলেন। অনন্তর কদ্রু ও বিনতা সূর্য্যের রথে আবদ্ধ সেই উচ্চৈঃশ্রবার শরীর কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পাইলেন। সত্যবাদিনী জগন্মান্য বিনতা দূর হইতেই উহা দেখিতে পাইয়া, কদ্রুকে কহিলেন, হে ভগিনি! উচ্চৈঃশ্রবা চন্দ্রকিরণের মত ধবল হইলেও আজি আমার অদৃষ্টে উহার বর্ণবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; তোমারই জয় হইল। ভাগ্যই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া কখন কপটীর জয় ও অকপটীর পরা-জয় হয়। বিনতা বিনীতভাবে কদ্রুকে এইরূপ বলিয়া স্বালয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে কদ্রুর দাসী হইয়া থাকিলেন। ঐরূপ দাসীভাবে কিছু-দিন অতীত হইলে, একদিবস বৈনতেয় গরুড়, নিজ জননী বিনতাকে অশ্রুপূর্ণনয়না ও মলিনকান্তি [illegible] কহিলেন, হে মাতঃ! প্রত্যহ প্রভাত হইবা-মাত্র আপনি কোথায় যাইয়া থাকেন? সমস্ত দিন কাটাইয়া সায়ংকালে যখন বাটী আগমন করেন, তখন আপনার দেহকান্তি অতি মলিন ও হৃদয় অতি বিষণ্ণ দেখিতে পাই এবং ক্লীবসন্ততি বা পতিবিমানিতার ন্যায় সর্ব্বদাই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকেন; হে মাতঃ আপনার কিসের দুঃখ তাহা বলুন! কালেরও ভয়বিধাতা আমার মত পুত্র থাকিতে আপনি কি হেতু সর্ব্বদা রোদন করিয়া থাকেন? হে জননি! সচ্চরিত্রা স্ত্রীগণ কদাচ দীর্ঘ অশুভ ভোগ করেন না এবং যে সকল সন্তান জীবিত থাকিয়া জননীর দুঃখ দূর না করে, তাহাদের জীবনে ধিক্ ও তদীয় মাতৃগণের বন্ধ্যা হওয়াই ভাল।৩০—৫০। বিনতা, মাতৃভক্ত গরুড়ের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রমুদিতহৃদয়ে কহি-লেন, বৎস গরুড়! আমি কঠিনহৃদয়া কদ্রুর দাসী হইয়া তাহাকে ও তদীয় সন্তানদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া, প্রতিদিনই নানাস্থানে বিচরণ করিয়া থাকি। তাহারা যেখানে লইয়া যাইতে আদেশ করে, আমি দীনমানসে সেই সেই স্থানে লইয়া যাই। গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি কশ্যপের ভার্য্যা, দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও স্বয়ং নিষ্পাপা হইয়াও কেন এরূপভাবে সপত্নীর দাসী

যদ্বদাদিত্যাশ্ববিলোকনম্ ॥ ৫৬॥ শ্রুত্বেতি গরুড়ঃ প্রাহ মাতরং সত্বরং ব্রজ। পৃচ্ছাদ্য মাতস্তান্ দুষ্টান্ কাদ্রবেয়ানিদং বচঃ ॥ ৫৭॥ যদ্দুর্লভং হি হি ভবতাং যত্রাত্যন্তরুচিশ্চ বঃ। মদ্দাসীত্ববিমোক্ষায় তদ্‌ব্রূতাচধ্বং দদাম্যহম্ ॥ ৫৮॥ তথাকরোচ্চ বিনতা তেঽপি শ্রুত্বা তদীরিতম্। সর্পাঃ সন্মন্ত্র্য তাং প্রোচুর্বিনতাং হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৫৯॥ মাতৃশাপবিমোক্ষায় যদি দাস্যতি নঃ সুধাম্। তদা সমীহিতং তেঽস্তু নঃ দাস্যত্যথ দাস্যসি ॥ ৬০॥ ইত্যোক্ত্য সমাপৃচ্ছ্য কদ্রুং দ্রুতগতিঃ খগী। গরুত্মন্তং সমাচষ্ট দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টমানসম্ ॥ ৬১॥ নাগান্তকস্ততঃ প্রাহ মাতরং চিন্তয়াতুরাম্। আনীতং বিদ্ধি পীযূষং মাতর্মে দেহি ভোজনম্ ॥ ৬৩॥ বিনতা প্রাহ তং পুত্রং সম্প্রহৃষ্টতনূরুহা। ভো সুপর্ণার্ণবং তূর্ণং যাহি মঙ্গলমস্তু তে ॥ ৬৩॥ সন্তি তত্রাপি বহুশো নিষাদা মৎস্যঘাতিনঃ। বেলাতটানবাসাশ্চ তান্ ভক্ষয় দুরাত্মনঃ ॥ ৬৪॥ পরপ্রাণৈ-র্নিজপ্রাণান যে পুষ্ণন্তীহ দুর্ধিয়ঃ। শাসনীয়াঃ প্রযত্নেন শ্রেয়স্তচ্ছাসনং পরম্ ॥ ৬৫॥ বহুহিংসা-কৃতাং হিংসা ভবেৎ স্বর্গস্য সাধনম্। বিহিংসিতেষু দুষ্টেষু রক্ষ্যন্তে ভূরিশো যতঃ ॥ ৬৬॥ নিষাদেষ্বপি চেদ্বিপ্রঃ কশ্চিত্তবতি পুত্রক। স রক্ষণীয়ো যত্নেন ভক্ষণীয়ো ন কর্হিচিৎ ॥ ৬৭॥ গরুড় উবাচ। মৎস্যাদিনাং বসন্ মধ্যে কথং জ্ঞেয়ো দ্বিজো ময়া। অভক্ষ্যো যত্ত্বয়া প্রোক্তস্তচ্চিহ্নং কিঞ্চনাথ মে ॥৬৮॥ বিনতোবাচ। যজ্ঞসূত্রং গলে যস্য সোত্তরীয়ং সুনির্ম্মলম্। নিত্যধৌতানি বাসাংসি ভালং তিলক-লাঞ্ছিতম্ ॥ ৬৯॥ সপবিত্রো করো যস্য যস্যৈবী কুশগর্ভিণী। যন্মৌলিঃ সশিখাগ্রন্থিঃ স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণস্ত্বযা ॥ ৭০॥ উচ্চবেদঋযগ্যজুঃসাম্নামৃচমেকাম-পীহ যঃ। গায়ত্রীমাত্রমন্ত্রোঽপি স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজ-স্ত্বয়া ॥ ৬১॥ গরুড় উবাচ। মধ্যে সদা নিষাদানাং

হইলেন? এবংবিধ গরুড়বাক্য শ্রবণে বিনতা, সূর্য্যাশ্বদর্শনাবধি নিজ পণানুযায়ী এবম্বিধ দাসীত্ব-প্রাপ্তি-বিবরণ সম্যক্‌রূপে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন গরুড় কহিলেন, হে জননি। আপনি সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের সন্নিধানে যাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, "এই জগতে তোমাদের যাহা একান্ত দুর্লভ, এমত যে কোন বস্তুতে তোমাদের অভিলাষ হয় তাহা দিলে তোমরা আমার দাসীত্বমোচন করিবে কি না?" গরুড়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণমাত্রেই কদ্রুও তৎসন্তানদিগের সমীপে গমন করিয়া বিনতার এই প্রস্তাব করিলে পর নাগেরা সকলে পরামর্শ করিয়া সানন্দমানসে তাঁহাকে কহিল, যদি তুমি আমাদের মাতার দাস্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাক, তবে আমাদিগকে স্বর্গ হইতে একমাত্র অমৃত আনিয়া দিলে আমরা তোমার দাসীত্ব মোচন করিয়া দিব, নচেৎ এই ভাবেই থাকিবে। বিনতা তাহাদিগের বাক্যেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া কদ্রুকে সম্ভাষণপূর্ব্বক নিজগৃহে আসিয়া গরুড়কে সকল কথা জ্ঞাপন করিলে পর, গরুড় চিন্তাকুলা জননীকে কহিলেন, হে মাতঃ। আমি অমৃত আনিয়াছি বলিয়াই আপনি অবগত হউন, আমার অসাধ্য কিছুই নাই, এক্ষণে কিছু খাদ্য আমাকে দিন। ইহা শুনিয়া বিনতা পুল-কিতদেহা হইয়া কহিলেন, বৎস গরুড়! তুমি মঙ্গল লাভ কর এবং সমুদ্রতীরে যাইয়া তত্রস্থ মৎস্যঘাতী দুর্ব্বৃত্ত নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়া বহু জীবের উপকার সাধন কর। যাহারা পরের প্রাণ নষ্ট করিয়া নিজপ্রাণ রক্ষা করে, সেই দুর্ব্বৃত্ত-দিগের শাসন করিলে পরমমঙ্গলময় বিধাতার অভি-প্রেত কার্য্য করা হইবে ও স্বয়ং সকল মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।৫১—৬৫। যাহারা জীবহিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ করিলে স্বর্গলাভ হয়, কারণ জীবঘাতীদিগের বিনাশে বহুতর জীবই মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষিত হয়। তবে যদি সেই নিষাদদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ থাকেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কদাচ তাঁহাকে ভক্ষণ করিও না। গরুড় কহিলেন, জননি! আপনি আদেশ করিলেন, "যদি তাহাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাও, তাহাকে ভক্ষণ করিবে না", কিন্তু আমি কি উপায়ে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে জানিতে পারিব? বিনতা কহিলেন, হে বৎস! যাহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র, যিনি সর্ব্বদাই নির্ম্মল উত্তরীয় বস্ত্র ও ধৌত অধোবাস ধারণ করেন; যাহার ললাটদেশ তিলকশোভিত, যাহার হস্তে কুশাঙ্গুরীয়, কটিদেশে কুশময়ী মেখলা ও মস্তকে গ্রন্থিবদ্ধ শিখা দেখিতে পাইবে; তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিও। কিংবা বেদত্রয়ের অন্তর্গত একটী মন্ত্রও যাহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় এবং যিনি গায়ত্রী ভিন্ন অপর মন্ত্রের উপাসনা করেন না, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। [illegible] কহি-

যো বসেজ্জননি দ্বিজঃ। তস্তে তেষেকমপ্যেব ন মন্তে লক্ষ বোধকম্ ॥ ৭২ ॥ লক্ষান্তরং সমাচক্ষ দ্বিজবোধকরং প্রস্থঃ। যেন বিজ্ঞায় তং বিপ্রং ত্যজেয়মপি কণ্ঠগম্ ॥৭২॥ তচ্ছ্রুত্বা বনতা প্রাহ যস্তে কণ্ঠগতোহঙ্গজ। খদিরাঙ্গারবদ্দহ্যাত্তমপাকুরু দূরতঃ ॥ ৭৪ ॥ দ্বিজমাত্রেহপি যা হিংসা সা হিংসা কুশলায় ন। দেশং বংশং শ্রিয়ং স্বঞ্চ নির্ম্মূলয়তি কালতঃ ॥ ৭৫ ॥ নিশম্য কাশ্যপিরিতি প্রসূপাদৌ প্রণম্য চ। গৃহীতাশীর্ষযৌ শীঘ্রং খমার্গেণ খগেশ্বরঃ ॥ ৭৬ ॥ দূরাদালোকয়াঞ্চক্রে নিষাদান্ মৎস্যজীবিনঃ। পক্ষৌ বিধূয় পক্ষীন্দ্রো রজসা পূর্য্য রোদসী ॥ ৭৭ ॥ অন্ধীকৃত্য দিশো ভাগানব্ধিরোধস্যুপাবিশৎ। ব্যাদায় বদনং ঘোরং মহাকন্দরসন্নিভম্ ॥ ৭৮ ॥ কান্দিশীকা নিষাদাস্ত বিবিশুস্তত্র চ স্বয়ম্। মন্বানেষ্বথ পন্থানং তেষু কণ্ঠং বিশৎস্বপি ৭৯ ॥ জজ্বালেঙ্গলসংস্পর্শো দ্বিজস্তৎকণ্ঠকন্দলীম্। প্রাক্ প্রবিষ্টানথো তার্ক্ষ্যো নিষাদানৌদরিং দরীম্ ॥ ৮০ ॥ প্রবেশ্য কণ্ঠতালুস্থং তং বিজ্ঞায় দ্বিজং স্ফুটম্। ভয়াদুদগিরত্তূর্ণং মাতৃবাক্যনিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ৮১ ॥ তমুদ্গীর্ণং নরং দৃষ্ট্বা পক্ষিরাট্ সমভাষত। কস্ত্বং জাত্যসি নিগদ মম কণ্ঠবিদাহকৃৎ ॥ ৮২ ॥ স তদাহেতি বিপ্রোহহং পৃষ্টঃ সন্ গরুড়াগ্রতঃ। বসাম্যেষু নিষাদেষু জাতিমাত্রোপজীবকঃ ॥ ৮৩ ॥ তং প্রেষ্য গরুড়ো দূরং ভক্ষয়িত্বাথ তুরিশঃ। নভো বিক্ষোভয়াঞ্চক্রে প্রলয়ানিলসন্নিভঃ ॥ ৮৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা তিগ্মতেজস্কং জ্বালাততদিগন্তরম্। জ্বলদ্দাবানলং শৈলমিব বিভ্যুর্দ্দিবৌকসঃ ॥ ৮৫ ॥ তে সন্নহ্য যুদ্ধায় সজ্জীকৃতবলায়ুধাঃ। অধ্যাস্য বাহনান্যাশু সর্ব্বে বর্ম্মভৃতঃ সুরাঃ ॥৮৬॥ তির্য্যগ্‌গতী রবির্নায়ং নায়মগ্নিঃ স ধূমবান্। ক্ষণপ্রভাপ্যসৌ নৈব কো নঃ সম্মুখ এত্যসৌ ॥ ৮৭ ॥ ন দৈত্যেষু প্রভেদৃক্ স্থান্নাকৃতির্দানবেষ্বিয়ম্। মহাসাধ্বসদঃ

লেন, হে জননি! যে ব্রাহ্মণ নিয়ত পাপাচারী নিষাদগণের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার ব্রাহ্মণত্ব-পরিচায়ক কোন চিহ্নই থাকিবার সম্ভাবনা নাই; তবে অন্য একটী ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন, যাহা ঐ সকল ব্রাহ্মণেও থাকিতে পারে; তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ কণ্ঠগত হইলেও পরিত্যাগ করিতে পারিব। তনয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনতা উত্তর করিলেন, বৎস! যিনি কণ্ঠস্থ হইলে তোমার কণ্ঠ জ্বলিতখদিরাঙ্গারের মত দগ্ধ করিবেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ জানিয়া পরিত্যাগ করিবে; কারণ নীত্যাচাররহিত ব্রাহ্মণকেও বিনাশ করিলে বিনাশকের দেশ, কুল, ঐশ্বর্য্য ও ক্রমশঃ শরীরও ক্ষয় পাইয়া থাকে। গরুড়, মাতৃমুখে ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক চিহ্ন জানিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপাতপূর্ব্বক তদীয় আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করত শীঘ্র আকাশপথে উড্ডীয়মান হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ যাইয়াই দূর হইতে সেই মৎস্যঘাতী নিষাদকে দেখিতে পাইলেন এবং কম্পিত পক্ষদ্বয় দ্বারা ধূলিরাশি উত্থাপিত করিলেন। তাহাতে ভূতল ও নভস্তল আচ্ছাদিত করিয়া সাগরতটে উপবিষ্ট হইয়া, নিষাদকুল উদরসাৎ করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিলেন। নিষাদগণ পক্ষীর পক্ষকম্পনে [illegible] ধূলিসমাচ্ছন্ন ও বাত্যাকুল দেখিয়া ভয়ে [illegible] পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা গরুড়ের কণ্ঠদেশকেই সুগম পলায়নপথ বিবেচনা করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে এক নিষাদসংস্পর্শী আচারহীন ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হওয়ায় গরুড়ের কণ্ঠে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। তখন গরুড় পূর্ব্বপ্রবিষ্ট নিষাদদিগকে ভক্ষণ করিয়া, সেই অগ্নির ন্যায় দাহকারীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া, মাতৃবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাহাকে উদ্গিরণ করিলেন এবং সেই উদ্গীর্ণ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, হে মৎকণ্ঠদাহক! আমি তোমাকে কোন্ জাতি বলিয়া জানিব, তাহা সত্য বল। ৬৬—৮২। গরুড়, ব্রাহ্মণকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল, আমি ব্রাহ্মণ, নিজের জাতিকেই মাত্র উপজীবিকা করিয়া এই নিষাদপল্লীতে অবস্থান করি। তৎ-শ্রবণে পক্ষিরাজ গরুড় তাহাকে সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল মৎস্যঘাতককে নিঃশেষ করিয়া, বায়ুর ন্যায় বেগধারণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উড্ডীন হইলেন। তৎকালে দেবগণ, স্বর্গাভিমুখে ধাবমান মহাতেজস্বী গরুড়ের পর্ব্বতপ্রমাণ দেহবিস্তার ও তদীয় তেজে সমাচ্ছাদিত দিঙ্মণ্ডল অবলোকন করিয়া, অত্যন্ত ভয়প্রযুক্ত সকলেই নিজ নিজ বল ও অস্ত্র সজ্জিত রাখিয়া স্ব স্ব বাহনে অধিরূঢ় হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং মহামহিম বিশালকায় পক্ষিরাজ গরুড়ের স্বর্গাভিমুখে আগমন দেখিয়া সকলেরই মনে এইরূপ হইতে লাগিল, এই কুটিল-গামী প্রদীপ্তপদার্থ কখনই সূর্য্য, অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ

কোঽয়মস্মাকং হৃৎপ্রকম্পনঃ ॥ ৮৮ ॥ যাবৎ সন্তাবয়ন্তীতি নীতিজ্ঞা অপি নির্জ্জরাঃ। তাবদ্ধাব স্বৌ পক্ষৌ পক্ষিরাজো মহাবলঃ ॥ ৮৯ ॥ নিপেতুঃ পক্ষবাতেন সায়ুধাশ্চ সবাহনাঃ। ন জ্ঞায়ন্তে ক সম্প্রাপ্তা বাত্যয়া পার্ণতার্ণবৎ ॥ ৯০ ॥ অথ তেষু প্রনষ্টেষু বুদ্ধ্যা বিজ্ঞায় পক্ষিরাট্। কোশাগারং সুধাধাঃ স তত্রাপশ্যচ্চ রক্ষিণঃ ॥ ৯১ ॥ শস্ত্রাস্ত্রোদ্যতপাণীংস্তান্ সুরানাধূয় সর্ব্বশঃ। দদর্শ কর্ত্তরীযন্ত্রমমৃতোপরিসংস্থিতম্ ॥৯২॥ মনঃপবনবেগেন ভ্রমমাণং মহারয়ম্। অপি স্পৃশন্তং মশকং যৎ খণ্ডয়তি কোটিশঃ ॥ ৯৩ ॥ উপোপবিশ্য পক্ষীন্দ্রস্তস্য যন্ত্রস্য নির্ভয়ঃ। ক্ষণং বিচারয়ামাস কিমত্র করবাণ্যহো ॥ স্প্রষ্টুং ন লভ্যতে চৈতদ্বাত্যা ন প্রভবেদিহ। ক উপায়োঽত্র কর্ত্তব্যো বৃথা জাতো মমোদ্যমঃ ॥ ৯৫ ॥ ন বলং প্রভবেদত্র ন কিঞ্চিদপি পৌরুষম্। অহো প্রযত্নো দেবানামেতৎপীযূষরক্ষণে ॥ ৯৬ ॥ যদি মে শঙ্করে ভক্তির্নির্দ্বন্দ্বাতীবনিশ্চলা। তদা সদৈব দেবো মাং বিধুনক্তু মহাধিয়া ॥৯৭॥ যদ্যহং মাতৃভক্তোঽস্মি স্বামিনঃ শঙ্করাদপি। তদা মে বুদ্ধিরত্রাস্তু পীযূষহরণক্ষমা ॥ ৯৮ ॥ আত্মার্থং নোদ্যমশ্চায়ং হৃৎস্থো বেত্তীতি বিশ্বগঃ। মাতুর্দাস্যবিমোক্ষায় যতেঽহমমৃতং প্রতি ॥ ৯৯ ॥ জরিতৌ পিতরৌ যস্য বালাপত্যঞ্চ যঃ পুমান্। সাধ্বী ভার্য্যা চ তৎপুষ্ট্যৈ দোষোঽকৃত্যেঽপি তস্য ন। ইতি চিন্তয়তস্তস্য বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ১০১ ॥ দেহং চকার সোঽত্যন্তমনীয়াংসমণোরপি। পরমাণুসহস্রাংশং কৃত্বা রূপং মহাদ্ভুতম্ ॥ ১০২ ॥ প্রবিশ্য কর্ত্তরীযন্ত্রমধ্যে দেহস্য লাঘবাৎ। বিভ্যৎ তদ্‌যন্ত্রতো দেহং বঞ্চয়ন্ বায়ুখণ্ডনাৎ ॥ ১০৩ ॥ মূলমুৎপাট্য তরসা গৃহীত্বামৃতভাজনম্। নির্যযৌ পাবনে মার্গে ক্রোশৎসু স্বর্সদ্মসু ॥ ১০৪ ॥ তথা বৈকুণ্ঠনাথং তে গত্বা প্রোচুঃ সুধাভুজঃ। নির্জিত্য নীয়তে চক্রিন্ সুধা নো জীবিতং পরম্ ॥ ১০৫ ॥ ইত্যাকর্ণ্য হরিস্তেভ্যোঽভয়ং দত্ত্বা ত্বরাযুতঃ। কৃত্বা যুদ্ধঞ্চ সুমহদ্বিংশার্কঘটিকাদ্বয়ম্

নহেন; দৈত্যদিগের এরূপ তেজ কোনমতেই সম্ভব হয় না ও তাহাদের আকারও এতদূর বিশাল হইতে পারে না; অথচ ইহা প্রবলবেগে এইখানেই আসিতেছে; এ ব্যক্তি কে?—যাহাকে দেখিয়া অবধি আমাদের হৃৎকম্প ও ভয় উপস্থিত হইয়াছে। দেবগণ এইরূপ তর্ক করিতেছেন, এই অবসরে মহাবলিষ্ঠ পক্ষিবর গরুড় এরূপ বেগে একবার নিজ পক্ষদ্বয় কম্পিত করিলেন যে, সেই কম্পনজাত বায়ু, সবাহন দেবগণকে সামান্য তৃণের ন্যায় তাড়না করিয়া কোথায় লইয়া গেল, তখন তাহার কোন সন্ধানই হইল না। গরুড় অমৃতান্বেষী হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে অমৃতস্থানের গৃহদ্বার, সশস্ত্র রক্ষিগণে রক্ষিত আছে দেখিয়া, তাহাদিগকে পরাভব করত দেখিলেন—অমৃতভাণ্ড একটী কর্ত্তরীযন্ত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। সেই চক্র মনের ন্যায় বেগে ঘুরিতেছে ও নিকটে একটী মশক আসিলেও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। পক্ষিরাজ গরুড় তদ্দর্শনে বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে কি উপায় করি? ঐ চক্রকে স্পর্শ করা অতিদুরূহ; কারণ বায়ুর ক্ষমতাও উহার নিকট বৃথা হইতেছে। এস্থলে বলপ্রয়োগ করা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। দেখিতেছি, আমার এতদূর আয়াস সকলই নিষ্ফল হইল; দেবতারা কি অদ্ভুত প্রকারেই সুধা রক্ষা করিতেছে। যদি যথার্থ ভগবান্ মহাদেবে আমার ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য তিনি আমার অমৃতসংগ্রহ বিষয়ে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিবেন এবং যদি বিশ্বনাথ অপেক্ষাও মাতৃচরণে আমার একান্ত ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য জননীপ্রসাদে আমার মানসে অমৃতসংগ্রহের সদুপায় উদ্ভাবিত হইবে। দয়াময় বিশ্বেশ্বর জানিতেছেন, আমার আয়াস স্বার্থ সাধনের জন্য নহে। ৮১—৯৮। আমার উদ্দেশ্য, জননী যাহাতে দাস্যভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বৃদ্ধ, পীড়িত, পিতা, মাতা, শিশুসন্তান ও সাধ্বী ভার্য্যা, ইহাদিগকে যে কোন অসদুপায় অবলম্বন করিয়াও পালন করা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মহাশয় গরুড় এইরূপ চিন্তাকুল থাকিয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি নিজ দেহকে পরমাণুর সহস্রাংশের একাংশপরিমাণ করিয়া, দেহের লঘুতাপ্রযুক্ত সহজেই সেই যন্ত্রের নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া ভীতভীত মনে বক্রভাবে দেহরক্ষাপূর্ব্বক অতি ক্ষিপ্রহস্তে যন্ত্রমূল উৎপাটনপূর্ব্বক অমৃত লইয়া আকাশে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে "অমৃত হরণ করিল" এই বলিয়া চীৎকারকারী দেবগণ গোলোকবিহারী সন্নিধানে গমন করত কহিলেন,—হে চক্রপাণে! গরুড় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া আমাদিগের প্রাণতুল্য অমৃতভাণ্ড অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন নারায়ণ কর্ত্তৃক দেবগণ আশ্বস্ত হইয়া সত্বর, গরুড়ের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর

॥ ১০৬॥ শুম্ভদেব্যোর্যথা স্মৃত গরুড়স্তত্র চাধিকঃ। তয়া প্রসন্নো ভগবান্ মহাযুদ্ধেন সর্ব্বদঃ ॥ ১০৭॥ গাত্বা গরুড়মাহেদং প্রসন্নোঽস্মি খগেশ্বর। বরং বৃণীহি ভদ্রং তে জিতবৃন্দারবৃন্দক ॥ ১০৮॥ হসিত্বা গরুড়ঃ প্রাহ বিশ্বরূপং জনার্দ্দনম্। অহমেব প্রসন্নোঽস্মি ত্বং প্রার্থয়, বরদ্বয়ম্ ॥ ১০৯॥ ততঃ কৈটভজিৎ প্রাহ বৈনতেয়ং মুদান্বিতঃ। বৃতং বৃতং মহোদার দেহি দেহি বরদ্বয়ম্ ॥ ১১০॥ ইতি বিষ্ণুদিতং শ্রুত্বা প্রহসন্নাহ পক্ষিরাট্। কিং বিলম্বেন তদ্ব্রূহি দত্তং দত্তং বরদ্বয়ম্ ॥ ১১১॥ অলব্ধলাভে সঞ্জাতে দ্যূতাদিবিজয়োদয়ে। দাতব্যং সুধিয়া পাত্রে সদা লাভজয়ৌ ক বা ॥ ১১২ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। বলবানসি পক্ষীন্দ্র তন্মে বাহনতাং ব্রজ। একো বরোঽয়ং বরদ দ্বিতীয়ং শৃণু কাশ্যপ ॥ ১১৩॥ দর্শয়িত্বামৃতং প্রাজ্ঞ মাতৃদাস্যবিমোক্ষকম্। দ্বিজিহ্বেভ্যঃ কুরু তথা দ্রাগশ্নন্তি ন তে যথা ॥ ১১৪ ॥ দেয়া সুধা সুধাভুগ্‌ভ্যো দ্বিতীয়োঽস্ত বরো মম। তথেতি স প্রতিজ্ঞায় নির্যযৌ পক্ষিরাড্ দিবঃ ॥ ১১৫ ॥ স মাতরং বিনির্মোচ্য দাস্যাৎ কাশ্যপনন্দনঃ। নাগানাং পুরতো ধৃত্বা মহামৃতকমণ্ডলুম্ ॥ ১১৬॥ অমৃতং পাতুকামাংস্তানিত্যাচষ্ট মহামতিঃ। নাগাঃ শুচিত্বমাসাদ্য ভোক্তব্যেষা সুধা শুভা ॥ ১১৭ ॥ নো চেদশুচিভিঃ স্পৃষ্টা স্নানাদিপরিবর্জ্জিতৈঃ। যাস্যত্যদৃশ্যতামেষা সুধানিমিষরক্ষিতা ॥ ১১৮ ॥ সামান্যমপি যদ্ভক্ষ্যং স্পৃশ্যতেঽশুচিভিঃ ক্বচিৎ। হরন্তি তদ্রসং দেবাস্তচ্চ তিষ্ঠতি নীরসম্ ॥ ১১৯ ॥ ইত্যুক্তা সহিতো মাত্রা বৈনতেয়ো বিনির্যযৌ। কুশাসনে চ তৈরুক্তো ধৃত্বা পীযূষভাজনম্ ॥ ১২০ ॥ যাবৎ স্নাতুং গতাঃ সর্পাস্তাবৎ পীযূষভাজনম্। আদায় বিষ্ণুনা দত্তং দেবেভ্য ইব জীবিতম্ ॥১২১॥ আগত্য ভুজগাঃ স্নাত্বা ন দৃষ্টামৃতভাজনম্। অহো প্রতারিতা নীতমন্যশ্চেতি চুক্রুশুঃ ॥ ১২২ ॥ ততঃ পর্য্যালিহন দর্ভান পীযূষস্পর্শকাঙ্ক্ষিণঃ। আস্তাং তাবৎ সুধা দূরং জিহ্বাস্তেষাং দ্বিধাভবন্ ॥ ১২৩ ॥

হইলেন। পূর্ব্বে শুম্ভাসুরের সহিত ভগবতীর যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালে গরুড়ের সহিত দেবগণেরও তাদৃশ একাহোরাত্রব্যাপী তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাহাতে ভগবান্ কেশব গরুড়েরই অধিক বলবত্তা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে পক্ষিরাজ! হে বিজিতদেবগণ গরুড়! তুমি কুশলে থাক, এক্ষণে কোন্ বর প্রার্থনা কর? ঈদৃশ বিষ্ণুবাক্য শ্রবণে গরুড় হাসিয়া বিশ্বময়কে কহিলেন,—আমিই আপনার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার নিকট যে কোন দুইটী বর লইতে পারেন। তখন বিষ্ণু তদ্বিষয়ে সম্মতিপ্রকাশ করিলে, গরুড় কহিলেন,—হে বিশ্বরূপ। আপনার অভিলাষানুরূপ বরদ্বয় অবিলম্বে প্রার্থনা করুন! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অলব্ধ বস্তু লাভ করিলে বা দ্যূতাদিতে জয়ী হইলে কোন অভীষ্টপাত্রে তাহা অর্পণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি অদ্য তাহাই করিব। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—হে গরুড়! তোমার ন্যায় বলবান্ অতি দুর্লভ, অদ্যাবধি তুমি আমার বাহন হও; ইহা আমার প্রথম বর; এবং নাগগণকে অমৃত দেখাইয়াই স্বজননীর দাস্যদশা দূর কর; তাহারা যাহাতে অমৃত পান করিতে না পায়, তাহার উপায় করিয়া সত্বর দেবগণকেই এই অমৃত প্রত্যর্পণ কর, ইহাই আমার দ্বিতীয় বর। পক্ষিরাজ এইরূপে বিষ্ণুর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ৯৯—১১৫। গরুড় নিমিষমধ্যে নাগগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, সুধাভাণ্ড প্রদান করিয়া জননীর দাসীত্ব মোচন করিলে পর সর্পেরা অমৃত পান করিতে উদ্যোগী হইল। তদ্দর্শনে গরুড় তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পবিত্র হইয়া অমৃত পান করিও; নচেৎ অস্নাত অপবিত্র ব্যক্তি ইহাকে স্পর্শ করিলেই দেবরক্ষিত এই অমৃত অন্তর্হিত হন। দেখ সামান্য ভোজ্যবস্তুতেও যদি অশুচিস্পর্শ হয়, তবে তদীয় রস দেবগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায় ঐ দ্রব্য নীরসভাবে রহিয়া থাকে। গরুড়, বাক্য সমাপ্ত করিয়া, সর্পদিগের আজ্ঞানুসারে কুশোপরি সুধাপাত্র রাখিয়া জননীকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। অনন্তর সর্পেরা স্নানার্থ নদীতে অবতরণ করিলে, সেই অবকাশে গোলোকনাথ হরি সেই অমৃতভাণ্ড অপহরণ করত দেবগণকে প্রদান করিলেন। এদিকে সর্পেরা স্নাত হইয়া অমৃতভাণ্ড দেখিতে না পাইয়া, "হায় কি প্রতারণাই করিল! অমৃতভাণ্ডটী কে চুরি করিল?" এইরূপ বারংবার আক্ষেপ করিয়া, "কণামাত্র সুধাও পাইতে পারিব" ভাবিয়া সেই কুশরাশি লেহন করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের অমৃতপ্রাপ্তির কথা কোথায়! সকলেরই জিহ্বা কুশধারে দ্বিখণ্ড হইল। যাহা-

অন্তেহপ্যন্যায়লব্ধার্থং যে বুভুক্ষন্তি কেবলম্। তন্নো পরিণতিং গচ্ছেত্তোক্তুং বা তৈর্ন লভ্যতে॥ ১২৪॥ ন্যায়াধ্বনৈব তার্ক্ষ্যেণ সুধা প্রাপ্তাতিদুর্লভা। লব্ধাপ্যন্যায়তো নাগৈর্দৃষ্টমাত্রা ক্ষণাদ্গতা॥ ১২৪॥ অথ দাস্যাদ্বিনির্মুক্তা বিনতোবাচ খেচরম্। পুত্র কাশীং প্রয়াস্যামি দাস্যপাপাপনুত্তয়ে॥ ১২৬॥ তাবৎ পাপানি জৃম্ভন্তে নানাজন্মার্জ্জিতান্যপি। যাবৎ কাশী ন হৃৎসংস্থা পুনর্ভববিঘাতিনী॥ ১২৩॥ কাশীস্মরণ-মাত্রেণ কিং চিত্রং যদঘং ব্রজেৎ। গর্ভবাসোহপি নশ্যেত বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ॥ ১২৮॥ যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাত্তারাপতিবিভূষণঃ। তারয়েত্তারক-দ্রোণ্যা দুস্তরাদ্ভবসাগরাৎ॥ ১২৯॥ বিশ্বেশানু-গৃহীতানাং বিচ্ছিন্নাখিলকর্ম্মণাম্। ভবেৎ কাশীং প্রতি মতির্নেতরেষাং কদাচন॥ ১৩০॥ কাশীং প্রতি মনো যেষাং নিঃশেষক্ষালিতৈনসাম্। ত এব মানবা লোকে সত্যং নৃপশবোহপরে॥ ১৩১॥ তৈরেব কালো বিজিতস্ত এব হি গতৈনসঃ। অপুনর্গর্ভ-বাসাস্তে প্রাপ্তা বারাণসীহ যৈঃ॥ ১৩২॥ শ্রেয়সাং ভাজনশ্চৈতন্নৃজন্ম ন মুধা নয়েৎ। দেবানামপি দুষ্প্রাপ্যং কাশীসন্দর্শনাদৃতে॥ ১৩৩॥ কঃ কলিঃ কোহথবা কালঃ কিংবা কর্ম্মাণ্যনেকধা। পরানন্দপ্রদং ক্ষেত্রমবিমুক্তং যদীক্ষিতম্॥ ১৩৪॥ তে গর্ভবাসে তিষ্ঠন্তি পুনস্তে গর্ভবাসিনঃ। যে ন গর্ভনচ্ছেত্রীং সেবন্তে বরণামসিম্॥ ১৩৬॥ নিশম্যেতি বচঃ প্রাহ তার্ক্ষ্যো নত্বাথ মাতরম্। অহমপ্যাগমিষ্যামি কাশীং দ্রষ্টুং শিবার্চ্চিতাম্॥ ১৩৬॥ মাতুরাজ্ঞামথ প্রাপ্য জনন্যা সহ পক্ষিরাট্। ক্ষণাদ্বারাণসীং প্রাপ মোক্ষ-নিক্ষেপভূমিকাম্॥ ১২৭॥ উভাবপি চ তেপাতে তপ উগ্রং মহামতী। সংস্থাপ্য শাম্ভবং লিঙ্গং পতত্রীন্দ্রোহচলেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৩৮॥ নাম্না খখোল্কমাদিত্যং সংস্থাপ্য বিনতা শুভম্। অচিরেণৈব কালেন মহতস্তপসস্তয়োঃ॥ ১৩৯॥ কাশ্যাং প্রসন্নৌ সঞ্জাতৌ দেবৌ শঙ্করভাস্করৌ। গরুড়স্থাপিতাল্লিঙ্গাদাবি-রাসীদুমাপতিঃ॥ ১৪০॥ গরুড়ায় বরান্ প্রাদাৎ সুবহূনতিদুর্লভান্। খগেন্দ্র মম ভক্তোহসি তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥ ১৪১॥ বেৎস্যসি ত্বং রহস্যং মে

দের অন্যায়লব্ধ বস্তু ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহারা ভোগ করিতেই পায় না, অথবা ভোগ হইলেও উহা পরিপাক হয় না। গরুড় ন্যায্যপথ অবলম্বন করিয়াই অমৃত স্বাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যায়পথের পথিক সর্পেরা সেই অমৃতে দৃষ্টি করিবামাত্রেই তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইল। এইরূপে দাসীত্বমুক্তা বিনতা, গরুড়কে কহিলেন,—হে বৎস! আমি দাসী হইয়াছিলাম বলিয়া যে পাপরাশি আমার দেহ আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহা দূর করিতে কাশী আশ্রয় করিব, কারণ জীবের হৃদয়ে যাবৎ মুক্তিদায়িনী কাশী প্রকাশ না পান, তাবৎ পাপরাশিই আধিপত্য করে। যে কাশীতে থাকিলে বিশ্বনাথের প্রসাদে জীবের পুন-র্জ্জন্মযাতনা দূর হয়, সেই কাশীর স্মরণমাত্রে পাপ-ধ্বংস হইবে, ইহা বিস্ময়কর নহে; এবং ঐ স্থানে বিশ্বেশ্বর চরম সময়ে জীবকে তারকমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, ভবসাগর হইতে পার করেন। যাঁহারা বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া স্বকর্ম্মসূত্র ছেদন করিতে বাসনা করেন, এ সংসারে তাঁহাদেরই কাশীর প্রতি অচলা ভক্তি থাকে; এবং যাহাদের কাশীর প্রতি অচলা ভক্তি আছে, তাঁহাদিগকেই 'মনুষ্য' বলে; অপর সকল নরাকার পশুমাত্র। যাঁহাদিগের কর্ত্তৃক কাশী আশ্রিতা হন, তাঁহারাই সহজে কালকে জয় করিয়া নিষ্পাপশরীরে অবস্থান করেন ও কদাচ গর্ভযাতনা ভোগ করেন না। সকল মঙ্গল-নিলয় দেবদুর্লভ মানবজন্ম পাইয়া কাশীদর্শন না করিয়া বৃথা অতিবাহন করা অনুচিত; কারণ আনন্দধাম কাশীক্ষেত্র দর্শন করিতে পারিলে কাল, কলি বা কর্ম্মফল, কেহই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ১১৬—১৩৪। ঐ স্থানে বরণা বা অসির সেবা করিলে, পুনরায় গর্ভবাসক্লেশ ভুগিতে হয় না। গরুড় এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মহাদেবাধিষ্ঠিত কাশীক্ষেত্র দর্শন করিতে যাইবার জন্য স্বীকার করিলেন। তৎপরে মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে লইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে মোক্ষধাম বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করি-লেন এবং বিনতাও খখোল্কনামক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া উভয়েই ঘোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ কৈলাসনাথ, গরুড়-তপস্যায় সন্তোষ লাভ করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া গরুড়কে দুর্লভ বর দিলেন। মহাদেব কহিলেন—হে পক্ষিরাজ! তুমি পরম-জ্ঞানী ও মদ্ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ। দেবতাদিগেরও অবিদিত রহস্য তোমার অজ্ঞাত থাকিবে না।

যন্ন জ্ঞাতং সুরৈরপি। ত্বয়ৈতৎ স্থাপিতং লিঙ্গং গরুড়েশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৪২ ॥ পরমজ্ঞানদং পুংসাং দৃষ্টং স্পৃষ্টং সমর্চ্চিতম্। অন্যচ্চ শৃণু পক্ষীন্দ্র হিতং তে বচ্মি সাম্প্রতম্ ॥ ১৪২ ॥ অসাবহং স বৈ বিষ্ণুর্মত্তি তে ভেদদৃক্ চ নৌ। এবং তস্যৈব পক্ষীন্দ্র দৈত্যেন্দ্রবলহারিণঃ ॥ ১৪৪ ॥ প্রাপ্য সৎপত্রতাং পত্রিংস্তম্যপ্যর্চ্চ্যো ভবিষ্যসি। ইতি দত্ত্বা বরং শম্ভুঃ খত্তন্নায় গরুত্মতে ॥ ১৪৫ ॥ তত্রৈবান্তর্হিতো জাতো গরুড়োঽপি হরিং যযৌ। হরে রথত্বং সম্প্রাপ্য সোঽপি পূজ্যোঽভবদ্ভুবি ॥ ১৪৬ ॥ তপস্যন্তীমথালোক্য কদ্রূচ্ছিন্নতাং প্রভুঃ। শিবস্যৈব পরা মূর্ত্তিঃ খখোল্কো নাম ভাস্করঃ ॥ ১৪৭ ॥ দত্ত্বা বরং পাপঘ্নং শিবজ্ঞানসমন্বিতম্। কাশীবাসিজনানেকভবপাপক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ১৪৮ ॥ বিনতাদিত্য ইত্যাখ্যঃ খখোল্কস্তত্র সংস্থিতঃ। ইত্থং খখোল্ক আদিত্যঃ কাশীবিঘ্নতমোহরঃ ॥ ১৪৯ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। কাশ্যাং পৈশঙ্গিলে তীর্থে খখোল্কস্য বিলোকনাৎ। নরশ্চিন্তিতমাপ্নোতি নীরোগো জায়তে ক্ষণাৎ ॥ ১৫০ ॥ নরঃ শ্রুত্বৈতদাখ্যানং খখোল্কাদিত্যসম্ভবম্। গরুড়েশেন সহিতং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতি সাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থে কাশীখণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে খখোল্কাদিত্যগরুড়েশয়োর্বর্ণনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

এই স্বপ্রতিষ্ঠিত গরুড়েশ্বরনামক লিঙ্গের দর্শন স্পর্শন বা পূজা করিলে লোক তত্ত্ববোধ লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; ইহা তোমার পক্ষে অতি হিতকর বাক্য। আমিই সেই বিষ্ণু, আমাকে তাঁহা হইতে কোনরূপে ভিন্ন ভাবিও না। হে পতগরাজ! তুমি অসুরদিগকেও বলে পরাজয় করিতে পারিবে ও সর্ব্বদা বিষ্ণুর বাহন হইয়া জগতে সকলের নিকট পূজা পাইবে। ভগবান্ শিব নিজভক্ত গরুড়কে এইরূপ বর দিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বৈনতেয়ও বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করত তাঁহার বাহন হইয়া জগন্মান্য হইলেন। কাশীস্থ ব্যক্তিদিগের পাপনাশক মহেশ্বরের মূর্ত্তিভেদ ভগবান খখোল্কনামক আদিত্য, বিনতার ঘোর তপশ্চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার দেহ নিষ্পাপ করত শিবজ্ঞানসমন্বিত করিয়া তদবধি বিনতাদিত্য নামে অভিহিত হইয়া কাশীবাসীর বিঘ্নসমূহ দূর করিতে লাগিলেন। কাশীক্ষেত্রে পৈশঙ্গিল তীর্থে খখোল্কাদিত্যকে দর্শন করিলে, মানব সকল পাপ ও রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অভীষ্ট বিষয় লাভ করিয়া থাকে। নর গরুড়েশ ও খখোল্কাদিত্যের এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৩৫—১৫১।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

সমাপ্তমিদং পূর্ব্বার্দ্ধম্। ৪—১।

কাশীখণ্ডম্।

উত্তরার্দ্ধম্।

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ সর্ব্বজ্ঞাঙ্গভব প্রভো। কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমনাঃ স্বামিংস্তত্তবান্ বক্তুমর্হতি॥ ১॥ দক্ষপ্রজাপতেঃ পুত্রী কশ্যপস্য পরিগ্রহঃ। গরুত্মতঃ প্রসূঃ সাধ্বী কুতো দাস্যমবাপ সা॥ ২॥ স্কন্দ উবাচ। হঙ্গিকাত্বং যথা প্রাপ্তা বিনতা সা তপস্বিনী। তদপ্যহং সমাখ্যামি নিশাময় মহামতে॥ ৩॥ কদ্রুরজীজনৎ পুত্রান্ শতং কশ্যপতঃ পুরা। উলূকমরুণং তার্ক্ষ্যমসূত বিনতা ত্রয়ম্॥ ৪॥ কৌশিকো রাজ্যমাপ্যাপি শ্রেষ্ঠত্বাৎ পক্ষিণাং মুনে। নির্গুণত্বাচ্চ তৈঃ সর্ব্বৈঃ স রাজ্যাদবরোপিতঃ॥ ৫॥ ক্রূরাক্ষোঽয়ং দিবান্ধোঽয়ং সদা বক্রনখস্তথা। অতীবোদ্বেগজনকং সর্ব্বেষামস্য ভাষণম্॥ ৬॥ ইত্থং তস্য গুণগ্রামান্ বিকথ্য বহুশঃ খগাঃ। নাদ্যাপি বৃণ্বতে রাজ্যে কমপি স্বৈরচারিণঃ॥ ৭॥ কৌশিকেঽথ তথা বৃত্তে পুত্রবীক্ষণলালসা। অণ্ডং প্রস্ফোটয়ামাস মধ্যমং বিনতা তদা॥ ৮॥ পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রস্ফোট্য ঘটসম্ভব। তদন্তে দি তয়ৌৎসুক্যাদণ্ডমষ্টমকে শতে॥ ৯॥ তাবৎ সর্ব্বাণি গাত্রাণি তস্যাতিমহসঃ শিশোঃ। ঊর্ব্বোরুপরি সিদ্ধানি তদণ্ডান্তর্নিবাসিনঃ॥ ১০॥ অণ্ডান্নির্গতমাত্রেণ ক্রোধারুণমুখশ্রিয়া। অর্দ্ধনিষ্পন্নদেহেন শিশুনা শাপিতা প্রসূঃ॥ ১১॥ জনয়িত্রি ত্বয়া দৃষ্ট্বা কাদ্রবেয়ান্ স্বলীলয়া। খেলতো মাতুরুৎসঙ্গে যদণ্ডং ব্যাধি তদ্বিধা॥১২॥ তদনিষ্পন্নসর্ব্বাঙ্গঃ শপামি ত্বাং বিহঙ্গমে। তেষামেবেধি দাসীত্বং সপত্ন্যঙ্গভুবামিহ॥১৩॥ বেপমানাথ তচ্ছাপাদিদং প্রোবাচ পক্ষিণী। অনূরো ব্রূহি মে শাপাবসানং মাতুরঙ্গজ॥ ১৪॥ অনূরুরুবাচ। অণ্ডং তৃতীয়ং মা ভিন্ধি হ্যনিষ্পন্নং মমেব হি। অস্মিন্-

---

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে উমা-হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন! শিবাত্মজ! আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর প্রদান করুন। পতিব্রতা বিনতা, দক্ষের কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী হইয়াও কোন্ কর্ম্মসূত্রে দাসীত্ববন্ধনে পড়িয়াছিলেন? স্কন্দ কহিলেন,—হে মতিমন্! সেই দীনা বিনতা যে কারণে দাসী হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ঋষিবর কশ্যপ কদ্রুতে শতপুত্র ও বিনতাগর্ভে উলূক, অরুণ ও গরুড়, এই তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। বৈনতেয়দিগের মধ্যে উলূক পক্ষিরাজ বলিয়া রাজ্য পাইবার পাত্র হইলেও পক্ষীরা সকলে পরামর্শ করিয়া তাহাকে নির্গুণ বলিয়া রাজা করিল না এবং "উলূক স্বয়ং দিবান্ধ, উহার ক্রূরদর্শনে ও বক্রনখে আমরা সকলেই উদ্বেজিত হই" এইরূপে নিন্দা করত তাহারা কাহাকেও প্রভু না করিয়া তদবধি ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। বিনতা জ্যেষ্ঠ সন্তান কৌশিকের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া পুত্রদর্শন বাসনায় মধ্যম অণ্ডটী ভগ্ন করিলেন; ঐ অণ্ড তৎকালে অষ্টশত বর্ষমাত্র প্রসূত হইয়াছিল। আর দুই শত বর্ষ পূর্ণ হইলে উহা যথোচিত কালেই প্রস্ফুটিত হইত; কিন্তু বিনতা প্রবল ঔৎসুক্যেই অপক্কাবস্থায় বিদারিত করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে একটী শিশু; তাহার ঊরুর উপরিভাগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল হইয়াছে, সেই অর্দ্ধনিষ্পন্নদেহ শিশু নির্গত হইয়া ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া জননীকে অভিসম্পাত দিল। হে মাতঃ! আপনি সপত্নীক্রোড়ে তদীয়পুত্রগণকে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া ঈর্ষ্যায় আমার সকল অবয়ব পূর্ণ না হইতেই এই অণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়াছেন। হে কল্যাণি! এই পাপে আপনি সপত্নীপুত্রগণের দাসী হইয়া থাকিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।১—১৩। পুত্রশাপে ভীতা বিনতা সবিনয়ে কহিলেন—হে বৎস! বল, আমি কোন্ উপায়ে শাপবিমুক্তা হইব? অনুরু কহিলেন,—হে মাতঃ! তোমার এই তৃতীয় অণ্ড পরিপক না হইলে

ত্তে ভবিষ্যো যঃ স তে দাস্যং হরিষ্যতি॥ ১৫॥ ইত্যুক্তা সোঽরুণোঽগচ্ছদুড্ডীয়ানন্দকাননম্। যত্র বিশ্বেশ্বরো দদ্যাদপি পঙ্গোঃ শুভাং গতিম্॥ ১৬॥ এতত্তে পৃচ্ছতঃ খ্যাতং বিনতাদাস্যকারণম্। মুনে প্রসঙ্গতো বচ্মি অরুণাদিত্যসম্ভবম্॥ ১৭॥ অনূরুত্বাদনূরুর্যোঽরুণঃ ক্রোধারুণোদয়ঃ। বারাণস্যাং তপস্তপ্ত্বা তেনারাধি দিবাকরঃ॥ ১৮॥ সোঽপি প্রসন্নো দত্বাথ বরাংস্তস্মা অনূরবে। আদিত্য-স্তস্য নাম্নাভূদরুণাদিত্য ইত্যপি॥ ১৯॥ অর্ক উবাচ। তিষ্ঠানূরো মম রথে সদৈব বিনতাত্মজ। জগতাঞ্চ হিতার্থায় ধ্বান্তং বিধ্বংসয়ন্ পুনঃ॥ ২০॥ অত্র ত্বৎস্থাপিতাং মূর্ত্তিং যে ভজিষ্যন্তি মানবাঃ। বারাণস্যাং মহাদেবোত্তরে তেষাং কুতো ভয়ম্॥২১॥ যেঽর্চয়িষ্যন্তি সততমরুণাদিত্যসংজ্ঞকম্। মামত্র তেষাং নো দুঃখং ন দারিদ্র্যং ন পাতকম্॥ ২২॥ ব্যাধিভির্নাভিভূয়ন্তে নোপসর্গৈশ্চ কৈশ্চন। শোকাগ্নিনা ন দদ্যন্তে হ্যরুণাদিত্যসেবনাৎ॥ ২৩॥ অথ স্যন্দনমারোপ্য নীতবানরুণং রবিঃ। অদ্যাপি স রথে সৌরে প্রাতরেব সমুদ্যতি॥ ২৪॥ যঃ কুর্য্যাৎ প্রাতরুত্থায় নমস্কারং দিনে দিনে। অরুণায় স সূর্য্যায় তস্য দুঃখভয়ং কুতঃ॥ ২৫॥ অরুণাদিত্যমাহাত্ম্যং যঃ শ্রোষ্যতি নরোত্তমঃ। ন তস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ভবিষ্যতি কদাচন॥২৬॥ স্কন্দ উবাচ। বৃদ্ধাদিত্যস্য মাহাত্ম্যং শৃণু তে কথয়াম্যহম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ নরো নো দুষ্কৃতং ভজেৎ॥ ২৭॥ পুরাত্র বৃদ্ধহারীতো বারাণস্যাং মহাতপাঃ। মহাতপঃসমৃদ্ধ্যর্থং সমারাধিতবান্ রবিম্॥ ২৮॥ মূর্ত্তিং সংস্থাপ্য শুভদাং ভাস্বতঃ শুভলক্ষণাম্। দক্ষিণেনবিশালাক্ষ্যা দৃঢ়ভক্তি-সমন্বিতঃ॥ ২৯॥ তুষ্টস্তস্মৈ বরং প্রাদাদ্রবির্বৃদ্ধতপস্বিনে। অলং বিলম্ব্য যাচস্ব কস্তং দেয়ো বরো ময়া॥ ৩০॥ সোঽথ প্রসন্নাদ্দ্যুমণেরবৃণীত বরং মুনিঃ। যদি প্রসন্নো ভগবান্ যুবত্বং দেহি মে পুনঃ॥ ৩১॥ তপঃকরণসামর্থ্যং স্থবিরস্য ন মে যতঃ। পুনস্তারুণ্যমাপ্তোঽহং চরিষ্যাম্যুত্তমং তপঃ॥ ৩২॥ তপ এব পরো ধর্ম্মস্তপ এব পরং বসু। তপ এব পরঃ কামো নির্ব্বাণং তপ এব হি॥

আর বিদীর্ণ করিও না। অতঃপর ইহাতে যে বীর জন্মিবেন, তিনিই তোমার দাসীত্ব মোচন করিবেন। এইরূপ বলিয়া অরুণ আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া আনন্দকাননে উপস্থিত হইলেন, যেখানে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে পঙ্গুব্যক্তিরও জঙ্গম চরণ হইয়া থাকে। মুনিবর! এই বিনতার দাসীত্বের কারণ শুনিলে; এক্ষণে অরুণাদিত্যের উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ কর। অপক্কডিম্বোৎপন্ন বৈনতেয় ঊরুহীন বলিয়া "অনূরু" এবং জন্মিয়াই ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া 'অরুণ' নামে অভিহিত হইয়া ঐ কাশীতে সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যও ভক্তের নামসাদৃশ্যে অরুণাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন। সূর্য্য কহিলেন,—হে বৈনতেয় অনূরো! তুমি আজি অবধি ত্রিলোকের হিতার্থে আমার রথে অবস্থান কর এবং এই কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের উত্তরদিকে তোমাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির যাহারা আরাধনা করিবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না; এই মূর্ত্তিতে আমি অরুণাদিত্যনামে অবস্থিত হইলাম। যাহারা ঐ নামে আমার পূজা করিবে, তাহারা কদাচ কোনরূপ দুঃখ দারিদ্র পাপ বা কোনরূপ পীড়াদি উপসর্গে আক্রান্ত হইবে না। অরুণাদিত্যসেবককে কোন শোকানলই দগ্ধ করিতে পারে না। দিবাকর এই সকল বলিয়া অরুণকে নিজরথে লইয়া চলিলেন। তদবধি আজও প্রভাতে সূর্য্যরথে অরুণ উদয় পাইয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া সূর্য্যকে ও অরুণকে প্রণাম করেন, তাঁহার কোন দুঃখই থাকে না কিংবা যাঁহার কর্ণকুহরে অরুণাদিত্যের মাহাত্ম্যবাদ প্রবেশ করে, সে কোনরূপ দুষ্কৃতভাগী হয় না! কার্ত্তিক কহিলেন,—হে মুনিবর! অতঃপর বৃদ্ধাদিত্যের মহিমা বর্ণন করিতেছি; যাহা শ্রবণ করিলে, জীবের বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। পুরাকালে এই কাশীতে বৃদ্ধহারীতনামা এক তপস্বী নিজতপঃসিদ্ধির জন্য বিশালাক্ষীর দক্ষিণভাগে শুভপ্রদ শুভলক্ষণাক্রান্ত এক সূর্য্য-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অতিভক্তি সহকারে সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপোবিলোকনে সন্তুষ্ট দিবাকর উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে তপোধন! আমি তোমার অভীষ্টদেব, বরদান করিতে আসিয়াছি, অবিলম্বে অভিলষিত প্রার্থনা কর। তখন তপস্বী কহিলেন,—হে প্রভো! যদি আপনার অনুগ্রাহ্য হইয়া থাকি, তবে, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আর তপস্যা করিতে সামর্থ্য নাই, সুতরাং এরূপ বর দিন, যাহাতে পুনরায় যুবা হইতে পারি; তাহা হইলে তপস্যায় বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিতে পারিব। তপস্যাই পরম ধর্ম্ম, তপস্যাই পরম কাম; তপস্যাই পরম মুক্তি; তপস্যা ভিন্ন

৩৩॥ ঋতে ন তপসঃ ক্বাপি লভ্যা ঐশ্বর্য্য-সম্পদঃ। পদং ধ্রুবাদিভিঃ প্রাপি কেবলং তপসো বলাৎ॥ ৩৪॥ ততস্তপশ্চরিষ্যামি লোকদ্বয়মহত্বদম্। প্রাপ্য ত্বদ্বরদানেন যৌবনং সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ৩৫॥ ধিক্‌জরাং প্রাণিনামত্র যয়া সর্ব্বো বিরজ্যতি। জরাতুরেন্দ্রিয়গ্রামে প্রিয়োঽপি নয়তঃ স্বসাৎ॥ ৩৬॥ বরং মরণমেবাস্তু মা জরাস্ততিশোচ্যকৃৎ। ক্ষণং দুঃখং চ মরণং জরাদুঃখং ক্ষণে ক্ষণে॥ ৩৭॥ কাঙ্ক্ষন্তি দীর্ঘতপসে চিরমায়ুর্জ্জিতেন্দ্রিয়াঃ। ধনং দানায় পুত্রায় কলত্রং মুক্তয়ে ধিয়ম্॥ ৩৮॥ বৃদ্ধস্য বার্দ্ধকং ব্রধ্নস্তৎক্ষণাদপহৃত্য বৈ। দদৌ চ চারুতাহেতুং তারুণ্যং পুণ্যসাধনম্॥ ৩৯॥ এবং স বৃদ্ধহারীতো বারাণস্যাং মহামুনিঃ। সম্প্রাপ্য যৌবনং ব্রধ্নাত্তপ উগ্রং চচার হ॥ ৪০॥ বৃদ্ধেনারাধিতো যস্মাদ্ধারীতেন তপস্বিনা। আদিত্যো বার্দ্ধকহরো বৃদ্ধাদিত্যস্ততঃ স্মৃতঃ॥ ৪১॥ বৃদ্ধাদিত্যং সমারাধ্য বারাণস্যাং ঘটোদ্ভব। জরাদুর্গতিরোগঘ্নং বহবঃ সিদ্ধিমাগতাঃ॥ ৪২॥ বৃদ্ধাদিত্যং নমস্কৃত্য বারাণস্যাং রবৌ নরঃ। লভেদভীপ্সিতাং সিদ্ধিং ন কচিদ্দুর্গতিং লভেৎ॥ ৪৩॥ স্কন্দ উবাচ। অতঃপরং শৃণু মুনে কেশবাদিত্যমুত্তমম্। যথা তু কেশবং প্রাপ্য সবিতা জ্ঞানমাপ্তবান্॥ ৪৪॥ ব্যোম্নি সঞ্চরমাণেন সপ্তাশ্বেনাদিকেশবঃ। একদাদর্শি ভাবেন পূজয়ন্ লিঙ্গমৈশ্বরম্॥ ৪৫॥ কৌতুকাদিব উত্তীর্য্য হরে র্ব্বিবরুপাবিশৎ। নিঃশব্দো নিশ্চলঃ স্বস্থো,মহাশ্চর্য্যসমন্বিতঃ॥ ৪৬॥ প্রতীক্ষমাণোঽবসরং কিঞ্চিৎ প্রহৃষ্টমনা হরিম্। হরিং বিসর্জ্জিতার্চ্চং চ প্রণনাম কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪৭॥ স্বাগতং তে হরিঃ প্রাহ বহুমানপুরঃসরম্। স্বাভ্যাস আসয়ামাস ভাস্বন্তং নতকন্ধরম্॥ ৪৮॥ অথাবসরমালোক্য লোকচক্ষুরধোক্ষজম্। নত্বা বিজ্ঞাপয়ামাস কৃতাঞ্জলিপুটো রবিঃ॥ ৪৯॥ রবিরুবাচ। অন্তরাত্মাসি জগতাং বিশ্বম্ভরজগৎপতে। তবাপি পূজ্যঃ কোঽপ্যস্তি জগৎপূজ্যাত্র মাধব॥ ৫০॥ ত্বত্তশ্চাবির্ভবেদেতত্বয়ি সর্ব্বং প্রলীয়তে। ত্বমেব পাতা সর্ব্বস্য জগতো জগতাং নিধে॥ ৫১॥ ইত্যাশ্চর্য্যং সমালোক্য প্রাপ্তোঽস্ম্যত্র তবান্তিকম্। কিমিদং পূজ্যতে নাথ ভবতা ভবতাপহৃৎ॥ ৫২॥ ইতি

কিছুতেই ঐশ্বর্য্যসম্পৎ লাভ করা যায় না। ধ্রুবাদি মহাত্মগণ তপঃপ্রভাবেই মহৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং আপনার অনুগ্রহে আমি যুবা হইয়া উভয়-লোকহিতকর তপস্যার অনুষ্ঠান করিবার মানস করিয়াছি। যাহা হইতে জীবগণ সর্ব্বদা বিরক্ত হইয়া থাকে, সেই জরাকে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। নিজ সহধর্ম্মিণীও প্রিয়তম পতি জরাজীর্ণ হইলে উপেক্ষা করিয়া থাকে। অশেষদুঃখদায়িনী জরা অপেক্ষা জীবের মৃত্যু শ্রেয়স্কর; কারণ জীব মৃত্যুযন্ত্রণা অল্পক্ষণমাত্র ভোগ করে, কিন্তু জরা প্রতিক্ষণেই যাতনা দিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মানবগণ দীর্ঘকাল তপস্যা করিবার জন্য দীর্ঘ আয়ু, দান করিবার কারণ অর্থ, পুত্রের জন্য পত্নী ও মুক্তির জন্য উত্তম বুদ্ধি অভিলাষ করিয়া থাকেন। এইরূপ বৃদ্ধবাক্য শ্রবণ করিয়া, সূর্য্য তাঁহার বৃদ্ধদশা দূর করিয়া তাঁহাকে যুবা করিলেন। এইরূপে বৃদ্ধহারীত কাশীধামে সূর্য্যের প্রসাদে যৌবন পাইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেবও বৃদ্ধহারীতের বার্দ্ধক্য হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধাদিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ও ঐ নামে ভক্তকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া তদীয় জরাদুর্গতি ও পীড়া দূর করিয়া সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা কাশীতে বৃদ্ধাদিত্যের বন্দনা করে, তাহাদের দুর্গতি দূর হয়। ১৪—৪০। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনিবর! অতঃপর কেশবাদিত্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। কেশবকে পাইয়া সূর্য্যের যে জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহাও কহিতেছি। একদা সূর্য্য আকাশচারী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান্ আদিকেশব ভক্তিভাবে শিবলিঙ্গের পূজা করিতেছেন। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার কারণ জানিতে কৌতূহল হওয়ায় ভূপৃষ্ঠে আসিয়া নিঃশব্দ ও নিশ্চলভাবে বিষ্ণুসন্নিধানে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হরির পূজা সাঙ্গ হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুও অতি সমাদরে সূর্য্যকে স্বাগত প্রশ্নাদি করিয়া নিজাসনে বসাইলেন। সূর্য্যও অবসর পাইয়া পুনরায় প্রণাম করত বলিলেন,—হে বিশ্বম্ভর! হে জগদীশ! আপনা হইতেই এই চরাচর উদ্ভূত হইয়া আপনাতেই প্রকাশিত আছে এবং আপনাতেই বিলীন হইবে। হে জগদাধার! আপনি বিশ্বপালক বলিয়া জগতের পূজনীয়, আপনি আবার কাহার অর্চ্চনা করিতেছেন? ইহা দেখিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া আপনার সন্নিধানে আসিলাম। হে দেব! হৃষীকেশ! সংসারের তাপহারক হইয়াও আপনি কেনই বা পূজা করিতেছেন?

শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ সহস্রাংশোরুদীরিতম্। উচ্চৈর্ম্মাশংস সঙ্কাশং বারয়ন্ করসংজ্ঞয়া ॥ ৫৩ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। দেবদেবো মহাদেবো নীলকণ্ঠ উমাপতিঃ। এক এব হি পূজ্যোঽত্র সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৫৪ ॥ অত্র ত্রিলোচনাদন্যং সমর্চ্চয়তি যোঽল্পধীঃ। সলোচনোঽপি বিজ্ঞেয়ো লোচনাভ্যাং বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৫ ॥ একো মৃত্যুঞ্জয়ঃ পূজ্যো জন্মমৃত্যুজরাহরঃ। মৃত্যুঞ্জয়ং কিলাভ্যর্চ্চ্য শ্বেতো মৃত্যুঞ্জয়োঽভবৎ ॥ ৫৬ ॥ কালকালং সমারাধ্য ভৃঙ্গী কালং জিগায় বৈ। শৈলাদিমপি তত্যাজ মৃত্যুর্মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চকম্ ॥ ৫৭ ॥ বিজিগ্যে ত্রিপুরং যস্তু হেলয়ৈকেষুমোক্ষণাৎ। তং সমভ্যর্চ্চ্য ভূতেশং কো ন পূজ্যতমো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ ত্রিজগজ্জয়িনো হেতোস্ত্র্যক্ষস্যারাধনং পরম্। কো নারাধয়তি ব্রধ্ন সারস্য স্মরবিদ্বিষঃ ॥৫৯॥ যস্যাক্ষিপক্ষসঙ্কোচাজ্জগৎসঙ্কোচমেত্যদঃ। বিকস্বরং বিকাশাচ্চ কস্য পূজ্যতমো ন সঃ ॥ ৬০ ॥ শম্ভোর্লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্। প্রাপ্নোত্যত্র পুমান্ সদ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬১ ॥ সমভ্যর্চ্চ্য শাম্ভবং লিঙ্গমপি জন্মশতার্জ্জিতম্। পাপপুঞ্জং জহাত্যেব পুমানত্র ক্ষণাদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥ কিং কিং ন সম্ভবেদত্র শিবলিঙ্গসমর্চ্চনাৎ। পুত্রাঃ কলত্রক্ষেত্রাণি স্বর্গো মোক্ষোঽপ্যসংশয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসম্পত্তির্ময়া প্রাপ্তা সহস্রগো। শিবলিঙ্গার্চ্চনাদেকাৎ সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ ॥ ৬৪ ॥ অয়মেব পরো যোগাস্বিদমেব পরং তপঃ। ইদমেব পরং জ্ঞানং স্থাণুলিঙ্গং যদর্চ্চ্যতে ॥ ৬৫ ॥ যৈর্লিঙ্গং সকৃদপ্যত্র পূজিতং পার্ব্বতীপতেঃ। কুতো দুঃখভয়ং তেষাং সংসারে দুঃখভাজনে ॥ ৬৬ ॥ সর্ব্বং পরিত্যজ্য রবে যো লিঙ্গং শরণং গতঃ। ন তং পাপানি বাধন্তে মহান্ত্যপি দিবাকর ॥ ৬৭ ॥ লিঙ্গার্চ্চনে ভবেদ্বুদ্ধিস্তেষামেবাত্র ভাস্কর। যেষাং পুনর্ভবচ্ছেদং চিকীর্ষতি মহেশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥ ন লিঙ্গারাধনাৎ পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু চাপরম্। সর্ব্বতীর্থাভিষেকঃ স্যাল্লিঙ্গস্নানাম্বুসেবনাৎ ॥ ৬৯ ॥ তস্মাল্লিঙ্গং ত্বমপ্যর্ক সমর্চ্চয় মহেশিতুঃ। সম্প্রাপ্তুং পরমাং লক্ষ্মীং মহাতেজোঽভিজৃম্ভিণীম্ ॥৭০॥ ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং তদারভ্য সহস্রগুঃ। বিধায় স্ফাটিকং লিঙ্গং মুনেঽদ্যাপি সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭১ ॥ শুকত্বেন তদাকল্প্য

ভগবান্ সূর্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা এইরূপ বাক্য বলিতে নিষেধ করিয়া কহিতে লাগিলেন। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—যিনি নীলকণ্ঠ, সতীনাথ এবং সকল কারণেরও কারণরূপী, সেই মহাদেবই একমাত্র পূজনীয়। যাহারা শিবেতর দেবতার অর্চ্চনা করে, সেই মূঢ়েরা নয়ন থাকিতেও অন্ধ হইয়া আছে। একমাত্র জন্মজরামৃত্যুহারী মৃত্যুঞ্জয়কে পূজা করিবে। রাজা শ্বেতকেতু মৃত্যুঞ্জয়ের উপাসনা করিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কালেরও কালরূপী ঐ মহাকালের আরাধনা করিয়াই ভৃঙ্গী কালজেতা হইয়াছিলেন। শিলাদপুত্রেরা মৃত্যুঞ্জয়ের ভক্ত বলিয়াই মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহার একটীমাত্র বাণের আঘাতে মহাবলী ত্রিপুর পরাজিত হইয়াছিল, সেই ভূতনাথের যিনি অর্চ্চনা করেন, সকলে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। কারণেরও কারণরূপী জগদীশ্বর ত্রিনয়নের উপাসনাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। হে দিবাকর! যিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলে জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় ও যিনি নয়ন উন্মীলন করিলে জগৎ প্রকাশিত হয়, সেই কামনাশন ভগবান্ উমাপতি কাহার আরাধ্য নহেন? শিবলিঙ্গপূজায় পুরুষের পুরুষার্থ-চতুষ্টয় সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইস্থলে শিবলিঙ্গ পূজা করিলে বহুজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে সূর্য্য! এইস্থানে শিবলিঙ্গের উপাসনা করিলে, মানবের পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, স্বর্গ, ও মোক্ষ প্রভৃতি সকল ফলই লাভ হয়। আমি শিবের আরাধনা করিয়াই ত্রিজগদীশ্বর হইয়াছি, ইহা জানিও। শিবলিঙ্গের পূজাই পরম যোগ, পরম জ্ঞান ও পরম তপস্যা।৪৪—৭১। এইস্থানে যৎকর্ত্তৃক একবারও মহাদেব পূজিত হন, এই দুঃখময় সংসারে তাহাদের কোন দুঃখই থাকে না। হে সূর্য্য! যাহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া শিবের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের শরীরে কোনকালে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। যাহাদের ভববন্ধন দূর করিবার বাসনা মহাদেবের হৃদয়ে হয়, তাহাদেরই শিবপূজায় বুদ্ধি হইয়া থাকে। শিবলিঙ্গের পূজা ভিন্ন অপর কিছুই জীবের পুণ্যকর্ম্ম নাই। লিঙ্গের স্নানীয় সলিল মস্তকে ধারণ করিলে যাবতীয় তীর্থাভিষেকের ফলভাগী হওয়া যায়। হে দিবাকর! তোমায়ও উপদেশ দিতেছি, তুমি শিবলিঙ্গের আরাধনা কর; পরম তেজস্বী ও সুন্দর হইতে পারিবে। সূর্য্য এইরূপ বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের স্ফটিকলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদবধি

বিশ্বনাদিকেশবম্ । তত্রোপগতিষ্ঠতেহদ্যাপি উত্তরেণাদিকেশবাৎ ॥ ৭২ ॥ অতঃ স কেশবাদিত্যঃ কাশ্যাং ভক্ততমোনুদঃ । সমর্চ্চিতঃ সদা দেয়াম্মনসো বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ৭৩ ॥ কেশবাদিত্যমারাধ্য বারাণস্যাং নরোত্তমঃ । পরমং জ্ঞানমাপ্নোতি যেন নির্ব্বাণভাগ্ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥ তত্র পাদোদকে তীর্থে কৃতসর্ব্বোদকক্রিয়ঃ । বিলোক্য কেশবাদিত্যং মুচ্যতে জন্মপাতকৈঃ ॥ ৭৫ ॥ অগস্তে রথসপ্তম্যাং রবিবারো যদাপ্যতে । তদা পাদোদকে তীর্থে আদিকেশবসন্নিধৌ ॥ ৭৬ ॥ স্নাত্বোষসি নরো মৌনী কেশবাদিত্যপূজনাৎ । সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৭৭ ॥ যদ্যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু । তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥ ৭৮ ॥ এতজ্জন্মকৃতং পাপং যচ্চ জন্মান্তরার্জ্জিতম্ । মনোবাক্কায়জং যচ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতে চ যে পুনঃ ॥ ৭৯ ॥ ইতি সপ্তবিধং পাপং স্নানাম্মে সপ্তসপ্তিকে । সপ্তব্যাধিসমাযুক্তং হর মাকরিসপ্তমি ॥ ৮০ ॥ এতন্মন্ত্রত্রয়ং জপ্ত্বা স্নাত্বা পাদোদকে নরঃ । কেশবাদিত্যমালোক্য ক্ষণান্নিষ্কলুষো ভবেৎ ॥ ৮১ ॥ কেশবাদিত্যমাহাত্ম্যং শৃণ্বন্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ । নরো ন লিপ্যতে পাপৈঃ শিবভক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৮২ ॥ স্কন্দ উবাচ । অতঃপরং শৃণু মুনে বিমলাদিত্যমুত্তমম্ । হরিকেশবনে রম্যে বারাণস্যাং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮৩ ॥ উচ্চদেশেহভবৎ পূর্ব্বং বিমলো নাম বাহুজঃ । স প্রাক্তনাৎ কর্ম্মযোগাদ্বিমলে পথ্যপি স্থিতঃ ॥ ৮৪ ॥ কুষ্ঠরোগমবাপ্যোচ্চৈস্ত্যক্ত্বা দারাংশ্চ গৃহং বসু । বারাণসীং সমাসাদ্য ব্রধ্নমারাধয়ৎ সুধীঃ ॥ ৮৫ ॥ করবীরৈর্জপাভিশ্চ গন্ধকৈঃ কিংশুকৈঃ শুভৈঃ । রক্তোৎপলৈরশোকৈশ্চ স সমানর্চ্চ ভাস্করম্ ॥ ৮৬ ॥ বিচিত্ররচনৈর্ম্মাল্যৈঃ পাটলার্চম্পকোদ্ভবৈঃ । কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরমিশ্রিতৈঃ শোণচন্দনৈঃ ॥ ৮৭ ॥ দেবমোহনধূপৈশ্চ বহ্বামোদততাম্বরৈঃ । কর্পূরবর্ত্তিদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপায়সৈঃ ॥ ৮৮ ॥ অর্ঘ্যদানৈশ্চ বিধিবৎ সৌরৈঃ স্তোত্রজপৈরপি । এবং সমারাধয়তস্তস্যার্কো বরদোহভবৎ ॥ ৮৯ ॥ উবাচ চ বরং ব্রূহি বিমলামলচেষ্টিত । কুষ্ঠঞ্চ তে প্রয়াত্বেব প্রার্থয়ান্তং বরং পুনঃ ॥ ৯০ ॥ আকর্ণ্য বিমলশ্চেত্থমালাপং রশ্মিমালিনঃ । প্রণতো দণ্ডবদ্ভূমৌ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ৯১ ॥ শনৈর্বিজ্ঞাপয়া-

---

পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং আদিকেশবকে গুরু করিয়া অদ্যাপিও তাঁহার উত্তরদিকে অবস্থিত আছেন। এই কারণে ভক্তাজ্ঞাননাশী প্রভু সূর্য্য তদবধি কেশবাদিত্য নামে অভিহিত হইয়া ভক্তের আরাধনায় সন্তোষ লাভ করত তাঁহাদিগকে পূর্ণকাম করিয়া থাকেন। যাঁহার প্রভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে সেই কেশবাদিত্যের আরাধনা করিয়া মানব তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। মানব কাশীধামে পাদোদকতীর্থে অভিষেকাদি যাবদুদককার্য্য সমাপন করিয়া কেশবাদিত্যকে বিলোকন করিলে আজন্মসঞ্চিত পাপবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। হে মুনিবর! যদি রবিবারে রথসপ্তমী হয়, তবে ঐ দিনে প্রভাতে মৌনী হইয়া আদিকেশবের সন্নিহিত পাদোদকতীর্থে স্নাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কেশবাদিত্য পূজিত হইলে, তাহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি দূর করিয়া থাকেন। "সাতজন্মে আমি আজন্ম যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, মাকরী সপ্তমী আমার সেই সকল পাপ, রোগ ও শোক দূর করুন।" যিনি শ্রদ্ধাপূত মানসে কেশবাদিত্যের মহিমা শ্রবণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে পাপ দূর করিয়া শিবভক্তি অবস্থান করেন। কার্ত্তিক কহিলেন,—হে মুনিবর! অতঃপর কাশীতে হরিকেশবনে অবস্থিত বিমলাদিত্যের সুন্দর ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পর্ব্বতপ্রদেশে বিমল নামে এক ক্ষত্রিয় থাকিতেন। তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মবিষয়িণী হইলেও জন্মান্তরীণ পাপের ফলে তিনি কুষ্ঠরোগী হইয়াছিলেন। পরে তিনি আত্মীয়স্বজন বিষয়বৈভব পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা করবীর, জপা, বন্ধুক, কিংশুক, রক্তকমল, অশোক প্রভৃতি পুষ্প ও চম্পকাদি পুষ্পের বিচিত্র মালা এবং যাহাদের সৌরভে দিগন্তর আমোদিত হয়, সেই দেববিমোহন কুঙ্কুম আর রক্তচন্দন, ধূপ, কর্পূরদীপ ও ঘৃতপায়সংযুক্ত বিবিধ নৈবেদ্য এবং অর্ঘ্যদান ও স্তুতিপ্রণতি প্রভৃতি দ্বারা সূর্য্যোপাসনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য তাঁহার উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া আগমন করত কহিলেন,—হে বিমলচেতঃ! বিমল! আমি প্রসন্ন হইয়া কহিতেছি, তুমি কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হও। অন্য তোমার কি অভিলাষ, তাহা প্রার্থনা কর। সূর্য্যবাক্য শ্রবণে বিমলের দেহ রোমাঞ্চিত হইল এবং তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অতি ধীরে

কল্ক একচক্ররথং রবিম্। জগচ্চক্ষুরমেয়াত্মন্ মহাধ্বান্তবিধূনন॥ ৯২॥ যদি প্রসন্নো ভগবন্ যদি দেয়ো বরো মম। তদা স্বভক্তিনিষ্ঠা যে কুষ্ঠং মাস্তু তদন্বয়ে॥ ৯৩॥ অন্যেহপি রোগা মা সন্তু মাস্তু তেষাং দরিদ্রতা। মাস্তু কশ্চন সন্তাপস্ত্বদ্ভক্তানাং সহস্রগো॥ ৯৪॥ শ্রীসূর্য্য উবাচ। তথাস্থিতি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণ্বন্যং বরমুত্তমম্। ত্বয়েয়ং পুজিতা মূর্ত্তিরেবং কাশ্যাং মহামতে॥ ৯৫॥ অস্যাঃ সান্নিধ্যমত্রাহং ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন। প্রথিতা তব নাম্না চ প্রতিমৈষা ভবিষ্যতি॥ ৯৬॥ বিমলাদিত্য ইত্যাখ্যা ভক্তানাং বরদা সদা। সর্ব্বব্যাধিনিহন্ত্রী চ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী॥ ৯৭॥ ইতি দত্ত্বা বরান্ সূর্য্যস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। বিমলো নির্ম্মলতনুঃ সোহপি স্বভবনং যযৌ॥ ৯৮॥ ইত্থং স বিমলাদিত্যো বারাণস্যাং শুভপ্রদঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ কুষ্ঠরোগঃ প্রণশ্যতি॥ ৯৯॥ যশ্চৈতাং বিমলাদিত্যকথাং বৈ শৃণুয়ান্নরঃ। প্রাপ্নোতি নির্ম্মলং শুদ্ধিং ত্যজ্যতে চ মনোমলৈঃ॥ ১০০॥ স্কন্দ উবাচ। গঙ্গাদিত্যোহস্তি তত্রান্যো বিশ্বেশাদ্দক্ষিণেন বৈ। তস্য দর্শনমাত্রেণ নরঃ শুদ্ধিমিয়াদিহ॥ ১০১॥ যদা গঙ্গা সমায়াতা ভগীরথপুরস্কৃতা তদা গঙ্গাং পরিষ্টোতুং রবিস্তত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ১০২॥ অদ্যাপ্যহর্নিশং গঙ্গাং সম্মুখীকৃত্য ভাস্করঃ। পরিষ্টৌতি প্রসন্নাত্মা গঙ্গাভক্তবরপ্রদঃ॥ ১০৩॥ গঙ্গাদিত্যং সমারাধ্য বারাণস্যাং নরোত্তমঃ। ন জাতু দুর্গতিং কাপি লভতে ন চ রোগভাক্॥ ১০৪॥ স্কন্দ উবাচ। অন্যচ্ছৃণু মহাভাগ যমাদিত্যস্য সম্ভবম্। যচ্ছ্রুত্বাপি নরো জাতু যমলোকং ন পশ্যতি॥ ১০৫॥ যমেশাৎ পশ্চিমে ভাগে বীরেশাৎ পূর্ব্বতো মুনে। যমাদিত্যং নরো দৃষ্ট্বা যমলোকং ন পশ্যতি॥ ১০৬॥ যমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ভূতায়াং ভৌমবাসরে। যমেশ্বরং বিলোক্যাশু সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০৭॥ যমতীর্থে যমঃ পূর্ব্বং তপ্ত্বা সুবিমলং তপঃ। যমেশং চ যমাদিত্যং প্রত্যষ্ঠভক্তসিদ্ধদম্॥ ১০৮॥ যমেন স্থাপিতৌ যস্মাদাদিত্যস্তত্র কুম্ভজ। অতঃ স হি যমাদিত্যো যামীং হরতি যাতনাম্॥ ১০৯॥ যমেশং চ যমাদিত্যং যমেন স্থাপিতং নমন্। যমতীর্থে কৃতস্নানো যমলোকং ন পশ্যতি॥ ১১০॥ যমতীর্থে

কহিতে লাগিলেন,—হে অমেয়াত্মন্! অন্ধকারনাশক! আপনি বিশ্বের নয়ন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়া থাকেন, তবে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার ভক্তগণের বংশে কেহ কখন কুষ্ঠরোগী, দরিদ্র বা সন্তাপী না হয়। সূর্য্য কহিলেন,—হে বিচক্ষণ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, এক্ষণে তোমাকে অপর একটী বর দিতেছি, শ্রবণ কর। হে মতিমন্! এই কাশীধামে তুমি যে মূর্ত্তিতে আমার পূজা করিলে, আমি এই মূর্ত্তিতে তোমারই নামে বিমলাদিত্যনামা হইয়া সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করত সর্ব্ববিধ ব্যাধি ও পাপভয় দূর করিব। এই বলয়াই সূর্য্য তথায় অন্তহিত হইলে, বিমলও নীরোগদেহ হইয়া স্বধামে প্রত্যাগমন করিল। এই প্রকারে আবির্ভূত শুভদায়ী ভগবান্ বিমলাদিত্যের দর্শন মাত্রেই জীবের কুষ্ঠরোগ দূর হয়। যাঁহারা ভক্তিভাবে এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার শরীরের পাপরাশি ও মানসিক মলচয় বিদূরিত হইয়া থাকে ও অন্তর বিশুদ্ধ হয়। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মুনে! ঐ কাশীতে বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে গঙ্গাদিত্যনামা অপর এক আদিত্যদেব বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার দর্শনে মানবের চিত্তশুদ্ধি হয়।৮৩-০১। যৎকালে ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন, ঐ সময় দিবাকর গঙ্গার স্তব করিবার কারণ তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও সেইভাবে গঙ্গাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গাভক্তদিগের বরপ্রদ হইয়া রাত্রিদিন গঙ্গার স্তব করিতেছেন। এইস্থানে গঙ্গাদিত্যের উপাসনা করিলে জীবের কোন দুর্গতি বা কোন রোগ ভুগিতে হয় না। কার্ত্তিক কহিলেন,—হে মহাত্মন্! অতঃপর যমাদিত্যের বিষয় বর্ণন করিতেছি, যাহার শ্রবণে জীবের যমালয় যাইতে হয় না। ঐ যমাদিত্য, যমেশ্বরের পশ্চিমে এবং বীরেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করিতেছেন উহাঁকে দেখিলে পুনর্য্যম যমলোক দেখিতে হয় না। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথিতে যমতীর্থে অবগাহন করিয়া যমেশ্বরের দর্শন করিলে, সেই ক্ষণেই জীবের সকল পাপ দূর হয়। পূর্ব্বে বৈবস্বত যম যমতীর্থে স্নাত হইয়া স্বহস্তে ঐ যমেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ ও যমাদিত্যনামক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ আদিত্য যম-স্থাপিত বলিয়াই যমাদিত্য নামে অভিহিত হন। ইহাঁর সেবায় ভক্তের যমযাতনা দূর হয় এবং এই উভয়ের দর্শনে যমলোকদর্শন করিতে হয় না।

চতুর্দ্দশ্যাং ভরণ্যাং ভৌমবাসরে। তর্পণং পিণ্ডদানং চ কৃত্বা পিতৃনূণী ভবেৎ ॥ ১১১ ॥ অভিলষ্যন্তি সততং পিতরো নরকৌকসঃ। ভৌমে ভরণ্যাং ভূতায়াং যদি যোগোঽয়মুত্তমম্ ॥ ১১২ ॥ কাশ্যাং কশ্চিদ্‌যমে তীর্থে কৃত্বা স্নানং মহামতিঃ। অপি যত্তর্পণং কুর্য্যাৎ সতিলং নো বিমুক্তয়ে ॥ ১১৩ ॥ কিং গয়াগমনৈঃ পুংসাং কিং শ্রাদ্ধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ। যদি কাশ্যাং যমে তীর্থে যোগেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধমাপ্যতে ॥ ১১৪ ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা যমে তীর্থে পূজয়িত্বা যমেশ্বরম্। যমাদিত্যং নমস্কৃত্য পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥ ১১৫ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইতি তে দ্বাদশাদিত্যাঃ কথিতাঃ পাপনাশনাঃ। যৎসস্তবং সমাকর্ণ্য নরো ন নিরয়ী ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥ অন্যেঽপি সন্তি ঘটজ রবিভক্তৈরনেকশঃ। কাশ্যাং সংস্থাপিতাঃ সূর্য্যা গুহ্যকার্কাদয়ঃ কিল ॥ ১১৭ ॥ শ্রুত্বাধ্যায়ানিমান্ পুণ্যান্ দ্বাদশাদিত্য-সূচকান্। শ্রাবয়িত্বাপি নো মর্ত্ত্যো দুর্গতিং যাতি কুত্রচিৎ ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণ-বৃদ্ধকেশববিমল-গঙ্গাযমাদিত্য-বর্ণনং নামৈক-পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

মঙ্গলবার ভরণীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশীতে এই কাশীতে তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলে পিতৃঋণ হইতে নর মুক্ত হয়। পিতৃপুরুষেরা উক্ত যোগে এই কাশীতে যমতীর্থে স্নান, অধস্তন জীবিত পুরুষের হস্তে তিলতর্পণ ও গয়াপিণ্ডদান তুল্য এই যমতীর্থে ভূরিদক্ষিণ শ্রাদ্ধ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, উক্ত যোগে কাশীতে শ্রাদ্ধ লাভ করা যায়, তবে আর নরগণের গয়াগমনে বা ভূরিদক্ষিণান্বিত শ্রাদ্ধ করণে ফল কি? যে ব্যক্তি যমতীর্থে স্নান করিয়া যমেশ্বরকে দর্শন করত যমাদিত্যকে নমস্কার করে, তাহার পিতৃঋণ মোচন হয়। কার্ত্তিক কহিলেন,—হে মুনিবর! এই তোমাকে দ্বাদশ আদিত্যের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে জীবের নরকগমন করিতে হয় না। হে অগস্ত্য! এই কাশীতে সূর্য্যভক্তগণ, এতদ্ভিন্ন গুহ্যকার্ক প্রভৃতি অনেক আদিত্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দ্বাদশাদিত্যজ্ঞাপক অধ্যায় সকল শ্রবণ করিলে বা শুনাইলে, মানবের কখনই কোন দুর্গতি থাকে না। ১০২—১১৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। গভস্তিমালিনি গতে কাশীং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্। পুনশ্চিন্তামবাপোচ্চৈর্মন্দরস্থো মুনে হরঃ ॥ ১ ॥ নাদ্যাপ্যায়ান্তি যোগিন্যো নাদ্যাপ্যাগাতি তিগ্মগুঃ। প্রবৃত্তিরপি মে কাশ্যাশ্চিত্রমত্যন্তদুর্লভা ॥ ২ ॥ কিমত্র চিত্রং যৎ কাশী মদীয়মপি মানসম্। নিশ্চলং চঞ্চলয়তি গণনা কেতরে সুরে ॥ ৩ ॥ অধাক্ষিষমহং কামং ত্রিজগজ্জিত্বরং দৃশা। অহো কাশ্যভিলাষোঽত্র মামেব তুন্নয়াত্তরাম্ ॥ ৪ ॥ কাশীপ্রবৃত্তিমন্বেষ্টুং কং বা প্রহিণুয়ামিতঃ। জ্ঞাতুং ক এব নিপুণো যতঃ স চতুরাননঃ ॥ ৫ ॥ ইত্যাহূয় বিধাতারং বহুমান-পুরঃসরম্। তত্রোপবেশ্য শ্রীকণ্ঠঃ প্রোবাচ চতুরাননম্ ॥ ৬ ॥ যোগিন্যঃ প্রেষিতাঃ পূর্ব্বং প্রেষিতোঽথ সহস্রগুঃ। নাদ্যাপি তে নিবর্ত্তন্তে কাশ্যাঃ কলসম্ভব ॥ ৬ ॥ সা সমুৎসুকয়েৎ কাশী লোকেশ মম মানসম্। প্রাকৃতস্য জনস্যেব চঞ্চলাক্ষীব কাচন ॥৮॥ মন্দরেঽত্র রতির্মে ন ভৃশং সুন্দরকন্দরে। অনচ্ছতুচ্ছপানীয়ে নক্রস্যেবাল্প-

---

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মুনিবর! এদিকে মন্দরবাসী ভগবান্ মহাদেব সূর্য্যের বিশ্ববিমোহিনী কাশী হইতে প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন; যোগিনীগণ অদ্যাপি ফিরিল না; তৎপরে সূর্য্যকে পাঠাইলাম, তিনিও আসিলেন না। কাশী আমার মানস যেরূপ চঞ্চল করিতেছে, অন্যান্য দেবগণের চিত্ত তাদৃশ অস্থির করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমি বিশ্বজেতা কামকে নয়নানলে দগ্ধ করিয়াছি, কিন্তু কাশীদর্শনবাসনা আমাকে দগ্ধ করিতেছে। এতদপেক্ষা আশ্চর্য্যকর কি আছে? এক্ষণে কাশীসংবাদ জানিতে চতুর্মুখকেই প্রেরণ করি; ব্রহ্মা ভিন্ন আর কেহই কাশীতত্ত্ব জানিতে পারিবে না। মহাদেব এই স্থির করিয়া চতুরাননকে আহ্বান করত তাঁহাকে বহুসম্মানে নিজাসনে বসাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে কমলযোনে! বহুদিন যাবৎ যোগিনীগণকে, আর তদনন্তর সূর্য্যকেও কাশীতে প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের কোন সংবাদই পাইলাম না। ১—৬। লোকনাথ! সুনয়না ললনাদর্শনে সামান্য ব্যক্তির মানস যাদৃশ উৎকণ্ঠিত হয়, তদ্রূপ কাশীবিষয়ে

গন্ধলে। ৯ ॥ নাবাধিষ্ট তথা মাং সন্তাপো হালাহলোদ্ভবঃ। কাশীবিরহজন্মাত্র যথা মামতিবাধতে ॥ ১০ ॥ শীতরশ্মিঃ শিরস্থোঽপি বর্ষন্ পীযূষশীকরৈঃ। কাশীবিশ্লেষজং তাপং নাহো গময়িতুং প্রভুঃ ॥ ১১ ॥ বিধে বিধেহি মে কার্য্যমাধ্যধুর্য্য মহামতে। যাহি কাশীমিতস্তূর্ণং যতস্ব চ ময়েহিতে ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মংস্ত্বমেব তদ্বেৎসি কাশীত্যজনকারণম্। মন্দোঽপি ন ত্যজেৎ কাশীং কিমু যো বেত্তি কিঞ্চন ॥ ১৩ ॥ অদ্যৈব কিং ন গচ্ছেয়ং কাশীং ব্রহ্মন্ স্বমায়য়া। দিবোদাসং স্বধর্মস্থং নতুল্লঙ্ঘিতুমুৎসহে ॥ ১৪ ॥ বিধে সর্ব্ববিধেয়ানি ত্বমেব বিদধাসি যৎ। ইতি চেতি চ বক্তব্যং ত্বয্যপার্থমতোঽখিলম্ ॥ ১৫ ॥ অরিষ্টং গচ্ছ পন্থাস্তে শুভোদর্কো ভবত্বলম্। আদায়াজ্ঞাং বিধির্মূর্দ্ধি যযৌ বারাণসীং মুদা ॥ ১৬ ॥ সিতহংসরথস্তূর্ণং প্রাপ্য বারাণসীং পুরীম্। কৃতকৃত্যমিবাত্মানমমন্যত তদাত্মভূঃ ॥ ১৭ ॥ হংসযানফলং

প্রোক্তা অন্তরায়াঃ পদে পদে ॥ ১৮ ॥ দৃশিধাতুরভূদদ্য মদ্দৃশৌ প্রাপ্য সার্থয়ঃ। স্পষ্টং দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা যদেবানন্দবাটিকা ॥ ১৯ ॥ স্বয়ং সিঞ্চতি যামম্ভিঃ স্বাভিঃ স্বর্গতরঙ্গিণী। যত্রানন্দময়া বৃক্ষা যত্রানন্দময়া জনাঃ ॥ ২০ ॥ নির্বিশন্তি সদা কাশ্যাং ফলান্যানন্দবন্ত্যপি। সদৈবানন্দভূঃ কাশী সদৈবানন্দদঃ শিবঃ ॥ ২১ ॥ আনন্দরূপা জায়ন্তে তেন কাশ্যাং হি জন্তবঃ। চরণৌ চরিতুং বিশ্বম্ভাবেব কৃতিনামিহ ॥ ২২ ॥ চরণৌ বিচরেতাং যৌ বিশ্বভর্ত্তৃপুরীভুবি। তাবেব শ্রবণৌ শ্রোতুং সম্বিদাতে বহুশ্রুতৌ ॥ ২৩ ॥ ইহ শ্রুতিমতাং পুংসাং যাভ্যাং কাশী শ্রুতা সকৃৎ। তদেব মনুতে সর্ব্বং মনস্বিহ মনস্বিনাম্ ॥২৪॥ যেনানুমন্যতে চৈষা কাশী সর্ব্বপ্রমাণভূঃ। বুদ্ধির্ব্বুধ্যতি সা সর্ব্বমিহ বুদ্ধিমতাং সতাম্। যয়ৈতদ্ধূর্জ্জটের্ধাম ধ্রুবং স্ববিষয়ীকৃতম্ ॥ ২৫ ॥ বরং তৃণানি ধান্যানি তানি বাত্যাহতান্যপি। কাশ্যাং যান্যাপতন্তীহ ন জনাঃ কাশ্যদর্শনাঃ ॥ ২৬ ॥ অদ্য মে সকলং চায়ুঃ পরার্দ্ধদ্বয়সম্মিতম্। যস্মিন্ সতি

মেঽদ্য জাতং কাশীসমাগমে। কাশীপ্রাপ্তৌ যতঃ

আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। যেমন ক্ষুদ্র সরোবর নির্ম্মল ও অগাধ সলিল থাকিলেও, তাহা কুম্ভীরের প্রীতিকর নহে, সেই মত এই মন্দরাচলে সুরম্য কন্দরাদি থাকিলেও আমার চিত্ত সুখী নহে। পূর্ব্বে কালকূট পান করিয়াও তাদৃশ কষ্ট পাই নাই, যেমন অদ্য কাশীবিরহে অসহ্য যাতনা পাইতেছি। অধিক কি, আমি এই শীতাংশুকে মস্তকে ধরিয়া ইঁহার সুধাময় কিরণসম্পর্কেও কাশীবিরহানল নির্ব্বাণ করিতে পারিতেছি না। হে মতিমন্! হে জগন্নাথ! হে বিধাতঃ! তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্বরায় কাশীতে গমন কর। আমার কাশীপরিত্যাগের কারণ তোমার অবিদিত নাই। যাহারা কাশীমহিমাভিজ্ঞ তাহাদের কথায়ত প্রয়োজন নাই; মূর্খদিগের কাশী ছাড়িবার বাসনা হয় না। হে বিধে! আমি মায়ার সাহায্যে এই মুহূর্ত্তেই তথায় গমন করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মময় রাজা দিবোদাসকে উল্লঙ্ঘন করিব না বলিয়াই যাইব না। হে বিধে! তুমি যখন সকল বিধির মূল, তখন তথায় যাইয়া যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে উপদেশ করা নিরর্থক মাত্র। তুমি নির্ব্বিঘ্নে কাশীতে গমন কর, কাশীগমন তদীয় শুভফল প্রদান করুক। ব্রহ্মা এইরূপে মহাদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সানন্দে আনন্দধামে উপস্থিত হইলেন। বিধাতা অচিরাৎ কাশীতে আসিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া

ভাবিলেন, অদ্য আমার হংসযান সার্থক হইল; কারণ কাশীতে আসিবার পদে পদে বিঘ্ন আসিয়া ব্যাঘাত করে। আজি আমার নয়ন কাশীতে দৃশি ধাতুর অর্থ পাইয়া সার্থক হইল, যেহেতু সর্ব্বদা যে স্থানে পুণ্যতোয়া ভগবতী গঙ্গা প্রবাহিত আছেন, আজি নয়ন সেই আনন্দধাম দর্শন করিল।—২০। স্বর্গতরঙ্গিনী স্বয়ং এই কাশীকে স্বীয় সলিল দ্বারা সিঞ্চন করেন, এখানে বৃক্ষসকল আনন্দময় ও জনগণও আনন্দময় হইয়া সর্ব্বদা আনন্দময় ফল সকল ভোগ করিতেছে। এই কাশী সদাই আনন্দভূমি। মহেশ্বর অবিরত এই আনন্দভূমি কাশীতে থাকিয়া জীবগণকে আমোদিত করেন। তাই জীবগণ কাশীতে আনন্দরূপে জন্মগ্রহণ করে। যাহার চরণযুগল এই শিবপুরীতে বিচরণ করে, সুকৃতী মানবের সেই চরণদ্বয়ই বিশ্ববিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যে কর্ণ একবার কাশীনাম শ্রবণ করে, সেই বহুশ্রুত কর্ণই জগতে শ্রবণ করিতে জানে। যে মানসে কাশীচিন্তা উপস্থিত হয়, এই সংসারে মনীষিগণের সেই চিত্তেই সকল মনন হইয়া থাকে। এই শিবধাম বারাণসী যে বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিই এ জগতে সকল পদার্থ নিশ্চয় করিতে জানে। পবনানীত তৃণ ধান্যাদিও কাশীতে পড়িলে প্রশংসনীয় হয়, কিন্তু কাশীদর্শনবিহীন চেতন মানবগণও তদ্রূপ নয়। পরার্দ্ধদ্বয়ায়ী আমি আ

ময়াপ্রাপি সুদুষ্প্রাপা কাশিকা পুরী॥ ২৭॥ অহো মে ধর্ম্মসম্পত্তিরহো মে ভাগ্যগৌরবম্। যদপ্রাক্ষিষমদ্যাহং কাশীং সুচিরচিন্তিতাম্॥ ২৮॥ অদ্য মে স্বতপোবৃক্ষো মনোরথফলৈরলম্। শিবভক্ত্যম্বুনা সিক্তঃ ফলিতোঽতিবৃহত্তরৈঃ॥ ২৯॥ ময়া ব্যাধায়ি বহুধা সৃষ্টিঃ সৃষ্টিং বিতন্বতা। পরমত্বাদৃশী কাশী স্বয়ং বিশ্বেশনির্ম্মিতিঃ॥ ৩০॥ ইতি হৃষ্টমনা বেধা দৃষ্ট্বা বারাণসীং পুরীম্। বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ রাজানং চ দদর্শ হ॥ ৩১॥ জলার্দ্রাক্ষতপাণিশ্চ স্বস্ত্যুক্তা পৃথিবীভুজে। কৃতপ্রণামো ঘত্তাথ ভেজে তদ্দত্তমাসনম্॥ ৩২॥ কৃতমানো নৃপতিনা সোঽভ্যুত্থানাসনাদিভিঃ। বিপ্রো ব্যজিজ্ঞপন্ভূপং পৃষ্টাগমনকারণম্॥ ৩৩॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ভূপাল বহুকালীনোঽস্ম্যহমত্র চিরন্তনঃ। ত্বং তু মাং নৈব জানাসি জানে ত্বাং হি রিপুঞ্জয়ম্॥ ৩৪॥ পরঃশতা ময়া দৃষ্টা রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ। বিজিতানেকসংগ্রামা যাযজূকা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ৩৫॥ বিনিষ্কৃতারিষড়্বর্গাঃ সুশীলাঃ সত্বশালিনঃ। শ্রুতস্য পারদৃশ্বানো রাজনীতিবিচক্ষণাঃ॥ ৩৬॥ দয়াদাক্ষিণ্যনিপুণাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ। ক্ষময়া ক্ষময়া তুল্যা গাম্ভীর্য্যজিতসাগরাঃ॥ ৩৭॥ জিতরোষরয়াঃ শূরাঃ সৌম্যসৌন্দর্য্যভূময়ঃ। ইত্যাদিগুণসম্পন্নাঃ সুসঞ্চিতযশোধনাঃ॥ ৩৮॥ পরং দ্বিত্রাঃ পবিত্রা যে রাজর্ষে তব সদ্গুণাঃ। তেষেষু রাজসু মম প্রায়শো ন দৃশং গতাঃ॥ ৩৯॥ প্রজা নিজকুটুম্বস্থং ত্বং তু ভূদেবদৈবতঃ। মহাতপঃসহায়স্ত্বং যথা নান্যে তথা নৃপাঃ॥ ৪০॥ ধন্যো মান্যোঽসি চ সতাং পূজনীয়োঽসি সদ্গুণৈঃ। দেবা অপি দিবোদাস ত্বত্ত্রাসান্ন বিমার্গগাঃ॥ ৪১॥ কিং নঃ স্তুত্যা তব নৃপ দ্বিজানামস্পৃহাবতাম্। কিং কুর্ম্মস্ত্বদ্গুণগ্রামাঃ স্তাবকান্নঃ প্রকুর্ব্বতে॥ ৪২॥ গোষ্ঠী তিষ্ঠত্বিয়ং তাবৎ প্রস্তুতং স্তৌমি সাম্প্রতম্। যষ্টুকামোঽস্ম্যহং রাজংস্ত্বাং সহায়মতো বৃণে॥৪৩॥ ত্বয়া রাজন্বতী চৈষাবনিঃ সর্ব্বর্দ্ধিভাজনম্। অহং চাস্তিধনো রাজন্নয়োপাত্তমহাধনঃ॥ ৪৪॥ ইয়ং চ রাজধানী তে কর্ম্মভূমাবনুত্তমা। যস্যাং কৃতানাং কার্য্যাণাং সংবর্ত্তেঽপি ন সংক্ষয়ঃ॥ ৪৫॥ সঞ্চিতং যদ্ধনং পুষ্টি-

পূর্ণকাম হইলাম, আয়ুও সফল হইল; যে আয়ু থাকিয়াছে বলিয়াই দুর্লভ কাশী প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অসামান্য ধর্ম্মবলে ও ভাগ্যবলেই এই চিরাভিলষিত কাশীকে পাইলাম। আজ আমার শিবভক্তিরূপ সলিলসিক্ত তপোবৃক্ষ হইতে এই সুবৃহৎ অভীষ্টফল উৎপন্ন হইল। আমি যদিচ সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু এই শিবসৃষ্টি কাশীর সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ব্রহ্মা কাশীদর্শনে আনন্দিত হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক দিবোদাসের সন্নিধানে গমন করত তাঁহাকে সজল সাক্ষত-হস্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজা প্রণাম করিয়া স্বহস্তে আসন দিলে তাহাতে তিনি উপবেশন করিলেন। রাজা দিবোদাস অভ্যুত্থান ও আসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের সৎকার করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দ্বিজরূপধারী বিধাতা কহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! বহুকাল হইতে আমি তোমার রাজ্যে বাস করিতেছি। হে অরাতি-সূদন! তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে সবিশেষ জ্ঞাত আছি। আমি বহুতর রাজাকেই দেখিয়াছি, যাঁহারা সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন; যাঁহাদিগকর্ত্তৃক সদক্ষিণ যজ্ঞচয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে; যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, রিপুষড়্বর্গ, সুশীল, সাত্ত্বিক, বিদ্বান্, রাজনীতিজ্ঞ, দয়া ও দাক্ষিণ্য-গুণের আধার, সত্যব্রতপরায়ণ, সহিষ্ণুতায় পৃথিবীতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরসদৃশ, শূর, সৌম্য, জিতক্রোধবেগ, ও পরম সুন্দর ছিলেন। হে মহারাজ! তোমার মত কোন রাজাই প্রজাগণকে আত্মপরিবারের ন্যায় বোধ করেন না। ১২—৪০। ব্রাহ্মণদিগের উপর দেবতাবুদ্ধি ও নিয়ত তপস্যার অনুষ্ঠান তোমা ভিন্ন কোন রাজারই দেখি না। হে দিবোদাস! তুমিই ধন্য, মান্য ও অশেষগুণাধার; যেহেতু তোমার শাসনে দেবগণও অপথে পদার্পণ করেন না। হে রাজন্! আমরা নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ, কোন স্বার্থ রাখিয়া তোমার স্তব করিতেছি না, তোমার সাধুগীত গুণরাশিই আমাকে স্তব করাইতেছে। এক্ষণে সে সকল কথা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি আমার আগমনের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে নৃপাল! আমার একটী যজ্ঞ করিবার বাসনা হইয়াছে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহায্যকেই অপেক্ষা করিতেছে। হে রাজন্! এই জগৎ তোমার অবস্থানেই সম্রাজক ও সুসমৃদ্ধ হইয়া আছে। অধিক কি, আমি ক্ষুদ্র প্রজা হইয়াও তোমার রাজ্যে ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছি। তোমার এই নগরী কাশী, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ; কারণ এই স্থানে যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, প্রলয়েও তাহার ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কাশীতে

ধর্ম্মসন্মার্গগামিভিঃ। তৎকাশ্যাং বিনিযুজ্যেত ক্লেশায়েতরথা ভবেৎ॥ ৪৬॥ মহিমানং পরং কাশ্যাঃ কোঽপি বেদ ন ভূপতে। ঋতে ত্রিনয়নাচ্ছম্ভোঃ সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনঃ॥ ৪৭॥ মন্যে ধন্যতরোঽসি ত্বং বহুজন্মশতার্জ্জিতৈঃ। সুকৃতৈঃ পাসি যৎকাশীং বিশ্বভর্ত্তুঃ পরাং তনুম্॥ ৪৮॥ কাশী ত্রিজগতীসারস্ত্রিবেদীসার এব বৈ। ত্রিবর্গোত্তরসারশ্চ নির্ণীতেতি মহর্ষিভিঃ॥ ৪৯॥ বিশ্বেশানুগ্রহেণৈব ত্বয়ৈষা পাল্যতে পুরী। একস্যাপ্যবনাৎ কাশ্যাং ত্রৈলোক্যমবিতং ভবেৎ॥৫০॥ অন্যচ্চ তে হিতং বচ্মি যদি তে রোচতেঽনঘ। প্রীণনীয়ঃ সদৈবৈকো বিশ্বেশঃ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥৫১॥ অন্যদেবধিয়া রাজন্ বিশ্বেশং পশ্য মা ক্বচিৎ। ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দুচন্দ্রার্কাঃ ক্রীড়েয়ং তস্য ধূর্জ্জটে॥ ৫২॥ বিপ্রৈরুদর্কমিচ্ছদ্ভিঃ শিক্ষণীয়া যতো নৃপাঃ। অতস্তবহিতং খ্যাতং কিংবা মে চিন্তয়ানয়া। ইতি জোষং স্থিতং বিপ্রং প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমঃ॥ ৫৩॥ রাজোবাচ। সর্ব্বং ময়া হৃদি ধৃতং যত্ত্বয়োক্তং দ্বিজোত্তম॥ ৫৪॥ অহং যিযক্ষমাণস্য তব সাহায্যকর্ম্মণি। দাসোঽস্মি যজ্ঞসম্ভারানয় মে কোশতোঽখিলান্॥ ৫৫॥ যদস্তি মেঽখিলং তত্র সপ্তাঙ্গেঽপি ভবান্ প্রভুঃ। যজস্বৈকমনা ব্রহ্মন্ সিদ্ধং মন্যস্ব বাঞ্ছিতম্॥ ৬৬॥ রাজ্যং করোমি যদ্ব্রহ্মন্ স্বার্থং তন্ন মনাগপি। পুত্রৈঃ কলত্রৈর্দ্দেহেন পরোপকৃতয়ে যতে॥ ৫৭॥ রাজ্ঞাং ক্রতুক্রিয়াভ্যোঽপি তীর্থেভ্যোঽপি সমন্ততঃ। প্রজাপালনমেবৈকো ধর্ম্মঃ প্রোক্তো মনীষিভিঃ॥৫৮॥ প্রজাসন্তাপজো বহ্নির্বজ্রাগ্নেরপি দারুণঃ। দ্বিত্রান্ দহতি বজ্রাগ্নিঃ পূর্ব্বো রাজ্যং কুলং তনুম্॥ ৫৯॥ যদাবভৃথসিস্নাসুর্ভবেয়ং দ্বিজসত্তম। তদা বিপ্রপদাম্ভোভিরভিষেকং করোম্যহম্॥ ৬০॥ হবনং ব্রাহ্মণমুখে সৎ করোমি দ্বিজোত্তম। মন্যে

মানবগণ সুনীতিরূপ সুমার্গে বিচরণ করিয়া ন্যায়ার্জ্জিত ধন সৎপাত্রে প্রতিপাদন না করিলে, কদাচ চরম সময়ে শুভফল লাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! তদীয় নগরী এই কাশীর মহিমা একমাত্র জ্ঞানদাতা সতীনাথই অবগত আছেন। হে মহারাজ! আমার বিবেচনায় এ সংসারে তোমার মত ধন্য পুরুষ নাই; কারণ তুমি জন্মান্তরীণ পুণ্যপ্রভাবে ইহজন্মে দ্বিতীয় কাশীনাথের ন্যায় এই কাশীনগরীর পালক হইয়াছ। ত্রিজগন্মান্যা এই পুরীকে আর্য্যগণ বেদত্রয়ের সার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সংসারের সারভূমি এই কাশী ত্রিবর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট মোক্ষ প্রদান করেন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কাশীস্থ এক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিতে পারিলে, ত্রিভুবনরক্ষার ফললাভ হয়। তুমি একক সেই সমগ্র কাশীকে প্রতিপালন করিতেছ, ইহা বিশ্বনাথের দয়া ভিন্ন কিছুই নহে। হে মহারাজ! আমি আরও একটি হিতকর বাক্য বলিতেছি, যদি তাহা তোমার অভিমত হয়, তবে অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে। তুমি পরম পুরুষার্থ বোধ করিয়া যে কোন প্রকারে সেই সর্ব্বভূতেশ্বর মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবে। সেই জগদীশ্বরকে অসাধারণ বলিয়া জানিও; কারণ তিনিই ক্রীড়োপকরণের জন্য এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণকে সৃজন করিয়াছেন। হে মহারাজ! ব্রাহ্মণদিগের, রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে সদ্বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত বিবেচনায় আমি আপনাকে এই সকল হিতকর বাক্য কহিলাম, অথবা আমার মত সামান্য ব্যক্তির এ সকল বিষয়ে বিবেচনা করায় কোনই ফল নাই। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বাক্যাবসান করিলে রাজা দিবোদাস তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনি যাহা বলিলেন, সে সকল হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আপনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহাতে যাহা যাহা প্রয়োজন হয়, সকলই আমার কোষাগার হইতে লইয়া যান। আমার সপ্তাঙ্গরাজ্য মধ্যে যে কিছু আছে, সে সকলেরই আপনি প্রভু। আপনি যজ্ঞারম্ভ করুন ও তাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করুন। ৪১—৬৬। হে দ্বিজ! আমি নিজ স্বার্থানুসন্ধান না করিয়াই এইরূপ সাম্রাজ্য পালন করিতেছি, আমি পুত্র, স্ত্রী ও স্বদেহের দ্বারা সর্ব্বদা পরকে উপকৃত করিবার জন্যই চেষ্টা পাইয়া থাকি। মনস্বিগণ নৃপতিদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তীর্থসেবাদি হইতে প্রজাপালনকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রজাগণের সন্তাপানল রাজার পক্ষে বজ্রাগ্নি হইতেও বিষম; কারণ বজ্রাগ্নি দুই বা তিন জনকে দগ্ধ করিয়া শান্ত হয়, কিন্তু প্রজাসন্তাপানল রাজ্য, কুল ও শরীরকে দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। হে দ্বিজবর! আমার অবভৃথ স্নান করিবার ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্মণের পাদোদকেই স্নান করিয়া থাকি, আমি হোম করিতে

ক্রতুক্রিয়াস্ত্যোহপি ন তদ্বিশিষ্টঃ মহামতে॥ ৬১॥ অভিলাষেষু সর্ব্বেষু জাগর্ত্ত্যেকো হৃদীহ মে। অদ্যাপি মার্গণঃ কোঽপি দ্রষ্টব্যঃ স্বতনোরপি॥ ৬২॥ অহো অহোভির্বহুভিঃ ফলিতো মে মনোরথঃ। যত্ত্বং মেঽদ্য গৃহং প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ প্রার্থয়িতুং দ্বিজ॥ ৬৩॥ একাগ্রমানসো বিপ্র যজ্ঞান্ বিপুলদক্ষিণান্। বহূন্ যজ কৃতং বিদ্ধি সাহায্যং সর্ব্ববস্তুষু॥ ৬৪॥ ইতি রাজ্ঞো মহাবুদ্ধের্ধর্ম্মশীলস্য ভাষিতম্। শ্রুত্বা তুষ্টমনাঃ স্রষ্টা ক্রতুসম্ভারমাহরৎ॥ ৬৫॥ সাহায্যং প্রাপ্য রাজর্ষের্দিবোদাসস্য পদ্মভূঃ। ইয়াজ দশভিঃ কাশ্যামশ্বমেধৈর্মহামখৈঃ॥ ৬৬॥ অদ্যাপি হোমধূমৌঘৈর্ধ্যাপ্তং গগনান্তরম্। তদা প্রভৃতি ন ব্যোম নীলিমানং জহাত্যদঃ॥ ৬৭॥ তীর্থং দশাশ্বমেধাখ্যং প্রথিতং জগতীতলে। তদাপ্রভৃতি তত্রাসীদ্বারাণস্যাং শুভপ্রদম্॥ ৬৮॥ পুরা রুদ্রসরো নাম তত্তীর্থং কলশোদ্ভব। দশাশ্বমেধিকং পশ্চাজ্জাতং বিধিপরিগ্রহাৎ॥ ৬৯॥ স্বর্ধুন্যথ ততঃ প্রাপ্তা ভগীরথসমাগমাৎ। অতীব পুণ্যবজ্জাতমতমতস্তত্তীর্থমুত্তমম্॥ ৭০॥ বিধির্দশাশ্বমেধেশং লিঙ্গং সংস্থাপ্য তত্র বৈ। স্থিতবান্ন গতোঽদ্যাপি ক্বাপি কাশীং বিহায় তু॥ ৭১॥ রাজ্ঞো ধর্ম্মরতেস্তস্য ছিদ্রং নাবাপ কিঞ্চন। অতঃ পুরারেঃ পুরতো ব্রজিত্বা কিং বদেদ্বিধিঃ॥ ৭২॥ ক্ষেত্রপ্রভাবং বিজ্ঞায় ধ্যায়ন্ বিশ্বেশ্বরং শিবম্। ব্রহ্মেশ্বরং চ সংস্থাপ্য বিধিস্তত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ৭৩॥ পরাত্মনুরিয়ং কাশী বিশ্বেশস্যেতি নিশ্চিতম্। অস্যাঃ সংসেবনাচ্ছম্ভুর্ন কুপ্যতি পুরো মম॥ ৭৪॥ কঃ প্রাপ্য কাশীং দুর্মেধাঃ পুনস্ত্যক্তুমিহেহতে। অনেকজন্মজনিতকর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমাম্॥ ৭৫॥ বিশ্বসন্তাপসংহর্তুঃ স্থানে বিশ্বপতেস্তনুঃ। সন্তাপ্যতেতরাং কাশ্যা বিশ্লেষজমহাগ্নিনা॥ ৭৬॥ প্রাপ্য কাশীং ত্যজেদ্যস্তু সমস্তাঘৌঘনাশিনীম্। নৃপশুঃ স পরিজ্ঞেয়ো মহাসৌখ্যপরাঙ্মুখঃ॥ ৭৭॥ নির্ব্বাণলক্ষ্মীং যঃ কাঙ্ক্ষেৎ ত্যক্ত্বা সংসারদুর্গতিম্। তেন কাশী ন সন্ত্যাজ্যা যদ্যাবিশ্বেশাদনুগ্রহাৎ॥ ৭৮॥ যঃ কাশীং সম্পরিত্যজ্য গচ্ছেদন্যত্র দুর্ম্মতিঃ। তস্য হস্ততলাদ্গচ্ছেচ্চতুর্ব্বর্গফলো-

অভিলাষী হইয়া বিপ্রমুখেই তর্পণ করিয়া থাকি ও ঐ হবনকেই যজ্ঞকার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। আমার বহুদিন হইতে অভিলাষ ছিল, কোন যাচক আসিয়া আমার প্রাণপর্য্যন্ত প্রার্থনা করিলেও বিমুখ হইব না, আজ সামান্য বস্তুর যাচক হইয়াও আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করায়, আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। হে দ্বিজবর! আপনি ভূরিদক্ষিণ যাগের আরম্ভ করুন, সকল বিষয়েই আমার সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়া বোধ করুন। বিধাতা, মতিমান্ রাজা দিবোদাসের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করত যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ আহরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দিবোদাসের সাহায্যে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার যজ্ঞীয় হোমের ধূমরাশি অন্তরীক্ষে উঠিয়া নভস্তলকে যে নীলবর্ণ করিয়াছিল অদ্যাপি সেই কারণেই আকাশ নীলবর্ণ রহিয়াছে! বারাণসীতে যে স্থানে ব্রহ্মার অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই স্থান পরম পবিত্র দশাশ্বমেধ তীর্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে মুনে! অগস্ত্য! পূর্ব্বে ঐ স্থানের 'রুদ্রসরোবর' তীর্থ নাম ছিল, ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি দশাশ্বমেধ নাম হইয়াছে। তাহার পরে ভগীরথানীতা 'ভগবতী গঙ্গা' আসিয়া ঐ স্থানকে পবিত্র করিয়াছেন। ব্রহ্মাও যজ্ঞান্তে ঐ স্থানে দশাশ্বমেধ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি তিনি কাশী ছাড়িয়া কুত্রাপি গমন করেন না।৬৭-৭১। ব্রহ্মা, দিবোদাসের কোন দোষ না দেখিয়া কিরূপে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন, এই ভাবিয়া এবং কাশীর মহিমা তাঁহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং তিনি বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করত ব্রহ্মেশ্বর নামক অপর এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশীতেই থাকিলেন। ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, এই বিশ্বনাথেরই মূর্ত্ত্যন্তর কাশীকে আশ্রয় লইলে, কখন বিশ্বনাথ কোপ করিতে পারিবেন না। যে কাশীতে আসিলে জীবের বহুজন্মসঞ্চিত কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হয়, সেই কাশীকে ত্যাগ করিতে কাহারই বা ইচ্ছা হয়? বিশ্বসন্তাপনাশন বিশ্বনাথের দেহও কাশীবিরহানলে সন্তপ্ত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। সর্ব্বথা পাপনাশিনী কাশী প্রাপ্ত হইয়াও যৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন, লোকে তাহাকে নৃ-পশু বলিয়া থাকে। যাহার সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া মোক্ষধাম লাভের বাসনা থাকে, তাহার ভাগ্যে যদি কাশীলাভ ঘটে, তবে কদাচ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে মূর্খ কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র

দশঃ। ৭৯। নিবর্হণীমঘোঘস্য সুপুণ্যপরিবৃংহিণীম্। কঃ প্রাপ্য কাশীং দুর্ব্বুদ্ধিস্ত্যজেন্মোক্ষসুখপ্রদাম্। ৮০। সত্যলোকে চ তৎসৌখ্যং ন সৌখ্যং বৈষ্ণবে পদেহ যৎসৌখ্যং লভ্যতে কাশ্যাংনিমেষার্দ্ধনিষেবণাৎ ।৮১। বারাণসীগুণগণান্নিণীয় দ্রুহিণস্থিতি। ব্যাবৃত্ত্যা মন্দরগিরিং ন পুনঃ প্রত্যাগাম্মুনে ।৮২। স্কন্দ উবাচ। মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র মহিমানং ব্রবীমি তে। কাশ্যাং দশাশ্বমেধস্য সর্ব্বতীর্থশিরোমণেঃ। ৮৩। দশাশ্বমেধিকং প্রাপ্য সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্। যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদক্ষয়মিহেরিতম্। ৮৪। স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্। সন্ধ্যোপাস্তিস্তর্পণং চ শ্রাদ্ধং পিতৃসমর্চ্চনম্। ৮৫। দশাশ্বমেধিকে তীর্থে সকৃৎ স্নাত্বা নরোত্তমঃ। দৃষ্ট্বা দশাশ্বমেধেশং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৮৬। জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে প্রাপ্য প্রতিপদং তিথিম্। দশাশ্বমেধিকে স্নাত্বা মুচ্যতে জন্মপাতকৈঃ। ৮৭। জ্যৈষ্ঠে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং স্নাত্বা রুদ্রসরোবরে। জন্মদ্বয়কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি। ৮৮। এবং সর্ব্বাসু তিথিষু ক্রমস্নায়ী নরোত্তমঃ। আশুক্লপক্ষদশমি প্রতিজন্মাঘমুৎসৃজেৎ। ৮৯। তিথিং দশহরাং প্রাপ্য দশজন্মাঘহারিণীম্। দশাশ্বমেধিকে স্নাতো যামীঃ পশ্যেন্ন যাতনাম্ ।৯০। লিঙ্গং দশাশ্বমেধেশং দৃষ্ট্বা দশহরাতিথৌ দশজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈস্ত্যজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৯১। স্নাতো দশহরায়াং যঃ পূজয়েল্লিঙ্গমুত্তমম্। ভক্ত্যা দশাশ্বমেধেশং ন তং গর্ভদশা স্পৃশেৎ। ৯২। জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে পক্ষং রুদ্রসরে নরঃ। কুর্ব্বন্ বৈ বার্ষিকীং যাত্রাং ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে। ৯৩। দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্যৎ ফলং সম্যগাপ্যতে। দশাশ্বমেধে তন্নূনং স্নাত্বা দশহরাতিথৌ। ৯৪। স্বর্ধুন্যাঃ পশ্চিমে তীরে নত্বা দশহরেশ্বরম্। ন দুর্দ্দশামবাপ্নোতি পুমান্ পুণ্যতমঃ ক্বচিৎ। ৯৫। যৎ কাশ্যাং দক্ষিণদ্বারমন্তর্গেহস্য কীর্ত্ত্যতে। তত্র ব্রহ্মেশ্বরং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ৯৬। ইতি ব্রাহ্মণবেষেণ বারাণস্যাং মহাধিয়া। দ্রুহিণেন স্থিতং তাবদ্যাবদ্বিশ্বেশ্বরাগমঃ। ৯৭। দিবোদাসোহপি রাজেন্দ্রো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপিণে। ব্রহ্মণে কৃতযজ্ঞায় ব্রহ্মশালামকল্পয়ৎ। ৯৮। ব্রহ্মেশ্বরসমীপে তু

গমন করে সে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়াও চ্যুত হইয়া থাকে। জগতে এরূপ মূঢ় কে আছে, যে এই পাপহারিণী পুণ্যদায়িনী ও মোক্ষসুখবিধাত্রী কাশীকে পাইয়াও পরিত্যাগ করে? ক্ষণার্দ্ধকালও কাশীতে থাকিয়া জীবের যে সুখ হয়, সত্যলোকে বা বিষ্ণুলোকে বাস করিলেও সেরূপ সুখ পাওয়া যায় না। হে মুনে। বিধাতা, কাশীর এই সকল গুণাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া মন্দরাচলে প্রত্যাগমন করিলেন না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মৈত্রাবরুণে! এক্ষণে কাশীস্থ যাবতীয় তীর্থের সারভূত দশাশ্বমেধের মহিমা বর্ণন করিতেছি। ঐ স্থানে স্নান, জপ, দান, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, সন্ধ্যাবন্দনা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি যে কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সকলেই অক্ষয় ফল পাওয়া যায়। দশাশ্বমেধে অবগাহন করত দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে জীবের সকল পাপ বিনষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ তিথিতে ঐখানে স্নান করিলে আজন্মসঞ্চিত পাপ দূর হয়। জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে ঐ স্থানে স্নান করিলে জন্মদ্বয়ার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এইরূপে ঐ মাসের ঐ পক্ষের দশমী পর্য্যন্ত যথাক্রমে স্নান করিলে তিথিসংখ্যা-পরিমিত জন্মসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। দশজন্মার্জ্জিত পাপনাশিনী দশহরা তিথিতে, দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আর তাহাকে যমযাতনা ভুগিতে হয় না এবং ঐ দিনে দশাশ্বমেধেশ্বরের দর্শনও দশজন্মের পাপরাশি দূর করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯—৯১। দশহরাদিনে দশাশ্বমেধে স্নাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি ভগবান্ দশাশ্বমেধেশ্বর বিলোকিত হন, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহার ভবযন্ত্রণা মোচন করেন। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষ ব্যাপিয়া প্রত্যহ রুদ্রসরোবরের বার্ষিকী যাত্রা করিলে কদাচ বিঘ্নপীড়িত হয় না। দশটী অশ্বমেধের যাগ করিয়া তদন্তে অবভৃথ স্নান করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, ঐ দশাশ্বমেধে দশহরাদিনে স্নান করিলে সেই পুণ্যে পরিপুষ্ট হওয়া যায়। গঙ্গার পশ্চিমতটে ভগবান্ দশহরেশ্বর বিরাজিত আছেন। তাঁহাকে নমস্কার করিলে জীবের দুর্দ্দশা ঘুচিয়া থাকে। কাশীতে যে স্থানকে অন্তর্গৃহের দক্ষিণদ্বার বলে তথায় বিরাজিত ব্রহ্মেশ্বরের দর্শনেও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। মহামতি ব্রহ্মা এইরূপে কাশীতে বিশ্বনাথের আগমনপ্রতীক্ষায় বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দিবোদাসও ব্রাহ্মণরূপী ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাধা হইলে তাঁহার বাসার্থ এক ব্রহ্মশালা প্রস্তুত করিলেন।

ব্রহ্মশালা মনোহরা। ব্রহ্মা তত্রাবসদ্ব্যোম ব্রহ্মঘোষৈর্নিনাদয়ন্॥ ৯৯॥ ইতি তে কথিতো ব্রহ্মন্ মহিমাতিমহত্তরঃ। দশাশ্বমেধতীর্থস্য সর্বাঘৌঘবিনাশনঃ॥১০০॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং শ্রাবয়িত্বা তথৈব চ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া মানবোত্তমঃ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশাশ্বমেধবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ। অপূর্ব্বেয়ং কথা খ্যাতা ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিত্তম। কিং চকার পুনঃ শম্ভুস্তত্র ব্রহ্মণ্যপি স্থিতে॥ ১॥ স্কন্দ উবাচ। শৃণ্বগস্ত্য মহাভাগ কাশ্যাং ব্রহ্মণ্যপি স্থিতে। গিরিশশ্চিন্তয়ামাস ভৃশমুদ্বিগ্নমানসঃ॥ ২॥ পুরী সা যাদৃশী কাশী বশীকরণভূমিকা। ন তাদৃশীদৃশীহাসীৎ ক্বচিৎ মে প্রায়শো ধ্রুবম্॥ ৩॥ যো যো যাতি পুরীং তাস্তু স স তত্রৈব তিষ্ঠতি। অভূবন্নন্নু যোগিন্যো যোগিন্যঃ কাশিসঙ্গতাঃ॥ ৪॥ অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্তঃ স সহস্র-

ব্রহ্মা তথায় বেদনাদে নভস্তল উদ্ঘোষিত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। হে মুনিবর! তুমি আমার নিকট হইতে এই মহাপাতকনাশন দশাশ্বমেধ তীর্থের সুন্দর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, যে মানব শ্রদ্ধাপূত হইয়া এই অধ্যায় শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে ব্রহ্মলোকে যাইয়া থাকে। ৯২—১০০।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! আপনার মুখে অশ্রুতপূর্ব্ব ব্রহ্মোপাখ্যান শুনিয়া অতি সন্তোষ পাইলাম; কিন্তু ব্রহ্মার কাশীতে অবস্থানের পর মহাদেব কি করিয়াছিলেন? তাহা বলুন। কার্ত্তিক কহিলেন,—হে মুনিবর! শ্রবণ কর। মহাদেব ব্রহ্মার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বেগ পাইতে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কাশীপুরীর মত সাধারণের চিত্তবিমোহিনী এমন কোন ভূমিই নাই। যে ব্যক্তিই তথায় গমন করে, সে আর ফিরিতে চাহে না। প্রথমে যোগিনীগণ কাশীতে যাইয়া আর আসিলেন না, পরে সহস্রকর সূর্য্য তথায়

করোঽপ্যরম্। বিধির্বিধানদক্ষোঽপি ন মে স সবিধোঽভবৎ॥৫॥ চিন্তয়ন্নিতি দেবেশো গণানাহূয় ভূরিশঃ। প্রেষয়ামাস ভো যাত ক্ষিপ্রং বারাণসীং পুরীম্॥৬॥ কিং কুর্ব্বন্তি তু যোগিন্যঃ কিং করোতি স ভানুমান্। গত্বা বিত্ত স্বরাযুক্তা বিধিশ্চ বিদধাতি কিম্॥ ৭॥ নামগ্রাহং ততোঽপ্রৈষীদ্বহুমানপুরঃসরম্॥ শঙ্কুকর্ণ মহাকাল ঘণ্টাকর্ণ মহোদর॥ ৮॥ সোমনন্দিন্নন্দিষেণ কালপিঙ্গলকুক্কুট। কুণ্ডোদর ময়ূরাক্ষ বাণ গোকর্ণতারক॥ ৯॥ তিলপর্ণ স্থূলকর্ণ দ্রুমিচণ্ড প্রভাময়। সুকেশ বিন্দতে ছাগ কপর্দ্দিন্ পিঙ্গলাক্ষক॥ ১০॥ বীরভদ্র কিরাতাখ্য চতুর্ম্মুখ নিকুম্ভক। পঞ্চাক্ষ ভারভূতাখ্য ত্র্যক্ষ ক্ষেমকলাঙ্গলিন্॥ ১১॥ বিরাধসুমুখাষাঢ়ে ভবন্তো মম সূনবঃ। যথেমৌ স্কন্দহেরম্বৌ নৈগমেয়ো যথা স্বয়ম্॥ ১২॥ যথা শাখবিশাখৌ চ যথেমৌ নন্দিভৃঙ্গিণৌ। ভবৎসু বিদ্যমানেষু মহাবিক্রমশালিষু॥ ১৩॥ কাশীপ্রবৃত্তিং

যাইয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না, তৎপরে ব্রহ্মা সকল বিধানে সমর্থ হইয়াও কাশীতে আমার কোন কার্য্যেরই বিধান করিতে পারিলেন না ১—৫। মহাদেব এইরূপ চিন্তা করত স্বানুচর প্রমথদিগকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন, "তোমরা শীঘ্র কাশীধামে উপস্থিত হও; তথায় মৎপ্রেরিত যোগিনীগণ, সূর্য্য ও ব্রহ্মাই বা কি করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান লইবে।" মহাদেব এইরূপ আদেশ করিয়া প্রমথদিগের নামোচ্চারণপূর্ব্বক কহিলেন, হে শঙ্কুকর্ণ! হে মহাকাল! হে ঘণ্টাকর্ণ! হে মহোদর! হে সোমি! হে নন্দিন্! হে নন্দিষেণ! হে কাল! হে পিঙ্গল! হে কুক্কুট! হে কুণ্ডোদর! হে ময়ূরাক্ষ! হে বাণ! হে গোকর্ণ! হে তারক! হে তিলপর্ণ! হে স্থূলকর্ণ! হে দ্রুমিচণ্ড! হে প্রভাময়! হে সুকেশ! হে বিন্দতে! হে ছাগ হে কপর্দ্দিন্! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত! হে চতুর্ম্মুখ! হে নিকুম্ভ! হে পঞ্চাক্ষ, হে ভারভূত! হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! হে লাঙ্গলিন্! হে সুমুখ! হে বিরাধ! হে আষাঢ়! আমার কার্ত্তিক ও গণপতিতে যেরূপ মমতা আছে, তাদৃশ অপত্যস্নেহ তোমাদিগের প্রতিও আছে। আমি নৈগমেয়, শাখ, বিশাখ, নন্দী ও ভৃঙ্গীকে যেমন ভালবাসি, তোমরাও আমার তাদৃশ প্রীতির পাত্র জানিবে। তোমরা থাকিতে আমি কাশীর

নো জানে দিবোদাসনৃপস্য চ। যোগিন্যর্কবিধীনাং চ তদ্ধ্যো যাতং ভবৎস্বমু॥১৪॥ শঙ্কুকর্ণমহাকালৌ-কালস্যাপি প্রকম্পনৌ। জ্ঞাতুং বারাণসীবার্ত্তামায়াতং চ ত্বরান্বিতৌ॥ ১৫॥ কৃতপ্রতিজ্ঞৌ তৌ তূর্ণং প্রাপ্য বারাণসীং পুরীম্। শঙ্কুকর্ণ মহাকালৌ বিস্মৃত্য শাম্ভবীং গিরম্॥১৬; যথেন্দ্রজালিকীং দৃষ্ট্বা মায়ামিহ বিচক্ষণঃ। ক্ষণেন মোহমায়াতি কাশীং বীক্ষ্য তথৈব তৌ॥ ১৭॥ অহো মোহস্য মাহাত্ম্য-মহো ভাগ্যবিপর্য্যয়ঃ। নির্ব্বাণরাশিং যৎ কাশীং প্রাপ্য যান্ত্যন্যতোঽবুধাঃ॥ ১৮॥ তত্যজে যৈরিয়ং কাশী মহাশীর্ব্বাদভূমিকা। তেষাং করতলান্মুক্তিঃ প্রাপ্তাপি পরিতো গতা॥ ১৯॥ যত্র সর্ব্বাবভৃথতঃ স্নানমাত্রং বিশিষ্যতে। অপ্যুক্ষীকৃতপানীয়ৈস্তাং কাশীং কঃ পরিত্যজেৎ॥ ২০॥ যত্রৈক-পুষ্পদানেন শিবলিঙ্গস্য মূর্দ্ধনি। দশসৌবর্ণিকং পুণ্যং কস্তাং কাশীং পরিত্যজেৎ॥ ২১॥ যত্র দণ্ডপ্রণামেন অপ্যেকেন শিবাগ্রতঃ। তুচ্ছমৈন্দ্রপদং প্রাহুস্তাং কাশীং কো বিমুঞ্চতি॥ ২২॥ যত্রৈকদ্বিজ-মাত্রন্তু ভোজয়িত্বা যথেচ্ছয়া। বাজপেয়াধিক পুণ্যং তাং কাশীং কো বিমুঞ্চতি॥ ২৩॥ একাং গাং যত্র দত্ত্বা বৈ বিধিবদ্ ব্রাহ্মণায় বৈ। লভেদযুত-গোপুণ্যং কস্তাং কাশীং ত্যজেৎ সুধীঃ॥২৪॥ একং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য যত্র সংস্থাপিতং ভবেৎ। অপি ত্রৈলোক্যমখিলং তাং কাশীং কঃ সমুজ্ঝতি ২৫॥ পরিনিশ্চিত্য তাবিত্থং লিঙ্গে সংস্থাপ্য পুণ্যদে। তত্রৈব সংস্থিতিং প্রাপ্তৌ কাশীং নাদ্যাপি মুঞ্চতঃ॥ ২৬॥ শঙ্কুকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং শঙ্কুকর্ণগণার্চ্চিতম্। দৃষ্ট্বা ন জায়তে জন্তুর্জাতু মাতুর্ম্মহোদরে॥ ২৭॥ বিশ্বেশাদ্বায়ুদিগ্‌ভাগে শঙ্কুকর্ণেশ্বরং নরঃ। সম্পূজ্য ন বিশেদত্র ঘোরে সংসারসাগরে॥ ২৮॥ মহা-কালেশ্বরং লিঙ্গং মহাকালগণার্চ্চিতম্। অর্চ্চয়িত্বা চ নত্বা চ স্তুত্বা কালভয়ং কুতঃ॥ ২৯॥ স্কন্দ উবাচ। শঙ্কুকর্ণে মহাকালে চিরন্তনবিলম্বিতে। জ্ঞাত্বা সর্ব্বজ্ঞনাথোঽথ প্রাহৈষীদপরৌ গণৌ॥ ৩০॥ ঘণ্টাকর্ণ ত্বমাগচ্ছ মহোদর মহামতে। কাশীং যাতং যুবাং তূর্ণং জ্ঞাতুং তত্রত্যচেষ্টিতম্॥ ৩১॥ ইত্যাগস্তে গণৌ তৌ তু গত্বা কাশীং মহাপুরীম্। ব্যাবৃত্যাদ্যাপি নো যাতৌ ক্বাপি তত্রৈব সংস্থিতৌ॥

দিবোদাস রাজার, যোগিনীগণের, দিবাকরের ও ব্রহ্মার কোন সংবাদই জানিতে পারিলাম না, ইহা অতি লজ্জার কথা। যাহা হউক, তোমাদিগের মধ্যে কালেরও ভয়ঙ্কর শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল। তোমরা উভয়ে কাশীতে গমন করিত তত্রত্য সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শীঘ্র আগমন কর। শঙ্কুকর্ণ ও মহা-কাল উভয়ে শিবাদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক কাশীতে গমন করিলেন। যেরূপ ঐন্দ্রজালিকমায়া বুদ্ধি-মানকেও মোহিত করে, তদ্রূপ উঁহারও কাশীদর্শন মাত্রে সূর্য্যাদির ন্যায় মোহিত হইলেন। মোহের মোহিনীশক্তি ও ভাগ্যের বৈপরীত্য বড়ই অদ্ভুত! দেখ, মূঢ়গণ মোক্ষভূমি কাশীকে পাইয়াও পরিহার করে, যাহারা সর্ব্বসুখাধার কাশীতে আসিয়াও অন্যত্র গমন করে, তাহারা মুক্তিকে করতলে পাই-য়াও দূরে নিক্ষেপ করে। যে স্থানের উষ্ণ জলে স্নানকে সাধুগণ অবভৃথস্নান সদৃশ বলিয়া থাকেন, যথায় শিবলিঙ্গোপরি একটী পুষ্প প্রদান করিলে দশ হৈমপুষ্পদানের ফল হয় এবং যে স্থানে শিব-লিঙ্গসন্নিধানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে ইন্দ্রত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ লাভ হয়; সেই কাশীকে কোন চেতন ব্যক্তিই পরিত্যাগ করেন না। যে স্থানে একটী ব্রাহ্মণকে যথাভিলষিত ভোজন করাইলে, বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়; যথায় ব্রাহ্মণকে যথাবিধি একটী গো-দানের পরিণামে অযুত গোদা-নের পুণ্য হয় এবং যে স্থানে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিষ্ঠার পুণ্যসঞ্চয় হয়; কোন মতিমান্ ব্যক্তিই সেই প্রাণপ্রিয়া কাশীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।৬—২৬। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকে এক একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করত কাশীতেই রহিলেন; অদ্যাপি ঐ স্থান হইতে গমন করেন নাই। বিশ্বে-শ্বরের নৈর্ঋত কোণে শঙ্কুকর্ণস্থাপিত শঙ্কুকর্ণেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে জীব পুনরায় জঠর-যাতনা ভোগ করে না এবং মহাকালস্থাপিত মহাকা-লেশ্বরনামক লিঙ্গের পূজা স্তব ও নমস্কারাদি করিলে কালভয় থাকে না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,— এদিকে তাঁহাদের কাশী হইতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ আদিদেব তাহার কারণ বুঝিয়া পুনরায় অপর দুইগণকে কাশীতে যাইবার আদেশ করিলেন; হে মতিমন্! ঘণ্টাকর্ণ এবং মহোদর তোমরা সত্বর কাশীতে যাইয়া তত্রত্য বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হও। উঁহারা এইরূপে শিবের আদেশে কাশীকে গমন করত তথায় অবস্থিত হইয়া অদ্যাপি কোথাও

৩২॥ ঘণ্টাকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং ঘণ্টাকর্ণগণোত্তমঃ। কাশ্যাং সংস্থাপ্য বিধিবৎ স্বয়ং তত্রৈব নির্বৃতঃ॥ ৩৩॥ কুণ্ডং তত্রৈব সংস্থাপ্য লিঙ্গস্নপনকর্ম্মণে। নাদ্যাপি সন্ত্যজেৎ কাশীং ধ্যায়ন্ লিঙ্গং তথৈব হি॥ ৩৪॥ মহোদরোঽপি তৎপ্রাচ্যাং শিবধ্যানপরায়ণঃ। মহোদরেশ্বরং লিঙ্গং ধ্যায়েদদ্যাপি কুম্ভজ॥ ৩৫॥ মহোদরেশ্বরং দৃষ্ট্বা বারাণস্যাং দ্বিজোত্তম। কদাচিদপি বৈ মাতুঃ প্রবিশেন্নোদরীং দরীম্॥ ৩৬॥ ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ব্যাসেশ্বরং বিভুম্। যত্র কুত্র বিপন্নোঽপি বারাণস্যাং মৃতো ভবেৎ॥ ৩৭॥ ঘণ্টাকর্ণে মহাতীর্থে শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। অপি দুর্গতিমাপন্নানুদ্ধরেৎ সপ্ত পূর্ব্বজান্॥ ৩৮॥ নিমজ্জ্যাদ্যাপি তৎকুণ্ডে ক্ষণং যোঽহবহিতো ভবেৎ। বিশ্বেশ্বরমহাপূজাঘণ্টারাবান্ শৃণোতি সঃ॥ ৩৯॥ বদন্তি পিতরঃ কাশ্যাং ঘণ্টাকর্ণেঽমলে জলে। দাতা তিলোদকস্যাপি বংশে নঃ কোঽপি জায়তে॥ ৪০॥ যদ্বংশ্যা মুনয়ঃ কাশ্যাং ঘণ্টাকর্ণে মহাহ্রদে। কৃতোদকক্রিয়াঃ প্রাপ্তাঃ পরাং সিদ্ধিং ঘটোদ্ভব॥৪১॥ স্কন্দ উবাচ। ঘণ্টাকর্ণে গণে যাতে প্রযাতে চ মহোদরে। বিসিস্মায় স্মরদ্বেষ্টা মৌলিমান্দোলয়ন্মুহুঃ॥

৪২॥ উবাচ চ মনস্যেব হয়ঃ স্মিত্বা পুনঃপুনঃ। মহামোহনবিদ্যাসি কাশি, ত্বাং পর্য্যবৈম্যহম্॥ ৪৩॥ পুরাবিদঃ প্রশংসন্তি ত্বাং মহামোহহারিণীম্।' কাশীং স্থিতি ন জানন্তি মহামোহনভূরিয়ম্॥ ৪৪॥ প্রেষয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বান্ ভবতী মোহয়িষ্যতি। ইতি সম্যগ্বিজানামি কাশি ত্বাং মোহনৌষধিম্॥ ৪৫॥ তথাপি প্রেষয়িষ্যামি যাবান্মেঽস্তি পরিচ্ছদঃ। নোদ্যমাদ্বিরমন্তীহ জ্ঞানিনঃ সাধ্যকর্ম্মণি॥ ৪৬॥ নোদ্যমাদ্বিরতিঃ কার্য্যা ক্বাপি কার্য্যে বিচক্ষণৈঃ। প্রতিকূলোঽপি খিদ্যেত বিধিস্তৎ সততোদ্যমাৎ॥ ৪৭॥ শীতোষ্ণভানূ স্বর্ভানু-গ্রস্তাবপি নভোঙ্গনে। গতিং ন ত্যজতোঽদ্যাপি প্রক্রান্তব্যক্ততোদ্যমৌ॥ ৪৮॥ একত্র হন্তি কার্য্যাণি প্রাতিকূল্যাদ্বিধির্মুহুঃ। একত্র করণীয়ানি সেৎস্যন্ত্যত্র ভৃশোদ্যমাৎ॥ ৪৯॥ দৈবং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কথ্যতে নেতরৎ পুনঃ। তন্নিরাকরণে যত্ন স্বয়ং কার্য্যো বিপশ্চিতা॥ ৫০॥ ভাজনোপস্থিতং দৈবাদ্ভোজ্যং নাস্তং স্বয়ং বিশেৎ। হস্তবক্ত্রোদ্যমাত্তচ্চ প্রবিশেদৌদরীং দরীম্॥ ৫১॥ ইত্যুদ্যমং সমর্থ্যেশো নিশ্চিতং দৈবজিত্বরম্।

গমন করেন না। গণাধিপ ঘণ্টাকর্ণ তথায় থাকিয়া ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্নানার্থ একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারাই পূর্ব্বদিকে মহোদর ও মহোদরেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া নিয়ত শিবারাধনাপর হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। হে মুনে! কাশীতে মহোদরেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে মানব আর কখন জননী-জঠরে প্রবেশ করে না। ঘণ্টাকর্ণকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্যাসেশ্বর দর্শন করিলে যত্রতত্রমৃত মানবের কাশী-মৃত্যুর ফল হইয়া থাকে। ঐ তীর্থে যথাবিধি শ্রাদ্ধকারী নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার করিয়া থাকে। অদ্যাপি ঐ কুণ্ডে ক্ষণকাল নিমগ্ন হইয়া শিবের ধ্যান করিলে, ভগবানের পূজার ঘণ্টানিনাদ শ্রবণ করা যায়। পিতৃগণ সর্ব্বদাই নিজ অধস্তন পুরুষের হস্তে ঐ তীর্থে তিলোদক প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হে মুনে! বহুতর লোক ঐ তীর্থে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়াছেন [illegible] বংশজাত ব্যক্তিরা কাশীতে ঐ [illegible] উদককার্য্য করিয়া অভিলাষ পূর্ণ [illegible] কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মুনে! [illegible] মহোদরেরও

বিলম্ব দেখিয়া অতি বিস্ময়সহকারে পুনঃপুঃ শিরশ্চালনা করিয়া মৃদুহাস্যপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হে কাশি! তোমাকে আমি মহামোহন বিদ্যা বলিয়াই জানি। প্রাচীনগণ তোমাকে মহামোহহারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু যে মহামোহকারিণী, ইহা তাঁহারা বিদিত নহেন। আমি যাহাকেই তোমাতে পাঠাইতেছি, সকলেই তোমার মায়ায় মোহিত হইতেছে; ইহা জানিয়াও আমি ক্রমশঃ সকলকেই পাঠাইব। হে কাশি! বিধি প্রতিকূল থাকিলেও নিয়ত অধ্যবসায়বলে অনুকূলতা করিয়া থাকেন বলিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কদাচ উদ্যম ত্যাগ করেন না। ২৪—৪৭। তাহার দৃষ্টান্ত গমনোদ্যত চন্দ্র ও সূর্য্য পুনঃপুনঃ রাহু কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াও গমনে অবহেলা করেন না। বিধি প্রতিকূল হইয়াও একদিকে নিয়ত কার্য্য ব্যাহত করিয়াও, অত্যন্ত অধ্যবসায়ীর পক্ষে স্বয়ংই অনুকূল হইয়া থাকেন। পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মকেই দৈব বলে। বিচক্ষণ ব্যক্তির সেই দৈবকে খণ্ডাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। পাত্রস্থ ভোজ্য, ভোক্তার হস্তের ও মুখের ক্রিয়া ব্যতিরেকে যখন দৈবের সাহায্যে স্বয়ং মুখে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাদেব এই

পুনশ্চ প্রেষয়াঞ্চক্রে গণান্ পঞ্চ মহাবলান্ ॥ ৫২ ॥ সোমনন্দী নন্দিষেণঃ কালপিঙ্গলকুক্কুটাঃ। তেঽদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে কাশ্যাং জীবা মৃতা যথা ॥ ৫৩ ॥ তেঽপি স্বনাম্না লিঙ্গানি শম্ভুসন্তুষ্টিকাম্যয়া। প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিতাঃ কাশ্যাং বিশ্বনির্ব্বাণজন্মনি ॥ ৫৪ ॥ সোমনন্দীশ্বরং দৃষ্ট্বা লিঙ্গং নন্দবনে পরম্। সোমলোকে পরানন্দং প্রাপ্নুয়াদ্ভক্তিমান্ নরঃ ॥ ৫৫ ॥ তদুত্তরে বিলোক্যাথ নন্দিষেণেশ্বরং নরঃ। আনন্দসেনাং সম্প্রাপ্য জয়েন্মৃত্যুমপি ক্ষণাৎ ॥ ৫৬ ॥ কালেশ্বরং মহালিঙ্গং গঙ্গায়াঃ পশ্চিমোত্তরে। প্রণম্য কালপাশেন নো বধ্যেত কদাচন ॥ ৫৭ ॥ পিঙ্গলেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য কালেশাৎ কিঞ্চিদুত্তরে। লভতে পিঙ্গলজ্ঞানং যেন তন্ময়তাং ব্রজেৎ ॥ ৫৮ ॥ কুক্কুটেশ্বরলিঙ্গস্য যেঽত্র ভক্তিং বিতন্বতে। কুক্কুটাণ্ডাকৃতেস্তস্য ন তে গর্ভমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫৯ ॥ স্কন্দ উবাচ। সোমনন্দিপ্রভৃতিষু মুনে পঞ্চগণেষ্বপি। আনন্দকাননং প্রাপ্য স্থিতেষু স্থাণুরব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ কার্য্যমস্মাকমেবৈতদ্ যদি সম্যগ্বিমৃশ্যতে। অনেনোপাধিনাপ্যেতে তত্র তিষ্ঠন্তু মামকাঃ ॥ ৬১ ॥ প্রমথেষু প্রবিষ্টেষু মায়াবীর্য্যমহৎস্বপি। অহমেব প্রবিষ্টোঽস্মি বারাণস্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥ ক্রমেণ প্রেষয়িষ্যামি যেঽন্তি মে স্বপরিচ্ছদঃ। তত্র সর্ব্বেষু যাতেষু ততো যাস্যাম্যহং পুনঃ ॥ ৬৩ ॥ সম্প্রধার্য্যেতি হৃদয়ে দেবদেবেন শূলিনা। প্রৈষিষ্ট প্রমথানাস্তু ততো গণচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৪ ॥ কুম্ভোদরো ময়ূরাখ্যো বাণো গোকর্ণ এব চ। মায়াবলং সমাশ্রিত্য কাশীং প্রবিবিশুর্গণাঃ ॥ ৬৫ ॥ কৃত্বোপায়শতং তৈস্তু দিবোদাসস্য সম্ভ্রমে। যদেকোঽপি সমর্থো ন তদা তত্রৈব সংস্থিতম্ ॥ ৬৬ ॥ অপরাধশতৈরীশঃ কেন তুষ্যতি কর্ম্মণা। সম্প্রধার্য্যেতি তে চক্রুর্লিঙ্গারাধনমুত্তমম্ ॥ ৬৭ ॥ একস্মিন্ শাম্ভবে লিঙ্গে বিধিনাত্র সমর্চ্চিতে। ক্ষমেৎ ত্র্যক্ষোঽপরাধানাং শতং মোক্ষং চ যচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥ ন তুষ্যতি তথা শম্ভুর্যজ্ঞদানতপোব্রতৈঃ। যথা তুষ্যেৎ সকৃল্লিঙ্গে বিধিনাভ্যর্চ্চিতে সতি ॥ ৬৯ ॥ লিঙ্গার্চ্চনবিধানজ্ঞো লিঙ্গার্চ্চনরতঃ সদা। ত্র্যক্ষ এব স বিজ্ঞেয়ঃ সাক্ষাদ্দ্ব্যক্ষোঽপি মানবঃ ॥ ৭০ ॥ ন গোশতপ্রদানেন ন স্বর্ণশতদানতঃ। তৎফলং লভ্যতে পুম্ভির্যৎ

প্রকারে উদ্যমকেই দৈবজ্ঞেতা বলিয়া নিশ্চয় করত সোমনন্দী, নন্দিষেণ, কাল, পিঙ্গল ও কুক্কুটনামক অপর পঞ্চপ্রমথকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। যেমন কাশীমৃত জীব আর সংসারে আসে না, তদ্রূপ তাঁহারা পাঁচজনও কাশী হইতে না ফিরিয়া মহাদেবের সন্তোষার্থে স্ব স্ব নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া মোক্ষধাম কাশীতেই অবস্থান করিলেন। ভক্ত মানব, আনন্দবনে সোমনন্দীশ্বরকে দর্শন করিলে সোমলোকে পরমানন্দ ভোগ করে। তাহারই উত্তরদিকে নন্দিষেণেশ্বরের দর্শনে জীবের আনন্দসেনা প্রাপ্তি ও মৃত্যুজয় হইয়া থাকে। গঙ্গার পশ্চিমোত্তরভাগে স্থাপিত কালেশ্বরনামক শিবলিঙ্গের নিকট প্রণত হইলে কালভয় দূর হয়। উহারই উত্তরে প্রতিষ্ঠিত পিঙ্গলেশ্বরের পূজা করিলে মানবের, শিবের সহিত তন্ময়তা হইয়া থাকে। ঐরূপ কুক্কুটাণ্ডাকৃতি কুক্কুটেশ্বরের প্রতি ভক্তি করিলে আর কখন গর্ভযন্ত্রণায় ভুগিতে হয় না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মুনিবর! মহাদেব কাশী হইতে সোমনন্দী প্রভৃতি পঞ্চগণেরও কোন বার্ত্তা পাইয়া বলিতে লাগিলেন, বিশেষ বিবেচনায় দেখা যাইতেছে, ইহাতে আমার কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে, আমার সকল পরিজনেরা তথায় গমন করুক, কারণ মায়াবী ও বীর্য্যশালী প্রমথগণ তথায় যাইলে, নিঃসন্দেহে আমারই গমন করা হইবে। যাহারাই আমার আত্মীয়, তাহাদের সকলকেই তথায় ক্রমশঃ পাঠাইব সকলের শেষে আমিও গমন করিব। ৪৮—৬৭। আদিদেব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুম্ভোদর, ময়ূর, বাণ ও গোকর্ণ, এই চারিটী গণকে তথায় পাঠাইলেন তাঁহারা মায়ার সাহায্যে শীঘ্র কাশীতে আসিয়া নানা উপায়ে রাজা দিবোদাসকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পরে তাহাতে অপারগ হইয়া কাশীতেই থাকিলেন এবং প্রভুর সন্তোষ, ভৃত্যের সহস্র অপরাধভঞ্জক বিবেচনা করিয়া শিবলিঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন। আর বিবেচনা করিলেন, কাশীতে যথাবিধি শিবলিঙ্গের উপাসনা করিয়া প্রভুর নিকট সহস্র অপরাধ হইতে মুক্তি পাইব। একবার শিবলিঙ্গের যথাশাস্ত্র পূজা করিলে শিবের যাদৃশ সন্তোষ হয়, বহুল দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রতাদি করিলেও তাদৃশ সন্তুষ্ট হন না। যিনি লিঙ্গার্চ্চনবিধান অবগত হইয়া লিঙ্গার্চ্চনেই সর্ব্বদা আসক্ত থাকেন, তাঁহার দুইটী মাত্র নয়ন থাকিলেও তিনি সাক্ষাৎ ত্রিনয়ন হন। শত শত গোদান বা সুবর্ণদানে যে ফল পাওয়া যায় না,

সকৃল্লিঙ্গপূজনাৎ ॥ ৭১ ॥ অশ্বমেধাদিভির্যাগৈর্ন তৎ ফলমবাপ্যতে। যৎফলং লভ্যতে মর্ত্ত্যৈর্নিত্যং লিঙ্গপ্রপূজনাৎ ॥ ৭২ ॥ স্নাপয়িত্বা বিধানেন যো লিঙ্গস্নপনোদকম্। ত্রিঃ পিবেৎত্রিবিধং পাপং তস্যেহাশু প্রণশ্যতি ॥ ৭৩ ॥ লিঙ্গস্নপনবার্ভির্যঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধ্নাভিষেচনম্। গঙ্গাস্নানফলং তস্য জায়তে-হত্র বিপাপ্মনঃ ॥ ৭৪ ॥ লিঙ্গং সমর্চ্চিতং দৃষ্ট্বা যঃ কুর্য্যাৎ প্রণতিং সকৃৎ। সন্দেহো জায়তে তস্য পুনর্দেহনিবন্ধনে ॥ ৭৫ ॥ লিঙ্গং যঃ স্থাপয়েদ্ভক্ত্যা সপ্তজন্মকৃতাদঘাৎ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিশুদ্ধঃ স্বর্গভাগ্ ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥ বিচার্য্যেতি গণৈঃ কাশ্যাং স্বামিদ্রোহোপশান্তয়ে। প্রতিষ্ঠিতানি লিঙ্গানি মহাপাতকভিন্দ্যপি ॥ ৭৭ ॥ কুণ্ডোদরেশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা লোলার্কসন্নিধৌ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৮ ॥ কুণ্ডোদরেশ্বরাল্লিঙ্গাৎ প্রতীচ্যামসি-রোধসি। ময়ূরেশ্বরমাভ্যর্চ্চ্য ন গর্ভং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭৯ ॥ ময়ূরেশপ্রতীচ্যাঞ্চ লিঙ্গং বাণেশ্বরং মহৎ। তস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮০ ॥ গোকর্ণেশং মহালিঙ্গমস্তর্গেহস্য পশ্চিমে। দ্বারে সমর্চ্চ্য বৈ কাশ্যাং ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ৮১ ॥ গোকর্ণেশ্বরভক্তস্য পঞ্চত্বসময়ে সতি। জ্ঞানভ্রংশো ন জায়েত কুচিদপ্যন্তমূচ্ছতঃ ॥ ৮২ ॥ স্কন্দ উবাচ। চিরয়ৎসু গণেষেষু চতুর্ষ্বপি গণেশ্বরঃ। মহিমানং মহত্বস্তু তৎকাশ্যাঃ পর্য্যবর্ণয়ৎ ॥ ৮৩ ॥ বৈষ্ণব্যা মায়য়া বিশ্বং ভ্রাম্যেতাত্র যথাখিলম্। এবং মূর্ত্তিমতী সৈষা কাশী বিশ্বৈকমোহিনী ॥ ৮৪ ॥ অপাস্য সোদ-রান্ দারান্ পুত্রান্ ক্ষেত্রং গৃহং বসু। অপ্যঙ্গীকৃত্য নিধনং সর্ব্বে কাশীমুপাসতে ॥ ৮৫ ॥ মরণাদপি নো কাশ্যাং ভয়ং যত্র মনাগপি। গণাস্তত্র তু তিষ্ঠন্তঃ কুতো মত্তোহপি বিভ্যতি ॥ ৮৬ ॥ মরণং মঙ্গলং যত্র বিভূতির্যত্র ভূষণম্। কৌপীনং যত্র কৌশেয়ং কাশী কুত্রোপমীয়তে ॥ ৮৭ ॥ নির্ব্বাণ-রমণী যত্র রঙ্কং বারঙ্কমেববা। ব্রাহ্মণং বা শ্বপাকং বা বৃণীতে প্রাপ্ত্যভূষণম্ ॥ ৮৮ ॥ মৃতানাং যত্র জন্তূনাং নির্ব্বাণপদমৃচ্ছতাম্ ॥ ৮৭ ॥ কোট্যংশেনাপি ন সমা অপি শক্রাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৮৯ ॥ যত্র কাশ্যাং মৃতো জন্তুর্ব্রহ্মনারায়ণাদিভিঃ। প্রবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিভি-র্নমস্যেতাতিযত্নতঃ ॥ ৯০ ॥ যত্র কাশ্যাং শবস্যেহপি জন্তুর্নাশুচিতাং ব্রজেৎ। অতস্তৎকর্ণসংস্পর্শং

একমাত্র শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় সেই ফল লাভ করা যায়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরও তাদৃশ ফল নহে, শিবলিঙ্গের পূজায় যাদৃশ ফল হইয়া থাকে। যথাবিধানে স্নাপিত শিবলিঙ্গের স্নানীয় জল যাহার উদরে তিনবার প্রবেশ করে, তাহার ত্রিবিধ পাপ বিনষ্ট হয়। লিঙ্গস্নপনজলে যাহার মস্তক অভিষিক্ত হয়, সেই নিষ্পাপ মানবের গঙ্গাস্নানে প্রয়োজন থাকে না। অর্চ্চিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি প্রণত হয়, এ জগতে আর সে আসিবে কিনা, এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। ভক্তিসহকারে শিবলিঙ্গ-স্থাপক মানব সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। প্রমথগণ এই-রূপ মনে মনে বিচার করিয়া শিবের ক্রোধশান্তির জন্য নিজ নিজ নামে সর্ব্বপাতকনাশন লিঙ্গ সকল স্থাপন করিলেন। লোলার্কের সন্নিধানে কুণ্ডো-দরেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন, তাঁহার দর্শনে জীবের শিবলোক গমন নিশ্চিতই হইয়া থাকে। তাঁহার পশ্চিমেঅসিসন্নিকটে অবস্থিত ময়ূরেশ্বরের পূজা করিলে আর জঠরযন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। তৎপশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই সকল পাপ দূর হয়। অন্ত-গৃহের পশ্চিমদ্বারে গোকর্ণেশ্বর বিরাজ করিতে-ছেন। কাশীতে সেই মহালিঙ্গের পূজায় সকল বিঘ্ন দূরীভূত হয়। ঐ গোকর্ণেশ্বরে ভক্তিমান্ ব্যক্তির মৃত্যুকালে সকল স্থানেই সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—গণনায়ক ভগবান্, এ চারি জনেরও প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া কাশীর অপার-মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাদেব কহি-লেন, যিনি এই চরাচর বিশ্বকে ভ্রমণ করাইতে-ছেন, কাশীই সেই শরীরিণী বিষ্ণুমায়া। লোকে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত যে কাশীর উপাসনা করিয়া থাকে এবং যথায় মরিলেও লোক ভীত হয় না, সেই কাশীতে অবস্থিত প্রমথগণ কার্য্যে অবহেলন করিয়াও কি হেতু ভীত হইবে? যথায় মৃত্যুই মঙ্গল, ভস্মই দেহের ভূষণ, কৌপীনই বসন; যে স্থানে শ্রীমতী মোক্ষ-লক্ষ্মী—মৃত, দরিদ্র, ধনী, ব্রাহ্মণ বা চাণ্ডালকেও তুল্য-প্রেমে আলিঙ্গন করেন; এ জগতে সেই কাশীর তুল্য কেহই নাই! ইন্দ্রাদিদেবগণও যে কাশীমুক্ত, অতএব মুক্ত জীবের কোটি অংশের একাংশেরও উপযুক্ত নহে; যে কাশীতে মরিলে জীবগণ, কৃতাঞ্জলি ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট হইতেও প্রণাম পাইয়া থাকেন; যে কাশীতে শবও পবিত্র বলিয়া

কুর্ব্বোম্যহমপি স্বয়ম্ ॥ ৯১ ॥ যস্ত কাশীতি কাশীতি ত্রিজ্জপতি পুণ্যবান্। অপি সর্ব্বপবিত্রেভ্যঃ স পবিত্রতরো মহান্ ॥ ৯২ ॥ যেন কাশী হৃদি ধ্যাতা যেন কাশী হসেবিতা। তেনাহং হৃদি সন্ধ্যাত স্তেনাহং সেবিতঃ সদা ॥ ৯৩ ॥ কাশীং যঃ সেবতে-অন্তর্নির্ব্বিকল্পেন চেতসা। তমহং হৃদয়ে নিত্যং ধারয়ামি প্রযত্নতঃ ॥ ৯৪ ॥ স্বয়ং বস্তুমশক্তো-হপি বাসয়েত্তীর্থবাসিনম্। অপ্যেকমপি মূল্যেন স বস্তুফলভাগ্ধ্রুবম্ ॥ ৯৫ ॥ কাশ্যাং বসন্তি যে ধীরা আপঞ্চত্ববিনিশ্চয়াঃ। জীবন্মুক্তাস্ত তে জ্ঞেয়া বন্দ্যাঃ পূজ্যাস্ত এব হি ॥ ৯৬ ॥ ইত্থং বিমৃশ্য বহুশঃ স্বাণুর্ব্বারাণসীগুণান্। গণানন্যান সমাহূয় প্রাহিণোৎ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৭ ॥ তারক ত্বং সমাগচ্ছ গচ্ছাতিস্বচ্ছমানস। দিবোদাসো নৃপাবাসো যামধীষ্টে বরাং পুরীম্ ॥ ৯৮ ॥ তিলপর্ণ স্থূলকর্ণ দ্রুমিচণ্ড প্রভাময়। সুকেশ বিন্দনেচ্ছাগ কপর্দ্দিন্ পিঙ্গলাক্ষক ॥ ৯৯ ॥ বীরভদ্র কিরাতাখ্য চতুর্মুখ নিকুম্ভক। পঞ্চাক্ষ ভারভূতাখ্য ত্র্যক্ষ ক্ষেমক লাঙ্গলিন্ ॥ ১০০ ॥ বিরাধ সুমুখাষাঢ় যাত সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্। এতে গণা মহাভাগাঃ স্বামিভক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ১০১ ॥ কৃত্বা মায়া বহুবিধা বহুরূপা বিচক্ষণাঃ। অনিমেষেক্ষণাস্তত্র ক্ষৌণীশচ্ছিদ্রকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১০২ ॥ অপরিজ্ঞাততচ্ছিদ্রা বিদ্রাবিতযশোধনাঃ। আঃ কিমেতদহো জাতং নিনিন্দুঃ স্বমিতীহতে ॥ ১০৩ ॥ গণা উচুঃ ॥ ধিগস্মান্ স্বামিনা নিত্যং কৃতসম্ভাবনান্মুহুঃ। মনুষ্যমাত্রমপ্যত্র যৈরেকং ন বশীকৃতম্ ॥ ১০৪ ॥ বহুমানেন দানেন সৌহার্দ্দেন মহীয়সা। কৃতপ্রসাদাংস্ত্যক্ষেণ ধিঙনস্তৎ-কার্য্যবঞ্চকান্ ॥ ১০৫ ॥ কা গতির্নো ভবিত্রীহ স্বামিকৃত্য প্রমাদিনাম্। অন্ধন্তমোময়ে লোকে ধ্রুবং বাসো ভবিষ্যতি ॥ ১০৬ ॥ অকৃতস্বামিকার্য্যাণামহো জীবিত-ধারিণাম্। অক্ষতেন্দ্রিয়বৃত্তীনাং দুর্গতিশ্চ পদে পদে ॥ ১০৭ ॥ লব্ধসম্ভাবনানাঞ্চ স্বক্তস্বামিকর্ম্মণাম্। ভৃত্যানাং ভূরিভাজাঞ্চ ভঙ্গুরাঃ স্যুর্মনোরথাঃ ॥ ১০৮ ॥ অনিষ্পাদিতকার্য্যার্থা যে মুখং প্রেক্ষয়ন্ত্যহো। অপত্রপাঃ পুরো ভর্ত্তুস্তৈর্ভূর্ভারবতী স্থিয়ম্ ॥ ১০৯ ॥

আমি স্বয়ং তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া থাকি। যাহার কণ্ঠ হইতে বারত্রয় কাশীনাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা এ জগতে পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। যাহারা কাশীকে ধ্যান করে বা সেবা করে তাহারা আমারই ধ্যান ও আমারই সেবা করিয়া থাকে। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা কাশীসেবায় অনুরক্ত, তাহাকে আমি সযত্নে হৃদয়মধ্যে রাখিয়া থাকি। যে স্বয়ং কাশীবাসে অপারগ হইয়া অপর ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিয়া বাস করায়, তাহাকেও কাশী-বাসের ফল দিয়া থাকি। যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করে, তাহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া লোকে পূজা ও বন্দনা করিয়া থাকে। মহাদেব এইরূপে কাশীগুণাবলি বর্ণন করত অবশিষ্ট প্রমথদিগকে আহ্বান করিয়া সাদরে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। মহাদেব কহিলেন,—হে পবিত্রহৃদয় তারক! যথায় দিবোদাস রাজ্য-পালন করিতেছেন, তুমি সেই কাশীধামে গমন কর। হে তিলপর্ণ! হে স্থূলকর্ণ! হে দ্রুমিচণ্ড! হে প্রভাময়! হে সুকেশ! হে বিন্দতে! হে ছাগ! হে কপর্দ্দিন্! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত! হে চতুর্মুখ! হে নিকুম্ভ! হে পঞ্চাক্ষ! হে ভারভূত! হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! হে লাঙ্গলিন্! হে বিরাধ! হে সুমুখ! এবং হে আষাঢ়! তোমরা সকলেই কাশীতে গমন কর। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মুনে! তখন প্রভুভক্ত মহাত্মা কার্য্যজ্ঞ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রমথগণ, শিবের আদেশ পাইয়া অবিমুক্তক্ষেত্রে গমন করত নানারূপ মায়ার সাহায্যে বহুবিধ রূপধারণপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে দিবোদাসের ছিদ্রানুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন; কিন্তু বহু আয়াসেও সেই রাজার কোন ছিদ্রই না পাইয়া নিজ নিজ বহুকালসঞ্চিত যশ মলিন হইল দেখিয়া "আঃ! ইহা কি হইল" এই কথা বলিয়া আপনাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন।৬৮—০৩ গণসমূহ কহিতে লাগিলেন, আমরা এতাবৎ এখানে আসিলাম, কাহাকেও বশীভূত করিতে পারিলাম না; এতকাল যে প্রভুর নিকট সম্মান পাইয়াছি, তাহাকে ধিক্! মহাদেব আমাদিগকে বহু সম্মানে, বহু দানে ও বহুআদরে দয়া করিতেন; শেষে সেই দয়ার প্রতিফল কি এই হইল! এক্ষণে প্রভুকার্য্যে অবহেলা করিয়া শেষে তমোময় দুরন্ত লোকে বাস করিতে হইবে। যাহারা প্রভুর আদেশ সুসম্পন্ন না করিয়া স্বচ্ছন্দশরীরে অবস্থান করে, তাহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকে না। যে ভৃত্যেরা পূর্ব্বে প্রভুর নিকট সম্মানিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্যে অনবধান করে, তাহাদের অভিলাষ কদাচ পূর্ণ হয় না; অথবা প্রভুকার্য্য না করিয়া

মাত্রীনাং ন সমুদ্রাণাং ন ক্ষমাণাং মহীয়সাম্। ভূতধাত্র্যাস্তথা ভারো যথা স্বামিদ্রুহাং মহান্॥ ১১০॥ অহো পৌরাণিকী গাথা স্মৃতাস্মাভিরনিন্দিতা। তদর্থমবলম্ব্যেহ স্থাস্যামঃ কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ১১১॥ অনাকলিতপুণ্যানাং পরিক্ষীণাধনায়ুষাম্। সর্ব্বোপায়বিহীনানাং গতির্ব্বারাণসীপুরী॥ ১১২॥ অপুণ্যভারখিন্নানাং পশ্চাত্তাপমুপেয়ুষাম্। বিশ্বগর্হিগতীনাং চ গতির্ব্বারাণসী পুরী॥ ১১৩॥ স্বামিদ্রুহঃ কৃতঘ্নাশ্চ যে চ বিশ্রম্ভঘাতকাঃ। তেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি মুক্তা বারাণসীং পুরীম্॥ ১১৪॥ ইত্থং নিশ্চিত্য স্বার্থং প্রমথা অবতস্থিরে। অবিজ্ঞাতস্বরূপাশ্চ দিবোদাসেন ভূভুজা॥ ১১৫॥ ন বুবোধ স ভূপালো নিতরাং বুদ্ধিমানপি। বিবুধান্ বিবিধাকারৈঃ স্থিতানীশপ্রভাবতঃ॥১১৬॥ চিত্রং ন চিত্রগুপ্তোঽপি বেত্তি বারাণসীস্থিতান্। জন্তূন্ কা গণনান্যেষাং মর্ত্ত্যলোকনিবাসিনাম্॥ ১১৭॥ অবিচ্ছিন্নপ্রভাবাণামপরিচ্ছিন্নতেজসাম্। কৃতলিঙ্গপ্রতিষ্ঠানাং নান্তং প্রাপ্নোতি ধর্ম্মরাট্॥ ১৮॥ ইতি তে প্রমথাঃ সর্ব্বে ঘটোদ্ভব মহামুনে। কৃত্বা লিঙ্গার্চ্চনাং কাশীং নাদ্যাপ্যুজ্ঝন্তি শর্ম্মদাম্॥ ১১৯॥ তারকেশং মহালিঙ্গং তারকাখ্যো গণোত্তমঃ। তারকজ্ঞানদং পুংসাং মুনেঽদ্যাপি সমর্চ্চয়েৎ॥ ১২০॥ তারকেশ্বরলিঙ্গস্য কৃত্বা ভক্তিং সুনিশ্চলাম্। সুখেন তারকজ্ঞানং লভতে নৈর্নরোত্তমৈঃ॥ ১২১॥ তিলপর্ণেশ্বরং লিঙ্গং তিলপর্ণপ্রতিষ্ঠিতম্। তিলপ্রমাণমপ্যত্র দৃষ্ট্বা পাপং ন সম্ভবেৎ॥ ১২২॥ স্থূলকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং পরিপূজ্য নরোত্তমঃ। ন দুর্গতিমবাপ্নোতি পুণ্যমাপ্নোতি চোত্তমম্॥ ১২৩॥ দুমিচণ্ডেশ্বরং লিঙ্গং তথা লিঙ্গং প্রভাময়ম্। আরাধ্য তৎপ্রতীচ্যাঞ্চ ন পাপৈরভিভূয়তে॥ ১২৪॥ প্রভাময়েশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বান্যত্রাপি সংস্থিতঃ। প্রভাময়েন যানেন শিবলোকে ব্রজেৎ সুধীঃ॥১২৫॥ শুকেশেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য হরিকেশবনে নরঃ। ষাট্‌কৌশিকময়ং দেহং ধারয়েন্ন পুনঃপুনঃ॥১২৬॥ বিন্দতীশং নরোঽভ্যর্চ্চ্য ভীমচণ্ডীসমীপতঃ। ত্যক্ত্বা প্রচণ্ডমপ্যেনো মোক্ষং বিন্দতি শাশ্বতম্॥১২৭॥ ছাগলেশং মহালিঙ্গং

প্রভুসমীপে যে লজ্জাহীন ভৃত্য মুখ দেখায়, তাহা হইতেই এই ধরার যাদৃশ অধিক ভার হইয়া থাকে, তাদৃশ ভার পর্ব্বত, সাগর বা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ থাকিয়াও হয় না। আমরা পুরাণবার্ত্তা শুনিয়াছি, সুতরাং এই কাশী কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। শুনিয়াছি, যাহারা পাপী অথবা ধন ও আয়ু যাহাদের অল্প হইয়াছে, সেই নিরুপায় জীবের কাশী ভিন্ন উপায় নাই। যাহারা কৃত পাপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা কাশীতে আসিলেই সকল অনুতাপানল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে এবং যাহারা প্রভুহিংসা করিয়াছে কিংবা কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক, তাহাদের এই কাশীক্ষেত্র ব্যতীত অপর উপায় নাই। প্রমথগণ এইরূপ পৌরাণিক বার্ত্তার উপর বিশ্বাস রাখিয়া রাজা দিবোদাসকর্ত্তৃক অজ্ঞাত থাকিয়া কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। সেই রাজা দিবোদাস অসামান্যবুদ্ধিজীবী হইয়াও শিবপ্রভাবে নানারূপে অবস্থিত দেবগণকে জ্ঞাত হইতে পারিলেন না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; যেহেতু স্বয়ং চিত্রগুপ্ত যে কাশীবাসীর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন না, তথায় সামান্য মনুষ্যের সে বিষয় জানা অতি দুঃসাধ্য এবং এই কাশীতে যাহারা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া অবস্থান করেন, স্বয়ং ধর্ম্মরাজও সেই অসীমতেজাদিগের অন্ত প্রাপ্ত হন না। হে মুনিবর কুম্ভযোনে! এইরূপে কাশীতে থাকিয়াই প্রমথগণ শিবলিঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহারা কাশীতেই থাকিলেন। হে মুনে! তাঁহাদের মধ্যে গণাধিপ তারক জীবের জ্ঞানপ্রদ তারকেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই সেবায় অদ্যাপি আসক্ত রহিয়াছেন। মানবগণ তারকেশ্বরভক্ত হইলে সহজেই তারক-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তিলপর্ণনামক গণশ্রেষ্ঠ তিলপ্রমাণ 'তিলপর্ণেশ্বর' নামক শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহার দর্শনমাত্রে লোক নিষ্পাপ হইয়া থাকে। তাঁহারই নিকটে স্থূলকর্ণেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ আছেন, যাঁহার পূজা করিয়া জীবগণ সদ্গতি লাভ করে। তাঁহার পশ্চিমে 'দুমিচণ্ডেশ্বর'নামক কান্তিময় শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে পাপভয় থাকে না। 'প্রভাময়েশ্বর'নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে জীব অন্যস্থানে মরিলেও প্রভাময় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করে এবং হরিকেশবনে, 'শুকেশেশ্বর'নামক শিবলিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে জীব পুনরায় জঠরযাতনা ভোগ করে না। ভীমচণ্ডীর সমীপে, 'বিন্দতীশ্বর' নামে প্রতিষ্ঠিত শিবের পূজা করিলে জীবের উৎকৃষ্ট পাপরাশিও দূর হয় এবং চরমকালে মোক্ষপদ

পিত্রীশ্বরসমীপগম্। বিলোক্য পশুবৎ কো পি ন শাপং প্রাকৃতং স্পৃশেৎ ॥১২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শম্ভোর্বারাণসস্থাং গণপ্রেষণং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। কুম্ভসম্ভব বক্ষ্যামি শৃণোত্ববহিতো ভবান্। কপর্দ্দীশস্থ লিঙ্গস্থ মহামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ কপর্দ্দী নাম গণপঃ শম্ভোরত্যন্তবল্লভঃ। পিত্রীশাদুত্তরে ভাগে লিঙ্গং সংস্থাপ্য শাম্ভবম্ ॥ ২ ॥ কুণ্ডং চখান তস্যাগ্রে বিমলোদকসংজ্ঞকম্। যস্য তোয়স্থ সংস্পর্শাদ্বিমলো জায়তে নরঃ॥ ৩ ॥ ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি তত্র ত্রেতাযুগে পুরা। যথা বৃত্তং কুম্ভযোনে শ্রবণাৎপাতকাপহম্ ॥ ৪ ॥ একঃ পাশুপতশ্রেষ্ঠো বাল্মীকিরিতিসংজ্ঞিতঃ। তপশ্চচার স মুনিঃ কপর্দ্দীশং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ৫ ॥ একদা স হি হেমন্তে মার্গে মাসি তপোধনঃ। স্নাত্বা তত্র মহাতীর্থে মধ্যাহ্নে বিমলোদকে ॥ ৬ ॥ চকার ভস্মনা স্নানমাপাদতলমস্তকম্। লিঙ্গস্থ দক্ষিণে ভাগে কৃতমাধ্যাহ্নিকক্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ স্বস্তমস্তকপাংশুশ্চ সন্ধ্যামাধ্যাহ্নিকীং স্মরন্। জপন্ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং ধ্যায়ন্ দেবং কপর্দ্দিনম্ ॥ ৮ ॥ কৃত্বা সংহারমার্গেণ সপ্রমাণং প্রদক্ষিণম্। হুডুঙ্কৃত্য হুডুঙ্কৃত্য হুডুঙ্কৃত্য ত্রিরুচ্চকৈঃ ॥ ৯ ॥ প্রণবং পুরতঃ কৃত্বা ষড়জাদিস্বরভেদতঃ। গীতং বিধায় সানন্দং সনৃত্যং হস্তকান্বিতম্ ॥ ১০ ॥ অঙ্গহারৈর্মনোহারি-চারীমণ্ডলসংযুতম্। ক্ষণং তত্র সরস্তীরে উপবিষ্টো মহাতপাঃ ॥ ১১ ॥ অদ্রাক্ষীদ্রাক্ষসং ঘোরমতীব বিকৃতাকৃতিম্। শুষ্কশুষ্ক-কপোলাস্থং নিমগ্নাপিঙ্গলোচনম্ ॥ ১২ ॥ রুক্ষস্ফুটিতকেশাগ্র মহালম্বশিরোধরম্। অতীবচিপিটঘ্রাণং শুষ্কৌষ্ঠমত্তিদন্তরম্ ॥ ১৩ ॥ মহাবিশালমৌলিং চ প্রোদ্দীভূতশিরোরুহম্। প্রলম্বকর্ণপালীকং পিঙ্গলশ্মশ্রুভীষণম্ ॥ ১৪ ॥ প্রলম্বিতললজ্জিহ্বমত্যুৎকট-

---

তাহার করস্থ হয়। ঐরূপ পিত্রীশ্বরনামক শিবলিঙ্গের সন্নিধানে 'ছাগেশ্বর' নামে এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে আর কখন জীবের সংসারে আসিয়া অনুক্ষণ পাপী হইতে হয় না। ১০৪—১২৮।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভসম্ভব! আমি কপর্দ্দীশ লিঙ্গের পরম মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মহাদেবের অতি প্রিয়পাত্র, কপর্দ্দী নামে এক গণনায়ক ভগবান্ পিত্রীশের উত্তরভাগে এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া ইহাঁর সম্মুখে বিমলোদকনামক কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ডের জলস্পর্শে মনুষ্যের মালিন্য দূর হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে এক ইতিহাস আছে, বলিতেছি শুন; ইহা শুনিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে বাল্মীকি নামে একজন পরমশৈব, ভগবান্ কপর্দ্দীশের অর্চ্চনারূপ তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। একদা তিনি হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসে বিমলোদক মহাতীর্থে মধ্যাহ্নস্নান সমাধা করিয়া আপাদমস্তক ভস্মস্নান করিলেন। পরে শিবলিঙ্গের দক্ষিণভাগে মধ্যাহ্নকৃত্য ও মস্তকে ভস্মম্রক্ষণ করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাপনান্তে "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ ও কপর্দ্দীশ দেবের ধ্যান করত প্রণাম করিতে করিতে বামাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যতিগণ দক্ষিণাবর্ত্তে, ব্রহ্মচারীরা বামাবর্ত্তে এবং গৃহস্থ বাম ও দক্ষিণাবর্ত্তে মহাদেবের নিত্য প্রদক্ষিণ করিবে। যথায় সোমসূত্রদ্বয় ও বিষ্ণুমন্দির বর্ত্তমান আছে তথায় দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিবে না—বৃষ,চণ্ড, বৃষ, সোমসূত্র—পুনরায় বৃষ,চণ্ড,সোমসূত্র এবং চণ্ড ও বৃষ এই ক্রমে শম্ভুর প্রদক্ষিণ করিবে; সোমসূত্র কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। সেই মহাতপস্বী এইরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া ওঁ হুং ডুং হুং ডুং হুং ডুং এই মন্ত্র উচ্চৈস্বরে পাঠপূর্ব্বক ষড়জাদি স্বরে অঙ্গভঙ্গীক্রমে নৃত্য ও হস্ততালের সহিত আবীরাগিণীতে আনন্দে গান করিয়া সেই সরোবরতীরে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন—তথায় এক ভীষণাকার ঘোর রাক্ষস দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার ললাটদেশের অস্থি, কপোলস্থল ও মুখ শুষ্ক; লোচনদ্বয় ঈষৎপিঙ্গল ও কোটরে প্রবিষ্ট; কেশ ঊর্দ্ধে ও তাহার অগ্রভাগ রুক্ষ ও বিদীর্ণ। রাক্ষসের গ্রীবা স্থূল ও দীর্ঘ, নাসিকা অতি নিম্ন, ওষ্ঠ শুষ্ক, দন্ত অতি দীর্ঘ, মস্তক দীর্ঘ ও বিস্তৃত, কর্ণের উপরিভাগ লম্বমান,

রুকাটিকম্। স্থূলাস্থিজত্রুসংস্থানং দীর্ঘস্কন্ধযোৎকটম্॥ ১৫॥ নিমগ্নকক্ষাকুহরং শুষ্কহ্রস্বভুজদ্বয়ম্। বিরলাঙ্গুলিহস্তাগ্রং নতপীননখাবলিম্॥ ১৬॥ বিশুষ্কপাংশুলোৎক্রোড়ং পৃষ্ঠলগ্নোদরত্বচম্। কটীতটেন বিকটং নির্মাংসত্রিকবন্ধনম্॥ ১৭॥ প্রলম্বস্ফিগ্‌যুগযুতং শুষ্কমুষ্কাল্পমেহনম্। দীর্ঘানির্ম্মাংসলোরুকং-স্থূলজান্বস্থিপঞ্জরম্॥ ১৮॥ অস্থিচর্ম্মাবশেষঞ্চ শিরাজালিতবিগ্রহম্। শিরালং দীর্ঘজঙ্ঘঞ্চ স্থূলগুল্ফাস্থিভীষণম্॥ ১৯॥ অতিবিস্তৃতপাদঞ্চ দীর্ঘবক্রকৃশাঙ্গুলিম্। অস্থিচর্ম্মাবশেষেণ শিরাতাড়িতবিগ্রহম্॥ ২০॥ বিকটং ভীষণাকারং ক্ষুৎক্ষামমর্মাতলোমশম্। দাবদগ্ধদ্রুমাকারমতিচঞ্চললোচনম্॥ ২১॥ মূর্ত্তভয়ানকমিব সর্ব্বপ্রাণিভয়প্রদম্। হৃদয়াকম্পনং দৃষ্ট্বা তং প্রেতং বৃদ্ধতাপসঃ। অতিদীনাননং কস্ত্বমিতি ধৈর্য্যেণ পৃষ্টবান্॥ ২২॥ কুতস্ত্বমিহ সম্প্রাপ্তঃ কস্মাত্তে গতিরীদৃশী। অনুক্রোশধিয়া রক্ষঃ পৃচ্ছামি বদ নির্ভয়ম্॥ ২৩॥ অস্মাকং তাপসানাং চ ন ভয়ং ত্বদ্বিধাত্মনাক্। শিবনামসহস্রাণাং বিভূতিকৃতবর্ম্মণাম্॥ ২৪॥ তাপসোদীরিতমিতি [illegible] প্রীতিপূর্ব্বকম্। নিশম্য প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ তং কৃপালুং তপোধনম্॥ ২৫॥ রাক্ষস উবাচ। অনুক্রোশোঽস্তি যদি তে ভগবংস্তাপসোত্তম। স্ববৃত্তান্তং তদা বচ্মি শৃণুষ্বাবহিতঃ ক্ষণম্॥ ২৬॥ প্রতিষ্ঠানাভিধানোঽস্তি দেশো গোদাবরীতটে। তীর্থপ্রতিগ্রহরুচিস্তত্রাসং ব্রাহ্মণস্ত্বহম্॥ ২৭॥ তেন কর্ম্মবিপাকেণ প্রাপ্তোঽস্মি গতিমীদৃশীম্। মরুস্থলে মহাঘোরে তরুতোয়বিবর্জ্জিতে॥ ২৮॥ গতো বহুতরঃ কালস্তত্র মে বসতো মুনে। ক্ষুধিতস্য তৃষার্ত্তস্য শীততাপসহস্য চ॥ ২৯॥ বর্ষত্যপি মহামেঘে ধারাসারৈর্দিবানিশম্। প্রাবৃট্‌কালেঽনিলে বাতি কিঞ্চিৎপ্রাবরণং ন মে॥ ৩০॥ পর্ব্বণ্যদত্তদানা যে কৃততীর্থপ্রতিগ্রহাঃ। ত ইমাং যোনিমৃচ্ছন্তি মহাদুঃখনিবন্ধনীম্॥ ৩১॥ গতে বহুতিথে কালে মরুভূমৌ মুনে ময়া। দৃষ্টো ব্রাহ্মণদায়াদ একদা কশ্চিদাগতঃ॥ ৩২॥ সূর্য্যোদয়মনুপ্রাপ্য সন্ধ্যাবিধিবিবর্জ্জিতঃ। কৃত্বা মূত্রপুরীষে তু শৌচাচমনবর্জ্জিতঃ॥ ৩৩॥ মুক্তকচ্ছমশৌচঞ্চ

শ্মশ্রুরাজি পিঙ্গলবর্ণ, জিহ্বা দীর্ঘ লক্‌লক্ করিতেছে, ঘাটিকা (ঘাড়) অতি বিকৃত, কণ্ঠের অধোভাগের অস্থিদ্বয় বাহির হইয়াছে। স্কন্ধদ্বয় দীর্ঘ হওয়ায় তাহাকে উৎকট দেখাইতেছে, বাম ও দক্ষিণ বাহুমূলের বিবর নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। খর্ব্ব হস্তদ্বয় শুষ্ক, তাহাতে অঙ্গুলিগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট, তদগ্রে স্থূল নখাবলী নতমুখ রহিয়াছে। তদীয় ক্রোড়দেশ রুক্ষ ও ধূলিধূসরিত, উদরচর্ম্ম পৃষ্ঠসংলগ্ন, কটিদেশের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগ মাংসরহিত, কটিদ্বয় লম্বিত, মুষ্ক শুষ্ক, মেঢ্র ক্ষুদ্র, উরুদেশ দীর্ঘ, তাহাতে মাংস নাই, জানুদ্বয় স্থূল, জঙ্ঘাদেশ দীর্ঘ ও শিরাল, গুল্ফ স্থানের অস্থি মোটা, পদদ্বয় অতি বিস্তৃত—তাহাতে কৃশ দীর্ঘ বক্র অঙ্গুলি রহিয়াছে। সেই বৃদ্ধ তপস্বী এইরূপ বিকট ভীষণাকৃতি, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট শিরালদেহ, অতি লোমশ, মূর্ত্তিমান্ ভয়ানকরসের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর, হৃদয়াকম্পী, দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চল-নয়ন, ক্ষুধার্ত্ত ও অতি বিস্তৃতমুখ সেই রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এই স্থানে কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার এতাদৃশ দশা কেন ঘটিয়াছে? হে রাক্ষস! আমি কৃপাজ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিতেছি, নির্ভয়ে বল; নতুবা আমরা বিভূতি-বর্ম্ম পরিধান করি, শিবনাম মহাস্ত্র ধারণ করি—আমরা তাপস; ত্বাদৃশ রাক্ষসের নিকট আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই।১-২৪ তখন রাক্ষস, কৃপালু তপোধনের এই বাক্য শুনিয়া প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—হে ভগবন্ তাপসবর! যদি আপনার অনুকম্পা হইয়া থাকে, তবে আত্মবৃত্তান্ত বলিতেছি, ক্ষণকাল অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। গোদাবরী-তীরে প্রতিষ্ঠান নামে এক দেশ আছে; তথায় আমার বাস ছিল। আমি ব্রাহ্মণ, তীর্থস্থানে প্রতিগ্রহ করিতাম। সেই কর্ম্মফলে আমি ঈদৃশ গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। বৃক্ষজলশূন্য অতিভীষণ মরুভূমে আমায় বহুতর কালযাপন করিতে হইয়াছিল। হে মুনে! সেই মরুভূমে কালযাপন কালে অসহ্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও আতপ সমস্তই সহ্য করিয়াছিলাম;—অধিক কি, গাত্রীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। বর্ষাকালের মুষলধারে দিবারাত্র বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় আমার পৃষ্ঠের উপর দিয়া গিয়াছে। যাহারা তীর্থস্থলে দান গ্রহণ করে ও পর্ব্বকালে দান করে না, তাহারা মহাদুঃখের মূলীভূত এই রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! এইরূপে তথায় বহুতর কাল অতিবাহিত হইলে আমি একদা সূর্য্যোদয়কালে সন্ধ্যাবিধি-বর্জ্জিত মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচাচমনশূন্য এক ব্রাহ্মণকুমারকে আসিতে দেখিলাম।

সন্ধ্যাচারবিবর্জিতম্। তং দৃষ্ট্বা তচ্ছরীরেঽহং সংপ্রবিষ্টো ভোগলিপ্সয়া ॥ ৩৪ ॥ স দ্বিজো মন্দভাগ্যো মে কেনচিদ্বণিজা সহ। অর্থলোভেন সম্প্রাপ্তঃ পুরীং পুণ্যামিমাং মুনে ৩৫ ॥ অন্তঃপুরি প্রবিষ্টোঽভূৎ স দ্বিজো মুনিসত্তম। তচ্ছরীরাদ্বহির্ভূতঃ পাপৈঃ সমং ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥ প্রবেশো নাস্তি চাস্মাকং প্রেতানাং তপসাং নিধে। মহতাং পাতকানাঞ্চ দ্বারপস্থাং শিবাজ্ঞয়া ॥ ৩৭ ॥ অদ্যাপি তানি পাপানি তদ্বহির্নির্গমেচ্ছয়া। বহিরেব হি তিষ্ঠন্তি সীম্নি প্রমথসাধ্বসাৎ ॥ ৩৮ ॥ অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা স বহির্নির্গমিষ্যতি। ইত্যাশয়া স্থিতাঃ স্মো বৈ যাবদদ্য তপোধন ॥ ৩৯ ॥ নাদ্যাপি স বহির্গচ্ছেন্নাদ্যাপ্যাশা প্রয়াতি নঃ। ইত্যাস্মহে নিরাধারা আশাপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ৪০ ॥ চিত্রমদ্যতনং বচ্মি শৃণু কিংত্বন্নিশাময়। অতীব ভাবি কল্যাণমিতি মন্যেঽধুনৈব হি ॥ ৪১ ॥ আপ্রয়াগং প্রতিদিনং প্রয়ামঃ ক্ষুধিতা বয়ম্। আহারকাম্যয়া ক্বাপি পরং নো কিঞ্চিদাপ্নুমঃ ॥ ৪২ ॥ সন্তি সর্বত্র ফলিনঃ পাদপাঃ প্রতিকাননম্। জলাশয়াশ্চ স্বচ্ছাপাঃ সন্তি ভূম্যাং পদে পদে ॥ ৪৩ ॥ অন্নান্যপি চ ভক্ষ্যাণি সর্বেষাং সুলভান্যহো। পানান্যপি বিচিত্রাণি সন্তি ভূয়াংসি সর্বতঃ ॥ ৪৪ ॥ পরং নো দৃগ্‌গতান্যেব দূরে দূরে ব্রজন্ত্যহো। দৈবাদদ্যৈকমায়ান্তং দৃষ্ট্বা কার্পটিকং মুনেঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্যান্তিকমহং প্রাপ্তঃ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ। প্রসহ্য ভক্ষয়াম্যেনমিতি মত্বা ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪৬ ॥ যাবত্তত্র জিঘৃক্ষামি তাবত্তদ্বদনাম্বুজাৎ। শিবনামপবিত্রাবাঙ্‌ নিরগাদ্বিঘ্নহারিণী ॥ ৪৭ ॥ শিবনামস্মরণতো মদীয়মপি পাতকম্। মন্দীভূতং ততস্তেন প্রবেশং লব্ধবানহম্ ৪৮ ॥ সীমস্থৈঃ প্রমথৈর্নাহং সদ্যো দৃগ্‌গোচরীকৃতঃ। শিবনাম শ্রুতৌ যেষাং তাং নপশ্যেদ্‌যমোঽপি যৎ ॥ ৪৯ ॥ অন্তর্গেহস্য সীমানং প্রাপ্তস্তেন সহাধুনা। স তু কার্পটিকো মধ্যং প্রাবিষ্টোঽহমিহস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥ আত্মানং বহুমন্যেঽহং ত্বাং বিলোক্যাধুনা মুনে। মামুদ্ধর কৃপালো ত্বং যোনেরস্মাৎসুদারুণাৎ ॥ ৫১ ॥ ইতি প্রেতবচঃ শ্রুত্বা সকৃপালুস্তপোধনঃ।

আমি তাহাকে মুক্তকচ্ছ, অশুচি ও সন্ধ্যাবর্জ্জিত দেখিয়া ভোগ-বাঞ্ছায় তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলাম। হে মুনে! আমার অভাগ্য বশতঃ সেই ব্রাহ্মণপুত্র অর্থলোভে কোন একজন বণিকের সহিত এই কাশীনগরীতে প্রবেশ করিল। হে মুনিসত্তম! সে পুরীমধ্যে যেমন প্রবেশ করিল, অমনি আমি তদীয় পাপরাশিসহ ক্ষণকাল মধ্যে তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে থাকিলাম। কারণ, হে তপোনিধে! শিবের আজ্ঞায় বারাণসীতে মাদৃশ প্রেতজনের ও মহাপাতকের প্রবেশাধিকার নাই। অদ্যাপি সেই পাপগুলি তাহার বহির্গমন অপেক্ষায় সীমান্ত প্রমথের বাহিরেই অবস্থান করিতেছে। হে তপোধন! 'এই আজ, কাল বা পরশ্ব সে বহির্গত হইবে' এইরূপ আশা করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমরা রহিয়াছি; কিন্তু অদ্যাপি সে বহির্গত হইল না। তথাপি আমরা নিরাশ হই নাই, কেবল আশা-পাশে বদ্ধ হইয়া নিরবলম্বনে অবস্থান করিতেছি। হে তপস্বিন্! অদ্যকার অদ্ভুত ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই ঘটনায় বোধ হইতেছে, অচিরে অতি শুভ ঘটিবে। আমরা প্রতিদিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহারান্বেষণে প্রয়াগপর্য্যন্ত গমন করিয়াও কোথায়ও কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হই না। সর্বত্র প্রতি কাননে ফলবান অসংখ্য বৃক্ষ, প্রতি পদক্ষেপে ভূতলে নির্ম্মল সলিলাধার বহুতর জলাশয়, সর্ব্বজনসুলভ অপরাপর অসঙ্খ্যেয় ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিচিত্র ভূরি ভূরি পানীয় দ্রব্য রহিয়াছে; কিন্তু তাহা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র দূরে-বহুদূরে চলিয়া যায়। হে মুনে! আজ দৈবাৎ একজন চীরধারী সন্ন্যাসীকে আসিতে দেখিয়া ক্ষুধায় পীড়িত থাকায় তাহাকে 'বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করিব' ইহা ভাবিয়া সত্বর তাহার নিকটে গমন করিলাম; যেমন তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইব, অমনি তাহার মুখকমল হইতে বিঘ্নহারী পবিত্র শিবনাম নির্গত হইল। সেই শিবনাম শ্রবণমাত্র মদীয় পাপ দূরীভূত হইল, আমি তৎক্ষণাৎ এই পুরীতে প্রবেশ লাভ করিলাম; সীমারক্ষক প্রমথগণ একবার দৃক্‌পাতও করিল না। শিবনাম যাহাদের শ্রবণে প্রবেশ করে, যমরাজও তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ২৫—৪৯। আমি এই মাত্র তাঁহার সহিত পুরীর মধ্যসীমায় উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু সেই চীরধারী মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমি এই স্থানেই অবস্থিত আছি। হে মুনে! এক্ষণে আপনাকে দেখিতে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। হে কৃপালো! এই দারুণ রাক্ষসযোনি হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। তখন কৃপালু তপোধন

মনসা চিন্তয়ামাস ধিঙ্ নিজার্থোদ্যমান্ নরান্ ॥ ৫২ ॥ স্বোদরম্ভরয়ঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ। স এব ধন্যঃ সংসারে যঃ পরার্থোদ্যতঃ সদা ॥ ৫৩ ॥ তপসাদ্য নিজেনাহং প্রেতমেতমথাতুরম্। মামেব শরণং প্রাপ্তমুদ্ধরিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ বিমৃশ্যেতি স বৈ চিত্তে পিশাচং প্রাহ সত্তমঃ। বিমলোদে সরস্যস্মিন্ স্নাহি রে পাপনুত্তয়ে ॥ ৫৫ ॥ পিশাচত্বং তে পিশাচত্বং তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ। কপর্দ্দীশেক্ষণাদদ্য ক্ষণাৎক্ষীণং বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ শ্রুত্বেতি স মুনের্বাক্যং প্রেতঃ প্রাহ প্রণম্য তম্। প্রীতাত্মা প্রীতমনসং প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ ॥ ৫৭ ॥ পানীয়ং পাতুমপি নো লভেয়ং মুনিসত্তম। স্নানস্য কা কথা নাথ রক্ষ্যেযুর্জলদেবতাঃ ॥ ৫৮ ॥ পানস্যাপ্যত্র কা বার্ত্তা জলস্পর্শোঽপি দুর্লভঃ। ইতি প্রেতোক্তমাকর্ণ্য স ভৃশং প্রীতিমানভূৎ ॥ ৫৯ ॥ উবাচ চ তপস্বী তং জগদুদ্ধরণক্ষমঃ। গৃহাণেমাং বিভূতিং ত্বং ললাটফলকে কুরু ॥ ৬০ ॥ অস্যাদ্বিভূতিমাহাত্ম্যাৎ প্রেতকোঽপি ন কুত্রচিৎ। বাধাং করোতি কস্যাপি মহাপাতকিনোঽপ্যহো ॥ ৬১ ॥ ভালং বিভূতিধবলং বিলোক্য যমকিঙ্করাঃ। পাপিনো-ঽপি পলায়ন্তে ভীতাঃ পাশুপতাস্ত্রতঃ ॥ ৬২ ॥ অস্থিধ্বজাঙ্কিতং, দৃষ্ট্বা যথা পান্থা জলাশয়ম্। দূরয়ন্তি তথা ভস্মভালাঙ্কং যমকিঙ্করাঃ ॥ ৬৩ ॥ কৃতভূতিতনুত্রাণং শিবমন্ত্রৈর্নরোত্তমম্। নোপসর্পন্তি নিয়তমপি হিংস্রাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬৪ ॥ ভক্ত্যা বিভর্ত্তি যো ভস্ম শিবমন্ত্রপবিত্রিতম্। ভালে বক্ষসি দোর্মূলে ন তং হিংসন্তি হিংসকাঃ ॥৬৫॥ সর্ব্বেভ্যো দুষ্টসত্ত্বেভ্যো যত্তো রক্ষেদহর্নিশম্। রক্ষেত্যেষা ততঃ প্রোক্তা বিভূতির্ভূতিকৃদ্‌যতঃ ॥ ৬৬ ॥ ভাসনাদ্ভর্ৎসনাদ্ভস্ম পাংশুঃ পাংশুত্বদা যতঃ। পাপানাং ক্ষারণাৎ ক্ষারো বুধৈরেবং নিরুচ্যতে ॥ ৬৭ ॥ গৃহীত্বাধারমধ্যাৎ স ভস্ম প্রেতকরেঽর্পয়ৎ। সোঽপ্যাদরাৎ সমাদায় ভালদেশে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৬৮ ॥ বিভূতিধারিণং বীক্ষ্য পিশাচং জলদেবতাঃ। জলাবগাহনপরং বারয়াঞ্চক্রিরে ন তম্ ॥ ৬৯ ॥ স্নাত্বা পীত্বা স নির্গচ্ছেদ্‌-যাবত্তস্মাজ্জলাশয়াৎ। তাবৎ পৈশাচ্যমগমদ্দিব্য-দেহমবাপ চ ॥ ৭০ ॥ দিব্যমালাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ। দিব্যযানং সমারুহ্য বর্ত্ম প্রাপ্তোত্থ পাবনম্ ॥ ৭১ ॥ গচ্ছতা তেন গগনে স তপস্বী

রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, স্বার্থপরায়ণ মনুষ্যগণে ধিক্। পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সকলেই আপন উদর ভরণ করিয়া থাকে। যে পরোপকারী, এই সংসারে সে-ই ধন্য। অদ্য আমি এই শরণাগত রাক্ষসকে নিজ তপোব্যয়ে নিঃসংশয় উদ্ধার করিব। তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—হে পিশাচ! পাপাপনোদনের জন্য এই বিমলোদক সরোবরে স্নান কর, এই তীর্থের প্রভাবে ও ভগবান্ কপর্দ্দীশকে দর্শন করিলে অদ্য ক্ষণকাল মধ্যে তোমার পিশাচত্ব দূর হইয়া যাইবে। সেই রাক্ষস, মুনির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে নাথ মুনিসত্তম! দেবতারা ইতস্ততঃ জল রক্ষা করিতেছেন, স্নানের কথা দূরে থাকুক, জলপান—অধিক কি, জলস্পর্শই আমার দুর্লভ বোধ হইতেছে। • রাক্ষসের এই কথা শ্রবণে অতি প্রীত হইয়া জগদুদ্ধারক্ষম সেই তপস্বী কহিলেন,—ধর এই বিভূতি, ললাটফলকে রক্ষণ কর; ইহার এতাদৃশ আশ্চর্য্য মহিমা যে, স্বয়ং প্রেতনাথ কোন মহাপাতকী জনেরও কোন বাধা করেন না, তাঁহার কিঙ্করগণ—কপালে ভস্ম দেখিলে পাশুপাতাস্ত্রভয়ে অস্থিধ্বজাঙ্কিত জলাশয় দর্শনে পথিকের ন্যায় দূরে পলায়ন করে। ৫০-৬২। যে ব্যক্তি শিবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গে বিভূতিরূপ বর্ম্ম ধারণ করে, হিংস্র জন্তুগণ তাহার নিকটে আসে না। যে জন শিবমন্ত্রপূত ভস্ম কপাল, বক্ষঃস্থল ও বাহুমূলে ধারণ করে, তাহাকে হিংস্রকগণ হিংসা করে না। সকল দুষ্ট জন্তু হইতে অহর্নিশ রক্ষা করে বলিয়া রক্ষা; ভূতিকারিণী বলিয়া বিভূতি, ভাসন ও ভর্ৎসন হেতু ভস্ম; প্রাংশুকারক বলিয়া পাংশু ও পাপক্ষারণ হেতু ক্ষার—ইহাকে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। তিনি এই কথা বলিয়া কৌটা মধ্য হইতে ভস্ম গ্রহণ করিয়া রাক্ষসহস্তে অর্পণ করিলেন। সেই রাক্ষসও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা লইয়া কপালে মাখিল। তখন জলরক্ষক দেবতাগণ তাহাকে ভস্মধারণপূর্ব্বক পান ও অবগাহন করিতে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র বারণ করিলেন না। পরে স্নান ও সলিল পান করিয়া সেই জলাশয় হইতে উঠিবামাত্র তাহার পিশাচত্ব অপগত হইয়া দিব্যদেহপ্রাপ্তি হইল। সে দিব্য মাল্য দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়া দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পবিত্র মার্গ অনুসরণ করিল। আকাশপথে গমনকালে সে জ্ঞান

নমস্কৃত্য। প্রোচ্চৈঃ প্রোবাচ ভগবন্মোচিতোঽস্মি ত্বয়াধুনা। ৭২। তস্মাৎ কদর্য্যযোনিত্বাদতীব পরিনিন্দিতাৎ। অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যাদ্দিব্যং দেহমবাপ্তবান্। ৭৩। পিশাচমোচনং তীর্থমদ্যারভ্য প্রথাস্যতি। অন্যেষামপি পৈশাচ্যমিদং স্নানাদ্ধরিষ্যতি। ৭৪। অস্মিংস্তীর্থে মহাপুণ্যে যে স্নাস্যন্তীহ মানবাঃ। পিণ্ডাংশ্চ নির্ব্বপিষ্যন্তি সন্ধ্যাতর্পণপূর্ব্বকম্। ৭৫। দৈবাৎ পৈশাচ্যমাপন্নাস্তেষাং পিতৃপিতামহাঃ। তেঽপি পৈশাচ্যমুৎসৃজ্য যাস্যন্তি পরমাং গতিম্। ৭৬। অদ্য শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মার্গে মাসি তপোনিধে। অত্র স্নানাদিকং কার্য্যং পৈশাচ্যপরিমোচনম্। ৭৭। ইমাং সাংবৎসরীং যাত্রাং যে করিষ্যন্তি মানবাঃ। তীর্থপ্রতিগ্রহাৎ পাপান্নিঃসরিষ্যন্তি তে নরাঃ। ৭৮। পিশাচমোচনে স্নাত্বা কপর্দীশং সমর্চ্চ্য চ। কৃত্বা চান্নপ্রদানঞ্চ নরোঽন্যত্রাপি নির্ভয়ঃ। ৭৯। মার্গশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং কপর্দীশ্বরসন্নিধৌ। স্নাত্বান্যত্রাপি মরণান্ন পৈশাচ্যমবাপ্নুয়ুঃ। ৮০। ইত্যুক্ত্বা দিব্যপুরুষো ভূয়ো ভূয়ো নমস্য তম্। তপোধনং মহাভাগো

সেই তপস্বীকে নমস্কারপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমি অতি ঘৃণিত পিশাচযোনি হইতে মুক্ত হইয়াছি ও এই তীর্থের মহিমাবলে দিব্যদেহ লাভ করিয়াছি। অদ্যাবধি এই তীর্থের নাম পিশাচমোচন হইল, ইহাতে স্নান করিলে অপরেরও পিশাচত্ব দূর হইবে। যে মানবগণ মহাপুণ্যজনক এই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যা ও তর্পণান্তে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে, তাহাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যদি দৈবাৎ পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারাও তাহা ত্যাগ করিয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে। হে তপোধন! অদ্য অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লচতুর্দ্দশী, অদ্য ইহাতে স্নানাদি কার্য্যে পিশাচত্ব মোচন হইবে। যাহারা এই তিথিতে বর্ষে বর্ষে স্নানাদি করিবে, তাহারা তীর্থপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্পাপদেহ হইবে। এই পিশাচমোচন তীর্থে স্নান, কপর্দীশদেবের পূজা ও তথায় অন্নদান করিলে মনুষ্যের অন্য স্থানেও পাপভয় থাকিবে না। অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে কপর্দীশ্বরের সন্নিধানে স্নান করিয়া মনুষ্যের যদি অন্যত্র মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও পিশাচত্ব প্রাপ্তি হইবে না। সেই দিব্যপুরুষ এই কথা বলিয়া সেই মুনিকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া

দিব্যাং গতিমবাপ্তবান্। ৮১। তপোধনোঽপি তদ্দৃষ্ট্বা মহাশ্চর্য্যং ঘটোদ্ভব। কপর্দীশ্বরমারাধ্য কালান্নির্ব্বাণমাপ্তবান্। ৮২। পিশাচমোচনং তীর্থং তদারভ্য মহামুনে। বারাণস্যাং পরাং খ্যাতিমগমৎ সর্ব্বপাপহৃৎ। ৮৩। পৈশাচমোচনে তীর্থে সম্ভোজ্য শিবযোগিনম্। কোটিভোজ্যফলং সম্যগেকৈকপরিসংখ্যয়া। ৮৪। শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং নরো নিয়তমানসঃ। ভূতৈঃ প্রেতৈঃ পিশাচৈশ্চ কদাচিন্নাভিভূয়তে। ৮৫। বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্। পঠনীয়ং প্রযত্নেন মহাখ্যানমিদং পরম্। ৮৬। ইদমাখ্যানমাকর্ণ্য গচ্ছন্ দেশান্তরং নরঃ। চৌরব্যাঘ্রপিশাচাদ্যৈর্নাভিভূয়েত কুত্রচিৎ। ৮৭।

ইতি শ্রীস্কন্দে পিশাচমোচনমহিমাকথনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। অন্যেঽপি যে গণাস্তত্র কাশ্যাং লিঙ্গানি চক্রিরে। তাংশ্চ তে কথয়িষ্যামি কুম্ভযোনে নিশাময়। ১। গণেন পিঙ্গলাখ্যেন

দিব্যগতি প্রাপ্ত হইল। হে ঘটোদ্ভব! সেই তপোধনও এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া কপর্দীশ্বরের আরাধনায় কালক্রমে নির্ব্বাণপদ লাভ করিলেন। হে মুনে! তদবধি বারাণসী মধ্যে পিশাচমোচন তীর্থ সর্ব্বপাপহারী বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ হইল। যে জন নিয়তচিত্তে এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার ভূত-প্রেত-পিশাচ ভয় কদাচ থাকে না। এই মহৎ উপাখ্যানটী বালগ্রহপীড়িত বালকগণের রোগকালে যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলে রোগশান্তি হইয়া যাইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া যদি কেহ দেশান্তরে গমন করে, তাহার কুত্রাপি ব্যাঘ্রচৌরপিশাচাদির আশঙ্কা থাকিবে না। ৭৩—৮৭।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন,—সেই কাশীতে অন্য যে সমস্ত শিবপারিষদগণেরা লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বলিতেছি। হে কুম্ভযোনে! শ্রবণ কর।

পিঙ্গলাখ্যেশ্বরঃ স্থিতম্। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং শম্ভোঃ কপর্দ্দীশাদুদগ্দিশি॥ ২॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ পাপানাং জায়তে ক্ষয়ঃ॥ বীরভদ্রো মহাপ্রীতো দেবদেবস্য শূলিনঃ॥ ৩॥ বীরভদ্রেশ্বরং লিঙ্গং ধ্যায়েদদ্যাপি নিশ্চলঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ বীরসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ৪॥ অবিমুক্তেশ্বরাৎ পশ্চাদ্বীরভদ্রেশ্বরং নরঃ। সমর্চ্চ্য ন রণে ভঙ্গং কদাচিদপি চাপ্নুয়াৎ॥ ৫॥ বীরভদ্রঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বীরমূর্ত্তিধরো মুনে॥ সংহরেদ্বিঘ্নসঙ্ঘাতমবিমুক্তনিবাসিনাম্॥ ৬॥ ভদ্রয়া ভদ্রকাল্যা চ ভার্য্যয়া শুভয়া যুতম্। বীরভদ্রং নরোহভ্যর্চ্চ্য কাশীবাসফলং লভেৎ॥ ৭॥ কিরাতেন কিরাতেশং লিঙ্গং কাশ্যাং প্রতিষ্ঠিতম্। কেদারাদ্দক্ষিণে ভাগে ভক্তানামভয়প্রদম্॥ ৮॥ চতুর্ম্মুখো গণঃ শ্রীমান্ বৃদ্ধকালেশসন্নিধৌ। চতুর্ম্মুখেশ্বরং লিঙ্গং ধ্যায়েদদ্যাপি নিশ্চলঃ॥ ৯॥ ভক্তাশ্চতুর্ম্মুখেশস্য চতুরাননবদ্দিবি। পূজ্যন্তে সুরসঙ্ঘাতৈঃ সর্ব্বভোগসমন্বিতাঃ॥ ১০॥ নিকুম্ভেশ্বরমালোক্য নিকুম্ভগণপূজিতম্। পূজয়িত্বা ব্রজন্ গ্রামং কার্য্যসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ কুবেরেশসমীপে তু শিবলোকে মহীয়তে॥ ১১॥ পঞ্চাক্ষেশং মহালিঙ্গং মহাদেবস্য দক্ষিণে। সমভ্যর্চ্চ্য নরঃ কাশ্যাং জাতিস্মৃতিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১২॥ ভারভূতেশ্বরং লিঙ্গং ভারভূতগণার্চ্চিতম্। অন্তর্গৃহোত্তরদ্বারি ধ্যাত্বা শিবপুরে বসেৎ॥ ১৩॥ ভারভূতেশ্বরং লিঙ্গং যৈঃ কাশ্যাং ন বিলোকিতম্। ভারভূতাঃ পৃথিব্যাস্তেঽবকেশিন ইব দ্রুমাঃ॥ ১৪॥ গণেন ত্র্যক্ষসংজ্ঞেন লিঙ্গং ত্র্যক্ষেশ্বরং পরম্। ত্রিলোচনপুরোভাগে শ্রীত্যেতাদ্যাপি কুম্ভজ॥ ১৫॥ তস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তাস্তে তু দেহাবসানতঃ॥ ত্র্যক্ষা এব প্রজায়ন্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৬॥ ক্ষেমাকো নাম গণপঃ কাশ্যাং মূর্ত্তিধরঃ স্বয়ম্। বিশ্বেশ্বরং সর্ব্বগতং ধ্যায়েদদ্যাপি নিশ্চলঃ॥ ১৭॥ ক্ষেমকং পূজয়েদ্যস্তু বারাণস্যাং মহাগণম্। বিঘ্নাস্তস্য প্রলীয়ন্তে। ক্ষেমং স্যাচ্চ পদেপদে॥ ১৮॥ দেশান্তরং গতো যস্তু তস্যাগমনকাম্যয়া। ক্ষেমকঃ পূজনীয়োঽত্র ক্ষেমেণাশু স আব্রজেৎ॥ ১৯॥ লাঙ্গলীশ্বরমালোক্য লিঙ্গং লাঙ্গলিনার্চ্চিতম্। বিশ্বেশাদুত্তরে ভাগে ন নরো রোগভাগ্ভবেৎ॥ ২০॥ লাঙ্গলীশং সকৃৎপূজ্য

পিঙ্গলাক্ষনামক গণ (পারিষদ) কপর্দ্দীশ শিবের উত্তরদিকে পিঙ্গলাক্ষেশনামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শিবলিঙ্গের দর্শনমাত্রে পাপসমূহের ক্ষয় হয়। বীরভদ্র, মহা প্রীতিসহকারে, বীরভদ্রেশ্বরনামক দেবদেবশিবলিঙ্গের, অদ্যাপি নিশ্চলভাবে ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার দর্শনমাত্রে বীরসিদ্ধি হয়। মানুষ, অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত বীরভদ্রেশ্বর শিবের পূজা করিলে কদাচ তাহাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয় না। হে মুনে! স্বয়ং বীরভদ্র সাক্ষাৎ বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত অবিমুক্তক্ষেত্রনিবাসিগণের বিঘ্নসমূহ সংহার করিতেছেন। শুভকারিণী ভার্য্যা ভদ্রা ভদ্রকালীর সহিত যুক্ত বীরভদ্রকে মানব পূজা করিলে কাশীবাসফল প্রাপ্ত হয়। কিরাতনামক গণ, কেদারের দক্ষিণভাগে ভক্তগণের অভয়প্রদ কিরাতেশ্বরনামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীমান্ চতুর্ম্মুখনামক গণ, বৃদ্ধকালেশ্বর শিবের সমীপে চতুর্ম্মুখেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া নিশ্চলভাবে অদ্যাপি তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। চতুর্ম্মুখেশ্বর শিবের ভক্তবৃন্দ, স্বর্গলোকে সর্ব্বভোগাঢ্য হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় সর্ব্বদেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। নিকুম্ভনামক গণের প্রতিষ্ঠিত কুবেরেশ্বর-শিবসমীপস্থ নিকুম্ভেশ্বর শিবপূজা করিয়া গ্রামান্তর গমন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। এবং অন্তে শিবলোকে সাদরে গৃহীত হয়। মহাদেবের দক্ষিণে অবস্থিত পঞ্চাক্ষেশ মহালিঙ্গ কাশীতে পূজা করিলে মানব জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়।১—১২। ভারভূতনামক গণের প্রতিষ্ঠিত ভারভূতেশ্বর শিবলিঙ্গকে অন্তর্গৃহের উত্তরদ্বারে ধ্যান করিলে শিবলোকে বাস হয়। যাহারা কাশীতে ভারভূতেশ্বর শিবলিঙ্গ অবলোকন না করিয়াছে, তাহারা ফলহীন বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীর ভারভূত। হে কুম্ভযোনে! ত্র্যক্ষনামক গণ, ত্র্যক্ষেশ্বরনামক পরম লিঙ্গ, ত্রিলোচনের সম্মুখভাগে স্থাপন করিয়া অদ্যাপি তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। সেই লিঙ্গের যাহারা ভক্ত, তাহারা দেহাবসানে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে বিতর্ক নাই। ক্ষেমকনামক গণাধিপতি, কাশীতে স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিশ্চলভাবে অদ্যাপি সর্ব্বত্রগ বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। যে ব্যক্তি বারাণসীতে গণশ্রেষ্ঠ ক্ষেমকের পূজা করে, তাহার বিঘ্নরাশি বিনষ্ট হয় এবং পদে পদে মঙ্গল হয়। দেশান্তরগত ব্যক্তির আগমনাভিলাষে, ক্ষেমকের পূজা করিবে, তাহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মঙ্গলে মঙ্গলে প্রত্যাগমন করে। বিশ্বেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত লাঙ্গলিনামক গণের প্রতিষ্ঠিত লাঙ্গলীশ্বর শিবলিঙ্গ

পঞ্চলাঙ্গলদানজম্। ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং সর্ব্বসম্পৎকরম্পরম্॥ ২১॥ বিরাধেশ্বরমারাধ্য বিরাধগণপূজিতম্। সর্ব্বাপরাধযুক্তোঽপি নাপরাধ্যতি কুত্রচিৎ॥ ২২॥ দিনেদিনেঽপরাধো যঃ ক্রিয়তে কাশিবাসিভিঃ। স যাতি সংক্ষয়ং ক্ষিপ্রং বিরাধেশসমর্চ্চনাৎ॥ ২৩॥ নৈঋর্তে দণ্ডপাণেশ্চ বিরাধেশং প্রযত্নতঃ। নত্বা সর্ব্বাপরাধেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৪॥ সুমুখেশং মহালিঙ্গং সুমুখাখ্যগণার্চ্চিতম্। পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৫॥ স্নাত্বা পিলিপিলাতীর্থে সুমুখেশং বিলোক্য চ। সদৈব সুমুখং পশ্যেদ্ধর্ম্মরাজং ন দুর্ম্মুখম্॥ ২৬॥ আষাঢ়িনার্চ্চিতং লিঙ্গমাষাঢ়ীশ্বরসংজ্ঞকম্। দৃষ্ট্বাষাঢ্যাং নরো ভক্ত্যা সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৭॥ উদীচ্যাং ভারভূতেশাদাষাঢ়ীশং সমর্চ্চয়ন্। আষাঢ্যাং পঞ্চদশ্যাং বৈ ন পাপৈঃ পরিতপ্যতে॥ ২৮॥ শুচিশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যামথাপি বা। কৃত্বা সংবৎসরীং যাত্রামনেনা

দর্শন করিলে মানব রোগযুক্ত হয় না। একবার মাত্র লাঙ্গলীশ্বর শিবপূজা করিলে, পঞ্চলাঙ্গলদানসম্ভূত সর্ব্বসম্পত্তিকর পরম ফল অবিকল প্রাপ্ত হয়। বিরাধনামক গণের প্রতিষ্ঠিত বিরাধেশ্বর শিবের আরাধনা করিলে, সর্ব্বাপরাধ-সমন্বিত হইলেও কোন স্থলেই অপরাধদণ্ড প্রাপ্ত হয় না। কাশীবাসিগণ, দিনে, দিনে, যে অপরাধ করে, বিরাধেশ্বর শিবপূজা করিলে, সে অপরাধ শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দণ্ডপাণির নৈঋর্তভাগে অবস্থিত বিরাধেশ্বর শিবকে যত্নপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, সর্ব্ব অপরাধ হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুমুখনামক গণের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমাভিমুখ সুমুখেশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। পিলিপিলাতীর্থে স্নান করিয়া সুমুখেশ্বর শিবকে দর্শন করিলে, অন্তে যমরাজকে সর্ব্বদাই প্রসন্ন অবলোকন করে, তাহাকে যমের অপ্রসন্ন মুখ দেখিতে হয় না। আষাঢ়িনামকগণের প্রতিষ্ঠিত আষাঢ়ীশ্বরলিঙ্গ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ভক্তিপূর্ব্বক অবলোকন করিলে মানুষের সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি হয়। ভারভূতেশ্বরের উত্তরদিকে আষাঢ়ীশ্বর শিবকে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতে পূজা করিলে, পাপ কর্ত্তৃক পরিতপ্ত হইতে হয় না। আষাঢ় মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে অথবা পূর্ণিমাতে এই

জায়তে নরঃ॥ ২৯॥ স্কন্দ উবাচ। মুনে গণেষু চৈতেষু বারাণস্যাং স্থিতেষ্বিতি। স্বনাম্না স্থাপ্য লিঙ্গানি বিশ্বেশপরিতুষ্টয়ে॥৩০॥ বিশ্বেশশ্চিন্তয়াঞ্চক্রে পুনঃকাশীপ্রবৃত্তয়ে। কংবা হিতং প্রহিত্যাদ্য নির্বৃতিং পরমাং ভজে॥ ৩১॥ যোগিন্যস্তিগ্মগুবেধাঃ শঙ্কুকর্ণমুখা গণাঃ। ব্যাবৃত্ত্য নাগতাঃ কাশ্যাঃ সিন্ধুগা ইব সিন্ধবঃ॥ ৩২॥ এবং কাশ্যাং প্রবিষ্টা যে তে প্রবিষ্টা মমোদরে তেষাং বিনির্গমো নাস্তি দীপ্তেঽগ্নৌ হবিষামিব॥ ৩৩॥ যেষাং হি সংস্থিতিঃ কাশ্যাং লিঙ্গার্চ্চনরতাত্মনাম্। ত এব মম লিঙ্গানি জঙ্গমানি ন সংশয়ঃ॥ ৩৪॥ স্থাবরা জঙ্গমাঃ কাশ্যামচেতনসচেতনাঃ। সর্ব্বে মমৈব লিঙ্গানি তেভ্যো দ্রুহ্যন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ॥ ৩৫॥ বাচি বারাণসী যেষাং শ্রুতৌ বৈশ্বেশ্বরী কথা। ত এব কাশীলিঙ্গানি বরাণ্যর্চ্চ্যান্যহং যথা॥ ৩৬॥ বারাণসীতি কাশীতি রুদ্রাবাস ইতি স্ফুটম্। মুখান্বিনির্গতং যেষাং তেষাং ন প্রভবেদ্যমঃ॥ ৩৭॥ আনন্দকাননং প্রাপ্য যে নিরানন্দভূমিকাম্। অন্যাং হৃদাপি

শিবের বার্ষিকযাত্রা করিলে, মানব নিষ্পাপ হয়। স্কন্দ বলিলেন,—হে মুনে! এই সকল গণ, বিশ্বেশ্বরের তুষ্টির জন্য স্ব স্ব নামে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বারাণসীতে অবস্থিত হইলে, পুনরায় কাশীপ্রবৃত্তির জন্য বিশ্বেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন্ হিতকর ব্যক্তিকে আজ প্রেরণ করিয়া আমি পরমা নির্বৃতি ভজনা করি। যোগিনীগণ, সূর্য্য, বিধাতা, শঙ্কুকর্ণ প্রভৃতি গণসমূহ, সমুদ্রগত নদীর ন্যায় কাশীতে গিয়া আর ফিরিল না! কাশীতে যাহারা প্রবিষ্ট, তাহারা নিশ্চয়ই আমার উদরে প্রবিষ্ট; প্রদীপ্ত অনলে প্রবিষ্ট ঘৃতের ন্যায় তাহাদের আর নির্গম নাই। যাহারা লিঙ্গপূজাপরায়ণ হইয়া কাশীতে অবস্থিত, তাহারা আমারই জঙ্গম লিঙ্গস্বরূপ, সংশয় নাই। কাশীতে স্থাবর, জঙ্গম, অচেতন, সচেতন যা কিছু আছে তৎসমস্তই আমার লিঙ্গস্বরূপ, দুর্ব্বুদ্ধিগণ তাহাদিগের প্রতি দ্রোহাচরণ করে, বাক্যে যাহাদের কাশী, শ্রবণে যাহাদের বিশ্বেশ্বরচরিত কথা, আমার ন্যায় তাহারাও শ্রেষ্ঠ পূজনীয় মদীয় লিঙ্গস্বরূপ। বারাণসী, কাশী এবং রুদ্রাবাস এই বাক্য যাহাদের মুখ হইতে সুস্পষ্ট নির্গত হয়, যম, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। যাহারা আনন্দকাননে আসিয়াও নিরানন্দভূমি

বাঞ্ছন্তি নিরানন্দাঃ সদাত্র তে। ৩৮ ॥ অদ্যৈব বাস্ত মরণং বহুকালন্তরেঽপি বা। কলিকালভিয়া পুংসাং কাশী ত্যাজ্যা ন কর্হিচিৎ ॥ ৩৯ ॥ অবশ্যভাবিনো ভাবা ভবিষ্যন্তি পদেপদে। সলক্ষ্মীনিলয়াং কাশীং তেত্যজন্তি কুতোধিয়ঃ ॥ ৪০ ॥ বরং বিঘ্নসহস্রাণি সোঢ়ব্যানি পদেপদে। কাশ্যাং নান্যত্র নির্ব্বিঘ্নং বাঞ্ছেদ্রাজ্যমপি ক্বচিৎ ॥ ৪১ ॥ কিয়ন্নিমেষসম্ভোগ্যাঃ সন্তি লক্ষ্ম্যাঃ পদেপদে। পরং নিরন্তরসুখামুত্রাপ্যত্রাপি কাশিকা ॥ ৪২ ॥ বিশ্বনাথো হ্যহং নাথঃ কাশিকা মুক্তিকাশিকা। সুধাতরঙ্গা স্বর্গঙ্গা ত্রয়ৈষাং কিন্ন যচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥ পঞ্চক্রোশ্যা পরিমিতা তনুরেষা পুরী মম। অবিচ্ছিন্নপ্রমাণর্দ্ধির্ভক্তনির্ব্বাণকারণম্ ॥ ৪৪ ॥ সংসারভরখিন্নানাং যাতায়াতকৃতাং সদা। একৈব মে পুরী কাশী ধ্রুবং বিশ্রামভূমিকা ॥ ৪৫ ॥ মণ্ডপঃ কল্পবল্লীনাং মনোরথফলৈরলম্। ফলিতঃ কাশিকাখ্যোঽয়ং সংসারাধ্বজুষাং সদা ॥ ৪৬ ॥ চক্রবর্ত্তেরিয়ং ছত্রং বিচিত্রং সর্ব্বতাপহৃৎ। কাশীনির্ব্বাণরাজস্য মম শূলোচ্চদণ্ডবৎ ॥৪৭॥ নির্ব্বাণলক্ষ্মীং যে পুণ্যাঃ পারবাঞ্ছন্তি লীলয়া। নিরন্তরসুখপ্রাপ্ত্যৈ কাশী ত্যাজ্যা ন তৈর্নৃভিঃ ॥৪৮॥ মমানন্দবনে যে বৈ নিরন্তরবনৌকসঃ। মোক্ষলক্ষ্মীফলান্যত্র সুস্বাদূনি লভন্তি তে ॥ ৪৯ ॥ নির্ম্মমং চাপি নির্ম্মোহং যা মামপি বিমোহয়েৎ। কৈর্ন সংস্মরণীয়া সা কাশী বিশ্ববিমোহিনী ॥ ৫০ ॥ নামাপি মধুরং যস্যাঃ পরানন্দপ্রকাশকম্। কাশ্যাঃ কাশীতি কাশীতি সা কৈঃ পুণ্যৈর্ন জপ্যতে ॥ ৯১ ॥ কাশীনামসুধাপানং যে কুর্ব্বন্তি নিরন্তরম্। তেষাং বর্ত্ম ভবত্যেব সুধামবসুধাময়ম্ ॥ ৪২ ॥ মমতারহিতস্যাপি মম সর্ব্বাত্মনো ধ্রুবম্। ত এব মমকা লোকে যে কাশীনামজাপকাঃ ॥ ৫৩ ॥ রহস্যমিতি বিজ্ঞায় বারাণস্যা গণেশ্বরৈঃ। সব্রহ্মযোগিনীব্রধ্নৈঃ স্থিতং তত্রৈব নান্যথা ॥ ৫৪॥ অন্যথা তাশ্চ যোগিন্যঃ সরবিঃ স পিতামহঃ। তে গণা মাম্পরিত্যজ্য কথং তিষ্ঠেযুরন্যতঃ ॥ ৫৫ ॥ অতীব ভদ্রং সঞ্জাতং কাশ্যাং তিষ্ঠৎসু তেষু হি। একোঽপি ভেদে প্রভবেদ্রাজ্যে রাজ্যান্তরং বিনা ॥ ৫৬ ॥ লব্ধপ্রবেশাস্তাবন্তস্তে সর্ব্বে মৎস্বরূপিণঃ। যতিষ্যন্তি যতোঽবশ্যং মদাগমনহেতবে ॥ ৫৭ ॥ অন্যানপি প্রেষয়ামি মৎপার্শ্ব-

---

অন্যস্থান মনে মনেও বাঞ্ছা করে, তাহারা কাশীতে সর্ব্বদা নিরানন্দ হইয়া থাকে। মরণ আজিও হইতে পারে, আর বহুকাল পরেও হইতে পারে, কালকালভীত পুরুষগণ, কাশী পরিত্যাগ কদাচ করিবে না। অবশ্যম্ভাবী ফলসমূহ পদে পদেই ফলে; নতুবা, লক্ষ্মীনিকেতনশোভিত৷ কাশীকে নির্ব্বুদ্ধিগণ কেন পরিত্যাগ করে? বরং কাশীতে পদে পদে সহস্র সহস্র বিঘ্ন সহ্য করিবে, তথাপি অন্যত্র কোন স্থানে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যও কামনা করিবে না। ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ কয় নিমেষের কার্য্য? পরন্তু কাশীতে ইহপরকালে নিরন্তর সুখ পদে পদে হয়। আমি বিশ্বনাথ স্বয়ং নাথ; কাশী মুক্তিপ্রকাশিনী; গঙ্গা অমৃততরঙ্গিণী,—এই তিন বস্তু কি দিতে না পারেন? পঞ্চক্রোশ-পরিমিতা অপরিমিতৈশ্বর্য্যশালিনী কাশীপুরী অপ্রমেয় আমার দেহ; ইহা ভক্তগণের নির্ব্বাণকারণ। আমার নগরী কাশীই সংসারভার-খিন্ন সদাযাতায়াতকারী প্রাণিগণের নিশ্চিত একমাত্র বিশ্রামভূমি। এই কাশীই সংসার-পান্থগণের পক্ষে, মনোরথফলে অত্যন্ত ফলিত, কল্পলতামণ্ডপ; চক্রবর্ত্তী নির্ব্বাণরাজার এই কাশীই সর্ব্বতাপহর বিচিত্র ছত্র, এই ছত্রের উচ্চদণ্ড আমার শূল। যে পবিত্র মানবগণ, নিরন্তর সুখপ্রাপ্তির জন্য অবলীলাক্রমে নির্ব্বাণলক্ষ্মী লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা কাশী পরিত্যাগ করিবে না।৷১৩—৪৮৷ আমার এই আনন্দকাননে যাহারা বনবাসী, তাহারা এইখানে সুস্বাদু মোক্ষলক্ষ্মীফলসমূহ প্রাপ্ত হয়। নির্ম্মম নির্ম্মোহ আমাকেও যে কাশী মুগ্ধ করিয়াছেন, সেই বিশ্বমোহিনী কাহার না স্মরণীয়? পরমানন্দপ্রকাশক বলিয়া যে কাশীর নামও মধুর, কোন্ পবিত্র ব্যক্তিগণ তাঁহার নাম ‘কাশী’ ‘কাশী’ বলিয়া জপ না করে? যাহারা নিরন্তর কাশীনামসুধা পান করে তাহাদিগের পৃথিবীব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় পথ হয়। আমি মমতারহিত এবং সর্ব্বাত্মা হইলেও কাশীনামজপকারী জনগণ নিশ্চয়ই মদীয় বারাণসীর এই রহস্য অবগত হইয়াই ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণশ্রেষ্ঠসমূহ এবং যোগিনীগণ, সেই স্থানেই আছেন; অন্য কারণে বা অন্যত্র নহে। নতুবা, সেই সকল যোগিনী, সেই সূর্য্য, সেই ব্রহ্মা এবং সেই সকল গণ, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিবে কিরূপে? তাহারা কাশীতে থাকাতে বড়ই ভাল হইয়াছে। বিপক্ষরাজ্যের এক ব্যক্তিও রাজ্যে ভেদপ্রয়োগ করিতে পারে। মৎস্বরূপী সেই সকল ব্যক্তি সকলেই কাশীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তবে, নিশ্চয়ই আমার

পরিবর্জিনঃ। যে তে তত্র স্থিতাঃ শ্রেষ্ঠা অপি যাস্যাম্যহং ততঃ॥ ৫৮ ॥ বিচার্য্যেতি মহাদেবঃ সমাহূয় গজাননম্। প্রাহিণোৎ কথয়িত্বেতি গচ্ছ কাশীমিতঃ সুত॥ ৫৯॥ তত্র স্থিতোঽপি সংসিদ্ধ্যৈ যতস্ব সহিতো গণৈঃ। নির্ব্বিঘ্নং কুরু চাস্মাকং নৃপে বিঘ্নং সমাচর॥ ৬০ ॥ আধায় শাসনং মূর্দ্ধ্নি গণাধীশোঽথ ধূর্জ্জটেঃ। প্রতস্থে ত্বরিতঃ কাশীং স্থিতিজ্ঞঃ স্থিতিহেতবে॥ ৬১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশ্যাং গণেশপ্রেষণং

নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। অথেশাজ্ঞাং সমাদায় গজবক্ত্রঃ প্রতস্থিবান্। শম্ভোঃ কাশ্যাগমোপায়ং চিন্তয়ন্মন্দরাদ্রিতঃ॥ ১॥ প্রাপ্য বারাণসীং তূর্ণমাশু স্কন্দ-নগো বিভুঃ। বাড়বীং মূর্ত্তিমালম্ব্য প্রাবিশ-জ্জতুনৈস্ততঃ ॥ ২ ॥ নক্ষত্রপাঠকো ভূত্বা

গমনের জন্য তাঁহারা যত্ন করিবেন। অন্য কতিপয় আমার পার্শ্বচরকেও তথায় প্রেরণ করি। সেই সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তথায় থাকিলে, পশ্চাৎ আমিও যাইতে পারিব। মহাদেব ইহা বিচার করিয়া গজাননকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন—"পুত্র! এই স্থান হইতে কাশী যাও, তথায় থাকিয়া গণসমূহের সহিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্ন কর; আমাদের বিঘ্ন পরিহার এবং রাজার বিঘ্ন কর।" এই বলিয়া কাশীতে প্রেরণ করিলেন। স্থিতিবেত্তা গণপতি ধূর্জ্জটির শাসন মস্তকে লইয়া শিবস্থিতির জন্য সত্বর কাশী প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৫ ॥

ষটপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—অনন্তর গজানন মহাদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মূষিকপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, শম্ভুর কাশী আগমনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে মন্দরাচল হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অচিরেই বারাণসীনগরে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক চারিদিকে [illegible] দর্শন করত

বৃদ্ধঃ প্রত্যহমেধগঃ। চচার মধ্যেনগরং পৌরাণাং প্রীতিমাবহন্॥ ৩॥ স্বয়মেব নিশাভাগে স্বপ্নং সন্দর্শয়ন্ নৃণাম্। প্রাতস্তেষাং গৃহান্ গত্বা তেষাং বক্তি বলাবলম্॥ ৪ ॥ ভবাদৃশস্য রাত্রৌ যদ্দৃষ্টং স্বপ্নবিচেষ্টিতম্। ভবৎ-কৌতুহলোৎপত্ত্যৈ তদেব কথয়াম্যহম্॥ ৫ ॥ স্বপতা ভবতা রাত্রৌ তুর্য্যে যামে মহাহ্রদঃ। অদর্শি তত্র চ ভবান্ মজ্জন্মজ্জংস্তটং গতঃ॥ ৬॥ তদপু পিচ্ছিলে পঙ্কে মগ্নোন্মগ্নোঽসি ভূরিশঃ। দুঃস্বপ্ন-স্যাস্য চ মহান্ বিপাকোঽতিভয়প্রদঃ॥ ৭॥ কাষায়-বসনো মুণ্ডঃ প্রৈক্ষ্যহো ভবতাপি যঃ। পরিতাপং মহানেষ জনয়িষ্যতি দারুণম্॥ ৮॥ রাত্রৌ সূর্য্যগ্রহো দৃষ্টো মহানিষ্টকরো ধ্রুবম্। ঐন্দ্রং ধনুর্দ্বয়ং রাত্রৌ যদলোকি ন তচ্ছুভম্॥ ৯॥ প্রতীচ্যাং রবিরাগত্য প্রোদ্যন্তং ব্যোম্নি শীতগুম্। পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে তদ্রাজ্যভয়সূচকম্॥ ১০॥ যুগপৎ কেতুযুগলং যুধ্যমানং পরস্পরম্। যদদর্শি ন তদ্ভদ্রং রাষ্ট্রভঙ্গায়

পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি বৃদ্ধ দেবজ্ঞবেশে নগর মধ্যে প্রতি অন্তঃপুরে বিচরণপূর্ব্বক পুরবাসী-বর্গের প্রীতি বিধান করিতে লাগিলেন ও স্বয়ং নিশাভাগে নগরবাসীদিগকে স্বপ্ন দর্শন করাইয়া প্রভাতে তাহাদিগের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহার দোষগুণ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৪। হে পৌরগণ! তোমাদিগের মধ্যে গত রজনীযোগে যে যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছে, তাহা তোমাদিগেরই কৌতূহলের জন্য বলিয়া দিতেছি। তুমি, রাত্রি চতুর্থ প্রহর সময়ে এক মহাহ্রদের স্বপ্ন দেখিয়াছিলে ও তাহাতে যেন ডুবিতে ডুবিতে তীরে উঠিতেছিল; কিন্তু তাহার এতাদৃশ পিচ্ছিল পঙ্ক যে, বারংবার উঠিয়াও নিমগ্ন হইতেছিলে,—এই স্বপ্ন প্রশস্ত নহে, ইহার পরিণাম অতি ভয়াবহ। তুমি যে স্বপ্নে কাষায়বসন-ধারী মুণ্ডিতমুণ্ড পুরুষ দেখিয়াছ তাহা তোমার দারুণ সন্তাপ উৎপাদন করিবে। তুমি রাত্রিকালে সূর্য্যগ্রহণ হইতে দেখিয়াছিলে, ইহা তোমার পক্ষে নিশ্চিতই মহা অনিষ্টকারী হইবে। তুমি দুইটী ইন্দ্রধনু উঠিতে দেখিয়াছ, ইহা তোমার শুভ নহে। তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে যে, পশ্চিম দিকে সূর্য্য আসিয়া, গগনে উদয়োন্মুখ চন্দ্রকে ভূতলে পাতিত করিল—ইহাতে রাজ্যের ভয়সূচনা হইতেছে। তুমি যে, এককালে দুইটী কেতুকে [illegible]

কেবলম্ ॥ ১১ ॥ বিশীর্ণ্যৎকেশদশনং নীয়মানঞ্চ দক্ষিণে। আত্মানং যৎ সমদ্রাক্ষীঃ কুটুম্বস্থাপি ভীষণম্ ॥ ১২ ॥ প্রাসাদধ্বজভঙ্গো যত্ত্বয়ৈক্ষত নিশাক্ষয়ে। রাজ্যক্ষয়করং বিদ্ধি মহোৎপাতায় নিশ্চিতম্ ॥ ১৩ ॥ নগরী প্লাবিতা স্বপ্নে তরঙ্গৈঃ ক্ষীরনীরধেঃ। পক্ষৈস্ত্রিচতুরৈঃ শঙ্কে মহাশঙ্কাং পুরৌকসাম্ ॥ ১৪ ॥ স্বপ্নে বানরযানেন যত্ত্বমূঢ়োঽসি দক্ষিণাম্। অতস্তদ্বঞ্চনোপায়ঃ পুরত্যাগো মহামতে ॥ ১৫ ॥ রুদতী যা ত্বয়া দৃষ্টা মহিলৈকা নিশাত্যয়ে। মুক্তকেশী বিবসনা সা নারী শ্রীর্বিয়োগতা ॥ ১৬ ॥ দেবালয়স্য কলশো যত্ত্বয়া বীক্ষিতঃ পতন্। দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব রাজ্যভঙ্গো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ পুরী পরিবৃতা স্বপ্নে মৃগযূথৈঃ সমন্ততঃ। রোরূয়মাণৈরত্যর্থং মাসেনৈবোদ্বসী ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ আতায়িযুকগৃধ্রাদ্যৈঃ পুরীমুপরিচারিভিঃ। সূচ্যতেঽত্যাহিতং কিঞ্চিদ্ধ্রুবমত্র নিবাসিনাম্ ॥ ১৯ ॥ স্বপ্নোৎপাতানিতি বহূন্ শংসন্ শংসন্নিতস্ততঃ। বহূনুচ্চাটয়াঞ্চক্রে স বিঘ্নেশঃ পুরৌকসঃ ॥ ২০ ॥ কেষাঞ্চিৎ পুরতোঽবাদীৎ গ্রহচারং প্রদর্শয়ন্। একরাশিস্থিতাঃ সৌরিসিতভৌমা ন শোভনাঃ ॥ ২১ ॥ সোঽয়ং ধূমগ্রহো ব্যোম্নি ভিত্ত্বা সপ্তর্ষিমণ্ডলম্। প্রয়াতঃ পশ্চিমামাশাং স নাশায় বিশাম্পতেঃ ॥ ২২ ॥ অতিচারগতো মন্দঃ পুনর্বক্রাধ্বসংস্থিতঃ। পাপগ্রহসমাযুক্তো ন যুক্তোঽয়মিহেষ্যতে ॥ ২৩ ॥ ব্যতীতে বাসরে যোঽভূৎ ভূকম্পঃ সমপদ্যত। কম্পং জনয়তেঽতীব হৃদো মেঽপি পুরৌকসঃ ॥ ২৪ ॥ উদীচ্যাং দক্ষিণাশায়াং যেয়মুল্কা প্রধাবিতা। বিলীনা চ বিয়ত্যেব সনির্ঘাতং ন সা শুভা ॥ ২৫ ॥ উন্মূলিতো মহামূলো মহানিলরয়েণ যঃ। চত্বরে চৈত্যবৃক্ষোঽয়ং মহোৎপাতং প্রশংসতি ॥ ২৬ ॥ সূর্য্যোদয়মনুপ্রাপ্য প্রাচ্যাং শুষ্কতরূপরি। করটো রারটীত্যেষ কটুৎকটভয়প্রদঃ ॥ ২৭ ॥ মধ্যেবিপণি যত্তূর্ণং কৌচিচ্চারণ্যচারিণৌ। মৃগৌ মৃগয়তাং যাতৌ পৌরাণাং পুরতোঽহিতৌ ॥ ২৮ ॥ রসালশালমুকুলং বীক্ষ্যতে যচ্ছরদ্যদঃ।

পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছ; ইহা শুভ নহে, কেবল রাজ্যভঙ্গের কারণ। তুমি যে, স্বপ্নে শীর্ণকেশ, বিশীর্ণদর্শন আত্মাকে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলে, তাহা নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের ভয়প্রদ জানিবে। তুমি রাত্রিশেষে রাজ-প্রাসাদের ধ্বজ ভগ্ন হইয়াছে—স্বপ্নে দেখিয়াছিলে, তাহার ফল মহা-উৎপাত ও রাজ্যক্ষয় জানিও। তুমি যে, স্বপ্নে ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গে নগরী প্লাবিত দেখিয়াছ; তাহাতে জানিবে, তিন চারি পক্ষ কালের মধ্যে পৌরগণের মহতী শঙ্কা উপস্থিত হইবে। তুমি যে স্বপ্নে দেখিয়াছ, যেন বানরযানে তোমায় দক্ষিণদিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহাতে জানিও, তোমায় অচিরে পুরত্যাগ করিতে হইবে। তুমি যে, নিশাশেষে—মুক্তকেশী বিবসনা এক নারী রোদন করিতেছে—স্বপ্ন দেখিয়াছ; তিনি রাজলক্ষ্মী, এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তুমি যে, দেবালয়ের কলস ভগ্ন হইয়া পড়িতে দেখিয়াছিলে, তাহাতে কতিপয় দিবসমধ্যে রাজ্য-ভঙ্গ নিশ্চিতই হইবে। তুমি দেখিয়াছিলে,—মৃগযূথ, নগরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া মহাশব্দ করিতেছে; তাহাতে এক মাসের মধ্যে বাসোচ্ছেদ হইবে। গৃধ্র, বক, চিল প্রভৃতি পক্ষিগণ নগরের উপরিভাগে উড়িতেছে, এই স্বপ্ন যে তুমি দেখিয়াছিলে; ইহাতে অধিবাসিবর্গের বিশেষ অমঙ্গল জানিবে। এইরূপে বিঘ্নরাজ বহুতর দুঃস্বপ্নের কথা ইতস্ততঃ বলিয়া বেড়াইয়া অনেক নগরবাসীর মন উচ্চাটন করিলেন। তিনি কাহারও বা সম্মুখে গ্রহগতি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—এই যে শুক্র, শনি, মঙ্গল তিন গ্রহ একরাশিতে অবস্থান করিতেছেন, ইহা শুভজনক নহে। এই যে ধূম-কেতু গগনে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে, ইহাতে রাজার বিনাশ ঘটিবে। শনিগ্রহ যে, অতিচারে গমন করিয়া পুনরায় বক্রচারী হইয়া পাপগ্রহের সহিত যুক্ত হইয়াছে, ইহা শুভপ্রদ নহে। গত দিবসে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহা আমার নগরবাসীদিগের হৃৎকম্পের কারণ জানিবে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে যে উল্কা প্রচণ্ডরবে ধাবিত হইয়া আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা শুভ নহে। যখন চত্বরস্থিত বৃহৎমূল এই চৈত্যবৃক্ষ, প্রচণ্ড বাত্যাবেগে উন্মূলিত হইয়াছে, তখন মহা উৎপাত অবশ্যম্ভাবী। সূর্য্যোদয়-কালে শুষ্কবৃক্ষের উপরে বসিয়া পশ্চিমদিকে এই যে বায়স, কঠোর শব্দ করিতেছে, ইহা মহা ভীতিজনক হইবে। ৫—২৭। বিপণিমধ্য দিয়া যে অরণ্যচারী মৃগদ্বয় অন্বেষণকারীদিগের সমক্ষে বেগে পলায়ন করিল, উহা পৌরবর্গের সম্পূর্ণ অলক্ষণ। আম্র ও শাল বৃক্ষের মুকুল দৃষ্ট

মহাকালভয়ং মন্তেহপ্যকালেহপি পুরৌকসাম্ ॥২৯॥ সাধ্বসং জনয়িত্বেতি কেচিদুচ্চাটিতাঃ পুরঃ। তেন বিপ্রকৃতা পৌরাঃ কপটদ্বিজরূপিণা ॥ ৩০ ॥ অথ মধ্যেহবরোধং স প্রবিশ্য নিজমায়য়া। দৃষ্টার্থমেব কথয়ন্ স্ত্রীণাং বিস্রব্ধভূরভূৎ ॥ ৩১ ॥ তব পুত্রশতং জজ্ঞে সপ্তোনং শুভলক্ষণে। তেষ্বেকস্তুরগারূঢ়ো বাহ্যাল্যাং পতিতো মৃতঃ ॥ ৩২ ॥ অন্তর্বত্নী ত্বিয়ং কন্যাং জনয়িষ্যতি শোভনাম্। এষা হি দুর্ভগা পূর্ব্বং সাম্প্রতং সুভগাভবৎ ॥ ৩৩ ॥ অসৌ হি রাজ্ঞো রাজ্ঞীনামত্যন্তমিহ বল্লভা। মুক্তালঙ্কৃতিরেতস্যৈ রাজ্ঞা দত্তা নিজোরসঃ ॥ ৩৪ ॥ পঞ্চ সপ্ত দিনান্যেব জাতানীতীহ তর্ক্যতে। অস্যৈ রাজ্ঞা প্রসাদেন গ্রামৌ দাতুমুদীরিতৌ ॥ ৩৫ ॥ ইতি দৃষ্টার্থ-কথনৈ রাজ্ঞীমান্যোহভবদ্দ্বিজঃ। বর্ণয়ন্তি চ তা রাজ্ঞঃ পরোক্ষেহপি গুণান্ বহূন্ ॥ ৩৬ ॥ অহো যাদৃগসৌ বিপ্রঃ সর্ব্বত্রাতিবিচক্ষণঃ। সুশীলশ্চ সুরূপশ্চ সত্যবাঙ্‌মিতভাষণঃ ॥ ৩৭ ॥ অলোলুপ উদারশ্চ সদাচারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অপি স্বল্পেন সন্তুষ্টঃ প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখঃ ॥ ৩৮ ॥ জিতক্রোধঃ প্রসন্নাস্যস্ত্বনসূয়ুরবঞ্চকঃ। কৃতজ্ঞঃ প্রীতিসুমুখঃ পরিবাদপরাঙ্মুখঃ ॥ ৩৯ ॥ পুণ্যোপদেষ্টা পুণ্যাত্মা সর্ব্বব্রতপরায়ণঃ। শুচিঃ শুচিচরিত্রশ্চ শ্রুতিস্মৃতি-বিশারদঃ ॥ ৪০ ॥ ধীরঃ পুণ্যেতিহাসজ্ঞঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বসম্মতঃ। কলাকলাপকুশলো জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিদুত্তমঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষমী কুলীনোহকৃপণো ভোক্তা নির্ম্মলমানসঃ। ইত্যাদিগুণসম্পন্নঃ কোহপি ক্বাপি ন দৃগ্‌গতঃ ॥ ৪২ ॥ ইত্থং তাস্তদ্‌গুণগ্রামং বর্ণয়ন্ত্যঃ পদে পদে। কালং বিনোদয়ন্তি স্ম অন্তঃপুরচরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ একদাবসরং প্রাপ্য দিবোদাসস্য ভূভুজঃ। রাজ্ঞী লীলাবতী নাম রাজ্ঞে তং বিজ্ঞ-বেদয়ৎ ॥ ৪৪ ॥ রাজন্ বৃদ্ধো গুণৈর্বৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ সুবিচক্ষণঃ। একোহস্তি স তু দ্রষ্টব্যো মূর্ত্তো ব্রহ্মনিধিঃ পরঃ ॥ ৪৫ ॥ রাজ্ঞী রাজ্ঞা কৃতানুজ্ঞা সখীং প্রেষ্য বিচক্ষণাম্। অনিনায় চ তং বিপ্রং ব্রাহ্মং তেজ ইবাঙ্গবৎ ॥ ৪৬ ॥ রাজাপি দূরাদা-য়ান্তং তং বিলোক্য মহীসুরম্। যত্রাকৃতির্গুণাস্তত্র জহর্ষেতি বদন্ হৃদি ॥ ৪৭ ॥ পদৈর্দ্বিত্রৈর্নৃপতিনা কৃতাভ্যুত্থানসৎকৃতিঃ। চতুর্নিগমজাভিঃ স তমা-

---

হইতেছে, তখন পুরবাসিগণের অকালেও কালভয় উপস্থিত প্রতীয়মান হয়। এইরূপে ভয়-প্রদর্শন করাইয়া কপটদ্বিজমূর্ত্তিধারী সেই বিঘ্ননায়ক কতিপয় পুরবাসীকে নগর হইতে উচ্চাটিত করিলেন অনন্তর তিনি নিজ মায়াবলে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া স্ত্রীগণের বিশ্বাসভাজন হইলেন। তিনি কোন নারীকে বলিলেন,—অয়ি সুলক্ষণে! তোমার ত্রিনবতি পুত্র জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে একটী পুত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া মরিয়া গিয়াছে। কাহারও গর্ভলক্ষণ দেখিয়া বলি-লেন, ইনি পরমা সুন্দরী এক কন্যা প্রসব করিবেন। ইনি পূর্ব্বে পতিসৌভাগ্যে বঞ্চিতা ছিলেন, এক্ষণে তাহার সোহাগিনী হইয়াছেন; উনি রাজা ও রাজ্ঞী-গণের পরম প্রেমাস্পদ; ইহাঁকে রাজা নিজ কণ্ঠ হইতে মুক্তাহার দিয়াছেন ও আনুমানিক পাঁচ ছয় দিন হইবে ইহাঁকে রাজা প্রসন্ন হইয়া "দুইখানি গ্রাম দিব" বলিয়াছেন,—এইরূপে প্রত্যক্ষ ফল বলায়, তিনি রাজ্ঞীগণের অতি শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন। তাহারা অসাক্ষাতে তাঁহার বহু গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল;—আহা! এই ব্রাহ্মণটী কেমন সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী, সুশীল, রূপবান্, সত্যবাদী, মিতভাষী, নির্লোভ, উদারপ্রকৃতি, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়, অল্পে সন্তুষ্ট, প্রতিগ্রহবিমুখ ও সর্ব্বদা প্রসন্নমুখ! ইহাঁর অসূয়া কি বঞ্চনাবুদ্ধি নাই; শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও চতুঃষষ্টি কলা ইহাঁর কণ্ঠস্থ; ইনি কৃতজ্ঞ, পরনিন্দাবিরত, সদুপদেষ্টা, পুণ্যাত্মা, বিশুদ্ধচরিত্র, ক্ষমাশীল, ধীর, কুলীন, দাতা, ভোক্তা ও নির্ম্মল-চিত্ত; এতাদৃশ বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আমরা কুত্রাপি দেখি নাই। এইরূপে অন্তঃপুরমহিলারা পদে পদে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণনা করত কালযাপন করিতে লাগিল।২৮—৪৩। একদিন রাজ্ঞী লীলাবতী অবসর বুঝিয়া রাজা দিবোদাসের নিকট তাঁহার কথা নিবেদন করিলে। বলিলেন—মহারাজ! একজন অতিগুণবান্ সুলক্ষণাক্রান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মনিধি, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। রাণী এই কথা বলিলে, রাজা অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎব্রহ্মণ্যতেজের ন্যায় তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিবার জন্য একজন বিচ-ক্ষণা দাসীকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রাজা দূর হইতে সেই ভূদেবকে আসিতে দেখিয়া "যথায় আকার, তথায় গুণ" এই কথা মনে মনে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন নৃপতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার

শীর্ভিয়নক্ষয়ৎ ॥ ৪৮ ॥ কৃতপ্রণামো রাজ্ঞা স সাদরং দত্তমাসনম্। ভেজেহথ কুশলং পৃষ্টঃ স রাজা তেন ভূপতিঃ ॥ ৪৯ ॥ পরস্পরং কুশলিনৌ কুশলৌ চ কথাগমে। প্রশ্নোত্তরাভ্যাং সন্তুষ্টৌ দ্বিজবর্য্যক্ষমাভৃতৌ.॥ ৫০ ॥ কথাবসানে রাজ্ঞাথ গেহং বিসসৃজে দ্বিজঃ। লব্ধমানমহাপূজঃ স স্বমাশ্রমমাবিশৎ ॥ ৫১ ॥ গতেহথ স্বাশ্রমং বিপ্রে দিবোদাসো নরেশ্বরঃ। লীলাবত্যাঃ পুরো বিপ্রং বর্ণয়ামাস ভূরিশঃ ॥ ৫২ ॥ মহাদেবি মহাপ্রাজ্ঞে লীলাবতি গুণপ্রিয়ে। যথাশংসি তথা বিপ্রস্ততোহপি গুণবত্তরঃ ॥ ৫৩ ॥ অতীতং বেত্তি সকলং বর্ত্তমানমবৈতি চ। প্রষ্টব্যঃ প্রাতরাহূয় ভবিষ্যং কিঞ্চিদেব বৈ ॥ ৫৪ ॥ মহাবিভবসম্ভারৈর্ম্মহাভোগৈরনেকধা। ব্যুষ্টায়াং স নৃপো রাত্র্যাং প্রাতরাহূতবান্ দ্বিজম্ ॥ ৫৫ ॥ সৎকৃত্য তং দ্বিজং ভক্ত্যা দুকূলাদিপ্রদানতঃ। একান্তে তং দ্বিজং রাজা পপ্রচ্ছ নিজহৃৎস্থিতম্ ॥ ৫৬ ॥ রাজোবাচ। দ্বিজবর্য্যো ভবানেকঃ প্রতিভাতীতি নিশ্চিতম্। যথা তত্ত্ববতী তে ধীর্ন তথান্যস্য মে মতিঃ ॥ ৫৭ ॥ দৃষ্ট্বা ত্বাং তু মহাপ্রাজ্ঞ শান্তং দান্তং তপোনিধিম্। কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমনা বিপ্র তদাখ্যাহি যথার্থবৎ ॥ ৫৮ ॥ শাসিতেয়ং ময়া পৃথ্বী ন তথান্যৈস্ত পার্থিবৈঃ ॥ যাবদ্ভূতির্ময়া ভুক্তা দিব্যা ভোগা অনেকধা ॥ ৫৯ ॥ নিজোরসেভ্যোহপ্যধিকং রাত্রিন্দিবমতন্দ্রিতম্। বিনির্জিত্য হঠাদ্দুষ্টান্ প্রজেয়ং পরিপালিতা ॥ ৬০ ॥ দ্বিজপাদার্চ্চনাৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং বেদ্মি নাপরম্। অনেনাপরিকথ্যেন কথিতেনেহ কিং মম ॥ ৬১ ॥ নির্ব্বিণ্ণমিব মে চেতঃ সাম্প্রতং সর্ব্বকর্ম্মসু। বিচার্য্যার্য্য শুভোদর্কমত আখ্যাহি সত্তম ॥ ৬২ ॥ দ্বিজ উবাচ। অপি স্বল্পতরং কৃত্যং যদ্ভবেদ্ভূভুজামিহ। একান্তে তত্তু পৃষ্টেন বক্তব্যং সুধিয়া সদা ॥ ৬৩ ॥ অমাত্যেনাপ্যপৃষ্টেন ন বক্তব্যং নৃপাগ্রতঃ। মহাপমানভীতেন স্তোকমপ্যত্র কিঞ্চন ॥ ৬৪ ॥ পৃষ্টশ্চেৎ কথয়ামীহ মা তত্র কুরু সংশয়ম্। তৎকৃতে তব গন্তা বৈ মনো নির্ব্বেদকারণম্ ॥ ৬৫ ॥ শৃণু রাজন্ মহাবুদ্ধে নাযথার্থং ব্রবীম্যহম্। বিক্রান্তোহস্ত-

---

সম্মান করিলে তিনি চতুর্ব্বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ-বাক্যে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। রাজাও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি, আদরসহকারে প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্যপ্রয়োগে কুশল সেই রাজা ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরস্পরে কুশলপ্রশ্ন ও তদুত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজার কথাবসানে তিনি সম্মান ও পূজাপ্রাপ্ত হইয়া বিদায় লইয়া স্বকীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাজা দিবোদাস তাঁহার প্রস্থানান্তে রাজ্ঞী লীলাবতীর অগ্রে সেই ব্রাহ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন;—অয়ি গুণবতি দেবি, লীলাবতি! তুমি যেরূপ ব্রাহ্মণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলে, তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক গুণবান্ আমার বোধ হইল! ইনি কি বর্ত্তমান, কি অতীত ঘটনা, সমস্তই বলিতে পারেন; এক্ষণে প্রাতঃকালে আহ্বান করিয়া কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। পরে বিবিধ ভোগ বিভবে রাত্রি অতিবাহিত হইলে রাজা প্রভাতে সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন করাইলেন। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্রাদি প্রদানে সৎকৃত করিয়া একান্তে রাজা নিজ অবস্থাঘটিত প্রশ্ন করিলেন। রাজা বলিলেন,—আপনিই একমাত্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে; আপনার বুদ্ধিই যথার্থ তত্ত্বদর্শিনী, অপরের তাদৃশ নহে, ইহা আমার ধারণা। হে বিপ্র! আপনাকে শান্ত, দান্ত, মহামতি ও কৃপাসাগর দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষ করিয়াছি, তাহা যথাযথ বলুন। আমি অনন্তপার্থিবসদৃশ এই পৃথিবী শাসন করিয়াছি, বিবিধ দিব্য-ভোগ এবং বিভব রাশিও আমার অভুক্ত নাই। আমি অহোরাত্র জ্ঞান না করিয়া দুষ্টের দমন করত নিজ পুত্র অপেক্ষা অধিকভাবে এই প্রজাবর্গ পালনে সতত নিযুক্ত ছিলাম। দ্বিজচরণ-সেবা ভিন্ন আমার কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্যবল নাই। সে যাহা হউক, এই সমস্ত অবক্তব্য বিষয় বলায় প্রয়োজন নাই; এক্ষণে আমার চিত্ত সকল কার্য্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছে কেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। অতএব হে আর্য্য! এই বিষয় বিচার করিয়া আপনি ভাবী ফল প্রকাশ করুন। ৪৪—৬২। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—নৃপতিবর্গের যৎসামান্য কার্য্যও, একান্তে জিজ্ঞাসিত হইলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্ব্বদা বক্তব্য; না জিজ্ঞাসা করিলে আমাত্যেরও মহাপমানভয়ে নৃপসম্মুখে কিছুই বলা উচিত নহে। অতএব আপনি যখন নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই বলিব; তাহা করিলে আপনার চিত্তনির্ব্বেদের কারণ দূরীভূত হইবে। হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন নৃপতে!

ত্রিপুরোঽসি ভাগ্যবানসি সর্ব্বদা ॥ ৬৬ ॥ পুণ্যেন যশসা বুদ্ধ্যা সম্পন্নোঽস্তি ভবান্ যথা। মন্যে তথামরাবত্যাং ত্রিদশেশোঽপি নৈব হি ॥ ৬৭ ॥ সুধিয়া ত্বাং গুরুং মন্যে প্রসাদেন সুধাকরম্। তেজসাস্তি ভবানর্কঃ প্রতাপেনাশুশুক্ষণিঃ ॥ ৬৮ ॥ প্রভঞ্জনো বলেনাসি শ্রীদোঽসি শ্রীসমর্পণৈঃ। শাসনেন ভবান্ রুদ্রো নির্ঋতিস্ত্বং রণাঙ্গনে ॥ ৬৯ ॥ দুষ্টপাশয়িতা পাশী যমো নিয়মনে সতাম্। ইন্দনাত্ত্বং মহেন্দ্রোঽসি ক্ষময়া ত্বমসি ক্ষমা ॥ ৭০ ॥ মর্য্যাদয়া ভবানব্ধির্ম্মহত্ত্বে হিমবানসি। ভার্গবো রাজনীত্যাসি রাজ্যেন মনুনা সমঃ ॥ ৭১ ॥ সন্তাপহর্ত্তাম্বুদবৎ পবিত্রো গাঙ্গনামবৎ। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং কাশীব সুগতিপ্রদঃ ॥ ৭২ ॥ রুদ্রঃ সংহাররূপেণ পালনেন চতুর্ভুজঃ। বিধিবত্ত্বং বিধাতাসি ভারতী তে মুখাম্বুজে ॥ ৭৩ ॥ ত্বৎপাণিপদ্মে কমলা ত্বৎক্রোধেঽস্তি হলাহলঃ। অমৃতং তব বাগেব ত্বদ্ভুজাবশ্বিনীসুতৌ ॥৭৪॥ তৎ কিং যৎ ত্বয়ি ভূজানৌ সর্ব্বদেবময়ো হ্যসি। তস্মাত্তব শুভোদর্কো ময়া জ্ঞাতোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৫ ॥ আরভ্যাদ্যদিনাদ্ভূপ ব্রাহ্মণোঽষ্টাদশেঽহনি। উদীচ্যঃ কশ্চিদাগত্য ধ্রুবং ত্বামুপদেক্ষ্যতি ॥ ৭৬ ॥ তস্য বাক্যং ত্বয়া রাজন্ কর্ত্তব্যমবিচারিতম্। ততস্তে ত্বৎস্থিতং সর্ব্বং সোৎস্যত্যেব মহামতে ॥ ৭৭ ॥ ইত্যুক্ত্বাপৃচ্ছ্য রাজানং লব্ধাজ্ঞো দ্বিজোত্তমঃ। বিবেশ স্বাশ্রমং তুষ্টো নৃপোঽপ্যাশ্চর্য্যবানভূৎ ॥ ৭৮ ॥ ইত্থং বিঘ্নজিতা সর্ব্বা পুরী স্বাত্মবশীকৃতা। সপৌরা সাবরোধা চ সনৃপা নিজমায়য়া ॥ ৭৯ ॥ কৃতকৃত্যমিবাত্মানং ততো মত্বা স বিঘ্নজিৎ। বিধায় বহুধাত্মানং কাশ্যাং স্থিতিমবাপ চ ॥ ৮০ ॥ যদা স ন দিবোদাসঃ প্রাগাসীৎ কুম্ভসম্ভব। তদাতনং নিজং স্থানমলঞ্চক্রে গণাধিপঃ ॥ ৮১ ॥ দিবোদাসে নরপতৌ বিষ্ণুনোচ্চাটিতে সতি। পুনর্নবীকৃতায়াঞ্চ নগর্য্যাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৮২ ॥ স্বয়মাগত্য দেবেন মন্দরাৎ সুন্দরাং পুরীম্। বারাণসীং প্রথমতস্তুষ্টুবে গণনায়কম্ ॥ ৮৩ ॥ অগস্ত্য উবাচ। কথং স্তুতো ভগবতা দেবদেবেন বিঘ্নজিৎ। কথং চ বহুধাত্মানং স চকার বিনায়কঃ ॥ ৮৪ ॥ কেন কেন স বৈ নাম্না কাশিপুর্য্যাং ব্যবস্থিতঃ। ইতি সর্ব্বং সমাসেন

আমি সত্য বলিতেছি, আপনি সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্যশালী মহাপরাক্রান্ত বীর; আপনি যেরূপ পুণ্যবান, যশস্বী ও বুদ্ধিমান্; বোধ হয়, অমরাবতীর ইন্দ্রও তাদৃশ নহেন। আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, প্রসন্নতায় সুধাকর, তেজে সূর্য্য, প্রতাপে অগ্নি, বলে প্রভঞ্জন ও ধনদানে ধনদ। আপনি শাসনে রুদ্র, রণস্থলে নির্ঋতি, দুষ্টশাসনে পাশভৃৎ, দুর্জ্জনের পক্ষে যম, ইন্দ্রত্বে ইন্দ্র, ক্ষমাগুণে সর্ব্বংসহা, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, উদারতায় হিমালয়, নীতিশাস্ত্রে শুক্রাচার্য্য ও রাজ্যপালনে সাক্ষাৎ মনু। আপনি জলধরের ন্যায় সন্তাপহারী, গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র ও বারাণসীর ন্যায় সকল জীবের সদ্গতিদাতা। আপনি সংহারে রুদ্র, পালনে চতুর্ভুজ ও বিধানে বিধাতা। আপনার মুখপদ্মে সরস্বতী, পাণিপদ্মে কমলা ও ক্রোধে হলাহল বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনার বাক্য অমৃত ও ভুজদ্বয় অশ্বিনীকুমার রূপে বিরাজ করিতেছে। হে ভূপতে! আপনি সর্ব্বদেবময়, আপনাতে সমস্তই বর্ত্তমান আছে। অতএব আপনার ভাবী শুভফল আমি যথার্থ জানিয়াছি। হে রাজন্! আজ হইতে অষ্টাদশ দিবসে কোন ব্রাহ্মণ উত্তরদেশ হইতে আসিয়া আপনাকে উপদেশ প্রদান করিবেন; আপনি তাঁহার বাক্য অবিলম্বে পালন করিলে আপনার সমস্ত মনোভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদায় লইয়া রাজার অনুমতিক্রমে নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। রাজাও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিঘ্নরাজ এইরূপে নিজমায়াপ্রভাবে পৌরজন, অন্তঃপুরমহিলা এবং রাজার সহিত সমগ্র নারীকে বশতাপন্ন করিয়াছিলেন। অনন্তর বিঘ্নরাজ আপনাকে যেন কৃতার্থ বিবেচনা করত আপনাকে প্রকারে বিভক্ত করিয়া কাশীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে কুম্ভযোনে! যখন দিবোদাস ছিলেন না, সেই পূর্ব্বকালে যে যে নিজের স্থান ছিল, গণেশ সেই সেই স্থান অলঙ্কৃত করিলেন। নরপতি দিবোদাস বিষ্ণু কর্ত্তৃক উচ্চাটিত হইলে পর বিশ্বকর্ম্মা কাশীনগরীকে পুনরায় নূতন করিয়া গঠন করিলে, দেব বিশ্বনাথ মন্দরপর্ব্বত হইতে সুন্দরপুরী বারাণসীতে স্বয়ং আসিয়া প্রথমে গণপতিকে স্তব করিয়াছিলেন। ৬৩—৮৩। অগস্ত্য বলিলেন,—ভগবান্ দেবদেব, বিঘ্নরাজকে কিরূপে স্তব করিয়াছিলেন? আর সেই বিঘ্নরাজ বিনায়ক আপনাকে কোন্ কোন্ রূপে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং কাশীপুরীতে তিনি কোন্ কোন্ নামে অবস্থিত?—হে

কথয়স্ব ষড়ানন ॥ ৮৫ ॥ ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য কুম্ভযোনেঃ ষড়াননঃ। যথাবৎ কথয়ামাস গণরাজকথাং শুভাম্ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গণেশমায়াপ্রপঞ্চো নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। বিশ্বেশো বিশ্বয়া সার্দ্ধং ময়া চ মুনিসত্তম। মহাশাখবিশাখাভ্যাং নন্দিভৃঙ্গিপুরোগমঃ ॥ ১ ॥ নৈগমেয়েন সহিতো রুদ্রৈঃ সর্ব্বত্র সংবৃতঃ। দেবর্ষিভিঃ সমাযুক্তঃ সনকাদৈরভিষ্টুতঃ ॥ ২ ॥ সমস্তায়তনাধীশৈর্দিক্‌পালৈরভিনন্দিতঃ। তীর্থৈর্দর্শিততীর্থশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্গীতমঙ্গলঃ ॥ ৩ ॥ কৃতপূজোঽপ্সরোভিশ্চ নৃত্যহস্তকপল্লবৈঃ। বিয়ত্যনাহতৈর্ব্বাদ্যৈঃ সমন্তাদনুমোদিতঃ ॥ ৪ ॥ ঋষীণাং ব্রহ্মনির্ঘোষৈর্বধিরীকৃতদিঙ্মুখঃ। কৃতস্তুতিশ্চারণৌঘৈর্বিমানৈরভিতো বৃতঃ ॥ ৫ ॥ ত্রিবিষ্টপবধূমুষ্টিভ্রষ্টৈর্লাজৈরিতস্ততঃ। অভিবৃষ্টো মহাদেবঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ৬ ॥ দত্তমাল্যোপহারশ্চ বহুবিদ্যাধরীগণৈঃ। যক্ষগুহ্যকসিদ্ধৈশ্চ খেচরৈরভিনন্দিতঃ ॥ ৭ ॥ কৃতপ্রবেশশকুনো মৃগৈঃ শকুনিভিঃ পুরঃ। কিন্নরীভিঃ প্রহৃষ্টাস্যৈঃ কিন্নরৈরুপবর্ণিতঃ ॥ ৮ ॥ বিষ্ণুনা চ মহালক্ষ্ম্যা ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা। নন্দিনাথ গণেশেন আবিষ্কৃতমহোৎসবঃ ॥ ৯ ॥ নাগাঙ্গনাভিঃ পরিতঃ কৃতনীরাজনাবিধিঃ। প্রবিবেশ মহাদেবঃ পুরীং বারাণসীং শুভাম্ ॥ ১০ ॥ পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামবরুহ্য বৃষেন্দ্রতঃ। পরিষজ্য গণাধীশং প্রোবাচ বৃষভধ্বজঃ ॥ ১১ ॥ যদহং প্রাপ্তবানস্মি পুরীং বারাণসীং শুভাম্। ময়াপ্যতীব দুষ্প্রাপ্যাং স প্রসাদোঽস্য বৈ শিশোঃ ॥ ১২ ॥ যদ্দুষ্প্রসাধ্যং হি পিতুরপি ত্রিজগতীতলে। তৎ সূনুনা সুসাধ্যং স্যাদত্র দৃষ্টান্ততা ময়ি ॥ ১৩ ॥ অনেন গজবক্ত্রেণ স্ববুদ্ধিবিভবৈরিহ। কাশীপ্রাপ্তির্যথা মে স্যাত্তথা কিঞ্চিদনুষ্ঠিতম্ ॥ ১৪ ॥ পুত্রবানহমেবাস্মি যচ্চ মে চিরচিন্তিতম্। স্বপৌরুষেণ কৃতবানভিলাষং

ষড়ানন! এতৎসমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। ষড়ানন, কুম্ভযোনির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মঙ্গলময় গণেশকথা যথাযথ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৮৪—৮৬।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! রুদ্রগণপরিবেষ্টিত দেবর্ষিগণযুক্ত পার্ব্বতীসহ বিশ্বেশ্বর নাগাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক নীরাজিত হইয়া শুভা বারাণসী পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাশাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয় —আমরা সকলে সঙ্গে চলিলাম। নন্দী ও ভৃঙ্গী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। সনকাদি ঋষিগণ বিশ্বেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। সকল দেবায়তনের অধিপতি এবং দিক্‌পালগণ তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। মূর্ত্তিমান্ তীর্থগণ, তীর্থ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলগান করিতে লাগিলেন। অপ্সরোগণ, নর্ত্তিতকরপল্লবে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। আকাশের অনাহত বাদ্যধ্বনি চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুমোদন করিতে লাগিল। ঋষিগণ বেদোচ্চারণঘোষে দিঙ্মণ্ডল বধির করিয়া ফেলিলেন। চারণগণ স্তব করিতে লাগিল; বিমানসমূহ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল। মহাদেবের ইতস্ততঃ সুরবধূগণের মুষ্টিভ্রষ্ট লাজবৃষ্টি হইতে লাগিল। ভগবানের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। বহুতর বিদ্যাধরী তাঁহাকে মাল্যোপহার প্রদান করিতে লাগিল। যক্ষ, গুহ্যক, সিদ্ধ প্রভৃতি গগনচরগণ, তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। নিমিত্তসূচক মৃগগণ, অগ্রেই কাশীপ্রবেশের সুনিমিত্ত সূচনা করিয়া দিতে লাগিল। হৃষ্টমুখ কিন্নরকিন্নরীগণ, বর্ণনা করিতে লাগিল। বিষ্ণু, মহালক্ষ্মী ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা, নন্দী এবং গণেশ, মহোৎসব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃষধ্বজ, বৃষরাজ হইতে অবতরণ করিয়া সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে গণপতিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—আমার অতি দুর্লভা এই শুভা বারাণসী নগরী আমি যে প্রাপ্ত হইলাম, তাহা এই বালকেরই প্রসাদ। জগন্মণ্ডলে পিতার যাহা দুঃসাধ্য, তাহা পুত্র কর্ত্তৃক সুসাধ্য হয়, এ বিষয়ে আমি দৃষ্টান্তস্থল।১—১৩। এই গজানন আমার যাহাতে কাশীসমাগম হয়, এবিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে কি অনুষ্ঠান করিয়াছিল। আমিই পুত্রবান্ হইয়াছি। যে বিষয় আমি বহুদিন চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারি

করস্থিতম্॥ ১৫॥ ইত্যুক্তা ত্রিপুরীহর্ত্তা পুরুহূতাদিভিঃ স্তুতঃ। পরিতুষ্টাব সংহৃষ্টঃ স্পষ্টগীর্ভিগজাননম্॥ ১৬॥ শ্রীকণ্ঠ উবাচ। জয় বিঘ্নকৃতামাদ্য ভক্তনির্ব্বিঘ্নকারক। অবিঘ্ন বিঘ্নশমন মহাবিঘ্নৈকবিঘ্নকৃৎ॥ ১৭॥ জয় সর্ব্বগণাধীশ জয় সর্ব্বগণাগ্রণীঃ। গণপ্রণতপাদাব্জ গণনাতীতসদ্গুণ॥ ১৮॥ জয় সর্ব্বগ সর্ব্বেশ সর্ব্ববুদ্ধ্যেকশেবধে। সর্ব্বমায়াপ্রপঞ্চজ্ঞ সর্ব্বকর্ম্মাগ্রপূজিত॥১৯॥ সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্য জয় ত্বং সর্ব্বমঙ্গল। অমঙ্গলোপশমনমহামঙ্গলহেতুক॥ ২০॥ জয়সৃষ্টিকৃতাং বন্দ্য জয় স্থিতিকৃতানত। জয়সংহৃতিকৃৎস্তব্য জয় সৎকর্ম্মসিদ্ধিদ॥ ২১॥ সিদ্ধবন্দ্যপদাম্ভোজ জয় সিদ্ধিবিধায়ক। সর্ব্বসিদ্ধ্যেকনিলয় মহাসিদ্ধ্যৃদ্ধিসূচক॥২২॥ অশেষগুণনির্ম্মাণ গুণাতীতগুণাগ্রণীঃ। পরিপূর্ণচরিত্রার্থ জয় ত্বং গুণবর্ণিত॥ ২৩॥ জয় সর্ব্ববলাধীশ বলারাতিবলপ্রদ। বলাকোজ্জ্বলদন্তাগ্র বালাবালপরাক্রম॥ ২৪॥ অনন্তমহিমাধার ধরাধরবিদারণ। দন্তাগ্রপ্রোতদিঙ্নাগ জয় নাগবিভূষণ॥ ২৫॥ যে ত্বাং নমন্তি করুণাময় দিব্যমূর্ত্তে সর্ব্বৈনসামপি ভুবো ভুবি মুক্তিভাজঃ। তেষাং সদৈব হরসীহ মহোপসর্গান্ স্বর্গাপবর্গমপি সম্প্রদদাসি তেভ্যঃ॥ ২৬॥ যে বিঘ্নরাজ ভবতা করুণাকটাক্ষৈঃ সম্প্রেক্ষিতাঃ ক্ষিতিতলে ক্ষণমাত্রমত্র। তেষাং ক্ষয়ন্তি সকলান্যপি কিল্বিষাণি লক্ষ্মীঃ কটাক্ষয়তি তান্ পুরুষোত্তমান্ হি॥ ২৭॥ যে ত্বাং স্তবন্তি নতবিঘ্নবিঘাতদক্ষ দাক্ষায়ণীহৃদয়পঙ্কজতিগ্মরশ্মে। শ্রূয়ন্ত এব ত ইহ প্রথিতা ন চিত্রং চিত্রং তদত্র গণপা যদহো ত এব॥ ২৮॥ যে শীলয়ন্তি সততং ভবতোঽঙ্ঘ্রিযুগ্মন্তে পুত্রপৌত্রধনধান্যসমৃদ্ধিভাজঃ। সংশীলিতাঙ্ঘ্রি কমলা বহুভৃত্যবর্গৈর্ভূপালভোগ্যকমলাং বিমলাং লভন্তে॥ ২৯॥ ত্বং কারণং পরমকারণকারণানাং বেদ্যোঽসি॥ বেদ-

নাই; আমার পুত্র স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে সেই অভিলষিত বিষয় আমার করস্থিত করিয়া দিয়াছে। ইন্দ্রাদিস্তুত ত্রিপুরান্তক এই কথা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে স্পষ্টবচনে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে বিঘ্নকারকাদ্য! হে ভক্তনির্ব্বিঘ্নকারিন্! তোমার ভয়ে বিঘ্নসকল দূরীভূত হয়, তুমি বিঘ্নবিনাশক এবং মহাবিঘ্নসমূহের একমাত্র বিঘ্নকর্ত্তা, তোমার সর্ব্বোৎকর্ষলাভ হউক। হে সর্ব্বগণাধিপতি, সর্ব্বগণাগ্রগণ্য! গণসমূহ তোমার চরণকমলে প্রণত। হে অগণিতসদ্গুণ! তোমার সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ হউক। হে সর্ব্বগ, সর্ব্বেশ, সর্ব্ববুদ্ধির একমাত্র আশ্রয়, সর্ব্বমায়াপ্রপঞ্চাভিজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মাগ্রে পূজিত, গণেশ, তোমার সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ হউক। হে সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্য! হে সর্ব্বমঙ্গল! হে অমঙ্গলোপশমন! মহামঙ্গলহেতো! তোমার সর্ব্বোৎকর্ষ হউক। হে সৃষ্টিকর্ত্তার বন্দনীয়! তোমার জয় হউক, হে স্থিতিকর্ত্তার নমস্কারভাজন! তোমার জয় হউক; হে সংহারকারীর স্তবনীয়! তোমার জয় হউক; হে সজ্জনগণের কর্ম্মসিদ্ধিদাতা! তোমার জয় হউক। হে সিদ্ধিবিধায়ক! তোমার পাদপদ্ম সিদ্ধগণের বন্দনীয়। তুমি সর্ব্বসিদ্ধির অদ্বিতীয় আশ্রয়, তুমি মহাসিদ্ধিঐশ্বর্য্যের সূচক, তোমার জয় হউক। হে গুণাতীত! তুমি অশেষগুণের [illegible] গুণ দ্বারাই তুমি সকলের অগ্রগণ্য। হে [illegible]চরিত্র! হে পূর্ণপ্রয়োজন! হে গুণবর্ণিত! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বসৈন্যাধ্যক্ষ! হে ইন্দ্রপরাক্রমবর্দ্ধক! হে মহাপরাক্রম বালক! তোমার দন্তাগ্র বলাকার ন্যায় উজ্জ্বল, তোমার জয় হউক। হে অনন্তমহিমার আধার। হে পর্ব্বতবিদারণ! তুমি দিগ্হস্তীদিগকে নিজ দন্তাগ্রে গ্রথিত করিয়াছিলে, হে নাগভূষণ। তোমার জয় হউক। হে করুণাময়! হে দিব্যমূর্ত্তে! তোমাকে যাহারা নমস্কার করে, পৃথিবীতে সর্ব্বপাপের আশ্রয় হইলেও তাহারা মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই তুমি তাহাদের মহান্ উপসর্গসমূহ হরণ কর এবং তাহাদিগকে তুমি, স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদানও করিয়া থাক। হে বিঘ্নরাজ! এই পৃথিবীর মধ্যে যাহারা ক্ষণকাল মাত্র তোমার করুণাকটাক্ষে অবলোকিত হইয়াছে, সেই সকল পুরুষপ্রধানের সকল কল্মষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারা লক্ষ্মীর কটাক্ষপাত্র হন। হে প্রণত-জনগণের বিঘ্নবিনাশদক্ষ! হে দাক্ষায়ণী-হৃদয়কমলের আদিত্যস্বরূপ! তোমাকে যাহারা স্তব করেন, এ জগতে তাঁহারা যে বিখ্যাত বলিয়া শ্রুতিগোচর হন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু তাঁহারাই যে এস্থানে গণনায়ক হন, ইহাই বিচিত্র। যাহারা তোমার পদযুগল সেবা করে, তাহারা পুত্রপৌত্রধনধান্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং বহু ভৃত্যগণ তাহাদিগের চরণকমল সেবা করে, তাহারা রাজভোগ্য নির্ম্মল লক্ষ্মীর অধিকারী হয়।১৪—২৯। হে পরম কারণ! তুমি কারণসমূহের কারণ,

বিঘ্নানাং সততং ত্বমেকঃ। ত্বং মার্গণীয়মসি কিঞ্চন-মূলবাচাং বাচামগোচর চরাচরদিব্যমূর্ত্তে ॥ ৩০ ॥ বেদা বিদন্তি ন যথার্থতয়া ভবন্তং ব্রহ্মাদয়োঽপি ন চরাচরসূত্রধার। ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি সমস্ত-মেকঃ কস্তে স্তুতিব্যতিকরো মনসাপ্যগম্য ॥ ৩১ ॥ ত্বদ্দুষ্টদৃষ্টিবিশিখৈর্নিহতান্নিহন্মি দৈত্যান্ পুরান্ধকজলন্ধরমুখ্যকাংশ্চ। কস্যাস্তি শক্তিরিহ যত্নদৃতেঽপি তুচ্ছং বাঞ্ছেদ্বিধাতুমিহ সিদ্ধিদকার্য্যজাতম্ ॥ ৩২ ॥ অন্বেষণে ঢুণ্ঢিরয়ং প্রথিতোঽস্তি ধাতুঃ সর্ব্বার্থ-ঢুণ্ঢিততয়া তব ঢুণ্ঢিনাম। কাশীপ্রবেশমপি কো লভতেঽত্র দেহী. তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্ঢিরাজ ॥ ৩৩ ॥ ঢুণ্ঢে প্রণম্য পুরতস্তবপাদপদ্মং যো মাং নমস্যতি পুমানিহ কাশীবাসী। তৎকর্ণ-মূলমধিগম্য পুরা দিশামি তৎকিঞ্চিদত্র ন পুন-র্ভবতাস্তি যেন ॥ ৩৪ ॥ স্নাত্বা নরঃ প্রথমতো মণিকর্ণিকায়ামুদ্ধূলিতাঙ্ঘ্রিযুগলস্তু সচেলমাশু। দেবর্ষিমানবপিতৄনপি তর্পয়িত্বা জ্ঞানোদতীর্থমভিলভ্য ভজেত্তবত্বাম্ ॥ ৩৫ ॥ সামোদমোদকভরৈর্ব্বরধূপ-দীপৈর্ম্মাল্যৈঃ সুগন্ধবহুলৈরনুলেপনৈশ্চ। সম্প্রীণ্য কাশীনগরীফলদানদক্ষং প্রোক্ষ্যাথ মাং কু ইহ সিধ্যতি নৈব ঢুণ্ঢে ॥ ৩৬ ॥ তীর্থান্তরাণি চ ততঃ ক্রমবর্জ্জিতোঽপি সংসাধয়ন্নিহ ভবৎকরুণাকটাক্ষৈঃ। দূরীকৃতস্বহিতঘাত্যুপসর্গবর্গো ঢুণ্ঢে লভেদবিকলং ফলমত্র কাশ্যাম্ ॥ ৩৭ ॥ যঃ প্রত্যহং নমতি ঢুণ্ঢি-বিনায়কং ত্বাং কাশ্যাং প্রগে প্রতিহতাখিলবিঘ্নসঙ্ঘঃ। নো তস্য জাতু জগতীতলবর্ত্তি বস্তু দুষ্প্রাপমত্র চ পরত্র চ কিঞ্চনাপি ॥ ৩৮ ॥ যো নাম তে জপতি ঢুণ্ঢিবিনায়কস্য তং বৈ জপন্ত্যনুদিনং হৃদি সিদ্ধয়োঽষ্টৌ। ভোগান্ বিভুজ্য বিবিধান্ বিবুধোপ-ভোগ্যান্নির্ব্বাণয়া কমলয়া ব্রিয়তে স চান্তে ॥ ৩৯ ॥ দূরে স্থিতোঽপ্যহরহস্তব পাদপীঠং যঃ সংস্মরেৎ সকলসিদ্ধিদ ঢুণ্ঢিরাজ। কাশীস্থিতেরবিকলং স ফলং লভেত নৈবান্যথা ন বিতথা মম বাক্ কদাচিৎ ॥ ৪০ ॥ জানে বিঘ্নানসংখ্যাতান্ বিনিহন্ত-মনেকধা। ক্ষেত্রস্যাস্য মহাভাগ নানারূপৈরিহ

বেদবেত্তৃগণের একমাত্র তুমিই জ্ঞেয়; হে বাক্য-সমূহের মূল! হে বাক্যের অগোচর! চরাচর-স্বরূপ, দিব্যমূর্ত্তে! তুমিই অনির্ব্বচনীয় অন্বেষণীয় পদার্থ। হে চরাচরনাটকসূত্রধার! চতুর্ব্বেদ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যথার্থরূপে তোমাকে জানিতে পারেন নাই। এক তুমিই সমস্ত জগতের সংহার, পালন এবং সৃষ্টি করিতেছ। হে হৃদয়েরও অগম্য! তোমার আবার স্তুতিবাদবিন্যাস কি? ত্রিপুর, অন্ধক, জলন্ধরপ্রমুখ দৈত্যগণ, তোমার দুষ্টদৃষ্টি-শরনিকরেই নিহত হয়, পরে আমি (নাম-মাত্রে) তাহাদিগকে হত করি। হে সিদ্ধিপ্রদ! তোমা বিনা অভীষ্ট তুচ্ছকার্য্যও সাধন করিতে কাহার শক্তি আছে? অন্বেষণ অর্থে ঢুণ্ঢি (ঢুন্ঢ) ধাতু প্রসিদ্ধ আছে; তুমি সকল পুরুষার্থেই অন্বে-ষণীয় বলিয়া তোমার নাম 'ঢুণ্ঢি'। হে বিনায়ক ঢুণ্ঢিরাজ! এ জগতে তোমার সন্তোষ ব্যতীত কোন্ প্রাণী কাশীপ্রবেশ লাভ করিতে পারে? হে ঢুণ্ঢে! যে কাশীবাসী মানব, তোমার পাদপদ্মে অগ্রে প্রণাম করিয়া পরে আমাকে নমস্কার করে, আমি তাহার কর্ণমূলের নিকটবর্ত্তী হইয়া পশ্চাৎ সেই এক বস্তু উপদেশ করি, যদ্দ্বারা তাহাকে পুনরায় আর সংসারী হইতে না হয়। মানব মণি-কর্ণিকায় সচেলস্নানান্তর দেবতা, ঋষি, মানব এবং পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, ধূলিধূসরিত চরণে জ্ঞানবাপী তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে ভজনা করিবে। হে কাশীনগরীফলদানে দক্ষ! তোমাকে সদ্গন্ধসম্পন্ন মোদকসমূহ, উত্তম ধূপ, দীপ, এবং সুগন্ধবহুল অনুলেপন দ্বারা প্রথমে প্রীতিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ আমাকে প্রীত করিলে হে ঢুণ্ঢে! কে সিদ্ধি প্রাপ্ত না হয়? তারপর সেই ব্যক্তি, অযথাক্রমে এই কাশীর অন্যান্য তীর্থ সমস্ত পর্য্যটন করিলেও তোমার করুণাকটাক্ষে হিত-প্রতিঘাতক উপসর্গ বিদূরিত করিয়া এই কাশীর অবিকল ফল প্রাপ্ত হয়। হে ঢুণ্ঢিগণেশ! কাশীতে প্রাতঃকালে প্রত্যহ যে তোমাকে নমস্কার করিবে, তাহার বিঘ্নরাজি বিনষ্ট হয় এবং ইহকালে পরকালে জগন্মণ্ডলস্থ কোন বস্তুই তাহার দুর্লভ হয় না। হে ঢুণ্ঢিগণেশ! যে ব্যক্তি, তোমার নাম জপ করে, অষ্টসিদ্ধি, হৃদয়ে প্রতিদিন তাঁহাকে জপ করে; সেই ব্যক্তি, বিবিধ দেবভোগ্য ভোগের পর, অন্তে নির্ব্বাণলক্ষ্মী কর্ত্তৃক বৃত হয়। ৩০—৩৯। হে সকল-সিদ্ধিপ্রদ ঢুণ্ঢিরাজ! যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও প্রত্যহ তোমার পাদপীঠ স্মরণ করে, সে ব্যক্তি, কাশীস্থিতির অবিকল সাফল্য প্রাপ্ত হয়, নতুবা হয় না। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। হে মহাভাগ! আমি জানি, তুমি এই কাশীক্ষেত্রে অসংখ্য বিঘ্ন অনেক প্রকারে বিনষ্ট করিয়াছ [illegible]

স্থিতঃ॥ ৪১॥ যানি যানি চ রূপাণি যত্র যত্র চ তেঽনঘ। তানি তত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্থেতে দিবৌকসঃ॥ ৪২॥ প্রথমং ঢুণ্ঢিরাজোঽসি মম দক্ষিণতো মনাক্। আঢুণ্ড্য সর্ব্বভক্তেভ্যঃ সর্ব্বার্থান্ সম্প্রযচ্ছসি॥ ৪৩॥ অঙ্গারবাসরবতীমিহ যৈশ্চতুর্থীং সম্প্রাপ্য মোদকভরৈঃ ^^পবিমোদবদ্ভিঃ। পূজা ব্যধায়ি বিবিধা তব গন্ধমাল্যৈস্তানত্র পুত্র বিদধামি গণান্ গণেশ॥ ৪৪॥ যে ত্বামিহ প্রতিচতুর্থি সমৰ্চ্চয়ন্তি ঢুণ্ঢে বিগাঢমতয়ঃ কৃতিনস্ত এব। সর্ব্বাপদাং শিরসি বামপদং নিধায় সম্যগ্‌গজানন গজাননতাং লভন্তে॥ ৪৫॥ মাঘশুক্লচতুর্থ্যান্তু নক্তব্রতপরায়ণাঃ। যে ত্বাং ঢুণ্ঢেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি তেঽর্চ্চ্যাঃ স্যুরসুরদ্রুহাম্॥ ৪৬॥ বিধায় বার্ষিকীং যাত্রাং চতুর্থীং প্রাপ্য তাপসীম্। শুক্লাং শুক্লতিলৈর্ব্বদ্ধা প্রাশ্নীয়াল্লড্ডুকান্ ব্রতী॥ ৪৭॥ কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নেন ক্ষেত্রসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ। তস্যাং চতুর্থ্যাং ত্বৎপ্রীত্যৈ ঢুণ্ঢে সর্ব্বোপসর্গহৃৎ॥ ৪৮॥ তাং যাত্রাং নাত্র যঃ কুর্য্যা-

নৈবেদ্যং তিললড্ডুকৈঃ। উপসর্গসহস্রৈস্ত স হন্তব্যো মমাজ্ঞয়া॥ ৪৯॥ হোমং তিলাজ্যদ্রব্যেণ যঃ করিষ্যতি ভক্তিমঃ। তস্যাং চতুর্থ্যাং মন্ত্রজ্ঞস্তস্য মন্ত্রঃ প্রসেৎস্যতি॥ ৫০॥ বৈদিকোঽবৈদিকো বাপি যো মন্ত্রস্তে গজানন। জপ্তস্ত্বৎসন্নিধৌ ঢুণ্ঢে সিদ্ধিং দাস্যতি বাঞ্ছিতাম্॥ ৫১॥ ঈশ্বর উবাচ। ইমাং স্তুতিং মম কৃতিং যঃ পঠিষ্যতি সন্মতিঃ। ন জাতু তস্য বিঘ্নৌঘাঃ পীড়য়িষ্যন্তি নিশ্চিতম্॥ ৫২॥ ঢৌণ্ঢীং স্তুতিমিমাং পুণ্যাং যঃ পঠেদ্‌ঢুণ্ঢিসন্নিধৌ। সান্নিধ্যং তস্য সততং ভজেয়ুঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥ ৫৩॥ ইমাং স্তুতিং নরো জপ্ত্বা পরং নিয়তমানসঃ। মানসৈরপি পাপৈস্তৈর্নাভিভূয়েত কর্হিচিৎ॥ ৫৪॥ পুত্রান্ কলত্রং ক্ষেত্রাণি বরাশ্বান বরমন্দিরম্। প্রাপ্নুয়াচ্চ ধনং ধান্যং ঢুণ্ঢিস্তোত্রং জপন্নরঃ॥ ৫৫॥ সর্ব্বসম্পৎকরং নাম স্তোত্রমেতন্ময়েরিতম্॥ প্রজপ্তব্যং প্রযত্নেন মুক্তিকামেন সর্ব্বদা॥ ৫৬॥ জপ্ত্বা স্তোত্রমিদং পুণ্যং ক্বাপি কার্য্যে গমিষ্যতঃ। পুংসঃ পুরঃ সমেষ্যন্তি নিয়তং সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥ ৫৭॥ অন্যচ্চ কথয়াম্যত্র শৃণ্বন্ত্বেতে দিবৌকসঃ। ঢুণ্ঢিনা ক্ষেত্ররক্ষার্থং যত্র যত্র স্থিতিঃ

রূপে এই স্থানে অবস্থান করিতেছ। হে অনঘ! যেখানে যেখানে তোমার যে যে রূপ আছে, সেই সেই স্থান এবং সেই সেই রূপ কীর্ত্তন করিতেছি, এই দেবতাগণ তাহা শ্রবণ করুন। প্রথম, আমার অল্প দক্ষিণাংশে তুমি ঢুণ্ঢিরাজরূপে অবস্থিত, তুমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকল ভক্তকে সকল পুরুষার্থই প্রদান করিয়া থাক। হে পুত্র গণেশ! যাহারা মঙ্গলবার চতুর্থী প্রাপ্ত হইয়া সদ্গন্ধসম্পন্ন মোদকসমূহ গন্ধ এবং মাল্য দ্বারা তোমার বিবিধ পূজা বিধান করে, আমি সেই কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে পারিষদগণমধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করি। হে গজানন, ঢুণ্ঢে! প্রতি চতুর্থীতে যাহারা তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে পূজা করে, তাহারাই গাঢবুদ্ধি এবং কৃতী, আর তাহারাই সকল প্রকার বিপদের মস্তকে সম্পূর্ণরূপে বামপদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে গজাননত্ব প্রাপ্ত হয়। হে ঢুণ্ঢে! মাঘমাসের শুক্লচতুর্থীতে নক্তব্রত-পরায়ণ হইয়া যাহারা তোমার পূজা করে, তাহারা দেবতাগণেরও পূজ্য হইয়া থাকে। ব্রতাবলম্বনপুরঃসর একবৎসরব্যাপী যাত্রা করিয়া মাঘমাসের শুক্লচতুর্থীতে শুক্লতিলনির্ম্মিত লড্ডুক ভোজন করিতে হয়। হে ঢুণ্ঢে! ক্ষেত্রসিদ্ধিপ্রার্থিগণ, মাঘশুক্লচতুর্থীতে, তোমার প্রীতির জন্য [illegible] করিবে। এই স্থানীয় যাত্রা সর্ব্ব [illegible] করে। এই চতুর্থীতে যে ব্যক্তি,

নৈবেদ্য, তিল এবং লড্ডুকসমূহ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যাত্রা না করে, আমার আজ্ঞাক্রমে সহস্র সহস্র উপসর্গ তাহাকে পীড়িত করে। যে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, সেই চতুর্থীতে তিলাজ্যদ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। হে গজানন ঢুণ্ঢে! তোমার বৈদিক অথবা অবৈদিক যে মন্ত্রই হউক না কেন, তোমার নিকট তাহা জপ করিলেই ইষ্টসিদ্ধি প্রদান করে। যে সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, মৎকৃত তোমার এই স্তব পাঠ করিবে, তাহাকে কখনই বিঘ্নরাশি পীড়িত করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। এই পবিত্র ঢুণ্ঢিস্তুতি ঢুণ্ঢিসমীপে যে ব্যক্তি পাঠ করে, সর্ব্ববিধ সিদ্ধি সতত তাহার সান্নিধ্য ভজনা করে। মানব, অত্যন্ত সংযতচিত্তে এই স্তব পাঠ করিলে, মানস-পাপ কর্ত্তৃকও তাহাকে কখন আক্রান্ত হইতে হয় না। ঢুণ্ঢিস্তোত্র পাঠ করিলে মানব,—পুত্র, কলত্র ক্ষেত্র, প্রধান প্রধান অশ্ব, উৎকৃষ্ট গৃহ, ধন এবং ধান্য প্রাপ্ত হয়। মোক্ষপ্রার্থী ব্যক্তি, আমার কথিত এই সর্ব্বসম্পত্তিসম্পাদক স্তব সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবে।৪০—৫৬। পূর্ব্বে এই স্তোত্র পাঠ করিয়া পশ্চাৎ কোন কার্য্যোদ্দেশে যাইলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি

কৃত্তা ॥ ৫৮ ॥ কাশ্যাং গঙ্গাসিসম্ভেদেনামতোহর্ক-বিনায়কঃ। দৃষ্টোহর্কবাসরে পুংভিঃ সর্ব্বতাপ-প্রশান্তয়ে ॥ ৫৯ ॥ দুর্গো নাম গণাধ্যক্ষঃ সর্ব্বদুর্গতি-নাশনঃ। ক্ষেত্রস্য দক্ষিণে ভাগে পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬০ ॥ ভীমচণ্ডীসমীপে তু ভীমচণ্ড-বিনায়কঃ। ক্ষেত্রনৈর্ঋতদেশস্থো দৃষ্টো হন্তি মহাভয়ম্ ॥ ৬১ ॥ ক্ষেত্রস্য পশ্চিমে ভাগে স দেহলিবিনায়কঃ। সর্ব্বান্নিবারয়েদ্বিঘ্নান্ ভক্তানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥ ক্ষেত্রবায়ব্যদিগ্ভাগে উদ্দ-ণ্ডাখ্যো গজাননঃ। উদ্দণ্ডানপি বিঘ্নৌঘান্ ভক্তানাং দণ্ডয়েৎ সদা ॥ ৬৩ ॥ কাশ্যাঃ সদোত্তরাশায়াং পাশপাণির্বিনায়কঃ। বিনায়কান্ পাশয়ন্তি ভক্ত্যা কাশীনিবাসিনাম্ ॥ ৬৪ ॥ গঙ্গাবরণয়োঃ সঙ্গে রম্যঃ খর্ব্ববিনায়কঃ। অখর্ব্বানপি বিঘ্নৌঘান্ ভক্তানাং খর্ব্বয়েৎ সতাম্ ॥ ৬৫ ॥ প্রাচ্যাস্তু ক্ষেত্ররক্ষার্থং সিদ্ধঃ সিদ্ধিবিনায়কঃ। পশ্চিমে যমতীর্থস্য সাধকক্ষিপ্র-সিদ্ধিদঃ ॥ ৬৬ ॥ বাহ্যাবরণগাশ্চৈতে কাশ্যামষ্টৌ বিনায়কাঃ। উচ্চাটয়ন্ত্যভক্তাংশ্চ ভক্তানাং সর্ব্ব-সিদ্ধিদাঃ ॥ ৬৭ ॥ দ্বিতীয়াবরণে চৈব যে রক্ষন্তি বিনায়কাঃ। অবিমুক্তমিদং ক্ষেত্রং তানহং কথয়াম্যতঃ ॥ ৬৮ ॥ স্বর্ধুন্যাঃ পশ্চিমে কূলে উত্তরেহর্ক-বিনায়কাৎ। লম্বোদরো গণাধ্যক্ষঃ ক্ষালয়েদ্বিঘ্ন-কর্দ্দমম্ ॥ ৬৯ ॥ তৎপশ্চিমে কূটদন্ত উদগ্দুর্গ- বিনা-য়কাৎ। দুর্গোপসর্গসংহর্ত্তা রক্ষেৎ ক্ষেত্র মিদং সদা ॥ ৭০ ॥ ভীমচণ্ডগণাধ্যক্ষাৎ কিঞ্চিদীশানদিগ্গতঃ। ক্ষেত্ররক্ষো গণাধ্যক্ষঃ পূজ্যঃ শালকটঙ্কটঃ ॥ ৭১ ॥ প্রাচ্যাং দেহলিবিঘ্নেশাৎ কুষ্মাণ্ডাখ্যো বিনায়কঃ। পূজনীয়ঃ সদা ভক্তৈর্মহোৎপাতপ্রশান্তয়ে ॥ ৭২ ॥ উদ্দণ্ডাখ্যাদ্গণপতেরাশুশুক্ষণিদিক্স্থিতঃ। মহা-প্রসিদ্ধঃ সম্পূজ্যো ভক্তৈর্মুণ্ডবিনায়কঃ ॥ ৭৩ ॥ পাতালে তস্য দেহোহস্তি মুণ্ডং কাশ্যাং ব্যবস্থিতম্। অতঃ সঙ্গীয়তে কাশ্যাং দেবো মুণ্ডবিনায়কঃ ॥ ৭৪ ॥ পাশপাণের্গণেশানাদ্দক্ষিণে বিকটদ্বিজম্। পূজয়িত্বা গণপতিং গাণপত্যপদং লভেৎ ॥ ৭৫ ॥ খর্ব্বাখ্যা-ন্নৈর্ঋতে ভাগে রাজপুত্রো বিনায়কঃ। ভ্রষ্টরাজ্যঞ্চ রাজানং রাজানং কুরুতেহর্চ্চিতঃ ॥ ৭৬ ॥ গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে

নিয়ত তাহার অগ্রবর্ত্তী থাকে। ঢুণ্ঢি, ক্ষেত্ররক্ষার জন্য আর যথায় যথায় আছেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, এই দেবগণ শ্রবণ করুন। কাশীতে, অসিগঙ্গাসঙ্গমসমীপে অর্কবিনায়ক নামে গণেশ অবস্থিত। রবিবারে তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বপাপ-শান্তি হয়। এই কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে অব-স্থিত সর্ব্বদুর্গতিবিনাশী দুর্গনামক গণেশকে যত্ন-পূর্ব্বক পূজা করিবে। ভীমচণ্ডীসমীপে কাশীক্ষেত্রের নৈর্ঋতকোণে অবস্থিত ভীমচণ্ড বিনায়ক (গণেশ) অবলোকিত হইলে মহাভয় শান্তি করেন। এই ক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে অবস্থিত "দেহলিবিনায়ক" ভক্ত-গণের সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণ করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কাশীক্ষেত্রের বায়ুকোণে অবস্থিত উদ্দণ্ড-নামক গণেশ, ভক্তগণের উদ্দণ্ড (প্রচণ্ড) বিঘ্নসমূহও সর্ব্বদা দণ্ড করেন। কাশীর উত্তরদিকে অবস্থিত পাশপাণি বিনায়ক, ভক্তিসহকারে কাশীবাসী জন-গণের বিনায়কগ্রহাদিকে পাশবদ্ধ করেন। গঙ্গা এবং বরণার সঙ্গমসমীপে অবস্থিত রমণীয় "খর্ব্ব-বিনায়ক" ভক্তসজ্জনগণের মহা মহা বিঘ্নসমূহকেও খর্ব্ব করেন। কাশীর পূর্ব্বভাগে যমতীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ "সিদ্ধিবিনায়ক" সাধকদিগকে শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। কাশীতে বাহ্য-আব রণস্থিত এই অষ্টবিনায়ক, অভক্তগণকে উচ্চাটিত করেন এবং ভক্তগণকে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় আবরণে স্থিত যে সকল বিনায়ক, এই অবিমুক্তক্ষেত্রকে রক্ষা করেন, আমি অতঃপর তাহা বলিতেছি। গঙ্গার পশ্চিম-তীরে অর্ক-বিনায়কের উত্তরে অবস্থিত লম্বোদরনামক গণপতি বিঘ্নরূপ কর্দ্দম প্রক্ষালিত করেন। তৎপশ্চিমে এবং দুর্গবিনায়কের উত্তরে অবস্থিত দুর্গম উপসর্গের বিনাশক কূটদন্ত নামে গণেশ এই ক্ষেত্রকে সতত রক্ষা করেন। "ভীমচণ্ড" বিনায়-কের কিঞ্চিৎ পরে ঈশানকোণে অবস্থিত "শাল-কটঙ্কট" গণপতিকে পূজা করিবে। এই গণেশ, ক্ষেত্রস্থিত রাক্ষসগণের অধ্যক্ষ। দেহলিবিনায়কের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত কুষ্মাণ্ড নামে বিনায়ক, মহোৎ-পাতশান্তির জন্য ভক্তগণের সতত পূজনীয়। উদ্দণ্ডবিনায়কের অগ্নিকোণে অবস্থিত মহাপ্রসিদ্ধ মুণ্ডবিনায়ক, ভক্তগণের পূজনীয়। মুণ্ডবিনায়কের দেহ পাতালে আর মুণ্ড কাশীতে অবস্থিত, এইজন্য কাশীতে সেই দেবের মুণ্ডবিনায়ক সংজ্ঞা। "পাশ-পাণি" গণেশের দক্ষিণদিকে অবস্থিত "বিকটদ্বিজ" গণেশকে পূজা করিলে গাণপত্যপদপ্রাপ্তি হয়। "খর্ব্ব" বিনায়কের নৈর্ঋতকোণে অবস্থিত "রাজপুত্র" বিনায়কের পূজা করিলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজাও পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হয়। গঙ্গার পশ্চিম-

কূলে প্রণবাখ্যো গণাধিপঃ। অবাচ্যাং রাজপুত্রাচ্চ প্রণতঃ প্রণয়েদ্দিবম্ ॥ ৭৭ ॥ দ্বিতীয়াবরণে কাশ্যা-মষ্টাবেতে বিনায়কাঃ। উৎসাদয়েয়ুর্বিঘ্নৌঘান্ কাশীস্থিতিনিবাসিনাম্ ॥ ৭৮ ॥ ক্ষেত্রে তৃতীয়া-বরণে ক্ষেত্ররক্ষাকৃতঃ সদা। যে বিঘ্নরাজাঃ সন্তীহ তে বক্তব্যা ময়াধুনা ॥ ৭৯ ॥ উদক্স্রবায়াঃ স্বর্ধুন্যা রম্যে রোধসি বিঘ্নরাট্। লম্বোদরাদুদীচ্যাস্তু বক্রতুণ্ডোঽঘসঙ্ঘহৃৎ ॥ ৮০ ॥ কূটদন্তাদ্গণপতে-রুদীচ্যামেকদন্তকঃ। সদোপসর্গসংসর্গাৎ পায়াদানন্দ-কাননম্ ॥ ৮১ ॥ কাশীভয়হরো নিত্যমৈশ্যাং-শালকটঙ্কটাৎ। ত্রিমুখো নাম বিঘ্নেশঃ কপিসিংহ-দ্বিপাননঃ ॥ ৮২ ॥ কুষ্মাণ্ডাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে পঞ্চাস্যো নাম বিঘ্নরাট্। পঞ্চাস্যস্যন্দনবরঃ পাতি বারাণসীং পুরীম্ ॥ ৮৩ ॥ হেরম্বাখ্যঃ সদাগ্নেয্যাং পূজ্যো মুণ্ডবিনায়কাৎ। অম্বাবৎ পূরয়েৎ কামান্ সর্ব্বেষাং কাশিবাসিনাম্ ॥ ৮৪ ॥ অবাচ্যামর্চ্চয়েদ্ধীমান্ সিদ্ধ্যৈ বিকটদন্ততঃ। বিঘ্নরাজং গণপতিং সর্ব্ববিঘ্নবিনা-শনম্ ॥ ৮৫ ॥ বিনায়কাদ্রাজপুত্রাৎ কিঞ্চিদ্রক্ষোদিশি স্থিতঃ। বরদাখ্যো গণাধ্যক্ষঃ পূজ্যো ভক্তবরপ্রদঃ ॥ ৮৬ ॥ যাম্যাং প্রণববিঘ্নেশাদ্গণেশো মোদকপ্রিয়ঃ। পূজ্যঃ পিশঙ্গিলাতীর্থে দেবনদ্যাস্তটে শুভে ॥৮৭॥ চতুর্থাবরণে কাশ্যাং ভক্তবিঘ্নবিনাশকাঃ। দ্রষ্টব্যা হৃষ্টচেতোভিঃ স্পষ্টমষ্টৌ বিনায়কাঃ ॥ ৮৮ ॥ বক্রতুণ্ডা-দুদক্‌দিক্‌স্থঃ স্বঃসিন্ধো রোধসি স্থিতঃ। বিনায়কো-ঽস্ত্যভয়দঃ সর্ব্বেষাং ভয়নাশনঃ ॥ ৮৯ ॥ কৌবে-র্য্যামেকদশনাৎ সিংহতুণ্ডো বিনায়কঃ। উপসর্গ-গজান্ হন্তি বারাণসিনিবাসিনাম্ ॥ ৯০ ॥ কূণিতাক্ষো গণাধ্যক্ষস্ত্রিতুণ্ডাদীশদিক্‌স্থিতঃ। মহাশ্মশানং সততং পায়াদ্দুষ্টকুদৃষ্টিতঃ ॥ ৯১ ॥ প্রাচ্যাং পঞ্চাস্যতঃ পায়াৎ পুরীং ক্ষিপ্রপ্রসাদনঃ। ক্ষিপ্রপ্রসাদনার্চ্চাতঃ ক্ষিপ্রং সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৯২ ॥ হেরম্বাদ্বহ্নিদিগ্‌-ভাগে চিন্তামণিবিনায়কঃ। ভক্তচিন্তামণিঃ সাক্ষা-চ্চিন্তিতার্থসমর্পকঃ ॥ ৯৩ ॥ বিঘ্নরাজাদবাচ্যাস্তু দন্ত-হস্তো গণেশ্বরঃ। লিখেদ্বিঘ্নসহস্রাণি নৃণাং বারাণসী-দ্রুহাম্ ॥ ৯৪ ॥ বরদাদ্‌যাতুধান্যাঞ্চ যাতুধানগণাবৃতঃ। দেবঃ পিচিণ্ডিলো নাম পুরীং রক্ষেদহর্নিশম্ ॥৯৫॥

তীরে এবং রাজপুত্র গণেশের পশ্চিম দিকে অব-স্থিত প্রণব-নামক গণেশকে প্রণাম করিলে স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়। কাশীতে দ্বিতীয় আবরণে অবস্থিত এই অষ্ট বিনায়ক, কাশীবাসীদিগের বিঘ্নসমূহ উৎসাদন করেন। কাশীক্ষেত্রে, তৃতীয়াবরণে ক্ষেত্ররক্ষক যে সকল বিঘ্নরাজ আছেন, আমি এক্ষণে তাঁহাদিগের কথা বলিব। উত্তরবাহিনী গঙ্গার রমণীয় তীরে লম্বোদর গণেশের উত্তরদিকে অবস্থিত বক্রতুণ্ড গণেশ পাপসমূহ বিনাশ করেন। কূটদন্ত গণপতির উত্তরদিকে একদন্ত গণেশ উপসর্গসম্বন্ধ হইতে সতত আনন্দকাননকে রক্ষা করেন। শালকটঙ্কট গণেশের ঈশানকোণে ত্রিমুখনামক বিঘ্নরাজ সতত কাশীর ভয় নিবারণ করিতেছেন। ত্রিমুখ গণেশের তিন মুখ—একটী মুখ বানরমুখের স্থায়, একটী মুখ সিংহমুখের স্থায় এবং অপর মুখ হস্তিমুখের স্থায়। কুষ্মাণ্ড গণেশের পূর্ব্বদিকে পঞ্চাস্য নামে বিঘ্নরাজ বারাণসী নগরীকে রক্ষা করেন। এই গণপতির পঞ্চাস্যযুক্ত উৎ-কৃষ্ট রথ আছে। 'মুণ্ড' বিনায়কের অগ্নিকোণে অবস্থিত 'হেরম্ব' গণেশ সতত পূজনীয়। তিনি মাতার স্থায় সকল কাশীবাসিগণের কামনা পূর্ণ করেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, বিকটদন্তের পশ্চিম-দিকে অবস্থিত 'বিঘ্নরাজ' নামক সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক গণপতিকে সিদ্ধির জন্য পূজা করিবে। রাজপুত্র গণেশের কিঞ্চিৎ পরে নৈর্ঋতকোণে অবস্থিত ভক্তবরপ্রদ 'বরদ নামক গণেশের পূজা করিতে হয়। 'প্রণব' গণেশের দক্ষিণদিকে, গঙ্গার পবিত্র তীরে পিশঙ্গিলাতীর্থে অবস্থিত মোদকপ্রিয় গণে-শের পূজা করিতে হয়। কাশীতে চতুর্থ আবরণে অবস্থিত, ভক্তবিঘ্নবিনাশক অষ্ট বিনায়ককে হৃষ্ট-চিত্তে সুব্যক্তরূপে দর্শন করা বিধি। বক্রতুণ্ড গণে-শের উত্তর দিকে গঙ্গাতীরে 'অভয়দ' নামক গণ-পতি আছেন। তিনি সকলের ভয় বিনাশ করেন। একদন্ত গণেশের উত্তরদিকে অবস্থিত 'সিংহতুণ্ড' নামক গণেশ, কাশীবাসীদিগের উপসর্গস্বরূপ করি-কুল বিনষ্ট করেন। ত্রিমুখ গণেশের ঈশানকোণে অবস্থিত কূণিতাক্ষনামক গণেশ দুষ্টগণের কুদৃষ্টি হইতে মহাশ্মশান কাশীকে সতত রক্ষা করেন। পঞ্চাস্য বিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত 'ক্ষিপ্রপ্রসাদন' গণপতি নগরী রক্ষা করেন, ক্ষিপ্রপ্রসাদনের পূজা করিলে, শীঘ্রই সিদ্ধিসমূহ লাভ হয়।৫৭—৯২। হেরম্ব গণপতির অগ্নিকোণে সাক্ষাৎ চিন্তিতপ্রয়োজনসম্পাদক ভক্তচিন্তামণি চিন্তামণি-বিনায়ক অবস্থিত। বিঘ্ন রাজ বিনায়কের উত্তরদিকে "দন্তহস্ত" গণেশ অব-স্থিত। তিনি কাশীদ্রোহীদিগের বহু সহস্র বিঘ্ন লিপিবদ্ধ করেন। বরদ গণেশের নৈর্ঋতকোণে

দৃষ্টঃ পিলিপিলাতীর্থে দক্ষিণে মোদকপ্রিয়াৎ। উদ্দণ্ডমুণ্ডো হেরম্বো ভক্তেভ্যঃ কিং ন যচ্ছতি॥৯৬॥ প্রাকারে পঞ্চমে কাশ্যাং দ্বিচতুষ্কবিনায়কাঃ। কুর্ব্বন্তি রক্ষাং ক্ষেত্রস্য যে তানত্র ব্রবীম্যহম্॥ ৯৭॥ তীরে স্বর্গতরঙ্গিণ্যা উত্তরে চাভয়প্রদাৎ। স্থূলদন্তো গণেশানঃ স্থূলাঃ সিদ্ধীর্দিশেৎ সতাম্॥ ৯৮॥ সিংহতুণ্ডাদুদগ্‌ভাগে কলিপ্রিয়বিনায়কঃ। কলহং কারয়েন্নিত্যমন্যোন্যং তৈর্থিকদ্রুহাম্॥ ৯৯॥ কূণিতাক্ষাত্তথৈশান্যাং চতুর্দন্তো বিনায়কঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ বিঘ্নসঙ্ঘ ক্ষয়েৎ স্বয়ম্॥ ১০০॥ ক্ষিপ্রপ্রসাদনাদৈন্দ্র্যাং দ্বিতুণ্ডো গণনায়কঃ। অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি বিভর্ত্তি সদৃশীং শ্রিয়ম্॥ ১০১॥ তস্য সন্দর্শনাৎ পুংসাং ভবেচ্ছ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী॥ জ্যেষ্ঠো নাম গণাধ্যক্ষো জেষ্ঠো মে পুত্রসম্পদি॥ ১০২॥ জ্যেষ্ঠশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সম্পূজ্যো জ্যেষ্ঠতাপ্তয়ে। স্থিতো বহ্নিদিশো ভাগে চিন্তামণিবিনায়কাৎ॥১০৩॥ দন্তহস্তাদ্যমাশায়াং পূজ্যো গজবিনায়কঃ। তস্য সম্পূজনাদ্ ভক্ত্যা গজাস্তা শ্রীরবাপ্যতে॥ ১০৪॥ পিচিণ্ডিলাদ্গণপতের্যাম্যাং কালবিনায়কঃ। ভয়ং ন কালকলিতং তস্য সংসেবনাস্নৃণাম্॥ ১০৫॥ উদ্দণ্ডমুণ্ডাদ্গণপাৎ কীনাশদিশি সংস্থিতম্। নাগেশং গণপং দৃষ্ট্বা নাগলোকে মহীয়তে॥ ১০৬॥ অথ ষষ্ঠাবরণগাঃ প্রোচ্যন্তে বিঘ্ননায়কাঃ। তেষাং নামশ্রবাদেব পুংসাং সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ১০৭॥ মণিকর্ণো গণপতিঃ প্রাচ্যাং বিঘ্নবিঘাতকৃৎ। আশাবিনায়কো বহ্ন্যাং ভক্তাশাং পূরয়ন্ স্থিতঃ॥১০৮॥ যাম্যাং সৃষ্টিগণেশশ্চ সৃষ্টিসংহারসূচকঃ। নৈর্ঋত্যাং যক্ষবিঘ্নেশঃ সর্ব্ববিঘ্নহরঃ পরঃ॥ ১০৯॥ প্রতীচ্যাং গজকর্ণশ্চ সর্ব্বেষাং ক্ষেমকারকঃ॥ চিত্রঘণ্টো গণপতির্বায়ব্যাং পালয়েৎ পুরীম্॥ ১১০॥ স্থূলজঙ্ঘা উদীচ্যাঞ্চ শময়েচ্ছমিনামঘম্। ঐশান্যামৈশীং পুরীং পায়াৎ সমঙ্গলবিনায়কঃ॥ ১১১॥ যমতীর্থাদুদীচ্যাঞ্চ পূজ্যোঽমিত্রবিনায়কঃ। সপ্তমাবরণে যে চ তাংশ্চ বক্ষ্যে বিনায়কান্॥ ১১২॥ মোদাদ্যাঃ পঞ্চ বিঘ্নেশাঃ ষষ্ঠো জ্ঞানবিনায়কঃ। সপ্তমো দ্বারবিঘ্নেশো মহাদ্বারপুরশ্চরঃ॥ ১১৩॥ অষ্টমঃ সর্ব্বকষ্টৌঘাবিমুক্তবিনায়কঃ। অবিমুক্তে মম ক্ষেত্রে হরেৎ প্রণতচেতসাম্॥১১৪॥ ষট্‌পঞ্চাশদ্-

স্থিত রাক্ষসগণবৃত পিচিণ্ডিলনামক গণপতিদেব এই পুরীকে দিবারাত্র রক্ষা করেন। পিলিপিলা তীর্থে মোদকপ্রিয় গণপতির দক্ষিণে 'উদ্দণ্ডমুণ্ড' নামক গণপতি ভক্তগণকে কি প্রদান করেন? কাশীতে পঞ্চম আবরণে অবস্থিত যে অষ্ট বিনায়ক এই ক্ষেত্র রক্ষা করেন, আমি এক্ষণে তাঁহাদের কথা বলিতেছি। গঙ্গাতীরে অভয়প্রদ গণেশের উত্তরদিকে অবস্থিত স্থূলদন্ত গণেশ, সজ্জনগণকে স্থূলসিদ্ধি প্রদান না করেন। সিংহতুণ্ড গণেশের উত্তরদিকে অবস্থিত 'কলিপ্রিয়' বিনায়ক, তীর্থবাসিদ্রোহকারীদিগের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করেন। কূণিতাক্ষ গণেশের ঈশানকোণে চতুর্দন্ত বিনায়ক অবস্থিত; তাঁহার দর্শনমাত্রে বিঘ্নসমূহ, স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 'ক্ষিপ্রপ্রসাদন' গণেশের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত 'দ্বিতুণ্ড' নামক গণপতি, সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় দিকেই তুল্য শোভা ধারণ করিয়া থাকেন। সেই গণপতির দর্শনমাত্রে সর্ব্বতোমুখী শ্রীপ্রাপ্তি হয়। আমার পুত্র সম্পদে জ্যেষ্ঠ 'জ্যেষ্ঠ' নামক গণপতি, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে জ্যেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির জন্য পূজনীয়। চিন্তামণি গণেশের অগ্নিকোণে, দন্তহস্ত গণেশের দক্ষিণদিকে 'গজবিনায়ক অবস্থিত। তাঁহার পূজা করিলে বহু সম্পত্তি, এমন কি, হস্তীপর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। পিচিণ্ডিলগণপতির দক্ষিণদিকে কালবিনায়ক; কালবিনায়কের সেবা করিলে মানুষের কালভীতি থাকে না। 'উদ্দণ্ডমুণ্ড' গণপতির দক্ষিণদিকে অবস্থিত নাগেশ গণপতিকে দর্শন করিলে, নাগলোকে সাদরবসতিপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর ষষ্ঠাবরণস্থিত বিঘ্নরাজদিগের কথা বলিতেছি, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণমাত্রেই সিদ্ধিলাভ হয়। বিঘ্নবিনাশক, 'মণিকর্ণ'নামক গণপতি পূর্ব্বদিকে; ভক্তের আশাপূরক আশাবিনায়ক অগ্নিকোণে; সৃষ্টিসংহারসূচক সৃষ্টিগণেশ দক্ষিণদিকে; সর্ব্ববিঘ্নহারী পূজ্য যক্ষবিঘ্নেশ্বর নৈর্ঋতকোণে; সকলের মঙ্গলকারক গজকর্ণ পশ্চিমদিকে এবং চিত্রঘণ্টগণেশ বায়ুকোণে অবস্থিত হইয়া নগরী পালন করেন। উত্তরদিকে অবস্থিত স্থূলজঙ্ঘ গণপতি শান্ত ব্যক্তিগণের পাপ দূর করেন। ঈশানকোণে অবস্থিত মঙ্গলবিনায়ক শিবপুরীকে পালন করেন। যমতীর্থের উত্তরে, মিত্রবিনায়ক গণেশকে পূজা করিবে। সপ্তমাবরণস্থিত গণপতিদিগের কীর্ত্তন করিতেছি।৯৩—১১২। মোদাদি পঞ্চগণেশ, ষষ্ঠ—জ্ঞানবিনায়ক। সপ্তম—দ্বারবিনায়ক, এই গণেশ মহাদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত। অষ্টম গণেশ—অবিমুক্তবিনায়ক, মদীয় অবিমুক্তক্ষেত্রস্থিত প্রণতদের

গজাননানেতান্ যঃ সংস্মরিষ্যতি। দূরদেশান্তরস্থোঽপি স মৃতো জ্ঞানমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৫ ॥ ঢুণ্ঢিস্তুতিং মহাপুণ্যাং ষট্পঞ্চাশদ্গজাননম্। যঃ পঠিষ্যতি পুণ্যাত্মা তস্য সিদ্ধিঃ পদে পদে ॥ ১১৬॥ ইমে গণেশ্বরাঃ সর্ব্বে স্মর্ত্তব্যা যত্র কুত্রচিৎ। মহাবিপৎসমুদ্রান্তঃ পতন্তং পান্তি মানবম্ ॥ ১১৭॥ ইতি স্তুতিং মহাপুণ্যাং শ্রুত্বা চৈতান্ বিনায়কান্। জাতু বিঘ্নৈর্ন বাধ্যেত পাপেভ্যোঽপি প্রহীয়তে ॥ ১১৮ ॥ ইত্যুক্ত্বা দেবদেবোঽপি মহোৎসবিতমানসঃ। কৃতাভিষেকো ব্রহ্মাদ্যৈস্তেভ্যো দত্ত্বাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ১১৯ ॥ সম্প্রসাদ্য যথাযোগং সর্ব্বানুচিতচক্ষুরঃ। অবিশদ্রাজসদনং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্ ॥ ১২০ ॥ স্কন্দ উবাচ। এবং স্তুতো ভগবতা দেবদেবেন বিঘ্নজিৎ। ইত্থঞ্চ বহুধাত্মানং স চকার বিনায়কঃ ॥ ১২১ ॥ এতানি তস্য নামানি ঢুণ্ঢিরাজস্য কুম্ভজ। জপিত্বা যানি মন্ত্রজ্ঞো লপ্স্যতে নিজবাঞ্ছিতম্ ॥ ১২২ ॥ অন্যেঽপি তত্র বৈ ভেদাস্তস্য ঢুণ্ঢের্গণেশিতুঃ। ভক্তৈঃ সমর্চ্চিতা ভক্ত্যা হ্যসংখ্যাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৩ ॥ ভগীরথগণাধ্যক্ষো হরিশ্চন্দ্রবিনায়কঃ। কপর্দ্দাখ্যো গণপতিস্তথা বিন্দুবিনায়কঃ ॥ ১২৪ ॥ ইত্যাদ্যাস্তত্র বিঘ্নেশাঃ প্রতিভক্তপ্রতিষ্ঠিতাঃ। তেষামপ্যর্চ্চনাৎ পুংসাং জায়ন্তে সর্ব্বসম্পদঃ ॥ ১২৫ ॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং নরঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। সর্ব্ববিঘ্নান্ সমুৎসৃজ্য লভতে বাঞ্ছিতং পদম্ ॥ ১২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঢুণ্ঢিবিনায়কপ্রাদুর্ভাবো নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। কিঞ্চকার হরঃ স্কন্দ মন্দরাদ্রিগতস্তদা। বিলম্বমালাম্বয়তি তস্মিন্নপি গজাননে ॥ ১ ॥ স্কন্দ উবাচ। শৃণ্বগস্ত্য কথাং পুণ্যাং কথ্যমানাং ময়াধুনা। বারাণস্যেকবিষয়ামশেষাঘৌঘনাশিনীম্ ॥ ২ ॥ করীন্দ্রবদনে তত্র ক্ষেত্রবর্য্যেঽবিমুক্তকে। বিলম্বভাজি ত্র্যক্ষেণ প্রৈক্ষি ক্ষিপ্রমধোক্ষজঃ ॥ ৩ ॥ প্রোক্তোঽথ বহুশশ্চেতি বহুমানপুরঃসরম্। ত্বথা ত্বমপি মাকার্ষীর্যথা প্রাক্প্রস্থিতৈঃ কৃতম্ ॥ ৪ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। উদ্যমঃ প্রাণিভিঃ কার্য্যো যথাবুদ্ধি

জনগণের সর্ব্বদুঃখসমূহ দূর করেন। যে, এই ষট্পঞ্চাশৎ গজাননের স্মরণ করিবে, সে ব্যক্তি, দেশান্তরে মরিলেও মৃত্যুকালে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। যে পুণ্যাত্মা, এই ষট্পঞ্চাশৎ 'গজাননকথাসম্বলিত মহাপবিত্রা ঢুণ্ঢিস্তুতি পাঠ করিবে, তাহার পদে পদে সিদ্ধিলাভ হইবে। এই গণপতিগণকে যেখানে সেখানে স্মরণ করিলে, মহাবিপৎসমুদ্র মধ্যে পতনোন্মুখ মানবকেও ইঁহারা রক্ষা করেন। এই মহাপবিত্র স্তব এবং এই সকল বিনায়কের কথা শ্রবণ করিলে কখন তাহার বিঘ্নবাধা হয় না এবং পাপহানি হয়। ওঁচিতীবেত্তা দেবদেব মহোৎসবপূর্ণচিত্তে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকৃত অভিষেকপ্রাপ্তির পর, তাঁহাদিগকে অভীষ্ট প্রদান এবং তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। স্কন্দ বলিলেন, বিঘ্নরাজ, ভগবান্ দেবাদিদেব কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়াছিলেন; পূর্ব্বোক্ত স্তবানুসারে আত্মাকে তিনি বহুপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। হে কুম্ভযোনে! সেই ঢুণ্ঢিরাজের এই সকল নাম, ইহা কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য নিজ অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন ঢুণ্ঢিগণপতির আরও ভক্তপূজিত অসংখ্য সহস্রপ্রকারের বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। ভগীরথ-গণেশ, হরিশ্চন্দ্রগণেশ, কপর্দ্দিগণেশ, বিন্দুবিনায়ক ইত্যাদি নানা গণেশ, এক-এক-ভক্ত-প্রতিষ্ঠিত—কাশীতে আছেন। তাঁহাদিগের পূজাতেও মানবগণের সর্ব্বসম্পত্তি হয়। মানব, শ্রদ্ধাসহকারে এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে সর্ব্ববিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অভীষ্টপদ লাভ করে। ১১৩—১২৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে স্কন্দ! তখন সেই গণপতিও বিলম্ব করিতে থাকিলে, মন্দরগিরিস্থিত শিব কি করিয়াছিলেন? স্কন্দ বলিলেন,—হে অগস্ত্য! একমাত্র কাশীবিষয়িণী অশেষপাপসমূহ-বিনাশিনী কথা আমি অধুনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ক্ষেত্রপ্রধান অবিমুক্তক্ষেত্রে গজেন্দ্রবদন বিলম্ব করিতে থাকিলে, ত্র্যম্বক সত্বর বিষ্ণুকে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি সমাদরপূর্ব্বক বিষ্ণুকে বহুবার বলিয়া দিলেন,—পূর্ব্বপ্রস্থিত ব্যক্তিরা যেমন করিয়াছে, তুমিও যেন সেইরূপ করিও না। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—

বলাবলম্। পরং ফলন্তি কর্ম্মাণি ত্বদধীনানি শঙ্কর ॥৫॥ অচেতনানি কর্ম্মাণি স্বতন্ত্রাঃ প্রাণিনো২পি ন। ত্বঞ্চ তৎকর্ম্মণাং সাক্ষী ত্বঞ্চ প্রাণিপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬ ॥ কিন্তু ত্বৎপাদভক্তানাং তাদৃশী জায়তে মতিঃ। যথা ত্বমেব কথয়েঃ সাধ্বনেন স্বনুষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥ যৎকিঞ্চিদিহ বৈ কর্ম্ম স্তোকং বাস্তোকমেব বা। তৎসিধ্যত্যেব গিরিশ ত্বৎপাদস্মৃত্যনুষ্ঠিতম্ ॥ ৮ ॥ সুসিদ্ধমপি বৈ কার্য্যং সুবুদ্ধ্যাপি স্বনুষ্ঠিতম্। অত্বৎপদস্মৃতিকৃতং বিনশ্যত্যেব তৎক্ষণাৎ ॥ ৯ ॥ শম্ভুনা প্রেষিতেনাদ্য স্বদ্যমঃ ক্রিয়তে ময়া। ত্বদ্ভক্তিসম্পত্তিমতাং সম্পন্নপ্রায় এব নঃ ॥ ১০ ॥ অতীব যদসাধ্যং স্যাৎ স্ববুদ্ধিবলপৌরুষৈঃ। তৎকার্য্যং হি সুসিদ্ধং স্যাত্ত্বদনুধ্যানতঃ শিব ॥১১॥ যান্তি প্রদক্ষিণীকৃত্য যে ভবন্তং ভবং বিভো। ভবন্তি তেষাং কার্য্যাণি পুরো ভূতানি তে ভয়াৎ ॥ ১২ ॥ জাতং বিদ্ধি মহাদেব কার্য্যমেতৎ সুনিশ্চিতম্। কাশীপ্রাবেশিকশ্চিন্ত্যঃ শুভলগ্নোদয়ঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

অথবা কাশিসম্প্রাপ্ত্যৈ ন চিন্ত্যং হি শুভাশুভম্। তদৈব হি শুভঃ কালো যদৈবাপ্যেত কাশিকা ॥১৪॥ শম্ভুং প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ। প্রতস্থে২থ সলক্ষ্মীকো মন্দরাদ্‌গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১৫ ॥ দৃশোরতিথিতাং নীত্বা বিষ্ণুর্বারাণসীং ততঃ। পুণ্ডরীকাক্ষ ইত্যাখ্যাং সফলীকৃতবান্মুদা ॥ ১৬ ॥ গঙ্গাবরণয়োর্বিষ্ণুঃ সম্ভেদে স্বচ্ছমানসঃ। প্রক্ষাল্য পাণিচরণং সচৈলঃ স্নাতবানথ ॥ ১৭ ॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং পাদোদকমিতীরিতম্। পাদৌ যদাদৌ শুভদৌ ক্ষালিতৌ পীতবাসসা ॥ ১৮ ॥ তত্র পাদোদকে তীর্থে যে স্নাস্যন্তীহ মানবাঃ। তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং পাপং সপ্তভবার্জ্জিতম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা দত্ত্বা চৈব তিলোদকম্। সপ্ত সপ্ত তথা সপ্ত স্ববংশ্যাংস্তারয়িষ্যতি ॥ ২০ ॥ গয়ায়াং যাদৃশী তৃপ্তির্লভ্যতে প্রপিতামহৈঃ। তীর্থে পাদোদকে কাশ্যাং তাদৃশী লক্ষ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥ কৃতপাদোদকস্নানং পীতপাদোদকোদকম্। দত্তপাদোদপানীয়ং নরং ন নিরয়ঃ স্পৃশেৎ ॥ ২২ ॥

বুদ্ধি এবং বলাবল অনুসারে প্রাণিগণের উদ্যম করা কর্ত্তব্য। পরন্তু হে শঙ্কর! কার্য্যের সফলতা তোমার আয়ত্ত। কর্ম্ম সকল অচেতন, প্রাণিগণও স্বাধীন নহে। তুমিই কর্ম্মের সাক্ষী এবং তুমিই প্রাণিগণের প্রবর্ত্তক। পরন্তু ভবদীয় চরণসেবকগণের তাদৃশ সদ্‌বুদ্ধি উৎপন্ন হয় যাহাতে তোমাকেই বলিতে হয়—"এব্যক্তি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছে।" হে গিরিশ! অল্প বিস্তর যা কিছু কর্ম্ম এ জগতে আছে, তোমার চরণস্মরণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে তাহা সিদ্ধ হইবেই। উত্তম বিবেচনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সুসিদ্ধপ্রায় কর্ম্মও তোমার চরণস্মরণ না করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বিনষ্ট হয়। আমি অদ্য শিব প্রেষিত হইয়া উত্তম উদ্যম করিতেছি; তোমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন আমাদিগের সে উদ্যমের ফলসিদ্ধি প্রায় হইয়াই আছে। স্বীয় বুদ্ধি-বল-পৌরষে যাহা অতীব অসাধ্য, হে শিব! তোমার অনুধ্যানমাত্রে তৎকার্য্য সুসিদ্ধ হয়। হে প্রভো ভব! যাহারা তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কোন কার্য্যোদ্দেশে গমন করে, সেই সব কর্ম্মফল তোমার ভয়েই যেন তাহার সম্মুখবর্ত্তী হয়। হে মহাদেব! এ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াই গিয়াছে ইহা সুনিশ্চিতরূপে জানিবেন। পরন্তু এক্ষণে কাশীপ্রবেশের উপযোগী শুভলগ্ন স্থির কর।

অথবা কাশীপ্রবেশে শুভাশুভ সময় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, যখনই কাশীতে প্রবেশ করা যায়, তখনই শুভ কাল। অনন্তর গরুড়ধ্বজ, শিবকে প্রদক্ষিণ এবং বারংবার প্রণাম করিয়া লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে মন্দর পর্ব্বত হইতে কাশীযাত্রা করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু, বারাণসী অবলোকন করিয়া আনন্দাধিক্যে আপনার 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম সার্থক করিলেন। বিষ্ণু, গঙ্গাবরণার সঙ্গমস্থলে নির্ম্মলচিত্তে হস্তপাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সবস্ত্রে স্নান করিলেন।১—১৭। পীতাম্বর, প্রথমে মঙ্গলপ্রদ স্বীয় চরণদ্বয় তথায় প্রক্ষালিত করা অবধি সেই তীর্থ "পাদোদক নামে" অভিহিত হইয়াছে। যে সকল মানুষ, সেই পাদোদক তীর্থে স্নান করিবে, তাহাদের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হইবে। মনুষ্য তত্তীরে শ্রাদ্ধ এবং তথায় তিলতর্পণ করিলে তাহার স্ববংশীয় একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। গয়ায় পিতৃকার্য্য করিলে, পিতৃলোক যে প্রকার তৃপ্তিলাভ করেন, কাশীর পাদোদকতীর্থেও তাদৃশ তৃপ্তিলাভ তাঁহাদের নিশ্চয় হইয়া থাকে। যে মানব, পাদোদকতীর্থে স্নান, পাদোদকতীর্থ-জলপান এবং পাদোদকতীর্থ-জলদান করিয়াছে, তাহার সহিত নরকের কোন সম্বন্ধ থাকে না। বিষ্ণুপাদোদকতীর্থে এক-

বিষ্ণুপাদোদকে তীর্থে প্রাশ্য পাদোদকং সকৃৎ। জাতুচিজ্জননীস্তন্যং ন পিবেদিতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৩ ॥ সচক্রশালগ্রামস্য শঙ্খেন স্নাপিতস্য চ। অদ্ভিঃ পাদোদকস্থাম্বু পিবন্নমৃততাং ব্রজেৎ ॥ ২৪ ॥ বিষ্ণু-পাদোদকে তীর্থে বিষ্ণুপাদোদকং পিবেৎ। যদি তৎসুধয়া কিং নু বহুকালীনয়া তয়া ॥ ২৫ ॥ কাশ্যাং পাদোদকে তীর্থে যৈঃ কৃতা নোদকক্রিয়াঃ। জন্মৈব বিফলং তেষাং জলবুদ্বুদসন্নিভম্ ॥ ২৬ ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ো বিষ্ণুঃ সলক্ষ্মীকঃ সকাশ্যপিঃ। উপ-সংহৃত্য তাং মূর্ত্তিং ত্রৈলোক্যব্যাপিনীং তথা ॥ ২৭ ॥ বিধায় দার্ষদীং মূর্ত্তিং স্বহস্তেনাদিকেশবঃ। স্বয়ং সম্পূজয়ামাস সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদাম্ ॥ ২৮ ॥ আদি-কেশবনাম্নীং তাং শ্রীমূর্ত্তিং পারমেশ্বরীম্। সম্পূজ্য মর্ত্ত্যো বৈকুণ্ঠং মন্যতে স্বগৃহাঙ্গনম্ ॥ ২৯ ॥ শ্বেতদ্বীপ ইতি খ্যাতং তৎস্থানং কাশিসীমনি। শ্বেতদ্বীপে বসন্ত্যেব নরাস্তন্মূর্ত্তিসেবকাঃ ॥ ৩০ ॥ ক্ষীরাব্ধি-সংজ্ঞং তত্রান্যত্তীর্থং কেশবতোঽগ্রতঃ। কৃতোদক-ক্রিয়স্তত্র বসেৎ ক্ষীরাব্ধিরোধসি ॥ ৩১ ॥ তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা গাং দত্ত্বা চ পয়স্বিনীম্। যথোক্তসর্ব্বাভ-রণাং ক্ষীরোদে বাসয়েৎপিতৄন্ ॥ ৩২ ॥ একোত্তর-শতং বংশ্যান্নয়েৎ পায়সকর্দ্দমম্। ক্ষীরোদরোধঃ পুণ্যাত্মা ভক্ত্যা তত্রৈকধেনুদঃ ॥ ৩৩ ॥ বহ্বীশ্চ নৈচিকীর্দত্ত্বা শ্রদ্ধয়াত্র সদক্ষিণাঃ। শতোত্তরাংশ্চ প্রত্যেকং পিতৄংস্তত্র সুবাসয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ ক্ষীরোদা-দ্দক্ষিণে তত্র শঙ্খতীর্থমনুত্তমম্। তত্রাপি সন্তর্প্য পিতৄন্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫ ॥ তদ্‌যাম্যাং চক্রতীর্থং চ পিতৄণামপি দুর্লভম্। তত্রাপি বিহিত-শ্রাদ্ধো মুচ্যতে পৈতৃকাদৃণাৎ ॥ ৩৬ ॥ তৎসন্নিধৌ গদাতীর্থং বিঘ্নগাধিনিবর্হণম্। তারণঞ্চ পিতৄণাং বৈ কারণং চৈনসাং ক্ষয়ে ॥ ৩৭ ॥ পদ্মতীর্থং তদগ্রে তু তত্র স্নাত্বা নরোত্তমঃ। পিতৄন্ সন্তর্প্য বিধিনা পদ্ময়া নৈব হীয়তে ॥ ৩৮ ॥ তত্রৈব চ মহালক্ষ্ম্যাস্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। স্বয়ং যত্র মহালক্ষ্মীঃ স্নাতা ত্রৈলোক্যহর্ষদা ॥ ৩৯ ॥ তত্র তীর্থে কৃতস্নানো দত্ত্বা রত্নানি কাঞ্চনম্। পট্টাম্বরাণি বিপ্রেভ্যো ন লক্ষ্ম্যা পরিহীয়তে ॥ ৪০ ॥ যত্র যত্র হি জায়েত তত্র তত্র সমৃদ্ধিমান্ [পিতরোঽপি হি সশ্রীকাস্তস্য স্যুস্তীর্থ-

স্থায় পাদোদক পান করিলে, তাহার আর কখন মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয়। শঙ্খ-স্থিত পাদোদকতীর্থজলে শালগ্রাম শিলাচক্রকে স্নান করাইয়া সেই জল পান করিলে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়। বিষ্ণুপাদোদকতীর্থে যদি বিষ্ণুপাদোদক পান করা যায়, তাহা হইলে সেই বহুকালের পুরাতন অমৃতে আর কি ফল? যাহারা কাশীতে পাদো-দকতীর্থে উদক-কার্য্য করে নাই, জলবুদ্বুদ-সন্নিভ জন্মই তাহাদের বিফল। লক্ষ্মী এবং গরুড় সমভিব্যাহারী আদিকেশব বিষ্ণু, নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া ত্রৈলোক্য-ব্যাপিনী স্বীয় মূর্ত্তি উপ-সংহৃত করিয়া স্বহস্তে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ-পুরঃসর সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিপ্রদায়িনী সেই মূর্ত্তির পূজা করিলেন। আদিকেশবনাম্নী সেই পরমে-শ্বরের শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে মানব, বৈকুণ্ঠকে আপনার গৃহপ্রাঙ্গণের ন্যায় বোধ করিতে পারে। কাশীর সীমান্তে সেই স্থান শ্বেতদ্বীপ নামে খ্যাত। সেই আদিকেশবমূর্ত্তিসেবকগণ, শ্বেত দ্বীপেই বাস করে। তথায় আদিকেশবের অগ্রে ক্ষীরসমুদ্রনামক অপর তীর্থ আছে, তথায় উদক-কার্য্য করিলে ক্ষীরসাগরতীরে বাস হয়। মানব তথায় শ্রাদ্ধ করিলে এবং যথোক্তাভরণে অলঙ্কৃতা পয়স্বিনী ধেনু দান করিলে তাহার পিতৃগণ ক্ষীরোদ-তীরে বাস করেন। তথায় ভক্তিপূর্ব্বক একটী ধেনু দান করিলে, সেই পুণ্যাত্মা স্ববংশীয় একশত এক পুরুষকে পায়সকর্দ্দমযুক্ত ক্ষীরোদতীরে নীত করে। এই তীর্থে দক্ষিণাসহ বহু উত্তম ধেনু দান করিলে, এক এক ধেনুতে শতাধিক বর্ষ করিয়া তদীয় পিতৃগণ ক্ষীরোদতীরে বাস করে। ক্ষীরোদতীর্থের দক্ষিণে অনুত্তম শঙ্খতীর্থ। তথায় পিতৃগণকে তর্পিত করিলে বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হয়। তাহার দক্ষিণে চক্রতীর্থ—পিতৃগণেরও দুর্লভ। তথায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি-লাভ হয়। তাহার নিকটে গদাতীর্থ। এই তীর্থ সকল মনঃপীড়ার নাশক, পিতৃগণের নিস্তারক এবং পাপ-সমূহের ক্ষয়কারক। তৎসমীপে পদ্মতীর্থ; নর-শ্রেষ্ঠ, সেই স্থানে স্নান এবং বিধিপূর্ব্বক পিতৃতর্পণ করিলে কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হয় না।১৮—৩৮। ত্রৈলোক্যহর্ষ-প্রদায়িনী মহালক্ষ্মী স্বয়ং যথায় স্নান করিয়াছিলেন, সেই ত্রৈলোক্যবিখ্যাত মহালক্ষ্মী-তীর্থ সেইস্থানেই। সেই তীর্থে স্নান এবং রত্নকাঞ্চন ও পট্টবস্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণোদ্দেশে দান করিলে 'লক্ষ্মীছাড়া' হইতে হয় না; আর যেখানে যেখানে তাহার জন্ম হয়, সেখানে সেখানেই সে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। তীর্থপ্রভাবে

গৌরবাৎ ॥ ৪১ ॥ তত্রাস্তি হি মহালক্ষ্মা মূর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যবন্দিতা। তাং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা ন রোগী জায়তে কচিৎ ॥ ৪২ ॥ নভস্যবহুলাষ্টম্যাং কৃত্বা জাগরণং নিশি। সমভ্যর্চ্চ্য মহালক্ষ্মীং ব্রতী ব্রতফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥ তার্ক্ষ্যতীর্থং হি তত্রাস্তি তার্ক্ষ্যকেশবসন্নিধৌ। তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা সংসারাহিং ন পশ্যতি ॥৪৪॥ তদগ্রে নারদং তীর্থং মহাপাতকনাশনম্। ব্রহ্মবিদ্যোপদেশং চ প্রাপ্তবান্ যত্র নারদঃ ॥ ৪৫ ॥ তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যামবাপ্নুয়াৎ। কেশবাস্তেন তত্রোক্তঃ কাশ্যাং নারদকেশবঃ ॥ ৪৬ ॥ অর্চ্চয়িত্বা নরো ভক্ত্যা দেবং নারদকেশবম্। জনন্যা জঠরং পীঠমধ্যাস্তে ন কদাচন ॥ ৪৭ ॥ প্রহ্লাদতীর্থং তস্যাগ্রে যত্র প্রহ্লাদকেশবঃ। তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৪৮ ॥ আম্বরীষমহাতীর্থমঘঘ্নং তস্য সন্নিধৌ। তত্রোদকীং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্নিষ্কালুষ্যং লভেন্নরঃ ॥ ৪৯ ॥ আদিত্যকেশবঃ পূজ্য আদিকেশবপূর্ব্বতঃ। তস্য সন্দর্শনাদেব মুচ্যতে চোচ্চপাতকৈঃ ॥ ৫০ ॥ দত্তাত্রেয়েশ্বরং তীর্থং তত্রৈবাদিগদাধরঃ। পিতৄন্ সন্তর্প্য তত্রৈব জ্ঞানযোগমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১ ॥ ভৃগুকেশবপূর্ব্বেণ তীর্থং বৈ ভার্গবং পরম্। তত্র স্নাতো নরঃ প্রাজ্ঞো ভবেদ্ভার্গববৎ সুধীঃ ॥ ৫২ ॥ তত্র বামনতীর্থং চ প্রাচ্যাং বামনকেশবাৎ। পূজয়িত্বা চ তং বিষ্ণুং বসেদ্বামনসন্নিধৌ ॥ ৫৩ ॥ নরনারায়ণং তীর্থং নরনারায়ণাৎ পুরঃ। তত্র তীর্থে কৃতস্নানো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ যজ্ঞবারাহতীর্থং চ তদগ্রে পাপনাশনম্। প্রতিমজ্জনতস্তত্র রাজসূয়ক্রতোঃ ফলম্ ॥ ৫৫ ॥ বিদারনারসিংহাখ্যং তত্র তীর্থং সুনির্ম্মলম্। স্নাতো বিদারয়েত্তত্র পাপং জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ৫৬ ॥ গোপিগোবিন্দতীর্থং চ গোপিগোবিন্দপূর্ব্বতঃ। স্নাত্বা তত্র সমভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণুং বিষ্ণুপ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ তীর্থং লক্ষ্মীনৃসিংহাখ্যং গোপিগোবিন্দদক্ষিণে। ন লক্ষ্ম্যা ত্যজ্যতে ক্বাপি তত্তীর্থপরিমজ্জনাৎ ॥ ৫৮ ॥ তদগ্রে শেষতীর্থং চ শেষমাধবসন্নিধৌ। তর্পিতানাং পিতৄণাং চ যত্র তৃপ্তির্ন শিষ্যতে ॥ ৫৯ ॥ শঙ্খমাধবতীর্থং চ তদবাচ্যাং সুনির্ম্মলম্। কৃতোদকো

তাহার পিতৃগণ শ্রীসম্পন্ন হয়। তথায় ত্রিলোকবন্দিতা মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি আছেন; মানব ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলে কদাচ রোগী হয় না। উপবাসনিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহালক্ষ্মীপূজা এবং রাত্রিজাগরণ করিলে ব্রতফল প্রাপ্ত হয়। তথায় গরুড়কেশবসমীপে তার্ক্ষ্যতীর্থ আছে; ভক্তিসহকারে তথায় স্নান করিলে সংসারসর্প অবলোকন করিতে হয় না। নারদ যথায় কেশবসন্নিধানে ব্রহ্মবিদ্যা-উপদেশ প্রাপ্ত হন, মহাপাতকনাশন সেই নারদতীর্থ তাহারই সম্মুখে। মানব, তথায় স্নান করিলে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য কাশীতে সেই কেশব, নারদকেশবনামে অভিহিত। মানব, ভক্তিসহকারে নারদকেশবদেবের পূজা করিলে, কদাচ তাহার আর জননীজঠরপীঠে বাস করিতে হয় না। তাহার অগ্রে প্রহ্লাদতীর্থ; তথায় প্রহ্লাদকেশব বর্ত্তমান আছেন। তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে বিষ্ণুলোকে সাদর- বসতি প্রাপ্ত হয়। তৎসমীপে পাপবিনাশক 'আম্বরীষ' মহাতীর্থ; তথায় উদককার্য্য করিলে মানব নিষ্পাপ হয়। আদিকেশবের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আদিত্যকেশবের পূজা করিতে হয়। আদিত্যকেশবের দর্শনমাত্রে উচ্চ উচ্চ পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ হয়। সেই স্থানেই দত্তাত্রেয়েশ্বরতীর্থ এবং আদিগদাধর বর্ত্তমান। সেইস্থানে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিলে জ্ঞানযোগপ্রাপ্তি হয়। ভৃগুকেশবের পূর্ব্বে পরমতীর্থ ভার্গবতীর্থ বর্ত্তমান, মানুষ তথায় স্নান করিলে ভার্গবের ন্যায় সুবুদ্ধি এবং প্রাজ্ঞ হইয়া থাকে। তথায় বামনকেশবের পূর্ব্বদিকে বামনতীর্থ; তথায় সেই বিষ্ণুকে পূজা করিলে বামনসমীপে বাস হয়। নরনারায়ণের সম্মুখে নরনারায়ণ তীর্থ, সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎসমীপে পাপবিনাশক যজ্ঞবারাহ তীর্থ; প্রতিমজ্জনে তথায় রাজসূয়যজ্ঞের ফল হয়। তৎসমীপে 'বিদারনারসিংহ'-নামক, সুনির্ম্মল তীর্থ; তথায় স্নান করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ বিদীর্ণ হয়। গোপীগোবিন্দমূর্ত্তির পূর্ব্বদিকে গোপীগোবিন্দ-তীর্থ; তথায় স্নান করিয়া যে বিষ্ণুপূজা করে, সে, বিষ্ণুপ্রিয় হয়। ৩৯—৫৭। গোপীগোবিন্দের দক্ষিণদিকে লক্ষ্মীনৃসিংহনামক তীর্থ, সে তীর্থে স্নান করিলে, "লক্ষ্মীছাড়া" হইতে হয় না। তদগ্রে শেষমাধবসমীপে শেষতীর্থ; তথায় পিতৃগণ তর্পিত হইলে, তাঁহাদের তৃপ্তির আর শেষ হয় না। তাহার পশ্চিমে শঙ্খমাধবনামক সুনির্ম্মল তীর্থ; পাপির

নরস্তত্র ভবেৎ পাপোহপি নির্ম্মলঃ ॥ ৬০ ॥ তদগ্রে চ হয়গ্রীবং তীর্থং পরমপাবনম্। তত্র স্নাত্বা হয়গ্রীবং কেশবং পরিপূজ্য চ ॥ ৬১ ॥ পিণ্ডং চ তত্র নির্ব্বাপ্য হয়গ্রীবস্য সন্নিধৌ। হায়গ্রীবীং শ্রিয়ং প্রাপ্য স মুচ্যেত সপূর্ব্বজঃ ॥ ৬২ ॥ স্কন্দ উবাচ। প্রসঙ্গতো মরৈতানি তীর্থানি কথিতানি তে। ভূমৌ তিলান্তরায়াং যত্তত্র তীর্থান্যনেকশঃ ॥ ৬৩ ॥ উদ্দিষ্টানাস্তু তীর্থানামেতেষাং কলশোদ্ভব। নামমাত্রমপি শ্রুত্বা নিষ্পাপো জায়তে নরঃ ॥ ৬৪ ॥ ইদানীং প্রস্তুতং বিপ্র শৃণু বক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ। বৈকুণ্ঠনাথো যচ্চক্রে শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৬৫ ॥ তস্যাং মূর্ত্তৌ সমাবেশ্য কৈশব্যামথকেশবঃ। শম্ভোঃ কার্য্যে কৃতমনা অংশাংশাংশেন নির্গতঃ ॥ ৬৬ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অংশাংশাংশেন নিশ্চক্রে কুতো ভো চক্রপাণিনা। ক্ব নির্গতং চ হরিণা প্রাপ্য কাশীং ষড়ানন ॥ ৬৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। সামস্ত্যেন যদর্থং ন নির্গতং বিষ্ণুনা মুনে। ব্রুবে তৎকারণমিতি ক্ষণমাত্রং নিশাময় ॥ ৬৮ ॥ সম্প্রাপ্য পুণ্যসম্ভারৈঃ প্রাজ্ঞো বারাণসীং পুরীম্। ন ত্যজেৎ সর্ব্বভাবেন মহালাভৈরপীরিতঃ ॥ ৬৯ ॥ অতঃ প্রতিকৃতিঃ স্বীয়া তত্র কাশ্যাং মুরারিণা। প্রতিতষ্ঠে কলশজ স্তোকাংশেন চ নির্গতম্ ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চিৎ কাশ্যা উদীচ্যাং চ গত্বা দেবেন চক্রিণা। স্বস্থিত্যৈ কল্পিতং স্থানং ধর্ম্মক্ষেত্রমিতীরিতম্ ॥ ৭১ ॥ ততস্তু সৌগতং রূপং শিশ্রায় শ্রীপতিঃ স্বয়ম্। অতীব সুন্দরতরং ত্রৈলোক্যস্যাপি মোহনম্ ॥ ৭২ ॥ শ্রীঃ পরিব্রাজিকা জাতা নিতরাং সুভগাকৃতিঃ। যামালোক্য জগৎসর্ব্বং চিত্রস্তম্ভমিবাস্থিতম্ ॥ ৭৩ ॥ বিশ্বযোনিং জগদ্ধাত্রীং ন্যস্তহস্তাগ্রপুস্তকাম্। গরুত্মানপি তচ্ছিষ্যো জাতো লোকোত্তরাকৃতিঃ ॥ ৭৪ ॥ অত্যদ্ভুতমহাপ্রাজ্ঞো নিস্পৃহঃ সর্ব্ববস্তুষু। গুরুশুশ্রূষণপরো ন্যস্তহস্তাগ্রপুস্তকঃ ॥ ৭৫ ॥ অপৃচ্ছৎ পরমং ধর্ম্মং সংসারবিনিমোচকম্। আচার্য্যবর্য্যং সৌম্যাস্যং প্রসন্নাত্মানমুত্তমম্ ॥ ৭৬ ॥ ধর্ম্মার্থশাস্ত্রকুশলং জ্ঞানবিজ্ঞানশালিনম্। সুস্বরং সুপদব্যক্তিসুস্নিগ্ধমৃদুভাষিণম্ ॥ ৭৭ ॥ স্তম্ভনোচ্চাটনাকৃষ্টিবশীকর্ম্মাদিকোবিদম্। ব্যাখ্যানসময়াকৃষ্টপক্ষিরোমাঞ্চকারিণম্ ॥ ৭৮ ॥ পীততদ্গীতপীযূষমৃগপূগৈরুপাসিতম্। মহামোদভরাক্রান্তবাতচাঞ্চল্যহারিণম্ ॥ ৭৯ ॥

মানবও তথায় স্নানতর্পণ—উদককার্য্য করিলে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। তদগ্রে পরমপাবন হয়গ্রীব-তীর্থ। সেই তীর্থে স্নান, হয়গ্রীবরূপী কেশবের পূজা এবং হয়গ্রীবসমীপে পিণ্ডদান করিলে, হয়গ্রীব-শ্রী-প্রাপ্ত হইয়া পুর্ব্বপুরুষগণের সহিত তাহার মুক্তি হয়। স্কন্দ বলিলেন,—প্রসঙ্গক্রমে উদ্দেশে আমি এই সব তীর্থ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যেহেতু কাশীতে তিলতিলান্তর ভূমিতেই অনেকানেক তীর্থ আছে। হে কুম্ভযোনে! কথিত এই সকল তীর্থের নামমাত্র শ্রবণ করিলেও মানব নিষ্পাপ হয়। হে বিপ্র! শঙ্খচক্রগদাধর বৈকুণ্ঠনাথ যাহা করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তুত বিষয় তোমার নিকটে অধুনা কীর্ত্তন করিতেছি। অনন্তর, কেশব, সেই কেশবমূর্ত্তিতে সমাবিষ্ট হইলেন, পরে শিবকার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া অংশাংশের অংশে চতুর্ভুজরূপে নির্গত হইলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—ভো ষড়ানন! চক্রপাণি, অংশাংশের অংশে কেন নির্গত হইলেন? কাশীতে উপস্থিত হইয়া হরি, কোথায় সেইরূপে নির্গত হইয়াছিলেন? স্কন্দ বলিলেন,—হে মুনে! বিষ্ণু সমগ্ররূপে যে কারণে তথা হইতে নির্গত হন নাই, তাহার কারণ বলিতেছি, ক্ষণকাল মাত্র শ্রবণ কর। পুণ্যপুঞ্জবলে কাশীতে উপস্থিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, মহামহা লাভ স্বয়ং আসিয়া স্তব করিলেও সর্ব্বতোভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। হে কুম্ভযোনে! এইজন্য মুরারি, কাশীতে স্বীয় প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অল্পাংশে নির্গত হইলেন। দেব চক্রপাণি কাশীর কিঞ্চিৎ উত্তরে গিয়া আপনার স্থিতির জন্য স্থান কল্পনা করিলেন; সেই স্থান ধর্ম্মক্ষেত্র নামে খ্যাত। অনন্তর স্বয়ং শ্রীপতি, ত্রৈলোক্য-মোহন অতীব সুন্দর বৌদ্ধরূপ গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মী অতি সুন্দরাকৃতি পরিব্রাজিকা হইলেন; হস্তাগ্রে পুস্তক বিন্যস্ত এই পরিব্রাজিকারূপিণী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়া সমগ্র জগৎ চিত্রস্তম্ভবৎ অবস্থিত হইয়াছিল। গরুড়ও, লোকাতীত আকৃতিসম্পন্ন, অত্যদ্ভুত মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্ববস্তুনিস্পৃহ, গুরুশুশ্রূষারত এবং হস্তাগ্রেবিন্যস্ত-পুস্তক তদীয় শিষ্যরূপী হইলেন। ৫৮—৭৫। প্রসন্নবদন, প্রসন্নাত্মা ধর্ম্মার্থশাস্ত্র-বিচক্ষণ, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, সুস্বর শোভনপদযুক্ত সুস্নিগ্ধ কোমলবচনভাষী স্তম্ভন-উচ্চাটন-আকর্ষণ এবং বশীকরণাদি কার্য্যে পণ্ডিত, ধর্ম্মব্যাখ্যাসময়ে বক্তৃতাকৃষ্ট পক্ষিকুলেরও রোমাঞ্চসম্পাদনকুশল, তদীয় গীতসুধাপায়ী মৃগগণ কর্ত্তৃক উপাসিত, মহা-

বৃক্ষৈরপি পতৎপুষ্পচ্ছলৈঃ কৃতসমর্চ্চনম্। ততঃ প্রোবাচ পুণ্যাত্মা পুণ্যকীর্ত্তিঃ স সৌগতঃ ॥ ৮০ ॥ শিষ্যং বিনয়কীর্ত্তিং তং মহাবিনয়ভূষণম্ ॥ ৮১ ॥ পুণ্যকীর্ত্তিরুবাচ। ত্বয়া বিনয়কীর্ত্তে যো ধর্ম্মঃ পৃষ্টঃ সনাতনঃ। বক্ষ্যাম্যহমশেষেণ শৃণুষ্ব ত্বং মহামতে ॥ ৮২ ॥ অনাদিসিদ্ধঃ সংসারঃ কর্ত্তৃকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ। স্বয়ং প্রাদুর্ভবেদেষ স্বয়মেব বিলীয়তে ॥ ৮৩ ॥ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং যাবদ্দেহনিবন্ধনম্। আত্মৈবৈকেশ্বরস্তত্র ন দ্বিতীয়স্তদীশিতা ॥ ৮৪ ॥ যদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাদ্যাস্তথাখ্যা দেহিনামিমাঃ। আখ্যা যথাস্মদাদীনাং পুণ্যকীর্ত্ত্যাদিরুচ্যতে ॥ ৮৫ ॥ দেহো যথাস্মদাদীনাং স্বকালেন বিলীয়তে। ব্রহ্মাদিমশকান্তানাং স্বকালাল্লীয়তে তথা ॥ ৮৬ ॥ বিচার্য্যমাণে দেহেঽস্মিন্ন কিঞ্চিদধিকং ক্বচিৎ। আহারো মৈথুনং নিদ্রা ভয়ং সর্ব্বত্র যৎ সমম্ ॥ ৮৭ ॥ নিজাহারপরীমাণং প্রাপ্য সর্ব্বোঽপি দেহভৃৎ। সদৃশীমেব সন্তৃপ্তিং প্রাপ্নুয়ান্নাধিকেতরাম্ ॥ ৮৮ ॥ যথা বিতৃষিতাঃ স্মাম পীত্বা পেয়ং মুদা বয়ম্। তৃষিতাস্তু তথান্যেঽপি ন বিশেষোঽল্পকোঽধিকঃ ॥ ৮৯ ॥ সন্তু নার্য্যঃ সহস্রাণি রূপলাবণ্যভূময়ঃ। পরং নিধুবনে কালে হ্যেকৈবেহোপযুজ্যতে ॥ ৯০ ॥ অশ্বাঃ পরঃশতাঃ সন্তু সন্তনেকেঽপ্যনেকপাঃ। অধিরোহে তথাপ্যেকো ন দ্বিতীয়স্তথাত্মনঃ ॥ ৯১ ॥ পর্য্যঙ্কশায়িনাং স্বাপে সুখং যদুপপদ্যতে। তদেব সৌখ্যং নিদ্রায়ামিহ ভূশায়িনামপি ॥ ৯২ ॥ যথৈব মরণাদ্ভীতিরস্মদাদিবপুষ্মতাম্। ব্রহ্মাদিকীটকান্তানাং তথা মরণতো ভয়ম্ ॥ ৯৩ ॥ সর্ব্বে তনুভৃতস্তুল্যা যদি বুদ্ধ্যা বিচার্য্যতে। ইদং নিশ্চিত্য কেনাপি নো হিংস্যঃ কোঽপি কুত্রচিৎ ॥ ৯৪ ॥ ধর্ম্মো জীবদয়াতুল্যো ন ক্বাপি জগতীতলে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যা জীবদয়া নৃভিঃ ॥ ৯৫ ॥ একস্মিন্ রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্যং রক্ষিতং ভবেৎ। ঘাতিতে ঘাতিতং তদ্বত্তস্মাদ্রক্ষেন্ন ঘাতয়েৎ ॥ ৯৬ ॥ অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইহোক্তঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ। তস্মান্ন হিংসা কর্ত্তব্যা নরৈর্নরকভীরুভিঃ ॥ ৯৭ ॥ ন হিংসাসদৃশং পাপং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। হিংসকো

নন্দভারের আক্রমণ-হেতু বুঝি পবনেরও চাঞ্চল্য-হরণে কৃতী, পতৎকুসুমাবলীচ্ছলে বুঝি বৃক্ষগণ কর্ত্তৃকও পূজিত সেই আচার্য্যপ্রধানকে শিষ্য সংসারমোচক পরমধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। পুণ্যকীর্ত্তি নামক পুণ্যাত্মা বৌদ্ধ, বিনয়কীর্ত্তি নামক মহাবিনয়ভূষণ শিষ্যকে বলিলেন,—হে বিনয়কীর্ত্তে! তুমি যে সনাতনধর্ম্মের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, হে মহামতে! আমি অশেষ প্রকারে তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। সংসার অর্থাৎ জগৎ অনাদিসিদ্ধ; সংসারের কেহ কর্ত্তা নাই এবং সংসার কাহারও কৃতিসাধ্য নহে। সংসারের প্রাদুর্ভাবও আপনা হইতে, বিলয়ও আপনা হইতে। ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছপর্য্যন্ত স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়ঘটিত এই জগৎ। এক আত্মাই ইহার ঈশ্বর। আত্মার নিয়ন্তা আর কেহ নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রভৃতি প্রাণিগণেরই সংজ্ঞা; অস্মদাদির সংজ্ঞা যেমন পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি বলিয়া কথিত হয়। অস্মদাদির দেহ যেমন যথাকালে বিনষ্ট হয়, ব্রহ্মাদি মশকান্ত সকল প্রাণীর দেহই তদ্রূপ যথাকালে বিনষ্ট হয়। এই দেহসম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে, কোথাও কিছুমাত্র অধিক পাওয়া যায় না আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই সর্ব্বপ্রাণীতে যাহা সমান, তাহাই এই দেহে। আপনার আপনার অনুরূপ আহার পাইলে সকল প্রাণীই একরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হয়, কাহারও ন্যূন, কাহারও অধিক প্রীতি হয় না। আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে যেমন আনন্দে পানীয় পান করিয়া তৃষ্ণাহীন হই, অন্যেও তদ্রূপ হয়। অল্প বা অধিক কোনরূপই পার্থক্য নাই। রূপলাবণ্যবতী সহস্র সহস্র রমণী থাকুক, কিন্তু মৈথুনসময়ে এক রমণীই প্রয়োজনীয়। শতাধিক অশ্ব, বহুতর হস্তী থাকুক, কিন্তু আরোহণসময়ে একটিই আপনার উপযোগী, দ্বিতীয় নহে। পর্য্যঙ্কশায়িগণের নিদ্রায় যে প্রকার সুখ লাভ হয়, ইহজগতে ভূমিশায়ী ব্যক্তিগণের নিদ্রাতেও সেই প্রকার সুখ। অস্মদাদি শরীরিগণের মৃত্যু ভয় যেরূপ, ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্রকীট পর্য্যন্ত সকলেরই মৃত্যুভয় তদ্রূপ। সকল প্রাণীই তুল্য, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া ইহা স্থির করিলে কোন প্রণীকেই কেহ কোথাও মারিতে পারে না। জীবে দয়ার তুল্য ধর্ম্ম জগন্মণ্ডলে কোথাও নাই; অতএব মানবগণ সর্ব্ব প্রকার প্রযত্নে জীবে দয়া করিবে। একটী জীব রক্ষা করিলে ত্রৈলোক্যরক্ষার ফল হয়; সেইরূপ একটীমাত্র প্রাণীকে বধ করিলে ত্রৈলোক্যবধের পাপ হয়। অতএব প্রাণিরক্ষাই করিবে, প্রাণিবধ করিবে না। পূর্ব্বপণ্ডিতেরা এইরূপ প্রসঙ্গে প্রাণীর অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। অতএব নরকভীরু মানবেরা হিংসা

নরকং গচ্ছেৎ স্বর্গং গচ্ছেদহিংসকঃ ॥ ৯৮ ॥ সন্তি দানান্যনেকানি কিং তৈস্তুচ্ছফলপ্রদৈঃ। অভীতি-দানসদৃশং পরমেকমপীহ ন ॥ ৯৯ ॥ ইহ চত্বারি দানানি প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ। বিচার্য্য নানা-শাস্ত্রাণি শর্ম্মণেহত্র পরত্র চ ॥ ১০০ ॥ ভীতেভ্যশ্চা-ভয়ং দেয়ং ব্যাধিতেভ্যস্তথৌষধম্। দেয়া বিদ্যা-র্থিনাং বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে ॥ ১০১ ॥ অবি-চিন্ত্যপ্রভাবং হি মণিমন্ত্রৌষধীবলম্। তদভ্যস্তং প্রযত্নেন নানার্থোপার্জ্জনায় বৈ ॥ ১০২ ॥ অর্থানু-পার্জ্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ। পরিতঃ পরি-পূজ্যানি কিমন্যৈস্তৈরিহ পূজিতৈঃ ॥ ১০৩ ॥ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যেব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। মনোবুদ্ধি-রিহ প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং শুভম্ ॥ ১০৪ ॥ ইহৈব স্বর্গনরকৌ প্রাণিনাং নান্যতঃ ক্বচিৎ। সুখং স্বর্গঃ সমাখ্যাতো দুঃখং নরক এব হি ॥ ১০৫ ॥ সুখেষু ভুজ্যমানেষু যৎ স্যাদ্দেহবিসর্জ্জনম্। অয়মেব পরো মোক্ষো ন মোক্ষোহন্যঃ ক্বচিৎপুনঃ ॥ ১০৬ ॥ বাসনা-সহিতক্লেশসমুচ্ছেদে সতি ধ্রুবম্। বিজ্ঞানো-পরমো মোক্ষো বিজ্ঞেয়স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥ ১০৭ ॥ প্রামাণিকী শ্রুতিরিয়ং প্রোচ্যতে বেদবাদিভিঃ। ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নান্যা হিংসাপ্রবর্ত্তিকা ॥ ১১৮ ॥ অগ্নীষোমীয়মিতি যা ভ্রামিকা সাসতামিহ। ন সা প্রমাণং জ্ঞাতৃণাং পশ্বালম্ভনকারিকা ॥ ১১৯ ॥ বৃক্ষাং-শ্ছিত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্। দগ্ধা বহ্নৌ তিলাজ্যাদি চিত্রং স্বর্গোহভিলষ্যতে ॥ ১১০ ॥ ইত্যেবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসাং পুণ্যকীর্ত্তৌ প্রকুর্ব্বতি। পারম্পর্য্যেণ তচ্ছ্রুত্বা পৌরা যাত্রাং প্রচক্রিরে ॥ ১১১ ॥ পরিব্রাজিকয়াপ্যেবং সমাকৃষ্টাঃ পুরাঙ্গনাঃ। তয়া বিজ্ঞানকৌমুদ্যা সর্ব্ববিদ্যাবিদগ্ধয়া ॥ ১১২ ॥ তত-স্তাসাং পুরস্তাৎ সা বৌদ্ধধর্ম্মানবীবদৎ। দৃষ্টার্থ-প্রত্যয়করান্ দেহসৌখ্যৈকসাধনান্ ॥ ১১৩ ॥ বিজ্ঞানকৌমুদ্যুবাচ। আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং শ্রুত্যৈবং যন্নিগদ্যতে। তত্তথৈবেহ মন্তব্যং মিথ্যা নানাত্বকল্পনা ॥ ১১৪ ॥ যাবৎস্বস্থমিদং বর্ষ্ম যাবন্নেন্দ্রিয়বিক্লবঃ। যাবজ্জরা চ দূরেহস্তি তাবৎ সৌখ্যং প্রসাধয়েৎ ॥ ১১৫ ॥ অস্বাস্থ্যেন্দ্রিয়বৈকল্যে

করিবে না; সচরাচর ত্রৈলোক্যে হিংসার তুল্য পাপ নাই। হিংসক নরকে যায় এবং অহিংসক স্বর্গে গমন করে। অনেক প্রকার দানধর্ম্ম আছে, তুচ্ছফলপ্রদ সেই সকল দানধর্ম্মে প্রয়োজন কি? পরন্তু অভয়দানের সদৃশ কোন একটী দান ইহজগতে আর নাই। নানাশাস্ত্র বিচার করিয়া পরমর্ষিগণ বলিয়াছেন, এ জগতে চারিটী মাত্র দান, ইহ-পরকালের সুখজনক। ভীত ব্যক্তিগণকে অভয়দান করিবে, পীড়িতদিগকে ঔষধ দিবে, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা দিবে, আর ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিবে। মণি, মন্ত্র এবং ঔষধির প্রভাব, চিন্তারও অগোচর; নানা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য যত্নসহকারে তৎসমস্ত শিক্ষা করিবে। বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে পূজনীয় দ্বাদশ আয়তনের পূজা করা বিধি। অন্যের পূজায় ফল কি? পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি, ইহাই জগতে শুভ দ্বাদশ আয়তন বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাণিগণের স্বর্গ-নরক ইহলোকেই, অন্য কোথাও নহে। সুখের নাম স্বর্গ, আর দুঃখের নাম নরক। সুখভোগ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ, ইহাই পরম মোক্ষ; অন্য [illegible] কোথাও নাই। বাসনাসহিত ক্লেশের উচ্ছেদ হইলে যে বিজ্ঞানোপরম হয়, তাহাকেই তত্ত্বচিন্তকেরা মোক্ষ বলিয়া জানিবেন। বেদবাদিগণ এই প্রামাণিক শ্রুতি কীর্ত্তন করেন। কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না; 'অগ্নীষোমীয় পশুবধ ইষ্টসাধন' এই অর্থে যে হিংসাপ্রবর্ত্তিনী শ্রুতি আছে, তাহা প্রামাণিকী নহে। তাহা সংসারে অসজ্জনগণের ভ্রমজনিকা। সেই পশুবধসূচিকা শ্রুতি অভিজ্ঞগণের পক্ষে প্রমাণ নহে। কি আশ্চর্য্য! বৃক্ষচ্ছেদন, পশুহত্যা, শোণিতকর্দ্দম এবং অগ্নিতে ঘৃততিলদাহ এই সমস্ত করিয়া কিনা লোকে স্বর্গ অভিলাষ করে। ৭৬—১১০। পুণ্যকীর্ত্তি এইরূপে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে, পৌরগণকে ধারাবাহিক তাহা শুনিতে শুনিতে 'যাত্রা' করিতে হইত। এদিকে সর্ব্ববিদ্যাবিচক্ষণা পরিব্রাজিকা বিজ্ঞানকৌমুদীও পুরনারীগণকে এইরূপে আকর্ষণ করিতে লাগি-লেন। তারপর, পরিব্রাজিকা, তাহাদিগের সমক্ষে প্রত্যক্ষফলবিশ্বাসী একমাত্র দেহসৌখ্যসাধক বৌদ্ধ ধর্ম্ম পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম, শ্রুতিতে এই যে কীর্ত্তিত আছে, তাহাই ঠিক জানিবে; নানাত্বকল্পনা মিথ্যামাত্র, যত দিন এই দেহ সুস্থ থাকে, যতদিন ইন্দ্রিয়শৈথিল্য না হয়, যত দিন জরা নিকটে না আসে, ততদিন সুখ যাহাতে হয়, তাহাই করিবে; অস্বাস্থ্য এবং

বার্দ্ধকে তু কুতঃ সুখম্। শরীরমপি দাতব্য-মর্থিভ্যোহস্তু সুখেপ্সুভিঃ॥ ১১৬॥ যাচমান-মনোবৃত্তিপ্রীণনে যস্য নো জনিঃ। তেন ভূর্ভারবত্যেষা সমুদ্রাগক্রমৈর্ন হি॥ ১১৭॥ সত্বরো গত্বরো দেহঃ সঞ্চয়াঃ সপরিক্ষয়াঃ। ইতি বিজ্ঞায় বিজ্ঞাতা দেহে সৌখ্যং প্রসাধয়েৎ॥ ১১৮॥ শ্ববায়সক্রমীণাঞ্চ প্রান্তে ভোজ্যমিদং বপুঃ। ভস্মান্তং তচ্ছরীরঞ্চ বেদে সত্যং প্রপদ্যতে॥১১৯॥ মুধা জাতিবিকল্পোহয়ং লোকেষু পরিকল্প্যতে। মানুষ্যে সতি সামান্যে কোহধমঃ কোহথ চোত্তমঃ॥ ১২০॥ ব্রহ্মাদিসৃষ্টিরেষেতি প্রোচ্যতে বৃদ্ধপূরুষৈঃ। তস্য স্রষ্টুঃ সুতৌ দক্ষমরীচী চেতি বিশ্রুতৌ॥ ১২১॥ মারীচিনা কশ্যপেন দক্ষকন্যাঃ সুলোচনাঃ। ধর্ম্মেণ কিল মার্গেণ পরিণীতাস্ত্রয়োদশ॥ ১২২॥ অপীদানী-ন্তনৈর্মর্ত্ত্যৈরল্পবুদ্ধিপরাক্রমৈঃ। অয়ং গম্যস্ত্ব-গম্যোহয়ং বিচারঃ ক্রিয়তে মুধা॥ ১২৩॥ মুখবাহূরুপজ্জাতং চাতুর্বর্ণ্যমিহোদিতম্। কল্পনেয়ং কৃতা পূর্ব্বৈর্ন ঘটেত বিচারতঃ॥ ১২৪॥ একস্মাঞ্চ তনো জাতা একস্মাদ্ যদি বা ক্বচিৎ। চত্বারস্তনয়াস্তৎ কিং ভিন্নবর্ণত্বমাপুয়ুঃ॥ ১২৫॥ বর্ণাবর্ণবিবেকোহয়ং তস্মান্ন প্রতিভাসতে। অতো ভেদো ন মন্তব্যো মানুষ্যে কেনচিৎ কচিৎ॥ ১২৬॥ বিজ্ঞানকৌমুদী-বাণীমিত্যাকর্ণ্য পুরাঙ্গনাঃ। ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণবতীং বিজহু-র্বৃতিমুত্তমাম্॥ ১২৭। অভ্যস্যাকর্ষণীং বিদ্যাং বশীকৃতমতীমপি। পুরুষাঃ সকলীচক্রুঃ পরদারেষু মোহিতাঃ॥ ১২৮॥ অন্তঃপুরচরা নার্য্যস্তথা রাজ-কুমারকাঃ। পৌরাঃ পুরাঙ্গনাশ্চাপি সর্ব্বে তাভ্যাং বিমোহিতাঃ॥ ৫২৯॥ বন্ধ্যানাঞ্চাপি বন্ধ্যাত্বং সা পরিব্রাজিকাহরৎ। তৈস্তৈশ্চ কার্য্যণোপায়ৈরসৌ ভাগ্যবতীঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৩০॥ সৌভাগ্যভাগ্যসম্পন্না ব্যধাদ্বিজ্ঞানকৌমুদী। কস্যৈচিদঞ্জনং দত্তং কস্যৈচির্চিত্তলকৌষধম্॥ ১৩১॥ বশীকরণমন্ত্রেশ্চ তথা বহ্ব্যোহপি দীক্ষিতাঃ। মন্ত্রান্ জপেয়ুঃ কাশ্চিচ্চ যন্ত্রাণ্যন্যা লিখন্তি চ॥ ১৩২॥ কাশ্চিজ্জুহুবতি কুণ্ডাগ্নৌ নানাদ্রব্যাণি নিশ্চলাঃ। এবং সর্ব্বেষু পৌরেষু নিজধর্ম্মেষু সর্ব্বথা। পরাঙ্মুখেষু জাতেষু প্রোল্লাস বৃষেতরঃ॥ ১৩৩॥ সিদ্ধয়োহকুষ্টপচ্যাদ্যা নষ্টা

ইন্দ্রিয়শৈথিল্যকর বার্দ্ধক্য অবস্থায় সুখ নাই। অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তি যাচকব্যক্তিকে শরীরও দান করিবে। যাচমান ব্যক্তির মনোবৃত্তি পরিপূর্ণ করিতে যাহার জন্ম নহে, তাহারাই ভূমণ্ডলের ভারভূত সমুদ্র পর্ব্বত বৃক্ষ ভূভার নহে। দেহ সত্বর গমনশীল; সঞ্চয়ও ক্ষয়বহির্ভূত নহে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ইহা জানিয়া শারীরিক সুখসম্পাদন করিবে। এই দেহ অন্তে কাক কুক্কুর এবং কৃমিপ্রভৃতির ভোজ্য অথবা এই শরীরের পরিণাম হইতেছে —ভস্ম। বেদের এই কথা সত্য। লোকে এই যে জাতিভেদ কল্পিত হইয়াছে, ইহা অলীক মাত্র। মনুষ্যত্ব সাধারণ ধর্ম্ম; ইহাতে আবার অধম কে? উত্তমই বা কে? বৃদ্ধপুরুষেরা বলেন, ব্রহ্মা হইতে এই সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার দক্ষ এবং মরীচি নামে দুই বিখ্যাত পুত্র। মরীচির পুত্র কশ্যপ সুনয়না ত্রয়োদশ দক্ষনন্দিনীকে ধর্ম্মপথে বিবাহ করিয়াছিলেন। অথচ অল্পবুদ্ধি অল্পবিক্রম ইদানীন্তন মানুষেরা, ইনি গম্য' 'ইনি অগম্য' এইপ্রকার ব্যর্থ বিচার করিয়া থাকে। সংসারে কথিত আছে—মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি। পুরাতন মানবেরা এইরূপ কল্পনা করিয়াছে। বিচার করিলে ইহা অসঙ্গতই বোধ হয়। যদি একব্যক্তির একদেহ হইতেই চারিপুত্র হইবে, তবে তাহারা বিভিন্নরূপ হইল কেন? অতএব এই বর্ণাবর্ণবিচার সঙ্গত নহে। সুতরাং মনুষ্যের মধ্যে কেহ কখন ভেদজ্ঞান করিবে না। পুরনারীগণ বিজ্ঞানকৌমুদীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তমা ভর্ত্তৃশুশ্রূষণবৃদ্ধি পরিত্যাগ করিল। মোহপ্রাপ্ত পুরুষেরা আকর্ষণী-বিদ্যা এবং বশীকরণ-বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরস্ত্রীতে তাহার সাফল্য সম্পাদন করিতে লাগিল। অন্তঃপুর-চারিণী রমণী, রাজকুমার পৌর এবং পুরনারী সকলকেই তাঁহারা দুইজনে মোহিত করিলেন। পরিব্রাজিকা বিজ্ঞানকৌমুদী,কর্ম্মবিশেষ দ্বারা বন্ধ্যা-দিগের বন্ধ্যাত্ব দূর করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য-শালিনী রমণীদিগকে তত্তৎ উপায় দ্বারা সৌভাগ্য-শালিনী করিতে লাগিলেন। তিনি কোন রমণীকে অঞ্জন দিলেন, কাহাকে তিলক ঔষধ প্রদান করিলেন। অনেক রমণীকে বশীকরণমন্ত্র শিক্ষা দিলেন। কতিপয় রমণী, মন্ত্রজপে নিযুক্ত হইল, অপর কেহ কেহ যন্ত্রলিখনে ব্যাপৃত রহিল, কেহ কেহ বা স্থিরভাবে, কুণ্ডস্থিত অনলে, নানাদ্রব্য হোম করিতে লাগিল। এইরূপ সকল পুরবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে নিজধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইলে, অধর্ম্ম অত্যন্ত উল্লাসযুক্ত হইল। বিনা কর্ষণে পক্ব, উৎ-

এনঃপ্রবেশনাৎ। আসীৎ কুণ্ঠিতসামর্থ্যো নৃপোঽপি সবলাত্মনাক্ ॥ ১৩৪ ॥ দূরস্থিতোঽপি বিঘ্নেশো নৃপং নির্ব্বিঘ্নমানসম্। চকার রাজ্যকরণে ঢুণ্ঢিরাজো রিপুঞ্জয়ম্ ॥১৩৫॥ অথ্রাগণদ্দিবোদাসো-ঽপ্যষ্টাদশদিনাবধিম্। কদা গন্তাপি বৈ বিপ্রো যো মাং সমুপদেক্ষ্যতি ॥ ১৩৬ ॥ ইত্থমষ্টাদশে প্রাপ্তে দিবসে দিবশেশ্বরে। প্রাপ্তে মধ্যং নভোভাগং দ্বারং প্রাপ্তো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৩৭ ॥ স এব পুণ্যকীর্ত্ত্যাখ্যো ধর্ম্মক্ষেত্রাদধোক্ষজঃ। দ্বিজবেশং সমালম্ব্য সমায়াতো নৃপান্তিকম্ ॥ ১৩৮ ॥ দ্বিজৈঃ পবিত্রৈর্বহুধা জয়জীবেতি বাদিভিঃ। সমেতঃ স ইতো বিপ্রো মূর্ত্তিমানিব পাবকঃ ॥ ১৩৯ ॥ বিলোক্য তং সমায়ান্তং দূরাদুৎকণ্ঠিতো নৃপঃ। মেনে ভবেদ্গুরুরয়ং যুক্তো মদুপদেশনে ॥ ১৪০ ॥ অভিগম্য চ তং রাজা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ। গৃহীতস্বস্তিবচনো নিনায়ান্তঃপুরং দ্বিজম্ ॥ ১৪১ ॥ মধুপর্কেণ বিধিনা তং সম্পূজ্য জনাধিপঃ। ব্যপেতাধ্বশ্রমং স্বস্থং প্রোল্লসন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ১৪২ ॥ নিবেদ্য খাদ্যবস্তূনি কৃতকৃত্যক্রিয়াবিধিম্। পরিতৃপ্তং সুখাসীনং পপ্রচ্ছ ব্রাহ্মণং নৃপঃ ॥ ১৪৩ ॥ রাজোবাচ। খিন্নোঽস্মি বিপ্রবর্য্যাহং রাজ্যভারং সমুদ্বহন্। খেদো নাস্ত্যেব হি পরং বৈরাগ্যমিব জায়তে ॥১৪৪॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং মে নির্বৃতির্ভবেৎ। পক্ষদ্বয়েব যাতেতি মম চিন্তয়তো দ্বিজ ॥১৪৫॥ অসীমসুখসন্তানং ভুক্তং রাজ্যং ময়া দ্বিজ। পরিক্ষীণবিপক্ষঞ্চ ত্র্যক্ষৈশ্বর্য্যমিব স্ফুটম্ ॥ ১৪৬ ॥ স্বসামর্থ্যাদহং জাতঃ পর্জ্জন্যাগ্ন্যনিলাত্মকঃ। প্রজাশ্চ পালিতাঃ সম্যক্ পুত্রা ইব নিজৌরসাঃ ॥ ১৪৭ ॥ তর্পিতাশ্চাপি ভূদেবা বসুভিশ্চ দিনে দিনে। একমেবাপরাদ্ধঞ্চ ময়া রাজ্যং প্রশাসতা ॥ ১৪৮ ॥ দেবাস্তৃণীকৃতাঃ সর্ব্বে স্বতপোবলদর্পিতাঃ। তচ্চ প্রজোপকারার্থং ন স্বার্থং ভবতা শপে ॥১৪৯॥ অধুনা গুরুরেধি ত্বং মম ভাগ্যোদয়াগতঃ। রাজ্যন্তু প্রকরোম্যেবং ত্যক্ত্বান্তকসাধ্বসম্ ॥ ১৫০ ॥ অকালকালকলনং মম রাজ্যে ন কুত্রচিৎ। জরাব্যাধিদরিদ্রেভ্যো মম রাজ্যেঽপি নো ভয়ম্ ॥১৫১॥ কোঽপি ধর্ম্মেতরাং বৃত্তিং ন শ্রয়েন্ময়ি শাসতি।

পক্তি প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধি ছিল, পাপের প্রবেশে তৎসমস্ত নষ্ট হইল; রাজা দিবোদাসেরও সামর্থ্য অল্পে অল্পে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বিঘ্নেশ্বর ঢুণ্ঢিরাজ, দূরে থাকিয়াও রিপুঞ্জয় রাজাকে, রাজ্যপালনে নির্ব্বিঘ্নচিত্ত করিলেন। দিবোদাস, নির্দ্দিষ্ট সীমা অষ্টাদশদিন গণনা করত ভাবিতে লাগিলেন, সেই ব্রাহ্মণ কবে আসিবেন, কবে আমাকে উপদেশ দিবেন?—এইরূপ সপ্তদশদিন অতীত, অষ্টাদশদিন উপস্থিত; দিবাকর মধ্যগগনে আরূঢ় হইলে এক দ্বিজোত্তম দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পুণ্যকীর্ত্তি নামধারী সেই বিষ্ণুই দ্বিজবেশ অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে রাজসমীপে আসিয়াছিলেন। "জয়" "জীব" ইত্যাদি কথনশীল বহুতর পবিত্র দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সেই ব্রাহ্মণ, মূর্ত্তিমান অনলের ন্যায় তথায় সমাগত হইলেন। উৎকণ্ঠাযুক্ত রাজা, দূর হইতে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া মনে করিলেন, এই ব্রাহ্মণই আমায় উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত গুরু হইবেন। তখন, রাজা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া এবং পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া, আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক, দ্বিজকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। জনাধিপ দিবোদাস মধুপর্ক বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর, অপগতপথিশ্রম, উল্লসিতমুখকমল, আহ্নিকক্রিয়াকলাপ সেই ব্রাহ্মণকে খাদ্য বস্তু নিবেদন করিয়া, পরিশেষে ভোজনপরিতৃপ্ত সুখাসীন সেই দ্বিজকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রবর্য্য! আমি রাজ্যভার বহন করত খিন্ন হইয়াছি; প্রকৃত খেদও নহে; পরন্তু যেন বৈরাগ্য জন্মিতেছে। হে দ্বিজ! আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার নির্ব্বৃতি হইবে কিরূপে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার দুইপক্ষ অতীত গিয়াছে। হে দ্বিজ! মহাদেবের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় সুব্যক্ত অসীম সুখসমূহসম্পাদক নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ আমি করিয়াছি। আমি আত্মসামর্থ্যে মেঘ, অগ্নি এবং বায়ুস্বরূপী হইয়াছি। আর আমি প্রজাগণকে ঔরসপুত্রের ন্যায় সম্যক্ প্রকারে পালন করিয়াছি, ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন আমি প্রতিদিন করিয়াছি। আমি রাজ্যশাসন করিবার সময়ে একটিমাত্র অপরাধ করিয়াছি, আমি স্বীয় তপোবল-দর্পে দেবগণকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছি। আপনার দিব্য করিতেছি, তাহাও কিন্তু প্রজাগণের উপকারের জন্য, স্বার্থের জন্য নহে।১১১-১৪৯। অধুনা আমার ভাগ্যোদয়ে আপনি আসিয়াছেন, আমার গুরু হউন। আমি এইরূপ রাজ্য করিতেছি, আমার রাজ্যে যমভয় নাই, কোথাও অকালমৃত্যু নাই, জরা ব্যাধি নাই এবং দারিদ্র্য হইতে আমার রাজ্যে ভয় নাই। আমার

ধর্ম্মোদয়া জনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সন্তি সুখোদয়াঃ ॥১৫২॥ সদ্বিদ্যাব্যসনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সন্মার্গচক্ষুরাঃ। অথবা যদি কল্পান্ত তিষ্ঠেদায়ুস্ততোহপি কিম্ ॥ ১৫৩ ॥ সর্ব্বে ভোগ্যাস্তথা ভান্তি যথা চর্ব্বিতচর্ব্বণম্। কিং পিষ্টপেষণেনাত্র রাজ্যেন দ্বিজপুঙ্গব ॥ ১৫৪ ॥ কিমপ্যুপদিশ প্রাজ্ঞ গর্ভবাসোপশান্তয়ে। অথবা ত্বাং প্রপন্নস্য মম কিং চিন্তনৈরিমৈঃ ॥ ১৫৫ ॥ যদেব কথয়স্যদ্য তৎকরিষ্যাম্যসংশয়ম্। ত্বদ্বিলোকনমাত্রেণ সর্ব্ব এব মনোরথাঃ ॥ ১৫৬ ॥ অন্যেষামপি জায়ন্তে জাতপ্রায়া মমৈব তু। জানে দেব বিরোধেন কে কে ন প্রলয়ং গতাঃ ॥ ১৫৭ ॥ অবন্তোহপি প্রজাঃ স্বীয়া নিত্যধর্ম্মমনুব্রতাঃ। পুরা তে ত্রিপুরাঃ শূরাঃ শিবভক্তিপরা অপি ॥ ১৫৮ ॥ ধরাময়ং রথং কৃত্বা ধনুঃ কৃত্বা হিমাচলম্। বেদাংশ্চ বাজিনঃ কৃত্বা গুণং কৃত্বা চ বাসুকিম্ ॥ ১৫৯ ॥ বিরিঞ্চিং সারথিং কৃত্বা কৃত্বা বিষ্ণুং চ পত্রিণম্। রথচক্রে পুষ্পবন্তৌ প্রতোদং প্রণবাত্মকম্ ॥১৬০ ॥ তারাগ্রহময়ান্ কীলান্ বরূথং গগনাত্মকম্। ধ্বজদণ্ডং সুমেরুঞ্চ প্রাংশু-কল্পতরুং ধ্বজম্ ॥ ১৬১ ॥ যোক্ত্রাণি চক্ষুঃশ্রবস-শ্ছন্দাংস্যঙ্গানি রক্ষকান্। ভল্লং কালাগ্নিরুদ্রাখ্যং পুঙ্খীকৃত্য প্রভঞ্জনম্ ॥ ১৬২ ॥ হরেণৈকেষুপাতেন লীলয়া ভস্মসাৎকৃতাঃ। বলির্যজ্ঞকৃতাং শ্রেষ্ঠঃ কৃত্বা কপটখর্ব্বতাম্ ॥ ১৬৩ ॥ পাতালং গমিতঃ পূর্ব্বং হরিণা বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ। বৃত্রবানপি বৈ বৃত্রঃ সুবৃত্রো বিনিসূদিতঃ ॥ ১৬৪ ॥ দধীচিরপি বিপ্রেন্দ্রো দেবৈরস্থিকৃতে হতঃ। পূর্ব্ববৈরমনুস্মৃত্য জয়ার্থং যুধ্যতো হরেঃ। কুশাস্ত্রৈর্বিজিতস্যাজৌ তেনৈব চ দধীচিনা ॥ ১৬৫ ॥ শিবভক্তস্য বাণস্য দোঃসহস্রং পুরা হরিঃ। চিচ্ছেদ সংখ্যে কিং তেনাপরাদ্ধং সাধুবর্ত্তিনা ॥ ১৬৬ ॥ তস্মাদ্বিরোধো ভদ্রায় ন ভবেদ্দৈবতৈঃ সহ। দেবেভ্যো মত্তয়ং নাস্তি সৎপথীনস্য বৈ মনাক্ ॥ ১৬৭ ॥ যজ্ঞৈর্দেবত্বমাপন্না গীর্ব্বাণা বাসবাদয়ঃ। যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ তেভ্যোঽপ্যাধিক্যমস্তি মে ॥ ১৬৮ ॥ অস্তু ন্যূনত্বমাধিক্যং কিমনেনাধুনা মম। ইন্দ্রিয়োপরমঃ প্রাপ্তঃ সুখদস্তব দর্শনাৎ ॥ ১৬৯ ॥ ইদানীং দিশ মে তাত কর্ম্ম-নির্ম্মূলনক্ষমম্। উপায়ং ত্বমুপায়জ্ঞ যেন নির্বৃত্তি-

শাসনকালে, কেহই অধর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করে নাই, সকল লোকেই ধর্ম্মোন্নত, সকলেই সুখোন্নত, সকলেই সৎবিদ্যাচর্চ্চায় অনুরক্ত, সকলেই সৎপথ-চারী। অথবা আমার আয়ু যদি কল্পান্তপর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলেও বা ফল কি! সকল ভোগ্য ভোগেই চর্ব্বিতচর্ব্বণবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। হে দ্বিজপুঙ্গব! এই পিষ্টপেষণ তুল্য রাজ্যভোগে ফল কি? হে প্রাজ্ঞ! গর্ভবাস যাহাতে আর না হয়, এমন কিছু একটা উপদেশ করুন। অথবা আমি আপনার আশ্রিত হইয়াছি; আমার এ সব চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি যাহা বলিবেন, আমি নিঃসন্দেহ অদ্যই তাহা করিব। আপনার দর্শন-মাত্রেই আমার সকল মনোরথ সিদ্ধপ্রায় হই-য়াছে, অপরেরও সিদ্ধ হয়। আমি জানি, দেবতার সহিত বিরোধ করিয়া কত লোক না পর্য্যুদস্ত হই-য়াছে। পূর্ব্বকালে নিজ প্রজাপালক, স্বধর্ম্মানুরক্ত, বীর ত্রিপুরবাসী অসুরেরা শিবভক্তিপরায়ণ হইলেও শিব অবলীলাক্রমে এক বাণপাতে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। তখন শিব, পৃথিবীকে রথ, চতুর্ব্বেদকে চারি অশ্ব, চন্দ্র-সূর্য্যকে রথচক্রদ্বয়, প্রণবকে প্রতোদ (চাবুক), তারাগ্রহসমূহকে রথ-শঙ্কু, আকাশকে রথগুপ্তি, সুমেরুকে ধ্বজদণ্ড, উচ্চ কল্পবৃক্ষকে ধ্বজ, প্রধান প্রধান সর্পকে যোক্ত্র, বেদাঙ্গ ছন্দঃসকলকে রক্ষক, ব্রহ্মাকে সারথি, হিমালয়কে ধনু, বাসুকিকে ধনুর্জ্যা, কালাগ্নিরুদ্রকে ভল্ল, বিষ্ণুকে বাণ এবং বায়ুকে শরপুঙ্খ করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে হরি, কপট-বামনতা অবলম্বনপুরঃ-সর ত্রিবিক্রম দ্বারা যজ্ঞকৃৎপ্রবর বলিকে পাতাল-প্রবিষ্ট করেন। বৃত্র সচ্চরিত্র হইলেও ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। বিষ্ণু জয়ার্থী হইয়া দধীচির সহিত যুদ্ধ করত, দধীচির নিকট কুশাস্ত্র দ্বারা রণস্থলে পরাজিত হন; সেই পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া দেবগণ, অস্থির জন্য দধীচিকে বিনষ্ট করেন। পূর্ব্বে শিবভক্ত বাণরাজার সহস্র বাহু যুদ্ধস্থলে ছেদন করেন, কিন্তু সেই সচ্চরিত্র বাণের অপরাধ কি ছিল? অতএব দেবগণের সহিত বিরোধ মঙ্গলকর নহে। তবে আমি সৎপথে আছি, দেবগণের নিকট হইতে আমার অল্পমাত্রও ভয় নাই। ১৫০—১৬৭। ইন্দ্রাদি দেবগণ, যজ্ঞপ্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা দ্বারা দেবগণাপেক্ষা আমার আধিক্য আছে। আমার তাহাতে ন্যূনত্বই থাক বা আধিক্যই থাকু, এখন তাহাতে আমার কি? আপনার দর্শনে এখন আমি সুখদায়ক ইন্দ্রিয়শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। হে তাত! হে উপায়জ্ঞ! যাহাতে আমি নির্বৃত্তি প্রাপ্ত হই,

মাপ্নুয়াম্ ॥ ১৭০ ॥ স্কন্দ উবাচ। গণেশাবেশবশতো রাজেতি যদুদীরিতম্। তদাকর্ণ্য হৃষীকেশঃ প্রাহ ব্রাহ্মণবেষভৃৎ ॥ ১৭১ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ নৃপচূড়ামণেঽনঘ। ময়া যদুপদেষ্টব্যং তত্ত্বয়ৈব নিরূপিতম্ ॥ ১৭২ ॥ ত্বমাদাবেব নির্বৃতঃ পয়ঃ মে মানদো হ্যসি। ক্ষালিতেন্দ্রিয়পঙ্কশ্চ সুতপঃস্বচ্ছবারিভিঃ ॥ ১৭৩ ॥ যদুক্তং ভবতা ভূপ তৎসর্ব্বং তথ্যমেব হি। তব শক্তিঞ্চ জানামি বিরক্তিঞ্চ মহামতে ॥ ১৭৪ ॥ ন ভবৎসদৃশো রাজা ভুবি ভূতো ভবিষ্যতি। রাজ্যং ভোক্তুং ত্বমাজানি যুক্তং যত্তু মুমুক্ষসি ॥ ১৭৫ ॥ বিরোধেঽপি হি দেবানাং ত্বয়া নাপকৃতং ক্বচিৎ। ধর্ম্মেতরপ্রবেশশ্চ তব রাষ্ট্রেঽপি নোঽভবৎ ॥ ১৭৬ ॥ প্রবর্ত্তিতাভির্ভবতা প্রজাভির্যদনুষ্ঠিতম্। ধর্ম্মে ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মজ্ঞ তেন তৃপ্তা দিবৌকসঃ ॥ ১৭৭ ॥ এক এব হি তে দোষো হৃদি মে প্রতিভাসতে। কাশ্যা বিশ্বেশ্বরো দূরং যৎ কৃতো ভবতা কিল ॥১৭৮॥ মহান্তমপরাধং তে জানে ভূজানিসত্তম। ইমং তৎপাপশান্ত্যৈ চ বচ্মু্যপায়ং মহত্তরম্ ॥ ১৭৯ ॥ সংখ্যাস্তি যাবতী দেহে দেহিনো রোমসম্ভবা। তাবন্তোঽপ্যপরাধা বৈ যান্তি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠয়া ॥১৮০॥ একং প্রতিষ্ঠিতং যেন লিঙ্গমত্রেশভক্তিতঃ। তেনাত্মনা সমং বিশ্বং জগদেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৮১॥ রত্নাকরে রত্নসংখ্যা সংখ্যাবিদ্ভিরপীষ্যতে। লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাপুণ্যস্য ন তু সংখ্যেতি লিখ্যতে ॥৮২॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুরু লিঙ্গপ্রতিষ্ঠিতম্। তয়া লিঙ্গপ্রতিষ্ঠিত্যা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ১৮৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণো দধ্যৌ ক্ষণং নিশ্চলমানসঃ। উবাচ চ প্রহৃষ্টাস্যো রাজানং পাণিনা স্পৃশন্ ॥ ১৮৪ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। অন্যচ্চ কিঞ্চিৎ পশ্যামি ভূপাল জ্ঞানচক্ষুষা। শুশ্রূষাবহিতো ভূত্বা তদপি প্রাজ্ঞসত্তম ॥ ১৮৫ ॥ ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি মান্যোঽসি মহতামপি। জপ্যঞ্চ তবনামেহ প্রাতঃ শুভফলেপ্সুনা ॥ ১৮৬ ॥ দিবোদাস ত্বদভ্যাশাদপি ধন্যতরা বয়ম্। তেঽপি ধন্যতরা মর্ত্ত্যে যে ত্বদাখ্যাং প্রচক্ষতে ॥ ১৮৭ ॥ স্মায়ং স্মায়ং জগৌ বিপ্রো

কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষম সেই উপায় আমাকে এখন উপদেশ করুন। স্কন্দ বলিলেন, গণেশের আবেশক্রমে রাজা যাহা বলিলেন, ব্রাহ্মণবেশধারী হৃষীকেশ, তাহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! নিষ্পাপ! নৃপচূড়ামণে! আমি যাহা উপদেশ করিব, তাহা তুমি আপনিই নিরূপণ করিয়াছ। তুমি প্রথম হইতেই নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াই আছ; পরন্তু এক্ষণে আমার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া আমার মানবৃদ্ধি করিতেছ। তুমি শোভন তপস্যারূপ স্বচ্ছসলিলে ইন্দ্রিয়পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়াছ। হে রাজন্! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই সত্য। হে মহামতে! তোমার শক্তি এবং বৈরাগ্য আমি অবগত আছি। তোমার সদৃশ রাজা ভূতলে হয় নাই, হইবে না। কি প্রকারে রাজ্যভোগ করিতে হয়, তাহা তুমি জানিয়াছ; এক্ষণে যে মুক্তি ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অতি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দেবগণের সহিত বিরোধ থাকিলেও তুমি কাহারও অপকার কর নাই। তোমার রাজ্যেও অধর্ম্মপ্রবেশ হয় নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমা কর্ত্তৃক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত প্রজাগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছে, দেবগণ তাহাতে পরিতৃপ্ত। তুমি কাশী হইতে বিশ্বেশ্বরকে যে দূর করিয়াছ, উহাই একমাত্র তোমার দোষ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। হে রাজসত্তম! ইহাই তোমার মহাপরাধ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই পাপশান্তির জন্য আমি মহত্তর এই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি। মানুষের দেহে যত রোম, যদি তাবৎসংখ্যক পাপ থাকে ত, তাহাও একমাত্র শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় দূর হয়। যে ব্যক্তি শিবের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সে আত্মার সহিত জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সংখ্যাবেত্তৃগণ, বরং সমুদ্রের রত্ন সংখ্যা করিতে পারেন, তবু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপুণ্যের সংখ্যা করিতে পারেন না। অতএব সর্ব্বতোভাবে সযত্নে লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা কর। সেই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা কৃতার্থ হইবে। ১৬৮—১৮৩। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্থিরচিত্তে ক্ষণকাল ধ্যান করিলেন। অনন্তর করতল দ্বারা রাজাকে স্পর্শ করত হৃষ্টমুখে বলিলেন,—হে প্রাজ্ঞসত্তম! ভূপাল! জ্ঞাননেত্র দ্বারা আরও কিছু দেখিতেছি, অবধান সহকারে তাহাও শ্রবণ কর। তুমি ধন্য হইয়াছ, কৃতার্থ হইয়াছ, মহান্ ব্যক্তিগণেরও মান্য হইয়াছ; শুভফলার্থিগণ, প্রাতঃকালে তোমার নাম জপ করিবে। হে দিবোদাস! আমরা তোমার সামীপ্য লাভ করিয়া ধন্যতর হইলাম। যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করে, সেই মানবেরাও ধন্যতর। ব্রাহ্মণ বারংবার ঈষৎ হাস্য করত, সহর্ষে রোমাঞ্চিত-

মৌলিমান্দোলয়ন্ মুহুঃ। হৃদ্যেব বহুশো দৃষ্টঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ॥ ১৮৮॥ অহো ভাগ্যোদয়শ্চাস্য অহো নৈর্ম্মল্যমস্য বৈ। যদেনমনিশং ধ্যায়েদ্ধ্যেয়ো বিশ্বেশ্বরোঽখিলৈঃ॥ ১৮৯॥ অহো উদর্ক এতস্য ন কৈশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে। অস্মাকমপি যদ্দূরমদবীয়স্তদস্য যৎ॥ ১৯০॥ হৃদ্যালোচ্যেতি বিপ্রোঽথ বর্ণয়িত্বা ক্ষিতীশ্বরম্। আবিশ্চকার তৎ সর্ব্বং যৎ সমাধাবলোকয়ৎ॥ ১৯১॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। রাজংস্তবাদ্য ফলিতো মনোরথমহাদ্রুমঃ। অনেনৈব শরীরেণ ত্বং গন্তাসি পরং পদম্॥ ৯২॥ যথা বিশ্বেশ্বরো নিত্যং ত্বামেব হৃদি শীলয়েৎ। তথাস্মদাদীনপি ন দ্বিজাংস্তৎপাদলোচনান্॥ ১৯৩॥ কৃতলিঙ্গপ্রতিষ্ঠং ত্বাং সপ্তমে হ্যদ্য বাসরাৎ। দিব্যং বিমানমাগত্য নেতুমেষ্যন্তি শাম্ভবম্॥ ১৯৪॥ রাজংস্ত্বং বেৎসি কস্যায়ং বিপাকঃ সুকৃতস্য তে। বারাণস্যাঃ পুরঃ সম্যক্ সেবনাদিত্যবৈম্যহম্॥১৯৫॥ একমপ্যত্র যঃ পায়াদ্বারাণস্যাং স্থিতং জনম্। তস্যাপ্যেবং বিপাকোঽস্তি দেহান্তে রাজসত্তম॥১৯৬॥ ইতি শ্রুত্বা স রাজর্ষির্দিবোদাসঃ প্রতাপবান্। ব্রাহ্মণায় সশিষ্যায় প্রাদাৎ প্রীতোঽভিবাঞ্ছিতম্॥১৯৭॥ অথ সম্প্রীণিতং বিপ্রং প্রণম্য চ মুহুর্মুহুঃ। প্রোবাচ রাজা সংহৃষ্টস্তারিতোঽস্মি ভবার্ণবাৎ॥ ১৯৮॥ ব্রাহ্মণোঽপি প্রহৃষ্টাত্মা পরিপূর্ণমনোরথঃ। সমাপৃচ্ছ্য মহীনাথং স্বেষ্টং দেশং জগাম হ॥ ১৯৯॥ বিলোক্য কাশীং পরিতো মায়াদ্বিজবপুর্হরিঃ। ভূয়ো ভূয়ো বিচার্য্যাপি কিমত্রাতীব পাবনম্॥ ২০০॥ স্থানং যচ্চাহমধ্যাস্য নিজভক্তানশেষতঃ। নেষ্যামি পরমং ধাম বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ॥ ২০১॥ সম্প্রধার্য্যেতি ভগবান্ দৃষ্ট্বা পাঞ্চনদং হ্রদম্। তত্র কৃত্বা বিধিস্নানং ততস্তত্রৈব সংস্থিতা॥ ২০২॥ প্রতীক্ষমাণো লক্ষ্মীশো মণ্ডক্ত্র্যম্বকসমাগমম্। তার্ক্ষ্যং প্রস্থাপয়াঞ্চক্রে রাজবৃত্তান্তবেদিনম্॥ ২০৩॥ দিবোদাসোঽপি রাজেন্দ্রো বিপ্রেন্দ্রং পরিবর্ণয়ন্। আহূয় প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ সামাত্যান্মণ্ডলেশ্বরান্॥ ২০৪॥ অধ্যক্ষানপি সর্ব্বাংশ্চ কোশাশ্বেভাদিদেশিতান্। পুত্রান্ পঞ্চশতং প্রাগ্র্যং সুতঞ্চ সমরঞ্জয়ম্॥ ২০৫॥ পুরোহিতং প্রতীহারমৃত্বিজো গণকান্ দ্বিজান্। সামন্তান্ রাজপুত্রাংশ্চ

শরীরে বারংবার মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে মনে মনে অনেক কথা বলিলেন,—ওঃ! এই রাজার কি ভাগ্য! এই রাজার কি নির্ম্মলতা! নিখিল জনগণের ধ্যেয় বিশ্বেশ্বর কিনা ইহাঁর বিষয় ভাবিয়া থাকেন। এ রাজার কি আশ্চর্য্য পরিণাম! এরূপ পরিণাম কাহারও হয় না; যে ফল আমাদের দূরবর্ত্তী, এ রাজার কিনা তাহাও অদূরতর। ব্রাহ্মণ হৃদয়ে এই সব আলোচনা করিয়া, রাজাকে বর্ণনা করিয়া, সমাধিদৃষ্ট সকল বিষয়ই প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার মনোরথমহাবৃক্ষ আজ ফলবান্ হইয়াছে। তুমি এই শরীরেই পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বেশ্বর তোমার বিষয় যেমন সর্ব্বদাই মনে করেন, তাঁহার চরণসেবক অস্মদাদি বিপ্রগণকে সেরূপ মনে রাখেন না। তুমি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া তোমাকে লইতে শিবকিঙ্করেরা আসিবেন। রাজন্! ইহা তোমার কোন্ পুণ্যের ফল, তাহা কি তুমি জান? সম্যক্‌প্রকারে বারাণসীনগরীসেবারই এই ফল, ইহা আমি জানি। যে ব্যক্তি কাশীস্থিত এক জনেরও পালক হয়, হে রাজসত্তম! দেহান্তে তাহারও [illegible] দুঃখভোগ হইয়া থাকে। প্রতাপবান্ রাজর্ষি দিবোদাস, ইহা শুনিয়া সশিষ্য ব্রাহ্মণকে প্রীতিসহকারে অভিলষিত বস্তু দান করিলেন। অনন্তর প্রীণিত ব্রাহ্মণকে মুহুর্মুহু প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে রাজা বলিতে লাগিলেন, আমাকে আপনি ভবসমুদ্র হইতে পার করিলেন। পরিপূর্ণমনোরথ, হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণও মহীপতির নিকট বিদায় লইয়া আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। মায়াক্রমে ব্রাহ্মণশরীরধারী হরি, কাশীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত, পুনঃপুনঃ বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি যেস্থানে থাকিয়া নিজ ভক্তবৃন্দকে, বিশ্বেশ্বরের পরমানুগ্রহে নিঃশেষে পরমস্থানে লইয়া যাইব, তাদৃশ অতীব পাবনস্থান কোন্‌টী?" ভগবান্ শ্রীপতি ইহা মনে করিয়া পাঞ্চনদ হ্রদ অবলোকনপূর্ব্বক তথায় বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া শীঘ্র ত্র্যম্বকসমাগমপ্রতীক্ষায় সেই স্থানেই রহিলেন। তাম্পর রাজবৃত্তান্তাভিজ্ঞ গরুড়কে শিবসমীপে পাঠাইলেন।১৮৪—২০৩। রাজেন্দ্র দিবোদাসও বিপ্রশ্রেষ্ঠের গুণবর্ণনা করত সকল প্রকৃতিপুঞ্জ, অমাত্যবৃন্দ, মণ্ডলেশ্বরসমূহ, কোষ, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতির সমগ্র অধ্যক্ষ, পঞ্চশত পুত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র সমরঞ্জয়, পুরোহিত, প্রতীহারী, ঋত্বিক্‌গণ, গণকসমূহ, দ্বিজ-

সূপকারাংশ্চিকিৎসকান্‌॥ ২০৬ ॥ বৈদেশিকানপি বহুনানাকার্য্যসমাগতান্‌। সান্তঃপুরাঞ্চ মহিষীং বৃদ্ধ-গোপালবালকান্‌॥ ২০৭॥ সর্ব্বান্‌ প্রোবাচ হৃষ্টাত্মা প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ। যথা স ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দিনসপ্তাবধি-স্থিতিম্‌॥ ২০৮॥ আশ্চর্য্যং তেষু শৃণ্বৎসু বিষণ্ণবদনেষু চ। স্বয়ং রাজগৃহং নীত্বা কুমারং সমরঞ্জয়ম্‌॥ ২০৯॥ অভিষিচ্য মহাবুদ্ধিঃ পৌরান্‌ জানপদানপি। প্রসাদী-কৃত্য পুণ্যাত্মা পুনঃ কাশীমগান্নৃপঃ॥ ২১০॥ আগত্য কাশীং মেধাবী স ভূপালো রিপুঞ্জয়ঃ। প্রাসাদং কারয়ামাস স্বর্ধুন্যাঃ পশ্চিমে তটে॥ ২১১॥ রিপূন্‌ প্রমথ্য সমরে যাবতী শ্রীরুপার্জ্জিতা। তাবত্যা স হি ভূপালঃ শিবালয়মচীক্লৃপৎ॥ ২১২ ॥ ভূপাল-লক্ষ্মীরখিলা যতস্তত্র বিনিয়োজিতা। ভূপাল শ্রীরিতি খ্যাতা ততঃ সা ভুরভূস্তুভা॥ ২১৩॥ দিবোদাসেশ্বরং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য রিপু-ঞ্জয়ঃ। কৃতকৃত্যমিবাত্মানমমন্যত নরেশ্বরঃ॥ ২১৪॥ অথৈকস্মিন্‌ দিনে রাজা তল্লিঙ্গং বিধিপূর্ব্বকম্‌। সমভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য যাবত্তুষ্টাব তুষ্টিদম্‌॥২১৫॥ তাবন্ন-ভোহঙ্গনাদাশু দিব্যং যানমবাতরৎ। পার্ষদৈঃ পরিতঃ কীর্ণং শূলখট্টাঙ্গপাণিভিঃ॥ ২১৬॥ অত্যাদি-ত্যাগ্নিতেজোভির্ভালনেত্রৈঃ কপর্দ্দিভিঃ। শুদ্ধ-স্ফটিকসঙ্কাশৈরঙ্গৈর্দীপ্তনভোহঙ্গনৈঃ॥ ২১৭॥ বিভূ-ষাহিফণারত্নজ্যোতিঃপুঞ্জিতবিগ্রহৈঃ। নিত্যপ্রকাশ-সন্ত্রস্ততমঃশ্রিতশিরোধরৈঃ॥ ২১৮॥ চামরব্যগ্র-হস্তাগ্ররুদ্রকন্যাশতাবৃতম্‌। অথ পারিষদৈ রাজা দিব্যস্রগন্ধলেপনৈঃ॥ ২১৯॥ দিব্যৈর্দুকূলনেপথ্যৈ-রলঞ্চক্রে মুদান্বিতৈঃ। ত্রিনেত্রীকৃতসদ্ভালং শ্যামীকৃত-শিরোধরম্‌॥ ২২০॥ সুগৌরীকৃতসর্ব্বাঙ্গং কপর্দ্দী-কৃতমৌলিজম্‌। চতুর্ভুজীকৃততনুং ভূষণীকৃতপন্নগম্‌॥ ২২১॥ চন্দ্রাঙ্কীকৃতমূর্দ্ধানং নিন্যুস্তং পার্ষদা দিবম্‌॥ ২২২॥ তদা প্রভৃতি তৎ তীর্থং ভূপালশ্রীরিতি শ্রুতম্‌। তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা দানং দত্ত্বা স্বশক্তিতঃ॥ ২২৩ ॥ দিবোদাসেশ্বরং দৃষ্ট্বা সমভ্যর্চ্চ্য চ ভক্তিতঃ। রাজ্ঞ-শ্চাখ্যায়িকাং শ্রুত্বা ন নরো গর্ভমাবিশেৎ॥ ২২৪॥ আখ্যানমেতন্নৃপতের্দ্দিবোদাসস্য পাবনম্‌। পঠিত্বা

গণ, প্রিয় রাজকুমারগণ, সূপকারগণ, চিকিৎসকগণ, নানা কার্য্যের জন্য সমাগত বৈদেশিকবৃন্দ, অন্তঃ-পুরচারিণীগণ সমভিব্যাহারিণী মহিষী, বৃদ্ধ, বালক এবং গোপালগণ সকলকে আহ্বানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণোক্ত সপ্তাহ মাত্র আপনার এ রাজ্যে অস্তিত্বের কথা কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার আহূত ব্যক্তিগণ শ্রবণ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মুখ বিষণ্ণ হইতেছিল, ইত্যবসরে, পুণ্যাত্মা মহামতি রাজা স্বয়ং রাজগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্র সমরঞ্জয়কে অভিষিক্ত করিয়া পরিশেষে পৌরজানপদগণকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কাশীতে গেলেন। সেই মেধাবী রাজা রিপুঞ্জয় কাশীতে আসিয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজা সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যাবৎ সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাবৎ সম্পত্তি দ্বারা শিবালয় করাইলেন। সমগ্র রাজ-সম্পত্তি তথায় ব্যয়িত হইয়াছিল বলিয়া সেই শুভ-স্থান "ভূপালশ্রী" বলিয়া খ্যাত হইল। নরনাথ রিপুঞ্জয় দিবোদাসেশ্বর-নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে যেন কৃতার্থ বোধ করিলেন।" অনন্তর একদিন রাজা সেই লিঙ্গকে বিধিপূর্ব্বক পূজা ও [illegible] যখন সন্তোষকর স্তব পাঠ করেন, তখন, গগনপ্রাঙ্গণ হইতে দ্রুতবেগে দিব্যযান অবতীর্ণ হইল। শূলখট্টাঙ্গধারী, সূর্য্যতেজ এবং অগ্নিতেজ অপেক্ষা অধিক তেজঃসম্পন্ন, ত্রিলোচন, জটাজূটধারী, নির্ম্মলস্ফটিকবৎ শুভ্রকান্তি, গগন-প্রাঙ্গণের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক অঙ্গসমন্বিত, সর্প-অলঙ্কারের ফণাস্থিত রত্নজ্যোতির্নিচয়ে সুশোভিত-দেহ, নীলকণ্ঠ শিবপারিষদগণ, সেই বিমানের উপরে চতুর্দ্দিকে বিরাজমান ছিল। তমোরাশি নিত্যপ্রকাশে সন্ত্রস্ত হইয়াই যেন সেই শিবপারিষদগণের কণ্ঠ-দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চামরান্দোলনপরায়ণা শত শত রুদ্রকন্যা বিমানকে আবৃত করিয়া রাখিয়া-ছেন। অনন্তর শিবপারিষদেরা, আনন্দযুক্ত হইয়া দিব্যমাল্য, দিব্য অনুলেপন, দিব্যবস্ত্র এবং দিব্য-বেশভূষায় রাজাকে অলঙ্কৃত করিলেন। তাঁহারা দিবোদাসের উত্তম ললাটকে তৃতীয়নেত্রযুক্ত করি-লেন। তাঁহার কণ্ঠ নীলীময় করিলেন, সর্ব্বাঙ্গ অতি গৌরবর্ণ করিলেন। মস্তকের কেশ জটাজূট করিলেন। তদীয় দেহে ভুজচতুষ্টয়ের সমাবেশ করিলেন, সর্পসমূহকে অলঙ্কার করিলেন এবং মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন। তারপর পারিষদেরা তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন।২০৪—২২২। তদবধি সেই তীর্থ ভূপালশ্রী নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। তথায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, যথাশক্তি দান, দিবোদাসে-শ্বর দর্শন, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজন এবং রাজা দিবোদাসের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে মানবের আর

পাঠয়িত্বাপি নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ২২৫। দিবোদাসস্তুতাখ্যানং শ্রুত্বা যঃ সমরং বিশেৎ। ন জাতু জায়তে তস্য ভয়ং বৈরিকৃতং ক্বচিৎ। ২২৬। দিবোদাসকথা পুণ্যা মহোৎপাতনিকৃন্তনী। পঠনীয়া প্রযত্নেন সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে। ২২৭। নাবৃষ্টির্জায়তে তত্র নাকালমরণাদ্ভয়ম্। দৈবোদাসী কথা যত্র সর্ব্বপাতকনাশিনী। ২২৮। অস্যাখ্যানস্য পঠনাদ্বিষ্ণোরিব মনোরথাঃ। সম্পূর্ণতাং গমিষ্যন্তি শম্ভোশ্চিন্তিতকারিণঃ। ২২৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশীখণ্ডে দিবোদাসনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির্নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।৫৮।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। সর্ব্বজ্ঞহৃদয়ানন্দ গৌরীচুম্বিতমূর্দ্ধজ। তারকান্তক ষড়্‌বক্ত্র তারিণে ভদ্রকারিণে। ১। সর্ব্বজ্ঞাননিধে তুভ্যং নমঃ সর্ব্বজ্ঞসূনবে। সর্ব্বথা জিতমারায় কুমারায় মহাত্মনে। ২। কামারিমর্দ্ধনারীশং বীক্ষ্য কামকৃতং কিল। যো জিগায় কুমারোঽপি মারং তস্মৈ নমোঽস্তু তে। ৩। বহুক্তং ভবতা স্কন্দ মায়াদ্বিজবপুর্হরিঃ। কাশ্যাং পঞ্চনদং তীর্থমধ্যাসাতীব পাবনম্। ৪। ভূর্ভুবঃস্বঃপ্রদেশেষু কাশী পরমপাবনম্। তত্রাপি হরিণাভাষি তীর্থং পঞ্চনদং পরম্। ৫। কুতঃ পঞ্চনদং নাম তস্য তীর্থস্য ষণ্মুখ। কুতশ্চ সর্ব্বতীর্থেভ্যস্তদাসীৎ পাবনং পরম্। ৬। কথঞ্চ ভগবান্ বিষ্ণুরন্তরাত্মা জগৎপতিঃ। সর্ব্বেষাং জগতাং পাতা কর্ত্তা হর্ত্তা চ লীলয়া। ৭। অরূপো রূপমাপন্ন অব্যক্তো ব্যক্ততাং গতঃ। নিরাকারোঽপি সাকারো নিষ্প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চভাক্। ৮। অজন্মানেকজন্মা চ অনামা স্ফুটনামভৃৎ। নিরালম্বোঽখিলালম্বো নির্গুণোঽপি গুণাস্পদম্। ৯। অহৃষীকো হৃষীকেশোঽপ্যনঙ্‌ঘ্রিরপি সর্ব্বগঃ। উপসংহৃত্য রূপং স্বং সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ। ১০। স্থিতঃ সর্ব্বাত্মভাবেন তীর্থে পঞ্চনদে পরে। এতদাখ্যাহি ষড়্‌বক্ত্র পঞ্চবক্ত্রাদ্‌যথাশ্রুতম্। ১১। স্কন্দ উবাচ। কথয়ামি কথামেতাং নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্। সর্ব্বাঘৌঘপ্রশমনীং সর্ব্বশ্রেয়োবিধায়িনীম্। ১২। যথা পঞ্চনদং তীর্থং কাশ্যাং প্রথিতিমাগতম্।

গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। দিবোদাস রাজার এই পবিত্র আখ্যান পাঠ কি পাঠন করিলে, মানব পাপমুক্ত হয়। দিবোদাসের পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সমরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার কখন কোথাও শত্রুকৃত ভয় হয় না। মহোৎপাত-বিনাশিনী পবিত্রা এই দিবোদাসকথা, সর্ব্ববিঘ্ন-শান্তির জন্য যত্নসহকারে পঠনীয়। যথায় সর্ব্ব-পাতকনাশিনী দিবোদাস-কথা হয়, তথায় অনাবৃষ্টি হয় না, অকালমরণের ভয় হয় না। শিবধ্যানসম্পাদক এই আখ্যান পাঠ করিলে বিষ্ণুর ন্যায় মনোরথ পূর্ণ হয়।২২৩—২২৯।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

উনষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞের হৃদয়ানন্দনন্দন! হে গৌরীচুম্বিতশীর্ষ, তারকান্তক, ষড়ানন! হে সর্ব্বজ্ঞাননিধে! তুমিই সর্ব্বতোভাবে জিতমার মহাত্মা কুমার; তোমায় নমস্কার। তুমি কুমার হইলেও কামারিকে কামকৃত অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি দেখিয়া কন্দর্পকে জয় করিয়াছ, তোমায় নমস্কার। হে স্কন্দ! তুমি বলিয়াছিলে কাশীস্থ অতি পবিত্র পাঞ্চনদতীর্থে স্বয়ং হরি মায়াবলে দ্বিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাস করিয়া আছেন এবং ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক মধ্যে কাশী পরম পবিত্র; তন্মধ্যে আবার পঞ্চনদ পরমতীর্থ,—ইহা ভগবান্ হরির উক্তি। হে ষণ্মুখ! তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই তীর্থের নাম পঞ্চনদ কেন হইল? কেনই বা ইহা সকল তীর্থ অপেক্ষা পরম পবিত্র হইয়াছিল? আর যিনি লীলাক্রমে ত্রিভুবনের হর্ত্তা, কর্ত্তা, ও পাতা; যাঁহার রূপ নাই, তথাপি যিনি রূপবান, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, নিরাকার হইয়াও সাকার, নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াও সপ্রপঞ্চ, জন্ম ও নাম-রহিত, তথাপি বহু জন্ম ও নামধারী, স্বয়ং নিরাশ্রয় অথচ সকলের আশ্রয়, নির্গুণ হইয়াও সগুণ, স্বয়ং বিষয়েন্দ্রিয়শূন্য অথচ তাহাদিগের অধিপতি; যাঁহার চরণ নাই, তথাপি সর্ব্বগন্তা, সেই অন্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু, স্বকীয় সর্ব্বব্যাপক রূপ উপসংহার করিয়া সর্ব্বাত্মভাবে এই পঞ্চনদনামক পরম তীর্থে কেনই বা আছেন? এতদ্বিষয়ে দেবদেব পঞ্চাননের মুখে যাহা শুনিয়াছ, তাহা বল।১—১১।

স্কন্দ কহিলেন,—মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি অশেষকল্যাণদায়িনী ও সর্ব্বপাপপ্রশমনী এই কথা

যস্মাৎপঞ্চনদাদেব পাপং যাতি সহস্রধা ॥ ১৩ ॥ প্রয়াগোঽপি চ তীর্থেশো যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং স্থিতঃ। পাপিনাং পাপসঙ্ঘাতং প্রসহ্য নিজতেজসা ॥ ১৪ ॥ হরন্তি সর্ব্বতীর্থানি প্রয়াগস্য বলেন হি। তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি মাঘে মকরগে রবৌ ॥ ১৫ ॥ প্রত্যব্দং নির্ম্মলানি... স্যুস্তীর্থরাজসমাগমাৎ। প্রয়াগশ্চাপি তীর্থেন্দ্রঃ সর্ব্বতীর্থার্পিতং মলম্ ॥ ১৬ ॥ মহাঘিনাং মহাঘঞ্চ হরেৎ পাঞ্চনদাদ্বলাৎ। যং সঞ্চয়তি পাপৌঘমাবর্ষং তীর্থনায়কঃ। তমেকমজ্জনাদূর্জ্জে ত্যজেৎ পঞ্চনদে ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥ যথা পঞ্চনদোৎপত্তিস্তথা চ কথয়াম্যহম্। নিশাময় মহাভাগ মিত্রাবরুণনন্দন ॥ ১৮ ॥ পুরা বেদশিরা নাম মুনিরাসীন্মহাতপাঃ। ভৃগুবংশসমুৎপন্নো মূর্ত্তো বেদ ইবাপরঃ ॥ ১৯ ॥ তপস্যতস্তস্য মুনেঃ পুরো দৃগ্‌গোচরং গতা। শুচিরপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা রূপলাবণ্যশালিনী ॥ ২০ ॥ তস্যা দর্শনমাত্রেণ পরিক্ষুব্ধং মুনের্মনঃ। চস্কন্দ স মুনিস্তূর্ণং সাথ ভীতা বরাপ্সরা ॥ ২১ ॥ দূরাদেব নমস্কৃত্য তমৃষিং সাভ্যভাষত। অতীব বেপমানাঙ্গী শুচিস্তচ্ছাপভীতিতঃ ॥ ২২ ॥ নাপরাধ্যোম্যহং কিঞ্চিন্মহোগ্রতপসাং নিধে। ক্ষন্তব্যং মে ক্ষমাধার ক্ষমারূপাস্তপস্বিনঃ ॥ ২৩ ॥ মুনীনাং মানসং প্রায়ো যৎপদ্মাদপি তন্মৃদু। স্ত্রিয়ঃ কঠোরহৃদয়াঃ স্বরূপেণৈব সত্তম ॥ ২৪ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ শুচেরপ্সরসো মুনিঃ। বিবেকসেতুনাস্তম্ভীন্মহা রোষনদীরয়ম্ ॥ ২৫ ॥ উবাচ চ প্রসন্নাত্মা শুচে শুচিরসি ধ্রুবম্। ন মেঽত্রোঽপ্যণু দোষোঽত্রে ন তে দোষোঽস্তি সুন্দরি ॥ ২৬ ॥ বহ্নিস্বরূপা ললনা নবনীতসমঃ পুমান্। অনভিজ্ঞা বদন্তীতি বিচারান্মহদন্তরম্ ॥ ২৭ ॥ স্নিহ্যেদ্ধৃতসারোঽপি বহ্নেঃ সংস্পর্শমাপ্য বৈ। চিত্রং স্ত্র্যাখ্যাসমাদানাৎ পুমান্ স্নিহ্যতি দূরতঃ ॥ ২৮ ॥ অতঃ শুচে ন ভেতব্যং ত্বয়া শুচিমনোগতে। অতর্কিতোপস্থিতয়া ত্বয়া চ স্খলিতং ময়া ॥ ২৯ ॥ স্খলনান্ন তথা হানিরকামাত্তপসো মুনেঃ। যথা ক্ষণান্ধীকরণাদ্ধানিঃ কোপরয়াদরেঃ ॥ ৩০ ॥ কোপাত্তপঃ ক্ষয়ং যাতি সঞ্চিতং যৎসুকৃচ্ছ্রতঃ। যথাভ্রপটলং প্রাপ্য প্রকাশঃ পুষ্পবন্তয়োঃ ॥ ৩১ ॥ অনর্থকারিণঃ ক্রোধাৎ কার্য্যানাং পরিজৃম্ভণম্। ক্ব বা খলজনোৎসেধাৎ সাধুনাঃ

বলিতেছি, যেরূপে কাশীতে পঞ্চনদ তীর্থ প্রসিদ্ধ হইল। সাক্ষাৎ হরির অবস্থানক্ষেত্র প্রয়াগও তীর্থরাজ বটে, ইহাঁরই বলে সকল তীর্থ নিজ শক্তিক্রমে পাপিগণের পাপ হরণ করিয়া থাকে ও ইহাঁরই সমাগমে মাঘ মাসে মকররাশিস্থ সূর্য্যে সর্ব্বতীর্থ প্রত্যহ নির্ম্মল হইয়া থাকে ; কিন্তু তীর্থরাজ প্রয়াগ, এই পঞ্চনদতীর্থের বলে সর্ব্বতীর্থার্পিত মল ও মহাপাতকিগণের মহাপাপ হরণ করিয়া থাকেন। তীর্থরাজ সংবৎসর ধরিয়া যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, তাহা কার্ত্তিক মাসে পঞ্চনদতীর্থে একবার মজ্জনে ত্যাগ করিয়া থাকেন। হে মহাভাগ মিত্রাবরুণনন্দন! এই পঞ্চনদের কিরূপে উৎপত্তি হইল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বেদশিরা নামে মূর্ত্তিমান্ দ্বিতীয় বেদের ন্যায় মহাতপস্বী ভৃগুবংশোৎপন্ন একজন মুনি ছিলেন। তিনি তপস্যা করিতেছেন, ইত্যবসরে রূপলাবণ্যশালিনী শুচি নামে এক প্রধান অপ্সরা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র মুনির মন চঞ্চল ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। অনন্তর শাপভয়ে বেপথু-কম্পমানা সেই অপ্সরঃপ্রধানা শুচি দূরে থাকিয়া নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বলিল,—

হে তপোনিধে! হে ক্ষমাধার! আমার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অপরাধ গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা করিবেন; কারণ, তপস্বিগণ ক্ষমাশীলই হইয়া থাকেন। হে তাপসসত্তম! মুনিদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ প্রায়ই মৃণাল অপেক্ষা কোমল ও স্ত্রীগণ স্বরূপতঃ কঠিন-হৃদয়া হইয়া থাকে। তখন মুনি তাহার এই কথা শুনিয়া বিবেকরূপ সেতু দ্বারা মহাক্রোধরূপ নদীবেগ সংরোধ করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—অয়ি শুচে! তোমাকে যথার্থই শুচি দেখিতেছি। অয়ি সুন্দরি! এ বিষয়ে আমার অণু কিছু দোষ নাই, তোমারও দোষ দেখিতেছি না। অনভিজ্ঞ লোকেরাই বলিয়া থাকে যে, ‘রমণী বহ্নিস্বরূপ ও পুরুষ নবনীত সমান” কিন্তু বিচারে মহান্ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। নবনীত অনলসংস্পর্শ প্রাপ্ত হইলে গলিয়া যায়, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য, পুরুষ দূরে থাকিলেও নারীনাম গ্রহণে আর্দ্র হইয়া থাকে। অতএব অয়ি ভাবিনি! তুমি অতর্কিতভাবে উপস্থিত হওয়ায় যে, আমি স্খলিত হইয়াছি, তজ্জন্য ভীত হইও না। ১২-২৮ ক্ষণকালের জন্য কোপান্ধ হইলে মুনিজনের যাদৃশ তপস্যার হানি হইয়া থাকে, অকামতঃ স্খলনে তাদৃশ হয় না। জলদজাল উপস্থিত হইলে চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ যেমন ক্ষীণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ক্রোধ করিলে কষ্টসঞ্চিত তপস্যা ক্ষয়প্রাপ্ত

পরিবর্জনম্ ॥ ৩২॥ অমর্ষে কষতি মনোমনো।,ভূসম্ভবঃ কুতঃ। বিধুন্তুদে তুদত্যুচ্চৈর্বিধুং কুতাস্তি কৌমুদী ॥ ৩৩ ॥ জ্বলতো রোষদাবাগ্নেঃ ক বা শান্তিতরোঃ স্থিতিঃ। দৃষ্টা কেনাপি কিং কাপি সিংহাৎ কলভ-স্বস্থতা ॥ ৩৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রতীপঃ প্রতি-ঘাতুকঃ। চতুর্বর্গস্য দেহস্য পরিহেয়ো বিপশ্চিতা ॥ ৩৫ ॥ ইদানীং শৃণু কল্যাণি কর্ত্তব্যং যত্ত্বয়া শুচে। অমোঘবীজা হি বয়ং তদ্বীজমুররীকুরু ॥ ৩৬ ॥ এতস্মিন্ রক্ষিতে বীর্য্যে পরিস্কন্নে ত্বদীক্ষণাৎ। ত্বয়া তব ভবিত্র্যেকং কন্যারত্নং মহাশুচি ॥ ৩৭ ॥ ইত্যুক্তা তেন মুনিনা পুনর্জ্জাতেব সাপ্সরা। মহা-প্রসাদ ইত্যুক্তা মুনেঃ শুক্রমজীগিলৎ ॥ ৩৮ ॥ অথ কালেন দিব্যস্ত্রী কন্যারত্নমজীজনৎ। অতীব নয়নানন্দি নিধানং রূপসম্পদাম্ ॥ ৩৯ ॥ তস্যৈব বেদশিরস আশ্রমে তাং নিধায় সা। শুচিরপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা জগাম চ যথেপ্সিতম্ ॥ ৪০ ॥ তাঞ্চ বেদশিরাঃ কন্যাং স্নেহেন সমবর্দ্ধয়ৎ। ক্ষীরেণ স্বাশ্রমস্থায়া হরিণ্যা হরিণীক্ষণাম্ ॥ ৪১ ॥ মুনি-নাম দদৌ তস্যৈ ধূতপাপেতি চার্থবৎ। যন্নামো-চ্চারণেনাপি কম্পন্তে পাতকাবলী ॥ ৪২ ॥ সর্ব্ব-লক্ষণশোভাঢ্যাং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্। মুনিরুৎসঙ্গা-ন্নোৎসঙ্গাৎ ক্ষণমাত্রমপি ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥ দিনে দিনে বর্দ্ধমানাং তাং পশ্যন্মুমুদে ভৃশম্। ক্ষীরনীরধি-বদ্রম্যাং নিশি চান্দ্রমসীং কলাম্ ॥ ৪৪ ॥ অথাষ্ট-বার্ষিকীং দৃষ্টা তাং কন্যাং স মুনীশ্বরঃ। কস্মৈ দেয়েতি সঞ্চিন্ত্য তামেব সমপৃচ্ছত ॥ ৪৫ ॥ বেদশিরা উবাচ। অয়ি পুত্রি মহাভাগে ধূতপাপে শুভেক্ষণে। কস্মৈ দদ্যাং বরায় ত্বাং ত্বমেবাখ্যাহি তং বরম্ ॥ ৪৬ ॥ অতিস্নেহার্দ্রচিত্তস্য জনেতুশ্চেতি ভাষিতম্। নিশম্য ধূতপাপা সা প্রোবাচ বিনতা-ননা ॥ ৪৭ ॥ ধূতপাপোবাচ। জনেতর্যদ্যহং দেয়া সুন্দরায় বরায় তে। তদা তস্মৈ প্রযচ্ছ ত্বং যমহং কথয়ামি তে ॥ ৪৮ ॥ তুভ্যঞ্চ রোচতে তাত শৃণোচ্চ-বহিতো ভবান্। সর্ব্বেভ্যোঽতিপবিত্রো যো যঃ সর্ব্বেষাং নমস্কৃতঃ ॥ ৪৯ ॥ সর্ব্বে যমাভিলষ্যন্তি যস্মাৎ সর্ব্বসুখোদয়ঃ। কদাচিদ্যো ন নশ্যেত যঃ সদৈবানুবর্ত্ততে ॥ ৫০ ॥ ইহামুত্রাপি যো রক্ষেন্মহা-

হইয়া থাকে। যেরূপ খলজন হৃদয়ে অনিষ্টচিন্তা করিলে সাধুদিগের অভ্যুদয়-আশা তিরোহিত হয়; ক্রোধ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে মনসিজের উদয় হয় না, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিলে কৌমুদী থাকে না, দাবানল সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইলে স্নিগ্ধ স্থান মিলে না ও সিংহের কাছে করিশাবকের সুস্থতালাভ হয় না, তদ্রূপ অনর্থকারী ক্রোধের উদয় হইলে কোনমতেই শুভ দেখা যায় না। অত-এব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চতুর্ব্বর্গ ও দেহের প্রতিবন্ধী ক্রোধকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিবে। অয়ি কল্যাণি! এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর;—আমাদিগের বীর্য্য অমোঘ, অতএব এই বীজ ধারণ কর। তোমার দর্শনে স্খলিত এই বীর্য্য তুমি ভক্ষণ করিলে তোমার গর্ভে এক বিশুদ্ধ কন্যা-রত্ন উৎপন্ন হইবে। সেই মুনি এই কথা বলিলে 'পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম' বোধ করিয়া "অহো! মহান্ অনুগ্রহ" এই কথা বলিয়া শুচি মুনির সেই শুক্র ভক্ষণ করিল। অনন্তর কালক্রমে সেই দিব্যাঙ্গনা অতি নয়নানন্দকর রূপসাগর এক কন্যা-রত্ন প্রসব করিল ও তাহাকে সেই বেদশিরা মুনির আশ্রমে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। বেদশিরা মুনি স্বকীয় আশ্রমস্থিত হরিণীর দুগ্ধ পান করাইয়া সেই কন্যাটিকে স্নেহপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং নাম উচ্চারণে পাপরাশি কম্পমান হইয়া থাকে বলিয়া "ধূতপাপা" এই অর্থযুক্ত তাহার নাম রাখিলেন। মুনি সর্ব্বলক্ষসম্পন্ন অনবদ্যাঙ্গী সেই কন্যাকে ক্রোড় হইতে ক্ষণমাত্রও ভূতলে নামাইতেন না ও তাহাকে নিশাকালে রমণীয় চন্দ্র-কলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইতে দেখিয়া ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় সাতিশয় আমোদলাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিবর তাহাকে অষ্টমবর্ষে পদা-র্পণ করিতে দেখিয়া 'কোন্ পাত্রে সম্প্রদান করিব' এই চিন্তা করিয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদশিরা বলিলেন, অয়ি পুত্রি! সুনয়নে! মহাভাগে ধূতপাপে! কোন বরের হস্তে তোমাকে অর্পণ করিতে হইবে বল।২৯—৪৬। তখন কন্যা ধূতপাপা অতি স্নেহার্দ্রচিত্ত-পিতার এই বাক্য শুনিয়া বিনম্রমুখে বলিতে লাগিল,—হে পিতঃ! যদি আমায় সুন্দর বরের হস্তে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি যাঁহার কথা বলি, তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করুন; আপনার ও তাহাতে প্রীতিলাভ হইবে। অতএব অবহিত মনে শ্রবণ করুন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও সর্ব্ব-জনের নমস্কারযোগ্য, সকলে যাঁহাকে পাইতে বাঞ্ছা করেন, যাঁহা হইতে সকল সুখের উদয় হয়, যিনি কদাপি বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না, সর্ব্বদা অনুবর্ত্তী

পাল্লয়াম্যেকবন্ধুং সর্ব্বে মনোরথা যস্মাৎ পরিপূর্ণা ভবন্তি হি ॥ ৫১ ॥ দিনে দিনে হ সৌভাগ্যং বর্দ্ধতে যস্য সন্নিধৌ। নৈরন্তর্য্যেণ যৎসেবাং কুর্ব্বতো ন ভয়ং ক্বচিৎ ॥ ৫২ ॥ যন্নামগ্রহণাদেব কেঽপি বাধাং ন কুর্ব্বতে। যদাধারেণ তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৫৩ ॥ এবমাদ্যা গুণা যস্য বরস্য বরচেষ্টিত। তস্মৈ প্রযচ্ছ মাং তাত মম তে হি শর্ম্মণে ॥ ৫৪ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা পিতা তস্যা ভৃশং মুদমবাপ হ। ধন্যোঽস্মি বংশ্যা মে পূর্ব্বে যেঽধাবেষা প্রসূতাম্বয়ে ॥ ৫৫ ॥ এবা হি ধৃতপাপাসৌ যস্যা ঈদৃগ্বিধা মতিঃ। ঈদৃগ্বিধৈর্গুণগণৈর্গরিম্না কোঽত্র বৈ ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥ অথবা স কথং লভ্যো বিনা পুণ্যভরোদয়ম্। ইতি ক্ষণং সমাধায় মনঃ স মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৫৭ ॥ জ্ঞানেন তং সমালোচ্য বরমীদৃগ্গুণোদয়ম্। ধন্যাং কন্যাং বভাষেঽথ শৃণু বৎসে শুভের্ষিণি ॥ ৫৮ ॥ পিতোবাচ। বরস্য যে ত্বয়া প্রোক্তা গুণা এতে বিচক্ষণে। এষাং গুণানামাধারো বরোঽস্তীতি বিনিশ্চিতম্ ॥ ৫৯ ॥ পরং স সুখলভ্যো ন নিতরাং সুভগাকৃতিঃ। তপঃপণেন স ক্রেয়ঃ সুতীর্থবিপণৌ ক্বচিৎ ॥ ৬০ ॥ নার্থভারৈঃ স সুলভো ন কৌলীন্যেন কন্যকে। ন বেদশাস্ত্রাভ্যসনৈর্ন চৈশ্বর্য্যবলেন বৈ ॥ ৬১ ॥ ন সৌন্দর্য্যেণ বপুষা ন বুদ্ধ্যা ন পরাক্রমৈঃ। একয়ৈব মনঃশুদ্ধ্যা করণানাং জয়েন চ ॥ ৬২ ॥ মহাতপঃ-সহায়েন দমদানদয়াযুজা। লভ্যতে স মহাপ্রাজ্ঞো নান্যথা সদৃশঃ পতিঃ ॥ ৬৩ ॥ ইতি শ্রুত্বাথ সা কন্যা পিতরং প্রণিপত্য চ। অনুজ্ঞাং প্রার্থয়ামাস তপসে কৃতনিশ্চয়া ॥ ৬৪ ॥ স্কন্দ উবাচ। কৃতানুজ্ঞা জনেত্রা সা ক্ষেত্রে পরমপাবনে। তপস্তেপে পরমং যদসাধ্যং তপস্বিভিঃ ॥ ৬৫ ॥ ক্ব সা বালাতিমৃদ্বঙ্গী ক্ব চ তত্তাদৃশং তপঃ। কঠোর-বর্ষ্মসংসাধ্যমহো সচ্চেতসো ধৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥ ধারাসারাসু বর্ষাসু মহাবাতবতীস্থলম্। শিলাসু সাবকাশাসু সা বহ্বীরনয়ন্নিশাঃ ॥ ৬৭ ॥ শ্রুত্বা গর্জ্জরবং ঘোরং দৃষ্ট্বা বিদ্যুচ্চমৎকৃতীঃ। আসারশীকরৈঃ ক্লিন্না ন চকম্পে মনাক্ চ সা ॥ ৬৮ ॥ তড়িৎস্ফুরন্তী স্ব-সরুত্তমিস্রাসু তপোবনে। যাতায়াতং করোতীব

হইবেন—ইহলোকে ও পরলোকে মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ, যাঁহার নিকট সকল মনোরথ পরিপূর্ণ ও সৌভাগ্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিলে কোন ভয় থাকে না, যাঁহার নাম গ্রহণে, সকল বাধা দূর হয় ও যাঁহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ত্তমান আছে, এইরূপ যে বরের গুণগ্রাম আছে, হে তাত! সেই বরের হস্তে আপনার ও আমার সুখের জন্য আমাকে প্রদান করুন। পিতা বেদশিরা কন্যার এই কথা শ্রবণে অতি প্রীত হইলেন এবং আপনাকে ও পূর্ব্বপুরুষগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন,—এই কন্যা যথার্থই ধৃতপাপা বটে, অন্যথা এইরূপ মতি হইবে কেন? এক্ষণে ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ও মহিমান্বিত পাত্র কোথায় মিলিবে? সমধিক পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকেই বা তাঁহাকে কেমনে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? ইহা ভাবিয়া তিনি ক্ষণকাল সমাধিমগ্ন হইলেন। পরে জ্ঞান-নেত্রে তাদৃশ গুণসম্পন্ন বর নিরীক্ষণ করিয়া কন্যাকে বলিতে লাগিলেন,—অয়ি বৎসে কল্যাণি! অয়ি কন্যে! অয়ি বিচক্ষণে! তুমি বরের যে সকল গুণ বলিলে, সেই সমস্ত গুণের আধার অতি সুন্দরাকৃতি বর সত্য আছেন বটে, কিন্তু অনায়াসলভ্য নহে, তবে সুতীর্থরূপ বিপণিমধ্যে তপস্যামূল্যে ক্রয় করিতে পাওয়া যাইতে পারে। অয়ি কন্যে! অর্থে কি কৌলীন্যে, বেদশাস্ত্রাভ্যাসে কি ঐশ্বর্য্যবলে, রূপে কি বুদ্ধিপ্রভাবে, অথবা পরাক্রমে তিনি সুলভ নহেন, কেবল চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয়, দম, দান, দয়া ও কঠোর তপস্যার সহায্যে তাঁহাকে লাভ করিতে পার, অন্যথা তোমার অনুরূপ পতি দুর্ঘট। তখন কন্যা ধৃতপাপা পিতার এই বাক্য শুনিয়া তপস্যা করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিল ও পিতাকে প্রণাম করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিল। স্কন্দ কহিলেন;—সেই কন্যা পিতার অনুমতিক্রমে পরমপবিত্র কাশীক্ষেত্রে তপস্বিগণেরও অসাধ্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মনস্বিজনের কি অসাধারণ ধৈর্য্য! সেই বালিকা নিজ সুকুমার অঙ্গের দিকে দৃক্পাত না করিয়া কঠোরদেহসাধ্য তাদৃশ ঘোরতপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। ৪৭—৬৬। তিনি বর্ষাকালের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও মুষলধারে বৃষ্টি নগণ্য করিয়া শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়াই বহু নিশা যাপন করিলেন। জীমূতের ঘোর গর্জ্জনে, বিদ্যুচ্চকিতে ও ধারাজলসিক্তাঙ্গী হইয়াও তিনি স্বল্পমাত্র কম্পিত হইলেন না। অন্ধকারময়ী রজনীতে তড়িৎ স্ফুরিত হইয়া যেন তাঁহার [illegible] তপোবনে

দ্রষ্টুং [illegible] স্থিতিম্ ॥ ৬৯ ॥ তপর্ত্তুরেব সাক্ষাচ্চ কুমারী কৈতবাৎ কিল। পঞ্চাগ্নীন্ পরিধায়াত্র তপস্যতি তপোবনে ॥ ৭০ ॥ জলাভিলাষিণী বালা ন মনাগপি সাপিবৎ। কুশাগ্রতোয়পৃষতং পঞ্চাগ্নিপরিতাপিতা ॥ ৭১ ॥ রোমাঞ্চকঞ্চুকবতী বেপমানতনুচ্ছদা। পর্য্যক্ষিপৎ ক্ষপাঃ ক্ষামা তপসা হৈমনীশ্চ সা ॥ ৭২ ॥ নিশীথিনীষু শিশিরে শ্রয়ন্তী সারসং রসম্। মেনে সা সারসৈঃ কেয়মুদ্যতাদ্যেতি পদ্মিনী ॥ ৭৩ ॥ মনস্বিনামপি মনোরাগতাং সৃজতে মধৌ। তদোষ্ঠপল্লবাদ্রাগো জহ্রে মাকন্দপল্লবৈঃ ॥ ৭৪ ॥ বসন্তে নিবসন্তী সা বনে বালাচলং মনঃ। চক্রে তপস্যপি শ্রুত্বা কোকিলাকাকলীরবম্ ॥ ৭৫ ॥ বন্ধুজীবেঽধররুচিং কলহংসে কলাগতীঃ। নিক্ষেপমিব সা ক্ষিপ্ত্বা শরদ্যাসীত্তপোরতা ॥ ৭৬ ॥ অপাস্তভোগসম্পর্কা ভোগিনাং বৃত্তিমাশ্রিতা। ক্ষুদ্বোধনিরোধায় ধৃতপাপা তপস্বিনী ॥ ৭৭ ॥ শাণেন মণিবল্লীঢ়া কৃশাপ্যায়াদনর্ঘতাম্। তথাপি তপসা ক্ষামা দিদীপে তত্তনুস্তরাম্ ॥ ৭৮ ॥ নিরীক্ষ্য তাং তপস্যন্তীং বিধিঃ [illegible]। [illegible]উবাচ সুপ্রজ্ঞে প্রশমোঽক্ষি বরং বৃণু ॥ ৭৯ ॥ সা চতুর্বক্ত্রমালোক্য হংসযানোপরিস্থিতম্। প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ প্রীতা প্রোবাচাথ প্রজাপতিম্ ॥ ৮০ ॥ ধৃতপাপোবাচ। পিতামহ বরো মহ্যং যদি দেয়ো বরপ্রদ। সর্ব্বেভ্যঃ পাবনেভ্যোঽপি কুরু মামতিপাবনীম্ ॥ ৮১ ॥ স্রষ্টা তদিষ্টমাকর্ণ্য নিতরাং তুষ্টমানসঃ। প্রত্যুবাচাথ তাং বালাং বিমলাং বিমলৈষিণীম্ ॥ ৮২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ধৃতপাপে পবিত্রাণি যানি সন্ত্যত্র সর্ব্বতঃ। তেভ্যঃ পবিত্রমতুলং ত্বমেধি বরতো মম ॥ ৮৩ ॥ তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ সন্তি তীর্থানি কন্যকে। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ পাবনান্যুত্তরোত্তরম্ ॥ ৮৪ ॥ তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি ত্বত্তনৌ প্রতিলোম বৈ। বসন্তু মম বাক্যেন ভব সর্ব্বাতিপাবনী ॥ ৮৫ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বেধাঃ সাপি নির্দ্ধূতকল্মষা। ধৃতপাপোটজং প্রাপ্তাথো বেদ শিরসঃ পিতুঃ ॥ ৮৬ ॥ কদাচিত্তাং সমালোক্য খেলন্তীমুটজাজিরে। ধর্ম্মস্তত্তপসাক্রুষ্টঃ প্রার্থয়ামাস কন্যকাম্ ॥ ৮৭ ॥ ধর্ম্ম উবাচ। পৃথুশ্রোণি

যাতায়াত করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালে সাক্ষাৎ গ্রীষ্মঋতু যেন পঞ্চ অগ্নি স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে কুমারীব্যাজে তপোবনে তপস্যা করিতেছে বোধ হইল। সেই বালিকা পঞ্চাগ্নিতাপে সন্তপ্ত হইয়াও তৃষ্ণায় গ্রীষ্মঋতুতে কুশাগ্রভাগের জলবিন্দুপানেও বিরত ছিলেন। অনাবৃতগাত্রে কম্পমান ও কণ্টকিতকলেবর হইয়া তপঃকৃশাঙ্গী সেই কন্যা হেমন্তকালের শর্ব্বরী যাপন করিলেন। শিশিরকালে রজনীতে তিনি সরবরের সলিল আশ্রয় করিয়া থাকিলেন, তাহাতে তত্রস্থ সারস পক্ষিগণ তাঁহাকে পদ্মিনী বলিয়া মনে করিল। বসন্তকালে মনস্বিজনেরও চিত্তরাগ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সহকারপল্লব তাঁহার ওষ্ঠপল্লবের রাগ হরণ করিয়া লইল। সেই বসন্তে চতুর্দ্দিকে কোকিলের কাকলীরব শ্রবণেও তাঁহার চিত্ত তপস্যা হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইল না। শরৎকালে সেই তপস্বিনী ধৃতপাপা বন্ধুজীব (বাঁধুলি) পুষ্পের নিকট অধরকান্তি ও কলহংসের কাছে মন্দগতি নিক্ষেপের ন্যায় স্থাপন করিয়া সমস্ত ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বায়ুভক্ষণ করিয়া রহিলেন। মণি যেরূপ শাণসংঘর্ষণে কৃশ হইয়াও সমুজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ তাঁহার দেহ তপস্যায় ক্ষীণ হইলেও [illegible] দীপ্তি ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর ব্রহ্মা, তাঁহাকে সংযতচিত্তে তপস্যা করিতে দেখিয়া তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন,—অয়ি, সুমতে! আমি তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। তখন সেই কন্যা হংসবাহনস্থ ভগবান্ চতুর্ম্মুখকে আগত দেখিয়া প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে পিতামহ! যদি আমায় বর আপনার দেয় হইয়া থাকে, তবে যাহাতে আমি পবিত্র হইতেও পবিত্রতমা হই, তাহা করুন। বিধাতা তাঁহার এইরূপ মনোরথ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—অয়ি ধৃতপাপে! এই পৃথিবীতে পবিত্র যে সমস্ত আছে, তুমি আমার বরে সেই সকল হইতে অতুল পবিত্র হও। আর কন্যে! দ্যুলোক, ভূর্লোক ও অন্তরীক্ষে যে উত্তরোত্তর পবিত্র সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ আছে, আমার বাক্যে সেই সমস্ত তীর্থ তোমার শরীরের প্রতিলোমে বাস করুক ও তুমি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র হইয়া থাক। এই কথা বলিয়া বিধাতা অন্তর্হিত হইলেন ধৃতপাপাও নিষ্পাপা হইয়া পিতা বেদশিরা মুনির পর্ণশালায় উপস্থিত হইলেন।৬৭—৮৬। অনন্তর একদা ভগবান্ ধর্ম্ম, তপঃক্লিষ্টা সেই [illegible] কুটীরের অঙ্গনদেশে খেলা করিতে দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্ম বলিলেন,—অয়ি পৃথুশ্রোণি! [illegible]

বিশালাক্ষি কৃশোদরি শুভাননে। ক্রীতঃ স্বরূপ-সম্পত্ত্যা ত্বয়াহং দেহি মে রহঃ॥৮৮॥ নিতরাং বাধতে কামস্বৎকৃতে মাং সুলোচনে। অজ্ঞাতনাম্না সা তেন প্রার্থিতেত্যসকৃদ্‌গ্রহঃ॥৮৯॥ উবাচ সা পিতা দাতা তং প্রার্থয় সুদুর্ম্মতে। পিতৃপ্রদেয়া যৎ কন্যা শ্রুতিরেষা সনাতনী॥৯০॥ নিশম্যেতি বচো ধর্ম্মো ভাবিনোহর্থস্য গৌরবাৎ। পুন-র্নির্বন্ধযাকক্রেহপধৃতিধৃতিশালিনীম্॥ ৯১॥ ধর্ম্ম উবাচ। ন প্রার্থয়েহহং সুভগে পিতরং তব সুন্দরি। গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন কুরু মে ত্বং সমীহিতম্॥৯২॥ ইতি নির্ব্বন্ধবদ্বাক্যং সা নিশম্য কুমারিকা। পিতুঃ কন্যাফলং দিৎসুঃ পুনরাহেতি তং দ্বিজম্॥৯৩॥ অরে জড়মতে মা ত্বং পুনর্ব্রূহীতি যাহ্যতঃ। ইত্যুক্তোহপি কুমার্য্যা স নাতিষ্ঠ-স্মদনাতুরঃ॥৯৪॥ ততঃ শশাপ তং বালা প্রবলা তপসো বলাৎ। জড়োহসি নিতরাং যস্মাজ্জলাধারো নদো ভব॥৯৫॥ ইতি শপ্তস্তয়া সোহথ তাং শশাপ ক্রুধান্বিতঃ। কঠোরহৃদয়ে ত্বং তু শিলা ভব সুদুর্ম্মতে॥৯৬॥ স্কন্দ উবাচ। ইত্যন্যোন্যস্য শাপেন মুনে ধর্ম্মো নদোহভবৎ। অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে খ্যাতো ধর্ম্মনদো মহান্॥৯৭॥ সাপ্যাহ পিতরং ত্রস্তা স্বশিলাত্বস্য কারণম্। ধ্যানেন ধর্ম্মং বিজ্ঞায় মুনিঃ কন্যামথাব্রবীৎ॥৯৮॥ মা ভৈঃ পুত্রি করিষ্যামি তব সর্ব্বং শুভোদয়ম্। তচ্ছাপো নান্যথা ভূয়াচ্চন্দ্রকান্ত-শিলা ভব॥৯৯॥ চন্দ্রোদয়মনুপ্রাপ্য দ্রবীভূততনু-স্ততঃ। ধুনী ভব সুতে সাধ্বি ধূতপাপেতি বিশ্রুতা॥১০০॥ স চ ধর্ম্মনদঃ কন্যে তব ভর্ত্তা সুশোভনঃ। তৈর্গুণৈঃ পরিপূর্ণাঙ্গো যে গুণাঃ প্রার্থিতাস্ত্বয়া॥১০১॥ অন্যচ্চ শৃণু সদ্বুদ্ধে মযাপি তপসো বলাৎ। দ্বৈরূপ্যং ভবতোর্ভাবি প্রাকৃতঞ্চ দ্রবঞ্চ বৈ॥১০২॥ ইত্যাশ্বাস্য পিতা কন্যাং ধূতপাপাং পরন্তপ। চন্দ্রকান্ত-শিলাভূতামনুজগ্রাহ বুদ্ধিমান্॥১০৩॥ তদারভ্য মুনে কাশ্যাং খ্যাতো ধর্ম্মনদো হ্রদঃ। ধর্ম্মো দ্রবস্বরূপেণ মহাপাতকনাশনঃ॥১০৪॥ ধুনী চ ধূতপাপা সা সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা। হরেন্মহাঘসঙ্ঘাতান্ কুলজানিব পাদপান্॥১০৫॥ তত্র ধর্ম্মনদে তীর্থে ধূতপাপা-

---

শুভাননে! আমি তোমার রূপসম্পদে ক্রীত হইয়াছি, এক্ষণে আমার প্রার্থনা সফল কর; অয়ি সুলোচনে! তোমার উদ্দেশে কন্দর্পবাণে আমি নিতান্ত পীড়িত হইতেছি। সেই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি এইরূপ বারংবার প্রার্থনা করিলে পর কন্যা ধূতপাপা বলিলেন,—"রে দুর্ম্মতে! পিতা আমার সম্প্রদানকর্ত্তা, তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর; 'কন্যা পিতারই দেয়' এই সনাতন শ্রুতি আছে। তখন ধর্ম্ম এই কথা শ্রবণ করিয়া অধৈর্য্য হইয়া ভবিতব্যের বলবত্তা বশতঃ সেই ধৈর্য্যশালিনী কন্যাকে নির্ব্বন্ধসহকারে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগি-লেন,—অয়ি সুন্দরি! আমি তোমার পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিব না, তুমি গান্ধর্ব্ব-বিবাহ-বিধানে আমার মনোরথ পূর্ণ কর! এই নির্ব্বন্ধবাক্য শ্রবণে কুমারী ধূতপাপা পিতাকে কন্যা-দানের ফল প্রদান করিতে অভিলাষিণী হইয়া পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—অরে জড়মতে! তুমি এইরূপ কথা পুনরায় বলিও না; এ স্থান হইতে চলিয়া যাও। তথাপি মদনাতুর সেই দ্বিজ বিরত হইল না। তৎপরে তপোবলে বলবতী কন্যা তাঁহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি যেহেতু সাতিশয় জড়ের মত কার্য্য করিয়াছ, অতএব তুমি জড়ের আধার নদ হইয়া থাক। ঐরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণও ক্রোধে তাঁহাকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন,—অয়ি কঠোর-হৃদয়ে! তুমিও অচেতন পাষাণ হইয়া থাক। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনে! এইরূপে কন্যাশাপে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, নদরূপে পরিণত হইলেন; পরে কাশীক্ষেত্রে ঐ নদ 'ধর্ম্মনদ' নামে বিখ্যাত হইল। এদিকে কন্যা ভীত হইয়া নিজ পিতাকে পাষাণ হইবার কারণ বলিলেন। অনন্তর মুনি ধ্যানবলে সমস্ত জ্ঞাত হইয়া কন্যাকে বলিলেন, অয়ি পুত্রি! ভীত হইও না, আমি তোমার অশেষ শুভ করিতেছি; সে শাপ অন্যথা হইবার নহে, তবে, তুমি চন্দ্রকান্ত-শিলা হও। হে সাধ্বি! চন্দ্রোদয়ে তোমার তনু দ্রবীভূত হইলে ধূতপাপা নামে প্রসিদ্ধ নদী হইবে। অয়ি কন্যে! সেই ধর্ম্মনদই তোমার অনুরূপ ভর্ত্তা। কারণ, তুমি যে যে গুণের কথা বলিয়াছিলে, ইনি সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। অয়ি সুমতিসম্পন্নে! আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমার তপঃপ্রভাবে প্রাকৃত ও দ্রব এই দুই রূপ তোমার হইবে।৮৭—১০২। পিতা বেদশিরা চন্দ্রকান্তশিলাময়ী সেই ধূতপাপা কন্যাকে এইরূপ আশ্বাসপ্রদানে অনুগৃহীত করিলেন। হে মুনে! তদবধি কাশীতে ধর্ম্মনদ নামে হ্রদ বিখ্যাত হইল। [illegible] সর্ব্বতীর্থময়ী ধূতপাপা নদী,

সমন্বিত। যাবা ন স্বর্ধুনী তত্র তদা স্বল্পরূপো ব্যধাৎ॥ ১০৬॥ গভস্তিমালী ভগবান্ গভস্তীশ্বরসন্নিধৌ। শীলাম্মঙ্গলাং গৌরীং তপ উগ্রং চচার হ॥ ১০৭॥ নাম্না ময়ূখাদিত্যস্য তীর্থে তত্র তপস্যতঃ। কিরণেভ্যঃ প্রবব্রুতে মহাস্বেদোঽতিখেদতঃ॥ ১০৮॥ কিরণেভ্যঃ প্রবৃত্তা যা মহাস্বেদস্য সন্ততিঃ॥ ততঃ সা কিরণা নাম জাতা পুণ্যা তরঙ্গিণী॥ ১০৯॥ মহাপাপান্ধতমসং কিবণাখ্যা তবঙ্গিণী। ধ্বংসয়েৎ স্নানমাত্রেণ মিলিতা ধূতপাপয়া॥ ১১০॥ আদৌ ধর্ম্মনদঃ পুণ্যো মিশ্রিতো ধূতাপাপয়া। যয়া ধূতানি পাপানি সর্ব্বতীর্থীকৃতত্মনা॥ ১১১॥ ততোঽপি মিলিতাগত্য কিবণা ববিগৌবতা। যন্নামস্মবণাদেব মহামোহোঽন্ধতাং ত্যজেৎ॥ ১১২॥ কিরণাধূতপাপে চ তস্মিন ধর্ম্মনদে শুভে। স্রবন্ত্যৌ পাপসংহর্ত্র্যৌ বারাণস্যাং শুভদ্রবে॥ ১১৩॥ ততো ভাগীবথী প্রাপ্তা তেন দৈলিপিনা সহ। ভাগীবথী সমায়াতা যমুনা চ সবস্বতী॥ ১১৪॥ কিবণা ধূতপাপা চ পুণ্যতোয়া সবস্বতী। গঙ্গা চ যমুনা চৈব পঞ্চনদ্যোঽত্র কীর্ত্তিতাঃ॥ ১০৫॥ অতঃ পঞ্চনদং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্॥ তত্রাপ্লুতো ন গৃহ্ণীয়াদ্দেহং নো পাঞ্চভৌতিকম্॥ ১১৬॥ অস্মিন্ পঞ্চনদীনাঞ্চ সম্ভেদেঽঘৌঘভেদিনি। স্নানমাত্রাৎপ্রয়াত্যেব ভিত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্॥ ১১৭॥ তীর্থানি সন্তি ভূয়াংসি কাশ্যামত্র পদে পদে। ন পঞ্চনদতীর্থস্য কোট্যংশেন সমান্যপি॥ ১১৮॥ প্রয়াগে মাঘমাসে তু সম্যক্ স্নাতস্য যৎফলম্। তৎফলং স্যাদ্দিনৈকেন কাশ্যাং পঞ্চনদে ধ্রুবম্॥ ১১৯॥ স্নাত্বা পঞ্চনদে তীর্থে কৃত্বা চ পিতৃতর্পণম্। বিন্দুমাধবমভ্যর্চ্চ্য ন ভূয়ো জন্মভাগভবেৎ॥ ১২০॥ যাবৎসংখ্যাস্তিলা দত্তাঃ পিতৃভ্যো জলতর্পণে। পুণ্যে পঞ্চনদে তীর্থে তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবদাব্দিকী॥ ১২১॥ শ্রদ্ধয়া যঃ কৃতং শ্রাদ্ধং তীর্থে পঞ্চনদে শুভে। তেষাং পিতামহা মুক্তা নানাযোনিগতা অপি॥ ১২২॥ যমলোকে পিতৃগণৈর্গাথেয়ং পরিগীয়তে॥ মহিমানং পাঞ্চনদং দৃষ্ট্বা শ্রাদ্ধবিধানতঃ॥ ১২৩॥ অস্মাকমপি বংশ্যোঽত্র কশ্চিচ্ছ্রাদ্ধং করিষ্যতি। কাশ্যাং পঞ্চনদং প্রাপ্য যেন মুচ্যামহে বয়ম্॥ ১২৪॥ ইয়ং গাথা প্রতিদিনং শ্রাদ্ধদেবস্য সন্নিধৌ। পিতৃভিঃ পরিগীয়েত কাশ্যাং পঞ্চনদং প্রতি॥ ১২৫। তত্র পঞ্চনদে

তটজাত বৃক্ষের ন্যায় মহাপাতকরাশি উন্মূলন করিয়া থাকেন। ধূতপাপা নদীর সহিত মিলিত সেই ধর্ম্মনদ তীর্থে যখন গঙ্গা আগত হন নাই, তখন ভগবান্ গভস্তিমালী সূর্য্য গভস্তীশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাগৌরীর অর্চ্চনা করত উগ্রতপস্যা করিতে লাগিলেন। ময়ূখাদিত্যনামক তীর্থে তাঁহার তপস্যাকালে অতিশ্রমনিবন্ধন কিরণরাশি হইতে প্রবল স্বেদ নির্গত হইয়াছিল, তাহা পুণ্যনদীরূপে পরিণত হইল। তজ্জন্য তাহার নাম কিরণা হইল। এই কিরণাখ্যা নদী ধূতপাপার সহিত মিলিত হইয়া স্নানমাত্রে মহাপাপান্ধকার ধ্বংস করিয়া থাকে। যে ধূতপাপা সর্ব্বতীর্থময়ী হইয়া পাপরাশিকে কম্পিত করেন, তাঁহার সহিত প্রথমতঃ পুণ্য ধর্ম্মনদ মিশ্রিত হয়। তৎপরে যাহার নাম শ্রবণে মহামোহ দূর হইয়া যায়, সেই রবিবর্দ্ধিত কিরণানদী আসিয়া মিলিত হয়। সেই পুণ্য ধর্ম্মনদে মিলিত কিরণা ও ধূতপাপা নদীদ্বয় কাশীতে পাপসংহার করিয়া থাকে। অনন্তর ভগীরথের সহিত গঙ্গা আগত হন ও তৎসঙ্গে যমুনা ও সরস্বতী আসিয়া মিলিত হন। কিরণা, ধূতপাপা, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই পঞ্চনদী কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহাতেই ত্রিভুবনবিখ্যাত পঞ্চনদ তীর্থ হয়। এই তীর্থে মনুষ্য স্নান করিলে পাঞ্চভৌতিক দেহ পুনরায় ধারণ করে না। পাপরাশিখণ্ডক এই পঞ্চনদীসঙ্গমে স্নান করিবামাত্র মানব ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ ভেদ করিয়া গমন করে। কাশীতে প্রতি পদক্ষেপে বহুতর তীর্থ আছে বটে, কিন্তু সেই সকল তীর্থ এই পঞ্চনদ তীর্থের কোটিভাগের একভাগেরও তুল্য হইবে না। প্রয়াগক্ষেত্রে মাঘমাসে স্নান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, ইহাতে একদিন মাত্র স্নানে সেই ফল লাভ হয়। পঞ্চনদ তীর্থে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া এবং বিন্দুমাধবের অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। পবিত্র পঞ্চনদতীর্থে তর্পণকালে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে যত সংখ্যায় তিল প্রদত্ত হইয়া থাকে, তত বৎসর তাঁহাদিগের তৃপ্তি লাভ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহারা এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাদের পিতামহগণ নানাযোনিগত হইলেও মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০২—১২২। পিতৃগণ পঞ্চনদের মহিমা দেখিয়া যমলোকে এই গাথা গান করিয়া থাকেন, “আমাদিগের বংশেও কেহ না কেহ পুরুষ শ্রদ্ধালু হইয়া এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে,

তীরে বর্ষকোটিশতৈরপি বহু। কল্পকল্পৈরপি ন ভবেত্তত্র পুনরাগমঃ সত্তুকয়ঃ। ১২৬॥ বন্ধ্যাপি বর্ষপর্য্যন্তং স্নাত্বা পঞ্চনদে হ্রদে। সমর্চ্চ্য মঙ্গলাং গৌরীং পুত্রং জনয়তি ধ্রুবম্‌॥ ১২৭॥ জলৈঃ পাঞ্চনদৈঃ পুণ্যৈর্ব্বাসসা পরিশোধিতৈঃ। মহাফলমবাপ্নোতি স্নপয়িত্বেষ্টদেবতাম্‌॥ ১২৮॥ পঞ্চামৃতানাং কলসৈরষ্টোত্তরশতোন্মিতৈঃ। তুলিতোহধিকতাং যাতো বিন্দুঃ পাঞ্চনদাম্ভসঃ॥ ১২৯॥ পঞ্চকূর্চ্চেন পীতেন যাত্র শুদ্ধিরুদাহৃতা। সা শুদ্ধিঃ শ্রদ্ধয়া প্রাপ্তা বিন্দুং পাঞ্চনদাম্ভসঃ॥ ১৩০॥ ভবেদবভৃথস্নানাদ্রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ। যৎ ফলং তচ্ছতগুণং স্নানাৎ পাঞ্চনদাম্ভসঃ॥ ৩১॥ রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ ভবেতাং স্বর্গসাধনম্‌। আব্রহ্মঘটিকাবৃন্দং মুক্ত্যৈ পাঞ্চনদাপ্লুতিঃ॥ ১৩২॥ স্বর্গরাজ্যাভিষেকোহপি ন তথা সম্মতঃ সতাম্‌। অভিষেকঃ পাঞ্চনদো যথানন্দসুখপ্রদঃ॥ ৩৩॥ বরং বারাণসীং প্রাপ্য ভৃত্যঃ পঞ্চনদৌকসাম্‌। নান্যত্র সেবকীভূতভূপকোটির্নরেশ্বরঃ॥ ৩৪॥ যৈর্ন পঞ্চনদে স্নাতং কার্ত্তিকে পাপহারিণি। তেহদ্যাপি গর্ভে তিষ্ঠন্তি পুনস্তে গর্ভবাসিনঃ॥ ৩৫॥ কৃতে ধর্ম্মনদং নাম ত্রেতায়াং ধূতপাপকম্‌। দ্বাপরে বিন্দুতীর্থঞ্চ কলৌ পঞ্চনদং স্মৃতম্‌॥ ৩৬॥ শতং সমাস্তপস্তপ্ত্বা কৃতে যৎ প্রাপ্যতে ফলম্‌। তৎ কার্ত্তিকে পঞ্চনদে সকৃৎস্নানেন লভ্যতে॥ ৩৭॥ ইষ্টাপূর্ত্তেষু ধর্ম্মেষু যাবজ্জন্ম কৃতেষু যৎ। অন্যত্র স্যাৎ ফলং তৎ স্যাদূর্জ্জে ধর্ম্মনদাপ্লবাৎ॥ ৩৮॥ ন ধূতপাপসদৃশং তীর্থং কাপি মহীতলে। যদেকস্নানতো নশ্যেদঘং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্‌॥ ৩৯॥ বিন্দুতীর্থে নরো দত্ত্বা কাঞ্চনং কৃষ্ণলোন্মিতম্‌। ন দরিদ্রো ভবেৎ কাপি ন স্বর্ণেন বিযুজ্যতে॥ ১৪০॥ গোভূতিলহিরণ্যাশ্ববাসোহন্নস্রগ্বিভূষণম্‌। যৎকিঞ্চিদ্বিন্দুতীর্থেহত্র দত্ত্বাক্ষয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ১৪১॥ একামপ্যাহুতিং দত্ত্বা সমিদ্ধেহগ্নৌ বিধানতঃ। পুণ্যে ধর্ম্মনদে তীর্থে কোটিহোমফলং লভেৎ॥ ১৪২॥ ন পঞ্চনদতীর্থস্য মহিমানমনন্তকম্‌। কোহপি বর্ণয়িতুং শক্তশ্চতুর্বর্গশুভৌকসঃ॥ ১৪৩॥ শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং শ্রাবয়িত্বা-

যাহাতে আমরা মুক্ত হইব।” এই গাথা প্রতিদিন শ্রাদ্ধদেবের সন্নিধানে কাশীস্থিত পঞ্চনদের উদ্দেশে পিতৃলোক গান করিয়া থাকেন। এই পঞ্চনদতীর্থে যৎকিঞ্চিৎ ধনদান করিলে প্রলয়কালেও তাহার পুণ্যক্ষয় হয় না। বন্ধ্যা স্ত্রী যদি সংবৎসর পঞ্চনদ হ্রদে স্নান ও মঙ্গলাগৌরীর অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহার সন্তান, নিশ্চয় হইয়া থাকে। বস্ত্রশোধিত পুণ্য এই পঞ্চনদের জলে ইষ্টদেবতার স্নান করাইলে মনুষ্য মহাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টোত্তর শত পঞ্চামৃতপূর্ণ কলসের সহিত তৌল করিলে, পঞ্চনদের এক বিন্দু জল অধিক হইয়া থাকে। পঞ্চকূর্চ্চ পান করিলে যে শুদ্ধি কথিত হয়, শ্রদ্ধা সহকারে একবিন্দু পঞ্চনদের জল পান করিলে তাদৃশ শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথস্নান করিলে যাদৃশ ফল হয়, এই পঞ্চনদজলে অবগাহন করিলে তাহার শতগুণ ফল হইয়া থাকে। কারণ, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যাগ ব্রহ্মার দুই দণ্ড কাল যাবৎ স্বর্গফল প্রদান করে, কিন্তু পঞ্চনদে অবগাহনে মুক্তিফল দিয়া থাকে। স্বর্গরাজ্যে অভিষেকও তাদৃশ সজ্জনসম্মত নহে, পঞ্চনদতীর্থে অভিষেক যাদৃশ হইয়া থাকে। কাশীধামে পঞ্চনদতীর্থে স্নানকারী জনগণের ভৃত্য হইয়া থাকা ভাল, কিন্তু অন্য স্থানে কোটি কোটি ভূপতির অধীশ্বর হইয়াও অবস্থান ভাল নহে। যাহারা কার্ত্তিক মাসে পাপহারী পঞ্চনদতীর্থে স্নান করে নাই, তাহারা অদ্যাপি গর্ভে অবস্থান করিতেছে ও পুনরায় গর্ভে বাস করিবে। সত্যযুগে ধর্ম্মনদ, ত্রেতাযুগে ধূতপাপা, দ্বাপরে বিন্দুতীর্থ ও কলিযুগে পঞ্চনদতীর্থ প্রশস্ত জানিবে। যাগ ও বাপী-কূপখননাদি ধর্ম্মকার্য্য যাবজ্জীবন করিলে অন্যত্র যে ফল হইয়া থাকে, কার্ত্তিকমাসে এই পঞ্চনদে একবারমাত্র স্নানে তাদৃশ ফললাভ হয়। ধূতপাপা সদৃশ তীর্থ ভূতলে নাই; কারণ, ইহাতে সকৃৎ স্নান করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ খণ্ডন হইয়া থাকে। বিন্দুতীর্থে যে ব্যক্তি গুঞ্জাপরিমিত সুবর্ণ দান করে, সে কখন দরিদ্র ও সুবর্ণহীন হয় না। এই বিন্দুতীর্থে ধেনু, ভূমি, তিল, হিরণ্য অশ্ব, অন্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কার যে ব্যক্তি দান করে, তাহার অক্ষয় ফল হইয়া থাকে। পবিত্র ধর্ম্মনদতীর্থে, প্রজ্বলিত অনলে যথাবিধি একবার আহুতি প্রদান করিলে, মানব কোটিহোমের ফল লাভ করিয়া থাকে। চতুর্ব্বর্গফলদায়ী পঞ্চনদতীর্থের অপার মহিমা বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ নহে। এই পুণ্য-

ভক্তিভাবতঃ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১৪৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশীখণ্ডে পঞ্চনদাবির্ভাবো নাম-একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। উক্তা পঞ্চনদোৎপত্তির্মিত্রাবরুণ-নন্দন। ইদানীং কথয়িষ্যামি মাধবাবিষ্কৃতিং পরাম্॥ ১॥ যাং শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া ধীমান্ পাপেভ্যো মুচ্যতে ক্ষণাৎ। ন চ শ্রিয়া বিযুজ্যেত সংযুজ্যেত বৃষেণ চ॥ ২॥ আগত্য মন্দরাদদ্রেরুপেন্দ্রশ্চন্দ্রশেখরম্। আপৃচ্ছ্য তার্ক্ষ্যরথগঃ ক্ষণাদ্বারাণসীং পুরীম্॥ ৩॥ দিবোদাসং মহীপালং সমুচ্চাট্য স্বমায়য়া। স্থিত্বা পাদোদকে তীর্থে কেশবাখ্যাস্বরূপতঃ॥ ৪॥ মহিমানং পরং কাশ্যাং বিচার্য্য সুবিচার্য্য চ। দৃষ্ট্বা পঞ্চনদং তীর্থং পরাং মুদমবাপ হ॥ ৫॥ উবাচ চ প্রসন্নাত্মা পুণ্ডরীকবিলোচনঃ। অগণ্যা অপি বৈকুণ্ঠগুণা বিগণিতা ময়া॥ ৬॥ ক্ক ক্ষীরনীরধৌ সান্তি তাবন্ত্যো নির্ম্মলা গুণাঃ। যাবন্ত্যো বিমলাস্তেঽত্র কাশ্যাং পঞ্চনদে হ্রদে॥ ৭॥ শ্বেতদ্বীপেঽপি সামগ্রী ক্ক গুণানাং গরীয়সী। ঈদৃশী যাদৃশী কাশ্যাং ধূতপাপেঽস্তি পাবনী॥ ৮॥ মুদে কৌমোদকী-স্পর্শস্তথা ন মম জায়তে। ধূতপাপাম্বুসম্পর্কো যথা ভবতি সর্ব্বথা॥ ৯॥ ন ক্ষীরনীরধিজায়া সুখং মে শ্লিষ্টগাত্রয়া। তথা ভবেদ্যথাত্র স্যাৎ স্নাতস্য ধূতপাপয়া॥ ১০॥ ইত্থং পঞ্চনদে তীর্থে ক্ষীরনীরধিজাধবঃ। সম্প্রেষ্য তার্ক্ষ্যং ত্র্যক্ষাগ্রে বৃত্তান্তং বিনিবেদিতুম্॥ ১১॥ আনন্দকাননভবং দিবোদাসক্ষমাপতেঃ। সংবর্ণয়ন্ গুণগ্রামং পুণ্যং পঞ্চনদোদ্ভবম্॥ ১২॥ সুখোপবিষ্টঃ সংহৃষ্টঃ সুদৃষ্টিবিষ্টরশ্রবাঃ। দৃষ্টবাংস্তপসা জুষ্টমপুষ্টাঙ্গং তপোধনম্॥ ১৩॥ স ঋষিস্তং সমভ্যেত্য পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্। উপোপবিষ্টকমলং বনমালাবিরাজিতম্॥ ১৪॥ শঙ্খপদ্মগদাচক্রচঞ্চৎকরচতুষ্টয়ম্। কৌস্ত-

---

আখ্যান ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে, সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া মনুষ্য বিষ্ণুলোকে সৎকৃত হইয়া থাকে। ১২৩—১৪৪।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে মিত্রাবরুণনন্দন! পঞ্চনদতীর্থের উৎপত্তি কথা বর্ণিত হইল; এক্ষণে মাধবের আবিষ্কারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে ধীমান্ ব্যক্তি, ক্ষণকালমধ্যে পাপমুক্ত হইয়া থাকে; শ্রী ও ধর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করে না। ভগবান্ উপেন্দ্র চন্দ্রশেখরের নিকট বিদায় লইয়া, গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক মন্দর পর্ব্বত হইতে ক্ষণমধ্যে বারাণসী পুরীতে আগমন করিলেন। নিজমায়া-প্রভাবে তত্রত্য রাজা দিবোদাসকে উচ্চাটন করিয়া, কেশবাখ্যস্বরূপী পাদোদকতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক কাশীর পরম মহিমা মনে মনে বিচার—সুবিচার করিয়া পঞ্চনদতীর্থ দর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলেন। তখন প্রসন্নচিত্ত পুণ্ডরীকাক্ষ নিজ মনে বলিতে লাগিলেন যে, বৈকুণ্ঠলোকের অগণ্য গুণও আমার বিগুণ বোধ হইতেছে, এই কাশীস্থিত পুণ্য পঞ্চনদ তীর্থের যে গুণ দেখিতেছি, ক্ষীরসমুদ্রে তাদৃশ নির্ম্মল গুণ দৃষ্ট হইতেছে না। শ্বেতদ্বীপে গুণের সে গুরুতর সামগ্রী নাই। এই কাশীতে যাদৃশ অতি পবিত্র ধূতপাপা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার কৌমোদকী গদাস্পর্শ তাদৃশ আনন্দকর হইতেছে না, ধূতপাপার জলস্পর্শে আমার যাদৃশ আনন্দ হইতেছে। ধূতপাপার স্পর্শে যেরূপ সুখ হইতেছে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আলিঙ্গনে তদ্রূপ সুখলাভ ঘটে কৈ? এই সব মনে করত ত্র্যম্বকের নিকট বৃত্তান্ত নিবেদনের জন্য গরুড়কে প্রেরণ করিয়া দিবোদাস রাজার, আনন্দকানন কাশীর এবং পবিত্র পঞ্চনদতীর্থের গুণগ্রাম বর্ণন করত পঞ্চনদতীর্থে হৃষ্টমনে সুখোপবিষ্ট, সুদৃষ্টিসম্পন্ন, বিষ্টরশ্রবা মাধব, কৃশাবয়ব তপঃসেবিত এক তপোধনকে দেখিতে পাইলেন।১—১৩। সেই ঋষি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, দেবচতুষ্টয় যাঁহার আকার অবগত নহেন, উপনিষদ যাঁহার তত্ত্বকথনে অসমর্থ, ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে অবগত নহেন, সমীপে পদ্মাসনে আসীন সেই অখিলদানবঘাতী, মধুকৈটভবিনাশক, কংসধ্বংসকারী পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতকে নয়নগোচর করিলেন। দেখিলেন, অচ্যুত, বনমালাবিভূষিত, করচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভিত, বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ মণি দ্বারা

...সিতোরস্কঃ পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ১৫ ॥ নীলেন্দীবরসরুচিং সুস্নিগ্ধমধুরাকৃতিম্। নাভী-হৃৎপদ্মসুমং সুপাটলরদচ্ছদম্ ॥ ১৬ ॥ দাড়িমী-বীজদশনঃ কিরীটদ্যোতিতাম্বরম্। দেবেন্দ্র-বন্দিতপদং সনকাদিপরিষ্টুতম্ ॥ ১৭ ॥ দিব্যর্ষিভি-র্নারদাদ্যৈঃ পরিগীতমহোদয়ম্। প্রহ্লাদাদ্যৈ-র্ভাগবতৈঃ পরিনন্দিতমানসম্ ॥ ১৮ ॥ ধৃতশার্ঙ্গ-ধনুর্দণ্ডং দণ্ডিতাখিলদানবম্। মধুকৈটভহন্তারং কংসবিধ্বংসসূচকম্ ॥ ১৯ ॥ কৈবল্যং যৎপরং ব্রহ্ম নিরাকারমগোচরম্। তং পুংমূর্ত্ত্যাপরিণতং ভক্তানাং ভক্তিহেতুতঃ ॥ ২০ ॥ বেদা বিদুর্যদাকারং নৈবোপনিষদোদিতম্। ব্রহ্মাদ্যা ন চ গীর্ব্বাণাশ্চক্রে মেত্রাতিথিং স তম্ ॥ ২১ ॥ প্রণনাম মুদাযুক্তঃ ক্ষিতিবিন্যস্তমস্তকঃ। স ঋষিস্তং হৃষীকেশমগ্নি-বিন্দুর্মহাতপাঃ ॥ ২২ ॥ তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা মৌলি-বদ্ধকরাঞ্জলিঃ। অধ্যাস্তবিস্তীর্ণশিলং বলিধ্বংসিন-মচ্যুতম্ ॥ ২৩ ॥ তত্র পঞ্চনদাভ্যাসে মার্কণ্ডেয়াদি-সেবিতে। গোবিন্দমগ্নিবিন্দুঃ স স্তবতাং শ্রেষ্ঠ-মানসঃ ॥ ২৪ ॥ অগ্নিবিন্দুরুবাচ। ওঁ নমঃ পুণ্ডরী-কাক্ষ বাহ্যান্তঃশৌচদায়িনে। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২৫ ॥ নমামি তে পদদ্বন্দ্বং সর্ব্বদ্বন্দ্বনিবারকম্। নিবিষ্টয়া ধিয়া বিষ্ণো ইন্দ্রাদি-সুরবন্দিত ॥ ২৬ ॥ যং স্তোতুং নাধিগচ্ছন্তি বাচো বাচস্পতেরপি। তমীষ্টে ক ইহ স্তোতুং ভক্তিরত্র বলীয়সী ॥ ২৭ ॥ অপি যো ভগবানীশো মনঃ-প্রাচামগোচরঃ। স মাদৃশৈরল্পধীভিঃ কথং স্তত্যো বচঃপরঃ ॥ ২৮ ॥ যং বাচো ন বিশন্তীশং মনতীহ মনো ন যম্। মনোগিরামতীতং তং কস্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ২৯ ॥ যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ। তস্য দেবস্য মহিমা মহান্ কৈরবগম্যতে ॥ ৩০ ॥ অতত্রিতমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়া যং সনকাদয়ঃ। ধ্যায়ন্তোঽপি হৃদাকাশে ন বিন্দন্তি যথার্থতঃ ॥ ৩১ ॥ নারদাদ্যৈর্মুনিবরৈরাবাল-ব্রহ্মচারিভিঃ। গীয়মানচরিত্রোঽপি ন সম্যগ্‌যোঽধি-গম্যতে ॥ ৩২ ॥ তং সূক্ষ্মরূপমজমব্যয়মেকমাদ্যং ব্রহ্মাদ্যগোচরমজেয়মনন্তশক্তিম্। নিত্যং নিরাময়-মমূর্ত্তমচিন্ত্যমূর্ত্তিং কস্ত্বাং চরাচর চরাচরভিন্ন বেত্তি ॥

উদ্ভাসিত, পীত কৌষেয় বস্ত্র পরিধান; তাঁহার বর্ণ নীলেন্দীবরসদৃশ, আকার সুস্নিগ্ধ মধুর, তাঁহার নাভিপদ্ম এবং হৃৎপদ্ম অতিসুন্দর, ওষ্ঠাধর অতিশয় রক্তবর্ণ, দশনাবলী দাড়িমীবীজসদৃশ। ঋষি দেখিলেন, তাঁহার কীরিটশোভায় আকাশ উদ্ভাসিত, দেবেন্দ্র তাঁহার চরণবন্দনা করিতেছেন, সনকাদি ঋষিগণ স্তব করিতেছেন, নারদাদি দেবর্ষি-বৃন্দ তাঁহার মহোদয়কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহার হৃদয়ের আনন্দবিধান করিতেছেন, শার্ঙ্গধনু তিনি ধারণ করিয়া আছেন। যিনি আবাঙ্মনসগোচর অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তিনি ভক্তগণের ভক্তিবলে এই পুরুষ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। সেই মহাতপা অগ্নি-বিন্দু ঋষি ভগবদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া অবনি-তলাবলুণ্ঠিতমস্তকে হৃষীকেশকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি বিস্তীর্ণশিলায় উপবিষ্ট বলিধ্বংসী অচ্যুতকে, পরমভক্তি সহকারে মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক স্তব করিলেন। অগ্নিবিন্দু, মার্ক-ণ্ডেয়াদিসেবিত সেই পঞ্চনদতীর্থ সমীপে হৃষ্টমনে গোবিন্দকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে পুণ্ডরী-কাক্ষ! তুমি বাহ্য অন্তরের শুদ্ধিপ্রদ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রনেত্র এবং সহস্রচরণ পুরুষ; ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর-স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে ইন্দ্রাদিসুরগণ-বন্দিত! বিষ্ণো! সর্ব্বদ্বন্দ্বনিবারক তোমার পদ-যুগলে আমি একাগ্রমনে প্রণাম করি। বাচস্পতির বাক্যও যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে স্তব করিতে কে সমর্থ? তবে আমি যে স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ বিষয়ে ভক্তিরই প্রাবল্য।১৫—২৭। যে ভগবান্ ঈশ্বর, বাক্যমনের অগোচর, সেই বাক্যা-তীত পুরুষ মাদৃশ অল্পবুদ্ধি জনগণের স্তবনীয় হই-বেন কিরূপে? বাক্য যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে অস-মর্থ, মন যাঁহাকে মনন করিতে অপারগ, বাক্য এবং মনের অতীত সেই বস্তুকে স্তব করিতে কাহার শক্তি আছে? ষড়ঙ্গ-পদক্রম-সমন্বিত বেদ-সমূহ যাঁহার নিশ্বাস, (নিশ্বাসবৎ অনায়াসে উৎপন্ন) সেই দেবের মহামহিমা অবগত হইতে কে পারে? তৎপরমনা তৎপরবুদ্ধি এবং তৎপরেন্দ্রিয় সন-কাদি ঋষিগণ যাঁহাকে হৃদয়াকাশে ধ্যান করিয়াও যথার্থতঃ জানিতে পারেন নাই, আবালব্রহ্মচারী নারদাদি মুনিগণেরা সতত চরিত্র গান করিয়াও যাঁহাকে সম্যক্‌প্রকারে বিদিত হইতে পারেন নাই, ব্রহ্মাদির অগোচর, অজেয়, অনন্তশক্তি, অব্যয়, এক, আদ্য, অজ, সূক্ষ্মরূপ, নিত্য, নিরাময়, নিরা-কার, অচিন্ত্যস্বরূপ সেই তোমাকে—হে চরাচর! হে চরাচরভিন্ন! সেই তোমাকে কে জানিতে পারে?

৩৩। একৈকমেব তব নামহরেমুরারে জন্মার্জ্জিতাঘমুঘিনাঞ্চ মহাপদাট্যম্। দদ্যাৎ ফলঞ্চ মহিতং মহতো মখস্য জপ্তং মুকুন্দ মধুসূদন মাধবেতি ॥ ৩৪ ॥ নারায়ণেতি নরকার্ণবতারণেতি দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি। বিশ্বম্ভরেতি বিরজেতি জনার্দ্দনেতি ক্বাস্তীহ জন্ম জপতাং ক কৃতান্তভীতিঃ ॥ ৩৫ ॥ যে ত্বাং ত্রিবিক্রম সদা হৃদি শীলয়ন্তি কাদম্বিনীরুচিররোচিষমম্বুজাক্ষম্। সৌদামনীবিলাসিতাংশুকবীতমূর্ত্তে তেঽপি স্পৃশন্তি তব কান্তিমচিন্ত্যরূপাম্ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরেঽচ্যুত কৈটভারে গোবিন্দ তার্ক্ষ্যরথ কেশব চক্রপাণে। লক্ষ্মীপতে দনুজসূদনশার্ঙ্গপাণে ত্বদ্ভক্তিভাজি ন ভয়ং ক্বচিদস্তি পুংসি ॥ ৩৭ ॥ যৈরর্চ্চিতোঽসি ভগবংস্তুলসী-প্রসূনৈর্দ্দূরীকৃতৈণমদসৌরভদিব্যগন্ধৈঃ। তানর্চ্চয়ন্তি দিবি দেবগণাঃ সমস্তা মন্দারদামভিরলং বিমলস্বভাবান্ ॥ ৩৮ ॥ যদ্বাচি নাম তব কামদমজ্জনেত্র যচ্ছ্রোত্রয়োস্তবকথামধুরাক্ষরাণি। যচ্চিত্তভিত্তিলিখিতং ভবতোঽস্তি রূপং নীরূপ ভূপপদবী ন হি তৈর্দ্দুরাপা ॥ ৩৯ ॥ যে ত্বাং ভজন্তি সততং ভুবি শেষশায়িংস্তান্ শ্রীপতে পিতৃপতীন্দ্রকুবেরমুখ্যাঃ। বৃন্দারকা দিবি সদৈব সভাজয়ন্তি স্বর্গাপবর্গসুখসন্ততিদানদক্ষ ॥ ৪০ ॥ যে ত্বাং স্তবন্তি সততং দিবি তান্ স্তবন্তি সিদ্ধাপ্সরোঽমরগণা কমলাঙ্কপাণে। বিশ্রাণয়ত্যখিলসিদ্ধিদ কো বিনা ত্বাং নির্ব্বাণচারুকমলাং কমলায়তাক্ষ ॥ ৪১ ॥ ত্বং হংসি পাসি সৃজসি ক্ষণতঃ স্বলীলালীলাবপুর্দ্ধর বিরিঞ্চিনতাঙ্ঘ্রিযুগ্ম। বিশ্বং ত্বমেব পর বিশ্বপতিস্ত্বমেব বিশ্বস্য বীজমসি তৎপ্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥ ৪২ ॥ স্তোতা ত্বমেব দনুজেন্দ্ররিপো স্তুতিস্ত্বং স্তুত্যস্ত্বমেব সকলং হি ভবানিহৈকঃ। ত্বত্তো ন কিঞ্চিদপি ভিন্নমবৈমি বিষ্ণো তৃষ্ণাং সদা কৃণু হি মে ভবজাং ভবারে ॥ ৪৩ ॥ ইতি স্তুত্বা হৃষীকেশমগ্নিবিন্দুর্মহাতপাঃ। তস্থৌ তুষ্ণীং ততো বিষ্ণুরুবাচ বরদো মুনিম্ ॥ ৪৪ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। অগ্নিবিন্দো মহাপ্রাজ্ঞ মহতাং তপসাং নিধে। বরং বরয় সুপ্রীতস্তবাদেয়ং ন কিঞ্চন ॥ ৪৫ ॥ অগ্নিবিন্দুরুবাচ।

হে হরে! হে, মুরারে! তোমার এক একটী নামই পাপিগণের জন্মান্তরসঞ্চিত মহাপাতকাদি পাপও হরণ করে, "মুকুন্দ"! "মধুসূদন!" "মাধব!" এই সকল পূজিত নাম জপ করিলে উত্তম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। "নারায়ণ" 'নরকার্ণব-তারণ' দামোদর' 'মধুসূদন' 'চতুর্ভূজ' 'বিশ্বম্ভর' 'বিরজ' এবং 'জনার্দ্দন' এই নাম জপ করিলে, যমভয়ও থাকে না এবং জন্মও আর হয় না। হে ত্রিবিক্রম! হে সৌদামিনীসদৃশ পীতবসন-পরিধান! যাঁহারা তোমার নবঘনচয়সুন্দর শ্যামলবর্ণ পুণ্ডরীকাক্ষমূর্ত্তি হৃদয়ে অনুশীলন করেন, তোমার অচিন্ত্যরূপ সারূপ্য তাঁহারাও লাভ করেন। হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! হরে! অচ্যুত! কৈটভারে! গোবিন্দ! গরুড়ধ্বজ! কেশব! হে চক্রপাণে! লক্ষ্মীপতে! শার্ঙ্গধর! দৈত্যসূদন! তোমার ভক্ত-পুরুষের কোথাও ভয় নাই। হে ভগবন্! মৃগমদ (মৃগনাভি) সৌরভ-বিজয়ি-দিব্যগন্ধসম্পন্ন তুলসীকুসুম দ্বারা তোমাকে যাহারা পূজা করিয়াছেন, স্বর্গে দেবগণ সকলে মন্দারমাল্য দ্বারা সেই নির্ম্মলস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে পূজা করেন! হে কমললোচন! অভিলাষপ্রদ ত্বদীয় নাম যাঁহাদিগের কথায়, তোমার মধুরাক্ষর কথা যাহাদের কর্ণে, আর তোমার রূপ যাঁহাদের চিত্তভিত্তিতে লিখিত হইয়া আছে, নিরাকার ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিও তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট নহে। হে স্বর্গ-মোক্ষ-সুখসমূহদানদক্ষ! অনন্তশায়িন্! শ্রীনাথ! পৃথিবীতে যাঁহারা তোমাকে ভজনা করেন, ইন্দ্র, যম, কুবেরপ্রমুখ দেবগণ, স্বর্গে সদাই তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন। হে কমলপাণে! কমলায়তলোচন! যাহারা সতত তোমার স্তব করেন, সিদ্ধগণ অপ্সরোগণ এবং দেবগণ স্বর্গে তাঁহাদিগকে স্তব করেন। হে অখিলসিদ্ধিপ্রদ! নির্ব্বাণমুক্তির রুচিরলক্ষ্মীবিতরণ তুমি বিনা আর কাহার কার্য্য? ২৮—৪১। হে লীলামূর্ত্তে! হে বিরিঞ্চিনমস্কৃত চরণযুগল! আপনার লীলাক্রমে ক্ষণমধ্যে জগৎসৃষ্টি, জগৎপালন এবং জগৎসংহার তুমিই করিয়া থাক; হে পরম! তুমি জগৎ, তুমিই জগৎপতি এবং তুমিই জগতের বীজ, অতএব তোমাকে নিত্য প্রণাম করিতেছি। হে দনুজেন্দ্ররিপো! তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তুতি এবং তুমিই স্তবনীয়; এক মাত্র তুমিই সকল। হে বিষ্ণো! কিছুই তোমা হইতে অতিরিক্ত বোধ করি না। হে ভবশমনকর! আমার সংসার-তৃষ্ণা দূর কর। মহাতপা অগ্নিবিন্দু হৃষীকেশকে এইরূপ স্তব করিয়া তূষ্ণীভূত হইলেন। অনন্তর, বরদাতা বিষ্ণু মুনিকে বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাতপোনিধে! আমি

যদি প্রীতোঽসি ভগবন্ বৈকুণ্ঠেশ জগৎপতে। কমলাকান্ত তদ্দেহি যদিহ প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৪৬ ॥ কৃতানুজ্ঞোঽথ হরিণা ভ্রূভঙ্গেন স তাপসঃ। কৃতপ্রণামো হৃষ্টাত্মা বরয়ামাস কেশবম্ ॥ ৪৭ ॥ ভগবন্ সর্ব্বগোঽপীহ তিষ্ঠ পঞ্চনদে হ্রদে। হিতায় সর্ব্বজন্তূনাং মুমুক্ষূণাং বিশেষতঃ ॥ ৪৮ ॥ লক্ষ্মীশেন বরো মহ্যমেষ দেয়োঽবিচারতঃ। নান্যং বরং বৃণীহেঽহং ভক্তিং চ ত্বৎপদাম্বুজে ॥ ৪৯ ॥ ইতি শ্রুত্বা বরং তস্যাগ্নিবিন্দোর্ম্মধুসূদনঃ। প্রীতঃ পরোপকারার্থং তথেত্যাহাব্ধিজাপতিঃ ॥ ৫০ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। অগ্নিবিন্দো মুনিশ্রেষ্ঠ স্থাস্যাম্যহমিহ ধ্রুবম্। কাশীভক্তিমতাং পুংসাং মুক্তিমার্গং সমাদিশম্ ॥ ৫১ ॥ মুনে পুনঃ প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি দদামি তে। অতীব মম ভক্তোঽসি ভক্তিস্তেঽস্তু দৃঢ়া ময়ি ॥ ৫২ ॥ আদাবেব হি তিষ্ঠাসুরহমত্র তপোনিধে। তৎ ত্বয়া সমভ্যর্থি স্থাস্যাম্যত্র সদৈব হি ॥ ৫৩ ॥ প্রাপ্য কাশীং সুদুর্মেধাঃ কস্ত্যজেজ্জ্ঞানবান্ যদি। অনর্ঘ্যং প্রাপ্য মাণিক্যং হিত্বা কাচং ক ঈহতে ॥ ৫৪ ॥ অল্পীয়সা শ্রমেণেহ বপুষো ব্যয়মাত্রতঃ। অবশ্যং গত্বরস্যাশু যথা মুক্তিস্তথা ক হি ॥ ৫৫ ॥ বিনিময্য জরাজীর্ণং দেহং পার্থিবমত্র বৈ। প্রাজ্ঞাঃ কিমু ন গৃহ্ণীয়ুরমৃতং নৈর্জ্জরং বপুঃ ॥ ৫৬ ॥ ন তপোভির্ন বা দানৈর্ন যজ্ঞৈর্বহুদক্ষিণৈঃ। অন্যত্র লভ্যতে মোক্ষো যথা কাশ্যাং তনুব্যয়াৎ ॥ ৫৭ ॥ অপি যোগং হি যুঞ্জানা যোগিনো যতমানসাঃ। নৈকেন জন্মনা মুক্তাঃ কাশ্যাং মুক্তা বপুর্ব্যয়াৎ ॥ ৫৮ ॥ ইদমেব মহাদানমিদমেব মহত্তপঃ। ইদমেব ব্রতং শ্রেষ্ঠং যৎকাশ্যাং ম্রিয়তে তনুঃ ॥ ৫৮ ॥ স এব বিদ্বান্ জগতি স এব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। স এব পুণ্যবান্ ধন্যো লব্ধা কাশীং ন যস্ত্যজেৎ ॥ ৬০ ॥ তাবৎস্থাস্যাম্যহং চাত্র যাবৎকাশী মুনে স্থিহ। প্রলয়েঽপি ন নাশোঽস্যাঃ শিবশূলাগ্রসুস্থিতেঃ ॥ ৬১ ॥ ইত্যাকর্ণ্য গিরং বিষ্ণোরগ্নিবিন্দুর্ম্মহামুনিঃ। প্রহৃষ্টরোমা প্রোবাচ পুনরন্যং বরং বৃণে ॥ ৬২ ॥ মাপতে মম নাম্নাত্র তীর্থে পঞ্চনদে শুভে।

বিন্দো! আমি উত্তম প্রীতিলাভ করিয়াছি, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই; বর প্রার্থনা কর। অগ্নিবিন্দু বলিলেন,—হে বৈকুণ্ঠেশ! জগৎপতে! ভগবন্! কমলাকান্ত! যদি প্রীত হইয়াছেন ত আমি এখন যাহা প্রার্থনা করি, তাহা প্রদান করুন। হরি, ভ্রূভঙ্গী দ্বারা সেই তাপসকে অনুমতি করিলে তিনি প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে, কেশবের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বত্রগ হইলেও সর্ব্বপ্রাণিগণের বিশেষতঃ মুমুক্ষুগণের হিতের জন্য এই পঞ্চনদহ্রদতীর্থে অবস্থান করুন। হে মাধব! বিচার না করিয়া এই বরই আমাকে দিতে হইবে। আর আপনার পদকমলে ভক্তি প্রার্থনা করি; অন্য বর চাহি না। শ্রীপতি মধুসূদন, অগ্নিবিন্দুর এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে পরোপকারের জন্য "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দো! কাশীভক্ত মানবগণের মুক্তিপথ উপদেশ করত এই স্থানে আমি নিশ্চয় থাকিব। মুনে! তুমি আমার অত্যন্ত দৃঢ়ভক্ত, আমাতে তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকুক। আমি প্রসন্ন হইয়াছি, পুনরায় বর প্রার্থনা কর; তোমাকে তাহা প্রদান করিতেছি। হে তপোনিধে! প্রথম হইতেই আমি এখানে থাকিতে অভিলাষী হইয়াছি, তারপর তুমি প্রার্থনা করিলে, আমি সর্ব্বদাই এ স্থানে থাকিব। জ্ঞান যদি থাকে ত কাশীতে উপস্থিত হইয়া কোন্ দুর্ম্মেধা মানব, তাহা পরিত্যাগ করে? অমূল্য মাণিক্য প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কাচের জন্য কে চেষ্টা করে? ৪২—৫৪। অতি অল্পশ্রম—অবশ্য-নশ্বর শরীরপাত মাত্র;—ইহাতে অবিলম্বে মুক্তি এমন আর কোথায় হয়? প্রাজ্ঞগণ, এই স্থানে জরাজীর্ণ পার্থিবদেহের বিনিময়ে জরাশূন্য অমৃতদেহগ্রহণে কি পরাঙ্মুখ হয়? কাশীতে দেহত্যাগমাত্র যেরূপ লাভ হয়, অন্যত্র তপস্যা, দান এবং বহু দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞসমূহ দ্বারাও সেরূপ লাভ—সে মুক্তিলাভ হয় না। যোগনিষ্ঠ সংযতচিত্ত "যোগীরাও একজন্মে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না; কিন্তু কাশীতে দেহত্যাগমাত্রেই মুক্তি হয়। কাশীতে মৃত্যুই মহাদান, মহাতপস্যা এবং মহৎ ব্রত। যে ব্যক্তি কাশীতে আসিয়া তাহাকে পুনরায় ত্যাগ না করে, জগতে সে-ই বিদ্বান্, সে-ই জিতেন্দ্রিয়, সে-ই পুণ্যবান্ এবং সে-ই ধন্য। হে মুনে! যতদিন কাশী, আমি ততদিন এইখানে থাকিব।" আর শিবশূলাগ্রে উত্তমরূপে স্থিত কাশীর নাশ প্রলয়েও নাই। মহামুনি অগ্নিবিন্দু, বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিতশরীরে বলিলেন,—আমি পুনরায় অন্য বর প্রার্থনা করিতেছি। হে মাধব! এই শুভ পঞ্চনদতীর্থে থাকিয়া ভক্তগণকে এবং

অভক্তেভ্যোঽপি ভক্তেভ্যঃ স্থিতো মুক্তিং সদাদিশ ॥ ৬৩ ॥ যেঽত্র পঞ্চনদে স্নাত্বা গত্বা দেশান্তরেষপি। নরাঃ পঞ্চত্বমাপন্না মুক্তিং তেভ্যোঽপি বৈ দিশ ॥ ৬৪ ॥ যে তু পঞ্চনদে স্নাত্বা ত্বাং ভজিষ্যন্তি মানবাঃ। চলাচলাপি দ্বৈরূপা মা ত্যাক্ষীল্লক্ষ্মীশ্চ তাননান্ ॥ ৬৫ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। এবমস্ত্বগ্নিবিন্দোঽত্র ভবতা যদ্‌বৃতং মুনে। স্বনাম্নোঽর্দ্ধেন মে নাম ময়া সহ ভবিষ্যতি ॥ ৬৬ ॥ বিন্দুমাধব ইত্যাখ্যা মম ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। কাশ্যাং ভবিষ্যতি মুনে মহাপাপৌঘঘাতিনী ॥ ৬৭ ॥ যে মামত্র নরাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যে পঞ্চনদে হ্রদে। সদা সপর্য্যয়িষ্যন্তি তেষাং সংসারভীঃ কুতঃ ॥ ৬৮ ॥ বসুস্বরূপিণী লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীর্নির্ব্বাণসংজ্ঞিকা। তৎপার্শ্বগা সদা যেষাং হৃদি পঞ্চনদে হ্যহম্ ॥ ৬৯ ॥ যৈর্ন পঞ্চনদং প্রাপ্য বসুভিঃ প্রীণিতা দ্বিজাঃ। আশুলভ্যবিপত্তীনাং তেষাং তদ্বসু রোদিতি ॥ ৭০ ॥ ত এব ধন্যা লোকেঽস্মিন্ কৃতকৃত্যাস্ত এব হি। প্রাপ্য যৈর্ম্মম সান্নিধ্যং বসবো মম সাৎকৃতাঃ ॥ ৭১ ॥ বিন্দুতীর্থমিদং নাম তব নাম্না ভবিষ্যতি। অগ্নিবিন্দো মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৭২ ॥ কার্ত্তিকে বিন্দুতীর্থে যো ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ। স্নাতত্যনুদিতে ভানৌ ভানুজাত্তস্য ভীঃ কুতঃ ॥ ৭৩ ॥ অপি পাপসহস্রাণি কৃত্বা মোহেন মানবঃ। ঊর্জ্জে ধর্ম্মনদে স্নাতো নিষ্পাপো জায়তে ক্ষণাৎ ॥ ৭৪ ॥ যাবৎ স্বস্থোঽস্তি দেহোঽয়ং যাবন্নেন্দ্রিয়বিক্লবঃ। তাবদ্‌ব্রতানি কুর্ব্বীত যতো দেহফলং ব্রতম্ ॥ ৭৫ ॥ একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। উপবাসেন দেহোঽয়ং সংশোধ্যোঽশুচিভাজনম্ ॥ ৭৬ ॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ। অশুচিঃ শুচিতামেতি কায়ো যদ্‌ব্রতধারণাৎ ॥ ৭৭ ॥ ব্রতৈঃ সংশোধিতে দেহে ধর্ম্মো বসতি নিশ্চলঃ। অর্থকামৌ সনির্ব্বাণৌ তত্র যত্র বৃষস্থিতিঃ ॥ ৭৮ ॥ তস্মাদ্‌ব্রতানি সততং চরিতব্যানি মানবৈঃ। ধর্ম্মসান্নিধ্যকর্ত্তৄণি চতুর্বর্গফলেপ্সুভিঃ ॥ ৭৯ ॥ সদা কর্ত্তুং ন শক্নোতি ব্রতানি যদি মানবঃ। চাতুর্মাস্যমনুপ্রাপ্য তদা কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৮০ ॥ ভূশয্যাব্রহ্মচর্য্যঞ্চ কিঞ্চিৎ ভক্ষনিষেধনম্। একভক্তাদিনিয়মো নিত্যদানং স্বশক্তিতঃ ॥ ৮১ ॥ পুরাণশ্রবণঞ্চৈব তদর্থাচরণং

অভক্তগণকে আমার নাম দ্বারা মুক্তি প্রদান করুন। আর যে মানবেরা এই পঞ্চনদ তীর্থে স্নান করিয়া দেশান্তরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকেও মুক্তি প্রদান করুন। যে মানবেরা পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া আপনাকে ভজনা করিবে, চঞ্চলা এবং স্থিরা, যেরূপাই হউন, লক্ষ্মী তাহাদিগকে যেন ত্যাগ না করেন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—হে মুনে! অগ্নিবিন্দো! মান্যবর তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে, আমার নামের সহিত তোমার নামার্দ্ধ মিলিত হইবে। কাশীতে আমার ত্রিলোক-বিখ্যাত 'বিন্দুমাধব' নাম হইবে। এই নামে মহাপাপসমূহ বিনষ্ট হয়। যে পবিত্র মানবেরা এই পবিত্র পঞ্চনদহ্রদে আমাকে সর্ব্বদা পূজা করিবে, তাহাদিগের সংসারভয় কোথায়? পঞ্চনদতীর্থস্থিত আমি যাহাদিগের হৃদয়ে; ধনধান্যরূপিণী লক্ষ্মী এবং মোক্ষলক্ষ্মী সতত তাহাদের পার্শ্বচরী! যাহারা পঞ্চনদতীর্থে আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দ্বারা প্রীত না করে, অচিরেই যখন তাহারা পঞ্চত্ব পাইবে, তখন তাহাদের সেই ধন ক্রন্দন করিতে থাকিবে। যাহারা আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ধন দিয়া গিয়াছে, ইহলোকে তাহারাই ধন্য, তাহারাই কৃতার্থ। হে সর্ব্বপাতকনাশন! মুনিবর অগ্নিবিন্দো! তোমার নামে ইহার নাম হইবে,—বিন্দুতীর্থ! যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ থাকিয়া কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই বিন্দুতীর্থে স্নান করিবে, তাহার যমভয় কোথায়? মানব, মোহ বশতঃ সহস্র সহস্র পাপকার্য্য করিয়াও কার্ত্তিক মাসে ধর্ম্মনদে স্নান করিলে, ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হয়। যতদিন দেহ সুস্থ থাকে, যতদিন ইন্দ্রিয়বিপ্লব না হয়, তত দিন ব্রত করিবে; যেহেতু ব্রতই দেহের ফল। এই অশুচি পাত্র দেহকে একভক্ত, নক্ত, অযাচিতব্রত এবং উপবাস দ্বারা সংশোধিত করিতে হয়। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত যত্নসহকারে অনুষ্ঠেয়। যেহেতু, স্বভাবতঃ অপবিত্র দেহ, ব্রত করিলে পবিত্র হয়। ব্রতসমূহ দ্বারা সংশোধিত দেহে, ধর্ম্ম স্থিরভাবে বাস করেন। যথায় ধর্ম্ম থাকেন, নির্ব্বাণমুক্তির সহিত অর্থ কাম তথায় বর্ত্তমান থাকেন। অতএব চতুর্ব্বর্গফলপ্রার্থী মানবেরা সতত ব্রতাচরণ করিবে। কেননা, ব্রত ধর্ম্মের সান্নিধ্যকর। মানব যদি সর্ব্বদা ব্রত করিতে না পারে, তাহা হইলে, চাতুর্ম্মাস্য প্রাপ্ত হইয়া সযত্নে তাহা করিবে। ভূমিতে শয়ন, এক ভক্ত, কোন এক প্রকার খাদ্য-পরিত্যাগ, একভক্তাদি নিয়ম, যথাশক্তি নিত্যদান, পুরাণশ্রবণ, পুরাণের উপ-

[illegible] । অখণ্ডদীপোবোধশ্চ মহাপুজেষ্টদৈবতে ॥৮২॥ [illegible]ভুমিবীজাঢ্যে দেশে চাপি গতাগতম্‌। যত্নেন [illegible]ধীমান্‌ মহাধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে। ৭৩॥ অসম্ভাষ্যা ন [illegible]চাতুর্ম্মাস্যব্রতস্থিতৈঃ। মৌনঞ্চাপি সদা কার্য্যং [illegible] বক্তব্যমেব বা॥ ৮৪॥ নিষ্পাবাংশ্চ মসূরাংশ্চ [illegible] বর্জ্জয়েদ্‌ব্রতী। সদা শুচিভিরাস্থেয়ং [illegible]ব্যো নাব্রতী জনঃ॥ ৮৫॥ দন্তকেশাম্বরাদীনি [illegible] শোধ্যানি যত্নতঃ। অনিষ্টচিন্তা নো কার্য্যা ব্রতিনা হৃদ্যপি ক্বচিৎ॥ ৮৬॥ দ্বাদশস্বপি মাসেষু ব্রতিনো যৎ ফলং ভবেৎ। চাতুর্ম্মাস্যব্রতভৃতাং তৎ ফলং স্যাদখণ্ডিতম্‌॥ ৮৭॥ চতুর্ষ্বপি চ মাসেষু ন সামর্থ্যং ব্রতে যদি। তদোর্জ্জে ব্রতিনা ভাব্য-[illegible]কলমিচ্ছতা॥ ৮৮॥ অব্রতঃ কার্ত্তিকো যেষাং গতো মূঢ়ধিয়ামিহ। তেষাং পুণ্যস্য লেশোঽপি ন ভবেৎ শূকরাত্মনাম্‌॥ ৮৯॥ কৃচ্ছ্রং বা চাতিকৃচ্ছ্রং বা প্রাজাপত্যমথাপি বা। সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি কুর্য্যাচ্ছক্ত্যাতিপুণ্যবান্‌॥ ৯০॥ একান্তরং ব্রতং কুর্য্যাত্ত্রিরাত্রব্রতমেব বা। পঞ্চরাত্রং সপ্তরাত্রং সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে ব্রতী॥ ৯১॥ পক্ষব্রতং বা কুর্ব্বীত মাসোপোষণমেব বা। নোর্জ্জো হ্যব্রতো বিধাতব্যো ব্রতিনা কেনচিৎ ক্বচিৎ॥৯২॥ শাকাহারং পয়োহারং ফলাহারমথাপি বা। চরেদ্‌যবান্নাহারং বা সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে ব্রতী॥ ৯৩॥ নিত্যং নৈমিত্তিকং স্নানং কুর্য্যাদূর্জ্জে ব্রতী নরঃ। ব্রহ্মচর্য্যং চরেদূর্জ্জে মহাব্রতফলার্থবান্‌॥ ৯৪॥ বাৎসলং ব্রহ্মচর্য্যেণ যঃ ক্ষিপেচ্ছুচিমানসঃ। সমস্তং হায়নং তেন ব্রহ্মচর্য্যং কৃতং ভবেৎ॥ ৯৫॥ যস্তু কার্ত্তিকিকং মাসমুপবাসৈঃ সমাপয়েৎ। অপ্যব্দমপি তেনেহ ভবেৎ সম্যগুপোষিতম্‌॥ ৯৬॥ শাকাহারপয়োহারৈরূর্জ্জো যৈরতিবাহিতঃ। অখণ্ডিতা শরত্তেন তদাহারেণ যাপিতা॥ ৯৭॥ পত্রভোজী ভবেদূর্জ্জে কাংস্যং ত্যাজ্যং প্রযত্নতঃ। যো ব্রতী কাংস্যভোজী স্যান্ন তদ্‌ব্রতফলং লভেৎ॥ ৯৮॥ কাংস্যস্য নিয়মে দদ্যাৎ কাংস্যং সর্পিঃ-প্রপূরিতম্‌। ঊর্জ্জে ন ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রমতিক্ষুদ্রগতিপ্রদম্‌॥ ৯৯॥ মধুত্যাগে ঘৃতং দদ্যাৎ পায়সঞ্চ সশর্করম্‌। অভ্যঙ্গেঽভ্যবহারে চ তৈলমূর্জ্জে বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০০। তৃয়াৎ স নারকী দেহী

[illegible]দেশ মত আচরণ অখণ্ডদীপদান বা ইষ্টদেবতার মহাপূজা কর্ত্তব্য। ধীমান্‌ মানব, প্রচুর অঙ্কুরবীজযুক্ত ভূমিতে গমনাগমন যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। এই বর্জ্জন করিলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। চাতুর্ম্মাস্যব্রতাবলম্বীয়া অসম্ভাষ্য ব্যক্তিগণের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। সতত মৌনাবলম্বন করিবে অথবা সত্য কথাই বলিবে। ব্রতী ব্যক্তি, নিষ্পাব, মসূর এবং কোদ্রব বর্জ্জন করিবে। সদা পবিত্রভাবে থাকিবে; অব্রতী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না। ব্রতী, দন্তশোধন, কেশশোধন এবং বস্ত্রাদিশোধন যত্নে প্রত্যহ করিবে। ব্রতী কখন মনেও অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। সম্পূর্ণ দ্বাদশ মাস ব্রত করিলে যে ফল হয়, চাতুর্ম্মাস্যব্রতীদিগের সম্পূর্ণ সেই ফল হয়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতেও যদি শক্তি না হয়, তাহা হইলে সংবৎসরব্রতফলাভিলাষী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত করিবে। যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের কার্ত্তিকমাস বিনাব্রতে যায়, সেই শূকরস্বরূপ ব্যক্তিগণের লেশমাত্র পুণ্য নাই। অত্যন্ত পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি, কার্ত্তিকমাস আগত হইলে, তপ্ত-[illegible] অতি কৃচ্ছ্র অথবা প্রাজাপত্য ব্রত যথাশক্তি করিবে। কার্ত্তিকমাস আসিলে ব্রতী মানব, একান্তরব্রত, ত্রিরাত্রব্রত, পঞ্চরাত্রব্রত, সপ্তরাত্রব্রত পক্ষব্রত অথবা মাসোপবাসব্রত করিবে। অব্রতী হইয়া কেহ কখন কার্ত্তিকমাসকে বিফল করিবে না।৫৫-৯২। কার্ত্তিকমাস আসিলে,ব্রতী মানব, শাকাহার, পয়োমাত্রাহার ফলাহার অথবা যবান্নাহার করিবে। ব্রতী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে নিত্য নৈমিত্তিক স্নান করিবে। মহাব্রতফলার্থী মানব, কার্ত্তিকমাসে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি, পবিত্রচিত্তে কার্ত্তিকমাস ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করে, তাহার সম্পূর্ণ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করার ফল হয়। যে ব্যক্তি উপবাস দ্বারা সমস্ত কার্ত্তিকমাস কাটাইয়া দেয়,তাহার সম্পূর্ণ এক বৎসর উপবাস করার ফল হয়। যাহারা শাকমাত্র ভোজন, কি পয়োমাত্র আহার দ্বারা সমস্ত কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করে, তাহাদিগের সেই সেই বস্তুমাত্র ভোজনে সম্পূর্ণ বৎসর যাপন করার ফল হয়। কার্ত্তিকমাসে পাতায় খাইবে; যত্নসহকারে কাংস্যপাত্র পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রতী কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে তাহার সেই ব্রতে ফল হইবে না। কাংস্যবর্জ্জন নিয়ম করিলে, পরে ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র প্রদান করিবে। কার্ত্তিমাসে মধু ভোজন করিবে না; মধু ভোজন করিলে ক্ষুদ্রগতিপ্রাপ্তি হয়। মধুত্যাগ করিলে, ঘৃত দিবে এবং শর্করাযুক্ত পায়স দিবে। কার্ত্তিকমাসে, মর্দ্দনে এবং ভোজনে

তৈলাভ্যঙ্গাদ্যতোহনঘ। তৈলত্যাগে তিলান্ দদ্যাৎ দ্রোণমাত্রান্ সকাঞ্চনান্॥ ১০১॥ কর্ত্তিকে মৎস্য-ভোজী যঃ স তৈমীং যোনিমৃচ্ছতি। বাহুলে মাংসভোজী যঃ স কৃমিঃ পূয়শোণিতে ॥ ১০২॥ মাংসাশিনোঽপি যে ভূপাস্ত্যজেয়ুস্তেঽপি কার্ত্তিকে। মৎস্যমাংসানি সন্ত্যজ্য কার্ত্তিকে ব্রততৎপরঃ॥ ১০৩॥ মৎস্যমাংসাদনাদ্দোষাদ্বহির্ভবতি নিশ্চিতম্। নিয়মে মৎস্যমাংসানাং দদ্যাৎ কার্ত্তিকিকে ব্রতী। কুষ্মাণ্ডানি সমাষাণি দশস্বর্ণযুতান্যপি ॥১০৪॥ কার্ত্তিকে মৌনভোজী যঃ সোঽশ্নাত্যমৃতমেব হি। সুঘণ্টাং সতিলাং মৌনী সহিরণ্যাং প্রদাপয়েৎ ॥ ১০৫॥ কার্ত্তিকে লবণং ত্যক্তং যেন ব্রতভৃতা সতা। ত্যক্তাঃ সর্ব্বে রসাস্তেন তত্ত্যাগী গাং প্রদাপয়েৎ॥ ১০৬॥ ভূশয্যাং কার্ত্তিকে কুর্ব্বন্ ভুবং সংস্পৃশেদ্-ব্রতী। পর্য্যঙ্কং ভূশয়ো দদ্যাৎ সতুলং সোপ-ধানকম্॥ ১০৭॥ দীপং যঃ কার্ত্তিকে দদ্যাদখণ্ডং ঘৃতবর্ত্তিকম্। মোহান্ধতমসং প্রাপ্য স ন গচ্ছতি দুর্গতিম্ ॥ ১০৮॥ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে মাসে রজন্যাং দীপকৌমুদীম্। তামিস্রং চান্ধতামিস্রং ন স পশ্যেৎ কদাচন ॥ ১০৯॥ পাপান্ধকারসংক্রুদ্ধঃ কার্ত্তিকে দীপদানতঃ। ক্রোধান্ধকারিতমুখং ভাস্করিং স ন বীক্ষতে॥ ১১০॥ স উদ্যোতময়ং পশ্যেত্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। প্রবোধয়েন্মমাগ্রে যো দীপং সোজ্জ্বলবর্ত্তিকম্॥ ১১১॥ পঞ্চামৃতামাং কলসৈরূর্জ্জে মাং স্নাপয়েন্নরঃ। ক্ষীরাব্ধিতট-মাসাদ্য বসেৎ কল্পং স পুণ্যবান্॥ ১১২॥ প্রতিক্ষপং কার্ত্তিকিকে কুর্ব্বন্ জ্যোৎস্নাং প্রদীপ-জাম্। মমাগ্রে ভক্তিসংযুক্তো গর্ভধ্বান্তং ন সংবিশেৎ ॥ ১১৩॥ আজ্যবর্ত্তিকমূর্জ্জে যো দীপং মেঽগ্রে প্রবোধয়েৎ। বুদ্ধিভ্রংশং ন চাপ্নোতি মহামৃত্যুভয়ে সতি ॥ ১১৪ ॥ কার্ত্তিকে মাসি যে যাত্রা যৈঃ কৃতা ভক্তিতৎপরৈঃ। বিন্দুতীর্থে কৃতস্নানৈস্তেষাং মুক্তির্ন দূরতঃ ॥ ১১৫ ॥ ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম। দামোদর গৃহাণার্ঘ্যং দনুজেন্দ্রনিষূদন ॥ ১১৬॥ স্নানে নৈমিত্তিকে কৃষ্ণ কার্ত্তিকে পাপশোষণে॥ গৃহাণার্ঘ্যং

তৈল পরিত্যাগ করিবে। হে অনঘ! কেননা, কার্ত্তিকে তৈলমর্দ্দন করিলে, সেই দেহী নারকী হয়। তৈল ত্যাগ করিলে কাঞ্চনখণ্ডযুক্ত দ্রোণ-পরিমিত তিল দিবে। কার্ত্তিকমাসে মৎস্যভোজী ব্যক্তি, তিমিমৎস্যযোনি প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিকমাসে মাংসভোজী ব্যক্তি, পূয়শোণিতে কৃমি হয়। ক্ষত্রিয়-দিগের মংসভোজনবিধি আছে বটে, কিন্তু তাহা-রাও কার্ত্তিকমাসে মংস ভোজন করিবে না। কার্ত্তিকমাসে মৎস্যমাংস ত্যাগ করিলেই ব্রত-তৎপর হওয়া হয়। কার্ত্তিকে মৎস্যমাংসভোজনরূপ দোষে নিশ্চয় সর্প হইতে হয়। কার্ত্তিকে মৎস্য-মাংস পরিত্যাগ ব্রত করিলে, শেষে মাষযুক্ত এবং স্বর্ণযুক্ত দশটী কুষ্মাণ্ড প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মৌনাবলম্বনে ভোজনকারী, সে অমৃতই ভোজন করে। মৌনব্রতী ব্রতশেষে তিল এবং স্বর্ণসহ উত্তম ঘণ্টা প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি ব্রতাবলম্বী হইয়া কার্ত্তিকমাসে লবণ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বরস পরিত্যাগের ফল হয়। লবণত্যাগী শেষে গোদান করিবে। কার্ত্তিকে ভূমিশয্যা ব্রত করিলে, সেই ব্রতীর আর সংসার-বন্ধন থাকে না। ভূমিশায়ী ব্যক্তি সতুল এবং সোপাধান পর্য্যঙ্ক প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি ঘৃত-বর্ত্তিযুক্ত অখণ্ডদীপ সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাসে প্রদান করে, [illegible] হয় না।৯২—১০৮। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে দীপ-জ্যোৎস্না (আকাশপ্রদীপ অথবা দীপমালা) করে, তাহাকে কদাচ তামিস্র নরক দর্শন করিতে হয় না। কার্ত্তিকে দীপদান করিলে পাপান্ধকারের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়; কার্ত্তিকে দীপদাতা ব্যক্তি যমের ক্রোধান্ধকারিত মুখ অবলোকন করে না। যে ব্যক্তি আমার সমীপে উজ্জ্বলবর্ত্তিকা-সম্পন্ন দীপ প্রদান করে, সে সচরাচর ত্রৈলোক্যকে জ্যোতির্ম্ময় নিরী-ক্ষণ করে। যে মানব, কার্ত্তিকমাসে পঞ্চামৃতপূর্ণ কলস দ্বারা আমাকে স্নান করায়, সেই পুণ্যবান্, ক্ষীরসাগরতটে গিয়া এককল্প বাস করে। কার্ত্তিক-মাসে প্রতি রাত্রে ভক্তিসহকারে আমার অগ্রে দীপজ্যোৎস্না করিলে আর গর্ভান্ধকারে প্রবেশ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ঘৃতবর্ত্তিসম্পন্ন দীপ আমার অগ্রে প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, মহামৃত্যুভয়েও তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় না। কার্ত্তিকমাসে যাহরা ভক্তিযুক্ত হইয়া বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া আমর 'যাত্রা' করে, মোক্ষ তাহাদের দূরবর্ত্তী নহে; মদ্ব্রতপরায়ণ কার্ত্তিক মাসে যথাবিধি কৃতস্নান ব্যক্তির মুক্তিও দূরতর নহে। [illegible] দামোদর! হে দনুজেন্দ্রনিষূদন! অর্ঘ্য [illegible] কর। হে কৃষ্ণ! কার্ত্তিকমাসে এই পাপশোষক

...রাধয়া সহিতো ভবান্ ॥ ১১৭ ॥ ইমৌ মন্ত্রৌ সমুচ্চার্য্য যোহর্ঘ্যং মহ্যং প্রযচ্ছতি ॥ সুবর্ণ-রত্নপুষ্পাম্বুযুক্তা শঙ্খেন পুণ্যবান্ ॥ ১১৮ ॥ সুবর্ণ-পূর্ণপৃথিবী সঙ্কল্পোদকপূর্ব্বকম্। তেন দত্তা ভবেৎ সম্যক্ সুপাত্রায় সুপর্ব্বণি ॥ ১১৯ ॥ একাদশীং সমাসাদ্য প্রবোধকরণীং মম। বিন্দুতীর্থকৃতস্নানো রাত্রৌ জাগরণান্বিতঃ ॥ ১২০ ॥ দীপান্ প্রবোধ্য বহুশো মমালঙ্ক্ত্য শক্তিতঃ। তৌর্য্যত্রিকবিনোদেন পুরাণশ্রবণাদিভিঃ ॥ ১২১ ॥ মহামহোৎসবং কৃত্বা যাবৎ পূর্ণা তিথির্ভবেৎ। তত্রান্নদানং বহুশঃ কৃত্বা মৎপ্রীতয়ে নরঃ ॥ ১২২ ॥ মহাপাতকযুক্তোঽপি ন বিশেৎ প্রমদোদরম্। বিন্দুমাধবনামানং যো মামত্র সমর্চ্চয়েৎ ॥১২৩॥ বিন্দুতীর্থকৃতস্নানো নির্ব্বাণং স হি বিন্দতি। আদিমাধবনামাহং পূজ্যঃ সত্যযুগে মুনে ॥ ১২৪ ॥ অনন্তমাধবো জ্ঞেয়স্ত্রেতায়াং সর্ব্ব-সিদ্ধিদঃ। শ্রীদমাধবসংজ্ঞোঽহং দ্বাপরে পরমার্থ-কৃৎ ॥ ১২৫ ॥ কলৌ কলিমলধ্বংসী জ্ঞেয়োঽহং বিন্দুমাধবঃ ॥ কলৌ কল্মষসম্পন্না ন মাং বিন্দন্তি মানবাঃ ॥ ১২৬ ॥ মমৈব মায়য়া মূঢ়া ভেদবাদ-পরায়ণাঃ ॥ মম ভক্তিং প্রকুর্ব্বাণা যে বিশ্বেশং দ্বিষন্তি বৈ ॥ ১২৭ ॥ বিদ্বিষো মম তে জ্ঞেয়াঃ পিশাচপদগামিনঃ। পৈশাচীং যোনিমাপ্যাপি কালভৈরবশাসনাৎ ॥ ১২৮ ॥ ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি উষিত্বা দুঃখসাগরে। বিশ্বেশানুগ্রহাদেব ততো মোক্ষ-মবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১২৯ ॥ তস্মাদ্দ্বেষো ন কর্ত্তব্যো বিশ্বেশে পরমাত্মনি। বিশ্বেশদ্বেষিণাং পুংসাং প্রায়শ্চিত্তং যতো ন হি ॥ ১৩০ ॥ মনসাপি হি বিশ্বেশং বিদ্বিষন্তীহ যেঽধমাঃ। অধ্যাসতেঽন্ধতামিস্রং মৃতাস্তেঽত্রত্র সন্ততম্ ॥ ১৩১ ॥ শিবনিন্দাপরা যে চ যে পাশুপতনিন্দকাঃ। বিদ্বিষো মম তে জ্ঞেয়াঃ পতন্তো নরকেঽশুচৌ ॥১৩২॥ অষ্টাবিংশতিকোটীষু নরকেষু ক্রমেণ হি। কল্পং কল্পং বসেয়ুস্তে যে বিশ্বেশ্বর-নিন্দকাঃ ॥ ১৩৩ ॥ বিশ্বেশানুগ্রহং প্রাপ্য মুনেঽহ-মপি মুক্তিদঃ ॥ মস্তক্তৈস্তু বিশেষেণ সেব্যো বিশ্বেশ্বরোঽনিশম্ ॥ ১৩৪ ॥ ইয়ং বারাণসী জ্ঞেয়া মুনে পাশুপতস্থলী। তস্মাৎ পশুপতিঃ সেব্যঃ কাশ্যাং নিঃশ্রেয়সার্থিভিঃ ॥ ১৩৫ ॥ অত্র পঞ্চনদে তীর্থে স্নাতি বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্। ঊর্জ্জে সদৈব সগণঃ

নৈমিত্তিক স্নান উপলক্ষে আমি অর্ঘ্য দিতেছি, রাধার সহিত আপনি গ্রহণ করুন' এই অর্থের মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া, স্বর্ণ এবং রত্নযুক্ত পুষ্প জল, শঙ্খে লইয়া পুণ্যবান্ ব্যক্তি যদি আমাকে, অর্ঘ দেয় তাহা হইলে তাহার সঙ্কল্প, উত্তমপর্ব্বে সৎপাত্রে সুবর্ণপূর্ণ পৃথিবীদানের সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়। আমার উত্থানৈকাদশী প্রাপ্ত হইয়া বিন্দুতীর্থে স্নান, রাত্রিজাগরণ, বহুতর দীপদান এবং যথাশক্তি আমার ভূষণসম্পাদনপূর্ব্বক, যাবৎ পূর্ণাতিথি না হয়, তাবৎ তৌর্যত্রিক বাদ্যবিনোদ এবং পুরাণ শ্রবণাদি দ্বারা মহামহোৎসব করিলে, আর আমার প্রীতির জন্য সে ক্ষেত্রে বহুতর অন্ন দান করিলে, মহাপাতকী হইলেও তাহার আর রমণীজঠরে প্রবেশ করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি এই বিন্দু-তীর্থে স্নান করিয়া বিন্দুমাধবনামক আমার পূজা করে, তাহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়, হে মুনে! আমি সত্যযুগে আদিমাধব নামে পূজ্য; ত্রেতাযুগে অনন্তমাধব নামে আমি সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করি জানিবে, দ্বাপরযুগে শ্রীদমাধবনামে আমি পরমার্থ প্রদান করি, জানিবেন। কলিযুগে আমি কলি-মলবিনাশক বিন্দুমাধব। কলিতে পাপী মানবেরা আমাকে প্রাপ্ত হয় না। আমারই মায়ামোহিত সে মানবেরা, ভেদ বুদ্ধি প্রযুক্ত আমাকে ভক্তি করে অথচ বিশ্বেশ্বরের দ্বেষ করে, তাহারা আমার বিদ্বেষ্য। তাহাদিগের পিশাচযোনি প্রাপ্তি হয়। পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া কালভৈরবশাসনে, দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর দুঃখসাগরে থাকিয়া বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহেই মুক্তি-লাভ করে।১০৯—১২৯। অতএব পরমাত্মা বিশ্বে-শ্বরের প্রতি দ্বেষ করিবে না। যেহেতু বিশ্বেশ্বর-দ্বেষ্টা পুরুষগণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে অধমেরা মনে মনেও বিশ্বেশ্বরের বিদ্বেষ করে, তাহরা অন্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা অন্ধতামিস্র নরকে বাস করে। যাহারা শিবনিন্দা-পরায়ণ যাহারা পাশুপতদিগের নিন্দা করে, তাহারা আমারই দ্বেষ্টা; অপবিত্র নরকে তাহারা পতিত হয়। যাহারা বিশ্বেশ্বরের নিন্দক, অষ্টাবিংশতি কোটি নরকে তাহারা ক্রমে ক্রমে এক এক কল্প করিয়া বাস করে। হে মুনে! আমিও বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়া মুক্তিদানে সমর্থ হইয়াছি; অতএব আমার ভক্তগণ বিশ্বেশ্বরকে সর্ব্বদা বিশেষ-রূপে সেবা করিবে। হে মুনে! জানিবে—এই বারাণসী পাশুপতক্ষেত্র। অতএব মুক্তি প্রার্থিগণ, কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সেবা করিবে। কার্ত্তিকমাসে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের এই পঞ্চনদতীর্থে সগণে [illegible]

দিকঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৩৬ ॥ ব্রহ্মা সবেদং সমখো ব্রহ্মাণ্যাদ্যাশ্চ মাতরঃ। সপ্তাব্ধয়ঃ সসরিতঃ স্নাস্ত্যর্জ্জে ধৃতপাপকে ॥ ১৩৭ ॥ স চেতনা হি যাবস্তস্ত্রি-লোক্যে দেহধারিণঃ। তাবন্তঃ স্নাতুমায়ান্তি কার্ত্তিকে ধৃতপাপকে ॥ ১৩৮ ॥ যৈর্ন পঞ্চনদে স্নাতং প্রাপ্য কার্ত্তিকিকং শুভম্। জলবুদ্‌বুদবত্তেষাং বৃথা জন্ম শরীরিণাম্ ॥১৩৯॥ আনন্দকাননং পুণ্যং পুণ্যং পাঞ্চনদস্ততঃ। ততোঽপি মম সান্নিধ্যমগ্নিবিন্দো মহামুনে ॥ ১৪০ ॥ অনেনৈবানুমানেন বিদ্ধি পঞ্চনদস্ত বৈ। মহিমানং মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বতীর্থোত্তমো-ত্তমম্ ॥ ১৪১ ॥ শ্রুত্বাপি যং মহাপ্রাজ্ঞো মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। বিষ্ণোর্ম্মুখাদিতি শ্রুত্বা সোঽগ্নিবিন্দুর্মহা মুনিঃ ॥ ১৪২ ॥ পুনঃ প্রণম্য পপ্রচ্ছ বিন্দুমাধব-মচ্যুতম্ ॥ ১৪৩ ॥ অগ্নিবিন্দুরুবাচ। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বিন্দুমাধব তদ্বদ। কতিধা তব রূপাণি কাশ্যাং সন্তি জনার্দ্দন ॥ ১৪৪ ॥ ভবিষ্যা-ণ্যপি কানীহ তানি মে কথয়াচ্যুত। যানি সম্পূজ্য তে ভক্তাঃ প্রাপ্স্যন্তি কৃতকৃত্যতাম্ ॥ ১৪৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিন্দুমাধবাবির্ভাবো নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

এবং পরিজনসহযোগে প্রতিবৎসর প্রত্যহ স্নান করেন। বেদ এবং যজ্ঞগণের সহিত ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণ এবং নদীসমূহ সমভিব্যাহারে সপ্ত-সাগর, ধূতপাপসম্মিলিত এই পঞ্চনদ তীর্থে কার্ত্তিক-মাসে স্নান করেন। ত্রৈলোক্যে যত জ্ঞানসম্পন্ন-প্রাণী আছে, সকলেই কার্ত্তিকমাসে ধূতপাপাসম্মিলিত এই তীর্থে স্নান করিতে আসে। শুভ কার্ত্তিকমাসে যাহারা পঞ্চনদতীর্থে স্নান করে নাই, সেই প্রাণি-গণের জলবুদ্‌বুদতুল্য জীবন বিফলে অতিবাহিত হইল। হে মহামুনে। অগ্নিবিন্দো। আনন্দ-কানন পবিত্র, তন্মধ্যে পবিত্র পঞ্চনদতীর্থ, এই স্থানে আমার সান্নিধ্য তদপেক্ষা পবিত্র। হে মহাপ্রাজ্ঞ। এই অনুমান দ্বারাই পঞ্চনদতীর্থের সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তম মাহাত্ম্য অবগত হও। ইহা শ্রবণ করিলেও মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া মহাজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া যায়। মহামুনি অগ্নিবিন্দু, বিষ্ণুর মুখে এই কথা শুনিয়া সেই বিন্দু-মাধব অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্। বিন্দুমাধব। আপনার ভক্ত যে যে পূজা-মূর্ত্তি করিয়া কৃতার্থ হন, কাশীতে আপনার কত প্রকার সেই সেই মূর্ত্তি বর্ত্তমান, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, হে জনার্দ্দন! তাহা কীর্ত্তন করুন। আর ভবিষ্যতেই বা কাশীতে কত প্রকার মূর্ত্তি হইবে, হে অচ্যুত। তাহা আমার নিকট বলুন ।১৩০—১৪৫।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। যত্তাস্ত মাধবাখ্যানং শ্রুতং মে পাপনাশনম্। মহিমাপি শ্রুতঃ শ্রেয়ান্ সম্যক্ পঞ্চনদস্য বৈ ॥১॥ যদগ্নিবিন্দুনাপৃচ্ছ মাধবো দৈত্য-সূদনঃ। তন্মোত্তবং সমাখ্যাতি যথাখ্যাতং ষড়ানন ॥ ২ ॥ স্কন্দ উবাচ। শৃণ্বগস্ত্য মহর্ষে ত্বং কথ্যমানং ময়াধুনা। মাধবেন যথাচষ্টি মুনয়ে চাগ্নিবিন্দবে ॥ ৩ ॥ বিন্দুমাধব উবাচ। আদৌ পাদোদকে তীর্থে বিদ্ধি মামাদিকেশবম্। অগ্নিবিন্দো মহাপ্রাজ্ঞ ভক্তানাং মুক্তিদায়কম্ ॥ ৪ ॥ অবিমুক্তেঽমৃতে ক্ষেত্রে যেঽর্চ্চয়ন্ত্যাদিকেশবম্। তেঽমৃতত্বং ভজন্ত্যেব সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫ ॥ সঙ্গমেশং মহালিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্যাদিকেশবঃ। দর্শনাদঘহং নৃণাং ভুক্তিং মুক্তিং দিশেৎ সদা ॥ ৬ ॥ যাম্যাং পাদোদকা-

---

একষষ্টিতম অধ্যায়।

মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,—হে কার্ত্তিকেয়। পাপ-হারী বিন্দুমাধবের উপাখ্যান এবং পঞ্চনদের মাহাত্ম্য কর্ণগোচর করিলাম, সম্প্রতি অগ্নিবিন্দু, দানবারি মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাহার কি প্রকার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন, আমার নিকট তাহা প্রকাশ করুন। তখন কার্ত্তিকেয় বলিলেন—হে ঋষিবর। কেশব, মুনিবর অগ্নি-বিন্দুকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বিন্দুমাধব বলিলেন,—হে প্রজ্ঞাশালিন্ অগ্নিবিন্দো।। আমি প্রথমে পাদোদকতীর্থে আদি নারায়ণরূপে অবস্থিতিপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে মোক্ষপদ সমর্পণ করিতেছি। যে সকল মানব, অমৃত-ক্ষেত্র অবিমুক্তধামে আমার ঐ রূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। আদি-কেশব, সঙ্গমেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া সতত মানবগণকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিতেছেন।১—৬। তৎপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শনে

শ্বেতদ্বীপতীর্থং মহত্তরম্। তত্রাহং জ্ঞানদো জ্ঞানকেশবসংজ্ঞকঃ ॥ ৭ ॥ শ্বেতদ্বীপে নরঃ স্নাত্বা জ্ঞানকেশবসন্নিধৌ। ন জ্ঞানাদ্ভ্রশ্যতে ক্বাপি জ্ঞানকেশবপূজনাৎ ॥ ৮ ॥ তার্ক্ষ্যকেশবনামাহং তার্ক্ষ্যতীর্থে নরোত্তমৈঃ। পূজনীয়ঃ সদা ভক্ত্যা তার্ক্ষ্যবত্তে প্রিয়া মম ॥ ৯ ॥ তত্রৈব নারদে তীর্থেঽহং নারদকেশবঃ। ব্রহ্মবিদ্যোপদেষ্টা তত্তীর্থাপ্লুতবর্ম্মণাম্ ॥ ১০ ॥ প্রহ্লাদতীর্থং তত্রৈব নাম্না প্রহ্লাদকেশবঃ। ভক্তৈঃ সমর্চ্চনীয়োঽহং মহাভক্তিসমৃদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ তীর্থেঽম্বরীষে তত্রাহং নাম্নাদিত্যকেশবঃ। পাতকধ্বান্তনিচয়ং ধ্বংসয়ামি ক্ষণাদপি ॥ ১২ ॥ দত্তাত্রেয়েশ্বরাদ্যাম্যামহমাদিগদাধরঃ। হরামি তত্র ভক্তানাং সংসারগদসঞ্চয়ম্ ॥ ১৩ ॥ তত্রৈব ভার্গবে তীর্থে ভৃগুকেশবনামতঃ। কাশীনিবাসিনঃ পুংসো বিভর্ম্মি চ মনোরথৈঃ ॥ ১৪ ॥ বামনাখ্যে মহাতীর্থে মনঃপ্রার্থিতদে শুভে। পূজ্যোঽহং শুভমিচ্ছদ্ভির্নাম্না বামনকেশবঃ ॥ ১৫ ॥ নরনারায়ণে তীর্থে নরনারায়ণাত্মকম্। ভক্ত্যাঃ সমর্চ্চ্য মাং স্যুর্বৈ নরনারায়ণাত্মকাঃ ॥ ১৬ ॥ তীর্থে যজ্ঞবরাহাখ্যে যজ্ঞবারাহসংজ্ঞকঃ। নরৈঃ সমর্চ্চনীয়োঽহং সর্ব্বযজ্ঞফলেপ্সুভিঃ ॥ ১৭ ॥ বিদারনরসিংহোঽহং কাশীবিঘ্নবিদারণঃ। তস্মিন্ তীর্থে সংসেব্যস্তীর্থোপদ্রবশান্তয়ে ॥ ১৮ ॥ গোপীগোবিন্দতীর্থে তু গোপীগোবিন্দসংজ্ঞকম্। সমর্চ্চ্য মাং নরো ভক্ত্যা মম মায়াং ন সংস্পৃশেৎ ॥ ১৯ ॥ মুনে লক্ষ্মীনৃসিংহোঽস্মি তীর্থে তস্মিন্ পাবনে। দিশামি ভক্তিযুক্তেভ্যঃ সদা নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ম্ ॥ ২০ ॥ শেষমাধবনামাহং শেষতীর্থেঽঘহারিণি। বিশ্রাণয়াম্যশেষাংশ্চ বিশেষান্ ভক্তচিন্তিতান্ ॥ ২১ ॥ শঙ্খমাধবতীর্থে চ স্নাত্বা মাং শঙ্খমাধবম্। শঙ্খোদকেন সংস্নাপ্য ভবেচ্ছঙ্খনিধেঃ পতিঃ ॥ ২২ ॥ হয়গ্রীবে

মনুষ্যের সমস্ত পাপরাশি দূরীভূত হয়। পাদোদকতীর্থের দক্ষিণে শ্বেতদ্বীপ নামে এক মহাতীর্থ আছে; আমি সেই স্থানে জ্ঞানকেশব নামে অবস্থানপূর্ব্বক মানবদিগকে জ্ঞান দান করি। ঐ জ্ঞানকেশবের নিকটবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপতীর্থে স্নানান্তর জ্ঞানকেশবের অর্চ্চনা করিলে মানবকে কখনই জ্ঞানচ্যুত হইতে হয় না। তার্ক্ষ্যতীর্থে কেশব নামে আমি বিরাজমান আছি, যে সকল মনুজোত্তম ভক্তিপুরঃসর তথায় আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহারা সর্ব্বদা গরুড়তুল্য আমার প্রিয়পাত্র হয় এবং সেই স্থলেই আমি নারদতীর্থে নারদকেশব নামে অবস্থান করিতেছি; যে মানব ঐ তীর্থে স্নান করত আমার পূজা করে, তাহাকে আমি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করি। আমি তথায় প্রহ্লাদতীর্থে প্রহ্লাদকেশব নামে অবস্থিতি করিতেছি; ভক্তবৃন্দ মহাভক্তি ও সমৃদ্ধি লাভার্থ সেই স্থানে আমাকে পূজা করিবে এবং সেই স্থলেই অম্বরীষতীর্থে আমি আদিত্যকেশব নামে অবস্থান করিয়া ক্ষণকালমাত্রে ভক্তগণের পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকি। দত্তাত্রেয়েশ্বরনামক মহেশ্বরের দক্ষিণদিকে আমি আদিগদাধর নামে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে সংসারমল হইতে বিমুক্ত করি। তথায় আমি ভার্গবনামক তীর্থে ভৃগুকেশব নামে অবস্থিত থাকিয়া, যে সকল মনুষ্য কাশীতে বাস করিয়া থাকে, তাহাদের মনোভীষ্ট সকল সফল করি। অভীষ্ট ও মঙ্গলপ্রদ বামননামক মহাতীর্থে আমি, বামনকেশব নাম ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি; যে মানব আপনার কুশল কামনা করে, সে সেইস্থানে আমার অর্চ্চনা করিবে। আমি নরনারায়ণ-রূপ ধারণপূর্ব্বক নরনারায়ণ তীর্থে সতত বিরাজমান থাকি; যে সকল ভক্ত তথায় আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহারা নরনারায়ণের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। আমি যজ্ঞবরাহতীর্থে যজ্ঞবরাহ নাম ধারণ করত বিরাজ করিতেছি; যে সকল ব্যক্তি সমুদয় যজ্ঞফলের অভিলাষী; তাহারা যেন ঐস্থানে আমাকে অর্চ্চনা করে। বিদারনরসিংহ নামে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে আমি বিদারনরসিংহ নামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কাশীধামের সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত করি। তীর্থোপদ্রব বিনাশার্থ তথায় আমাকে পূজা করা মানবের কর্ত্তব্য। আমি গোপীগোবিন্দ নাম ধারণ করত গোপীগোবিন্দতীর্থে অবস্থান করিতেছি; যে মানব ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তথায় আমার অর্চ্চনা করে, সে আর আমার মায়ায় জড়ীভূত হয় না। মুনিবর! নির্ম্মল লক্ষ্মীনৃসিংহতীর্থে আমি লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সর্ব্বদা ভক্তিভাজন মানবগণকে মোক্ষলক্ষ্মী বিতরণ করিয়া থাকি। আমি শেষমাধব নাম ধারণ করত পাপবিনাশন শেষনামক তীর্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তবৃন্দের অশেষবিধ মনোভিলাষ সফল করিয়া থাকি। শঙ্খমাধব নামক তীর্থে আমানস্থ শঙ্খমাধব নামে অধিষ্ঠিত

হয়গ্রীবতীর্থে মাং হয়গ্রীবকেশবম্। প্রণম্য প্রাপ্নুয়া-
ন্নূনং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ২৩॥ ভীষ্মকেশব-
নামাহং বৃদ্ধকালেশপশ্চিমে। উপসর্গান্ হরে
ভীষ্মান্ সেবিতো ভক্তিযুক্তিতঃ॥ ২৪॥ নির্ব্বাণ-
কেশবশ্চাহং ভক্তিনির্ব্বাণসূচকঃ। লোলার্কাদুত্তরে
ভাগে লোলত্বং চেতসো হরে॥২৫॥ বন্দ্যাস্ত্রিলোক-
সুন্দর্য্যা যাম্যাং যো মাং সমর্চ্চয়েৎ। কাশ্যাং
খ্যাতং ত্রিভুবনকেশবং ন সগর্ভভাক্॥ ২৬॥ জ্ঞান-
বাপ্যাঃ পুরো ভাগে বিদ্ধিং মাং জ্ঞানমাধবম্। তত্র
মাং ভক্তিতোঽভ্যর্চ্চ্য জ্ঞানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্॥
শ্বেতমাধবসংজ্ঞোঽহং বিশালাক্ষ্যাঃ সমীপতঃ।
শ্বেতদ্বীপেশ্বরং রূপং কুর্য্যাং ভক্ত্যা সমর্চ্চিতঃ॥
২৮॥ উদগ্দশাশ্বমেধাস্মাং প্রয়াগাখ্যঞ্চ মাধবম্।
প্রয়াগতীর্থে সুস্নাতো দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৯॥
প্রয়াগগমনে পুংসাং যৎফলং তপসি শ্রুতম্। তৎ
ফলং স্যাদ্দশগুণমত্র স্নাত্বা মমাগ্রতঃ॥ ৩০॥ গঙ্গা-
যমুনয়োঃ সঙ্গে যৎপুণ্যং স্নানকারিণাম্। কাশ্যাং
মৎসন্নিধাবত্র তৎপুণ্যং স্যাদ্দশোত্তরম্॥ ৩১॥ দানানি
রাহুগ্রস্তেঽর্কে দদতাং যৎফলং ভবেৎ। কুরুক্ষেত্রে
হি তৎকাশ্যামত্রৈব স্যাদ্দশাধিকম্॥ ৩২॥ গঙ্গো-
ত্তরবহা যত্র যমুনা পূর্ব্ববাহিনী। তৎসম্ভেদং নরঃ
প্রাপ্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৩৩॥ বপনং
তত্র কর্ত্তব্যং পিণ্ডদানঞ্চ ভাবতঃ। দেয়ানি
তত্র দানানি মহাফলমভীপ্সুনা॥ ৩৪॥ গুণাঃ
প্রজাপতিক্ষেত্রে যে সর্ব্বে সমুদীরিতাঃ। অবিমুক্তে
মহাক্ষেত্রেঽসংখ্যাতাশ্চ ভবন্তি হি॥ ৩৫॥ প্রয়াগেশং
মহালিঙ্গং তত্র তিষ্ঠতি কামদম্। তৎসান্নিধ্যাচ্চ
তত্তীর্থং কামদং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৩৬॥ কাশ্যাং
মাঘঃ প্রয়াগে যৈর্ন স্নাতো মকরার্কগঃ। অরুণোদয়-
মাসাদ্য তেষাং নিঃশ্রেয়সং কুতঃ॥ ৩৭॥ কাশ্যন্তরে
প্রয়াগে যে তপসি স্নান্তি সংযতাঃ। দশাশ্বমেধ-

আমাকে শঙ্খতোয় দ্বারা স্নান করাইলে মানবগণ শঙ্খনিধির অধীশ্বর হইতে পারে। আমি হয়গ্রীবতীর্থে হয়গ্রীব নামে অবস্থিতি করিতেছি; তথায় যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। আমি, বৃদ্ধকালেশ্বরনামক মহাদেবের পশ্চিমদিকে ভীষ্মকেশব নাম ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছি; যে ভক্ত ভক্তিসহকারে তথায় আমার শুশ্রূষা করে, আমি তাহাকে ভীষণ উপদ্রব হইতে মুক্ত করিয়া থাকি। লোলার্কের উত্তরাংশে আমি নির্ব্বাণকেশব নামে অবস্থিতি করত ভক্তবৃন্দের নির্ব্বাণ সূচনা করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের লোলতা অপনোদিত করি। যে মানব, কাশীধামে পরমপূজ্যা দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর দক্ষিণাংশে ত্রিভুবনকেশব নামে প্রসিদ্ধ আমার পূজা করে, সে পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। আমি জ্ঞানবাপীর সম্মুখে জ্ঞানমাধব নামে অবস্থিত আছি, তথায় ভক্তিভাবে আমাকে অর্চ্চনা করিলে নিত্যজ্ঞান লাভ হয়। দেবী বিশালাক্ষীর সন্নিধানে আমি শ্বেতমাধব নাম ধারণ করত বিরাজমান আছি; সেই স্থলে যে মানব ভক্তিসহকারে আমার অর্চ্চনা করে, আমি তাহাকে শ্বেতদ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিয়া থাকি। যথাবিধি প্রয়াগক্ষেত্রে স্নান করিয়া যে মানব, দশাশ্বমেধের উত্তরাংশে প্রয়াগমাধব নামে বিখ্যাত আমাকে অবলোকন করিতে পারে, সে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। মাঘমাসে প্রয়াগে গমন জন্য মানব যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, উক্ত কাশীধামে আমার পুরোবর্ত্তী প্রয়াগক্ষেত্রে স্নান করিতে পারিলে তাহাদিগের তাহার দশগুণ অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয়। মানব, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নানজন্য যে ফল প্রাপ্ত হয়, বারাণসীতে আমার সন্নিকটস্থ প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে তদপেক্ষা দশগুণ অতিরিক্ত পুণ্যভাগী হইয়া থাকে।১৫—৩১। সূর্য্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে প্রভূত দান করিয়া মানব যে ফল লাভ করিতে পারে, কাশীধামের এই স্থানে তাহার দশগুণ অধিক হইয়া থাকে। যে স্থলে যমুনা পূর্ব্ববাহিনী ও ভাগীরথী উত্তরবাহিনী, সেই সঙ্গমস্থান প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকও বিদূরিত হইয়া যায়। যে মানব মহাপুণ্যের অভিলাষী হয়, সে কাশীস্থ প্রয়াগতীর্থে কেশমুণ্ডনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে পিণ্ডদান এবং প্রভূতদান করিবে। যে সকল গুণ প্রজাপতিক্ষেত্রে বিরাজমান, মহাতীর্থ কাশীধামে সেই সমস্ত গুণ অসংখ্যরূপ জানিবে। প্রয়াগতীর্থে ভক্তবৃন্দের অভীষ্টপ্রদ প্রয়াগেশ্বর-নামক মহালিঙ্গের সান্নিধ্যহেতু সেই তীর্থ কামপ্রদ বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্যদেব মকররাশিতে গমন করিলে মাঘমাসে কাশীধামে অরুণোদয় সময়ে যে সকল মানব প্রয়াগতীর্থে অবগাহন না করে, তাহাদিগের আর মুক্তিলাভের আশা কোথায়? যাহারা সংযমপূর্ব্বক মাঘমাসে কাশীস্থ প্রয়াগে

ফলিতং ফলং তেষাং ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৩৮॥ প্রয়াগ-মাধবং ভক্ত্যা প্রয়াগেশঞ্চ কামদম্। প্রয়াগে অপি স্নাত্বা যেহর্চ্চয়ন্ত্যথহং সদা॥ ৩৯॥ ধন-ধান্যসুতর্দ্ধিস্তেলব্ধা ভোগান্মনোরমান্। ভুক্তেহ পরমানন্দং পরং মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥ ৪০॥ মাঘে সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগমধিযান্তি হি। প্রাচ্য-উদীচীপ্রতীচীতো দক্ষিণাধস্তথোর্দ্ধতঃ॥ ৪১॥ কাশীস্থিতানি তীর্থানি মুনে যান্তি ন কুত্রচিৎ। যদি যান্তি তদা যান্তি তীর্থত্রয়মনুত্তমম্॥ ৪২॥ আয়াত্যূর্জ্জে পঞ্চনদে প্রাতঃ প্রাতর্নমাস্তিকম্। মহাঘৌঘপ্রশমনে মহাশ্রেয়োবিধায়িনি॥ ৪৩॥ প্রাপ্য মাঘমঘারিঞ্চ প্রয়াগেশসমীপতঃ। প্রাতঃ প্রয়াগে সংস্নান্তি সর্ব্বতীর্থানি যা মনু ৪৪॥ সমাসাদ্য চ মধ্যাহ্নমভিযান্তি চ নিত্যশঃ। সংস্নাতুং সর্ব্বতীর্থানি মুক্তিদাং মণিকর্ণিকাম্॥ ৪৫॥ কাশ্যাং রহস্যং পরমমেতত্তে কথিতং মুনে। যথা তীর্থ-ত্রয়ী শ্রেষ্ঠা স্বস্বকালে বিশেষতঃ॥ ৪৬॥ অন্যদ্রহস্যং বক্ষ্যামি ন বাচ্যং যত্র কুত্রচিৎ। অভক্তেষু সদা গোপ্যং ন গোপ্যং ভক্তিমজ্জনে॥ ৪৭॥ কাশ্যাং সর্ব্বাণি তীর্থানি একৈকাত্ত্বত্তরোত্তরম্। মহৈনাংসি প্রহস্ত্যেব প্রসহ্য নিজতেজসা॥ ৪৮॥ এতদেব রহস্যস্তে বারাণস্যা উদীর্য্যতে। উৎক্ষিপ্যো-কাঙ্গুলিং তথ্যং শ্রেষ্ঠৈকা মণিকর্ণিকা॥ ৪৯॥ গর্জ্জন্তি সর্ব্বতীর্থানি স্বস্বধিক্যগতান্যহো। কেবলং বলমাসাদ্য সুমহন্মণিকর্ণিকম্॥ ৫০॥ পাপানি পাপিনাং হত্বা মহান্ত্যপি বহূন্যপি। কাশীতীর্থানি মধ্যাহ্নে প্রায়শ্চিত্তচিকীর্ষয়া॥ ৫১॥ পর্ব্বস্বপর্ব্বস্বপি বা নিত্যং নিয়মবন্ত্যহো। নির্ম্মলানি ভবন্ত্যেব বিগাহ্য মণিকর্ণিকাম্॥ ৫২॥ বিশ্বেশো বিশ্বয়া সার্দ্ধং সদোপমণিকর্ণিকম্। মধ্যন্দিনং সমাসাদ্য সংস্নাতি প্রতিবাসরম্॥ ৫৩॥ বৈকুণ্ঠাদপ্যহং নিত্যং মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাম্। বিগাহে পরয়া সার্দ্ধং মুদা পরময়া মুনে॥ ৫৪॥ সকৃন্নামাখ্যাং গৃণতাং নির্হরন্ যদঘান্যহম্। হরিনামসমাপন্নস্তদ্বলান্মণিকর্ণিকাৎ॥ ৫৫॥ সত্যলোকাৎপ্রতিদিনং হংসযানঃ পিতামহঃ। মাধ্যাহ্নিকবিধানায় সমায়ান্মণিকর্ণিকাম্॥ ৫৬॥

স্নান করিতে পারে, নিঃসন্দেহ তাহাদিগের দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যে সকল মানব মাঘমাসে প্রয়াগে অবগাহনপূর্ব্বক প্রতিদিন ভক্তিসহকারে প্রয়াগমাধব এবং অভীষ্ট-প্রদ প্রয়াগেশ্বরনামক মহালিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহারা এই ভূমণ্ডলে ধন ধান্য ও পুত্রাদি লাভ করত মনোহর বিষয়োপভোগে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া চরমে মোক্ষপদের অধিকারী হয়। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যে সমস্ত তীর্থ বিরাজমান, মাঘ-মাসে প্রয়াগতীর্থে সেই সমুদয় তীর্থেরই সমাগম হয়। মুনিবর! কিন্তু বারাণসীস্থিত তীর্থসকল কুত্রাপি প্রস্থান করেন না। আর যদিও গমন করেন, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই প্রত্যাগত হন। কার্ত্তিক মাসে উত্তমতম তিন তীর্থ প্রত্যহ প্রভাতসময়ে আমার সন্নিধানে মহাপাতকবিধ্বংসী ও মহামঙ্গলপ্রদ পঞ্চনদতীর্থে উপস্থিত হন এবং সমুদয় তীর্থই প্রতি-দিন স্নানার্থ মধ্যাহ্ন সময়ে মুক্তিপ্রদায়িনী মণিকর্ণি-কায় গমন করেন। হে মুনিবর! তীর্থত্রয়ের শ্রেষ্ঠতা এবং সময়বিশেষে তাঁহাদিগের ... বারাণসীর গূঢ় বিষয় তোমাকে কহি-লাম, ... অপর একটী গূঢ় বিষয় প্রকাশ করি-... যে সে স্থলে প্রকাশ করা অবৈধ। বিশেষ ভক্তিহীনের সমীপে তাহা সর্ব্বদা গোপন এবং ভক্তিভাজনের সন্নিধানে প্রকাশ করিবে। কাশীধামে সমুদয় তীর্থই নিজ নিজ প্রভাবে স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষা করত মহাপাপরাশি দূর করিয়া থাকেন; তথাপি কাশীধামে এই গূঢ় রহস্য যে, এক মণিকর্ণিকাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ৩২—৪৯। কেবলমাত্র মণিকর্ণিকার প্রভাবেই সমুদয় তীর্থ, পাপনাশার্থ গর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। বারাণসীতে যে সমস্ত তীর্থ আছেন, সকলেই পাপাত্মাদিগের প্রভূত ঘোরপাতক বিনষ্ট করত প্রায়শ্চিত্তার্থ পর্ব্ব কিংবা অপর্ব্ব দিবসে মধ্যাহ্নসময়ে মণিকর্ণিকায় গমন করিয়া থাকেন এবং প্রতিদিন যথানিয়মে মণিকর্ণকায় অবগাহনপূর্ব্বক নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হন। অধিক কি, প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে ভগবান্ বিশ্বেশ্বরও ভবানীর সহিত মণিকর্ণিকাতে স্নান করেন। মুনিবর! প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আমিও কমলার সহিত বৈকুণ্ঠধাম হইতে আগমনপূর্ব্বক সানন্দে উহাতে অবগাহন করি। যে ব্যক্তি এক-বার মাত্র আমার নাম গ্রহণ করে, আমি যে তাহার পাপরাশি ধ্বংস করত "হরি" নাম ধারণ করিয়াছি, তাহা কেবল মণিকর্ণিকারই প্রভাবে। ভগবান্ পিতামহও প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালীন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহার্থে হংসবাহনে ঐ স্থানে উপস্থিত হন। ...

ইন্দ্রাদ্যা লোকপালাশ্চ মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ। মাধ্যাহ্নিকীং ক্রিয়াং কর্ত্তুং সমীয়ুর্ম্মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৫৭ ॥ শেষবাসুকিমুখ্যাশ্চ নাগা বৈ নাগলোকতঃ। সমায়ান্তীহ মধ্যাহ্নে সংস্নাতুং মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৫৮ ॥ চরাচরেষু সর্ব্বেষু যাবন্তশ্চ সচেতনাঃ। তাবন্তঃ স্নান্তি মধ্যাহ্নে মণিকর্ণীজলেঽমলে ॥ ৫৯ ॥ কে মাণিকর্ণিকেয়ানাং গুণানাং সুগরীয়সাম্। শক্তা বর্ণয়িতুং বিপ্রাসংখ্যেয়ানাং মদাদিভিঃ ॥ ৬০ ॥ চীর্ণাহ্যগ্রাণ্যরণ্যেষু তৈস্তপাংসি তপোধনৈঃ। যৈরিয়ং হি সমাসাদি মুক্তিভূর্ম্মণিকর্ণিকা ॥ ৬১ ॥ বিশ্রাণিতমহাদানাস্ত এব নরপুঙ্গবাঃ। চরমে বয়সি প্রাপ্তা যৈরেষা মণিকর্ণিকা ॥ ৬২ ॥ চীর্ণসর্ব্ব-ব্রতাস্তে তু যথোক্তবিধিনা ধ্রুবম্। যৈঃ স্বতল্পী-কৃতা মাণিকর্ণিকেয়ী স্থলী মৃতঃ ॥ ৬৩ ॥ ত এব ধন্যা মর্ত্ত্যেঽস্মিন্ সর্ব্বক্রতুষু দীক্ষিতাঃ। ত্যক্ত্বা পুণ্যার্জ্জিতাং লক্ষ্মীমৈক্ষি যৈর্ম্মণিকর্ণিকা ॥ ৬৪ ॥ কৃতা নানাবিধা ধর্ম্মা ইষ্টাপূর্ত্তাস্ত তৈর্নৃভিঃ। বার্দ্ধকং সমনুপ্রাপ্য প্রাপি যৈর্ম্মণিকর্ণিকা ॥ ৬৫ ॥

লোকপাল এবং মরীচ্যাদি মহর্ষিগণও মাধ্যাহ্নিক-ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মণিকর্ণিকায় আগমন করেন। অনন্ত ও বাসুকি প্রভৃতি নাগগণও মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিবার নিমিত্ত নাগলোক হইতে মণিকর্ণিকায় আগমন করিয়া থাকেন। অধিক কি কহিব, চরাচর মধ্যে যে সমস্ত সচেতন প্রাণী আছে, সকলেই ঐ মণিকর্ণিকার নির্ম্মল সলিলে অবগাহনার্থ মধ্যাহ্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজবর! আমরাও যাহা নির্ণয় করিতে অশক্ত, মণিকর্ণিকার সেই মহান্ গুণ-নিচয় প্রকাশ করিতে কে সমর্থ হইবে? যাঁহারা চরমসময়ে মুক্তিক্ষেত্র মণিকর্ণিকা লাভে সক্ষম হন, সেই সকল তপোধনগণই অরণ্য মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত তপঃসঞ্চয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরিণামে ঐ মণিকর্ণিকা প্রাপ্ত হন, সেই সকল মহাত্মারাই যথার্থ বহুবিধ দান করিয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তিই নিশ্চিত যথানিয়মে ব্রতনিচয় উদ্‌যাপন করিয়াছেন, যাঁহারা চরমকালে মণিকর্ণি-কার পবিত্রভূভাগ নিজ সুকোমল শয্যারূপে পরিণত করিতে সক্ষম হন। তাঁহারাই যথার্থ যজ্ঞে দীক্ষিত হন এবং তাঁহারাই এই সংসারে ধন্যবাদের পাত্র, যাঁহারা স্বসুকৃতিলব্ধ সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক চরমে মণিকর্ণিকা অবলোকন করেন। তাঁহারাই যথায় ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান

রত্নানি স দুকূলানি কাঞ্চনং গজবাজিনঃ। দেয়ানি প্রাজ্ঞেন যত্নেন সদোপমণিকর্ণিকম্ ॥ ৬৬ ॥ পুণ্যেন নোপার্জ্জিতং দ্রব্যমত্যল্পমপি যৈর্নরৈঃ। দত্তং তদক্ষয়ং নিত্যং মুনেঽধিমণিকর্ণিকম্ ॥ ৬৭ ॥ কুর্য্যাদ্‌যথোক্তমপ্যেকং প্রাণায়ামং নরোত্তমঃ। যস্তেন বিহিতো নূনং ষড়ঙ্গো যোগ উত্তমঃ ॥ ৬৮ ॥ জপ্ত্বৈকামপি গায়ত্রীং সম্প্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্। লভেদযুতগায়ত্রীজপনস্য ফলং স্ফুটম্ ॥ ৬৯ ॥ একামপ্যাহুতিং প্রাজ্ঞো দত্ত্বোপমণিকর্ণিকম্। যাবজ্জীবাগ্নি-হোত্রস্য লভেদবিকলং ফলম্ ॥ ৭০ ॥ ইতি শ্রুত্বা হরের্ব্বাক্যমগ্নিবিন্দুর্ম্মহাতপাঃ। প্রণিপত্য মহাভক্ত্যা পুনঃ পপ্রচ্ছ মাধবম্ ॥ ৭১ ॥ অগ্নিবিন্দুরুবাচ। বিষ্ণো কিয়ৎপরীমাণা পুণ্যৈষা মণিকর্ণিকা। ব্রূহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ ন ত্বত্তস্তত্ত্ববিৎ পরঃ ॥ ৭২ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। আগঙ্গাকেশবাদা চ হরিশ্চন্দ্রস্য মণ্ডপাৎ। আ মধ্যাদ্দেবসরিতঃ স্বর্দ্বারান্মণিকর্ণিকা ॥ ৭৩ ॥ স্থূলমেতৎপরীমাণং সূক্ষ্মঞ্চ প্রবদামি তে।

করিয়াছেন,—যে সকল মানব বৃদ্ধাবস্থায় মণিকর্ণিকা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বিবেচক ব্যক্তি ঐ মণি-কর্ণিকাতে সর্ব্বদা সযত্নে রত্ন, কাঞ্চন, বস্ত্র, হস্তী এবং অশ্ব দান করিবে। মুনিবর! মনুষ্য যদি মণিকর্ণি-কাতে ধর্ম্মোপার্জ্জিত অত্যল্পমাত্র বস্তুও প্রদান করিতে পারে, তাহাও অনন্তফলজনক হইয়া থাকে। ৫০—৬৬। যে মানব, একবার মাত্রও ঐ স্থানে যথা-বিধি প্রাণায়াম করে, তাহার উৎকৃষ্টতম ষড়ঙ্গ যোগ-সাধনের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং যে একবার মাত্র মণি-কর্ণিকায় গায়ত্রী জপ করিতে পারে, সে দশসহস্র গায়ত্রী জপের ফলভোগী হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি মণিকর্ণিকায় উপবেশনপূর্ব্বক একবার আহুতি দান করে, তাহা হইলে তাহার আজীবনাহুতিক অগ্নিহোত্রের পুণ্যলাভ হয়। কার্ত্তিকেয় বলিলেন,—তীব্রতপা অগ্নিবিন্দু, ভগবান্ নারায়ণের ঐরূপ বচনাবলি কর্ণগোচর করিয়া অতীব ভক্তিভাবে পুনর্ব্বার কেশবকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি-লেন,—হে মাধব! ঐ মণিকর্ণিকার কতদূর সীমা, তাহা আপনি বর্ণন করুন; কারণ আপনা অপেক্ষা অপর কেহই তত্ত্ববিৎ নাই। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—মুনে! হরিশ্চন্দ্রমণ্ডপ, গঙ্গাকেশব, গঙ্গার মধ্যস্থল এবং স্বর্গদ্বারের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান, তাহাই মণিকর্ণিকা, ইহা স্থূলরূপে বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি সূক্ষ্ম পরিমাণ কহিতেছি শ্রবণ কর। [illegible]

হরিশ্চন্দ্রস্য তীর্থাগ্রে হরিশ্চন্দ্রবিনায়কঃ ॥ ৭৪ ॥ সীমাবিনায়কশ্চাত্র মণিকর্ণীহ্রদোত্তরে। সীমাবিনায়কং ভক্ত্যা পূজয়িত্বা নরোত্তমঃ ॥ ৭৫ ॥ মোদকৈঃ সোপচারৈশ্চ প্রাপ্নুয়ান্মণিকর্ণিকাম্। হরিশ্চন্দ্রে মহাতীর্থে তর্পয়েযুঃ পিতামহান্ ॥ ৭৬ ॥ শতং সমাঃ সুতৃপ্তাঃ স্যুঃ প্রযচ্ছন্তি চ বাঞ্ছিতম্। হরিশ্চন্দ্রে মহাতীর্থে স্নাত্বা শ্রদ্ধান্বিতো নরঃ ॥ ৭৭ ॥ হরিশ্চন্দ্রেশ্বরং নত্বা ন সত্যাৎ পরিহীয়তে। ততঃ পর্বততীর্থঞ্চ পর্ব্বতেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৭৮ ॥ অধিষ্ঠানং মহামেরোর্মহাপাতকনাশনম্। তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বেশং কিঞ্চিদত্ত্বা স্বশক্তিতঃ ॥ ৭৯ ॥ অধ্যাস্য মেরুশিখরং দিব্যান্ ভোগান্ সমশ্নুতে। কম্বলাশ্বতরং তীর্থং পর্ব্বতেশ্বরদক্ষিণে ॥ ৮০ ॥ কম্বলাশ্বতরেশঞ্চ তত্তীর্থাৎ পশ্চিমে শুভম্। তস্মিংস্তীর্থে কৃতস্নানলিঙ্গং যঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৮১ ॥ অপি তস্য কুলে জাতা গীতজ্ঞাঃ স্যুঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ। চক্রপুষ্করিণী তত্র যোনিচক্রনিবারিণী ॥ ৮২ ॥ সংসারচক্রে গহনে যত্র স্নাতো বিশেন্ন নঃ। চক্রপুষ্করিণীতীর্থং মমাধিষ্ঠানমুত্তমম্ ॥ ৮৩ ॥ সমাঃ পরার্দ্ধসংখ্যাতাস্তত্র তপ্তং মহাতপঃ। তত্র প্রত্যক্ষতাং যাতো মম বিশ্বেশ্বরঃ পরঃ ॥ ৮৪ ॥ তত্র লব্ধং ময়ৈশ্বর্য্যমবিনাশি মহত্তরম্। চক্রপুষ্করিণী চৈব খ্যাতা ভুবি মণিকর্ণিকা ॥ ৮৫ ॥ দ্রবরূপং পরিত্যজ্য ললনারূপধারিণী। প্রত্যক্ষরূপিণী তত্র ময়ৈক্ষি মণিকর্ণিকা ॥ ৮৬ ॥ তস্যা রূপং প্রবক্ষ্যামি ভক্তানাং শুভদং পরম্। যদ্রূপধ্যানতঃ পুম্ভিরাষণ্মাসং ত্রিসন্ধ্যতঃ ॥ ৮৭ ॥ প্রত্যক্ষরূপিণী দেবী দৃশ্যতে মণিকর্ণিকা। চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী স্ফুরদ্ভাললোচনা ॥ ৮৮ ॥ পশ্চিমাভিমুখী নিত্যং প্রবদ্ধকরসম্পুটা। ইন্দীবরবতীং মালাং দধতী দক্ষিণে করে ॥৮৯॥ বরোদ্যতে করে সব্যে মাতুলুঙ্গফলং শুভম্। কুমারীরূপিণী নিত্যং নিত্যং দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৯০ ॥ শুদ্ধস্ফটিককান্তিশ্চ সুনীলস্নিগ্ধমূর্দ্ধজা। জিতপ্রবালমাণিক্যরমণীয়রদচ্ছদা ॥ ৯১ ॥ প্রত্যগ্রকেতকীপুষ্পলসদ্ধম্মিল্লমস্তকা। সর্ব্বাঙ্গমুক্তাভরণা চন্দ্রকান্ত্যংশুকাবৃতা ॥ ৯২ ॥ পুণ্ডরীকময়ীং মালাং সশোকাং বিভ্রতী হৃদি। ধ্যাতব্যানেন রূপেণ

তীর্থের সম্মুখে হরিশ্চন্দ্র গণেশ অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই স্থানেই মণিকর্ণিনামক হ্রদের উত্তরাংশে সীমাগণেশ বিরাজমান। যে ব্যক্তি মোদকাদি নানাবিধ উপচারে ভক্তিপূর্ব্বক ঐ সীমাগণেশের অর্চ্চনা করিতে পারে, সে মণিকর্ণিকা-প্রাপ্তে সমর্থ হয়। যাহারা, হরিশ্চন্দ্র মহাতীর্থে পিতৃগণোদ্দেশে তর্পণ করেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণ শতবৎসর পরিতৃপ্ত থাকিয় বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। যে মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্র-মহাতীর্থে স্নান করিয়া হরিশ্চন্দ্রেশ্বরকে প্রণাম করে, তাহাকে কখনই সত্য হইতে স্খলিত হইতে হয় না। অনন্তর পর্ব্বতেশ্বরের সমীপে মহাপাপনাশন, মহামেরুর আবাসভূমি পর্ব্বততীর্থ বিরাজমান। যে মানব তথায় স্নান করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের অর্চ্চনা-পূর্ব্বক যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ দান করে, সে সুমেরু-শিখরে অবস্থান করত দিব্যভোগ সকল উপভোগ করিতে পারে। উক্ত পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে কম্বলাশ্বতরনামক এক তীর্থ আছে, ঐ তীর্থের পশ্চিমে কম্বলাশ্বতরেশ্বরনামক এক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। যে ঐ তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক সেই বিশুদ্ধ শিব-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, তাহার বংশে যে ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করে, সে-ই গানদক্ষ ও শ্রীসম্পন্ন হয়। [illegible]নিবারিণী চক্রপুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী আছে, যে মানব সেই পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহাকে আর সংসারচক্রে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। উক্ত চক্রপুষ্করিণীতীর্থ আমার প্রধান বাসস্থল। ৬৮—৮৩। পূর্ব্বে আমি ঐ তীর্থে পরার্দ্ধ পরিমিত বর্ষ ঘোরতর তপস্যা করিয়া পরমাত্মা বিশ্বনাথের দর্শন এবং অবিনশ্বর ও মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করি। সেই চক্রপুষ্করিণীই মণিকর্ণিকা নামে প্রসিদ্ধ। তথায় মণি-কর্ণিকা নিজদ্রবরূপতা পরিহারপূর্ব্বক নারীরূপ ধারণ করত আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি ভক্তের মঙ্গলপ্রদ তাহার তাদৃশ রূপের বর্ণন করিতেছি। মানব, ছয়মাস ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করিলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে। সেই বিশালনেত্রা রমণীর চারি হস্ত, দক্ষিণকরে নীল-কমলের মাল্য ও বামকরে পবিত্রমাতুলুঙ্গ ফল এবং ললাটে তৃতীয়নেত্র শোভা পাইতেছে। তিনি সতত করপুট সংলগ্ন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান করিতেছেন। কুমারীরূপধারিণী সেই ললনা সর্ব্বদা দ্বাদশবর্ষীয়া এবং এক হস্তে বর প্রদান করিতেছেন। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা সেই অবলার কেশপাশ সুনীল ও সুস্নিগ্ধ, তন্মধ্যে বিকচ কেতকীকুসুম বিরাজিত। ওষ্ঠাধর প্রবাল ও মাণিক্যেরও সৌন্দর্য্য-হারী, সর্ব্বশরীরে মুক্তালঙ্কার, হৃদয়ে পদ্মমালা

পুণ্যতিথিরহর্নিশম্॥ ৯৩॥ নির্ব্বাণলক্ষ্মীভবনং শ্রীমতী মণিকর্ণিকা। মন্ত্রং তস্যাশ্চ বক্ষ্যামি ভক্তকল্পদ্রুমাভিধম্। যস্যাবর্ত্তনতঃ সিধ্যেদপি সিদ্ধ্যষ্টকং নৃণাম্॥ ৯৪॥ বাগ্‌ভবমায়ালক্ষ্মীমদনপ্রণবান্ বদেৎ পূর্ব্বম্। ভাস্ত্যং বিন্দুপেতং মণিপদমথ কর্ণিকেসহৃৎ প্রণবপুটঃ॥ ৯৫॥ মন্ত্রঃ সুরদ্রুমসমঃ সমস্তসুখসন্ততিপ্রদো জপ্যঃ। তিথিভিঃ পরিমিতবর্ণঃ পরমপদং দিশতি নিশিতধিয়াম্॥ ৯৬॥ তারস্তারতৃতীয়ো বিন্দ্বন্তো মণিপদং ততঃ কর্ণিকে। প্রণবাস্থিপদং কে নম ইতি মনুসংখ্যবর্ণমন্ত্রঃ॥ ৯৭॥ অয়ং মন্ত্রোহনিশং জপ্যঃ পুষ্টির্মুক্তিমভীপ্সুভিঃ। হোমো দশাংশতঃ কার্য্যঃ শ্রদ্ধাবদ্ধাদরৈর্নৃভিঃ॥ ৯৮॥ পরিপ্লুতৈঃ পুণ্ডরীকৈর্গব্যেন হবিষাক্ফুটৈঃ। সশর্করেণ মেধাবী সক্ষৌদ্রেণ সদা শুচিঃ॥ ৯৯॥ ত্রিলক্ষমন্ত্রজপ্যেন মৃতো দেশান্তরেষ্বপি। অবশ্যং মুক্তিমাপ্নোতি মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ১০০॥ সৌবর্ণী প্রতিমা কার্য্যা নবরত্নসমন্বিতা। পূর্ব্বোক্তরূপসম্পন্না সম্পূজ্যা সা প্রযত্নতঃ॥ ১০১॥ সম্পূজ্যা বা সদা গেহে নরৈর্মোক্ষৈককাঙ্ক্ষিভিঃ। মণিকর্ণ্যামথাক্ষেপ্যা সমভ্যর্চ্চ্য প্রযত্নতঃ॥ ১০২॥ সংসারভীরুভিঃ পুংভিঃ শ্রদ্ধাবদ্ধাদরৈরিহ। উপায়ঃ সমনুষ্ঠেয়ো হ্যপি দূরনিবাসিভিঃ॥ ১০৩॥ মণিকর্ণ্যাং কৃতস্নানো মণিকর্ণীশবীক্ষণাৎ। জননীজঠরাবাসে বসতিং ন লভেন্নরঃ॥ ১০৪॥ মণিকর্ণীশ্বরং লিঙ্গং পুরা সংস্থাপিতং ময়া। প্রাগ্‌দ্বারেহন্তর্গৃহস্যাত্র সমর্চ্চ্যো মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ১০৫॥ ততঃ পাশুপতং তীর্থমবাচ্যাং মণিকর্ণিতঃ। কৃতোদকক্রিয়স্তত্র পশ্যেৎ পশুপতীশ্বরম্॥ ১০৬॥ যত্র পাশুপতো যোগ উপদিষ্টঃ পিনাকিনা। মমাপি বিধিমুখ্যানাং সুরাণাং পশুপাশহৃৎ॥ ১০৭॥ অতঃ পশুপতির্দেব লিঙ্গরূপধরঃ স্বয়ম্। পশুপাশবিমোক্ষায় নিত্যং কাশ্যাং প্রকাশতে॥ ১০৮॥ তত্র চৈত্রচতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শুচিমানসৈঃ। কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নেন রাত্রৌ জাগরণং তথা॥ ১০৯॥ পূজয়িত্বা পশুপতিমুপোষণপরায়ণাঃ। পশুপাশৈর্ন বধ্যন্তে দর্শে বিহিতপারণাঃ॥ ১১০॥ রুদ্রবাসস্ততস্তীর্থং তীর্থাৎ

পরম রমণীয় পঙ্কজমালা এবং পরিধান শুভ্র বসন বিকাশ পাইতেছে। যাঁহারা মোক্ষপদের অভিলাষী, তাঁহারা সেই নির্ব্বাণদাত্রী সৌন্দর্য্যময়ী মণিকর্ণিকার এইরূপে সতত চিন্তা করিবেন। এক্ষণে, যাহা ধ্যান করিলে মনুষ্যের অষ্টবিধ সিদ্ধি লাভ হয়, ভক্তকল্পতরু মণিকর্ণিকার সেই মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রমে সরস্বতীবীজ, ভুবনেশ্বরীবীজ, লক্ষ্মীবীজ, ও কামবীজ উচ্চারণ করিয়া পরে "মণিকর্ণিকায়ৈ নমঃ" এবং অবশেষে প্রণব উচ্চারণ করিবে। কল্পতরূপম সুখসম্পত্তিদায়ক ঐ মন্ত্র জপপ্রভাবে সাধুশীল মানবগণ, পরমপদলাভে সমর্থ হন। অপর মন্ত্র—প্রথমে প্রণব, মধ্যে 'মং মণিকর্ণিকায়ৈ নমঃ" ও অন্তে পুনঃ প্রণব জপ করিতে হয়। মোক্ষাভিলাষী মানবগণের সতত ইহা জপ করা বিধেয় এবং পবিত্রতা ও শ্রদ্ধাসহকারে ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত পদ্ম দ্বারা জপদশাংশ হোম করা কর্ত্তব্য। যে মানব, তিনলক্ষ বার এই মন্ত্র জপ করিতে পারে, দেশান্তরে মৃত্যু ঘটিলেও তৎপ্রভাবে তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। মানব, সযত্নে উল্লিখিত ধ্যানানুরূপ মণিকর্ণিকার নবরত্নান্বিত স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। যে সকল মানব, নিজ মোক্ষপদের অভিলাষী, তাঁহারা এবংবিধ প্রতিমা গঠন করাইয়া প্রতিদিন স্বভবনে পূজা করিবেন কিংবা সযত্নে অর্চ্চনাপূর্ব্বক মণিকর্ণিকাতে সমর্পণ করিবেন। ৮৪—১০২। যে ব্যক্তি, সংসারভয়ে ভীত, কাশী হইতে স্থানান্তরিত হইলেও এইরূপ উত্তম উপায় তাঁহার অবলম্বন করা বিধেয়। যে ব্যক্তি, মণিকর্ণিকায় অবগাহনপূর্ব্বক মণিকর্ণিকেশ্বরকে অবলোকন করে, সে পুনর্ব্বার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। পূর্ব্বে আমিই অন্তগৃহের পূর্ব্বদ্বারে মণিকর্ণিকেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। মুক্তিপ্রার্থী জনগণের তথায় তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পাশুপতনামক তীর্থ, মণিকর্ণিকার পশ্চিমাংশে অবস্থিত; সেই স্থানে উদককার্য্য করিয়া পশুপতীশ্বরকে অবলোকন করা মনুষ্যের উচিত কার্য্য। তথায় ভগবান্ শঙ্কর, আমাকে ও ব্রহ্মাদি অমরগণকে মায়ারূপবন্ধননাশন পাশুপত যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবগণের ঐ মায়াপাশমোচনার্থ অদ্যাপি স্বয়ং ভগবান্ শম্ভু লিঙ্গরূপে তথায় অবস্থিত আছেন। যে মানব, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে বিশুদ্ধভাবে যত্নের সহিত সেই স্থানে যাত্রা করত উপবাসী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক পশুপতীশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া পরদিন অমাবস্যায় পারণ করে, তাঁহাকে আর মায়াপাশে জড়িত হইতে হয় না। রুদ্র-

...শাৎ পুরঃ। তত্র স্নাত্বা নরৈরর্চ্চ্যো রুদ্রাবাসেশ্বরো হরঃ ॥ ১১১ ॥ মণিকর্ণীশ্বরাদ্যাম্যাং রুদ্রাবাসেশ্বরং নরঃ। সমারাধ্য বসেল্লোকে রুদ্রাবাসে ন সংশয়ঃ ॥ ১১২ ॥ বিশ্বতীর্থং ততো যাম্যাং বিশ্বেশতীর্থৈর্ব্যবস্থিতম্। তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা বিশ্বনাথং বিলোকয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ বিশ্বাং গৌরীং চ তদনু পূজয়িত্বাতিভক্তিতঃ। বিশ্বস্য পূজ্যো ভবতি ততো বিশ্বময়ো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥ মুক্তিতীর্থঞ্চ তদনু তত্রাপি কৃতমজ্জনঃ। মোক্ষেশ্বরং ততোঽভ্যর্চ্চ্য মোক্ষমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১১৫ ॥ অবিমুক্তেশ্বরাৎ পশ্চান্মোক্ষেশং বীক্ষ্য মানবঃ। ন পুনর্মানবে লোকে যাতায়াতং করোতি হে ॥ ১১৬ ॥ অবিমুক্তেশ্বরং তীর্থং মুক্তিতীর্থাদনাদরে। তত্রাপ্লুত্যাবিমুক্তেশমর্চ্চয়িত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১১৭ ॥ তৎপরে তারকং তীর্থং যত্র বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্। আচষ্টে তারকং ব্রহ্ম মৃতকর্ণেঽমৃতাত্মকম্ ॥ ১১৮ ॥ সুস্নাতস্তারকে তীর্থে তারকেশ্বরদর্শনাৎ। স সার-

---

পাশুপততীর্থের পরে রুদ্রাবাসনামক তীর্থ আছে, মানব, সেই স্থানে অবগাহনপূর্ব্বক রুদ্রাবাসেশ্বর নামক মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। রুদ্রাবাসেশ্বর মহাদেব, মণিকর্ণিকেশ্বরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত; তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে মানব নিঃসন্দেহ রুদ্রালয়ে বাস করিয়া থাকে। বিশ্বনামক তীর্থ, উক্ত রুদ্রাবাসতীর্থের দক্ষিণে বিরাজিত, সেই স্থানে সমুদয় তীর্থের অধিষ্ঠান আছে। যে ব্যক্তি, সেই শ্বেততীর্থে স্নানানন্তর ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে বিশ্বাগৌরীর অর্চ্চনা করে, সে বিশ্বের পূজনীয় ও বিশ্বময় হইয়া থাকে। তাহার পর মুক্ততীর্থ। যে মানব তথায় স্নান করত মোক্ষেশ্বর মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, সে নিশ্চয় মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হয়। উক্ত মোক্ষেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত, যে ব্যক্তি, তাঁহাকে অবলোকন করে, তাহাকে আর সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অবিমুক্তেশ্বর তীর্থ, মুক্তিতীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত, যে নর সেই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক অবিমুক্তেশ্বর মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে পারে, সে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তাহার পর তারক তীর্থ, যে তীর্থে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণকুহরে অমৃতময় তারক-ব্রহ্ম উপদেশ করেন। যে মানব, তথায় স্নান করিয়া তারকেশ্বরকে অবলোকন করে, সে স্বয়ং

সাগরং তীর্ত্বা তারয়েৎ স্বপিতৄনপি ॥ ১১৯ ॥ তত্রাভ্যাশে স্কন্দতীর্থং তত্রাপ্লুত্য নরোত্তমঃ। দৃষ্ট্বা ষডাননং চৈব জহ্যাৎ ষাট্কৌশিকীং তনুম্ ॥ ১২০ ॥ তারকেশ্বরপূর্ব্বেণ দৃষ্ট্বা দেবং ষডাননম্। বসেৎ ষডাননে লোকে কৌমারং বপুরুদ্বহন্ ॥১২১॥ ঢুণ্ঢিতীর্থং ততঃ পুণ্যং নরস্তত্র কৃতোদকঃ। ঢুণ্ঢিং গণপতিং স্তুত্বা ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ১২২ ॥ ভবানীতীর্থমতুলং ঢুণ্ঢিতীর্থস্য দক্ষিণে। তত্র স্নাত্বা বিধানেন ভবানীং পরিপূজ্য চ ॥ ১২৩ ॥ দুকূলৈ রত্ননেপথ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্বহুবিস্তরৈঃ। পুষ্পৈর্ধূপৈঃ প্রদীপৈশ্চ ভবানীশৌ প্রপূজ্য চ ॥১২৪॥ সমস্তমর্চ্চিতং তেন ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। ভবানীশঙ্করৌ কাশ্যামর্চ্চিতৌ শ্রদ্ধয়া তু যৈঃ ॥ ১২৫ ॥ চৈত্রাষ্টম্যাং মহাযাত্রাং ভবান্যাঃ কারয়েৎ সুধীঃ। অষ্টাধিকাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ শতকৃত্বঃ প্রদক্ষিণাঃ ॥১২৬॥ প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপবতী মহী। সশৈলা সসমুদ্রা চ সাশ্রমা চ সকাননা ॥ ১২৭ ॥ অষ্টৌ প্রদক্ষিণা দেয়াঃ প্রত্যহং তুষ্টিতৎপরৈঃ। নমনীয়ৌ প্রযত্নেন ভবানীশঙ্করৌ সদা ॥ ১২৮ ॥ ভক্তানাং কামদা

ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং নিজ পিতৃগণকেও পার করে।১১০-১১৯। স্কন্দতীর্থ, উক্ত তারকতীর্থের সন্নিকটবর্ত্তী, যে মানব সেই তীর্থে স্নান করত কার্ত্তিকেয়কে অবলোকন করে, সে আর ষট্কোশ-যুক্ত দেহধারণ করে না। তারকেশ্বরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত কার্ত্তিকেয়কে অবলোকন করিলে মানব কার্ত্তিকেয়লোকে বাস করিতে পারে। তাহার পর বিশুদ্ধ ঢুণ্ঢিতীর্থ, যে ব্যক্তি তথায় অবগাহন-পূর্ব্বক ঢুণ্ঢিরাজ গজাননকে স্তব করে, তাহাকে আর কোন প্রকার বিঘ্নই আক্রমণ করিতে পারে না। উক্ত ঢুণ্ঢিতীর্থের দক্ষিণাংশে অতুলনীয় ভবানীতীর্থ, সেই স্থানে স্নান করিয়া ভবানীকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বসন, ভূষণ, রত্ন, বিবিধ নৈবেদ্য, কুসুম, ধূপ ও দীপমালা দ্বারা ভবানী ও মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। যে মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাশীধামে ভবানী ও ভবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সচরাচর ত্রিভুবনই তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হয়। যে ব্যক্তি, চৈত্রশুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে ভবানীর মহাযাত্রা করিয়া অষ্টোত্তর শতবার দেবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার সমুদয় আশ্রম ও অরণ্যসমন্বিতা সসাগরা সপ্তদ্বীপা বসুধা প্রদক্ষিণ করা হয়। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিদিন তথায় আসিয়া প্রদক্ষিণ ...

নিত্যং ভবানী বাসসাং প্রদা। অতো ভবানী সম্পূজ্যা কাশ্যাং তীর্থনিবাসিভিঃ॥ ১২৯॥ যোগ-ক্ষেমং সদা কুর্য্যাদ্ভবানী কাশীবাসিনাম্। তস্মাদ্ভবানী সংসেব্যা সততং কাশিবাসিভিঃ॥১৩০॥ ভিক্ষণীয়া সদা ভিক্ষা ভিক্ষুণা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা। যতো ভিক্ষাপ্রদা কাশ্যাং বিশ্বেশস্য কুটুম্বিনী॥১৩১॥ গৃহমেধ্যত্র বিশ্বেশো ভবানী তৎকুটুম্বিনী। সর্ব্বেভ্যঃ কাশিসংস্থেভ্যো মোক্ষভিক্ষাং প্রযচ্ছতি॥ ১৩২॥ দুষ্প্রাপমপি যৎকিঞ্চিৎ কাশীক্ষেত্রনিবাসিনাম্। তৎসুপ্রাপ্যং করোত্যেব ভবানী পূজিতা নৃভিঃ॥ ১৩৩॥ কুর্য্যাজ্জাগরণং রাত্রৌ মহাষ্টম্যাং ব্রতী নরঃ। প্রাতর্ভবানীমভ্যর্চ্চ্য প্রাপ্নুয়াদ্বাঞ্ছিতং ফলম্॥ শুক্রেশাৎ পশ্চিমাশায়াং ভবানীং যোঽভিবীক্ষতে। সর্ব্বে মনোরথাস্তস্য সিধ্যন্তীহ ন সংশয়ঃ॥ ১৩৫॥ কাশ্যাং সদৈব বস্তব্যং স্নাতব্যোত্তরবাহিনী। ভবানীশঙ্করৌ সেব্যৌ প্রাপ্তব্যে ভুক্তিমুক্তিকে॥ ১৩৬॥ মাতর্ভবানি তব পাদরজোভবানি মাতর্ভ-বানি তব দাসতরো ভবানি। মাতর্ভবানি ন ভবানি যথা ভবেঽস্মিংস্ত্বত্ত্যাগ্ ভবাম্বমুদিনং ন পুনর্ভবানি॥ ১৩৭॥ তিষ্ঠতা গচ্ছতা বাপি স্বপতা জাগ্রতাপি বা। অয়ং মন্ত্রঃ সদা জপ্যঃ সুখাপ্ত্যৈ কাশিবাসিনা॥১৩৮॥ ঈশানতীর্থং তত্রৈব ভবানীতীর্থসন্নিধৌ। তত্র স্নাতো য ঈশানমর্চ্চয়েন্ন স জন্মভাক্॥ ১৩৯॥ জ্ঞানতীর্থং চ তত্রৈব জ্ঞানদং সর্ব্বদা নৃণাম্। কৃতাভিষেক-স্তত্তীর্থে দৃষ্ট্বা জ্ঞানেশ্বরং শিবম্॥ ১৪০॥ জ্ঞান-বাপীসমীপস্থো জ্ঞানেশো যৈঃ সমর্চ্চিতঃ। জ্ঞান-ভ্রংশো ন তেষাং স্যাদপি পঞ্চত্বমৃচ্ছতাম্॥ ১৪১॥ শৈলাদিতীর্থং তত্রৈব পরমর্দ্ধিপ্রকাশকম্। তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা দত্ত্বা দানং স্বশক্তিতঃ॥ ১৪২॥ শৈলাদীশ্বরমালোক্য জ্ঞানবাপ্যা উদগ্দিশি। লভেদ্গণত্বপদবীং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৪৩॥ নন্দিতীর্থাদবাচ্যান্তু বিষ্ণুতীর্থং পরং মম। তত্র পিণ্ডান্ বিনির্বাপ্য পিতৃণামনৃণী ভবেৎ॥ ১৪৪॥ বিষ্ণুতীর্থে কৃতস্নানো যো মাং বিষ্ণুং বিলোকয়েৎ। বিশ্বেশাদ্দক্ষিণে পার্শ্বে বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥১৪৫॥

সর্ব্বদা সযত্নে শঙ্করের সহিত ভবানীকে নমস্কার করিবে। ভবানী সর্ব্বদা ভক্তবৃন্দের মনোরথ সফল করিয়া থাকেন ও কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন, এই হেতু যাহারা কাশীবাসী, সর্ব্বদা তাহাদিগের তাঁহাকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। তিনি, কাশীবাসীদিগের নিয়ত মঙ্গলসাধন করেন, এ নিমিত্ত তাঁহাকে সতত সেবা করা তাহাদিগের উচিত। উক্ত কাশীধামে যখন স্বয়ং শঙ্করগেহিনী শঙ্করী ভিক্ষাপ্রদান করেন, তখন ভিক্ষুক মোক্ষা-ভিলাষী হইলেও সর্ব্বদা ভিক্ষা করিবেন। কাশী-ধামে স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর গার্হস্থ্যধর্ম্মে অবস্থিত এবং তদীয় অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী শঙ্করী কাশীবাসী-দিগকে মোক্ষরূপ ভিক্ষা দান করিতেছেন। কাশী-বাসীদিগের যদি কিছু দুর্লভ হয়, ভবানীকে অর্চ্চনা করিতে পারিলে তিনিই তাহা সুলভ করিয়া দিয়া থাকেন। যে মানব, চৈত্রমাসীয় মহাষ্টমী তিথিতে সংযত থাকিয়া রজনীজাগরণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে ভবানীকে অর্চ্চনা করে, তাহার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। শুক্রেশ্বরের পশ্চিমাংশে বিরাজ-মানা ভবানীকে অবলোকন করিলে নিঃসন্দেহ সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সতত কাশীধামে বাস, উত্তরবাহিনী ভাগীরথীতে অবগাহন এবং হরপার্ব্ব-তীর সেবা করিলে ঐহিক সমুদয় সুখভোগ ও অন্তে মুক্তিলাভ লাভ হইয়া থাকে। কি শয়ন, কি জাগরণ, কি গমন, কি অবস্থান, সকল অবস্থাতেই কাশীবাসী মানবগণ সুখলাভার্থ এই মন্ত্র জপ করিবে, "হে মাতঃ ভবানি! আমি যেন আপনার পাদপদ্মের ধূলি হই; হে মাতঃ ভবানি! আমি যেন আপনার সেবকগণের মধ্যে প্রধান হই; হে মাতঃ ভবানি! পুনর্ব্বার যেন আমাকে সংসারক্লেশ পাইতে হয় না, সততই যেন আপনার সেবা করিতে পারি।" ভবানী তীর্থের অনতিদূরে ঈশানতীর্থ। তথায় স্নান করিয়া ঈশানেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে পারিলে পুন-রায় জন্ম হয় না। ঐ স্থলেই জ্ঞানতীর্থ অবস্থিত, যাহা সর্ব্বদা মানবকে জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা সেই তীর্থে স্নানানন্তর জ্ঞানবাপীর নিকটস্থ জ্ঞানেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের জ্ঞান মৃত্যু-কালেও বিনষ্ট হয় না।১২০—১৪১। ঐ স্থানেই নিরতিশয় সমৃদ্ধি প্রকাশক শৈলাদিতীর্থ বিরাজমান; যে ব্যক্তি সেই তীর্থে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সমাধানান্তে যথা-সাধ্য দান করিয়া জ্ঞানবাপীর উত্তরভাগে শৈলাদীশ্বর মহেশ্বরকে অবলোকন করে, সে নিঃসন্দেহ মহা-দেবের অনুচররূপে পরিণত হয়। নন্দীতীর্থের দক্ষিণে বিষ্ণুতীর্থ অবস্থিত; ঐ স্থান আমার পরম প্রিয়। যে মানব তথায় পিণ্ডদান করে, সে পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুতীর্থে স্নান করত [illegible]

যঃ প্রত্যেকাদশীং প্রাপ্য শয়নীং বোধিনীং তথা। কুর্য্যাজ্জাগরণং রাত্রৌ মম মূর্ত্তিসমীপতঃ॥ ১৪৬॥ প্রাতঃ সমর্চ্চ্য মাং ভক্ত্যা ভোজয়িত্বা দ্বিজানপি। দত্ত্বা গাঃ কাঞ্চনং ভূমিং ন ভূয়ো ভূমিভাগ্ ভবেৎ॥ ১৪৭॥ কৃত্বা তত্র ব্রতোৎসর্গং বিত্তশাঠ্য-বিবর্জ্জিতঃ। সম্যগ্ ব্রতফলং ধীমান্ প্রাপ্নোত্যেব মমাজ্ঞয়া॥ ৪৮॥ মম তীর্থাদবাচ্যাং তু তীর্থং পৈতামহং শুভম্। তত্র শ্রাদ্ধবিধানেন তর্পয়িত্বা পিতামহান্॥ ১৪৯॥ পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং ব্রহ্ম-নালোপরিস্থিতম্॥ পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা ব্রহ্মলোক-মবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫০॥ ব্রহ্মস্রোতঃসমীপে তু কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। পরামক্ষয়তামেতি শুভমেব ততশ্চরেৎ॥ ১৫১॥ অত্যল্পমপি যৎ কর্ম্ম কৃতমত্র শুভাশুভম্। প্রলয়েঽপি ন তস্যাস্তি প্রলয়ো মুনিসত্তম॥ ১৫২॥ নাভিতীর্থমিদং প্রোক্তং নাভিভূতং যতঃ ক্ষিতেঃ। অপি ব্রহ্মাণ্ডগোলস্য নাভিরেবা শুভোদয়া॥ ১৫৩॥ সা মাণিকর্ণিকেত্যেষং নাভীর্গান্তীর্থ্যভূমিকা। ব্রহ্মাণ্ডগোলকং সর্ব্বং যস্যামেতি লয়োদয়ম্॥ ১৫৪॥ ব্রহ্মনালং পরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। তৎসঙ্গমে নরঃ স্নাত্বা কোটিজন্মমলং হরেৎ॥ ১৫৫॥ ব্রহ্মনালে পতেদ্যেষামপি কীকসমাত্রকম্। ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপান্তস্তে ন বিশন্তি কদাচন॥ ১৫৬॥ ততো ভাগীরথে-স্তীর্থং ব্রহ্মনালাচ্চ দক্ষিণে। তত্র স্নাত্বা নরঃ সম্যঙ্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ১৫৭॥ ভাগীরথীশ্বরং লিঙ্গং স্বর্গদ্বারস্য সন্নিধৌ। দর্শনাদ্ব্রহ্মহত্যায়াঃ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥ ১৫৮॥ অশুভাং গতিমাপন্না যস্য পূর্ব্বে পিতামহাঃ। তেন ভাগীরথীতীর্থে তর্পণীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৫৯॥ তত্র ভাগীরথে তীর্থে শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু ব্রহ্মলোকে নয়েৎ পিতৄন্॥ ১৬০॥ তদ্দক্ষিণে মহাতীর্থং খুরকর্ত্তরিসংজ্ঞিতম্। গোলোকাদাগতাভিশ্চ গোভি-র্যৎখুরকোটিভিঃ॥ ১৬১॥ স্বপুটীকৃতভূভাগং তত-স্তৎখুরকর্ত্তরি। তস্মিংস্তীর্থে কৃতস্নানঃ কৃত-পিণ্ডোদকক্রিয়ঃ॥ ১৬২॥ খুরকর্ত্তরীশং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা গোলোকমাপ্নুয়াৎ। গোধনৈর্ন বিমুচ্যেত তল্লিঙ্গস্য

দক্ষিণপার্শ্বস্থ আমাকে সন্দর্শন করিলে বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করে। শয়ন ও উত্থান-একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া মদীয় মূর্ত্তির সন্নিকটে রাত্রিজাগরণ করত পর দিবস প্রাতঃকালে যে ভক্তিভাবে আমাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া স্বর্ণ, গো ও ভূমি দান করে, তাহার পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্ম হয় না। বুদ্ধিশালী যে মানব অর্থবিষয়ে শঠতা না করিয়া, বিষ্ণুতীর্থে ব্রত উদ্যাপন করিতে পারে, মদীয় আদেশে সেই ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে ব্রতের ফলভাগী হয়। মদীয় তীর্থের উত্তরাংশে মঙ্গল-প্রদ পৈতামহ তীর্থ; যে ব্যক্তি সেই স্থানে শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক ব্রহ্ম-নালের উপরিস্থিত পিতামহেশ্বরনামক মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করে, তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মতীর্থের নিকটে যে কিছু সৎ বা অসৎ কার্য্য করা যায়, তাহাই অক্ষয় হয়, এ নিমিত্ত তথায় কেবল সৎ কার্য্য করাই বিধেয়। মুনিবর! এই-স্থলে যৎসামান্য সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করিলে প্রলয়েও তাহার ক্ষয় হয় না। এই তীর্থ ভূমণ্ডলের নাভিস্বরূপ বলিয়া সকলে ইহাকে নাভিতীর্থ বলিয়া থাকেন। কেবল ভূমণ্ডলের কেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডেরই নাভি-স্বরূপ; ইহাকেই সকলে মাণিকর্ণিকেশী নাভি বলে। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড এই স্থানে সমুদ্ভূত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়। ত্রিজগন্মধ্যে ব্রহ্মনাল অতি প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য; যে মানব সেই তীর্থসঙ্গমে স্নান করিতে পারে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের সামান্য অস্থিও ব্রহ্ম-নাল মধ্যে পতিত হয়, তাহাদিগকে আর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিতে হয় না। উক্ত ব্রহ্মনালের দক্ষি-ণাংশে ভাগীরথতীর্থ বিরাজমান; যে ব্যক্তি, তথায় স্নান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাপাতকও সম্পূর্ণ-ভাবে দূরীভূত হইয়া থাকে; স্বর্গদ্বারের নিকটস্থ ভাগীরথীশ্বর শঙ্করকে অবলোকন করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতকের পুরশ্চরণ করা হয়।১৩২—১৫৮। পূর্ব্বপুরুষ সকল, অধোগামী হইলে তাহাদিগের উদ্দেশে ভাগীরথীতীর্থে জলাঞ্জলিদান করিবে এবং সেই স্থানে যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য্য-সমাধানান্তে দ্বিজগণকে ভোজন করাইতে পারিলে, তাহার পিতৃগণ ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত ভাগীরথতীর্থের দক্ষিণে খুরকর্ত্তরি নামে তীর্থ বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে গোলোকধাম হইতে গোগণ ঐ স্থলে উপ-স্থিত হইয়া খুরনিকরে সেই ভূভাগ খনন করায় তাহার নাম খুরকর্ত্তরি হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে স্নানান্তর পিতৃগণোদ্দেশে পিণ্ড ও জলা-ঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক খুরকর্ত্তরীশ্বরনামক শঙ্করকে

সন্দর্শনাৎ ॥ ১৬৩ ॥ দক্ষিণে খুরকর্ত্তর্য্যা মার্কণ্ডং তীর্থমুত্তমম্। কৃতশ্রাদ্ধবিধানশ্চ তস্মিংস্তীর্থে-ঘুবর্ষিণি ॥ ১৬৪ ॥ মার্কণ্ডেয়েশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা-দীর্ঘমায়ুরাপ্নুয়াৎ। ব্রহ্মতেজোহভিবৃদ্ধিঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ পরমাং ভুবি ॥ ১৬৫ ॥ বসিষ্ঠতীর্থং পরমং মহাপাতকনাশ-নম্। তর্পয়িত্বা পিতৄংস্তত্র বসিষ্ঠেশং বিলোক্য চ ॥ ১৬৬ ॥ নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্জন্মত্রয়সমর্জ্জিতৈঃ। বসিষ্ঠলোকে বসতি ব্রহ্মতেজঃসমন্বিতঃ ॥ ১৬৭ ॥ তত্রৈবারুন্ধতীতীর্থং স্ত্রীণাং সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্। পতিব্রতাভিস্তত্তীর্থং গাহনীয়ং বিশেষতঃ ॥ ৬৮ ॥ পৌংশ্চল্যজনিতো দোষস্তত্তীর্থপরিমজ্জনাৎ। ক্ষণাদ্বিনাশমাগচ্ছেদরুন্ধত্যাঃ প্রভাবতঃ ॥ ৬৯ ॥ মার্কণ্ডেয়েশ্বরাৎ প্রাচ্যাং বসিষ্ঠেশ্বরপূজনাৎ। নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যো মহৎপুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥১৭০ ॥ মূর্ত্তী বসিষ্ঠারুন্ধত্যোস্তত্র পূজ্যে প্রযত্নতঃ। ন স্ত্রী বৈধব্যমাপ্নোতি ন পুমাংস্ত্রীবিয়োগিতাম্ ॥১৭১॥ বসিষ্ঠতীর্থতো যাম্যাং নর্ম্মদাতীর্থমুত্তমম্। বিধায় শ্রাদ্ধং মেধাবী নর্ম্মদেশং বিলোক্য চ ॥ ১৭২ ॥ তত্র দত্ত্বা মহাদানং পদ্ময়া ন বিমুচ্যতে। ততস্ত্রিসন্ধ্যং বৈ তীর্থং ত্রিসন্ধ্যেশ্বরপূর্ব্বতঃ ॥ ১৭৩ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা সন্ধ্যাং বিধানতঃ। সন্ধ্যাকাল-বিলোপোত্থপাতকৈর্নাভিভূয়তে ॥ ১৭৪ ॥ ত্রিসন্ধ্যে-শ্বরমালোক্য কৃতসন্ধ্যস্ত্রিকালতঃ। ত্রিবেদাবর্ত্তজং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াৎ শ্রদ্ধয়া দ্বিজঃ ॥ ১৭৫ ॥ ততোহত্র যোগিনী তীর্থং নরস্তত্রকৃতাপ্লবঃ। দৃষ্ট্বা তু যোগিনী-পীঠং যোগসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৬ ॥ অগস্তিতীর্থং তত্রাস্তি মহাঘৌঘবিঘাতকৃৎ। তত্র স্নাত্বা প্রযত্নেন দৃষ্ট্বাগস্তীশ্বরং বিভুম্ ॥ ১৭৭ ॥ অগস্তিকুণ্ডে চ ততঃ সন্তর্প্য চ পিতামহান্। অগস্তিনা সমেতাঞ্চ লোপামুদ্রাং প্রণম্য চ ॥ ১৭৮ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বক্লেশবিবর্জ্জিতঃ। গচ্ছেৎ স পূর্ব্বজৈঃ সার্দ্ধং শিবলোকং নরোত্তমঃ ॥১৭৯॥ দক্ষিণেহগস্ত্যতীর্থাচ্চ তীর্থমত্যতিপাবনম্। গঙ্গাকেশবসংজ্ঞঞ্চ সর্ব্ব-পাতকনাশনম্ ॥ ১৮০ ॥ তত্র যে শুভদাং মূর্ত্তিং মুনে তত্তীর্থসংজ্ঞিকাম্। সম্পূজ্য শ্রদ্ধয়া ধীমান্

পতিকে সন্দর্শন করে, তাহার গোলোকধামে বাস হয় এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে আর কখন গোলোক হইতে পতিত হয় না। ঐ তীর্থের দক্ষিণ-ভাগে মার্কণ্ডেয় নামে এক পাপবিনাশন প্রধান তীর্থ আছে। তথায় শ্রাদ্ধাদিকার্য্য-সম্পাদনান্তে মার্ক-ণ্ডেয়েশ্বরনামক মহাদেবকে অবলোকন করিলে মনুষ্যের দীর্ঘজীবন ও বিমল যশ লাভ হয় এবং ব্রহ্মতেজ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার পর মহা-পাপহারী বশিষ্ঠ নামক এক প্রধান তীর্থ আছে। যে মানব তথায় পিতৃগণকে জলদানে পরিতৃপ্ত করত বশিষ্ঠেশ্বর নামে মহেশ্বরকে সন্দর্শন করে, সে ত্রিজন্মোপার্জ্জিত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন হইয়া বশিষ্ঠলোকে অবস্থান করে। তথায় অরুন্ধতী নামে তীর্থ বিরাজমান; ঐ তীর্থ রমণীগণের সৌভাগ্যপ্রদ। যে সকল ললনা পতি-পরায়ণা, তাহাদিগের তথায় স্নান করা অবশ্যকর্ত্তব্য; কারণ তাহা হইলে অরুন্ধতীর মাহাত্ম্যবলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে ব্যভিচারদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে নর, মার্কণ্ডেয়েশ্বরের পূর্ব্বভাগস্থিত বশিষ্ঠেশ্বর মহা-দেবের অর্চ্চনা করে, তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়। যে রমণী তথায় বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে, তাহার কখন বৈধব্য ঘটে না এবং পুরুষ পূজা করিলে তাহাকে কখন স্ত্রীবিয়োগযন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। উক্ত বশিষ্ঠতীর্থের দক্ষিণে নর্ম্মদা তীর্থ; যে ব্যক্তি তথায় শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপনান্তে নর্ম্মদেশ্বরনামক মহেশ্বরকে অবলোকন এবং মহাদান প্রদান করিতে পারে, তাহাকে কখনই লক্ষ্মীবিহীন হইতে হয় না। তাহার পর ত্রিসন্ধ্যেশ্বরনামক মহাদেবের পূর্ব্বাংশে ত্রিসন্ধ্য নামে এক তীর্থ আছে। সেই তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দন করিলে মনুষ্যকে সন্ধ্যাবন্দনের সময়াতিপাতজন্য পাতকে পতিত হইতে হয় না। যে ব্রাহ্মণ তথায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ত্রিকা-লীন ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করত ত্রিসন্ধ্যেশ্বরকে সন্দর্শন করেন; তিনি তিন বেদ পাঠে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাহার পর যোগীনীতীর্থ; সেই তীর্থে স্নানানন্তর যোগিনীপীঠ মহাদেবকে অবলোকন করিলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়। তথায় অগস্ত্যতীর্থ বিরাজমান; ঐ তীর্থ জীবগণের কলুষরাশি নাশ করিয়া থাকেন। যে মানব, তথায় স্নান করত অগস্ত্যেশ্বরকে অবলো-কনপূর্ব্বক অগস্ত্যকুণ্ডে পিতৃগণ উদ্দেশে তর্পণ করিয়া অগস্ত্য ও লোপামুদ্রাকে প্রণাম করে, সে সমুদায় পাপ ও ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পিতৃ-গণের সহিত শিবলোকে অধিষ্ঠান করে। যে তপোধন! ঐ তীর্থের দক্ষিণভাগে সর্ব্বপাপনাশক অতি পবিত্র গঙ্গাকেশব তীর্থ; সেই স্থানে যে

মম লোকে মহীয়তে ॥ ৮১ ॥ তত্র পিণ্ডান্ নির্ব্বাপ্য দত্ত্বা দানং স্বশক্তিতঃ। শতসাম্বৎসরীং তৃপ্তিং পিতৄণাং স সমর্পয়েৎ ॥ ১৮২ ॥ মণিকর্ণীপরীমাণমেতত্তে কীর্ত্তিতং মহৎ। সীমাবিনায়কাদ্যাম্যাং সর্ব্ববিঘ্নবিঘাতনাৎ ॥ ১৮৩ ॥ বৈরোচনেশ্বরাৎপ্রাচ্যামিহং বৈকুণ্ঠমাধবঃ। তত্র মাং ভক্তিতোঽভ্যর্চ্চ্য বৈকুণ্ঠার্চ্চামবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮৪ ॥ বীরমাধবসংজ্ঞোঽহং বীরেশাৎ পশ্চিমে মুনে। তত্র ব্রতী সমভ্যর্চ্চ্য ন যামীং যাতনাং লভেৎ ॥ ৮৫ ॥ কালমাধবনামাহং কালভৈরবসন্নিধৌ। কলিঃ কালো ন কলয়েন্মদ্ভক্তমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮৬ ॥ মার্গশীর্ষস্য শুক্লায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ। তত্র জাগরণং কৃত্বা যমং নালোকয়েৎ কচিৎ ॥ ১৮৭ ॥ নির্ব্বাণনরসিংহোঽহং পুলস্তীশ্বরদক্ষিণে। ভক্তো নির্ব্বাণমাপ্নোতি তন্মূর্ত্তিনমনাদপি ॥ ১৮৮ ॥ মহাবলনৃসিংহোঽহমোঙ্কারাৎপূর্ব্বতো মুনে। দৃত্বা মহাবলান্ যাম্যান্ পশ্যেন্নু তদর্চ্চকঃ ॥ ১৮৯ ॥ প্রচণ্ডনরসিংহোঽহং চণ্ডভৈরবপূর্ব্বতঃ। প্রচণ্ডমপ্যঘং কৃত্বা নিষ্পাপঃ স্যাত্তদর্চ্চনাৎ ॥ ১৯০ ॥ অহং গিরিনৃসিংহোঽস্মি তদ্দেহলিবিনায়কাৎ। প্রাচ্যাং প্রবলপাপৌঘগজানাং প্রবিদারণঃ ॥ ১৯১ ॥ মহাভয়হরশ্চাহং নরসিংহো মহামুনে। পিতামহেশ্বরাৎ পশ্চাদ্ভক্তসাধ্বসসাধ্বসঃ ॥ ১৯২ ॥ অত্যুগ্রনরসিংহোঽহং কলসেশ্বরপশ্চিমে। অত্যুগ্রমপি পাপৌঘং হরামি শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতঃ ॥ ১৯৩ ॥ জ্বালামালী নৃসিংহোঽহং জ্বালামুখ্যাঃ সমীপতঃ। সঞ্জ্বালয়ামি পাপৌঘতৃণানি পরিপূজিতঃ ॥ ১৯৪ ॥ কোলাহলনৃসিংহোঽস্মি দৈত্যদানবমর্দ্দনঃ। মম নামসমুচ্চারাদঘকোলাহলো যতঃ ॥ ১৯৫ ॥ কঙ্কালভৈরবো যত্র কাশীরক্ষণদক্ষধীঃ। তত্র মাং ভক্তিতোঽভ্যর্চ্চ্য নোপসর্গৈর্নিরুধ্যতে ॥ ১৯৬ ॥ বিটঙ্ক-

গঙ্গাকেশব নামে এক মদীয় মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে। যে নর, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে, তাহার মদীয় লোকে বাস হয়। উক্ত তীর্থে শক্তি অনুসারে দান ও পিতৃগণ উদ্দেশে পিণ্ডনির্ব্বাপণ করিলে তাঁহাদিগের শতবর্ষব্যাপী সন্তোষ হইয়া থাকে। আমি তোমার নিকট এই মণিকর্ণিকার বৃহৎ পরিমাণ বর্ণন করিলাম। সর্ব্ববিঘ্নহর সীমাবিনায়কের দক্ষিণাংশে এবং বৈরোচনেশ্বরের পূর্ব্বাংশে বৈকুণ্ঠমাধব নামে আমি বিরাজ করিতেছি। ঐ স্থানে আমার অর্চ্চনা করিলে, বৈকুণ্ঠধামে অর্চ্চনায় যেরূপ ফললাভ হয়, মানব তাদৃশ ফলভাগী হইয়া থাকে। মুনিবর! বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে আমি বীরমাধব নামে অবস্থান করিতেছি; যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ঐ স্থানে আমাকে পূজা করে, সে আর কালের কঠোর যন্ত্রণা উপভোগ করে না। আমি কালমাধব নামে কালভৈরবের সন্নিধানে বিরাজমান রহিয়াছি; যে মানব ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তথায় আমার অর্চ্চনা করে, তাহাকে কাল বা কলি কেহই আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। অগ্রহায়ণমাসীয় শুক্লপক্ষের একাদশীতে যে ব্যক্তি তথায় উপবাসী থাকিয়া জাগ্রতভাবে রজনীযাপন করে, তাহার আর কৃতান্তের মুখ দর্শন করিতে হয় না। আমি নির্ব্বাণনরসিংহ নামে পুলস্ত্যেশ্বরনামক [illegible] দক্ষিণাংশে অবস্থান করিতেছি; যে [illegible] সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম মাত্র করিয়া থাকে, [illegible] প্রাপ্ত হয়। হে কুম্ভযোনে! আমি ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবের পূর্ব্বদিকে মহাবলনৃসিংহ নামে বিরাজমান আছি। তথায় আমার অর্চ্চনা করিলে নর, কখনই ভীমপরাক্রান্ত যমকিঙ্করদিগকে অবলোকন করে না।১৫৯-১৮৯। আমি, চণ্ডভৈরবের পূর্ব্বাংশে প্রচণ্ডনরসিংহ নামে অধিষ্ঠিত আছি; ঘোরপাতকী মনুষ্যও যদি সেই স্থানে আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহারও সমস্ত পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। আমি, দেহলীবিনায়কের পূর্ব্বাংশে ভক্তজনের পাপনাশন গিরিনৃসিংহ নামে অবস্থিত আছি এবং পিতামহেশ্বরের পৃষ্ঠভাগে মহাভয়হর নৃসিংহ নামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তবৃন্দের ভয়ভঞ্জন করিতেছি। হে মুনিবর! আমি কলসেশ্বর নামক মহেশ্বরের পশ্চিমাংশে অত্যুগ্রনৃসিংহ নামে বিরাজমান রহিয়াছি; যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে তথায় আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহার ভীষণ পাপপুঞ্জও বিলীন হয়। আমি, জ্বালামুখীর সমীপে জ্বালামালী নরসিংহ নামে অধিষ্ঠিত আছি; সেই স্থানে যে মানব আমার অর্চ্চনা করে, তদীয় কলুষরূপ তৃণপুঞ্জকে আমি ভস্মীভূত করিয়া থাকি। যে স্থানে কঙ্কালভৈরব সতর্কতা সহকারে অবস্থিত থাকিয়া কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন; সেই স্থানে কোলাহলনৃসিংহ নামে আমি বিরাজমান আছি। মদীয় নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রে সমুদয় পাতক কোলাহল করে বলিয়া সেইস্থলে আমার ঐরূপ সংজ্ঞা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তথায় আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহার [illegible]

নরসিংহোঽস্মি নীলকণ্ঠেশ্বরাদহম্। তত্র মাং শ্রদ্ধয়া-পূজ্য নরো ভবতি নির্ভয়ঃ॥ ১৯৭॥ অনন্তবামন-শ্চাহমনন্তেশ্বরসন্নিধৌ। অনন্তান্যপি ভক্তস্য কলুষাণি হরেঽর্চিতঃ॥ ১৯৮॥ [illegible]বামনসংজ্ঞোঽহং ভক্তানাং দধিভক্তদঃ। যন্নামস্মরণাদেব ন দরিদ্রো নরো ভবেৎ॥ ১৯৯॥ ত্রিবিক্রমোঽস্ম্যহং কাশ্যা-মুদীচ্যাং চ ত্রিলোচনাৎ। দদামি পূজিতো লক্ষ্মীং হরামি বৃজিনান্যপি॥ ২০০॥ বলিবামননামাহং বলিনা পরিপূজিতঃ। বলিভদ্রেশ্বরাৎ প্রাচ্যাং ভক্তানাং বলবর্দ্ধনঃ॥ ২০১॥ দক্ষিণে ভবতীর্থাচ্চ তাম্রদ্বীপাদিহাগতঃ। নাম্না তাম্রবরাহোঽস্মি ভক্তানাং চিন্তিতার্থদঃ॥ ২০২॥ মুনে ধরণিবারাহঃ প্রয়াগেশ্বরসন্নিধৌ। স্নাত্বা বারাহতীর্থেঽত্র দৃষ্ট্বা মাং কিটিরূপিণম্॥ ২০৩॥ সম্পূজ্য বহুভাবেন ন বিশেদ্‌যোনিসঙ্কটম্। তত্রাল্পমপি দত্বান্নং ধরাদান-ফলং লভেৎ॥ ২০৪॥ মহাকলুষগম্ভীরসাগরে নিপতন্ জনঃ। মম ভক্ত্যাড়ুপং প্রাপ্য প্রলয়েঽপি ন মজ্জতি॥ ২০৫॥ অহং কোকাবরাহোঽস্মি কিটীশ্বরসমীপতঃ। তত্র মাং পূজকর্ম্মত্যো লভতে চিন্তিতং ফলম্॥ ২০৬॥ নারায়ণাঃ শতং পঞ্চ শতঞ্চ জলশায়িনঃ। ত্রিংশৎ কমঠরূপাণি মৎস্যরূপাণি বিংশতিঃ॥ ২০৭॥ গোপালাশ্চ শতং সাষ্টং বুদ্ধাঃ সন্তি সহস্রশঃ। ত্রিংশৎ পরশু-রামাশ্চ রামা একোত্তরং শতম্॥ ২০৮॥ বিষ্ণুরূপো-ঽস্ম্যহং চৈকো মুক্তিমণ্ডপমধ্যতঃ। মুনে কৃত-প্রসাদেন বিশ্বেশেন শ্রিতঃ স্বয়ম্॥ ২০৯॥ নারায়ণ-স্বরূপেণ গদাশ্চক্রগদোদ্যতাঃ। কুর্ব্বন্তি রক্ষাং ক্ষেত্রস্য পরিতো নিয়তানি ষট্॥ ২১০॥ সোঽগ্নি-বিন্দুরিতি শ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ। পুনঃ পপ্রচ্ছ মেধাবী মূর্ত্তিভেদান্ বদ প্রভো॥ ২১১॥ হিতায় নিজভক্তানাং মম সন্দেহশান্তয়ে। কতি তে মূর্ত্তয়ো-ঽনন্ত কথং জ্ঞেয়াস্তথা বদ॥ ২১২॥ ইত্যাকর্ণ্য

আমি, নীলকণ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে বিটঙ্কনর-সিংহ নামে অবস্থিতি করিতেছি; যে মানব, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেইস্থানে আমাকে অর্চ্চনা করে, সে ভয়শূন্য হয়। আমি অনন্তবামন নাম গ্রহণ করিয়া অনন্তেশ্বরনামক মহেশ্বরের সন্নিধানে বাস করিতেছি; সেইস্থানে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চনাকারীর পাপপুঞ্জ অনন্ত হইলেও আমি বিদূরিত করিয়া দিই। আমি বামন নামে অবস্থিতি করত ভক্তবৃন্দকে দধিভক্ত প্রদান করিয়া থাকি; আমার ঐ নাম স্মরণ করিলেও মনুষ্য কখন দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করে না। আমি, ত্রিবিক্রম নাম ধারণ করিয়া ত্রিলোচনের উত্তরাংশে অবস্থিতি করিতেছি; যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার ঐ রূপের পূজা করে, আমি তাহাকে প্রভূত বিত্ত প্রদান এবং তদীয় পাপ সকল অপহরণ করিয়া থাকি। আমি বলিবামন নামে বলিভদ্রেশ্বরের পূর্ব্বাংশে অধিষ্ঠান করিতেছি; পূর্ব্বে বলি কর্ত্তৃক তথায় আমি পূজিত হই। যে সকল ভক্ত উক্ত স্থানে আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহারা বলশালী হয়। আমি তাম্রদ্বীপ হইতে আগমনপূর্ব্বক কাশীধামে ভবতীর্থের দক্ষিণ-দিকে তাম্রবরাহ নামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তের মনোভীষ্টসিদ্ধি করিতেছি। হে তপোনিধান! আমি ধরণিবরাহ নাম গ্রহণ করিয়া প্রয়াগেশ্বরের সন্নিধানে অবস্থিত আছি; যে ব্যক্তি তত্রস্থ বরাহ-তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক বৃষাঙ্কধারী আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া, নানাপ্রকারে আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহাকে আর নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় না এবং ঐ স্থানে যে মানব, সামান্য অন্নও দান করিতে পারে, সে সমস্ত ধরণীদানের ফলভাগী হয়। যে মানব, আমাতে ভক্তিরূপ ভেলা লাভ করিতে পারে, ভয়ঙ্কর পাপরূপ পারাবারে পতিত হইলেও তাহাকে প্রলয়কালেও তাহাতে নিমগ্ন হইতে হয় না। আমি কোকাবরাহ নামে বরাহেশ্বরের সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছি; ঐ স্থানে যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, তাহার অভীষ্টফল লাভ হইয়া থাকে। পঞ্চশত সংখ্যক আমার নারায়ণমূর্ত্তি আছে এবং জলশায়ীমূর্ত্তি শত, কমঠমূর্ত্তি ত্রিংশৎ, মৎস্যমূর্ত্তি বিংশতি, গোপালমূর্ত্তি অষ্টোত্তর শত, বুদ্ধমূর্ত্তি সহস্র পরশুরামমূর্ত্তি ত্রিংশৎ ও এক শত রামমূর্ত্তি অব-স্থিত। মুক্তিমণ্ডপ মধ্যে বিষ্ণুরূপে আমার অধি-ষ্ঠান আছে; হে মুনে! স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া ঐ স্থানে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং মদীয় ষষ্টিলক্ষ অনুচরগণ বিষ্ণুরূপে গদা ও চক্র ধারণ করত এই ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া ইহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। এই সকল বিবরণ কর্ণগোচর করিয়া অগ্নিবিন্দু অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন এবং পুন-রায় ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! ভবদীয় ভক্তবৃন্দের হিতার্থ এবং আমারও সংশয়-চ্ছেদার্থ প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনার কত প্রকার মূর্ত্তি আছে ও কি প্রকারেই বা সেই সমুদয়

যচ্চক্তাগ্নিবিন্দোস্তপসাং নিধেঃ। উবাচ ভগবান্ বিষ্ণুর্মূর্ত্তিভেদাননুক্রমাৎ ॥২১৩॥ যান্ শ্রুত্বাপি হি নো মর্ত্ত্যো যমগোচরতাং ব্রজেৎ। কেশবাদীংশ্চতুর্বিংশ-ভেদানাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২১৪ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। অগ্নিবিন্দো মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু তে কথয়াম্যহম্। আদ্যদক্ষিণহস্তাচ্চ বিদ্ধি সৃষ্টিক্রমামুনে ॥ ২১৫ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈর্মূর্ত্তিং জানীহি কৈশবীম্। পূজিতা যা নৃণাং কুর্য্যাচ্চিন্তিতার্থমসংশয়ম্ ॥ ২১৬ ॥ মধুহা পরিচেতব্যঃ শঙ্খপদ্মগদারিভিঃ। বৈরিণো নাশ-মায়ান্তি তন্মূর্ত্তিপরিসেবনাৎ ॥ ২১৭ ॥ সঙ্কর্ষণঃ সমর্চ্চ্যোহত্র শঙ্খাজারিগদায়ুধঃ। তন্মূর্ত্তিপূজনাজ্জাতু জঠরে স্যাৎ পুনর্ভবী ॥ ২১৮ ॥ শঙ্খকৌমোদকী-চক্রপদ্মৈর্দামোদরোহর্চ্চ্যতে। দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ গোধনং ধান্যমেব হি ॥ ১৯ ॥ বামনঃ শঙ্খচক্রাজ্জ-গদাভিরুপলক্ষিতঃ। লক্ষ্মীবন্তং জনং কুর্য্যাৎ গৃহেহপি পরিধারিতঃ ॥ ২২০ ॥ পাঞ্চজন্যং গদাং পদ্মং চিত্রবর্ত্তিসুদর্শনম্। প্রদ্যুম্নঃ পূজ্যতে মর্ত্ত্যৈর্বহুদ্যুম্নং প্রযচ্ছতি ॥ ২২১ ॥ ঊর্দ্ধবামকরাৎ সৃষ্ট্যা বিষ্ণ্বাদ্যং ষট্কমুচ্যতে। যস্য স্মরণমাত্রেণ বিলীয়ন্তে-হঘরাশয়ঃ ॥ ২২২॥ শঙ্খারিভ্যাং গদাজাভ্যাং পূজ্যো বিষ্ণুঃ শ্রিয়ে নরৈঃ। শঙ্খপদ্মগদাচক্রৈর্মাধবঃ পর-মর্দ্ধিদঃ ॥২৩॥ ধ্যেয়োহনিরুদ্ধঃ সংসিদ্ধ্যৈ শঙ্খাজাদি-গদোদ্যতঃ। শঙ্খেন গদয়া চক্রাম্বুজাভ্যাং পুরুষো-ত্তমঃ ॥ ২২৪ ॥ অধোক্ষজো জনিহরঃ শঙ্খার্য্যজগদো মুনে। শঙ্খকৌমোদকীপদ্মচক্রৈর্ধ্যেয়ো জনার্দ্দনঃ ॥ ২২৫॥ অধো বামকরাৎ সৃষ্ট্যা ষড়্গোবিন্দাদিমূর্ত্তয়ঃ। শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং গোবিন্দো বিভৃয়াৎ সদা ॥ ২২৬ ॥ শঙ্খপদ্মগদাচক্রৈরর্চ্চ্যো লক্ষ্ম্যৈ ত্রিবিক্রমঃ। শঙ্খাজচক্রং বিভ্রাণো গদাবান্ শ্রীধরঃ শ্রিয়ে ॥২২৭॥ হৃষীকেশশ্চ শঙ্খেন গদাচক্রাম্বুজৈর্মতঃ। নৃসিংহঃ

বিদিত হইতে পারা যায়? ভগবান্ নারায়ণ, তপোধন অগ্নিবিন্দুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুক্রমে নিজ কেশবাদি মূর্ত্তির বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—হে প্রজ্ঞাশালিন্ অগ্নিবিন্দো। যথাক্রমে প্রথম দক্ষিণ বাহু হইতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মসুশোভিত মদীয় যে মূর্ত্তি তাহা কৈশবী মূর্ত্তি জানিও; যে মানব সেই মূর্ত্তির পূজা করে, সে বাঞ্ছিত অর্থ লাভ করিয়া থাকে। যে মূর্ত্তি প্রথম দক্ষিণবাহু হইতে ক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র বিমণ্ডিত, তাহা মধুসূদন মূর্ত্তি; ঐ মূর্ত্তি অর্চ্চিত হইলে মনুষ্যের শত্রুনিপাত করিয়া থাকে। যে মূর্ত্তি অনুক্রমে আদি দক্ষিণবাহু হইতে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাবিভূষিত, তাহা সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি; যে মানব ঐ মূর্ত্তির পূজা করে, সে আর কখন জন্মগ্রহণ করে না। আদি দক্ষিণবাহু হইতে ক্রমে যে মূর্ত্তি শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম-সুশোভিত, সেই মূর্ত্তির নাম দামোদরমূর্ত্তি; যে নর তাহাকে অর্চ্চনা করে, সে প্রভূত ধন ধান্য, পুত্র, গো-লাভ করিয়া থাকে। যে মূর্ত্তিতে আদি দক্ষিণ-বাহু হইতে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা বিরাজ করিতেছে; উহা আমার বামনমূর্ত্তি; যে ব্যক্তি, নিজভবনে ঐ মূর্ত্তি রক্ষা করে, সে সম্পত্তিশালী হইয়া থাকে। আমার যে মূর্ত্তিতে পাঞ্চজন্য, শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও সুচারু সুদর্শন শোভা পাইতেছে, তাহা প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি; যে মানব ঐ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে, সে প্রভূত ধনের অধিকারী হয়। ১৯০—২২১। আর বিষ্ণু প্রভৃতি মদীয় ছয় মূর্ত্তি আছে, ঐ ছয় মূর্ত্তি সৃষ্টি অনুসারে উর্দ্ধ বামবাহু হইতে শঙ্খ প্রভৃতি ভূষণ-ভেদে সুশোভিত; যাহাদের নামমাত্র স্মরণ করিতে পারিলে পাপপুঞ্জ বিগত হইয়া থাকে। বিষ্ণুমূর্ত্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মবিরাজিত; লক্ষ্মীলাভার্থী মানব ঐ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে। শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রধারী মাধবমূর্ত্তি; ঐ মূর্ত্তি অর্চ্চিত হইলে মানব নিরতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া থাকে। যাহা শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাধারী, উহা অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি; যে সকল মানব, সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা করে, তাহারা সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে। যাহা শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্মশোভিত, উহা আমার পুরুষো-ত্তম মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তিতে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা বিরাজমান, উহা অধোক্ষজ মূর্ত্তি; যে ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তি অর্চ্চনা করে, আমি তাহার ভবযন্ত্রণা দূর করিয়া দিই। আমার যে মূর্ত্তিতে ক্রমে শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র বিরাজ করিতেছে, তাহার নাম জনার্দ্দন মূর্ত্তি এবং অধো বামবাহু হইতে শঙ্খাদি-ভেদে মদীয় গোবিন্দাদি ছয় মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। উক্ত গোবিন্দ মূর্ত্তি, বাহুচতুষ্টয়ে অনু-ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিতেছেন। ত্রিবিক্রম নামক মূর্ত্তিতে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র শোভা পাইতেছে; ঐশ্বর্য্যাভিলাষী মানবগণ ঐ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে। যে মূর্ত্তি ক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাধারী, উহা শ্রীধরমূর্ত্তি। মদীয় হৃষীকেশ মূর্ত্তিতে যথাক্রমে শঙ্খ, [illegible]

শঙ্খচক্রাভ্যাং পদ্মেন গদয়োহ্যতে ॥ ২২৮ ॥ অচ্যুতঃ শঙ্খভৃদ্রিভ্যাং গদাপদ্মধরস্তথাঙ্গবান্। দক্ষিণাধঃ করাত্ত্বা বাসুদেবাদয়শ্চ ষট্ ॥ ২২৯ ॥ বাসুদেবশ্চ শঙ্খারিগদাজলজভৃৎ সদা। শঙ্খাম্বুজগদাচক্রী ধ্যেয়ো নারায়ণো নৃভিঃ ॥ ২৩০ ॥ শঙ্খী পদ্মী পদ্মনাভো জ্ঞেয়শ্চক্রী গদী মুনে। উপেন্দ্রঃ শঙ্খবারিভ্যাং গদারিকমলায়ুধঃ ॥ ২৩১ ॥ হরির্হরেদঘং শঙ্খী চক্রী পদ্মী গদী নৃণাম্। শঙ্খেন গদয়া পদ্মচক্রাভ্যাং কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ২৩২ ॥ এতে ভেদা ময়া খ্যাতাঃ স্বমূর্ত্তীনাং মহামুনে। যান্ বিজ্ঞায় ধ্রুবং মর্ত্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিং চ বিন্দতি ॥ ২৩৩ ॥ এবং বদতি গোবিন্দে মুনয়ে চাগ্নিবিন্দবে। পক্ষীন্দ্র পক্ষবিক্ষিপ্তবিপক্ষোঽক্ষিপথং গতঃ ॥ ২৩৪ ॥ প্রাহ চ প্রণিপত্যাশু ত্র্যক্ষস্যাগমনং মুদা। সম্ভ্রমেণ হৃষীকেশঃ ক্লেশ ইত্যবদত্ততঃ ॥ ২৩৫ ॥ গরুড় উবাচ। প্রত্যক্ষঃ ক্রিয়তামেষ মহাবৃষভকেতনঃ। যস্য ধ্বজস্য রত্নার্চ্চিঃ পূরয়েদ্রোদসীমিমাম্ ॥ ২৩৬ ॥ লোকলোচননির্ম্মাণসফলীকরণক্ষমম্। কোটিমার্ত্তণ্ডবিদ্যোতপ্রদ্যোতিতদিগাননম্ ॥ ২৩৭ ॥ নিরীক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষস্যাক্ষস্য বৃষভধ্বজম্। বিমানিনাং বিমানৌঘৈঃ পরীতগগনাঙ্গনম্ ॥ ২৩৮ ॥ মহাবাদ্যনিনাদৌঘৈঃ প্রতিস্বানিতকন্দরম্। বিদ্যাধরীপরিক্ষিপ্তপুষ্পাঞ্জলিসুগন্ধিতম্ ॥ ২৩৯ ॥ প্রণম্য দূরাদপি চ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ। অভ্যুত্থাতুং মনশ্চক্রে শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৪০ ॥ অগ্নিবিন্দুমথ প্রাহ মুক্তিদস্তু মুদান্বিতঃ। ইদং সুদর্শনং চক্রং স্পৃশাসব্যেন পাণিনা ॥ ২৪১ ॥ অগ্নিবিন্দুরিতি প্রোক্তঃ স্পৃশেদ্‌যাবৎসুদর্শনম্। তাবৎসুদর্শনো জাতঃ পরমানুগ্রহাদ্ধরেঃ ॥ ৪২ ॥ স্কন্দ উবাচ। জ্যোতীরূপোঽথ স মুনিঃ কৌস্তুভে জ্যোতিষাং তনৌ। একীভূতঃ কলসজ বিষ্ণু-

---

গদা, চক্র, পদ্ম সুশোভিত। যে মূর্ত্তির নাম নৃসিংহ, তাঁহার বাহুতে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা আছে। যে মূর্ত্তির নাম অচ্যুত, তিনি ক্রমে শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র ধারণ করিয়া আছেন। আর ক্রমানুরূপে অধো দক্ষিণবাহু হইতে শঙ্খাদি ধারণক্রমে বাসুদেবাদি ছয় মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে যে মূর্ত্তির নাম বাসুদেব, তাঁহার হস্তে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান। মানবগণ, মদীয় নারায়ণমূর্ত্তিকে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রধররূপী চিন্তা করিবে। হে মুনে! আমার পদ্মনাভমূর্ত্তি ক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা ধারণ করিতেছেন, জানিও। আমার যে মূর্ত্তির নাম উপেন্দ্র, তিনি নিরন্তর শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্মধারী। আমার যে হরিমূর্ত্তি তাঁহার বাহুতে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা বিরাজ করিতেছে; যাহারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। যাঁহার নাম কৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহার বাহুচতুষ্টয়ে অনুক্রমে শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্র অবস্থিত। হে মুনিবর! মদীয় মূর্ত্তি সকলের এই সমস্ত বিভিন্নতা বর্ণন করিলাম। মানব ইহা জানিতে পারিলে নিঃসন্দেহ ভক্তি ও মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু মুনিবর অগ্নিবিন্দুকে এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে, যাঁহার পক্ষদ্বয়ের পরিচালনেই রিপুকুল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেই খগরাজ বৈনতেয় সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া মহোল্লাসে মহেশ্বরের ত্বরায় আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তৎশ্রবণে উল্লাসিত হইয়া বলিলেন,—"কোথায় মহেশ্বর?" তাহা শুনিয়া গরুড় বলিলেন,—দেখুন, ঐ মহাবৃষধ্বজ আগমন করিতেছেন, সমুদয় গগনমণ্ডল, যাঁহার ধ্বজস্থিত রত্নরাজির কিরণমালায় উদ্ভাসিত হইতেছে।২২২—২৩৬। অতঃপর কমলাক্ষ কেশব, ভগবান্ শঙ্করের বৃষধ্বজসমন্বিত স্যন্দন সন্দর্শন করিলেন, যদ্দর্শনে জীবগণ, নয়নলাভের সাফল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। কোটিসূর্য্যসমপ্রভ সেই রথের কিরণমালায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে দেবগণের বিমান সকল পরিবেষ্টিত থাকায় তদ্দ্বারা গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই রথ হইতে মহাবাদ্যধ্বনি নির্গত হইয়া গিরিগুহা সকল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। বিদ্যাধরীগণ সতত উহার উপর অসংখ্য পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করায় ঐ রথের সৌগন্ধ্যে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে। তখন শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ নারায়ণ, দূর হইতে প্রণতিপুরঃসর হর্ষোৎফুল্ল হইয়া অভ্যুত্থান করিতে বাসনা করিয়া অগ্নিবিন্দুকে কহিলেন,—তুমি দক্ষিণহস্ত দ্বারা এই সুদর্শন স্পর্শ কর। তৎশ্রবণে অগ্নিবিন্দু সুদর্শনচক্র স্পর্শ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গোবিন্দের কৃপাবলে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, কার্ত্তিকেয় বলিলেন, —হে কুম্ভযোনে! পরে সেই মুনিবর অগ্নিবিন্দু বিষ্ণুমাধবের সেবাহেতু তেজোময় কলেবর ধারণ করত কৌস্তুভশোভিত জ্যোতির্ময় শরীরে মিলিত

মাধবসেবনাৎ ॥ ২৪৩ ॥ বিন্দুমাধবপাদাব্জভ্রমরীকৃতমানসাঃ। অগ্নিবিন্দুপমাংযাস্তি কলশোদ্ভব নিশ্চিতম্ ॥ ২৪৪ ॥ কাশ্যাং সদৈব বস্তব্যং দ্রষ্টব্যো বিন্দুমাধবঃ। শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং জেতব্যা জগতাং গতিঃ ॥ ২৪৫ ॥ পুণ্যা পঞ্চনদোৎপত্তিঃ পুণ্যা মাধবসংকথা। পুণ্যো বারাণসীবাসঃ সম্ভবেৎ পুণ্যজন্মনাম্ ॥ ২৪৬ ॥ অগ্নিবিন্দোঃ স্তুতিং যোহত্র মাধবাগ্রে পঠিষ্যতি। সমৃদ্ধসর্ব্বকামঃ স মোক্ষলক্ষ্মীপতির্ভবেৎ ॥ ২৪৭ ॥ শ্রাদ্ধকালে সদা জপ্যামিদমাখ্যানমুত্তমম্। দ্বিজানাং ভুঞ্জমানানাং পুরস্তাৎপরতৃপ্তয়ে ॥ ২৪৮ ॥ শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং পর্ব্বকালে বিশেষতঃ। পুণ্যে পঞ্চনদাভ্যাসে পুণ্যলক্ষ্মীবিবৃদ্ধয়ে ॥ ২৪৯ ॥ পঠিতব্যঃ প্রযত্নেন বিন্দুমাধবসম্ভবঃ। শ্রোতব্যঃ পরয়া ভক্ত্যা ভুক্তিমুক্তিসমৃদ্ধয়ে ॥ ২৫০ ॥ সম্প্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণো রাত্রৌ জাগরণান্বিতঃ। শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং বৈকুণ্ঠে বসতিং লভেৎ ॥ ২৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিন্দুমাধবাবিভাব-মাধবাগ্নিবিন্দু-সংবাদ-বৈষ্ণবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। শ্রুত্বা স্কন্দ ন তৃপ্তোঽস্মি তব বক্ত্রেরিতাং কথাম্। অত্যাশ্চর্য্যকরং প্রোক্তমাখ্যানং বৈন্দুমাধবম্ ॥ ১ ॥ ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি দেব-দেবসমাগমম্। তার্ক্ষ্যাগ্রজাক্ষঃ সমাকর্ণ্য দিবোদাসস্য চেষ্টিতম্ ॥২॥ বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চঞ্চ কিমাহ গরুড়ধ্বজম্। কে কে চ শম্ভুনা সার্দ্ধং সমীয়ুর্মন্দরাদ্গিরেঃ ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মাণেশঃ কথং দৃষ্টস্ত্রপাকুলিতচক্ষুষা। কিমাহ দেবো ব্রহ্মাণং কিমুক্তং ভাস্বতাপি চ ॥ ৪ ॥ যোগিনীভিঃ কিমাখ্যায়ি গণা স্ত্রীণাঃ কিমব্রুবন্। এতদাখ্যাহি মে স্কন্দঃ মহৎকৌতুহলং ময়ি ॥ ৫ ॥ ইমং প্রশ্নং নিশম্যৈর্শির্মুনেঃ কলসজন্মনঃ। প্রত্যুবাচ নমস্কৃত্য শিবৌ প্রণত-

---

হইলেন। হে কলসযোনে! যাহাদিগের চিত্ত বিন্দুমাধবের পাদপঙ্কজে মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করে; তাহারাই তাঁহার সারূপ্যলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি কাশীধামে বাস, সর্ব্বদাই বিন্দুমাধবকে অবলোকন এবং এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে নিঃসন্দেহ সংসার জয় করিয়া থাকে। পঞ্চনদের উদ্ভব ও বিন্দুমাধবের বিবরণ অতি বিশুদ্ধ; সুতরাং এই সকল ও পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে অবস্থান সুকৃতিমান্ জনেরই ঘটিয়া থাকে। যে মানব, বিন্দুমাধবের সম্মুখস্থ হইয়া অগ্নিবিন্দু-বিরচিত এই স্তুতি পাঠ করে, সে ঐহিক সমুদয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করত পরিণামে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের ভোজন-সময়ে তাঁহাদের সন্তোষার্থ এই বিশুদ্ধ উপাখ্যান পাঠ করা বিধেয়। পূর্ব্বদিবসে পবিত্র পঞ্চনদতীর্থে অতি যত্নের সহিত ঐ উপাখ্যান পাঠ করিলে পুণ্যশ্রী পরিবর্দ্ধিত হয়। যে মানব, বিন্দুমাধবের উৎপত্তিবিবরণ সযত্নে পাঠ এবং নিরতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুতিগোচর করে, সে নিশ্চয় ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে এবং একাদশী তিথিতে রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক যে ব্যক্তি, এই নির্মল উপাখ্যান কর্ণগোচর করে, তাহার বৈকুণ্ঠধামে বাস হয়। ২৩৭—২৫১।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে স্কন্দ! ভবৎকথিত বিন্দুমাধবোপাখ্যান অতীব মনোহর। তোমার বদননির্গত বচনাবলী শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির সীমা হইতেছে না; যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই শ্রবণপিপাসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি আমি, তোমার মুখে ভগবান্ শঙ্করের কাশীধামে সমাগমবিষয়িণী বার্ত্তা কর্ণগোচর করিতে উৎসুক হইতেছি; হে ষড়ানন! খগরাজসন্নিধানে দিবোদাসের তৎকালীন ব্যবহার ও ভগবান বিষ্ণুর মায়াজাল শ্রবণ করিয়া শঙ্কর, হৃষীকেশকে কি প্রকার বলিয়াছিলেন? কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা মহেশ্বরের সহিত মন্দরাদ্রি হইতে বারাণসীতে উপস্থিত হন? ভগবান্ প্রজাপতি, তাদৃশ লজ্জিত থাকিয়া কিরূপেই বা শঙ্করের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করেন? ভগবান্ শঙ্কর তখন প্রজাপতিকে কি প্রকার কহিয়াছিলেন? ভগবান্ ভাস্কর, কিরূপ বাক্যে শঙ্করের নিকট স্বীয়াপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন? যোগিনীরাই বা কিরূপ কহিয়াছিলেন এবং ব্রীড়াবনত প্রমথগণই বা কি প্রকার বলিলেন? হে কার্ত্তিকেয়! আমার নিকট এই সমস্ত বিষয়

লিখিলে। ॥ ৬ ॥ স্কন্দ উবাচ। মুনে শৃণু কথামেতাং সর্ব্বপাতকনাশিনীম্। অশেষবিঘ্নশমনীং মহাশ্রেয়োঽভিবর্দ্ধিনীম্ ॥ ৭ ॥ অথ দেবোঽসুররিপুঃ শ্রুত্বা শম্ভুসমাগমম্। দ্বিজরাজায় স মুদা সমদাৎ পারিতোষিকম্ ॥ ৮ ॥ আয়ানং শংস তে শম্ভোরূপবারাণসি প্রিয়ম্। ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ততশ্চাভ্যুদ্যযৌ হরিঃ ॥ ৯ ॥ বিবস্বতা সমেতশ্চ তৈর্গণৈঃ পরিতোবৃতঃ। যোগিনীভিরনূদ্যাতো গণেশমুপসংস্থিতঃ ॥ ১০ ॥ অথ নেত্রাতিথীকৃত্য দেবদেবং বৃষধ্বজম্। মঙ্ক্ষু তার্ক্ষ্যাদবারুহ্য প্রণনাম শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ১১ ॥ পিতামহোঽপি স্থবিরো ভৃশং নম্রশিরোধরঃ। প্রণতেন মৃড়েনৈব প্রণমন্ বিনিবারিতঃ ॥ ১২ ॥ স্বস্ত্যভ্যুদিতপাণিশ্চরুদ্রসূক্তৈরমন্ত্রয়ৎ। অক্ষতাংস্তথ সার্দ্রাণি দর্শয়ন্ সফলাঙ্কুরঃ ॥ ১৩ ॥ মৌলিং পাদাব্জয়োঃ কৃত্বা গণেশঃ সত্বরো নতঃ। মূর্দ্ধ্ন্যাপাজিঘ্রয়াঙ্কক্রে হরো হর্ষাদ্গজাননম্ ॥ ১৪ ॥ অভ্যুপাবেশয়চ্চাপি পরিষ্বজ্য নিজাসনে। সোমনন্দিপ্রভৃতয়ঃ প্রণেমুর্দ্ধি[illegible] ॥ ১৫ ॥ যোগিন্যোঽপি প্রণম্যেশং চক্রুর্মঙ্গলগায়নম্। তরণিঃ প্রণনামাথ প্রমথাধিপতিং হরম্ ॥ ১৬ ॥ খণ্ডেন্দুশেখরশ্চাথ উপসিংহাসনং হরিম্। সমুপাবেশয়দ্বামপার্শ্বে মানপুরঃসরম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাণং দক্ষিণে ভাগে পরিবিশ্রাণিতাসনম্। দৃষ্ট্যা সম্ভাবিতাঃ সর্ব্বে শর্ব্বেণ প্রণতা গণাঃ ॥ ১৮ ॥ মৌলিচালনমাত্রেণ যোগিন্যোঽপি প্রসাদিতাঃ। সন্তোষিতো রবিশ্চাপি বিশেতি করসংজ্ঞয়া ॥ ১৯ ॥ অথ শম্ভুং শতধৃতিঃ প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ। পরিবিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রে প্রসন্নবদনাম্বুজম্ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ ক্ষান্তব্যং গিরিজাপতে। বারাণসীং সমাসাদ্য যদহং নাগতঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥ প্রসঙ্গতোঽপি কঃ কাশীং প্রাপ্য চন্দ্রবিভূষণম্। কিঞ্চিদ্বিধাতুং শক্তোঽপি ত্যজেৎ স্থবিরতাং দধৎ ॥ ২২ ॥ স্কন্দ উবাচ।

বর্ণন কর। শঙ্করাত্মজ ভগবান্ ষড়ানন, কুম্ভযোনি অগস্ত্যের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত ভক্তি সহকারে ভক্তাভীষ্টপ্রদ ভব ও ভবানীকে প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মুনে! যাহা, সমুদয় পাপ ও বিঘ্ন রাশিকে বিনাশ করিয়া থাকে, আমি সেই সর্ব্বকল্যাণসম্পাদিনী কথা বর্ণন করিতেছি, স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তৎপরে দানবারি ভগবান্ মধুসূদন, শঙ্করের সমাগমবৃত্তান্ত বিদিত হইয়া সানন্দহৃদয়ে শিবাগমনবার্ত্তাবহ খগপতি গরুড়কে যথোচিত পুরস্কার করিলেন এবং প্রজাপতিকে অগ্রসর করত কাশীধামের প্রান্ত হইতে ভগবান্ শঙ্করকে অভ্যুত্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ, যোগিনীগণ কর্ত্তৃক গম্যমান এবং আদিত্য দেব, গণপতি ও গণগণের সহিত মিলিত হইয়া তথায় কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করত দূরদেশ হইতে দেবাধিদেব শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিয়া ত্বরায় গরুড়বাহন হইতে অবরোহণপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন এবং বৃদ্ধ প্রজাপতিকে স্বকীয় অংসদেশ অবনত করত প্রণিপাতপ্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং শঙ্করই নম্রতা সহকারে বিনীতবচনে নিষেধ করিলেন। পরে প্রজাপতি হস্ত উত্তোলন করিয়া স্বস্তিবাচনপুরঃসর সলিলসিক্ত অক্ষত দ্বারা রুদ্রসূক্ত পাঠ করত আমন্ত্রণ করিলেন। গজানন, বিনয়সহকারে স্বীয় মস্তক বিলুণ্ঠিত করত শঙ্করের চরণযুগলে প্রণিপাত করিলেন। পরে দেবাধিদেব শঙ্কর সানন্দহৃদয়ে গণপতিকে উত্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক চুম্বন ও আলিঙ্গন করত স্বীয় আসনে উপবেশিত করিলেন।১—১৬। অতঃপর নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণও ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। যোগিনীগণ নমস্কারপুরঃসর পরম বিশুদ্ধস্বরে মঙ্গলগানে প্রবৃত্ত হইল এবং ভগবান্ আদিত্যদেবও নিরতিশয় ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলেন। পরে ভগবান্ চন্দ্রশেখর অতি সমাদরে নারায়ণকে স্বীয় সিংহাসনসন্নিধানে বামদিকে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর স্বীয় দক্ষিণভাগে আসনস্থাপনপূর্ব্বক প্রজাপতিকে উপবিষ্ট করাইয়া প্রসন্নভাবে নেত্রপাত করত প্রমথগণের সন্তোষ সাধন করিলেন এবং মস্তক সঞ্চালন করত সমীপস্থ যোগিনীদিগকে সম্যক্ সম্মানিত করিয়া ভুজভঙ্গি দ্বারা আদিত্যদেবকে উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রফুল্লাস্য চন্দ্রশেখরকে সবিনয় সম্বোধনপুরঃসর কহিলেন,—হে ভগবন্ গিরিজাপতে! দেবদেবেশ! আমি যে কাশীধামে আগমন করিয়া ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত হই নাই, আমার এই গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। হে চন্দ্রভূষণ! জরাগ্রস্ত কোন্ ব্যক্তি কোনরূপ কার্য্যে সক্ষম হইয়াও প্রসঙ্গাধীন কাশীধামে আগমন করিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় [illegible]

ব্রাহ্মণ্যাদপকর্ত্তুং ন শক্যতে। অথ শক্তো-প্যপকর্ত্তুং কঃ পুণ্যে সক্কীর্ত্তিঃ॥ ২৩॥ বিভেঽপি সমাজ্ঞেয়ং ধর্ম্মবর্ত্মানুসারিণি। ন কিঞ্চিদপকর্ত্তব্যং জানতা কেনচিৎ কচিৎ॥ ২৪॥ কস্তাদৃশি মহীজানৌ পুণ্যবর্ত্মন্যতন্দ্রিতে। কাশী-পালে দিবোদাসে মনাগপি বিরুদ্ধধীঃ॥ ২৫॥ নিশম্যেতি বচস্তুষ্টঃ শ্রীকণ্ঠোঽতিবিশুদ্ধধীঃ। হসন্ প্রোবাচ ধাতারং ব্রহ্মন্ সর্ব্বমবৈম্যহম্॥ ২৬॥ দেবদেব উবাচ। আদৌ তাবদদোষং হি ব্রহ্মত্বং ব্রাহ্মণস্থ তে। বাজিমেধাধ্বরাণাং চ ততোঽপি দশকং কৃতম্॥ ২৭॥ ততোঽপি বিহিতং ব্রহ্মন্ ভবতাপরমং হিতম্। অপরাধ-সহস্রাণি যল্লিঙ্গং স্থাপিতং মম॥ ২৮॥ যেনৈকমপি মে লিঙ্গং স্থাপিতং যত্র কুত্রচিৎ। তস্যাপরাধলেশোঽপি নাস্তি সর্ব্বাপরাধিনঃ॥ ২৯॥ অপরাধসহস্রেঽপি ব্রাহ্মণং যোঽপরাধ্নুয়াৎ। দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব তস্যৈশ্বর্য্যং বিনশ্যতি॥ ৩০॥ ইতি ব্রুবতি দেবেশেঽপ্যন্তরুচ্ছুসিতং গণৈঃ। সমাত্তুষ্টিঃ সমস্তাচ্চ বিলোক্যান্যং পরস্পরম্॥ ৩১॥ অর্কোঽপ্যবসরং জ্ঞাত্বা নত্বা শম্ভুং ব্যজিজ্ঞপৎ। প্রসন্নাস্যমুমাকান্তং দৃষ্টাদৃষ্টচরাচরঃ॥ ৩২॥ অর্ক উবাচ। নাথ কাশীমিতো গত্বা যথাশক্তিকৃতো-পধিঃ। অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্তঃ সহস্রকরবানপি॥ ৩৩॥ স্বধর্ম্মপালকে তস্মিন্ দিবোদাসে ধরাপতৌ। নিশ্চিতাগমনং জ্ঞাত্বা দেবস্যাহমিহ স্থিতঃ॥ ৩৪॥ প্রতীক্ষমাণো দেবেশ ত্বদাগমনমুত্তমম্। বিভজ্য বহুধাত্মানং ত্বদারাধনতৎপরঃ॥ ৩৫॥ মনোরথ-দ্রুমশ্চাদ্য কলিতঃ শ্রীমদীক্ষণাৎ। কিঞ্চিদ্ভক্তি-লবাম্ভোভিঃ সিক্তো ধ্যানেন পুষ্পিতঃ॥ ৩৫॥ ইত্যু-দীরিতমাকর্ণ্য রবের্ব্বে রবিলোচনঃ। প্রোবাচ দেবদেবেশো নাপরাধ্যসি ভাস্কর॥ ৩৭॥ মমৈব কার্য্যং বিহিতং ত্বং যদত্র ব্যবস্থিতঃ। যস্মাৎ স্মরপ্রবেশো ন তস্মিন্ রাজনি শাসতি॥ ৩৮॥

আর এক কথা, আমি, প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মণত্ব হেতু কোন অনিষ্ট করিতেই সক্ষম হই না, কিংবা অনিষ্ট সম্পাদনে সক্ষম হইলেও সহসা তাদৃশ পরম সুকৃতি-মান্ ভূপতির অনিষ্টসাধনে কে পারগ হইবে? যদিচ সমস্ত বিষয়ে আমার প্রভুত্ব আছে বটে, কিন্তু তথাপি, আমার সকলের প্রতি এইরূপ আদেশ আছে যে, নিরপরাধে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির উপর কাহারও কোনরূপ অত্যাচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই বিশ্বসংসারে এমত কে আছে যে, নিরালস্য-ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠাতা কাশীপাল দিবোদাসের উপর অণুমাত্রও অহিতবুদ্ধি করিতে সমর্থ হয়? পরম জ্ঞানী পঞ্চানন ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে 'হে ব্রহ্মন্! সমস্তই আমার পরিজ্ঞাত আছে' এই বলিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! পূর্ব্ব হইতেই তোমার কোন দোষ নাই, তাহাতে আবার এই কাশীধামে তুমি দশবার অশ্বমেধ যাগ সম্পন্ন করি-য়াছ। হে প্রজাপতে! আবার এক পরমহিতকর মদীয় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। এজন্য ভাবিয়া দেখ, কি কারণ এবংবিধ বৈধকার্য্যকলাপ করিয়াও তোমার অন্তঃকরণ মধ্যে এরূপ আত্মাপরাধ সম্ভাবিত হইতেছে? তবে ইহা কি অযথার্থ যে, সর্ব্বপ্রকার অপরাধের আশ্রয় হইয়াও যে ব্যক্তি যে কোন স্থানে একটী মাত্রও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহার সমস্ত দোষ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়। যে ব্যক্তি সহস্র প্রকারে দোষী হইলেও ব্রাহ্মণকে দোষী বলিয়া বোধ করে, অল্পদিবসের মধ্যেই তদীয় সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।১৭—৩০। ভগবান্ শঙ্করের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন প্রত্যুত্তর শ্রবণে চতুর্দ্দিকে যোগিনী-গণ ও প্রমথগণ পরম আনন্দসহকারে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। তখন সর্ব্বজ্ঞ আদিত্যদেবও অবসর পাইয়া, সেই প্রফুল্লাস্য গিরিজানাথকে কহিলেন,—হে প্রভো! আমি মন্দ-রাদ্রি হইতে আগমনপূর্ব্বক সাধ্যানুরূপে বহুবিধ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়াও, তাদৃশ স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপতি দিবোদাস যাহাতে রাজ্যভ্রষ্ট হয়, এরূপ কোন কর্ম্মই করিতে পারি নাই। পরে আপনি এস্থানে নিশ্চিত আসিবেন, বিবেচনায় সেই পর্য্যন্ত এস্থানে বাস করিতেছি এবং হে প্রভো! ভবদীয় শুভাগমন অপেক্ষা করিয়া নানা মূর্ত্তি ধারণ করত আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সময় অতি-বাহিত করিতেছি। হে মহেশ্বর! এতদিন আমার যে আশাতরু, আপনার প্রতি ভক্তিরূপ সলিলে সিক্ত হইয়াছে এবং ভবদীয় ধ্যানরূপ কুসুমে শোভমান হইতেছিল, আজ তাহা আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে ফলবান্ হইল। আদিত্যলোচন ভগবান্ সোমশেখর, আদিত্যদেবের তাদৃশ বিনয়পূর্ব্বক বচনাবলী কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন,—হে দিবা-কর! তোমারও কোনরূপ দোষ নাই জানিও। দিবোদাসের যে রাজ্যে অমরগণ প্রবেশ করিতেও

ইতি সুরৈঃ সমাশাস্ত দেবদেবঃ কৃপানিধিঃ। গণানাশ্বাসয়ামাস ব্রীড়ানম্রশিরোধরান॥ ৩৯॥ যোগিন্যোহপি সুদৃষ্ট্যাথ শম্ভুনা সম্প্রসাদিতাঃ। ত্রপাভরসমাক্রান্তকন্ধরা ইব সঙ্গতাঃ॥ ৪০॥ ততো ব্যাপারয়াঞ্চক্রে ত্র্যক্ষো নেত্রাণি চক্রিণি। হরির্ন কিঞ্চিদপ্যুচে সর্ব্বজ্ঞাগ্রে মহামনাঃ॥ ৪১॥ ঈশোহপি শ্রুতবৃত্তান্তস্তার্ক্ষ্যাদ্গণপশার্ঙ্গিণোঃ। মনসৈব প্রসন্নোহভূন্ন কিঞ্চিৎ পর্য্যভাষত॥ ৪২॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা গোলোকাৎ পঞ্চধেনবঃ। সুনন্দা সুমনাশ্চাপি সুশীলা সুরভিস্তথা॥ ৪৩॥ পঞ্চমী কপিলা চাপি সর্ব্বাঘৌঘবিঘট্টিনী। বাৎসল্যদৃষ্ট্যা ভর্গস্য তাসামূধাংসি সুস্রুবুঃ॥ ৪৪॥ ববর্ষুঃ পয়সাং পূরৈস্তদূধাংসি পয়োধরাঃ। ধারাসারৈরবিচ্ছিন্নৈস্তাবদ্‌ যাবদ্ধ্রদোহভবৎ॥ ৪৫॥ পয়ঃপয়োধিরিব স দ্বিতীয়ঃ প্রৈক্ষি পার্ষদৈঃ। দেবেশসমধিষ্ঠানাত্তত্তীর্থমভবৎ পরম্॥ ৪৬॥ কপিলাহ্রদ ইত্যাখ্যাং চক্রে তস্য মহেশ্বরঃ। ততো দেবাজ্ঞয়া সর্ব্বে স্নাতাস্তত্র দিবৌকসঃ॥ ৪৭॥ আবিরাসুস্ততস্তীর্থাদথ দিব্যপিতামহাঃ। তান্ দৃষ্ট্বা তে সুরাঃ সর্ব্বে তর্পয়াঞ্চক্রিরে মুদা॥ ৪৮॥ অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা। ইত্যাদ্যা দিব্যপিতরস্তৃপ্তাঃ শম্ভুং ব্যজিজ্ঞপন্॥ ৪৯॥ দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানামভয়প্রদ। অস্মিংস্তীর্থে ত্বদভ্যাসাজ্জাতা নস্তৃপ্তিরক্ষয়া॥ ৫০॥ তস্মাচ্ছম্ভো বরং দেহি প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। ইতি দিব্যপিতৃণাং স শ্রুত্বা বাক্যং বৃষধ্বজঃ॥ ৫১॥ শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানামিদং বচনমব্রবীৎ। শর্ব্বঃ সর্ব্বপিতৃণাং বৈ পরতৃপ্তিকরং পরম্॥ ৫২॥ শ্রীদেবদেব উবাচ। শৃণু বিষ্ণো মহাবাহো শৃণু ত্বং চ পিতামহ। এতস্মিন্ কাপিলে তীর্থে কাপিলেয়পয়োভৃতে॥ ৫৩॥ যে পিণ্ডান্নির্ব্বপিষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদানতঃ। তেষাং পিতৃণাং সন্তৃপ্তির্ভবিষ্যতি মমাজ্ঞয়া॥ ৫৪॥ অন্যং বিশেষং বক্ষ্যামি মহাতৃপ্তিকরং পরম্। কুহূসোমসমাযোগে দত্তং শ্রাদ্ধমিহাক্ষয়ম্॥ ৫৫॥ সংবর্ত্তকালে সম্প্রাপ্তে জলরাশের্জলান্যপি। ক্ষীয়ন্তে ন ক্ষয়ত্যত্র শ্রাদ্ধং সোমকুহূকৃতম্॥ ৫৬॥ অমাসোমসমাযোগে শ্রাদ্ধং যদ্যত্র লভ্যতে। তীর্থে কাপিল-

---

অক্ষম, তুমি যে তাহাতে অবস্থান করিতে পারিয়াছ, ইহাতেই তোমাকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে মদীয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। পরমকারুণিক মহেশ্বর, আদিত্যদেবকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া লজ্জাবনত নিজ প্রথমগণকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক তাদৃশ ব্রীড়াবিনম্রা যোগিনীগণকে করুণাকটাক্ষে যথোচিত সান্ত্বনা করিলেন।* অতঃপর ভগবান্ শশাঙ্কশেখর, নারায়ণের প্রতি নিজ লোচনত্রয় পাতিত করিলেন; কিন্তু মহাত্মা হৃষীকেশও সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী শঙ্করসন্নিধানে স্বীয় কোন প্রকার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন না। মহেশ্বর, পূর্ব্বেই খগরাজের মুখে তাঁহার ও গজাননের কার্য্যদক্ষতা বিদিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সুপ্রসন্ন ছিলেন, সম্প্রতি কোনরূপ বাক্যে আর কোন বিষয় জানাইলেন না। ঐ সময়ে, সুনন্দা, সুমনা, সুরভি, সুশীলা ও কপিলা নামে পাঁচটী ধেনু গোলোকধাম হইতে সেই স্থানে উপনীত হইলে, ভগবান্ শঙ্করের স্নেহময় দৃষ্টিতে তাহাদিগের স্তনভার হইতে নিরন্তর এরূপ স্থূলধারে দুগ্ধক্ষরণ আরম্ভ হইল যে, তাহাতে ক্ষণমধ্যে অতিবৃহৎ একটী হ্রদ সমুদ্ভূত হইল। তখন মহেশ্বরের অনুচরবর্গ সেই বিস্তৃত হ্রদকে দ্বিতীয় দুগ্ধসাগর বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পরে সেই হ্রদে দেবাধিদেব মহাদেবের অধিষ্ঠান হেতু তাহা একটী অতিবিশুদ্ধ তীর্থমধ্যে গণ্য হইল। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক তাহার ‘কাপিলতীর্থ’ এই নাম রক্ষিত হইলে, তদীয় আদেশানুসারে সমুদয় সুরগণ তাহাতে অবগাহন করিলেন।৩১—৪৭। পরে সেই কাপিলতীর্থের অভ্যন্তর হইতে দিব্য পিতামহগণ আবির্ভূত হইলেন দেখিয়া অমরগণ পরমানন্দে তাঁহাদিগের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপ, আজ্যপ ও বর্হিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ, পরম পরিতৃপ্ত হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,—হে ভক্তাভয়প্রদ! হে জগৎপতে! হে দেবদেব! আমরা ভবৎসন্নিধানে এই তীর্থে চিরস্থায়ী সন্তোষ লাভ করিলাম; এ কারণ, হে শম্ভো! এক্ষণে আপনি প্রফুল্লচিত্তে আমাদিগকে অভীষ্ট বরদান করুন। তখন ভগবান্ শঙ্কর, দিব্য পিতৃগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সুরগণসমক্ষে পিতৃগণের পরম সন্তোষকর বাক্যে কহিলেন,—হে মহাবাহো বিষ্ণো! হে ব্রহ্মন্! সকলে শ্রবণ কর; যাহারা এই কাপিলতীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি পিণ্ডদান করিতে পারিবে, আমার আদেশে তাহাদিগের পিতৃগণ অক্ষয়রূপে পরিতৃপ্ত হইবে। আমি পিতৃগণের সন্তোষজনক অপর একটী বিষয় উত্থাপন করিতেছি, একাগ্রহৃদয়ে শ্রবণ কর। সোমবারযুক্ত

[illegible]হস্মিন্ গয়য়া পুষ্করেণ কিম্ ॥ ৫৭ ॥ গদাধর ভবান্ যত্র যত্র ত্বং চ পিতামহ। বৃষধ্বজোহস্ম্যহং যত্র [illegible]স্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ দিব্যান্তরিক্ষ-ভৌমানি যানি তীর্থানি সর্বতঃ। তান্যত্র নিবসিষ্যন্তি দর্শে সোমদিনান্বিতে ॥৫৯॥ কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে চ গঙ্গা[সা]গরসঙ্গমে। গ্রহণে শ্রাদ্ধতো যৎ স্যাত্তত্তীর্থে বার্ষভ-ধ্বজে ॥ ৬০ ॥ অস্য তীর্থস্য নামানি যানি দিব্য-পিতামহাঃ। তান্যহং কথয়িষ্যামি ভবতাং তৃপ্তিদা-[য়]কম্ ॥ ৬১ ॥ মধুস্রবেতি প্রথমমেবা পুষ্করিণী স্মৃতা। কৃতকৃত্যা ততো জ্ঞেয়া ততোহসৌ ক্ষীরনীরধিঃ ॥ ৬২ ॥ বৃষভধ্বজতীর্থঞ্চ তীর্থং পৈতামহং ততঃ। ততো গদাধরাখ্যং চ পিতৃতীর্থং ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥ ততঃ কাপিলধারং বৈ সুধাখনিরিয়ং পুনঃ। ততঃ শিবগয়াখ্যঞ্চ গেয়ং তীর্থমিদং শুভম্ ॥ ৬৪ ॥ এতানি দশনামানি তীর্থস্যাস্য পিতামহাঃ। ভবতাং তৃপ্তি-কারিণী বিনাপি শ্রাদ্ধতর্পণৈঃ ॥ ৬৫ ॥ সূর্য্যো[প]রাগে যেহত্র পিতৄণাং তৃপ্তিকামুকাঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ি-ষ্যন্তি তেষাং শ্রাদ্ধমনন্তকম্ ॥ ৬৬ ॥ শ্রাদ্ধে পিতৄণাং সন্তৃপ্ত্যৈ দাস্যন্তি কপিলাং শুভাম্। যেহ[ত্র] তেষাং পিতৃগণো বসেৎ ক্ষীরোদরোধসি ॥ ৬৭ ॥ বৃষোৎ-সর্গঃ কৃতো যৈস্তু তীর্থেহস্মিন্ বার্ষভধ্বজে। অশ্ব-মেধপুরোডাশৈঃ পিতরস্তেন তর্পিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ গয়াতোহষ্টগুণং পুণ্যমস্মিংস্তীর্থে পিতামহাঃ। অমায়াং সোমযুক্তায়াং শ্রাদ্ধৈঃ কাপিলধারিকে ॥ ৬৯ ॥ যেষাং গর্ভেহভবৎ স্রাবো যেহদন্তজননা মৃতাঃ। তেষাং তৃপ্তির্ভবেন্নূনং তীর্থে কাপিলধারিকে ॥ ৭০ ॥ অদত্তমৌঞ্জীদানা যে যে চাদারপরিগ্রহাঃ। তেভ্যো নির্বাপিতং পিণ্ডমিহ হ্যক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ৭১ ॥ অগ্নিদাহমৃতা যে বৈ নাগ্নিদাহশ্চ যেষু বৈ। তে সর্বে তৃপ্তিমায়ান্তি তীর্থে কাপিলধারিকে ॥ ৭২ ॥ ঔর্দ্ধ-দেহিকহীনা যে ষোড়শশ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ। তে তৃপ্তি-মধিগচ্ছন্তি ঘৃতকুল্যাং নিবাপতঃ ॥ ৭৩ ॥ অপুত্রাশ্চ মৃতা যে বৈ যেষাং নাস্ত্যুদকপ্রদঃ। তেহপি তৃপ্তিং

অমাবস্যাতে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে, অক্ষয় ফল হইবে; প্রলয়কালে সাগরসলিলও শুষ্ক হয়; কিন্তু ঐ দিবসে এই কাপিলতীর্থে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধফল কখনই বিনষ্ট হইবে না। যদি সোমবারমিলিত অমাবস্যাতে এই তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে পুষ্করে বা গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আর আবশ্যক নাই। হে গদাধর! হে পিতামহ! যে স্থানে তোমাদের সাক্ষাৎ অধি-ষ্ঠান এবং আমিও নিজ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছি, সে স্থলে যে ফল্গুনদী আবির্ভূতা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অধিক কি, কি স্বর্গে, কি অন্তরীক্ষে ও কি ভূমণ্ডলে, চতুর্দ্দিকে যাবৎতীর্থ বিরাজমান, সোমবারসমন্বিত অমাবস্যাতিথিতে এই তীর্থে তৎসমস্তই অধিষ্ঠান করিবে। সূর্য্যগ্রহণসময়ে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে কুরুক্ষেত্রে এবং নৈমিষারণ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান জন্য যেরূপ ফললাভ হয়, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে পারিলেও তাদৃশ ফল হইবে। হে দিব্য পিতামহগণ! এই তীর্থের নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি; সেই সকল নাম কীর্ত্তিত হইলে তোমরা নিরতিশয় পরিতৃপ্ত হইবে। মধুস্রবা আদি করিয়া ক্রমান্বয়ে কৃতকৃত্যা, ক্ষীরনীরধি, বৃষভধ্বজতীর্থ, পৈতামহতীর্থ, গদাধরতীর্থ, পিতৃতীর্থ, কাপিলধারা, সুধাখনি এবং শিবগয়া এই দশটী তীর্থের নাম জানিবে। হে পিতামহগণ! শ্রাদ্ধ কিংবা [তর্পণাদি] না করিলেও এই দশটী নামমাত্র কীর্ত্তন করিলেই তোমরা পরম পরিতৃপ্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি, পিতৃগণের সন্তোষার্থ অমাবস্যা তিথিতে এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, তাহাদের সেই শ্রাদ্ধের অসীম ফল হইবে। পিতৃশ্রাদ্ধকার্য্যে যাহারা এই স্থানে কল্যাণ-কারিণী কপিলাধেনু দান করিতে পারিবে, তাহা-দিগের পিতৃগণ সেই দানবলে অসংখ্যকাল ক্ষীরা-ম্বুধিতীরে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে। ৫৮—৬৭। যে সকল ব্যক্তি, এই তীর্থে বৃষোৎসর্গ করিবে, নিঃসন্দেহ তাহাদিগের পিতৃগণ অশ্বমেধযজ্ঞীয় হবিঃ দ্বারা তর্পিত হইবে। সোমবার অমা-বস্যাতে এই তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, গয়া-ধামে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ অপেক্ষা অষ্টগুণ অতিরিক্ত ফলজনক হইবে। সে সকল জীব, গর্ভবাসকালে বা যাহারা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারাও পরি-তৃপ্ত হইবে। যাহারা উপনয়ন বা পরিণয়ের অগ্রে প্রাণত্যাগ করে, এই তীর্থে তাহাদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে, যাহাদের অনলে প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে, বা যাহাদিগের মৃতদেহে অগ্নিসংস্কার হয় নাই কিংবা যাহারা ঔর্দ্ধ-দেহিককার্য্যবিবর্জ্জিত অথবা যাহাদের ষোড়শ শ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহাদিগের উদ্দেশে এইস্থানে [illegible]

পর্য্যান্ যান্তি মধুস্রবসি তর্পিতাঃ॥ ৭৪॥ অপমৃত্যু-মৃতা যে বৈ চোরবিদ্যুজ্জলাদিভিঃ। তেষামিহ কৃতং শ্রাদ্ধং জায়তে সুগতিপ্রদম্॥ ৭৫॥ আত্মঘাতেন নিধনং যেষামিহ বিকর্ম্মণাম্। তেঽপি তৃপ্তিং লভন্তেঽত্র পিণ্ডৈঃ শিবগয়াকৃতৈঃ॥ ৭৬॥ পিতৃ-গোত্রে মৃতা যে বৈ মাতৃপক্ষে চ যে মৃতাঃ। তেষা-মত্র কৃতঃ পিণ্ডো ভবেদক্ষয়তৃপ্তিদঃ॥ ৭৭॥ পত্নী-বর্গে মৃতা যে বৈ মিত্রবর্গে চ যে মৃতাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি তর্পিতা বার্ষভধ্বজে॥ ৭৮॥ ব্রহ্মক্ষত্র-বিশাং বংশে শূদ্রবংশেঽন্ত্যজেষু চ। যেষাং নাম গৃহীত্বাত্র দীয়তে তে সমুদ্ধৃতাঃ॥ ৭৯॥ তির্য্যগযোনিং মৃতা যে বৈ যে পিশাচত্বমাগতাঃ। তেঽপ্যূর্দ্ধগতি-মায়ান্তি তৃপ্তাঃ কাপিলধারিকে॥ ৮০॥ যে তু মানুষলোকেঽস্মিন্ পিতরো মর্ত্ত্যযোনয়ঃ। তে দিব্যযোনয়ঃ স্যুর্বৈ মধুস্রবসি তর্পিতাঃ॥ ৮১॥ যে দিব্যলোকে পিতরঃ পুণ্যৈর্দেবত্বমাগতাঃ। তে ব্রহ্মলোকে গচ্ছন্তি তৃপ্তাস্তীর্থে বৃষধ্বজে॥ ৮২॥ কৃতে ক্ষীরময়ং তীর্থং ত্রেতায়াং মধুমৎ পুনঃ। দ্বাপরে সর্পিষা পূর্ণং কলৌ জলময়ং ভবেৎ॥ ৮৩॥ সীমাবহির্গতমপি জ্ঞেয়ং তীর্থমিদং শুভম্। মত্তো-বারাণসি শ্রেষ্ঠং মম সান্নিধ্যতো নরৈঃ॥ ৮৪॥ কাশীস্থিতৈর্যতোঽদর্শি ধ্বজো মে বৃষলাঞ্ছনঃ। বৃষধ্বজেন নাম্নাতঃ স্থাস্যাম্যত্র পিতামহাঃ॥ ৮৫॥ পিতামহেন সহিতো গদাধরসমন্বিতঃ। রবিণা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং তুষ্টয়ে বঃ পিতামহাঃ॥ ৮৬॥ ইতি যাবদ্বরং দত্তে পিতৃভ্যো বৃষভধ্বজঃ। তাবন্নন্দী সমাগত্য প্রণম্যেশং ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ৮৭॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। বিহিতঃ স্যন্দনঃ সজ্জস্তেঽস্ত বিজয়োদয়ঃ। অষ্টৌ কণ্ঠীরবা যত্র যত্রোক্ষাষ্টকং শুভম্॥ ৮৮॥ যত্রেভাঃ পরিভান্ত্যষ্টৌ যত্রাষ্টৌ জবিনো হয়াঃ। মনঃ সংযমনং যত্র কশাপাণি ব্যবস্থিতম্॥ ৮৯॥ গঙ্গাযমুনয়োরীষে চক্রে পবন-দেবতা। সায়ম্প্রাতর্দ্বয়ে চক্রে ছত্রং দ্যৌর্ম্মণ্ডলং শুচি॥ ৯০॥ তারাবলীময়াঃ কীলা আহেয়া উপনায়কাঃ। শ্রুতয়ো মার্গদর্শিন্যঃ স্মৃতয়ো রথ-গুপ্তয়ঃ॥ ৯১॥ দক্ষিণা ধূর্দৃঢ়া যত্র যথা যত্রাতি-

---

অনুষ্ঠিত হইলে তাহারাও চিরস্থায়িনী তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা পুত্রবিহীন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যাহাদের কেহই জলদানের লোক নাই, কিংবা তস্কর বিদ্যুৎ বা সলিলাদিতে অপঘাত মরণ ঘটিয়াছে, অথবা যে সকল পাপিষ্ঠ আত্মহত্যা করি-য়াছে, এই কাপিলতীর্থে পিণ্ডদান করিতে পারিলে তাহাদিগেরও পরম তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। পিতৃ-মাতৃ-বংশে যাহাদিগের নাম পরিজ্ঞাত নাই এরূপ যত পুরুষ কালগ্রস্ত হইয়াছে এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে সেই সকলের শাশ্বতী তৃপ্তি-জন্মিয়া থাকে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যাহার নাম উল্লেখ করিয়া এই তীর্থে পিণ্ডদান করা হইবে, সকলেই চিরন্তনী-তৃপ্তি লাভে সক্ষম হইবে। যে সকল ব্যক্তি জীবনান্তে তির্য্যক্‌যোনি বা পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থানে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদিগেরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। নরলোকে যে সকল পিতৃগণ মানবদেহ ধারণ করত স্ব স্ব কার্য্যের অনিবার্য্য দুঃখভোগে কালাতিপাত করিতেছে; এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারাও দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং নিজ সুকৃতি-প্রভাবে যে সকল পিতৃপুরুষ, সুরপুরে অবস্থিত আছেন, এই কাপিলতীর্থে শ্রাদ্ধের বলে ত্বরায় তাঁহাদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয়। ৬৮—৮২। এই কাপিলতীর্থ সত্যাদি যুগ চতু-ষ্টয়ে যথাক্রমে দুগ্ধময়, মধুময়, ঘৃতময় ও সলিলময় হইবে। যদিচ ইহা বারাণসীর বহির্ভাগস্থিত, কিন্তু তাহা হইলেও আমার সমীপ্য-নিবন্ধন উক্ত বারা-ণসী অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইবে। হে পিতৃগণ! যেহেতু কাশীবাসী জনগণ, অগ্রে এই স্থলেই মদীয় ধ্বজ সন্দর্শন করিয়াছে, এই নিমিত্ত আমি এই স্থলে বৃষভধ্বজরূপে অধিষ্ঠিত থাকিব। হে পিতৃপুরুষগণ! আমি তোমাদিগের সন্তোষার্থ এই তীর্থে ব্রহ্মা, নারায়ণ, আদিত্য এবং নিজ পার্ষদ-সমূহ সমভিব্যাহারে অবস্থিত থাকিব। ভগবান্ পিনাকপাণি, পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ বরদান করিতেছেন, এমত সময়ে নন্দিকেশ্বর, সমীপে সমাগত হইয়া নমস্কারপুরঃসর কহিলেন,—হে প্রভু! আপনার জয় হউক, অপনার অষ্ট কেশরী, অষ্ট করী, অষ্ট বৃষ ও অষ্ট তুরঙ্গম-বিরাজিত স্যন্দন সুসজ্জিত হইয়াছে, যাহাতে মন তুরঙ্গ-চালনীরজ্জু এবং গঙ্গা ও যমুনা দণ্ডদ্বয়; অনিলদেব যাহার চক্রনিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং চক্রনিচয় সায়ং ও প্রাতর্দ্বয়; যাহার ছত্র নির্ম্মল আকাশমণ্ডল, কীলনিকর নক্ষত্রপুঞ্জ, উপনায়ক আহেয়গণ, পথপ্রদর্শিনী শ্রুতি, রক্ষক স্মৃতি, স্বয়ং দক্ষিণা ধুর, অতিরক্ষক রাগনিচয়,

[illegible]। আসনং প্রণবো যত্র গায়ত্রীপাদপীঠভূঃ ॥ ৯২ ॥ [illegible] ব্যাহৃতয়ো যত্র শুভাঃ সোপানবীথিকাঃ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যত্র সততং দ্বাররক্ষকৌ ॥ ৯৩ ॥ অগ্নির্মকরতুণ্ডশ্চ রথভূঃ কৌমুদীময়ী। ধ্বজদণ্ডো মহামেরুঃ পতাকাহস্করপ্রভা ॥ ৯৪ ॥ স্বয়ং বাগ্‌দেবতা যত্র চঞ্চচ্চামরধারিণী। স্কন্দ উবাচ। শৈলাদিনেতি বিজ্ঞপ্তো দেবদেব উমাপতিঃ ॥ ৯৫ ॥ কৃতনীরাজন-বিধিরষ্টভির্দেবমাতৃভিঃ। পিনাকপাণিরুত্তস্থৌ দত্ত-হস্তোঽথ শার্ঙ্গিণা ॥ ৯৬ ॥ নিনাদো দিব্যবাদ্যানাং রোদসী পরিপূরয়ৎ। গীতমঙ্গলগীর্ভিশ্চ চারণৈরনু-বর্দ্ধিতঃ ॥ ৯৭ ॥ তেন দিব্যনিনাদেন বধিরীকৃত-দিঙ্মুখাঃ। আহূতা ইব আজগ্মুর্বিষ্বগ্‌ভুবনবাসিনঃ ॥ ৯৮ ॥ দেবাঃ কোট্যস্ত্রয়স্ত্রিংশদগণাঃ কোট্যযুতদ্বয়ম্। নব কোট্যস্তু চামুণ্ডা ভৈরব্যঃ কোটিসম্মিতাঃ ॥ ৯৯ ॥ ষড়াননা কুমারাশ্চ ময়ূরবরবাহনাঃ। মযাযুগাঃ সমায়াতাঃ কোটয়োঽষ্টৌ মহাবলাঃ ॥ ১০০ ॥ আযযুঃ কোটয়ঃ সপ্ত স্ফুরৎপরশুপাণয়ঃ। পিচণ্ডিলা মহাবেগা বিঘ্নবিঘ্না গজাননাঃ ॥ ১০১ ॥ ষড়শীতি-সহস্রাণি মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। তাবন্তোঽপি সমাজগ্মু-স্তত্রাস্তে গৃহমেধিনঃ ॥ ১০২ ॥ নাগানাং কোটয়স্তিস্রঃ পাতালতলবাসিনাম্। দানবানাং চ দৈত্যানাং দ্বে দ্বে কোটীশিবাত্মনাম্ ॥ ১০৩ ॥ গন্ধর্ব্বা নিযুতাস্তষ্টৌ কোট্যর্দ্ধং যক্ষরক্ষসাম্। বিদ্যাধরাণামযুতং নিযুত-দ্বয়সংযুতম্ ॥ ১০৪ ॥ তথাষষ্টিসহস্রাণি দিব্যাশ্চাপ্সরসঃ শুভাঃ। গোমাতরোঽষ্টৌ লক্ষাণি সুপর্ণাস্ত্বযুতানি ষট্ ॥ ১০৫ ॥ সাগরাঃ সপ্ত সম্প্রাপ্তা নানারত্নোপায়-প্রদাঃ। সরিতাং চ সহস্রাণি ত্রীণি পঞ্চাযুতানি চ ॥ ১০৬ ॥ গিরয়োঽষ্টৌ সহস্রাণি বনস্পতিশত-ত্রয়ম্। আজগ্মুর্দিগ্‌গজা অষ্টৌ যত্র দেবঃ পিনাক-ধৃক্ ॥ ১০৭ ॥ এতৈঃ সমেতঃ সন্তুষ্টঃ পরিষ্টুত ইতস্ততঃ। শ্রীকণ্ঠো রথমারুহ্য কাশীং প্রাবিশদুত্ত-মাম্ ॥ ১০৮ ॥ সগিরীন্দ্রসুতস্ত্র্যক্ষো মুদাং ধাম মুদাং খনিঃ। কাশীং প্রৈক্ষিষ্ট সংহৃষ্টস্ত্রিবিষ্টপসমুৎকটাম্ ॥ ১০৯ ॥ স্কন্দউবাচ। শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং কোটিজন্মা-ঘনাশনম্। পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১০ ॥ শ্রাদ্ধকালে বিশেষেণ পঠনীয়ং প্রযত্নতঃ। অক্ষয়ং তদ্ভবেৎ শ্রাদ্ধং পিতৃতুষ্টিকরং পরম্ ॥ ১১১ ॥ বৃষভধ্বজমাহাত্ম্যং পঠিত্বা শিবসন্নিধৌ। প্রত্যহং

আসন প্রণব, পাদপীঠ গায়ত্রী, সোপানরাজি সাঙ্গ ব্যাহৃতিনিকর, দ্বাররক্ষক চন্দ্র-সূর্য্য, মকরাকৃতিতুণ্ড অনলদেব কৌমুদী বরূথভূমি, ধ্বজদণ্ড মহামেরু এবং দিবাকরের প্রভাজাল যাহার পাতাকারূপে বিরাজ করিতেছে; উহাতে সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবী চঞ্চলচামরধারিণীরূপে অবস্থিতা। হে দেব! ঈদৃশ সেই স্যন্দনবর, ভবদীয় বিজয়যাত্রাপেক্ষায় অবস্থান করিতেছে। কার্ত্তিকেয় বলিলেন,—দেবাধিদেব শঙ্কর,নন্দিকেশ্বর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভগ-বান্ নারায়ণের করগ্রহণ করতঃ গাত্রোত্থান করিলে, দেবমাতৃগণ মঙ্গল-আরতি করিতে আরম্ভ করি-লেন। তৎকালে চারণনিচয়ের মঙ্গলময় গীতধ্বনি এবং সুরগণের ধীরগম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যস্থল প্রপূরিত হইল। তখন ত্রিভুবনবাসী ব্যক্তিগণ, সুরগণের সেই দিগ্‌ব্যাপী বাদ্যশব্দে আহূত হইয়া চারি দিক্ হইতে বারাণসী-অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটীসংখ্যক অমরগণ, বিংশতিসহস্রকোটীসংখ্যক গণদেবতা, নবশতলক্ষ চামুণ্ডা, শতলক্ষ ভৈরবী, অষ্টকোটী [illegible] অনুচরবর্গ, প্রত্যেকে মহাবল পরাক্রান্ত, [illegible] ষড়াস্য কুমারগণ, সমুজ্জ্বল কুঠারধারী [illegible] গণেশ্বর, ভীমবেগশালী পিচিণ্ডিল নামে সপ্তশতলক্ষ গণনিকর, ষড়শীতিসহস্রসংখ্যক ব্রহ্ম-বাদী মুনিগণ ও এতাবৎপরিমিত গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী ঋষিসমূহ, ত্রিকোটীসংখ্যক রসাতলবাসী নাগগণ, দ্বিকোটীসংখ্যক শমগুণাবলম্বী পরমশৈব দৈত্য এবং তাদৃশ ও তৎসংখ্যক দানবগণ, অশীতিসহস্র গন্ধর্ব্বনিকর, অষ্টকোটী যক্ষ, অষ্টকোটী রাক্ষস, দশসহস্রাধিক দ্বিলক্ষ বিদ্যাধর, ষষ্টিসহস্র অপ্সরা, অষ্টলক্ষ গো-মাতৃগণ, ষষ্টিসহস্র বৈনতেয়বংশোদ্ভব বিহঙ্গমগণ, বিবিধ রত্নসহ সপ্তসমুদ্র, ত্রিপঞ্চাশৎসহস্র স্রোতস্বতী, অষ্টসহস্রসংখ্যক ধরাধর, ত্রিশতসংখ্যক বনস্পতি এবং দিক্‌রক্ষক অষ্টমাতঙ্গ পরমানন্দে সেই স্থানে আগমন করিলেন ।৮৩—২০৭। ভগবান্ শঙ্কর, সেই সমস্ত প্রাণিগণে পরিবৃত হইয়া সানন্দহৃদয়ে স্যন্দনারোহণে পরম সুন্দর বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। উক্ত কাশীপুরীতে যে সময় প্রবেশ করেন, তখন পরম হৃষ্টান্তঃকরণে ভগবতী নগর-নন্দিনীর সহিত চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করত সেই ত্রিভুবন-মনোরম বারাণসীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—যে মানব, উক্ত পবিত্র পুরাবৃত্ত, পাঠ করে বা পাঠ করায়, তাহার শিবসাযুজ্যপ্রাপ্তি হয়। অধিকন্তু, শ্রাদ্ধসময়ে ইহা পঠিত হইলে, সেই কার্য্যে পিতৃগণ চিরকালই সন্তোষ

বর্ষমাত্রং তু হ্যপুত্রঃ পুত্রবান্ ভবেৎ॥ ১১২॥ বিশ্বেশিতুঃ সম্প্রবেশো যঃ কাশ্যাং সমুদাহৃতঃ। পরমানন্দকন্দস্য বীজমেতৎ সুনিশ্চিতম্॥ ১১৩॥ পঠিত্বৈতন্মুদাখ্যানং প্রবিশেদ্যো নবং গৃহম্। স সর্ব্বসৌখ্যনিলয়ো ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥ ১১৪॥ ত্রৈলোক্যানন্দজনকমেতদাখ্যানমুত্তমম্। অস্য শ্রবণমাত্রেণ বিশ্বেশঃ সম্প্রসীদতি॥ ১১৫॥ অলভ্যলাভো দেবস্য জাতোহত্র হি যতঃ পরঃ। ততঃ কাশীপ্রবেশাখ্যং জপ্যমাখ্যানমুত্তমম্॥ ১১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৃষভধ্বজপ্রাদুর্ভাবো নাম

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। দৃষ্ট্বা কাশীং মৃগানন্দাং তারকারে পুরারিণা। কিমকারি সমাচক্ষ্ব প্রাপ্তাং বহুমনোরথৈঃ॥ ১॥ স্কন্দ উবাচ। পতিব্রতাপতেঽগস্ত্য শৃণু বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। মৃগাঙ্কলক্ষ্মণোৎকণ্ঠং কাশী নেত্রাতিথীকৃতা॥ ২॥ অথ সর্ব্বজ্ঞনাথেন ভক্তবৎসলচেতসা। জৈগীষব্যো মুনিশ্রেষ্ঠো গুহান্তর্গো নিরীক্ষিতঃ॥ ৩॥ যমনেহসমারভ্য মন্দরাদ্রিং বিনির্যযৌ। অদ্রীন্দ্রসুতয়া সার্দ্ধং রুদ্রেণোক্ষেন্দ্রগামিনা॥ ৪॥ তং বাসরং পুরস্কৃত্য জগ্রাহ নিয়মং দৃঢ়ম্। জৈগীষব্যো মহামেধাঃ কুম্ভযোনে মহাকৃতী॥ বিষমেক্ষণপাদাব্জং সমীক্ষিষ্যে যদা পুনঃ। তদাম্বুবিপ্রুষমপি ভক্ষয়িষ্যামি চেত্যহো॥ ৬॥ কুতশ্চিদ্ধারণাযোগাদথবা শম্ভুনুগ্রহাৎ। অনশ্নন্নপিবন্ যোগী জৈগীষব্যঃ স্থিতো মুনে॥ ৭॥ তং শম্ভুরেব জানাতি নান্যো জানাতি কশ্চন। অতএব ততঃ প্রাপ্তঃ প্রথমং প্রমথাধিপঃ॥ ৮॥ জ্যেষ্ঠশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সোমবারানুরাধয়োঃ। তৎপর্ব্বণি মহাযাত্রা কর্ত্তব্যা তত্র মানবৈঃ॥ ৯॥ জ্যেষ্ঠস্থানং ততঃ কাশ্যাং তদাভূদপি পুণ্যদম্। তত্র লিঙ্গং সমভবৎ স্বয়ং জ্যেষ্ঠেশ্বরাভিধম্॥ ১০॥ তল্লিঙ্গদর্শনাৎ পুংসাং পাপং জন্মশতার্জ্জিতম্। তমোঽর্কোদয়মাপ্যেব তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ১১॥ জ্যেষ্ঠবাপ্যাং নরঃ

প্রাপ্ত হন। এক বৎসর প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক উক্ত বৃষভধ্বজমাহাত্ম্য পাঠ করিলে অবিলম্বে পুত্রবিহীন ব্যক্তির পুত্র হয়। আমি ত্বৎসন্নিধানে ভগবান্ শঙ্করের যে বারাণসীপ্রবেশকথা বর্ণন করিলাম, ইহাতে যে সমস্ত লোকই নিরতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই বিশুদ্ধ উপাখ্যান পাঠ করত নবগৃহে প্রবেশ করিলে নিঃসংশয় সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। যখন ইহা কর্ণগোচরমাত্র ভগবান্ শঙ্কর সন্তুষ্ট হন, তখন ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় লোকেরই ইহা হর্ষদায়ক, সন্দেহ নাই। ভগবান্ মহেশ্বরের যখন কাশীপ্রবেশ এই উপাখ্যানে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন যাঁহারা দুষ্প্রাপ্য বস্তুর অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগেরও নিরন্তর ইহা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ১০৮—১১৬।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

অতঃপর মুনিবর অগস্ত্য বলিলেন,—হে তারকরিপুনন্দন! ভগবান্ শঙ্কর বহু বাসনাধিগত নয়নাভিরাম বারাণসী বিলোকনান্তে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, সম্প্রতি আপনি তাহা প্রকাশ করুন। ভূবন কার্ত্তিকেয় বলিলেন, হে কুম্ভসম্ভব! ভগবান্ সোমশেখর, উক্ত বারাণসী সন্দর্শন করিয়া যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ভক্তাধীন সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ভগবান্ শঙ্কর, কাশীধামে উপস্থিত হইয়া অগ্রে গহ্বরাধিষ্ঠিত জৈগীষব্য ঋষিকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহাদেব যখন বৃষারোহণে পার্ব্বতীর সহিত বারাণসী পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্দরাচলে প্রস্থান করেন, তদবধি ঐ ঋষিবর জৈগীষব্য, এইরূপ ভীষণ ব্রত অবলম্বন করেন যে, আমি পুনরায় যে দিবস শঙ্করের চরণকমলসন্দর্শন পাইব, সেই দিবস জলবিন্দু গ্রহণ করিব, ইহার মধ্যে উপবাসী থাকিব। সেই যোগিবর কোন বচনাতীত কারণ বশতঃ বা ভগবান্ শঙ্করের প্রসাদে পানভোজনবর্জ্জিত হইয়াও তন্মধ্যে এতাবৎ কাল জীবিত ছিলেন। ১—৭। সেই ঋষিবরের উদৃশ ঘটনা কেবল শঙ্করই পরিজ্ঞাত ছিলেন, অপর কেহই জানিত না। তিনি এইজন্য সর্ব্বাগ্রে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হন। ভগবান্ মহেশ্বর, সোমবারে অনুরাধানক্ষত্রাশ্রিত জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লচতুর্দ্দশীতে মুনিবর জৈগীষব্যের গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া সেই দিবস সকলেরই তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। বারাণসী মধ্যে সেই দিন হইতে সেই স্থানকে সকলেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই সময়েই তথায় জ্যেষ্ঠেশ্বর নামে লিঙ্গ

স্নাত্বা তর্পয়িত্বা পিতামহান্। জ্যেষ্ঠেশ্বরং সমালোক্য ন ভূয়ো জায়তে ভুবি ॥ ১২ ॥ আবিরাসীৎ স্বয়ং তত্র জ্যেষ্ঠেশ্বরসমীপতঃ। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা গৌরী জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা সমন্ততঃ ॥ ১৩ ॥ জ্যেষ্ঠে মাসি সিতাষ্টম্যাং তত্র কার্য্যো মহোৎসবঃ। রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥ জ্যেষ্ঠ্যাং গৌরীং নমস্কৃত্য জ্যেষ্ঠবাপীপরিপ্লুতা। সৌভাগ্যভাজনং স্যাদ্‌যোষা সৌভাগ্যভাগপি ॥১৫॥ নিবাসং কৃতবান্ শম্ভুস্তস্মিন্ স্থানে যতঃ স্বয়ম্। নিবাসেশ ইতি খ্যাতং লিঙ্গং তত্র পরন্তপঃ ॥ ১৬ ॥ নিবাসেশ্বর-লিঙ্গস্য সেবনাৎ সর্ব্বসম্পদঃ। নিবসন্তি গৃহে নিত্যং নিত্যং প্রতিপদং পুনঃ ॥ ১৭ ॥ কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেন জ্যেষ্ঠস্থানে নরোত্তমঃ। জ্যেষ্ঠাং তৃপ্তিং দদাত্যেব পিতৃভ্যো মধুসর্পিষা ॥ ১৮ ॥ জ্যেষ্ঠতীর্থে নরঃ কাম্যাং দত্ত্বা দানানি শক্তিতঃ। জ্যেষ্ঠান্ স্বর্গা-নবাপ্নোতি নরো মোক্ষং চ গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ জ্যেষ্ঠেশ্বরোঽর্চ্চ্যঃ প্রথমং কাম্যাং শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিভিঃ। জ্যেষ্ঠা গৌরী ততোঽভ্যর্চ্চ্যা সর্ব্বজ্যেষ্ঠত্বমীপ্সুভিঃ ॥ ২০ ॥ অথ নন্দিনমাহূয় ধূর্জ্জটিঃ স কৃপানিধিঃ। শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৈলাদে প্রবিশাশু ত্বং গুহাস্ত্যত্র মনোহরা। তদন্তরেঽস্তি মে ভক্তো জৈগীষব্যস্তপোধনঃ ॥ ২২ ॥ মহানিয়মবান্নন্দিংস্ত্বগস্থিস্নায়ুশেষিতঃ। তমিহানয় মদ্ভক্তং মদ্দর্শনদৃঢ়ব্রতম্ ॥ ২৩ ॥ যদাপ্রভৃত্যগাং কাশ্যা মন্দরং সর্ব্বসুন্দরম্। মহানিয়মবানেষ তদারভ্যোজ্‌ঝিতাশনঃ ॥ ২৪ ॥ গৃহাণ লীলাকমল-মিদং পীযূষপোষণম্। অনেন তস্য গাত্রাণি স্পৃশ সদ্যঃ সুবৃংহিণা ॥ ২৫ ॥ ততো নন্দী সমাদায় তল্লীলাকমলং বিভোঃ। প্রণম্য দেবদেবেশমাবিশদ্-গহ্বরাং গুহাম্ ॥ ২৬ ॥ নন্দী দৃষ্ট্বাথ তং তত্র ধারণাদৃঢ়মানসম্। তপোঽগ্নিপরিশুষ্কাঙ্গং কমলেন সমস্পৃশৎ ॥ ২৭ ॥ তপান্তে বৃষ্টিসংযোগাচ্ছালুর ইব কোটরে। উল্ললাস স যোগীন্দ্রঃ স্পর্শমাত্রা-ত্তদব্জজাৎ ॥ ২৮ ॥ অথ নন্দী সমাদায় সত্বরং

লিঙ্গ স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন। দিবাকরের প্রকাশ হইলে তিমিরনিকর যেরূপ বিলীন হইয়া থাকে তদ্রূপ সেই [জ্যেষ্ঠেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ নিরীক্ষণ করিবামাত্র মানবগণের শতজন্মসঞ্চিত কলুষরাশি দূরীভূত হয়। যে মানব, জ্যেষ্ঠবাপীতে অবগাহন-পূর্ব্বক পিতৃপুরুষোদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করিয়া উক্ত শিবলিঙ্গ অবলোকন করে, তাহাকে পুনরায় জননী-জঠরে গমন করিতে হয় না। উক্ত জ্যেষ্ঠেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের সন্নিধানে সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী জ্যেষ্ঠা গৌরী স্বতঃ প্রকাশমান হন। জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লাষ্টমীতে তাঁহার সন্নিধানে মহোৎ-সব ও রজনী জাগরণ করিলে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ লাভ হয়। যে রমণী নিরতিশয় হতভাগ্যা, সে যদি উক্ত জ্যেষ্ঠবাপীতে অবগাহনান্তে পরম ভক্তিসহ-কারে জ্যেষ্ঠা গৌরীকে প্রণিপাত করে, অচিরে তাহার সৌভাগ্যোদয় হয়। মহেশ্বর, তথায় সর্ব্বাগ্রে চিরকাল বাস করেন। এজন্য তদবধি সেই স্থানে নিবাসেশ্বরসংজ্ঞক বিশুদ্ধ শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ আছেন। সেই নিবাসেশ্বরের কৃপায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ভক্ত-গণের ভবনে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ জাজ্বল্যমান হয়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠেশ্বরের সন্নিধানে ঘৃত মধু প্রভৃতি উপ-করণে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ সাতি-শয় সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। উক্ত বারাণসী জ্যেষ্ঠতীর্থে সাধ্যানুসারে দান করিলে মানবের ইহলোকে ভোগের পর সুখময় নির্ব্বাণপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৮—১৯। যাঁহারা নিজ মঙ্গলকামনা করেন, তাঁহাদিগের কাশীধামে সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠেশ্বরকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠাগৌরীকে পূজা করা বিধেয়। অনন্তর পরম কৃপাপরায়ণ ভগবান্ ধূর্জ্জটি, নন্দীকে আহ্বানপূর্ব্বক সমুদয় সুরগণের সাক্ষাতে কহিলেন, হে নন্দিন্! এই স্থানে মনোহর এক গুহা আছে, তুমি শীঘ্র প্রবেশ কর; দেখিবে, তন্মধ্যে জৈগীষব্য নামে মহানিয়মশালী মদ্ভক্ত এক তপোধন অব-স্থিতি করিতেছেন। আমার দর্শনাভিলাষে কঠোর-ব্রতাবলম্বী, ত্বগস্থিস্নায়ুমাত্রাবিশিষ্ট সেই মুনিবরকে আনয়ন কর। আমি যখন কাশী হইতে মন্দরপর্ব্বতে গমন করি, সেই পর্য্যন্ত এই জৈগীষব্য পানভোজন পরিত্যাগরূপ মহানিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে, অমৃতোপম এই লীলাকমলটী গ্রহণ করত ইহা দ্বারা তদীয় সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিও। পরে নন্দী শঙ্করের নিকট সেই লীলাকমল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দুর্গম গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তপস্যারূপ অনলে অতিশুষ্ককলেবর বাহ্য-জ্ঞানশূন্য সেই যোগিবরকে তথায় অবলোকন করিয়া সেই লীলাকমল দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র, গ্রীষ্মাবসানে বৃষ্টিসংযোগে ভেক যেমন উল্লসিত হয়, তদ্রূপ ঋষি উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর নন্দী তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সত্বর দেবদেবের সন্নিধানে

মুনিপুঙ্গবম্। দেবদেবস্য পাদাগ্রে নমস্কৃত্য ভক্তিতঃ। ২৯। জৈগীষব্যোহথ সম্ভ্রান্তঃ পুরতো বীক্ষ্য শঙ্করম্। বামাঙ্গসন্নিবিষ্টাদ্রিতনয়ং প্রণনাম হ॥৩০॥ প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ পরিলুণ্ঠ্য সমন্ততঃ। তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা স মুনিশ্চন্দ্রশেখরম্॥৩১॥ জৈগীষব্য উবাচ। নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বজ্ঞায় শুভাত্মনে। জগদানন্দকন্দায় পরমানন্দহেতবে॥৩২॥ অরূপায় সরূপায় নানারূপধরায় চ। বিরূপাক্ষায় বিধয়ে বিধিবিষ্ণুস্তুতায় চ॥৩৩॥ স্থাবরায় নমস্তভ্যং জঙ্গমায় নমোহস্তু তে। সর্ব্বাত্মনে নমস্তভ্যং নমস্তে পরমাত্মনে॥৩৪॥ নমস্ত্রৈলোক্যকাম্যায় কামাঙ্গদহনায় চ। নমোহশেষবিশেষায় নমঃ শেষাঙ্গদায় তে॥৩৫॥ শ্রীকণ্ঠায় নমস্তভ্যং বিষকণ্ঠায় তে নমঃ। বৈকুণ্ঠবন্দ্যপাদায় নমোহকুণ্ঠিতশক্তয়ে॥৩৬॥ নমঃ শক্ত্যর্দ্ধদেহায় বিদেহায় সুদেহিনে। সকৃৎপ্রণামমাত্রেণ দেহিদেহনিবারিণে॥৩৭॥ কালায় কালকালায় কালকূটবিষাদিনে। ব্যালযজ্ঞোপবীতায় ব্যালভূষণধারিণে॥৩৮॥ নমস্তে খণ্ডপরশো নমঃ খণ্ডেন্দুধারিণে। খণ্ডিতাশেষদুঃখায় খড়্গখেটকধারিণে॥৩৯॥ গীর্ব্বাণগীতনাথায় গঙ্গাকল্লোলমালিনে। গৌরীশায় গিরীশায় গিরিশায় গুহারণে॥৪০॥ চন্দ্রার্দ্ধশুভ্রভূষায় চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষে। নমস্তে চর্ম্মবসন নমো দিগ্বসনায় তে॥৪১॥ জগদীশায় জীর্ণায় জরাজন্মহরায় তে। জীবায় তে নমস্তভ্যং জম্ভপূকাদিহারিণে॥৪২॥ নমো ডমরুহস্তায় ধনুর্হস্তায় তে নমঃ। ত্রিনেত্রায় নমস্তভ্যং জগন্নেত্রায় তে নমঃ॥৪৩॥ ত্রিশূলব্যগ্রহস্তায় নমস্ত্রিপথগাধর। ত্রিবিষ্টপাধিনাথায় ত্রিবেদীপঠিতায় চ॥৪৪॥ ত্রয়ীময়ায় তুষ্টায় ভক্ততুষ্টিপ্রদায় চ। দীক্ষিতায় নমস্তভ্যং দেবদেবায় তে নমঃ॥৪৫॥ দারিদ্র্যাশেষপাপায় নমস্তে দীর্ঘদর্শিনে। দূরায় দুরবাপ্যায় দোষনির্দ্দলনায় চ॥৪৬॥ দোষাকরকলাধার ত্যক্তদোষাগমায় চ। নমো ধূর্জ্জটয়ে তুভ্যং ধুস্তূরকুসুমপ্রিয়॥৪৭॥ নমো ধীরায় ধর্ম্মায় ধর্ম্মপালায় তে নমঃ। নীলগ্রীব নমস্তভ্যং নমস্তে নীললোহিত॥৪৮॥ নামমাত্রস্মৃতিকৃতাং

প্রণামপূর্ব্বক স্থাপিত করিলেন। অনন্তর সেই মুনিবর জৈগীষব্য, সম্মুখে শঙ্করকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম ও চরণপ্রান্তে মস্তকলুণ্ঠনপূর্ব্বক পরমভক্তিসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—যিনি শান্ত, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগুণময় ও জগতের আনন্দের নিদান; যাঁহার রূপ অসীম অথচ যিনি অরূপ; সর্ব্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁহাকে স্তব করেন; যিনি স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক; আমি সেই পরমানন্দহেতু বিরূপাক্ষকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বাত্মা, আপনি পরমাত্মা, আপনি শেষ ও বিশেষবিহীন, আপনার কোপানলে অনঙ্গদেব ভস্মরাশি হইয়াছেন। আপনার মূর্ত্তি ত্রিলোকসুন্দর, আপনার কণ্ঠে গরল ও হস্তে ভুজঙ্গবলয় পরম শোভা পাইতেছে, নারায়ণ আপনার চরণযুগলবন্দনা করিয়া থাকেন, আপনার শক্তি কিছুতেই কুণ্ঠিত নহে, শক্তিরূপিণী ভগবতী আপনার বামার্দ্ধ, আপনি দেহবিহীন অথচ সুন্দর দেহধারী, আপনাকে একবারমাত্র প্রণাম করিলে দেহীর আর দেহ ধারণ করিতে হয় না, আপনিই কাল ও কালের কালস্বরূপ, আপনি বিশ্বহিতার্থে কালকূট পান করিয়াছেন, [illegible] আপনার ভূষণ ও যজ্ঞোপবীত; অতএব হে খণ্ডপরশো! আপনাকে নমস্কার। আপনি জগতের অশেষ দুঃখরাশি খণ্ডন করিয়া থাকেন, আপনি মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র এবং হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও খেটক ধারণ করিতেছেন, দেবগণ সতত ভবদীয় আপনার গুণগান করেন, জটাভারে সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা বিরাজ করিতেছে, আপনি গিরিশায়ী ও গিরির অধীশ্বর, গৌরী আপনার সহধর্ম্মিণী, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিই আপনার নেত্রত্রয়, শিরোভূষণ অর্দ্ধচন্দ্র; হে কৃত্তিবাসঃ! আপনি জগতের ঈশ্বর পরম পুরাতন, দিগ্বসন এবং ভক্তের জরাজন্মহারী; যে ব্যক্তি আপনার অর্চ্চনা করে, আপনি তাহার সমুদয় পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং আপনি জীবস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার।২০—৪২। হে গঙ্গাধর! আপনিই জগতের নেত্র; আপনি ডমরু, ধনুঃ ও ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন; আপনি দেবাধিদেব, ত্রয়ীময়, সন্তোষশীল ভক্তগণের সন্তোষদাতা; বেদত্রয়ে আপনারই মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, আপনি দেবদেব, অতএব আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণিপাত করি। হে দূরদর্শিন্! আপনি পাপপুঞ্জকে বিদ্রাবিত করিয়া থাকেন; আপনি সকলের দূরবর্ত্তী, দুর্লভ ও দোষনাশক, হে ইন্দুকলাধর! হে ধুস্তূরকুসুমপ্রিয়! আপনি ধূর্জ্জটি, ধীর, ধর্ম্মপাল ও ধর্ম্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে নীলগ্রীব! হে নীললোহিত! আপনাকে বারবার প্রণাম করি; [illegible]

ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যপূরক। নমঃ প্রমথনাথায় পিনাকোদ্যতপাণয়ে। ৪৯। পশুপাশবিমোক্ষায় পশূনাং পতয়ে নমঃ। নামোচ্চারণমাত্রেণ মহাপাতকহারিণে। ৫০। পরাৎপরায় পারায় পরাপরপরায় চ। নমোঽপারচরিত্রায় সুপবিত্রকথায় চ। ৫১। নমো বামদেবায় বামার্দ্ধধারিণে বৃষগামিনে। নমো ভর্গায় ভীমায় নতভীতিহরায় চ। ৫২। ভবায় ভবনাশায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ। মহাদেব নমস্তুভ্যং মহেশ মহসাম্পতে। ৫৩। নমো মৃড়ানীপতয়ে নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় তে। যজ্ঞারয়ে নমস্তুভ্যং যজ্ঞরাজপ্রিয়ায় চ। ৫৪। যাযজূকায় যজ্ঞায় যজ্ঞানাং ফলদায়িনে। রুদ্রায় রুদ্রপতয়ে কদ্রুদ্রায় রমায় চ। ৫৫। শূলিনে শাশ্বতেশায় শ্মশানাবনিচারিণে। শিবাপ্রিয়ায় শর্ব্বায় সর্ব্বজ্ঞায় নমোঽস্তু তে। ৫৬। হরায় ক্ষান্তিরূপায় ক্ষেত্রজ্ঞায় ক্ষমাকর। ক্ষমায় ক্ষিতিহর্ত্রে চ ক্ষীরগৌরায় তে নমঃ। ৫৭। অন্ধকারে নমস্তুভ্যমাদ্যন্তরহিতায় চ। ইড়াধারায় ঈশায় উপেন্দ্রেন্দ্রস্তুতায় চ। ৫৮। উমাকান্তায় উগ্রায় নমস্তে ঊর্দ্ধরেতসে। একরূপায় চৈকায় মহদৈশ্বর্য্যরূপিণে। ৫৯। অনন্তকারিণে তুভ্যমম্বিকাপতয়ে নমঃ। ত্বমোঙ্কারো বষট্কারো ভূর্ভুবঃস্বস্ত্বমেব হি। ৬০। দৃষ্টাদৃষ্টং যদত্রাস্তি তৎসর্ব্বং ত্বমুমাধব। স্তুতিং কর্ত্তুং ন জানামি স্তুতিকর্ত্তা ত্বমেব হি। ৬১। বাচ্যস্ত্বং বাচকস্ত্বং হি বাক্ চ ত্বং প্রণতোঽস্মি তে। নান্যং বেদ্মি মহাদেব নান্যং স্তৌমি মহেশ্বর। ৬২। নান্যং নমামি গৌরীশ নান্যাখ্যামাদদে শিব। মূকেঽন্যনামগ্রহণে বধিরোঽন্যকথাশ্রুতৌ। ৬৩। পঙ্গুরন্যাভিগমনেঽস্ম্যন্ধোঽন্যপরিবীক্ষণে। এক এব ভবানীশ একঃ কর্ত্তা ত্বমেব হি। ৬৪। পাতা হর্ত্তা ত্বমেবৈকো নানাত্বং মূঢ়কল্পনা। অতস্ত্বমেব শরণং ভূয়ো ভূয়ঃ পুনঃপুনঃ। ৬৫। সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর মহেশ্বর। ইতি স্তুত্বা মহেশানং জৈগীষব্যো মহামুনিঃ। ৬৬। বাচংযমোঽভবৎ স্থাণোঃ পুরস্তঃ স্থাণুসন্নিভঃ। ইতি স্তুতিং সমাকর্ণ্য মুনেশ্চন্দ্রবিভূষণ। উবাচ চ প্রসন্নাত্মা বরং ব্রূহীতি তং মুনিম্।

স্মরণমাত্র ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়; আপনি প্রমথগণের নাথ, পিনাকপাণি, পশুপাশচ্ছেদক, এবং পশুপতি; আপনার নাম উচ্চারণমাত্র আপনি মহাপাতক হরণ করিয়া থাকেন; আপনি পর, পরাৎপর এবং পরাপর হইতেও পর; আপনার চরিত্র অপার এবং মহিমাকথা অতি পবিত্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি বামদেব, বামার্দ্ধধারী, বৃষগামী, ভর্গ, ভীম ও ভীতিনাশক; আপনাকে নমস্কার। হে মহাদেব! হে মহেশ! হে মহঃপতে! আপনি ভব, ভববারণ এবং ভূতগণের পতি; আপনাকে নমস্কার। আপনি পার্ব্বতীপতি, মৃত্যুঞ্জয়, দক্ষযজ্ঞবিনাশক এবং যজ্ঞরাজপ্রিয়; আপনি যজ্ঞ, যজ্ঞকর্ত্তা ও যজ্ঞের ফলদাতা; আপনি রুদ্র, রুদ্রপতি ও সম্পৎপ্রদ; আপনি শূলী, শাশ্বতেশ এবং শ্মশানবনচারী; আপনিই সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও পার্ব্বতীপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম করি। হে ক্ষমাকর! আপনিই ক্ষমারূপী এবং হর, ক্ষেত্রজ্ঞ, মৃত্যুহারী, সর্ব্বমঙ্গলময়, আপনার শরীর ক্ষীরবৎ গৌরবর্ণ; আপনাকে নমস্কার। হে অন্ধকনিসূদন! আপনি ইড়াধার, ঊর্দ্ধরেতা ও উমাপতি; আপনার আদি অন্ত কিছুই নাই; ইন্দ্র ও উপেন্দ্র আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন; আপনি মহৎ ঐশ্বর্য্যরূপী; জগতে আপনা ভিন্ন আর কিছুই নাই; আপনার কার্য্য অনন্ত; আপনি অম্বিকার পতি; আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই প্রণব, আপনিই বষট্কার এবং আপনিই ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ। ৪৩—৬০। হে উমাপতে! অধিক আর কি বলিব, এই বিশ্বমণ্ডলে যে কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু আছে, কিছুই আপনাভিন্ন নহে। হে দেব! আমি আপনাকে স্তুতি করি, এরূপ সামর্থ্য নাই; কারণ আপনিই স্তুতিকর্ত্তা এবং আপনিই বাচ্য, বাচক ও বাক্য। অতএব আমি আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। হে মহাদেব! আমি অন্য কাহাকেও জানি না; হে মহেশ্বর! অন্য কাহাকেও স্তব করি না; হে গৌরীশ! অন্য কাহাকেও প্রণাম করি না এবং অন্য কাহারও নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করি না; আমি অপরের নাম গ্রহণবিষয়ে মূক, কথাশ্রবণে বধির, নিকটগমনে পঙ্গু এবং অপরকে দর্শন করিতে অন্ধস্বরূপ। একমাত্র আপনিই আমার অভীষ্ট দেবতা; আপনিই আমার কর্ত্তা এবং আপনিই আমার পাতা ও হর্ত্তা; মূঢ় ব্যক্তিরাই নানারূপের উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব হে মহেশ্বর! আমি পুনঃপুনঃ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আমাকে সংসারসাগর হইতে নিস্তার করুন। মহামুনি জৈগীষব্য, মহেশ্বরকে এইরূপ স্তব করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর সোমশেখর, মুনিবর জৈগীষব্যের স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহি-

৬৭। জৈগীষব্য উবাচ। যদি প্রসন্নো দেবেশ ভক্তস্তব পদাম্বুজাৎ। মা ভবানী ভবানীশ দূরং দূরপদপ্রদ॥ ৬৮॥ অপরশ্চ বরো নাথ দেয়োঽয়মবিচারতঃ। যন্ময়া স্থাপিতং লিঙ্গং তত্র সান্নিধ্যমস্তু তে॥ ৬৯॥ ঈশ্বর উবাচ। জৈগীষব্য মহাভাগ যদুক্তং ভবতানঘ। তদস্তু সর্ব্বং তেঽভীষ্টং বরমন্যং দদামি চ॥ ৭০॥ যোগশাস্ত্রং ময়া দত্তং তব নির্ব্বাণসাধকম্। সর্ব্বেষাং যোগিনাং মধ্যে যোগাচার্য্যোঽস্তু বৈ ভবান্॥ ৭১॥ রহস্যং যোগবিদ্যায়া যথাবত্ত্বং তপোধন। সংবেৎস্যসে প্রসাদান্মে যেন নির্ব্বাণমাপ্স্যসি॥ ৭২॥ যথা নন্দী যথা ভৃঙ্গী সোমনন্দী যথাতথা। ত্বং ভবিষ্যসি ভক্তো মে জরামরণবর্জ্জিতঃ॥ ৭৩॥ সন্তি ব্রতানি ভূয়াংসি নিয়মাঃ সন্ত্যনেকধা। তপাংসি নানা সন্ত্যত্র সন্তি দানান্যনেকশঃ॥ ৭৪॥ শ্রেয়সাং সাধনান্যত্র পাপঘ্নান্যপি সর্ব্বথা। পরং হি পরমশ্চৈব নিয়মো যস্ত্বয়া কৃতঃ॥ ৭৫॥ পরো হি নিয়মশ্চৈষ মাং বিলোক্য যদশ্যতে। মামনালোক্য যদ্ভুক্তং তদ্ভুক্তং কেবলং ত্বঘম্॥ ৭৬॥ অসমর্চ্চ্য চ যো ভুঙ্‌ক্তে পত্রপুষ্পফলৈরপি। রেতোভক্ষী ভবেন্মূঢ়ঃ স জন্মান্যেকবিংশতিম্॥ ৭৭॥ মহতো নিয়মস্যাস্য ভবতানুষ্ঠিতস্য বৈ। নার্হন্তি ষোড়শীং মাত্রামপ্যন্যে নিয়মা যমাঃ॥ ৭৮॥ অতো মচ্চরণাভ্যাসে ত্বং নিবৎস্যসি সর্ব্বথা। অন্তে নৈঃশ্রেয়সীং লক্ষ্মীং তত্রৈব প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্॥ ৭৯॥ জৈগীষব্যেশ্বরং নাম লিঙ্গং কাশ্যাং সুদুর্লভম্। ত্রীণি বর্ষাণি সংসেব্য লভেদ্‌যোগং ন সংশয়ঃ॥ ৮০॥ জৈগীষব্যগুহাং প্রাপ্য যোগাভ্যাসনতৎপরঃ। ষণ্মাসেন লভেৎ সিদ্ধিং বাঞ্ছিতাং মদনুগ্রহাৎ॥ ৮১॥ তব লিঙ্গমিদং ভক্তৈঃ পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ। বিলোক্যা চ গুহা রম্যা পরাং সিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ॥ ৮২॥ অত্র জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে ত্বল্লিঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিদম্। নাশয়েদঘসঙ্ঘানি দৃষ্টং স্পৃষ্টং সমর্চ্চিতম্॥ ৮৩॥ অস্মিন্ জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে সম্ভোজ্য শিবযোগিনঃ। কোটিভোজ্যফলং সম্যগেকৈকপরিসংখ্যয়া॥ ৮৪॥ জৈগীষব্যেশ্বরং লিঙ্গং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ। কলৌ কলুষবুদ্ধীনাং পুরতশ্চ বিশেষতঃ॥ ৮৫॥ করিষ্যা-

---

লেন, জৈগীষব্য কহিলেন,—হে পরমপদপ্রদ! হে দেবেশ। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, আমি যেন আপনার পাদপদ্ম ছাড়া না হই এবং হে নাথ! আর এক বর দিতে হইবে, আমি যে আপনার লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, উহাতে সতত আপনার অধিষ্ঠান থাকিবে। তখন ঈশ্বর কহিলেন,—হে অনঘ! হে মহাভাগ জৈগীষব্য। তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তোমার সেই সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং আমি অপর এক বর দান করিতেছি। আমি তোমাকে নির্ব্বাণসাধক যোগশাস্ত্র দান করিতেছি; তুমি সমুদয় যোগিগণের যোগশিক্ষা বিষয়ে আচার্য্য হইবে। হে তপোধন! তুমি মৎপ্রসাদে যোগবিদ্যাবিষয়ক নিখিল গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবে এবং পরিণামে তাহাতেই নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে পারিবে। নন্দী, ভৃঙ্গী ও সোমনন্দীর ন্যায় তুমিও জরামরণ বিবর্জ্জিত এবং পরম ভক্তরূপে গণ্য হইবে। এই জগতে পরম মঙ্গলজনক ও পাপনাশক অনেকানেক ব্রত, অনেকানেক নিয়ম, অনেকানেক তপস্যা এবং অনেকানেক দান আছে; কিন্তু তুমি যে আমাকে সাক্ষাৎ না করিয়া পান-ভোজন করিবে না নিয়ম করিয়াছ, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আমাকে অবলোকন না করিয়া ভোজন করিলে, কেবলমাত্র পাপভোজন করা হয়।৬১—৭৬। যে মূঢ় পত্র, পুষ্প বা ফল দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করে, সে একবিংশতি জন্ম রেতোভোজী হইয়া থাকে। তুমি যে নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছ, যম ও অন্যান্য কোন নিয়মই ইহার ষোড়শাংশের যোগ্য নহে। এজন্য তুমি সতত মদীয় চরণসন্নিধানে অবস্থিতি করিবে এবং নিঃসন্দেহে পরিণামে নির্ব্বাণপদবী প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি কাশীধামে বর্ষত্রয় ত্বৎপ্রতিষ্ঠিত জৈগীষব্যনামক মদীয় লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, সে সমস্ত যোগ লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই এবং যে মানব জৈগীষব্যগুহায় যোগাভ্যাস করিবে, সে মৎকৃপায় ষণ্মাস মধ্যে সমুদায় বাঞ্ছিত ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যাহারা সিদ্ধিকামনা করেন, সেই সকল মদীয় ভক্তগণের ত্বৎপ্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গের পূজা ও রমণীয় এই গুহা সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রস্থিত এই শিবলিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনা করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে। এই জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে যে কয়টী শিবভক্তকে ভোজন করাইবে, তাবৎ কোটী শিবভক্তের ভোজনে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করিতে পারিবে। জৈগীষব্যনামক এই লিঙ্গ সতত যত্নসহকারে গোপন করিবে, বিশে-

যাস্যে সান্নিধ্যমস্মিল্লিঙ্গে তপোধন। যোগসিদ্ধি-প্রদানায় সাধকেভ্যঃ সদৈব হি ॥ ৮৬ ॥ দদে শৃণু মহাভাগ জৈগীষব্যাপরং বরম্। ত্বয়েদং যৎকৃতং স্তোত্রং যোগসিদ্ধিকরং পরম্ ॥ ৮৭ ॥ মহাপাপৌঘ-শমনং মহাপুণ্যপ্রবর্দ্ধনম্। মহাভীতিপ্রশমনং মহা-ভক্তিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৮৮ ॥ এতৎস্তোত্রজপাৎ পুংসা-মসাধ্যং নৈব কিঞ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জপনীয়ং সুসাধকৈঃ ॥ ৮৯ ॥ ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ স্মরারিঃ স্মেরলোচনঃ। দদর্শ ব্রাহ্মণাংস্তত্র সমেতান্ ক্ষেত্র-বাসিনঃ ॥ ৯০ ॥ স্কন্দ উবাচ। নিশম্যাখ্যানমতুল-মেতৎ প্রাজ্ঞঃ প্রযত্নতঃ। নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যো নোপসর্গৈঃ প্রবাধ্যতে ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জ্যেষ্ঠেশাখ্যানং নাম
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

ব্রতঃ কলিকালে পাপমতি মানবদিগের নিকট কখনই ব্যক্ত করিবে না। হে তপোধন! আমি সাধকগণকে যোগসিদ্ধি দান করিবার জন্য সর্ব্বদা এই লিঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিব। হে মহাভাগ জৈগীষব্য! এক্ষণে অপর এক বর দান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল পুরুষ ত্বৎকৃত এই পরম স্তোত্র জপ করিবে, তাহাদিগের কিছুই অসাধ্য থাকিবে না; ইহাতে যোগসিদ্ধি, মহাভয়ের শান্তি, মহাভক্তিবর্দ্ধন, মহৎ পুণ্যসঞ্চয় ও মহাপাপরাশির নিবারণ হইবে। অতএব পরম সাধকগণের সর্ব্ব-প্রযত্নে ইহা জপ করা বিধেয়। কন্দর্পদর্পহারী শঙ্কর প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে মুনিবর জৈগীষব্যকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথায় সমাগত ক্ষেত্র-বাসী ব্রাহ্মণগণকে দেখিতে পাইলেন। স্কন্দ কহিলেন,—পরমজ্ঞানশালী যে মানব, যত্নাতিশয়সহ-কারে এই আখ্যান শ্রবণ করে, সে পাপশূন্য হয় এবং কোনপ্রকার উপদ্রব তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। ৭৭—৯১।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। দৃষ্ট্বা ভূদেবতাঃ শম্ভুঃ কিমা-চখ্যৌ ষড়ানন। কানি কানি চ লিঙ্গানি তত্র তান্যপি চক্ষ্ব মে ॥ ১ ॥ জ্যেষ্ঠস্থানে মহাপুণ্যে দেবদেবস্য বল্লভে। আশ্চর্য্যং কিমভূত্তত্র তদাচক্ষ্ব ষড়ানন ॥২॥ স্কন্দ উবাচ। শৃণ্বগস্ত্য যথাপৃচ্ছি ভবতা তদ্ব্রবী-ম্যহম্। মন্দরাদ্রিং যদা দেবো গতবান্ ব্রহ্মগৌর-বাৎ ॥ ৩ ॥ তদা নিরাশ্রয়া বিপ্রাঃ ক্ষেত্রসন্ন্যাসিনো-ঽনঘাঃ। উপাকৃতাশ্চাবিরতং মহাক্ষেত্রপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ৪ ॥ খাতং খাতঞ্চ দণ্ডাগ্রৈর্ভূমিং কন্দাদিবৃত্তয়ঃ। চক্রুঃ পুষ্করিণীং রম্যাং দণ্ডখাতাভিধাং মুনে ॥ ৫ ॥ তত্তীর্থং পরিতঃ স্থাপ্য মহালিঙ্গান্যনেকশঃ। মহেশারাধনপরা-স্তপশ্চক্রুঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬ ॥ বিভূতিধারিণো নিত্যং নিত্যং রুদ্রাক্ষধারিণঃ। লিঙ্গপূজারতা নিত্যং শতরুদ্রিয়জাপিনঃ ॥ ৭ ॥ তে শ্রুত্বা দেবদেবস্য পুনরাগমনং মুনে। তপঃকৃশা অতিতরামাসুরানন্দ-মেদুরাঃ ॥ ৮ ॥ দ্বিজাঃ পঞ্চসহস্রাণি চরন্তো বিপুলং

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে ষড়ানন! ভগবান্ শম্ভু, ব্রাহ্মণগণকে অবলোকন করিয়া কি বলিলেন এবং সেই স্থানে কোন্ কোন্ লিঙ্গ আছে? আর সেই পরম পবিত্র শিববাঞ্ছিত জ্যেষ্ঠেশ্বরস্থানে কিরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। স্কন্দ কহিলেন,—হে অগস্ত্য! আমাকে যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ শঙ্কর যখন ব্রহ্মার অনু-রোধে মন্দরাচলে গমন করেন, তখন সেই নিষ্পাপ ক্ষেত্রসন্ন্যাসী বিপ্রগণ নিরাশ্রয় হইয়া তথায় প্রতি-গ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডাগ্র দ্বারা ভূমি খনন করত কন্দাদি ভোজনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগি-লেন। হে মুনে! তাঁহারা এইরূপে দণ্ডখাত নামক এক রমণীয় পুষ্করিণী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে প্রভূত শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া, যত্ন-সহকারে মহেশ্বরের আরাধনাসক্ত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন অঙ্গে ভস্ম-লেপন ও রুদ্রাক্ষধারণপূর্ব্বক সতত শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা এবং শতরুদ্রিয় জপ করিতে লাগিলেন। ১—৭।

হে মুনে! কঠোর তপস্যায় নিরত তপঃকৃশ পঞ্চ সহস্রসংখ্যক সেই দ্বিজগণ দেবদেবের পুনরাগমন

ত্যাঃ। দণ্ডখাতান্মহাতীর্থাদাজগ্মুর্দেবদর্শনে॥ ৯॥ তীর্থান্মন্দাকিনীনাম্নো দ্বিজাঃ পাশুপতব্রতাঃ। শিবৈকারাধনপরাঃ সমেতা অযুতোন্মিতাঃ॥ ১০॥ হংসতীর্থাৎ পরিপ্রাপ্তা অযুতং ত্রিশতোত্তরম্। শতং দুর্ব্বাসসস্তীর্থাদেকাদশশতাধিকম্॥ ১১॥ মৎস্যোদর্য্যাঃ পরাপেতুঃ সহস্রাণি বড়েব হি। কপালমোচনাৎ সপ্তশতাস্যভ্যাগতা দ্বিজাঃ॥ ১২॥ ঋণমোচনতস্তীর্থাৎ সহস্রং দ্বিশতাধিকম্। বৈতরণ্যা অপি মুনে দ্বিজানামযুতার্দ্ধকম্॥ ১৩॥ ততঃ পৃথূদকাৎ কুণ্ডাৎ পৃথুনা পরিখানিতাৎ। অযাসিষু-র্দ্বিজানাং চ শতান্যেব ত্রয়োদশ॥১৪॥ তথৈবাপ্সরসঃ কুণ্ডান্মেনকাখ্যাচ্ছতত্রয়ম্। উর্ব্বশীকুণ্ডতঃ প্রাপ্তাঃ সহস্রং দ্বিশতাধিকম্॥ ১৫॥ তথৈরাবতকুণ্ডাচ্চ ব্রাহ্মণাস্ত্রিশতানি চ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সপ্তশতানি দ্বিশতানি চ॥ ১৬॥ বৃষেশতীর্থাদাজগ্মুর্নবতিঃ সশতত্রয়া। যক্ষিণীকুণ্ডতঃ প্রাপ্তাঃ সহস্রং ত্রিশতোত্তরম্॥ ১৭॥ লক্ষ্মীতীর্থাৎ পরং জগ্মুঃ ষোড়শৈব শতানি চ। পিশাচমোচনাৎ সপ্তসহস্রাণি দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৮॥ পিতৃকুণ্ডাচ্ছতং সাগ্রং ধ্রুবতীর্থাচ্ছতানি ষট্। মানসাখ্যাচ্চ সরসো দ্বিশতী সশতত্রয়া॥ ১৯॥ ব্রাহ্মণা বাসুকিহ্রদাৎ সহস্রাণি দশৈব তু। তথৈবাষ্টশতং দ্রষ্টুং জানকীকুণ্ডতো দ্বিজাঃ॥ ২০॥ কাশীনাথমনুপ্রাপ্তাঃ পরমানন্দদায়িনম্। তথা গৌতমকুণ্ডাচ্চ শতানি নব চাগতাঃ॥ ২১॥ তীর্থাদ্দুর্গতিসংহর্তুর্ব্রাহ্মণাঃ প্রতিপেদিরে। একাদশশতান্যেব দ্রষ্টুং দেবমুমাপতিম্॥ ২২॥ অসীসম্ভেদমারভ্য গঙ্গাতীরস্থিতা দ্বিজাঃ। আ সঙ্গমেশ্বরাত্তত্র পরিপ্রাপ্তা ঘটোদ্ভব॥২৩॥ অষ্টাদশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতান্যপি। ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ গঙ্গাতীরাৎ সমাগতাঃ॥ ২৪॥ সার্দ্রদূর্ব্বাক্ষতকরৈঃ সপুষ্পফলপাণিভিঃ। সুগন্ধমাল্যহস্তৈশ্চ ব্রাহ্মণৈর্জয়বাদিভিঃ॥ ২৫॥ স্তুতো মঙ্গলসূক্তৈশ্চ প্রণতশ্চ পুনঃপুনঃ। তেভ্যো দত্তাভয়ঃ শম্ভুঃ পপ্রচ্ছ কুশলং মুদা॥ ২৬॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ প্রোচুঃ প্রবদ্ধকরসম্পুটাঃ। ক্ষেত্রে নিবসতাং নাথ সদা নঃ কুশলোদয়ঃ॥ ২৭॥ বিশেষতঃ শ্রুতোঽস্মাভিঃ সাক্ষান্নয়নগোচরঃ। ত্বং যৎস্বরূপং শ্রুতয়ো ন বিদুঃ পরমার্থতঃ॥ ২৮॥ সদৈবাকুশলং তেষাং যে ত্বৎক্ষেত্রপরাঙ্মুখাঃ। চতুর্দ্দশাপি বৈ লোকাস্তেষাং নিত্যং পরাঙ্মুখাঃ॥ ২৯॥ যেষাং হৃদি সদৈবাস্তে কাশী ত্বাশীবিষাঙ্গদ। সংসারাশীবিষবিষং ন তেষাং প্রভবেৎ ক্বচিৎ॥ ৩০॥ গর্ভরক্ষামণিমন্ত্রঃ কাশীবর্ণদ্বয়াত্মকঃ। যস্য কণ্ঠে সদা তিষ্ঠেৎ তস্যাকুশলতা কুতঃ॥ ৩১॥ সুধাং পিবতি যো

বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে দর্শনার্থ দণ্ডখাততীর্থ হইতে আগমন করিয়াছেন। আর মন্দাকিনীতীর্থ হইতে একমাত্র শিবারাধননিরত, পাশুপতব্রতাবলম্বী অযুতসংখ্যক; কপালমোচন তীর্থ হইতে সপ্তশত; ঋণমোচন তীর্থ হইতে দ্বিশতাধিক সহস্র; বৈতরণী তীর্থ হইতে পঞ্চসহস্র; পৃথুকর্ত্তৃক খনিত পৃথূদক কুণ্ড হইতে ত্রয়োদশাধিক শত; মেনকাপ্সর কুণ্ড হইতে ত্রিশত; উর্ব্বশীকুণ্ড হইতে ত্রিশতাধিক সহস্র; ঐরাবতকুণ্ড হইতে ত্রিশত; গন্ধর্ব্বকুণ্ড হইতে সপ্তশত; অপ্সরাকুণ্ড হইতে দ্বিশত; বৃষেশতীর্থ হইতে ত্রিশত এবং নবতি; যক্ষিণীকুণ্ড হইতে ত্রিংশদধিক সহস্র; লক্ষ্মীতীর্থ হইতে ষোড়শ শত; পিশাচ-মোচনতীর্থ হইতে সপ্ত সহস্র; পিতৃকুণ্ড হইতে শত; ধ্রুবতীর্থ হইতে ছয় শত; মানস সরোবর হইতে ত্রিশত ও বিংশতি; বাসুকি হ্রদ হইতে দশসহস্র; জানকীকুণ্ড হইতে অষ্টশত; গৌতমকুণ্ড হইতে নবশত; দুর্গতিসংহর্ত্তৃকুণ্ড হইতে একাদশ শত এবং অসিনদীর সম্ভেদস্থান হইতে সঙ্গমেশ্বর স্থান পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবাসী পঞ্চশতাধিক অষ্টাদশ সহস্র ও পঞ্চপঞ্চাশৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণ হস্তে জলসিক্ত দূর্ব্বা, অক্ষত, উৎকৃষ্ট পুষ্প, ফল ও সুগন্ধ মাল্য ধারণ করত জয়োক্তিপুরঃসর মঙ্গলসূক্ত দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরকে স্তুতিবাদ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ শম্ভু হর্ষসহকারে তাঁহাদিগকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—হে নাথ! আমরা যখন ভবদীয় ক্ষেত্রে বাস করি, তখন সততই আমাদিগের কুশল; বিশেষ শ্রুতিনিচয় যাহার স্বরূপ বর্ণনে অক্ষম, আমরা তাদৃশ আপনাকে আজ সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিলাম।৮—২৮। যাহারা ভবদীয় ক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ তাহাদিগেরই নিরন্তর অকুশল হইয়া থাকে এবং চতুর্দ্দশ ভুবনও তাহাদিগের প্রতি পরাঙ্মুখ। হে ভুজগভূষণ! যাহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা কাশী বিরাজমান, সংসাররূপ সর্পবিষ তাহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। 'কাশী' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র গর্ভরক্ষাকর মণিস্বরূপ; যাহার কণ্ঠে ঐ মন্ত্র সতত উচ্চারিত হয়, তাহার আর অকুশল

[illegible] কাশীবর্ণদ্বয়াত্মিকাম্। স নৈর্জরীং দশাং [illegible] সুখেব পরিজায়তে ॥ ৩২ ॥ শ্রুতং কর্ণামৃতং যেন কাশীত্যক্ষরযুগ্মকম্। ন সমাকর্ণয়ত্যেব স পুনর্গর্ভজাং কথাম্ ॥ ৩৩ ॥ কাশীরজোঽপি যন্মূর্দ্ধ্নি পতেদপ্যনিলাহতম্। চন্দ্রশেখরতন্মূর্দ্ধা ভবেচ্চন্দ্রকলাঙ্কিতঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রসঙ্গতোঽপি যন্নেত্রপথমানন্দকাননম্। যাতং তেঽত্র ন জায়ন্তে নেক্ষেরন্ পিতৃকাননম্ ॥৩৫॥ গচ্ছতা তিষ্ঠতা বাপি স্বপতা জাগ্রতাথবা। কাশীত্যেষ মহামন্ত্রো যেন জপ্তঃ স নির্ভয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ যেন বীজাক্ষরযুগং কাশীতি হৃদি ধারিতম্। অবীজানি ভবন্ত্যেব কর্ম্মবীজানি তস্য বৈ ॥ ৩৭ ॥ কাশী কাশীতি কাশীতি জপতো যস্য সংস্থিতিঃ। অন্যত্রাপি সতস্তস্য পুরো মুক্তিঃ প্রকাশতে ॥ ৩৮ ॥ ক্ষেমমূর্ত্তিরিয়ং কাশী ক্ষেমমূর্ত্তির্ভবান্ ভব। ক্ষেমমূর্ত্তিস্ত্রিপথগানান্যৎ ক্ষেমত্রয়ং ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণানামিতি বচঃ ক্ষেত্রভক্তিবিবৃংহিতম্। নিশম্য গিরিজাকান্তস্তোয় নিতরাং হরঃ ॥ ৪০ ॥ প্রোবাচ চ প্রসন্নাত্মা ধন্যা যূয়ং দ্বিজর্ষভাঃ। যেষামিহেদৃশী ভক্তির্মম ক্ষেত্রেঽতিপাবনে ॥ ৪১ ॥ জানে সত্ত্বময়া জাতাঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিষেবণাৎ। নীরজস্কা বিতমসঃ সংসারার্ণবপারগাঃ ॥ ৪২ ॥ বারাণস্যাস্ত যে ভক্তাস্তে ভক্তা মম নিশ্চিতম্। জীবন্মুক্তা হি তে নূনং মোক্ষলক্ষ্ম্যা কটাক্ষিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ যৈশ্চ কাশীস্থিতো জন্তুরল্পকোঽপি বিরোধিতঃ। তৈর্বৈ বিশ্বম্ভরা সর্ব্বা ময়া সহ বিরোধিতা ॥ ৪৪ ॥ বারাণস্যাস্ততিমপি যো নিশম্যানুমোদতে। অপি ব্রহ্মাণ্ডমখিলং ধ্রুবং তেনানুমোদিতম্ ॥ ৪৫ ॥ নিবসন্তি হি যে মর্ত্ত্যা অস্মিন্নানন্দকাননে। মমান্তঃকরণে তে বৈ নিবসেয়ুরকল্মষাঃ ॥ ৪৬ ॥ নিবসন্তি মম ক্ষেত্রে মম ভক্তিং প্রকুর্ব্বতে। মম লিঙ্গধরা যে তু তানেবোপদিশাম্যহম্ ॥ ৪৭ ॥ নিবসন্তি মম ক্ষেত্রে মম ভক্তিং ন কুর্ব্বতে। মম লিঙ্গধরা যে নো ন তানুপদিশাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥ কাশী নির্ব্বাণনগরী যেষাং চিত্তে প্রকাশতে। তে মৎপুরঃ প্রকাশন্তে নৈঃশ্রেয়স্যা শ্রিয়াবৃতাঃ ॥

কোথায়? যে মানব, 'কাশী' এই দ্ব্যক্ষরমন্ত্ররূপ অমৃত পান করে, সে ব্যক্তি নশ্বরদশা অতিক্রম করত অমর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি 'কাশী' এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করে, তাহাকে আর গর্ভবিষয়িণী বার্ত্তা কর্ণগোচর করিতে হয় না। হে চন্দ্রশেখর! যাহার মস্তকে একবার দৈবযোগে বায়ুচালিত কাশীধূলি পতিত হয়, তাহার মস্তকও চন্দ্রকলায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গাধীনও একবার আনন্দকানন যাহার নেত্রপথে পতিত হয়, তাহাকে পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ বা শ্মশানভূমি নিরীক্ষণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, কি গমন সময়ে, কি অবস্থান সময়ে, কি নিদ্রাবস্থায়, কি জাগ্রৎ অবস্থায় "কাশী" এই মহামন্ত্র জপ করে, তাহার আর কোন ভয় থাকে না। যে মানব "কাশী" এই বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে, তাহার সমুদয় কর্ম্মবীজ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে কোন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া "কাশী, কাশী, কাশী" এই মন্ত্র জপ করে, তাহার সম্মুখেই মুক্তি প্রকাশ পায়। হে ভব! এই কাশী সাক্ষাৎ কল্যাণময়ী, আপনি কল্যাণকর এবং ভাগীরথীও সাক্ষাৎ কল্যাণস্বরূপা; [illegible] কল্যাণকর বস্তু আর কুত্রাপি নাই। পার্ব্বতীপতি ভগবান হর, সেই ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্রভক্তি-[illegible] বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কাহলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! তোমরা ধন্য; কারণ, অতি পবিত্র মদীয় ক্ষেত্রে তোমাদিগের যখন ঈদৃশী ভক্তি উদিত হইয়াছে। জানিলাম, তোমরা এই ক্ষেত্রে অবস্থান হেতু রজঃ ও তমোগুণশূন্য হইয়া সত্ত্বময় হইয়াছ; তোমরা আর সংসারসমুদ্রে পতিত হইবে না। ২৯—৪২। যাহারা বারাণসীর ভক্ত, নিশ্চয় তাহারা আমাকেই ভক্তি করিয়া থাকে এবং তাহারা জীবন্মুক্ত ও তাহাদিগের উপরই মোক্ষলক্ষ্মী কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। যে সকল লোক কাশীস্থ যে কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর সহিতও বিরোধ করে, তাহারা সমুদয় বসুধাবাসীর সহিত ও আমার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, বারাণসীর নামনিচয় শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে, নিঃসন্দেহ সে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আনন্দিত করিয়া থাকে। যে সকল মানব, এই আনন্দকাননে বাস করে, তাহারা অপাপ হইয়া আমার হৃদয়মধ্যে বাস করিয়া থাকে। যাহারা আমার ক্ষেত্রে বাস, আমার প্রতি ভক্তি ও মচ্চিহ্ন ধারণ করে, তাহাদিগকে মোক্ষোপদেশ দান করি। যাহাদিগের হৃদয়মধ্যে নির্ব্বাণমুক্তিদায়িনী বারাণসী বিরাজ করে, তাহারা, মোক্ষলক্ষ্মীকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া মৎসন্নিধানে অবস্থান করিয়া থাকে। সাক্ষাৎ

৪৯। মোক্ষলক্ষ্মীরিয়ং কাশী ন যেভ্যঃ পরি-রোচতে। স্বর্লক্ষ্মীং কাঙ্ক্ষমাণেভ্যঃ পতিতাস্তে ন সংশয়ঃ॥ ৫০॥ কাশীং সমাক্রমাণানাং পুরু-ষার্থচতুষ্টয়ম্। পুরঃ কিঙ্করবত্তিষ্ঠেন্মমানুগ্রহতো দ্বিজাঃ॥ ৫১॥ আনন্দকাননে হ্যত্র জ্বলদ্দাবা-নলোঽস্ম্যহম্। কর্ম্মবীজানি জন্তূনাং জ্বালয়ে ন প্ররোহয়ে॥৫২॥ বস্তব্যং সততং কাশ্যাং যষ্টব্যোঽহং প্রযত্নতঃ। জেতব্যো কলিকালো চ রন্তব্যা মুক্তি-রঙ্গনা॥ ৫৩॥ প্রাপ্যাপি কাশীং দুর্ব্বুদ্ধির্যো ন মাম্পরিসেবতে। তস্য হস্তগতাপ্যাশু কৈবল্যশ্রীঃ প্রণশ্যতি॥ ৫৪॥ ধন্যা মদ্ভক্তিলক্ষ্মাণো ব্রাহ্মণাঃ কাশিবাসিনঃ। যুয়ং যচ্চেতসো বৃত্তের্ন দূরেঽহং ন কাশিকা॥ ৫৫॥ দাতব্যো বো বরাঃ কোঽত্র ব্রিয়তাং মে যথারুচি। প্রেয়াংসো মে যতো যুয়ং ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারিণঃ॥ ৫৬॥ ইতি পীত্বা মহে-শানমুখক্ষীরাব্ধিজাং সুধাম্। পরিতৃপ্তা দ্বিজাঃ সর্ব্বে বব্রুর্ব্বরমনুত্তমম্॥ ৫৭॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। উমাপতে মহেশান সর্ব্বজ্ঞ বর এষ নঃ। কাশী কদাপি ন ত্যাজ্যা ভবতা ভবতাপহৃৎ॥ ৫৮॥ বচনাদ্ ব্রাহ্মণানাং তু শাপো মা প্রভবত্বিহ। কদাচিদপি কেষাঞ্চিৎ কাশ্যাং মোক্ষান্তরায়কঃ॥ ৫৯॥ তব পাদাম্বুজদ্বন্দ্বে নির্দ্বন্দ্বা ভক্তিরস্তু নঃ। আকলেবরপাতঞ্চ কাশীবাসোঽস্তু নোঽনিশম্॥ ৬০॥ কিমন্যেন বরেণেশ দেয় এষ বরো হি নঃ। অবধেহন্ধকধ্বংসিন্ বরমন্যং বৃণীমহে॥ ৬১॥ তব প্রতিনিধীকৃত্যাস্মাভিস্বদ্ভক্তিভাবিতৈঃ। প্রতি-ষ্ঠিতেষু লিঙ্গেষু সান্নিধ্যং ভবতোঽস্ত্বিহ॥ ৬২॥ শ্রুত্বেতি তেষাং বাক্যানি তথাস্ত্বিতি পিনাকিনা। প্রোচেঽন্যোঽপি বরো দত্তো জ্ঞানং বঃ ভবিষ্যতি॥ ৬৩॥ পুনঃ প্রোবাচ দেবেশো নিশাময়ত ভো দ্বিজাঃ। হিতং বঃ কথয়াম্যত্র তদনুষ্ঠীয়তাং ধ্রুবম্॥ ৬৪॥ সেব্যোত্তরবহা নিত্যং লিঙ্গমর্চ্চ্যং প্রযত্নতঃ। দমো দানং দয়া নিত্যং কর্ত্তব্যং মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ৬৫॥ ইদমেব রহস্যঞ্চ কথিতং ক্ষেত্রবাসিনাম্। মতিঃ পরহিতা কার্য্যা বাচ্যং

মোক্ষলক্ষ্মীস্বরূপা এই বারাণসীতে স্বর্গলক্ষ্মীপ্রার্থ, যে সকল ব্যক্তির অভিরুচি হয় না, তাহারা নিঃসন্দেহ পতিত। হে দ্বিজগণ! কাশীপ্রার্থী মানবগণের মদীয়ানুগ্রহে চতুর্ব্বর্গফল কিঙ্করের ন্যায় সন্নিহিত থাকে। আমি এই আনন্দকাননে প্রজ্বলিত দাবানলের ন্যায়, জীবগণের কর্ম্মবীজ সকল দগ্ধ করিয়া থাকি; তাহারা আর অঙ্কুরিত হইতে পারে না। এই কাশীধামে সতত বাস ও যত্নাতিশয় সহকারে মদীয় পূজা করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে কলি ও কালকে পরাজয়পূর্ব্বক মুক্তিরূপ অঙ্গনার সহিত বিহার করিতে পারা যায়। যে মূঢ় কাশীতে উপস্থিত হইয়াও আমার সেবা না করে, তাহার মোক্ষলক্ষ্মী করতলগত হইলেও ত্বরায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা যখন মদীয় ভক্তিচিহ্ন ধারণ করত কাশীধামে অবস্থান করিতেছ, তখন তোমরাই ধন্য; আমি ও এই বারাণসী সতত তোমাদিগের হৃদয়স্থিত। আমি তোমাদিগকে বরদান করিব, তোমরা যথেচ্ছ বর প্রার্থনা কর; যেহেতু তোমরা আমার অতিপ্রিয় ও কাশীক্ষেত্রে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। তখন সেই সকল দ্বিজ, শঙ্করের বদনরূপ ক্ষীরসাগর হইতে সমুদ্ভূত বচন-সুধা পান করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিলেন,—হে উমাপতে! হে মহেশান! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে ভবতাপহারিন্! কাশীধাম যেন কখনই আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হয়, কখনই যেন কাশীধামে ব্রাহ্মণবাক্যে কাহারও মুক্তিবিঘ্নকর অভিসম্পাত সফল না হয়, আপনার পাদপদ্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি থাকে এবং কলির অবসান পর্য্যন্ত যেন আমরা এই স্থানে বাস করিতে পারি।৪৯-৬০। হে ঈশ্বর! অন্য বরে প্রয়োজন নাই; এই বরই দিন। হে অন্ধকরিপো! আর এক বর প্রার্থনা করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমরা ভক্তিভাবে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ যে সকল লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাতে আপনার সান্নিধ্য থাকুক। দ্বিজগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান্ পিনাকী, "তথাস্তু" বলিয়া "তোমাদের জ্ঞানোদয় হইবে" পুনরায় এইরূপ বরপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! শ্রবণ কর, আমি তোমাদিগকে হিতোপদেশ করিতেছি; তোমরাও নিশ্চয় তাহা প্রতিপালন করিবে। মুক্তিপ্রার্থীদিগের প্রতিদিন উত্তরবাহিনীর সেবা, অতি যত্নে লিঙ্গপূজা এবং ইন্দ্রিয়সংযম, দানক্রিয়া ও জীবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করা বিধেয়। কাশীবাসীদিগের কর্ত্তব্য এই রহস্যবিষয় প্রকাশ করিলাম। আর নিরন্তর পরের হিতাভিলাষ করিবে, কাহারও প্রতি কটুবাক্য ব্যবহার করিবে না এবং যেহেতু

লোকেশকৃষ্ণচঃ। ৬৬। মনসাপি ন কর্ত্তব্যমেনোহত্র দ্বিজগীষুণা।. অত্রত্যমক্ষয়ং যস্মাৎ সুকৃতং সুকৃতে-তরং। ৬৭। অন্যত্র যৎকৃতং পাপং তৎকাশ্যাং পরিণশ্যতি। বারাণস্যাং কৃতং পাপমন্তর্গেহে প্রণশ্যতি। ৬৮। অন্তর্গেহে কৃতং পাপং পৈশাচ্য-নরকাবহম্। পিশাচনরকপ্রাপ্তির্গচ্ছত্যেব বহি-র্যদি। ৬৯। ন কল্পকোটিভিঃ কাশ্যাং কৃতং কর্ম্ম প্রমৃজ্যতে। কিন্তু রুদ্রপিশাচত্বং জায়তেঽত্রা-যুতত্রয়ম্। ৭০। বারাণস্যাং স্থিতো যো বৈ পাতকেষু রতঃ সদা। যোনিং প্রাপ্যাপি পৈশাচীং বর্ষাণামযুতত্রয়ম্। ৭১। পুনরত্রৈব নিবসন্ জ্ঞানং প্রাপ্সত্যনুত্তমম্। তেন জ্ঞানেনথ সম্প্রাপ্তে মোক্ষমাপ্স্যত্যনুত্তমম্। ৭২। দুষ্কৃতানি বিধায়েহ বহিঃ পঞ্চত্বমাগতাঃ। তেষাং গতিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ। ৭৩। যামাখ্যা মে গণাঃ সন্তি ঘোরা বিকৃতমূর্ত্তয়ঃ। মুষায়াং তে ধমন্ত্যাদৌ ক্ষেত্রদুষ্কৃতকারিণঃ। ৭৪। নয়ন্ত্যনুপ-প্রায়াঞ্চ ততঃ প্রাচীং দুরাসদাম্। বর্ষাকালে-দুরাচারান্ পাতয়ন্তি মহাজলে। ৭৫। জলৌকাভিঃ সপক্ষাভির্দন্দশূকৈর্জলোদ্ভবৈঃ। দুর্নিবারৈশ্চ মশ-কৈর্দশ্যন্তে তে দিবানিশম্। ৭৬। ততো যাম্যো-হিমর্ত্তৌ তে নীয়ন্তেঽদ্রৌ হিমালয়ে। অশনাবরণৈ-হীনাঃ ক্লেশ্যন্তে তে দিবানিশম্। ৭৭। মরুস্থলে ততো গ্রীষ্মে বারিবৃক্ষবিবর্জ্জিতে। দিবাকরকরৈ-স্তীব্রৈস্তাপ্যন্তে তে পিপাসিতাঃ। ৭৮। ক্লেশিতাস্তে গণৈরুগ্রৈর্যাতনাভিঃ সমন্ততঃ। ইত্থং কালমসংখ্যাত-মানীয়ন্তে ততস্ত্বিহ। ৭৯। নিবেদয়ন্তি তে যামাঃ কালরাজান্তিকে ততঃ। কালরাজোঽপি তান্ দৃষ্ট্বা কর্ম্ম সংস্মার্য্য দুষ্কৃতম্। ৮০। বিবস্ত্রান্ ক্ষুত্তৃষার্ত্তাংশ্চ লগ্নপৃষ্ঠোদরত্বচঃ। অন্যৈ রুদ্রপিশাচৈশ্চ সহ সংযোজয়ত্যপি। ৮১। ততো রুদ্রপিশাচাস্তে ভৈরবানুচরাঃ সদা। সহন্তে ক্রমমত্যর্থং ক্ষুত্তৃষ্ণোগ্রদুঃ-সম্ভবম্। ৮২। আহারং রুধিরোন্মিশ্রং তে লভন্তে কদাচন। এবং ত্র্যযুতসংখ্যাকং কালং তত্রাতি-দুঃখিতাঃ। ৮৩। শ্মশানস্তম্ভমভিতো নীয়ন্তে কণ্ঠ-পাশিতাঃ। পিপাসিতা অপি ন তেঽম্বুস্পর্শমপি চাপ্নুয়ুঃ। ৮৪। অথ সংক্ষীণপাপাস্তে কালভৈরব-

---

কাশীতে অনুষ্ঠিত পাপ ও পুণ্য উভয়ই অক্ষয় হয়, সেই হেতু জিগীষাবুদ্ধিতে মনেও কখন পাপসঞ্চয় করিবে না।. অন্যস্থানকৃত পাতক কাশীতে ও কাশীতে কৃতপাতক অন্তর্গৃহে বিনষ্ট হয়; এবং অন্তর্গৃহে অনুষ্ঠিত পাতক পিশাচনরক-ভোগের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু অন্তর্গৃহের বাহিরে সঞ্চিত হইলে ঐ নরক ভোগ করিতে হয় না। কাশীকৃত কর্ম্মের ফল কোটী কল্পেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কাশীপাতকী ব্যক্তি ত্রি-অযুত বর্ষ রুদ্রপিশাচত্ব লাভ করিয়া কালযাপন করে। যে ব্যক্তি বারাণসীতে বাস করিয়া নিরন্তর পাপ-কার্য্যে রত থাকে, সে ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ পিশাচ-যোনি ভোগ করত পুনরায় কাশীবাসী হইয়া অনুত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া অনুত্তম মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! যাহারা এই কাশীধামে প্রভূত দুষ্কার্য্য করিয়া কাশীর বহি-র্ভাগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের যেরূপ গতি, বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার যামনামক বিকটা-কার ক্রূরকর্ম্মা কতকগুলি গণ আছে, তাহারা কাশী-পাতকীদিগকে অগ্রে অগ্নির উত্তাপে মূষানামক যন্ত্রে দ্রবীভূত করিয়া থাকে; পরে বর্ষাকালে [illegible] [illegible] স্থানে লইয়া গিয়া তীব্র জলমধ্যে নিমগ্ন করে, তথায় দিবানিশি পক্ষযুক্ত জলৌকা, জলোদ্গত ভুজঙ্গম ও দুর্নিবার মশকগণ তাহাদিগকে দংশন করিয়া থাকে। ৬১-৭৬। অনন্তর শীতঋতুতে হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া যায়। সে স্থানে তাহারা ভোজন ও আবরণবিহীন হইয়া অহোরাত্র অসীম ক্লেশ ভোগ করে। অতঃপর প্রচণ্ড গ্রীষ্মসময়ে বৃক্ষবিহীন জলশূন্য মরুভূমিতে লইয়া যায়। তথায় পাপিগণ, নিরন্তর পিপাসাকুল হইয়া তীব্র দিবাকর-করে ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মদীয় গণগণ এইরূপে অনন্তকাল অনন্ত যন্ত্রণা দিয়া পরে পুনরায় এই স্থানে আনয়নপূর্ব্বক মহাকালসন্নিধানে তাহাদিগের পাপকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তখন মহাকাল, অবলোকনপূর্ব্বক তাহাদিগের দুষ্কৃতকর্ম্ম মার্জ্জিত করিয়া, সেই ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্ত জীর্ণ-শীর্ণকলেবর বস্ত্রবিহীন পাপীদিগকে অন্যান্য রুদ্র-পিশাচদিগের সহিত মিলিত করিয়া থাকেন। অন-ন্তর তাহারা, ভৈরবানুচর রুদ্রপিশাচ হইয়া সর্ব্বদা ক্ষুধাতৃষ্ণাদিজনিত নিরতিশয় ক্লেশ ভোগ করে। কেবলমাত্র কদাচিৎ রুধিরমিশ্রিত আহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ত্রিঅযুতবর্ষ এই প্রকার অতিদুঃখে শ্মশানস্তম্ভের চারিদিকে গলরজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া কালক্ষেপ করে। অতিপিপাসাকুল হইলেও জল-বিন্দু স্পর্শ করিতে পারে না। অতঃপর কাল-

দর্শনাৎ। ইহৈব দেহিনো ভুক্ত্বা মৃত্যন্তে তে মমাজ্ঞয়া ॥ ৮৫ ॥ তস্মাৎ কাময়েতাত্র বাঙ্মনঃ-কর্ম্মণাপ্যঘম্। শুচৌ পথি সদা স্থেয়ং মহালাভ-প্রতীপ্সুভিঃ ॥ ৮৬॥ নাবিমুক্তে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিল্বিষী। মমানুগ্রহমাসাদ্য গচ্ছত্যেব পরাং গতিম্ ॥ ৮৭॥ অনাশনং যঃ কুরুতে মদ্ভক্ত ইহ সুব্রতঃ। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৮৮॥ অশাশ্বতমিদং জ্ঞাত্বা মানুষ্যং বহুকিল্বিষম্। অবিমুক্তং সদা সেব্যং সংসারভয়মোচকম্ ॥ ৮৯॥ নাস্তৎ পশ্যামি জন্তূনাং মুক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনীং প্রায়শ্চিত্তং কলৌ যুগে ॥ ৯০॥ জন্মান্তরসহস্রেষু যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্। অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎসর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্ ॥ ৯১॥ জন্মান্তর-সহস্রেষু যুঞ্জন্ যোগী যদাপ্নুয়াৎ। তদিহৈব পরো মোক্ষো মরণাদধিগম্যতে॥ ৯২ ॥ তির্য্যগ্‌যোনি-গতাঃ সত্ত্বা যেঽবিমুক্তকৃতালয়াঃ। কালেন নিধনং প্রাপ্তাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯৩॥ অবিমুক্তং ন সেবন্তে যে মূঢ়াস্তমসাবৃতাঃ। বিণ্মূত্ররেতসাং মধ্যে তে বসন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ৯৪॥ অবিমুক্তে সমাসাদ্য যো লিঙ্গং স্থাপয়েৎ সুধীঃ। কল্পকোটি-শতৈর্বাপি নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ ॥ ৯৫॥ গ্রহনক্ষত্র-তারাণাং কালেন পতনং ধ্রুবম্। অবিমুক্তে মৃতানাং তু পতনং নৈব বিদ্যতে ॥ ৯৬॥ ব্রহ্মহত্যাং নরঃ কৃত্বা পশ্চাৎ সংযতমানসঃ। প্রাণাংস্ত্যজতি যঃ কাশ্যাং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭॥ স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতা যাশ্চ মম ভক্তিসমাহিতাঃ। অবিমুক্তে মৃতা বিপ্রা যান্তি তাঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৯৮॥ অত্রোৎক্রমণকালেঽহং স্বয়মেব দ্বিজোত্তমাঃ। দিশামি তারকং ব্রহ্ম দেহী স্যাদ্যেন তন্ময়ঃ ॥ ৯৯॥ মন্মনা মম ভক্তশ্চ ময়ি সর্ব্বার্পিতক্রিয়ঃ। যথা মোক্ষমিহাপ্নোতি ন তথাস্যত্র কুত্রচিৎ ॥ ১০০॥ মরণং নিশ্চিতং জ্ঞাত্বা গতিং চাসুখরূপিণীম্। চলমাগন্তুকং সর্ব্বং ততঃ কাশীং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১০১॥ কাশী সমাশ্রিতা যৈস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। তানত্র নির্ম্মলধিয়ো নির্ব্বাণশ্রীঃ সমাশ্রয়েৎ ॥ ১০২॥ কাশীস্থিতৈকমপি যঃ প্রীণয়েন্ন্যায়জৈর্ধনৈঃ। তেন

ভৈরবের দর্শনহেতু নিষ্পাপ হইয়া এই কাশীধামে পুনরায় জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মদীয়াজ্ঞায় বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা মহাফল ইচ্ছা করিবে, এইস্থানে বাক্য ও মনের দ্বারাও পাপকার্য্য তাহাদের করা উচিত নহে; সতত সন্মার্গে অবস্থিতি করিবে। এই বারাণসীক্ষেত্রে ঘোর পাপচারী ব্যক্তিও দেহত্যাগ করিলে মদীয় কৃপায় পরমগতি লাভ করে। এইস্থানে যে মদীয় ভক্ত, অনশন ব্রত করিতে পারে, শতকোটি কল্পান্তর হইলেও তাহার আর সংসারে আসিতে হয় না। অর্থ, দেহ ও পরিচ্ছদাদি সমস্ত বস্তুই নশ্বর জানিয়া ভবভয়ভঞ্জন কাশীধামের সেবা করা কর্ত্তব্য। আমি, ঘোর কলিযুগে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী বারাণসী পুরী ভিন্ন প্রাণীদিগের আর প্রায়শ্চিত্ত দেখি না। কাশীতে প্রবেশমাত্র সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জও বিনষ্ট হইয়া থাকে। যোগী, সহস্র সহস্র জন্ম যোগাভ্যাস করিয়া যে মুক্তি লাভ করেন, কেবল এই স্থানে মৃত্যু হইলেই মানব তাদৃশ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে যে সকল তির্য্যক্ জাতিও বাস করে, তাহারাও সময়ে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। যে সকল মোহান্ধমানব, অবিমুক্তক্ষেত্রের সেবা না করে, তাহারা বারংবার বিষ্ঠা, মূত্র ও রেতোমধ্যে বাস করিয়া থাকে। যে জ্ঞানী ব্যক্তি, কাশীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, শতকোটী বর্ষেও তাহার পতন হয় না। ৭৭—৯৫। সময়ে গ্রহ ও নক্ষত্রগণেরও নিশ্চিত পতন আছে, কিন্তু যাহারা এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের আর পতন নাই। যে মানব ব্রহ্মহত্যা করিয়াও পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইয়া কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, নিঃসন্দেহ সেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যে সকল রমণী পতিব্রতা ও আমার প্রতি ভক্তিমতী, হে বিপ্রগণ! তাহারা এই স্থানে মৃত হইলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। এই কাশীধামে এক জন্মেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, অতএব ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য তপোবনে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। হে দ্বিজগণ! আমি এই স্থানে জীবগণের মৃত্যুসময়ে তারকব্রহ্ম উপদেশ করিয়া থাকি, তখন তাহারা তাহাতে তন্ময় হয়। যে ভক্ত সতত আমাকে ধ্যান করে ও সমুদয় ক্রিয়াফল আমাতে অর্পণ করে, এ স্থানে তাহার যাদৃশ মুক্তি-লাভ হয়, অন্য কুত্রাপি তাদৃশ হয় না। মৃত্যুকে স্থিরতর, সংসারগতিকে অসুখদায়িনী ও আর সমস্ত বিষয়কে নশ্বর জানিয়া কাশীকে আশ্রয় করা বিধেয়। যাহারা কায়মনোবাক্যে কাশীকে আশ্রয় করে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাণশ্রী

ত্রৈলোক্যমখিলং প্রীণিতং তু ময়া সহ ॥ ১০৩ ॥ যঃ প্রীণয়তি পুণ্যাত্মা নির্ব্বাণনগরীনরম্। পুমর্থেন দ্বিজেন্দ্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ প্রীণয়ামি তম্ ॥ ১০৪ ॥ দিবোদাসোঽপি রাজর্ষিঃ কাশীং ধর্ম্মেণ পালয়ন্। সদেহো মৎপদং প্রাপ্তো যতো ন পুনরাগতিঃ ॥ ১০৫ ॥ অত্র যোগস্তথা জ্ঞানং মুক্তিরেকেন জন্মনা। অতোঽবিমুক্তমাসাদ্য নান্যদ্গচ্ছেত্তপোবনম্ ॥ ১০৬ ॥ মোক্ষং সুদুর্লভং জ্ঞাত্বা সংসারং চাতিভীষণম্। অশ্মনা চরণৌ হত্বা কালমত্র প্রতীক্ষয়েৎ ॥ ১০৭ ॥ অবিমুক্তং পরিত্যজ্য যদা যাস্যন্তি দুর্ধিয়ঃ। হসিষ্যন্তি তদা ভূতান্যন্যোন্যং করতাড়নৈঃ ॥ ১০৮ ॥ প্রাপ্য বারাণসীং পুণ্যাং সিদ্ধিক্ষেত্রমনুত্তমম্। পরিনিষ্ক্রান্তমন্যত্র কস্য জন্তোর্মতির্ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥ মহাদানেন চান্যত্র যৎফলং লভ্যতে নরৈঃ। অবিমুক্তে তু কাকিণ্যাং দত্তায়াং তদবাপ্যতে ॥ ১১০ ॥ একং সমর্চ্চয়েল্লিঙ্গং তপস্তপ্যেত চাপরঃ। তয়োর্মধ্যে তু স শ্রেষ্ঠো যো লিঙ্গং পূজয়েদিহ ॥ ১১১ ॥ তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্যঃ প্রযচ্ছতি। একাহং যো বসেৎ কাশ্যাং কাশীবাসী তয়োর্বরঃ ॥ ১১২ ॥ অন্যত্র ব্রাহ্মণানাং তু কোটিং সম্ভোজ্য যৎফলম্। বারাণস্যাং তু চৈকেন ভোজিতেন তদাপ্যতে ॥ ১১৩ ॥ সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। তুলাপুরুষদানেন কাশীভিক্ষাসমা ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥ মমেহ পরমং জ্যোতিরাপাতালাদ্ব্যবস্থিতম্। অতীত্য সপ্তলোকাদীননন্তং লিঙ্গরূপধৃক্ ॥ ১১৫ ॥ পৃথিব্যন্তেঽপি যে লিঙ্গমবিমুক্তং স্মরন্তি মে। কলুষৈস্তে বিমুচ্যন্তে মহদ্ভিরিতিনিশ্চিতম্ ॥ ১১৬ ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে তু যেনাহং দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ সমর্চ্চিতঃ। সম্প্রাপ্য তারকং জ্ঞানং ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ১১৭ ॥ যো মামিহ সমভ্যর্চ্চ্য ম্রিয়তেঽন্যত্র কুত্রচিৎ। জন্মান্তরেঽপি মাং প্রাপ্য স বিমুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ১১৮ ॥ ইত্যুক্তা ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং দ্বিজানামগ্রতো হরঃ। পশ্যতামেব তেষাং তু তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবৎ ॥ ১১৯ ॥ তেঽপি সাক্ষাদ্বিরূপাক্ষং প্রত্যক্ষীকৃত্য বাড়বাঃ। প্রহৃষ্টমনসোঽত্যন্তং প্রযযুঃ স্বং স্বমাশ্রয়ম্ ॥ ১২০ ॥ শম্ভোর্বাক্যং বিনিশ্চিত্য

স্বয়ং আশ্রয় করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থদ্বারা কাশীবাসী এক ব্যক্তির প্রীতিসাধন করিতে পারে, সে আমার সহিত ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যে মানব, নির্ব্বাণনগরীস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করে, আমি স্বয়ং তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকি। রাজর্ষি দিবোদাস, ধর্ম্মানুসারে কাশীপুরী পালন করিয়া সশরীরে মদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে আর তাহাকে ভবযাতনা ভোগ করিতে হইবে না। এই স্থলে একজন্মেই যোগসিদ্ধি, জ্ঞান ও মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয়, অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ অন্যত্র গমন করার প্রয়োজন নাই। মানব, মোক্ষকে অতি দুর্লভ ও সংসারকে ভীষণ জানিয়া প্রস্তরাঘাতে চরণদ্বয় খঞ্জ করত এই স্থানেই সময় প্রতীক্ষা করিবে। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কাশী পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন অন্যত্র গমন করে, সেই সময় মদীয় ভূতগণ করতালি দিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিতে থাকে। অনুত্তম সিদ্ধিক্ষেত্র পবিত্র বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? মানব অন্যত্র মহাদান করিয়া যে ফলপ্রাপ্ত করে, এই স্থানে কাকিনীমাত্র দান করিলে তাদৃশ ফল হয়। এই স্থানে কেহ যদি লিঙ্গপূজা [illegible] অর্চ্চনা করে ও কেহ অন্যবিধ তপোনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে লিঙ্গোপাসক ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। অন্যত্র কোটী গোদান ও কাশীতে একাহমাত্র অবস্থিতি এই দুইয়ের মধ্যে কাশীবাসই উৎকৃষ্ট। ৯৬—১১২। অন্য স্থানে কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল, এই স্থানে একটীমাত্র ভোজিত হইলে সেই ফল হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষদানে ও কাশীতে মুষ্টিভিক্ষাদানে তুল্য ফল লাভ হয়। এই স্থানে আমার পরমজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অনন্তলিঙ্গরূপে সত্যলোকাদি অতিক্রম করিয়া পাতাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছি। পৃথিবীর প্রান্তভাগে অবস্থিত থাকিয়াও যাহারা কাশীস্থিত শিবলিঙ্গ স্মরণ করে, তাহারা মহৎ পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি পায়। যে ব্যক্তি এই স্থানে আমাকে দর্শন, স্পর্শ ও অর্চ্চনা করে, সে পরম জ্ঞান লাভ করিয়া আর জন্মগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি এই কাশীধামে আমাকে পূজা করত স্থানান্তরেও প্রাণত্যাগ করে, সে জন্মান্তরে আমার সাক্ষাৎকার পাইয়া বিমুক্ত হয়। ভগবান্ শঙ্কর দ্বিজগণকে এইরূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বলিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই দ্বিজগণ সাক্ষাৎ বিরূপাক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা [illegible]

সর্ব্বজ্ঞস্য কৃপানিধেঃ। ত্যক্ত্বা কার্য্যান্তরং বিপ্রা লিঙ্গান্যেব সমর্চ্চিষুঃ ॥ ১২১ ॥ স্কন্দ উবাচ। পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ রহস্যাখ্যানমুত্তমম্। শ্রদ্ধালুঃ পাতকৈর্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেত্ররহস্যকথনং নাম
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। জ্যেষ্ঠেশ্বরস্য পরিতো যানি লিঙ্গানি কুম্ভজ। তানি পঞ্চসহস্রাণি মুনীনাং সিদ্ধিদান্যলম্ ॥ ১ ॥ পরাশরেশ্বরং লিঙ্গং জ্যেষ্ঠেশাদুত্তরে মহৎ। তস্য দর্শনমাত্রেণ নির্ম্মলং জ্ঞানমাপ্যতে ॥ ২ ॥ তত্রৈব সিদ্ধিদং লিঙ্গং মাণ্ডব্যেশ্বরসংজ্ঞিতম্। ন তস্য দর্শনাজ্জাতু দুর্ব্বুদ্ধিং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৩ ॥ লিঙ্গং চ শঙ্করেশাখ্যং তত্রৈব শুভদং সদা। ভৃগুনারায়ণস্তত্র ভক্তানাং সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৪ ॥ জাবালীশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গং তত্রাতিসিদ্ধিদম্। তস্য সন্দর্শনাজ্জাতু ন জন্তুর্দুর্গতিং ব্রজেৎ ॥ ৫ ॥ সুমন্তুমুনিনা শ্রেষ্ঠস্তত্রাদিত্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য সন্দর্শনাদেব কুষ্ঠব্যাধিঃ প্রশাম্যতি ॥ ৬ ॥ ভৈরবী ভীষণা নাম তত্র ভীষণরূপিণী। ক্ষেত্রস্য ভীষণং সর্ব্বং নাশয়েত্তাবতোহর্চ্চিতা ॥ ৭ ॥ তত্রোপজঙ্ঘনে লিঙ্গং কর্ম্মবন্ধবিমোক্ষণম্। নৃভিঃ সংসেবিতং ভক্ত্যা ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিদং পরম্ ॥ ৮ ॥ ভারদ্বাজেশ্বরং লিঙ্গং লিঙ্গং মাদ্রীশ্বরং বরম্। একত্র সংস্থিতে দ্বে তু দ্রষ্টব্যে সুকৃতাত্মনা ॥ ৯ ॥ আরুণিস্থাপিতং লিঙ্গং তত্রৈব কলসোদ্ভব। তস্য লিঙ্গস্য সেবাতঃ সর্ব্বামৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥ লিঙ্গং বাজসনেয়াখ্যং তত্রাস্ত্যতিমনোহরম্। তস্য সন্দর্শনাৎ পুংসাং বাজপেয়ফলং ভবেৎ ॥১১॥ কণ্বেশ্বরং শুভং লিঙ্গং লিঙ্গং কাত্যায়নেশ্বরম্। বামদেবেশ্বরং লিঙ্গমৌতথ্যেশ্বরমেব চ ॥১২॥ হারীতেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গং বৈ গালবেশ্বরম্। কুম্ভেলিঙ্গং মহাপুণ্যং তথা বৈ কৌস্তুমেশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥ অগ্নিবর্ণেশ্বরঞ্চৈব নৈঋবেশ্বরমেব চ। বৎসেশ্বরং মহালিঙ্গং পর্ণাদেশ্বরমেব চ ॥ ১৪ ॥ সক্তুপ্রস্থেশ্বরং লিঙ্গং কণাদেশং তথৈব চ। অন্যত্তত্র মহালিঙ্গং

সর্ব্বজ্ঞ শম্ভুর তাদৃশ বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া অন্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবলিঙ্গেরই অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। স্কন্দ কহিলেন,—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই উৎকৃষ্ট উপাখ্যান পাঠ করেন বা করান, তিনি নিষ্পাপ হইয়া শিবলোকে বিরাজ করিয়া থাকেন। ১১৩—১২২।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! জ্যেষ্ঠেশ্বরের চতুর্দ্দিকে যে সকল শিবলিঙ্গ আছে, তাঁহাদের সংখ্যা পঞ্চসহস্র; মুনিগণ তাঁহাদের নিকট পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে পরাশরেশ্বর নামক মহৎ এক শিবলিঙ্গ বিরাজমান; তাঁহার অবলোকন মাত্র নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হয় এবং সেই স্থানেই মাণ্ডব্যেশ্বরনামক অপর এক সিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে মুনিবের কখনই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে না। তথায় সতত শুভপ্রদ শঙ্করেশ নামে আর এক লিঙ্গ ও ভক্তগণের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক ভৃগুনারায়ণ অবস্থিত। সেই স্থানেই পরম সিদ্ধিপ্রদ জাবালীশ্বরসংজ্ঞক লিঙ্গ আছেন; প্রাণিগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে কখনই দুর্গতিভোগ করে না। ১—৭। সেই স্থানেই সুমন্তুমুনিপ্রতিষ্ঠিত উত্তমতম আদিত্যমূর্ত্তি বিরাজিত; তাঁহাকে দর্শন করিলে কুষ্ঠব্যাধিও প্রশমিত হয় এবং তথায় ভীষণা নামে ভীষণরূপিণী ভৈরবী আছেন, ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলে ক্ষেত্রের বিপদ্ সকল বিদূরিত হইয়া থাকে। সেই স্থানেই উপজঙ্ঘনে স্থাপিত কর্ম্মবন্ধবিমোচক এক লিঙ্গ আছেন; মানবগণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে সেবা করিলে ছয়মাস মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করে এবং তথায় একস্থানে ভারদ্বাজেশ্বর ও মাদ্রীশ্বর নামক দুই লিঙ্গ আছেন; পুণ্যাত্মা লোকের তাঁহাদিগকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। হে কমলযোনে! সেই স্থলেই আরুণিকর্ত্তৃক স্থাপিত অপর এক লিঙ্গ আছেন; তাঁহার সেবা করিলে সর্ব্বসম্পদ্ লাভ হয় ও বাজসনেয়াখ্য যে মনোহর আর এক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে অবলোকন করিলে জনগণের অশ্বমেধের ফল হয় এবং সেই স্থানে কণ্বেশ্বর, কাত্যায়নেশ্বর, বামদেবেশ্বর, মৈত্রেয়েশ্বর, হারীতেশ্বর, গালবেশ্বর, কুম্ভীশ্বর, কৌথুমেশ্বর, অগ্নিবর্ণেশ্বর, নৈঋবেশ্বর, বৎসেশ্বর, পর্ণাদেশ্বর, সক্তুপ্রস্থেশ্বর ও কণাদেশ্বর

মাণ্ডুকায় নিরূপিতম্ ॥ ১৫ ॥ বাভ্রবেয়েশ্বরং লিঙ্গং শিলাবৃত্তীশ্বরং তথা। চ্যবনেশ্বরলিঙ্গঞ্চ শালকায়নকেশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥ কলিন্দমেশ্বরং লিঙ্গং লিঙ্গমক্রোধনেশ্বরম্। লিঙ্গং কপোতবৃত্তীশং কঙ্কেশং কুন্তলেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥ কণ্ঠেশ্বরং কহোলেশং লিঙ্গং তুম্বুরুপূজিতম্। মতঙ্গেশং মরুত্তেশং মগধেয়েশ্বরং তথা ॥ ১৮ ॥ জাতুকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং জম্বুকেশ্বরমেব চ। জারুধীশং জলেশঞ্চ জাল্মেশং জালকেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥ এবমাদীনি লিঙ্গানি অযুতার্দ্ধানি কুম্ভজ। স্মরণাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাদর্চ্চনান্নমনাৎ স্তুতেঃ ॥ ২০ ॥ ন জাতু জায়তে জন্তোঃ কলুষস্য সমুদ্ভবঃ। এতেষাং শুভলিঙ্গানাং জ্যেষ্ঠস্থানেঽতিপাবনে ॥ ২১ ॥ স্কন্দ উবাচ। একদা তত্র যদ্বৃত্তং জ্যেষ্ঠস্থানে মহামুনে। তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাঘবিনাশনম্ ॥ ২২ ॥ স্বৈরং বিহরতস্তত্র জ্যেষ্ঠস্থানে মহেশিতুঃ। কৌতুকেনৈব চিক্রীড় শিবা কন্দুকলীলয়া ॥ ২৩ ॥ উদঞ্চন্ত্যঞ্চদঙ্গানাং লাঘবং পরিতন্বতী। নিঃশ্বাসামোদমুদিতভ্রমরাকুলিতেক্ষণা ॥ ২৪ ॥ ভ্রশ্যদ্ধম্মিল্লসম্মাল্যস্বপুটীকৃতভূমিকা। স্বিদ্যৎকপোলপত্রালীস্রবদম্বুকণোজ্জ্বলা ॥ ২৫ ॥ স্ফুটচ্চোলাংশুকপথনির্য্যদঙ্গপ্রভাবৃতা। উল্লসৎকন্দুকাস্ফালাতিশোণিতকরাম্বুজা ॥ ২৬ ॥ কন্দুকানুগসদৃষ্টিনর্ত্তিতভ্রূলতাঞ্চলা। মৃড়ানী কিল খেলন্তী দদৃশে জগদম্বিকা ॥ ২৭ ॥ অন্তরিক্ষচরাভ্যাঞ্চ দিতিজাভ্যাং মনোহরা। কটাক্ষিতাভ্যামিব বৈ সমুপাস্থিতমৃত্যুনা ॥ ২৮ ॥ বিদলোৎপলসংজ্ঞাভ্যাং দৃপ্তাভ্যাং বরতো বিধেঃ। তৃণীকৃতত্রিজগতীপুরুষাভ্যাং স্বদোর্ব্বলাৎ ॥ ২৯ ॥ দেবীং পরিজিহীর্ষূ তৌ বিষমেষুপ্রপীড়িতৌ। দিবোঽবতেরতুঃ ক্ষিপ্রং মায়াং স্বীকৃত্য শাম্বরীম্ ॥ ৩০ ॥ ধৃত্বা পারষদীং মূর্ত্তিমায়াতাবম্বিকান্তিকম্। তাবত্যন্তং সুদুর্বৃত্তাবতিচঞ্চলমানসৌ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বজ্ঞেন পরিজ্ঞাতৌ চাঞ্চল্যাল্লোচনোদ্ভবাৎ। কটাক্ষিতাথ দেবেন দুর্গা দুর্গারিঘাতিনী ॥ ৩২ ॥ বিজ্ঞায় নেত্রসংজ্ঞাস্তু সর্ব্বজ্ঞার্দ্ধশরীরিণী। তেনৈব কন্দুকেনাথ যুগপন্নিজঘান তৌ ॥ ৩৩ ॥ মহাবলৌ মহাদেব্যা কন্দুকেন সমাহতৌ। পরিভ্রম্য পরিভ্রম্য তৌ দুষ্টৌ বিনিপেততুঃ ॥ ৩৪ ॥ বৃন্তাদিব ফলে পক্কে তালাদনিললোলিতে। দম্ভোলিনা পরিহতে শৃঙ্গে ইব মহাগিরেঃ ॥ ৩৫ ॥ তৌ নিপাত্য মহাদৈত্যা-

---

আর কিঞ্চিদ্দূরে মহৎ মাণ্ডুকেশ্বর, বাভ্রবেয়েশ্বর, শিলবৃত্তীশ্বর, চ্যবনেশ্বর, শালেশ্বর, কায়নেশ্বর, কলিঙ্গেশ্বর, অক্রোধনেশ্বর, কপোতবৃত্তীশ্বর, কঙ্কেশ্বর, কুন্তলেশ্বর, কণ্ঠেশ্বর, তুম্বুরুপূজিত কহোলেশ্বর, মতঙ্গেশ্বর, মরুত্তেশ্বর, মাগধেয়েশ্বর, জাতুকর্ণেশ্বর, জম্বুকেশ্বর, জারুধীশ্বর, জলেশ্বর, জাল্মেশ্বর ও জালকেশ্বর প্রভৃতি অযুতার্দ্ধ শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। অতি পবিত্র জ্যেষ্ঠস্থানে অবস্থিত শুভপ্রদ ঐ সকল লিঙ্গের স্মরণ, দর্শন, স্পর্শন, পূজন, মনন ও স্তুতি করিলে জীবগণকে কখনই পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। কার্ত্তিকেয় বলিলেন—হে মুনিবর! একদা জ্যেষ্ঠস্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। মহেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতেছিলেন ও মহেশ্বরী কন্দুকক্রীড়ায় তৎপরা ছিলেন। তৎকালে মহেশ্বরী, স্বীয় অঙ্গ পরিচালনে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার নিশ্বাসসৌরভে আকুল হইয়া মধুকরগণ তদীয় দৃষ্টির ব্যাঘাত করিতেছিল। কেশবন্ধনস্খলিত সুগন্ধ মাল্যে সেই স্থান আবৃত হইয়াছিল। পত্রাবলী-বিরাজী তদীয় গণ্ডস্থলে স্বেদবিন্দু নির্গত হইয়া পরম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছিল। সূক্ষ্ম-অংশুকরন্ধ্র হইতে অঙ্গপ্রভা নির্গত হইতেছিল। কন্দুকসঞ্চালনে তাঁহার করতল আরক্ত ও কন্দুকানুসরণক্রমে নেত্রত্রয় পরিচালিত হওয়ায় ভ্রূযুগল নৃত্যকারী হইয়াছিল। জগন্মাতা মৃড়ানী এইরূপ ক্রীড়া করিতেছেন, এমত সময়ে ভুজবল-গর্ব্বিত অন্তরীক্ষচর বিদল ও উৎপল নামক দৈত্যদ্বয় যেন আসন্নমৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তাঁহাকে দেখিয়া অনঙ্গশরে প্রপীড়িত হইল। উহারা ত্রিভুবনকে তৃণের ন্যায় মনে করিয়া থাকে। এজন্য দেবীকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে শাম্বরী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক পারিষদ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গগনমার্গ হইতে অম্বিকা-সন্নিধানে অবতরণ করিতে লাগিল। তখন সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর, সেই কামপীড়িত দুর্ব্বৃত্ত অসুরদ্বয়ের নেত্রচাঞ্চল্য দর্শনে অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। অনন্তর, মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী মহেশ্বরী, তাঁহার নেত্রভঙ্গি বুঝিয়া সেই ক্রীড়াকন্দুক দ্বারাই এককালে সেই দৈত্যদ্বয়কে আহত করিলেন। তখন তাহারা বৃন্ত হইতে বায়ু-চালিত পরিপক্ব তালফলদ্বয়ের ন্যায় এবং পর্ব্বত হইতে অশনি-তাড়িত শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, ঘূর্ণ্যমান হইতে হইতে পতিত হইল। ৮—৩৫। অনন্তর সেই কন্দুক, মহাদৈত্য-

বধার্য্যকরণোদ্যতো। ততঃ পরিণতিং যাতো লিঙ্গরূপেণ কন্দুকঃ ॥ ৩৬ ॥ কন্দুকেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ তল্লিঙ্গমভবত্তদা। জ্যেষ্ঠেশ্বরসমীপে তু সর্ব্বদুষ্টনিবারণম্ ॥ ৩৭ ॥ কন্দুকেশসমুৎপত্তিং যঃ শ্রোষ্যতি মুদান্বিতঃ। পূজয়িষ্যতি যো ভক্তস্তস্য দুঃখভয়ং কুতঃ ॥ ৩৮ ॥ কন্দুকেশ্বরভক্তানাং মানবানাং নিয়েনসাম্। যোগক্ষেমং সদা কুর্য্যাত্তবানী ভয়নাশিনী ॥ ৩৯ ॥ মৃড়ানী তস্য লিঙ্গস্য পূজাং কুর্য্যাৎ সদৈব হি। তত্রৈব দেব্যাঃ সান্নিধ্যং পার্ব্বত্যা ভক্তসিদ্ধিদম্ ॥ ৪০ ॥ কন্দুকেশং মহালিঙ্গং কাশ্যাং যৈর্ন সমর্চ্চিতম্। কথং তেষাং ভবানীশৌ স্যাতাং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদৌ ॥ ৪১ ॥ দ্রষ্টব্যঞ্চ প্রযত্নেন তল্লিঙ্গং কন্দুকেশ্বরম্। সর্ব্বোপসর্গসঙ্ঘাত-বিঘাতকরণং পরম্ ॥৪২॥ কন্দুকেশ্বরনামাপি শ্রুত্বা বৃজিনসন্ততিঃ। ক্ষিপ্রং ক্ষয়মবাপ্নোতি তমঃ প্রাপ্যোষ্ণগুং যথা ॥৪৩॥ স্কন্দ উবাচ। সংশৃণুষ মহাভাগ জ্যেষ্ঠেশ্বরসমীপতঃ। যদ্‌বৃত্তান্তমভূদ্বিপ্র পরমাশ্চর্য্যকৃদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪৪ ॥ দণ্ডখাতে মহাতীর্থে দেবর্ষিপিতৃতৃপ্তিদে। তপ্যমানেষু বিপ্রেষু নিষ্কামং পরমং তপঃ ॥ ৪৫ ॥ দৈত্যো দুন্দুভিনির্হ্রাদো দুষ্টঃ প্রহ্লাদমাতুলঃ। দেবাঃ কথং সুজেয়াঃ স্যুরিত্যুপায়মচিন্তয়ন্ ॥ ৪৬ ॥ কিম্বলাশ্চ কিমাহারাঃ কিমাধারা হি দেবতাঃ। বিচার্য্য বহুশো দৈত্যস্তত্ত্বং বিজ্ঞায় নিশ্চিতম্ ॥ ৪৭ ॥ অবশ্যমগ্রজন্মানো হেতবোঽত্র বিচারতঃ। ব্রাহ্মণান্ হন্তুমসকৃৎকৃতবান্নুদ্যমং ততঃ ॥ ৪৮ ॥ যতঃ ক্রতুভুজো দেবাঃ ক্রতবো বেদসম্ভবাঃ। তে বেদা ব্রাহ্মণাধীনাস্তত্তো দেববলং দ্বিজাঃ ॥ ৪৯ ॥ নিশ্চিতং ব্রাহ্মণাধারাঃ সর্ব্বে বেদাঃ সবাসবাঃ। গীর্ব্বাণা ব্রাহ্মণবলা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫০ ॥ ব্রাহ্মণা যদি নষ্টাঃ স্যুর্ব্বেদা নষ্টাস্ততঃ স্বয়ম্। আম্নায়েষু প্রনষ্টেষু বিনষ্টাঃ শতমন্যবঃ ॥ ৫১ ॥ যজ্ঞেষু নাশং গচ্ছৎসু হৃতাহারাস্ততঃ সুরাঃ। নির্ব্বলাঃ সুখজেয়াঃ স্যুর্জ্জিতেষু ত্রিদশেষথ ॥ ৫২ ॥ অহমেব ভবিষ্যামি মান্যস্ত্রিজগতীপতিঃ। আহরিষ্যামি দেবানামক্ষয়াঃ সর্ব্বসম্পদঃ ॥ ৫৩ ॥ নির্ব্বেক্ষ্যামি সুখান্যেব রাজ্যে নিহতকণ্টকে। ইতি নিশ্চিত্য দুর্ব্বুদ্ধিঃ পুনশ্চিন্তিতবান্মুনে ॥ ৫৪ ॥ দ্বিজাঃ ক সন্তি ভূয়াংসো ব্রহ্মতেজোঽতিবৃংহিতাঃ। শ্রুত্যধ্যয়নসম্পন্নাস্তপোবলসমন্বিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ ভূয়সাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ স্থানং বারাণসী ভবেৎ। তানাদাবুপসংহৃত্য যামি

দ্যত দৈত্যদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বরের নিকটে সর্ব্বদুষ্টনিবারক জ্যেষ্ঠেশ্বরনামক লিঙ্গরূপ ধারণ করিল। যে মানব, হৃষ্টান্তঃকরণে উক্ত কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তিকথা শ্রবণ ও তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহার আর দুঃখভয় কোথায়? স্বয়ং ভবনাশিনী ভবানী, কন্দুকেশ্বরভক্ত নিষ্পাপ মানবগণের সর্ব্বদা যোগক্ষেম বিধান করিয়া থাকেন। ঐ লিঙ্গে দেবী পার্ব্বতীর ভক্তসিদ্ধিপ্রদ সান্নিধ্য আছে এবং তিনি সতত উহার অর্চ্চনা করেন। কাশীধামে যাহারা মহালিঙ্গ কন্দুকেশ্বরকে পূজা না করে, শঙ্কর ও শঙ্করী তাহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করেন না। সর্ব্বোপসর্গনাশক উক্ত কন্দুকেশ্বরের নাম শ্রবণমাত্র সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় সমস্ত পাপ ত্বরায় বিলীন হইয়া থাকে। স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাভাগ! জ্যেষ্ঠেশ্বরের সমীপে যে আশ্চর্য্য বিবরণ ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ দণ্ডখাতনামক মহাতীর্থে ব্রাহ্মণগণ নিষ্কাম হইয়া পরম তপশ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে দুন্দুভিনির্হ্রাদনামক প্রহ্লাদের মাতুল দুষ্ট এক দৈত্য মনে মনে চিন্তা করিল, কিরূপে দেবগণকে জয় করিতে পারি? উঁহাদের কি বল? কি আধার ও আহারই বা কি? সেই দৈত্য, বহুবার এইরূপ বিচার করিয়া নির্ণয় করিল, ব্রাহ্মণই উঁহাদের অজেয় হইবার কারণ। তখন সে, ব্রাহ্মণগণকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ভাবিল, যখন দেবগণ যজ্ঞভোজী, যজ্ঞও বেদবিহিত এবং ব্রাহ্মণেরাই বেদের আশ্রয়, তখন নিশ্চয়ই দ্বিজগণ ইন্দ্রাদি সুরগণের আশ্রয় ও বল, এ বিষয়ে আর বিচার্য্য নাই। ৩৬—৫০। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে যদি বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলেই বেদ বিনষ্ট হইল; বেদ বিনষ্ট হইলেই যজ্ঞলোপ, যজ্ঞ লোপ পাইলেই উঁহারা নিরাহারে দুর্ব্বল হইবে; তখন অনায়াসে উঁহাদিগকে জয় করিতে পারিব এবং সুরগণ পরাজিত হইলে আমিই ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়া তাঁহাদিগের অক্ষয় সম্পদ্ সকল আহরণ করিব ও নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিতে থাকি। হে মুনে! সেই দুর্ব্বুদ্ধি দৈত্য, এইরূপ স্থির করিয়া পুনরায় ভাবিল, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, তপোবলসমন্বিত, বেদাধ্যয়ননিরত প্রভূত ব্রাহ্মণ কোথায় আছে? বোধ হয়, বারাণসীতেই বহুল ব্রাহ্মণের বাস; সুতরাং অগ্রে বারাণসীস্থ দ্বিজ-

তীর্থানাং ততঃ ॥ ৫৬ ॥ যত্র যত্র হি তীর্থেষু যত্র যত্রাশ্রমেষু চ। সন্তি সর্ব্বেহগ্রজন্মানস্তে ময়াদ্যাঃ স্বয়ন্ততঃ ॥ ৫৭ ॥ ইতি দুন্দুভিনির্হ্রাদো মতি কৃত্বা কুলোচিতান্। প্রাপ্যাপি কাশীং দুর্বৃত্তো মায়াবী ব্যবধীদ্দ্বিজান্ ॥ ৫৮ ॥ সমিৎকুশান্ সমাদাতুং যত্র যান্তি দ্বিজোত্তমাঃ। অরণ্যে তত্র তান্ সর্ব্বান্ স ভক্ষয়তি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৫৯ ॥ যথা কোহপি ন বেত্ত্যেব তথা চ্ছন্নোহভবৎ পুনঃ। বনে বনেচরো ভূত্বা যাদোরূপী জলাশয়ে ॥ ৬০ ॥ অদৃশ্যরূপী মায়াবী দেবানামপ্যগোচরঃ। দিবা ধ্যানপরস্তিষ্ঠেন্মুনিবন্মুনিমধ্যগঃ ॥ ৬১ ॥ প্রবেশমুটজানাঞ্চ নির্গমঞ্চ বিলোকয়ন্। যামিন্যাং ব্যাঘ্ররূপেণ ব্রাহ্মণান্ ভক্ষয়েদ্বহূন্ ॥ ৬২ ॥ নিঃশব্দমেব নয়তি ন ত্যজেদপি কীকসম্। ইত্থং নিপাতিতা বিপ্রাস্তেন দুষ্টেন ভূরিশঃ ॥ ৬৩ ॥ একদা শিবরাত্রৌ তু ভক্তস্ত্বেকো নিজোটজে। সপর্য্যাং দেবদেবস্য কৃত্বা ধ্যানস্থিতোহভবৎ ॥৬৪॥ স চ দুন্দুভিনির্হ্রাদো দৈত্যেন্দ্রো বলদর্পিতঃ। ব্যাঘ্ররূপং সমাস্থায় তমাদাতুং মতিং দধে ॥ ৬৫ ॥ তং ভক্তং ধ্যানমাপন্নং দৃঢ়চিত্তং শিবেক্ষণে। কৃতাস্ত্রমন্ত্রবিন্যাসং তং ক্রান্তুমশকন্ন সঃ ॥ ৬৬ ॥ অথ সর্ব্বগতঃ শম্ভুর্জ্ঞাত্বা তস্যাশয়ং হরঃ। দৈত্যস্য দুষ্টরূপস্য বধায় বিদধে ধিয়ম্ ॥ ৬৭ ॥ যাবদাদিৎসতি ব্যাঘ্রস্তাবদাদিরভূদ্ধরঃ। জগদ্রক্ষামণিস্ত্র্যক্ষো ভক্তরক্ষণদক্ষধীঃ ॥ ৬৮ ॥ রুদ্রমায়াস্তমালোক্য তদ্ভক্তার্চ্চিতলিঙ্গতঃ। দৈত্যস্তেনৈব রূপেণ ববৃধে ভূধরোপমঃ ॥ ৬৯ ॥ সাবজ্ঞমথ সর্ব্বজ্ঞং যাবৎ পশ্যতি দানবঃ। তাবদায়াস্তমাদায় কক্ষাযন্ত্রে ন্যপীড়য়ৎ ॥ ৭০ ॥ পঞ্চাস্যস্তথ পঞ্চাস্যং মুষ্ট্যা মূর্দ্ধন্যতাড়য়ৎ। স চ তেনৈব রূপেণ কক্ষানিষ্পেষণেন চ ॥ ৭১ ॥ অত্যার্ত্তমরটদ্ব্যাঘ্রো রোদসী পরিপূরয়ন্। তেন নাদেন সহসা সম্প্রবেপিতমানসাঃ ॥ ৭২ ॥ তপোধনাঃ সমাজগ্মুর্নিশি শব্দানুসারতঃ। তত্রেশ্বরং সমালোক্য কক্ষীকৃতমৃগেশ্বরম্ ॥৭৩ ॥ তুষ্টুবুঃ প্রণতাঃ সর্ব্বে শর্ব্বং জয়জয়াক্ষরৈঃ। পরিত্রাতা জগদ্ভ্রাতঃ প্রত্যূহাদারুণাদিতঃ ॥ ৭৪ ॥ অনুগ্রহং কুরুম্বেশ তিষ্ঠাত্রৈব জগদ্গুরো। অনেনৈব হি রূপেণ ব্যাঘ্রেশ ইতি নামতঃ ॥ ৭৫ ॥ কুরু রক্ষাং মহাদেব জ্যেষ্ঠস্থানস্য সর্ব্বদা। অন্যেভ্যোহপ্যুপসর্গেভ্যোস্ত্বিরক্ষ নস্তীর্থ-

---

গণকেই সংহার করিয়া পরে অন্য তীর্থে গমন করিব। যে যে তীর্থে বা যে যে আশ্রমে ব্রাহ্মণ আছে, আমি সকলকেই ভক্ষণ করিব। মায়াবী দুষ্টমতি দুন্দুভিনির্হ্রাদ, কুলোচিত এইরূপ বুদ্ধি করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইয়া দ্বিজগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। দ্বিজগণ সমিধ্ ও কুশ আহরণার্থ বনে গমন করিলে যাহাতে কেহ বিদিত না হয়, এইরূপে ভক্ষণ করিত। সে বনমধ্যে ব্যাঘ্রাদিমূর্ত্তি, জলমধ্যে কুম্ভীরাদি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। সেই মায়াবী, দিবাভাগে মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক দেবগণেরও অদৃশ্য হইয়া মুনিগণের মধ্যে অবস্থান করত তাঁহাদিগের কুটীরের দ্বার অনুসন্ধান করিয়া রজনীতে ব্যাঘ্ররূপে নিঃশব্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল। একখানি অস্থিপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিত না। এইরূপে সেই দুষ্ট দানবকর্ত্তৃক অনেকানেক ব্রাহ্মণ নিহত হইয়াছিলেন। একদা শিবরাত্রিতে এক শিবভক্ত, দেবদেবের পূজা সমাপন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমত সময়ে বলদর্পিত দৈত্যবর দুন্দুভিনির্হ্রাদ, ব্যাঘ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সেই ধ্যাননিষ্ঠ, শিবসাক্ষাৎকারে স্থিরচিত্ত ভক্তকে অস্ত্রমন্ত্রে পরিরক্ষিত বলিয়া আক্রমণে অপারগ হইল। অনন্তর জগতের রক্ষামণিস্বরূপ ভক্তরক্ষায় দীক্ষিত ত্রিলোচন হর, দুর্ম্মতি দৈত্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সে তাঁহার বিনাশার্থ যেমন ব্যাঘ্ররূপে ধাবিত হইবে, অমনি আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই ভক্তের আরাধিত লিঙ্গ হইতে পঞ্চানন রুদ্রদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া সেই দানব ব্যাঘ্ররূপে পর্ব্বতোপম বর্দ্ধিত হইয়া যেমন অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিল, অমনি সর্ব্বজ্ঞ শম্ভু, সেই ব্যাঘ্ররূপী দৈত্যকে কক্ষাযন্ত্রে নিষ্পেষণপূর্ব্বক তদীয় মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।৫১—৭১। তখন সেই ব্যাঘ্র, মুষ্টিপ্রহার ও কক্ষাপেষণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, চীৎকার শব্দে ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল প্রপূরিত করিল। অনন্তর তপোধনগণ সেই ভীষণ শব্দে কম্পিতহৃদয় হইয়া রাত্রিকালে শব্দানুসারে তথায় আগমনপূর্ব্বক কক্ষমধ্যে ব্যাঘ্ররূপধারী পরমেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রণতভাবে জয় জয় ধ্বনি করত স্তব করিয়া কহিলেন,—হে জগদ্ভ্রাতঃ! আপনি এই দারুণ ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। হে ঈশ! হে জগদ্গুরো! এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান করিয়া "ব্যাঘ্রেশ" এই নাম ধারণ করত এইরূপে সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠস্থান ও তীর্থবাসী আমাদিগকে অন্যান্য উ-

বাসিনঃ ॥ ৭৬ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং দেবশ্চন্দ্রবিভূষণঃ। তথেত্যুক্ত্বা পুনঃ প্রাহ শৃণুধ্বং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৭ ॥ যো মামনেন রূপেণ দ্রক্ষ্যতি শ্রদ্ধয়াত্র বৈ। তস্যোপসর্গসঙ্ঘাতং ঘাতয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ৭৮ ॥ এতল্লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য যো যাতি পথি মানবঃ। চৌরব্যাঘ্রাদিসম্ভূতং ভয়ং তস্য কুতো ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ মচ্চরিত্রমিদং শ্রুত্বা স্মৃত্বা লিঙ্গমিদং হৃদি। সংগ্রামে প্রবিশন্মর্ত্ত্যো জয়মাপ্নোতি নান্যথা ॥ ৮০ ॥ ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তস্মিঁল্লিঙ্গে লয়ং যযৌ। সবিস্ময়াস্ততো বিপ্রাঃ প্রাতর্যাতা যথাগতম্ ॥ ৮১ ॥ স্কন্দ উবাচ। তদা প্রভৃতি কুম্ভোত্থ লিঙ্গং ব্যাঘ্রেশ্বরাভিধম্। জ্যেষ্ঠেশাদুত্তরে ভাগে দৃষ্টং স্পৃষ্টং ভয়াপহম্ ॥ ৮২ ॥ ব্যাঘ্রেশ্বরস্য যে ভক্তাস্তেভ্যো বিভ্যতি কিঙ্করাঃ। যাম্যা অপি মহাক্রূরা জয়জীবেতিবাদিনঃ ॥ ৮৩ ॥ পরাশরেশ্বরাদীনাং লিঙ্গানামিহ সম্ভবম্। শ্রুত্বা নরো ন লিপ্যেত মহাপাতককর্দ্দমৈঃ ॥ ৮৪ ॥ কন্দুকেশসমুৎপত্তিং ব্যাঘ্রেশাবির্ভবং তথা। সমাকর্ণ্য নরো জাতু নোপসর্গৈঃ প্রদূয়তে ॥ ৮৫ ॥ উটজেশ্বরলিঙ্গন্তু ব্যাঘ্রেশাৎ পশ্চিমে স্থিতম্। তদ্ভক্তরক্ষার্থমুদ্ভূতং স্যাৎ সমভ্যর্চ্চ্য নির্ভয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্যাঘ্রেশ্বরাদিলিঙ্গপ্রাদুর্ভাববর্ণনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

সর্গ হইতে রক্ষা করুন। দেব সোমশেখর, তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে "তথাস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, শ্রদ্ধাসহকারে এই স্থানে এইরূপে আমাকে অবলোকন করিবে, নিঃসন্দেহ আমি তাহার সমুদয় উপসর্গ দূর করিব। যে মানব এই লিঙ্গ অর্চ্চনাপূর্ব্বক গমন করে, পথিমধ্যে চৌর-ব্যাঘ্রাদি হইতে তাহার কোন আশঙ্কা থাকে না। মানব, এই মনোহর উপাখ্যান শ্রবণপূর্ব্বক হৃদয়ে এই লিঙ্গ স্মরণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। দেবাদিদেব শঙ্কর এই কথা বলিয়া সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হইলে বিপ্রগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রাতঃকালে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! সেই অবধি সেই লিঙ্গ ব্যাঘ্রেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে সকল ভয় দূর হয়। যাহারা ব্যাঘ্রেশ্বরের ভক্ত, মহাক্রূর যমকিঙ্করগণও তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকে এবং "জয় জীব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। এই স্থানে পরাপরেশ্বরাদি লিঙ্গের উৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ করিলে মানব মহাপাতকরূপ কর্দ্দমে লিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি ও ব্যাঘ্রেশ্বরের আবির্ভাববৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে কখন কোন উপসর্গে আক্রান্ত হয় না। উল্লিখিত ব্যাঘ্রেশ্বরের পশ্চিমে উটজেশ্বরনামক লিঙ্গ বিরাজমান আছেন; ভক্তগণের রক্ষার জন্য সমুদ্ভূত সেই লিঙ্গ অর্চ্চনা করিলে কোন ভয় থাকে না। ৭২—৮৬।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। জ্যেষ্ঠেশ্বরস্য পরিতো লিঙ্গান্যন্যানি যানি তু। তানি তে কথয়িষ্যামি শৃণু বাতাপিতাপন ॥ ১ ॥ জ্যেষ্ঠেশাদ্দক্ষিণে ভাগে লিঙ্গমপ্সরসাং শুভম্। তত্রৈবাপ্সরসঃ কূপঃ সৌভাগ্যোদকসংজ্ঞকঃ ॥ ২ ॥ তৎকূপজলসুস্নাতো বিলোক্যাপ্সরসেশ্বরম্ ॥ ন দৌর্ভাগ্যমবাপ্নোতি নারী বা পুরুষোঽথবা ॥ ৩ ॥ তত্রৈব কুক্কুটেশাখ্যং লিঙ্গং বাপীসমীপগম্। তস্য পূজনতঃ পুংসাং কুটুম্বং পরিবর্দ্ধতে ॥ ৪ ॥ পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং জ্যেষ্ঠবাপীতটে শুভম্। তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা পিতৄণাং মুদমর্পয়েৎ ॥ ৫ ॥ পিতামহেশান্নৈর্ঋত্যাং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ। গদাধরেশ্বরং লিঙ্গং পিতৄণাং পরিতৃপ্তিদম্ ॥ ৬ ॥ দিশি পুণ্যজনাখ্যায়াং লিঙ্গা-

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে বাতাপিনাশন! জ্যেষ্ঠেশ্বরের চতুর্দ্দিকে যে সকল লিঙ্গ আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠেশ্বরের দক্ষিণে অপ্সরাদিগের এক শুভলিঙ্গ আছেন, সেই স্থানেই তাহাদিগের সৌভাগ্যোদক নামে এক কূপ অবস্থিত। নরই হউক বা নারীই হউক, ঐ কূপে স্নানান্তে অপ্সরেশ্বরকে সন্দর্শন করিলে দৌর্ভাগ্য ঘটে না। তথায় বাপীর নিকটে কুক্কুটেশ নামে অপর লিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে পূজা করিলে পুরুষের কুটুম্ব বর্দ্ধিত হয়। জ্যেষ্ঠবাপীর নিকটে পিতামহেশ্বর লিঙ্গ; মানব তথায় শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। উক্ত পিতামহেশ্বরের নৈঋত কোণে

জ্যেষ্ঠেশ্বরান্মুনে। বাসুকীশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গমর্চ্চ্যং সমন্ততঃ ॥ ৭ ॥ তত্র বাসুকিকুণ্ডে চ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। সর্পভীতিহরাঃ পুংসাং বাসুকীশপ্রভাবতঃ ॥ ৮ ॥ যঃ স্নাতো নাগপঞ্চম্যাং কুণ্ডে বাসুকিসংজ্ঞিতে। ন তস্য বিষসংসর্গো ভবেৎ সর্পসমুদ্ভবঃ ॥ ৯ ॥ কর্ত্তব্যা নাগপঞ্চম্যাং যাত্রা বর্ষাসু তত্র বৈ। নাগাঃ প্রসন্না জায়ন্তে কুলে তস্যাপি সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥ তৎকুণ্ডাৎ পশ্চিমে ভাগে লিঙ্গং বৈ তক্ষকেশ্বরম্। পূজনীয়ং প্রযত্নেন ভক্তানাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ১১ ॥ মুনে তস্যোত্তরে ভাগে কুণ্ডং তক্ষকসংজ্ঞিতম্। কৃতোদকক্রিয়স্তত্র ন সর্পৈরভিভূয়তে ॥ ১২ ॥ তৎকুণ্ডাদুত্তরে ভাগে ক্ষেত্রক্ষেমকরঃ সদা। ভক্তানাং সাধ্বসধ্বংসী কপালী নাম ভৈরবঃ ॥ ১৩ ॥ ভৈরবস্য মহাক্ষেত্রং তদ্বৈ সাধকসিদ্ধিদম্। তত্র সংসাধিতা বিদ্যা ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র চণ্ডী মহামুণ্ডা ভক্তবিঘ্নোপশান্তিদা। বলিপূজোপহারাদ্যৈঃ পূজ্যা স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥ তস্যা যাত্রাং তু যঃ কুর্য্যান্মহাষ্টম্যাং নরোত্তমঃ। যশস্বী পুত্রপৌত্রাঢ্যো লক্ষ্মীবাংশ্চাপি জায়তে ॥ ১৬ ॥ মহামুণ্ডাপ্রতীচ্যান্তু চতুঃসাগরবাপিকা। তস্যাং স্নাতো ভবেৎ স্নাতঃ সাগরেষু চতুর্ষ্বপি ॥ ১৭ ॥ মহাপ্রসিদ্ধং তৎস্থানং চতুঃসাগরসংজ্ঞিতম্। চত্বারি তত্র লিঙ্গানি সাগরৈঃ স্থাপিতানি চ ॥ ১৮ ॥ তস্য বাপ্যাশ্চতুর্দ্দিক্ষু পূজিতানি দহন্ত্যঘম্। তদুত্তরে মহালিঙ্গং বৃষভেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৯ ॥ হরস্য বৃষভেণৈব স্থাপিতং তৎ স্বভক্তিতঃ। তস্য দর্শনতঃ পুংসাং ষণ্মাসান্মুক্তিরুদ্ভবেৎ ॥ ২০ ॥ বৃষেশ্বরাদুদীচ্যাং তু গন্ধর্ব্বেশ্বরসংজ্ঞিতম্। গন্ধর্ব্বকুণ্ডং তৎপ্রাচ্যাং তত্র স্নাত্বা নরোত্তমঃ ॥ ২১ ॥ গন্ধর্ব্বেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য দত্ত্বা দানানি শক্তিতঃ। সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ২২ ॥ কর্কোটনামা নাগোঽস্তি গন্ধর্ব্বেশ্বরপূর্ব্বতঃ। তত্র কর্কোটবাপী চ লিঙ্গং কর্কোটকেশ্বরম্ ॥ ২৩ ॥ তস্যাং বাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা কর্কোটেশং সমর্চ্চ্য চ। কর্কোটনাগমারাধ্য নাগলোকে মহীয়তে ॥ ২৪ ॥ কর্কোটনাগো যৈর্দৃষ্টস্তদ্বাপ্যাং বিহিতোদকৈঃ। ক্রমতে ন বিষং তেষাং দেহে স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৫ ॥ কর্কোটেশাৎ প্রতীচ্যাং তু ধুন্ধুমারীশ্বরাভিধম্। তল্লিঙ্গা-

---

পিতৃগণের পরম তৃপ্তিপ্রদ গদাধরেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন; হে মুনে! জ্যেষ্ঠেশ্বরের নৈর্ঋত কোণে বাসুকীশ্বরসংজ্ঞক অপর এক লিঙ্গ অবস্থিত; যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে এব তত্রত্য বাসুকিকুণ্ডে স্নানদানাদি করিলে বাসুকীশ্বরপ্রভাবে সকলের সর্পভয় দূর হয়। যে ব্যক্তি নাগপঞ্চমীতে সেই বাসুকীকুণ্ডে স্নান করে, তাহার আর সর্পবিষ হইতে কোন ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি বর্ষাকালে নাগপঞ্চমীতে তথায় 'যাত্রা' করে, নাগগণ তাহার বংশের প্রতি সতত প্রসন্ন থাকে। উক্ত কুণ্ডের পশ্চিমে ভক্তগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তক্ষকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন; সযত্নে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। হে মুনে! তাহার উত্তরে তক্ষকনামক কুণ্ড; উহাতে উদককার্য্য করিলে সর্পভয় থাকে না। ঐ তক্ষককুণ্ডের উত্তরভাগে ভক্তগণের ভয়হারী ক্ষেত্রকুশলকারী কপালী নামে ভৈরব আছেন, উক্ত ভৈরবের মহাক্ষেত্র সাধকগণের পরম সিদ্ধিপ্রদ। তথায় সাধন করিলে ছয়মাসে সিদ্ধিলাভ হয়। সেই স্থানে ভক্তবিঘ্নবিনাশিনী মহামুণ্ডা নামে চণ্ডী আছেন; স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ উপচারে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। যে জ্ঞানী [illegible] মহাষ্টমীতে তাঁহার উৎসব করেন, তিনি যশস্বী, ঐশ্বর্য্যশালী এবং পুত্র-পৌত্রান্বিত হইয়া থাকেন। মহামুণ্ডার পশ্চিমে চতুঃসাগরবাপী; তাহাতে স্নান করিলে সাগরচতুষ্টয়ে স্নানের ফললাভ হয়। সেই স্থান, চতুঃসাগর নামে মহাপ্রসিদ্ধ; তথায় সাগরচতুষ্টয়স্থাপিত চারিটী লিঙ্গ আছেন। উক্ত সাগরবাপীর চতুর্দ্দিকস্থ লিঙ্গচতুষ্টয়ের পূজা করিলে সমুদয় পাতক বিধূত হইয়া থাকে। তাহার উত্তরে ভক্তিসহকারে হরবৃষভকর্ত্তৃক স্থাপিত বৃষভেশ্বর নামে মহালিঙ্গ আছেন; তাঁহার দর্শনে মানবগণের ছয়মাসে মুক্তি হয়।১—২০। বৃষভেশ্বরের উত্তরে গন্ধর্ব্বেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান এবং তাহার পূর্ব্বদিকে গন্ধর্ব্বকুণ্ড। যে মানব, উক্ত কুণ্ডে স্নানানন্তর গন্ধর্ব্বেশ্বরের অর্চ্চনা এবং তথায় ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ দান ও দেবপিতৃগণের তর্পণ করে সে গন্ধর্ব্বগণের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। উক্ত গন্ধর্ব্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে কর্কোট নামক নাগ, কর্কোটবাপী ও কর্কোটেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন। যে ব্যক্তি, ঐ বাপীতে স্নান করিয়া কর্কোটেশ্বর ও কর্কোট নাগকে অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহার পরম সুখে নাগলোকে [illegible] যাহারা কর্কোটবাপীতে উদককার্য্য সম্পাদন করিয়া কর্কোট নাগকে অবলোকন করে, তাহাদের [illegible]

ভ্যর্চ্চ্যমাৎ পুংসাং ন ভবেৎস্বরিজং ভয়ম্ ॥ ২৬ ॥ পুষ্করবেশ্বরং লিঙ্গং তদুদীচ্যাং ব্যবস্থিতম্। দ্রষ্টব্যং তৎ প্রযত্নেন চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ২৭ ॥ দিগ্‌গজেনার্চ্চিতং লিঙ্গং সুপ্রতীকেন তৎপুরঃ। সুপ্রতীকেশ্বরং নাম্না যশোবলবিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৮ ॥ সরশ্চ সুপ্রতীকাখ্যং তৎপুরো ভাসতে মহৎ। তত্র স্নাত্বা চ তল্লিঙ্গং দৃষ্ট্বা দিক্‌পতিতাং লভেৎ ॥ ২৯ ॥ তত্রাস্ত্যেকা মহাগৌরী নাম্না বিজয়ভৈরবী। রক্ষার্থমুত্তরদ্বারি স্থিতা পূজ্যেষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥ বরণায়াস্তটে রম্যে গণৌ হুণ্ডনমুণ্ডনৌ। ক্ষেত্ররক্ষাং বিধত্তস্তৌ বিঘ্নস্তম্ভনকারকৌ ॥ ৩১ ॥ তৌ দ্রষ্টব্যৌ প্রযত্নেন ক্ষেত্রনির্ব্বিঘ্নহেতবে। হুণ্ডনেশং মুণ্ডনেশং তত্র দৃষ্ট্বা সুখী ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইল্বলারে কথামেকাং শৃণুষ্বাবহিতো ভব। বরণায়াস্তটে রম্যে যদ্বৃত্তং পূর্ব্বমুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥ একদাদ্রীন্দ্রমালোক্য মেনা সংহৃষ্টমানসম্। উমাং সংস্মৃত্য নিশ্বস্য প্রোবাচেতি পতিব্রতা ॥ ৩৪ ॥ মেনোবাচ। আর্য্যপুত্র ন জানামি প্রবৃত্তিমপি কাঞ্চন। বিবাহসময়াদূর্দ্ধং তস্যা গৌর্য্যা গিরীশ্বর ॥ ৩৫ ॥ স বৃষেন্দ্রগতির্দেবো ভস্মোরগবিভূষণঃ। মহাপিতৃবনাবাসো দিগ্বাসাঃ ক্বাস্তি সম্প্রতি ॥৩৬॥ অষ্টৌ যা মাতরো দৃষ্টা ব্রাহ্মীপ্রভৃতয়ঃ প্রিয়। স্বস্বরূপাস্তা মন্যেহহং বালিকাঃ কষ্টহেতবঃ ॥ ৩৭॥ তস্যৈকস্য ন কোহপ্যন্যোঽস্ত্যদ্বিতীয়স্য শূলিনঃ। তদুদন্তপ্রবৃত্ত্যৈ চ ক্রিয়তামুদ্যমো বিভো ॥ ৩৮ ॥ তস্যাঃ প্রিয়ায়া বাক্যেন তদপত্যপ্রিয়ো গিরিঃ। উবাচ বচনং সাশ্রুমুমাবাৎসল্যসম্বৃতঃ ॥৩৯॥ গিরিরাজ উবাচ। অহমেব গমিষ্যামি তস্যা মেনে গবেষণে। নিতরাং বাধতে প্রেম তদদৃষ্ট্যগ্নিদূষিতম্ ॥ ৪০ ॥ যদা প্রভৃতি সা গৌরী নির্গতা মম সদ্মতঃ। মন্যে মেনে তদারভ্য পদ্মসদ্মা বিনির্যযৌ ॥ ৪১ ॥ তদালাপামৃতধয়ৌ ন মে শব্দগ্রহৌ প্রিয়ে। প্রাণেশ্বরি তদারভ্য স্যাতাং শব্দান্তরগ্রহৌ ॥ ৪২ ॥ জৈবাতৃকী যতোহস্যঃ স্বন্দারীভূতা দৃশোর্মম অহো জৈবাতৃকী জ্যোৎস্না ততোহহোঽতিতনোতি

কি স্থাবর কি জঙ্গম, কোন বিষয়ই সঞ্চারিত হয় না। কর্কোটেশ্বরের পশ্চিমে ধুন্ধুমারীশ্বর নামে যে লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে শত্রুভয় থাকে না। তাহার উত্তরে পুষ্করবেশ্বর নামক এক লিঙ্গ আছেন; যত্নপুরঃসর তাঁহাকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে। তাঁহারই সম্মুখে সুপ্রতীকনামক দিগ্‌গজপ্রতিষ্ঠিত যশোবলবিবর্দ্ধক দিগ্‌গজেশ্বর নামে এক লিঙ্গ ও তাঁহার সম্মুখে সুপ্রতীকনামক মনোহর এক সরোবর আছে। যে ব্যক্তি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক সুপ্রতীকেশ্বরকে সন্দর্শন করে, তাহার দিক্‌পতিত্ব লাভ হয়। সেই স্থানে উত্তরদ্বার রক্ষার নিমিত্ত বিজয়ভৈরবী নামে মহাগৌরী অবস্থিতা আছেন; ইষ্টসিদ্ধির জন্য তাঁহার পূজা করিবে। বরণানদীর দক্ষিণতটে বিঘ্নবিনাশক হুণ্ডন মুণ্ডন নামে দুই শিবানুচর অবস্থিত থাকিয়া ক্ষেত্রের রক্ষা বিধান করিতেছেন। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় বিঘ্ননিবারণার্থ তাঁহাদিগকে দর্শন করা কর্ত্তব্য এবং তথায় হুণ্ডনেশ্বর ও মুণ্ডনেশ্বরনামক শিবলিঙ্গদ্বয়কে অবলোকন করিলে মানব পরম সুখী হইয়া থাকে। হে ইল্বলশত্রো! অগস্ত্য! পূর্ব্বে বরণানদীতটে যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। একদা পতিব্রতা মেনকা অদ্রিবর হিমবানকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া বারংবার উমাকে স্মরণ করত কহিলেন,—হে গিরিবর! হে আর্য্যপুত্র! বিবাহের পর হইতে পার্ব্বতী যে কোথায় কিরূপ আছে, কিছুই জানি না। ভস্মোরগবিভূষণ, মহাশ্মশানবাসী, দিগ্বাসাঃ, বৃষবাহন শঙ্কর যে এখন কোথায়, জানি না। ব্রাহ্মী প্রভৃতি স্বস্বরূপা, সর্ব্বপূজ্যা, কল্যাণহেতু, বালিকা যে অষ্টমাতৃকাকে বিলোকন করিয়াছিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? অথবা সেই শূলপাণি অদ্বিতীয়, তাঁহার আর দ্বিতীয় কে আছে? যাহাই হউক, হে বিভো! তুমি শঙ্করীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও।২১—৩৮। তখন তনয়া উমার প্রতি পরম স্নেহানুরক্ত গিরিবর, প্রিয়া মেনকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্রুলোচনে কহিলেন,—হে মেনকে! আমি স্বয়ংই তাহার অনুসন্ধান করিব; উমাকে না দেখিয়া আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি। যেদিন হইতে উমা আমার গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে, আমার জ্ঞান হইতেছে, সেই দিন হইতে কমলা আমার ভবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে প্রিয়ে! মদীয় কর্ণযুগল যে দিন হইতে উমার বচনামৃতপানে বঞ্চিত হইয়াছে, হে প্রাণেশ্বরি! সেই দিন অবধি আর অন্য কোন শব্দ গ্রহণ করে না। হায়! বাছা আমার যে দিন হইতে নয়নের অন্তরাল হইয়াছে, সেই দিন হইতে সুধাকরের সুধাও

যাম্ ॥ ৪৩ ॥ ইত্যুক্ত্বাদায় রত্নানি বাসাংসি বিবিধানি চ। ধরাধরেন্দ্রো নির্য্যাতঃ শুভলগ্নবলোদয়ে ॥ ৪৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। কানি কানি চ রত্নানি কিয়ন্ত্যপি চ ষণ্মুখ। যান্যাদায় প্রতস্থে স তানি মে ব্রূহি পৃচ্ছতঃ ॥ ৪৫ ॥ স্কন্দ উবাচ। তুলা মুক্তাফলানাং তু . কোটিদ্বয়পরীমিতীঃ। তথা বারিতরাণাঞ্চ হীরকাণাং তুলাশতম্ ॥ ৪৬ ॥ নবলক্ষাধিকং বিপ্র ষড়স্রাণাং সুতেজসাম্। লক্ষদ্বয়ং বিদুরাণাং তুলা বিমলবর্চ্চসাম্ ॥ ৪৭ ॥ কোটয়ঃ পদ্মরাগাণাং পঞ্চাবৈহি তুলা মুনে। পুষ্পরাগতুলালক্ষং গুণিতং নবসংখ্যয়া ॥ ৪৮ ॥ তথা গোমেদরত্নানাং তুলা লক্ষমিতা মুনে। ইন্দ্রনীলমণীনাঞ্চ তুলাঃ কোট্যর্দ্ধসম্মিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ গরুড়োদ্গারত্নানাং তুলাঃ প্রযুতসম্মিতাঃ। শুদ্ধবিক্রমরত্নানাং তুলাশ্চ নবকোটয়ঃ ॥ ৫০ ॥ অষ্টাঙ্গাভরণানাঞ্চ সংখ্যা কর্ত্তুং ন শক্যতে। বাসসাঞ্চ বিচিত্রাণাং কোমলানাং তথা মুনে ॥ ৫১ ॥ চামরাণি চ ভূয়াংসি দ্রব্যাণ্যামোদবন্তি চ। সুবর্ণদাসদাস্যাদীন্যসংখ্যাতানি বৈ মুনে ॥ ৫২ ॥ সর্ব্বাণ্যপি সমাদায় প্রতস্থে ভূধরেশ্বরঃ। আগত্য বরণাতীরং দূরাৎ কাশীমলোকয়ৎ ॥ ৫৩ ॥ অনেকরত্ননিচয়ৈঃ খচিতাখিলভূমিকাম্। নানাপ্রাসাদমাণিক্যজ্যোতিস্ততত্তাম্বরাম্ ॥ ৫৫ ॥ সৌধাগ্রবিবিধস্বর্ণকলসোজ্জ্বলদিঙ্মুখাম্। জয়ন্তীবৈজয়ন্তীনাং নিকরৈস্ত্রিদিবহ্নলীম্ ॥ ৫৫ ॥ মহাসিদ্ধ্যষ্টকস্যাপি ক্রীড়াভবনমদ্ভুতম্। জিতকল্পদ্রুমবনাং বনৈঃ সর্ব্বফলাবনৈঃ ॥ ৫৬ ॥ ইতি কাশীসমৃদ্ধিং স বিলোক্যাভূদ্বিলজ্জিতঃ। উবাচ চ মনস্যেব ভূধরেন্দ্র ইদং বচঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রাসাদেষু প্রতোলীষু প্রাকারেষু গৃহেষু চ। গোপুরেষু বিচিত্রেষু কপাটেষু তটেষ্বপি ॥ ৫৮ ॥ মণিমাণিক্যরত্নানামুচ্ছলচ্চারুরোচিষাম্। জ্যোতির্জ্জালৈর্জ্জটিলিতং যথেদমবলোক্যতে ॥ ৫৯ ॥ দ্যাবাভূম্যোরন্তরালং তথেতি সমবৈম্যহম্। ঈদৃক্‌সম্পত্তিসম্ভারঃ কুবেরস্যাপি নো গৃহে ॥ ৬০ ॥ অপি বৈকুণ্ঠভুবনে নেতরস্থেহ কা কথা। ইতি যাবদ্গিরীন্দ্রোঽহসৌ সম্ভাবয়তি চেতসি ॥ ৬ ॥ তাবৎকার্পটিকঃ কশ্চিত্তল্লোচনপথং গতঃ। আহূয় বহুমানং তমপৃচ্ছচ্চাচলেশ্বরঃ ॥ ৬২ ॥ হিমবানুবাচ। হংহো কার্পটিকশ্রেষ্ঠ অধ্যাস্বৈতদিহাসনম্। স্বপুরোদন্তমাখ্যাহি কিমপূর্ব্বমিহাঽধ্বগ ॥

জ্যোৎস্নাও আমাকে সন্তপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শৈলাধিপতি হিমালয়, এইরূপ কহিয়া বিবিধ রত্ন ও বসন লইয়া শুভলগ্নে শঙ্করীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন,—হে ষড়ানন! তিনি কতপ্রকার রত্ন ও বসন লইয়া প্রস্থান করিলেন, প্রকাশ করিয়া বলুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন—হে মুনে! দুই কোটী তুলা পরিমাণ মুক্তা, শততুলা বারিতর হীরক, নবলক্ষাধিক উত্তম প্রভাসম্পন্ন সহস্রবিধ অন্যান্য হীরক, নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় দ্বিলক্ষতুলা পরিমিত বিক্রমরত্ন, হে মহামুনে! পঞ্চকোটী পদ্মরাগমণি, লক্ষতুলাপরিমিত পুষ্পরাগ এবং তৎসংখ্যক গোমেদরত্ন, অর্দ্ধকোটী ইন্দ্রনীলমণি, অযুততুলাপরিমিত গরুড়োদ্গার রত্ন, নবকোটী শুদ্ধবিক্রম রত্ন, অসংখ্য অষ্টাঙ্গাভরণ, সংখ্যাতীত সুকোমল বিবিধ বসন, প্রভৃত চামর ও গন্ধদ্রব্য এবং অগণন দাসদাসী লইয়া গমন করত বরণাতীরে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে কাশীপুরী দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, উহার ভূভাগ নানাবিধ রত্নরাজিতে বিরাজিত, প্রাসাদমালা হইতে মাণিক্যনিকরের জ্যোতি সকল নির্গত হইয়া দিবাকরশোভা বিস্তার করিতেছে। সৌধরাজির উপরিভাগে শোভমান স্বর্ণকলসে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে বৈজয়ন্তী সকল বিরাজমান থাকায় যেন অমরাবতীকেও জয় করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অষ্টমহাসিদ্ধির অদ্ভুত ক্রীড়াভবনস্বরূপ সেই কাশীধামে সর্ব্ববিধ ফলভারাবনত বনশ্রেণী, কল্পতরুবনের সৌন্দর্য্যও অপহরণ করিয়াছে। ৫৯—৫৬। গিরিবর, কাশীর এতাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করত মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—প্রাসাদ প্রতোলী, প্রাকার, গৃহ, পুরদ্বার, বিচিত্র কপাট ও তটভূমিস্থিত মণিমাণিক্যরত্নের সমুজ্জ্বল প্রভায় এই কাশীপুরী যেরূপ সৌন্দর্য্যময় হইয়াছে, বোধ হয়, ভূমণ্ডল ও সুরলোকের মধ্যে কোথাও এরূপ স্থান আর নাই। অন্যের কথা কি, কুবেরভবন বা বৈকুণ্ঠধামেও এ প্রকার সম্পত্তি নাই বিবেচনা হয়। গিরিরাজ মনে মনে এইরূপ সম্ভাবনা করিতেছেন, এমত সময়ে এক কার্পটিক (ভিক্ষুক) তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তখন হিমবান্, তাহাকে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে কার্পটিকশ্রেষ্ঠ! এই আসনে উপবেশন কর। হে অধ্বগ! নিজ নগরের বৃত্তান্ত

৬৩॥ কোঽত্র সম্প্রত্যধিষ্ঠাতা কিমধিষ্ঠাতৃচেষ্টিতম্। যদি জানাসি তৎসর্ব্বমিহাচক্ষ্ব মমাগ্রতঃ॥ ৬৪॥ সোঽপি কার্পটিকস্তস্য গিরিরাজস্য ভাষিতম্। সমাকর্ণ্য সমাচষ্টুং মুনে সমুপচক্রমে॥ ৬৫। কার্পটিক উবাচ।. আচক্ষে. শৃণু রাজেন্দ্র যৎপৃষ্টোঽস্মি ত্বয়াখিলম্। অহানি পঞ্চষাণ্যেব ব্যতিক্রান্তানি মানদ॥ ৬৬॥ সমায়াতে জগন্নাথে পর্ব্বতেন্দ্রসুতাপতৌ। সুন্দরান্মন্দরাদদ্রে র্দিবোদাসে গতে দিবি॥ ৬৭ যো বৈ জগদধিষ্ঠাতা সোঽধিষ্ঠাতাত্র সর্ব্বগঃ। সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বদঃ শর্ব্বঃ কথং ন জ্ঞায়তে বিভো॥ ৬৮॥ মন্যে দৃষৎস্বরূপোঽসি দৃষদোঽপি কঠোরধীঃ। যতো বিশ্বেশ্বরং কাশ্যাং ন বেৎ্‌স গিরিজাপতিম্॥ ৬৯॥ স্বভাবকঠিনাত্মাপি স বরং হিমবান্ গিরিঃ। প্রাণাধিকসুতাদানাদ্যোঽধিনোদ্বিশ্বনায়কম্॥ ৭০॥ বিভ্রৎসহজকাঠিন্যং জাতো গৌরীগুরুর্গুরুঃ। শম্ভুং প্রপূজ্য সুতয়া স্রজা বিশ্বগুরোরপি॥ ৭১॥ চেষ্টিতং তস্য কো বেদ বেদবেদ্যস্য চেশিতুঃ। মনাগিতি চ জানেঽহং তচ্চেষ্টিতমিদং জগৎ॥ ৭২॥ অধিষ্ঠাতা ময়াখ্যাতস্তথাধিষ্ঠাতৃচেষ্টিতম্। অপূর্ব্বং যত্ত্বয়া পৃষ্টং তদাখ্যামি চ তচ্ছৃণু॥ ৭৩॥ শুভে জ্যেষ্ঠেশ্বরস্থানে সাম্প্রতং স উমাপতিঃ। কাশীং প্রাপ্য মুদা তিষ্ঠেদ্গিরিরাজাঙ্গজাসখঃ॥ ৭৪॥ স্কন্দ উবাচ। যদা যদা স গিরিজা-মৃদুনামাক্ষরামৃতম্। আবিষ্করোতি পথিকোঽদ্রীন্দ্রো হৃষ্যেত্তদা তদা॥ ৭৫॥ উমানামামৃতং পীতং যেনেহ জগতীতলে। ন জাতু জননীস্তন্যং স পিবেৎ কুম্ভসম্ভব॥ ৭৬॥ উমেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং যোঽহর্নিশং মনুস্মরেৎ। ন স্মরেচ্চিত্রগুপ্তস্তং কৃতপাপমপি দ্বিজ॥ ৭৭॥ পুনঃ শুশ্রাব হিমবান্ হৃষ্টঃ কার্পটিকোদিতম্। কার্পটিক উবাচ। রাজন্ বিশ্বেশ্বরার্থে যঃ প্রাসাদো বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৭৮॥ নির্ম্মীয়তে সুনির্ম্মাণো জন্মনির্ব্বাণদায়িনঃ। তদপূর্ব্বং ন কর্ণাভ্যামপ্যাকর্ণিতবানহম্॥ ৭৯॥ যত্রাতিমিস্রতেজোভিঃ শলাকাভিঃ সমন্ততঃ। মণিমাণিক্যরত্নানাং প্রাসাদে ভিত্তয়ঃ কৃতাঃ॥ ৮০॥ যত্র সন্তি শতং স্তম্ভা ভাস্বন্তো দ্বাদশোত্তরাঃ। একৈকং ভুবনং

আমার নিকট বর্ণন কর। এখানে কি অদ্ভুত বিষয় আছে? সম্প্রতি কে ইহার অধিপতি? তাঁহার গুণাগুণই বা কি প্রকার? যদি তোমার বিদিত থাকে, তাহা হইলে এই সকল বিষয় আমাকে বল। হে মুনে! সেই কার্পটিক, গিরিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,—হে রাজেন্দ্র! আপনি আমায় যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন; দিবোদাস, স্বর্গগামী হওয়ার পর আজ পাঁচ ছয় দিন হইল, জগন্নাথ পার্ব্বতীপতি এই পুরীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি ত্রিজগতের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বত্রগ ও সর্ব্বদর্শী, হে মানদ! আপনি তাঁহাকে জানেন না? আমার জ্ঞান হয়, আপনার হৃদয় প্রস্তর বা প্রস্তরাপেক্ষাও অধিক কঠিন, সেই জন্যই কাশীর অধিষ্ঠাতা গিরিজাপতি বিশ্বেশ্বরকে বিদিত নহেন। গিরিরাজ হিমবান্ স্বাভাবিক কঠিনাত্মা হইলেও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ তিনি, প্রাণাধিক কন্যা দান করিয়া বিশ্বনাথের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি সহজকঠিন হইয়াও কন্যারূপ মাল্যদানে বিশ্বম্ভরকে পূজা করিয়া তাঁহারও গুরু হইয়াছেন। বেদবেদ্য সেই মহেশ্বরের কার্য্য কে বুঝিতে পারে? তবে আমি সামান্যতঃ এই জানি যে, এই জগৎ তাঁহার সৃষ্ট। এই আমি আপনার নিকট কাশীর অধিপতি ও তাঁহার কিরূপ গুণ, তাহা কহিলাম; এক্ষণে আপনি যে, এই স্থলে কি অদ্ভুত বিষয় আছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন। সম্প্রতি সেই পার্ব্বতীপতি শঙ্কর, কাশীলাভে পরম আনন্দিত হইয়া শুভ জ্যেষ্ঠেশ্বর স্থানে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ কহিলেন,—সেই পথিক যখনই গিরিজার সুধাময় নামাক্ষর উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখনই গিরিরাজ অসীম আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই ভূমণ্ডলে উমার নামামৃত পান করে, হে কুম্ভযোনে! তাহাকে আর মাতৃস্তন্যদুগ্ধ পান করিতে হয় না। হে দ্বিজ! যে মানব, 'উমা' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র অহর্নিশ স্মরণ করিতে পারে, পাপাত্মা হইলেও চিত্রগুপ্ত তাহাকে স্মরণ করিতে পারে না। হিমবান্ সানন্দচিত্তে পুনরায় কার্পটিকের কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কার্পটিক কহিল,—হে রাজন্! নির্ব্বাণনিপুণ বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বেশ্বরের নিমিত্ত জন্মনির্ব্বাণদায়ক যেরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন, আমি সেরূপ কখন কর্ণে শুনি নাই। সেই প্রাসাদের ভিত্তি সকল, স্বাভাবিক তেজোময় মণিমাণিক্যরত্নের শলাকা দ্বারা বিরচিত। ঐ প্রাসাদে, যেন প্রত্যেকে আট আটটী করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের ধারণ জন্যই পরম প্রকাশমান এক-

ধন্বুমষ্টাষ্টাবিতি কল্পিতাঃ ॥ ৮১ ॥ চতুর্দ্দশসু যা শোভা বিষ্টপেষু সমস্ততঃ। তস্মিন্ বিমানে সাস্তীহ শতকোটিগুণোত্তরা ॥ ৮২ ॥ চন্দ্রকান্তমণীনাং চ স্তম্ভাধারশিলাশ্চ যাঃ। চিত্ররত্নময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ স্তম্ভিতাস্তৎপ্রভাভরাঃ ॥ ৮৩ ॥ পদ্মরাগেন্দ্রনীলানাং শালীনাঃ শালভঞ্জিকাঃ। নীরাজয়ন্ত্যহোরাত্রং যত্র রত্নপ্রদীপকৈঃ ॥ ৮৪ ॥ স্ফুরৎস্ফটিকনির্ম্মাণশ্লক্ষ্ণপদ্মশিলাতলে। অনেকরত্নরূপাণি বিচিত্রাণি সমস্ততঃ ॥ ৮৫ ॥ আরক্তপীতমঞ্জিষ্ঠনীলকির্ম্মীরবর্ণকৈঃ। বিন্যস্তানীব ভাসন্তে চিত্রে চিত্রকৃতা যতঃ ॥ ৮৬ ॥ দৃকপিচ্ছিলা বিলোক্যন্তে মাণিক্যস্তম্ভরাজয়ঃ। যতোঽবিমুক্তে স্বক্ষেত্রে মোক্ষলক্ষ্যঙ্কুরা ইব ॥৮৭॥ রত্নাকরেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো গণা রত্নোচ্চয়ান্ বহূন্। রাশীংশ্চক্রুঃ সমানীয় যত্রাদ্রিশিখরোপমান্ ॥৮৮॥ যত্র পাতালতলতো নাগানাং কোষবেশ্মতঃ। গণৈর্ম্মণিগণাঃ সর্ব্বে সমাহৃত্য গিরীকৃতাঃ ॥ ৮৯ ॥ শিবভক্তঃ স্বয়ং যত্র পৌলস্ত্যঃ স্বত্রিকূটতঃ। কোটিশঃ হাটককূটানি আনয়ামাস রাক্ষসৈঃ ॥ ৯০ ॥ প্রাসাদনির্ম্মিতিং শ্রুত্বা ভক্তা দ্বীপান্তরস্থিতাঃ। মাণিক্যানি সমাজহ্রুর্যথাসংখ্যাঙ্কহো নৃপ ॥ ৯১ ॥ চিন্তামণিঃ স্বয়ং যত্র কর্ম্মণো বিশ্বকর্ম্মণে। বিশ্রাণয়েদহোরাত্রং বিচিত্রাংশ্চিন্তিতান্মণীন্ ॥ ৯২ ॥ নানাবর্ণপতাকাশ্চ যত্র কল্পমহীরুহাঃ। অনল্পাঃ কল্পয়ন্ত্যেব নিত্যং ভক্তিসমন্বিতাঃ ॥ ৯৩ ॥ অব্ধয়ো যত্র সততং দধিক্ষীরেক্ষুসর্পিষাম্। পঞ্চামৃতানাং কলসৈঃ স্নপয়ন্তি দিনে দিনে ॥ ৯৪ ॥ যত্র কামদুঘা নিত্যং স্নপয়েন্মধুধারয়া। স্বহৃদয়া স্বয়ং ভক্ত্যা বিশেশং লিঙ্গরূপিণম্ ॥ ৯৫ ॥ গন্ধসাররসৈর্যঞ্চ সেবতে মলয়াচলঃ। কর্পূররম্ভা-কর্পূরপূরৈর্ভক্ত্যা নিষেবতে ॥ ৯৬ ॥ ইত্যাদ্যপূর্ব্বং যত্রাস্তি প্রত্যহং শঙ্করালয়ে। কথং তং স্বমুমাকান্তং ন বেৎসি কঠিনাশয় ॥ ৯৭ ॥ ইতি তস্য সমৃদ্ধিং তাং দৃষ্ট্বা জামাতুরদ্রিরাট্। ত্রপয়া পরিভূতোঽভূন্নিতরাং কুম্ভসম্ভব ॥ ৯৮ ॥ তস্মৈ কার্পটিকায়াথ স দত্ত্বা পারিতোষিকম্। পুনশ্চিন্তাপরো জাতোঽদ্রিরাট্কার্পটিকে গতে ॥ ৯৯ ॥ উবাচেতি মনস্যেব বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। অহো ভদ্রমিদং জাতং যদ্বার্থাশ্রাবি শর্ম্মভাক ॥ ১০০ ॥ যাবৎসম্পত্তিসম্ভারঃ শ্রূয়তে দৃশ্যতেঽত্রবৈ। জামাতুরত্র সদনে লীলা ত্রিজগতীপতেঃ ॥ ১০১ ॥ ততঃ

শত দ্বাদশটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ভুবনের যে সৌন্দর্য্য, ঐ প্রাসাদে তাহার শতকোটীগুণ অধিক। স্তম্ভাধার শিলা সকল, প্রভাময় চন্দ্রকান্ত মণিতে বিরচিত; তদুপরি পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলমণিময় পুত্তলিকানিচয়, রত্নদীপালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। তথায় সমুজ্জ্বল স্ফটিকনির্ম্মিত পদ্মে সুশোভিত শিলাতলে আরক্ত, নীল, লোহিত, পীত ও শ্বেতবর্ণ নানাবিধ রত্ন সকল, চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। সুচিক্কণ মাণিক্যরচিত স্তম্ভনিচয় যেন অবিমুক্তক্ষেত্রের মোক্ষলক্ষ্মীর অঙ্কুরবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। তথায় শিবানুচরগণ সপ্তসাগর হইতে রত্নসমূহ আহরণপূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গসম স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে এবং পাতালতল হইতে নাগগণের কোষাগারস্থিত অসংখ্য ফণামণি আনয়ন করিয়া পর্ব্বতাকার করিয়াছে। সেই প্রাসাদে শিবভক্ত দশানন, স্বয়ং রাক্ষসগণ দ্বারা ত্রিকূট পর্ব্বত হইতে কোটী কোটী সুবর্ণ আনয়ন করাইয়া রাখিয়াছে এবং দ্বীপান্তরস্থিত ভক্তগণ, শঙ্করের প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতেছে শুনিয়া, অসংখ্য মাণিক্য সকল আহরণ করিয়াছে। অধিক কি, স্বয়ং ভগবান্ চিন্তামণি, সাহায্যার্থ নিজ চিন্তাসমুদ্ভূত বিচিত্র রত্নরাজি বিশ্বকর্ম্মার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ভক্তগণ, ভক্তিসহকারে প্রতিনিয়ত কল্পলতাসম নানাবর্ণের পতাকা সকল তথায় সংযোজিত করিতেছে! দধি, ক্ষীর, ইক্ষু ও ঘৃতসাগর, প্রতিদিন পঞ্চামৃতপূর্ণ কলসসমূহ দ্বারা এবং কামধেনু সকল ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্বয়ংস্রুত মধুর দুগ্ধ দ্বারা লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে অভিষিক্ত করিতেছে। স্বয়ং মলয়াচল, গন্ধসাররসে ও কর্পূররম্ভা কর্পূর দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।৫৭—৯৬। যে শঙ্করালয়ে প্রতিদিন এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, হে কঠিনাশয়! আপনি সেই উমাকান্তকে পরিজ্ঞাত নহেন? অদ্রিরাজ, জামাতার ঈদৃশ সমৃদ্ধি শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। পরে সেই কার্পটিককে পারিতোষিক দানে বিদায় করিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।—অহো! আমি যে কার্পটিকের মুখে সুখকর বিষয় শ্রবণ করিলাম; ইহাতে অতি ভালই হইল। ত্রিজগৎপতি জামাতার এই স্থানে যেরূপ সমৃদ্ধি শুনিলাম ও দেখিতেছি, তাহাতে কন্যার জন্য জামাতার সন্তোষকর যে সকল দ্রব্য আনিয়াছি,

প্রাভৃতকন্তুচ্ছো নিতরাম্প্রতিভাতি মে। কন্যার্থং যো ময়ানীতো জামাতুঃ পরিতোষকৃৎ ॥ ১০২ ॥ অহং মন্যে তথৈবাসৌ যথাদর্শি ময়া পুরা। বৃদ্ধোক্ষমাত্রসম্পত্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মপরাঙ্মুখঃ ॥ ১০৩ ॥ নৈনং কোঽপি বিজানীয়াদ্বংশোঽস্য কদাচন। নামাপি যস্য নৈকঞ্চ কিংদেশীয়শ্চ নোচ্যতে ॥ ১০৪ ॥ কিংবৃত্তশ্চ কিমাচারো নামমাত্রেণ চেশ্বরঃ। ঐশ্বর্য্যসূচকং বস্তু যস্য কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে ॥ ১০৫ ॥ সোঽসৌ নির্ব্বাণসম্পত্তিং রঙ্কায়াপি দদাত্যহো। সুমুখঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ফলবন্তি করোতি সঃ ॥ ১০৬ ॥ বেদবেদ্যো হি সর্ব্বজ্ঞো যৎসন্তানোঽখিলং জগৎ। যং ন কোঽপি হি বেদাদৌ বেদবেদ্যঃ স এ এষ বৈ ॥১০৭॥ যোঽনভিজ্ঞঃ সদাজ্ঞাতঃ স সর্ব্বজ্ঞোঽয়মেব হি। যস্যৈকমপি নো নাম পুংসা জ্ঞেয়ং ন কেনচিৎ ॥১০৮॥ সর্ব্বেষাং সর্ব্বনামানি যস্য নামানি নিশ্চিতম্। সোঽসৌ হি সর্ব্বদেশীয়ঃ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ ১০৯ ॥ যস্য দেশো ন বিদিতো যস্য বৃত্তিপরাঙ্মুখঃ। আচারহীনমিব যং পুরাপশ্যং কঠোরধীঃ ॥ ১১০ ॥ শ্রুতিস্মৃতী যতঃ সর্ব্বমাচারং বিত্ত এব হি। নামমাত্রেণ নিয়তং যমজ্ঞাসিষমীশ্বরম্ ॥ ১১১ ॥ সাক্ষাদীশ্বর এবৈষ সোঽনন্তৈশ্বর্য্যসূচকঃ। অপি সর্ব্বগুণাধারো গুণাতীতঃ পরাপরঃ ॥ ১১২ ॥ অর্ব্বাচীন ইহাপ্যেষ পরাচীনঃ পরাৎপরঃ। ভূধরাণামহং নাথো বিশ্বনাথ উমাপতিঃ ॥ ১১৩ ॥ অহং প্রমিতসম্পত্তিরপ্রমেয়ধনো হ্যসৌ। তুচ্ছপ্রাভৃতকস্তস্মান্নেদানীমস্য দর্শনম্ ॥ ১১৪ ॥ করিষ্যেঽথ করিষ্যামি ব্যাবৃত্ত্যাগত্য কর্হিচিৎ। সম্প্রধার্য্যেতি মনসি সায়ং স চ গিরীশ্বরঃ ॥ ১১৫ ॥ আহূয় সর্ব্বাননুগান্ পার্ব্বতীয়ান্মহাবলান্। আদিষ্টবানিদং বাক্যং সর্ব্বে যূয়ং বলাধিকাঃ ॥ ১১৬ ॥ কুর্ব্বন্ত্বেকং মমাদেশং যাবন্নোদ্যতি ভানুমান্। তাবচ্ছিবালয়ং চৈকং বিদধত্বত্র সত্বরম্ ॥ ১১৭ ॥ যস্মিন্ কৃতে কৃতার্থঃ স্যামিহ লোকে পরত্র চ। সমাগত্যেহ কাশ্যাং যঃ কুর্য্যাদেকং শিবালয়ম্ ॥১১৮॥ তেন ত্রৈলোক্যমখিলং সালয়ং কৃতমেব হি। তেন দত্তানি দানানি মহান্তি বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১১৯ ॥ সুপর্ব্বণি সুপাত্রায় সুতীর্থে শ্রদ্ধয়াধিকম্। যেন স্ববিত্তমানেন ধর্ম্মোপার্জ্জিতবিত্ততঃ ॥ ১২০ ॥ কৃতং

তাহা নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে। অগ্রে বিবেচনা করিয়াছিলাম, জামাতাকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণেও সেইরূপ; তিনি সর্ব্বকর্ম্মপরাঙ্মুখ, বৃদ্ধ বৃষভমাত্র সম্পত্তি, সকলের অপরিচিত এবং কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম, তাহাও কেহ বিদিত নহেন। অধিক কি, তাঁহার কি নাম, কোন্ দেশে জন্ম, কি উপজীবিকা ও কিরূপ আচার, তাহা কেহই জানে না। কেবল নামমাত্রে ঈশ্বর, কিন্তু ঐশ্বর্য্যসূচক কোন বস্তুই নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, আমার সেই জামাতা, সুমুখ, বেদবেদ্য ও সর্ব্বজ্ঞ; তিনি দরিদ্রগণকে নির্ব্বাণলক্ষ্মী দান করিতেছেন ও সকল কর্ম্মই সফল করিতেছেন, এই সমুদয় জগৎই তাঁহার সৃষ্ট। অগ্রে যাঁহাকে কেহই জানিত না, তিনি এক্ষণে বেদবেদ্য। সর্ব্বদা যাঁহাকে অনভিজ্ঞ বোধ ছিল, তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহার একটী নামও কেহ জানিত না; এক্ষণে জানিলাম, সমুদয় পদার্থের যাহা কিছু নাম আছে, সকলই তাঁহার নাম। অগ্রে যাঁহার দেশ বিদিত হয় নাই এবং যাঁহাকে সর্ব্ববৃত্তিপরাঙ্মুখ বলিয়া জানিয়াছিলাম; এক্ষণে দেখিতেছি তিনি সর্ব্বদেশীয় এবং সকলের সর্ব্ববৃত্তিদাতা। সমুদয় শ্রুতি এবং স্মৃতিও যাঁহার নিকট আচার পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, আমি তাঁহাকেই আচারহীন জানিয়াছিলাম। অহো! মদীয় সেই জামাতা, সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদাতা; তিনি সর্ব্বগুণের আধার হইয়াও গুণাতীত ও পরাৎপর এবং অর্ব্বাচীন অথচ পরাচীন। আমি ভূধরগণের অধীশ্বর, উমাপতি নিখিল বিশ্বের নাথ। ৯৭—১১৩। আমার সম্পত্তি পরিমিত, কিন্তু তদীয় সম্পত্তি অপরিমিত; অতএব আমার আনীত উপঢৌকনসামগ্রী তাঁহার নিকট তুচ্ছ। এজন্য এক্ষণে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া বারান্তরে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক কোন সময় সাক্ষাৎ করিব। গিরিরাজ মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সায়ংকালে মহাবল পরাক্রান্ত পার্ব্বতীয় অনুচরবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—তোমরা সকলেই বলবান, অতএব আমার এক আজ্ঞা প্রতিপালন কর। সূর্য্যোদয়ের মধ্যে ত্বরায় এক শিবালয় প্রস্তুত কর, যাহাতে আমি ইহকাল ও পরকালে কৃতার্থ হইব। যে ব্যক্তি এই কাশীধামে আসিয়া শিবালয় দান করে, তাহার ত্রিলোকবাসীদিগকে আলয় দান করা হয় এবং সে পর্ব্বদিনে মহাতীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি সৎপাত্রে বিবিধ মহাদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি,

শম্ভোর্মহাসদ্ম ন তং পদ্মা ত্যজেৎ কচিৎ। তপাংসি তেন তপ্তানি শীর্ণপর্ণাশনান্যপি॥ ১২১॥ বারাণসীং সমাসাদ্য যেনাকারি শিবালয়ঃ। অশেষাঃ সুবিশেষাঢ্যা ইষ্টাস্তেন মহামখাঃ॥ ১২২॥ আনন্দকাননে যেন দেবদেবালয়ঃ কৃতঃ। ইতি তস্য সমাদেশং সমাকর্ণ্যানুগাস্ততঃ॥ ২৩॥ চক্রুর্দেবালয়ং শ্রেষ্ঠং যাবদ্‌ব্যুষ্টা ন যামিনী। তাবচ্ছৈলেশ্বরং লিঙ্গং শৈলেশেন প্রতিষ্ঠিতম্। চন্দ্রকান্তমণেশ্চঞ্চৎকান্তিশ্বেতিতমণ্ডপম্॥ ১২৪॥ অলেখয়ৎ প্রশস্তিঞ্চ প্রশস্তাক্ষরমালিনীম্। ব্যাচক্ষাণাং নিজাং সর্ব্বগোত্রেভ্যোঽপ্যধিকোন্নতিম্॥ ১২৫॥ ততোঽরুণোদয়ে জাতে স্নাত্বা পঞ্চনদে হ্রদে। শৈলরাজঃ কালরাজং নমস্কৃত্য সমর্চ্য চ॥ ১২৬॥ তত্র রাশিং সমুৎসৃজ্য পরিতস্ত্বরিতো যযৌ। পার্ব্বতীয়ৈরনুগতঃ সর্ব্বৈরপি নিজালয়ম্॥ ১২৭॥ ততঃ প্রাতঃ সমালোক্য গণৌ হুণ্ডনমুণ্ডনৌ। হৃষ্টৌ দেবালয়ং রম্যং বরণায়াস্তটে শুভে॥ ১২৮॥ অদৃষ্টপূর্ব্বং দেবায় নিবেদয়িতুমাগতৌ। তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাদেবমুমাদর্শিতদর্পণম্॥ ১২৯॥ প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কৃতাঞ্জলিপুটৌ গণৌ। কৃতাভ্যনুজ্ঞৌ ভ্রূক্ষেপাদ্বিজ্ঞপ্তিমথ চক্রতুঃ॥ ১৩০॥ দেবদেব ন জানীবঃ কেনচিদ্দৃঢ়ভক্তিনা। অতীব রম্যঃ প্রাসাদো নির্ম্মিতো বরণাতটে॥ ১৩১॥ আসায়ং নৈক্ষি চাবাভ্যাং দৃষ্টোঽদ্যৈব প্রগে বিভো। গণোদিতমিতীশানো নিশম্যাহ গিরীন্দ্রজাম্॥ ১৩২॥ বিজ্ঞাতসর্ব্ববৃত্তান্তঃ সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যনভিজ্ঞবৎ। অচলেন্দ্রাঙ্গজে যাবস্তৎপ্রাসাদবিলোকনে॥ ১৩৩॥ ইত্যুক্তেশঃ সগিরিজো নিরগাৎ সগণো মুনে। মহাস্যন্দনমারুহ্য প্রাসাদং দ্রষ্টুমুৎসুকঃ॥ ১৩৪॥ অথালুলোকে গিরিশঃ প্রাসাদং বরণাতটে। অতীব রম্যরচনং যামিনীমাত্রনির্ম্মিতম্॥ ১৩৫॥ স্যন্দনাদবরুহ্যাথ গর্ভাগারমবীবিশৎ। দদর্শ চ মহালিঙ্গং চন্দ্রকান্তশিলাময়ম্॥ ১৩৬॥ দেদীপ্যমানং মহসা মোক্ষলক্ষ্ম্যঙ্কুরাকৃতি। দৃষ্টিপ্রসাদজননং পুনর্জ্জননশাতনম্॥ ১৩৭॥ কেনেদং স্থাপিতং লিঙ্গং

বিত্তশাঠ্য না করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন দ্বারা এই স্থানে শম্ভুর মহৎ মন্দির প্রস্তুত করে, কমলা তাহাকে কখন পরিত্যাগ করেন না। যে মানব, বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া শিবালয় স্থাপন করে, সে শীর্ণপর্ণাশনাদি তপোনুষ্ঠানের ফলভাগী হয় এবং যে ব্যক্তি, আনন্দকাননে দেবদেবের আলয় নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহার মহাসমারোহে সম্পাদিত মহৎ যজ্ঞনিচয়ের ফললাভ হইয়া থাকে। গিরিরাজের ঈদৃশ আদেশ শ্রবণ করিয়া তদীয় অনুচরগণ যামিনীমধ্যে এক অপূর্ব্ব শিবমন্দির প্রস্তুত করিলে, শৈলেশ্বর, শৈলেশ্বরনামক চন্দ্রকান্তমণিময় এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন তাহার কান্তিতে সেই শিবালয় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। পরে তিনি সেই মন্দিরে অন্যান্য ভূধর হইতে স্বীয় প্রাধান্যব্যঞ্জক প্রশস্তাক্ষরশালিনী এক প্রশস্তিলিপি বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর শৈলরাজ, অরুণোদয় হইলে পঞ্চনদহ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক কালরাজকে নমস্কার ও অর্চ্চনা করিয়া তথায় রত্নরাশি রক্ষা করত পার্ব্বতীয় নিজ অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া ত্বরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর প্রাতঃকালে হুণ্ডন মুণ্ডন নামক শিবানুচরদ্বয় শুভ বরণানদীতীরে অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় সেই দেবালয় নিরীক্ষণ করিয়া শিবসন্নিধানে নিবেদনার্থ আগমনপূর্ব্বক, পার্ব্বতীকরধৃত দর্পণে নিজ মুখ দর্শনাসক্ত মহাদেবকে অবলোকন করত ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপুরঃসর ভ্রূভঙ্গীতে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—হে দেবদেব! আমরা জানি না, কোন্ পরম ভক্তিমান্ বরণানদীতীরে অতি মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। হে প্রভো! সায়ংকাল পর্য্যন্ত উহার কিছুই দেখি নাই, আজ প্রাতঃকালেই দৃষ্ট হইল। তখন ভগবান্ শঙ্কর, তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন,—অয়ি নগেন্দ্রনন্দিনি! আমি যদিচ সর্ব্বজ্ঞ, সমুদয় বৃত্তান্তই বিদিত আছি; কিন্তু তথাপি চল, অবিদিতের ন্যায় আমরা সেই প্রাসাদ দেখিতে গমন করি। হে মুনে! মহেশ্বর এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী ও অনুচরগণের সহিত মহৎ রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রাসাদদর্শনে উৎসুক হইয়া স্বভবন হইতে নির্গত হইলেন। ১১৪—১৩৪। অনন্তর শশাঙ্কশেখর, বরণাতটে একরাত্রমধ্যে নির্ম্মিত অতীব রমণীয় প্রাসাদ বিলোকনান্তে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে, সহসা মোক্ষলক্ষ্মীর অঙ্কুরোপম, নয়নানন্দকর, পুনর্জ্জন্মবিনাশন, দেদীপ্যমান, চন্দ্রকান্তমণিময় মহৎ শিবলিঙ্গ অবলোকন করিয়া যেমন ইহা কে

ধাবজ্জিজ্ঞাসতীশ্বরঃ। তাবদ্দদর্শ পুরতঃ প্রশস্তিং কর্তৃসূচিকাম্ ॥ ১৩৮ ॥ বাচয়িত্বেব চ মনাগ্মনস্তেব মনোজহৃৎ। উবাচ দেবীং দিষ্ট্যেতি প্রেক্ষস্বাত্মপিতুঃ কৃতিম্ ॥ ১৩৯ ॥ উমা শ্রুত্বেতি সংহৃষ্টা কদম্বকুসুমশ্রিয়ম্। আনন্দাঙ্কুরলক্ষ্মীবদঙ্গেষু পরিবিভ্রতী ॥ ১৪০ ॥ ততো ব্যজিজ্ঞপদ্দেবং দেবী পাদৌ প্রণম্য চ। অস্মিল্লিঙ্গবরে নাথ স্থেয়াস্থেয়মহর্নিশম্ ॥ ১৪১ ॥ অস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তাঃ শৈলেশস্য মহেশিতুঃ। তেভ্যস্ত্বং মহতীমৃদ্ধিং দাস্যসীহ পরত্র চ ॥ ১৪২ ॥ তথেতি দেব উক্তা তাং পার্ব্বতীং পুনরব্রবীৎ। বরণায়াং কৃতস্নানৈঃ শৈলেশো যৈঃ সমর্চ্চিতঃ ॥ ১৪৩ ॥ পিতৄন্ সন্তর্প্য চ মুদা দত্ত্বা দানানি শক্তিতঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরত্র সংসারবর্ত্মনি ॥ ১৪৪ ॥ শৈলেশ্বরে মহালিঙ্গে নিত্যং স্থাস্যাম্যহং শুভে। প্রদাস্যামি পরাং মুক্তিমেতল্লিঙ্গার্চ্চকে জনে ॥ ১৪৫ ॥ শৈলেশ্বরং যে দ্রক্ষ্যন্তি বরণায়াঃ সুরোধসি। তেষাং কাশ্যাং নিবসতাং দুঃখং নাভিভবিষ্যতি ॥ ১৪৬ ॥ উময়াপি বরো দত্তস্তত্র লিঙ্গে ঘটোদ্ভব। শৈলেশ্বরস্য যে ভক্তাস্তে মে পুত্রা ন সংশয়ঃ ॥ ১৪৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইতি শৈলেশ্বরং লিঙ্গং কথিতং তে মহামুনে। ইদানীং কথয়িষ্যামি রত্নেশ্বরসমুদ্ভবম্ ॥ ১৪৮ ॥ শ্রুত্বা শৈলেশমাহাত্ম্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া নরঃ। পাপকঞ্চুকমুৎসৃজ্য শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শৈলেশাদিলিঙ্গনির্ণয়ো নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। রত্নেশ্বরসমুৎপত্তিং কথয়স্ব ষড়ানন। রত্নভূতং মহালিঙ্গং যৎ কাশ্যাং পরিবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥ কোঽস্য লিঙ্গস্য মহিমা কেনৈতচ্চ প্রতিষ্ঠিতম্। এতং বিস্তরতো ব্রূহি গৌরীহৃদয়নন্দন ॥ ২ ॥ স্কন্দ উবাচ। রত্নেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং কথয়িষ্যামি তে মুনে। যথা চ তস্য লিঙ্গস্য প্রাদুর্ভাবোঽভবদ্ভুবি ॥ ৩ ॥ শ্রুতং নামাপি লিঙ্গস্য যস্য জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্। বৃজিনং নাশয়েত্তস্য

স্থাপন করিল” জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অমনি সম্মুখে কর্তৃসূচক প্রশস্তি দেখিতে পাইলেন। অনন্তর কন্দর্প-দর্পহারী হর, মনে মনে অল্পমাত্র পড়িয়াই কহিলেন,—দেবি! দেখিয়াছ? স্বীয় জনকের কীর্ত্তি অবলোকন কর। তখন পার্ব্বতী, শঙ্করবাক্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিতা হইয়া আনন্দাঙ্কুরলক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে কদম্বকুসুমের সৌন্দর্য ধারণ করত চরণদ্বয়ে প্রণামপূর্ব্বক শঙ্করকে কহিলেন,—হে নাথ! এই পরম লিঙ্গে সতত আপনাকে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে এবং যাহারা এই শৈলেশ্বর লিঙ্গে পরম ভক্তিমান্ থাকিবে, তাহাদিগকে ঐহিক ও পারত্রিক সমৃদ্ধি দান করিতে হইবে। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর, ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া পার্ব্বতীকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—যাহারা বরণাতে স্নান করিয়া সানন্দে শৈলেশ্বরকে অর্চনা, পিতৃগণকে তর্পণ ও যথাশক্তি দান করিবে. তাহাদিগকে আর এই সংসারমার্গে বিচরণ করিতে হইবে না। হে শুভে! আমি সতত এই শৈলেশ্বরে অবস্থান করিব এবং যে ব্যক্তি ইহার অর্চ্চনা করিবে, তাহাকে পরম মুক্তিপদ প্রদান করিব। যাহারা শৈলেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে, তাহারা কাশীধামে বাস করিয়া, কোনরূপ দুঃখে পীড়িত হইবে না। হে কমলযোনে! পরে ভগবতী উমাও এক বর দান করিলেন যে, যাহারা শৈলেশ্বরের ভক্ত হইবে, তাহারা নিঃসন্দেহে আমার পুত্রবৎ প্রিয় হইতে পারিবে। স্কন্দ কহিলেন,—হে মহামুনে! এই আমি তোমার নিকট শৈলেশ্বরের বিবরণ বর্ণন করিলাম; এক্ষণে রত্নেশ্বরের উৎপত্তিবিষয় কীর্ত্তন করিব। পরম শ্রদ্ধাসহকারে শৈলেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব, পাপরূপ কঞ্চুক পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবলোকে পরম সুখে বাস করিতে পারে। ১৩৮—১৪৯।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে ষড়ানন! সম্প্রতি তুমি রত্নেশ্বরের উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তন কর। এই কাশীধামে যে রত্নভূত মহালিঙ্গ আছেন, তাঁহার কি প্রকার মহিমা এবং কোন্ ব্যক্তিই বা উহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে? হে গৌরীহৃদয়নন্দন! তুমি এই সকল বিষয় সবিস্তর বর্ণন কর। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনে! তোমার নিকট আমি রত্নেশ্বরের মাহাত্ম্য ও তাঁহার প্রাদুর্ভাববিষয় প্রকাশ করিতেছি;

প্রাদুর্ভাবং ব্রুবে মুনে। ৪ ॥ শৈলরাজেন রত্নানি যানি পুঞ্জীকৃতান্যহো। উত্তরে কালরাজস্য তানি তস্য গিরের্বৃষাৎ॥ ৫ ॥ সর্ব্বরত্নময়ং লিঙ্গং জাতং তৎসুকৃতাত্মনঃ। শক্রচাপসমচ্ছায়ং সর্ব্বরত্নদ্যুতিপ্রভম্ ॥ ৬॥ তল্লিঙ্গদর্শনাদেব জ্ঞানরত্নমবাপ্যতে। শৈলেশ্বরং সমালোক্য শিবৌ তত্র সমাগতৌ॥ ৭॥ যত্র রত্নময়ং লিঙ্গমাবির্ভূতং স্বয়ং মুনে। তস্য স্ফুরৎপ্রভাজালৈস্ততমম্বরমণ্ডলম্॥ ৮॥ তত্র দৃষ্ট্বা শুভং লিঙ্গং সর্ব্বরত্নসমুদ্ভবম্। ভবান্যদৃষ্টপূর্ব্বা হি পরিপ্রপচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ৯ ॥ দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বভক্তাভয়প্রদ। কুতস্ত্যমেতল্লিঙ্গং হি সপ্তপাতালমূলবৎ ॥ ১০ ॥ জ্বালাজটিলিতাকাশং প্রভাভাসিতদিঙ্মুখম্। কিমাখ্যং কিংস্বরূপং চ কিম্প্রভাবং ভবান্তক ॥ ১১ ॥ যস্য সংবীক্ষণাদেব মনো মেহতীব হৃষ্টবৎ। ইহৈব রমতে নাথ কথয়ৈতৎ প্রসাদতঃ॥ ১২॥ দেবদেব উবাচ। শৃণ্বপর্ণে সমাখ্যামি যত্ত্বয়াপৃচ্ছি পার্ব্বতি। স্বরূপমেতল্লিঙ্গস্য সর্ব্বতেজোনিধেঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥ তব পিত্রা হিমবতা গিরিরাজেন ভামিনি। স্বাযুধিত মহারত্নসম্ভারোঽত্রাপ্যনায়ি হি ॥ ১৪॥ অত্র তানি চ রত্নানি রাশীকৃত্য হিমাদ্রিণা। সুকৃতোপার্জ্জিতান্যেব যযৌ স্বসদনং পুনঃ ॥ ১৫ ॥ ত্বদর্থং বা মমার্থং বা শ্রদ্ধয়া যৎসমর্প্যতে। কাশ্যাং তস্য পরীপাকো ভবেদীদৃগ্বিধোঽনঘে ॥ ১৬॥ লিঙ্গং রত্নেশ্বরাখ্যং বৈ মৎস্বরূপং হি কেবলম্। অস্য প্রভাবো হি মহান্ বারাণস্যামুমে ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বেষামিহ লিঙ্গানাং রত্নভূতমিদং পরম্। অতো রত্নেশ্বরং নাম পরং নির্ব্বাণরত্নদম্॥ ১৮॥ অনেনৈব সুবর্ণেন পিত্রা রাশীকৃতেন চ। প্রাসাদমস্য লিঙ্গস্য বিধাপয় মহেশ্বরি॥ ১৯॥ লিঙ্গপ্রাদাদকরণাৎ খণ্ডস্ফুটিতসংস্কৃতেঃ। লিঙ্গস্থাপনজং পুণ্যং হেলয়ৈবেহ লভ্যতে ॥ ২০॥ তথেতি ভগবত্যোক্তা গণাঃ প্রাসাদনির্ম্মিতৌ। সোমনন্দিপ্রভৃতয়োঽসংখ্যা ব্যাপারিতা মুনে ॥ ২১ ॥ গণৈশ্চ কাঞ্চনময়ো নানাকৌতুকচিত্রিতঃ। নির্ম্মমে যামমাত্রেণ প্রাসাদো মেরুশৃঙ্গবৎ ॥ ২২ ॥ দেবী প্রহৃষ্টবদনা দৃষ্ট্বা প্রাসাদনির্ম্মিতিম্। গণেভ্যো ব্যতরদ্ভূরিসম্মানং পারিতোষিকম্ ॥ ২৩ ॥ পুনশ্চ দেবী পপ্রচ্ছ

তাঁহার নামমাত্র শ্রবণে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপরাশিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। শৈলরাজ হিমবান, কালরাজের উত্তরে যে সকল রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, সেই সকল রত্নই সেই সুকৃতিশালীর পুণ্যবলে ইন্দ্রধনুঃসমপ্রভ সর্ব্বরত্নময় এক লিঙ্গরূপে পরিণত হয়। উক্ত রত্নেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন করিলে জ্ঞানরূপ রত্ন লাভ করা যায়। অনন্তর হরপার্ব্বতী শৈলেশ্বরকে অবলোকন করিয়া যে স্থানে রত্নময় লিঙ্গ স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছেন, তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার প্রভায় সমস্ত ভবন আলোকিত হইতেছে। ভবানী সেই সর্ব্বরত্নসম্ভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব শুভলিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবদেব, জগন্নাথ! হে সর্ব্বভক্তাভয়প্রদ! সপ্তপাতালমূলবৎ এই লিঙ্গ কোথা হইতে উৎপন্ন? ইহার প্রভায় সমুদয় গগন ও দিঙ্মণ্ডল উদ্দীপিত হইতেছে। হে ভবান্তক! ইহা কিরূপ? ইহার নাম বা কি এবং ইহার প্রভাবই বা কি প্রকার? ইহাকে দেখিয়াই আমার অন্তঃকরণ অতিশয় উল্লসিত ও ইহাতেই অনুরক্ত হইতেছে। হে নাথ! আপনি ইহার প্রভাবাদির বিষয় বর্ণন করুন। শঙ্কর কহিলেন,—হে অপর্ণে, পার্ব্বতি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি [illegible] সর্ব্বতেজোনিধি এই লিঙ্গের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভামিনি! তোমার পিতা গিরিরাজ, নিজ সুকৃতোপার্জ্জিত যে সকল রত্নরাশি তোমার জন্য আনয়ন করিয়া, এই স্থানে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিয়াছেন, সেই মহৎ রত্নরাশি হইতেই, এই রত্নেশ্বরের প্রকাশ। হে অনঘে! শ্রদ্ধাসহকারে তোমার বা আমার জন্য এই কাশীতে যাহা সমর্পণ করা যায়, তাহার এইরূপই পরিণাম। হে উমে! এই রত্নেশ্বরলিঙ্গ কেবল রত্নস্বরূপ; কাশীধামে ইহার অনন্তপ্রভাব। কাশীস্থিত সমুদয় লিঙ্গের মধ্যে মহানির্ব্বাণরূপ রত্নপ্রদ এই লিঙ্গ রত্নস্বরূপ বলিয়াই ইহার নাম রত্নেশ্বর। হে মহেশ্বরি! সম্প্রতি, তোমার জনকাহৃত এই সুবর্ণরাশির দ্বারা ইহার প্রাসাদ প্রস্তুত কর। শিবলিঙ্গের প্রাসাদ দান করিলে, অনায়াসে লিঙ্গ-স্থাপনের ফল লাভ হইয়া থাকে। ১—২০। হে মুনে! ভগবতী পার্ব্বতী, ঈদৃশ অভিহিত হইয়া সোমনন্দী প্রভৃতি অনুচরগণকে প্রাসাদনির্ম্মাণার্থ আদেশ করিলে, তাহারা প্রহর মধ্যে নানা কৌতুককর চিত্রবিশিষ্ট মেরুশৃঙ্গোপম সুবর্ণময় এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল। তদ্দর্শনে দেবী পরম আনন্দিত হইয়া গণগণকে সমাদরপূর্ব্বক প্রচুর পারিতোষিক প্রদান করি-

প্রণিপাতপুরঃসরম্। মহিমানং মহাদেবং লিঙ্গস্যাস্য মহামুনে॥ ২৪॥ দেবদেব উবাচ। লিঙ্গং ত্বনাদিসংসিদ্ধমেতদ্দেবি শুভপ্রদম্। আবির্ভূতমিদানীঞ্চ ত্বৎপিতুঃ পুণ্যগৌরবাৎ॥ ২৫॥ গুহ্যানাং পরমং গুহ্যং ক্ষেত্রেঽস্মিংশ্চিন্তিতপ্রদম্। কলৌ কলুষবুদ্ধীনাং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥ ২৬॥ যথা রত্নং গৃহে গুপ্তং ন কৈশ্চিজ্জ্ঞায়তে পরৈঃ। অবিমুক্তে তথা লিঙ্গং রত্নভূতং গৃহে মম॥ ২৭॥ যানি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেঽত্র সন্তি লিঙ্গানি পার্ব্বতি। তৈরর্চ্চিতানি সর্ব্বাণি রত্নেশো যৈঃ সমর্চ্চিতঃ॥ ২৮॥ প্রমাদেনাপি যৈর্গৌরি লিঙ্গং রত্নেশমর্চ্চিতম্। তে ভবন্ত্যেব নিয়তং সপ্তদ্বীপেশ্বরা নৃপাঃ॥ ২৯॥ ত্রৈলোক্যে যানি বস্তূনি রত্নভূতানি তানি তু। রত্নেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য সকৃৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৩০॥ পূজয়িষ্যন্তি যে লিঙ্গং রত্নেশং কামবর্জ্জিতাঃ। তে সর্ব্বে মদ্গণা ভূত্বা প্রান্তে স্থাস্যন্তি মামিহ॥ ৩১॥ রুদ্রাণাং কোটিজপ্যেন যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্। তৎফলং লভ্যতে দেবি রত্নেশস্য সমর্চ্চনাৎ॥ ৩২॥

লিঙ্গে চানাদিসংসিদ্ধে যদ্বৃত্তং তদ্ব্রবীমি তে। ইতিহাসং মহাশ্চর্য্যং সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্॥ ৩৩॥ পুরেহ নর্ত্তকী কাচিদাসীন্নাট্যার্থকোবিদা। সৈকদা ফাল্গুনে মাসি শিবরাত্র্যাং কলাবতী॥ ৩৪॥ ননর্ত্ত জাগরং প্রাপ্য জগৌ গীতং চ পেশলম্। স্বয়ঞ্চ বাদয়ামাস নানাবাদ্যানি বাদ্যবিৎ॥৩৫॥ তেন তৌর্যাত্রিকেণাপি প্রীণয়িত্বাথ সা নটী। রত্নেশ্বরং মহালিঙ্গং দেশমিষ্টং জগাম হ॥ ৩৬॥ কালধর্ম্মবশং যাতা তত্র সা বরনর্ত্তকী। সুতা গন্ধর্ব্বরাজস্য বসুভূতের্বভূব হ॥ ৩৭॥ সঙ্গীতস্য সবাদ্যস্য তস্য লাস্যস্য পুণ্যতঃ। তত্রেশাগ্রে কৃতস্যেহ জাগরে শিবরাত্রিজে॥ ৩৮॥ রম্যা রত্নাবলী নাম রূপলাবণ্যশালিনী। কলাকলাপকুশলা মধুরালাপবাদিনী॥ ৩৯॥ পিতুরানন্দকৃন্নিত্যং বসুভূতের্ঘটোদ্ভব। সর্ব্বগান্ধর্ব্বকুশলা গুণরত্নমহাখনিঃ॥ ৪০॥ মুনে সখীত্রয়ং তস্যাশ্চারুচাতুর্য্যভাজনম্॥ শশিলেখানঙ্গলেখাচিত্রলেখেতি নামতঃ॥ ৪১॥ তিসৃভিস্তাভিরেকত্র বাগ্দেবীপরিশীলিতা। তাভ্যঃ সর্ব্বাঃ কলাঃ প্রাদাৎ পরিপ্রীতা সরস্বতী॥ ৪২॥ প্রাপ্য রত্নাবলী গৌরি সা জন্মান্তর-

---

লেন। হে মহামুনে! অনন্তর ভগবতী পুনর্ব্বার শঙ্করকে প্রণিপাতপুরঃসর উক্ত লিঙ্গের মহিমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন,—হে দেবি! শুভপ্রদ এই লিঙ্গ অনাদি, কেবল তোমার পিতার পুণ্যগৌরবেই এক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কাশীধামে অভীষ্টপ্রদ এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ সমুদয় গোপ্যবস্তু হইতেও গোপনীয়; বিশেষতঃ কলিকালে পাপমতি মানবগণের সন্নিধানে ইহার বিষয় কোনক্রমে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যেমন গৃহমধ্যে রত্ন, সাধারণের নিকট গুপ্ত থাকে, সেইরূপ অবিমুক্তক্ষেত্রেও রত্নভূত এই লিঙ্গ সর্ব্বদা গোপনীয়। হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে সমস্ত লিঙ্গ আছে, যাহারা রত্নেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে পারে, সেই সমুদয় লিঙ্গই তাহাদিগের কর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকে। হে গৌরি! যাহারা ভ্রমক্রমেও রত্নেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজা হইয়া থাকে। মানব, একবার রত্নেশ্বরকে অর্চ্চনা করি.। ত্রৈলোক্যস্থিত সমুদয় রত্নভূত বস্তুর অধিকারী হয়। যাহারা কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্নেশ্বরকে পূজা করিবে, তাহারা জীবনাবশেষে আমার সারূপ্য লাভ করত সতত এই স্থানে আমায় সন্দর্শন করিতে পারিবে। হে দেবি। কোটি রুদ্রমন্ত্রজপে ও এই রত্নেশ্বরের পূজায় সমান ফল লাভ

হয়। অনাদিসিদ্ধ এই লিঙ্গঘটিত যে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে, আমি তোমার নিকট সেই সর্ব্বপাপনাশন অপূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। ২১—৩৩। পূর্ব্বে এই স্থানে নাট্যবিষয়ে সুদক্ষা কলাবতী নামে এক নর্ত্তকী ছিল। সে একদা ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রিতে জাগরণপূর্ব্বক সুমধুর নৃত্য গীত ও স্বয়ং নানাবিধ বাদ্য আরম্ভ করত তদ্দ্বারা মহালিঙ্গ রত্নেশ্বরকে প্রীত করিয়া নিজ স্থানে গমন করে। পরে সেই সুদক্ষ নৃত্যকারিণী সময়ে দেহত্যাগ করিয়া বসুভূতিনামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। হে কুম্ভযোনে! শিবরাত্রির দিন জাগরণ করিয়া রত্নেশ্বরের সম্মুখে যে নৃত্যগীতবাদ্য করিয়াছিল, সেই পুণ্যে সে পরম রূপলাবণ্যবতী চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞা ও মধুরবাদিনী হইয়া রত্নাবলী নাম গ্রহণ করত সতত পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। হে মুনে! গান্ধর্ব্ববিদ্যায় নিপুণা এবং গুণরূপ-রত্নের মহৎ আকরস্বরূপা সেই রত্নাবলীর শশিলেখা, অনঙ্গলেখা ও চিত্রলেখা নামে পরমচতুরা তিন সখী ছিল। এক সময়ে রত্নাবলী, সখীত্রয়ের সহিত বাগ্দেবীর উপাসনা করায় তিনি পরমপ্রীতা হইয়া চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদান করেন। হে গৌরি!

বালনাম্। রত্নেশ্বরস্থ লিঙ্গস্থ জগ্রাহ নিয়মং শুভম্॥ ৪৩॥ রত্নভূতস্থ লিঙ্গস্থ কাশ্যাং রত্নেশ্বরস্থ বৈ। নিত্যং সন্দর্শনং প্রাপ্য বক্ষ্যাম্যপি বচো মুখে॥৪৪॥ ইত্থং নিয়মবত্যাসীৎ সা গন্ধর্ব্বসুতোত্তমা। তাভিঃ সখীভিঃ সহিতা নিত্যং লিঙ্গঞ্চ পশ্যতি॥ ৪৫॥ একদারাধ্য রত্নেশং মদীয়ং তল্লিঙ্গমুত্তমম্। সমানর্চ্চ চ সা বালা রম্যয়া গীতমালয়া॥৪৬॥ সখ্যঃ প্রদক্ষিণী-কর্ত্তুং লিঙ্গস্তিস্রোহপ্যুমে গতাঃ। তস্যা গীতেন তুষ্টোহহং লিঙ্গস্থো বরদোহভবম্॥ ৪৭॥ যস্ত্বয়া-রংস্যতে রাত্রাবদ্য গন্ধর্ব্বকন্যকে। তব নাম সমানাখ্যঃ স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ ৪৮॥ ইতি লিঙ্গাম্বুধেজ তাং পরিপীয়বচঃ সুধাম্। বভূবা-নন্দসন্দোহমন্থরাতীব হ্রীমতী॥ ৪৯॥ গতাথ ব্যোমমার্গেণ সখীভিঃ স্বপিতুর্গৃহম্। কথয়ন্তী নিজোদন্তং তমালীনাং পুরো মুদা॥ ৫০॥ তাভি-র্দিষ্ট্যেতিদিষ্ট্যেতি সখীভিঃ পরিনন্দিতা। অদ্য তে বাঞ্ছিতং ভাবি রত্নেশস্থ সমর্চ্চনাৎ॥ ৫১॥ যদ্যায়াতি স তে রাত্রাবদ্য কৌমারহারকঃ। চোরো বাহুলতাপাশৈঃ পাশিতব্যোহতিযত্নতঃ॥৫২॥ গোষ্ঠী ক্রিয়তেহস্মাভির্যথা স সুকৃতৈকভূঃ। প্রাতরেব তব প্রেয়ান্ রত্নেশাদিষ্ট ইষ্টকৃৎ॥ ৫৩॥ যাতাস্বস্মাসু দৃষ্টাসু ভবতী পুণ্যগৌরবাৎ। অহো রত্নেশ্বরং লিঙ্গং প্রত্যক্ষীকৃতবত্যসি॥ ৫২॥ অহো ভাগ্যো-দয়ো নৃণামহো পুণ্যসমুচ্চয়ঃ। একস্যৈব ভবেৎ সিদ্ধির্যদেকত্রাপি তিষ্ঠতাম্॥ ৫৫॥ সত্যং বদন্তি নাসত্যং দৈবপ্রাধান্যবাদিনঃ। দৈবমেব ফলেদেকং নোদ্যমো নাপরং বলম্॥ ৫৬॥ ভবত্যা অপি চাস্মাকমেক এব হি চোদ্যমঃ। পরং দৈবং ফলত্যেকং যথা তব ন নঃ পুরঃ॥ ৫৭॥ লোকানাং ব্যবহারোহয়মালিপ্রোক্তঃ প্রসঙ্গতঃ। পরং মনোরথাবাপ্তিস্তব যা সৈব নঃ স্ফুটম্॥ ৫৮॥ ইতি সংব্যাহরন্তীনামনন্তোহধ্বাতিতুচ্ছবৎ। ক্ষণা-ত্তাসাং ব্যতিক্রান্তঃ প্রাপ্তাশ্চ স্বংস্বমালয়ম্॥ ৫৯॥ অথ প্রাতঃ সমুত্থায় পুনরেকত্র সঙ্গতাঃ। সা চ মৌনবতী তাভিঃ পরিভুক্তেব লক্ষিতা॥ ৬০॥ তূষ্ণীং প্রাপ্যাথ কাশীং সা স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে। সখীভিঃ সহিতাপশ্যল্লিঙ্গং রত্নেশ্বরং মম॥ ৬১॥

সেই রত্নাবলী, জন্মান্তরীণ সংস্কারবশতঃ রত্নেশ্বর সম্বন্ধে এক নিয়ম করিল যে, প্রত্যহ কাশীস্থিত রত্ন-ভূত রত্নেশ্বরকে দর্শন না করিয়া কথা কহিব না। সেই গন্ধর্ব্বদুহিতা এইরূপ নিয়ম করিয়া সখীগণের সহিত প্রতিদিন রত্নেশ্বরকে অবলোকন করিতে লাগিল। একদা মদীয় এই লিঙ্গকে আরাধনা করিয়া মনোহর গীতমালায় আমার তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্তা হইলে তদীয় সখীত্রয় সেই সময় প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিল। হে উমে! পরে আমি তাহার গীতে প্রীত হইয়া লিঙ্গমধ্য হইতে বরদান করিলাম যে, হে গন্ধর্ব্বদুহিতে! আজ রাত্রিকালে তোমার সমাননামক যে ব্যক্তি তোমাকে রমণ করিবে, সে-ই তোমার ভর্ত্তা হইবে। রত্নাবলী, লিঙ্গরূপ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন তাদৃশ বচনরূপ অমৃত পান করিয়া অতীব লজ্জিতা ও আনন্দিতা হইল। পরে সখীগণের সহিত গগন-পথে পিত্রালয়ে গমন করিতে করিতে সখীগণ-সন্নিধানে নিজ বিবরণ ব্যক্ত করিলে পর তাহারা সকলে "ভাই! বড়ই আনন্দের বিষয়, বড়ই আন-ন্দের বিষয়" এইরূপ বলিয়া রত্নাবলীকে অভি-নন্দন করিল এবং কহিল—যদি রত্নেশ্বরের পূজার ফলে তোমার অভীষ্ট সফল হয়, যদি আজ রাত্রে তোমার কৌমারহর চোর আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি বাহুলতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিও যেন আমরা সেই রত্নেশ্বরনির্দ্দিষ্ট সুকৃতিশালী তোমার প্রিয়কে প্রাতঃকালেই দেখিতে পাই। ভাই! তোমার কি পুণ্য! আমরা ত সকলেই গিয়াছিলাম এবং সকলেই ত রত্নেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু পুণ্যবলে কেবল তুমিই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলে! ৩৪—৫৪। জীবগণের অদৃষ্টের কি মহিমা! পুণ্যের কি গৌরব! একত্র থাকিয়া একরূপ কার্য্য করিলেও অদৃষ্টগুণে একের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দৈবপ্রাধান্যবাদী ব্যক্তিগণ যে কহেন, দৈবই প্রবল, তাহাই সত্য। কারণ, "দেখিতেছি, দৈব থাকিলেই কার্য্য সফল হয়; উদ্যম বা অন্য কোন বলে কোন ফল হয় না। দেখ, তুমি ও আমরা সকলেই এককার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার অদৃষ্টে যেরূপ ফল হইল, সেরূপ আমাদের হইল না। হে সখি! লোকে যে কথায় কথায় অদৃষ্ট প্রধান বলে, তোমার মনোরথ-সিদ্ধিই তাহার নিদর্শন। তাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপ-কথন করিতে করিতে অনন্তপথও "যেন ক্ষণকাল মধ্যে অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিল। অনন্তর প্রাতঃকালে পুনরায় একত্র মিলিত হইয়া মৌনাবস্থিত রত্নাবলীকে যেন কোন পুরুষ কর্ত্তৃক

নির্বর্ত্ত্য নিয়মং সাথ লজ্জামুকুলিতেক্ষণা। নির্বন্ধেন বয়স্যাভিঃ পরিপৃষ্টা জগাদ হ॥ ৬২॥ রত্নাবল্যুবাচ। অথ রত্নেশযাত্রায়াঃ প্রযাতাস্মু স্বমন্দিরম্। ভবতীষু স্মরন্ত্যেব তদ্রত্নেশবচোঽমৃতম্॥ ৬৩॥ সবিশেষাঙ্গসংস্কারাবিশং সংবেশমন্দিরম্। নিদ্রাদরিদ্রনয়না তদ্বিলোকনলালসা॥ ৬৪॥ বলাৎ স্বপ্নদশাং প্রাপ্তা ভাবিনোঽর্থস্য গৌরবাৎ। আত্মবিস্মরণে হেতূ ততো মে দ্বৌ বভূবতুঃ॥ ৬৫॥ তন্দ্রীতদঙ্গসংস্পর্শৌ মম বোধাপহারকৌ। তন্দ্র্যা পরবশা চাসং তত্তৎস্পর্শনেন চ॥ ৬৬॥ ন জানে স্বত্র কিং বৃত্তং কাহং কাহং স চার্থ কঃ। তং নির্জিগমিষুং সখ্যো যাবদ্ধর্ত্তুং প্রসারিতঃ॥ ৬৭॥ দোঃকঙ্কণেন রিপুণা কণিতং তাবদুৎকটম্। মহতা শিঞ্জিতেনাহং তেনাল্পং পরিবোধিতা॥ ৬৮॥ সুখসন্তানপীযূষহ্রদে পরিনিমজ্জ্য বৈ। ক্ষণে। তদ্বিয়োগাগ্নিকীলাসু পতিতা বলাৎ॥ ৬৯॥ কিংকুলীয়ঃ স নো বেদ্মি কিংদেশীয়ঃ কিমাখ্যকঃ। দুনোতি নিতরাং সখ্যস্তদ্বিশ্লেষানলো মহান্॥ ৭০॥ অনল্পোৎকলিতং চেতঃ পুনস্তৎসঙ্গমাশয়া। প্রাণানাং মে' যিয়াসূনামেকমেব মহৌষধম্॥ ৭১॥ বয়স্যা নিশি ভুক্তস্য তস্যৈব পুনরীক্ষণম্। ভবতীনামধীনঞ্চ তৎপুনর্দর্শনং মম॥ ৭২॥ কালীকম্মালয়ো বক্তি মিথ্যা মুগ্ধে সখীজনে। তদ্দর্শনেন স্থাস্যন্তি প্রাণা যাস্যন্তি চান্যথা॥ ৭৩॥ দশম্যবস্থা সন্নদ্ধোবাধিতুং মাধুনা ভৃশম্। ইতি তস্যা গিরঃ শ্রুত্বা দুনায়া নিতরাঞ্চ তাঃ॥ ৭৪॥ প্রবেপমানহৃদয়াঃ প্রোচুর্বীক্ষ্য পরস্পরম্॥ ৭৫॥ সখ্য ঊচুঃ। যস্য গ্রামো ন নো নাম নাম্বয়ো নাপি বুধ্যতে। স কথং প্রাপ্যতে ভদ্রে ক উপায়ো বিধীয়তাম্॥ ৭৬॥ ইতি রত্নাবলী শ্রুত্বা সসন্দেহাঞ্চ তদ্গিরম্। বয়স্যাস্তদবাপ্তৌ মে যূয়ং কুণ্ঠি মুমূর্চ্ছ হ॥ ৭৭॥ ইত্যর্দ্ধোক্তেন সা বালা যূয়ং কুণ্ঠিতশক্তয়ঃ। যদ্বক্তব্যং স্থিতি তয়া যূয়ং কুণ্ঠীতিভাবিতম্

উপভুক্তা বলিয়া জ্ঞান করিল। অনন্তর সেইরূপ মৌনভাবে থাকিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে কাশীধামে গমনপূর্ব্বক মন্দাকিনীজলে অবগাহনান্তে রত্নেশ্বরলিঙ্গকে অবলোকন করিয়া তাঁহার পূজা করিল। পরে সেই লজ্জাবনতমুখী রত্নাবলী, বয়স্যাগণের নিতান্ত অনুরোধে কহিল,—সখীগণ! তোমরা সকলে স্বস্বভবনে গমন করিলে আমি সেই রত্নেশ্বরের বচনামৃত স্মরণ করত বিশেষরূপ অঙ্গরাগাদি করিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পরে তাঁহাকে দেখিব বলিয়া যদিচ নয়নদ্বয় মুদিলাম না বটে, কিন্তু তথাপি অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যতার প্রভাবে সহসা আমার স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হইল। তখন সেই আত্মবিস্মরণের কারণ তন্দ্রা ও তাঁহার অঙ্গস্পর্শ এই উভয়ই আমার জ্ঞানশক্তি হরণ করিল। পরে সেইরূপ তন্দ্রাপরবশ ও তাঁহার গাত্রসংসর্গসুখে জড়িত হইয়া পরে যে কি হইল এবং আমি কে, কোথায় আছি, তিনিই বা কে, কিছুই জানিতে পারিলাম না। হে সখীগণ! অনন্তর তিনি মদীয় ভবন হইতে নির্গত হইতে উদ্যত হওয়ায় ধরিবার জন্য যেমন করপ্রসারণ করিলাম, অমনি হস্তস্থিত কঙ্কণ আমার শত্রু হইয়া উৎকট শব্দ করিয়া উঠিল। সেই শব্দে আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তখন আমি যেন সুখামৃতহ্রদে নিমগ্ন হইয়াই পুনরায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিয়োগরূপ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতে থাকিলাম।৫৪—৬৯। হে সখীগণ! তাঁহার কোন্ বংশে ও কোন্ দেশে জন্ম এবং নামই বা কি, তাহার কিছুই জানি না; কিন্তু তাঁহার নিদারুণ বিচ্ছেদানল আমাকে দগ্ধ করিতেছে। পুনর্ব্বার তাঁহার সঙ্গমাশায় আমার মন অতি ব্যাকুল হইতেছে এবং প্রাণ যেন বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। এক্ষণে সেই হৃদয়চোরের পুনর্দর্শনই একমাত্র ইহার মহৌষধ আছে এবং তাঁহার পুনর্দর্শনও তোমাদিগের আয়ত্ত। হে সখীগণ! কোন্ রমণী, প্রিয় সঙ্গিনীর নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকে? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি তাঁহাকে আবার দেখিতে পাই, তবেই জীবন থাকিবে; নতুবা যাইবে। আমার এখনই ভীষণ দশমদশা উপস্থিত হইবে! তদীয় সখীগণ, নিতান্ত কাতরা রত্নাবলীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় কম্পিতহৃদয়ে পরস্পর নিরীক্ষণ করত কহিল,—হে ভদ্রে! যাহার নাম বা বংশ কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তাহাকে কিরূপে পাইব, কি বা উপায় করিব? রত্নাবলী, সখীদিগের তাদৃশ সন্দেহযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,—হে সখীগণ! তোমরাও তাহাকে দেখাইতে কুণ্ঠি—এই অর্দ্ধমাত্র বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলে, সেই গন্ধর্ব্ববালার বক্তব্য ছিল যে, তোমরাও কুণ্ঠিতশক্তি হইলে। এই নিমিত্ত 'কুণ্ঠি' এই পদ উচ্চারণ করিয়াছিল। অন-

॥ ৭৮ ॥ ত্বত্তাত্বরিতাঃ সখ্যঃ পরিতাপাপহারকান্। বহুশঃ শীতলোপায়ান্ ব্যধুর্মোহপ্রশান্তয়ে ॥৭৯॥ যদৈপেতি ন যদা মূর্চ্ছা তত্তচ্ছীতোপচারতঃ। তস্মাত্তৈকয়ানীতং রত্নেশস্নপনোদকম্ ॥ ৮০ ॥ তদুক্ষণাৎক্ষণাদেব তন্মূর্চ্ছা বিররাম হ। সুপ্তোত্থিতেব সাবাদীন্মুহুঃ শিবশিবেতি চ ॥ ৮১ ॥ স্কন্দ উবাচ। শ্রদ্ধাবতাং স্বভক্তানামুপসর্গে মহত্যপি। নোপায়ান্তরমস্ত্যেব বিশেশচরণোদকম্ ॥ ৮২ ॥ যে ব্যাধয়োঽপি দুঃসাধ্যা বহিরন্তঃশরীরগাঃ। শ্রদ্ধয়েশোদকস্পর্শাত্তে নশ্যন্ত্যেব নান্যথা ॥ ৮৩ ॥ সেবিতং যেন সততং ভগবচ্চরণোদকম্। তং বাহ্যাভ্যন্তর শুচিং নোপসর্পতি দুর্গতি ॥ ৮৪ ॥ আধিভৌতিকতাপঞ্চ তাপঞ্চাপ্যাধিদৈবিকম্। আধ্যাত্মিকং তথা তাপং হরেচ্ছম্ভুচরণোদকম্ ॥ ৮৫ ॥ ব্যপেতসংজ্বরা চাথ গন্ধর্বতনয়া মুনে। উচিতজ্ঞেতি হোবাচ তাঃ সখীঃ স্নিগ্ধধীরধীঃ ॥ ৮৬ ॥ রত্নাবল্যুবাচ। শশিলেখেঽনঙ্গলেখে চিত্রলেখে মদীহিতে। যুষ্মৎ কুণ্ঠিতসামর্থ্যাঃ কুতো বস্তাঃ কলাঃ ক বা ॥৮৭॥ মৎপ্রিয়প্রাপ্তয়ে সম্যগুপায়োঽস্তি ময়েক্ষিতঃ। রত্নেশ্বরানুগ্রহতোঽনুষ্ঠিত হিতং হিতাঃ ॥ ৮৮ ॥ শশিলেখেঽভিলষিতপ্রাপ্ত্যৈ লেখাংশ্চমালিখ। সংলিখানঙ্গলেখে ত্বং যুনঃ সর্বাবনীচরান্ ॥ ৮৯ ॥ চিত্রজ্ঞে চিত্রলেখে ত্বং পাতালতলশায়িনঃ। কিঞ্চিদাবির্ভবচ্চারুতারুণ্যালঙ্কৃতীন্ লিখ ॥ ৯০ ॥ অথাকর্ণ্যেতি তাঃ সখ্যস্তচ্চাতুর্য্যং প্রবর্ণ্য চ। লিলিখুঃ ক্রমশঃ সখ্যো যুনো যৌবনশেবধীন্ ॥ ৯১ ॥ নির্যৎকৌমারলক্ষ্মীকান্ পুংবত্বশ্রীসমাবৃতান্। প্রাতঃসন্ধ্যেব গন্ধর্বী নৃপাদ্যাংস্তানবৈক্ষত ॥ ৯২ ॥ সর্বান্ সুরনিকায়ান্ সা ব্যলোকত শুভেক্ষণা। ন চাঞ্চল্যং জহাবক্ষোস্তেষু স্বর্লোকবাসিষু ॥ ৯৩ ॥ ততো মধ্যমলোকস্থান্মুনিরাজকুমারকান্। বিলোক্যাপি ন সা প্রীতিং প্রাপ্যাপ প্রেমনির্ভরা ॥ ৯৪ ॥ অথ রত্নাবলী বালা কর্ণান্তায়তবিলোচনা। দৃশৌ ব্যাপারয়ামাস কলিসদ্মযুবস্বপি ॥ ৯৫ ॥ দিতিজান্ দনুজান্ বীক্ষ্য সা গন্ধর্বী কুমারকান্। রতিং ববন্ধ ন ক্বাপি তাপিতা মান্মথৈঃ শরৈঃ ॥ ৯৬ ॥ সুধাকরকরস্পৃষ্টাপ্যাতিদূনাঙ্গযষ্টিকা। পঙ্কস্থা নাগযুনঃ সা কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতাঽভবৎ ॥ ৯৭ ॥ ভোগিন-

---

তর সখীগণ, ত্বরান্বিত হইয়া তাহার মোহশান্তির জন্য পরম তাপহারক বিবিধ শৈত্যক্রিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু যখন শীতলউপচারে তাহার মূর্চ্ছা অপগত না হইল, তখন কোন এক সখী রত্নেশ্বরের চরণামৃত আনিয়া তাহার গাত্রে সেচন করিবামাত্র চৈতন্য হইল। তখন সে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় "শিব শিব শিব" বলিয়া উঠিল। স্কন্দ কহিলেন,—শ্রদ্ধাশালী ভক্তগণের মহৎ উপসর্গ উপস্থিত হইলে বিশ্বেশ্বরের চরণোদক ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শরীরের অভ্যন্তর ও বহিঃসঞ্চারক যে সকল পীড়া দুঃসাধ্য, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শঙ্করের চরণামৃত স্পর্শ করিলেই নিঃসংশয় তাহা উপশমিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা ভগবানের চরণামৃত সেবা করে, তাহার দেহাভ্যন্তরে বা বাহিরে কোনরূপ দুর্গতি উপস্থিত হয় না। শঙ্করের চরণোদক পান করিলে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ পাপই নির্দ্ধূত হয়। হে মুনে! অনন্তর গন্ধর্ব্বদুহিতা রত্নাবলী, পরম স্নেহময়ী সখীগণকে কহিল,—অয়ি শশিলেখে! অয়ি অনঙ্গলেখে! অয়ি চিত্রলেখে! তোমরা কি কারণ সামর্থ্যবিহীন হইলে? তোমাদের সেই চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে অভিজ্ঞতা কোথায় রহিল? রত্নেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাণেশ্বরকে পাইবার আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি; তোমরা আমার পরম হিতৈষিণী, এক্ষণে আমার হিত সাধন কর। হে শশিলেখে! আমার ইষ্টলাভের জন্য তুমি সুরগণকে, হে অনঙ্গলেখে! তুমি ধরাতলবাসীকে এবং হে চিত্রজ্ঞে, চিত্রলেখে! তুমি পাতালতলবাসীদিগকে চিত্রিত কর; যাহাদিগের অবয়ব নবযৌবনসুশোভিত, সেই সকল যুবকগণকেই চিত্র করিও। ৭০—৯০। সখীগণ তাহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে চাতুর্য্যের প্রশংসা করত সমুদয় যুবকবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলে, গন্ধর্ব্বকন্যা রত্নাবলী, প্রাতঃসন্ধ্যার ন্যায় কৌমারসৌন্দর্য্য-শোভিত সেই সকল পুরুষপঙ্কজদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। সমস্ত সুরগণকে দেখিয়া সেই সুলোচনার নয়ন-চাঞ্চল্য দূর হইল না। পরে ভূমণ্ডলবাসী সমুদয় মুনিকুমার ও রাজকুমারদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াও প্রীতিলাভ করিতে পারিল না। অনন্তর, দীর্ঘাপাঙ্গী বালা রত্নাবলী, পাতালবাসী যুবকদিগের প্রতি নয়নদ্বয় পাতিত করিল। মন্মথশর-পীড়িতা যে গন্ধর্ব্বকুমারী, সুধাকরকরেও ক্লেশ অনুভব করিতেছিল এবং সমুদয় দিতিজ ও

তাবদ্বিলোক্যাপি চিত্রং চিত্রাগতানথ। মনাক্ সঞ্জাতকৌতুকেব ক্ষণমাসীৎ কুমারিকা ॥ ৯৮ ॥ পুনঃ প্রত্যেকমন্রাক্ষীদশেষান্ শেষবংশজান্। তক্ষকান্বয়-গাংস্তদ্বদথ বাসুকিগোত্রজান্ ॥ ৯৯ ॥ পুলীকানন্ত-কর্কোটভদ্রসন্তানগানপি। দৃষ্ট্বা নাগকুমারাংস্তান্ শঙ্খচূড়মথৈক্ষত ॥ ১০০ ॥ শঙ্খচূড়েক্ষণাদেব পরাং লজ্জাংবভার সা। উদ্ভিন্নপুলকাপ্যাসীদঙ্গপ্রত্যঙ্গসন্ধিষু ॥ ১০১ ॥ তদ্রূপাভরতোঽজ্ঞাসি তৎকৌমারহরো বরঃ। তয়া বৈদগ্ধ্যবরয়া ক্ষণতশ্চিত্রলেখয়া ॥ ১০২ ॥ অথ চিত্রপটীং চিত্রলেখা চিত্রপটাঞ্চলম্। পরিক্ষিপ্যা-বৃণোত্তূর্ণং পরিহাসৈকপেশলা ॥ ১০৩ ॥ রত্নাবলী চিত্রলেখাং হ্রিয়া মৌনাবলম্বিনী। দৃশা কুটিলয়া-দ্রাক্ষীৎ প্রস্ফুরদ্দশনাম্বরা ॥ ১০৪ ॥ কটাক্ষিতা নঙ্গলেখা তয়াথ শশিলেখয়া। চিত্রলেখাপরিক্ষিপ্ত-পটাঞ্চলমপাকরোৎ ॥ ১০৫ ॥ বসুভূতিসুতা সাথ কন্যা রত্নাবলী শুভা। শঙ্খচূড়ান্বয়ে তং রত্নচূড়-মবৈক্ষত ॥ ১০৬ ॥ তদীক্ষণক্ষণাদৃষ্টি রানন্দা-শ্রুভিরাবৃতা। কপোলভিত্তিরভবৎ স্বেদোদ-কণিকাঙ্কিতা ॥ ১০৭ ॥ চকম্পে গাত্রলতিকা ধৃত-রোমাঞ্চকঞ্চুকা। চিত্রন্যস্তেব তস্তস্থ ক্ষণ মুকু-লিতাননা ॥ ১০৮ ॥ ততঃ সা চিত্রলেখা তামেত্যা-শ্বাসয়দাতুরাম্। সৌৎসুক্যং ত্যজ গন্ধর্ব্বি সিদ্ধস্তে-ঽদ্য মনোরথঃ ॥ ১০৯ ॥ এতস্যাবগতং সর্ব্বং দেশ-নামান্বয়াদিকম্। মা বিষীদালি সুলভস্তেষ রত্নেশ্বরা-র্পিতঃ ॥ ১১০ ॥ অহো সদৃশবরাবাপ্ত্যা রত্নেশেনাসি তোষিতা। উত্তিষ্ঠ যামঃ সদনং রত্নেশঃ সর্ব্বদো হি নঃ ॥ ১১১ ॥ অথ দৈববশাদ্যান্ত্যস্তা দৃষ্ট্বা গগনা-ধ্বগাঃ। সুবাহুনা দানবেন পাতালতলবাসিনা ॥ ১১২ ॥ গৃহীত্বা তাশ্চতস্রোঽপি নিরগাদ্দানবো গৃহম্। হরির্ব্বিকটদংষ্ট্রাস্যঃ প্রান্তরে হরিণীরিব ॥ ১১৩ ॥ তাস্তং বিলোক্য গন্ধর্ব্যো দংষ্ট্রাবিকটিতাননম্। রুধিরারুণনেত্রঞ্চ জাতা বেপথুভূময়ঃ ॥ ১১৪ ॥ হা মাতর্হা পিতস্ত্রাহি হা বিধে মা বিধেহি তৎ। যদেতৎকর্ত্তুমারব্ধমনাথাস্বতিনিষ্ঠুরম্ ॥ ১১৫ ॥ হা দৈব মন্দভাগ্যাভিঃ কিমস্মাভিরনুষ্ঠিতম্। সুকৃতে-তরবার্ত্তাপি নো চিত্তে ব্যাহৃতা কচিৎ ॥ ১১৬ ॥

দনুজ কুমারগণকে দেখিয়াও যাহার তাপের কিছু-মাত্র শান্তি হয় নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই গন্ধর্ব্বদুহিতা, চিত্রগত হইলেও নাগযুবকগণকে অবলোকন করিয়া, ক্ষণকাল যেন স্বচ্ছন্দতা লাভে উল্লসিতা হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে তক্ষক, বাসুকি, কুলিক, অনন্ত, কর্কোট প্রভৃতির বংশজাত সমস্ত নাগ যুবককে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণপূর্ব্বক রত্নচূড়কে দেখিবামাত্র পরম লজ্জিত হইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন অতি চতুরা চিত্রলেখা, তাহার তাদৃশ সলজ্জভাব দেখিয়া চিত্তচোরকে বুঝিতে পারিল। অনন্তর সেই পরিহাসরসিকা চিত্র-লেখা, বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চিত্রপট-স্থিত রত্নচূড়ের প্রতিমূর্ত্তি ত্বরায় আবরণ করিলে পর, রত্নাবতী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া চিত্রলেখার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিল এবং তৎকালে তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর, অনঙ্গলেখা, শশিলেখার নয়ন-ভঙ্গি বুঝিয়া তদীয় পটাঞ্চল অপসৃত করিলে, বসুভূতিদুহিতা সেই রত্নাবলী, শঙ্খচূড়বংশসম্ভূত রত্নচূড়কে সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিতে লাগিল। তখন তাহার নেত্রযুগল আনন্দ-বারিতে, গণ্ডস্থল স্বেদকণায় এবং অঙ্গলতিকা রোমাঞ্চকঞ্চুকে সমাবৃত হইল। ঈদৃশ রত্নাবলী, ক্ষণকাল লোচনদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিল। অনন্তর, চিত্রলেখা তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আশ্বাসিত করত কহিল,—অয়ি গন্ধর্ব্বকুমারি! প্রফুল্ল হও, মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, আমরা তোমার চিত্তচোরের বংশনামাদি জানিতে পারিয়াছি, অতএব হে সখি! আর বিষণ্ণ হইও না; রত্নেশ্বর-দত্ত হৃদয়রত্নকে অনায়াসেই লাভ করিবে। ভাগ্যো রত্নেশ্বর তোমাকে মনোমত পতিদানে সন্তুষ্ট করি-য়াছেন! এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, চল গৃহে গমন করি; ভগবান্ রত্নেশ্বরই মঙ্গল করিবেন।৯ —১১১ অনন্তর তাহারা চারিজনে আকাশপথে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে, এমন সময়ে পাতালতলবাসী সুবাহুনামক কোন দানব, তাহাদিগকে দেখিয়া, বিকটদশনাস্য কেশরী যেরূপ কুরঙ্গীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করত গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন গন্ধর্ব্বকুমারীগণ, সেই রুধিরারুণনেত্র বিকটানন দানবকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়কম্পিতহৃদয়ে বলিতে লাগিল,—হা তাত! হা মাতঃ! রক্ষা কর, হে বিধাতঃ! আমাদিগকে অনাথা দর্শনে এই দুষ্ট দানব যেরূপ অতি নিষ্ঠুর-ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। হা দৈব! অভাগিনী আমরা এমন কি করিয়াছি? আমরা কখন অন্তঃকরণেও পাপবার্ত্তা

শিশুক্রীড়নকং হিত্বা হিত্বা রত্নেশ্বরার্চ্চনম্। পিত্রোঃ শাসনসচ্চেষ্টা ইষ্টং বিদ্মো ন কিঞ্চন ॥ ১১৭ ॥ অধোভুবনগা দীনা হীনা নাথেন কোঽত্র নঃ। ত্রাতি অর্থীর্থিনীর্বালাঃ শম্ভো রত্নেশ সর্ব্বগ ॥ ১১৮ ॥ ইত্থং গন্ধর্ব্বতনয়া বিলপন্তীঃ কৃপাতুরম্। শুশ্রাব নাগরাজোঽসৌ রত্নচূড়ো মহামনাঃ ॥ ১১৯ ॥ কোঽসৌ মৎস্বামিনো নাম রত্নেশস্য মহেশিতুঃ। লিঙ্গরাজস্য গৃহ্ণাতি কর্ম্মবন্ধনভেদিনঃ ॥ ১২০ ॥ পুনরপ্যার্ত্তরাবং স শ্রুত্বা বালামুখেরিতম্। রত্নেশ রক্ষ রক্ষেতি গৃহীতাস্ত্রো বিনির্যযৌ ॥ ১২১ ॥ তং বসাসবপানেন মহামাংসনিষেবণাৎ। অত্যন্তোন্মত্তদুশ্চেষ্টং রত্নচূড়ো নিরৈক্ষত ॥২২॥ অধ্যাক্ষিপচ্চ রে দুষ্ট শিষ্টকন্যাপহারক। মদ্দৃষ্টিগোচরং যাতঃ ক যাস্যস্যদ্য রেঽধম ॥ ১২৩ ॥ মম বাণহতপ্রাণঃ প্রয়াণং কুরু দুর্ম্মতে। আর্ত্তত্রাণোদ্যতমতের্বৈবস্বতপুরং প্রতি ॥ ১২৪ ॥ রত্নেশ্বরস্য যৈর্নাম প্রলয়াপদ্যপি স্ফুটম্। গৃহীতং ন ভবাদৃগ্‌ভ্যস্তেষু ভীতির্ভয়াত্মসু ॥ ১২৫ ॥ রত্নেশ্বরমহানামকৃতত্রাণাশ্চ যে নরাঃ। তেষাং জন্মজরাব্যাধিকলিকালভয়ং কুতঃ ॥ ১২৬ ॥ ইত্যুক্তা ভয়ত্রস্তাস্তন্মুখপ্রহিতেক্ষণাঃ। ব্যাঘ্রঘাতা ইব মৃগীর্মাভৈষিষ্টেত্যুবাচ সঃ ॥ ১২৭ ॥ ইত্যাশ্বাস্যাথ গন্ধর্ব্বীঃ স বৈ ভুজগরাজজঃ আকর্ণপূর্ণমাকৃষ্য কোদণ্ডং প্রাহিণোচ্ছরম্ ॥ ১২৮ ॥ সোঽপি ক্রুদ্ধো দনুজরাট্ পদা স্পৃষ্টভুজঙ্গবৎ। আবিদ্ধ্যকালদণ্ডাভং পরিঘং ব্যসৃজন্মহৎ ॥ ১২৯ ॥ হৃদি রত্নেশ্বরং লিঙ্গং যস্য সম্যগ্বিজৃম্ভতে। অলাতদণ্ডবত্তস্মিন্ কালদণ্ডোঽপি জায়তে ॥ ১৩০ ॥ অন্তরেব স চিচ্ছেদ পরিঘং সময়েশুভিঃ। দুর্বৃত্তস্য যথেহায়ুর্ব্বিচ্ছিদ্যেতান্তরৈব হি ॥ ১৩১ ॥ ততোঽস্য বাণং চিক্ষেপ কালানলসমপ্রভম্। স বাণস্তস্য হৃদয়ং প্রবিশ্য প্রগবেষ্য চ ॥ ১৩২ ॥ প্রাণানস্য বিনির্য্যাত্য স্বয়ং তূণমগাৎ পুনঃ। হৃদিস্থং তস্য দৌরাত্ম্যং সর্ব্বং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ ॥১৩৩ ॥ দিগঙ্গনাপুরঃ খ্যাতুমিব নাগাশুগো গতঃ ॥ ৩৪ ॥ অন্যায়োপার্জ্জিতৈর্দ্রব্যৈঃ সুখং ভোক্তুমিচ্ছতি। তানি দ্রব্যাণি যাস্ত্যেব সপ্রাণানি কুতঃ সুখম্ ॥ ১৩৫॥

চিন্তা করি নাই। বাল্যক্রীড়া, রত্নেশ্বরের পূজা এবং পিতামাতার উপদিষ্ট কার্য্যব্যতীত আর কিছুই জানি না। হে সর্ব্বান্তর্যামিন্ রত্নেশ্বর! হে শম্ভো! এই পাতালতলপতিত, অনাথ, শরণার্থিনী বালিকাদিগকে আপনি ভিন্ন কে রক্ষা করিবে? অনন্তর, মহামনা নাগরাজ রত্নচূড়, সেই সকল গন্ধর্ব্বকুমারীর রত্নেশ্বরোদ্দেশে তাদৃশ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিল, “কে, আমার অভীষ্টদেব ভবভয়হারী, লিঙ্গরাজ রত্নেশ্বরের নাম করিতেছে?” পরে পুনরায় “হে রত্নেশ্বর! রক্ষা কর, রক্ষা কর” বালিকামুখনিঃসৃত এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক নিজভবন হইতে নির্গত হইয়া, বসাসবপানে এবং মাংসভোজনে অতি উন্মত্ত দুশ্চেষ্টিত সেই দানবকে দেখিয়া সগর্ব্বে ভর্ৎসনা করত কহিল,—অরে দুষ্ট! শিষ্টকন্যাপহারিন্! অধম দানব! তুই আজ আমার নেত্রপথে পতিত হইয়া কোথায় পলাইবি? রে দুর্ম্মতে! আমি বিপন্ন ব্যক্তিকে পরিত্রাণার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছি; এক্ষণে তুই, মদীয় বাণপ্রহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করত যমসদনে যাত্রা কর। নিশ্চয় জানিস্, যাহারা প্রলয়কালেও রত্নেশ্বরের নাম উচ্চারণ করে, তাহাদের কোনরূপ ভয়কারণ হইতেও ভয় থাকে না। যাহারা রত্নেশ্বরের মহানাম দ্বারা পরিরক্ষিত হয়, অধিক কি, জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং কলিকাল জন্যও তাহাদিগকে কোন আশঙ্কা করিতে হয় না। ১১২--১২৬। নাগরাজকুমার রত্নচূড়, ভয়ব্যাকুল সেই গন্ধর্ব্বদুহিতাদিগকে শার্দ্দূলসমাক্রান্ত কুরঙ্গীগণের ন্যায় মুখাবলোকন করিতে দেখিয়া “তোমরা কিছুমাত্র ভীত হইও না” বলিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক আকর্ণপর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে সেই দানবরাজও পদদলিত ভুজঙ্গবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যমদণ্ডোপম এক ভয়ঙ্কর মুষল ঘূর্ণিত করত রত্নচূড়-উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু যাহার হৃদয়ক্ষেত্রে সতত রত্নেশ্বর বিরাজমান, তাহার নিকট সাক্ষাৎ কালদণ্ডও অলাতদণ্ডের ন্যায় লঘু হইয়া থাকে। রত্নচূড় অর্দ্ধপথেই শরনিকরে সেই মুষল বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় সেই দুর্ব্বৃত্তের যাহাতে প্রাণবিনাশ হয়, এরূপ এক শর তূণীর হইতে বহির্গত করিয়া তাহার উরঃস্থল লক্ষ্য করত পরিত্যাগ করিলে, সেই শর, তদীয় প্রাণবায়ুকে অন্বেষণপূর্ব্বক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং যথাস্থানে উপস্থিত হইল। তখন বোধ হইল, সেই রত্নচূড়নিক্ষিপ্ত শর, দুর্ব্বৃত্ত দানবের হৃদয়গত দৌরাত্ম্য প্রকৃতরূপে অবগত হইয়া দিগঙ্গনাদিগের নিকট বলিবার জন্যই যেন পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। যে ব্যক্তি, অধর্ম্মোপার্জ্জিত দ্রব্যে সুখভোগপ্রত্যাশা করে, সেই সকল দ্রব্য তাহার

ইতি তং দানবং হত্বা নাগরাজো মহাবলী। প্রত্যুবাচাথ তাঃ কন্যাঃ কা যূয়ং কস্য চাত্মজাঃ ॥ ১৩৬॥ দুরাত্মনা কুতোঽনেন সঙ্গতাদনুজন্মনা। ক বা রত্নেশ্বরং লিঙ্গং ভবতীভির্ব্বিলোকিতম্ ॥ ১৩৭ ॥ যস্য নামাক্ষরোচ্চারাদ্ব্যপেতপরমাপদঃ। যূয়মাশু তদাখ্যাত যেন জানামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা গিরস্তস্য নিতরাং প্রেমনির্ভরাঃ। পরস্পরং মুখং বীক্ষ্য কোঽসৌ স্যাদ্দৃষ্টপূর্ব্ববৎ ॥ ১৩৯ ॥ অকারণ-সখা কোঽসৌ প্রান্তরে সমুপস্থিতঃ। নিজপ্রাণান্ পণীকৃত্য যে ন ত্রাতাঃ স্ম বালিকাঃ ॥ ১৪০ ॥ অস্য সন্দর্শনাদেব স্বভাবচপলান্যপি। মন্থরাণীন্দ্রিয়াণি স্যুঃ পরিপীয় সুধামিব ॥ ৪১ ॥ যাতুমন্যত্র নো নেত্রে প্রোৎসহেতে যথা তথা। অন্যদ্বস্ত্বন্তরং প্রেক্ষ্য রমণীয়তরন্বপি ॥ ১৪২ ॥ বচঃপীযূষমাধুর্য্যং নিতরাং প্রাপ্য নঃ শ্রুতী। শব্দান্তরগ্রহাপেক্ষাং ন কুর্ব্বাতে স্বজন্মনঃ ॥ ১৪৩ ॥ আপ্লুতঃ পঙ্গুতামেতৌ পাদৌ নশ্চঞ্চলাবপি। অমুং যুবানমালোক্য চোরং নঃ সন্মনোমণেঃ ॥ ১৪৪ ॥ ইতি ব্রুবন্ত্যস্তা বালাঃ পরস্পরমনুস্বনম্। দৃষ্ট্বাপি চিত্রমধ্যস্থং বিবিদুস্তন্ন বালিকাঃ ॥ ৪৫ ॥ অতীব ভীষণাকারদনুজস্যাতিসাধ্বসাৎ। অন্তীভূতে-ক্ষণাস্তং নাজ্ঞাসিষুর্হরিণীক্ষণাঃ ॥ ১৪৬ ॥ উচুশ্চ তং যুবানং তা নিজজীবিতরক্ষিণম্। যদঙ্গ ভবতা পৃষ্টং স্নেহনির্ভরচেতসা ॥ ৪৭ ॥ তদাচক্ষামহে সর্ব্বমবধেহি ক্ষণং মনঃ। ইয়ং গন্ধর্ব্বরাজস্য বসুভূতেস্তনূদ্ভবা ॥ ১৪৮ ॥ কন্যা রত্নাবলী নাম গুণরত্নমহাখনিঃ। বয়ং বয়স্যা এতস্যাশ্ছায়েবানু-গতাঃ সদা ॥ ১৪৯ ॥ আরভ্য বাল্যমপ্যেষা লিঙ্গং রত্নেশ্বরাভিধম্। যাতি পিত্রাপ্যনুজ্ঞাতা কাশ্যা-মর্চ্চয়িতুং সদা ॥ ১৫০ ॥ বরোঽপি দত্তস্তেনাস্যৈ প্রসন্নেনাথ শম্ভুনা। হরিষ্যতীতি যঃ স্বপ্নে কৌমারং তে কুমারিকে ॥ ১৫১ ॥ তব নাম. সমানাখ্যঃ স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। যুবানং স্বপ্নভোক্তারং প্রাপ্যাপ্যেষা সুদুঃখিতা ॥ ১৫২ ॥ পুনস্তদ্বিরহো-ত্থেন বহ্নিনাতীব তাপিতা। কলাকৌশল্যতোঽস্যাভিঃ সোঽপি চিত্রে প্রদর্শিতঃ ॥ ১৫৩ ॥ যস্য ন গ্রামনামাপি নাস্বয়োপ্যববুধ্যতে। তং দৃষ্ট্বা চিত্র-

---

জীবনের সহিত এই প্রকারেই নষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর মহাবলসম্পন্ন নাগরাজ রত্নচূড়, সেই দানবকে এইরূপে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—তোমরা কে? কাহার দুহিতা? এবং দুরাত্মা দানবের সহিতই বা কিরূপে মিলিত হইলে? তোমরা কবে রত্নেশ্বরকে বিলোকন করিয়াছ? যাঁহার নামোচ্চারণমাত্রে তোমাদিগের সমুদয় বিপদ্ বিদূরিত হইয়াছে, তোমরা এই সকল বিষয় যথার্থ-রূপে প্রকাশ কর, যাহাতে আমি জানিতে পারি। গন্ধর্ব্বকুমারীগণ, তাহার তাদৃশ বাক্যশ্রবণে পরম প্রেমপূর্ণহৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল,—ইনি কে? ইহাঁকে যেন কখন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। কে এই অকারণবন্ধু প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন? ইনি নিজ জীবন পণ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। ইহাঁকে অবলোকন করিয়া আমা-দিগের ইন্দ্রিয়নিচয় সহজচপল হইয়াও যেন সুধা-পানে মন্থর হইয়াছে; আমাদের লোচনদ্বয়, আর অপর রমণীয় বস্তুদর্শনেও উৎসুক হইতেছে না; শ্রবণযুগল, ইহাঁর বচনামৃত পান করিয়া অপর শব্দশ্রবণে বিমুখ হইয়াছে এবং আমাদিগের মনো-রূপরত্নাপহারী এই যুবককে দেখিয়া চপল চরণযুগলও যেন পঙ্গু হইয়াছে। সেই মৃগলোচনা বালিকাগণ অস্ফুটস্বরে পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল, কিন্তু অতি ভীষণাকার দানবের, ভয়ে সম্যক দর্শন-শক্তির হ্রাস হওয়ায় সেই রত্নচূড়কে চিত্রে দেখিয়াও জানিতে পারিল না। ১২৭—১৪৬। অনন্তর সেই জীবনরক্ষক-যুবক রত্নচূড়কে কহিল,—মহাশয়! আপনি স্নেহ-পূর্ণহৃদয়ে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কহিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইনি গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির তনয়া, ইহাঁর নাম রত্নাবলী। ইনি গুণরূপ রত্নের আকারস্বরূপ। আমরা ইহাঁর বয়স্যা; আমরা সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় ইহাঁর অনু-গামিনী হইয়া থাকি। ইনি বাল্যকাল হইতে পিতার আদেশ গ্রহণ করত রত্নেশ্বরের অর্চ্চনার্থ সতত কাশীধামে গমন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া ইহাঁকে এই বর প্রদান করিয়া-ছেন যে, হে কুমারিকে! তোমার সমনামা যে ব্যক্তি স্বপ্নে তোমার কৌমারব্রত হরণ করিবে, সে-ই ভর্ত্তা হইবে। অনন্তর তিনি স্বপ্নাবস্থায় তাদৃশ যুবককে লাভ করিয়াও তাঁহার বিরহানলে সন্তপ্ত হইয়া পুনরায় অতিশয় দুঃখভোগ করিতে-

দিব্যত্বমপ্যেষা জীবিতা পুনঃ॥ ১৫৪॥ ততো-রত্নেশ্বরং নত্বা স্বগৃহায়োৎসুকাভবৎ। যান্তী-স্ত্বতাহনয়া সার্দ্ধং প্রান্তরে গগনাধ্বনি॥ ১৫৫॥ অতর্কিতাগমশ্চাস্মান্ ধৃত্বা পাতালমাবিশৎ। অনন্তরং ভবানেব তং বেত্তি দনুজাধমম্॥ ১৫৬॥ অঙ্গ ইত্যেব বৃত্তান্তো নিজোহস্মাভিরুদীরিতঃ। প্রসাদং কুরু চাস্মাকং পুরঃকোহসি কৃপানিধে॥ ১৫৭॥ যদা প্রভৃতি চাস্মাভিঃ স দৃষ্টো দুষ্টদানবঃ। তদা প্রভৃতি নো নেত্রে বিহ্যতেব হতপ্রভে॥ ১৫৮॥ কান্দিশীকাভয়ত্রাতর্ন বিঘঃ কিঞ্চিদেব হি। ক বয়ং কা বয়ং কস্ত্বং কিং জাতং কিং ভবিষ্যতি॥ ১৫৯॥ নিশম্যেতি স পুণ্যাত্মা নাগরাজকুমারকঃ। আশ্বাস্য তা ভয়ত্রস্তাঃ প্রোবাচেদঞ্চ পুণ্যধীঃ॥ ১৬০॥ ময়া সহ সমায়াত রত্নেশং দর্শয়ামি বঃ। ইত্যাহূয় স তা নিন্যে ক্রীড়াবাপীং সুখোদকাম্॥ ১৬১॥ বিচিত্রমণিসোপানাং হংসকোককৃতারবাম্। কবীনাং বাসিতব্যাজাৎ স্বাগতং কুর্ব্বতীমিব॥ ১৬২॥ তত্র তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ ক্রীড়াবাপ্যাং নিমজ্জ্য তাঃ। সচৈলপুষ্পাভরণাঃ প্রোন্মমজ্জুস্ততঃ পুনঃ॥ ১৬৩॥ বহির্নির্গত্য গন্ধর্ব্ব্যঃ পশ্যন্ত্যঃ স্বগিতা ইব। রত্নে-শালয়মালোক্য কালরাজসমীপতঃ॥ ১৬৪॥ পরস্পরং ততঃ প্রোচুর্গন্ধর্ব্ব্যো বিস্মিতা ইব। স্বপ্নোহয়ং কিং নু বা সত্যং খেলো রত্নেশ্বরস্য বা॥ ১৬৫॥ বয়মেব হি বা ভ্রান্তা গন্ধর্ব্ব্যো ন বয়ং কিমু। কিমেতন্নৈব জানীম ঐন্দ্রজালিকখেলবৎ॥ ৬৬॥ এষোত্তরবহা গঙ্গা স্ফুটমেব ভবেদিহ। শঙ্খচূড়স্য বাপ্যেষা শঙ্খচূড়ালয়স্ত্বসৌ॥ ১৬৭॥ এতৎ পঞ্চনদং তীর্থমেব বাগীশ্বরালয়ঃ। যস্য সন্দর্শনাদেব বাগ্বিভূতির্বিজৃম্ভতে॥ ১৬৮॥ শঙ্খ-চূড়েশ্বরশ্চৈষ শঙ্খচূড়প্রতিষ্ঠিতঃ। যস্য সন্দর্শনাৎ পুংসাং নভয়ং কালসর্পজম্॥ ১৬৯॥ এষা মন্দাকিনী নাম দীর্ঘিকা পুণ্যতোয়ভৃঃ। যস্যাং কৃতোদকা মর্ত্ত্যা মর্ত্ত্যলোকে বিশন্তি ন॥ ১৭০॥ অসাবাশা-

---

ছেন। তাঁহার নামধামাদি কিছুই বিদিত ছিল না, পরে চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহাকে চিত্রার্পিত করিয়া দেখাইয়াছি। চিত্রগত হইলেও তদ্দর্শনে ইনি পুনর্জ্জীবিতা হইয়াছেন। একদা উনি রত্নেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক গৃহগমনে উৎসুক হইলে আমরা উঁহার সহিত আকাশপথে গমন করিতেছি, এমত সময়ে ঐ দৈত্য অতর্কিতভাবে আগমন করত আমাদিগকে লইয়া পাতালপুরে প্রবেশ করিল। ইহার পর উক্ত দানবাধম সম্বন্ধে যাহা কিছু আপনিই জানেন। মহাশয়! আমরা আপনার নিকট এই আত্মবিবরণ ব্যক্ত করিলাম; হে কৃপানিধে! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমা-দিগের নিকট আপনি কে, পরিচয় প্রদান করুন। হে ভয়ত্রাণকারিন্! সেই দুষ্ট দানবকে দর্শনা-বধি আমাদিগের চক্ষুঃ যেন দৈত্যাগ্নিতে দগ্ধ হই-য়াছে, আমরা কোন্‌দিকে পলাইব, কোন্ স্থানেই বা আসিয়াছি, আমরা কে, আপনিই বা কে এবং কি হইয়াছে বা হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পবিত্রচেতাঃ পুণ্যাত্মা নাগরাজকুমার রত্নচূড়, সেই বিহ্বলা গন্ধর্ব্বতনয়াদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিল,—আমার সহিত আগমন কর, আমি তোমাদিগকে রত্নেশ্বর দর্শন করাইব। রত্নচূড়, এইরূপ কহিয়া নির্ম্মল সলিলপূর্ণ ক্রীড়াবাপীতে তাহাদিগকে লইয়া যাইল। মরাল-[illegible] নির্ম্মিত ঐ বাপীতে বিচিত্র-মণিময় সোপানশ্রেণী শোভা পাইতেছে এবং উহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ বিহঙ্গমগণের সুমধুর শব্দে বোধ হই-তেছে। যেন উহা সকলকে স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। ১৪৭—১৬২। তথায় সেই গন্ধর্ব্ব-দুহিতাগণ রত্নচূড়ের আদেশানুসারে অব-গাহনান্তে পুনর্ব্বার বস্ত্র ও পুষ্পাভরণাদি পরিধান করত বহির্গত হইয়া কালরাজের সমীপস্থ রত্নেশ্বরের মন্দির সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়পূর্ণহৃদয়ে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল,—আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না এ সকল সত্য ঘটনা কিম্বা রত্নেশ্বরের লীলা, অথবা আমরাই ভ্রান্ত হইয়াছি, বা আমরাই গন্ধর্ব্বকন্যা নহি! যাহাই হউক, ঐন্দ্রজালিকবৎ আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; স্পষ্টই ত দেখিতেছি, এই উত্তরবাহিনী গঙ্গা, শঙ্খচূড়ের বাপী, এই শঙ্খচূড়ের আলয়, এই ত পঞ্চনদতীর্থ এবং এই ত বাগীশ্বরালয়, যাহার দর্শনমাত্রে বাগ্বি-ভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ত শঙ্খচূড়-প্রতিষ্ঠিত শঙ্খচূড়েশ্বর, যাঁহাকে অবলোকন করিলে সর্পভয় দূর হয়। এই ত পবিত্র সলিল-পূর্ণ মন্দাকিনীনামক দীর্ঘিকা, যাহাতে উদকক্রিয়া করিলে মনুষ্যের আর মনুষ্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় না। এই ত সেই আশাপুরীনামক দেবী, তত্র

পুরী দেবী যা স্তুতা ত্রিপুরারিণা। ত্রিপুরং জেতুকামেন মন্দাকিন্যাস্তটে শুভে ॥ ১৭১ ॥ যাদ্যাপি পূজিতা মর্ত্ত্যেরাশাং পূরয়তোহর্থিনাম্। মন্দাকিন্যাঃ প্রতীচ্যাস্ত এষ সিদ্ধাষ্টকেশ্বরঃ ॥ ১৭২ ॥ ভবেদস্য সপর্য্যাতো গৃহে সিদ্ধ্যষ্টকং স্ফুটম্। কুণ্ডং সিদ্ধ্যষ্টকাখ্যঞ্চ তত্রৈব বিরজোদকম্ ॥ ১৭৩ ॥ যত্র স্নাত্বা কৃতশ্রাদ্ধো বিরজস্কো দিবং ব্রজেৎ। মূর্ত্ত্যস্তাঃ সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ যাঃ কাশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ১৭৪ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদশ্চাসৌ মহারাজবিনায়কঃ। বিনায়কাঃ প্রণশ্যন্তি যস্মৈ প্রণমতাং নৃণাম্ ॥ ১৭৫ ॥ অসৌ সিদ্ধেশ্বরস্যোচ্চৈঃ প্রাসাদঃ কাঞ্চনোজ্জ্বলঃ। রত্নধ্বজপতাকাশ্চ সিদ্ধিঃ স্যাদ্যদ্বিলোকনাৎ ॥ ১৭৬ ॥ ক্ষেত্রস্য মধ্যমে ভাগে মধ্যমেশ্বর এষ বৈ। মধ্যাধোলোকয়োর্মধ্যে ন বসেদ্যস্য বীক্ষণাৎ ॥ ১৭৭ ॥ মধ্যমেশং সমভ্যর্চ্চ্য নরো মধ্যমবিষ্টপে। আসমুদ্রক্ষিতীন্দ্রঃ স্যাত্ততো মোক্ষং চ বিন্দতি ॥ ১৭৮ ॥ ঐরাবতেশ্বরং লিঙ্গং তৎপ্রাচ্যামিষ্টসিদ্ধিকৃৎ। দৃশ্যতে যৎপতাকায়াং রম্য ঐরাবতো গজঃ ॥ ১৭৯ ॥ বৃদ্ধকালেশ্বরস্যৈষ প্রাসাদো রত্ননির্ম্মিতঃ। প্রতিদর্শং বসেদ্যত্র স্ফুটো চন্দ্রঃ সতারকাঃ ॥ ১৮০ ॥ যস্য সন্দর্শনান্নৃণাং ন কালঃ প্রভবেদ্ ভবে। ন কলিঃ প্রভবেৎ সত্যং ন চ কল্মষরাশয়ঃ ॥ ১৮১ ॥ ইতি যাবৎকথাং চক্রুঃ সংভ্রান্তা ইব বালিকাঃ। তাবদ্বসুবিভূতিঃ স গন্ধর্ব্বস্বরয়াযযৌ ॥ ১৮২ ॥ নারদাচ্ছ্রুতবৃত্তান্তঃ সুবাহুদনুজন্মনঃ। রত্নাবলী সুতা প্রীতা সসখীকা যথা হৃতা ॥ ১৮৩ ॥ রত্নেশ্বরাৎ সমায়ান্তি শূন্যে গগনবর্ত্মনি। যথানয়চ্চ পাতালং যথা যুদ্ধমভূৎ পুনঃ ॥ ১৮৪ ॥ যথা রত্নেশভক্তেন রত্নচূড়েন ঘাতিতঃ। স সুবাহুর্দনুজন্মর্নহেষোসেন চেষুণা ॥ ১৮৫ ॥ যথা চ পৃষ্টবৃত্তান্তো বাপীমার্গেণ চানয়ৎ। শঙ্খচূড়স্য বাপীং তাং পাতালেষু প্রবর্ত্তিনীম্ ॥ ১৮৬ ॥ যথা চ প্রাপ্য নির্যাতাঃ কাশীং দৃষ্ট্বাপি বালিকাঃ। ভৃশং সংভ্রান্তিমাপন্নাঃ পশ্যন্তোহপি সমুৎসুকাঃ ॥ ১৮৭ ॥ দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বরাজস্তাং পুনর্জাতামিবাত্মজাম্। সবয়স্যামনম্লানমুখপঙ্কজসুশ্রিয়ম্ ॥ ১৮৮ ॥ পরিষ্বজ্য সমাঘ্রায় ললাটফলকং মুহুঃ। অঙ্কমারোপ্য পপ্রচ্ছ সর্ব্বং বৃত্তান্তমাদরাৎ ॥ ১৮৯ ॥

মন্দাকিনীতটে বিরাজ করিতেছেন, পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুরকে জয় করিবার অভিলাষী ত্রিপুরারি যাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি যাঁহকে পূজা করিলে মানবের সমুদয় আশা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এই ত মন্দাকিনীর পশ্চিমে সিদ্ধাষ্টকেশ্বর রহিয়াছেন, যাঁহার পূজাফলে গৃহে অষ্টপ্রকার সিদ্ধি হয়। এইত সুনির্ম্মলসলিল সিদ্ধ্যষ্টকনামক কুণ্ড; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহাতে স্নান করিলে মানব মলহীন হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। এই ত মর্ত্ত্যস্থিত অষ্টসিদ্ধি দেখিতেছি, যাঁহারা কাশীধামে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। এই ত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহান্ গজবিনায়ক, যাঁহাকে প্রণাম করিলে মানবগণের নিখিল বিঘ্ন দূর হইয়া থাকে। এই ত সিদ্ধেশ্বরের কাঞ্চনরত্নময় ধ্বজপতাকাশোভিত অত্যুচ্চ স্বর্ণপ্রাসাদ; যাহার দর্শনমাত্র সিদ্ধিলাভ হয়। এই ত ক্ষেত্রের মধ্যম ভাগে মধ্যমেশ্বর দৃষ্ট হইতেছেন, মানব, যাঁহাকে অবলোকন করিলে, মর্ত্ত্যে ও মর্ত্ত্যের অধোলোকে বাস করে না এবং যাঁহার অর্চ্চনা করিলে আসমুদ্রক্ষিতীশ্বর হইয়া পরিণামে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বাংশে এই ত অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ ঐরাবতেশ্বরনামক লিঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছি, যাঁহার পতাকায় মনোহর ঐরাবতগজমূর্ত্তি শোভিত হইতেছে এবং এই ত সেই বৃদ্ধকালেশ্বরের রত্নময় প্রসাদ, যে স্থানে প্রতিঅমাবস্যারাত্রিতে চন্দ্রমা যেন তারকাগণের সহিত উদিত হইয়া থাকেন। ১৬৩—১৮০। ইঁহার সন্দর্শনে নিঃসন্দেহ কাল কলি ও কল্মষরাশি আক্রমণ করিতে পারে না। সেই গন্ধর্ব্বকুমারীগণ, সম্যক্ ভ্রান্তের ন্যায় এইরূপ বলিতেছে, এমত সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতি দেবর্ষি নারদের মুখে, প্রিয় রত্নাবলী শূন্যমার্গে সখীগণের সহিত আগমন করিতে করিতে সুবাহুনামক দানব কর্ত্তৃক যেরূপে অপহৃতা হইয়া পাতালপুরে নীতা হয়, পরে যেরূপে রত্নেশ্বরের পরমভক্ত মহাধনুর্দ্ধর রত্নচূড়, শরাঘাতে তাহাকে বিনাশ করে ও বৃত্তান্তজিজ্ঞাসান্তে যেরূপে রত্নচূড় বাপীমার্গে তাহাদিগকে আনয়ন করে এবং সেই বালিকাগণ রত্নচূড়ের পাতালপর্য্যন্তপ্রসারিণী বাপীতে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কাশীধাম দর্শনে পরম ভ্রান্তিযুক্ত ও বিস্ময়ান্বিত হয়; এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া ব্যগ্রভাবে তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, সখীগণের সহিত নবজীবিতার ন্যায় রত্নাবলীর মুখপঙ্কজের মনোহর সৌন্দর্য্য, ঈষৎ ম্লান হইয়াছে। পরে বারংবার তাহাকে আলিঙ্গন ও তদীয় কপোলতল চুম্বন করত ক্রোড়ে লইয়া সাদরে সমস্ত বিবরণ

অথ সা কথয়ামাস দনুজাপহ্নতেঃ কথাম্। রত্নেশ্বর-বরাবাপ্তিং স্বপ্নাবস্থাং বিহায় চ॥ ১৯০ ॥ রত্নাবলী-মনোবৃত্তিং বিজ্ঞায়াথ মুখেঙ্গিতৈঃ। শশিলেখা সমাচষ্ট স্পষ্টবর্ণৈঃ সবিস্তরম্॥ ১৯১ ॥ তুতোষ নিতরাং সোহথ গন্ধর্ব্বাধিপতিঃ কৃতী। প্রভাবং বর্ণয়ামাস মুদা রত্নেশ্বরস্য চ॥ ১৯২॥ স্কন্দ উবাচ। আকর্ণয় মুনিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাবৃদ্ধিবিবর্দ্ধন। প্রত্যহং রত্নচূড়োহপি বাপীমার্গেণ সংযমী ॥ ১৯৩ ॥ নাগলোকাৎ সমাগত্য স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে। রত্নেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য রত্নাঞ্জল্যষ্টকেন বৈ ॥ ১৯৪ ॥ সুবর্ণপঙ্কজাস্তষ্টৌ সমর্পয়তি হৃষ্টবৎ। একদা স্বপ্নসময়ে রত্নেশো লিঙ্গরূপধৃক্ ॥১৯৫॥ রত্নচূড়মুবাচেদং নিজভক্তং দৃঢ়ব্রতম্। দানবেন হৃতাং কন্যাং মোচয়িষ্যতি যাং ভবান্॥ ১৯৬॥ তং দানবং রণে জিত্বা সা তে পত্নী ভবিষ্যতি। ইতি স্মরন্ বরং সোহথ নাগরাজো মহামনাঃ॥ ১৭৯॥ তাং কন্যাং দানবং হত্বা বিমোচ্য নিজবীর্য্যতঃ। বাপীমার্গেণ পাতালাদানিনায় পুনর্গৃহীম্ ॥১৯৮॥ স্বয়ঞ্চ সাধয়াঞ্চক্রে প্রত্যহং নিয়মং সুধীঃ। লিঙ্গং সমর্চ্চয়িত্বাথ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্॥ ১৯৯॥ যাবদ্বহিঃ সমাগচ্ছেদ্রম্যা-দ্রত্নেশমণ্ডপাৎ। তাবদ্গন্ধর্ব্বরাজায় তাভিঃ স বসুভূতয়ে॥ ২০০॥ সোহয়ং সোহয়ং যুবা ধন্য-স্তর্জ্জন্যগ্রেণ দর্শিতঃ। গন্ধর্ব্বরাজস্তং দৃষ্ট্বা নাগরাজ-কুমারকম্॥ ২০১॥ অতীব স্মেরনয়নঃ সম্প্রহৃষ্ট-তনূরুহঃ। মনস্যেনঞ্চ সংবর্ণ্য তদ্রূপং স্ববয়োঽন্বয়ম্॥ ২০২॥ ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি রত্নেশেন বরার্পণাৎ। কন্যা ধন্যতরা চেয়মনুরূপোঽস্তি যৎপতিঃ॥ ২০৩। সম্প্রধার্য্যেতি হৃদ্যেনং সমাকার্য্য চ সুন্দরম্। পৃষ্ট্বা তন্নামগোত্রঞ্চ গণয়িত্বা বলাবলম্॥ ২০৪॥ রত্নেশ্বরস্য পুরতস্তস্মৈ কন্যাং দদৌ মুদা। নীত্বা গন্ধর্ব্বলোকঞ্চ কৃতকৌতুক-মঙ্গলম্ ॥২০৫॥ মধুপর্কেণ সম্পূজ্য পাণিমগ্রাহয়ত্ততঃ। বৈবাহিকেন বিধিনা দদৌ রত্নান্যনেকশঃ ॥ ২০৬॥ শশিলেখানঙ্গলেখা চিত্রলেখাপি কুম্ভজ। বিজ্ঞাপ্য স্বজনেতারং বরয়ামাস তং পতিম্॥ ৭॥ উপযম্য চ তত্রোঽপি স গন্ধর্ব্বসুতাঃ শুভাঃ। রত্নচূড়ো

জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর রত্নাবলী, স্বপ্নবৃত্তান্ত ভিন্ন রত্নেশ্বর হইতে বরলাভ এবং দানববিবরণ ব্যক্ত করিলে পর গন্ধর্ব্বাধিপতি বসুভূতি, মুখভঙ্গীতে রত্নাবলীর মনোভাব বিদিত হইয়া তদীয় সখী শশিলেখাকে স্পষ্টাক্ষরে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করত পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সানন্দে রত্নেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে বিদ্যাবৃদ্ধিবিবর্দ্ধন মুনিশ্রেষ্ঠ! রত্নচূড়ের বিষয় শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত রত্নচূড়ও সংযত থাকিয়া প্রত্যহ ঐ বাপীমার্গে পাতালতল হইতে আগমনপূর্ব্বক মন্দাকিনীজলে অবগাহনান্তে রত্নেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া অষ্ট রত্নাঞ্জলি ও অষ্ট সুবর্ণাঞ্জলি দান করিত। একদা রত্নেশ্বর লিঙ্গরূপে স্বপ্নাবস্থায় নিজ ভক্ত দৃঢ়ব্রত রত্নচূড়কে কহিলেন,—তুমি, সংগ্রামে কোন দানবকে পরাজয়পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অপহৃতা যে কন্যাকে মুক্ত করিবে, সে-ই তোমার পত্নী হইবে। অনন্তর সেই মহামনা নাগরাজ রত্নচূড়, সতত তাদৃশ বরবৃত্তান্ত স্মরণ করত নিজ ভুজবলে সুবাহু দানবকে পরাজয়পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বকন্যা রত্নাবলীকে বিমুক্ত করিয়া বাপীমার্গে পুনর্ব্বার [illegible]তলে আনয়ন করে এবং আপনিও প্রতিদিন [illegible] করিত। অনন্তর সেই সুধী রত্নচূড় রত্নেশ্বরকে অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া তদীয় মণ্ডপ হইতে যেমন বাহিরে আগমন করিল, অমনি সেই রত্নাবলী প্রভৃতি গন্ধর্ব্বদুহিতৃগণ, গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতিকে "এই সেই ধন্য যুবক" বলিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা রত্নচূড়কে দেখাইয়া দিল। তখন নাগরাজকুমারকে দেখিয়া গন্ধর্ব্বরাজের লোচনদ্বয় প্রফুল্ল ও আনন্দে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে তাহার রূপযৌবনাদির যথেষ্ট প্রশংসা করত ভাবিলেন, আমি ধন্য, রত্নেশ্বরের বরপ্রদানে যথার্থই আমি অনুগৃহীত হইয়াছি এবং আমার এই কন্যাও ধন্যা, কারণ অনুরূপ ভর্ত্তা পাইয়াছে। ১৮১—২০৩। গন্ধর্ব্বরাজ, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া "ইহাকেই কন্যাদান করা শ্রেয়ঃকল্প" এইরূপ স্থির করত রত্নচূড়কে নাম-গোত্রাদি জিজ্ঞাসান্তে রাশ্যাদির বলাবল গণনাপূর্ব্বক রত্নেশ্বরের সম্মুখে সানন্দে রত্নচূড়কে রত্নাবলী দান করিলেন। অনন্তর রত্নচূড়কে গন্ধর্ব্বলোকে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে মধুপর্কাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক যথাবিধি বিবাহকার্য্য সমাধা করাইলেন এবং বৈবাহিক বিধি অনুসারে জামাতাকে প্রভূত রত্নদান করিলেন। হে কুম্ভযোনে! অনন্তর শশিলেখা অনঙ্গলেখা এবং চিত্রলেখাও স্ব স্ব পিতার অনুমতি অনুসারে রত্নচূড়কে পতিত্বে বরণ করিল। পরে রত্নচূড়, চতুঃসংখ্যক পরম-

জগামাথ তাভিঃ স্বপিতৃমন্দিরম্ ॥ ২০৮ ॥ যথা চতসৃভিঃ সার্দ্ধং শ্রুতিভিঃ প্রণবঃ শিবম্। স্বপিত্রোশ্চরণৌ নত্বা নবোঢ়াভিঃ স নাগরাট্ ॥ ২০০ ॥ বিনিবেদিতবৃত্তান্তো রত্নেশানুগ্রহস্য চ। উবাস তাভিঃ সসুখং পিতৃভ্যামভিনন্দিতঃ ॥ ২১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। রত্নেশ্বরস্য লিঙ্গস্য মম স্থাবররূপিণঃ। সর্ব্বেষাং সর্ব্বদস্যাস্য প্রভাবো গিরিজেঽতুলঃ ॥২১১॥ অস্মিল্লিঙ্গে পরাং সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ সিদ্ধাঃ সহস্রশঃ। গুপ্তমাসীদিদং লিঙ্গমদ্য যাবৎ সুমধ্যমে ॥ ২১২ ॥ তব পিত্রা হিমবতা মম ভক্তেন সর্ব্বথা। পুণ্যার্জ্জিতৈর্মহারত্নৈ রত্নেশঃ প্রকটীকৃতঃ ॥ ২১৩ ॥ অস্মিল্লিঙ্গে মম প্রীতির্নিতরামদ্রিরাজজে। বারাণস্যামিদং লিঙ্গং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২১৪ ॥ নানারত্নানি লভ্যন্তে রত্নেশানুগ্রহাদুমে। স্ত্রীরত্নপুত্ররত্নাদি স্বর্গমোক্ষাবপি প্রিয়ে ॥ ২১৫ ॥ যোঽত্র রত্নেশ্বরং নত্বা মৃতো দেশান্তরেষ্বপি। ন স স্বর্গাদিহাগচ্ছেৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ২১৬ ॥ অসিতায়াং চতুর্দ্দশ্যামুপোষ্য নিশি জাগরাৎ। রত্নেশসন্নিধৌ দেবি মম সান্নিধ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১৭ ॥ অস্য লিঙ্গস্য পূর্ব্বেণ ত্বয়া জন্মান্তরে প্রিয়ে। দাক্ষায়ণীশ্বরং লিঙ্গং মদ্ভক্ত্যাত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২১৮ ॥ তস্য সন্দর্শনাদেব ন নরো যাতি দুর্গতিম্। অম্বিকা নাম গৌরী ত্বং তত্রাহং চাম্বিকেশ্বরঃ ॥ ২১৯ ॥ মূর্ত্তঃ ষড়াননস্তত্র তব পুত্রঃ সুমধ্যমে। এতত্রয়ং নরো দৃষ্ট্বা ন গর্ভং প্রবিশেদুমে ॥ ২২০ ॥ রত্নেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং ময়া তে সমুদীরিতম্। গোপনীয়ং প্রযত্নেন কলিকল্মষচেতসাম্ ॥ ২২১ ॥ ইদং রত্নেশ্বরাখ্যানং যঃ পঠিষ্যতি সর্ব্বদা। স পুত্রপৌত্রপশুভির্ন বিযুজ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ২২২ ॥ শ্রুত্বা রত্নেশ্বরোৎপত্তিং সেতিহাসাং নরোত্তমঃ। অনূঢ়ো লভতে সত্যং কন্যারত্নং কুলোচিতম্ ॥ ২৩ ॥ কন্যাপীমং সমাকর্ণ্য স্বিতিহাসং মনোরমম্। শ্রদ্ধয়া সৎপতিং প্রাপ্য ভবিষ্যতি পতিব্রতা ॥ ২২৪ ॥ ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা নারী বা পুরুষোঽপি বা। ন জাত্বিষ্টবিয়োগাগ্নিতাপেন পরিতপ্যতে ॥ ২২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রত্নেশ্বরপ্রশংসনং নাম
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

সুন্দরী গন্ধর্ব্বনন্দিনীকে যথাবিধি গ্রহণ করিয়া, শ্রুতিচতুষ্টয়সমন্বিত প্রণবের ন্যায়, তাহাদিগের সহিত পিতৃভবনে গমন করিল। অনন্তর নববধূদিগের সহিত পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া রত্নেশ্বরের অনুগ্রহবৃত্ত বর্ণন করত তাহাদিগের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পত্নীগণের সহিত পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। শঙ্কর কহিলেন,—হে গিরিজে! সকলের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মদীয় স্থাবররূপী রত্নেশ্বর লিঙ্গের প্রভাবের তুলনা নাই। পূর্ব্বে সহস্র সহস্র ব্যক্তি, এই লিঙ্গের প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদিন এই লিঙ্গ গোপনভাবে অবস্থিত ছিল। হে গিরিরাজনন্দিনি! মদীয় ভক্ত তোমার পিতাই নিজ পুণ্যার্জ্জিত রত্নরাশি হইতে রত্নেশ্বরনামক এই লিঙ্গকে প্রকাশ করিলেন। আমি এই লিঙ্গে পরম প্রীতিমান্; সকলেরই এই বারাণসীতে যত্নাতিশয় সহকারে ইঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। হে প্রিয়ে উমে! রত্নেশ্বরের অনুগ্রহে নানাবিধ স্থাবররত্ন এবং স্ত্রীরত্ন, পুত্ররত্নাদি, অধিক কি, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, এই কাশীধামে রত্নেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্থানান্তরেও প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে আর শতকোটী কল্পেও মর্ত্ত্যভূমে আগমন করিতে হয় না। হে দেবি! রত্নেশ্বরের সন্নিধানে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিলে আমার সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। হে প্রিয়ে! এই রত্নেশ্বরের পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বজন্মে তুমি দাক্ষায়ণীশ্বরনামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, তাঁহাকে অবলোকন করিলে মানব আর কখনই দুর্গতি লাভ করে না। হে সুমধ্যমে! সেই স্থানে তুমি অম্বিকাগৌরী নামে ও আমি অম্বিকেশ্বর নামে অবস্থিত আছি এবং তোমার পুত্র ষড়াননও মূর্ত্তিমান্ আছেন। উক্ত মূর্ত্তিত্রয় অবলোকন করিলে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হে উমে! এই আমি তোমার নিকট রত্নেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিলাম। কলুষচিত্ত জনগণের নিকট ইহা সম্পূর্ণভাবে গোপন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা এই রত্নেশ্বরের উপাখ্যান পাঠ করিবে, তাহাকে কখনই পুত্রপৌত্রাদি ও পালিত পশুগণের বিয়োগদুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি, ইতিহাসের সহিত রত্নেশ্বরের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করে, সে অবিবাহিত হইলে নিঃসন্দেহ বংশানুরূপ স্ত্রীরত্ন লাভ করিতে পারে এবং কন্যা যদি শ্রদ্ধাসহকারে ইতিহাস সহিত এই মনোহর উপাখ্যান কর্ণগোচর করে, সে সৎপতিলাভে চরিতার্থ ও পতিব্রতা হইয়া থাকে। কি পুরুষ, কি স্ত্রী,

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। অন্যচ্চ শৃণু বিপ্রেন্দ্র বৃত্তান্তং তত্র সম্ভবম্। মহাশ্চর্য্যপ্রজননং মহাপাতকহারি চ॥ ১॥ ইত্থং কথাং প্রকুর্ব্বাণে রত্নেশস্য মহেশ্বরে। কোলাহলো মহানাসীৎ ত্রাত ত্রাতেতি সর্ব্বতঃ॥ ২॥ মহিষাসুরপুত্রোঽহসৌ সমায়াতি গজাসুরঃ। প্রমথন্ প্রমথান্ সর্ব্বান্ নিজবীর্য্যমদোদ্ধতঃ॥ ৩॥ যত্র যত্র ধরায়াং স চরণং প্রমিণোতি হি। অচলাশ্চোলয়াঞ্চক্রে তত্র তত্রাস্য ভারতঃ॥ ৪॥ উরুবেগেণ তরবঃ পতন্তি শিখরৈঃ সহ। যস্য দোর্দ্দণ্ডঘাতেন চূর্ণাঃ স্যুশ্চ শিলোচ্চয়াঃ॥ ৫॥ যস্য মৌলিজসঙ্ঘর্ষাদ্ঘনা ব্যোম ত্যজন্ত্যপি। নীলিমানং ন চাদ্যাপি জহত্যস্তৎকেশসঙ্গজম্॥ ৬॥ যস্য নিশ্বাসসম্ভারৈরুত্তরঙ্গা মহাব্ধয়ঃ। নদ্যোঽপ্যমন্দকল্লোলা ভবন্তি তিমিভিঃ সহ॥ ৭॥ যোজনানাং সহস্রাণি নব যস্য সমুচ্ছ্রয়ঃ। তাবানেব হি বিস্তারস্তনোর্মায়া-

এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে কখনই আত্মীয়জনের বিয়োগরূপ অগ্নিতাপে তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হয় না। ২০৪—২২৫।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! তত্রত্য অপর এক মহাপাপনাশক মহাবিস্ময়কর বিবরণ শ্রবণ কর। মহেশ্বর, রত্নেশ্বরের বিষয় ঐরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে "হা তাত! হা তাত!" এইরূপ ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইল। পরে শুনিলেন, সকলে বলিতেছে, নিজভুজবলদর্পিত, মহিষাসুরপুত্র গজাসুর, সমুদয় প্রমথগণকে প্রমথিত করত ঐ আগমন করিতেছে। ঐ গজাসুর যে যে স্থানে পাদক্ষেপ করিতেছে, সেই সেই স্থানে উহার দেহভরে পর্ব্বতশ্রেণী কম্পিত, পাদতাড়নে শৈলশিখর ও তরু সকল ভূমিশায়ী, ভুজাঘাতে পর্ব্বতনিচয় চূর্ণিত এবং মস্তকঘর্ষণে মেঘমালা গগনাঙ্গন হইতে পতিত হইতেছে। উহার নিঃশ্বাসবায়ুতে মহাসমুদ্র সকলও উত্তাল তরঙ্গমালায় সমাকুল এবং তিমিগণের সহিত নিম্নগানিচয়ের মহাবেগও স্তম্ভিতপ্রায় হইতেছে। ঐ মহাবীরের শরীর ঊর্দ্ধে ও [illegible] সহস্র যোজন পরিমিত। উহার নেত্রদ্বয়ের

বিনোঽস্য হি॥ ৮॥ যন্নেত্রয়োঃ পিঙ্গলিমা তত্না তরলিমা পুনঃ। বিদ্যুতা নোজ্ঝ্যতেঽদ্যাপি সোঽয়মায়াতি সত্বরঃ॥ ৯॥ যাং যাং দিশং সমভ্যেতি সোঽয়ং দুঃসহদানবঃ। সা সা সমীভবেদস্য সাধ্বসাদিব দিগ্‌ধ্রুবম্॥ ১০॥ ব্রহ্মলব্ধবরশ্চায়ং তৃণীকৃতজগত্রয়ঃ। অবধ্যোঽহং ভবামীতি স্ত্রীপুংসৈঃ কামনির্জ্জিতৈঃ॥ ১১॥ ততস্ত্রিশূলহেতিস্তমায়াস্তং দৈত্যপুঙ্গবম্। বিজ্ঞায়াবধ্যমস্তেন শূলেনাভিজঘান তম্॥ ১২॥ প্রোতস্তেন ত্রিশূলেন স চ দৈত্যো গজাসুরঃ। ছত্রীকৃতমিবাত্মানং মন্যমানো জগৌ হরম্॥ ১৩॥ গজাসুর উবাচ। ত্রিশূলপাণে দেবেশ জানে ত্বাং স্মরহারিণম্। তব হস্তে মম বধঃ শ্রেয়ানেব পুরান্তক॥ ১৪॥ কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুমিচ্ছামি অবধেহি মমেরিতম্। সত্যং ব্রবীমি নাসত্যং মৃত্যুঞ্জয় বিচারয়॥ ১৫॥ ত্বমেকো জগতাং বন্দ্যো বিশ্বস্যোপরি সংস্থিতঃ। অহং ত্বদুপরিষ্টাচ্চ স্থিতোঽস্মীতি জিতং ময়া॥ ১৬॥ ধন্যোঽহস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বত্রিশূলাগ্রসংস্থিতঃ। কালেন সর্ব্বৈর্মর্ত্তব্যং শ্রেয়সে

পিঙ্গলতা ও তরলতায় তড়িন্মালাও পরাজিত হইয়া থাকে। ঐ দুর্দ্দম দানব যে যে দিকে আগমন করিতেছে, সেই সেই দিক্ই যেন ভয়ে স্থিরভাব ধারণ করিতেছে। ব্রহ্মার নিকট হইতে কন্দর্পপীড়িত স্ত্রীপুরুষদিগের অবধ্যতারূপ বরলাভে ত্রিজগৎকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করত ত্বরায় ঐ উপস্থিত হইতেছে।১-১১। অনন্তর শূলপাণি ঐ দৈত্যপুঙ্গবকে আসিতে দেখিয়া, অন্যের অবধ্য বিবেচনায় ত্রিশূলাঘাতে বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তখন সেই দৈত্যবর গজাসুর, আপনাকে ছত্রবৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করকে কহিল,—হে ত্রিশূলপাণে! দেবেশ! কন্দর্প আপনাকে পীড়িত করিবে কি, আপনি যে তাহাকে সংহার করিয়াছেন, তাহা আমি জানি। হে পুরান্তক! কিন্তু আপনার হস্তে আমার নিধন হওয়া শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মৃত্যুঞ্জয়! এক্ষণে আপনাকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমি সত্য বা মিথ্যা বলিতেছি, আপনিই বিচার করুন। হে দেব! আপনিই ত্রিজগতের বন্দনীয় ও সকলের উপরিস্থিত; কিন্তু আমি আজ আপনার ত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত হইয়া আপনারও

মৃত্যুর্মাদৃশঃ॥ ১৭॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবঃ কৃপানিধিঃ। প্রোবাচ প্রহসন্ শম্ভুর্ঘটোদ্ভব গজাসুরম্॥ ১৮॥ ঈশ্বর উবাচ। গজাসুর প্রসন্নোঽস্মি মহাপৌরুষশেবধে। স্বানুকূলং বরং ব্রূহি দদামি সুমতেঽসুর॥ ১৯॥ ইত্যাকর্ণ্য স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ মহেশ্বরম্। গজাসুর উবাচ। যদি প্রসন্নো দিগ্বাসস্তদা নিত্যং বসান মে॥ ২০॥ ইমাং কৃত্তিং বিরূপাক্ষ ত্বত্ত্রিশূলাগ্নিপাবিতাম্। স্বপ্রমাণাং সুখস্পর্শাং রণাঙ্গনপণীকৃতাম্॥ ২১॥ ইষ্টগন্ধিঃ সদৈবাস্তু সদৈবাস্ত্বতিকোমলা। সদৈব নির্ম্মলা চাস্তু সদৈবাস্ত্বতিমঙ্গলম্॥ ২২॥ মহাতপোঽনলজ্বালাঃ প্রাপ্যাপি সুচিরং বিভো। ন দগ্ধা কৃত্তিরেষা মে পুণ্যগন্ধনিধিস্ততঃ॥ ২৩॥ যদি পুণ্যবতী নৈষা মম কৃত্তির্দিগম্বর। তদা ত্বদঙ্গসঙ্গোঽস্যাঃ কথং জাতো রণাঙ্গনে॥ ২৪॥ অন্যঞ্চ মে বরং দেহি যদি তুষ্টোঽসি শঙ্কর। নামাস্তু কৃত্তিবাসাস্তে প্রারভ্যাদ্যতনং দিনম্॥ ২৫॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তথেত্যুক্ত্বা চ শঙ্করঃ। পুনঃ প্রোবাচ তং দৈত্যং ভক্তিনির্ম্মলমানসম্॥ ২৬॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু পুণ্যনিধে দৈত্য বরমন্যং সুদুর্লভম্। অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে রণত্যক্তকলেবর॥ ২৭॥ ইদং পুণ্যশরীরং তে ক্ষেত্রেঽস্মিন্মুক্তিসাধনে। মম লিঙ্গং ভবত্বত্র সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্॥ ২৮॥ কৃত্তিবাসেশ্বরং নাম মহাপাতকনাশনম্। সর্ব্বেষামেব লিঙ্গানাং শিরোভূতমিদং বরম্॥ ২৯॥ যাবন্তি সন্তি লিঙ্গানি বারাণস্যাং মহান্ত্যপি। উত্তমং তাবতামেতত্তুত্তমাঙ্গবদুত্তমম্॥ ৩০॥ মানবানাং হিতায়াত্র স্থাস্যেঽহং সপরিগ্রহঃ। ইষ্টেনানেন লিঙ্গেন পূজিতেন স্তুতেন চ। কৃতকৃত্যো ভবেন্মর্ত্যঃ সংসারং ন বিশেৎ পুনঃ॥ ৩১॥ রুদ্রাঃ পাশুপতাঃ সিদ্ধা ঋষয়স্তত্ত্বচিন্তকাঃ। শান্তা দান্তা জিতক্রোধা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥ ৩২॥ অবিমুক্তে স্থিতা যে তু মম ভক্তা মুমুক্ষবঃ। মানাপমানয়োস্তুল্যাঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাঃ॥ ৩৩॥ কৃত্তিবাসেশ্বরে লিঙ্গে স্থাস্যেঽহং তদনুগ্রহে। দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানি প্রতিবাসরম্॥ ৩৪॥

উপস্থিত হইতেছি, সুতরাং আমিই আপনার অনুগ্রহে ধন্য হইলাম, আমারই জয়। দেখুন সময়ে সকলকেই মরিতে হইবে, অতএব এরূপ মৃত্যু যে শ্রেয়স্কর তাহার সন্দেহ কি? হে কুম্ভযোনে! পরম কারুণিক দেবাদিদেব শম্ভু গজাসুরের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন,—হে মহাপুরুষনিধে! গজাসুর! আমি তোমার সুমতি দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, দান করিতেছি। সেই দৈত্যবর, শঙ্করের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,—হে দিগম্বর! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, হে বিরূপাক্ষ! আমার এই সুপ্রমাণ ও সুখস্পর্শ এবং রণাঙ্গনের পণস্বরূপ গাত্রচর্ম্ম নিজ ত্রিশূলদ্বারা উৎপাটিত করত নিয়ত পরিধান করুন। ইহা যেন আপনার প্রসাদে সর্ব্বদা সদ্‌গন্ধযুক্ত, কোমল, নির্ম্মল ও মঙ্গলময় থাকে। হে প্রভো! যেহেতু ইহা অসীমকাল মহৎ তপস্যারূপ অগ্নিশিখায়ও দগ্ধ হয় নাই, তখন যে ইহার অসীম পুণ্য আছে, তাহার সংশয় নাই। হে দিগম্বর! যদি আমার এই গাত্রচর্ম্মের বহু পুণ্যসঞ্চয় না থাকিত, তাহা হইলে কিরূপে সংগ্রামক্ষেত্রে আপনার অঙ্গসংসর্গ লাভ করিল? হে শঙ্কর! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে অপর কোন বরও দান করুন। তখন ভগবান্ শশাঙ্কশেখর, ভক্তিপূর্ণ নির্ম্মলহৃদয় সেই দৈত্যকে পুনরায় কহিলেন, হে পুণ্যনিধে! তোমাকে অপর সুদুর্লভ বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যখন এই মুক্তিসাধন অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে কলেবর বিসর্জ্জন করিলে, তখন তোমার এই শরীর এই স্থানে সকলের মুক্তিপ্রদ মদীয় লিঙ্গরূপ ধারণ করিবে; মহাপাপনাশন ঐ লিঙ্গের নাম কৃত্তিবাসেশ্বর এবং উহা সমুদয় লিঙ্গের প্রধান হইবে। ১২—২৯। হে সাধো! এই বারাণসীতে যাবতীয় মহালিঙ্গ আছে, তন্মধ্যে প্রাণিগণের মস্তক যেরূপ সমুদয় অঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, ঐ কৃত্তিবাসেশ্বরও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ হইবে। মানবগণের মঙ্গলার্থ আমি ঐ লিঙ্গে পার্ব্বতীর সহিত সতত অবস্থান করিব। মানব ঐ লিঙ্গ অবলোকন, পূজন ও উঁহার স্তুতি করিলে কৃতকৃত্য হইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিবে না। শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ যে সকল রুদ্র, পাশুপত, সিদ্ধ, ঋষি, ও তত্ত্বদর্শিগণ, এই স্থানে অবস্থান করেন এবং যাঁহারা মান ও অপমানকে, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে সমজ্ঞান করেন, ঈদৃশ যে সকল মদ্ভক্ত মুমুক্ষুগণ এই অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবে, তাঁহাদিগের অনুগ্রহের জন্য আমি এই লিঙ্গে অবস্থিত থাকিব। প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে এই কৃত্তিবাসেশ্বরে দশকোটি সহস্র তীর্থ-নিচয়েক উপস্থিত

ত্রিকালমাগমিষ্যন্তি কৃত্তিবাসে ন সংশয়ঃ। কলি-দ্বাপরসম্ভূতা নরাঃ কল্মষবুদ্ধয়ঃ॥ ৩৫॥ সদাচার-বিনির্ম্মুক্তাঃ সত্যাশৌচপরাঙ্মুখাঃ। মায়য়া দম্ভ-লোভাভ্যাং মোহাহঙ্কৃতিসংযুতাঃ॥ ৩৬॥ শূদ্রা-ন্নসেবিনো বিপ্রা জিহ্বালা অতিলালসাঃ। সন্ধ্যা-স্নানজপেজ্যাসু দূরীকৃতমনোধিয়ঃ॥ ৩৭॥ কৃত্তি-বাসেশ্বরং প্রাপ্য সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ। সুখেন মোক্ষমেষ্যন্তি যথা সুকৃতিনস্তথা॥ ৩৮॥ কৃত্তিবাসে-শ্বরং লিঙ্গং সেব্যং কাশ্যাং ততো নরৈঃ। জন্মান্তর-সহস্রেষু মোক্ষোঽন্যত্র সুদুর্লভঃ॥ ৩৯॥ কৃত্তি-বাসেশ্বরে লিঙ্গে লভ্যস্ত্বেকেন জন্মনা। পূর্ব্বজন্ম-কৃতং পাপং তপোদানাদিভিঃ শনৈঃ। নশ্যেৎ সদ্যো বিনশ্যেত কৃত্তিবাসেশ্বরেক্ষণাৎ॥ ৪০॥ কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং যেঽর্চয়িষ্যন্তি মানবাঃ। প্রবি-ষ্টাস্তে শরীরে মে তেষাং নাস্তি পুনর্ভবঃ॥ ৪১॥ অবিমুক্তেঽত্র বস্তব্যং জপ্তব্যং শতরুদ্রিয়ম্। কৃত্তি-বাসেশ্বরো দেবো দ্রষ্টব্যশ্চ পুনঃপুনঃ॥ ৪২॥ সপ্ত-কোটিমহারুদ্রৈঃ সুজপ্তৈর্যৎফলং ভবেৎ। তৎফলং লভ্যতে কাশ্যাং পূজনাৎ কৃত্তিবাসসঃ॥ ৪৩॥ মাঘ-কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামুপোষ্য নিশি জাগৃয়াৎ। কৃত্তিবাসেশ-মভ্যর্চ্চ্য যঃ স যায়াৎ পরাং গতিম্॥ ৪৪॥ শুক্লায়াং পঞ্চদশ্যাং যশ্চৈত্র্যাং কর্ত্তা মহোৎসবম্। কৃত্তিবাসে-শ্বরে লিঙ্গে ন স গর্ভং প্রবেক্ষ্যতে॥ ৪৫॥ কথয়ি-ত্বেতি দেবেশস্তৎকৃত্তিং পরিগৃহ্য চ। গজাসুরস্য মহতীং প্রাবৃণোদ্ধরিদম্বরঃ॥ ৪৬॥ মহামহোৎসবো জাতস্তস্মিন্নহনি কুম্ভজ। কৃত্তিবাসত্বমাপেদে যস্মিন্ দেবো দিগম্বরঃ॥ ৪৭॥ যত্র চ্ছত্রীকৃতো দৈত্যঃ শূলমারোপ্য ভূতলে। তচ্ছূলোৎপাটনাজ্জাতং তত্র কুণ্ডং মহত্তরম্॥ ৪৮॥ তস্মিন্ কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা চ পিতৃতর্পণম্। কৃত্তিবাসেশ্বরং দৃষ্ট্বা কৃত-কৃত্যো নরো ভবেৎ॥ ৪৯॥ স্কন্দ উবাচ। তস্মিংস্তীর্থে তু যদ্বৃত্তং তদগস্তে নিশাময়। কাকা হংসত্বমাপন্নাস্তত্তীর্থস্য প্রভাবতঃ॥ ৫০॥ একদা কৃত্তিবাসে তু চৈত্র্যাং যাত্রাঽভবৎ পুরা। অন্নং রাশীকৃতং তত্র হ্যুপহারসমুদ্ভবম্॥ ৫১॥ বহুদেব-লকৈর্বিপ্র তং দৃষ্ট্বা পক্ষিণোঽমিলন্। পরস্পরং তদন্নার্থং যুধ্যন্তো ব্যোমবর্ত্মনি॥ ৫২॥ বলিপুষ্টৈ-

---

হইবে। কলি ও দ্বাপরযুগে সমুদ্ভূত যে সকল মনুষ্য, পাপমতি, সদাচারবিহীন, সত্য ও শৌচ-পরাঙ্মুখ, লোভ মোহ দম্ভ অহঙ্কার ও মায়ায় আচ্ছন্ন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্রান্নসেবী, পেটুক, স্নানাহ্নিক ও জপ-যজ্ঞাদিতে বিমুখ হইবে, তাহারাও পবিত্র কৃত্তিবাসেশ্বরকে সন্দর্শনাদি করিলে পুণ্যা-ত্মার ন্যায় সুখে মোক্ষপদ লাভ করিতে পারিবে। এই নিমিত্তই কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ মানব-গণের সেব্য হইবে। যে মোক্ষপদ অন্য স্থানে সহস্র জন্মেও অতি দুর্লভ হয়, কৃত্তিবাসেশ্বরের সন্নিধানে একজন্মেই তাহার অধিকারী হইতে পারিবে। তপোদানাদি কার্য্যে পূর্ব্বজন্মকৃত পাতক ক্রমে নষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কৃত্তিবাসেশ্বরের অব-লোকনে তাহা সদ্যই বিলীন হইবে। যাহারা কৃত্তি-বাসেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, তাহারা আমার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। মানবমাত্রেরই এই অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস, শতরুদ্র-মন্ত্র জপ এবং পুনঃপুনঃ কৃত্তিবাসেশ্বরকে অবলোকন করা কর্ত্তব্য। [illegible] মহারুদ্রমন্ত্রজপে যে ফল, কাশীধামে [illegible] কৃত্তিবাসেশ্বরকে পূজা করিলেই তাদৃশ ফল হইবে। যে ব্যক্তি মাঘমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপ-বাসী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক কৃত্তিবাসেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে এবং যে মানব, চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে, তাহাকে পুনরায় আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে না। দেবাধিদেব দিগম্বর, এইরূপ কহিয়া গজাসুরের বৃহৎ গাত্রচর্ম্ম গ্রহণ করত পরিধান করিলেন। হে কুম্ভযোনে! যে দিবস দেব দিগম্বর, গজাসুরের কৃত্তি (চর্ম্ম) পরি-ধান করিয়া কৃত্তিবাস নাম ধারণ করেন, সেই দিন তথায় মহামহোৎসব হইয়াছিল এবং যে স্থানে শূলবিদ্ধ গজাসুরকে ছত্রতুল্য করিয়া ত্রিশূল প্রোথিত করা হইয়াছিল, পরে সেই ত্রিশূল উৎ-পাটিত করায় সেইস্থানে অতি মহৎ এক কুণ্ড সমুৎ-পন্ন হয়। মানব, সেই কুণ্ডে অবগাহনান্তে পিতৃ-তর্পণ সমাধা করিয়া কৃত্তিবাসেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে পরম কৃতকৃত্য হইবে। ৩০—৪৯। স্কন্দ কহিলেন,— হে অগস্তে! এক্ষণে ঐ তীর্থে যে ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে কাকগণও হংসরূপ ধারণ করিয়াছিল। একদা চৈত্রমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে কৃত্তিবাসেশ্বরের উৎসব হয়। ঐ উৎসবে বহু দেবলগণ নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত অন্ন প্রস্তুত করে। তদ্দর্শনে বিবিধ বিহঙ্গমগণ মিলিত হইয়া ঐ অন্নের জন্য আকাশমার্গে পরস্পর

রক্তচঞ্চা রটস্তঃ করটাঃ কটু। বলিভিশ্চাতি-পুষ্টাঙ্গৈর্বলাশ্চঞ্চুভির্হতাঃ ॥ ৫৩ ॥ তে হন্যমানা অপতংস্তস্মিন্ কুণ্ডে নভোঽঙ্গনাৎ। আয়ুঃশেষেণ সঞ্জাতা হংসীভূতাস্তু বায়সাঃ ॥ ৫৪ ॥ আশ্চর্য্যবন্তস্তত্রত্যা যাত্রায়াং মিলিতা জনাঃ। উচুরঙ্গুলিনির্দ্দেশৈরহো পশ্যত পশ্যত ॥ ৫৫ ॥ অস্মাসু বীক্ষমাণেষু কাকাঃ কুণ্ডেঽত্র যেঽপতন্। ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত তে জাতাস্তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৫৬ ॥ হংসতীর্থং তদারভ্য কৃত্তিবাসসমীপতঃ। নাম্না খ্যাতমভূল্লোকে তৎ কুণ্ডং কলসোদ্ভব ॥ ৫৭ ॥ অতীব মলিনাত্মানো মহামলিনকর্ম্মভিঃ। ক্ষণান্নির্ম্মলতাং যান্তি হংসতীর্থকৃতোদকাঃ ॥ ৫৮ ॥ কাশ্যাং সদৈব বস্তব্যং স্নাতব্যং হংসতীর্থকে। দ্রষ্টব্যঃ কৃত্তিবাসেশঃ প্রাপ্তব্যং পরমং পদম্ ॥ ৫৯ ॥ কাশ্যাং লিঙ্গান্যনেকানি মুনে সন্তি পদে পদে। কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং সর্ব্বলিঙ্গশিরঃ স্মৃতম্ ॥ ৬০ ॥ কৃত্তিবাসং সমারাধ্য ভক্তিযুক্তেন চেতসা। সর্ব্বলিঙ্গারাধনজং ফলং কাশ্যামবাপ্যতে ॥ ৬১ ॥ জপো দানং তপো হোমস্তর্পণং দেবতার্চ্চনম্। সমীপে কৃত্তিবাসস্য কৃতং সর্ব্বমনন্তকম্ ॥ ৬২ ॥ তীর্থং হ্যনাদিসংসিদ্ধমেতৎ কলসসম্ভব। পুনর্দ্দেবস্য সান্নিধ্যাদাবিরাসীন্মহেশিতুঃ ॥ ৬৩ ॥ এতানি সিদ্ধলিঙ্গানি ছন্নানি স্যুর্যুগে যুগে। অবাপ্য শম্ভুসান্নিধ্যং পুনরাবির্ভবন্তি হি ॥ ৬৪ ॥ হংসতীর্থস্য পরিতো লিঙ্গানাময়ুতং মুনে। প্রতিষ্ঠিতং মুনিবরৈরত্রাস্তি দ্বিশতোত্তরম্ ॥ ৬৫ ॥ একৈকং সিদ্ধিদং নৃণামবিমুক্তনিবাসিনাম্। লিঙ্গং কাত্যায়নেশাদিচ্যবনেশান্তমেব হি ॥ ৬৬ ॥ লোমশেশং মহালিঙ্গং লোমশেন প্রতিষ্ঠিতম্। কৃত্তিবাসঃপ্রতীচ্যাস্ত তদ্দৃষ্ট্বা কান্তকান্তয়ম্ ॥ ৬৭ ॥ মালতীশং শুভং লিঙ্গং কৃত্তিবাসোত্তরে মহৎ। সপর্য্যয়িত্বা তল্লিঙ্গং রাজা গজপতির্ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥ অন্তকেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গং তন্ত্ৰত্রদিক্স্থিতম্। অতিপাপোঽপি নিষ্পাপো জায়তে তদ্বিলোকনাৎ ॥ ৬৯ ॥ জনকেশং মহালিঙ্গং তৎপার্শ্বে জ্ঞানদং পরম্। তল্লিঙ্গবরিবস্যাতো ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে ॥ ৭০ ॥ তদুত্তরে মহামূর্ত্তিরসিতাঙ্গোঽস্তি ভৈরবঃ। তস্য দর্শনতঃ পুংসাং ন ভবেদ্-

---

ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল। অনন্তর হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ বলবান্ কাকগণের চঞ্চুপ্রহারে অপুষ্টাঙ্গ কাকনিচয় আহত হইয়া গগনাঙ্গন হইতে সেই কুণ্ডমধ্যে পতিত হইয়াই, অবশিষ্ট আয়ুঃ থাকায় সেই দেহেই হংসরূপ ধারণ করে। তখন যাহারা ঐ উৎসবে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করত কহিল,—অহে দেখ দেখ, কি অদ্ভুত! দেখিতে দেখিতে ঐ বায়সনিচয় কুণ্ডমধ্যে পতিত হইয়া তীর্থপ্রভাবে হংসত্ব লাভ করিল। হে কলসোদ্ভব! সেই দিন হইতেই কৃত্তিবাসেশ্বরের সমীপস্থিত ঐ তীর্থ হংসতীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। নিয়ত ঘোর পাপাচরণে যাহাদিগের আত্মা নিতান্ত মলিন হইয়াছে, তাহারাও ঐ তীর্থে অবগাহন করিলে তৎক্ষণাৎ নির্ম্মলতা লাভ করিয়া থাকে। সর্ব্বদা কাশীধামে বাস, হংসতীর্থে স্নান ও কৃত্তিবাসেশ্বরকে সন্দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে পরম পদ-প্রাপ্তি হইবে। হে মুনে! এই কাশীধামে নানাস্থানে অনেকানেক শিবলিঙ্গ আছে বটে, কিন্তু উক্ত কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ অপর সমুদয় লিঙ্গের উত্তমাঙ্গস্বরূপ। কাশীধামে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এক কৃত্তিবাসেশ্বরকে আরাধনা করিলেই অপর সমুদয় লিঙ্গের আরাধনা-জনিত পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসেশ্বর-সন্নিধানে তপস্যা, দান, হোম, তর্পণ এবং দেবপূজা করিলে, তাহা অনন্ত ফলজনক হয়। ৫০—৬২। হে কুম্ভযোনে! ঐ তীর্থ অনাদিসিদ্ধ, কেবল ভগবান্ মহেশ্বরের সান্নিধ্যহেতু পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়াছে। এই সকল সিদ্ধলিঙ্গ যুগে যুগে অন্তর্হিত ও পুনরায় শঙ্কর-সান্নিধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকে। হে মুনে! উক্ত হংসতীর্থের চতুর্দ্দিকে মহামুনিগণপ্রতিষ্ঠিত, কাশীবাসী মানবগণের সিদ্ধিপ্রদ, কাত্যায়নেশ্বর, চ্যবনেশ্বর ও লোমশস্থাপিত মহালিঙ্গ লোমশেশ্বর প্রভৃতি ত্রিশতাধিক অযুতসংখ্যক শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। কৃত্তিবাসেশ্বরের পশ্চিমাংশস্থিত ঐ লোমশেশ্বরকে দর্শন করিলে যমভয় দূর হয়। কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত শুভ মালতীশ্বর নামক মহৎ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে প্রভূতকুঞ্জরাধিপতি রাজা হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসেশ্বরের ঈশান কোণে অন্তকেশ্বর নামে লিঙ্গ আছে; অতি পাপাত্মাও তদ্দর্শনে নিষ্পাপ হয়। তাহার পার্শ্বে পরম জ্ঞানদায়ক জনকেশ্বর নামে এক মহালিঙ্গ অবস্থিত; তাঁহার সেবা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার উত্তরে অসিতাঙ্গ নামে মহামূর্ত্তি ভৈরব আছেন, যাহারা তাঁহাকে অবলোকন

যমদর্শনম্ ॥ ৭১ ॥ শুষ্কোদরী চ তত্রাস্তি দেবী বিকটলোচনা। কৃত্তিবাসাদুদীচ্যাং তু কাশীপ্রত্যূহভক্ষিণী ॥ ৭২ ॥ অগ্নিজিহ্বোঽস্তি বেতালস্তস্যা দেব্যাস্তু নৈঋর্তে। দদাতি বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং সোঽর্চ্চিতো ভৌমবাসরে ॥ ৭২ ॥ বেতালকুণ্ডং তত্রাস্তি সর্ব্বব্যাধিবিঘাতকৃৎ। তৎকুণ্ডোদকসংস্পর্শাদ্‌ব্রণবিস্ফোটকগৃব্রজেৎ ॥ ৭৪ ॥ বেতালকুণ্ডে সুস্নাতো বেতালং প্রণিপত্য চ। লভেত বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং দুর্লভাং সর্ব্বদেহিভিঃ ॥ ৭৫ ॥ গণোঽস্তি তত্র দ্বিভুজশ্চতুষ্পাৎ পঞ্চশীর্ষকঃ। তস্য সংবীক্ষণাদেব পাপং যাতি সহস্রধা ॥ ৭৬ ॥ তদুত্তরে মুনে রুদ্রশ্চতুঃশৃঙ্গোঽস্তি ভীষণঃ। ত্রিপাদস্তু দ্বিশীর্ষা চ হস্তা সপ্ত এব হি ॥ ৭৭ ॥ রোরূয়তে বৃষাকারস্ত্রিধা বদ্ধঃ স কুম্ভজ। কাশীবিঘ্নকরা যে চ যে কাশ্যাং পাপবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ তেষাঞ্চ সঞ্ছিদাং কর্ত্তুমহং ধৃতকুঠারকঃ। যে কাশ্যাং বিঘ্নহর্ত্তারো যে কাশ্যাং ধর্ম্মবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ সুধাঘটকরশ্চাহং তদ্বংশপরিষেককৃৎ। তং দৃষ্ট্বা বৃষরুদ্রং বৈ পূজয়িত্বা তু শক্তিতঃ ॥ ৮০ ॥ মহামহোপচারৈশ্চ ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে। মণিপ্রদীপো নাগোঽস্তি তস্মাদ্রুদ্রাদুদগ্‌দিশি ॥ ৮১ ॥ মণিকুণ্ডং তদগ্রে তু বিষব্যাধিহরং পরম্। তস্মিন্ কুণ্ডে কৃতস্নানস্তং নাগং পরিবীক্ষ্য চ ॥ ৮২ ॥ মণিমাণিক্যসম্পূর্ণগজাশ্বরথসঙ্কুলম্। স্ত্রীরত্নপুত্ররত্নৈশ্চ সমৃদ্ধং রাজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥ কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং যৈর্নবিলোকিতম্। তে মর্ত্ত্যলোকে ভারায় ভুবো ভূতা ন সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ স্কন্দ উবাচ। কৃত্তিবাসঃসমুৎপত্তিং যে শ্রোষ্যন্তীহ মানবাঃ। তল্লিঙ্গদর্শনাচ্ছ্রেয়ো লপ্স্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কৃত্তিবাসঃসমুদ্ভবো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। শৃণ্বগস্ত্য তপোরাশে কাশ্যাং লিঙ্গানি যানি বৈ। সেবিতানি নৃপাং মুক্তৈঃ ভবেয়ুর্ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১ ॥ কৃত্তিপ্রাবরণং যত্র কৃতং

করে, তাহাদিগকে আর যমমুখ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। তথায় কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে বিকটলোচনা, শুষ্কোদরী এক দেবী অবস্থিত থাকিয়া নিয়ত কাশীধামের বিঘ্ন সকল ভক্ষণ করিতেছেন। ঐ দেবীর নৈঋর্তে অগ্নিজিহ্ব নামে এক বেতাল আছেন, মঙ্গলবারে তিনি অর্চ্চিত হইলে অভীষ্ট ফলদান করিয়া থাকেন। সেই স্থানে সর্ব্বব্যাধিবিনাশন এক বেতালকুণ্ড আছে; ঐ কুণ্ডের জল স্পর্শ করিবামাত্র ব্রণ ও বিস্ফোটকাদি বিদূরিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি উক্ত বেতালকুণ্ডে স্নান করিয়া বেতালকে প্রণিপাত করে, সে পরম দুর্লভ অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে দ্বিভুজ, চতুষ্পাদ, পঞ্চশীর্ষ এক গণ আছেন, তাঁহার দর্শনমাত্রে পাপরাশি সহস্রধা বিদীর্ণ হয়। হে মুনে! তাহার উত্তরে চতুঃশৃঙ্গ, ত্রিপাদ, দ্বিশীর্ষ, সপ্তহস্ত, অতি ভীষণ বৃষাকার রুদ্র আছেন; হে কুম্ভযোনে! যাহারা কাশীর বিঘ্নাচরণ করে ও যাহারা পাপে নিরত হয়, তিনি তাহাদিগের পাপরাশি ছেদন করিবার জন্য কুঠারহস্তে সতত হুঙ্কার করিতেছেন। আর যাহারা কাশীর বিঘ্ন নিবারণ করত সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত, তিনি [illegible] বংশকে সুধাপূর্ণ ঘট দ্বারা অভিষিক্ত [illegible]। যে মানব সেই বৃষরুদ্র রুদ্রদেবকে অবলোকনান্তে ভক্তিসহকারে বিবিধোপচারে অর্চ্চনা করে, তাহাকে কখন কোনরূপ বিঘ্ন আক্রমণ করিতে পারে না। উক্ত রুদ্রদেবের উত্তরে মণিপ্রদীপ নামে নাগ ও তাহার সম্মুখে পরম বিষব্যাধিহর মণিকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে। যে ব্যক্তি ঐ কুণ্ডে অবগাহন করিয়া উক্ত নাগকে সন্দর্শন করে, তাহার মণিমাণিক্যপরিপূর্ণ, গজ-অশ্ব-রথ-সঙ্কুল, স্ত্রীরত্নপুত্ররত্নে সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাশীস্থিত কৃত্তিবাসেশ্বরকে অবলোকন না করে, সেই মানব নিঃসন্দেহ কেবল বসুন্ধরাকে ভারাক্রান্ত করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যে মানবগণ এই স্থানে কৃত্তিবাসেশ্বরের উৎপত্তিবিবরণ শ্রুতিগোচর করিবে, তাহারা উক্ত লিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা অধিক ফললাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। ৬৩—৮৫।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে অগস্ত্যে! তপোরাশে! কাশীধামে যে সকল লিঙ্গ সেবিত হইলে পবিত্রাত্মা মানবগণের মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন, আমি [illegible]

দেবেন শালয়া। রুদ্রাবাস ইতি খ্যাতং তৎস্থানং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ২ ॥ স্থিতে তত্রোমযা সার্দ্ধং স্বেচ্ছয়া কৃত্তিবাসসি। আগত্য নন্দী বিজ্ঞপ্তিং চক্রে প্রণতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩ ॥ দেবদেবেশ বিশ্বেশ প্রাসাদাঃ সু মনোহরাঃ। সর্ব্বরত্নময়া রম্যাঃ সাষ্টা ষষ্টিঃ ভূদিহ ॥ ৪ ॥ ভূর্ভুবঃস্বস্তলে যানি শুভান্যায়তনানি হি। মুক্তিদান্যপি তানীহ ময়া নীতানি সর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥ যতো যচ্চ সমানীতং যত্র যচ্চ কৃতাস্পদম্। কথয়িষ্যাম্যহং নাথ ক্ষণং তদবধার্য্যতাম্ ॥ ৬ ॥ স্থাণুর্নাম মহালিঙ্গং দেবদেবস্য মোক্ষদম্। কুরুক্ষেত্রাদিহোদ্ভূতং কলাশেষোঽস্তি তত্র বৈ ॥ ৭ ॥ তদগ্রে সন্নিহত্যাখ্যা মহাপুষ্করিণী শুভা। লোলার্কপশ্চিমে ভাগে কুরুক্ষেত্রস্থলী তু সা ॥ ৮ ॥ তত্র স্নাতং হুতং জপ্তং তপ্তং দত্তং শুভার্থিভিঃ। কুরুক্ষেত্রাদ্ভবেৎ সত্যং কোটিকোটিগুণাধিকম্ ॥ ৯ ॥ নৈমিষাদ্দেবদেবোঽত্র ব্রহ্মাবর্ত্তেন সংযুতঃ। তত্রাংশমাত্রং সংস্থাপ্য কাশ্যামাবিরভূদ্বিভো ॥ ১০ ॥ ঢুণ্ঢিরাজোত্তরে ভাগে সিদ্ধিদং সাধকস্য বৈ। লিঙ্গং বৈ দেবদেবাখ্যং তদগ্রে কূপ উত্তমঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মাবর্ত্ত ইতি খ্যাতঃ পুনরাবৃত্তিহৃন্নৃণাম্। তৎকূপাদ্ভিঃ কৃতস্নানো দেবদেবং সমর্চ্চ্য চ ॥ ১২ ॥ তৎ পুণ্যং নৈমিষারণ্যাৎ কোটিকোটিগুণং স্মৃতম্। গোকর্ণায়তনাদত্র স্বয়মাবিরভূন্মহৎ ॥ ১৩ ॥ লিঙ্গং মহাবলং নাম সাম্বাদিত্যসমীপতঃ। দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্যস্য ক্ষণাদেনো মহাবলম্ ॥ ১৪ ॥ বাতাহততূলরাশিরিব বিদ্রাতি দূরতঃ। কপালমোচনপুরো দৃষ্ট্বা লিঙ্গং মহাবলম্ ॥ ১৫ ॥ মহাবলমবাপ্নোতি নির্ব্বাণনগরং ব্রজেৎ। ঋণমোচনতঃ প্রাচ্যাং প্রভাসাৎ ক্ষেত্রসত্তমাৎ ॥ ১৬ ॥ শশিভূষণসংজ্ঞং তু লিঙ্গমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। তল্লিঙ্গসেবনান্মর্ত্ত্যঃ শশিভূষণতাং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥ প্রভাসক্ষেত্রযাত্রায়াঃ পুণ্যং প্রাপ্নোতি কোটিকৃৎ। উজ্জয়িন্যা মহাকালঃ স্বয়মত্রাগতো বিভুঃ ॥ ১৮ ॥ যন্নামস্মরণাদেব ন ভয়ং কলিকালতঃ। প্রণবাখ্যামহালিঙ্গাৎ প্রাচ্যাং কল্মষনাশনম্ ॥ ১৯ ॥ মহা-

---

তাঁহাদিগের বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহেশ্বর যে স্থানে গজাসুরের চর্ম্ম পরিধান করেন, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সেই স্থান রুদ্রাবাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ রুদ্রাবাসে ভগবান্, কৃত্তিবাস, স্বেচ্ছাক্রমে উমার সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলে, কোন সময় নন্দী আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,—হে দেবেশ! হে বিশ্বেশ! এই স্থানে এক্ষণে সর্ব্বরত্নময় সুরম্য সুমহৎ অষ্টাধিক ষষ্টি প্রাসাদ বিরাজমান হইয়াছে এবং ভূর্লোক, ভুবর্লোক, ও স্বর্লোকস্থিত মুক্তিপ্রদ শুভ শিবলিঙ্গ সকল আমি এই কাশীধামে আনয়ন করিয়াছি। হে নাথ! যে স্থান হইতে যাহা আনীত ও যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, বলিতেছি, ক্ষণকাল অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কুরুক্ষেত্র হইতে দেবদেবের মোক্ষপ্রদ স্থাণু নামক মহালিঙ্গ এ স্থানে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, তথায় কলামাত্রে অবশিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখে লোলার্কের পশ্চিমে, সন্নিহতী নামে শুভপ্রদা মহাপুষ্করিণী আছে, তাহাই কুরুক্ষেত্রস্থলী। শুভার্থী ব্যক্তিগণ তথায় যাহা কিছু স্নান, দান, জপ, হোম ও তপস্যাদি করেন কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা তাহা কোটিকোটিগুণ অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে বিভো! দেবদেব নামক মহালিঙ্গ ব্রহ্মাবর্ত্ত-কূপের সহিত নৈমিষক্ষেত্রে অংশমাত্র স্থাপিয়া সেই স্থান হইতে এই কাশীধামে আবির্ভূত হইয়াছেন। ঢুণ্ঢিরাজের উত্তরে সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ বৈকুণ্ঠদেব নামক লিঙ্গ এবং তাঁহার সম্মুখে মানবগণের পুনর্জ্জন্মনাশক ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ উত্তমতম কূপ অবস্থিত হইয়াছেন। ঐ কূপোদকে স্নান করিয়া দেবদেবের অর্চ্চনা করিতে পারিলে, নৈমিষারণ্যকৃত স্নানার্চ্চনা অপেক্ষা কোটী-কোটীগুণ অধিক পুণ্যলাভ হয়। গোকর্ণ নামক আয়তন হইতে মহাবল নামে মহৎলিঙ্গ এই স্থানে সাম্বাদিত্যের সমীপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মহাবল পাপরাশিও বাতাহত তুলারাশির ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে বিদূরিত হইয়া থাকে। কপালমোচনের সম্মুখস্থিত উক্ত মহাবল লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে, নির্ব্বাণনগরে গমন করিতে মহাবল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাতীর্থ প্রভাস হইতে শশিভূষণ নামক লিঙ্গ আনয়নপূর্ব্বক ঋণমোচনের পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তদীয় অঙ্গ সেবা করিলে মানব শশিভূষণত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং তাঁহার উৎসব করিলে প্রভাস অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্যসঞ্চয় হয়। উজ্জয়িনী হইতে ভগবান্ মহাকাল স্বয়ং এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক ওঙ্কারেশ্বরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত হইয়াছেন; পাপনাশন ঐ মহাকালনামক লিঙ্গের নাম স্মরণমাত্রে কলি ও কালভয় দূর হইয়া থাকে এবং তাঁহার

কালাভিধং লিঙ্গং দর্শনান্মোক্ষদং পরম্। অয়োগন্ধেশ্বরং লিঙ্গং পুষ্করাত্তীর্থসত্তমাৎ ॥ ২০ ॥ আবির্ভূতমিহ মহৎ পুষ্করেণ সহৈব তু। মৎস্যোদর্য্যুত্তরে ভাগে দৃষ্ট্বায়োগন্ধমীশ্বরম্ ॥ ২১ ॥ স্নাত্বায়োগন্ধকুণ্ডে তু ভবাত্তারয়তে পিতৄন্। মহানাদেশ্বরং লিঙ্গমট্টহাসাদিহাগতম্ ॥ ২২ ॥ ত্রিলোচনাদুদীচ্যাং তু তদ্দৃষ্টং মুক্তয়ে মতম্। মহোৎকটেশ্বরং লিঙ্গং মরুৎকোটাদিহাগতম্। কামেশ্বরোত্তরে ভাগে দৃষ্টং বিমলসিদ্ধিদম্ ॥ ২৩ ॥ বিশ্বস্থানাদিহায়াতং লিঙ্গং বৈ বিমলেশ্বরম্। স্বর্লীনাৎ পশ্চিমে ভাগে দৃষ্টং বিমলাসিদ্ধিদম্ ॥ ২৪ ॥ মহাব্রতং মহালিঙ্গং মহেন্দ্রাদিহ সংস্থিতম্। স্কন্দেশ্বরসমীপে তু মহাব্রতফলপ্রদম্ ॥ ২৫ ॥ বৃন্দারকর্ষিবৃন্দানাং স্তবতাং প্রথমে যুগে। উৎপন্নং যন্মহালিঙ্গং ভূমিং ভিত্ত্বা সুদুর্ভিদাম্ ॥ ২৬ ॥ মহাদেবেতি তৈরুক্তং যন্মনোরথপূরণাৎ। বারাণস্যাং মহাদেবস্তদারভ্যাভবচ্ছিবঃ ॥ ২৭ ॥ মুক্তিক্ষেত্রং কৃতং যেন মহালিঙ্গেন কাশিকা। অবিমুক্তে মহাদেবং যো দ্রক্ষ্যত্যত্র মানবঃ ২৮ঃ শম্ভুলোকে গমস্তস্য যত্র তত্র মৃতস্য হি। অবিমুক্তে প্রযত্নেন তৎ সংসেব্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৯ ॥ কল্পান্তরেঽপি ন ত্যক্তং কদাপ্যানন্দকাননম্। যেন লিঙ্গস্বরূপেণ মহাদেবেন সর্ব্বথা ॥ ৩০ ॥ তৎপ্রাসাদোঽয়মতুলঃ সর্ব্বরত্নময়ঃ শুভঃ। হিরণ্যগর্ভতীর্থাচ্চ প্রতীচ্যাং ক্ষেত্ররক্ষকম্ ॥ ৩১ ॥ বারাণস্যামধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাভিলাষদা। মহাদেবেতিসংজ্ঞা বৈ সর্ব্বলিঙ্গস্বরূপিণী ॥ ৩২ ॥ বারাণস্যাং মহাদেবো দৃষ্টো যৈর্লিঙ্গরূপধৃক্। তেন ত্রৈলোক্যলিঙ্গানি দৃষ্টানীহ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ বারাণস্যাং মহাদেবং সমভ্যর্চ্চ সকৃন্নরঃ। আভূতসংপ্লবং যাবচ্ছিবলোকে বসেন্মুদা। ॥ ৩৪ ॥ পবিত্রপর্ব্বণি সদা শ্রাবণে মাসি যত্নতঃ। লিঙ্গে পবিত্রমারোপ্য মহাদেবে ন গর্ভভাক্ ॥ ৩৫ ॥ পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং গয়াতীর্থাদিহাগতম্। ফল্গুপ্রভৃতিভিস্তীর্থৈঃ সার্দ্ধকোট্যষ্টসম্মিতৈঃ ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মেণ যত্র বৈ তপ্তং যুগানাময়ুতং শতম্। সাক্ষী-

---

অবলোকন করিলে পরম মোক্ষপদ লাভ করা যায়। অয়োগন্ধেশ্বর নামক মহালিঙ্গ, মহাতীর্থ পুষ্কর হইতে পুষ্করের সহিত মৎস্যোদরীর উত্তরে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। মানব অয়োগন্ধেশ্বর কুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক অয়োগন্ধেশ্বরকে অবলোকন করিয়া পিতৃগণকে সংসারসাগর হইতে নিস্তার করিবে। অট্টহাস হইতে মহানাদেশ্বর লিঙ্গ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি ত্রিলোচনের উত্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। অবলোকনমাত্রে বিমল সিদ্ধিপ্রদ মহোৎকটেশ্বর নামক লিঙ্গ মরুকূট হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে কামেশ্বরের উত্তরভাগে বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বস্থান হইতে বিমলেশ্বর লিঙ্গ আগমনপূর্ব্বক স্বর্লীনের পশ্চিমে অবস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেও বিমল সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। মহাব্রতফলপ্রদ মহাব্রত নামক মহালিঙ্গ মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে উপস্থিত হইয়া স্কন্দেশ্বরের সমীপে অবস্থিতি করিতেছেন। আদিযুগে দেবতা ও ঋষিগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া ঐ মহালিঙ্গ, দুর্ভেদ্য ভূভাগ ভেদ করত উৎপন্ন হন এবং মনোরথ পূর্ণ করিলেন বলিয়া, তাঁহারাই তাঁহাকে মহাদেব নামে সম্বোধন করেন। সেই অবধি ঐ লিঙ্গ বারাণসীতে মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। উক্ত মহালিঙ্গই, কাশীধামকে মুক্তিক্ষেত্র করিয়াছেন। যে মানব অবিমুক্তক্ষেত্রে মহাদেবকে অর্চ্চনা করে, যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলেও সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। এই জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে কাশীধামে তাঁহার সেবা করিবে।১—২৯। যে লিঙ্গরূপী মহাদেব কল্পান্তরেও আনন্দকানন পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার ঐ সর্ব্বরত্নময় অনুপম শুভ প্রসাদ লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বারাণসীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা ঐ লিঙ্গই হিরণ্যগর্ভতীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত থাকিয়া কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। অধিক কি 'মহাদেব' এই নামই সর্ব্বলিঙ্গস্বরূপ। যে সকল মানব বারাণসীতে লিঙ্গরূপধারী মহাদেবকে অবলোকন করে, নিঃসন্দেহ তাহারা ত্রিলোকস্থিত যাবতীয় লিঙ্গই সন্দর্শন করিয়া থাকে; মানব, বারাণসীতে একবার মাত্র মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমানন্দে শিবলোকে বাস করিতে পারে। পবিত্রাত্মা ব্যক্তি, যদি শ্রাবণমাসীয় পর্ব্বদিবসে সযত্নে উক্ত লিঙ্গরূপী মহাদেবকে যজ্ঞোপবীত দান করে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হে প্রভো! পিতামহেশ্বর নামক লিঙ্গ, ফল্গু প্রভৃতি অষ্টোত্তর সার্দ্ধকোটী তীর্থের সহিত গয়াতীর্থ হইতে কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন। যে স্থানে ধর্ম্ম, ধর্ম্মেশ্বরনামক মহালিঙ্গকে সাক্ষী করিয়া পূর্ব্বে

কৃত্য মহালিঙ্গং শ্রীমদ্ধর্ম্মেশ্বরান্তিধম্ ॥ ৩৭ ॥ পিতা-মহেশ্বরং লিঙ্গং তত্রাভ্যর্চ্চ্য নরো মুদা। ত্রিঃসপ্ত-কুলসংযুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রয়াগা-ত্তীর্থরাজাচ্চ শূলটঙ্কো মহেশ্বরঃ। তীর্থরাজেন সহিতঃ স্থিত আগত্য বৈ স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ নির্ব্বাণ-মণ্ডপাদ্রম্যাদবাচ্যামতিনির্ম্মলঃ। প্রাসাদো মেরুণা যস্য স্পর্দ্ধতে কাঞ্চনোজ্জ্বলঃ ॥ ৪০ ॥ দেবেনৈব বরো দত্তো যত্র পূর্ব্বং যুগান্তরে। পূজ্যো মহেশ্বরঃ কাশ্যাং প্রথমং কলুষাপহঃ ॥ ৪১ ॥ যঃ প্রয়াগ ইহ স্নাতো নমস্যতি মহেশ্বরম্। সমভ্যর্চ্চ্য বিধানেন মহাসম্ভারবিস্তরৈঃ ॥ ৪২ ॥ প্রয়াগস্নানজাৎ পুণ্যা-চ্ছূলটঙ্ক বিলোকনাৎ। স প্রাপ্নুয়ান্ন সন্দেহঃ পুণ্যং কোটিগুণোত্তরম্ ॥ ৪৩ ॥ শঙ্কুকর্ণান্মহাক্ষেত্রান্মহা-তেজ ইতীরিতম্। লিঙ্গমাবিরভূদত্র মহাতেজো-বি বৃদ্ধিদম্ ॥ ৪৪ ॥ মহাতেজোনিধিস্তস্য প্রাসাদো-হতীব নির্ম্মলঃ। জ্বালাজটিলিতাকাশো মাণিক্যৈ-রেব নির্ম্মিতঃ ॥ ৪৫ ॥ তল্লিঙ্গদর্শনাৎ স্পর্শাৎ স্তব-নাচ্চ সমর্চ্চনাৎ প্রাপ্যতে তৎপরং ধাম যত্র গত্বা ন শোচতে ॥ ৪৬ ॥ বিনায়কেশ্বরাৎ পূর্ব্বং মহাতেজঃ-সমর্চ্চনাৎ। তেজোময়েন যানেন যাতি মাহেশ্বরং পদম্ ॥ ৪৭ ॥ রুদ্রকোটিসমাখ্যাতাত্তীর্থাৎ পরমপাব-নাৎ। মহাযোগীশ্বরং লিঙ্গমাবিশ্চক্রে স্বয়ং পরম্ ॥ ৪৮ ॥ পার্ব্বতীশ্বরলিঙ্গস্য সমীপে সর্ব্বসিদ্ধিকৃৎ। তল্লিঙ্গ-দর্শনাৎ পুংসাং কোটিলিঙ্গফলং ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ তৎ প্রাসাদস্য পরিতো রুদ্রাণাং কোটিসম্মিতাঃ। প্রাসাদা রম্যাস স্থানা নির্ম্মিতা রুদ্রমূর্ত্তিভিঃ ॥ ৫০ ॥ কাশ্যাং রুদ্রস্থলী সা তু পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ। রুদ্রস্থল্যাং মৃতা যে বৈ কৃমিকীটপতঙ্গকাঃ ॥ ৫১ ॥ পশুপক্ষি-মৃগা মর্ত্ত্যা ম্লেচ্ছা বাপ্যথ দীক্ষিতাঃ। তেষাং তু রুদ্রীভূতানাং পুনরাবৃত্তিরত্র ন ॥ ৫২ ॥ জন্মান্তর-সহস্রেষু যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্। রুদ্রস্থলীং প্রবিষ্টস্য তৎ সর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্ ॥ ৫৩ ॥ অকামো বা সকামো বা তির্য্যগ্যোনিগতোঽপি বা। রুদ্রস্থল্যাং ত্যজন্ প্রাণান্ পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪ ॥ স্বয়-মেকাম্বরাৎ ক্ষেত্রাৎ কৃত্তিবাসা ইহাগতঃ। কৃত্তিবাসসি লিঙ্গেঽত্র স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥ অস্মিন্ স্থানে

শত অযুতযুগ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অবস্থিত উক্ত পিতামহেশ্বর লিঙ্গকে অর্চ্চনা করিলে মানব পরমানন্দে একবিংশতিকুলের সহিত নিঃসন্দেহ মুক্ত হইতে পারে। শূলটঙ্ক নামক লিঙ্গরূপী মহেশ্বর, তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতে তীর্থ-রাজের সহিত স্বয়ং এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক নির্ব্বাণমণ্ডপের দক্ষিণে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ঐ স্বর্ণময় সুনির্ম্মল প্রাসাদ সুমেরুর সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। প্রভো! আপনিই পূর্ব্ব যুগান্তরে বর প্রদান করিয়াছেন যে, কাশীধামে প্রথমেই পাপনাশন উক্ত মহেশ্বরকে পূজা করিবে এবং যে ব্যক্তি কাশীস্থিত প্রয়াগতীর্থে স্নান করিয়া মহেশ্বরকে মহাসমারোহে যথাবিধি অর্চ্চনা-পূর্ব্বক নমস্কার করিবে, সে নিঃসন্দেহ প্রয়াগকৃত উক্ত কার্য্য অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্যভাগী হইবে। মহাতীর্থ শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেজোবিবর্দ্ধক মহাতেজঃ নামক লিঙ্গ, কাশীধামে আবির্ভূত হইয়াছেন; মহাতেজোনিধি সেই লিঙ্গের সুনির্ম্মল প্রাসাদ মাণিক্যনিচয়ে নির্ম্মিত, ও পরম প্রভাপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। যে স্থানে গিয়া কোনরূপ ক্লেশের মুখ নিরীক্ষণ করিতে হয় না, উক্ত লিঙ্গকে দর্শন, স্পর্শন, স্তবন ও অর্চ্চনা করিলে পরম পদ লাভ করা যায়। অধিক কি, বিনায়কেশ্বরের পূর্ব্বভাগ-স্থিত উক্ত মহাতেজঃ লিঙ্গের সম্যক্ পূজা করিলে, মানব তেজোময় যানে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে।৩০–৪৭। রুদ্রকোটি নামক পরম পবিত্র তীর্থ হইতে মহা-যোগীশ্বর লিঙ্গ, স্বয়ং এস্থানে প্রকাশ পাইয়াছেন। পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গের সমীপস্থ সর্ব্বকর্ম্ম-ভোগক্ষয়কারী ঐ লিঙ্গকে সন্দর্শন করিলে মানবগণের কোটিলিঙ্গদর্শনের ফললাভ হইয়া থাকে। উক্ত মহাযোগীশ্বরলিঙ্গের প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রুদ্রগণনির্ম্মিত সুরম্য কোটীসংখ্যক রুদ্র-গণের প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। বেদবাদী ব্যক্তিগণ, কাশীধামে ঐ স্থানকেই রুদ্রস্থলী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কি কৃমি কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পশু, কি পক্ষী, কি মৃগ, কি মনুষ্য, কি ম্লেচ্ছ, কি দীক্ষিত, যাহারাই ঐ রুদ্রস্থলীতে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই রুদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং তাহা-দিগকে আর সংসারে আসিতে হয় না। সহস্র সহস্র জন্মে যে পাপ সঞ্চিত হয়, রুদ্রস্থলীতে প্রবেশ মাত্র তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকামই হউক বা অকামই হউক কিংবা তির্য্যক্‌যোনিগতই হউক, যে কোন জীব রুদ্রস্থলীতে জীবন বিস-র্জ্জন করিলে পরম নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হয়। একাম্বরক্ষেত্র হইতে স্বয়ং কৃত্তিবাস নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়াছেন। ঐ কৃত্তিবাস

স্তত্তানাং সাৰ্দ্ধঃ সর্ষিগণো বিভুঃ। স্বয়ঙ্কোপদিশেদ্-ব্রহ্ম শ্রুতৌ শ্রুতিভিরীড়িতম্ ॥ ৫৬॥ ক্ষেত্রেহত্র সিদ্ধিদে প্রাপ্তশ্চণ্ডীশো মরুজাঙ্গলাৎ। প্রচণ্ডপাপ-সঙ্ঘাতং খণ্ডয়েচ্ছতদবেক্ষণাৎ ॥ ৫৭ ॥ পাশপাণি-গণাধ্যক্ষসমীপে যঃ প্রপশ্যতি। চণ্ডীশ্বরং মহা-লিঙ্গং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৮॥ কাল-ঞ্জরান্নীলকণ্ঠস্তিষ্ঠেদত্র স্বয়ং বিভুঃ। গণেশাদস্তকূটা-খ্যাৎ সমীপে ভবনাশনঃ ॥ ৯ ॥ নীলকণ্ঠেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং যৈঃ পরিপূজিতম্। নীলকণ্ঠাস্ত এব স্যুস্ত এব শশিভূষণাঃ ॥ ৬০ ॥ কাশ্মীরাদিহ সম্প্রাপ্তং লিঙ্গং বিজয়সংজ্ঞিতম্। সদা বিজয়দং পুংসাং প্রাচ্যাং শালকটঙ্কটাৎ ॥ ৬১ ॥ রণে রাজকুলে দ্যূতে বিবাদে সর্ব্বদেব হি। বিজয়ো জায়তে পুংসাং বিজয়েশ-সমর্চ্চনাৎ ॥ ৬২ ॥ উৰ্দ্ধরেতাস্ত্রিদণ্ডায়াঃ সম্প্রাপ্তোহত্র স্বয়ং বিভুঃ। কুষ্মাণ্ডকং গণাধ্যক্ষং পুরস্কৃত্য ব্যব-স্থিতঃ ॥৬৩॥ উৰ্দ্ধগতিমবাপ্নোতি বীক্ষণাদূৰ্দ্ধরেতসঃ। উৰ্দ্ধরেতসি যে ভক্তা ন হি তেষামধোগতিঃ ॥ ৬৪ ॥ মণ্ডলেশ্বরতঃ ক্ষেত্রাল্লিঙ্গং শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞিতম্। বিনায়কান্মুণ্ডসংজ্ঞাদুত্তরস্যাং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥ শ্রীকণ্ঠস্য চ যে ভক্তাঃ শ্রীকণ্ঠা এব তে নরাঃ। নেহ শ্রিয়া বিযুজ্যন্তে ন পরত্র কদাচন ॥ ৬৬ ॥ ছাগলাণ্ডান্মহাতীর্থাৎ কপৰ্দ্দীশ্বরসংজ্ঞিতঃ। পিশাচ-মোচনে তীর্থে স্বয়মাবিরভূদ্বিভুঃ ॥ ৬৭ ॥ কপৰ্দ্দীশং সমভ্যর্চ্চ্য ন নরো নিরয়ং ব্রজেৎ। ন পিশাচত্ব-মাপ্নোতি কৃত্বাপ্যঘমুত্তমম্ ॥৬৮॥ আম্রাতকেশ্বরাৎ ক্ষেত্রাল্লিঙ্গং সূক্ষ্মেশসংজ্ঞিতম্। স্বয়মভ্যাগতং চাত্র ক্ষেত্রে বৈ শ্রেয়সাং পদে ॥৬৯॥ বিকটদ্বিজসংজ্ঞস্য গণেশস্য সমীপতঃ। দৃষ্ট্বা সূক্ষ্মেশ্বরং লিঙ্গং গতিং সূক্ষ্মামবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০ ॥ সম্প্রাপ্তমিহ দেবেশং জয়ন্তং মধুকেশ্বরাৎ। লম্বোদরাদ্গণপতেঃ পুরস্তাত্তদব-স্থিতম্ ॥ ৭১ ॥ জয়ন্তেশ্বরমালোক্য স্নাত্বা গঙ্গাজলে শুভে। প্রাপ্নুয়াদ্বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৭২ ॥ প্রাদুশ্চকার দেবেশঃ শ্রীশৈলাৎ ত্রিপুরান্তকঃ। শ্রীশৈলশিখরং দৃষ্ট্বা যৎফলং সমুদীরিতম্ ॥ ৭৩ ॥ ত্রিপুরান্তকমালোক্য তৎফলং হেলয়াপ্যতে। বিশ্বেশাৎ পশ্চিমে ভাগে ত্রিপুরান্তক-মীশ্বরম্ ॥ ৭৪ ॥ সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা ন নরো

লিঙ্গে ঋষিগণের সহিত স্বয়ং আপনি অবস্থিত থাকিয়া অন্তকালে ভক্তগণের কর্ণবিবরে বেদবর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছেন। সিদ্ধিপ্রদ এই ক্ষেত্রে মরুজঙ্গল হইতে চণ্ডীশ্বর লিঙ্গ উপস্থিত হইয়াছেন; সতত তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রচণ্ড পাপপুঞ্জও খণ্ডিত হইয়া থাকে। গণাধ্যক্ষ পাশ-পাণির সমীপে যে ব্যক্তি ঐ চণ্ডীশ্বরকে সন্দর্শন করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অস্তকুট নামক গণেশের সমীপে ভবনাশন ভগবান্ নীলকণ্ঠ নামক লিঙ্গ কালঞ্জর তীর্থ হইতে স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছেন। যাহারা উক্ত নীলকণ্ঠেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, তাহারাও নীলকণ্ঠ ও শশিভূষণ হইয়া থাকে। কাশ্মীর হইতে সর্ব্বদা জীবগণের বিজয়প্রদ বিজয়েশনামক লিঙ্গ, শালকটঙ্কটের পূর্ব্বভাগে উপস্থিত হইয়াছেন। উক্ত বিজয়েশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে কি সংগ্রাম, কি রাজদ্বার, কি বিবাদ, সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বিজয়লাভ হয়। ত্রিদণ্ডাতীর্থ হইতে স্বয়ং ভগবান্ উৰ্দ্ধরেতা নামক মহালিঙ্গ সমাগত হইয়া গণাধ্যক্ষ কুষ্মাণ্ডের সম্মুখে অবস্থিত আছেন; উক্ত উৰ্দ্ধরেতা লিঙ্গ অবলোকন করিলে পরমগতি লাভ হইয়া থাকে, এবং যাহারা ঐ লিঙ্গের ভক্ত, তাহাদিগের কখন অধোগতি হয় না। মুণ্ড নামক বিনায়কের উত্তরে মণ্ডলেশ্বর ক্ষেত্র হইতে শ্রীকণ্ঠ নামক লিঙ্গ উপস্থিত হইয়াছেন; উক্ত শ্রীকণ্ঠের ভক্তগণও শ্রীকণ্ঠস্বরূপ হইয়া থাকে; অন্য জন্মে মহালক্ষ্মী কখনই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না।৪৮—৬৬। মহাতীর্থ ছাগলাণ্ড হইতে ভগবান্ কপৰ্দ্দীশ্বর নামক লিঙ্গ পিশাচমোচনতীর্থে আপনি আবির্ভাব পাইয়াছেন! মানব, কপৰ্দ্দীশ্বরকে পূজা করিলে নিরয়গামী হয় না এবং উৎকট পাপ করি-লেও কখন পিশাচত্ব লাভ করে না। সূক্ষ্মেশ নামক লিঙ্গ, আম্রাতকেশ্বর নামক ক্ষেত্র হইতে পরমমঙ্গলা-স্পদ এই ক্ষেত্রে স্বয়ং সমাগত হইয়া বিকটদ্বিজসংজ্ঞক গণেশের সমীপে অবস্থিত আছেন। উক্ত সূক্ষ্মেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে সূক্ষ্মগতি লাভ হইয়া থাকে। জয়ন্তেশ্বর নামক লিঙ্গ মধুকেশ্বর নামক তীর্থ হইতে আগমন করত লম্বোদর নামক গণপতির সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি জাহ্নবীজলে অব-গাহনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবলোকন করে, সেবাঞ্ছিত সিদ্ধি-লাভকরত সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়। শ্রীশৈল হইতে দেবাধি-দেব ত্রিপুরান্তক নামে লিঙ্গ কাশীধামে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীশৈলের শিখর দর্শনে যে ফল কথিত আছে, ত্রিপুরান্তককে দর্শন করিলে অনায়াসে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব, বিশ্বেশ্বরের পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত ঐ লিঙ্গকে পরম ভক্তিসহকারে

গর্ভমাবিশেৎ। সৌম্যস্থানাদিহায়াতো ভগবান্ মুকুটেশ্বরঃ ॥ ৭৫ ॥ বক্রতুণ্ডগণাধ্যক্ষসমীপে সোপতিষ্ঠতে। তদ্দর্শনাদর্চ্চনাচ্চ করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ জালেশ্বরাত্রিশূলী চ স্বয়মীশঃ সমাগতঃ। কূটদন্তাদ্‌গণপতেঃ পুরস্তাৎ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৭৭ ॥ রামেশ্বরান্মহাক্ষেত্রাজ্জটী দেবঃ সমাগতঃ। একদন্তোত্তরে ভাগে সোঽর্চ্চিতঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ ৭৮ ॥ ত্রিসন্ধ্যাৎ ক্ষেত্রতো দেবস্ত্র্যম্বকোঽস্তি সমাগতঃ। ত্রিমুখাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে পূজিতস্ত্র্যম্বকত্বকৃৎ ॥ ৭৯ ॥ হরেশ্বরো হরিশ্চন্দ্রাৎ ক্ষেত্রাদত্র সমাগতঃ। হরিশ্চন্দ্রেশ্বরপুরঃ পূজিতো জয়দঃ সদা ॥ ৮০ ॥ ইহ শর্ব্বঃ সমায়াতঃ স্থানান্মধ্যমকেশ্বরাৎ। চতুর্ব্বেদেশ্বরং লিঙ্গং পুরোধায় ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮১ ॥ শর্ব্বং লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য কাশ্যাং পরমসিদ্ধিকৃৎ। ন জাতু জন্তুপদবীং প্রাপ্নুয়াৎ ক্বাপি মানবঃ ॥ ৮২ ॥ স্থলেশ্বরান্মহালিঙ্গং প্রাদুর্ভূতং পরং ত্বিহ। যত্র যজ্ঞেশ্বরং লিঙ্গং সর্ব্বলিঙ্গফলপ্রদম্ ॥ ৮৩ ॥ মহালিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য মহাশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি লোকেঽত্র চ পরত্র চ ॥ ৮৪ ॥

ইহ লিঙ্গং সহস্রাক্ষং সুবর্ণাখ্যাৎ সমাগতম্। যস্য সন্দর্শনাৎ পুংসাং জ্ঞানচক্ষুঃ প্রজায়তে ॥ ৮৫ ॥ শৈলেশ্বরাদবাচ্যান্তু সহস্রাক্ষেশ্বরং বিভুম্। দৃষ্ট্বা জন্মসহস্রাণাং শতানাং পাতকং ত্যজেৎ ॥ ৮৬ ॥ হর্ষিতাদ্ধর্ষিতং চাত্র প্রাদুরাসীত্তমোহরম্। লিঙ্গং হর্ষপ্রদং পুংসাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ৮৭ ॥ মন্ত্রেশ্বরসমীপে তু প্রাসাদো হর্ষিতেশিতুঃ। তদ্বিলোকনতঃ পুংসাং নিত্যং হর্ষপরম্পরা ॥ ৮৮ ॥ ইহ স্বয়ং সমায়াতো রুদ্রো রুদ্রমহালয়াৎ। যস্য দর্শনতো যান্তি রুদ্রলোকে নরাঃ স্ফুটম্ ॥ ৮৯ ॥ যৈস্তু রুদ্রেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যামত্র সমর্চ্চিতম্। তে রুদ্ররূপিণো মর্ত্ত্যা বিজ্ঞেয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥ ত্রিপুরেশসমীপে তু দৃষ্ট্বা রুদ্রেশ্বরং বিভুম্। রুদ্রাস্তু ইব বিজ্ঞেয়া জীবন্তোঽপি মৃতা অপি ॥ ৯১ ॥ আগাদিহ মহাদেবো বৃষেশো বৃষভধ্বজাৎ। বাণেশ্বরস্য লিঙ্গস্য সমীপে বৃষদঃ সদা ॥ ৯২ ॥ ইহাগতং তু কেদারাদীশানেশ্বরসংজ্ঞিতম্। তদ্-

---

পূজা করিলে আর গর্ভে প্রবেশ করে না। সৌম্যস্থান হইতে সমাগত ভগবান্ মুকুটেশ্বর, বক্রতুণ্ড নামক গণাধ্যক্ষের সমীপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে সমুদয় সিদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা ত্রিশূলী নামক লিঙ্গ, কূটদন্তাখ্য গণপতির সম্মুখে জালেশ্বর হইতে সমাগত হইয়াছেন। একদন্তের উত্তরে মহাতীর্থ রামেশ্বর হইতে জটী দেব আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ হয়। ত্রিমুখের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ত্রিসন্ধ্যাক্ষেত্র হইতে ত্র্যম্বকদেব সমাগত হইয়াছেন; তিনি, স্বীয় অর্চ্চকগণের ত্র্যম্বকত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। হরিশ্চন্দ্র ক্ষেত্র হইতে হরেশ্বর লিঙ্গ আগমনপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রেশ্বরের সম্মুখে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে পূজা করিলে সর্ব্বদা জয়লাভ হয়। মধ্যমেশ্বর স্থান হইতে শর্ব্ব নামক লিঙ্গ কাশীধামে উপস্থিত হইয়া চতুর্ব্বেদেশ্বর লিঙ্গের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। কোন মানবই, পরম সিদ্ধিপ্রদ উক্ত লিঙ্গের পূজা করিলে আর প্রাণিপদবী প্রাপ্ত হয় না। যে স্থানে সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদ যজ্ঞেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান আছেন, তথায় স্থলেশ্বরতীর্থ হইতে স্থলেশ্বর নামক মহালিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। পরম শ্রদ্ধাসহকারে ঐ মহালিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে ইহকালে ও পরকালে মহতী লক্ষ্মী লাভ করা যায়। সুবর্ণাখ্য তীর্থ হইতে সহস্রাখ্য নামক লিঙ্গ কাশীধামে সমাগত হইয়াছেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে জীবগণের জ্ঞানচক্ষু উদিত হইয়া থাকে। শৈলেশ্বরের দক্ষিণে ভগবান্ সহস্রাখ্যেশ্বরকে সন্দর্শন করিতে পারিলে শতসহস্রজন্মার্জ্জিত পাপরাশিও বিলীন হয়। হর্ষিতক্ষেত্র হইতে হর্ষিতনামক মনোহর লিঙ্গ, এস্থলে আবির্ভুত হইয়াছেন; মানবগণ তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। মন্ত্রেশ্বরের সমীপে উক্ত হর্ষিতেশ্বরের প্রাসাদ শোভিত হইতেছে; ঐ প্রাসাদ বিলোকন করিলে মানবগণের হর্ষস্রোত বিরত হয় না। রুদ্রমহালয় হইতে রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ স্বয়ং এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। মানব, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। যে সকল মানব কাশীধামে রুদ্রেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, নিঃসন্দেহ তাহারাও রুদ্ররূপী হয়। ত্রিপুরেশ্বরের সমীপস্থ ভগবান্ রুদ্রেশ্বরকে অবলোকন করিতে পারিলে, কি জীবন্ত, কি মৃত, সকল সময়েই তাহারা রুদ্ররূপে পরিগণিত। পরম ধর্ম্মজনক বৃষেশ্বর, বৃষভধ্বজক্ষেত্র হইতে সমাগত হইয়া বাণেশ্বর লিঙ্গের সমীপে অবস্থান করিতেছেন। কেদারতীর্থ হইতে ঈশানেশ্বর

দ্রষ্টব্যং প্রতীচ্যাঞ্চ লিঙ্গং প্রহ্লাদকেশবাৎ ॥ ৯৩ ॥ ঈশানেশং সমভ্যর্চ্চ্য স্নাত্বোত্তরবহাম্ভসি। স্বদেবীশাননগরে ঈশানসদৃশপ্রভঃ ॥ ৯৪ ॥ ভৈরবাদ্-ভৈরবীমূর্ত্তিরত্রায়াতা মনোহরা। সংহারভৈরবো নাম দ্রষ্টব্যঃ স প্রযত্নতঃ ॥ ৯৫ ॥ পূজনাৎ সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ স প্রাচ্যাং খর্ব্ববিনায়কাৎ। সংহারভৈরবঃ কাশ্যাং সংহরেদঘসন্ততিম্ ॥ ৯৬ ॥ উগ্রঃ কনখলাত্তীর্থাদাবিরাসেহ সিদ্ধিদঃ। তদ্বিলোকনতো নৃণামুগ্রং পাপং প্রণশ্যতি ॥ ৯৭ ॥ উগ্রং লিঙ্গং সদা সেব্যং প্রাচ্যামর্কবিনায়কাৎ। অত্যুগ্রা অপি নশ্যেয়ুরুপ-সর্গাস্তদর্চ্চনাৎ ॥ ৯৮ ॥ বস্ত্রাপথান্মহাক্ষেত্রাদ্ভবো নাম স্বয়ং বিভুঃ। ভীমচণ্ডীসমীপে তু প্রাদুরাসীদিহ প্রভো ॥ ৯৯ ॥ ভবেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য ভবে নাবির্ভবেন্নরঃ। প্রভুর্ভবতি সর্ব্বেষাং রাজ্ঞামাজ্ঞা-কৃতামিহ ॥ ১০০ ॥ দেবদারুবনাদ্দণ্ডী দণ্ডয়ন্ পাতকা-বলীঃ। বারাণস্যাং সমাগত্য স্থিতো লিঙ্গাকৃতি-বিভুঃ ॥ ১০১ ॥ প্রাচ্যাং দণ্ডীশ্বরঃ পূজ্যঃ স দেহলি-বিনায়কাৎ। তস্যার্চ্চনেন মর্ত্ত্যানাং ন পুনর্ভব ঈক্ষ্যতে ॥ ১০২ ॥ ভদ্রকর্ণহ্রদাদত্র ভদ্রকর্ণহ্রদান্বিতঃ। শিবঃ সাক্ষাদিহায়াতঃ স সর্ব্বেষাং শিবদোঽর্চ্চিতঃ ॥ ১০৩ ॥ উদ্দণ্ডখ্যাদ্ গণপতেঃ প্রাচ্যাং তত্তীর্থমুত্তমম্। ভদ্রকর্ণ-হ্রদে স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য লিঙ্গং শিবাহ্বয়ম্ ॥ ১০৪ ॥ সর্ব্বত্র শিবমাপ্নোতি ভদ্রকর্ণেশপূজনাৎ। শৃণুয়াৎ সর্ব্ব-ভূতানাং ভদ্রং পশ্যতি চাক্ষিভিঃ ॥ ১০৫ ॥ শঙ্করশ্চ হরিশ্চন্দ্রাত্তৎপুরঃ প্রতিভাসতে। তৎপূজনাজ্জনানাং ন জননীজঠরে জনিঃ ॥ ১০৬ ॥ যমলিঙ্গান্মহাতীর্থাৎ কাললিঙ্গমিহ স্থিতম্। কলসেশ ইতি খ্যাতঃ চন্দ্রেশাৎ পশ্চিমেন চ ॥ ১০৭ ॥ যমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা মিত্রাবরুণদক্ষিণে। কাললিঙ্গং সমালোক্য কলিকালভয়ং কুতঃ ॥ ১০৮ ॥ তত্র ভৌমচতুর্দ্দশ্যাং যস্তু যাত্রাং করিষ্যতি। অপি পাতকযুক্তঃ স যম-যাত্রাং ন যাস্যতি ॥ ১০৯ ॥ নৈপালাচ্চ মহাক্ষেত্রা-দায়াৎ পশুপতিস্ত্বিহ। যত্র পাশুপতো যোগ উপ-দিষ্টঃ পিনাকিনা ॥ ১১০ ॥ ভবতা দেবদেবেন ব্রহ্মা-

---

লিঙ্গও আগমন করিয়াছেন। প্রহ্লাদেশ্বরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত তাঁহাকে দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি, উত্তরবাহিনীজলে অবগাহনান্তে ঈশানেশ্বরের পূজা করে, সে ঈশানতুল্য প্রভাবসম্পন্ন হইয়া ঈশানলোকে বিরাজ করিয়া থাকে। সংহারভৈরব নামে মনোহরমূর্ত্তি ভৈরব, ভৈরবক্ষেত্র হইতে সমাগত হইয়া খর্ব্ববিনায়কের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে যত্নসহকারে দর্শন করা বিধেয় এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। উক্ত সংহারভৈরব, কাশীধামে থাকিয়া সকলের দুঃখরাশি সংহার করিতেছেন। কনখলতীর্থ হইতে সিদ্ধিপ্রদ উগ্র নামক লিঙ্গ এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাকে সন্দর্শন করিলে, মানবগণের উগ্রপাতকও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অর্কবিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ঐ লিঙ্গকে সতত সেবা করা উচিত; কারণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে অত্যুগ্র উপসর্গ সকলও শান্তি পাইয়া থাকে। হে প্রভো! মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথ হইতে ভগবান্ ভব ভীমচণ্ডীর সন্নিধানে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। মানব, উক্ত ভবেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে আর ভবে আগমন করে না এবং [illegible] ভূপতিগণ তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। [illegible] দণ্ডকর্ত্তা লিঙ্গাকৃতি ভগবান্ দণ্ডী [illegible] হইতে বারাণসীতে সমাগত হইয়া দেহলিবিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে পূজা করিলে মানবগণকে আর সংসার দর্শন করিতে হয় না। ৯৭—১০২। সেই স্থানে ভদ্রকর্ণহ্রদ হইতে, ভদ্রকর্ণহ্রদের সহিত শিব নামক সাক্ষাৎ লিঙ্গরূপী শিব, আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ উত্তম তীর্থ উদ্দণ্ডনামক গণপতির পূর্ব্বদিকে অব-স্থিত হইয়াছে। যে মানব উক্ত ভদ্রকর্ণহ্রদে স্নান করিয়া শিব নামক লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে, সর্ব্বত্র পরম শিব (মঙ্গল) প্রাপ্ত হয় এবং সকল প্রাণীর মঙ্গল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকে, আর ঐ হ্রদের সম্মুখে শঙ্কর নামক লিঙ্গ, হরিশ্চন্দ্র-তীর্থ হইতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে পূজা করিলে জনগণ আর জননীজঠরে প্রবেশ করে না। কলসেশ নামক কালপ্রতিষ্ঠিত মহালিঙ্গ যমলিঙ্গ নামক মহাতীর্থ হইতে আগমনপূর্ব্বক চন্দ্রেশ্বরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত হইয়াছেন; মিত্রাবরুণের দক্ষিণভাগস্থিত যমতীর্থে অবগাহনান্তে কাললিঙ্গকে সন্দর্শন করিলে মানবগণের কলি ও কাল হইতে কোন ভয় থাকে না। ঐ স্থানে মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথিতে যে ব্যক্তি কাললিঙ্গের উৎসব করে, সে অতিপাতকী হইলেও যমভবন দর্শন করে না। মহাক্ষেত্র নৈপাল হইতে পশুপতি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। পিনাকপাণি

দিভ্যো বিমুক্তয়ে। তস্য সন্দর্শনাদেব পশুপাশৈ-র্বিমুচ্যতে ॥ ১১১ ॥ করবীরকতীর্থাচ্চ কপালীশ ইহাগতঃ। কপালমোচনে তীর্থে দ্রষ্টব্যঃ স প্রযত্নতঃ ॥ ১১২ ॥ তদ্বিলোকনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিলীয়তে। উমাপতির্দেবিকায়া ইহাগত্য ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১৩ ॥ দৃষ্টঃ পশুপতিঃ প্রাচ্যাং হরেৎ পাপং চিরার্জ্জিতম্‌। লিঙ্গং মহেশ্বরক্ষেত্রাদিহ দীপ্তেশসংজ্ঞিতম্‌ ॥ ১১৪ ॥ উপোমাপতি তিষ্ঠেত দীপ্ত্যৈ চেহ পরত্র চ। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং লিঙ্গং দীপ্তেশং কাশিমধ্যগম্‌ ॥ ১১৫ ॥ কায়ারোহণতঃ ক্ষেত্রাদাচার্য্যো নকুলীশ্বরঃ। শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তিষ্ঠেন্মহাপাশুপতব্রতৈঃ ॥ ১১৬ ॥ দক্ষিণে হি মহাদেবাদ্দৃষ্টো জ্ঞানং প্রযচ্ছতি। অজ্ঞানং নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং গর্ভসংসৃতিহেতুকম্‌ ॥ ১১৭ ॥ গঙ্গাসাগরতশ্চায়াদমরেশ ইতীরিতম্‌। লিঙ্গং যদ্দর্শনাদেব নামরত্বং হি দুর্লভম্‌ ॥ ১১৮ ॥ সপ্তগোদাবরীতীর্থাদ্দেবো ভীমেশ্বরঃ প্রভুঃ। প্রকাশতে লিঙ্গরূপী ভুক্ত্যৈ মুক্ত্যৈ নৃণামিহ ॥ ১১৯ ॥ নকুলীশাৎ পুরোভাগে দৃষ্ট্বা ভীমেশ্বরং প্রভুম্‌। মহাভীমানি পাপানি প্রণশ্যন্তি হি তৎক্ষণাৎ ॥ ১২০ ॥ ভূতেশ্বরাত্তস্মগাত্রঃ প্রাদুরাসীদিহ স্বয়ম্‌। ভীমেশাদ্দক্ষিণে ভাগে তদভ্যর্চ্চ্য প্রযত্নতঃ ॥ ১২১ ॥ সম্যক্‌ পাশুপতাদ্‌যোগাদভ্যস্তাচ্চ সমাঃ শতম্‌। যৎপ্রাপ্যতে ফলং তৎ স্যাত্তস্মগাত্রবিলোকনাৎ ॥ ১২২ ॥ নকুলীশ্বরতো দেবঃ স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ। আত্মনা প্রকটীভূতঃ কাশ্যাং লিঙ্গাকৃতির্হরঃ ॥ ১২৩ ॥ স্বয়ম্ভুলিঙ্গং সম্পূজ্য স্নাত্বা সিদ্ধিহ্রদে নরঃ। মহালক্ষ্মীশ্বরপুরো ন ভূয়ো জন্মভাগ্‌ ভবেৎ ॥ ১২৪ ॥ প্রয়াগতীর্থনিকষা প্রাসাদো বিক্রমপ্রভঃ। বারাহস্য মহানেষ ধরণীনাম্ন এব হি ॥ ১২৫ ॥ বিন্ধ্যপর্ব্বততঃ প্রাপ্তো দেবং জ্ঞাত্বা সমাগতম্‌। সগণং সর্ষিদেবঞ্চ মন্দরাদ্রত্নকন্দরাৎ ॥ ১২৬ ॥ কাশ্যাং ধরণিবারাহো দ্রষ্টব্যঃ স প্রযত্নতঃ। আপৎ-সমুদ্র-সম্মগ্ন-মুদ্ধরেচ্ছরণাগতম্‌ ॥ ১২৬ ॥ কর্ণিকারাদ্গণাধ্যক্ষঃ কণিকারপ্রসূনরুক্‌। সমর্চ্চ্যোহয়ং গদাহস্ত উপসর্গসহস্রকৃৎ ॥ ১২৮ ॥

দেবদেব আপনি পূর্ব্বে ঐ স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণকে মুক্তিলাভের জন্য পাশুপত যোগ উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে সন্দর্শন করিলেই মানব পশুপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কপালী নামক লিঙ্গ করবীরকতীর্থ হইতে আগমন করিয়া কপালমোচনতীর্থে অবস্থান করিতেছেন। মানব, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাকে অবলোকন করিবে; কারণ তাঁহার দর্শনমাত্রেই ব্রহ্মহত্যাপাতকও বিলীন হইয়া থাকে। দেবিকাতীর্থ হইতে উমাপতি আগমন করিয়া পশুপতির পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে চিরসঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। মহেশ্বরক্ষেত্র হইতে দীপ্তেশ নামক লিঙ্গ উমাপতির নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। উক্ত দীপ্তেশ্বরকে অর্চ্চনাদি করিলে তিনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইহকাল ও পরকালের অন্ধকার দূরীভূত করেন। কায়ারোহণ ক্ষেত্র হইতে আচার্য্য নকুলীশ্বর নামক লিঙ্গ, মহাপাশুপতব্রতধারী শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহাদেবের দক্ষিণে অবস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে ত্বরায় গর্ভপ্রবেশকর অজ্ঞান বিদূরিত হয় এবং পরম জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে। অমরেশ নামক মহালিঙ্গ, গঙ্গাসাগর হইতে সমাগত হইয়াছেন; তাঁহার দর্শনমাত্রে অমরত্বও দুর্লভ হয় না। মানবগণকে ভোগমোক্ষ প্রদানের জন্য ভগবান্‌ ভীমেশ্বর, সপ্তগোদাবরতীর্থ হইতে কাশীধামে প্রকাশ পাইয়াছেন। নকুলীশ্বরের সম্মুখস্থিত উক্ত ভীমেশ্বরকে অবলোকন মাত্রে মহাভীষণ কলুষরাশিও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ১২০—২০৩। ভূতেশ্বর তীর্থ হইতে স্বয়ং ভস্মগাত্র নামক লিঙ্গ এই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভীমেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। মানব সতত, তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে; তাহা হইলে, শত বৎসর পাশুপত-যোগ সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিলে যে ফল লাভ হয়, সেই ফললাভ করিতে পারিবে। স্বয়ম্ভু নামে বিখ্যাত লিঙ্গরূপী শঙ্কর, নকুলীশ্বর তীর্থ হইতে কাশীধামে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়াছেন। যে মানব, সিদ্ধিনামক হ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক মহালক্ষ্মীশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী উক্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রয়াগতীর্থের নিকট ধরণীবরাহদেবের বিক্রমপ্রভ প্রাসাদ শোভা পাইতেছে; আপনি দেবগণ, ঋষিগণ ও অনুচরগণের সহিত রত্নকন্দর মন্দরাদ্রি হইতে সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া ধরণীবরাহদেবও কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন। যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহাকে সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য; কারণ তিনি, আপদসমুদ্র-নিমগ্ন শরণাগত জনকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কর্ণিকার তীর্থ হইতে কর্ণিকার কুসুমপ্রভ সিদ্ধি-

ধরণীবরাহাৎ প্রতীচ্যাং দিশি সংস্থিতম্। পূজয়িত্বা গণাধ্যক্ষং গাণপত্যপদং লভেৎ॥ ১২৯॥ হেমকূটাদ্বিরূপাক্ষং লিঙ্গমত্রাবিরাস হ। মহেশ্বরাদবাচ্যাঞ্চ দৃষ্টং সংসারতারকম্॥ ১৩০॥ গঙ্গাদ্বারাদ্ধিমস্বেশং লিঙ্গং হিমসমপ্রভম্। ব্রহ্মনালাৎ প্রতীচ্যাঞ্চ দ্রষ্টব্যমিহ সিদ্ধিদম্॥ ১৩১॥ গণাধিপশ্চ কৈলাসাদ্গণা অন্তে মহাবলাঃ। কৈলাসাদ্রেঃ সমায়াতাঃ সপ্তকোটিমিতাঃ প্রভো॥ ১৩২॥ দুর্গাণি তৈঃ কৃতানীহ সপ্তস্বর্গসমানি চ। সদ্বারাণি সযন্ত্রাণি কপাটবিকটানি চ॥ ১৩৩॥ কোটিকোটিভটাঢ্যানি সর্ব্বর্দ্ধিসহিতান্যপি। সুবর্ণরূপ্যতাম্রৈশ্চ কাংস্যরীতিকসীসকৈঃ॥ ১৩৪॥ অয়স্কান্তেন কান্তানি দৃঢ়ান্যভ্রংলিহান্যপি। ততঃ শৈলং মহাদুর্গং তৈঃ কাশীপরিতঃ কৃতম্॥ ১৩৫॥ পরিখাপি কৃতা নিম্না মৎস্যোদর্য্যা জলাবিলা। মৎস্যোদরী দ্বিধা জাতা বহিরন্তশ্চরা পুনঃ॥ ১৩৬॥ তচ্চ তীর্থং মহৎখ্যাতং মিলিতং গাঙ্গবারিভিঃ। যদা সংহারমার্গেণ গঙ্গান্তঃ প্রসরেদিহ॥ ১৩৭॥ তদা মৎস্যোদরীতীর্থং লভ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ। সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ পর্ব্ব তদা কোটিগুণং শতম্॥ ১৩৮॥ সর্ব্বপর্ব্বাণি তত্রৈব সর্ব্বতীর্থানি তত্র বৈ। তত্রৈব সর্ব্বলিঙ্গানি গঙ্গামৎস্যোদরী যতঃ॥ ১৩৯॥ মৎস্যোদর্য্যাং হি যে স্নাতা যত্র কুত্রাপি মানবাঃ। কৃতপিণ্ডপ্রদানাস্তে ন মাতুরুদরেশয়াঃ॥ ১৪০॥ অবিমুক্তমিদং ক্ষেত্রং মৎস্যাকারত্বমাপ্নুয়াৎ। পরিতঃ স্বর্ধুনীবারিসংসারি পরিবীক্ষ্যতে॥ ১৪১॥ মৎস্যোদর্য্যাং কৃতস্নানা যে নরাস্তে নরোত্তমাঃ। কৃত্বাপি বহুপাপানি নেক্ষন্তে ভাস্করেঃ পুরীম্॥ ১৪২॥ কিং স্নাত্বা বহুতীর্থেষু কিং তপ্ত্বা দুষ্করং তপঃ। যদি মৎস্যোদরীস্নাতা কুতো গর্ভভয়ং ততঃ॥ ১৪৩॥ যত্র যত্র হি লিঙ্গানি নৃদেবর্ষিকৃতান্যপি। তত্র মৎস্যোদরীং প্রাপ্য সুস্নাতো মোক্ষভাজনম্॥ ১৪৪॥ সন্তি তীর্থান্যনেকানি ভূর্ভুবঃস্বর্গতান্যপি। ন সমানি পরং তানি কোট্যংশেনাপি নিশ্চিতম্॥ ১৪৫॥ ইত্থং তীর্থং কৃতং তেন বিভো কৈলাসবাসিনা।

লোপসর্গনাশক গদাধারী গণপতিও আগমন করিয়াছেন; ধরণীবরাহের উত্তরে অবস্থিত উক্ত গণধ্যক্ষকে পূজা করিলে তিনি গাণপত্যপদ প্রদান করিয়া থাকেন। বিরূপাক্ষ নামক লিঙ্গ হেমকূট হইতে আগমনপূর্ব্বক মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে সংসার হইতে নিস্তার লাভ করা যায়। গঙ্গাদ্বার হইতে হিমসমপ্রভ মৎস্যেশ্বর লিঙ্গ সমাগত হইয়াছেন; ব্রহ্মনালের পশ্চিমদিগ্‌ভাগস্থিত তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। হে প্রভো! কৈলাসপর্ব্বত, হইতে কোটীসঙ্খ্যক গণ ও গণাধিপ এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। সেই গণগণ কাশীধামে ভয়ঙ্কর কবাটযুক্ত অসংখ্যদ্বারশোভিত, বিবিধযন্ত্রবিরাজিত সপ্তস্বর্গতুল্য বহুল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঐ দুর্গনিচয়ে কোটী কোটী রক্ষিগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। সুবর্ণ, রূপ্য, তাম্র, কাংস্য ও সীসকনির্ম্মিত ঐ সকল দুর্গ, আয়স্কান্তের ন্যায় কমনীয় ও গগনস্পর্শী, আর তাহারা, কাশীধামের চতুর্দ্দিকে এক মহা শৈলদুর্গ ও মৎস্যোদরী নদীর জলপূর্ণ গভীর এক পরিখা প্রস্তুত করিয়া তাহা গঙ্গাজলে মিশ্রিত করিয়াছে। উক্ত মৎস্যোদরী অন্তশ্চর ও বহিশ্চররূপে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছেন। যে সময় গঙ্গাজল, অন্তর্ব্বাহী হইয়া মৎস্যোদরীতে প্রবাহিত হয়, সে সময় বহু পুণ্যসঞ্চয় থাকিলেই সেই মৎস্যোদরীতীর্থ, লাভ করিতে পারা যায়। তখন ঐ তীর্থে শতশতকোটী চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণের সময় এবং অন্যান্য যাবতীয় পর্ব্ব, যাবতীয় তীর্থ ও যাবতীয় শিবলিঙ্গ সমাগত হইয়া থাকেন। ১২১—১৩৯। সেই সময়ে যে সকল মানব মৎস্যোদরীতে অবগাহনান্তে পিতৃগণকে পিণ্ড দান করে, তাহাদিগকে আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে সময়ে মৎস্যোদরীতে জাহ্নবীজল মিলিত হয়, তখন এই অবিমুক্তক্ষেত্র, মৎস্যাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সময়ে যাহারা মৎস্যোদরীতে স্নান করিতে পারে, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় এবং অসংখ্য পাপরাশি সঞ্চয় করিলেও যমপুরী দর্শন করে না। অধিক কি কহিব, নানাতীর্থে স্নান বা কঠোর তপোনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নাই; যদি উক্ত মৎস্যোদরীতে একবার স্নান করা যায়, তাহা হইলেই আর গর্ভভয় কোথায়? যে যে স্থানে দেবতা, ঋষি বা মনুষ্যগণের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ আছেন, মৎস্যোদরীতে সেই সেই স্থানে অবগাহন করিলে অনায়াসে মোক্ষপদ লাভ করা যায়। স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল মধ্যে অনেকানেক তীর্থ আছে বটে, কিন্তু কোন তীর্থই নিঃসন্দেহ মৎস্যোদরীর কোটী অংশেরও সমান নহে। হে বিভো! পরম উদার-কর্ম্মা কৈলাসবাসী গণপতিই ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ

গণাধিপেন সুমহৎসুমহোদারকর্ম্মণা ॥ ১৪৬ ॥ ভূর্ভুবঃ-সংজ্ঞকং লিঙ্গং পর্ব্বতাদ্‌গন্ধমাদনাৎ। স্বয়মাবির্বভূবাত্র তস্মাৎ প্রাচ্যাং গণাধিপাৎ ॥১৪৭॥ বিলোক্য ভূর্ভুবং লিঙ্গং ভূর্ভুবঃস্বর্মহঃপরে। নিবসন্তি জনাঃ পুণ্যাঃ সুচিরং দিব্যভোগিনঃ ॥ ১৪৮ ॥ হাটকেশং মহালিঙ্গং ভোগবত্যাসমায়ুতম্। সপ্তপাতালতলত হহায়াতং স্বয়ং বিভো ॥ ১৪৮ ॥ শেষবাসুকিমুখ্যৈশ্চ তৎপ্রাসাদো মহানিহ। মণিমাণিক্যরত্নৌঘৈর্নিরমায়ি প্রযত্নতঃ ॥ ১৫০ ॥ তল্লিঙ্গং হাটকময়ং রত্নমালাভিরর্চ্চিতম্। ঈশানেশ্বরতঃ প্রাচ্যাং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১৫১ ॥ ভক্তিতোঽভ্যর্চ্চ্য তল্লিঙ্গং নরঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্। ভুক্ত্বা ভোগানসংখ্যাতানন্তে নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ১৫২ ॥ আকাশাত্তারকালিঙ্গং জ্যোতীরূপমিহাগতম্। জ্ঞানবাপ্যাঃ পুরোভাগে তল্লিঙ্গং তারকেশ্বরম্ ॥ ১৫৩ ॥ তারকং জ্ঞানমাপ্নোত তল্লিঙ্গস্য সমর্চ্চনাৎ। জ্ঞানবাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা তারকেশং বিলোক্য চ ॥ ১৫৪ ॥ কৃতনর্ব্যাদিনিয়মঃ পরিতর্প্য পিতামহান্। ধৃতমৌনব্রতো ধীমান্ যাবল্লিঙ্গবিলোকনম্ ॥ ১৫৫ ॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পুণ্যং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্। প্রান্তে চ তারকং জ্ঞানং যস্মাজ্‌জ্ঞানাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫৬ ॥ কিরাতাচ্চ কিরাতেশ ইহ চাবির্ব্বভূব হ। কিরাতরূপো ভগবান্ যত্র দেবোঽভবৎ পুরা ॥ ১৫৭ ॥ তৎকিরাতেশ্বরং লিঙ্গং ভারভূতেশ্বরাদনু। নমস্কৃত্য নরো জাতু ন মাতৃকদরেশয়ঃ ॥ ১৫৮ ॥ লঙ্কাপুর্য্যাঃ সমাগচ্ছন্নকেশ্বরসংজ্ঞকম্। লিঙ্গং যদর্চ্চনাৎ পুংসাং ন ভয়ং রক্ষসাং ভবেৎ ॥ ১৫৯ ॥ নৈঋর্ত্যাং দিশি তল্লিঙ্গং নৈঋর্তেশ্বরসংজ্ঞকম্। পৌলস্ত্যরাঘবাৎ পশ্চাৎ পূজিতং সর্ব্বদুষ্টহৃৎ ॥১৬০॥ পুণ্যং জলপ্রিয়ং লিঙ্গং জললিঙ্গং স্থলাদপি। আয়াতং তচ্চ গঙ্গায়া জলমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৬১ ॥ তৎপ্রাসাদোঽদ্ভুততরো মধ্যেগঙ্গং নিরীক্ষ্যতে। সর্ব্বধাতুময়ঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বরত্নময়ঃ শুভঃ ॥ ১৬২ ॥ অদ্যাপি দৃশ্যতে কৈশ্চিৎ পুণ্যসম্ভারগৌরবাৎ। শ্রেষ্ঠং লিঙ্গমিহায়াতং তীর্থাৎ কোটীশ্বরাদপি ॥ ১৬৩ ॥ কোটি-লিঙ্গেক্ষণে পুণ্যং তল্লিঙ্গস্য নিরীক্ষণাৎ। শ্রেষ্ঠং জ্যেষ্ঠেশ্বরাৎ পশ্চাচ্ছ্রেষ্ঠসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥১৬৪॥ বড়বাস্যাৎসমুদ্ভূতং লিঙ্গমত্রানলেশ্বরম্। নলেশ্বর-

করিয়াছেন। উক্ত গণাধিপের পূর্ব্বদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ভূর্ভুবঃ নামক লিঙ্গ, স্বয়ং এইস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। মানবগণ ঐ মহালিঙ্গকে সন্দর্শন করিলে সুচিরকাল দিব্য উপভোগ্য বস্তু ভোগ করত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও মহর্লোক হইতেও উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া থাকে। হে বিভো! হাটকেশ নামক মহালিঙ্গ ভোগবতীর সহিত সপ্তপাতালতল হইতে স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিয়াছেন এবং অনন্ত বাসুকি প্রভৃতি নাগরাজগণ মণি, মাণিক্য ও রত্নসমূহ দ্বারা সযত্নে তাঁহার মহাপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঈশানেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, রত্নমালাবিভূষিত উক্ত হাটকেশ্বরকে ভক্তিভাবে পূজা করিলে মানব সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে এবং ইহকালে অসংখ্য ঐহিক সুখভোগ করিয়া দেহান্তে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। আকাশ হইতে তারক নামক জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আগমন করিয়া এইস্থানে জ্ঞানবাপীর সম্মুখে অবস্থিত আছেন। উক্ত তারকেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে তারকজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব, জ্ঞানবাপীতে অবগাহনান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য ও পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত তারকেশ্বরের সন্দর্শন মাত্রে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে এবং অন্তকালে, যাহার প্রভাবে সংসার হইতে নিস্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ জ্ঞান লাভ করে। পূর্ব্বে আপনি যে স্থানে কিরাতরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কিরাততীর্থ হইতে ভগবান্ কিরাতেশ্বর এই স্থানে আবির্ভূত হইয়া তারকেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে বিরাজ করিতেছেন। মানব, তাঁহাকে প্রণাম করিলে আর জননীজঠরে শয়ন করে না। ৪০—১৫৮। লঙ্কাপুরী হইতে নকরেশ্বর নামক লিঙ্গ সমাগত হইয়া নৈঋর্তদিকে পৌলস্ত্যরাঘবের পশ্চাৎ অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি পূজিত হইলে মানবগণের রাক্ষসভয় দূর হয় এবং দুষ্টগণকে দমন করিয়া থাকেন। জলপ্রিয় নামক পবিত্র লিঙ্গ, জললিঙ্গ স্থল হইতে আগমনপূর্ব্বক ভাগীরথীর জলমধ্যে অবস্থিত আছেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার বিবিধরত্নরাজি-বিরাজিত, বিবিধ ধাতুময় অত্যুচ্চ প্রাসাদ শোভা পাইতেছে; কোন কোন পুণ্যশীল ব্যক্তিই তাহা দর্শন করিতে পান। কোটীশ্বর নামক পরম লিঙ্গও আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে, অবলোকন করিলে কোটিলিঙ্গ দর্শনের ফল লাভ হয়। ঐ শ্রেষ্ঠসিদ্ধিপ্রদ শ্রেষ্ঠলিঙ্গ, জ্যেষ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত আছেন। বড়বাস্য

পুরোভাগে পূজিতং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ১৬৫ ॥ আগত্য বিরজস্তীর্থাদ্দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ। লিঙ্গে স্বনাদি-সংসিদ্ধে হ্যবতস্থে ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৬৬ ॥ পুণ্যে পিলিপিলাতীর্থে সর্ব্বেষাং তারকপ্রদে। আবিশ্চক্রে স্বয়ং দেব ওঙ্কারোঽমরকণ্টকাৎ ॥ ১৬৭ ॥ তদাদ্যং তারকক্ষেত্রং যদা গঙ্গা ন চাগতা। যদৈ-বাবিরভূৎ কাশী ত্রৈলোক্যোদ্ধরণায় বৈ ॥ ১৬৮ ॥ তদাকৃতি মহল্লিঙ্গং স্বয়মাবিরভূত্ততঃ। মহিমানং ন তস্যান্যঃ পরিবেত্তি বিভো ঋতে ॥ ৬৯ ॥ এতান্যায়-তনানীশ আনিনায় মহান্তি চ। শেষয়িত্বাংশমাত্রঞ্চ তস্মিন্ ক্ষেত্রে নিজে নিজে ॥ ১৭০ ॥ ইহায়াতানি পুণ্যানি সর্ব্বভাবেন নান্যথা। প্রাসাদাঃ সর্ব্বতশ্চৈষাং রম্যা অভ্রংলিহা বিভো ॥ ১৭১ ॥ বহুধাতুময়াশ্চিত্রাঃ সর্ব্বরত্নসমুজ্জ্বলাঃ। যেষাং কলসমাত্রস্য দর্শনান্মুক্তি-রাপ্যতে ॥ ১৭২ ॥ শ্রুত্বাপি নাম চৈতেষাং লিঙ্গানাং সুরসত্তম। অপি জন্মসহস্রোত্থাঃ ক্ষীয়ন্তে পাপ-রাশয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥ ইদানীং কো নিদেশোঽত্র ময়া-নুষ্ঠেয় ঈশিতঃ। প্রসাদীক্রিয়তাং সোঽপি সিদ্ধো মন্তব্য এব ॥ ১৭৪ ॥ স্কন্দ উবাচ। শ্রুত্বেতি নন্দিনো বাক্যং দেবদেবেশ্বরো হরঃ। শ্রদ্ধাপ্রসাদ্য শৌলাদিমিদং প্রোবাচ কুম্ভজ ॥ ১৭৫ ॥ শ্রীদেবদেব উবাচ। সাধু কৃতং ত্বয়া নন্দিন্ সদানন্দবিধায়ক। বিদেহি মে নিদেশং চ চতুর্থ্যাপায়য়াধুনা ॥ ১৭৬ ॥ নবকোট্যশ্চ চামুণ্ডা যা যত্র নিবসন্তি হি। স্বদেব-তাভিঃ সহিতা ভূতবেতালভৈরবৈঃ ॥ ১৭৭ ॥ তাঃ পুরীরক্ষণার্থায় সবাহনবলায়ুধাঃ। প্রতিদুর্গং দুর্গরূপাঃ পরিতঃ পরিবাসয় ॥ ১৭৮ ॥ স্কন্দ উবাচ। নন্দিনং সন্নিদেশ্যেতি মৃড়াণ্যা সহিতো মৃড়ঃ। যযৌ ত্রৈবিষ্টপং ক্ষেত্রং মুক্তিবীজপ্ররোহণম্ ॥ ১৭৯ ॥ শিলাদতনয়োঽপ্যেশীং মূর্দ্ধ্ন্যাজ্ঞাং বিধায় চ। আহূয় সর্ব্বতো দুর্গাঃ প্রতিদুর্গং ন্যবেশয়ৎ ॥ ১৮০ ॥ নিশম্যাধ্যায়মেতঞ্চ পুণ্যায়তনগর্ভিণম্। নরঃ স্বর্গাপবর্গৌ চ প্রাপ্নুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া ক্রমাৎ ॥ ১৮১ ॥ শ্রুত্বাষ্টষষ্টিমেতাং বৈ মহায়তনসংশ্রয়াম্। ন জাতু প্রবিশেন্মর্ত্ত্যো জনন্যা জাঠরীং দরীম্ ॥ ১৮২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽষ্টষষ্ট্যায়তনসমাগমো নামৈকোন সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

হইতে সমুদ্ভূত অনলেশ্বর নামক লিঙ্গ এই স্থানে নলেশ্বরের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন; তিনি পূজিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। বিরজতীর্থ হইতে দেবদেব ত্রিলোচন আগমনপূর্ব্বক অনাদিসিদ্ধ ত্রিপিষ্টপলিঙ্গে অবস্থান করিয়াছেন। যে স্থানে জীবগণ তারকজ্ঞান লাভ করে, সেই পবিত্র পিলিপিলাতীর্থে স্বয়ং দেব ওঙ্কারেশ্বর, অমর-কণ্টক তীর্থ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যে সময় গঙ্গা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হন নাই, যে সময় কেবল-মাত্র কাশীধামই ত্রিলোকের নিস্তারের জন্য আবি-র্ভূত হন, সেই সময়েই উক্ত ওঙ্কারেশ্বর এস্থানে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই সময় হইতেই কাশীধাম মুক্তিক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উক্ত ওঙ্কারেশ্বরের মহিমা বর্ণন করিতে আপনি ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহেন। হে ঈশ! স্ব স্ব স্থানে অংশমাত্র রাখিয়া এই কাশীধামে পূর্ব্বোক্ত মহাপুণ্য শিবলিঙ্গ সকল সম্পূর্ণভাবে আনীত হই-য়াছে এবং হে বিভো! সর্ব্বদিক্ হইতে উক্ত দেব-গণের নানারত্ন-বিমণ্ডিত, বহুল ধাতুময়, গগন-স্পর্শী সুরম্য প্রাসাদনিচয়ও আনয়ন করিয়াছি। হে সুরসত্তম! ঐ সকল প্রাসাদের অগ্রস্থিত কলসমাত্র অবলোকন করিলে মুক্তিলাভ হয় এবং উল্লিখিত লিঙ্গনিচয়ের নাম স্মরণ করিলেও সহস্রসহস্রজন্মা-র্জ্জিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে স্বামিন্! এক্ষণে আপনার আর কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে, আজ্ঞাদানে চরিতার্থ করুন এবং তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! দেবদেব মহেশ্বর নন্দীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে নন্দীকে সমাদরপূর্ব্বক কহিলেন,—হে আনন্দদায়িন্ নন্দিন্! তুমি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ, এক্ষণে আমার আদেশানুসারে, নবকোটী চামুণ্ডার মধ্যে যিনি যে স্থানে ভূতবেতালাদি স্ব স্ব দেবতার সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি তাঁহাদিগের সকলকে বল, বাহন ও আয়ুধেরসহিত কাশীপুরীরক্ষার্থে ইহার চতুর্দ্দিকে প্রতিদুর্গে নিযুক্ত কর। ভগবান্ শঙ্কর, নন্দীকে এইরূপ আদেশ করিয়া শঙ্করীর সহিত মুক্তিরূপ অঙ্কুরের মূলস্বরূপ ত্রিপিষ্টপক্ষেত্রে গমন করিলে শিলাদতনয় নন্দীও শঙ্করাজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে চামুণ্ডাদিগকে আহ্বান করিয়া প্রতিদুর্গে সন্নিবেশিত করিলেন। যে মানব, শ্রদ্ধা-সহকারে পবিত্র শিবলিঙ্গবার্ত্তাপূর্ণ এই অধ্যায় শ্রবণ করে, সে স্বর্গভোগান্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অষ্টাধিক ষষ্টি লিঙ্গবিবরণ শ্রবণ

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। কাত্যায়নেয় কথয় নন্দিনা বিশ্বনন্দিনা। যথা ব্যাপারিতা দেব্যো দেবদেবনিদেশতঃ॥ ১॥ অবিমুক্তস্য রক্ষার্থং যত্র বা দেবতাঃ স্থিতাঃ। প্রসাদং কুরু মে দেব তাঃ সমাচক্ষ তত্ত্বতঃ॥ ২॥ ইত্যগস্ত্যোদিতং শ্রুত্বা মহাদেবতনূদ্ভবঃ। কথয়ামাস যা যত্র স্থিতানন্দবনে মুদা॥ ৩॥ স্কন্দ উবাচ। বারাণস্যাং বিশালাক্ষী ক্ষেত্রস্য পরমেষ্টদা। বিশালতীর্থং গঙ্গায়াং কৃত্বা পুষ্ঠে ব্যবস্থিতা॥ ৪॥ স্নাত্বা বিশালতীর্থে বৈ বিশালাক্ষীং প্রণম্য চ। বিশালাং লভতে লক্ষ্মীং পরত্রেহ চ শর্ম্মদাম্॥ ৫॥ ভাদ্রকৃষ্ণতৃতীয়ায়ামুপোষণপরৈর্নৃভিঃ। কৃত্বা জাগরণং রাত্রৌ বিশালাক্ষীসমীপতঃ॥ ৬॥ প্রাতর্ভোজ্যাঃ প্রযত্নেন চতুর্দ্দশ কুমারিকাঃ। অলঙ্কৃতা যথাশক্ত্যা স্রগম্বরবিভূষণৈঃ॥ বিধায় পারণং পশ্চাৎপুত্রভৃত্যসমন্বিতৈঃ॥ সম্যগ্‌বারাণসীবাসফলং লভ্যেত কুম্ভজ॥ ৮॥ তস্যাং তিথৌ মহাযাত্রা কার্য্যা ক্ষেত্রনিবাসিভিঃ। উপসর্গপ্রশাস্ত্যর্থং নির্ব্বাণকমলাপ্তয়ে॥ ৯॥ বারাণস্যাং বিশালাক্ষী পূজনীয়া প্রযত্নতঃ। ধূপৈর্দীপৈঃ শুভৈর্ম্মাল্যৈরূপহারৈর্ম্মনোহরৈঃ॥ ১০॥ মণিমুক্তাদ্যলঙ্কারৈর্ব্বিচিত্রোল্লোচচামরৈঃ। শুভৈর্নূপভূক্তৈশ্চ দুকুলৈর্গন্ধবাসিতৈঃ॥ ১১॥ মোক্ষলক্ষ্মীসমৃদ্ধ্যর্থং যত্রকুত্র নিবাসিভিঃ। অপ্যল্পমপি যদ্দত্তং বিশালাক্ষ্যৈ নরোত্তমৈঃ॥ ১২॥ তদানন্ত্যায় জায়েত মুনে লোকদ্বয়েঽপি হি। বিশালাক্ষীমহাপীঠে দত্তং জপ্তং হুতং স্তুতম্॥ ১২॥ মোক্ষস্তস্য পরীপাকো নাত্র কার্য্যা বিচারণা। বিশালাক্ষীসমর্চ্চাতো রূপসম্পত্তিযুক্ পতিঃ॥ ১৪॥ প্রাপ্যতেঽত্র কুমারীভির্গুণশীলাদ্যলঙ্কৃতঃ। গুর্ব্বিণীভিঃ সুতনয়ো বন্ধ্যাভির্গর্ভসম্ভবঃ॥ ১৫॥ অসৌভাগ্যবতীভিশ্চ সৌভাগ্যং মহদাপ্যতে। বিধবাভির্ন বৈধব্যং পুনর্জ্জন্মান্তরে ক্বচিৎ॥ ১৬॥ সীমন্তিনীভিঃ পুম্ভির্ব্বা পরং নির্ব্বাণমিচ্ছুভিঃ। শ্রুতা দৃষ্টার্চ্চিতা কাশ্যাং বিশালক্ষ্যতি-

করিলে মানবকে আর জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না। ১৫৯—১৮২।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

"হে পার্ব্বতীনন্দন! শঙ্করের আদেশানুসারে বিশ্বের আনন্দদায়ী নন্দী, কাশীপুরী, রক্ষার জন্য যে যে দেবতাকে যে যে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, দেব! অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমার নিকট যথার্থরূপে বর্ণন করুন।" মহেশ্বরনন্দন কার্ত্তিকেয় অগস্ত্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দকাননে পরমানন্দে যে দেবতা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, বলিতে আরম্ভ করিলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—এই কাশীধামে ক্ষেত্রের পরম ইষ্টদায়িনী দেবী বিশালাক্ষী গঙ্গাতে এক বিশাল তীর্থ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বিরাজ করিতেছেন। উক্ত বিশালতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক বিশালাক্ষী দেবীকে প্রণাম করিলে উভয় লোকের মঙ্গলপ্রদ বিশাল লক্ষ্মী লাভ করা যায়। হে কুম্ভযোনে! যে সকল মানব, ভাদ্রকৃষ্ণতৃতীয়াতে উপবাসী থাকিয়া উক্ত বিশালাক্ষীর সমীপে রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে চতুর্দ্দশ জন কুমারীকে যথাশক্তি মাল্য ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া সযত্নে ভোজন করায় এবং পরে পুত্রভৃত্যাদির সহিত পারণ করে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে বারাণসীবাসের ফললাভ করিয়া থাকে। ১—৮। কাশীবাসী মানবগণের উক্ত তিথিতে সমুদয় বিঘ্নশান্তি ও নির্ব্বাণলক্ষ্মীর লাভের জন্য তাঁহার মহৎ উৎসব করা কর্ত্তব্য। মানবগণ, যে কোন স্থানেই বাস করুক, বারাণসীতে যত্নপূর্ব্বক ধূপ, দীপ, মনোহর মাল্য, উত্তমোত্তম উপচার, মণিমুক্তাদিনির্ম্মিত অলঙ্কার, বিচিত্র বিতান, চামর এবং সুবাসিত সুন্দর নব দুকূলনিচয় দ্বারা বিশালাক্ষীর অর্চ্চনা করিলে পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! উক্ত বিশালক্ষী দেবীকে অতি অল্পমাত্রও দ্রব্য দান করিলে তাহা ইহকাল ও পরকালে অনন্ত ফলজনক হয়। বিশালাক্ষীর মহাপীঠোপরি যাহা কিছু দান, জপ, হোম ও স্তুতি করা যায়, তাহারই পরিণাম মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে। উক্ত দেবীকে অর্চ্চনা করিলে কুমারীগণ, গুণশীলাদিভূষিত রূপলাবণ্যসম্পন্ন পরম ঐশ্বর্য্যশালী পতি; গর্ভিণী রমণীগণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনয় এবং অসৌভাগ্যবতী ললনাগণ পরম সৌভাগ্য লাভ করে, আর যাহারা বন্ধ্যা, তাহাদিগের গর্ভসঞ্চার হয় ও যাহারা বিধবা তাহাদিগকে আর জন্মান্তরে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অধিক কি, কি পুরুষ, কি রমণী, যাহারা মুক্তি বাসনা না করে, তাহারা উক্ত বিশা-

মায়য়া॥ ১৭॥ ততোঽস্তল্ললিতাতীর্থং গঙ্গাকেশবসন্নিধৌ। তত্রাস্তি ললিতাদেবী ক্ষেত্ররক্ষাকরী পরা॥ ১৮॥ সা চ পূজ্যা প্রযত্নেন সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে। ললিতাপূজকানাঞ্চ জাতু বিঘ্নো ন জায়তে॥ ১৯॥ ইষে কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং ললিতাং পরিপূজ্য বৈ। নারী বা পুরুষো বাপি লভেত বাঞ্ছিতং পদম্॥ ২০॥ স্নাত্বা চ ললিতাতীর্থে ললিতাং প্রণিপত্য বৈ। লভেৎ সর্ব্বত্র লালিত্যং যদ্বা তত্রানুলপ্য চ॥ ২১॥ মুনে বিশ্বভুজা গৌরী বিশালাক্ষীপুরঃস্থিতা। সংহরন্তী মহাবিঘ্নং ক্ষেত্রভক্তিজুষাং সদা॥ ২২॥ শারদং নবরাত্রঞ্চ কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ। দেব্যা বিশ্বভুজায়া বৈ সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥ ২৩॥ যো ন বিশ্বভুজাং দেবীং বারাণস্যাং নমেন্নরঃ। কুতো মহোপসর্গেভ্যস্তস্য শান্তির্দুরাত্মনঃ॥ ২৪॥ যৈস্তু বিশ্বভুজা দেবী বারাণস্যাং স্তুতার্চ্চিতা। ন হি তান্ বিঘ্নসঙ্ঘাতো বাধতে সুকৃতাত্মনঃ॥ ২৫॥ অন্যাস্তি কাশ্যাং বারাহী ক্রতুবারাহসন্নিধৌ। তাং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা বিপদব্ধৌ ন মজ্জতি॥ ২৬॥ শিবদূতী তু তত্রৈব দ্রষ্টব্যাপন্বিনাশিনী। আনন্দবনরক্ষার্থমুদ্যচ্ছূলারিতর্জ্জনী॥ ২৭॥ বজ্রহস্তা তথা চৈন্দ্রী গজরাজরথাস্থিতা। ইন্দ্রেশাদ্দক্ষিণে ভাগেঽর্চ্চিতা সম্পৎকারী সদা॥ ২৮॥ স্কন্দেশ্বরসমীপে তু কৌমারী বর্হিযানগা। প্রেক্ষণীয়া প্রযত্নেন মহাফলসমৃদ্ধয়ে॥ ২৯॥ মহেশ্বরাদ্দক্ষিণতো দেবী মাহেশ্বরী নরৈঃ। বৃষযানবতী পূজ্যা মহাবৃষসমৃদ্ধিদা॥ ৩০॥ নির্ব্বাণনরসিংহস্য সমীপে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ। নারসিংহী সমর্চ্চ্যা চ সমুদ্যচ্চক্ররম্যদোঃ॥ ৩১॥ হংসযানবতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মেশাৎ পশ্চিমে স্থিতা। গলৎকমণ্ডলুজলচুলুকাতাড়িতাহিতা॥ ৩২॥ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধার্থং কাশ্যাং পূজ্যা দিনে দিনে। ব্রাহ্মণৈর্যতিভির্নিত্যং নিজতত্ত্বাববোধিভিঃ॥৩৩॥ শার্ঙ্গচাপবিনির্ম্মুক্তমহেষুভিরিভস্ততঃ। উৎসাদয়ন্তীং প্রত্যূহান কাশ্যাং নারায়ণীং শ্রয়েৎ॥ প্রতীচ্যাং গোপিগোবিন্দাদ্ভ্রাম্যচ্চক্রোচ্চতর্জ্জনীম্।

লাক্ষীকে দর্শন পূজন ও তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে তাহাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। গঙ্গাকেশবের সন্নিকটে অপর এক ললিতা তীর্থ আছে; তথায় ক্ষেত্ররক্ষাকারিণী ললিতাগৌরী বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিলাভের জন্য সযত্নে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। উক্ত ললিতা দেবীর পূজকগণের কখনই কোন বিঘ্ন হয় না। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়াতে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকে। ললিতাতীর্থে স্নান করিয়া ললিতাদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ স্তুতি করিলেও সর্ব্বত্র লালিত্য লাভ করিতে পারা যায়। হে মুনে! বিশালাক্ষীর সম্মুখে বিশ্বভুজা গৌরী অবস্থিতা আছেন; যে সকল মানব, কাশীক্ষেত্রের প্রতি পরম ভক্তিমান, তিনি, তাহাদিগের মহৎ বিঘ্ন সকল সংহার করিয়া থাকেন; সর্ব্বাভীষ্ট লাভের জন্য শরৎকালে উক্ত দেবীর নবরাত্রব্যাপী উৎসব করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কাশীস্থিত উক্ত বিশ্বভুজা দেবীকে প্রণাম না করে, কিরূপে সেই দুরাত্মার ভয়ঙ্কর উপসর্গ সকল প্রশমিত হইবে এবং যে সকল পুণ্যাত্মগণ কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা ও বন্দিতা হন, নানারূপ বিঘ্নই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। কাশীধামে ক্রতুবারাহের সন্নিধানে বারাহী নামে অপর এক দেবী আছেন; ভক্তিপুরঃসর তাঁহাকে প্রণাম করিলে কখন বিপৎসাগরে মগ্ন হইতে হয় না এবং সেই স্থানেই দেবী শিবদূতী, আনন্দকানন রক্ষা ও তাহার বিপক্ষদিগকে ভীতিপ্রদর্শনার্থ ত্রিশূলহস্তে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে সমুদয় আপদ্ বিনষ্ট হয়।৯—২৭। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণাংশে মহামতঙ্গোপরি অধিষ্ঠিতা বজ্রহস্তা ঐন্দ্রী দেবী অবস্থিতা আছেন; তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বদা সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দেশ্বরের সমীপে ময়ূরবাহনা কৌমারী শক্তি অবস্থান করিতেছেন; মহৎ ফললাভের জন্য অতিযত্নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবে। মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিতা বৃষারূঢ়া দেবী মাহেশ্বরীকে মানবগণ অর্চ্চনা করিলে, তিনি ধর্ম্মসমৃদ্ধি দান করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণনরসিংহের সমীপবর্ত্তিনী চক্রহস্তা দেবী নারসিংহীকে মোক্ষাভিলাষী মানবগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। হংসারূঢ়া ব্রাহ্মী দেবী, ব্রহ্মেশের পশ্চিমে অবস্থিত থাকিয়া গলিত কমণ্ডলুজলে বিপক্ষদিগকে তাড়ন করিতেছেন; ব্রহ্মবিদ্যালাভের নিমিত্ত কাশীস্থিত উক্ত দেবীকে ব্রাহ্মণ, যতি ও তত্ত্বাববোধী ব্যক্তিগণ নিয়ত পূজা করিবেন। গোপীগোবিন্দের পশ্চিমে নারায়ণী দেবী অবস্থিত থাকিয়া শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শায়ক নিকরে কাশীর চতুর্দিকে

নারায়ণীং যঃ প্রণমেত্তস্য কাশ্যাং মহোদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ততো গৌরীং বিরূপাক্ষীং দেবযান্যা উদগ্দিশি। পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা বাঞ্ছিতাং লভতে শ্রিয়ম্ ॥৩৬॥ শৈলেশ্বরী সমভ্যর্চ্চ্যা শৈলেশ্বরসমীপগা। তর্জ্জয়ন্তী চ তর্জ্জন্যা সংসর্গমুপসর্গজম্ ॥ ৩৭ ॥ চিত্রকূপে নরঃ স্নাত্বা বিচিত্রফলদে নৃণাম্। চিত্রগুপ্তেশ্বরং বীক্ষ্য চিত্রঘণ্টাং প্রপূজ্য চ ॥ ৩৮ ॥ বহুপাতকযুক্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মপথোঽপি বা। ন চিত্রগুপ্তলেখ্যঃ স্যাচ্চিত্রঘণ্টার্চ্চকো নরঃ ॥ ৩৯ ॥ যোষিদ্বা পুরুষো বাপি চিত্রঘণ্টাং ন যোঽর্চ্চয়েৎ। কাশ্যাং বিঘ্নসহস্রাণি তং সেবন্তে পদে পদে ॥ ৪০ ॥ চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ। মহামহোৎসবঃ কার্য্যো নিশি জাগরণং তথা ॥ ৪১ ॥ মহাপূজোপকরণৈশ্চিত্রঘণ্টাং সমর্চ্চ্য চ। শৃণোতি নাস্তকস্তেহ ঘণ্টাং মহিষকণ্ঠগাম্ ॥ ৪২ ॥ চিত্রাঙ্গদেশ্বরপ্রাচ্যাং চিত্রগ্রীবাং প্রণম্য চ। ন জাতু জন্তুরীক্ষেত বিচিত্রাং যমযাতনাম্ ॥ ৪৩ ॥ ভদ্রকালীং নরো দৃষ্ট্বা নাভদ্রং পশ্যতি কুচিৎ। ভদ্রনাগস্য পুরতো ভদ্রবাপ্যাং কৃতোদকঃ ॥ ৪৪ ॥ হরসিদ্ধিং প্রযত্নেন পূজয়িত্বা নরোত্তমঃ। মহাসিদ্ধিমবাপ্নোতি প্রাচ্যাং সিদ্ধিবিনায়কাৎ ॥ ৪৫ ॥ বিধিং সম্পূজ্য বিধিবদ্বিবিধৈরুপহারকৈঃ। বিবিধাং লভতে সিদ্ধিং বিধীশ্বরসমীপগাম্ ॥ ৪৬ ॥ প্রয়াগতীর্থে সুস্নাতো জনো নিগড়ভঞ্জনীম্। সভাজয়িত্বা নো জাতু নিগড়ৈঃ পরিবাধ্যতে ॥ ৪৭ ॥ ভৌমবারে সদা পূজ্যা দেবী নিগড়ভঞ্জনী। কৃত্বৈকভুক্তং ভক্ত্যাত্র বন্দীমোক্ষণকাম্যয়া ॥ ৪৮ ॥ সংসারবন্ধবিচ্ছিত্তিমপি যচ্ছতি সার্চ্চিতা। গণনা শৃঙ্খলাদীনাং কা চ তস্যাঃ সমর্চ্চনাৎ ॥৪৯॥ দূরস্থোঽপি হি যো বন্ধুঃ সোঽপি ক্ষিপ্রং সমেষ্যতি। বন্দীপদজুষাং পুংসাং শ্রদ্ধয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ কিঞ্চিন্নিয়মমালম্ব্য যদি সা পরিসেবিতা। কামান্ পূরয়তি ক্ষিপ্রং কাশীসন্দেহহারিণী ॥ ৫১ ॥ ঘণ্টঙ্ককরা দেবী ভক্তবন্ধনভেদিনী। কং কং ন পূরয়েৎ কামং তীর্থরাজসমীপগা ॥ ৫২ ॥ দেবী পশুপতেঃ পশ্চাদমৃতেশ্বরসন্নিধৌ। স্নাত্বা চৈবামৃতে

বিঘ্নরাশিকে উৎসাদিত করিতেছেন এবং তাঁহার উন্নত তর্জ্জনীতে চক্রাস্ত্র নিরন্তর ভ্রমিত হইতেছে; মানব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করে কাশীতে তাহার মহা অভ্যুদয় হইয়া থাকে। দেবযানীর উত্তরে বিরূপাক্ষী দেবী বিরাজ করিতেছেন; যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করে, সে বাঞ্ছিত সম্পদ্ লাভ করিতে পারে। শৈলেশ্বরের নিকটস্থিত শৈলেশ্বরীকে অর্চ্চনা করিবে; তিনি, নিজ তর্জ্জনী দ্বারা যেন সতত ভক্তগণের উপসর্গকে তর্জ্জন করিতেছেন। মানবগণের বিচিত্র ফলদায়ক চিত্রকূপে অবগাহনপূর্ব্বক চিত্রগুপ্তেশ্বরকে অবলোকনান্তে চিত্রঘণ্টা দেবীকে পূজা করিলে, মানব বহুপাতকযুক্ত ও ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলেও চিত্রগুপ্তের লিপির গোচর হয় না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে ব্যক্তি কাশীধামে চিত্রঘণ্টার অর্চ্চনা না করে, পদে পদে অসংখ্য বিঘ্নরাশি তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়াতে যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহার মহা মহোৎসব ও রাত্রিজাগরণ করা কর্ত্তব্য। যে মানব বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহাকে আর যমবাহন মহিষের গলঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করিতে হয় না। চিত্রাঙ্গদেশ্বরের পূর্ব্বদিক্স্থিত চিত্রগ্রীবা দেবীকে প্রণাম করিলে, মানব কখন যমযাতনা ভোগ করে না। যে ব্যক্তি, ভদ্রবাপীতে অবগাহনান্তে ভদ্রনাগের সম্মুখবর্ত্তিনী ভদ্রকালীকে নিরীক্ষণ করে, তাহাকে আর অভদ্রের (অমঙ্গলের) মুখ দেখিতে হয় না। সিদ্ধিবিনায়কের পূর্ব্বদিকে বিরাজমানা হরসিদ্ধি দেবীকে সযত্নে পূজা করিলে মহাসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ২৮—৪৫। যে মানব, বিধীশ্বরের সমীপস্থিত বিধিদেবীকে বিবিধ উপচারে বিধিবৎ পূজা করে, সে বিচিত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। প্রয়াগতীর্থে স্নান করিয়া নিগড়ভঞ্জিনী দেবীকে অর্চ্চনা করিতে পারিলে মানব কখনই নিগড়ে পীড়িত হয় না; বন্দী ব্যক্তি, বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রতি মঙ্গলবারে ভক্তিপূর্ব্বক একভক্ত করিয়া উক্ত নিগড়ভঞ্জিনী দেবীর পূজা করিবে; তাহা হইলে শৃঙ্খলাদি বন্ধনের আর কথা কি, সংসারবন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। শ্রদ্ধসহকারে তদীয় পদসেবকগণের কোন বন্ধু যদি দূরদেশে বন্দী থাকে, সেও নিঃসন্দেহ কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। অধিক কি কহিব? কিঞ্চিৎ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক যদি ঐ কাশী সন্দেহহারিণী ভক্তবন্ধনভেদিনী, উদ্যৎটঙ্কাস্ত্রধারিণী, তীর্থরাজসমীপবর্ত্তিনী দেবীর সম্যক্ সেবা করা যায়, তাহা হইলে তিনি ত্বরায় সমুদয় অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। পশুপতির পশ্চাদ্ভাগে অমৃতেশ্বরের সন্নিধানে বিরাজমানা অমৃতেশ্বরী দেবীকে

কূপে নমনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৫৩ ॥ পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা দেবতামমৃতেশ্বরীম্। অমৃতত্বং ভজেদেব তৎপাদাম্বুজসেবনাৎ ॥ ৫৪ ॥ 'ধারয়ন্তী মহামায়ামমৃতস্য কমণ্ডলুম্। দক্ষিণেঽভয়দাং বামে ধ্যাত্বা কো নামৃতত্বভাক্ ॥ ৫৫ ॥ সিদ্ধলক্ষ্মী জগদ্ধাত্রী প্রতীচ্যামমৃতেশ্বরাৎ। প্রপিতামহলিঙ্গস্য পুরতঃ সিদ্ধিদার্চ্চিতা ॥ ৫৬ ॥ প্রাসাদং সিদ্ধলক্ষ্ম্যাশ্চ বিলোক্য কমলাকৃতিম্। লক্ষ্মীবিলাসসংজ্ঞঞ্চ কো ন লক্ষ্মীং সমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ কুব্জা জগন্মাতা নলকূবরলিঙ্গতঃ। পূজনীয়া পুরো ভাগে প্রপিতামহপশ্চিমে ॥ ৫৯ ॥ উপসর্গানশেষাংশ্চ কুব্জা হরতি পূজিতা। তস্মাৎ কুব্জা প্রযত্নেন পূজ্যা কাশ্যাং শুভার্থিভিঃ ॥ ৫৯ ॥ কুব্জাম্বরেশ্বরং লিঙ্গং নলকূবরপশ্চিমে। ত্রিলোকসুন্দরী গৌরী তত্রার্চ্চ্যাভীষ্টদায়িনী ॥ ৬০ ॥ ত্রিলোকসুন্দরী সিদ্ধিং দদ্যাৎ ত্রৈলোক্যসুন্দরীম্। বৈধব্যং নাপ্যতে ক্বাপি তস্যা দেব্যাঃ সমর্চ্চনাৎ ॥ ৬১ ॥ দীপ্তা নাম মহাশক্তিঃ সাম্বাদিত্যসমীপগা। দেদীপ্যমানলক্ষ্মীকা জায়ন্তে তৎসমর্চ্চনাৎ ॥ ৬২ ॥ শ্রীকণ্ঠসন্নিধৌ দেবী মহালক্ষ্মীর্জগজ্জনিঃ। স্নাত্বা শ্রীকুণ্ডতীর্থে তু সমর্চ্চ্যা জগদম্বিকা ॥ ৬৩ ॥ পিতৄন্ সন্তর্প্য বিধিবত্তীর্থে শ্রীকুণ্ডসংজ্ঞিতে। দত্ত্বা দানানি বিধিবন্ন লক্ষ্ম্যা পরিমুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥ লক্ষ্মীক্ষেত্রং মহাপীঠং সাধকস্যৈব সিদ্ধিদম্। সাধকস্তত্র মন্ত্রাংশ্চ নরঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫ ॥ সন্তি পীঠান্যনেকানি কাশ্যাং সিদ্ধিকরাণ্যপি। মহালক্ষ্মীপীঠসমং নাস্ত্যলক্ষ্মীকরং পরম্ ॥ ৬৬ ॥ মহালক্ষ্ম্যষ্টমীং প্রাপ্য তত্র যাত্রাকৃতাং নৃণাম্। সম্পূজিতেহ বিধিবৎ পদ্মা সদ্ম ন মুঞ্চতি ॥ ৬৭ ॥ উত্তরে তু মহালক্ষ্ম্যা হয়কণ্ঠী কুঠারধৃক্। কাশী বিঘ্নমহাবৃক্ষাংশ্ছিনত্তি প্রতিবাসরম্ ॥ ৬৮ ॥ কৌর্মী শক্তির্মহালক্ষ্মীদক্ষিণে পাশপাণিকা। বধ্নাতি বিঘ্নসঙ্ঘাতং ক্ষেত্রস্যাস্য প্রতিক্ষণম্ ॥ ৬৯ ॥ সা পূজিতা স্মৃতা মর্ত্ত্যৈঃ ক্ষেত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছতি। বায়ব্যাঞ্চ শিখীচণ্ডী ক্ষেত্ররক্ষাকরী পরা ॥ ৭০ ॥ খাদন্তী বিঘ্নসঙ্ঘাতং শিখীশব্দং করোতি চ। তস্যাঃ সন্দর্শনাৎ পুংসাং নশ্যন্তি ব্যাধয়োঽখিলাঃ ॥ ৭১ ॥ ভীমচণ্ড্যন্তরদ্বারং সদা রক্ষেদতন্দ্রিতা। ভীমেশ্বরস্য

অমৃতকূপে অবগাহনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে অর্চ্চনা ও প্রণাম করিলে, মানব অমৃতত্ব (দেবত্ব) লাভ করে। তিনি দক্ষিণহস্তে মহামায়া স্বরূপ অমৃতকমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন এবং বামহস্তে সকলকে অভয় প্রদান করিতেছেন; তাঁহাকে এইরূপে ধ্যান করিলে কোন্ ব্যক্তি না অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে? অমৃতেশ্বরের পশ্চিমে ও পিতামহেশ্বরের সম্মুখে সিদ্ধিলক্ষ্মী দেবী অবস্থিতা আছেন; তিনি অর্চ্চিতা হইলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত সিদ্ধিলক্ষ্মী দেবীর লক্ষ্মীনিবাসনামক কমলাকৃতি প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিলে, কোন্ ব্যক্তি না লক্ষ্মীলাভ করিতে সমর্থ হয়? পিতামহেশ্বরের পশ্চিমে নলকূবরেশ্বরের সম্মুখে বিরাজমানা জগন্মাতা কুব্জা দেবীকে পূজা করিলে অশেষ উপসর্গ বিদূরিত হয়; এই নিমিত্ত সুখার্থী ব্যক্তিগণের যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করা বিধেয়। উক্ত নলকূবরেশ্বরের পশ্চিমে কুব্জেশ্বরলিঙ্গ আছেন এবং সেই স্থানেই ত্রিলোকসুন্দরী-গৌরী বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি সর্ব্বাভীষ্ট দান করেন এবং কখন বৈধব্য হয় না। সাম্বাদিত্যের সমীপে অবস্থিতা দীপ্তা নাম্নী মহাশক্তির অর্চ্চনা করিলে, লক্ষ্মী দেদীপ্যমানা হইয়া থাকেন। যে মানব শ্রীকণ্ঠতীর্থে অবগাহনান্তে পিতৃগণকে যথাবিধি জলাঞ্জলিদান ও দানক্রিয়া সমাধাপূর্ব্বক শ্রীকণ্ঠেশ্বরের সমীপবর্ত্তিনী জগজ্জননী মহালক্ষ্মী দেবীকে অর্চ্চনা করে, সে অলক্ষ্মীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।৪৬—৬৪। সাধকগণের পরম সিদ্ধিপ্রদ মহাপীঠ লক্ষ্মীক্ষেত্রে যে মানব মন্ত্রের সাধনা করে, সে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এই কাশীধামে সিদ্ধিপ্রদ অনেকানেক পীঠ আছে বটে, কিন্তু উক্ত মহালক্ষ্মীপীঠের তুল্য পরম লক্ষ্মীদায়ক পীঠ আর নাই। মহালক্ষ্মী-অষ্টমীতে যে সকল মানব যথাবিধি তাঁহার পূজা করে, লক্ষ্মী কখন তাহাদিগের ভবন পরিত্যাগ করেন না। মহালক্ষ্মীর উত্তরে কুঠারহস্তা হয়কণ্ঠী দেবী অবস্থিতা থাকিয়া প্রতিদিন কাশীধামের বিঘ্নরূপ মহাবৃক্ষনিচয় ছেদন করিতেছেন। মহালক্ষ্মীর দক্ষিণে পাশপাণি কৌর্মী শক্তি অবস্থিতা আছেন; তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষেত্রবিঘ্ন সকল বন্ধন করিয়া থাকেন। মানব তাঁহার পূজা করিলে ক্ষেত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং বায়ুকোণে ক্ষেত্ররক্ষাকারী শিখিচণ্ডী দেবী অবস্থান করিয়া শিখিবৎ চীৎকার করত অনুক্ষণ বিঘ্নসমূহ ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অবলোকন করিলে মানুষ-

পুরতঃ পাশমুদ্গরধারিণীম্ ॥ ৭২ ॥ ভীমচণ্ডীং নরো দৃষ্ট্বা ভীমকুণ্ডে কৃতোদকঃ। ভীমাকৃতীন্ন বৈ পশ্যেদ্‌যাম্যান্ দূতান্ কচিৎকৃতী ॥ ৭৩ ॥ ছাগবক্ত্রেশ্বরী দেবী দক্ষিণে বৃষভধ্বজাৎ। অহর্নিশং ভক্ষয়তি বিঘ্নৌঘতরুপল্লবান্ ॥ ৭৪ ॥ তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদেন কাশীবাসঃ প্রলভ্যতে। অতশ্ছাগেশ্বরীং দেবীং মহাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ তালজঙ্ঘেশ্বরী-দেবী তালবৃক্ষকৃতায়ুধা। উৎসাদয়তি বিঘ্নৌঘানানন্দ-বনমধ্যগান্ ॥ ৭৬ ॥ সঙ্গমেশ্বরলিঙ্গস্য দক্ষিণে বিকটাননাম্। তালজঙ্ঘেশ্বরীং নত্বা ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ৭৭ ॥ উদ্দালকেশ্বরাল্লিঙ্গাত্তীর্থ উদ্দালকাভিধে। যাম্যাঞ্চ যমদংষ্ট্রাখ্যা চর্ব্বয়েদ্বিঘ্নসংহতিম্ ॥ ৭৮ ॥ প্রণতা যমদংষ্ট্রা যৈস্তীর্থে চোদ্দালকাভিধে। কৃত্বাপি পাপসঙ্ঘাতং ন যমাদ্বিভ্যতীহ তে ॥ ৭৯ ॥ দারুকেশ্বরতীর্থে তু দারুকেশসমীপতঃ। পাতাল-তালুবদনামাকাশোষ্ঠীং ধরাধরাম্ ॥ ৮০ ॥ কপাল-কর্ত্রীহস্তাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডকবলপ্রিয়াম্। শুষ্কোদরীং স্নায়ুবদ্ধাং চর্ম্মমুণ্ডেতিবিশ্রুতাম্ ॥ ৮১ ॥ ক্ষেত্রস্য পূর্ব্বদিগ্‌ভাগং রক্ষন্তী বিঘ্নসঙ্ঘতঃ। লসৎসহস্র-দোর্দণ্ডাং জ্বলৎকেকরবীক্ষণাম্ ॥ ৮২ ॥ পারাবার-প্রস্মরহস্তন্যস্তারিমোদকাম্। দ্বীপিকৃত্তিপরীধানাং কটুকাট্টাট্টহাসিনীম্ ॥ ৮৩ ॥ মৃণালনালবত্তীব্রং চর্ব্বন্তী-মস্থি পাপিনঃ। শূলাগ্রপ্রোতদুর্বৃত্তক্ষেত্রদ্রোহিকলেবরাম্ ॥ ৮৪ ॥ কপালমালাভরণাং মহাভীষণরূপিণীম্। চর্ম্মমুণ্ডাং নরো নত্বা ক্ষেত্রবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৮৫ ॥ যথৈব চর্ম্মমুণ্ডৈষা মহামুণ্ডাপি তাদৃশী। এতাবানেব ভেদোঽস্যা রুণ্ডস্রগ্‌ভূষণা স্থিয়ম্ ॥ ৮৬ ॥ ক্ষেত্ররক্ষাং প্রকুরুত উভে দেব্যৌ মহাবলে। হসন্ত্যৌ কর-তালীভিরন্যোন্যং দোঃপ্রসারণাৎ ॥ ৮৭ ॥ হয়গ্রীবেশ্বরে তীর্থে লোলার্কাদুত্তরে সদা। মহামুণ্ডা প্রচণ্ডাস্যা তিষ্ঠতে ভক্তবিঘ্নহৃৎ ॥ ৮৮ ॥ চর্ম্মমুণ্ডা মহামুণ্ডা কথিতে যে তু দেবতে। তয়োরন্তরতস্তিষ্ঠেচ্চামুণ্ডা মুণ্ডরূপিণী ॥ ৮৯ ॥ এতাস্তিস্রঃ প্রযত্নেন পূজ্যাঃ ক্ষেত্রনিবাসিভিঃ। ধনধান্যপ্রদাশ্চৈতাঃ পুত্র-

গণের নিখিল ব্যাধি বিনষ্ট হয়। পাশমুদ্গরপাণি ভীমচণ্ডী দেবী ভীমেশ্বরের সম্মুখে বাস করত নিরালস্যভাবে সর্ব্বদা উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছেন; যে মানব, ভীমকুণ্ডে অবগাহন করিয়া ভীমাকৃতি উক্ত দেবীকে নিরীক্ষণ করে, তাহাকে আর কখন ভীষণ যমদূতগণের মুখ অবলোকন করিতে হয় না। বৃষভধ্বজের দক্ষিণে ছাগবক্ত্রেশ্বরী দেবী অবস্থিতা থাকিয়া দিবারাত্র বিঘ্নরূপ তরুপল্লব সকল ভক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার প্রসাদে কাশীবাস লাভ হয়; এই নিমিত্ত মহাষ্টমী তিথিতে তাঁহার পূজা করা বিধেয়। সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে বিকটাননা তালজঙ্ঘেশ্বরী দেবী বিরাজ করত তালবৃক্ষরূপ আয়ুধ দ্বারা আনন্দবনের নিখিল বিঘ্নরাশি বিত্রাসিত করিতেছেন। তাঁহাকে নেত্রগোচর করিলে কোনরূপ বিঘ্নে পীড়িত হইতে হয় না। উদ্দালক-তীর্থে উদ্দালকেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিতা যমদংষ্ট্রা নামে দেবী নিরন্তর বিঘ্নরাশিকে চর্ব্বণ করিতেছেন; যাহারা তাঁহাকে প্রণাম করে তাহারা অশেষ পাতকী হইলেও কৃতান্ত হইতে ভয় পায় না। দারুকেশ্বর তীর্থে দারুকেশ্বরের সমীপে চর্ম্মমুণ্ডা নামে দেবী বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার তালু ও বদন পাতালে, ওষ্ঠ আকাশে ও অধর বসুন্ধরাতে অবস্থিত। সেই ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসেচ্ছু, শুষ্কোদরী, ধমনিশিরাব্যাপ্তা দেবীর সহস্র বাহু সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; তাঁহার এক হস্তে কপাল, অপর হস্তে ছুরিকা ও অন্যান্য বহুল হস্তে অরিমোদক শোভা পাইতেছে। দ্বীপি-চর্ম্মপরীধানা, কঠোর অট্টহাসিনী সেই দেবী শূলাগ্র দ্বারা ক্ষেত্রদ্রোহীদিগের কলেবর বিদ্ধ ও পাপীদিগের অস্থি সকল কঠোর হইলেও মৃণাল-নালের ন্যায় অনায়াসে চর্ব্বণ করিতেছেন। তাঁহার আভরণ নৃকপালমালা ও আকৃতি অতি ভীষণ। তাঁহাকে প্রণাম করিলে মানব, ক্ষেত্রবিঘ্ন হইতে নিষ্কৃতি পায়। যেমন উক্ত চর্ম্মমুণ্ডা, মহামুণ্ডা দেবী অবিকল তদ্রূপ; কেবল মহামুণ্ডা দেবী মুণ্ডমালাবিভূষণা এই মাত্র বিশেষ। উক্ত উভয় দেবীই অসীমশক্তিসম্পন্ন এবং পরস্পর বাহু-প্রসারণপূর্ব্বক করতালি দিয়া হাস্য করিতে করিতে ক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিতেছেন। হয়গ্রীবেশ্বর-তীর্থে লোলার্কের উত্তরে প্রচণ্ডবদনা মহামুণ্ডা নামে এক দেবী অবস্থিতা থাকিয়া নিরন্তর ভক্তবৃন্দের বিঘ্ননিচয় হরণ করিতেছেন এবং ঐ স্থানে চণ্ডমুণ্ডা ও মহাতুণ্ডা নামে যে দুই দেবতা আছেন, তাঁহাদিগেরই মধ্যস্থলে চণ্ডরূপিণী চামুণ্ডা দেবী বিরাজ করিতেছেন। কাশীবাসী মানবগণের উক্ত দেবতাত্রয়কে, সযত্নে পূজা করা কর্ত্তব্য; কারণ তাঁহারা মানবগণ ধনপুত্র

পৌত্রপ্রদা ইমাঃ ॥ ৯০ ॥ উপসর্গানমূন্ হন্তি দত্ত্যৈশ্বৈর্যসীং শ্রিয়ম্। স্মৃতা দৃষ্টা নতাঃ স্পৃষ্টাঃ পূজিতাঃ শ্রদ্ধয়া নরৈঃ ॥ ৯১ ॥ মহারুণ্ডাপ্রতীচ্যাঞ্চ দেবী স্বপ্নেশ্বরী শুভা। ভবিষ্যং কথয়েৎ স্বপ্নে ভক্তস্যাগ্রে শুভাশুভম্ ॥ ৯২ ॥ তত্র স্বপ্নেশ্বরং লিঙ্গং দেবীং স্বপ্নেশ্বরীং তথা। স্নাত্বাসিসঙ্গমে পুণ্যে যস্মিন কস্মিংস্তিথাবপি ॥ ৯৩ ॥ উপোষণপরো ধীমান্নারী বা পুরুষোঽপি বা। সম্পূজ্য স্থণ্ডিলশয়ঃ স্বপ্নে ভাবি বিলোকয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ অদ্যাপি প্রত্যয়স্তত্র কার্য্য এষ বিজানতা। ভূতং ভাবি ভবৎ সর্ব্বং বদেৎ স্বপ্নেশ্বরী নিশি ॥ ৯৫ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং নিশি বা দিবা। প্রযত্নতঃ সমর্চ্চ্যা সা কাশ্যাং জ্ঞানার্থিভির্নরৈঃ ॥ ৯৬ ॥ স্বপ্নেশ্বর্য্যাশ্চ বারুণ্যাং দুর্গা দেবী ব্যবস্থিতা। ক্ষেত্রস্য দক্ষিণং ভাগং সা সদৈবাভিরক্ষতি ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবতাধিষ্ঠানং নাম
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতা, দৃষ্টা, স্পৃষ্টা ও পূজিতা হইলে সমুদয় উপসর্গ নিবারণপূর্ব্বক ধন, ধান্য এবং পুত্র-পৌত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত মহামুণ্ডার পশ্চিমে শুভদায়িনী স্বপ্নেশ্বরীনাম্নী এক দেবী আছেন, তিনি স্বপ্নাবস্থায় ভক্তগণকে ভাবী শুভাশুভ বলিয়া থাকেন এবং সেই স্থানে স্বপ্নেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। যে কোন তিথিতে পবিত্র অসিসঙ্গমে অবগাহনপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করত স্থণ্ডিলমধ্যে শয়ন করিলে কি নারী, কি নর, সকল ব্যক্তিই স্বপ্নে ভবিষ্যদ্‌বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া থাকে। তথায় স্বপ্নেশ্বরী যে রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করেন, যদি কেহ এই বিবরণ পরিজ্ঞাত থাকেন, তিনি অদ্যাপি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জ্ঞানাভিলাষী মানবগণ, অষ্টমী চতুর্দ্দশী বা নবমীতে কি দিবা কি রাত্রি সযত্নে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। উক্ত স্বপ্নেশ্বরীর পশ্চিমে দুর্গা দেবী অবস্থিতা থাকিয়া সতত কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণদিক্ রক্ষা করিতেছেন। ৮৫—৯৭।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। কথং দুর্গেতি বৈ নাম দেব্যা জাতমুমাসুত। কথঞ্চ কাশ্যাং সা সেব্যা সমাচক্ষ্বেতি মামিহ ॥ ১ ॥ স্কন্দ উবাচ। কথয়ামি মহাবুদ্ধে যথা কলসসম্ভব। দুর্গা নামাভবদ্দেব্যা যথা সেব্যা চ সাধকৈঃ ॥ ২ ॥ দুর্গো নাম মহাদৈত্যো রুরুদৈত্যাঙ্গজোঽভবৎ। যশ্চ তপ্ত্বা তপস্তীব্রং পুংস্যোঽজেয়ত্বমাপ্তবান্ ॥ ৩ ॥ ততস্তেনাখিলা লোকা ভূর্ভুবঃস্বর্মুখা অপি। স্বসাৎকৃতা বিনির্জ্জিত্য রণে স্বভুজসারতঃ ॥ ৪ ॥ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং বায়ুঃ স্বয়ং চন্দ্রঃ স্বয়ং যমঃ। স্বয়মগ্নিঃ স্বয়ং পাশী ধনদোঽভূৎ স্বয়ং বলী ॥ ৫ ॥ স্বয়মীশানরুদ্রার্কবসূনাং পদমাদদে। তৎসাধ্বসাদ্বিমুক্তানি তপাংস্যাতপস্বিভিঃ ॥ ৬ ॥ ন বেদাধ্যয়নং চক্রুর্ব্রাহ্মণাস্তদ্ভয়াদ্দিতাঃ। যজ্ঞবাটা বিনির্ধ্বস্তাস্তদ্ভটৈরতিদুঃসহৈঃ ॥ ৭ ॥ বিধ্বস্তা বহুশঃ সাধ্ব্যস্তৈরমার্গকৃতাস্পদৈঃ। প্রসভঞ্চ পরস্বানি অপহৃত্য তবাসদাঃ ॥ ৮ ॥ অভোক্ষিবৃত্ত্যাচারাঃ ক্রূরকর্ম্মপরিগ্রহাঃ। নদ্যো বিমার্গগা আসন জ্বলন্তি ন তথাগ্নয়ঃ ॥ ৯ ॥ জ্যোতীংষি ন প্রদীপ্যন্তি তদ্ভয়া-

---

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে পার্ব্বতীকুমার! কিরূপে দেবীর দুর্গা নাম হইয়াছে এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়, আপনি তদ্বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধে, কুম্ভযোনে! যেরূপে তাঁহার দুর্গা নাম হইয়াছে ও সাধকগণ, যে প্রকারে তাঁহাকে পূজা করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রুরু নামক দৈত্যের পুত্র দুর্গ নামে এক মহাদৈত্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া পুরুষগণের অজেয়রূপ বরলাভ করে। পরে নিজভুজবলে ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোকাদি সমস্ত পরাজয়পূর্ব্বক আত্মাধীন করিয়া স্বয়ংই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি, কুবের, ঈশান, রুদ্র, অর্ক ও বসুগণের কার্য্য করিতে লাগিল। তখন তাহার ভয়ে তপস্বিগণ তপস্যা ও ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলেন। অতিদুর্ম্মদ, অপথগামী ক্রূরকর্ম্মরত তদীয় অনুচরগণ, যজ্ঞাগার সকল চূর্ণ, বহুল সতীগণের সতীত্বনাশ এবং বলপূর্ব্বক পরস্ব অপহরণ করিয়া উপভোগ করিত। নদী সকল বিমার্গগামী, অগ্নি প্রভাশূন্য ও অন্যান্য জ্যোতির্ম্ময়

কুলিতাস্তথা। দিগ্বধূবদনাম্ভোজান্ বিচ্ছায়ানিসমস্ততঃ॥ ১০॥ ধর্ম্মক্রিয়া বিলুপ্তাশ্চ প্রবৃত্তাঃ সুকৃতেতরাঃ। ত এব জলদীভূয় ববৃষুর্নিজলীলয়া॥ ১১॥ শস্যানি তদ্ভয়াৎ সুতে স্বল্পপ্তাপি বসুন্ধরা। সদৈব ফলিনো জাতাস্তরবোঽপ্যবকেশিনঃ॥ ১২ ॥ বন্দীকৃতাঃ সুরর্ষীণাং পত্ন্যস্তেনাতিদর্পিণা। দিবৌকসঃ কৃতাস্তেন সমস্তাঃ কাননৌকসঃ॥ ১৩॥ মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যান্ স্বগৃহং প্রাপ্তানপি ভয়ার্দ্দিতাঃ। অপি সম্ভাষমাত্রেণ নার্চ্চয়ন্তি বিপজ্জুষঃ॥ ১৪॥ স্কন্দ উবাচ। ন কৌলীন্যং ন সদ্বৃত্তং মহত্ত্বায় প্রকল্পতে। একমেব পদং হ্যগ্র্যং পদভ্রংশো হি লাঘবম্ ॥ ১৫ ॥ বিপদ্যপি হি তে ধন্যা ন যে দৈন্যপ্রণোদিতাঃ। ধনৈর্মলিনচিত্তানাম্নালভন্তেঽঙ্গনং ক্বচিৎ ॥ ১৬॥ পঞ্চত্বমেব হি বরং লোকে লাঘববর্জ্জিতম্। নামরত্বমপি শ্রেয়ো লাঘবেন সমন্বিতম্ ॥ ১৭॥ ত এব লোকে জীবন্তি পুণ্যভাজস্ত এব বৈ। বিপদ্যপি ন গাম্ভীর্য্যং যচ্চেতোঽব্ধিঃ পরিত্যজেৎ॥ ১৮॥ কদাচিৎ সম্পদুদয়ঃ কদাচিদ্বিপদুদ্গমঃ। দৈবাদ্দ্বয়মপি প্রাপ্য ধীরো ধৈর্য্যং ন হাপয়েৎ॥ ১৯॥

উদয়াস্তময়ৌ প্রাজ্ঞৈর্দৃষ্টব্যো পুষ্পবন্তয়োঃ। সদৈকরূপতা ত্যাজ্যা হর্ষাহর্ষৌ ততোঽক্রবৌ ॥ ২০ ॥ যস্ত্বাপদং সমাসাদ্য দৈন্যগ্রস্তো বিপদ্যতে। তস্য লোকদ্বয়ং নষ্টং তস্মাদ্দৈন্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২১॥ আপদ্যপি হি যে ধীরা ইহলোকে পরত্র চ। ন তান্ পুনঃ স্পৃশেদাপত্তদ্ধৈর্য্যেণাবধীরিতা ॥ ২২॥ ভ্রষ্টরাজ্যাশ্চ বিবুধা মহেশং শরণং গতাঃ। সর্ব্বজ্ঞেন ততো দেবী প্রেরিতাসুরমর্দ্দনে॥ ২৩॥ মাহেশ্বরীং সমাসাদ্য ভবান্যাজ্ঞাং প্রহৃষ্টবৎ। অমর্ত্ত্যানাভয়ং দত্ত্বা সমরায়োপচক্রমে॥ ২৪॥ কালরাত্রীং সমাহূয় কান্ত্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরীম্। প্রেষয়ামাস রুদ্রাণীং তমাহ্বাতুং সুরদ্রুহম্॥ ২৫॥ কালরাত্রী সমাসাদ্য তং দৈত্যং দুষ্টচেষ্টিতম্। উবাচ দৈত্যাধিপতে ত্যজ ত্রৈলোক্যসম্পদম্॥ ২৬॥ ত্রিলোকীং লভতামিন্দ্রস্ত্বং তু যাহি রসাতলম্। প্রবর্ত্ততাং ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বেদোক্তা বেদবাদিনাম্ ॥ ২৭॥ অথ

পদার্থ দীপ্তিবিহীন, দিগঙ্গনাদিগের বদনকমল ম্লান, ধর্ম্মকার্য্য বিলুপ্ত এবং অধর্ম্মাচরণ আরম্ভ হইয়াছিল তদীয় কিঙ্করগণই নিজ মায়াবলে মেঘরূপ ধারণ করত বর্ষণ করিত। বসুন্ধরা সতত সন্তপ্তা হইলেও তাহার ভয়ে প্রচুর শস্য প্রসব করিতেন এবং বন্ধ্যাতরুরাজি হইতেও সতত বহুল ফল উৎপন্ন হইত। অতিগর্ব্বিত সেই দুর্গাসুর, দেবতা ও ঋষিগণের পত্নী সকল বন্দী এবং সমুদয় বনৌকস্দিগকে দেবতা করিয়াছিল। কি মনুষ্য, কি দেবতা, সকলেই তাহার ভয়ে ভীত হইয়া গৃহমধ্যে লুকায়িত থাকিত; কেহই বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিয়াও সমাদর করিত না। হে মুনে! সদ্বংশে জন্ম বা সচ্চরিত্রতায় মহত্ত্ব হয় না; কেবল উচ্চপদই মহত্ত্বের ও পদভ্রংশই লঘুতার কারণ হইয়া থাকে। যাহারা বিপৎকালেও দৈন্যের আজ্ঞাবহ না হয়, তাহারাই ধন্য। ধনহেতু মলিনচিত্ত ব্যক্তিদিগের মৃদুতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জগতে লঘুতাবিহীন মৃত্যুও শ্রেয়স্কর, কিন্তু লঘুতাযুক্ত দেবত্বও প্রার্থনীয় নহে। যাহাদিগের হৃদয়রূপ সাগর বিপৎকালেও নিজ গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ না করে, তাহারাই প্রকৃত জীবিত ও পুণ্যাত্মা। কোন না কোন সময়ে অবশ্যই সম্পদ্ ও কোন সময়ে অদৃষ্টাধীন বিপত্তিও ঘটিয়া থাকে; ধীমান্ ব্যক্তি, এই নিমিত্ত কিছুতেই ধৈর্য্যচ্যুত হন না। ১—১৯। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সময়ে একরূপতা দেখিয়াই অবস্থাবিশেষে হর্ষ ও অবস্থাবিশেষে বিষাদ পরিহার করিবেন। যে ব্যক্তি আপদ্গ্রস্ত হইয়া দীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক বিপন্ন হন, তাহার উভয় লোকই নষ্ট হইয়া থাকে; এই জন্যই সর্ব্বতোভাবে দীনতাকে পরিত্যাগ করিবে। যাঁহারা আপদ্কালেও ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন ইহকাল ও পরকালে তাঁহাদিগকে তাদৃশ ধৈর্য্যপ্রভাবে পুনরায় আর আপদ্ স্পর্শ করিতে পারে না। এদিকে সুরগণ, রাজ্য ও সম্পদ্বিহীন হইয়া ভগবান্ মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর, দুর্গাসুরের নিধনার্থ দেবী ভগবতীকে আদেশ করিলেন। তখন ভগবতী ভবানী, মহেশ্বরের আজ্ঞালাভে হৃষ্টচিত্তে দেবগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সমরে উদ্যতা হইলেন। অনন্তর রুদ্রাণী, লাবণ্যচ্ছটায় ত্রিলোকের মনোমুগ্ধকারিণী কালরাত্রিকে, আহ্বানপূর্ব্বক সেই দুর্গাসুরের আহ্বানার্থ প্রেরণ করিলেন। পরে দেবী কালরাত্রি, দুষ্টাশয় দৈত্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,— "অহে দৈত্যাধিপতে! তুমি ত্রৈলোক্য-সম্পদ্ পরিত্যাগপূর্ব্বক রসাতলে গমন কর; দেবরাজই পুনরায় ত্রিলোকের অধীশ্বর হউন এবং বেদবাদীদিগের বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ পূর্ব্ববৎ

চেদার্ব্বলেশোঽস্তি তদা যাহি সমাজয়ে। অথ বা জীবিতাকাঙ্ক্ষী তদিন্দ্রং শরণং ব্রজ ॥ ২৮ ॥ ইতি বক্তুং — মহাদেব্যা মহামঙ্গলরূপয়া। ত্বদন্তিকং প্রেষিতাহং মৃত্যুস্তে তদুপেক্ষয়া ॥ ২৯ ॥ অতো যদুচিতং কর্ত্তুং তদ্বিধেহি মহাসুর। পরং হিতং চেচ্ছৃণুয়াজ্জীবগ্রাহং ততো ব্রজ ॥ ৩০ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যা মহাকাল্যাঃ স দৈত্যরাট্। প্রজজ্বাল তদ ক্রোধাদ্‌গৃহ্যতাং গৃহ্যতামিয়ম্ ॥ ৩১ ॥ ত্রৈলোক্য-মোহিনী হ্যেষা প্রাপ্তা মদ্ভাগ্যগৌরবৈঃ। ত্রৈলোক্য-রাজ্যসম্পত্তিবল্ল্যাঃ ফলমিদং মহৎ ॥ ৩২ ॥ এতদর্থং হি দেবর্ষিনৃপা বন্দীকৃতা ময়া। অনায়াসেন মে প্রাপ্তা গৃহমেষা শুভোদয়াৎ ॥ ৩৩ ॥ অবশ্যং যস্য যোগ্যং যত্তত্তস্যেহোপতিষ্ঠতে। অরণ্যে বা গৃহে বাপি যতো ভাগ্যস্য গৌরবাৎ ॥ ৩৪ ॥ অন্তঃ-পুরচরা এতাং নয়ন্ত্বন্তঃপুরং মহৎ। অনয়া সদলঙ্কৃত্যা মম রাষ্ট্রমলঙ্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ অহো মহোদয়শ্চাদ্য জাতো মম মহামতেঃ। কেবলং ম মমৈকস্য সর্ব্বদৈত্যান্বয়স্য চ ॥ ৩৬ ॥ নৃত্যন্তু পিতরশ্চাদ্য মোদন্তাং বান্ধবাঃ সুখম্। মৃত্যুঃ কালোঽন্তকো দেবাঃ প্রাপ্নুবন্ত্বদ্য মে ভয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ ইতি যাবৎ সমায়াতাস্তাং নেতুং সৌবিদল্লকাঃ। তাবত্তয়া কালরাত্র্যা প্রত্যুক্তো দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ৩৮ ॥ কালরাত্র্যুবাচ। দৈত্যরাজ মহাপ্রাজ্ঞ নৈতদ্যুক্তং ভবাদৃশাম্। বয়ং দূত্যঃ পরবশা রাজনীতি-বিদুত্তম ॥ ৩৯ ॥ অল্পোঽপি দূতসম্বাধাং ন বিদধ্যাৎ কদাচন। কিং পুনর্যে ভবাদৃক্ষা মহান্তো বলিনো-ঽধিপাঃ ॥ ৪০ ॥ দূতীষু কোঽনুরাগোঽয়ং মহারাজাম্বিকাস্বিহ। অনায়াসেন চ বয়মায়াস্যাম-স্তদাগমাৎ ॥ ৪১ ॥ বিজিত্য সমরে ত্বাস্তু স্বামিনীং মম দৈত্যপ। মাদৃশীনাং সহস্রাণি পরিভুঙ্ক্ষ যথেচ্ছয়া ॥ ৪২ ॥ অদ্যৈব তে মহাসৌখ্যং ভাবি তস্যাবলোকনাৎ। বান্ধবানাং সুখং তেঽদ্য ভবিতা সহ পূর্ব্বজৈঃ ॥ ৪৩ ॥ সম্পৎস্যন্তেঽদ্য তে কামাঃ সর্ব্বে যে চিরচিন্তিতাঃ। অবলা সা চ

প্রবর্ত্তিক হউক। আর যদি তোমার এবিষয়ে কিছুমাত্র অহঙ্কার থাকে, তাহা হইলে আমি তোমায় সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতেছি, আগমন কর। অথবা যদি জীবনের প্রত্যাশা থাকে, তবে দেব-রাজের শরণাপন্ন হও।” মহামঙ্গলরূপিণী মহেশ্বরী, তোমাকে এই কথা বলিবার জন্যই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি স্থির জানিও, মৃত্যু তোমার অপেক্ষা করিতেছে। অতএব হে মহাসুর! এক্ষণে যাহা উচিত বিবেচনা হয় কর; আর যদি আমার পরম হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, তবে জীবন লইয়া এইবেলা পাতালতলে গমন করা কর্ত্তব্য। তখন দৈত্যরাজ, দেবী মহাকালীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল,—কে কোথায় আছ, ইহাকে ধর, ইহাকে ধর। এই ত্রৈলোক্য-মোহিনী মদীয় ভাগ্যবলেই আজ উপস্থিত হইয়াছে, এই মহৎলাভের নিকট ত্রৈলোক্যরাজ্যসম্পত্তিও তুচ্ছ। আমি এই নিমিত্তই দেবতা, ঋষি ও নৃপগণকে বন্দী করি-য়াছি, আজ আমার অদৃষ্টগুণে অনায়াসে নিজেই মদ্গৃহে অভ্যাগত হইয়াছে। যাহার যে বস্তু যোগ্য, শুভাদৃষ্ট থাকিলে কি অরণ্যে, কি গৃহে, আপনা হইতেই তাহার তাহা ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে অন্তঃপুরচারিগণ, ইহাকে আমার মহৎ অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাউক। আজ এই বিভূষিতা ললনা দ্বারা আমার রাজ্য বিভূষিত হইল। অদ্য সমস্ত দানববংশ মধ্যে কেবল মহামতি আমারই মহান্ অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। ২০—৩৬। আজ আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ নৃত্য করুন, বন্ধুগণ সুখে বিহার করুক এবং কালান্তক মৃত্যু ও দেবগণ আমা হইতে শঙ্কান্বিত হউক। সে এইরূপ বলিতেছে, এমত সময়ে কঞ্চুকিনিচয় দেবীকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলে, ভগবতী কালরাত্রি দৈত্যপুঙ্গবকে কহিলেন,—হে মহা-প্রাজ্ঞ দৈত্যরাজ! ভবাদৃশ ব্যক্তির এরূপ উচিত নহে। হে রাজনীতিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য! আপনি ত জানেন, আমরা দূতী; সুতরাং পরা-ধীন। আপনার ন্যায় ভুজবলসম্পন্ন মহান্ নৃপতি-গণের কথা কি, নীচ ব্যক্তিও কখন দূতগণের প্রতিকূলতাচরণ করে না। হে মহারাজ! সামান্য দূতীর প্রতি এরূপ আগ্রহ কি জন্য? আমরা আপনার আদেশ মাত্রেই স্বয়ং উপস্থিত হইব। হে দৈত্যপ! আপনি আমার কর্ত্রীকে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক মাদৃশ শত সহস্র রমণীকে যথেচ্ছ উপভোগ করুন। তাঁহাকে নয়নগোচর করিলে অদ্যই আপনার ও আপনার বান্ধবগণের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সহিত পরম সুখোদয় হইবে এবং ত্বদীয় চিরচিন্তিত অভীষ্ট সকল সফলতা লাভ করিবে। সেই অবলা অতি মুগ্ধা, তাঁহার কেবল

গুপ্তা চ তস্যাস্ত্রাতা ন কশ্চন ॥ ৪৪ ॥ সর্ব্বরূপময়ী চৈব তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি। অহং হি দর্শয়িষ্যামি যত্র সাস্তি জগৎখনিঃ ॥ ৪৫ ॥ ধৃতায়ামপি চৈকস্যাং কস্তে কামো ভবিষ্যতি। অহং তে সন্নিধিং নৈব ত্যক্ষ্যাম্যদ্য দিনাবধি ॥ ৪৬ ॥ ততো নিবারয়ৈতান্ মামাদিৎসূন্ সৌবিদল্লকান্। ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ স কামক্রোধমোহিতঃ ॥ ৪৭ ॥ তামেব বহুমংস্তৈকাং দূতীং মৃত্যোরিবাসুরঃ। শুদ্ধান্তরক্ষিণশ্চৈতাং শুদ্ধান্তং প্রাপয়ত্বরম্ ॥ ৪৮ ॥ ইতি তেন সমাদিষ্টাঃ সর্ব্বে বর্ষবরা মুনে। তাং ধর্ত্তুমুদ্যমং চক্রুর্ব্বলেন বলবত্তরাঃ ॥ ৪৯ ॥ সা তান্ ভস্মীচকরাশু হুঙ্কারজনিতাগ্নিনা। ততো দৈত্যপতিঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বা তান্ ভস্মসাৎকৃতান্ ॥ ৫০ ॥ ক্ষণেনৈব তয়া দূত্যা দৈত্যাংস্ত্র্যযুতসম্মিতান্। দৃশা ব্যাপারয়ামাস দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখং খরম্ ॥ ৫১ ॥ সীরপাণিং পাশপাণিং সুরেন্দ্রদমনং হনুম্। যজ্ঞারিং খড়্গলোমানমুগ্রাস্যং দেবকম্পনম্ ॥ ৫২ ॥ বদ্ধা পাশৈরিমাং তূষ্ণীমানয়ধ্বাশু দানবাঃ। বিধ্বস্তকেশবেশাঞ্চ বিস্রস্তাম্বরভূষণাম্ ॥ ৫৩ ॥ ইতি দৈত্যাধিপাদেশাদ্দুর্দ্ধরপ্রমুখাস্ততঃ। পাশাসিমুদ্গরধরাস্তামাদাতুং কৃতোদ্যমাঃ ॥ ৫৪ ॥ গিরিস্থূলক-বর্ষ্মাণঃ শাস্ত্রাস্ত্রোদ্যতপাণয়ঃ। দিগন্তং তে পরিপ্রাপ্তাস্তত্নিশ্বাসানিলাহতাঃ ॥ ৫৫ ॥ তেষুড্ডীনেষু দৈত্যেষু শতকোটিমিতেষু চ। নির্জগাম ততঃ সা তু কালরাত্রির্নভোঽধ্বগা ॥ ৫৬ ॥ ততস্তাস্ত বিনির্গাস্তীমনুজগ্মুর্ম্মহাসুরাঃ। কোটিকোটিসহস্রাণি পূরয়িত্বা তু রোদসী ॥ ৫৭ ॥ দুর্গো নাম মহাদৈত্যঃ শতকোটিরথাবৃতঃ। গজানামর্ব্বুদশতদ্বয়েন পরিবারিতঃ ॥ ৫৮ ॥ কোট্যর্ব্বুদেন সহিতো হয়ানাং বাতরংহসাম্। পদাতিভিরসংখ্যাতৈঃ পচ্চুর্ণিতশিলোচ্চয়ৈঃ ॥ ৫৯ ॥ উদায়ুধৈর্ম্মহাভীমৈঃ কৃতত্রিজগতীভয়ৈঃ। সমেতঃ স মহাদৈত্যো দুর্গঃ ক্রুদ্ধো বিনির্যযৌ ॥ ৬০ ॥ অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবীং বিন্ধ্যাচলকৃতালয়াম্। আগত্য কালরাত্র্যা চ নিবেদিততদাগমম্ ॥ ৬১ ॥ মহাভুজসহস্রাঢ্যাং মহাতেজোঽভিবৃংহিতাম্। তত্তদ্দেবায়প্রহরণাং রণকৌতুকসাদরাম্ ॥

রক্ষক নাই, তিনি সর্ব্বরূপময়ী; তাঁহাকে আপনার একবার দর্শন করা উচিত। সেই জগতের আকরস্বরূপা ললনা, যে স্থানে অবস্থিতা আছেন, আমিই তাহা দেখাইয়া দিব। কেবল তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেই আপনার আর কোন কামনাই অসম্পূর্ণ থাকিবে না। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা হইলে আমি কখনই আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না। অতএব এক্ষণে আমায় গ্রহণেচ্ছু কঞ্চুকিগণকে নিবারণ করুন। তখন মহাসুর দুর্গ, তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূতীস্বরূপ কালরাত্রি দেবীকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য অন্তঃপুরচারীদিগকে আদেশ করিল। হে মুনে! সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত অন্তঃপুরচারিগণ, তৎকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ হুঙ্কারজনিত অনলে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দৈত্যপতি তাহাদিগকে ভস্মীকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ সেই দূতীকে আক্রমণের জন্য দুর্দ্ধর, দুর্মুখ, খর, সীরপাণি, পাশপাণি, হনু, সুরেন্দ্রদমন, যজ্ঞারি, খড়্গলোমা, উগ্রাস্য, ও দেবকম্পন প্রভৃতি ত্রিংশৎ সহস্র দৈত্যকে অভঙ্গিপূর্ব্বক কহিল,—হে দানবগণ! তোমরা অবিলম্বে এই দুষ্টা দূতীকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া বসনভূষণ বিধ্বস্ত করত কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন কর। ৩৭—৫৩। অনন্তর দৈত্যেশ্বরের তাদৃশ আদেশক্রমে পর্ব্বতোপম দীর্ঘকায় দুর্দ্ধর প্রভৃতি দানবগণ পাশ, অসি ও মুদ্গরাদি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দেবীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার নিশ্বাসবায়ুতাড়নে দিগ্ দিগন্তরে পরিচালিত হইল। শতকোটি পরিমিত সেই সকল দৈত্যগণ এইরূপে উড্ডীন হইলে, দেবী কালরাত্রিকে গগনমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া সহস্র সহস্র কোটী মহাসুরগণ আকাশ ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তখন দৈত্যাধিপতি দুর্গাসুর, শতকোটী রথী, দ্বিশতাধিক দশকোটী গজারোহী, কোটী অর্ব্বুদ-পরিমিত অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিগণের সহিত ক্রোধভরে নির্গত হইল। উহাদিগের আকৃতি ভয়ঙ্কর, দর্শনমাত্রে ত্রিলোকবাসী জীবগণের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হয়। সকলেই আয়ুধনিচয় উদ্যত করিয়া গমন করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের গমনবেগে শৈলরাজি চূর্ণবিচূর্ণ হইতে থাকিল। অনন্তর দেবী কালরাত্রি আগমনপূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলবাসিনী মহাদেবীকে দুর্গাসুরের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। সেই সমরপ্রিয়া তেজোময়ী শঙ্করীর সহস্র বাহু এবং

৬২ ॥ প্রোদ্যচ্চন্দ্রসহস্রাংশু-নির্ম্মার্জ্জিতশুভাননাম্। লাবণ্যবার্দ্ধিনির্গচ্ছচ্চঞ্চচ্ছৈন্ত্রেকচন্দ্রিকাম্ ॥ ৬৩ ॥ মহামাণিক্যনিচয়-রোচিঃখচিতবিগ্রহাম্। ত্রৈলোক্যরম্য-নগরী-সুপ্রকাশপ্রদীপিকাম্ ॥ ৬৪ ॥ হরনেত্রাগ্নি-নির্দগ্ধকামজীবাতুবীরুধম্। লসৎসৌন্দর্য্যসম্ভার-জগন্মোহমহৌষধিম্ ॥ ৬৫ ॥ বিষমেষু শরৈর্ভিন্ন-হৃদয়ো দৈত্যপুঙ্গবঃ। আদিষ্টবান্মহাসৈন্তনায়কান্ প্রশাসনঃ ॥ ৬৬ ॥ অয়ি জম্ভ মহাজম্ভ কুজম্ভ বিকটানন। লম্বোদর মহাকায় মহাদংষ্ট্র মহাহনো ॥ পিঙ্গাক্ষ মহিষগ্রীব মহোগ্রাত্যুগ্রবিগ্রহ। ক্রূরাক্ষ ক্রোধনাক্রন্দ সংক্রন্দন মহাভয় ॥ ৬৮ ॥ জিতান্তক মহাবাহো মহাবক্ত্র মহীধর। দুন্দুভে দুন্দুভিরব মহাদুন্দুভিনাসিক ॥ ৬৯ ॥ উগ্রাস্য দীর্ঘদশন মেঘকেশ বৃকানন। সিংহাস্য শূকরমুখ শিবারব মহোৎকট ॥ ৭০ ॥ শুকতুণ্ড প্রচণ্ডাস্য ভীমাক্ষ ক্ষুদ্রমানস। উলূকনেত্র কঙ্কাস্য কাকতুণ্ড করালবাক্ ॥ ৭১ ॥ দীর্ঘগ্রীব মহাজঙ্ঘ ক্রমেলকশিরোধর। রক্তবিন্দো জপানেত্র বিদ্যুজ্জিহ্বাগ্নিতাপন ॥ ৭২ ॥ ধূম্রাক্ষ ধূমনিঃশ্বাস চণ্ড চণ্ডাংশুতাপন। মহাভীষণমুখ্যাশ্চ শৃণুধ্বমাজ্ঞাং মমাদরাৎ ॥ ৭৩ ॥ ভবৎস্বেতেষু চান্যেষু য এতাং বিন্ধ্যবাসিনীম্। ধৃত্বা নেষ্যতি বুদ্ধ্যা বা বলেনাপি ছলেন বা ॥ ৭৪ ॥ তস্মাহমিন্দ্র-পদবীমদ্য দাস্যাম্যসংশয়ম্। দৃষ্ট্বৈতাং সুন্দরীমদ্য মনো মে ব্যাকুলং ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ যান্তু ক্ষিপ্রং ন যাবন্মে পঞ্চেষুশরপীড়িতম্। মনো বিহ্বলতাং গচ্ছেদেতৎপ্রাপ্তেরভাবতঃ ॥ ৭৬ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দুর্গস্য দনুজেশিতুঃ। প্রোচুঃ সর্ব্বে তদা দৈত্যাঃ প্রবদ্ধকরসম্পূটাঃ ॥ ৭৭ ॥ অবধেহি মহারাজ কিমেতৎ কর্ম্ম দুষ্করম্। অনাথায়াস্তথৈকস্যা অবলায়া বিশেষতঃ ॥ ৭৮ ॥ অস্যা আনয়নে কোঽয়ং মহাযত্নবিধিঃ প্রভো। কোঽস্মান্ প্রলয়কালাগ্নিমহাজ্বালাবলীসমান্ ॥ ৭৯ ॥ সহেত ত্রিষু লোকেষু ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতোদ্যমান্। যদ্যাদেশো ভবেদদ্য তদেন্দ্রং সমরুদ্গণম্ ॥ ৮০ ॥ সান্তঃপুরং সমানীয় ক্ষিপ্রমস্তৎপদাগ্রতঃ। ভূর্ভুবঃ-

---

প্রতিহস্তে ভীষণ অস্ত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে। তদীয় মুখমণ্ডল ললাটস্থিত চন্দ্রকলার কিরণনিকরে উদ্ভাসিত হইতেছে; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, তদীয় লাবণ্যরূপ সাগর হইতে চঞ্চল চন্দ্রচন্দ্রিকা নির্গত হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বশরীর, অনুপম মাণিক্যনিচয়ের প্রভায় পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। ত্রৈলোক্যরূপ সুরম্য নগরীর প্রদীপ্ত দীপশিখা সদৃশী সেই শঙ্করী, হরনেত্রাগ্নিদগ্ধ অনঙ্গদেবের জীবনলতিকা এবং মনোহরসৌন্দর্য্যবিমোহিত জগজ্জনের মোহরোগের মহা ঔষধিস্বরূপ। অতঃপর দৈত্যবর দুর্গ, তাঁহাকে অবলোকন মাত্রে তদীয় বিষম শরনিকরে ভিন্নহৃদয় হইয়া মহাবলপরাক্রান্ত সেনাপতিকে কহিল,—অহে জম্ভ! হে মহাজম্ভ! হে কুজম্ভ! হে বিকটানন! হে লম্বপিঙ্গাক্ষ! হে মহিষ! হে মহোগ্র! হে অত্যুগ্রবিগ্রহ! হে ক্রূরাক্ষ! হে ক্রোধন! হে আক্রন্দ! হে সংক্রন্দন! হে মহাভয়! হে জিতান্তক! হে মহাবাহো! হে মহাবক্ত্র! হে মহীশ্বর! হে দুন্দুভে! হে দুন্দুভিরব! হে মহাদুন্দুভিনাসিক! হে উগ্রাস্য! হে দীর্ঘদশন! হে মেঘকেশ! হে বৃকানন! হে সিংহাস্য! হে শূকরমুখ! হে শিবারব! হে মহোৎকট! হে শুকতুণ্ড! হে প্রচণ্ডাস্য! হে ভীমাক্ষ! হে ক্ষুদ্রমানস! উলূকনেত্র! কঙ্কাস্য! কাকতুণ্ড! করালবাক্! দীর্ঘগ্রীব! মহাজঙ্ঘ! হে ক্রমেলকশিরোধর! রক্তবিন্দো! জবানেত্র! বিদ্যুজ্জিহ্ব! অগ্নিতাপন! ধূম্রাক্ষ! ধূম্রনিশ্বাস! চণ্ড! হে চণ্ডাংশুতাপন! এবং হে মহাভীষণাদি দৈত্যগণ! অবহিত হইয়া মদীয় আজ্ঞা শ্রবণ কর। ৫৪—৭৩। তোমাদিগের মধ্যে বা অন্যান্য দৈত্যগণের মধ্যে যে কেহ, বলেই হউক আর ছলেই হউক, বন্ধন করিয়া বা ধারণ করিয়া, এই বিন্ধ্যবাসিনীকে আমার নিকট আনয়ন করিতে পারিবে, অদ্য নিশ্চয়ই আমি তাহাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব। আজ এই সুন্দরীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব এই ললনার অভাবে আমার মন যাবৎ না পঞ্চশরের শরপীড়নে বিহ্বল হইতেছে, তাবৎ তোমরা ত্বরায় গমন কর। দৈত্যরাজ দুর্গের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় দৈত্যগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—মহারাজ! স্থির হউন; ইহা আর দুষ্কর কার্য্য কি? হে প্রভো! এ অবলা বিশেষতঃ অসহায়া। এই অনাথার আনয়ন জন্য ঈদৃশ মহান্ প্রযত্নের প্রয়োজন কি? হে প্রভো! ত্রিলোক মধ্যে এমত কে আছে যে, প্রলয়াগ্নির জ্বালাবলী তুল্য আমরা, আপনার প্রসাদে বদ্ধপরিকর হইলে, বেগ সহ্য করে? হে মহাসুর! আপনার আজ্ঞা পাইলে এখনই সমুদয় সুরগণের সহিত ইন্দ্রকে

পুরিদং সর্ব্বং ত্বদাজ্ঞাবশবর্ত্তিতম্ ॥ ৮১ ॥ মহর্জ্জনস্তপঃসত্যলোকাস্তদধিকারিণঃ। তত্রাপ্যসাধ্যং নাস্মাকং ত্রিদিশেশান্মহাসুর ॥ ৮২ ॥ বৈকুণ্ঠনায়কো নিত্যং ত্বদাজ্ঞাপরিপালকঃ। যানি রম্যাণি রত্নানি তানি সম্প্রেষয়ন্মুদা ॥ ৮৩ ॥ অস্মাভিরেব সন্ত্যক্তঃ কৈলাসাধিপতিঃ স বৈ। বিষাশী চাতিনিঃস্বস্তাভস্মকৃত্যহিভূষণঃ ॥ ৮৪ ॥ অর্দ্ধাঙ্গেনাস্মদ্ভয়তো যোষিদেকা নিগূহিতা। তস্য গ্রামেঽপি সকলে দ্বিতীয়ো ন চতুষ্পদঃ ॥৮॥ একো জরদ্গবঃ সোঽপি নান্যস্মাৎ পরিজীবতি। শ্মশানবাসিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে কৌপীনবাসসঃ ॥ ৮৬ ॥ সর্ব্বে বিভূতিধবলাঃ সর্ব্বেঽপ্যেককর্দ্দিনঃ। সমস্তে নগরে তস্য বসন্ত্যেবংবিধা গণাঃ ॥ ৮৭ ॥ তেষাং গণানাং কিং কুর্ম্মো দরিদ্রাণাং বয়ং বিভো। সমুদ্রা রত্নসম্ভারং প্রত্যহং প্রেষয়ন্তি চ ॥ ৮৮ ॥ নাগা বরাকাশ্চাস্মাকং সায়ং সায়ং স্বয়ং প্রভো। প্রদীপয়ন্তি সততং ফণারত্নপ্রদীপকান্ ॥ ৮৯ ॥ কল্পদ্রুমঃ কামগবী চিন্তামণিগণা বহু। তব প্রসাদাদস্মাকমপি তিষ্ঠন্তি বেশ্মসু ॥৯০॥ বায়ুর্ব্যজনতাং যাতস্ত্বাং সেবেত প্রযত্নতঃ। স্বচ্ছান্তূনি বরুণঃ প্রত্যহং পূরয়ত্যহো ॥ ৯১ ॥ বাসাংসি ক্ষালয়েদগ্নিশ্চন্দ্রশ্ছত্রধরঃ স্বয়ম্ ॥ সূর্য্যঃ প্রকাশয়েন্নিত্যং ক্রীড়াবাপ্যম্বুজানি চ ॥ ৯২ ॥ কস্ত্বৎপ্রসাদং নেক্ষেত মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যোরগেষু চ। সর্ব্বে ত্বামুপজীবন্তি সুরাসুরখগাদয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ পশ্য নঃ পৌরুষং রাজন্নানয়ামো বলাদিমাম্। ইত্যুক্ত্বা যুগপৎসর্ব্বে ক্ষুব্ধাস্তোয়ধয়ো যথা ॥ ৯৪ ॥ সংবর্ত্তকালমাসাদ্য প্লাবিতুং জগতীমিমাম্। রণতূর্য্যনিনাদশ্চ সমুত্তস্থৌ সমন্ততঃ ॥ ৯৫ ॥ রোমাঞ্চিতা যচ্ছ্রবণাৎ কাতরা অপ্যকাতরাঃ। ততো দেবা ভয়ত্রস্তাশ্চকম্পে চ বসুন্ধরা ॥ ৯৬ ॥ ক্ষুব্ধা অম্বুধয়ঃ সর্ব্বে পেতুর্নক্ষত্রমালিকাঃ। রোদসীমণ্ডলং ব্যাপ্তং তেন তূর্য্যরবেণ বৈ ॥ ৯৭ ॥ ততো ভগবতী দেবী স্বশরীরসমুদ্ভবাঃ। শক্তীরুৎপাদয়ামাস শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৯৮ ॥ তাভিঃ শক্তিভিরেতেষাং বলিনাং দিতিজন্মনাম্।

আনয়নপূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে আপনার চরণপ্রান্তে স্থাপিত করিতে পারি। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এবং মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য প্রভৃতি সমুদয় লোকই আপনার আজ্ঞাধীন; আপনার আজ্ঞা হইলে, তন্মধ্যে আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। অধিক কি, বৈকুণ্ঠেশ্বর কমলাকান্তও প্রতিনিয়ত ভবদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন; তিনি সতত সানন্দে সুরম্য রত্নরাজি আপনাকে উপঢৌকন দিয়া থাকেন এবং আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বকই কৈলাসনাথ শঙ্করকে বিষভোজী, নির্দ্ধন, ভুজঙ্গ-ভস্মবিভূষণ ও চর্ম্মপরিধান জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তিনি আমাদিগের ভয়েই আপনার পত্নীকে অর্দ্ধাঙ্গে আবৃত করিয়াছেন। তাঁহার অধিকার মধ্যে এক বৃদ্ধবৃষভ ভিন্ন দ্বিতীয় চতুষ্পদ নাই; সেও আবার অন্যের নিকট জীবিত থাকে না এবং তদীয় নগর মধ্যে যে সকল প্রমথগণ বাস করে, তাহারা সকলেই শ্মশানবাসী, জটাধারী, ভস্মভূষণ ও তাহাদিগের কৌপীনমাত্র পরিধান; সুতরাং হে প্রভো! সেই পরম দরিদ্রদিগের আর কি করিব? সমুদয় রত্নাকর প্রত্যহ আপনাকে রত্নরাশি প্রেরণ করিয়া থাকে। দরিদ্র নাগগণ, প্রতিদিন সায়ংকালে ফণারত্নরূপ দীপালোকে প্রতিগৃহ উদ্ভাসিত করে। হে প্রভো! আপনার প্রসাদে আমাদিগের গৃহেও কামধুক্ কল্পবৃক্ষ ও অসংখ্য চিন্তামণি সকল বিরাজ করিতেছে; অনিলদেব, স্বয়ং ব্যজনরূপে আপনার সেবা করিতেছে। বরুণ প্রত্যহ সুনির্ম্মল জল দান করিয়া থাকে এবং স্বয়ং অগ্নি, ভবদীয় বস্ত্রপ্রক্ষালন ও চন্দ্র ছত্রধরের কার্য্য করিতেছে, আর স্বয়ং দিবাকর নিত্য নিত্য আপনার ক্রীড়াবাপীর অম্বুজনিচয় বিকাশিত করিয়া থাকে।৭৪—৯২। অধিক কি, সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই আপনার আশ্রিত; মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যের মধ্যে এমত কেহই নাই যে, ভবদীয় প্রসন্নতাকে অপেক্ষা না করে। হে রাজন্! এক্ষণে আমাদিগের বিক্রম অবলোকন করুন, আমরা এখনই ঐ ললনাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতেছি। তাহারা এইরূপ কহিয়া, প্রলয়কালে জগৎপ্লাবনার্থ সপ্তসাগরের ন্যায়, সকলেই যুগপৎ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগ্রামসূচক তূর্য্যধ্বনি হইয়া উঠিল এবং তৎশ্রবণে কি কাতর, কি অকাতর, সকলেরই শরীর কণ্টকিত হইল। অনন্তর সমুদয় দেবগণ, ভীত হইলেন ও বসুন্ধরা কম্পিতা হইতে লাগিলেন; সপ্তসাগর সংক্ষুব্ধ হইল ও গগনমণ্ডল হইতে অবিরত তারকারাজি নিপতিত হইতে থাকিল। সেই তূর্য্যধ্বনিতে সমুদয় আকাশ ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। অতঃপর দেবী ভগবতী, নিজ শরীর হইতে শত শত, সহস্র সহস্র শক্তি প্রাদুর্ভূত করিলেন। পরে সেই

প্রত্যেকং পরিতো রুদ্ধ উদ্বেলঃ সৈন্যসাগরঃ ॥ ৯৯ ॥ শস্ত্রাস্ত্রাণি মহাদৈত্যৈর্যান্যস্ত্যংসৃষ্টানি সঙ্গরে। তাভিঃ শক্তিভিরুগ্রাণি তৃণীকৃত্যোজ্ঝিতান্তরম্ ॥ ১০০ ॥ ততোঽতিকোপপূর্ণাস্তে জম্ভমুখ্যাঃ সুরারয়ঃ। অসিচক্রভুষুণ্ডীভির্গদামুদ্গরতোমরৈঃ ॥ ১০১ ॥ ভিন্দিপালৈশ্চ পরিঘৈঃ কুন্তৈঃ শল্যৈশ্চ শক্তিভিঃ। অর্দ্ধচন্দ্রৈঃ ক্ষুরপ্রৈশ্চ নারাচৈশ্চ শিলীমুখৈঃ ॥ ১০২ ॥ মহাভল্লৈঃ পরশুভির্ভিন্দুরৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ। বৃক্ষোপলমহাবর্ষৈর্ববৃষুর্জলদা ইব ॥ ১০৩ ॥ অথ সা বিন্ধ্যনিলয়া মহামায়া মহেশ্বরী। আদায়োদণ্ডকোদণ্ড বায়ব্যাস্ত্রেণ হেলয়া ॥ ১০৪ ॥ দৈত্যাস্ত্রশস্ত্রজালানি পরিচিক্ষেপ দূরতঃ। ততো মহাসুরো দুর্গো বীক্ষ্য সৈন্যং নিরায়ুধম্ ॥১০৫॥ জ্বলন্তীং শক্তিমাদায় তাং দেবীং প্রতি সোঽক্ষিপৎ। তান্তু শক্তিং সমায়ান্তীং মহাবেগবতীং রণে ॥১০৬॥ নিজচাপবিনির্মুক্তৈর্বাণৈশ্চূর্ণীচকার সা। ভগ্নাং শক্তিং সমালোক্য ততো দুর্গো মহাসুরঃ ॥ ১০৭ ॥ চক্রং চ প্রেষয়ামাস দৈত্যচক্রাতিহর্ষদম্। তচ্চ দেব্যা শরশতৈরস্তৈরেবাণুবৎ কৃতম্ ॥ ১০৮ ॥ ততঃ শার্ঙ্গং সমাদায় ধনুঃ শক্রধনুর্যথা। হৃদি বিব্যাধ বাণেন তাং দেবীমমরার্দ্দনঃ ॥ ১০৯ ॥ স চ বাণস্তয়া দেব্যা নিজবাণৈর্মহাজবৈঃ। নিবারিতোঽপি বেগেন তাং দেবীমভ্যগান্মুনে ॥ ১১০ ॥ ততঃ কোদণ্ডদণ্ডেন আশুগেন তমাশুগম্। হত্বা নিবারয়ামাস কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ১১১ ॥ তস্মিন্ বিমুখতাং যাতে মার্গণে দুর্গমাসুরঃ। ক্রুদ্ধঃ শূলং সমাদায় সংবর্ত্তানলসুপ্রভম্ ॥ ১১২ ॥ মহাবেগেন চিক্ষেপ তাং দেবীমভি দৈত্যপঃ। পরাপতচ্চ তচ্ছূলং নিজশূলেন চণ্ডিকা ॥ ১১৩ ॥ অন্তরৈব প্রচিচ্ছেদ সহ দৈত্যজয়াশয়া। তস্মিন্নপি মহাশূলে দেবীশূলাবহেলিতে ॥ ১১৪ ॥ গদামাদায় দৈত্যেন্দ্রঃ সহসাভিপপাত হ। আজঘান চ তাং দেবীং ভুজমূলে মহাবলঃ ॥ ১১৫ ॥ সাপি দেবী ভুজং প্রাপ্য গিরীন্দ্রশিখরাকৃতিঃ। গদাশু পরিপুস্ফোট শতধা চ সহস্রধা ॥ ১১৬ ॥ তদা দেব্যা সদৈত্যেন্দ্রো বামপাদতলেন হি। আতাড়িতঃ পপাতোর্ব্ব্যাং হৃদি গাঢ়ং প্রপীড়িতঃ ॥ ১১৭ ॥ তৎক্ষণাদেব দৈত্যেন্দ্রঃ পতিত্বা পুনরুত্থিতঃ। বভূব সহসাদৃশ্যো দীপো বাতহতো যথা ॥ ১১৮ ॥

মহাবলপরাক্রান্ত দানবগণের ভীষণ সৈন্যসাগর মধ্যে প্রত্যেকে ঐ শক্তিগণে অবরুদ্ধ হইল। তখন সেই সংগ্রামক্ষেত্রে তাহারা ভগবতীকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তৎসমস্তই শক্তিগণ তৃণের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর জম্ভপ্রভৃতি দানবগণ পরম ক্রোধান্বিত হইয়া, জলদগণ যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ একদা সকলেই দেবীর প্রতি অসি, চক্র, ভুষুণ্ডী, গদা, মুদ্গর, তোমর, ভিন্দিপাল, পরিঘ, কুন্ত, অর্দ্ধচন্দ্র, ক্ষুরপ্র, নারাচ, শিলীমুখ, মহাভল্ল, পরশু এবং বৃক্ষ ও উপল সকল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন বিন্ধ্যবাসিনী মহামায়া মহেশ্বরী ভীষণ কোদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অনায়াসে দানবগণ-প্রেরিত সেই অস্ত্রজাল বিদূরিত করিলেন। অনন্তর মহাসুর দুর্গ, সৈন্যগণকে নিরায়ুধ দেখিয়া দেবী-উদ্দেশে এক জাজ্বল্যমান শক্তি নিক্ষেপ করিলে, ভগবতী মহেশ্বরীও সেই শক্তিকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া অর্দ্ধপথেই নিজ শরাসন-নির্মুক্ত শরজাল দ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে দুর্গাসুর স্বীয় শক্তিকে ভগ্ন হইতে অবলোকন করিয়া, দৈত্যগণের হর্ষপ্রদ এক চক্র নিক্ষেপ করিলে, তাহাও দেবীর শরনিকরে বালুকাবৎ অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হইল। হে মুনে! অনন্তর দানববর দুর্গ, ইন্দ্রধনুঃসদৃশ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দেবীর বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া এরূপ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিল যে, তাহা দেবীর মহাবেগসম্পন্ন বাণনিচয় দ্বারা নিবারিত হইলেও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৯৩—১১০। তখন ভগবতী দ্বিতীয় যমদণ্ডোপম সেই দ্রুতগামী বাণকে কোদণ্ডাঘাতে নিবারণ করিলেন। অতঃপর দুর্দ্দম দানবাধিপতি দুর্গ, সেই শরকে বিমুখ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়ানলসমপ্রভ এক শূল গ্রহণপূর্ব্বক দেবীকে লক্ষ্য করত মহাবেগে নিক্ষেপ করিলে দেবী চণ্ডিকাও স্বীয় শূল দ্বারা তাহা নিকটে উপস্থিত হইতে না-হইতেই দৈত্যগণের জয়াশার সহিত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল দৈত্যেন্দ্র নিজ শূল দেবীর শূলাঘাতে বিচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা ধাবিত হইয়া দেবীর বাহুমূল আহত করিলে, সেই গদা দেবীর গিরীন্দ্রশিখরাকৃতি ভুজসংসর্গে শতসহস্রধা বিদীর্ণ হইল। অতঃপর দৈত্যবর দুর্গ, দেবীর বামপাদতলতাড়নে নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয় হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাতাহত দীপবৎ

তাবজ্জগজ্জনন্তা তাঃ প্রেরিতা নিজশক্তয়ঃ। বিচেরু-র্দৈত্যসৈন্যেষু সংবর্ত্তে মৃত্যুসৈন্যবৎ॥ ১১৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্গাসুরপরাক্রমো নামৈক সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ স্কন্দ সর্ব্বজ্ঞ-নন্দন। কাঃ কাস্ত শক্তয়স্তা বৈ তাসাং নামানি মে বদ॥ ১॥ স্কন্দ উবাচ। তাসাং পরমশক্তীনামুমাবয়ব-জন্মনাম্। আখ্যাম্যাখ্যাং শৃণু মুনে কুম্ভসম্ভব তত্ত্বতঃ॥ ২॥ ত্রৈলোক্যবিজয়া তারা ক্ষমা ত্রৈলোক্যসুন্দরী। ত্রিপুরা ত্রিজগন্মাতা ভীমা ত্রিপুরভৈরবী॥ ৩॥ কামাখ্যা কমলাক্ষী চ ধৃতিস্ত্রিপুরতাপনী। জয়া জয়ন্তী বিজয়া জলেশী চাপরাজিতা॥ ৪॥ শঙ্খিনী গজবক্ত্রা চ মহিষঘ্নী রণপ্রিয়া। শুভানন্দা কোট-রাক্ষী বিদ্যুজ্জিহ্বা শিবারবা॥ ৫॥ ত্রিনেত্রা চ ত্রিবক্ত্রা চ ত্রিপদা সর্ব্বমঙ্গলা। হুঙ্কারহেতিস্তালেশী সর্পাস্যা সর্ব্বসুন্দরী॥ ৬॥ সিদ্ধির্ব্বুদ্ধিঃ স্বধা স্বাহা মহানিদ্রা শরাশনা। পাশপাণিঃ খরমুখী বজ্রতারা ষড়ানন।॥ ৭॥ ময়ূরবদনা কাকী শুকী ভাসী গরুত্মতী। পদ্মাবতী পদ্মকেশী পদ্মাস্যা পদ্মবাসিনী॥ ৮॥ অক্ষরা ত্র্যক্ষরা তন্তুঃ প্রণবেশী স্বরাত্মিকা। ত্রিবর্গা গর্ব্বরহিতা অজপা জপহারিণী॥ ৯॥ জপসিদ্ধিস্তপঃ-সিদ্ধির্যোগসিদ্ধিঃ পরামৃতা। মৈত্রীকৃন্মিত্রনেত্রা চ রক্ষোঘ্নী দৈত্যতাপনী॥ ১০॥ স্তম্ভনী মোহনী মায়া বহুমায়া বলোৎকটা। উচ্চাটনী মহোত্কান্তা দনুজেন্দ্রক্ষয়ঙ্করী॥ ১১॥ ক্ষেমঙ্করী সিদ্ধিকরী ছিন্নমস্তা শুভাননা। শাকম্ভরী মোক্ষলক্ষ্মীস্ত্রিবর্গ-ফলদায়িনী॥ ১২॥ বার্ত্তালী জম্ভলী ক্লিন্না অশ্বারূঢ়া সুরেশ্বরী। জ্বালামুখীপ্রভৃতয়ো নব কোট্যো মহাবলাঃ॥ ১৩॥ বলানি বলিনাং তাভির্দানবানাং স্বলীলয়া। সংক্ষিপ্তানি জগন্তীব প্রলয়ানল-হেতিভিঃ॥ ১৪॥ তাবৎ স দুর্গো দৈত্যেন্দ্রঃ পয়ো-দান্তরতো বলী। চকার করকাবৃষ্টিং বাত্যা-বেগবতীং বহু॥১৫॥ ততো ভগবতী দেবী শোষণাস্ত্র-প্রয়োগতঃ। বৃষ্টিং নিবারয়ামাস বর্ষোপলময়ীং ক্ষণাৎ॥ ১৬॥ যোষিন্মনোরথবতী ষণ্ডং প্রাপ্য যথাঽফলা। সা দৈত্যকরকা বৃষ্টির্দেবীং প্রাপ্য তথাভবৎ॥ ১৭॥

সহসা অন্তর্দ্ধান করিল। তৎকালে শক্তিগণ, জগ-জ্জননী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, প্রলয়কালে মৃত্যু-সৈন্যের ন্যায় দানবসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১১১—১১৯।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ সর্ব্বজ্ঞ-নন্দন স্কন্দ! তাঁহারা কোন্ কোন্ শক্তি? তাঁহা-দিগের নাম আমার নিকট প্রকাশ করুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনিবর কুম্ভযোনে! মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূত সেই সকল মহাশক্তিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রৈলোক্যবিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্মাতা, ভীমা, ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুরতাপিনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, জলেশী, অপরাজিতা, শঙ্খিনী, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, রণ-প্রিয়া, শুভানন্দা, কোটরাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবা-রবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিপদা, সর্ব্বমঙ্গলা, হুঙ্কারহেতি, তালেশী, সর্পাস্যা, সর্ব্বসুন্দরী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিদ্রা, শবাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বজ্রতারা, ষড়াননা, ময়ূরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, গরুত্মতী, পদ্মাবতী, পদ্মকেশা, পদ্মাস্যা, পদ্মবাসিনী, অক্ষরা, অক্ষরানন্তা, প্রণবেশী, স্বরাত্মিকা, ত্রিবর্গা, বর্গরহিতা, অজপা, জপহারিণী, জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরামৃতা, মৈত্রী-কৃৎ, মিত্রনেত্রা, রক্ষোঘ্নী, দৈত্যতাপিনী, স্তম্ভিনী, মোহনী, মায়া, মহামায়া, বলোৎকটা, উচ্চাটনী, মহোত্কান্তা, দনুজেন্দ্রক্ষয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, সিদ্ধি-করী, ছিন্নমস্তা, শুভাননা, শাকম্ভরী, মোক্ষলক্ষ্মী, ত্রিবর্গফলদায়িনী, বার্ত্তালী, জৃম্ভলী, ক্লিন্না, অশ্বা-রূঢ়া, সুরেশ্বরী এবং জ্বালামুখী প্রভৃতি মহাবল-সম্পন্না সেই নবকোটী মহাশক্তি, মহাবলপরাক্রান্ত দানবসৈন্যগণকে প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা যেরূপ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ সংহার করিয়াছিলেন।১—১৪। সেই সময় দানববর দুর্গ মেঘমালার অন্তরাল হইতে ঝটিকার সহিত ভয়ঙ্কর করকাবৃষ্টি আরম্ভ করিলে, দেবী ভগবতী, শোষ-ণাস্ত্র সন্ধান করত ক্ষণকাল মধ্যেই তাহা নিবারণ করিলেন। তখন বোধ হইল, নপুংসকের নিকট যোষিদ্গণের রমণাভিলাষের তুল্য দেবীসমীপে

অথ দৈত্যেন্দ্রাজেন বাহুসঙ্ঘর্ষকোপতঃ। উৎপাট্য শৈলশিখরং পরিক্ষিপ্তং নভোহঙ্গনাৎ ॥১৮॥ অগ্রেঃ [illegible] সুবিস্তীর্ণমাপতৎপরিবীক্ষ্য সা। শতকোটি-[illegible] কোটিশঃ শকলং ব্যধাৎ ॥ ১৯ ॥ আন্দোল্য মৌলিমসকৃৎকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্। গজীভূয়াশু [illegible] তাং দেবীং সমরেঽসুরঃ। ২০ ॥ শৈলাকারং [illegible] দৃষ্ট্বা ভগবতী গজম্। বদ্ধ্বা পাশেন জবতঃ খড়্গেন করমচ্ছিনৎ ॥ ২১ ॥ ততোঽত্যন্তং স চীৎকৃত্য দেব্যা কৃত্তকরঃ করী। অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাহিষং বপুরাদদে ॥২২॥ অচলাং সচলাং সর্ব্বাং স চক্রে খুরঘাততঃ। শিলোচ্চয়াংশ্চ বহুশঃ শৃঙ্গাভ্যাং সোঽক্ষিপদ্বলী ॥ ২৩ ॥ নিশ্বাসবাত-নিহতাঃ পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাদ্রুমাঃ। উদ্বেলিতাঃ সমভবন্ সপ্তাপি জলরাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ মহামহিষরূপেণ তেন ত্রৈলোক্যমণ্ডপঃ। আন্দোলিতোঽতিবলিনা যুগান্তে বাত্যযা যথা ॥২৫॥ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপাকাণ্ডেন তন্ত্র-[illegible] সমাকুলম্। দৃষ্ট্বা ভগবতী ক্রুদ্ধা ত্রিশূলেন জঘান তম্ ॥ ২৬ ॥ ত্রিশূলঘাতবিভ্রান্তঃ পতিত্বা পুনরুত্থিতঃ। তং ত্যক্ত্বা মাহিষং বেষমভূৎ সহস্রবাহুভৃৎ ॥ ২৭ ॥ স দুর্গো নিতরাং দুর্গো বিভবৌ সমরাজিরে। আয়ুধানাং সহস্রাণি বিভ্রৎকালান্তকোপমঃ ॥ ২৮ ॥ অথ তূর্ণং স দৈত্যেন্দ্রস্তাং দেবীং রণকোবিদাম্। মহাবলঃ প্রগৃহ্যাশু নীতবান্ গগনাঙ্গনম্ ॥ ২৯ ॥ ততো নভোঽঙ্গনাদ্দূরাৎ ক্ষিপ্ত্বা স জগদম্বিকাম্। ক্ষণাৎ কলম্বজালেন চ্ছাদয়ামাস বেগবান্ ॥ ৩০ ॥ অথান্তরিক্ষগা দেবী তস্য মার্গণমধ্যগা। বিদ্যু-ন্মালেব বিবভৌ মহাভ্রপটলীধৃতা ॥ ৩১ ॥ তং বিধূয় শরব্রাতং নিজেষুনিকরৈরলম্। মহেষুণাথ বিব্যাধ সা তং দৈত্যজনেশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥ স্ফুটং বিদ্ধস্তয়া দেব্যা স চ তেন মহেষুণা। ব্যাঘূর্ণমান-নয়নঃ ক্ষিতিমাপাতিবিহ্বলঃ ॥৩৩ ॥ মহারুধিরধারাভিঃ স্রবন্তীঞ্চ প্রবর্ত্তয়ন্। তস্মিন্নিপতিতে দুর্গে মহদ্দুর্গ-পরাক্রমে ॥ ৩৪ ॥ দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ প্রহৃষ্টানি জগন্তি চ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নী তেজো নিজমবা-পতুঃ ॥ ৩৫ ॥ পুষ্পবৃষ্টিং প্রকুর্ব্বন্তঃ প্রাপ্তা দেবা

দৈত্যবরের করকাবর্ষণও বিফল হইল। অনন্তর দৈত্যরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর দ্বারা করমর্দ্দন-পূর্ব্বক এক শৈলশিখর উৎপাটন করিয়া গগনাঙ্গন হইতে নিক্ষেপ করিলে, মহেশ্বরী সেই সুবিস্তীর্ণ শৈলশৃঙ্গকে পতিত হইতে দেখিয়া বজ্রাস্ত্র দ্বারা কোটী কোটী খণ্ডে তাহা বিভিন্ন করিলেন। অতঃ-পর সেই অসুরবর, ভয়ঙ্কর মাতঙ্গরূপ ধারণ করিয়া কুণ্ডলবিরাজিত মস্তক আন্দোলিত করত দেবী-উদ্দেশে সমরক্ষেত্রে ত্বরায় ধাবমান হইল। তখন ভগবতী সেই শৈলোপম মাতঙ্গকে সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া অবিলম্বে পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক খড়্গাঘাতে শুণ্ড ছেদন করিলেন এবং সেই করি-বর ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। ঐরূপে কোন ফলোদয় না দেখিয়া দৈত্য ভীষণ মহিষাকার ধারণ করত সমুদয় বসুন্ধরাকে খুরাঘাতে কম্পিত এবং শৈলনিচয়কে শৃঙ্গতাড়নে পাতিত করিতে লাগিল। সেই সময়ে মহান্ বৃক্ষ সকল তাহার নিশ্বাসবায়ুচালনে ধরাশায়ী হইতে আরম্ভ করিল এবং সপ্ত সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। অধিক কি যুগান্তকালীন বাত্যার ন্যায় সেই দানব-বর ভয়-ঙ্কর মহিষরূপে সমুদয় ত্রিলোক সংক্ষুব্ধ করিয়াছিল এবং তাহার ভয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়াছিল। তখন ভগবতী জগতের তাদৃশ ভাব দর্শনে পরম ক্রোধান্বিত হইয়া তদুপরি ত্রিশূলাঘাত করিলে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া মহিষরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা সহস্রবাহু এক যোদ্ধবেশ অবলম্বন করিল।১৫—২৭। তৎকালে সেই দুর্গাসুর সমরাঙ্গন মধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দম্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত শত সহস্র আয়ুধ-ধারী কালান্তকোপম সেই দুর্গদানব, ত্বরায় সংগ্রাম-তত্ত্বজ্ঞা ভগবতী জগদম্বিকাকে গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে উত্তোলন করিয়া তথা হইতে নিক্ষেপ করত ক্ষণকালমধ্যে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন সেই গগনমধ্যবর্ত্তিনী দেবী তাহার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, মহামেঘমালারূঢ় সৌদা-মিনীর ন্যায়, পরম শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর স্বীয় শরনিকরে দৈত্যবরের শরজাল নির্দ্ধূত করিয়া ভীষণ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে সেই দুর্গাসুর, দেবীর মহাশরে মর্ম্মাহত হইয়া বিহ্বলচিত্তে নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তাহার ভয়ঙ্কর রুধির-ধারাবর্ষণে রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভীমপরাক্রম দুর্গাসুর এইরূপে নিহত হইলে, দেব-দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে থাকিল; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিদেব নিজ তেজঃ প্রাপ্ত হইলেন, ত্রিলোক-বাসী জীবগণ প্রহৃষ্ট হইল এবং [illegible]

মহার্ষভিঃ। তুষ্টুবুশ্চ মহাদেবীং মহাস্তুতিভিরাদরাৎ॥ ৩৬॥ দেবা উচুঃ। নমো দেবি জগদ্ধাত্রি জগত্রয়-মহারণে। মহেশ্বরমহাশক্তে দৈত্যদ্রুমকুঠারিকে॥ ৩৭॥ ত্রৈলোক্যব্যাপিনি শিবে শঙ্খচক্রগদাধরি। স্বশার্ঙ্গব্যগ্রহস্তাগ্রে নমো বিষ্ণুস্বরূপিণি॥ ৩৮॥ হংসযানে নমস্তভ্যং সর্ব্বসৃষ্টিবিধায়িনি। প্রাচাং বাচাং জন্মভূমে চতুরাননরূপিণি॥ ৩৯॥ ত্বমৈন্দ্রী ত্বং চ কৌবেরী বায়বী ত্বং ত্বমম্বুপা। ত্বং যামী নৈর্ঋতী ত্বঞ্চ ত্বমৈশী ত্বং চ পাবকী॥ ৪০॥ শশাঙ্ক-কৌমুদী ত্বং চ সৌরী শক্তিস্ত্বমেব চ। সর্ব্বদেবময়ী শক্তিস্ত্বমেব পরমেশ্বরী॥ ৪১॥ ত্বং গৌরী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ত্বং গায়ত্রী সরস্বতী। প্রকৃতিস্ত্বং মতিস্ত্বঞ্চ ত্বমহঙ্কৃতিরূপিণী॥ ৪২॥ চেতঃস্বরূপিণী ত্বং বৈ ত্বং সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপিণী। পঞ্চতন্মাত্ররূপা ত্বং মহা-ভূতাত্মিকেঽম্বিকে॥ ৪৩॥ শব্দাদিরূপিণী ত্বং বৈ করণানুগ্রহা ত্বম্। ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্রী ত্বং দেবি ব্রহ্মাণ্ডান্ত-স্ত্বমেব হি॥ ৪৪॥ ত্বং পরাসি মহাদেবি ত্বঞ্চ দেবি পরাপরা। পরাপরাণাং পরমা পরমাত্ম-স্বরূপিণী॥ ৪৫॥ সর্ব্বরূপা ত্বমীশানি ত্বমরূপাসি সর্ব্বগে। ত্বং চিচ্ছক্তির্মহামায়ে ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধামৃতে॥ ৪৬॥ বষড়্‌বৌষট্‌স্বরূপাসি ত্বমেব প্রণবাত্মিকা। সর্ব্বমন্ত্রময়ী ত্বং বৈ ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বৎ-সমুদ্ভবাঃ॥ ৪৭॥ চতুর্ব্বর্গাত্মিকা ত্বং বৈ চতুর্ব্বর্গ-ফলোদয়ে। ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ত্বয়ি সর্ব্বং জগ-ন্নিধে॥ ৪৮॥ যদ্দৃশ্যং যদদৃশ্যঞ্চ স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপতঃ। তত্র ত্বং শক্তিরূপেণ কিঞ্চিন্ন ত্বদৃতে ক্বচিৎ॥ ৪৯॥ মাতস্ত্বয়াদ্য বিনিহত্য মহাসুরেন্দ্রং দুর্গং নিসর্গ-বিবুধার্পিতদৈত্যসৈন্যম্। ত্রাতাঃ স্ম দেবি সততং নমতাং শরণ্যে ত্বত্তোঽপরঃ ক ইহ যং শরণং ব্রজামঃ॥ ৫০॥ লোকে ত এব ধনধান্যসমৃদ্ধি-ভাজস্তে পুত্রপৌত্রসুকলত্রসুমিত্রবন্তঃ। তেষাং যশঃ-প্রসরচন্দ্রকরাবদাতং বিশ্বং ভবেত্তবসি যেষু সুদৃক্ত্ব-মীশে॥ ৫১॥ ত্বদ্ভক্তিচেতসি জনে ন বিপত্তিলেশঃ ক্লেশঃ ক বা নু ভবতীনতিকৃৎসু পুংসু। ত্বন্নাম-

---

গণের সহিত পুষ্প বর্ষণ করত তথায় উপস্থিত হইয়া পরম স্তুতিবাক্যে মহেশ্বরীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি জগদ্ধাত্রি! হে মহেশ্বরমহাশক্তে! আপনি জগত্রয়মহারণে দানবরূপ বৃক্ষনিচয়ের কুঠারস্বরূপিণী; আপনাকে নমস্কার। হে ত্রৈলো-ক্যব্যাপিনি শিবে। হে শঙ্খচক্রগদাধরে! হে বিষ্ণুস্বরূপিণি! আপনার ভুজনিচয়, দুষ্টদলনার্থ কোদণ্ডাকর্ষণে নিরন্তর ব্যগ্র থাকে; হে সর্ব্বসৃষ্টি-বিধায়িনি! হে চতুরাননরূপিণি! হে হংসযানে! আপনিই বেদবাক্যের জন্মভূমি স্বরূপ; অতএব আপনাকে প্রণিপাত করি। আপনিই ইন্দ্রশক্তি, আপনিই কুবেরশক্তি, আপনিই বায়ুশক্তি, আপনিই বরুণশক্তি, আপনিই অন্তকশক্তি, আপনিই শিব-শক্তি, আপনিই রাক্ষসশক্তি এবং আপনিই পাবক-শক্তি, আপনিই শশাঙ্ককৌমুদী, আপনিই সূর্য্য-শক্তি, অধিক কি, পরমেশ্বরী আপনিই সর্ব্বদেবময়ী শক্তি। আপনিই গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী সর-স্বতী, প্রকৃতি, মতি ও আপনিই অহঙ্কৃতি স্বরূপা। হে অম্বিকে! আপনিই চেতঃস্বরূপিণী, আপনিই সর্ব্বেন্দ্রিয় স্বরূপিণী, আপনিই পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপা এবং আপনিই মহাভূতাত্মিকা। হে দেবি! ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী আপনিই দয়া, অনুগ্রহ ও শব্দাদি স্বরূপা এবং ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী নিখিল বস্তুই আপনা হইতে ভিন্ন নহে। হে মহাদেবী! প্রণবাত্মিকা আপনিই পরা এবং নিখিল পরাপরের মধ্যে পরমা। আপ-নিই সর্ব্বমন্ত্রময়ী, ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে ঈশানি! হে সর্ব্ব-ব্যাপিনি! আপনি অরূপা হইয়াও সর্ব্বরূপস্বরূপিণী। হে অমৃতস্বরূপিণি মহামায়ে! আপনিই চিৎশক্তি, আপনিই স্বাহা ও আপনিই স্বধা। পরমাত্মস্বরূপিণী আপনিই বষট্ ও বৌষট্ স্বরূপা। হে চতুর্ব্বর্গফল-দায়িনি। আপনিই চতুর্ব্বর্গস্বরূপা, হে জগৎকর্ত্রি! আপনা হইতেই সমুদয় বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়া আপনা-তেই অবস্থিত আছে। ২৮—৪৮। স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে যত কিছু বস্তু বিদ্যমান আছে, আপনি শক্তিরূপে সকলেই বিরাজ করিতেছেন, কুত্রাপি কোন বস্তুই আপনা হইতে পৃথক্ নহে। হে মাতঃ! যে দুর্গাসুর মায়াবলে বহুবিধ দানবসৈন্য-জাল বিস্তার করিয়াছিল, আপনি সেই মহান্ অসুরেন্দ্রকে নিহত করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন; অতএব হে দেবি! প্রণতপালয়িত্রি! আমরা আপনি ভিন্ন আর কাহার শরণাপন্ন হইব? হে পরমেশ্বরি! আপনি যাহাদিগের প্রতি কটাক্ষ-পাত করেন, এই জগতে তাহারাই ধন, ধান্য, সমৃদ্ধি, পুত্র, পৌত্র ও মনোরম ভার্য্যালাভে সমর্থ হয় এবং তাহাদিগেরই নির্ম্মল চন্দ্রমাসদৃশ শুভ্র যশোরাশি বিশ্বমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে।

শংস্তুতিজুষাং সকলাসুধাং ক ভূয়ঃ পুনর্জনিরিহ ত্রিপুরারিপত্নি ॥ ৫২ ॥ চিত্রং যদত্র সমরে স হি দুর্গদৈত্যস্ত্বদ্দৃষ্টিপাতমধিগম্য সুধানিদানম্। মৃত্যোর্বশত্বমগমদ্বিদিতং ভবানি দুষ্টোঽপি তে দৃশি গতঃ কুগতিং ন যাতি ॥ ৫৩ ॥ ত্বচ্ছস্ত্রবহ্নিশলভত্বমিতা অপীহ দৈত্যাঃ পতঙ্গরুচিমাপ্য দিবং ব্রজন্তি। সন্তঃ খলেষ্বপি ন দুষ্টধিয়ো যতঃ স্যুঃ সাধুষ্বিব প্রণয়িনঃ সুপথং দিশন্তি ॥ ৫৪ ॥ প্রাচ্যাং মৃড়ানি পরিপাহি সদানতান্নো যাম্যামব প্রতিপদং বিপদো ভবানি। প্রত্যগ্দিশি ত্রিপুরতাপনপত্নি রক্ষ ত্বং পাহ্যুদীচিনিজভক্তজনান্মহেশি ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মাণি রক্ষ সততং নতমৌলিদেশং ত্বং বৈষ্ণবি প্রতিকুলং পরিপালয়াধঃ। রুদ্রাগ্নিনৈর্ঋতিসদাগতিদিক্ষু পান্তু মৃত্যুঞ্জয়া ত্রিনয়না ত্রিপুরা ত্রিশক্ত্যঃ ॥ ৫৬ ॥ পাতু ত্রিশূলমমলে তব মৌলিজান্নো ভালস্থলং শশিকলাভৃদুমা ভ্রুবৌ চ। নেত্রে ত্রিলোচনবধূর্গিরিজা চ নাসামোষ্ঠং জয়া চ বিজয়া ত্বধরপ্রদেশম্ ॥ ৫৭ ॥ শ্রোত্রদ্বয়ং শ্রুতিবরা দশনাবলিং শ্রীশ্চণ্ডী কপোলযুগলং রসনাঞ্চ বাণী। পায়াৎ সদৈব চিবুকং জয়মঙ্গলা নঃ কাত্যায়নী বদন-মণ্ডলমেব সর্ব্বম্ ॥ ৫৮ ॥ কণ্ঠপ্রদেশমবতাদিহ নীল-কণ্ঠী ভূদারশক্তিরনিশঞ্চ কৃকাটিকায়াম্। কৌর্ম্ম্যংসদেশমনিশং ভুজদণ্ডমৈন্দ্রী পদ্মা চ পাণিফলকং নতিকারিণাং নঃ ॥ ৫৯ ॥ হস্তাঙ্গুলীঃ কমলজা বিরজা নখাংশ্চ কক্ষান্তরং তরণি-মণ্ডলগা তমোঘ্নী। বক্ষস্থলং স্থলচরী হৃদয়ং ধরিত্রী কুক্ষিদ্বয়ং ত্ববতু নঃ ক্ষণদাচরঘ্নী ॥ ৬০ ॥ অব্যাৎ সদোদরদরীং জগদীশ্বরী নো নাভিং নভোগতিরজা ত্বথ পৃষ্ঠদেশম্। পায়াৎ কটিং চ বিকটা পরমা স্ফিচৌ নো গুহ্যং গুহারণিরপানমপায়হন্ত্রী ॥ ৬১ ॥ উরুদ্বয়ঞ্চ বিপুলা ললিতা চ জানুং জঙ্ঘে জবাবতু কঠোরতরাত্র গুল্ফৌ। পাদৌ রসাতলচরাঙ্গুলিদেশমুগ্রা চান্দ্রী নখান্ পদতলং তলবাসিনী চ ॥ ৬২ ॥ গৃহং রক্ষতু নো লক্ষ্মীঃ ক্ষেত্রং ক্ষেমকরী সদা। পাতু পুত্রান প্রিয়করী পায়াদায়ুঃ সনাতনী ॥ ৬৩ ॥ যশঃ পাতু

হে ত্রিপুরারিপত্নি! যাহারা আপনাকে প্রণিপাত বা আপনার নাম স্মরণ করিয়া থাকে, সেই সকল ভক্তজনের কখন কোনরূপ ক্লেশ বা বিপত্তি উপস্থিত হয় না এবং তাহারা পুনর্বার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। হে ভবানি! ইহা সকলেরই বিদিত আছে, যে, দুষ্টব্যক্তিও আপনার নেত্রপথে পতিত হইলে কখনই অধোগতি লাভ করে না; কিন্তু আমাদিগের ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, দুর্গাসুর, সমরাঙ্গনে আপনার অমৃতময় দৃষ্টিলাভেও মৃত্যুর বশতাপন্ন হইল! হে দেবি! এই সংগ্রামক্ষেত্রে দানবগণ আপনার অস্ত্ররূপ অনলে শলভের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য তেজোময় কলেবর ধারণ করত স্বর্গধামে গমন করিতেছে; অতএব যথার্থই সাধু ব্যক্তিগণ দুষ্টজনের প্রতিও অসদ্‌বুদ্ধি না করিয়া প্রণয়ভাবে, সাধুদিগের প্রতি যেরূপ, সেইরূপ সৎপথ উপদেশ করিয়া থাকেন। অতএব হে মৃড়ানি! আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি। আপনি আমাদিগকে সর্ব্বদা পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন এবং হে ভবানি! দক্ষিণদিকে অনুক্ষণ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন। হে ত্রিপুরারিপত্নি! হে মহেশ্বরি! আমরা আপনার ভক্ত, আমাদিগকে পশ্চিম ও উত্তরদিকে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মাণি! সর্ব্বদা উর্দ্ধে এবং হে বৈষ্ণবি! সতত অধোদিকে আমাদিগকে প্রতিপালন করুন। হে দেবি! আপনি মৃত্যুঞ্জয়ারূপে ঈশানে, ত্রিনয়নারূপে অগ্নিকোণে, ত্রিপুরারূপে নৈর্ঋতে ও ত্রিশক্তিরূপে বায়ুকোণে আমাদিগকে রক্ষা করুন! হে অমলে! আপনার ত্রিশূলাস্ত্র আমাদিগের মস্তকে রক্ষা করুন। হে দেবি! শশিকলাধারিণী ললাটদেশ, উমা ভ্রূযুগল, ত্রিলোচনবধূ নেত্রদ্বয়, গিরিজা নাসিকা, জয়া ওষ্ঠ, বিজয়া অধর, শ্রুতিবরা শ্রুতিযুগ্ম, শ্রী দন্তপংক্তি, চণ্ডিকা গণ্ডযুগল, বাণী রসনা, জয়মঙ্গলা চিবুক, কাত্যায়নী সমুদয় বদনমণ্ডল, নীলকণ্ঠী কণ্ঠপ্রদেশ, ভূদারশক্তি গ্রীবা, কূর্ম্মশক্তি নিরন্তর অংসদেশ, ইন্দ্রশক্তি ভুজদণ্ড, পদ্মা পাণিতল, কমলজা হস্তাঙ্গুলী, বিরজা নখশ্রেণী, তমোনাশিনী সূর্য্যমণ্ডলবাসিনীশক্তি কক্ষদ্বয়, স্থলচরী উরঃস্থল, ধরিত্রী হৃদয়, ক্ষণদাচরঘ্নী কুক্ষিদ্বয়, জগদীশ্বরী উদর, নভোগতি দেবী নাভিমণ্ডল এবং অজা দেবী আমাদিগের পৃষ্ঠদেশ সতত রক্ষা করুন। হে জগদীশ্বরি! বিকটা দেবী আমাদিগের কটিদ্বয়, পরমা নিতম্বদেশ, গুহারণি গুহ্যদেশ, অপায়হন্ত্রী অপানদেশ, বিপুলা দেবী উরুযুগল, ললিতা জানুদ্বয়, জয়া জঙ্ঘাযুগ্ম, কঠোরতরা গুল্ফদ্বয়, রসাতলচরা পাদযুগল, উগ্রা দেবী পাদাঙ্গুলীনিচয়, চান্দ্রী দেবী নখরাজি এবং তলবাসিনী দেবী পাদতলদ্বয় রক্ষা করুন। লক্ষ্মী দেবী সতত আমাদিগের গৃহ, ক্ষেমঙ্করী ক্ষেত্র, প্রিয়করী পুত্রগণ,

মহাদেবী ধর্ম্মং পাতু ধনুর্দ্ধরী। কুলদেবী কুলং পাতু সদ্গতিং সদ্গতিপ্রদা ॥ ৬৪ ॥ রণে রাজকুলে দ্যূতে সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে। গৃহে বনে জলাদৌ চ সর্ব্বাণী সর্ব্বতোঽবতু ॥ ৬৫ ॥ ইতি স্তুত্বা জগদ্ধাত্রীং প্রণেমুশ্চ পুনঃপুনঃ। সর্ব্বে সবাসবা দেবাঃ সর্ষিগন্ধর্ব্বচারণাঃ ॥ ৬৬ ॥ ততস্তুষ্টা জগন্মাতা তানাহ সুরসত্তমান্। স্বাধিকারান্ সুরাঃ সর্ব্বে শাসতু প্রাগ্‌যথা যথা ॥ ৬৭ ॥ তুষ্টাহমনয়া স্তুত্যা নিতরাং তু যথার্থয়া। বরমন্যং প্রদাস্যামি তচ্ছৃণুধ্বং সুরোত্তমাঃ ॥ ৬৮ ॥ দুর্গোবাচ। যঃ স্তোষ্যতি তু মাং ভক্ত্যা নরঃ স্তুত্যানয়া শুচিঃ। তস্যাহং নাশয়িষ্যামি বিপদং চ পদে পদে ॥ ৬৯ ॥ এতৎ স্তোত্রস্য কবচং পরিধাস্যতি যো নরঃ। তস্য ক্বচিদ্ভয়ং নাস্তি বজ্রপঞ্জরগস্য হি ॥ ৭০ ॥ অদ্যপ্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি। দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতি দুর্গমাৎ ॥ ৭১ ॥ যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ। দুর্গাস্তুতিরিয়ং পুণ্যা বজ্রপঞ্জরসংজ্ঞিকা ॥ ৭২ ॥ অনয়া কবচং কৃত্বা মা বিভেতু যমাদপি। ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ শাকিনীডাকিনীগণাঃ ॥ ৭৩ ॥ ঝোটিঙ্গা রাক্ষসাঃ ক্রূরা বিষসর্পাগ্নিদস্যবঃ। বেতালাশ্চাপি কঙ্কালগ্রহা বালগ্রহা অপি ॥ ৭৪ ॥ বাতপিত্তাদিজনিতাস্তথা চ বিষমজ্বরাঃ। দূরাদেব পলায়ন্তে শ্রুত্বা স্তুতিমিমাং শুভাম্ ॥ ৭৫ ॥ বজ্রপঞ্জরনাম্নৈতৎস্তোত্রং দুর্গাপ্রশংসনম্। এতৎস্তোত্র-কৃতত্রাণে বজ্রাদপি ভয়ং ন হি ॥ ৭৬ ॥ অষ্টজপ্তেন চানেন যোঽভিমন্ত্র্য জলং পিবেৎ। তস্যোদরগতা পীড়া ক্বাপি নো সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥ গর্ভপীড়া তু নো জাতু ভবিষ্যত্যভিমন্ত্রণাৎ। বালানাং পরমা শান্তিরেতৎস্তোত্রাম্বুপানতঃ ॥ ৭৮ ॥ যত্র সান্নিধ্যমেতস্য স্তবস্যেহ ভবিষ্যতি। এতাস্তু শক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্র সহিতা ময়া ॥ ৭৯ ॥ রক্ষাং পরিকরিষ্যন্তি মদ্ভক্তানাং মমাজ্ঞয়া। ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবী দেবেভ্যোঽন্তর্হিতা তদা ॥ ৮০ ॥ তেঽপি স্বর্গৌকসঃ সর্ব্বে স্বং স্বং স্বর্গং যযুর্মুদা। স্কন্দ উবাচ। ইত্থং দুর্গাভবন্নাম তস্যা দেব্যা মহামুনে। কাশ্যাং সেব্যা যথা সা চ তচ্ছৃণুষ্ব বদামি তে ॥ ৮১ ॥ অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং ভৌমবারে বিশেষতঃ। সম্পূজ্যা

সনাতনী আয়ু, মহাদেবী যশ, ধনুর্দ্ধরী দেবী ধর্ম্ম, কুলদেবী কুল, সদ্গতিপ্রদা সদ্গতি এবং দেবী সর্ব্বাণী, কি রণে, কি রাজকুলে, কি দ্যূতে, কি শত্রুসঙ্কটে, কি গৃহে, কি বনে, বা কি জলাদিতে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের রক্ষা বিধান করুন। ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণ মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, ও চারণগণের সহিত সেই জগদ্ধাত্রী মহেশ্বরীকে এবংবিধ স্তুতিবাদ করিয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর জগন্মাতা ভগবতী পরম পরিতুষ্টা হইয়া সুরগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! তোমরা সকলে এক্ষণে পূর্ব্বের মত স্ব স্ব অধিকার পালন করিতে থাক; আমি তোমাদিগের স্তুতিবাদে পরম প্রীতা হইয়া অপর বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে মানব, শুদ্ধভাবে ভক্তিপূর্ব্বক তোমাদিগের কৃত এই স্তুতিবাদ দ্বারা আমাকে স্তব করিবে, আমি পদে পদে তাহার সমুদয় বিপদ নিবারণ করিব। বজ্রপঞ্জরনামক এই স্তোত্রকবচ পরিধান করিলে মানবগণের আর কুত্রাপি কোনরূপ ভয় থাকিবে না। সংগ্রামক্ষেত্রে দুর্দ্দম্য দুর্গদৈত্যের সংহারহেতু অদ্য প্রভৃতি জগতে আমার "দুর্গা" এই অপর একটী নাম প্রসিদ্ধ হইবে। যাহারা দুর্গার শরণাপন্ন হইবে, তাহাদিগকে কখন দুর্গতিভোগ করিতে হইবে না। বজ্রপঞ্জর নামক এই পবিত্র দুর্গাস্তুতি কবচরূপে ধারণ করিলে যম হইতেও আশঙ্কা থাকিবে না। এই শুভদায়িনী স্তুতি শ্রবণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী, ডাকিনী, ঝুলিঙ্গ, ক্রূর, রাক্ষস ও বিষসর্পগণ এবং অগ্নিভয়, দস্যু, কঙ্কাল, গ্রহ, বালগ্রহ, ও বাতপিত্তাদিজনিত বিষম জ্বর সকল দূর হইতে পলায়ন করে। দুর্গার মহিমাপ্রকাশক বজ্র-পঞ্জর নামক এই স্তোত্র দ্বারা পরিরক্ষিত ব্যক্তির বজ্র হইতেও ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি, অষ্টজপ্ত এই স্তোত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল পান করিবে, তাহার কখন উদরপীড়া বা স্ত্রীলোক হইলে গর্ভপীড়াও হইবে না এবং এই স্তোত্রশোধিত জল-পানে বালকগণের সর্ব্বপ্রকার উপসর্গ শান্তি পাইবে। এই জগতে যে স্থানে এই স্তোত্র বিদ্যমান থাকিবে, তথায় এই সকল শক্তিগণ আমার সহিত অবস্থিত থাকিয়া, মদীয়াজ্ঞায় মদীয় ভক্তগণকে সতত রক্ষা করিবে। দেবী মহেশ্বরী, দেবগণকে ঈদৃশ বরদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলে, তাঁহারাও পরমানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মহামুনে! সেই দেবীর এইরূপে দুর্গা নাম হইয়াছে। এক্ষণে কাশীধামে যেরূপে তাঁহাকে পূজা করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে

সততং কাশ্যাং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ৮২ ॥ নবরাত্রং প্রযত্নেন প্রত্যহং সা সমর্চ্চিতা। নাশয়িষ্যতি বিঘ্নোঘান্ সুমতিঞ্চ প্রদাস্যতি ॥ ৮৩ ॥ মহাপূজোপহারৈশ্চ মহাবলিনিবেদনৈঃ। দাস্যত্যভীষ্টদা সিদ্ধিং দুর্গা কাশ্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ প্রতিসংবৎসরং তস্যাঃ কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ। শারদং নবরাত্রঞ্চ সকুটুম্বৈঃ শুভার্থিভিঃ ॥ ৮৫ ॥ যো ন সাংবৎসরীং যাত্রাং দুর্গায়াঃ কুরুতে কুধীঃ। কাশ্যাং বিঘ্নসহস্রাণি তস্য স্যুশ্চ পদে পদে ॥ ৮৬ ॥ দুর্গাকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বদুর্গতিহারিণীম্। দুর্গাং সম্পূজ্য বিধিবন্নবজন্মাঘমুৎসৃজেৎ ॥ ৮৭ ॥ সা দুর্গা শক্তিভিঃ সার্দ্ধং কাশীং রক্ষতি সর্ব্বতঃ। তাঃ প্রযত্নেন সম্পূজ্যাঃ কালরাত্রিমুখা নরৈঃ ॥ ৮৮ ॥ রক্ষন্তি ক্ষেত্রমেতদ্বৈ তথান্যা নব শক্তয়ঃ। উপসর্গসহস্রেভ্যস্তা বৈ দিগ্‌দেবতাঃ ক্রমাৎ ॥ ৮৯ ॥ শতনেত্রা সহস্রাস্যা তথাযুতভুজা পরা। অশ্বারূঢ়া গজাস্যা চ ত্বরিতা শববাহিনী ॥ ৯০ ॥ বিশ্বা সৌভাগ্যগৌরী চ স্বষ্টাঃ প্রাচ্যাদিমধ্যতঃ। এতা যত্নেন সম্পূজ্যাঃ ক্ষেত্ররক্ষণদেবতাঃ ॥ ৯১ ॥ তথৈব ভৈরবাশ্চাষ্টৌ দিক্ষ্বষ্টাসু প্রতিষ্ঠিতাঃ। রক্ষন্তি সততং কাশীং নির্ব্বাণশ্রীনিকেতনম্ ॥ ৯২ ॥ রুরুশ্চণ্ডোঽসিতাঙ্গশ্চ কপালী ক্রোধনস্তথা। উন্মত্তভৈরবস্তদ্বৎক্রমাৎ সংহারভীষণৌ ॥ ৯২ ॥ চতুঃষষ্টিশ্চ বেতালা মহাভীষণমূর্ত্তয়ঃ। রুণ্ডমুণ্ডস্রজঃ সর্ব্বে কর্ত্রীখর্পরপাণয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ শবাহনা রক্তমুখা মহাদংষ্ট্রা মহাভুজাঃ। নগ্না বিমুক্তকেশাশ্চ প্রমত্তা রুধিরাসবৈঃ ॥ ৯৫ ॥ নানারূপধরাঃ সর্ব্বে নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ। তদাকারৈশ্চ তদ্ভূতৈঃ কোটিশঃ পরিবারিতাঃ ॥৯৬॥ বিদ্যুজ্জিহ্বো ললজ্জিহ্বঃ ক্রূরাস্যঃ ক্রূরলোচন। উগ্রো বিকটদংষ্ট্রশ্চ বক্রাস্যো বক্রনাসিকঃ ॥ ৯৭ ॥ জৃম্ভকো জৃম্ভণমুখো জ্বালানেত্রো বৃকোদরঃ। গর্ত্তনেত্রো মহানেত্রস্তুচ্ছনেত্রোঽন্ত্রমণ্ডনঃ ॥ ৯৮ ॥ জ্বলৎকেশঃ কম্বুশিরাঃ খর্ব্বগ্রীবো মহাহনুঃ। মহানাসো লম্বকর্ণঃ কর্ণপ্রাবরণোঽনসঃ ॥ ৯৯ ॥ ইত্যাদয়ো মুনে ক্ষেত্রং দুর্বৃত্তরুধিরপ্রিয়াঃ। ত্রাসয়ন্তো দুরাচারান্ রক্ষন্তি পরিতঃ সদা ॥ ১০০ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়াদ্যাশ্চ জ্বালামুখ্যন্তগাশ্চ যাঃ। শক্তয়োঽত্র ময়াখ্যাতা মুনে

বিশেষতঃ মঙ্গলবারে সেই দুর্গার্ত্তিহারিণী দুর্গাকে সতত অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। নবরাত্র প্রত্যহ যত্নপুরঃসর তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সমুদয় বিঘ্ন নিবারিত হয় এবং সৎমতি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই কাশীধামে উৎকৃষ্টতর বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক মহাবলি নিবেদন করে দেবী দুর্গা নিঃসন্দেহ তাহাকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। কুশলপ্রার্থী মানবগণ বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রতিবৎসর শরৎকালে নবরাত্র সযত্নে তাঁহার উৎসব করিবে। যে ব্যক্তি, বার্ষিক শারদীয় উৎসব না করে, তাহার পদে পদে সহস্র সহস্র বিঘ্ন উপস্থিত হয়। মানব দুর্গাকুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক সর্ব্বদুর্গতিহারিণী দুর্গা দেবীকে ঐরূপে যথাবিধি নবরাত্র অর্চ্চনা করিলে নবজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। ভগবতী দুর্গা দেবী, কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন ; মানবগণের ঐ শক্তিদিগকেও সযত্নে পূজা করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন অপর নবশক্তি, সহস্র সহস্র উপসর্গ হইতে সতত কাশীধামকে রক্ষা করিতেছেন। উক্ত শতনেত্রা, সহস্রাস্যা, অযুতভুজা, অশ্বারূঢ়া, গজাস্যা, ত্বরিতা, শববাহিনী, বিশ্বা ও সৌভাগ্যগৌরী নামে নবশক্তি, যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কাশীক্ষেত্রের রক্ষাকারী ঐ সকল দেবতাকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। ৪৯—৯১। এইরূপ রুরু, চণ্ড, অসিতাঙ্গ, কপালী, ক্রোধন, উন্মত্ত, সংহার ও ভীষণ নামক অষ্টভৈরব অষ্ট দিকে অবস্থিত থাকিয়া নির্ব্বাণলক্ষ্মীর নিকেতন স্বরূপ কাশীক্ষেত্র সতত রক্ষা করিতেছেন। আর বিদ্যুজ্জিহ্ব, ললজ্জিহ্ব, ক্রূরাস্য, ক্রূরলোচন, উগ্র, বিকটদংষ্ট্র, বক্রাস্য, বক্রনাসিক, জৃম্ভক, জৃম্ভণমুখ, জ্বালানেত্র, বৃকোদর, গর্ত্তনেত্র, মহানেত্র, তুচ্ছনেত্র, অন্ত্রমণ্ডন, জ্বলৎকেশ, শম্বুশিরাঃ, খর্ব্বগ্রীব, মহাহনু, মহানাস, লম্বকর্ণ, কর্ণপ্রাবরণ ও অনস প্রভৃতি মহাভীমকায় চতুঃষষ্টিবেতাল, তাদৃশাকারসম্পন্ন কোটী কোটী ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দুরাচারদিগকে ত্রাসিত করত সর্ব্বদা কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। উহাদিগের সকলের গলদেশে মুণ্ডমালা এবং হস্তে খর্পর ও ছুরিকা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দেদীপ্যমান হইতেছে। সকলেরই মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ভীষণ দংষ্ট্রা ও কেশপাশ লম্বমান। নানারূপধারী মহাভুজ ঐ বেতালগণ সর্ব্বদা রুধির ও মদ্যপানে উন্মত্ত এবং অতি দুর্বৃত্ত ও রুধিরপ্রিয়। হে মুনিবর কুম্ভযোনে। আমি পূর্ব্বে যে ত্রৈলোক্যবিজয়া আদি করিয়া জ্বালামুখীঅন্ত শক্তিগণের কথা উল্লেখ

কলসসম্ভব ॥ ১০১ ॥ তাঃ কাশীং পরিরক্ষন্তি চতুর্দ্দিক্ষূদ্যতায়ুধাঃ। তাঃ সমর্চ্চ্যাঃ প্রযত্নেন মহাবিঘ্নপ্রশান্তয়ে ॥ ১০২ ॥ ভৈরবা রুরুমুখ্যাশ্চ মহাভয়নিবারকাঃ। সম্পূজ্যাঃ সর্ব্বদা কাশ্যাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবঃ ॥ ১০৩ ॥ বিদ্যুজ্জিহ্বপ্রভৃতয়ো বেতালা উগ্ররূপিণঃ। অত্যুগ্রানপি বিঘ্নৌঘান্ হরিন্ত্যর্চ্চিতা ইহ ॥ ১০৪ ॥ তথা ভূতাবলী চাত্র নানাভীষণরূপিণী। উদায়ুধাবতি পুরীং শতকোটিমিতা মুনে ॥ ১০৫ ॥ নির্ব্বাণলক্ষ্মীক্ষেত্রস্থ পালয়িত্রী পদে পদে। এতা বৈ দেবতাঃ পূজ্যাঃ কাশ্যাং নির্ব্বাণকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥১০৬॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং নরো দুর্গজয়াভিধম্। নানাশক্তিসমাযুক্তং দুর্গমাশু তরিষ্যতি ॥ ১০৭ ॥ য এতে ভৈরবাঃ প্রোক্তা যে বেতালা উদাহৃতাঃ। তেষাং নামানি চাকর্ণ্য নরো বিঘ্নৈর্ন দূয়তে ॥ ১০৮ ॥ অদৃষ্টা অপি তে ভূতা এতদাখ্যানপাঠকম্। রক্ষিষ্যন্তি প্রযত্নেন সহ শ্রোতৃজনেন চ ॥ ১০৯ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কাশীভক্তিপরৈর্নরৈঃ। শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং মহাবিঘ্ননিবারণম্ ॥ ১১০ ॥ গৃহেঽপি যস্য লিখিতমেতৎ স্থাস্যতি পূজিতম্। তস্যাপদাং সহস্রাণি নাশয়িষ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ১১১ ॥ কাশ্যাং যস্যাস্তি বৈ প্রেম তেন কৃত্বাঽঽদরং শুভম্। শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং বজ্রপঞ্জরসন্নিভম্ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্গাবিজয়ো নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

করিয়াছি, তাঁহারা সকলে অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করিয়া কাশীর চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন ; মহাবিঘ্নশান্তির নিমিত্ত যত্নসহকারে সেই সর্ব্বসম্পত্তির নিদানভূত শক্তিদিগকে কাশীধামে সতত পূজা করিবে এবং বিদ্যুজ্জিহ্ব প্রভৃতি যে ভীমরূপী বেতালগণের উল্লেখ করিয়াছি, এই কাশীক্ষেত্রে তাঁহারা অর্চ্চিত হইলে অত্যুগ্র বিঘ্নরাশিকেও হরণ করিয়া থাকেন। হে মুনে! নানাভূষণবিভূষিত শতকোটী ভূতগণও বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ করত পদে পদে নির্ব্বাণলক্ষ্মীনিলয় কাশীধাম রক্ষা করিতেছে। যে সকল মানবগণ নির্ব্বাণমোক্ষ অভিলাষ করেন, কাশীমধ্যে তাঁহাদিগের ঐ সকল দেবতাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য। মানব, দুর্গাবিজয় নামক নানা শক্তিগণের মহিমাপূর্ণ পবিত্র এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে, ত্বরায় বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়। যে সকল মানব, পূর্ব্বোক্ত ভৈরব ও বেতালগণের নাম শ্রবণ করে, তাহারা কোনরূপ বিঘ্নে অভিভূত হয় না। উল্লিখিত ভূতগণ চক্ষুর্বিষয় না হইলেও যাহারা এই উপাখ্যান পাঠ করে, তাঁহারা তাহাদিগকে শ্রোতৃবর্গের সহিত সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব কাশীক্ষেত্রে যাহাদিগের অচলা ভক্তি আছে, তাহাদের সর্ব্বপ্রযত্নে এই মহাবিঘ্ননিবারণ উপাখ্যান শ্রবণ করা বিধেয়। পত্রাদিলিখিত এই উপাখ্যান যাহার গৃহে সযত্নে রক্ষিত হয়, পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণ, তাহার শত সহস্র বিপদ্ নিবারণ করিয়া থাকেন। কাশীপ্রেমিক মানবগণের পরম সমাদরে বজ্রপঞ্জর নামক এই উপাখ্যান শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ৯২—১১২।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। ত্রিলোচনং সমাসাদ্য দেবদেবঃ ষড়ানন। জগদম্বিকয়া যুক্তঃ কিং চকারাশু তদ্বদ ॥ ১ ॥ স্কন্দ উবাচ। মুনে কলসজাখ্যামি যৎপৃষ্টং তন্নিশাময়। বিরজঃসংজ্ঞকং পীঠং যৎপ্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ২ ॥ তৎপীঠদর্শনাদেব বিরজা জায়তে নরঃ। যত্রাস্তি তন্মহালিঙ্গং বারাণস্যাং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩ ॥ তীর্থে পিলিপিলাখ্যং তদ্দ্যুনদ্যম্ভসি বিশ্রুতম্। সর্ব্বতীর্থময়ং তীর্থং তৎকাশ্যাং পরিগীয়তে ॥ ৪ ॥ বিষ্টপত্রিতয়ান্তর্যে দেবর্ষিমনুজোরগাঃ। সসরিৎপর্ব্বতারণ্যাঃ সন্তি তে তত্র

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে ষড়ানন! ভগবান্ দেবদেব জগদম্বার সহিত ত্রিলোচনলিঙ্গের সমাসন্ন হইয়া কি করিলেন, তাহা অবিলম্বে আমায় বলুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনে কুম্ভযোনে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক যে বিরজঃসংজ্ঞক পীঠের কথা বলিয়াছি, সেই পীঠদর্শনে মানব, রজোগুণশূন্য হইয়া থাকে। বারাণসীতে উক্ত বিরজঃসংজ্ঞক পীঠে ত্রিলোচন মহালিঙ্গ ও স্বর্ণদীসলিলে প্রসিদ্ধ পিলিপিলাতীর্থ বিরাজমান আছে। ঐ তীর্থ সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। হে মুনে! যেহেতু ত্রিবিষ্টপের (ভুবনের) অন্তর্বর্ত্তী দেব, ঋষি, মনুষ্য ও নাগ—

...মুনে ॥ ৫ ॥ তদারভ্য চ তত্তীর্থং তচ্চ লিঙ্গং ত্রিলোচনম্। ত্রিবিষ্টপমিতি খ্যাতমতো হেতোঃ সুরেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥ ত্রিবিষ্টপস্য লিঙ্গস্য মহিমোক্তঃ পিনাকিনা। জগজ্জনন্যাঃ পুরতো যথা বচ্মি তথা মুনে ॥ ৭ ॥ দেব্যুবাচ। দেবদেব জগন্নাথ শর্ব্ব সর্ব্বদ সর্ব্বগ। সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বজনক কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি তদ্বদ ॥ ৮ ॥ ইদং তব প্রিয়ং ক্ষেত্রং কর্ম্মবীজমহৌষধম্। নৈঃশ্রেয়স্যাঃ শ্রিয়ো গেহং মমাপি প্রীতিদং মহৎ ॥৯॥ যৎক্ষেত্ররজসোঽপ্যগ্রে ত্রিলোক্যপি তৃণায়তে। তস্যাখিলস্য মহিমা বিশ্ব সেনাবগম্যতে ॥ ১০ ॥ কাশীহ সন্তি লিঙ্গানি তানি সর্ব্বাণ্যসংশয়ম্। নির্ব্বাণকরণান্যেব স্বয়ম্ভুন্যপি তান্যপি ॥ ১১ ॥ যদ্যপ্যেবং তথাপীশ বিশেষং বক্তুমর্হসি। কান্যা-নাদিসিদ্ধানি কানি লিঙ্গানি শঙ্করঃ ॥ ১২ ॥ যত্র-দেবঃ সদা তিষ্ঠেৎ সংবর্ত্তেঽপি সবল্লভঃ। যৈরিয়ং প্রথিতিং প্রাপ্তা কাশী মুক্তিপুরীতি চ ॥ ১৩ ॥ যেষাং স্মরণতোঽপ্যত্র ভবেৎ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ঃ। দর্শনস্পর্শনাভ্যাঞ্চ স্যাতাং স্বর্গাপবর্গকৌ ॥ ১৪ ॥ যেষাং সমর্চ্চনাদেব মধ্যে জন্মসকাদ্ভবো। লিঙ্গানি

পূজিতানি স্যুঃ কাশ্যাং সর্ব্বাণি নিশ্চিতম্ ॥ ১৫ ॥ বিধায় ময্যনুক্রোশং কারুণ্যামৃতসাগর। এতদাচক্ষ্ব মে শম্ভো পাদয়োঃ প্রণতাস্ম্যহম্ ॥ ১৬ ॥ ইত্যাকর্ণ্য মহেশানস্তস্যা দেব্যাঃ সুভাষিতম্। কথয়ামাস বিন্ধ্যারে মহালিঙ্গানি সত্তম ॥ ১৭ ॥ যন্নামাকর্ণনাদেব ক্ষীয়ন্তে পাপরাশয়ঃ। প্রাপ্যন্তে পুণ্যসম্ভারাঃ কাশ্যাং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ১৮ ॥ দেবদেব উবাচ। শৃণু দেবি পরং গুহ্যং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মুক্তিকারণম্। ইদং বিদন্তি নৈবাপি ব্রহ্মনারায়ণাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥ অসংখ্যাতানি লিঙ্গানি পার্ব্বত্যানন্দকাননে। স্থূলান্যপি চ সূক্ষ্মাণি নানারত্নময়ানি চ ॥ ২০ ॥ নানাধাতুময়ানীশে দার্ষদান্যপ্যনেকশঃ। স্বয়ম্ভুন্য-প্যনেকানি দেবর্ষিস্থাপিতান্যহো ॥ ২১ ॥ সিদ্ধ-চারণগন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষোঽর্চ্চিতান্যপি। অসুরোরগ-মর্ত্ত্যৈশ্চ দানবৈরপ্সরোগণৈঃ ॥ ২২ ॥ দিগ্‌গজৈ-র্গিরিভিস্তীর্থৈঋক্ষবানরকিন্নরৈঃ। পতত্রিপ্রমুখৈ-র্দেবি স্বস্বনামাঙ্কিতানি বৈ ॥ ২৩ ॥ প্রতিষ্ঠিতানি যানীহ মুক্তিহেতুনি তান্যপি। অদৃশ্যান্যপি দৃশ্যানি ত্রুবস্থান্যপি প্রিয়ে ॥ ২৪ ॥ ভগ্নান্যপি চ কালেন তানি পূজ্যানি সুন্দরি। পরার্দ্ধশতসংখ্যানি

নদী, শৈল, কাননের সহিত তথায় বিরাজিত আছে। তন্নিবন্ধন উক্ত তীর্থ ও ত্রিলোচন লিঙ্গ ত্রিবিষ্টপ নামে খ্যাত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইলেন! হে মুনে! ভগবান্ পিনাকপাণি, জগজ্জননী দেবীর সমক্ষে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গের মহিমা যেরূপ বলিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবী বলিলেন,—হে সর্ব্ব-দর্শিন্! সর্ব্বজনক! সর্ব্বত্রগ! সর্ব্বপ্রদ! সর্ব্ব! জগৎপতে! দেবদেব! কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা আছে, বলুন। এই কাশীক্ষেত্র—কর্ম্মবীজের মহৌষধ ও মোক্ষলক্ষ্মীধাম—আপনার যেমন প্রিয় আমার ততোধিক প্রীতিপ্রদ। যাহার ধূলাগ্রের কাছে ত্রিলোকীও তৃণবৎ লঘু বোধ হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রের সমুদয়ের মাহাত্ম্য কে অবগত হইতে পারে? হে শঙ্কর! ঈশ! যদিও এই ক্ষেত্র-স্থিত কি অনাদি, কি স্থাপিত, সকল শিবলিঙ্গই নির্ব্বাণ প্রদান করিয়া থাকেন সত্য বটে, তথাপি কোনগুলি অনাদিসিদ্ধ লিঙ্গ তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। যাহাতে আপনি শক্তির সহিত প্রলয়-কালেও আবির্ভূত থাকিবেন, যে লিঙ্গগুলি থাকাতে কাশী মুক্তিপুরী নামে বিখ্যাত হইয়াছে, যাহা-দিগের স্মরণে পাপক্ষয় এবং দর্শন ও স্পর্শনে স্বর্গ-অপবর্গ হয় আর যাহাদিগের অর্চ্চনা জন্মমধ্যে একবার করিলে কাশীর সমস্ত লিঙ্গের পূজা সম্পন্ন হয়, সেইগুলি কোন্ শিবলিঙ্গ? হে প্রভো! করুণা-মৃতসাগর! ইহা আমায় অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। হে শম্ভো! আপনার চরণে আমি প্রণত আছি।১-১৬।

হে বিন্ধ্যরিপো! মুনিসত্তম! মহেশ্বর, দেবীর এইরূপ সুভাষিত শুনিয়া, যাহাদিগের নাম শ্রবণে পাপরাশিক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয় হয়, কাশীস্থ সেই নির্ব্বাণকারণ মহালিঙ্গগুলি বলিতে লাগিলেন। দেবদেব বলিলেন,—হে দেবি! এই ক্ষেত্রস্থিত মুক্তিকারণ পরম গুহ্য কথা শ্রবণ কর; ইহা বিরিঞ্চি নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ কেহই জ্ঞাত নহেন। হে পার্ব্বতি! এই আনন্দকাননে স্থূল সূক্ষ্ম, নানা-রত্নময় ধাতুময় ও পাষাণময় অনাদি ও দেবর্ষিস্থাপিত অসংখ্য লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসসেবিত এবং অসুর, নাগ, মনুষ্য, দানব, অপ্সরা, দিগ্‌গজ, গিরি, তীর্থ, ঋক্ষ, বানর, কিন্নর ও পক্ষী প্রভৃতি জীবপ্রতিষ্ঠিত স্ব স্ব নামাঙ্কিত মুক্তিপ্রদ অদৃশ্য, দৃশ্য, ত্রুবস্থাযিত ও কালক্রমে ভগ্ন বহুতর লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা সক-লেই পূজনীয়। অয়ি প্রিয়ে! সুন্দরি! আমি একদা এইরূপে শত পরার্দ্ধসংখ্যা গণনা করিয়াছি ও

গলিতাস্তেহধুনা ময়া ॥ ২৫ ॥ গঙ্গান্তস্ত্বপি তিষ্ঠন্তি ষষ্টিকোটিমিতানি হি। সিদ্ধলিঙ্গানি তানীশে তিরোহভূত্বমাযযুঃ ॥ ২৬ ॥ গণনাদিবসাদর্ব্বাগ্ম ভক্তজনৈঃ প্রিয়ে। প্রতিষ্ঠিতানি যানীহ তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ২৭ ॥ ত্বয়া তু যানি পৃষ্টানি যৈরিদং ক্ষেত্রমুত্তমম্। তানি লিঙ্গানি বক্ষ্যামি মুক্তিহেতূনি সুন্দরি ॥ ২৮ ॥ কলাবতীব গোপ্যানি ভবিষ্যন্তি গিরীন্দ্রজে। পরং তেষাং প্রভাবে যঃ স্বং স্বং স্থানং ন হাস্যতি ॥ ২৯ ॥ কলিকল্মষপুষ্টা যে যে দুষ্টা নাস্তিকাঃ শঠাঃ। এতেষাং সিদ্ধলিঙ্গানাং জ্ঞাস্যন্ত্যাখ্যামপীহ ন ॥ ৩০ ॥ নামশ্রবণতোহপীহ যল্লিঙ্গানাং শুভাননে। বৃজিনানি ক্ষয়ং যান্তি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ ওঙ্কারঃ প্রথমং লিঙ্গং দ্বিতীয়ং চ ত্রিলোচনম্। তৃতীয়শ্চ মহাদেবঃ কৃত্তিবাসাশ্চতুর্থকম্ ॥ ৩২ ॥ রত্নেশঃ পঞ্চমং লিঙ্গং ষষ্ঠং চন্দ্রেশ্বরাভিধম্। কেদারঃ সপ্তমং লিঙ্গং ধর্ম্মেশশ্চাষ্টমং প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥ বীরেশ্বরঞ্চ নবমং কামেশং দশমং বিদুঃ। বিশ্বকর্ম্মেশ্বরং লিঙ্গং শুভমেকাদশং পরম্ ॥ ৩৪ ॥ দ্বাদশং মণিকর্ণীশমবিমুক্তং ত্রয়োদশম্। চতুর্দ্দশং মহালিঙ্গং মম বিশ্বেশ্বরাভিধম্ ॥ ৩৫ ॥ প্রিয়ে চতুর্দ্দশৈতানি শ্রিয়ো হেতূনি সুন্দরি। এতেষাং সমবায়োহয়ং মুক্তিক্ষেত্রমিহেরিতম্ ॥ ৩৬ ॥ দেবতাঃ সমধিষ্ঠাত্র্যঃ ক্ষেত্রস্যাস্য পরা ইমাঃ। আরাধিতাঃ প্রযচ্ছন্তি নৃভ্যো নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ আনন্দকাননে মুক্ত্যৈ প্রোক্তান্যেতানি সুন্দরি। প্রিয়ে চতুর্দ্দশেজ্যানি মহালিঙ্গানি দেহিনাম্ ॥ ৩৮ ॥ প্রতিমাসং সমারভ্য তিথিং প্রতিপদং শুভাম্। এতেষাং লিঙ্গমুখ্যানাং কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৯ ॥ অনারাধ্য মহাদেবমেষু লিঙ্গেষু কুম্ভজ। কঃ কাশ্যাং মোক্ষমাপ্নোতি সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ ॥ ৪০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কাশীফলমভীপ্সুভিঃ। পূজ্যান্যেতানি লিঙ্গানি ভক্ত্যা পরময়া মুনে ॥ ৪১ ॥ অগস্ত্য উবাচ। এতান্যেব কিমন্যানি মহালিঙ্গানি ষণ্মুখ। নির্ব্বাণকারণানীহ যদি সন্তি তদা বদ ॥ ৪২ ॥ স্কন্দ উবাচ। অন্যান্যপি চ সন্তীহ মহালিঙ্গানি সুব্রত। কলিপ্রভাবাদ্গুপ্তানি ভবিষ্যন্ত্যেব তানি বৈ ॥ ৪৩ ॥ যস্যেশ্বরে সদা ভক্তির্যঃ কাশীতত্ত্ববিত্তমঃ। স এবৈতানি লিঙ্গানি বেৎ সত্যন্যো ন কশ্চন ॥ ৪৪ ॥ যেষাং নামগ্রহেণাপি কলিকল্মষসঙ্ক্ষয়ঃ। অমৃতেশস্তারকেশো জ্ঞানেশঃ

গঙ্গাসলিলে ষষ্টিকোটীসংখ্য যে সিদ্ধলিঙ্গ আছেন, তাঁহারা কলিকালে অদৃশ্য হইয়াছেন। অয়ি প্রিয়ে! আমার গণনাদিবসের পর ভক্তজনে যে সকল লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অয়ি সুন্দরি! তুমি এক্ষণে যে লিঙ্গগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ও যাহাতে এই ক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, সেই মুক্তিদায়ক লিঙ্গের কথা বলি, শুন। অয়ি গিরিরাজনন্দিনি! কলিযুগে তাঁহারা অতি গুহ্য থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদির স্থানমাহাত্ম্য কদাচ যাইবে না। অয়ি শুভাননে! যাহারা কলিকলুষে পুষ্ট দুষ্ট নাস্তিক ও শঠ; যে লিঙ্গগুলির নাম শ্রবণে পাপ ক্ষীণ ও পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহারা তাহাদিগের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না। তন্মধ্যে প্রথম ওঙ্কারেশ্বর, দ্বিতীয় ত্রিলোচননাথ, তৃতীয় মহাদেব, চতুর্থ কৃত্তিবাস, পঞ্চম রত্নেশ্বর, ষষ্ঠ চন্দ্রেশ্বর, সপ্তম কেদারেশ্বর, অষ্টম ধর্ম্মেশ্বর, নবম বীরেশ্বর, দশম কামেশ্বর, একাদশ বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, দ্বাদশ মণিকর্ণীশ্বর, ত্রয়োদশ অবিমুক্তেশ্বর, ও চতুর্দ্দশ বিশ্বেশ্বর নামক মহালিঙ্গ জানিবে। অয়ি সুন্দরি! এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ মোক্ষশ্রীর মুখীভূত কারণ; ইঁহাদিগের সমবায়ে এই কাশীকে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া থাকে। ১৭—৩৬। ইঁহারাই ক্ষেত্রের পরম অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও আরাধনায় মনুষ্যকে কৈবল্যসম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। অয়ি প্রিয়ে! আনন্দকাননে এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গ মুক্তির হেতুভূত ও মনুষ্যগণের পূজ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। হে কুম্ভসম্ভব! প্রতিমাসে শুভ প্রতিপদ্ তিথি হইতে এই মহালিঙ্গগুলির উৎসব যত্নপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য; নতুবা—ইহাদিগকে আরাধনা না করিলে—কাশীতে কেহই মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও। অতএব হে মুনে! কাশীফলপ্রার্থী মনুষ্য মাত্রেরই পরমভক্তিসহকারে এই লিঙ্গগুলির অর্চ্চনা সর্ব্বান্তঃকরণে করা উচিত। অগস্ত্য বলিলেন,—হে ষড়ানন! দেবদেবকথিত এই মহালিঙ্গগুলিই কি কেবল নির্ব্বাণের কারণ আছেন, অপর লিঙ্গ কি নাই? যদি থাকে, তবে বলুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে সুব্রত! এই ক্ষেত্রে অপরাপর মহালিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহারা কলিপ্রভাবে লুপ্তপ্রভাব হইবেন। যাহার ঈশ্বরে সদাভক্তি ও যে কাশীতত্ত্বজ্ঞ, সেই ব্যক্তিই, যাঁহাদিগের নামোচ্চারণে কলিকল্মষ ক্ষয় হয়, সেই এই লিঙ্গগুলি জানিতে পারিবে; অপর কেহ জানিতে

কঙ্কণেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥ মোক্ষদ্বারেশ্বরশ্চৈব স্বর্গদ্বারেশ্বরস্তথা। ব্রহ্মেশো লাঙ্গলশ্চৈব বৃদ্ধকালেশ্বরস্তথা ॥ ৪৬ ॥ বৃষেশশ্চৈব চণ্ডীশো নন্দিকেশো মহেশ্বরঃ। জ্যোতীরূপেশ্বরং লিঙ্গং খ্যাতমত্র চতুর্দ্দশম্ ॥ ৪৭ ॥ কাশ্যাং চতুর্দ্দশৈতানি মহালিঙ্গানি সুন্দরি। ইমানি মুক্তিহেতূনি লিঙ্গান্যানন্দকাননে ॥ ৪৮ ॥ কলিকল্মষবুদ্ধীনাং নাখ্যেয়ানি কদাচন ॥ এতান্যারাধয়েদ্‌যস্তু লিঙ্গানীহ চতুর্দ্দশ ॥ ৪৯ ॥ ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ সংসারাধ্বনি কর্হিচিৎ। কাশীকোশোঽয়মতুলো ন প্রকাশো যতস্ততঃ ॥ ৫০ ॥ এতল্লিঙ্গাভিধা দেবি মহাপদ্যপি দুঃখহৃৎ। রহস্যং পরমং চৈতৎ ক্ষেত্রস্যাস্য বরাননে ॥ ৫১ ॥ চতুর্দ্দশাপি লিঙ্গানি মৎসান্নিধ্যকরাণি হি। অবিমুক্তস্য হৃদয়মেতদেব গিরীন্দ্রজে ॥ ৫২ ॥ ইমানি যানি লিঙ্গানি সর্ব্বেষাং মুক্তিদানি হি। একৈকভুবনস্যেহ সারমাদায় সর্ব্বতঃ। ময়ৈতানি কৃতান্যেব মহাভক্তিকৃপাবশাৎ ॥ ৫৩ ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে ধ্রুবং মুক্তিরিতি যা প্রথিতিঃ প্রিয়ে। কারণং তত্র লিঙ্গানি ময়ৈতানি চতুর্দ্দশ ॥ ৫৪ ॥ ত এব ব্রতিনঃ কান্তে ত এব চ তপস্বিনঃ। ধ্যাতান্যেতানি যৈর্ভক্তৈলিঙ্গান্যানন্দকাননে ॥ ৫৫ ॥ ত এবাভ্যস্তসদ্‌যোগা দত্তদানাস্ত এব হি। কাশ্যামিমানি লিঙ্গানি যৈর্দৃষ্টান্যপি দূরতঃ ॥ ৫৬ ॥ ইষ্টাপূর্ত্তাশ্চ যে ধর্ম্মাঃ প্রণীতা মুনিসত্তমৈঃ। তে সর্ব্বে তেন বিহিতা যাবজ্জীবং নিরেনসা ॥ ৫৭ ॥ যেনাবিমুক্তমাসাদ্য মহালিঙ্গানি পার্ব্বতি। সকৃদভ্যর্চ্চিতানীহ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ স্কন্দ উবাচ। অন্যান্যপি চ বিন্ধ্যারে দেব্যৈ প্রোক্তানি শম্ভুনা। স্বভক্তানাং হিতার্থায় তান্যথাকর্ণয়াগ্রজ ॥ ৫৯ ॥ শৈলেশঃ সঙ্গমেশশ্চ স্বর্লীনো মধ্যমেশ্বরঃ। হিরণ্যগর্ভ ঈশানো গোপ্রেক্ষো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৬০ ॥ উপশান্তশিবো জ্যেষ্ঠো নিবাসেশ্বর এব চ। শুক্রেশো ব্যাঘ্রলিঙ্গঞ্চ জম্বুকেশং চতুর্দ্দশম্ ॥ ৬১ ॥ মুনে চতুর্দ্দশৈতানি মহায়তনানি বৈ। এতেষামপি সেবাতো নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২ ॥ চৈত্রকৃষ্ণপ্রতিপদং সমারভ্য প্রযত্নতঃ। আচতুর্দ্দশি পূজ্যানি লিঙ্গান্যেতানি সত্তমৈঃ ॥ ৬৩ ॥ এতেষাং বার্ষিকী যাত্রা সুমহোৎসব-

---

পারিবে না। (১) অমৃতেশ্বর, (২) তারকেশ্বর, (৩) জ্ঞানেশ্বর, (৪) কঙ্কণেশ্বর, (৫) মোক্ষদ্বারেশ্বর, (৬) স্বর্গদ্বারেশ্বর, (৭) ব্রহ্মেশ্বর, (৮) লাঙ্গলীশ্বর, (৯) বৃদ্ধকালেশ্বর, (১০) বৃষেশ্বর, (১১) চণ্ডীশ্বর, (১২) নন্দিকেশ্বর, (১৩) মহেশ্বর ও (১৪) জ্যোতীরূপেশ্বর; এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গ কাশীতে বিখ্যাত। অয়ি সুন্দরি! আনন্দকাননে এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গও মহালিঙ্গ এবং মুক্তির নিদান। কলিকালে পাপবুদ্ধি মনুষ্যের নিকট কদাচ এইগুলির কথা বলিবে না। যে জন ইহাঁদিগের আরাধনা করিবে, তাহাকে কখনই সংসারপথের পথিক হইতে হইবে না। অয়ি দেবি! এই অনুপম কাশীরত্নভাণ্ডার যে-সে ব্যক্তির নিকট প্রকাশ্য নহে। অয়ি বরাননে! এই লিঙ্গগুলির নামোচ্চারণও মহাসঙ্কটে দুঃখ হরণ করিয়া থাকে। অয়ি গিরীন্দ্রকন্যে! এই ক্ষেত্রের ইহাই পরম রহস্য। এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গও আমার সান্নিধ্যকর জানিবে। সকলের মুক্তিদায়ক এই যে চতুর্দ্দশ লিঙ্গ বর্ণিত হইল, আমি ইহাদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবনের সার লইয়া মদীয় মহাভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ নির্ম্মাণ করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে, নিশ্চয় মুক্তি হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কারণ আমার এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ। অয়ি কান্তে! যে ভক্তগণ, আনন্দকাননে এই লিঙ্গগুলির ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রতধারী ও তপস্বী। যাঁহারা দূর হইতেও কাশীস্থিত এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যোগাভ্যাস ও দানফল পাইয়া থাকেন ।৩৭—৫৬। মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম-প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্তের ফল যাবজ্জীবন নিষ্পাপ থাকিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অয়ি পার্ব্বতি। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, এই মহালিঙ্গগুলির একবার অর্চ্চনা করে, সে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্কন্দ কহিলেন,—হে বিপ্র! বিন্ধ্যশত্রো! ভগবান্ শম্ভু নিজ ভক্তগণের হিতার্থে অন্য যেগুলি, দেবীকে বলিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তন্মধ্যে (১) শৈলেশ্বর, (২) সঙ্গমেশ্বর (৩) স্বর্লীন, (৪) মধ্যমেশ্বর, (৫) হিরণ্যগর্ভ, (৬) ঈশান, (৭) গোপ্রেক্ষ, (৮) বৃষভধ্বজ, (৯) উপশান্তশিব, (১০) জ্যেষ্ঠ, (১১) নিবাসেশ্বর, (১২) শুক্রেশ্বর, (১৩) ব্যাঘ্রলিঙ্গ ও (১৪) জম্বুকেশ্বর এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ। হে মুনে! ইহাই চতুর্দ্দশ মহায়তন; ইহাঁদিগের সেবায় মনুষ্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী তিথি পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের পূজা যত্নপূর্ব্বক সজ্জনের কর্ত্তব্য। মনুষ্যগণ মহা উৎসবপূর্ব্বক ইহাঁদিগের

পূর্ব্বকম্। কাশ্যাং মুমুক্ষুভিঃ সম্যক্‌ক্ষেত্রসংসিদ্ধিদায়িনী ॥ ৬৪ ॥ মুনে চতুর্দ্দশৈতানি মহালিঙ্গানি যত্নতঃ। দৃষ্ট্বা ন জায়তে জন্তুঃ সংসারে দুঃখসাগরে ॥ ৬৫ ॥ ক্ষেত্রস্য পরমং তত্ত্বমেতদেব প্রিয়ে ধ্রুবম্। সংসাররোগ-গ্রস্তানামিদমেব মহৌষধম্ ॥ ৬৬ ॥ ক্ষেত্রস্যোপনিষ-চ্চৈষা মুক্তিবীজমিদং পরম্। কর্ম্মকাননদাবাগ্নিরেষা লিঙ্গাবলিঃ প্রিয়ে ॥ ৬৭ ॥ একৈকস্যাস্য লিঙ্গস্য মহিমাদ্যন্তবর্জ্জিতঃ। ময়ৈব জ্ঞায়তে দেবি সম্যঙ্ নান্যেন কেনচিৎ ॥ ৬৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা মুনে প্রাহ দেবী হৃষ্টতনূরুহা। প্রণম্য দেবমীশানং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদং শিবম্ ॥ ৬৯ ॥ দেব্যুবাচ। রহস্যং পরমং কাশ্যাং যদেতৎ সমুদীরিতম্। তচ্ছ্রুত্বোৎসুকতাং প্রাপ্তং মনো মেহতীববল্লভ ॥ ৭০ ॥ যত্ত্বক্তং লিঙ্গ-মেকৈকং মহাসারতরং পরম্। কাশ্যাং পরম-নির্ব্বাণকারণং কারণেশ্বর ॥ ৭১ ॥ প্রত্যেকং মহিমানং মে ব্রূহ্যেষাং ভুবনেশ্বর। চতুর্দ্দশানাং লিঙ্গানাং শ্রবণাদঘহারিণাম্ ॥ ৭২ ॥ ওঙ্কারেশস্য লিঙ্গস্য কথমত্র সমাগমঃ। অতিপুণ্যতমাত্তস্মাৎ-ক্ষেত্রাদমরকণ্টকাৎ ॥ ৭৩ ॥ কিমাত্মকোঽয়মোঙ্কারো মহিমাস্য চ কো হর। কেনারাধি পুরা চৈষ দদাবারাধিতশ্চ কিম্ ॥ ৭৪ ॥ মৃড়ানীবাক্‌সুধামেতাং বিধায় শ্রুতিগোচরাম্। কথামকথয়দ্দেব ওঙ্কারস্য মহাদ্ভুতাম্ ॥ ৭৫ ॥ দেবদেব উবাচ। কথামাকর্ণয়া-পর্ণে বর্ণয়ামি তবাগ্রতঃ। যথোঙ্কারস্য লিঙ্গস্য প্রাদু-র্ভাব ইহাভবৎ ॥ ৭৬ ॥ পুরানন্দবনে চাত্র ব্রহ্মণা বিশ্বযোনিনা। তপস্তপ্তং মহাদেবি সমাধিং দধতা পরম্ ॥ ৭৭ ॥ পূর্ণে যুগসহস্রেঽথ ভিত্বা পাতাল-সপ্তকম্। উদতিষ্ঠৎ পুরো জ্যোতির্বিদ্যোতিত-হরিন্মুখম্ ॥ ৭৮ ॥ যদন্তরাবিরভবন্নির্ব্ব্যাজেন সমাধিনা। তদেব পরমং ধাম বহিরাবিরভূদ্বিধেঃ ॥ ৭৯ ॥ যোঽভূৎ কটচটাশব্দঃ স্ফুটতো ভূমিভাগতঃ। তচ্ছব্দাদ্ব্যস্তজদ্বেধাঃ সমাধিং ক্রমতো বশী ॥ ৮০ ॥ স্রষ্টা বিসৃষ্টতদ্ধ্যানো যাবদুন্মীল্য লোচনে। পুরঃ পশ্যেদ্দদর্শাগ্রে তাবদক্ষরমাদিমম্ ॥ ৮১ ॥ অকারং সত্ত্বসম্পন্নমৃক্‌ক্ষেত্রং সৃষ্টিপালকম্। নারায়ণাত্মকং সাক্ষাত্তমসঃপারে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮২ ॥ উকারমথ তস্যাগ্রে রজোরূপং যজুর্জ্জনিম্। বিধাতারং সম-

---

বার্ষিক 'যাত্রা' করিবে; তাহাতে নিশ্চয় তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। হে মুনে! এই চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ যত্নপূর্ব্বক দর্শন করিলে দুঃখসাগর সংসারে জীবের আর জন্মিতে হয় না। স্বয়ং ভগবান্ পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, অয়ি প্রিয়ে! ইহাই ক্ষেত্রের পরমতত্ত্ব; সংসাররোগগ্রস্ত জনের ইহাই পরম ঔষধ; ইহাই ক্ষেত্রের উপনিষদ্; ইহাই পরম মুক্তিবীজ। অয়ি প্রিয়ে! এই লিঙ্গসমূহ কর্ম্মকাননের দাবানলস্বরূপ জানিবে। হে দেবি! এক একটী লিঙ্গের মহিমার আদি ও অন্ত নাই; সেই মহিমা আমিই কেবল জানি, অপর কেহ জানে না। হে মুনে! দেবী এই কথা শুনিয়া পুলকিততনু হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদাতা, দেব ঈশানকে প্রণামপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—হে প্রাণ-বল্লভ! আপনি যে কাশীর এই পরম রহস্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে। হে কারণেশ্বর! আপনি যে মহানির্ব্বাণের কারণ সারাৎসার, এক একটী লিঙ্গ বলিলেন, শ্রবণ-মাত্র পাপহারী সেই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য এক এক করিয়া আমাকে বলুন। অতি পুণ্যতম অমর-কণ্টকক্ষেত্র হইতে এই স্থানে ওঙ্কারেশ্বরের কিরূপে সমাগম হইল? ইহার স্বরূপ কি? মহিমা কি প্রকার? পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি ইহাকে আরাধনা করিয়াছিল? আরাধিত হইয়া ইনি কি বর প্রদান করিয়াছিলেন? পার্ব্বতীর এই বাক্যসুধা পান করিয়া তখন দেবদেব, অতি বিচিত্র ওঙ্কারেশ্বরের কথা বলিতে লাগিলেন। দেবদেব বলিলেন,—অয়ি অপর্ণে! এইস্থলে কিরূপে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়িণী কথা আমি তোমার অগ্রে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাদেবি! পূর্ব্বকালে এই আনন্দবনে বিশ্বযোনি ব্রহ্মা, পরম সমাধিযোগপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে থাকেন। অনন্তর সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে এক পরম জ্যোতি দশদিঙ্মুখ বিদ্যোতিত করিয়া সপ্তপাতাল ভেদ-পূর্ব্বক উত্থিত হইল। অকপট সমাধিবলে যে পরম জ্যোতি অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা বিধাতার বাহিরে আবির্ভূত হইল। ভূভাগ বিদীর্ণ হইবার সময় যে চটচটা ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, সেই শব্দ শ্রবণে বিধাতা ক্রমশঃ সমাধি ভঙ্গ করিলেন। অনন্তর সমাধি ত্যাগ করিয়া যেমন তিনি লোচনদ্বয় ইতস্ততঃ উন্মীলন করিবেন, অমনি সম্মুখে সত্ত্বগুণময় ঋগ্বেদের উৎপত্তিক্ষেত্র, সৃষ্টিপালক, নারায়ণাত্মক, তমোগুণের পারে স্থিত আদিম অক্ষর, সাক্ষাৎ অকার দর্শন করিলেন। পরে তাহার অগ্রে

স্থূত স্বাকারমিব বিম্বিতম্ ॥ ৮৩ ॥ নীরবধ্বান্ত-সঙ্কেতসদনাভ তদগ্রতঃ। মকারং স দদর্শাথ তমোরূপং বিশেষতঃ ॥ ৮৪ ॥ সাম্নো যোনিং লয়ে হেতুং সাক্ষাদ্রুদ্রস্বরূপিণম্। অথ তৎপুরতো ধাতা ব্যধাৎ স্বনয়নাতিথিম্ ॥ ৮৫ ॥ বিশ্বরূপমথাকারং সগুণং বাপি নির্গুণম্। অনাখ্যনাদসদনং পরমানন্দবিগ্রহম্ ॥ ৮৬ ॥ শব্দব্রহ্মেতি যৎ খ্যাতং সর্ব্ববাঙ্ময়কারকম্। অথোপরিষ্টান্নাদস্য বিন্দুরূপং পরাৎপরম্ ॥ ৮৩ ॥ কারণং কারণানাঞ্চ জগদ্যোনিঞ্চ তৎ পরম্। বিধির্বিলোকয়াঞ্চক্রে তপসা গোচরীকৃতম্ ॥ ৮৮ ॥ অবনাদোমিতি খ্যাতং সর্ব্বস্যাস্য প্রভাবতঃ। ভক্তমুন্নয়তে যস্মাত্তদোমিতি য ঈরিতঃ ॥ ৮৯ ॥ অরূপোঽপি সরূপাঢ্যঃ স ধাত্রা লোচনীকৃতঃ। তারয়দ্যস্তবাম্ভোধেঃ স্বজপাসক্তমানসম্। ততস্তার ইতি খ্যাতো যস্তং ব্রহ্মা ব্যলোকয়ৎ ॥ ৯০ ॥ প্রণূয়তে যতঃ সর্ব্বৈঃ পরনির্ব্বাণকামুকৈঃ। সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকস্তস্মাৎ প্রণবো যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯১ ॥ স্বসেবিতারং পুরুষং প্রণয়েদ্যঃ পরং পদম্। অতস্তং প্রণবং শান্তং প্রত্যক্ষীকৃতবান্ বিধিঃ ॥ ৯২ ॥ ত্রয়ীময়স্তুরীয়ো যস্তুর্য্যাতীতোঽখিলাত্মকঃ। নাদবিন্দুস্বরূপো যঃ স ঐক্ষি দ্বিজগামিনা ॥ ৯৩ ॥ প্রাবর্ত্তন্ত যতো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সর্ব্বস্য যোনয়ঃ। স বেদাদিঃ পদ্মভুবা পুরস্তাদবলোকিতঃ ॥ ৯৪ ॥ বৃষভো যস্ত্রিধাবদ্ধো রোরবীতি মহোময়ঃ। স নেত্রবিষয়ীচক্রে পরমঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৯৫ ॥ শৃঙ্গাশ্চত্বারি যস্যাসন্ হস্তাসঃ সপ্ত এব চ। দ্বে শীর্ষে চ ত্রয়ঃ পাদাঃ স দেবো বিধিনৈক্ষত ॥ ৯৬ ॥ যদন্তর্লীনমখিলং ভূতং ভাবি ভবৎপুনঃ। তদ্বীজং বীজরহিতং দ্রুহিণেন বিলোকিতম্ ॥ ৯৭ ॥ লীনং মৃগ্যেত যত্রৈতদাব্রহ্মস্তম্বভাজনম্। অতঃ সভাজ্যতে [illegible] সদ্ভির্যল্লিঙ্গং তদ্বিলোকিতম্ ॥ ৯৮ ॥ পঞ্চার্থা যত্র ভাসন্তে পঞ্চব্রহ্মময়ং হি যৎ। আদি পঞ্চস্বরূপং যন্নিরৈক্ষি ব্রহ্মণা হি তৎ ॥ ৯৯ ॥ তমালোক্য ততো বেধা লিঙ্গরূপিণমীশ্বরম্। পঞ্চাক্ষরং প্রপঞ্চাচ্চ ভিন্নং তুষ্টাব শঙ্করম্ ॥ ১০০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নম ওঙ্কাররূপায় নমোঽক্ষরবপুর্দ্ধতে। নমোঽকারাদি-

---

যজুর্ব্বেদের যোনিস্বরূপ, প্রতিবিম্বিত নিজমূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বস্রষ্টা, রজোরূপী উকার অক্ষর দেখিতে পাইলেন। তিনি তদগ্রে দেখিলেন যে, সঙ্কেত-গৃহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তমোরূপী, সামদেবের উৎপত্তি স্থান, প্রলয়ের কারণ সাক্ষাৎ রুদ্রমূর্ত্তি মকার বিরাজমান রহিয়াছেন। তৎপরে বিধাতা নয়ন-গোচর করিলেন যে, বিশ্বরূপাকৃতি, সগুণ অথচ নির্গুণ, পরমানন্দমূর্ত্তি, অনাখ্যেয় নাদসদন তদগ্রে বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহাকে সর্ব্ববাঙ্ময়ের কারণ শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকে। অনন্তর বিধি তপোবলে কারণসমূহের কারণ, জগতের আদিভূত, বিন্দু-রূপ পরাৎপরকে নাদের উপরিভাগে অবলোকন করিলেন। স্বভাবতঃ এই সমস্ত বিশ্বের অবন (রক্ষণ) হেতু যাঁহাকে "ওঁ" বলিয়া থাকে, ভক্তকে উন্নীত করেন বলিয়া যাহা "ওঁ" এই নামে কীর্ত্তিত হয়, সেই রূপহীন অথচ রূপবান্ পুরুষকে ব্রহ্মা প্রত্যক্ষ করিলেন। যিনি, স্বকীয় জপপরায়ণ ব্যক্তিকে ভবসাগর পার করেন, সেই তারকব্রহ্মকে ব্রহ্মা নিরীক্ষণ করিলেন। পরম নির্ব্বাণপ্রার্থিগণ স্তব করে বলিয়া ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া যিনি "প্রণব" নামে খ্যাত এবং [illegible] সেবক পুরুষকে পরমপদে নীত করেন বলিয়া যাঁহাকে "প্রণব" বলে, সেই প্রশান্ত প্রণব-রূপীকে বিধি অক্ষিগোচর করিলেন। যিনি ত্রয়ী-ময়, তুরীয় অথচ তুরীয়াতীত, অখিলাত্মক ও নাদ-বিন্দুরূপী; তাঁহাকে হংসবাহন, নেত্রপথের পথিক করিলেন ।৮৭-৯৩। যাঁহা হইতে নিখিলযোনি সাঙ্গ বেদ উদ্ভূত হইয়াছে, পদ্মযোনি, সেই বেদত্রয়ের আদি-কারণকে সম্মুখে দেখিলেন। যিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে বদ্ধ, তেজোময় বৃষ পুনঃপুনঃ শব্দ করিতেছেন, সেই পরম পুরুষ পরমেষ্ঠীর নয়নগোচর হইলেন। যাঁহার চারি শৃঙ্গ সপ্ত হস্ত দুই মস্তক ও তিন চরণ ছিল, সেই দেবকে বিধাতা নিরীক্ষণ করিলেন। যাঁহার অন্তরে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান,—সবই লীন রহিয়াছে, সেই বীজশূন্য বীজস্বরূপকে বিরিঞ্চি প্রত্যক্ষ করিলেন। যাহাতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত লীন অন্বিষ্ট হয়, এইজন্য সাধুজনেরা যাহাকে "লিঙ্গ" বলিয়া থাকেন, তাহা পদ্মযোনি কর্ত্তৃক বিলোকিত হইল। যাহা পঞ্চ অর্থের বাচ্য, যাহা পঞ্চব্রহ্মময় ও আদিপঞ্চস্বরূপ; ব্রহ্মা তাহাকে দর্শন করিলেন। তৎপরে বিধাতা, প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন পঞ্চাক্ষর লিঙ্গরূপী শঙ্কর ঈশ্বরকে দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সদাশিব! তুমি ওঙ্কাররূপী, অক্ষরমূর্ত্তিধারী, অকারাদি বর্ণের উৎপত্তিকারণ, তোমায় প্রণাম। তুমি অকার,

বর্ণানাং প্রভবায় সদাশিব ॥ ১০১ ॥ অকারস্ত্বমুকারস্ত্বং মকারস্ত্বমনাকৃতে। ঋগ্‌যজুঃসামরূপায় রূপাতীতায় তে নমঃ ॥ ১০২ ॥ নমো নাদাত্মনে তুভ্যং নমো বিন্দুকলাত্মনে। অলিঙ্গলিঙ্গরূপায় সর্ব্বরূপস্বরূপিণে ॥ ১০৩ ॥ নমস্তে ধামনিধয়ে নিধনাদিবিবর্জ্জিত। নমো ভবায় রুদ্রায় শর্ব্বায় চ নমোহস্তু তে ॥ ১০৪ ॥ নম উগ্রায় ভীমায় পশূনাং পতয়ে নমঃ। নমস্তারস্বরূপায় সস্তবায় নমোহস্তু তে ॥ ১০৫ ॥ অমায়ায় নমস্তুভ্যং নমঃ শিবতরায় তে। কপর্দ্দিনে নমস্তুভ্যং শিতিকণ্ঠ নমোহস্তু তে ॥ ১০৬ ॥ মীঢুষ্টমায় গিরিশ শিপিবিষ্টায় তে নমঃ। নমোহহ্রস্বায় খর্ব্বায় বৃহতে বৃদ্ধরূপিণে ॥ ১০৭ ॥ কুমারগুরবে তুভ্যং কুমারবপুষে নমঃ। নমঃ শ্বেতায় কৃষ্ণায় পীতায়ারুণমূর্ত্তয়ে ॥ ১০৮ ॥ ধূম্রবর্ণায় পিঙ্গায় নমঃ কির্মীরবর্চ্চসে। নমঃ পাটলবর্ণায় নমো হরিততেজসে ॥ ১০৯ ॥ নানাবর্ণস্বরূপায় বর্ণানাং পতয়ে নমঃ। নমস্তে স্বররূপায় নমো ব্যঞ্জনরূপিণে ॥ ১১০ ॥ উদাত্তায়ানুদাত্তায় স্বরিতায় নমো নমঃ। হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতেশায় সবিসর্গায় তে নমঃ ॥ ১১১ ॥ অনুস্বারস্বরূপায় নমস্তে সানুনাসিক। নমো নিরনুনাসায় দন্ত্যতালব্যরূপিণে ॥ ১১২ ॥ ঔষ্ঠ্যোরস্কস্বরূপায় নম উষ্মস্বরূপিণে। অন্তস্থায় নমস্তুভ্যং পঞ্চমায় পিনাকিনে ॥ ১১৩॥ নিষাদায় নমস্তুভ্যং নিষাদপতয়ে নমঃ। বীণাবেণুমৃদঙ্গাদিবাদ্যরূপায় তে নমঃ ॥ ১১৪ ॥ নমস্তারায় মন্দ্রায় ঘোরায়াঘোর-মূর্ত্তয়ে। নমস্তানস্বরূপায় মূর্চ্ছনাপতয়ে নমঃ ॥ ১১৫ ॥ স্থায়িসঞ্চারিভেদেন নমো ভাবস্বরূপিণে। তালপ্রিয়ায় তালায় লাস্যতাণ্ডবজন্মনে ॥১১৬॥ তৌর্য্যত্রিকস্বরূপায় তৌর্য্যত্রিক মহাপ্রিয়। তৌর্য্যত্রিককৃতাং ভক্ত্যা নির্ব্বাণশ্রীপ্রদায়ক ॥ ১১৭ ॥ স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপায় দৃশ্যাদৃশ্যস্বরূপিণে। অর্ব্বাচীনায় চ নমঃ পরাচীনায় তে নমঃ ॥ ১১৮ ॥ বাক্‌প্রপঞ্চস্বরূপায় বাক্‌প্রপঞ্চপরায় চ। একায়ানেকভেদায় সদসৎপতয়ে নমঃ ॥ ১১৯ ॥ শব্দব্রহ্ম নমস্তুভ্যং পরব্রহ্ম নমোহস্তু তে। নমো বেদান্তবেদ্যায় বেদানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১২০ ॥ নমো বেদস্বরূপায় বেদগোচরমূর্ত্তয়ে। পার্ব্বতীশ নমস্তুভ্যং জগদীশ নমোহস্তু তে ॥ ১২১ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ দেবদিব্যপদপ্রদ। শঙ্করায় নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং মহেশ্বর ॥ ১২২ ॥ নমস্তে জগদানন্দ নমস্তে শশিশেখর। মৃত্যুঞ্জয় নমস্তুভ্যং নমস্তে ত্র্যম্বকায় চ ॥ ১২৩ ॥ নমঃ পিনাকহস্তায় ত্রিশূলায়ুধধারিণে। নমস্ত্রিপুরহন্ত্রে

উকার, মকার—ঋগ্‌যজুঃসামরূপী ও রূপাতীত; তোমায় নমস্কার। তুমি নাদ, বিন্দু ও কালরূপী; তুমি অলিঙ্গ, লিঙ্গরূপী; তুমি সর্ব্বরূপস্বরূপী; তোমাকে নমস্কার। হে আদ্যন্তরহিত! তুমি তেজোনিধি, ভব, রুদ্র ও সর্ব্বতোময়, তোমায় নমস্কার। তুমি উগ্র, ভীম, পশুপতি ও তারস্বরূপী; তোমায় নমস্কার। হে শিতিকণ্ঠ! তুমি মায়াশূন্য, শিবতর ও কপর্দ্দী; তোমায় নমস্কার। হে গিরিশ! তুমি মীঢ়ুষ্টম, তুমি শিপিবিষ্ট, তুমি হ্রস্ব, খর্ব্ব, বৃহৎ ও বৃদ্ধ; তোমায় নমস্কার। তুমি কুমারগুরু, কুমারমূর্ত্তি; তুমি শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, অরুণ; তোমায় নমস্কার। তুমি ধূম্র, পিঙ্গল, শবল, পাটল; তুমি হরিৎ, তুমি নানাবর্ণস্বরূপী, তুমি বর্ণের পতি; তোমায় নমস্কার। হে ঈশ! তুমি স্বর, তুমি ব্যঞ্জন, তুমি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর; তুমি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতস্বর; তোমায় নমস্কার। তুমি বিসর্গ, অনুস্বার, সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক বর্ণ; তোমায় নমস্কার। তুমি দন্ত্য, তালব্য, [illegible] ও উভয় বর্ণরূপী; তোমায় নমস্কার। তুমি উষ্ম ও অন্তঃস্থ বর্ণস্বরূপী, তুমি পিনাকী; তোমায় নমস্কার।৯৪—১১৩। তুমি পরম ও নিষাদস্বর, তুমি নিষাদপতি; তোমায় নমস্কার। তুমি বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি বাদ্যরূপী; তোমায় নমস্কার। তুমি তারস্বর, তুমি যন্ত্র, তুমি ঘোর, তুমি অঘোররূপী; তোমায় নমস্কার। তুমি তান, তুমি স্থায়ি-সঞ্চারিভেদে মূর্চ্ছনাপতি, তুমি তালপ্রিয়, তোমা হইতেই লাস্যতাণ্ডবের উৎপত্তি; তোমায় নমস্কার। হে তৌর্য্যত্রিকমহাপ্রিয়; তুমি নৃত্য, গীত ও বাদ্যরূপী; তুমি নির্ব্বাণশ্রীদাতা; তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, দৃশ্য, অদৃশ্য, তুমি অর্ব্বাচীন, পরাচীন; তুমি বাক্‌প্রপঞ্চস্বরূপী, তুমি প্রপঞ্চকর; তোমায় নমস্কার। তুমি এক, তুমি অনেক, তুমি সৎ, তুমি অসৎ, তুমি শব্দব্রহ্ম, তুমি পরব্রহ্ম; তোমায় নমস্কার। তুমি বেদান্তবেদ্য, বেদপতি, বেদস্বরূপী ও তোমার মূর্ত্তি বেদগোচর, তোমায় নমস্কার। হে পার্ব্বতীশ! তোমায় নমস্কার। হে জগদীশ! তোমায় নমস্কার। হে দেবেশ! দেবগণের দিব্যপদদাতঃ! হে শঙ্কর! হে মহেশ্বর! তোমায় নমস্কার। হে জগদানন্দ! শশিশেখর! হে মৃত্যুঞ্জয়! হে ত্র্যম্বক! হে [illegible]

[illegible] নমোঽস্ত্বন্ধকনিষূদন ॥ ১২৪ ॥ কন্দর্পদর্পদলন নমো জালন্ধরায় তে। কালায় কালকালায় কালকূট-বিষাদিনে ॥ ১২৫ ॥ বিষাদহন্ত্রে ভক্তানামভক্তৈক-বিষাদদ। জ্ঞানায় জ্ঞানরূপায় সর্ব্বজ্ঞায় নমোঽস্তু তে ॥ ১২৬ ॥ যোগসিদ্ধিপ্রদোঽসি ত্বং যোগিনাং যোগসত্তম। তপসাং ফলদোঽসি ত্বং তপস্বিভ্যস্তপোধন ॥ ১২৭ ॥ ত্বমেব মন্ত্ররূপোঽসি মন্ত্রাণাং ফলদো ভবান্। মহাদানফলং ত্বং বৈ মহাদানপ্রদো ভবান্ ॥ ১২৮ ॥ মহাযজ্ঞস্ত্বমেবেশ মহাযজ্ঞফলপ্রদ। ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বগস্ত্বং বৈ সর্ব্বদঃ সর্ব্বদৃগ্ভবান্ ॥ ১২৯ ॥ সর্ব্বভুক্ সর্ব্বকর্ত্তা ত্বং সর্ব্বসংহারকারক। যোগিনাং হৃদয়াকাশকৃতালয় নমোঽস্তু তে ॥ ১৩০ ॥ ত্বমেব বিষ্ণুরূপেণ শঙ্খচক্র-গদাধর। ত্রিলোকীং ত্রায়সে ত্রাতঃ সত্ত্বমূর্ত্তে নমোঽস্তু তে ॥ ১৩১ ॥ ত্বমেব বিদধাস্যেতদ্বিধির্ভূত্বা বিধানবিৎ। রজোরূপং সমালম্ব্য নীরজস্কপদপ্রদ ॥ ১৩২ ॥ ত্বমেব হি মহারুদ্রস্ত্বং মহোগ্রো ভুজঙ্গভৃৎ। ত্বমেব হি মহাভীমো মহাপিতৃবনেচর ॥ ১৩৩ ॥ তামসীং তনুমাশ্রিত্য ত্বং কৃতান্তকৃতান্তক। কালাগ্নি-রুদ্রো ভূত্বান্তে ত্বং সম্বর্ত্তপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৩৪ ॥ ত্বং পুম্প্রকৃতিরূপাভ্যাং মহদাদ্যখিলং জগৎ। অক্ষি-পক্ষ্মসমুৎক্ষেপাৎ পুনরাবিষ্করোষ্যজ ॥ ২৩৫ ॥ উন্মেষবিনিমেষৌ তে সর্গাসর্গৈককারণম্। কপাল-মালাখেলোঽয়ং ভবতঃ স্বৈরচারিণঃ ॥ ১৩৬ ॥ ত্বৎ-কণ্ঠে নৃকরোটীস্রং ধূর্জ্জটে যা বিভাসতে। সর্ব্বেষা-মস্তদগ্ধানাং সা স্ফুটং বীজমালিকা ॥ ১৩৭ ॥ ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং শম্ভো ত্বয়ি সর্ব্বং চরাচরম্। কস্ত্বাং স্তোতুং বিজানাতি পুরা বাচামগোচরম্ ॥ ১৩৮ ॥ স্তোতা ত্বং হি স্তুতিস্ত্বং হি নিত্যং স্তুত্যস্ত্বমেব চ। বেদ্ম্যোং-নমঃ শিবায়েতি নান্যদ্বেদ্ম্যেব কিঞ্চন ॥ ১৩৯ ॥ ত্বমেব হি শরণ্যং মে ত্বমেব হি গতিঃ পরা। ত্বামেব প্রণমামীশ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১৪০ ॥ ইত্যু-দীর্য্যাসকৃদ্বেধাঃ প্রণনাম মহেশ্বরম্। প্রণবাখ্যং মহালিঙ্গরূপিণং দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ ॥ ১৪১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ততো গিরীন্দ্রতনয়ে শ্রুত্বা ব্রহ্মস্তুতিং পরাম্। পরমৈশ্বর্য্যসম্পত্তিহেতুং তুষ্টোঽহমদ্ভুতম্ ॥ ১৪২ ॥ অমূর্ত্তোঽহং ততো লিঙ্গান্মূর্ত্তিমাস্থায় শাঙ্ক-রীম্। প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহীত্যুবাচ চতুরাননম্ ॥

পাশে! ত্রিশূলধারিন্! ত্রিপুরারে! হে অন্ধকরিপো! তোমায় নমস্কার! হে কন্দর্পদর্পহারক! তুমি জালন্ধর, তুমি কাল, তুমি কালের কাল, তুমি কালকূট-ভক্ষক; তোমায় নমস্কার। হে ভক্তগণের বিষ-দাহক! হে অভক্তগণের একমাত্র বিষদাতঃ! তুমি জ্ঞান, তুমি জ্ঞানরূপী, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তোমায় নমস্কার। যোগিসত্তম! তুমি যোগিগণের যোগবিষয়ে সিদ্ধি-দান কর; হে তপোধন! তুমি তপস্বীদিগের তপস্যাফলদাতা, তুমি মন্ত্র, তুমি মন্ত্রফলদাতা; তুমি মহাদানের ফলস্বরূপ, তুমি মহাদানপ্রদ; তোমায় নমস্কার। হে মহাযজ্ঞফলপ্রদ! ঈশ! তুমিই মহাযজ্ঞ, তুমি সর্ব্ব, তুমি সর্ব্বত্রগ, তুমি সর্ব্বদাতা, তুমি সর্ব্বদর্শী, তুমি সর্ব্বভুক্, তুমি সর্ব্বকর্ত্তা, তুমি সর্ব্ব সংহারকারক, তুমি যোগিগণের হৃদয়াকাশে বিরাজ-মান থাক; তোমায় নমস্কার। হে ত্রাণকারিন্! তুমিই সত্ত্বমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুরূপে শঙ্খ চক্র গদা ধারণপূর্ব্বক ত্রিভুবন পালন করিতেছ; তোমায় নমস্কার। হে নীরজাস্কপদপ্রদ! তুমিই রজোরূপ অবলম্বন করিয়া বিধাতৃরূপে এই বিশ্ব যথাবিধানে [illegible] করিতেছ, তোমায় নমস্কার। হে মহাশ্মশান-[illegible] তুমিই মহারুদ্র, তুমি মহাভীষণ ভুজঙ্গ-[illegible] তুমি [illegible] ধারণ করিয়া কৃতান্তেরও অন্তবিধান করিয়া থাক। তুমি প্রলয়কালে কালাগ্নি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সংবর্ত্তমেঘ প্রেরণ কর। হে অজ! তুমি প্রকৃতি ও পুরুষরূপে মহৎ প্রভৃতি অখিলজগৎ নিমেষমধ্যে পুনরায় আবিষ্কার কর, তোমার নেত্র উন্মীলন ও নিমীলনই সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, তোমায় নমস্কার। হে ধূর্জ্জটে; তুমি স্বৈরচারী, তোমার কপালধারণ ক্রীড়ামাত্র; তোমার কণ্ঠে যে নৃমুণ্ডমালা, তাহা ভস্মীভূত নিখিলের দেদীপ্যমান বীজমালা। হে শম্ভো! তোমা হইতে এই সমস্ত চরাচর উদ্ভূত ও তোমাতেই অবস্থিত; তুমি বাক্‌পথের অগোচর; তোমায় কে স্তব করিতে সমর্থ? তুমি স্তবকর্ত্তা, তুমি স্তুতি, তুমি নিত্যস্তুত্য, তুমি "নমঃশিবায়" এইরূপে জ্ঞেয়,—অমি অন্য কিছু জানি না। তুমি আমার শরণ্য, তুমিই আমার পরম গতি,—তোমায় প্রণাম করি, হে ঈশ! তোমায় পুনঃপুনঃ নমস্কার। বিধাতা এইরূপ পুনঃপুনঃ বলিয়া প্রণবাখ্য মহালিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—অয়ি গিরীন্দ্র-পুত্রি! সেই ব্রহ্মার পরম ঐশ্বর্য্যসম্পদের মূলীভূত পরম বিচিত্র স্তুতি শ্রবণ করিয়া আমি তুষ্ট হইলাম। তৎপরে আমি মূর্ত্তিরহিত হইয়াও সেই লিঙ্গ হইতে [illegible]

১৪৩॥ চতুর্বক্ত্রঃ সমুত্থায় প্রত্যক্ষং বীক্ষ্য মামথ। পুনর্জ্জয় জয়েত্যুক্তা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৪৪॥ আনন্দবাষ্পসলিলনেত্রো হৃষ্টতনূরুহঃ। গদ্গদেন স্বরেণাথ প্রোবাচ জলজাসনঃ॥ ১৪৫॥ ব্রহ্মোবাচ। যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। তদেতস্মিন্মহালিঙ্গে সান্নিধ্যং তেহস্তু শঙ্কর॥ ১৪৬॥ অয়মেব বরো দেয়ো নান্যং বরমহং বৃণে। ওঙ্কারেশ্বরনাম্নৈতদস্তু ভক্তৈকমুক্তিদম্॥ ১৪৭॥ স্কন্দ উবাচ। বিধ্যুক্তমিতি বিপ্রর্ষে সমাকর্ণ্য তদেশিতা। উবাচ বচনং চৈতত্তথাস্তু চতুরাননম্॥ ১৪৮॥ বরানন্যানপি বিভুঃ প্রসন্নস্তৎক্ষণাদ্দদৌ। বিধয়ে দীর্ঘতপসে তয়া স্তত্যাতিতোষিতঃ॥ ১৪৯॥ ঈশ্বর উবাচ। সুরশ্রেষ্ঠ তপঃশ্রেষ্ঠ সর্বাম্নায়নিধির্ভব। সৃষ্টেঃ করণসামর্থ্যং তবাস্তু মদনুগ্রহাৎ॥ ১৫০॥ পিতামহস্ত্বং সর্বেষাং সর্বেষাং মান্যভূর্ভবান্। ত্বত্তপঃফলদানার্থং যদেতল্লিঙ্গমুত্থিতম্॥ ১৫১॥ পরমোঙ্কাররূপঞ্চ শব্দব্রহ্মময়ং বিধে। অস্যারাধনতঃ পুংসাং ন দূরং ব্রহ্মণঃ পদম্॥ ১৫২॥ অকারাখ্যমিদং লিঙ্গমুকারাখ্যমিদং পরম্। মকারাহ্বয়মেতচ্চ নাদাখ্যং বিন্দুসংজ্ঞকম্॥ ১৫৩॥ পঞ্চায়তনমীশানমিত্থমেতদুদীরিতম্। মোক্ষায় সর্বজন্তূনামস্মিন্নানন্দকাননে॥ ১৫৪॥ স্নাত্বা মৎস্যোদরীতীর্থে বিলোক্যোঙ্কারমীশ্বরম্। ন জাতু জায়তে জন্তুর্জননীজঠরে ক্বচিৎ॥ ১৫৫॥ এতন্নাদেশ্বরং লিঙ্গমেতল্লিঙ্গং সুদুর্লভম্। রম্যে মৎস্যোদরীতীরে দৃষ্টং স্পৃষ্টং বিমুক্তিদম্॥ ১৫৬॥ যদেতৎ কাপিলং জ্যোতিরেতল্লিঙ্গে বিলোক্যতে। অতস্তু কপিলেশাখ্যমেতল্লিঙ্গং সুদুর্লভম্॥ ১৫৭॥ মৎস্যোদরী যদা গঙ্গা-কপিলেশ্বরসন্নিধৌ। তদা তত্র নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ১৫৮॥ বরণোৎসিক্তপানীয়ে হ্রাদনীতোয়মিশ্রিতে। স্নাত্বা নাদেশ্বরং দৃষ্ট্বা নরঃ কিমনুশোচতি॥ ১৫৯॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তীর্থানি সহ সাগরৈঃ। ষষ্টিকোটিসহস্রাণি মৎস্যোদর্য্যাং বিশন্তি হি॥ ১৬০॥ প্রণবেশসমীপে তু যদা গঙ্গা সমেষ্যতি। তদা পুণ্যতমঃ কালো দেবর্ষিপিতৃবল্লভঃ॥ ১৬১॥ তত্র স্নানং জপো দানং হবনং দেবতার্চ্চনম্। মৎস্যোদর্য্যামক্ষয়ং স্যাদোঙ্কারেশ্বরসন্নিধৌ॥ ১৬২॥ ওঙ্কারদর্শনাদেব বাজিমেধফলং লভেৎ। তস্মাৎ কাশ্যাং প্রযত্নেন দৃষ্ট

লাম,—"হে চতুর্মুখ! আমি তোমার স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর।" এই কথা বলিবামাত্র বিধাতা গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া পুনরায় "জয় জয়" ধ্বনি করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমায় প্রণাম করিলেন। অনন্তর কমলাসন, আনন্দবাষ্পপূর্ণনেত্র ও পুলকিতশরীর হইয়া গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও বর অবশ্যদেয় বিবেচনা করেন, তবে, হে শঙ্কর! এই মহালিঙ্গে আপনার সান্নিধ্য হউক, এই বরই আমাকে প্রদান করুন, আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না। হে ভক্তৈকমোক্ষদাতঃ! এই লিঙ্গের নাম—ওঙ্কারেশ্বর হউক। স্কন্দ কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! তখন ভগবান্ সদাশিব, বিধাতার এই বাক্য শুনিয়া "তথাস্তু" বলিলেন, এবং সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অপরাপর অনেক বর প্রদান করিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ তপস্বিবর! তুমি সকল বেদের নিধান হও। তুমি সকলের পিতামহ ও মাননীয় হইয়া থাক। হে বিধে! শব্দব্রহ্মময়, ওঙ্কাররূপ এই পরম লিঙ্গ, তোমারই তপস্যাফলদানের জন্য উত্থিত হইয়াছেন। ইহার আরাধনা করিলে পুরুষের [illegible] নহে। এই আনন্দকাননে সর্বজীবের মুক্তির জন্য অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদসংজ্ঞক এইরূপে পঞ্চায়তন এই ঈশান লিঙ্গ উত্থিত হন।১১৪—১৫৩। জীব যদি মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান করিয়া এই ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার আর জননীজঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ইহাকেই নাদেশ্বর লিঙ্গ কহে;—এই লিঙ্গ অতি দুর্লভ। কপিলেশ্বরের সন্নিধানে যখন গঙ্গা আসেন, তখন তাহাকে মৎস্যোদরী কহে, তথায় স্নান করিলে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যাপাপ দূর হয়। গঙ্গাতোয়মিশ্রিত বরণা নদীর উৎসিক্ত জলে মনুষ্য যদি স্নান করিতে পারে ও নাদেশ্বর লিঙ্গকে দেখিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর কোন শোক থাকে না। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ষষ্টিসহস্র কোটী তীর্থ, সাগরের সহিত মৎস্যোদরীতে প্রবেশ করে। যখন গঙ্গা ওঙ্কারেশ্বরের সমীপে আসেন, তখন দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের প্রিয় অতি পুণ্যকাল হয়। সেই কালে ওঙ্কারেশ্বরসমীপে মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান, তপস্যা, দান, হোম ও দেবার্চ্চনা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। ওঙ্কারেশ্বরের দর্শন মাত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল

ওঙ্কার ঈশ্বরঃ ॥ ১৬৩ ॥ দুর্লভং মানবং জন্ম চতুর্বর্গৈকসাধনম্। জলবুদ্বুদবত্তৎ স্যাদ্ যেনাদেশো যেন নেক্ষিতঃ ॥ ১৬৪ ॥ নিরীক্ষ্য কপিলেশানং স্নাত্বা মৎস্যোদরীজলে। কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানানি পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥ ১৬৫ ॥ কৃত্বাপি মোহাৎ পাপানি ভূয়াংস্যেব মহান্ত্যপি। কাশ্যামোঙ্কারমালোক্য কৃতত্রস্যতি নৈব যমাৎ ॥ ১৬৬ ॥ ওঙ্কারযাত্রাভিমুখং নরং বীক্ষ্য পিতামহাঃ। পরিনৃত্যন্তি মুদিতাঃ স্বসন্তানসমুদ্ভবম্ ॥ ১৬৭ ॥ যস্য যস্য চ বৈ নাম স্মৃত্বা স্মৃত্বা নমস্যতি। তং তমুন্নয়তে প্রাজ্ঞঃ পিতরং ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ৬৮ ॥ রুদ্রাণাং নিযুতং জপ্ত্বা যৎফলং সমবাপ্যতে। তৎ ফলং লভতে নূনং ভক্ত্যোঙ্কারবিলোকনাৎ ॥ ১৬৯ ॥ কেবলং ভূমিভারায় জন্মিনো জন্ম তস্য বৈ। যেনানন্দবনে দৃষ্টো নোঙ্কারঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ ১৭০ ॥ একমোঙ্কারমালোক্য সমস্তে ক্ষৌণিমণ্ডলে। লিঙ্গজাতানি সর্ব্বাণি দৃষ্টানি স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭১ ॥ প্রণবেশং প্রণম্যাথ যদ্যন্যত্র বিপদ্যতে। স্বর্গলোকমবাপ্যাথ কাশ্যাং মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭২ ॥ অস্মিংল্লিঙ্গে সদা ব্রহ্মন্ স্থাস্যামীতি বিনিশ্চিতম্। দাস্যামি চ সদা মোক্ষমেতল্লিঙ্গার্চ্চকায় বৈ ॥ ১৭৩ ॥ ওঙ্কারং সকৃদপ্যত্র নরো নত্বা প্রযত্নতঃ। কৃতকৃত্যো ভবেন্নূনং পরমান্মদনুগ্রহাৎ ॥ ১৭৪ ॥ ওঙ্কারপশ্চিমে ভাগে তারতীর্থমনুত্তমম্। কৃতোদকক্রিয়স্তত্র নরস্তরতি দুর্গতিম্ ॥ ১৭৫ ॥ ওঙ্কারেশস্য যে ভক্তা জ্ঞেয়াস্তে নৈব মানবাঃ। মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধাস্তে রুদ্রা মোক্ষগামিণঃ ॥ ১৭৬ ॥ অস্য লিঙ্গস্য মহিমা নাস্তেরত্রাবগম্যতে। ত্বৎপুণ্যোদয়তো যস্মাদ্বিধেহত্রাবিরভূদিদম্ ॥ ১৭৭ ॥ এতল্লিঙ্গপ্রভাবাচ্চ সর্ব্বং জ্ঞাস্যসি তত্ত্বতঃ। বিধে বিধেহি তস্মাত্ত্বং সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৭৮ ॥ ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ ব্রহ্মণে পদ্মসম্ভবে। তস্মিন্নেব মহালিঙ্গে শম্ভুর্লীনো বভূব হ ॥ ১৭৯ ॥ স্কন্দ উবাচ। ব্রহ্মাপি ভজতেহদ্যাপি তল্লিঙ্গং কলসোদ্ভব। স্তুবন্ ব্রহ্মস্তবেনৈব স্বাত্মনা বিহিতেন হি ॥ ১৮০ ॥ ব্রহ্মস্তবং জপন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। পূর্য্যতে চ মহাপুণ্যৈর্জ্ঞানং

লাভ হইয়া থাকে, অতএব কাশীতে বহু যত্নে ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করা উচিত। যে ব্যক্তি নাদেশ্বরকে দর্শন করে নাই, তাহার দুর্লভ মনুষ্যজন্ম চতুর্বর্গের একমাত্র সাধন হইলেও জলবুদ্বুদের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়। মৎস্যোদরী-জলে স্নান ও পিণ্ডদান করিয়া কপিলেশ্বরকে দেখিয়া মনুষ্য, পিতৃঋণ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মোহবশতঃ বহুতর মহাপতক করিয়াও যদি কাশীস্থিত ওঙ্কারেশ্বরকে মানব দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার কৃতান্তভয় থাকে না। পিতৃপুরুষগণ, স্বকীয় কোন সন্তানকে ওঙ্কারেশ্বর দর্শনে যাত্রা করিতে দেখিলে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন; কারণ সেই সন্তান, যে যে পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করে, তাঁহার ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মানব, নিযুত রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া যে ফল লাভ করে, ভক্তিপূর্ব্বক ওঙ্কারেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে সেই ফল নিশ্চিত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জন আনন্দকাননে সর্ব্বাভীষ্টদাতা ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করিল না, তাহার জন্ম কেবল ভূভারের নিমিত্ত গণনীয় হয়। এই ওঙ্কারেশ্বরকে দেখিলে সমুদয় পৃথিবীস্থ অখিল লিঙ্গ দর্শন করা হইয়া থাকে। যদি মনুষ্য ওঙ্কারেশ্বরকে প্রণাম করিয়া অন্যস্থানে গিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেহান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া, পরজন্মে কাশীতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১৫৪—১৭২। হে ব্রহ্মন! আমি এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিব, ইহা নিশ্চিত জানিও। যে ব্যক্তি ইহার অর্চ্চনা করিবে, তাহাকে মোক্ষ প্রদান করিব। মনুষ্য একবার মাত্রও যত্নপূর্ব্বক এই ওঙ্কারেশ্বরকে প্রণাম করিলে আমার পরম অনুগ্রহে নিঃসংশয় কৃতকার্য্য হইবে; ওঙ্কারেশ্বরের পশ্চিমভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তারতীর্থ বিরাজমান আছে, তথায় স্নান করিলে মনুষ্য দুর্গতি হইতে নিস্তার পায়। যাহারা ওঙ্কারেশ্বরের ভক্ত, তাহারা কদাপি মনুষ্য নহে, তাহারা মনুষ্যচর্ম্মে আবৃতমাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ রুদ্র। এই লিঙ্গের মাহাত্ম্য অপরে অবগত হইতে পারে না। হে বিধে! যেহেতু তোমারই পুণ্যবলে এই লিঙ্গ এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই লিঙ্গের প্রভাবে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হইবে। হে বিধাতঃ! তুমি এই চরাচর বিশ্ব সৃজন কর। ভগবান্ শম্ভু, পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এই বর প্রদান করিয়া সেই মহালিঙ্গে লীন হইলেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনে! অদ্যাপি ব্রহ্মা সেই লিঙ্গের আরাধনা করিয়া থাকেন। মনুষ্য ইহাকে ব্রহ্মকৃত অথবা আত্মকৃত স্তবে স্তব করিবে। ব্রহ্মকৃত স্তব পাঠ করিলে সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া

প্রাপ্নোতি সত্তমম্ ॥১৮১॥ ব্রহ্মস্তবমিমং জপ্ত্বা ত্রিকালং পরিবৎসরম্। অন্তকালে ভবেজ্ জ্ঞানং যেন বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৮২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ওঙ্কারেশ্বরমহিমবর্ণনং নাম
ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

স্কন্দ উবাচ। শৃণু বাতাপিসংহর্ত্তঃ কাশ্যাং পাতকতক্ষিনী। পদ্মকল্পে তু যা বৃত্তা দমনস্য দ্বিজন্মনঃ ॥ ১ ॥ ভারদ্বাজস্য তনয়ো দমনো নাম-নামতঃ। কৃতমৌঞ্জীবিধিঃ সোঽথ বিদ্যাজাতং প্রগৃহ্য চ ॥ ২ ॥ সংসারং দুঃখবহুলং জীবিতং চাপি চঞ্চলম্। বিজ্ঞায় দমনো বিপ্রান্নির্জগাম গৃহাদ্‌রিজাৎ ॥ ৩ ॥ কাঞ্চিদ্দিশং সমালম্ব্য নির্ব্বেদং পরমং গতঃ। প্রত্যাশ্রমং প্রতিনগং প্রত্যব্ধি প্রতি-কাননম্ ॥ ৪ ॥ প্রতিতীর্থং প্রতিনদি স বভ্রাম তপোযুতঃ। যাবন্ত্যায়তনানীহ তিষ্ঠন্তি পরিতো ভুবম্ ॥৫॥ অধ্যুবাস স তাবন্তি সংযতেন্দ্রিয়মানসঃ। পরং ন মনসঃ স্থৈর্য্যং ক্বাপি প্রাপি চ তেন বৈ ॥ ৬ ॥ মনোরথোপদেষ্টা চ কুত্রচিৎ ক্বাপি নেক্ষিতঃ। কদাচিদ্দৈবযোগাচ্চ স দমনো নাম তাপসঃ ॥ ৭ ॥ রেবাতটে নিরৈক্ষিষ্ট তীর্থং চামরকণ্টকম্। মহদায়তনং পুণ্যমোঙ্কারস্যাপি তত্র বৈ ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনা আসীচ্চেতঃস্থৈর্য্যমবাপ হ। অথ পাশুপতাংস্তত্র স নিরীক্ষ্য তপোধনান্ ॥ ৯ ॥ বিভূতিভূষিততনূন্ কৃতলিঙ্গসমর্চ্চনান্। বিহিতপ্রাণযাত্রাংশ্চ কৃতাগম-বিচারণান্ ॥ ১০ ॥ স্বস্থোপবিষ্টান্ স্বগুরোরগ্রতোঽচলমানসান্। প্রণম্যোপাবিশত্তত্র তদাচার্য্যস্য সন্নিধৌ ॥ ১১ ॥ প্রবদ্ধহস্তযুগলঃ প্রণমত্তরকন্ধরঃ। অথ পাশুপতাচার্য্যো গর্গো নাম মহামুনিঃ ॥ ১২ ॥ বার্দ্ধকেন সমাক্রান্তস্তপসা কৃশবিগ্রহঃ। শম্ভোরারাধনে নিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বতপস্বিষু ॥ ১৩ ॥ পপ্রচ্ছ দমনং চেতি কস্ত্বং কস্মাদিহাগতঃ। তরুণোঽপি বিরক্তোঽসি কুতস্তদ্বদ সত্তম ॥ ১৪ ॥ ইতি প্রণয়পূর্ব্বং স নিশম্য দমনোঽব্রবীৎ। ভগোঃ পাশুপতাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞারাধনপ্রিয় ॥ ১৫ ॥ কথয়ামি যথার্থং তে নিজচেতো-

---

মহাপুণ্য লাভ করে ও উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। যদি মানব, সংবৎসর যাবৎ ত্রিকালীন এই ব্রহ্মকৃত স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে, সে এতাদৃশ জ্ঞান লাভ করে, যাহাতে বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ১৭৩—১৮২।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে বাতাপিসংহারক! পূর্ব্বকালে পাদ্মকল্পে দমন নামক ব্রাহ্মণের যে পাপ-ত্রাসিনী ঘটনা কাশীতে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভারদ্বাজের পুত্র দমন নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উপনীত হইয়া নিখিলবিদ্যা অধ্যয়নপূর্ব্বক দুঃখময় সংসার ও ক্ষণভঙ্গুর জীবন দেখিয়া পরম নির্ব্বেদ সহকারে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া কোন দিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রতি কানন, তীর্থ, আশ্রম, নদী, পর্ব্বত ও সমুদ্রে তপোযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে যথায় যথায় যত সিদ্ধক্ষেত্র ছিল, তিনি তথায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চিত্ত কোথাও স্থৈর্য্য অবলম্বন করিল না ও অভীষ্ট বিষয়ের উপদেষ্টা কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। একদা সেই তপস্বী দমন দৈবযোগে রেবানদীর তটে অমরকণ্টকতীর্থে ওঙ্কারেশ্বরের পবিত্র মহাধাম দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আনন্দিত ও স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে তিনি তথায় দেখিলেন যে, বিভূতিলিপ্তদেহ কতকগুলি পাশুপতব্রতধারী তাপস, লিঙ্গপূজান্তে প্রাণযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া গুরুপাদমূলে সুখে উপবেশন করিয়া আগমশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতকন্ধরে তদীয় আচার্য্যসন্নিধানে আসীন হইলেন। তাঁহাকে নিকটে উপবেশন করিতে দেখিয়া, তপশ্চরণে কৃশদেহ, সর্ব্বতপস্বিশ্রেষ্ঠ শিবারাধনতৎপর, সেই পাশুপতগণের আচার্য্য গর্গ নামক মহামুনি, দমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কেনই বা এই যৌবনকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছ?—তাহা বল।" ১—১৪। এইরূপ স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দমন বলিলেন,—হে পাশুপতাচার্য্য, পরম-শৈব, ভৃগুবংশতিলক! মদীয় চিত্তব্যাপার যথার্থ

বিচেষ্টিতম্। অহং ব্রাহ্মণদায়াদো বেদশাস্ত্রকৃতশ্রমঃ॥ ১৬॥ সংসারাসারতাং জ্ঞাত্বা বানপ্রস্থমশিশ্রিয়ম্। অনেনৈব শরীরেণ মহাসিদ্ধিমভীপ্সতা॥১৭॥ স্নানং বহুষু তীর্থেষু মন্ত্রা জপ্তাস্তু কোটিশঃ। দেবতাঃ সেবিতা বহ্ব্যো হবনঞ্চ কৃতং বহু॥ ১৮॥ শুশ্রূষিতাশ্চ গুরবো বহবো বহ্বনেহসম্। মহাশ্মশানেষু নিশা ভূয়স্যোহপাতিবাহিতাঃ॥ ১৯॥ শিখরাণি গিরীন্দ্রাণাং ময়া চাধ্যুষিতান্যহো। দিব্যৌষধিসহস্রাণি ময়া সংসাধিতান্যপি॥ ২০॥ রসায়নানি বহুশঃ সেবিতানি ময়া পুনঃ। মহাসাহসমালম্ব্য সিদ্ধাধ্যুষিতকন্দরাঃ॥ ২১॥ ময়া প্রবিষ্টা বহুশঃ কৃতান্তবদনোপমাঃ। তপশ্চাপি মহত্তপ্তং বহুভির্নিয়মৈর্যমৈঃ॥ ২২॥ পরং কিঞ্চিৎক্বচিন্নৈব সিদ্ধ্যঙ্কুরমপি প্রভো। ইদানীং ত্বামনুপ্রাপ্য মহীং পর্য্যটিতা ময়া॥ ২৩॥ মনসঃ স্থৈর্য্যমাপন্নমিব সম্প্রাপ্তসিদ্ধিনা। অবশ্যং ত্বন্মুখাম্ভোজাদ্‌যদ্বচো নিঃসরিষ্যতি॥ ২৪॥ তেনৈব মহতী সিদ্ধির্ভবিত্রী মম নান্যথা। তদ্‌ব্রূহি সূপদেশঞ্চ কথং সিদ্ধির্ভবেন্মম॥ ২৫॥ অনেনৈব শরীরেণ পার্থিবেন প্রথীয়সী। দমনস্য নিশম্যেতি গর্গাচার্য্যো বচস্তদা॥ ২৬॥ প্রত্যক্ষদৃষ্টং প্রোবাচ মহদাশ্চর্য্যমুত্তমম্। সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং তত্র শিষ্যাণাং স্থিরচেতসাম্। মুমুক্ষূণাং ধৃতবতাং মহাপাশুপতং ব্রতম্॥ ২৭॥ গর্গ উবাচ। অনেনৈবেহ দেহেন যদি ত্বং সিদ্ধিকামুকঃ। শুশ্রূষাবহিতো ভূত্বা তদা তে কথয়াম্যহম্॥ ২৮॥ অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে সতাম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যরত্নানাং পরমাকরে॥ ২৯॥ সমাশ্রিতানাং জন্তূনাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্। শলভানাং প্রদীপাভে তমস্তোমমহার্চ্চিষি॥ ৩০॥ কর্ম্মভূরুহদাবাগ্নৌ সংসারাব্ধ্যৌর্ব্বশোচিষি। নির্ব্বাণলক্ষ্মীক্ষীরাব্ধৌ সুখসঙ্কেতসদ্মনি॥ ৩১॥ দীর্ঘনিদ্রাপ্রসুপ্তানাং পরমোদ্বোধদায়িনি। যাতায়াতশ্রমাপন্নপ্রাণিমার্গমহীরুহি॥ ৩২॥ অনেকজন্মজনিতমহাপাপাদ্রিবজ্রিণি। নমোচ্চারকৃতাং পুংসাং মহাশ্রেয়োবিধায়িনি॥ ৩৩॥ বিশ্বেশিতুঃ পরে ধাম্নি সীম্নি স্বর্গাপবর্গয়োঃ। স্বর্ধুনীলোলকল্লোলনিত্যক্ষালিতভূতলে॥ ৩৪॥ এবংবিধে মহাক্ষেত্রে সর্ব্বদুঃখৌঘহারিণি। প্রত্যক্ষং মম

রূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি ব্রাহ্মণ-পুত্র; বেদশাস্ত্রে বহুশ্রম করিয়াছিলাম, পরে সংসারের অসারতা জানিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি। আমি এই শরীরে মহাসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য বহু তীর্থে স্নান, কোটি কোটি মন্ত্র জপ, বহুতর দেবতাসেবা, অসংখ্য হোম ও বহু দিবস অনেক গুরুশুশ্রূষা করিয়াছি। আমি মহাশ্মশানে ভূয়সী নিশা যাপন করিয়াছি, পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করিয়াছি, সহস্র সহস্র দিব্য ওষধি সংসাধিত করিয়াছি, বহু রসায়ন সেবন করিয়াছি। কৃতান্তের বদন তুল্য, সিদ্ধপুরুষবহুল, অনেক পর্ব্বতকন্দরে অতি সাহস অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিয়াছি, বহু নিয়ম ও যমসহকারে মহাতপশ্চরণ করিয়াছি; কিন্তু হে প্রভো! কোথায়ও কিঞ্চিৎ সিদ্ধির অঙ্কুর দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিতেছি,—উপস্থিত হইবামাত্র যেন সিদ্ধিলাভ হইয়াছে ও তাহাতে চিত্ত স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছে। আপনার মুখকমল হইতে যে বাক্য নির্গত হইবে, তাহাতেই আমার অবশ্য মহাসিদ্ধি লাভ হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব এই পার্থিব স্থূলদেহে যাহাতে আমার সিদ্ধিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। দমনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন গর্গাচার্য্য, প্রত্যক্ষদৃষ্ট অতি আশ্চর্য্য উত্তম এই কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার পাশুপতব্রতধারী মুমুক্ষু শিষ্যগণ সকলেই স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিল।১৫—২৭। গর্গ বলিলেন—যদি এই দেহে তুমি সিদ্ধিবাসনা করিয়া থাক, তবে তাহার উপায় বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই অবিমুক্ত নামক মহাক্ষেত্র সজ্জনের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ রত্নের পরম আকর, স্বৈরচারী আশ্রিত জীবরূপ পতঙ্গের প্রদীপস্বরূপ, অন্ধকাররূপ অজ্ঞানরাশির পক্ষে সহস্ররশ্মি, কর্ম্মরূপ মহীরুহের দাবানল, সংসারসাগরের বাড়বানল, নির্ব্বাণলক্ষ্মীর ক্ষীরসমুদ্র ও সুখের সঙ্কেতগৃহস্বরূপ। ইনি দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিত জীবগণের পরম উদ্বোধ প্রদান করেন। ইনি মার্গবৃক্ষের ন্যায় ছায়া দানে যাতায়াতশ্রমার্ত্ত পথিকের শ্রম অপনোদন করেন। ইনি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, বহুজন্মার্জ্জিত পাপাচলের পক্ষচ্ছেদনে ব্রতী। ইহাঁর নামোচ্চারণ মাত্রে মানবের মহা কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহা বিশ্বনাথের নিত্যধাম, স্বর্গ ও অপবর্গের সীমা এবং ইহার ভূমি স্বর্গনদীর চঞ্চল কল্লোলে প্রতিনিয়ত প্রক্ষালিত হইয়া থাকে। হে মহামতে! সর্ব্বদুঃখহারী ঈদৃশ মহাক্ষেত্রে

যদ্বৃত্তং তদ্ব্রবীমি মহামতে ॥ ৩৫ ॥ যত্র কালভয়ং নাস্তি যত্র নাস্ত্যেনসো ভয়ম্। তৎক্ষেত্রমহিমানং কঃ সম্যগ্বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৩৬ ॥ তীর্থানি যানি লোকেঽস্মিন্ জন্তূনামঘহান্যহো। তানি সর্ব্বাণি শুদ্ধ্যর্থং কাশীমায়ান্তি নিত্যশঃ ॥ ৩৭ ॥ অপি কাশ্যাং বসেদ্যস্তু সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী। স যাং গতিং লভেন্মর্ত্ত্যো যজ্ঞৈর্দানৈর্ন্ন সান্যতঃ ॥ ৩৮ ॥ রাগবীজসমুদ্ভূতঃ সংসারবিটপো মহান্ দীর্ঘস্বাপকুঠারেণ ছিন্নঃ কাশ্যাং ন বর্দ্ধতে ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বেষামূষরাণাং তু কাশী পরম উষরঃ। বপুর্বীজমিদং তস্মিন্ন্নুপ্তং নৈব প্ররোহতি ॥ ৪০ ॥ স্মরিষ্যন্তীহ যে কাশীমবশ্যং তেঽপি সাধবঃ। তেঽপ্যঘৌঘবিনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি গতিমুত্তমাম্ ॥ ৪১ ॥ বিভূতিঃ সর্ব্বলোকানাং সত্যাদীনাং সুভঙ্গুরা। অভঙ্গুরাবিমুক্তস্য সা তু লভ্যা শিবাজ্ঞয়া ॥ ৪২ ॥ কৃমিকীটপতঙ্গানামবিমুক্তে তনুত্যজাম্। বিভূতির্দৃশ্যতে যা সা ক্বাস্তি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥ ৪৩ ॥ বারাণসী যদা প্রাপ্তা কদাচিৎকালপর্য্যয়াৎ। স উপায়ো বিধাতব্যো যেন নো নিষ্ক্রমো বহিঃ ॥ ৪৪ ॥ পূর্ব্বতো মণিকর্ণীশো ব্রহ্মেশো দক্ষিণে স্থিতঃ। পশ্চিমে চৈব গোকর্ণো ভারভূতস্তথোত্তরে ॥ ৪৫ ॥ ইত্যেতচ্চতুর্ম্মং ক্ষেত্রমবিমুক্তে মহাফলম্। মণিকর্ণীহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং বিভুম্ ॥ ৪৬ ॥ ক্ষেত্রং প্রদক্ষিণীকৃত্য রাজসূয়ফলং লভেৎ। তত্র শ্রাদ্ধপ্রদাতুশ্চ মুচ্যন্তে প্রপিতামহাঃ ॥ ৪৭ ॥ অবিমুক্তসমং ক্ষেত্রমপি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে। ন বিদ্যতে ক্বচিৎ সত্যং সত্যং সাধকসিদ্ধিদম্ ॥ ৪৮ ॥ রক্ষন্তি সততং ক্ষেত্রং যত্র পাশাসিপাণয়ঃ। মহাপারিষদা উগ্রাঃ ক্রূরেভ্যোঽক্রূরবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ প্রাগ্দ্বারমট্টহাসশ্চ গণকোটিপরীবৃতঃ। রক্ষেদহর্নিশং ক্ষেত্রং দুর্বৃত্তেভ্যো বিভীষণঃ ॥ ৫০ ॥ তথৈব ভূতধাত্রীশঃ ক্ষেত্রদক্ষিণরক্ষকঃ। গোকর্ণঃ পশ্চিমদ্বারং পাতি কোটিগণাবৃতঃ ॥ ৫১ ॥ উদগ্দ্বারং তথা রক্ষেৎ ঘণ্টাকর্ণো মহাগণঃ। ঐশং কোণং ছাগবক্ত্রো ভীষণো বহ্নিদিগ্দলম্ ॥ ৫২ ॥ রক্ষঃকাষ্ঠাং শঙ্কুকর্ণো দুমিচণ্ডো মরুদ্দিশম্। ইত্থং ক্ষেত্রং সদা

আমার যাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতেছি। এই কাশীতে কালভয় কিংবা পাপভয় নাই। এই ক্ষেত্রের মহিমা সম্পূর্ণভাবে কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ? এই ভূমণ্ডলে জীবগণের পাপমোচক যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহারা আত্মবিশুদ্ধির জন্য নিত্য কাশীতে আসিয়া থাকে। সর্ব্বভোজী, সর্ব্ববিক্রয়ী কাশীবাসী ব্যক্তি যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্যত্র বিবিধ যজ্ঞ ও দান করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাগরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন বিশাল সংসারবৃক্ষ, এই কাশীতে দীর্ঘনিদ্রারূপ কুঠারে ছিন্ন হইলে আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। পৃথিবীতে যে সমস্ত উষরক্ষেত্র বিদ্যমান আছে, কাশী তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই ক্ষেত্রে দেহবীজ বপন করিলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না। যে সাধুগণ দেহাবসান কালে কাশীর স্মরণ করিবে, তাহারাও পাপরাশিমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিবে। সত্যাদি সর্ব্ব লোকের সম্পত্তি ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সম্পদ্ কদাচ ভঙ্গুর নহে; তাহা শিবের আজ্ঞায় লাভ করিতে পারা যায়। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে কৃমি, কীট ও পতঙ্গও যদি দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের যে গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি কখন মনুষ্য কালক্রমে বারাণসী প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার এরূপ উপায় বিধান করা উচিত, যাহাতে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত না হইতে হয়। পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণীশ্বর, দক্ষিণদিকে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভারভূতেশ্বর, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ক্ষেত্রই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র, ইহা মহাফলদায়ক। মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণ করিলে মানবের রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে এবং তথায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই অবিমুক্তক্ষেত্রের তুল্য সাধকের সিদ্ধিদায়ক ক্ষেত্র কুত্রাপি নাই, ইহা নিঃসংশয় জানিবে। এই ক্ষেত্রকে অতিক্রূরবুদ্ধি, উগ্র, মহাপ্রমথগণ পাশ ও অসি হস্তে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে;—অতিভীষণ অট্টহাস নামক প্রমথ, গণকোটীবেষ্টিত হইয়া দুর্বৃত্তগণ যাহাতে না প্রবেশ করিতে পারে, তজ্জন্য দিবারাত্র পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেছে। ভূতধাত্রীশ প্রমথও কোটি অনুচরপরিবৃত হইয়া ক্ষেত্রের দক্ষিণদ্বার রক্ষা করিতেছে। গোকর্ণ নামক প্রমথ, কোটিগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছে। ঘণ্টাকর্ণ নামক প্রমথ, অসংখ্যগণের সহিত উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছে। ছাগবক্ত্র প্রমথ ঈশানকোণ, ভীষণ নামক প্রমথ বহ্নিকোণ, শঙ্কুকর্ণ নৈর্ঋতকোণ, ও দুমিচণ্ড নামক প্রমথ বায়ুকোণ রক্ষা

শান্তি গণা এতেঽতিভাস্বরাঃ ॥ ৫৩ ॥ কালাক্ষো রণভদ্রশ্চ কৌলেয়ঃ কালকম্পনঃ। এতে পূর্ব্বেণ রক্ষন্তি গঙ্গাপারে স্থিতা গণাঃ ॥ ৫৪ ॥ বীরভদ্রো নলশ্চৈব কর্দ্দমালিপ্তবিগ্রহঃ। স্থূলকর্ণো মহাবাহু-রসিপারে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ বিশালাক্ষো মহাভীমঃ কুণ্ডোদরমহোদরৌ। রক্ষন্তি পশ্চিমদ্বারং দেহলীদেশসংস্থিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ নন্দিসেনশ্চ পঞ্চালঃ খরপাদঃ করণ্টকঃ। আনন্দো গোপকো বক্র রক্ষন্তি বরণাতটে ॥ ৫৭ ॥ তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাপুণ্যে লিঙ্গ-মোঙ্কারসংজ্ঞকম্। তত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা দেহে-নানেন সাধকাঃ ॥ ৫৮ ॥ কপিলশ্চৈব সাবর্ণিঃ শ্রীকণ্ঠঃ পিঙ্গলোংঽশুমান্। এতে পাশুপতাঃ সিদ্ধাস্তল্লিঙ্গারা-ধনেন হি ॥ ৫৯ ॥ একদা তস্য লিঙ্গস্য কৃত্বা পঞ্চাপি পূজনম্। নৃত্যন্তঃ সহুড়ুৎকারং তস্মিল্লিঙ্গে লয়ং যযুঃ ॥ ৬০ ॥ অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তত্র যদ্বৃত্ত-মদ্ভুতম্। নিশাময় মহাবুদ্ধে দমন দ্বিজসত্তম ॥ ৬১ ॥ একা ভেকী মুনে তত্র চরন্তী লিঙ্গসন্নিধৌ। প্রদক্ষিণং সদা কুর্য্যান্নির্ম্মাল্যাক্ষতভক্ষিণী ॥ ৬২ ॥ সা তত্র মৃত্যুং ন প্রাপ শিবনির্ম্মাল্যভক্ষণাৎ। ক্ষেত্রাদন্যত্র মরণং জাতং তস্যাস্তদেনসঃ ॥ ৬৩ ॥ বরং বিষমপি প্রাশ্যং শিবস্বং নৈব ভক্ষয়েৎ। বিষমেকাকিনং হন্তি শিবস্বং পুত্রপৌত্রকম্ ॥ ৬৪ ॥ শিবস্বপরিপুষ্টাঙ্গাঃ স্পর্শনীয়া ন সাধুভিঃ। তেন কর্ম্মবিপাকেণ ততস্তে রৌরবৌকসঃ ॥ ৬৫ ॥ কশ্চিৎকাকঃ সমালোক্য মণ্ডূকীং ভ্রামিতস্ততঃ। পোপ্লুয়মানামাদায় চঞ্চ্বা ক্ষেত্রাদ্বহির্গতঃ ॥৬৬॥ বর্ষাভ্বী তেন সা ক্ষিপ্তা কাকেন ক্ষেত্রবাহ্যতঃ। অথ সা কালতো ভেকী তত্রৈব ক্ষেত্রসত্তমে ॥ ৬৭ ॥ প্রদক্ষিণীকরণতো লিঙ্গস্য স্পর্শনাদপি। পুণ্যাপুণ্যবতী জাতা কন্যা পুষ্প-বটোর্গৃহে ॥ ৬৮ ॥ শুভাবয়বসংস্থানা শুভলক্ষণ-লক্ষিতা। পরং গৃধ্রমুখী জাতা নির্ম্মাল্যাক্ষত-ভক্ষণাৎ ॥ ৬৯ ॥ সম্যগ্গীতরহস্যজ্ঞা নিতরাং মধুর-স্বরা। সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ ॥ তানা একোনপঞ্চাশত্তালা একোত্তরং শতম্। রাগাঃ ষড়েব তেষান্তু পঞ্চপঞ্চাপি চাঙ্গনাঃ ॥ ৭১ ॥

করিতেছে। এই সকল গণ অতীব ভাস্বর, কালাক্ষ, রণভদ্র, কৌলেয় ও কালকম্পন নামক গণ গঙ্গাপারে অবস্থান করিয়া পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিতেছে। বীরভদ্র, অনল ও স্থূলকর্ণ ইহারা রক্ষার জন্য অসিনদীর পারে অবস্থিত আছে। বিশালাক্ষ, মহাভীম কুণ্ডোদর ও মহোদর ইহারা দেহলীদেশে অবস্থান করিয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছে। নন্দিসেন পাঞ্চাল, খরপাদ, করণ্টক, গোপক ও বক্র ইহারা বরণানদীর পারে রক্ষা করিতেছে। ঈদৃশ মহাপুণ্যজনক ক্ষেত্রে সাধকগণ ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের সাধনায় এই পাঞ্চভৌতিক দেহে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই লিঙ্গ আরাধনায় কপিল, সাবর্ণি, শ্রীকণ্ঠ, পিঙ্গল ও অংশুমান্, এই সকল পাশুপতব্রতধারী সিদ্ধ হইয়াছেন। একদা তাঁহারা পাঁচজনে এই ওঙ্কারেশ্বরের পাঁচটী পার্থিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজাপূর্ব্বক "হুড়ুক্" ধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইয়া গেলেন। হে মহামতে, দ্বিজসত্তম দমন! সে স্থানে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার যাহা হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। মুনে! এক ভেকী, তথায় লিঙ্গ-সমীপে সতত বিচরণ করিয়া নির্ম্মাল্যতণ্ডুল ভোজন করিত, তাহাতেই তাহার সর্ব্বদাই লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করা হইত; কিন্তু শিবনির্ম্মাল্য ভক্ষণ-নিবন্ধন, সেই ভেকীর তথায় মৃত্যু হইল না, নির্ম্মাল্যভক্ষণ পাপে ক্ষেত্রের বহির্ভাগে তাহার মৃত্যু হয়। বরং বিষভক্ষণ করিবে, তবু কখন 'শিবস্ব' ভক্ষণ করিবে না। বিষ একজনকে বধ করে, "শিবস্ব" পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে।২৮—৬৪। শিবস্বভোজনে যাহাদের অঙ্গ পরিপুষ্ট, সাধুগণ, তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। সেই কর্ম্মফলে শিবস্বভোজীরা রৌরব নরকে বাস করে। একদিন, ভেকী ইতস্ততঃ লাফাইতেছে দেখিয়া, কাক, চঞ্চুপুটে তাহাকে গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইল। সেই কাক, ক্ষেত্রের বহির্ভাগে ভেকীকে ফেলিয়া দেয়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। অনন্তর, ভেকী সেই লিঙ্গের স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করার ফলে, সেই শ্রেষ্ঠক্ষেত্রেই পুষ্পবটুর গৃহে যথাসময়ে পুণ্যবতী পবিত্রা দুহিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যার অবয়বসংস্থান উত্তম হইল; সে শুভলক্ষণসম্পন্না হইল। পরন্তু নির্ম্মাল্যতণ্ডুল-ভোজনে তাহার মুখ গৃধ্রমুখের ন্যায় হইল। সেই কন্যা অত্যন্ত মধুরস্বরা এবং সম্যক্ গীতরহস্য অবগত হইল। সপ্ত স্বর, তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তান, একাধিক শত তাল, ছয় রাগ, প্রত্যেক রাগের পাঁচ

ষট্‌ত্রিংশদ্রাগরাগিণ্য ইতি রাগিমুদাবহাঃ। দেশকালবিভেদেন পঞ্চষষ্টিস্তথাপরাঃ ॥ ৭২ ॥ যাবন্ত এব তালাঃ স্যু রাগাস্তাবন্ত এব হি। ইতি গীতোপনিষদা প্রত্যহং সা শুভব্রতা ॥ ৭৩॥ মাধবী মধুরালাপা সদোঙ্কারং সমর্চ্চয়েৎ। প্রাপ্যাপ্যনর্ঘ্যতারুণ্যং সা তু পুষ্পবটোঃ সুতা ॥ ৭৪ ॥ প্রাগ্‌জন্মবাসনাযোগাদোঙ্কারং বহুমংস্ত বৈ। স্বভাবচঞ্চলং চেতস্তস্যাস্তল্লিঙ্গসেবনাৎ ॥ ৭৫। দমন স্থৈর্য্যমগমদ্‌যোগেনেব মহাত্মনঃ। ন দিবা বাধয়াঞ্চক্রে ক্ষুত্তৃণ্নিদ্রাঃ ক্ষপাসু তাম্ ॥ ৭৬ ॥ অতন্দ্রিতমনা আসীৎ সা তল্লিঙ্গনিরীক্ষণে। অক্ষোর্নিমেষা যাবন্তস্তস্যা আসন্ দিবানিশম্ ॥ ৭৭ ॥ তাবৎকালস্তয়া সাধ্ব্যা মহান্ বিঘ্নোহনুমীয়তে। নিমেষান্তরিতঃ কালো যো যো ব্যর্থো গতো মম। লিঙ্গানবেক্ষণাত্তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ত্যেব সেবাং তত্যাজ নোঙ্কৃতেঃ। জলাভিলাষিণী সা তু লিঙ্গ নামামৃতং পিবেৎ ॥ ৭৯ ॥ নান্যদ্দিদৃক্ষিণী তস্যা অক্ষিণী শ্রুতিগে অপি। বিহায় লিঙ্গমোঙ্কারং হৃদ্বিহায়ঃস্থিতং সতাম্ ॥ ৮০ ॥ তস্যাঃ শব্দগ্রহৌ নান্যশব্দগ্রহণতৎপরৌ। অতীব নিপুণৌ জাতৌ তৎসম্মাল্যকরৌ করৌ ॥ ৮১ ॥ নান্যত্র চরণৌ তস্যাশ্চরতঃ সুখবাঞ্ছয়া। তাবোঙ্কারাজিরক্ষৌণীং ক্ষুণ্ণাং নির্ব্বাণপদ্ময়া ॥ ৮২ ॥ ওঙ্কারং প্রণবং সারং পরং ব্রহ্মপ্রকাশকম্। শব্দব্রহ্মত্রয়ীরূপং নাদবিন্দুকলালয়ম্ ॥ ৮৩ ॥ সদক্ষরং চাদিরূপং বিশ্বরূপং পরাবরম্। বরং বরেণ্যং বরদং শাশ্বতং শান্তমীশ্বরম্ ॥ ৮৪ ॥ সর্ব্বলোকৈকজনকং সর্ব্বলোকৈকরক্ষকম্। সর্ব্বলোকৈক সংহর্ত্তৃ সর্ব্বলোকৈকবন্দিতম্ ॥ ৮৫ ॥ আদ্যন্তরহিতং নিত্যং শিবং শঙ্করমব্যয়ম্। একং গুণত্রয়াতীতং ভক্তস্বান্তকৃতাস্পদম্ ॥ ৮৬ ॥ নিরুপাধি নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্। নির্ম্মলং নিরহঙ্কারং নিষ্প্রপঞ্চং নিজোদয়ম্ ॥ ৮৭ ॥ স্বাত্মারামমনন্তঞ্চ সর্ব্বগং সর্ব্বদর্শিনম্। সর্ব্বদং সর্ব্বভোক্তারং সর্ব্বং সর্ব্বসুখাস্পদম্ ॥ ৮৮ ॥ বাগিন্দ্রিয়ং তদীয়ঞ্চ প্রোচ্চরত্তদহর্নিশম্। নামান্তরং ন গৃহ্লাতি রুচিদন্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৮৯ ॥ এতন্নামাক্ষররসং রসয়ন্তী দিবানিশম্। রসনা নৈব জানাতি তস্যা অন্যত্র-

---

পাঁচ পত্নী রাগিণী,—এই ছত্রিশ রাগ-রাগিণী, এতৎসমস্ত রাগসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আনন্দবর্দ্ধক। দেশকালভেদে অপর পঞ্চষষ্টি রাগরাগিণী,—সুতরাং যত তাল, তত রাগ-রাগিণী আছে। সেই শুভব্রতা মধুরালাপা মাধবী, উক্ত স্বরগ্রামাদি অনুসারে গীত নিগমবচন দ্বারা প্রত্যহ ওঙ্কারলিঙ্গের পূজা করিতেন। সেই পুষ্পবটুদুহিতা, অমূল্য যৌবনকাল পাইয়াও পূর্ব্বজন্মের বাসনাবলে, ওঙ্কারলিঙ্গেই বহুমানসম্পন্না হইয়া রহিলেন। হে দমন! স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও মহাত্মা ব্যক্তির চিত্ত যোগ দ্বারা যেমন স্থির হয়, তদ্রূপ, স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও তাঁহার চিত্তও সেই লিঙ্গসেবাতে করিয়াই স্থির হইল। সেই কন্যাকে দিবসে ক্ষুধাতৃষ্ণা পীড়া দিতে পারে নাই, রাত্রিতে নিদ্রা তাহাকে কাতর করিতে পারে নাই; পুষ্পবটু-দুহিতা লিঙ্গদর্শনে মনের আলস্য করিত না। দিবারাত্রের মধ্যে চক্ষুর্নিমেষ যত আছে, সাধ্বী সেই কন্যা তাবৎকালকেও মহাবিঘ্ন বলিয়া বিবেচনা করিত। "নিমেষপাতের সময় লিঙ্গদর্শন না হওয়াতে নিমেষান্তরিত যে যে কাল ব্যর্থ গেল, তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? মাধবী এই চিন্তা করিতে করিতেই ওঙ্কারের সেবা করিত; কখন ওঙ্কারের সেবা পরিত্যাগ করে নাই। কখন তাহার জলতৃষ্ণা হইলে, সে লিঙ্গনামামৃতই পান করিত। তাহার কর্ণান্তাকৃষ্টনয়নযুগলও সজ্জনগণের হৃদয়াকাশস্থিত ওঙ্কারলিঙ্গ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে অভিলাষী হয় নাই। ৬৫—৮০। তাহার কর্ণযুগল অন্য শব্দ গ্রহণ করিত না; তাহার করদ্বয়ও ওঙ্কারলিঙ্গের পূজাদি কর্ম্মানুষ্ঠানেই নিপুণ হইয়াছিল। তাহার চরণযুগলও নির্ব্বাণলক্ষ্মীর অধিষ্ঠিত ওঙ্কারেশ্বরের প্রাঙ্গণভূমি ব্যতীত অন্য স্থানে সুখাভিলাষে বিচরণ করে নাই। ব্রহ্মপ্রকাশক প্রণববাচ্য, শব্দব্রহ্মময় ত্রয়ীমূর্ত্তি, নাদবিন্দুকলার আশ্রয়, সদক্ষর, আদিরূপ, বিশ্বরূপ, কার্য্যকারণরূপী, বরেণ্য, বরদ, বর, শাশ্বত, শান্ত, ঈশ্বর, সর্ব্বলোকৈকজনক, সর্ব্বলোকৈকরক্ষক, সর্ব্বলোকৈকসংহারক, সর্ব্বলোকৈক-বন্দিত, আদ্যন্তবর্জ্জিত, অব্যয়, নিত্য, শিব, শঙ্কর, অদ্বিতীয়, ত্রিগুণাতীত, ভক্তহৃদয়স্থিত, উপাধিশূন্য, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, নিষ্প্রপঞ্চ, স্বপ্রকাশ, স্বাত্মারাম, অনন্ত, সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বসুখাস্পদ, পরম সার, সর্ব্ব ওঙ্কারেশ্বর এইরূপ বাক্য উচ্চারণ তদীয় বাগিন্দ্রিয় অহোরাত্র করিত; কখন অন্য কাহারও নাম গ্রহণ করিত না। তাহার রসনা দিবারাত্র ওঙ্কারেশ্বরের নামাক্ষররস আস্বাদন করিত, অন্য রস

সাক্ষরম্ ॥ ৯০ ॥ সম্মার্জ্জনং রঙ্গমালাঃ প্রাসাদং পরিতঃ সদা। বিদধ্যান্মাধবী তত্র তথার্চ্চাপাত্র-শোধনম্ ॥৯১॥ তত্র পাশুপতা যে বৈ প্রণবেশার্চ্চনে রতাঃ। তাংশ্চ শুশ্রূষয়েন্নিত্যং পিতৃবুদ্ধ্যাতি-ভক্তিতঃ ॥ ৯২ ॥ বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যামেকদা সা তু মাধবী। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা দিবোপবসনান্বিতা ॥ ৯৩ ॥ যাত্রা মিলিতভক্তেষু প্রাতর্যাতেষু সর্ব্বতঃ। সম্মার্জ্জনাদিকং কৃত্বা লিঙ্গমভ্যর্চ্চ্য হর্ষতঃ ॥ ৯৪ ॥ গায়ন্তী মধুরং গীতং নৃত্যন্তী নিজলীলয়া। ধ্যায়ন্তী লিঙ্গমোঙ্কারং তত্র লিঙ্গে লয়ং যযৌ ॥ ৯৫ ॥ অনেনৈব শরীরেণ পার্থিবেন মহামতিঃ। অস্মদা-চার্য্যমুখ্যানাং পশ্যতাঞ্চ তপস্বিনাম্ ॥ ৯৬ ॥ প্রাদুর্ব্বভূব যল্লিঙ্গাজ্জ্যোতির্জটিলিতাম্বরম্। তত্র জ্যোতিষি সা বালা জ্যোতির্ম্ময্যপি সাপ্যভূৎ ॥ ৯৭ ॥ রাধশুক্লচতুর্দ্দশ্যামদ্যাপি ক্ষেত্রবাসিনঃ। তত্র যাত্রাং প্রকুর্ব্বন্তি মহোৎসবপুরঃসরাঃ ॥ ৯৮ ॥ তত্র জাগরণং কৃত্বা চতুর্দ্দশ্যামুপোষিতাঃ। প্রাপ্নুবন্তি পরং জ্ঞানং যত্র কুত্রাপি বৈ মৃতাঃ ॥ ৯৯ ॥ ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সর্ব্বতঃ। তানি বৈশাখভূতায়া-মায়ান্ত্যোঙ্কৃতিদর্শনে ॥ ১০০ ॥ লিঙ্গাগ্রে শ্রীমুখীনাম্নী গুহাস্তি পরমোত্তমা। পাতালস্য চ তদ্দ্বারং তত্র সিদ্ধা বসন্তি হি ॥ ০১ ॥ তিষ্ঠেয়ুঃ পঞ্চরাত্রং যে গুহায়াং তত্র সুব্রতাঃ। তে নাগকন্যাঃ পশ্যন্তি ক্রয়ুস্তাশ্চ শুভাশুভম্ ॥ ১০২ ॥ কন্দরোত্তরদিগ্‌ভাগে তত্র কূপো রসোদকঃ। আষণ্মাসঞ্চ তৎপীত্বা পিবেদ্-ব্রহ্মরসায়নম্ ॥ ১০৩ ॥ তত্র নাদেশ্বরং লিঙ্গ দৃষ্ট্বা নাদনিদানভূঃ। সর্ব্বনাদাত্মকং বিশ্বং তচ্ছ্রবোগোচরী-ভবেৎ ॥ ১০৪ ॥ তত্র মৎস্যোদরীং স্নাত্বা স্বর্ধুনীং বরুণাপ্লুতাম্। কৃতকৃত্যো ভবেজ্জন্তুর্নৈব শোচতি-কুত্রচিৎ ॥ ১০৫ ॥ অসংখ্যাতা গতাঃ সিদ্ধিমোঙ্কারে-শ্বরসেবকাঃ। পার্থিবেনৈব দেহেন দিব্যভূতেন তৎক্ষণাৎ ॥ ১০৬ ॥ অবিমুক্তং পরং ক্ষেত্রং ব্রহ্মাণ্ডাদপি সর্ব্বতঃ। ততোঽপি পরমোঙ্কার উক্তো মৎস্যোদরীতটে ॥ ১০৭ ॥ প্রণবেশো-হঙ্গ যৈঃ কাশ্যাং ন নতো নাপি চার্চ্চিতঃ। কিমর্থং তে সমুৎপন্না মাতৃতারুণ্যহারিণঃ ॥ ১০৮ ॥ যদা-

---

জানিত না। মাধবী ওঙ্কারেশ্বরের প্রাসাদসম্মার্জ্জন, প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে চিত্রসমূহপ্রস্তুতি এবং পূজাপাত্র শোধন করিত। তথায় ওঙ্কারেশ্বর-শিবপূজানিরত যে সকল শৈব থাকিতেন, সেই কন্যা তাঁহাদিগকে পিতৃবোধে অতি ভক্তি সহকারে নিত্য পূজা করিত। একদা, বৈশাখ মাসের চতুর্দ্দশীতে দিবসে উপবাস ও রাত্রিতে জাগরণ করিয়া থাকিয়া সেই মহামতী মাধবী প্রাতঃকালে,—যখন ভক্তেরা যাত্রা করিবার জন্য নানাস্থানে গিয়াছেন, তখন মন্দিরমার্জ্জনাদি করিবার পর সহর্ষে লিঙ্গপূজা করিয়া মধুর শিবগীত গান, ভাবাবেশে নৃত্য এবং ওঙ্কারেশ্বর শিবের ধ্যান করিতে করিতে এই পার্থিব দেহেই সেই লিঙ্গে বিলীন হইলেন। আমাদিগের আচার্য্যপ্রবর তপস্বিগণের সমক্ষে গগনব্যাপী যে জ্যোতি সেই লিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সেই বালা মাধবীও জ্যোতির্ম্ময়রূপে ছিলেন। অদ্যাপি কাশীক্ষেত্র-নিবাসিগণ বৈশাখ মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে মহোৎ-সব সহকারে সেই স্থানে যাত্রা করেন। তথায় সেই চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিলে, [illegible] কেন মরুক না, পরম জ্ঞান প্রাপ্ত [illegible] আছে, তৎ সমস্তই বৈশাখশুক্লচতুর্দ্দশীতে ওঙ্কার শিবের দর্শনার্থ আগমন করেন। লিঙ্গের সম্মুখে শ্রীমুখী নাম্নী পরমোত্তমা এক গুহা আছে, তাহা পাতালের দ্বার; সিদ্ধগণ তথায় বাস করেন। যাহারা শোভনব্রতসম্পন্ন হইয়া পঞ্চরাত্র সেই গুহায় অবস্থিতি করিতে পারে, তাহারা নাগকন্যাদিগকে দেখিতে পায়, আর নাগকন্যারা তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বলিয়া দিতে পারে।৮১—১০২। গুহার উত্তরদিকে 'রসোদক' নামে কূপ আছে; ছয়মাস যাবৎ সেই কূপের জলপান করিলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরসায়ন পান করা হয়। তথায়, নাদোৎপত্তি-স্থানে নাদেশ্বরলিঙ্গ বর্ত্তমান; যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করে, সর্ব্বনাদাত্মক বিশ্ব তাঁহার শ্রবণগোচর হয়। তথায় প্রাণী গঙ্গাবরুণাপ্লুত মৎস্যোদরী-প্রবাহে স্নান করিলে কৃতার্থ হয়, তাহার আর কোথাও শোক করিতে হয় না। অসংখ্য ওঙ্কারে-শ্বরলিঙ্গ-সেবকগণ, দিব্যভাবাপন্ন পার্থিবদেহে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অবিমুক্তক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ, মৎস্যোদরীতীরে ওঙ্কার-লিঙ্গস্থান তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে দমনক! কাশীতে যাহারা ওঙ্কারেশ্বরকে প্রণাম বা পূজা না করিয়াছে, তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে কেন? তাহারা কেবল মাতৃযৌবননাশক ভিন্ন আর কিছুই [illegible]

প্রভৃতি বিশ্বেশো মন্দরাদাগতোঽভবন্। তস্মিন্নানন্দগহনে তদাপ্রভৃতি সত্তম ॥ ১০৯ ॥ সর্ব্বাণ্যায়তনান্যাশু সাব্ধীনি সগিরীণ্যপি। সনদীনি সতীর্থানি সদ্বীপানি যযুস্ততঃ ॥ ১১০ ॥ ইদানীং মম ভাগ্যেন স্মারিতোঽহং ত্বয়া মুনে। অহমপ্যাগমিষ্যামি যামঃ কাশীং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১১১ ॥ এতেঽপি মম শিষ্যা যে মহাপাশুপতব্রতাঃ। কাশীযিযাসবস্তেঽপি যতঃ সর্ব্বে মুমুক্ষবঃ ॥ ১১২ ॥ অপি বার্দ্ধকমাসাদ্য যৈঃ কাশী নৈব শীলিতা। মানুষে দুর্লভে নষ্টে কুতস্তেষাং মহাসুখম্ ॥ ১১৩ ॥ যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং যাবন্নৈবায়ুষঃ ক্ষয়ঃ। তাবৎ সেব্যং প্রযত্নেন শম্ভোরানন্দকাননম্ ॥ ১১৪ ॥ য আনন্দবনং শম্ভোঃ শিশ্রিয়ুঃ শ্রীনিকেতনম্। অচলাশ্রীর্ন মুঞ্চেত্তান্ মহাসৌখ্যৈকশেবধীন্ ॥ ১১৫ ॥ ইত্যাখ্যায় কথাং রম্যাং গর্গঃ পাশুপতোত্তমঃ। ভারদ্বাজেন সহিতঃ প্রাপ বারাণসীং পুরীম্ ॥ ১১৬ ॥ দমনোঽপি হি ধর্ম্মাত্মা গর্গাচার্য্যেণ সংযুতঃ। আরাধ্য শ্রীমদোঙ্কারং তস্মিল্লিঁঙ্গে লয়ং গতঃ ॥ ১১৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইল্বলারে পরং স্থানমোঙ্কারমবিমুক্তকে। তত্র সিদ্ধিং পরাং জগ্মুঃ সাধকা বহুশো মুনে ॥ ১১৮ ॥ কলৌ কলুষচিত্তানাং পুরো নাখ্যেয়মেব হি। প্রণবেশ্বরমাহাত্ম্যং নাস্তিকানাং বিশেষতঃ ॥ ১১৯ ॥ যে নিন্দন্তি মহাদেবং ক্ষেত্রং নিন্দন্তি যেঽধিয়ঃ। পুরাণং যে চ নিন্দন্তি তে সম্ভাষ্যা ন কুত্রচিৎ ॥ ১২০ ॥ ওঙ্কারসদৃশং লিঙ্গং ন কচিজ্জগতীতলে। ইতি গৌর্য্যৈ সমাখ্যাতং দেবদেবেন নিশ্চিতম্ ॥ ১২১ ॥ ইমমধ্যায়মাকর্ণ্য নরস্তদ্গতমানসঃ। বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ওঙ্কারেশ্বরমাহাত্ম্যং নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। শ্রুত্বোঙ্কারকথামেতাং মহাপাতকনাশিনীম্। ন তৃপ্তোঽস্মি বিশাখাখ ব্রূহি ত্রৈবিষ্টপীং কথাম্ ॥ ১ ॥ কথঞ্চ কথিতা দেব্যৈ দেবদেবেন ষণ্মুখ। আবির্ভূতির্মহাবুদ্ধে পুণ্যা ত্রৈলোচনী পরা ॥ ২ ॥ স্কন্দ উবাচ। আকর্ণয় মুনে

সত্তম! বিশ্বেশ্বর, মন্দরপর্ব্বত হইতে সেই আনন্দকাননে আসা অবধি সকল আয়তন, পর্ব্বত, সাগর, নদী, তীর্থ এবং দ্বীপ সকল তথায় যাইতেছে। হে মুনে! অধুনা ভাগ্যক্রমে তুমি আমায় স্মরণ করাইয়া দিলে; আমিও আসি; ধীরে ধীরে কাশীতে যাইব। মহাপাশুপত ব্রতসম্পন্ন এই আমার শিষ্যগণও কাশীগমনে অভিলাষী; কেননা, সকলেই ইহারা মুমুক্ষু। যাহারা বৃদ্ধাবস্থাতেও কাশীসেবা না করে, তাহাদের মহাসুখ হইবে কিরূপে? দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম ত গতপ্রায়। যাবৎ ইন্দ্রিয়বৈকল্য না হয়, যাবৎ আয়ুঃক্ষয় না হয়, তাবৎকালের মধ্যে শিবের আনন্দকানন যত্নসহকারে সেবনীয়। যাহারা শ্রীনিকেতন শাম্ভব আনন্দকাননকে আশ্রয় করে, সেই মহাসুখের একমাত্র আশ্রয় জনগণকে লক্ষ্মী কদাপি পরিত্যাগ করেন না। তিনি অচলা হইয়া থাকেন। পাশুপতোত্তম গর্গ এই রমণীয় কথা কীর্ত্তন করিয়া ভারদ্বাজনন্দন দমনের সহিত বারাণসী-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। গর্গাচার্য্যসমভিব্যাহারী ধর্ম্মাত্মা দমনও শ্রীমান্ ওঙ্কারনাথের আরাধনা করিয়া সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হন। স্কন্দ বলিলেন,—হে ইল্বলশত্রো! অবিমুক্তক্ষেত্রে ওঙ্কার একটী পরম স্থান। হে মুনে! তথায় বহু বহু সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কলিকলুষপূর্ণচিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট, বিশেষতঃ নাস্তিকের নিকট ওঙ্কারেশ্বরমাহাত্ম্য বক্তব্য নহে। যাহারা শিবনিন্দা করে, যে নির্ব্বুদ্ধিগণ, শিবক্ষেত্রের নিন্দা করে এবং যাহারা পুরাণনিন্দা করে, তাহারা কোথাও কখন সম্ভাষণীয় নহে। ওঙ্কারসদৃশ লিঙ্গ ভূতলে কোথাও নাই, দেবদেব, নিশ্চয় করিয়া গৌরীর নিকটে ইহা বলেন। মনুষ্য, তদ্গতচিত্তে এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ১০৩—১২২।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে বিশাখ! মহাপাতকবিনাশিনী এই ওঙ্কারকথা শ্রবণ করিয়া, আমার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না, এক্ষণে তুমি ত্রিলোচনলিঙ্গসম্বন্ধিনী কথা বল। হে মহামতে ষড়ানন! কিরূপে পরমপবিত্র ত্রিলোচনাবির্ভাব হয়, দেবদেব দেবীর নিকট তৎসম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন? স্কন্দ

বচ্মি কথাং ভ্রমনিবারিণীম্। যথা দেবেন কথিতাং ত্রিবিষ্টপসমুদ্ভবাম্ ॥ ৩ ॥ বিরজাখ্যং হি তৎ পীঠং তত্র লিঙ্গং ত্রিবিষ্টপম্। তৎপীঠদর্শনাদেব বিরজা জায়তে নরঃ ॥ ৪ ॥ তিস্রস্ত সঙ্গতাস্তত্র স্রোতস্বিন্যো ঘটোদ্ভব, তিস্রঃ কল্মষহারিণ্যো দক্ষিণে হি ত্রিলোচনাৎ ॥ ১০৫ ॥ স্রোতোমূর্ত্তিধরাঃ সাক্ষাল্লিঙ্গ-স্নপনহেতবে। সরস্বত্যথ কালিন্দী নর্ম্মদা চাতি-শর্ম্মদা ॥ ৬ ॥ তিস্রোঽপি হি ত্রিসন্ধ্যং তাঃ সরিতঃ কুম্ভপাণয়ঃ। স্নপয়ন্তি মহাধাম লিঙ্গং ত্রৈবিষ্টপং মহৎ ॥ ৭ ॥ লিঙ্গানি সরিতস্তাভিঃ স্বনাম্না স্থাপিতা-ন্যপি। তেষাং সন্দর্শনাৎ পুংসাং তাসাং স্নানফলং ভবেৎ ॥ ৮ ॥ সরস্বতীশ্বরং লিঙ্গং দক্ষিণেন ত্রিবি-ষ্টপাৎ। সারস্বতং পদং দদ্যাদৃষ্টং স্পৃষ্টঞ্চ জাড্য-হৃৎ ॥ ৯ ॥ যমুনেশং প্রতীচ্যাঞ্চ নরৈর্ভক্ত্যা সম-র্চ্চিতম্। অপি কিল্বিষবদ্ভিশ্চ যমলোকনিবারণম্ ॥ ১০ ॥ দৃষ্টং ত্রিলোচনাৎ প্রাচ্যাং নর্ম্মদেশং সুশর্ম্ম-দম্। তল্লিঙ্গার্চ্চনতো নৃণাং গর্ভবাসো নিষিধ্যতে ॥ ১১ ॥ স্নাত্বা পিলিপিলাতীর্থে ত্রিবিষ্টপসমীপতঃ। দৃষ্ট্বা ত্রিলোচনং লিঙ্গং কিং ভূয়ঃ পরিশোচতি ॥১২॥ ত্রিবিষ্টপস্য লিঙ্গস্য স্মরণাদপি মানবঃ। ত্রিবিষ্টপ-পতির্ভূয়ান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৩ ॥ ত্রিবিষ্টপস্য দ্রষ্টারঃ স্রষ্টারঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ। কৃতকৃত্যাস্ত এবাত্র ত এবাত্র মহাধিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ আনন্দকাননে লিঙ্গং প্রণতং যৈস্ত্রিবিষ্টপম্। ত্রিলোচনস্য নামাপি যৈঃ শ্রুতং শুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥ ১৫ ॥ সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাত্তে পূতা নাত্র সংশয়ঃ। পৃথিব্যাং যানি লিঙ্গানি তেষু দৃষ্টেষু যৎ ফলম্ ॥ ১৬ ॥ তৎ স্যাত্রিবিষ্টপে দৃষ্টে কাশ্যাং মন্যে ততোঽধিকম্। কাশ্যাং ত্রিবিষ্টপে দৃষ্টে দৃষ্টং সর্ব্বং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৭ ॥ ক্ষণান্নির্ধুতপাপোঽসৌ ন পুনর্গর্ভভাগ্ভবেৎ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বাবভৃথবান্ স চ ॥ ১৮ ॥ যো বৈ পিলিপিলাতীর্থে স্নাত্বোত্তরবহাম্ভসি। সরিত্রয়ং মহাপুণ্যং যত্র সাক্ষাদ্বসেৎ সদা ॥ ১৯ ॥ তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা গয়ায়াং কিং করিষ্যতি। স্নাত্বা পিলিপিলাতীর্থে কৃত্বা বৈ পিণ্ডপাতনম্ ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা

কহিলেন,—হে মুনে! দেবদেব, ত্রিলোচনোৎ-পত্তিসম্বন্ধে যেরূপ কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই ভ্রমনিবারিণী কথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিরজা নামে প্রসিদ্ধ পীঠ, তথায় ত্রিবিষ্টপ (ত্রিলোচন) লিঙ্গ, সেই পীঠ দর্শন মাত্রেই মানব রজঃশূন্য হয়। হে কুম্ভযোনে! তথায় ত্রিলোচনলিঙ্গের দক্ষিণভাগে তিন নদী মিলিত হইয়াছেন। তিন নদীই পাপহারিণী। সেই লিঙ্গকে স্নান করাই-বার জন্য, সাক্ষাৎ সরস্বতী, যমুনা এবং অতি সুখদায়িনী নর্ম্মদা, এই নদীত্রয়ই স্রোতোমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন মূর্ত্তিমতী সেই তিন নদীই হস্তে কুম্ভ লইয়া সেই মহাতেজঃসম্পন্ন মহৎ ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গকে ত্রিসন্ধ্য স্নান করান। সেই ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গের তিনদিকে, সেই নদীত্রয়ও স্ব স্ব নামানুসারে লিঙ্গ স্থাপনা করিয়াছেন; সেই সব লিঙ্গ দর্শনে, উক্ত নদীত্রয়ে স্নান করিবার ফলপ্রাপ্তি হয়। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের দক্ষিণে সরস্বতীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে, সরস্বতীলোক-প্রাপ্তি এবং জাড্যনাশ হয়। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের পশ্চিমদিকে যমুনেশলিঙ্গ পাপী মানবেরাও ভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, তাহাদের যমলোকে যাইতে হয় না। ত্রিলোচনলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে [illegible] নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে উত্তম সুখ [illegible] লিঙ্গের পূজা করিলে, মনুষ্যগণের গর্ভবাস হয় না। ১—১১। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গসমীপে পিলি-পিলাতীর্থে স্নান এবং ত্রিলোচন দর্শন করিলে, পুন-রায় আর শোক করিতে হয় কি? ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের স্মরণ করিলেও মানব, স্বর্গের রাজা হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গদর্শক মানবেরা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারাই কৃতার্থ এবং তাহারাই মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, আনন্দকাননে যাহারা ত্রিপিষ্টপলিঙ্গকে প্রণাম করিয়াছে, অথবা যে শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, ত্রিলোচনের নাম শ্রবণও করিয়াছে, তাহারা সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, এ বিসয়ে সন্দেহ নাই। পৃথি-বীতে যত শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান, তৎসমস্ত অবলোকন করিলে যে ফল হয়, কাশীতে ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিলে, আমার বিবেচনা হয়, ততোধিক ফলপ্রাপ্তি ঘটে। কাশীতে ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ অবলোকনে, সমগ্র স্বর্গদর্শনের ফল হয়, ক্ষণমধ্যে তাহার সমস্ত পাপ দূর হয় এবং আর গর্ভভোগ তাহার করিতে হয় না। যে ব্যক্তি পিলিপিলাতীর্থে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করে, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নানফল এবং সর্ব্বযজ্ঞান্তস্নানফলপ্রাপ্তি হয়। মহাপবিত্র নদীত্রয় যথায় সতত বর্ত্তমান, সেই স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে গয়াতে আর শ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? পিলি-পিলাতীর্থে স্নান, তথায় পিণ্ডদান এবং ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ

ত্রিবিষ্টপং লিঙ্গং কোটিতীর্থফলং লভেৎ। যদন্যত্রার্জ্জিতং পাপং তৎ কাশীদর্শনাদ্‌ব্রজেৎ॥ ২১॥ কাশ্যান্তু যৎ কৃতং পাপং তৎ পৈশাচপদপ্রদম্। প্রমাদাৎ পাতকং কৃত্বা শম্ভোরানন্দকাননে॥ ২২॥ দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপং লিঙ্গং তৎ পাপমপি হাস্যতি। সর্ব্বস্মিন্নপি ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠমানন্দকাননম্॥ ২৩॥ তত্রাপি সর্ব্বতীর্থানি ততোঽপ্যোঙ্কারভূমিকা। ওঙ্কারাদপি সল্লিঙ্গান্মোক্ষবর্ত্মপ্রকাশকাৎ॥ ২৪॥ অতিশ্রেষ্ঠতরং লিঙ্গং শ্রেয়োরূপং ত্রিলোচনম্॥ ২৫॥ তেজস্বিষু যথা ভানুর্দৃশ্যেষু চ যথা শশী। তথা লিঙ্গেষু সর্ব্বেষু পরং লিঙ্গং ত্রিলোচনম্॥ ২৬॥ ত্রিলোচনার্চ্চকানাং সা পদবী ন দবীয়সী। পরং নির্ব্বাণপদ্মায়া মহাসৌখ্যৈকশেবধেঃ॥ ২৭॥ সকৃত্রিলোচনার্চ্চাতো যচ্ছ্রেয়ঃ সমুপার্জ্জ্যতে। ন তদাজন্ম সম্পূজ্য লিঙ্গান্যন্যানি লভ্যতে॥ ২৮॥ কাশ্যাং ত্রিলোচনং লিঙ্গং যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাধিয়ঃ। তেঽর্চ্চ্যাস্ত্রিভুবনৌকোভির্মম প্রীতিমভীপ্সুভিঃ॥ ২৯॥ কৃত্বাপি সর্ব্বসন্ন্যাসং কৃত্বা পাশুপতব্রতম্। নিয়মেভ্যঃ স্খলিত্বাপি কুতো বিভ্যতি মানবাঃ॥ ৩০॥ বিদ্যমানে মহালিঙ্গে মহাপাপৌঘহারিণি। ত্রিবিষ্টপে পুণ্যরাশৌ মোক্ষনিক্ষেপসদ্মনি॥ ৩১॥ সমভ্যর্চ্চ্য মহালিঙ্গং সকৃদেব ত্রিলোচনম্। মুচ্যতে কলুষৈঃ সর্ব্বৈরপি জন্মশতার্জ্জিতৈঃ॥ ৩২॥ ব্রহ্মহাপি সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতল্পগঃ। তৎসংযোগ্যপি বা বর্ষং মহাপাপী প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৩॥ পরদাররতশ্চাপি পরহিংসারতোঽপি বা। পরাপবাদশীলোঽপি তথা বিশ্রম্ভঘাতকঃ॥ ৩৪॥ কৃতঘ্নোঽপি ভ্রূণহাপি বৃষলীপতিরেব বা। মাতাপিতৃগুরুত্যাগী বহ্নিদো গরদোঽপি বা॥ ৩৫॥ গোঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নোঽপি শূদ্রঘ্নঃ কন্যাদূষয়িতাপি চ। ক্রূরো বা পিশুনো বাপি নিজধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ॥ ৩৬॥ নিন্দকো নাস্তিকো বাপি কূটসাক্ষ্যপ্রবাদকঃ। অভক্ষ্যভক্ষকো বাপি তথাবিক্রেয়বিক্রয়ী॥ ৩৭॥ ইত্যাদিপাপশীলোঽপি মুক্ত্বৈকং শিবনিন্দকম্। পাপান্নিষ্কৃতিমাপ্নোতি নত্বা লিঙ্গং ত্রিলোচনম্॥ ৩৮॥ শিবনিন্দারতো মূঢ়ঃ শিবশাস্ত্রাবনিন্দকঃ। তস্য নো নিষ্কৃতির্দৃষ্টা কাপি শাস্ত্রেঽপি কেনচিৎ॥ ৩৯॥ আত্মঘাতী স বিজ্ঞেয়ঃ সদা ত্রৈলোক্যঘাতকঃ। শিবনিন্দাং বিধত্তে যঃ সোঽনাভাষ্যোঽধমাধমঃ॥ ৪০॥ শিবনিন্দারতা যে চ শিবভক্তজনেষ্বপি। তে যান্তি নরকে ঘোরে

দর্শন করিলে কোটি তীর্থফলপ্রাপ্তি হয়। অন্যস্থানে কৃত পাপ কাশীদর্শনে বিনষ্ট হয়, কিন্তু কাশীতে পাপ করিলে তাহাতে পিশাচপদপ্রাপ্তি হয়। তবে প্রমাদবশতঃ শিবের আনন্দকাননে পাপ করিয়া ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিলে, সে পাপও বিনষ্ট হয়। সকল ভূভাগের মধ্যে আনন্দকানন শ্রেষ্ঠ; তথায় সর্ব্বতীর্থ বর্ত্তমান। ওঙ্কারস্থান, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ; মোক্ষপথপ্রকাশক ওঙ্কারলিঙ্গক্ষেত্র অপেক্ষা মঙ্গলস্বরূপ ত্রিলোচনলিঙ্গ অতি শ্রেষ্ঠতর। তেজস্বীর মধ্যে যেমন সূর্য্য, দৃশ্য বস্তুর মধ্যে যেমন চন্দ্র, তেমনি সকল লিঙ্গের মধ্যে ত্রিলোচনলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ মহাসুখনিধি নির্ব্বাণলক্ষ্মীর পদবী, ত্রিলোচনলিঙ্গপূজকদিগের দূরবর্ত্তিনী নহে। একবার ত্রিলোচনপূজায় যে মঙ্গল উপার্জ্জিত হয়, অন্য লিঙ্গ আজন্ম পূজা করিলেও সে ফললাভ হয় না। যে মহাবুদ্ধিশালী মানবগণ, কাশীতে ত্রিলোচনলিঙ্গ পূজা করে, আমার প্রতি অভিলাষী ত্রিভুবনবাসিগণ তাহাদিগকে পূজা করিবে। সর্ব্বসন্ন্যাস করিয়া পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিয়া তারপর নিয়ম হইতে স্খলিত হইলেও, মানবেরা মহাপাপসমূহবিনাশক মোক্ষনিক্ষেপ-স্থান পুণ্যরাশি ত্রিবিষ্টপ মহালিঙ্গ থাকিতে কিসে ভয় করে?১২—৩। একবার মাত্র ত্রিলোচন মহালিঙ্গকে পূজা করিলে শতজন্মার্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী, অশীতিরক্তিকার অন্যূন সুবর্ণচোর, বিমাতৃগামী এবং অন্যূন সংবৎসরকাল পূর্ব্বোক্ত পাপীদিগের সংসর্গী—ইহারা মহাপাপী বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। পরদাররত, পরহিংসারত, পরনিন্দারত, বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন, ভ্রূণঘাতী, বৃষলীপতি, মাতৃত্যাগী, পিতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, গোঘাতী, স্ত্রীঘাতী, শূদ্রঘাতী, কন্যাদূষক ক্রূর, পিশুন, স্বধর্ম্মবিমুখ, নিন্দুক, নাস্তিক, কূটসাক্ষী, অপবাদক, অভক্ষ্যভক্ষক এবং অবিক্রেয়-বিক্রেয়ী ইত্যাদি পাপযুক্ত ব্যক্তিও ত্রিলোচন লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া, পাপ হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হয়, কেবল শিবনিন্দক ব্যক্তি নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় না। যে মূঢ় ব্যক্তি, শিবনিন্দারত বা শিবশাস্ত্রনিন্দক, কোন শাস্ত্রে কেহই তাহার নিস্তারের উপায় দেখেন নাই। যে অধমাধম ব্যক্তি শিবনিন্দা করে, জানিবে, সে আত্মঘাতী, সে ত্রিলোকঘাতী, সে অনালাপ্য। যাহারা শিবনিন্দারত এবং যাহারা শিবভক্ত ব্যক্তিগণেরও নিন্দা করে, তাহারা যতদিন চন্দ্রসূর্য্যের

যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪১ ॥ শৈবাঃ পূজ্যাঃ প্রযত্নেন কাশ্যাং মোক্ষমভীপ্সুভিঃ। তৈরর্চ্চিতৈরপি শিবঃ প্রীতো ভবত্যসংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বেষামিহ পাপানাং প্রায়শ্চিত্তচিকীর্ষয়া। নিঃশঙ্কৈরেব বক্তব্যং প্রমাণজ্ঞৈরিদং বচঃ ॥ ৪৩ ॥ পুরশ্চরণকামশ্চেন্ডীতোঽসি যদি পাপতঃ। মন্যসে যদি নঃ সত্যং বাক্যং শাস্ত্রপ্রমাণতঃ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্। আনন্দকাননং যাহি যত্র বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ যত্র ক্ষেত্রপ্রবিষ্টানাং নরাণাং নিশ্চিতাত্মনাম্। ন বাধতেঽঘনিচয়ঃ প্রাপ্যেত চ পরো বৃষঃ ॥ ৪৬ ॥ তত্রাদ্যাপি মহাতীর্থে ত্রিস্রোতস্ত্তিনির্ম্মলে। পুণ্যে পিলিপিলানাম্নি ত্রিসরিৎপরিসেবিতে ॥৪৭॥ ত্রিলোচনাক্ষিবিক্ষেপপরিক্ষিপ্তমহৈনসি। স্নাত্বা গৃহোক্তবিধিনা তর্পণীয়ান্ প্রতর্প্য চ ॥ ৪৮ ॥ দত্ত্বা দেয়ং যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপং লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্যাতিভক্তিতঃ ॥ ৪৯ ॥ গন্ধাদৈর্ব্বিবিধৈর্ম্মাল্যৈঃ পঞ্চামৃতপুরঃসরৈঃ। ধূপৈর্দীপৈঃ সনৈবেদ্যৈর্বাসোভির্বহুভূষণৈঃ ॥ ৫০ ॥ পূজোপকরণৈর্দ্রব্যৈর্ঘণ্টাদর্পণচামরৈঃ। চিত্রধ্বজপতাকাভির্নৃত্যবাদ্যসুগায়নৈঃ ॥ ৫১ ॥ জপৈঃ প্রদক্ষিণাভিশ্চ নমস্কারৈর্মুদা যুতৈঃ। পরিচারকসন্তোষৈঃ কৃত্বেতি পরিপূজনম্ ॥ ৫২ ॥ ব্রাহ্মণান্ বাচয়েৎপশ্চান্নিপাপোঽহমিতি ব্রুবন্। এবং কুর্ব্বন্নরঃ প্রাজ্ঞো নিরেনা জায়তে ক্ষণাৎ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ পঞ্চনদে স্নাত্বা মণিকর্ণীহ্রদে ততঃ। ততো বিশ্বেশমভ্যর্চ্চ্য প্রাপ্নোতি সুকৃতং মহৎ ॥ ৫৪ ॥ প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং মহাপাপবিশোধনম্। নাস্তিকে ন প্রবক্তব্যং কাশীমাহাত্ম্যনিন্দকে ॥ ৫৫ ॥ দদচ্চ দ্রব্যলোভেন প্রায়শ্চিত্তমিদং শুভম্। দাতা নরকমাপ্নোতি সত্যং সত্যং ঘটোদ্ভব ॥ ৫৬ ॥ ক্ষমাং প্রদক্ষিণীকৃত্য যৎফলং সমবাপ্যতে। প্রদোষে তৎফলং কাশ্যাং সপ্তকৃত্বস্ত্রিলোচনে ॥ ৫৭ ॥ ভুজঙ্গমেখলং লিঙ্গং কাশ্যাং দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপম্। জন্মান্তরেঽপি মুক্তঃ স্যাদন্যত্র মরণে সতি ॥ ৫৮ ॥ অন্যত্র সর্ব্বলিঙ্গেষু পুণ্যকালো বিশেষ্যতে। ত্রিবিষ্টপে পুণ্যকালঃ সদারাত্রিন্দিবং নৃণাম্ ॥ ৫৯ ॥ লিঙ্গান্যোঙ্কারমুখ্যানি সর্ব্বপাপপ্রকৃন্ত্যলম্। পরং ত্রৈলোচনী শক্তিঃ কাচিদন্যৈব পার্ব্বতি ॥ ৬০ ॥

অস্তিত্ব, ততদিন ঘোর নরক ভোগ করে। মোক্ষাভিলাষিগণ, প্রযত্ন সহকারে কাশীতে শৈবগণের পূজা করিবে, শৈবগণ পূজিত হইলে, শিব নিঃসন্দেহ প্রীত হন। সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে প্রমাণজ্ঞ ব্যক্তিরা নিঃশঙ্কে এই কথাই বলিবেন, যদি পাপভীত হইয়া থাক, যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, আর শাস্ত্রপ্রমাণে আমার বাক্য যদি সত্য বলিয়া মান, তাহা হইলে, সব ছাড়িয়া মনে স্থির নিশ্চয় করিয়া আনন্দকাননে,—যথায় স্বয়ং বিশ্বেশ্বরদেব অবস্থিত, তথায় গমন কর। সেইক্ষেত্রে প্রবিষ্ট, বিশ্বাসী মানবগণকে পাপনিচয় ক্লেশ দিতে পারে না। আর তাহারা পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তথায় নদীত্রয়পরিবেষ্টিত, অতি নির্ম্মল ত্রিলোচন দৃষ্টিপাতে দূরীকৃত-মহাপাপরাশি, পিলিপিলা নামক পুণ্য ত্রিস্রোত মহাতীর্থে স্নান, গৃহোক্ত বিধি-অনুসারে তর্পণীয়গণের তর্পণ, বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিত হইয়া যথাশক্তি দান, ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন, অনন্তর গন্ধ, পঞ্চামৃত, বিবিধ মাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, বহুতর ভূষণ, ঘণ্টা, [illegible], বিচিত্রধ্বজপতাকা ইত্যাদি পূজোপকরণ দ্রব্য, নৃত্য, বাদ্য, গান, জপ, প্রদক্ষিণ, সানন্দ নমস্কার, পরিচারকদিগকে পারিতোষিক দান,—এইরূপে অতি ভক্তিভাবে ত্রিলোচনের পূজা করিয়া 'আমি নিষ্পাপ' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারাও তাহা বলাইবে; প্রাজ্ঞ মনুষ্য এইরূপ করিলে অদ্যাপি ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ৩২—৫৩। তারপর পঞ্চনদে স্নান, তারপর মণিকর্ণিকাহ্রদে স্নান, তারপর, বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলে, মহৎ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। মহাপাতক-বিশোধক এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল; কাশীমাহাত্ম্যনিন্দক নাস্তিক ব্যক্তির নিকট ইহা বক্তব্য নহে। হে কুম্ভযোনে! অর্থলোভে নাস্তিককে এই শুভ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিলে, দাতার নরকপ্রাপ্তি হয়, ইহা সত্য সত্য। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে, যে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়, কাশীতে প্রদোষ সময়ে ত্রিলোচন শিবকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলে সেই ফল হয়। কাশীতে সর্পময়মেখলাসম্পন্ন ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিয়া অন্যত্র মৃত্যু হইলেও জন্মান্তরেও তাহার মুক্তি লাভ হয়। অন্য লিঙ্গে পুণ্যকালের বিশেষত্ব আছে, ত্রিবিষ্টপলিঙ্গে দিবারাত্র মানবগণের পুণ্যকাল। ওঙ্কার-প্রমুখ লিঙ্গসমূহ, পাপরাশিকে অত্যন্ত বিনাশ করেন বটে, কিন্তু হে পার্ব্বতি! ত্রিলোচন লিঙ্গের শক্তি এক অদ্ভুত

যতঃ সর্ব্বেষু লিঙ্গেষু লিঙ্গমেতদনুত্তমম্। তৎ-কারণং শৃণুপর্ণে কর্ণে কুরু বদাম্যহম্ ॥ ৬১ ॥ পুরা মে যোগযুক্তস্য লিঙ্গমেতদ্ভুবস্তলাৎ। উদ্ভিদ্য সপ্তপাতালং নিরগাৎ পুরতো মহৎ ॥ ৬২ ॥ অস্মিল্লিঙ্গে পুরা গৌরি সুগুপ্তং তিষ্ঠতা ময়া। তুভ্যং নেত্রত্রয়ং দত্তং নিরৈক্ষিষ্ঠাস্তথোত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥ তদাপ্রভৃতি দেবেশি লিঙ্গমেতত্ত্রিলোচনম্। বিষ্টপ-ত্রিতয়াস্তস্মৈগীয়তে জ্ঞানদৃষ্টিদম্ ॥ ৬৪ ॥ ত্রিলোচনস্য যে ভক্তাস্তেঽপি সর্ব্বে ত্রিলোচনাঃ। মম পারিষদাস্তে তু জীবন্মুক্তাস্ত এব হি ॥ ৬৫ ॥ ত্রিলোচনস্য লিঙ্গস্য মহিমানং ন কশ্চন। সম্যগ্বেত্তি মহেশানি ময়ৈব পরিগোপিতম্ ॥ ৬৬ ॥ শুক্লরাধতৃতীয়ায়াং স্নাত্বা পৈলিপিলে হ্রদে। উপোষণপরা ভক্ত্যা রাত্রৌ জাগরণান্বিতাঃ ॥ ৬৭ ॥ ত্রিলোচনং পূজয়িত্বা প্রাতঃ স্নাত্বাপি তত্র বৈ। পুনর্লিঙ্গং সমভ্যর্চ্য দত্ত্বা ধর্ম্ম-ঘটানপি ॥ ৬৮ ॥ সান্নান্ সদক্ষিণান্ দেবি পিতৃ-নুদিশ্য হর্ষিতাঃ। বিধায় পারণং পশ্চাচ্ছিবভক্ত-জনৈঃ সহ ॥ ৬৯ ॥ বিসৃজ্য পার্থিবং দেহং তেন পুণ্যেন নোদিতাঃ। ভবন্তি দেবি নিয়তং গণা মম পুরোগমাঃ ॥ ৭০ ॥ তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে দেবা মর্ত্ত্যা মহোরগাঃ। গৌরি যাবন্ন পশ্যন্তি কাশ্যাং লিঙ্গং ত্রিলোচনম্ ॥ ৭১ ॥ সকৃত্ত্রিবিষ্টপং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা পৈলিপিলে হ্রদে। ন জাতু মাতুঃ স্তনপো জায়তে জন্তুরত্র হি ॥ ৭২ ॥ প্রতিমাসং সদাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ ভামিনি। আয়ান্তি সর্ব্বতীর্থানি দ্রষ্টুং দেবং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৭৩ ॥ ত্রিবিষ্টপাদ্দক্ষিণতঃ স্নাতঃ পৈলি-পিলেঽম্ভসি। তত্র সন্ধ্যামুপাস্যৈকাং রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৭৪ ॥ পাদোদকাখ্যস্তত্রৈব কূপঃ পাপ-বিনাশকঃ। প্রাশ্য তস্যোদকং মর্ত্ত্যো ন মর্ত্ত্যো জায়তে পুনঃ ॥ ৭৫ ॥ তস্য লিঙ্গস্য পার্শ্বে তু সন্তি লিঙ্গান্যনেকশঃ। কৈবল্যদানি তান্যত্র দর্শনাৎস্পর্শনাদপি ॥ ৭৬ ॥ তত্র শান্তনবং লিঙ্গং গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিতম্। তদ্দৃষ্ট্বা শান্তিমাপ্নোতি নরঃ সংসারতাপিতঃ ॥ ৭৭ ॥ তদ্দক্ষিণে মহালিঙ্গং মুনে ভীষ্মেশসংজ্ঞিতম্। কলিঃ কালশ্চ কামশ্চ বাধতে ন তদীক্ষণাৎ ॥ ৭৮ ॥ তৎপ্রতীচ্যাং মহালিঙ্গং দ্রোণেশ ইতি কীর্ত্তিতম্।

প্রকারের। এই লিঙ্গ, যে কারণে সর্ব্বলিঙ্গ অপেক্ষা অত্যুত্তম, হে অপর্ণে! আমি বলিতেছি, শুন আমার কথায় কাণ দেও। পূর্ব্বকালে, যোগাবস্থায় আমার এই মহৎ লিঙ্গ, সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভূতল হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। হে গৌরি! এই লিঙ্গে অতি গুপ্তভাবে অবস্থিত আমি, তোমাকে ত্রিনেত্র প্রদান করি, তাহাতে তুমি উত্তমদৃষ্টিসম্পন্না হইয়াছ। হে দেবেশি! তদবধি, বিষ্টপত্রয়স্থ অর্থাৎ ত্রিভুবন-বাসীরা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদ এই লিঙ্গকে 'ত্রিলোচন' বলিয়া কীর্ত্তন করে। যাহারা ত্রিলোচন লিঙ্গের ভক্ত, তাহারা সকলেই ত্রিলোচন-সম্পন্ন মদীয় পারিষদ। আর তাহারাই জীবন্মুক্ত! হে মহেশানি! ত্রিলোচনমাহাত্ম্য আমিই গোপন করিয়া রাখিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে কেহই তাহা অবগত নহে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় পিলিপিলা হ্রদে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক ত্রিলোচনপূজা, প্রাতঃ কালে পুনরায় সেই হ্রদে স্নান, আবার ত্রিলোচন লিঙ্গ পূজা, পরে সহর্ষে দেবপিতৃ-উদ্দেশে অন্ন এবং দক্ষিণাযুক্ত ধর্ম্মঘট দান করিয়া পশ্চাৎ শিবভক্তগণের সহিত পারণ করিলে, হে দেবি! পার্থিব দেহ পরিত্যাগের পর সেই পুণ্যবলে তাহারা নিশ্চয় আমার শ্রেষ্ঠ গণ (পারিষদ) হইয়া থাকে। ৫৪—৭০। হে গৌরি! দেবতাগণ, মর্ত্ত্যগণ, মহাসর্পগণ, কাশীতে যতদিন ত্রিলোচনলিঙ্গ না দেখে, ততদিন সংসারে ঘুরিয়া থাকে। পিলিপিলা হ্রদে স্নান করিয়া একবার ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ অবলোকন করিলে, প্রাণী আর মাতৃগর্ভে বাস করে না। হে ভামিনি! প্রতিমাসের অষ্টমীতে ও চতুর্দ্দশীতে তীর্থগণ, দেবদেব ত্রিলোচনকে দেখিবার জন্য সর্ব্ব সময়েই আসেন। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের দক্ষিণে পিলিপিলা-সলিলে স্নান করিয়া তথায় একটী সন্ধ্যা করিলে, রাজসূয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। সেইখানেই পাদোদক নামে পাপবিনাশক এক কূপ আছে; তাহার জলপান করিলে মানুষের আর মর্ত্ত্যবাসী হইতে হয় না। ত্রিলোচন লিঙ্গের পার্শ্বে অনেকানেক লিঙ্গ আছে, এই কাশীধামে, দর্শন-স্পর্শনে তাঁহারাও মুক্তিদান করেন। তথায় শান্তনব লিঙ্গ গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত; সংসারতাপিত মনুষ্য সেই লিঙ্গদর্শনে শান্তি লাভ করে। হে মুনে! তাহার দক্ষিণে ভীষ্মেশ্বর নামক মহালিঙ্গ; তাহাকে দর্শন করিলে, কাল, কাম, ও কলি পীড়াজনক হয় না। তৎপশ্চিমে দ্রোণেশ নামে কীর্ত্তিত মহালিঙ্গ,

লিঙ্গপূজনাদ্দ্রোণো জ্যোতীরূপং পুনর্দধৌ ॥ ৭৯ ॥ অশ্বত্থামেশ্বরং লিঙ্গং তদগ্রে চাতিপুণ্যদম্। যদর্চ্চনবশাদ্দ্রৌণির্ন বিভেত্যপি কালতঃ ॥ ৮০ ॥ দ্রোণেশাবায়ুদিগ্‌ভাগে বালখিল্যেশ্বরং পরম্। তল্লিঙ্গং শ্রদ্ধয়া দৃষ্ট্বা সর্ব্বক্রতুফলং লভেৎ ॥ ৮১ ॥ তদ্বামে লিঙ্গমালোক্য বাল্মীকেশ্বরসংজ্ঞিতম্। তস্য সন্দর্শনাদেব বিশোকো জায়তে নরঃ ॥ ৮২ ॥ অন্যচ্চাত্রৈব যদ্‌বৃত্তং তদ্‌ব্রবীমি ঘটোদ্ভব। ত্রিবিষ্টপস্য মাহাত্ম্যং দেব্যৈ দেবেন ভাষিতম্ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিলোচনলিঙ্গমাহাত্ম্যং নাম
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। শৃণুষ মৈত্রাবরুণে পুরাকল্পে রথন্তরে। ইতিহাস ইহাসীদ্‌যঃ পীঠে বিরজসংজ্ঞিতে ॥ ১ ॥ ত্রিলোচনস্য প্রাসাদে মণিমাণিক্যনির্ম্মিতে। নানাভঙ্গিগবাক্ষাঢ্যে রত্নসানাবিবায়তে ॥ ২ ॥ কদাচিদপি কল্পান্তে দ্যোলোকে ভ্রংশতি ক্ষয়ে। প্রোত্তুঙ্গনং শুভ্র ইব . দন্তো বিশ্বকৃতা স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ মরুত্তরঙ্গিতাগ্রাভিঃ পতাকাভিরিতস্ততঃ। সন্নিবারয়তীবেত্থমঘোঘান্ বিশতো মুনে ॥ ৪ ॥ দেদীপ্যমানসৌবর্ণকলসেন বিরাজিতে। পার্ব্বণেন শশাঙ্কেন খেদাদিব সমাশ্রিতে ॥ ৫ ॥ তত্র পারাবতদ্বন্দ্বং বসেৎ স্বৈরং কৃতালয়ম্। প্রাতঃসায়ং চ মধ্যাহ্নে কুর্ব্বন্নিত্যং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৬ ॥ উড্ডীয়মানং পরিতঃ পক্ষবাতৈরিতস্ততঃ। রজঃ প্রাসাদসংলগ্নং দূরীকুর্ব্বদ্দিনে-দিনে ॥ ৭ ॥ ত্রিলোচনেতি সততং নাম ভক্তৈরুদাহৃতম্। ত্রিবিষ্টপেতি চ তথা তয়োঃ কর্ণাতিথীভবেৎ ॥ ৮ ॥ চতুর্ব্বিধানি বাদ্যানি শম্ভুপ্রীতিকরাণ্যলম্। তয়োঃ কর্ণগুহাং প্রাপ্য প্রতিশব্দং প্রতন্বতে ॥ ৯ ॥ মঙ্গলারার্ত্তিকজ্যোতিস্ত্রিসন্ধ্যং পক্ষিণোস্তয়োঃ। নেত্রান্তর্নিবিশন্নিত্যং ভক্তচেষ্টাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ১০ ॥ প্রাণযাত্রাং বিহায়াপি কদাচিৎ স্থিরমানসৌ। নোড্ডীয় বাঞ্ছিতং যাতঃ পশ্যন্তৌ কৌতুকং খগৌ ॥ ১১ ॥ তত্র ভক্তজনাকীর্ণং প্রাসাদং পরিতো মুনে। তণ্ডুলাদি চরন্তৌ তৌ কুর্ব্বাতে চ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১২ ॥ দেবদক্ষিণদিগ্‌ভাগে চতুঃস্রোতস্বিনীজলম্। তৃষার্ত্তৌ ধয়তো বিপ্র

এই লিঙ্গপূজার ফলে, দ্রোণ, পুনরায় জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎসম্মুখে অতি পুণ্যপ্রদ অশ্বত্থামেশ্বরলিঙ্গ; এই লিঙ্গপূজাফলেই দ্রোণনন্দন, যমকেও ভয় করেন না। দ্রোণেশ্বরলিঙ্গের বায়ুকোণে বালখিল্যেশ্বর পরম লিঙ্গ; শ্রদ্ধাসহকারে সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করে। তাঁহার বামে অবস্থিত বাল্মীকেশ্বর নামক লিঙ্গের সম্পূর্ণ অবলোকনে মানব শোকশূন্য হয়। হে কুম্ভযোনে! এ স্থানে অন্য যাহা হইয়াছিল, তাহা এই বলিতেছি; দেবদেব, ভগবতীর নিকট এই ত্রিবিষ্টপের মহাত্ম্য বলিয়াছিলেন। ৭৯—৮৩।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মুনে অগস্ত্য! এই বিরজাপীঠ শিবালয়ে পূর্ব্বে যে এক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়কালেও এই মণিমাণিক্য-খচিত গবাক্ষরাজিবিরাজিত, [illegible] সদৃশ উচ্চ শিবভবন, বিধাতৃসৃষ্ট পদার্থের [illegible] ন্যায়, শোভা পাইতেছিল। হে মুনিবর! সেই প্রসাদের উপরিস্থিত পতাকা সকল পবনান্দোলিত হইলে বোধ হইত যেন উহারা পাপরাশিকে আসিতে নিষেধ করিতেছে এবং উহাতে বহুতর সুবর্ণময় পূর্ণকুম্ভ থাকায়, বোধ হইত যেন পূর্ণশশধর সেই অট্টালিকার পক্ষপাতী হইয়া তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। ঐস্থানে এক কপোতমিথুন বাস করিত। প্রত্যহ তাহাদের প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উড়িয়া বেড়াইবার কালে পক্ষসঞ্চালিত বায়ু সেই প্রাসাদের ধূলি সকল বিদূরিত করিত। তাহারা তত্রত্য শৈবগণের কণ্ঠোচ্চারিত "ত্রিলোচন, ত্রিবিষ্টপ" এই নাম সর্ব্বদা শ্রবণ করিত এবং সর্ব্বদা শিবসন্তোষকর চতুর্ব্বিধ বাদ্যের ধ্বনি শ্রবণে হৃষ্টচিত্তে সেই কপোতযুগল ত্রিসন্ধ্য ভগবানের মাঙ্গলিক আরাত্রিকের জ্যোতিতে দূরস্থ ভক্তবৃন্দের চেষ্টাসকল নিরীক্ষণ করিত। ১—১০। সুধীর সেই কপোতযুগল আহার না পাইলে কখন তাহার জন্য চেষ্টিত হইত না। শৈবগণ সেই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে, তণ্ডুলাদি বিক্ষেপ করিলে তাহারা সেই সমুদয় আহার করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত এবং তথায় বিরাজিতা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, এই চারিটী পুণ্যনদীর সলিলেই কপোতমিথুনের

প্রাপ্তৌ জাতুচিদণ্ডজৌ ॥ ১৩ ॥ তয়োরিত্থং বিচরতো-স্ত্রিলোচনসমীপতঃ। অগাদ্বহুতিথঃ কালো দ্বিজয়োঃ সাধুচেষ্টয়োঃ ॥ ১৪ ॥ অথ দেবালয়স্যৈকস্মিন্ গবাক্ষান্তর্গতৌ চ তৌ। শ্যেনেন কেনচিদ্দৃষ্টৌ ক্রূরদৃষ্ট্যা সুখস্থিতৌ ॥ ১৫ ॥ তচ্চ পারাবতদ্বন্দ্বং শ্যেনঃ পরিজিঘৃক্ষুকঃ। অবতীর্য্যাম্বরাদাশু প্রবিষ্টো হস্তশিবালয়ে ॥ ১৬ ॥ ততো বিলোকয়মাস তদাগমবিনির্গমৌ। কেন মার্গেণ বিশতো দুর্গমেতৌ পতত্রিণৌ ॥ ১৭ ॥ কেনাধ্বনা চ নির্যাতঃ ক কালে কুরুতশ্চ কিম্। কথং যুগপদেতৌ মে গ্রাহ্যৌ স্বৈরং ভবিষ্যতঃ ॥ ১৮ ॥ মধ্যেদুর্গং প্রবিষ্টৌ চ মম গ্রাহ্যাবিমৌ ন যৎ। একদৃষ্টিঃ ক্ষণং তস্থৌ শ্যেন ইত্থং বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৯ ॥ অহো দুর্গবলং প্রাজ্ঞাঃ শংসন্ত্যেবেতিহেতুতঃ। দুর্বলোঽপ্যাকলয়িতুং সহসা-রির্ন শক্যতে ॥ ২০ ॥ করিণাং তু সহস্রেণ বরাশ্বানাং ন লক্ষতঃ। তৎকর্ম্মসিদ্ধির্নৃপতেদুর্গেণৈকেন যস্তবেৎ ॥ ২১ ॥ দুর্গস্থো নাভিভূয়েত বিপক্ষঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ। স্বতন্ত্রং যদি দুর্গং স্যাদমর্ম্মজ্ঞ প্রকাশিতম্ ॥ ২২ ॥ ইতি দুর্গবলং শংসন শ্যেনো রোষারুণেক্ষণঃ। অসাধ্যবসৌ কলরবৌ বীক্ষ্য যাতো নভোঽঙ্গনম্ ॥ ২৩ ॥ অথ পারাবতী দক্ষা বিপক্ষম্প্রেক্ষ্য পক্ষিণম্। মহাবলং দুর্গবলা প্রাহ পারাবতং পতিম্ ॥ ২৪ ॥ কলরবুবাচ। প্রিয় পারাবত প্রাজ্ঞ সর্বকামিসুখাবহ। তব দৃষ্টিবিষয়ং প্রাপ্তঃ শ্যেনোঽয়ং প্রবলো রিপুঃ ॥ ২৫ ॥ সাবজ্ঞং বাক্যমাকর্ণ্য পারাবত্যাঃ স তৎপতিঃ। পারাবতীমুবাচেদং কা চিন্তেতি তব প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥ পারাবত উবাচ। কতি নাম ন সন্তীহ সুভগে ব্যোমচারিণঃ। কতি দেবালয়েষ্বেষু খগা নোপবিশন্তি হি ॥ ২৭ ॥ কতি চৈব ন পশ্যন্তি নৌ সুখস্থাবিহ প্রিয়ে। তেভ্যো যদীহ ভেতব্যং কুতো নৌ তৎ সুখং প্রিয়ে ॥ ২৮ ॥ রমস্ব ত্বং ময়া সার্দ্ধং ত্যজ চিন্তামিমাং শুভে। অস্য শ্যেনবরাকস্য গণনাপি ন মে হৃদি ॥ ২৯ ॥ ইত্থং পারাবতবচঃ শ্রুত্বা পারাবতী ততঃ। মৌনমালম্ব্য সন্তস্থে পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা ॥ ৩০ ॥ হিতবর্জ্জোপদিশ্যাপি প্রিয়প্রিয়চিকীর্ষয়া। সাধ্ব্যা জোষং সমাস্থেয়ং কার্য্যং পত্যুর্বচঃ সদা ॥ ৩১ ॥ অন্যেদ্যুরপ্যথায়াতঃ শ্যেনোঽপশ্যৎ স দম্পতী। অপরিচ্ছিন্নয়া দৃষ্ট্যা যথা মৃত্যুর্গতায়ুষম্ ॥ ৩২ ॥ অথ

স্নান-পানকার্য্য সম্পন্ন হইত। এই প্রকারে সদানুশীলী বিহগদ্বয় মহাদেবের অনুগ্রহে বহুকাল অতিবাহিত করিলে, একদা এক শ্যেনপক্ষী, সেই দেবালয়ের মধ্যগবাক্ষে সুখাসীন কপোতমিথুনকে দেখিতে পাইল। তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার বাসনায় সে অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তৎসম্মুখীন অপর এক দেবগৃহে প্রবেশ করিল এবং তথায় তাহাদের প্রবেশ ও নির্গমের পথ লক্ষ্য করিয়া থাকিল। "ইহারা কোন্ পথ দিয়া কোন্ সময় কি কার্য্য করে, কিরূপেই বা ইহাদিগকে এই দুর্গম গৃহ হইতে আত্মসাৎ করিতে পারিব" তথায় থাকিয়া শ্যেন এই সকল চিন্তা করিতে লাগিল। "দুর্গবল বিচক্ষণদিগের প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে, ইহা যথার্থ; কারণ দুর্ব্বলপুরুষ দুর্গ আশ্রয় করিয়া সবল শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হয় না। একমাত্র দুর্গ রাজার যাদৃশ কার্য্যসাধক হয়, প্রবলতম সহস্র হস্তী বা লক্ষ অশ্বও তাঁহার তাদৃশ কার্য্য নিষ্পাদন করে না। স্বাধীন ও অবিজ্ঞেয় দুর্গে বাস করিলে কখন কোন শত্রুকে ভয় করিতে হয় না।" সেই শ্যেনপক্ষী এইরূপে দুর্গের প্রশংসা করিয়া, পারাবতমিথুনের উপর তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করত নভোমার্গে উড্ডীন হইল। তৎকালে কপোতী সেই মাংসাশী বিহঙ্গমের চেষ্টা দেখিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে প্রিয়তম! হে বিবিধকামসুখাধার! আপনি এই সম্মুখে উড্ডীয়মান শ্যেনপক্ষীকে আমাদের প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন।১১—২৫। কপোতীর বাক্য শুনিয়া কপোত হাস্যপূর্ব্বক তাহাকে 'হে প্রিয়ে! তোমার চিন্তা নিরর্থক' এই বলিয়া কহিতে লাগিল, হে সুন্দরি! সংসারে বহুতর পক্ষীই বিচরণ করিয়া থাকে; তাহারা কত দেবালয়েই উপবেশন করিয়া থাকে এবং আমাদিগের এই সুখনিবাস সকল পক্ষীরাই দেখিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে যদি কোনরূপ ভয় থাকিত, তবে সুখে আমরা বাস করিতে পারিতাম না। হে প্রিয়ে! তুমি চিন্তিতা হইও না; আমার সহিত সুখে বিচরণ কর; আমি এই শ্যেনপক্ষী হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেছি না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—কপোতী, কপোতের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া তৎপদে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত মৌনভাব ধারণ করিল; কারণ পতির প্রিয়কাঙ্ক্ষিণী পতিব্রতা নারী পতিকে হিতকথা উপদেশ দিয়া, তাঁহার অন্যায় বাক্যেরও প্রতিবাদ না করিয়া তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকে। এইরূপে সেই দিন অতীত হইলে পুনরায় পরদিবস সেই শ্যেন

মণ্ডলগত্যা স প্রাসাদং পরিতো ভ্রমন্। নিরীক্ষ্য তদাতায়াতৌ যাতো গগনমার্গতঃ ॥ ৩৩ ॥ গতেঽথ নভসি শ্যেনে পুনঃ পারাবতাঙ্গনা। প্রোবাচ প্রেয়সী নাথ দৃষ্টো দুষ্টস্ত্বয়াহিতঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্যা বাক্যং সমাকর্ণ্য পুনঃ কলরবোঽব্রবীৎ। কিং করিষ্যত্যসৌ মূর্খো মম ব্যোমবিহারিণঃ ॥ ৩৫ ॥ দুর্গং চ স্বর্গতুল্যং মে যত্র নাস্ত্যরিতো ভয়ম্। অন্যং নতা গতীর্ব্বেত্তি যা বেদাহং নভোঽঙ্গনে ॥ ৩৬ ॥ প্রডীনোড্ডীন-সণ্ডীনকাণ্ডব্যাডকপাটিকাঃ। স্রংসনীমণ্ডলবতী গতয়োঽষ্টাবুদাহৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥ তথৈতাস্বিহ কৌশল্যং ময়ি পারাবতি প্রিয়ে। গতিষু ক্বাপি কস্যাপি পক্ষিণো ন তথাম্বরে ॥ ৩৮ ॥ সুখেন তিষ্ঠ কা চিন্তা ময়ি জীবতি তে প্রিয়ে। ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সা স্থিতা মূকবৎ সতী ॥ ৩৯ ॥ অপরেদ্যুরপি শ্যেনস্তত্র তারশিলাতলে। কিয়দন্তরমাসাদ্যোপবিষ্টোঽতি-প্রহৃষ্টবৎ ॥ ৪০ ॥ আয়ামং তত্র সংস্থিত্বা তৎকুলায়ং বিলোক্য চ। পুনর্ব্বিনির্গতঃ শ্যেনঃ সাপি ভীতাব্রবীৎ পুনঃ ॥ ৪১ ॥ প্রিয়স্থানমিদং ত্যাজ্যং দুষ্টদৃষ্টিবিদূষিতম্। অসৌ ক্রুরোঽতিনিকটমুপবিষ্টোঽতিহৃষ্টবৎ ॥ ৪২ ॥ সাবজ্ঞং স পুনঃ প্রাহ কিঙ্করিষ্যত্যসৌ প্রিয়ে। মৃগাক্ষীণাং স্বভাবোঽয়ং প্রায়শো ভীরুকুত্তয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ইতরেদ্যুরপি প্রাপ্তঃ স চ শ্যেনো মহাবলঃ। তয়োরভিমুখং তত্র স্থিতো যামদ্বয়াবধি ॥ ৪৪ ॥ পুনর্ব্বিলোক্য তদ্বর্ত্ম শীঘ্রং যাতো যথাগতম্। গতেঽথ শকুনৌ তস্মিন্ সাবভাষে বিহঙ্গমী ॥ ৪৫ ॥ নাথ স্থানান্তরং যাবো মৃত্যুর্নৌ নিকটোঽত্রহ যৎ। পুনর্দুষ্টে প্রনষ্টেঽস্মিন্নাবাং স্থাবঃ সুখং প্রিয় ॥ ৪৬ ॥ প্রিয় যস্য সপক্ষস্য গতিঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধিদা। স কিং স্বদেশরাগেণ নাশং প্রাপ্নোতি বুদ্ধিমান্ ॥ ৪৭ ॥ সোপসর্গং নিজং দেশং ত্যক্ত্বাযোঽন্যত্র নব্রজেৎ। সপঙ্গুর্নাশমাপ্নোতি কুলস্থিত ইব মদ্রুমঃ ॥৪৮॥ প্রিয়োদিতং নিশম্যেতি স ভবিত্রীদ-শঙ্কিতঃ। সব্রীড়ং পুনরপ্যাহ প্রিয়ে মা ভৈঃ যথা-

---

তথায় আসিয়া, ক্ষীণায়ু ব্যক্তি যেমন মৃত্যু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পারাবত-মিথুনের উপর নিশ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিল। শ্যেনপক্ষী সেই শিবালয়ের চতুষ্পার্শে ভ্রমণ করত কপোতযুগলের প্রবেশ-নির্গম পরিদর্শন করিয়া সে দিবস আকাশে উড়িয়া যাইল। তখন কপোতী নিজ স্বামীকে কহিল,—হে নাথ! ঐ দুষ্ট শত্রু শ্যেনকে আপনি কি দেখিতে পাইলেন? ইহা শুনিয়া কপোত বলিল,—হে সুমুখি! আমরা গগনবিহারী; ঐ পক্ষী আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ এই স্বর্গতুল্য আবাসভূমি-দুর্গে যতক্ষণ থাকিবে, তাবৎ কোন ভয়েরই সম্ভাবনা নাই; আর আকাশসঞ্চরণে বিশেষগতি হেতু উহা অপেক্ষা আমি অধিক বিদিত আছি। প্রডীন, উড্ডীন, সংডীন, কাণ্ড, ব্যাড, কপাটিকা, স্রংসনী ও মণ্ডলবতী এই অষ্ট-বিধ গতি বর্ণিত হইয়া থাকে। আমি যেরূপ এই সকল গতির সুকৌশল জানি, আকাশচারী পক্ষীদের ভিতর সেরূপ কেহই জানে না। হে প্রিয়তমে! কিসের চিন্তা?—যাবৎ আমি বাঁচিয়া থাকিব, তাবৎ তোমার কোন অসুখেরই সম্ভাবনা নাই। পতিবাক্য শ্রবণে কপোতী মৌনভাব ধারিয়া রহিল। পুনরায় তৎপরদিনেও সেই শ্যেন, অত্যন্ত আনন্দগদগদভাবে তথায় আসিয়া কপোত-মিথুনের কিছুদূরে এক শুষ্ক শিলাপৃষ্ঠে উপবেশন করিল ও কিছুক্ষণ থাকিয়া তাহাদের বাসস্থান সম্যক্ নিরীক্ষণ করত প্রস্থান করিল। তখন পারাবতীর হৃদয় ভয়ার্ত্ত হওয়ায় সে পতিকে পুনরায় কহিল,—হে নাথ! ঐ শ্যেন অদ্য হৃষ্টের ন্যায় আসিয়া আমাদিগের বাসস্থানে অতি ক্রূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাইল; হে প্রিয়! এস্থান এক্ষণে পরিত্যাগ করিলে ভাল হয়। পারাবত, স্ত্রীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ঘৃণা করিয়া কহিল,—হে সুন্দরি! তোমরা স্ত্রীলোক, অতি ভীরুস্বভাবা। তুমি জানিবে, ঐ শ্যেন আমাদের কিছুই অপকার করিতে পারিবে না। ২৬—৪৩। পরদিবস সেই মত শ্যেনপক্ষী তথায় আসিয়া প্রহরদ্বয় কাল অবস্থান করত তাহাদের গতিবিধি সুচারু পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক উড়িয়া যাইল। তৎপরে কপোতী কপোতকে কহিল,—হে প্রিয়তম! এস্থানে আমাদের মৃত্যু উত্তরোত্তর সন্নিহিত হইতেছে; চলুন, এ স্থান পরিত্যাগ করি; পরে এই দুষ্টের গতায়াত বন্ধ হইলে পুনরায় আগমন করিব। হে নাথ! যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ হয়, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাচ স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হইয়া জীবন নষ্ট করে না। যে ব্যক্তি স্বদেশে বিপদে পড়িয়াও স্থানান্তর আশ্রয় না করে, সেই পঙ্গুতুল্য ব্যক্তি নদীর তীরস্থ বৃক্ষের ন্যায়, মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করে। কপোত, নিজ স্ত্রীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ভবিষ্য-

স্তুতঃ ॥ ৪৯ ॥ অথাপরস্মিন্নহনি স শ্যেনঃ প্রাতরেব হি। তদ্দ্বারদেশমাসাদ্য সায়ং যাবৎ স্থিতো বলঃ ॥ ৫০ ॥ অস্তাচলস্য শিখরং যাতে ভানৌ গতে খগে। কুলায়াদ্বাহ্যমাগত্যোবাচ পারাবতী পতিম্ ॥ ৫১ ॥ নাথ নির্গমনস্থায়ং কালঃ কালোঽতিদূরতঃ। যাবত্তাবদ্বিনির্যাহি ত্যক্ত্বা মামপি সন্মতে ॥ ৫২ ॥ ত্বয়ি জীবতি দুষ্প্রাপ্যং ন কিঞ্চিজ্জগতীতলে। পুনর্দারাঃ পুনর্মিত্রং পুনর্ব্বসু পুনর্গৃহম্ ॥ ৫৩ ॥ যদ্যাত্মা রক্ষিতঃ পুংসা দারৈরপি ধনৈরপি। তদা সর্ব্বং হরিশ্চন্দ্রভূপেনেবেহ লক্ষ্যতে ॥ ৫৪ ॥ অয়মাত্মা প্রিয়ো বন্ধুরয়মাত্মা মহদ্ধনম্। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাময়মাত্মার্জ্জকঃ পরঃ ॥ ৫৫ ॥ যাবদাত্মনি বৈ ক্ষেমং তাবৎ ক্ষেমং জগত্ত্রয়ে। সোঽপি ক্ষেমঃ সুমতিনা যশসা সহ বাঞ্ছতে ॥ ৫৬ ॥ যশোহীনং তু যৎ ক্ষেমং তৎক্ষেমান্নিধনং বরম্। তদ্যশঃ প্রাপ্যতে পুম্ভির্নীতিমার্গপ্রবর্ত্তনে ॥৫৭ ॥ অতো নীতিপথং শ্রুত্বা

নাথ স্থানাদিতো ব্রজ। ন গমিষ্যসি চেৎপ্রাতস্ততো মে সংস্মরিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥ ইত্যুক্তোঽপি স বৈ পত্ন্যা পারাবত্যা সুমেধয়া। ন নির্যযৌ প্রতিস্থানাত্তবিত্র্যা প্রতিবারিতঃ ॥ ৫৯ ॥ অথোঽসসি সমাগত্য শ্যেনেন বলিনা তদা। তন্নির্গমাধ্বা সংরুদ্ধঃ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যবতা মুনে ॥ ৬০ ॥ দিনানি কতিচিত্তত্র স্থিত্বা শ্যেনো মহা-মতিঃ। পারাবতমুবাচেদং ধিক্ত্বাং পৌরুষবর্জ্জিতম্ ॥ ৬১ ॥ কিংবা যুধ্যস্ব দুর্ব্বুদ্ধে কিং বা নির্যাহি মে গিরা। ক্ষুধাক্ষীণো মৃতঃ পশ্চান্নিরয়ং যাস্যসি ধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥ দ্বৌ ভবন্তাবহং চৈকশ্চলৌ জয়-পরাজয়ৌ। স্থানার্থং যুধ্যতঃ সত্ত্বাৎ স্বর্গো বা দুর্গমেব বা ॥ ৬৩ ॥ পুরুষার্থং সমালম্ব্য যে যতন্তে মহাধিয়ঃ। বিধিরেব হি সাহায্যং কুর্য্যাত্তৎসত্ত্বগোদিতঃ ॥ ৬৪ ॥ ইত্থং স শ্যেনসম্প্রোক্তঃ পত্ন্যাপ্যুৎসাহিতঃ খগঃ। অযুধ্যত্তেন শ্যেনেন স্বদুর্গদ্বারমাশ্রিতঃ ॥ ৬৫ ॥ ক্ষুধিতস্তৃষিতঃ সোঽথ শ্যেনেন বলিনা ধৃতঃ।

চিন্তায় ব্যাকুল না হইয়া কহিল,—হে প্রিয়তমে! সেই পক্ষী আমাদের কোনরূপ ভয়হেতুক নহে। পরদিন পুনরায় সেই পক্ষী প্রাতঃকালেই আসিয়া কপোতমিথুনের কুলায়ের (বাসার) দ্বারদেশে উপবেশনপূর্ব্বক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া সূর্য্যের অস্ত-গমনের পরই তথা হইতে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে পর কপোতী নীড় হইতে বাহির হইয়া পতিকে কহিল,—হে প্রিয়! এই সময়েই পলায়ন কর্ত্তব্য, যাবৎ সেই মৃত্যুরূপী শ্যেন এখানে না আসিতেছে, তন্মধ্যেই আপনি আমাকে ছাড়িয়া ও স্থানান্তরে যাইয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করুন। হে নাথ! আপনার জীবন আমি প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিতে পারিলে কৃতার্থা হইব। কারণ আপনি পুরুষ; আত্মরক্ষা করিলে পুনরায় ধন, দারা গৃহাদি সকলই পাইতে পারিবেন। তাহার দৃষ্টান্ত —রাজা হরিশ্চন্দ্র, সকল হারাইয়াও পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন। এই আত্মাকে প্রিয়বন্ধু, মহৎ ধন এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আত্মার কুশলেই সংসার কুশলময় বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা আত্মার সেই কুশল, যশের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে কুশলে যশের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ কুশল অপেক্ষা অকুশল উত্তম। নীতির অনুসারে কার্য্য করিলে, তাদৃশ কুশলান্বিত যশ লাভ করা যায়। হে নাথ! সম্প্রতি নীতিপর্য্যা-

লোচনা করিয়া দেখিলে, এই মুহূর্ত্তেই আমাদের এস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য; নচেৎ বোধ করি প্রভাতকালেই আর তাহার নিকটে নিস্তার পাইব না! কার্ত্তিকের কহিলেন—বুদ্ধিমতী পত্নী এইরূপ বারংবার বলিলেও কপোত মায়াচ্ছন্নের মত সেস্থান পরিত্যাগ করিল না। এদিকে পরদিবস প্রাতঃ-কালেই সেই মহাবলী শ্যেনপক্ষী, কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই কপোত-মিথুনের নির্গমপথ রোধ করিয়া উপবিষ্ট হইল এবং সেই চতুর শ্যেনপক্ষী কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়াই কপোতকে কহিল,—অরে কপোত! তুই নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য, তোকে ধিক্! রে দুর্ম্মতে! শীঘ্র আমার সহিত যুদ্ধ কর কিংবা বহির্গত হইয়া আমার অধীন হ, নচেৎ ঐখানে থাকিয়াই অনাহারে মরিয়া যাইবি। আমি একা তোদের দুজনের সহিত সংগ্রামে জয় কি পরাজয় পাইব, তাহার নিশ্চয় নাই; এক্ষণে তোরা উভয়ে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজস্থান রক্ষা কর কিংবা স্বর্গে গমন কর। যদি তুই আপনাকে দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়াও পৌরুষ আশ্রয় করিস্, তবে বিধাতাই তোর সহায় হইবেন। পারাবত ঈদৃশ শ্যেনবাক্যে ও পত্নীর উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া নীড়দ্বারে বহির্গত হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে কপোতের শরীর ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় নিতান্ত অবশ ছিল বলিয়া সহজেই

চরণেন দৃঢ়েনাশু চঞ্চ্বা সাপি ধৃতা খগী ॥ ৬৬ ॥ আধারাদ্রোড্ডয়াঞ্চক্রে শ্যেনো ব্যোমনি সত্বরম্। নির্জনং শিলাস্থানমন্যপক্ষিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অথ পত্ন্যা কলরবঃ প্রোক্তস্তত্র সুমেধয়া। বচোহবমানিতং নাথ ত্বয়া মে স্ত্রীতিবুদ্ধিতঃ ॥ ৬৮ ॥ অতোহবস্থামিমাং প্রাপ্তঃ কিং কুর্য্যামবলা যতঃ। অধুনাপি বচশ্চৈকং করোষি যদি মে প্রিয় ॥ ৬৯ ॥ তদা হিতং তে বক্ষ্যামি কুরু চৈবাবিচারিতম্! মমৈকবাক্যকরণাৎ স্ত্রীজিতো ন ভবিষ্যসি ॥ ৭০ ॥ যাবদাস্যগতাস্ম্যস্য যাবৎস্বস্থো ন ভূমিগঃ। তাবদাত্মবিমুক্ত্যৈ ত্বমস্যৈঃ পাদং দৃঢ়ং দশ ॥ ৭১ ॥ ইতি পত্নীবচঃ শ্রুত্বা তথা স কৃতবান্ খগঃ। স পীড়িতো দৃঢ়ং পাদে শ্যেনশ্চীৎকৃতবান্ বহু ॥ ৭২ ॥ তেন চীৎকরণেনাথ মুক্তা সা মুখসম্পুটাৎ। পাদাঙ্গুলিশ্লথত্বেন সোহপি পারাবতো হপতৎ ॥ ৭৩ ॥ বিপদ্যপি চ ন প্রাজ্ঞৈঃ সন্ত্যাজ্যঃ কচিদুদ্যমঃ। ক চ চঞ্চুপুটস্তস্য ক চ তৎপাদপীড়নম্ ॥ ক চ দ্বয়োস্তথাভূতাদরের্মোক্ষণমদ্ভুতম্। দুর্ব্বলেহপ্যুদ্যমবতি ফলং ভাগ্যং যতোহর্পয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ তস্মাদ্ভাগ্যানুসারেণ ফলত্যেব সদোদ্যমঃ। প্রশংসন্ত্যুদ্যমং চাতো বিপদ্যপি মনীষিণঃ ॥ ৭৬ ॥ অথ তো কালযোগেন বিপন্নৌ সরযূতটে। মুক্তিপুর্য্যাময়োধ্যায়ামেকো বিদ্যাধরোহভবৎ ॥ ৭৭ ॥ মৃতানাং যত্র জন্তূনাং কাশীপ্রাপ্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্। মন্দারদামতনয়ো নাম্না পরিমলালয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ অনেকবিদ্যানিলয়ঃ কলাকৌশলভাজনম্। কৌমারং বয় আসাদ্য শিবভক্তিপরোহভবৎ ॥ ৭৯ ॥ নিয়মং চাতিজগ্রাহ বিজিতেন্দ্রিয়মানসঃ। একপত্নীব্রতং নিত্যং চরিষ্যামীতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮০ ॥ পরযোষিৎসমাসক্তিরায়ুঃ কীর্ত্তিং বলং সুখম্। হরেৎ স্বর্গগতিং চাপি তস্মাত্তাং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮১ ॥ অপরং চাপি নিয়মং স শুচিষ্মান্ সমাদদে। গতজন্মান্তরাভ্যাসাৎ ত্রিলোচনসমাশ্রয়াৎ ॥ ৮২ ॥ সমস্তপুণ্যনিলয়ং সমস্তার্থপ্রকাশকম্। সমস্তকামজনকং পরানন্দৈককারণম্ ॥ ৮৩ ॥ যাবচ্ছরীরমরুজং যাবন্নেন্দ্রিয়বিপ্লবঃ। তাবত্ত্রিলোচনং কাশ্যামনর্চ্চ্যাশ্নামি নাপ্যপি ॥ ইত্থং মান্দারদামিঃ স নিত্যং পরিমলালয়ঃ। কাশ্যাং ত্রিবিষ্টপং দ্রষ্টুং সমাগচ্ছেৎ প্রযত্নবান্ ॥ ৮৫ ॥ পারা-

---

সেই শ্যেনপক্ষী কপোতকে চরণে ও কপোতীকে চঞ্চুপুটে ধরিয়া, ভক্ষণযোগ্য নিরুপদ্রব স্থান অন্বেষণ করত আকাশপথে উড্ডীন হইল। পথিমধ্যে কপোতী, স্বামীকে কহিল—হে নাথ! আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতেন; অদ্য তাহার ফল ভুগিতেছেন। আমি অবলা হইয়া কি করিব? হে প্রিয়তম! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি,—আমাকে স্ত্রী বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া যদি সেই হিতবাক্য প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে এখনও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন এবং তাহাতে কখন আপনাকে কোন লোক স্ত্রৈণ বলিবে না। হে নাথ! যাবৎ না এই শ্যেন কোন স্থানে যাইয়া মুখ হইতে আমাকে নামাইতেছে, ততক্ষণ আপনি ইহার চরণে চঞ্চুপুট দ্বারা দংশন করুন। পত্নীবাক্যে কপোত শ্যেনপদে দংশন করিতে আরম্ভ করিলে, শ্যেনপক্ষী দংশনযন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিল। তৎকালে তাহার মুখ হইতে কপোতী পতিতা হইল এবং চীৎকারসময়ে পাদাঙ্গুলি শ্লথ হওয়ায় কপোতও মুক্তিলাভ করিল। অতএব বিপন্ন হইয়াও পৌরুষ পরিত্যাগ করিতে নাই। দেখ, এই কপোতমিথুন শত্রুকবলিত হইয়াও আকাশপথে সেই শত্রুর পাদপীড়ন করিয়া চঞ্চুপুট হইতেও মুক্তি লাভ করিল। অদৃষ্টবান্ পুরুষ, পৌরুষহীন হইলে তাহার অদৃষ্টও ফলপ্রদান করে না বলিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিপৎ সময়েও উদ্যম পরিত্যাগ করেন না। ৪৪—৭৬। এইরূপে কপোতযুগল, মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া কিছুকাল সুখে কাটাইয়া যেখানে মরিলে কাশী করস্থ হন, সেই মুক্তিক্ষেত্র অযোধ্যায় সরযুতীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে তন্মধ্যে কপোত পুনর্জ্জন্মে বিদ্যাধররাজ মন্দারদামের পুত্র পরিমলালয় নামে বিখ্যাত হইল। ঐ পরিমলালয় সকল বিদ্যায় ও কলায় পারদর্শী এবং বাল্যাবধি শিবভক্তিযুক্ত ছিলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও নিয়মী হইয়া মনে মনে একপত্নীব্রতাচরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। লোক পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলে আয়ুঃ কীর্ত্তি, সুখ বল হারাইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধিমান্ কদাচ পরস্ত্রীতে অনুরাগী হইবেন না। তিনি জন্মান্তরীণ সংস্কারে আরও একটী নিয়ম ধারণ করিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত শরীরে কোন রোগ না আসিবে ও ইন্দ্রিয়চয় স্ব স্ব কার্য্যকারী থাকিবে, তাবৎ কাশীধামে চতুর্ব্বর্গসাধক পুণ্যালয় ও পরমানন্দজনক ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের পূজা না করিয়া কিছুই ভোজন করিবেন না। মন্দারদামতনয় বিদ্যাধর পরিমলালয়, ঐ সকল নিয়ম গ্রহণ করত শিবলিঙ্গের দর্শনবাস-

যত্রাপি সা জাতা রত্নদ্বীপস্য মন্দিরে। নাগরাজস্য পাতালে নাম্না রত্নাবলীতি চ ॥ ৮৬ ॥ সমস্তনাগকন্যানাং রূপশীলকলাগুণৈঃ। একৈব রত্নভূতাসীদ্রত্নদ্বীপোরগাত্মজা ॥ ৮৭ ॥ তস্যাঃ সখীদ্বয়ং চাসীদেকা নাম্না প্রভাবতী। কলাবতী তথান্যা চ নিত্যং তদনুগে উভে ॥ ৮৮ ॥ স্বদেহাদনপায়িন্যৌ ছায়াকান্তী যথা তথা। তে দ্বে সখ্যাবভূতাং হি রত্নাবল্যা ঘটোদ্ভব ॥ ৮৯ ॥ সা তু বাল্যে ব্যতিক্রান্তে কিঞ্চিদুদ্ভিন্নযৌবনা। শিবভক্তং স্বপিতরং দৃষ্ট্বা নিয়মমগ্রহীৎ ॥ ৯০ ॥ পিতস্ত্রিলোচনং কাশ্যামর্চ্চয়িত্বা দিনেদিনে। আভ্যাং সখীভ্যাং সহিতা মৌনং ত্যক্ষ্যামি নান্যথা ॥ ৯১ ॥ এবং নাগকুমারী সা সখীদ্বয়সমন্বিতা। ত্রিলোচনং সমভ্যর্চ্চ গৃহানহরহো ব্রজেৎ ॥ ৯২ ॥ দিনে দিনে সা প্রত্যগ্রৈঃ কুসুমৈরিষ্টগন্ধিভিঃ। সুবিচিত্রাণি মাল্যানি পরিগুম্ফ্যার্চ্চয়েদ্বিভুম্ ॥ ৯৩ ॥ তিস্রোঽপি গীতং গায়ন্তি লসদ্‌গান্ধারসুন্দরম্। মাসমণ্ডলভেদেন লাস্যং তিস্রোঽপি কুর্ব্বতে ॥ ৯৪ ॥ বীণাবেণুমৃদঙ্গাংশ্চ লয়তালবিচক্ষণাঃ। বাদয়ন্তি মুদাযুক্তাস্তিস্রোঽপীশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৯৫ ॥ ইত্থমারাধয়ন্তীশং তিস্রো নাগকুমারিকাঃ। বিচিত্রগন্ধমালাভিঃ সম্মার্জ্জনবিলেপনৈঃ ॥ ৯৬ ॥ একদা মাধবে মাসি তৃতীয়ায়ামুপোষিতাঃ। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা নৃত্যগীতকথাদিভিঃ ॥ ৯৭ ॥ প্রাতশ্চতুর্থীং স্নাত্বাথ তীর্থে পৈলিপিলে শুভে। ত্রিলোচনং সমর্চ্চ্যাথ প্রসুপ্তা রঙ্গমণ্ডপে ॥ ৯৮ ॥ সুপ্তাসু তাসু বালাসু ত্রিনেত্রঃ শশিভূষণঃ। শুদ্ধকর্পূরগৌরাঙ্গো জটামুকুটমণ্ডলঃ ॥ ৯৯ ॥ তমালনীলসুগ্রীবঃ স্ফুরৎফণিবিভূষণঃ। বামার্দ্ধবিলসচ্ছক্তির্নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ॥ ১০০ ॥ তস্মাদেব বিনিষ্ক্রম্য লিঙ্গাৎ পন্নগমেখলাৎ। উবাচ চ ততো বালা বিবুধ্যত্তিষ্ঠতেতি সঃ ॥ ১০১ ॥ উত্থায় তা বিনির্ম্মার্জ্জ্য লোচনে শ্রুতিসঙ্গতে। অঙ্গমোটনবত্যশ্চ জৃম্ভাভিঃ ক্বণিতাননাঃ ॥ ১০২ ॥ যাবৎপশ্যন্তি পুরতঃ সন্নমাপন্নমানসাঃ। অতর্কিতাগমস্তাবত্তাভির্দৃষ্টস্ত্রিলোচনঃ ॥ ১০৩ ॥ বদন্নুরথ তা বালা জ্ঞাত্বা লক্ষ্মভিরীশ্বরম্। তুষ্টুবুশ্চ প্রহৃষ্টাস্তাঃ সন্নকণ্ঠোঽতিগদ্গদম্ ॥ ১০৪ ॥ জয় শম্ভো জয়েশান জয় সর্ব্বগ সর্ব্বদ। জয় ত্রিপুরসংহর্ত্তর্জ্জয়ান্ধকনিষূদন ॥ ১০৫ ॥ জয় জালন্ধর হর জয় কন্দর্পদর্পহৃৎ। জয় ত্রৈলোক্যজনক জয় ত্রৈলোক্যবর্দ্ধন ॥ ১০৬ ॥

নায় কাশীতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কপোতী, পাতালে নাগরাজ রত্নদ্বীপের কন্যা রত্নাবলী নামে জন্ম লাভ করত রূপ, গুণ, শিক্ষা ও স্বভাবে সকল নাগতনয়াদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছিল। প্রভাবতী ও কলাবতী নামে দুই সখী সর্ব্বদা ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিত। রত্নাবলীর ক্রমশঃ যৌবনদশা আসিয়া জ্ঞান সঞ্চার হইলে,তিনি পিতাকে পরম শৈব দেখিয়া স্বয়ং কঠোর ব্রত ধারণ করত পিতাকে কহিলেন,—হে পিতঃ! আমি প্রতিদিন সখীসমেতা হইয়া কাশীতে অনাদিদেবকে দর্শন না করিয়া বাক্য ব্যবহার করিব না। ইহাতে পিতার সম্মতি পাইয়া রত্নাবলী, সখীদ্বয়ের সহিত প্রতিদিন কাশীস্থ মহাদেবের পূজা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মৌনভাব পরিহার করিতেন। তিনি স্বরচিত মাল্যে শিবলিঙ্গ বিভূষিত করিয়া প্রত্যহ তৎসন্নিধানে তাঁহার সন্তোষার্থে সখীদ্বয়ের সহিত মিলিতা হইয়া অতি আনন্দসহকারে মণ্ডলাকারে নৃত্য, সুমধুর গীত এবং তাললয়সংযোগে বীণা,বেণু ও মৃদঙ্গের বাদ্য করিতেন। তাঁহারা এইরূপে ভগবানের আরাধনা করিতে থাকিয়া একদা বৈশাখী তৃতীয়াতে উপবাস করত ঈশ্বরসন্নিধানে নৃত্য, গীত ও রাত্রিজাগরণ করিলেন। পরে পরদিন প্রভাত সময়ে চতুর্থীতে পিলিপিলাতীর্থে স্নাতা হইয়া মহাদেবের পূজা সমাপনপূর্ব্বক আলস্য বশতঃ তথায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। সেই কন্যাত্রয় নিদ্রা যাইলে ভগবান্ মহাদেব, তত্রত্য লিঙ্গ হইতে ত্রিনয়ন, চন্দ্রশেখর, কর্পূরশুভ্রদেহ, জটারাজিবিরাজিত, নীলকণ্ঠ, উরগভূষণ ও উরগোপবীতী হইয়া, বামাঙ্গ শক্তিময় করিয়া, নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে কুমারীগণ! আমি আসিয়াছি, তোমরা নিদ্রা পরিহার কর।৭৭—১০১। এই শিববাক্য শ্রবণমাত্রে তাঁহারা উঠিয়া জৃম্ভাত্যাগ, চক্ষুমার্জ্জনাদি করত সসম্ভ্রমে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র সম্মুখে অভীষ্টদেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। নাগকন্যাগণ কহিলেন,—হে ! হে সর্ব্বগ! হে ঈশান! হে সর্ব্বদ! আপনি ত্রিপুর ও অন্ধকের অন্তক; হে বিশ্বনাথ! হে বিশ্বাশ্রয়! হে বিশ্ববন্দিত! হে বিশ্বপালক! আপনি কামের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন।

জয় ত্রৈলোক্যনিলয়ং জয় ত্রৈলোক্যবন্দিত। জয় ভক্তজনাধীন জয় প্রমথনায়ক ॥ ১০৭ ॥ জয় ত্রিপথগাপাথঃপ্রক্ষালিতজটাতট। জয় চন্দ্রকলা-জ্যোতির্ব্বিদ্যোতিতজগত্রয় ॥ ১০৮ ॥ জয় সর্প-ফণারত্নপ্রভাভাসিতবিগ্রহ। জয়াদ্রিরাজতনয়াতপঃ-ক্রীতার্দ্ধদেহক ॥ ১০৯ ॥ জয় শ্মশাননিলয় জয় বারাণসীপ্রিয়। জয়ানন্দবনাধ্যাসিপ্রাণিনির্ব্বাণদায়ক। ১১০ ॥ জয় বিশ্বপতে শর্ব্ব শর্ব্বরীপরিবর্জ্জিত। জয় নৃত্যপ্রিয়েশোগ্র জয় গীতবিশারদ ॥ ১১১ ॥ জয় প্রণবসদ্বাস জয় ধামমহানিধে। জয় শূলিন্ বিরূপাক্ষ জয় প্রণতসর্ব্বদ ॥ ১১২ ॥ বিধিঃ সর্ব্ববিধিজ্ঞোহপি ন ত্বাং স্তোতুং বিচক্ষণঃ। বাচো বাস্পতে-র্নাথ ত্বংস্তবৌ পরিকুণ্ঠিতাঃ ॥ ১১৩ ॥ বিদন্তি বেদাঃ সর্ব্বজ্ঞ ন ত্বাং নাথ যথার্থতঃ। মনতীহ মনো ন ত্বামনন্তং চাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১৪ ॥ নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমোনমঃ। ত্রিলোচন নমস্তুভ্যং ত্রিবিষ্টপ নমোহস্তু তে ॥ ১১৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণিপেতুঃ কুমারিকাঃ। অথোত্থাপ্য কুমারীস্তাঃ প্রোবাচ শশিভূষণঃ ॥ ১১৬ ॥ সুতো মন্দারদাম্নশ্চ নাম্না পরিমলালয়ঃ। পতির্বিদ্যাধরবরো ভবতীনাং ভবিষ্যতি ॥ ১১৭ ॥ চিরং বিদ্যাধরে লোকে ভোগান্ ভুক্ত্বা সমস্ততঃ। ততো নির্ব্বেদমাপন্নাঃ কাশীসিদ্ধি-মবাপ্স্যথ ॥ ১১৮ ॥ যূয়ং তিস্রোহপি মে ভক্তাঃ স চ বিদ্যাধরো যুবা। চত্বারোহপ্যেত এবাত্র প্রান্তে মোক্ষমবাপ্স্যথ ॥ ১১৯ ॥ জন্মান্তরেহপি মে সেবা ভবতীভিশ্চ তেন চ। বিহিতা তেন বো জন্ম নির্ম্মলং ভক্তিভাবিতম্ ॥ ১২০ ॥ এতচ্চ ভবতীস্তোত্রং যঃ পঠিষ্যতি মে পুরঃ। তস্য কামং প্রদাস্যামি ভবতীনামিব স্ফুটম্ ॥ ১২১ ॥ ত্যজেৎ ক্ষপাকৃতং পাপং শুচিঃ প্রাতঃ পঠন্নরঃ। দিবাকৃতমলং হন্তি সায়ং পঠনতঃ স্ফুটম্ ॥ ১২২ ॥ ইত্যুক্তবতি দেবেশে তাঃ কন্যা হৃষ্টমানসাঃ। প্রণম্য প্রোচুরীশানং প্রবদ্ধকরসম্পুটাঃ ॥ ১২৩ ॥ নাগকন্যা ঊচুঃ। পৃচ্ছামো ব্রূহি নো নাথ করুণাকরশঙ্কর। জন্মান্তরে কথং সেবা চতুর্ভির্ভবতঃ কৃতা ॥১২৪॥ তব প্রাগ্‌ভববৃত্তান্তং তস্যাপি সুকৃতাত্মনঃ। অস্মাকমপি চাখ্যাহি কৃপাং কুরু কৃপানিধে ॥১২৫॥ ইতি শ্রুত্বা প্রণ-

---

হে ভক্তবৎসল! হে প্রমথনাথ! আপনার জটাজুট গঙ্গাসলিলে নিয়ত সিক্ত হইয়া থাকে এবং আপনার শিরোভূষণ শশীর কিরণে ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। হে কাশীনাথ! পার্ব্বতী তপোবলে আপনার বামাঙ্গ লাভ করিয়াছেন; আপনার দেহ ফণিভূষণে ভূষিত। হে শ্মশানবাসিন্! হে বিশ্বপতে! হে শর্ব্ব! আপনি কাশীবাসীর মুক্তি দান করিয়া থাকেন। হে গীতবিশারদ! হে উগ্র! হে ঈশ! নৃত্যকার্য্য আপনার অতি সন্তোষকর। হে শূলপাণে! হে ত্রিলোচন! আপনি প্রণবের আবাসভূমি ও তেজের আধার এবং আপনি সন্তুষ্ট হইলে ভক্তের কোন অভীষ্টই দুর্লভ থাকে না; আপনি পুনঃপুনঃ জয়যুক্ত হউন। স্বয়ং বিধি, সকল বিধি জানিয়াও আপনার সম্যক্ স্তব করিতে জানেন না। হে দেব! আপনাকে স্তব করিতে দেবগুরুরও বাক্য নিঃসৃত হয় না; বেদচতুষ্টয়ও আপনার যাথার্থ্য জ্ঞাত নহেন; মনও আপনাকে স্ববিষয় করিতে নিতান্ত অপারগ; হে নাথ! আমরা বালিকা, কি জানিব? বারংবার আপনাকে নমস্কার করিতেছি। কন্যাগণ এইরূপে অনাদিদেবের স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, ভগবান্ শশিশেখর তাহাদিগকে ভূমি হইতে উঠাইয়া কহিলেন,—হে কুমারীগণ! মন্দারদাম বিদ্যাধরের তনয় পরিমলালয়, তোমাদের পাণিগ্রহণ করিবেন। ১০২-১১৭। তোমরা বিদ্যাধরলোকে যথেচ্ছায় বিষয় সুখ ভোগ করিয়া, পরে তোমরা তিন জন, তোমাদের স্বামীর সহিত এই আনন্দধামে আগমন করিয়া, পরম সিদ্ধিলাভ করত অন্তকালে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে। তোমরাও সেই পরিমলালয় পূর্ব্বজন্মে আমার বহুতর আরাধনা করিয়া তৎপ্রভাবেই এই সকল উত্তম যোনি প্রাপ্ত হইয়া, মদ্ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত করিতেছ। আমি বলিতেছি,—তোমাদিগের কণ্ঠনিঃসৃত এই পবিত্র স্তবে যে ব্যক্তি আমার উপাসনা করিবে, তাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিব। যে মানব, প্রাতঃকালে ভক্তিসহকারে এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার রাত্রিকৃত পাপ এবং যে সায়ংকালে পাঠ করিবে, তাহার দিবাসঞ্চিত পাপরাশি সেই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট হইবে। নাগবালাগণ মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে দেব! হে করুণাময়! হে কল্যাণকর! আমরা পূর্ব্বজন্মে আপনাকে কিরূপ সেবা করিয়াছিলাম, তাহা এবং হে ভব! সেই সুকৃতী বিদ্যাধরের ও আমাদের তিনজনের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ভগবান্ নাগকন্যাগণ

খন্তো বাল্যোদীরিতমীপ্সিতা। প্রোবাচ তাসাং তত্রাপি ভবান্তরবিচেষ্টিতম্॥ ১২৬॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণুধ্বং নাগতনয়াস্তিস্রোঽপি হি সমাহিতাঃ। প্রাগ্ভবং ভবতীনাং চ তত্রাপি কথয়াম্যহম্॥ ১২৭॥ এষা রত্নাবলী পূর্ব্বমাসীৎ পারাবতী খগী। স চ বিদ্যাধরবরঃ পতিরস্যাঃ খগোঽভবৎ॥ ১২৮॥ প্রাসাদেঽত্র মমৈতাভ্যামুষিতং সুচিরং সুখম্। রঙ্গঃপ্রাসাদসংলগ্নং মৃষ্টং পক্ষানিলৈঃ পুনঃ॥ ১২৯॥ উপরিষ্টাদধস্তাচ্চকৃতা বাহ্বাঃ প্রদক্ষিণাঃ। ব্যোম্নি সঞ্চরমাণাভ্যাং সঞ্চরন্ত্যাং মমাজিরে॥ ১৩০॥ স্নাতং চক্রুর্নদে তীর্থে পীতং তত্রাম্বু চাসকৃৎ। আভ্যাং কলরবাভ্যাং চ কৃতঃ কলরবো মুদে॥ ১৩১॥ এতাভ্যাং স্থিরচেতোভ্যাং মুদিতাভ্যামতীব হি। দৃষ্টানি কৌতুকান্যত্র মম ভক্তৈঃ কৃতানি বৈ॥ ১৩২॥ অমূভ্যাং বহুশো দৃষ্টা মম মঙ্গলদীপিকাঃ। পীতং শ্রুতিপুটাভ্যাং চ মম নামাক্ষরামৃতম্॥ ১৩৩॥ তির্য্যগ্যোনিপ্রভাবেণ ন মৃতৌ মম সন্নিধৌ। মৃতং পুর্য্যামযোধ্যায়াং কাশীপ্রাপ্তিকৃতি ধ্রুবম্॥ ১৩৪॥ অযোধ্যানিধনাদেষা রত্নদীপসুতাভবৎ। পতিঃ পারাবতোঽস্যাঃ স জাতো বিদ্যাধরাঙ্গজঃ॥ ১৩৫॥ এষা প্রভাবতী নাগী নাগরাজস্য পদ্মিনঃ। ইহ জন্মনি কন্যাসীৎ পূর্ব্বজন্ম ব্রবীমি বঃ॥ ১৩৬॥ ত্রিশিখস্যোরগেন্দ্রস্য সুতা চেয়ং কলাবতী। একস্যা অপি বৃত্তান্তং নিশাময়ত বচ্ম্যহম্॥ ১৩৭॥ ভবান্তরে তৃতীয়েঽহনঃ কন্যে চারায়ণস্য হ। আস্তাং মহর্ষেঃ শীলাঢ্যে প্রেমবত্যৌ পরস্পরম্॥ ১৩৮॥ পিত্রা চারায়ণেনাপি তাভ্যাং সম্প্রেরিতেন তে। আমুষ্যায়ণপুত্রায় দত্তে নারায়ণায় হি॥ ১৩৯॥ অপ্রাপ্তযৌবনঃ সোঽথ সমিদাহরণায় বৈ। গতো বিবিধশাদ্দষ্টো দন্দশূকেন কাননে॥ ১৪০॥ ভবানী-গৌতমী-নাম্ন্যৌ তে তু চারায়ণাঙ্গজে। বৈধব্যদুঃখমাপন্নে দৈন্যগ্রস্তে বভূবতুঃ॥ ১৪১॥ অতএব প্রযত্নেন পরিণেতা বিবর্জ্জয়েৎ। দেবতাসরিদাহ্বানাং কন্যাং পাণিগ্রহে সুধীঃ॥ ১৪২॥ অথর্ষেঃ কন্যাচদ্দেবাদাশ্রমে পরমাদ্ভুতে। রম্ভাফলান্যদত্তানি মোহাজ্জগৃহতুস্তদা॥ ১৪৩॥ কৃত্বা মাসোপবাসাদিব্রতানি ব্রাহ্মণাঙ্গজে। অবাপ্য নিধনং কালাচ্ছাখামৃগ্যৌ বভূবতুঃ॥ ১৪৪॥ ফলচৌর্য্যবিপাকেন বানরীত্বং তয়োরভূৎ। শীলরক্ষণধর্ম্মেণ কাশ্যাং জনিমবাপতুঃ॥ ১৪৫॥ স চ নারায়ণো বিপ্রঃ পিতৃশুশ্রূষণব্রতঃ। দষ্টোঽপি

কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, তাহাদের ও পরিমলালয়ের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাদেব কহিলেন—হে নাগসুতাগণ! তোমরা সকলে আপনাদিগের ও বিদ্যাধরতনয়ের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। রত্নাবলি! তুমি ও বিদ্যাধর পরিমলালয়; উভয়ে পূর্ব্বজন্মে এক কপোতমিথুন ছিলে; তোমরা আমার এই প্রাসাদে বাস করিতে ও প্রত্যহ উড্ডয়নকালে এই দেবালয় বহুবার প্রদক্ষিণ করত পক্ষবায়ু দ্বারা অত্রত্য ধূলিরাজি পরিষ্কার করিতে এবং এই পবিত্র চক্রনদতীর্থে বারংবার স্নান ও উহারই সলিল পান করিয়া নিরন্তর কলরবে আমার সন্তোষ বিধান করিতে। তোমরা আনন্দগদ্গদভাবে অত্রত্য শৈবদিগের ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ, তাঁহাদিগের কণ্ঠোচ্চারিত মন্নামামৃত পান ও বহুবার মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করিয়া সুখী হইতে। তির্য্যক্‌যোনি ছিলে বলিয়া অন্তকালে এখানে না মরিয়া, জন্মান্তরে কাশীপ্রদ সরযূতীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছিলে। সেই উত্তমস্থানে দেহপতনের প্রভাবে তুমি নাগরাজের দুহিতা হইয়াছ ও তোমার স্বামী বিদ্যাধরতনয় হইয়া জন্মিয়াছেন। আর এইজন্মে নাগরাজ পদ্মীর কন্যা প্রভাবতীর ও উরগপতি ত্রিশিখের তনয়া কলাবতীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ১১৮—১৩৭। বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে তৃতীয় জন্মে ইহারা মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ছিল। কন্যাদ্বয় সুশীলা এবং প্রীতিসম্পন্ন ছিল। পরে পিতা চারায়ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া আমুষ্যায়ণের পুত্র ঋষিকুমার নারায়ণের পত্নীত্ব লাভ করিয়াছিল। একদা কিশোরবয়া সেই ঋষিপুত্র সমিধ্ সংগ্রহের জন্য বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেছেন; এমত সময়ে অলক্ষিত এক সর্প তাঁহাকে দংশন করায় তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। তখন ভবানী এবং গোমতী নাম্নী চারায়ণকন্যাদ্বয় বৈধব্যদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া দীনভাবাপন্ন হইল। এই কারণে তদবধি কোন ব্যক্তি দেবতা ও নদী নামে আভাহতা কুমারীর পাণিগ্রহণ করে না। একদিন ইহারা, পিতার সুরম্য আশ্রমে থাকিয়া অন্যের অপ্রদত্ত রম্ভাফল স্বয়ং স্বেচ্ছায় ভক্ষণ করিয়াছিল। সেই ফলগ্রহণপাপের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও চুরির অপরাধে মধ্যজন্মে বানরী হইয়াছিল; কিন্তু বিধবাদশায় সর্ব্বদা সচ্চরিত্রা থাকায় ঐ বানরীজন্ম উহাদের কাশীতেই হইয়াছিল। এদিকে সেই নারায়ণ পিতৃভক্ত ছিলেন;

কপোতকেন কাশ্যাং পারাবতোঽভবৎ। ১৪৬। এবং জন্মান্তরে চাসীদেতয়োঃ পতিরেষকঃ। তিসৃণাং ভবতীনাং চ ভাবী ভর্ত্তাধুনাপি হি ॥ ১৪৭ ॥ প্রাসাদস্যাস্য পার্শ্বে তু ন্যগ্রোধশ্চ মহানভূৎ। তস্মিন্ শাখিনি শাখাঢ্যে শাখামৃগৌ বভূবতুঃ ॥ ১৪৮ ॥ চতুঃস্রোতস্বিনী‍ং তীর্থে ক্রীড়য়া চ মমজ্জতুঃ। পপতুশ্চাপি পানীয়ং তস্মিংস্তীর্থে তৃষাতুরে ॥ ১৪৯ ॥ জাতিস্বভাবচাপল্যাৎ ক্রীড়ন্তৌ চ প্রদক্ষিণম্। চক্রতুর্ব্বহুকৃত্বশ্চ লিঙ্গং দদৃশতুর্বহু ॥ ১৫০ ॥ বিচরন্ত্যাবিতি স্বৈরং তত্র ন্যগ্রোধসন্নিধৌ। কেনচিদ্‌যোগিবেষেণ পাশেন চ নিয়ন্ত্রিতে ॥ ১৫১ ॥ ভিক্ষার্থং শিক্ষিতে .তেন তত্তৎপ্লুত্যাদিনর্ত্তনম্। অথ তে কাপি মর্কটৌ কালধর্ম্মবশং গতে ॥ ১৫২ ॥ কাশীবাসজপুণ্যেন ত্রৈলোচন্যানুসেবয়া। প্রাদক্ষিণ্যাদিরূপিণ্যা জাতে নাগসুতে ইতি ॥ ১৫৩ ॥ অধুনা তং পতিং প্রাপ্য বিদ্যাধরকুমারকম্। নির্বিশ্য স্বর্গভোগাংশ্চ কাশ্যাং নির্বৃতিমেষ্যথ ॥ ১৫৪ ॥ যদল্পমপি বৈ কাশ্যাং কৃতং কর্ম্ম শুভাবহম্। তস্য মোক্ষঃ পরীপাকো নিশ্চিতং মদনুগ্রহাৎ ॥ ১৫৫ ॥ ত্রিলোক্যা অপি সর্ব্বস্যাঃ শ্রেষ্ঠা বারাণসী পুরী। ততোঽপি লিঙ্গমোঙ্কারং ততোঽপ্যত্র ত্রিলোচনম্ ॥ ১৫৬ ॥ তিষ্ঠমানোঽত্র লিঙ্গেঽহং ভক্তমুক্তিং দিশাম্যহম্। ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন কাশ্যাং পূজ্যস্ত্রিলোচনঃ ॥ ১৫৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তৎপ্রাসাদান্তরং বিশৎ। অবাচ্যরূপমাসাদ্য স্থূলং ত্রিভুবনাদপি ॥ ১৫৮ ॥ তাশ্চ স্বংস্বং পদং প্রাপ্য তদ্‌বৃত্তান্তমশেষতঃ। স্বমাতৃপুরতশ্চোক্ত্বা কৃতকৃত্যা ইবাভবন্ ॥ ১৫৯ ॥ একদা মাধবে মাসি মহাযাত্রা সমাগতা। বিদ্যাধরাস্তথা নাগা মিলিতাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৬০ ॥ বিরজক্ষে মহাক্ষেত্রে ত্রিলোচনসমীপতঃ। দেবস্য বরদানাচ্চ পৃষ্ট্বান্যোন্যং কুলাবলীম্ ॥ ১৬১ ॥ বিদ্যাধরায় তা নাগৈঃ কন্যাস্তিস্রোঽপি কল্পিতাঃ। মন্দারদামা সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য তচ্চ স্নুষাত্রয়ম্ ॥ ১৬২ ॥ রত্নদীপশ্চ নাগেন্দ্রঃ পদ্মী চ ভুজগেশ্বরঃ। ত্রিশিখোঽপি ফণীন্দ্রশ্চ হৃষ্টা এতে ত্রয়োঽপি চ ॥ ১৬৩ ॥ জামাতরং সমাসাদ্য শুভং পরিমলালয়ম্। অন্যোন্যং স্বজনাস্তে তু মুদা বিকসিতেক্ষণাঃ ॥ ১৬৪ ॥ বিবাহোৎসবমাকল্প্য স্বং স্বং ভুবনমাবিশন্। ত্রিলোচনস্য লিঙ্গস্য বর্ণয়ন্তোঽতিগৌরবম্ ॥ ১৬৫ ॥ স চ বিদ্যাধরঃ

বলিয়া কাশীতে পূর্ব্বোক্ত কপোত হইয়া জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং পরিমলালয় তোমাদের তিন জনেরই স্বামী ছিলেন ও বর্ত্তমানজন্মেও তোমরা তাহাকেই পতিরূপে পাইবে। এই মদালয়ের পার্শ্বে শাখাসমন্বিত অতি উন্নত এক বটবৃক্ষ ছিল; ইহারা বানরদশায় চতুঃস্রোতস্বিনীতীর্থে স্নান ও তজ্জল পান করিয়া সেই বৃক্ষে বাস করিত এবং সময়ে সময়ে স্বজাতিসুলভ চাঞ্চল্যের অধীন হইয়া এই গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া এই লিঙ্গদর্শনসুখ লাভ করিত। একদা ইহাদের ঐ বটসমীপে বিচরণকালে এক যোগিরূপধারী ধূর্ত্ত আসিয়া রজ্জু দ্বারা ইহাদিগকে বাঁধিয়া গৃহে লইয়া গেল এবং তথায় ইহাদিগের দ্বারা ভিক্ষার্জ্জন করিবার বাসনায় ইহাদিগকে নৃত্যাদি শিখাইতে লাগিল। কিছুদিন তথায় থাকিয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া, কাশীবাস, শিবালয় প্রদক্ষিণ ও শিবসেবা-জনিত পুণ্যে সেই বানরীদ্বয়ই নাগকন্যারূপে জন্মলাভ করিয়াছে। এক্ষণে ইহারাও সেই পরিমলালয়কে পতিরূপে পাইয়া অনুপম সুখভোগ করত অন্তে এই ক্ষেত্রে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে। কাশীতে অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকে। জগতের মধ্যে কাশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপুরী নাই। এইস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠলিঙ্গ প্রণবেশ্বর এবং তাহা হইতেও ত্রিলোচন লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি ঐ লিঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তগণকে মুক্ত করিবার জন্য জ্ঞান-উপদেশ করিয়া থাকি। একারণ কাশীতে বহু প্রয়াস করিয়াও মানব,ত্রিলোচনের পূজা করিবে। ১৩৮--১৫৭। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মুনে! ভগবান্ আদিদেব জগদাধার বিরাটরূপ ধারণপূর্ব্বক তথায় অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে নাগকন্যারা স্ব স্ব বৃত্তান্ত সবিশেষ জানিতে পারিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নিজ নিজ মাতাকে সেই সকল বলিয়া কৃতার্থ হইল। হে মুনে! এক বৈশাখ মাসে ঐ বিরজক্ষেত্রে শিবসন্নিধানে প্রভূত মহাযাত্রা উপস্থিত হয়; তাহাতে বিদ্যাধরগণ ও নাগগণ, আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়াছিলেন এবং শিবের আদেশমত উভয় পক্ষে বংশাবলীর পরিচয় লইয়া পরিমলালয়কে সেই তিনটী কন্যা সম্প্রদান করা হয়। মন্দারদাম পুত্রবধূত্রয় পাইয়া এবং রত্নদ্বীপ, পদ্মী ও ত্রিশিখ ইঁহারা তাদৃশ জামাতাকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই বিবাহ উভয় পক্ষেরই আনন্দজনক হইয়াছিল। তাঁহারা এই উৎসব সম্পন্ন করিয়া, শিবকৃপানুবাদ কীর্ত্তন করিতে

শ্রীমান্নারীভির্বিপুলং সুখম্। ভুক্ত্বা বারাণসীং প্রাপ্য সংসেব্যাথ ত্রিলোচনম্ ॥ ১৬৬ ॥ গায়ন্ গীতং সুমধুরং নারীভিঃ সহিতঃ কৃতী। আত্মানং চাতিসংস্মৃত্য মধ্যেলিঙ্গং লয়ং গতঃ ॥ ১৬৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। ত্রিলোচনস্য মহিমা কলৌ দেবেন গোপিতঃ। অতোঽল্পসত্ত্বা মনুজা ন তল্লিঙ্গমুপাসতে ॥ ১৬৮ ॥ ত্রিলোচনকথামেতাং শ্রুত্বা পাপাবিতোঽপ্যহো। বিপাপ্মা জায়তে মর্ত্ত্যো লভতে চ পরাং গতিম্ ॥ ১৬৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিলোচনপ্রভাবো নাম
ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ প্রণমৎকরুণানিধে। বদ কেদারমাহাত্ম্যং ভক্তানামনুকম্পয়া ॥ ১ ॥ তস্মিল্লিঙ্গে মহাপ্রীতিস্তব কাশ্যামনুত্তমা। তদ্ভক্তাশ্চ জনা নিত্যং দেবদেব মহাধিয়ঃ ॥ ২ ॥ দেবদেব উবাচ। শৃণ্বপর্ণেঽভিধাস্যামি কেদারেশ্বরসৎকথাম্। সমাকর্ণ্যাপি যাং পাপোঽপ্যপাপো জায়তে ক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥ কেদারং যাতুকামস্য পুংসো নিশ্চিতচেতসঃ। আজন্মসঞ্চিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৪ ॥ গৃহাদ্বিনির্গতে পুংসি কেদারমভি নিশ্চিতম্। জন্মদ্বয়ার্জ্জিতং পাপং শরীরাদপি নির্ব্রজেৎ ॥ ৫ ॥ মধ্যে মার্গং প্রপন্নস্য ত্রিজন্মজনিতং ত্বঘম্। দেবগেহাদ্বিনিঃসৃত্য নিরাশং যাতি নিঃশ্বসৎ ॥ ৬ ॥ সায়ং কেদারকেদারকেদারেতি ত্রিরুচ্চরন্। গৃহেঽপি নিবসন্ নূনং যাত্রাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥ দৃষ্ট্বা কেদারশিখরং পীত্বা তত্রত্যমম্বু চ। সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ হরপাপহ্রদে স্নাত্বা কেদারেশং প্রপূজ্য চ। কোটিজন্মার্জ্জিতৈর্নোভির্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ সকৃৎ প্রণম্য কেদারং হরপাপকৃতোদকঃ। স্থাপ্য লিঙ্গং হৃদম্ভোজে প্রান্তে মোক্ষং গমিষ্যতি ॥ ১০ ॥ হরপাপহ্রদে শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়া যঃ করিষ্যতি। উদ্ধৃত্য সপ্তপুরুষান্ স মে লোকং গমিষ্যতি ॥ ১১ ॥

করিতে স্ব স্ব গৃহে আগমন করিলেন। অতঃপর পরিমলালয়, পত্নীত্রয়ের সহিত বহুকাল যথাভিলষিত বিষয় ভোগ করিয়া কাশীতে আগমন করিলেন। তথায় তিনি ভগবৎসন্নিধানে নৃত্যগীতাদি দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া কাল উপস্থিত হইলে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—কলিকালে মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিলোচনের মাহাত্ম্য গোপিত আছে বলিয়া অল্পায়ু মানবেরা তাঁহার উপসনা করে না। পাপীরও কর্ণকুহরে এই ত্রিলোচনমাহাত্ম্য প্রবিষ্ট হইলে, তাহার পাপরাশি দূর হইয়া যায় ও সে সদ্গতি লাভ করে। ১৫৮—১৬৯।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে নাথ! হে ভক্তবৎসল! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি ভক্তদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া কেদারেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করুন। হে নাথ! ঐ লিঙ্গে আপনি অত্যন্ত প্রীতিমান্ এবং উঁহার ভক্ত হইলেই বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করা যায়, সুতরাং প্রথমেই তাঁহার মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। মহাদেব কহিলেন, হে উমে! আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণমাত্রে পাপীর পাপ দূর হয়। যাহার হৃদয়ে কেদারেশ্বরকে দেখিবার অভিলাষ থাকে, সে ব্যক্তি আজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। যিনি কেদারেশ্বরকে দেখিতে অভিলাষী হইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করেন, তাঁহার জন্মদ্বয়ার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি কেদারেশ্বরদর্শন উদ্দেশে অর্দ্ধেক পথ অতিবাহন করেন, তাঁহার তিন জন্মের পাপ, চিরাশ্রয় তদীয় দেহ সেই মুহূর্ত্তে ছাড়িয়া পলায়ন করে। যদি মানব গৃহে থাকিয়াও সায়ংকালে "কেদার" এই নাম উচ্চারণ করেন, তবে তাঁহার কেদারেশ্বরের "যাত্রার" পুণ্য হয়। কেদারনাথের ভবনের অগ্রভাগ দর্শন করিয়া তত্রত্য তীর্থের জল পান করিলে জীবের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি দূর হয়। 'হরপাপ' হ্রদে স্নাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কেদারেশ্বর দৃষ্ট হইলে, তিনি দর্শককে কোটি জন্মের পাপ হইতে বিমুক্ত করেন। যদি কেহ হরপাপ হ্রদে স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া কেদারেশ্বর লিঙ্গের মানস পূজা করত একবারও তাঁহাকে প্রণাম করে, তবে তাহার দেহান্তে মুক্তিপদ লাভ হয়। ১—১০। শ্রদ্ধাপূত হইয়া ঐ হরপাপ হ্রদে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহার সপ্ত পুরুষ উদ্ধার [illegible]

পুরা রাথন্তরে কল্পে যদভূদত্র তচ্ছৃণু। অপর্ণে শ্রুতকর্ণা ত্বং, বর্ণয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ১২ ॥ একো ব্রাহ্মণদায়াদ উজ্জয়িন্যা ইহাগতঃ। কৃতোপনয়নঃ পিত্রা ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥ স্থলীং পাশুপতীং কাশীং স বিলোক্য সমন্ততঃ। দ্বিজৈঃ পাশুপতৈঃ কীর্ণাং জটামুকুটভূষিতৈঃ ॥ ১৪ ॥ কৃতলিঙ্গসমর্চ্চৈশ্চ ভূতিভূষিতবর্ষ্মভিঃ। ভিক্ষাহৃতান্নসন্তুষ্টৈঃ পুষ্টৈ-র্গঙ্গামৃতোদকৈঃ ॥ ১৫ ॥ বভূবানন্দিতমনা ব্রতং জগ্রাহ চোত্তমম্। হিরণ্যগর্ভাদাচার্য্যান্মহৎ পাশু-পতাভিধম্ ॥ ১৬ ॥ স চ শিষ্যো বশিষ্ঠোঽভূৎ সর্ব্বপাশুপতোত্তমঃ। স্নাত্বা হ্রদে হরপাপে নিত্যং প্রাতঃ সমুত্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ বিভূত্যাহরহঃ স্নাতি ত্রিকালং লিঙ্গমর্চ্চয়ন্। নান্তরং স বিজানাতি শিব লিঙ্গে গুরৌ তথা ॥ ১৮ ॥ স দ্বাদশাব্দবীয়ো বশিষ্ঠো গুরুণা সহ। যযৌ কেদার-যাত্রার্থং গিরিং গৌরীগুরোর্গুরুম্ ॥ ১৯ ॥ যত্র গত্বা ন শোচন্তি কিঞ্চিৎসংসারিণঃ ক্বচিৎ। প্রাশ্যোদকং লিঙ্গরূপং লিঙ্গরূপত্বমাগতাঃ ॥ ২০ ॥ অসিধারং গিরিং প্রাপ্য বশিষ্ঠস্য তপস্বিনঃ। গুরুর্হিরণ্যগর্ভাখ্যঃ পঞ্চত্বমগম-ত্তদা ॥ ২১ ॥ পঞ্চতাং তাপসানাঞ্চ বিমানে সার্ব্ব-কামিকে। আরোপ্য তং পারিষদাঃ কৈলাসমনয়-ন্মুদা ॥ ২২ ॥ যস্তু কেদারমুদ্দিশ্য গেহাদর্দ্ধপথেঽপ্যহো। অকাতরস্ত্যজেৎ প্রাণান্ কৈলাসে স চিরং বসেৎ ॥ ২৩ ॥ তদাশ্চর্য্যং সমালোক্য স বশিষ্ঠস্তপোধনঃ। কেদারমেব লিঙ্গেষু বহুমংস্ত সুনিশ্চিতম্ ॥ ২৪ ॥ অথ কৃত্বা স কৈদারীং যাত্রাং বারাণসীমগাৎ। অগ্রহী-ন্নিয়মং চাপি যথার্থং চাকরোৎপুনঃ ॥ ২৫ ॥ প্রতিচৈত্রং সদা চৈত্র্যাং যাবজ্জীবমহং ধ্রুবম্। বিলোকয়িষ্যে কেদারং বসন্ বারাণসীং পুরীম্ ॥ ২৬ ॥ তেন যাত্রাঃ কৃতাঃ সম্যক্ ষষ্টিরেকাধিকা মুদা। আনন্দ-কাননে নিত্যং বসতা ব্রহ্মচারিণা ॥ ২৭ ॥ পুনর্যাত্রাং স বৈ চক্রে মধৌ নিকটবর্ত্তিনি। পরমোৎসাহসন্তুষ্টঃ পলিতাকলিতোঽপ্যলম্ ॥ ২৮ ॥ তপোধনৈস্তন্নিধনং শঙ্কমানৈর্নিবারিতঃ। কারণ্যপূর্ণহৃদয়ৈরন্যৈরপি চ সঙ্গিভিঃ ॥ ২৯ ॥ ততোঽপি ন তদুৎসাহভঙ্গো-ঽভূদ্দৃঢ়চেতসঃ। মধ্যেমার্গং মৃতস্যাপি গুরোরিব গতির্মম ॥ ৩০ ॥ ইতি নিশ্চিতচেতস্কে বশিষ্ঠে তাপসে শুচৌ। অশ্বত্রান্নপরীপুষ্টে তুষ্টোঽহং

পরে আমি তাহাকে নিজলোকে আনয়ন করি। হে অপর্ণে! পূর্ব্বরথন্তরকল্পে এখানে যে একটী ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তুমি আমার নিকট সে বিষয় অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। উজ্জয়িনীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার পিতার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই কাশীতে আগমন করত ইতস্ততঃ বিচরণশীল, জটাধারী, ভস্মাচ্ছাদিতদেহ, লিঙ্গসেবী, ভিক্ষা-মাত্রোপজীবী গঙ্গামৃতপায়ী, শৈব মহাত্মাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া, এই ক্ষেত্রেই আচার্য্য হিরণ্যগর্ভের নিকট উপদিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণতন-য়ের নাম বশিষ্ঠ; তিনি গুরুর উপদেশ পাইয়া পাশুপতব্রত ধারণপূর্ব্বক সকল পাশুপতদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে হরপাপহ্রদে স্নাত হইয়া তৎপরে ভস্ম দ্বারা স্নান করিতেন এবং ত্রিসন্ধ্যা কেদারেশ্বরের উপাসনা করিতেন। তাঁহার গুরুদেবে ও কেদারেশ্বরে একমুহূর্ত্তের জন্যও ভেদবুদ্ধি ছিল না। দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময় তিনি গুরুর অনুচর হইয়া, কেদারে-শ্বর উদ্দেশ্যে হিমালয়ে যাত্রা করেন, যথায় একবার গমন করিলে জীবের কোন শোক থাকে না এবং মুক্তিলাভ যে স্থানের লিঙ্গরূপ সলিল পান করিয়া শিবরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা গুরু-শিষ্যে অসিধারা নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিলে গুরু কালগ্রাসে পতিত হন এবং সেই দণ্ডে মদনুচরেরা তাঁহাকে বিমানে আরোহণ করাইয়া কৈলাসে আন-য়ন করিল। ১১—২২। তাহার কারণ, কেদারেশ্বর-দর্শনেচ্ছায় যাত্রা করিয়া অর্দ্ধপথে প্রাণত্যাগ হইলে, অনন্তকাল কৈলাসবাসী হইয়া থাকে। তখন বশিষ্ঠ, নিজ গুরুর তাদৃশ ঘটনা দর্শন করিয়া, কেদারেশ্বরকেই লিঙ্গশ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন এবং কেদারেশ্বরের যাত্রা করিয়া কাশীতে প্রত্যা-গত হইয়া এই নিয়ম আশ্রয় করিলেন যে, যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎকাল প্রতি চৈত্রমাসে আমি কেদারেশ্বরের যাত্রা করিব। তদবধি সেই আজন্ম-ব্রহ্মচারী তপোধন বশিষ্ঠ কাশীতে বাস করিয়া পরমানন্দে একাধিক ষষ্টিবার কেদারেশ্বরের 'যাত্রা' করিয়াছিলেন। তৎপরে চৈত্রমাস হইলে, পুন-রায় সেই বশিষ্ঠ কেদারেশ্বরের মহাযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অনুচরবর্গ তাঁহার বার্দ্ধক্য দর্শনে পথিমধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কায় দয়ার্দ্র-হৃদয়ে বারংবার নিষেধ করিলেও সেই মহামতি তপোধন কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া ভাবিলেন, যদি অর্দ্ধপথেই আমার মরণ হয়, সে অতি উত্তম; তাহাতে গুরুর ন্যায় সদ্গতিই লাভ করিতে

চণ্ডিকেঽভবম্ ॥ ৩১ ॥ স্বপ্নে ময়া স সংপ্রোক্তো বশিষ্ঠস্তাপসোত্তমঃ। দৃঢ়ব্রত প্রসন্নোঽস্মি কেদারং বিদ্ধি মামিহ ॥ ৩২ ॥ অভীষ্টং চ বরং মত্তঃ প্রার্থয়স্বাবিচারিতম্। ইত্যুক্তবত্যপি ময়ি স্বপ্নো মিথ্যেতি সোঽব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ ততোঽপি স ময়া প্রোক্তঃ স্বপ্নো মিথ্যা শুচিস্মিতাম্। ভবাদৃশামমিথ্যৈব স্বাথ্যাসদৃশবর্ত্তিনাম্ ॥ ৩৪ ॥ বরং ব্রূহি প্রসন্নোঽস্মি স্বপ্নশঙ্কাং ত্যজ দ্বিজ। তব সত্ত্বতঃ কিঞ্চিন্ময়াদেয়ং ন কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥ ইত্যুক্তং মে সমাকর্ণ্য বরয়ামাস মামিতি। শিষ্যো হিরণ্যগর্ভস্য তপস্বিজনসত্তমঃ ॥ ৩৬ ॥ যদি প্রসন্নো দেবেশ তদা মে সানুগা ইমে। সর্ব্বে শূলিন্নন্যুগ্রাহ্যা এষ এব বরো মম ॥ ৩৭ ॥ দেবি তস্যেদমাকর্ণ্য পরোপকৃতিশালিনঃ। বচনং নিতরাং প্রীতস্তথেতি তমুবাচ হ ॥ ৩৮ ॥ পুনঃ পরোপকরণাত্তত্তপো দ্বিগুণীকৃতম্। তেন পুণ্যেন স ময়া পুনঃ প্রোক্তো বরং বৃণু ॥ ৩৯ ॥ স বশিষ্ঠো মহাপ্রাজ্ঞো দৃঢ়পাশুপতব্রতঃ। দেবি মে প্রার্থয়ামাস হিমশৈলাদিহ স্থিতিম্ ॥ ৪০ ॥

ততস্তত্তপসাকৃষ্টঃ কলামাত্রেণ তত্র হি। হিমশৈলে ততশ্চাত্র সর্ব্বভাবেন সংস্থিতঃ ॥ ৪১ ॥ ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে সর্ব্বেষাং পশ্যতামহম্। হিমাদ্রেঃ প্রস্থিতঃ প্রাপ্তঃ স্তূয়মানঃ সুরর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥ বশিষ্ঠং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বসার্থসমাযুতম্। হরপাপহ্রদে তীর্থে স্থিতোঽহং তদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৩ ॥ মৎপরিগ্রহতঃ সর্ব্বে হরপাপে কৃতোদকাঃ। আরাধ্য মামনেনৈব বপুষা সিদ্ধিমাগতাঃ ॥ ৪৪ ॥ তদাপ্রভৃতি লিঙ্গেঽস্মিংস্থিতঃ সাধকসিদ্ধয়ে। অবিমুক্তে পরে ক্ষেত্রে কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ৪৫ ॥ তুষারাদ্রি সমারুহ্য কেদারং বীক্ষ্য যৎফলম্। তৎফলং সপ্তগুণিতং কাশ্যাং কেদারদর্শনে ॥ ৪৬ ॥ গৌরীকুণ্ডং যথা তত্র হংসতীর্থং চ নির্ম্মলম্। যথা মধুস্রবা গঙ্গা কাশ্যাং তদখিলং তথা ॥ ৪৭ ॥ ইদং তীর্থং হরপাপং সপ্তজন্মাঘনাশনম্। গঙ্গায়াং মিলিত পশ্চাজ্জন্মকোটিকৃতাঘহৃৎ॥৪৮॥ অত্র পূর্ব্বং তু কাকোলৌ যুধ্যন্তৌ সান্নিপেততুঃ। পশ্যতাং তত্রস স্থানাং হংসৌ ভূত্বা বিনির্গতৌ ॥ ৪৯ ॥ গৌরি ত্বয়া কৃতং পূর্ব্বং

পারিব। হে পার্ব্বতি! পুণ্যাত্মা অশূদ্রান্নস্পর্শী সেই তপোধন বশিষ্ঠকে তাদৃশ দৃঢ়ব্রত দেখিয়া, আমার পরম সন্তোষ হওয়ায়, আমি স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলাম যে, হে দৃঢ়ব্রত! আমি সেই কেদারেশ্বর, তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অবিলম্বিত বর গ্রহণ কর। বশিষ্ঠ, 'স্বপ্ন মিথ্যা হয়' বলিয়া তাহা গ্রহণ না করিলে, পুনরায় আমি তাঁহাকে কহিলাম, অপবিত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; তুমি অতি পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয়, তোমার স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া শঙ্কা করা উচিত নহে। আমি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়াছি, তুমি প্রার্থনা কর। আমার তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। আমার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে দেবদেব! আমার প্রতি আপনি যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ মদনুচরবর্গের উপরও আপনার অনুগ্রহ হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা। হে দেবি! তখন আমি বশিষ্ঠের তাদৃশ পরোপকারবুদ্ধি দেখিয়া, সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, তাঁহার বাক্যে "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকৃত হইয়া কহিলাম,—তোমার এই পরোপকারানুষ্ঠান-পুণ্য দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল; এক্ষণে এই পুণ্যের ফলে বর প্রার্থনা কর। তখন তপোধন বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নাথ! আপনি হিমালয় হইতে

কাশীতে আসিয়া অবস্থান করুন। আমি সেই বশিষ্ঠের বাক্যে তদবধি হিমালয়ে অংশরূপে থাকিয়া এই কাশীতেই অবস্থান করিতেছি।২৩—৪১ তৎপরে প্রাতঃকালে দেবর্ষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বশিষ্ঠকে অগ্রে করত সকলের সাক্ষাতে তাঁহার উপর অসীম দয়া দেখাইয়া, হরপাপ হ্রদে অবস্থিত হইলাম এবং আমার সংস্পর্শে পবিত্র হরপাপহ্রদে বশিষ্ঠের অনুচরেরাও স্নান করিয়া সেই দেহেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই কাশীধামে কেদারেশ্বরলিঙ্গে রহিয়াছি; বিশেষ, কলিকালে হিমালয়স্থ কেদারেশ্বরলিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা কাশীতে কেদারেশ্বরকে অবলোকন করিলে সপ্তগুণাধিক পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। এই কাশীতেও হিমালয়ের ন্যায় গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ ও মধুস্রবা গঙ্গা সেই ভাবেই বিরাজ করিতেছেন এবং এই স্বাভাবিক, স্পর্শমাত্রেই সপ্তজন্মপাপনাশক হরপাপতীর্থ, কাশীক্ষেত্রে গঙ্গাদেবীর সহিত সঙ্গত হইয়া ভক্তের কোটিজন্মসঞ্চিত পাপরাশি দূর করিতেছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে দুইটী দাঁড়কাক অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে নিপতিত হইয়া, সর্ব্বসমক্ষেই সেই মুহূর্ত্তেই হংসরূপ প্রাপ্ত হইয়া গমন করিয়াছিল বলিয়া ইহার 'হংসতীর্থ' নাম হইয়াছে এবং হে গৌরি! তুমি এই হ্রদে স্নান করিয়াছিলে বলিয়া

স্নানমাত্রং মহাহ্রদে। গৌরীতীর্থং ততঃ খ্যাতং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্ ॥ ৫০ ॥ অত্রামৃতস্রবা গঙ্গা মহামোহান্ধকারহৃৎ। অনেকজন্মজনিতজাড্যধ্বংসবিধায়িনী ॥ ৫১ ॥ সরসা মানসেনাত্র পূর্ব্বং তপ্তং মহাতপঃ। অতস্তু মানসং তীর্থং জনে খ্যাতিমিদং গতিম্ ॥ ৫২ ॥ অত্র পূর্ব্বং জনঃ স্নানমাত্রেণৈব প্রমুচ্যতে। পশ্চাৎপ্রসাদিতশ্চাহং ত্রিদশৈর্মুক্তিদুর্দ্দশৈঃ ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বে মুক্তিং গমিষ্যন্তি যদি দেবেহ মানবাঃ। কেদারকুণ্ডেষু স্নাতাস্তদোচ্ছিত্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥ সর্ব্বেষামেব বর্ণানামাশ্রমাণাং চ ধর্ম্মিণাম্। তস্মাত্তনুবিসর্গেহত্র মোক্ষং দাস্যতি নান্যথা ॥ ৫৫ ॥ ততস্তদুপরোধেন তথেতি চ ময়োদিতম্। তদারভ্য মহাদেবি স্নানাৎ কেদারকুণ্ডতঃ ॥ ৫৬ ॥ সমর্চ্চনাচ্চ ভক্ত্যা বৈ মম নামজপাদপি। নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ং দদ্যামন্যত্রাপি তনুত্যজাম্ ॥ ৫৭ ॥ কেদারতীর্থে যঃ স্নাত্বা পিণ্ডান্ দাস্যতি চান্বয়ঃ। একোত্তরশতং বংশ্যাস্তস্য তীর্ণা ভবাম্বুধিম্ ॥ ৫৮ ॥ ভৌমবারে যদা দর্শস্তদা যঃ শ্রাদ্ধদো নরঃ। কেদারকুণ্ডমাসাদ্য গয়াশ্রাদ্ধেন কিং ততঃ ॥ ৫৯ ॥ কেদারং গন্তুকামস্য বুদ্ধির্দ্দেয়া নরৈরিয়ম্। কাশ্যাং স্পৃশংস্থং কেদারং কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ৬০ ॥ চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামুপবাসং বিধায় চ। ত্রিগণ্ডূষান্ পিবন্ প্রাতর্হৃল্লিঙ্গমধিতিষ্ঠতি ॥ ৬১ ॥ কেদারোদকপানেন যথা তত্র ফলং ভবেৎ। তথাত্র জায়তে পুংসাং স্ত্রীণাং চাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥ কেদারভক্তং সম্পূজ্য বাসোহন্নদ্রবিণাদিভিঃ। আজন্মজনিতং পাপং ত্যক্ত্বা যাতি মমালয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ আষণ্মাসং ত্রিকালং যঃ কেদারেশং নমস্যতি। তং নমস্যন্তি সততং লোকপালা যমাদয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ কলৌ কেদারমাহাত্ম্যং যোহপি কোহপি ন বেৎস্যতি। যো বেৎস্যতি স পুণ্যাত্মা সর্ব্বং বেৎস্যতি স ধ্রুবম্ ॥ ৬৫ ॥ কেদারেশ্বং সকৃদ্দৃষ্ট্বা দেবি মেহনুচরো ভবেৎ। তস্মাৎ কাশ্যাং প্রযত্নেন কেদারেশং বিলোকয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ চিত্রাঙ্গদেশ্বরং লিঙ্গং কেদারাদুত্তরে শুভম্। তস্যার্চ্চ-

---

ইহার পবিত্র গৌরীকুণ্ড নামও হইয়াছে। এই স্থানে অমৃতময়ী গঙ্গাদেবী অমৃতক্ষরণ করিয়া জীবের মোহান্ধকার ও বহুজন্মের জড়তা দূর করেন, এজন্য ইহা মধুস্রবা নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মানস-সরোবর, এই স্থানে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মানসতীর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই তীর্থে স্নাত ব্যক্তিমাত্রেরই মুক্তিলাভ দর্শন করিয়া দেবগণ, ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া আমার নিকট আসিয়া কহিলেন,—হে দেব! এই কেদারকুণ্ডে যে কোন ব্যক্তিই স্নান করিয়া মুক্ত হইতেছে, ইহাতে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মিগণের উচ্ছেদ হওয়ায় সৃষ্টির লোপ হইতেছে; সুতরাং আপনি এরূপ আদেশ করুন, যাহাতে এখানে যে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে, সেই পুরুষই নির্ব্বাণ পাইতে পারিবে। আমি তচ্ছ্রবণে তাঁহাদের কথাতেই স্বীকার করিলাম ও তদবধি যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই কেদারকুণ্ডে স্নান, কেদারেশ্বরপূজা ও আমার পূজা করিয়া থাকে, তাহাদের কাশীতর স্থানেও দেহপাত হইলে আমি মুক্ত করিয়া থাকি। যদি কেহ কেদারতীর্থে স্নান করিয়া স্থিরচিত্তে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধবিধান করে, তবে তাহার একোত্তরশত পুরুষ আর ভবযাতনা [illegible] না। অমাবস্যাযুক্ত মঙ্গলবারে ঐ কুণ্ডে পিতৃপিণ্ড প্রদান করিলে, গয়ায় পিণ্ডদানের ফল হয়। যদি কাহারও হিমালয়ে যাইয়া কেদারেশ্বর দর্শন করিতে অভিলাষ হয়, তবে তাহাকে "কাশীস্থিত কেদারলিঙ্গ দেখিয়াই তুমি পূর্ণকাম হইবে" বলিয়া কাশীতে তল্লিঙ্গদর্শনে বুদ্ধি প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৪২—৮০। যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে উপোষিত থাকিয়া, পরদিন প্রাতে কেদারতীর্থের গণ্ডূষত্রয়মাত্র জল পান করে, শিবলিঙ্গ তাহার অন্তরে বাস করিয়া থাকেন। যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ, হিমালয়ে কেদারতীর্থের জলপান করিয়া যে ফললাভ করে, কাশীতে সেই তীর্থের জলপানেও তাদৃশ পুণ্যভাগী হয়। যে ব্যক্তি ধন বস্ত্র ও অন্নাদি দ্বারা কেদারেশ্বরের ভক্তকেও পূজা করে, অন্তে তাহার, আমার লোকে আগমন নিশ্চিত থাকে। ছয়মাস কাল কেদারেশ্বরের প্রণামকারী ব্যক্তি, যমাদি দিক্পালগণের নিকটও সতত প্রণাম পাইয়া থাকেন। কলিকালে ঐ কেদারেশ্বরের মহিমা সকলে জানিতে পারিবে না; কিন্তু যিনি তাঁহার মহিমা জানিবেন, তিনি সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন। হে প্রিয়ে! একবারও কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে আমার অনুচর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে কাশীস্থ কেদারেশ্বরকে দর্শন করা উচিত। কেদারেশ্বরের উত্তরভাগে যে চিত্রাঙ্গদেশ্বর লিঙ্গ

নামরো নিত্যং স্বর্গভোগানুপাপ্নুতে ॥ ৬৭ ॥ কেদারাদ্দক্ষিণে ভাগে নীলকণ্ঠবিলোকনাৎ। সংসারোরগদষ্টস্য তস্য নাস্তি বিষাদ্ভয়ম্ ॥ ৬৮ ॥ তদ্বায়ব্যেঽম্বরীষেশো নরস্তদবলোকনাৎ। গর্ভবাসং ন চাপ্নোতি সংসারে দুঃখসঙ্কুলে ॥ ৬৯ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরং লিঙ্গং তৎসমীপে সমর্চ্চ্য চ। তেজোময়েন যানেন স স্বর্গভুবি মোদতে ॥ ৭০ ॥ তদ্দক্ষিণে নরো দৃষ্ট্বা লিঙ্গং কালঞ্জরেশ্বরম্। জরাংকালং বিনির্জ্জিত্য যমলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ৭১ ॥ দৃষ্ট্বা ক্ষেমেশ্বরং লিঙ্গমুদক্ চিত্রাঙ্গদেশ্বরাৎ। সর্ব্বত্র ক্ষেমমাপ্নোতি লোকেঽত্র চ পরত্র চ ॥ ৭২ ॥ স্কন্দ উবাচ। দেবদেবেন বিন্ধ্যারে কেদারমহিমা মহান্। ইত্যাখ্যায়ি পুরাদ্বায়ে ময়া তেঽপি নিরূপিতঃ ॥ ৭৩ ॥ কেদারেশ্বরলিঙ্গস্য শ্রুত্বোৎপত্তিং কৃতী নরঃ। শিবলোকমবাপ্নোতি নিষ্পাপো জায়তে ক্ষণাৎ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কেদারমহিমাখ্যানং নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ। আনন্দকাননে শম্ভো যল্লিঙ্গং পুণ্যবর্দ্ধনম্। যন্নামস্মরণাদেব মহাপাতকসঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ১ ॥ যৎসেব্যং সাধকৈর্নিত্যং যত্র প্রীতিরনুত্তমা। যত্র দত্তং হুতং জপ্তং ধ্যাতং ভবতি চাক্ষয়ম্। যস্য সং স্মরণাদেব যল্লিঙ্গস্য বিলোকনাৎ। যল্লিঙ্গপ্রণতেশ্চাপি যস্য সংস্পর্শনাদপি ॥ ৩ ॥ পঞ্চামৃতাদিস্নপনপূর্ব্বাদ্যস্যার্চ্চনাদপি। তল্লিঙ্গং কথয়েশান ভবেচ্ছ্রেয়ঃপরম্পরা ॥ ৪ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইতি দেবীসমুদিতং সমাকর্ণ্য ঘটোদ্ভব। সর্ব্বজ্ঞেন যদাখ্যাতং তদাখ্যাস্যামি তে শৃণু ॥ ৫ ॥ দেবদেব উবাচ। উমে ভবত্যা যৎপৃষ্টং ভববন্ধবিমোক্ষকৃৎ। ততোঽহং কথয়িষ্যামি লিঙ্গং স্থিরমনা ভব ॥ ৬ ॥ আনন্দকাননে চাত্র রহস্যং পরমং মম। ন ময়া কস্যচিৎখ্যাতং ন প্রষ্টুং বেত্তি কশ্চন ॥ ৭ ॥ সন্তি লিঙ্গান্যনেকানি মমানন্দবনে প্রিয়ে। পরং ত্বয়া যথা পৃষ্টং যথাবত্তদ্ব্রবীমি তে ॥ ৮ ॥ যত্র মুক্তিস্বরূপা

আছেন; জীব তাঁহার পূজা করিলে স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে এবং কেদারেশ্বরের দক্ষিণদিকে যে লিঙ্গ আছেন, সেই নীলকণ্ঠেশ্বরকে দর্শন করিলে সর্পদষ্ট হইলেও বিষভয় থাকে না। কেদারেশ্বরের বায়ুকোণে অম্বরীষেশ্বর লিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে দেখিলে মানবের ভবযাতনা ঘুচিয়া যায়। তাঁহার সমীপেই ইন্দ্রদ্যুম্নের লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মানব দীপ্তিমান্ বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণদিকে কালঞ্জরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, সে জরামরণবিবর্জ্জিত হইয়া কৈলাসে বাস করিয়া থাকে এবং ঐ চিত্রাঙ্গদেশ্বরের উত্তরদিকে ক্ষেমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন; সেই লিঙ্গের দর্শনে মানবের উভয়-লোকে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে বিন্ধ্যবিমর্দ্দন! আদিদেব, মহাদেব কেদারেশ্বরের যেরূপ মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন, আমিও তোমাকে সেইরূপ কহিলাম। যে মানব এই কেদারেশ্বরের উৎপত্তিবৃত্তান্ত শ্রবণ করে সে সেই মুহূর্ত্তে নিষ্পাপ হইয়া চরম সময়ে শিবলোকে যাইয়া থাকে। ৬৭—৭৪।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে প্রভো মহাদেব! কাশীক্ষেত্রে এতাদৃশ কোন্ লিঙ্গ আছেন, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে জীবের মহাপাতক ক্ষয় হয় এবং যাঁহাকে সেবা করিলে পরম প্রীতি লাভ হয় বলিয়া সাধুগণ নিয়ত সেবা করিয়া থাকেন; যাঁহার সন্নিধ্যানে দান বা হোমকার্য্য অনন্তফলপ্রদ হয় এবং যাঁহাকে ধ্যান, স্মরণ, দর্শন, জপ, প্রণাম ও স্পর্শ কিংবা পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইয়া পূজা করিলে, মানবের অসীম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে? হে জগদীশ্বর! সেই পবিত্রতম লিঙ্গের বিষয় আমাকে বলুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! তখন ভগবতীর তাদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া, জগদীশ শঙ্কর যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। মহাদেব কহিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার বিষয় কহিতেছি; ইহা শুনিলে জীবগণের ভববন্ধন মুক্ত হয়। অয়ি পার্ব্বতি! আমি পূর্ব্বে কাশীধামে এই পরম রহস্য কাহাকেও বলি নাই, অথবা অন্য কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেও জানে না। ১—৭। হে প্রিয়ে! কাশীতে অসংখ্য লিঙ্গ আছেন সত্য, কিন্তু তোমার অভিপ্রায়ানুসারে তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে

স্বং স্বয়ং, তিষ্ঠসি বিশ্বগে। যত্র তে নন্দন-স্তাস্তি কৈত্রবিঘ্নবিঘাতকৃৎ॥ ৯॥ মমাপি যেন ত্রিপুরসমরে জয়কাঙ্ক্ষিণঃ। জয়াশা পূরিতা স্তুত্যা বহুমোদকদানতঃ॥ ১০॥ যত্রাস্তি তীর্থ-মঘহৃৎপিতৃপ্রীতিবিবর্দ্ধনম্। যৎস্নানাদ্বৃত্রহা বৃত্রবধ-পাপাদ্বিমুক্তবান্॥ ১১॥ ধর্ম্মাধিকরণঃ যত্র ধর্ম্মরাজোঽপ্যবাপ্তবান্। সুদুষ্করং তপস্তপ্ত্বা পরমেণ সমাধিনা॥ ১২॥ পক্ষিণোঽপি হি যত্রাপু-র্জ্ঞানং সংসারমোচনম্। রম্যো হিরণ্ময়ো যত্র বভূব বহুপাদ্দ্রুমঃ॥ ১৩॥ যল্লিঙ্গদর্শনাদেব দুর্দ্দমো নাম পার্থিবঃ। উদ্বেজকোঽপি লোকানাং ক্ষণা-দ্ধর্ম্মমতিস্ত্বভূৎ॥ ১৪॥ তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যমা-বির্ভাবং চ সুন্দরি। নিশাময়াভিধাস্যামি মহাপাতক-নাশনম্॥ ১৫॥ ধর্ম্মপীঠং তদুদ্দিষ্টমত্রানন্দবনে মম। তৎপীঠদর্শনাদেব নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৬॥ পুরা বিবস্বতঃ পুত্রো যমঃ পরমসংযমী। তপস্তেপে বিপুলং বিশালাক্ষি তবাগ্রতঃ॥ ১৭॥ শিশিরে জলমধ্যস্থো বর্ষাস্বভ্রাবকাশকঃ। তপর্ত্তৌ পঞ্চবহ্নিস্থঃ কদাচিদিতি তপ্তবান্॥ ১৮॥ পাদা-গ্রাঙ্গুষ্ঠভূস্পর্শী বহুকালং স তস্থিবান্। একপাদ-স্থিতঃ সোঽপি কদাচিদ্বহুবৎসরম্॥ ১৯॥ সমী-রাভ্যবহর্ত্তাসীদ্বহুদিষ্টং স দিষ্টবান্। পপৌ স তু পিপাসুঃ সন্ কুশাগ্রজলবিপ্রুষঃ॥ ২০॥ দিব্যাং চতু-র্যুগীমিত্থং স নিনায় তপশ্চরন্। চতুর্গুণং দিদৃক্ষুর্মাং পরমেণ সমাধিনা॥ ২১॥ ততোঽহং তস্য তপসা সন্তুষ্টঃ স্থিরচেতসঃ। যযৌ তস্মৈ বরান দাতুং শমনায় মহাত্মনে॥ ২২॥ বটঃ কাঞ্চন-শাখাখ্যো যস্তপস্তাপসন্ততিম্। দূরীচকার সুচ্ছায়ো বহুদ্বিজসমাশ্রয়ঃ॥ ২৩॥ মন্দমন্দমরুল্লোলপল্লবৈঃ কর-পল্লবৈঃ। যোঽধ্বগানধ্বসন্তপ্তানাহ্বয়েদিব তাপহৃৎ॥ ২৪॥ স্বানুরাগৈঃ সুরাভিঃ স্বাদুভিশ্চ পচেলিমৈঃ। প্রীণয়েদর্থিসার্থং যো বৃত্তৈর্নিজফলৈরলম্॥ ২৫॥ তদধস্তাৎ পরং বীক্ষ্য তমহং তপনাঙ্গজম্। স্থাণু-

---

বিশ্বরূপে! যেখানে তুমি মুক্তিরূপিণী হইয়া বিরা-জিতা আছ; যেখানে তোমার পুত্র বিঘ্নাপহ গণ-পতি অবস্থিত আছেন; ত্রিপুরাসুরের সহিত সংগ্রামকালে জয়াভিলাষী হইয়া আমি যে লিঙ্গের স্তুতি করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলাম; যে লিঙ্গের সন্নিধানে পাপবিনাশক, পিতৃগণের সন্তোষবিধায়ক এক তীর্থ বিরাজ করিতেছেন; যে তীর্থে বৃত্র-ঘাতী দেবরাজ স্নান করিয়া বৃত্রাসুরবধজনিত ঘোর পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; ধর্ম্মরাজ, যাহার সমীপে কঠোর তপস্যা করিয়া দণ্ডধরত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; যাহার সমীপস্থিত তির্য্যক্‌যোনি-রাও পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিল ও এক বটবৃক্ষ সুবর্ণময় হইয়াছিল এবং দুর্দ্দমনামা পরমদুর্বৃত্ত নর-পতির যাঁহাকে দেখিয়া অবধি ধর্ম্মে মতি হইয়া-ছিল,—হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! সেই পরম মহিমাত্মক লিঙ্গের পাপনাশক মাহাত্ম্য ও আবির্ভাববৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ধর্ম্মেশ্বরের আয়তন ধর্ম্মপীঠ নামে খ্যাত হইয়া থাকে; তাঁহার দর্শনমাত্রে জীবের সকল পাপ দূর হয়। অয়ি বিশালাক্ষি! পূর্ব্বে একদা সূর্য্যাত্মজ যম, সংযমী হইয়া সেই পীঠসন্নিধানে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। শীতকালে জলে অবস্থান, বর্ষাকালে অনাচ্ছাদিত দেহে অনাবৃতস্থানে অবস্থিতি ও গ্রীষ্ম-ঋতুতে প্রদীপ্ত পঞ্চাগ্নি মধ্যে বাস করত স্বাভীষ্ট ঘোর তপস্যায় চিত্তৈকাগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যম প্রথমে একপাদে অবস্থান, পরে অঙ্গুষ্ঠের উপর কেবল নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বহু বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন।৮-১৯। তিনি কেবল মাত্র বায়ু আহার করিয়া কোন বৎসর কাটাইতেন; কোন সময়ে বা অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াও কুশাগ্রপরিমিত জলপান করিয়া বহুদিবস কাটাইতেন। যমরাজ, আমার দর্শন-প্রাপ্তির জন্য সমাধিস্থ হইয়া দিব্য ষোড়শযুগ কাল তপশ্চরণ করেন। অনন্তর আমি, মহাত্মা যমের এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণে পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাকে বর দানের জন্য গমন করিলাম। পার্ব্বতি! যমরাজ, সেই স্থানের কাঞ্চনশাখ নামে একটী অতি সুন্দর বটবৃক্ষের ছায়ায় সময়ে সময়ে তপস্যাজনিত তাপ দূর করত তথায় দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। সেই বৃক্ষটী বহুলপক্ষীর বাসস্থান ছিল; তাহার নবপল্লব সকল মন্দ বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় বোধ হইত, বৃক্ষ যেন পথগমনে ক্লান্ত পথিকগণকে নিজ শীতল ছায়ায় বিশ্রামলাভের জন্য ডাকিতেছে ও যাহারা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিত, সেই বৃক্ষ, তাহাদিগকে স্বপ্রসূত স্বাদু সুপক্ক ফল প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিত। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই বটমূলে যম, নির্ম্মল-গগনে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া, সম্মুখে তেজোময় এক আমার লিঙ্গকে নিজ তপঃ-

নিশ্চলবর্ষ্মাণং নাসাগ্রন্যস্তলোচনম্॥ ২৬ ॥ তপস্তেজোভিরুদ্যদ্ভিঃ পরিতঃ পরিধীকৃতম্। ভানুমন্তমিবাকাশে সুনীলে স্বেন তেজসা॥ ২৭॥ স্বাথ্যাস্থিতং মহালিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্যাতিভক্তিতঃ। স্বচ্ছস্ফটিকোপলময়ং তেজঃপুঞ্জৈরিবার্চ্চিতম্ ॥ ২৮ ॥ সাক্ষীকৃত্যেব তল্লিঙ্গং তপ্যমানং মহত্তপঃ। প্রত্যবোচং ধর্ম্মরাজং বরং ব্রূহীতি ভাস্করে॥ ২৯ ॥ অলন্তপ্ত্বা মহাভাগ প্রসন্নোঽস্মি শুভব্রত। নিশম্য শমনশ্চেতি দৃষ্ট্বা মাং প্রণনাম হ॥ ৩০॥ চকার স্তবনং চাপি পরিহৃষ্টেন্দ্রিয়েশ্বর। নির্ব্যাজং স মুমাধিং চ বিসৃজ্য ব্রধ্ননন্দনঃ॥ ৩১॥ ধর্ম্ম উবাচ। নমো নমঃ কারণ কারণানাং নমো নমঃ কারণবর্জ্জিতায়। নমো নমঃ কার্য্যময়ায় তুভ্যং নমো নমঃ কার্য্যবিভিন্নরূপ॥ ৩২॥ অরূপরূপায় সমস্তরূপিণে পরাণুরূপায় পরাপরায়। অপারপারায় পরাব্ধিপারপ্রদায় তুভ্যং শশিমৌলয়ে নমঃ॥ ৩৩॥ অনীশ্বরস্ত্বং জগদীশ্বরস্ত্বং গুণাত্মকস্ত্বং গুণবর্জ্জিতস্ত্বম্। কালাৎ পরস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরস্ত্বং কালায় কালাৎ প্রকৃতে নমস্তে ॥ ৩৪ ॥ ত্বমেব নির্ব্বাণপদপ্রদোঽসি ত্বমেব নির্ব্বাণমনন্তশক্তে। ত্বমাত্মরূপঃ পরমাত্মরূপস্ত্বমন্তরাত্মাসি চরাচরস্য ॥ ৩৬ ॥ ত্বত্তো জগত্ত্বং জগদেব সাক্ষাজ্জগত্ত্বদীয়ং জগদেকবন্ধো। হর্ত্তাবিতা ত্বং প্রথমো বিধাতা বিধাতৃবিষ্ণীশ নমো নমস্তে॥ ৩৬॥ মৃড়স্ত্বমেব শ্রুতিবর্ত্মগেষু ত্বমেব ভীমোঽশ্রুতিবর্ত্মগেষু। ত্বং শঙ্করঃ সোম সুভক্তিভাজামুগ্রোঽসি রুদ্র ত্বমভক্তিভাজাম্॥ ত্বমেব শূলী দ্বিষতাং ত্বমেব বিনম্রচেতোবচসাং শিবোঽসি। শ্রীকণ্ঠ একঃ স্বপদাশ্রিতানাং দুরাত্মনাং হালহলোগ্রকণ্ঠঃ॥ ৩৮॥ নমোঽস্তু তে শঙ্কর শান্ত শম্ভো নমোঽস্তু তে চন্দ্রকলাবতংস। নমোঽস্তু তুভ্যং ফণিভূষণায় পিনাকপাণেঽন্ধকবৈরিণে নমঃ॥ ৩৯॥ স এব ধন্যস্তব ভক্তিভাগ্যস্তবার্চ্চকো যঃ সুকৃতী স এব। তব স্তুতিং যঃ কুরুতে সদৈব স স্তূয়তে হুশ্চ্যবনাদিদেবৈঃ॥ ৪০ ॥ কস্ত্বামিহ স্তোতুমনন্তশক্তে শক্নোতি মাদৃগ্লঘুবুদ্ধিবৈভবঃ। প্রাচাং ন বাচামিহ গোচরো যঃ স্তুতিস্ত্বয়ীয়ং

সাক্ষিরূপে ভক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও শুষ্কবৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলদেহে নাসাগ্রে নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপন করত কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম,—হে মহাভাগ! শমন! তোমার তপস্যায় আমার সন্তোষ হইয়াছে; এক্ষণে আর তপস্যা করিও না, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ধর্ম্মরাজ, আমার বাক্য শুনিয়া চক্ষুরুন্মীলন করত আমাকে দেখিয়াই ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক আনন্দাপ্লুতহৃদয়ে তপোবিরত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—হে কারণচয়েরও কারণ! আপনাকে নমস্কার। হে কারণশূন্য! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি কার্য্যময় হইয়াও কার্য্য হইতে পৃথগ্ভূত; আপনাকে নমস্কার। হে অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ! হে বিশ্বরূপ! হে পরমাণুস্বরূপ! হে পরাপর! হে অপারপার! আপনাকে নমস্কার। হে পরসাগরপারকারিন্! হে শশিভূষণ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনিই ঈশ্বর, আপনার কেহই ঈশ্বর নাই; হে প্রভো! আপনি গুণময় হইয়াও গুণাতীত; আপনি স্বয়ং কালরূপী হইয়াও কালের বশে প্রকৃতিরূপী; হে অনির্ব্বচনীয়মূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার। হে অচিন্ত্যমহিমন্! আপনি নির্ব্বাণরূপী হইয়াও নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি আত্মা আপনি পরমাত্মা, আপনিই চরাচরের অন্তরাত্মা; আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। ২০—৩৬। হে জগদ্বন্ধো! হে জগদ্রূপিন্! আপনা কর্ত্তৃকই এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়া আপনার অধীনে রহিয়াছে, সুতরাং আপনি ইহার স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; আপনাকে নমস্কার। যাহারা বেদবিধানে কার্য্য করে, আপনি তাহাদের নিকট সুখময় ও যাহারা বেদবিরোধী কার্য্য আচরণ করে, তাহারা আপনাকে ভয়ঙ্কর দেখে; আপনার বাক্যে শ্রদ্ধাপর ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই মঙ্গল পাইয়া থাকে এবং আপনার বাক্যে অবিশ্বাসীরা আপনাকে অতিশয় উগ্ররূপী দেখিয়া থাকে; হে রুদ্র! আপনাকে নমস্কার। হে শঙ্কর! আপনি দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির নিকট শূলপাণি। যাহারা বাক্যে ও মনে প্রণত হইয়া থাকে, তাহারাই আপনার শিবরূপ দর্শন করিয়া থাকে। আপনি আশ্রিতদিগের শ্রীকণ্ঠ; হে নাথ! আপনি দুর্বৃত্তদিগের নিকট বিষোগ্রকণ্ঠরূপে অবস্থান করেন। হে শঙ্কর! হে শান্ত! হে শম্ভো! হে চন্দ্রশেখর! হে ফণিভূষণ! হে পিনাকপাণে! হে অন্ধকারে! আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে অনন্তমহিমন্! আমি হীনচেতা, আপনার স্তব করিতে কিছুই জানি না। হে দেব! আপনি

নতিরেব যাবৎ ॥ ৪১ ॥ স্কন্দ উবাচ। উদীর্য্য সূর্য্যস্তু স্তোত্রমিত্থং ভক্ত্যা নমঃ শিবায়েতি সমুচ্চরন্ সঃ। ইলামিলন্মৌলিরতীবহৃষ্টঃ সহস্রকৃত্বঃ প্রণনাম শম্ভুম্ ॥ ৪২ ॥ ততঃ শিবস্তং তপসাতিখিন্নং নিবার্য্য তাভ্যঃ প্রণতিভ্য ঈশ্বরঃ। বরান্ দদৌ সপ্ততুরঙ্গসূনবে ত্বং ধর্ম্মরাজো ভব নামতোঽপি ॥ ৪৩ ॥ ত্বমেব ধর্ম্মাধিকৃতো সমস্তশরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাম্। ময়া নিযুক্তোঽদ্য দিনাদিকৃত্যঃ প্রশাধি সর্ব্বান্মম শাসনেন ॥ ৪৪ ॥ ত্বং দক্ষিণায়াশ্চ দিশোঽধিনাথস্ত্বং কর্ম্মসাক্ষী ভব সর্ব্বজন্তোঃ। ত্বদর্শিতাধ্বান ইতো ব্রজন্তু স্বকর্ম্মযোগ্যাং গতিমুত্তমাধমাঃ ॥ ৪৫ ॥ ত্বয়া যদেতন্মম ভক্তিভাজা লিঙ্গং সমারাধিতমত্র ধর্ম্ম। তদ্দর্শনাৎস্পর্শনতো হর্চ্চনাচ্চ সিদ্ধির্ভবিষ্যত্যচিরেণ পুংসাম্ ॥ ৪৬ ॥ ধর্ম্মেশ্বরং যঃ সকৃদেব মর্ত্ত্যো বিলোকয়িষ্যত্যবদাতবুদ্ধিঃ। স্নাত্বা পুরস্তেঽত্র চ ধর্ম্মতীর্থে ন তস্য দূরে পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৪৮ ॥ কৃত্বাপ্যঘানামিহ যঃ সহস্রং ধর্ম্মেশ্বরং পশ্যতি দৈবযোগাৎ। সহেত নো জাতু স নারকীং ব্যথাং কথাং তদীয়াং দিবি কুর্ব্বতেঽমরাঃ ॥ ৪৮ ॥ যো ধর্ম্মপীঠং প্রতিলভ্য কাশ্যাং স্বশ্রেয়সে নো যততেঽত্র মর্ত্ত্যঃ। কথং স ধর্ম্মত্বমিবাপ্তিতেজাঃ করিষ্যতি স্বং কৃতকৃত্যমেব ॥ ৪৯ ॥ ত্বয়া যথাপ্তা ইহ ধর্ম্মরাজ মনোরথান্তে গুরুভিস্তপোভিঃ। তথৈব ধর্ম্মেশ্বরভক্তিভাজাং কামাঃ ফলিষ্যন্তি ন সংশয়োঽত্র ॥ ৫০ ॥ কৃত্বাপ্যঘান্যেব মহান্ত্যপীহ ধর্ম্মেশ্বরার্চ্চাং সকৃদেব কুর্ব্বন্। কুতো বিভেতি প্রিয়বন্ধুরেব তব ত্বদীয়ার্চ্চিতলিঙ্গভক্তঃ ॥ ৫১॥ পত্রেণ পুষ্পেণ জলেন দূর্ব্বয়া যো ধর্ম্ম ধর্ম্মেশ্বরমর্চ্চয়িষ্যতি। সমর্চ্চয়িষ্যন্ত্যমৃতান্ধসস্তং মন্দারমালাভিরতিপ্রহৃষ্টাঃ ॥ ৫২ ॥ ত্বত্তো বিভেষ্যন্তি কৃতৈনসো যে ভয়ং ন তেষাং ভবিতা কদাচিৎ। ধর্ম্মেশ্বরার্চ্চারচনাং করিষ্যতাং হরিষ্যতাংবন্ধুতয়া মনস্তে ॥ ৫৩ ॥ যদত্র দাস্যন্তি হি ধর্ম্মপীঠে নরা হ্যনদ্যাং কৃতমজ্জনাশ্চ। তদক্ষয়ং ভাবিযুগান্তরেঽপি

বাক্যের অগোচর; আমার ইহা স্তব করা নহে, প্রণাম করা মাত্র। হে ভগবন্! যে ব্যক্তি আপনাকে ভক্তি বা পূজা করিতে জানে, এ সংসারে সে-ই ধন্য; হে দেব! যে ব্যক্তি আপনার স্তব করিয়া থাকেন, দেবতাদিগের নিকট তিনি পূজা পাইয়া থাকেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—সূর্য্যাত্মজ যম এইরূপ স্তব করিয়া বারংবার "শিবায় নমঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করত পুনঃপুনঃ মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া মহাদেবকে সহস্রবার প্রণাম করিলেন। তখন ত্রিলোচন, তপঃখিন্ন ধর্ম্মরাজকে অতি যত্নে ভূমি হইতে উঠাইয়া এইরূপ বর দিলেন,—হে ভাস্করনন্দন! অদ্য অবধি অখিল-সংসারের পাপপুণ্য-বিচারের ভার তোমাতে অর্পিত হইল; তোমার "ধর্ম্মরাজ" এই নাম হইল। এখন অবধি আমার আদেশে আমার শাসনস্থ লোকগণের শাসন কর। হে ধর্ম্মরাজ! অদ্যাবধি তুমি দক্ষিণদিকের অধিপতি হইয়া সমস্ত জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া থাক। আদ্যাবধি তুমি যে সদসৎ পথ দেখাইবে, উত্তমাধম লোকগণ যথাক্রমে সেই পথ দিয়া নিজ নিজ কর্ম্মার্জ্জিত লোকের অনুসরণ করুক। হে ধর্ম্ম! এই কাশীতে তোমাকর্ত্তৃক যে আমার লিঙ্গ আরাধিত হইল, মানবগণ সেই লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শ বা পূজা করিয়া অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যে মহামতিরা, এই তীর্থে স্নান করত ভক্তিসহকারে একবারও তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধিলাভ করিবে। ৩৭—৪৮। এই স্থানে মহাপাতকীও যদি দৈবগতিকে এককার এই ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গকে দর্শন করে, তবে সে কখনও নরকযন্ত্রণা ভোগ করে না ও স্বর্গে দেবতারাও তদীয় সৌভাগ্যের সাধুবাদ দিয়া থাকেন। যাহার ভাগ্যে কাশীতে ধর্ম্মপীঠ লাভ হইয়াও নিজ মঙ্গলের চেষ্টা করিবার বুদ্ধি না হয়, হে ধর্ম্ম! সে অন্য কোন উপায়েই তেজ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে না। হে ধর্ম্মরাজ! অদ্য তোমার যাদৃশ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এই ধর্ম্মেশ্বরের ভক্তমাত্রেই সেইরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে। গুরুতর, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ত্তৃকও যদি ধর্ম্মেশ্বর একবার অর্চ্চিত হন, তবে তাহার সকল ভয় দূর করেন। যে ব্যক্তিই ধর্ম্মেশ্বরের আরাধনা করিবে, সে-ই তোমার বন্ধুত্বপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কাশীতে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দিয়া ধর্ম্মেশ্বরের পূজা করিলে, মানব স্বর্গধামে দেবগণ কর্ত্তৃক মন্দারমালা দ্বারা পূজিত হয়। যাহারা পাপকর্ম্ম করিয়া তোমা হইতে ভীত হইবে, তাহাদের ধর্ম্মেশ্বর পূজা করিয়া তোমার সহিত সখ্যস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তাহাতে তাহাদের সে ভয় দূর হইবে। উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করত ধর্ম্মেশ্বরের পূজা করিয়া এই পীঠে যে কিছু দান

কৃতপ্রণামাস্তব ধর্ম্ম লিঙ্গে ॥ ৫৪ ॥ যে কার্ত্তিকে মাসি সিতাষ্টমীতিথৌ যাত্রাং করিষ্যন্তি নরা উপোষিতাঃ। রাত্রৌ চ বৈ জাগরণং মহোৎসবৈ-র্ধর্ম্মেশ্বরে তে ন পুনর্ভবা ভুবি ॥ ৫৫ ॥ স্তুতিং চ বৈ ত্বদীরিতামিমাং নরাঃ পঠিষ্যন্তি তবাগ্রতঃ ক্বচিৎ। নিরেনসস্তে মম লোকগামিনঃ প্রাপ্স্যন্তি তে বৈ ভবতঃ সখিত্বম্ ॥ ৫৬ ॥ পুনর্ব্বরং ব্রূহি যথেপ্সিতং দদে তেজোনিধের্নন্দন ধর্ম্মরাজ। অদেয়মত্রাস্তি ন কিঞ্চিদেব তে বিধেহি বাগুদ্যমমাত্রমেব ॥ ৫৭ ॥ প্রসন্নমূর্ত্তিং স বিলোক্য শঙ্করং কারুণ্যপূর্ণং স্বমনোরথাভিদম্। আনন্দসন্দোহসরোনিমগ্নো বক্তুং ক্ষণং নৈব শশাক কিঞ্চিৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মেশমহিমাখ্যানং নামাষ্ট-সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। আনন্দবাষ্পসলিল-রুদ্ধকণ্ঠং বিলোক্য তম্। মৃড়ঃ পস্পর্শ পাণিভ্যাং সৌধাভ্যাস্তু সুধাম্বুধিঃ ॥ ১ ॥ অথ তৎস্পর্শসৌখ্যেন ধর্ম্মরাজো মহাতপাঃ। পুনরুল্লুরয়ামাস তপোঽগ্নিজ্বলিতাং তনুম্ ॥ ২ ॥ ততঃ প্রোবাচ স ব্রাধ্নির্দেবদেবমুমাপতিম্। প্রসন্নবদনং শান্তং শান্তপারিষদাবৃতম্ ॥ ৩ ॥ প্রসন্নোঽসি যদীশান সর্ব্বজ্ঞ করুণানিধে। কিমন্যেন বরেণাত্র যত্ত্বং সাক্ষাৎকৃতো ময়া ॥ ৪ ॥ যং ন বেদা বিষ্ণুঃ সম্যগুন চ তৌ বেদপুরুষৌ। ততোঽপি বরযোগ্যোঽস্মি তন্নাথ প্রার্থয়াম্যহম্ ॥৫॥ শ্রীকণ্ঠাণ্ডজ-ডিম্ভানামমীষাং মধুরক্রবাম্। মত্তপশ্চিরসাক্ষীণাং মৎপুরঃপ্রাপ্তজন্মনাম্ ॥ ৬ ॥ পিতৃভ্যাং পরিহীনানামিতিহাসকথাবিদাম্। ত্যক্তাহারবিহারাণাং কীরাণাং বরদো ভব ॥ ৭ ॥ এতৎপ্রসূতিসময়ে আময়েন প্রপীড়িতা। শুকী পঞ্চত্বমাপন্না শুকঃ শ্যেনেন ভক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥ রক্ষিতানামনাথানাং সদা মন্মুখদর্শিনাম্। অনাথনাথ ভবতাহায়ুঃশেষস্বরূপিণা ॥ ৯ ॥ ইতি ধর্ম্মবচঃ শ্রুত্বা পরোপকৃতি-নির্ম্মলম্। তানাহূয় মুনে শম্ভুর্বিনয়াবনতাননান্ ॥ ১০ ॥ উবাচ ধর্ম্মেঽতিপ্রীতঃ শুকশাবানিদং বচঃ।

করা হইবে, তাহা যুগান্তরেও অনন্ত ফল প্রদান করিবে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে যে ব্যক্তি ধর্ম্মেশ্বরের যাত্রা, সেই অহোরাত্র উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া নানারূপ উৎসব করিবে, সে আর কখন জঠরযাতনা ভোগ করিবে না এবং যাহাদিগের কর্ত্তৃক এই যমেশ্বরসন্নিধানে তোমার রচিত এই স্তব পঠিত হইবে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে আগমন করিবে ও তোমার বন্ধু হইয়া অভিমুখে থাকিবে। হে সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় আমার কিছুই অদেয় নাই; যাহা অভীষ্ট হয়, প্রার্থনা কর, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিব। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—যম দয়াময় মহাদেবের সৌম্যমূর্ত্তি ও পুনরায় অভীষ্টদানে ঔৎসুক্য দেখিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়বৎ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ।৪৯—৫৮।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন,—সুধাসাগর শিব, ধর্ম্মরাজকে আনন্দবাষ্পসলিলে রুদ্ধকণ্ঠ দেখিয়া অমৃতনিস্যন্দী করযুগলে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। মহাতপা ধর্ম্মরাজের তপোবহ্নিপ্রজ্বলিত দেহ তাঁহার স্পর্শ-সুখে রোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর সূর্য্যপুত্র শান্ত-পারিষদগণে আবৃত, প্রসন্নবদন, শান্ত, দেবদেব-উমাপতিকে বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ, করুণানিধে, ঈশান! আপনি যে প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাতেই আপনাকে আমি সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছি, অন্য বরে প্রয়োজন কি? বেদ এবং বেদপুরুষদ্বয়—ব্রহ্মা বিষ্ণু, যাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে অবগত নহেন, আমি তাঁহার নিকটে বরযোগ্য হইয়াছি, অতএব হে নাথ! আমি প্রর্থনা করিতেছি যে, আমার তপস্যার চিরসাক্ষী, আমার সম্মুখে উৎপন্ন ইতিহাস-কথাভিজ্ঞ, মাতাপিতৃহীন, আহারবিহার-পরিত্যাগী শুকপক্ষিশাবকগণকে বরদান করুন। ১—৭। ইহাদিগের প্রসব সময়ে শুকপক্ষিণী, রোগার্ত্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করে, শুক (ইহাদগের পিতা) শ্যেন-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। হে অনাথনাথ! আমার মুখাপেক্ষী এই অনাথগণকে আয়ুঃশেষস্বরূপী আপনিই রক্ষা করিয়াছেন; ইহাদিগের বরদাতা হউন। হে মুনে! শিব, ধর্ম্মরাজের পরোপকারবিশুদ্ধ এই বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মরাজের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া, বিনয়নম্রবদন শুকশাবকদিগকে আহ্বান

অয়ি পত্ররথা ক্রত সাধবো ধর্ম্মসঙ্গতাঃ ॥ ১১ ॥ কো বরো ভবতাং দেয়ো ধর্ম্মেশপরিচারিণাম্। সাধুসংসর্গসংক্ষীণজন্মান্তরমহৈনসাম্ ॥ ১২ ॥ ইতি শ্রুত্বা মহেশস্য বচনস্তে পতত্রিণঃ। প্রোচুঃ প্রণম্য দেবেশং নমস্তে ভুবনাশন ॥ ১৩ ॥ পক্ষিণ ঊচুঃ। অনাথনাথ সর্ব্বজ্ঞ কো বরো নঃ সমীহিতঃ। ইতোহপি ত্র্যক্ষ যৎসাক্ষাত্তির্য্যক্ত্বেহপি সমীক্ষিতাঃ ॥ ১৪ ॥ লাভাঃ সন্তূদ্যমবতাং গিরিশেহ পরঃশতাঃ। পরঃ পরোহয়ং লাভোহত্র যত্বং দৃগ্‌গোচরীভবেঃ ॥ ১৫ ॥ যদেতদ্‌দৃশ্যতে নাথ তৎসর্ব্বং ক্ষণভঙ্গুর। অভঙ্গুরো ভবানেকস্ত্বৎসপর্য্যাপ্যভঙ্গুরা ॥ ১৬ ॥ বিচিত্রজন্মকোটীনাং স্মৃতির্নোহত্র পরিস্ফুরেৎ। এতত্তপস্বিরচিতলিঙ্গপূজাবিলোকনাৎ ॥ ১৭ ॥ দেবযোনিরপি প্রাপ্তা চিরমস্মাভিরীশিতঃ। দিব্যাঙ্গনাঃ সহস্রাণি তত্র ভুক্তাঃ স্বলীলয়া ॥ ১৮ ॥ আসুরী দানবী নাগী নৈঋতী চাপি কৈন্নরী। বিদ্যাধরী চ গান্ধর্ব্বী যোনিরস্মাভিরর্জ্জিতা ॥ ১৯ ॥ নরত্বে ভূপতিত্বং চ পরিপ্রাপ্তমনেকশঃ। জলে জলচরত্বং চ স্থলে চ স্থলচারিতা ॥ ২০ ॥ বনে বনৌকসো জাতা গ্রামেষু গ্রামবাসিনঃ। দাতারো যাচিতারশ্চ রক্ষিতারশ্চ ঘাতুকাঃ ॥ ২১ ॥ সুখিনোহপি বয়ং জাতা দুঃখিনো বয়মাসুস্ম চ। জেতারশ্চ বয়ং জাতাঃ পরা জেতার এব চ ॥ ২২ ॥ অধীতিনোহপি মূর্খাশ্চ স্বামিনঃ সেবকা অপি। চতুর্ষু ভূতগ্রামেষু উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ২৩ ॥ অভূম ভূরিশঃ শম্ভো ন কাপি স্থৈর্য্যমাগতাঃ। ইতো যোনেস্ততো যোনৌ ততো যোনেস্ততোহন্যতঃ ॥ ২৪ ॥ পিনাকিন্ ক্বাপি ন প্রাপি সুখলেশো মনাগপি। ইদানীং পুণ্যসম্ভারৈর্দ্ধর্ম্মেশ্বরবিলোকনাৎ ॥ ২৫ ॥ তাপনেঃ-সুতপোবহ্নিজ্বালাপ্রজ্বলিতৈনসঃ। সংবীক্ষ্য ত্র্যক্ষ সাক্ষাত্ত্বাং কৃতকৃত্যা বভূবিম ॥ ২৬ ॥ তথাপি চেদ্বরো দেয়স্তির্য্যক্ষস্মাসু ধূর্জ্জটে। কৃপণেষ্বপি শোচ্যেষু জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞ দেহি তৎ ॥ ২৭ ॥ যেন জ্ঞানেন মুক্তাঃ স্মোহমুষ্মাৎ সংসারবন্ধনাৎ। যন্ত্রিতাঃ প্রাকৃতৈঃ পাশৈরত্বর্ভেদ্যৈশ্চ মাদৃশৈঃ ॥ ২৮ ॥ ঐন্দ্রং পদন্ন বাঞ্ছামো ন চান্দ্রং নান্যদেব হি। বাঞ্ছামঃ কেবলং মৃত্যুং কাশ্যাং শম্ভোহপুনর্ভবম্ ॥ ২৯ ॥ ত্বৎসান্নিধ্যাদ্বিজানীমঃ সর্ব্বজ্ঞ সকলং বয়ম্। যথা

করিয়া, তাহাদিগকে বলিলেন,—অয়ি ধর্ম্মসম্মিলিত সাধুপক্ষিগণ! সাধুসঙ্গে জন্মান্তরসঞ্চিতপাপরাশিবর্জ্জিত, ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গসমীপবর্ত্তী তোমাদিগকে কি বর দিব, বল। সেই পক্ষিগণ, মহেশের এই কথা শুনিয়া দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া বলিল,—হে সংসারমোচক! আপনাকে নমস্কার। হে অনাথনাথ! হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা তির্য্যক্‌জাতি হইয়াও যে সাক্ষাৎ আপনাকে দেখিলাম, এ অপেক্ষা বর কি আর প্রার্থনা করিব? হে গিরীশ! উদ্যমসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ঐহিক লাভ শতাধিক থাকিতে পারে, পরন্তু আপনি যে নয়নগোচর হইয়াছেন, ইহাই পরম লাভ। হে নাথ! এ যা কিছু দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, একমাত্র আপনিই অভঙ্গুর এবং আপনার পূজাও অভঙ্গুর। এই তপস্বীর কৃত লিঙ্গপূজা দর্শনে বিবিধ কোটি কোটি জন্মের স্মরণ আমাদিগের স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। হে ঈশান! আমরা দেবযোনিও পাইয়াছিলাম, তখন লীলাক্রমে সহস্র দিব্যাঙ্গনা ভোগও করিয়াছি। অসুরযোনি, দানবযোনি, নাগযোনি, রাক্ষসযোনি, কিন্নরযোনি, বিদ্যাধরযোনি এবং গন্ধর্ব্বযোনিও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মনুষ্যরূপে অনেকবার রাজত্ব লাভও করিয়াছি। জলে জলচর, স্থলে স্থলচর, বনে বনচর এবং গ্রামে গ্রামবাসী হইয়া জন্মিয়াছি। দাতা, যাচক, রক্ষক, ঘাতুক, সুখী এবং দুঃখীও আমরা হইয়াছি। জেতা, পরাজিত, অধ্যয়নসম্পন্ন, মূর্খ, স্বামী এবং সেবকও হইয়াছি; চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের মধ্যে উত্তম, মধ্যম, অধম সবই বহুবার হইয়াছি। কিন্তু হে শিব! কোথাও স্থৈর্য্যলাভ করিতে পারি নাই। হে পিনাকিন্! এ-যোনি, সে-যোনি, সে-যোনি হইতে ওযোনি এইরূপে কোন যোনিতেই অল্পমাত্র সুখও একবারের জন্যও পাই নাই। হে ত্র্যম্বক! অধুনা ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গ-দর্শন-সম্ভূত পুণ্যপুঞ্জে এবং ধর্ম্মরাজের উত্তম তপোবহ্নিজ্বালায় পাপ দাহ হওয়াতে আপনাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।৮—২৬। হে ধূর্জ্জটে! তথাপি যদি দীনহীন শোচনীয় এই পক্ষীদিগকেও বর দেয় হয়, তাহা হইলে, হে সর্ব্বজ্ঞ! সেই জ্ঞানদান করুন যাহাতে মাদৃশ প্রাণিগণের অভেদ্য প্রাকৃতপাশ-যন্ত্রিত আমরাও এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি। আমরা ইন্দ্রপদ ইচ্ছা করি না, চান্দ্রপদ ইচ্ছা করি না, অন্য পদও ইচ্ছা করি না; হে শম্ভো! পুনর্জ্জন্মনিবারক কাশী-মৃত্যুই আমরা ইচ্ছা করি। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনার সান্নিধ্য বশতঃ

চন্দনসংসর্গাৎ সর্ব্বে সুরভয়ো ক্রমাঃ ॥ ৩০ ॥
এতদেব পরং জ্ঞানং সংসারোচ্ছিত্তিকারণম্ ।
বপুর্বিসর্জ্জনং কালে যত্তবানন্দকাননে ॥ ৩১ ॥
নির্ম্মথ্য বিশ্ববাগ্জালং সারভূতমিদং পরম্ ।
ব্রহ্মণোদীরিতং পূর্ব্বং কাশ্যাং মুক্তিস্তনুত্যজাম্ ॥
৩২ ॥ যদ্বাচ্যং বহুভির্গ্রন্থৈস্তদষ্টাভিরিহাক্ষরৈঃ ।
হরিণোক্তং রবিপুরঃ কৈবল্যং কাশিসংস্থিতৌ ॥
৩৩ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যো মুনিবরঃ প্রোক্তবান্ মুনিসংসদি ।
রবেরধীত্য নিগমান্ কাশ্যামন্তে পরং পদম্ ॥ ৩৪ ॥
স্বামিনাপি জগদ্ধাত্রীপুরতো মন্দরাচলে । ইদমেব
পুরা প্রোক্তং, কাশী নির্ব্বাণজন্মভূঃ ॥ ৩৫ ॥ কৃষ্ণ-
দ্বৈপায়নোঽপ্যেবং শম্ভো বক্ষ্যতি নান্যথা । যত্র
বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষান্মুক্তিস্তত্র পদেপদে ॥ ৩৬ ॥
বদন্ত্যন্যেঽপি মুনয়স্তীর্থসন্ন্যাসকারিণঃ । চিরন্তনা
লোমশাদ্যাঃ কাশিকা মুক্তিকাশিকা ॥ ৩৭ ॥
জানীমো বয়মপ্যেবং যত্র স্বর্ণতরঙ্গিণী । আনন্দ-
কাননে শম্ভোর্মোক্ষস্তত্রৈব নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮ ॥
ভূতং ভাবি ভবিষ্যং যৎ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে ।
তৎসর্ব্বমেব জানীমো ধর্ম্মেশানুগ্রহাৎ পরাৎ ॥ ৩৯ ॥
অতো হিরণ্যগর্ভোক্তং হরিপ্রোক্তং মুনীরিতম্ ।
ভবতোক্তং চ নিখিলং শম্ভো জানীমহে বয়ম্ ॥ ৪০ ॥
করামলকবৎসর্ব্বমেতদ্ব্রহ্মাণ্ডগোলকম্ । অস্মদ্-
বাগ্গোচরেঽস্ত্যেব ধর্ম্মপীঠনিষেবণাৎ ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্মরাজস্য তপসা তির্য্যঞ্চোঽপি বয়ং বিভো । জাতাঃ
স্ম নির্বিকল্পং হি সর্ব্বজ্ঞানস্য ভাজনম্ ॥ ৪২ ॥ মধুরং
মৃদুলং সত্যং স্বপ্রমাণং সুসংস্কৃতম্ । হিতং মিতং
সদৃষ্টান্তং শ্রুত্বা পক্ষিসুভাষিতম্ ॥ ৪৩ ॥ দেবো-
ঽতিবিস্ময়াপন্নোঽবর্ণয়ৎ পীঠগৌরবম্ । ত্রৈলোক্য-
নগরে চাত্র কাশী রাজগৃহং মম ॥ ৪৪ ॥ তত্রাপি
ভোগভবনমনর্ঘ্যমণিনির্ম্মিতম্ । মোক্ষলক্ষ্মীবিলা-
সাখ্যঃ প্রাসাদো মেঽতি শর্ম্মভূঃ ॥ ৪৫ ॥ পতত্রিণো-
ঽপি মৃচান্তে যং কুর্ব্বাণাঃ প্রদক্ষিণম্ । স্বেচ্ছয়া
বিচরন্তঃ খে খেচরা অপি দেবতাঃ ॥ ৪৬ ॥ মোক্ষ-
লক্ষ্মীবিলাসাখ্যপ্রাসাদস্য বিলোকনাৎ । শরীরা-
দ্দূরতো যাতি ব্রহ্মহত্যাপি নান্যথা ॥ ৪৭ ॥ মোক্ষ-
লক্ষ্মীবিলাসস্য কলসো যৈর্নিরীক্ষিতঃ । নিধান-
কলসাস্তাংশ্চ ন মুঞ্চন্তি পদে পদে ॥ ৪৮ ॥ দূরতো-
ঽপি পতাকাপি মম প্রাসাদমূর্দ্ধগা । নেত্রাতিথীকৃতা

আমরাও সকল জানিতেছি; চন্দন-বৃক্ষের সংসর্গে সকল বৃক্ষই সৌরভসম্পন্ন হয়, ইহাই দৃষ্টান্ত। আপনার আনন্দকাননে যথাকালে দেহ-ত্যাগই সংসারোচ্ছেদকারণ পরম জ্ঞান। সমুদয় বাগ্জাল মথন করিয়া পরম সারভূত এই বাক্য ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কাশীতে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হয়। যাহা বহু গ্রন্থে বক্তব্য, সেই কথা হরি, সূর্য্যকে অষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 'কৈবল্যং কাশি-সংস্থিতৌ' অর্থাৎ কাশীতে মরিলে কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্যের নিকট বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া মুনিসমাজে বলিয়াছেন, কাশীতে মৃত্যু হইলে পরমপদপ্রাপ্তি হয়।' পূর্ব্বে প্রভুও মন্দর পর্ব্বতে, জগদম্বার নিকটে বলিয়াছেন, 'কাশী, নির্ব্বাণের উৎপত্তি ক্ষেত্র।' হে শিব! কৃষ্ণদ্বৈপায়নও এই কথা বলিবেন, যথায় সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, তথায় পদে পদে মুক্তি হইতে পারে।' তীর্থসন্ন্যাসকারী লোমশ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন মুনিরাও এই কথা বলেন, 'কাশী মুক্তির প্রকাশিকা।' আমরাও ইহা জানি, তথায় সুরধুনী বর্ত্তমান, শিবের সেই আনন্দকাননেই নিশ্চয় মোক্ষ অবস্থিত। স্বর্গে মর্ত্ত্যে এবং পাতালে যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ অথচ বর্ত্তমান, ধর্ম্মেশ্বর শিবের পরমানুগ্রহে তৎসমস্তই আমরা জানি। হে শম্ভো! অতএব, ব্রহ্মার উক্ত, বিষ্ণুর কথিত, মুনিগণের কথিত এবং আপনার কথিত সকলেই আমরা জানি।২৭-৪০। ধর্ম্ম-পীঠসেবাফলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডগোলোকই, করকবলিত আমলক ফলের ন্যায় আমাদের মুখাগ্রে রহিয়াছে। হে প্রভো। আমরা তির্য্যগ্যোনি হইয়াও ধর্ম্ম-রাজের তপঃপ্রভাবে, নির্ব্বিকল্প সর্ব্বজ্ঞতার পাত্র হইয়াছি। দেবাদিদেব, এইরূপ মৃদুমধুর, হিত, মিত, সত্য, স্বপ্রমাণ এবং সুসংস্কৃত পক্ষিবাক্য শ্রবণে অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধর্ম্মপীঠের গৌরব কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ত্রৈলোক্য-নগরের মধ্যে কাশী আমার রাজভবন। তন্মধ্যে মোক্ষ-লক্ষ্মীবিলাস নামক অতি সুখস্থান প্রাসাদ আমার অমূল্যমণিনির্ম্মিত ভোগভবন। পক্ষিগণ, স্বেচ্ছা-ক্রমে আকাশে বিচরণ করত দৈবাৎ সেই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিলেও মুক্ত হইয়া বিমানচারী দেবতা হয়। মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস নামক প্রাসাদ অবলোকন করিলে, ব্রহ্মহত্যাও শরীর হইতে দূরে গমন করে; অন্যথা হয় না। যাহারা মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস-ভবনের চূড়াস্থ কলস দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে নিধিকুম্ভ কখনই পরিত্যাগ করে না। আমার এই প্রাসাদমস্তকস্থিত পতাকাও যাহারা নয়নগোচর

যেষু নিত্যং তেঽতিথয়ো মম ॥ ৪৯ ॥ ভূমিং ভিত্বা স্বয়ং জাতস্তৎপ্রাসাদমিষেণ হি। আনন্দাখ্যস্য কন্দস্য কোঽপ্যেষ পরমোঽঙ্কুরঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি যত্র রূপাণ্যনেকশঃ। মামেবোপাসতে নিত্যং চিত্রং চিত্রগতান্যপি ॥ ৫১ ॥ স সৌধো মেঽখিলে লোকে স্থানং পরমনির্বৃতেঃ। রতিশালা স মে রম্যা স মে বিশ্বাসভূমিকা ॥ ৫২ ॥ মম সর্বগতস্যাপি প্রাসাদোঽয়ং পরাস্পদম্। পরং ব্রহ্ম যদাখ্যাতং পরমোপনিষদ্গিরা। অমূর্তং তদহং মূর্তো ভূয়াং ভক্তকৃপাবশাৎ ॥ ৫৩ ॥ নৈঃশ্রেয়স্যাঃ শ্রিয়ো ধাম তদ্যাম্যং মণ্ডপোঽস্তি মে। তত্রাহং সততং তিষ্ঠে তৎসদোমণ্ডপং মম ॥ ৫৪ ॥ নিমেষার্দ্ধপ্রমাণং চ কালং তিষ্ঠতি নিশ্চলঃ। তত্র যস্তেন বৈ যোগঃ সমভ্যস্তঃ সমাঃ শতম্ ॥ ৫৫ ॥ নির্বাণমণ্ডপং নাম তৎস্থানং জগতীতলে। তত্রর্চং সপ্তপন্নৈকাং লভেৎ সর্বশ্রুতেঃ ফলম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণায়ামং তু যঃ কুর্যাদপ্যেকং মুক্তিমণ্ডপে। তেনাষ্টাঙ্গঃ সমভ্যস্তো যোগোঽস্তত্রাযুতং সমাঃ ॥ ৫৭ ॥ নির্বাণমণ্ডপে যস্ত জপেদেকং ষড়ক্ষরম্। কোটিরুদ্রেণ জপ্তেন যৎফলং তস্য তস্তবেৎ ॥ ৫৮ ॥ শুচির্গঙ্গাম্ভসি স্নাতো যো জপেচ্ছতরুদ্রিয়ম্। নির্বাণমণ্ডপে জ্ঞেয়ঃ স রুদ্রো দ্বিজবেষভৃৎ ॥ ৫৯ ॥ ব্রহ্মযজ্ঞং সকৃৎ কৃত্বা মম দক্ষিণমণ্ডপে। ব্রহ্মলোকমবাপ্যাথ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬০ ॥ ধর্মশাস্ত্রং পুরাণানি সেতিহাসানি তত্র যঃ। পঠেন্নিরভিলাষুঃ সন্ স বসেন্মম বেশ্মনি ॥ ৬১ ॥ তিষ্ঠেদিন্দ্রিয়চাপল্যং যো নিবার্য্য ক্ষণং কৃতী। নির্বাণমণ্ডপেঽন্যত্র তেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥ ৬২ ॥ বায়ুভক্ষণতোঽন্যত্র যৎপুণ্যং শরদাং শতম্। তৎপুণ্যং ঘটিকার্দ্ধেন মৌনং দক্ষিণমণ্ডপে ॥ ৬৩ ॥ মিতং কৃষ্ণলকেনাপি যো দদ্যান্মুক্তিমণ্ডপে। স্বর্ণং সৌবর্ণযানেন স তু সঞ্চরতে দিবি ॥ ৬৪ ॥ তত্রৈকং জাগরং কুর্য্যাদ্যস্মিন্ কস্মিন্ দিনেঽপি যঃ। উপোষিতোঽর্চয়েল্লিঙ্গং স সর্বব্রতপুণ্যভাক্ ॥ ৬৫ ॥ তত্র দত্বা মহাদানং তত্র কৃত্বা মহাব্রতম্। তত্রাধীত্যাখিলং বেদং চ্যবতে ন নরো দিবঃ ॥ ৬৬ ॥ প্রয়াণং কুর্বতে যস্য প্রাণা মে মুক্তিমণ্ডপে। স মামনুপ্রবিষ্টোঽত্র তিষ্ঠেদ্যাবদহং খলু ॥ ৬৭ ॥ জল-

---

করিয়াছে, তাহারা আমার নিত্য অতিথি। আনন্দরূপ মূলের কেবল এই পরম অঙ্কুর, ভূমিভেদ করিয়া প্রাসাদচ্ছলে স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এই স্থানে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানামূর্ত্তি চিত্রন্যস্ত হইয়াও আমারই উপাসনা করিতেছে। অখিললোকের মধ্যে সেই সৌধই আমার পরম নির্বৃতির স্থান। তাহাই আমার রমণীয় রতিশালা, তাহাই আমার বিশ্বাসস্থান! আমি সর্বব্যাপক হইলেও এই প্রাসাদ আমার প্রকৃষ্ট স্থান! পরম উপনিষদ্বাক্যে যে নিরাকার পরব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন, সেই পরব্রহ্মই আমি, ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া আকার পরিগ্রহ করিয়াছি। মোক্ষলক্ষ্মীপ্রাসাদের দক্ষিণদিকে আমার এক মণ্ডপ আছে, তথায় আমি সতত অবস্থান করি, সেটী আমার সভামণ্ডপ। স্থিরচিত্তে নিমেষার্দ্ধকাল সেই মণ্ডপে অবস্থিতি করিলে, শত বৎসর যোগাভ্যাসের ফল হয়। সেই স্থান জগন্মণ্ডলে 'মুক্তিমণ্ডপ' নামে প্রসিদ্ধ। তথায় এক বেদমন্ত্র পাঠ করিলে সর্ববেদপাঠের ফললাভ হয়। সেই মুক্তিমণ্ডপে একবার প্রাণায়াম যে ব্যক্তি করে, তাহার, অন্যত্র অযুত বৎসর অষ্টাঙ্গযোগ করিবার ফল হয়। যে ব্যক্তি মুক্তিমণ্ডপে ষড়ক্ষর শিবমন্ত্র জপ করে, তাহার 'কোটিরুদ্র' জপের ফল হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই।৪১—৫৮। যে ব্যক্তি, গঙ্গাসলিলে স্নান করিয়া পবিত্রভাবে মুক্তিমণ্ডপে 'শতরুদ্রিয়' মন্ত্র পাঠ করে, তাহাকে দ্বিজবেশধারী শিব বলিয়া জানিবে। যে আমার দক্ষিণমণ্ডপে একবার ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে, মুক্তিমণ্ডপে ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে, আমার ভবনে তাহার বাস হয়। যে কৃতী, ইন্দ্রিয়চাপল্য নিবারণ করিয়া ক্ষণকাল মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান করে, তাহার অন্যত্র মহৎ তপস্যা করিবার ফল হয়। অন্যত্র এক শত বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে যে পুণ্য হয়, মুক্তিমণ্ডপে অর্দ্ধ ঘটিকা মৌনাবলম্বনে থাকিলে সেই পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি এক কৃষ্ণলক পরিমিত সুবর্ণও দান করে, সে সুবর্ণময় বিমানে স্বর্গে সঞ্চরণ করে। যে ব্যক্তি কোন এক দিন তথায় উপবাস ও জাগরণ করিয়া লিঙ্গপূজা করে, সে সর্বব্রতপুণ্যভাগী হয়। তথায় মহাদান করিয়া, মহাব্রত করিলে অথবা নিখিল বেদাধ্যয়ন করিলে, মানব, স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় না। মুক্তিমণ্ডপে যাহার প্রাণ বহির্গত হয়, সে এইস্থানে আমাতে লীন হইয়া, আমি যতদিন থাকি, ততদিন অবস্থান করে।

ক্রীড়াং সদা কুর্য্যাং জ্ঞানবাপ্যাং সহোময়া। যদম্বুপানমাত্রেণ জ্ঞানং জায়েত নির্ম্মলম্॥ ৬৮॥ তজ্জলক্রীড়নস্থানং মম প্রীতিকরং মহৎ। অমুষ্মিন্ রাজসদনে জাড্যহৃজ্জলপূরিতম্॥ ৬৯॥ তৎপ্রাসাদপুরোভাগে মম ভৃঙ্গারমণ্ডপঃ। শ্রীপীঠং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং নিঃশ্রীকশ্রীসমর্পণম্॥ ৭০॥ মদর্থং তত্র যো দদ্যাদ্দুকূলানি শুচীন্যহো। মাল্যানি সুবিচিত্রাণি যক্ষকর্দ্দমবন্তি চ॥ ৭১॥ নানানেপথ্যবস্তূনি পূজোপকরণান্যপি। স শ্রিয়ালঙ্কৃতস্তিষ্ঠেদ্যত্র কুত্রাপি সত্তমঃ॥ ৭২॥ নির্ব্বাণলক্ষ্মীর্বৃণুতে তং নির্ব্বাণপদাপ্তয়ে। যত্র কুত্রাপি নিধনং প্রাপ্নুয়াদপি স ধ্রুবম্॥ ৭৩॥ মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসাখ্যপ্রাসাদস্যোত্তরে মম। ঐশ্বর্য্যমণ্ডপং রম্যং তত্রৈশ্বর্য্যং দদাম্যহম্॥ ৭৪॥ মৎপ্রাসাদেন্দ্রদিগ্‌ভাগে জ্ঞানমণ্ডপমস্তি যৎ। জ্ঞানং দিশামি সততং তত্র মাং ধ্যায়তাং সতাম্॥ ৭৫॥ ভবানি রাজসদনে মমাস্তি হি মহানসম্। যত্তত্রোপহৃতং পুণ্যং নির্ব্বিশামি মুদৈব তৎ॥ ৭৬॥ বিশালাক্ষ্যা মহাসৌধে মম বিশ্রামভূমিকা। তত্র সংসৃতিখিন্নানাং বিশ্রামং প্রাণয়াম্যহম্॥ ৭৭॥ নিয়মস্নানতীর্থং চক্রপুষ্করিণী মম। তত্র স্নানবতাং পুংসাং তত্রৈর্ম্মল্যং দিশাম্যহম্॥ ৭৮॥ যদাহুঃ পরমং তত্ত্বং যদাহুর্ব্রহ্মসত্তমম্। স্বসংবেদ্যং যদাহুশ্চ তত্তত্রান্তে দিশাম্যহম্॥ ৭৯॥ যদাহুস্তারকং জ্ঞানং যদাহুরতিনির্ম্মলম্। স্বাত্মারামং যদাহুশ্চ তত্তত্রান্তে দিশাম্যহম্॥ ৮০॥ জগন্মঙ্গলভূর্যাত্র পরমা মণিকর্ণিকা। বিপাশয়ামি তত্রাহং কর্ম্মভিঃ পাশিতান্ পশূন্॥ ৮১॥ নির্ব্বাণপ্রণয়ে যত্র পাত্রাপাত্রং ন চিন্তয়ে। আনন্দকাননে তন্মে দানস্থানং দিবানিশম্॥ ৮২॥ ভবাম্বুধৌ মহাগাধে প্রাণিনঃ পরিমজ্জতঃ। ভূত্বৈব কর্ণধারোঽহং যত্র সন্তারয়াম্যহম্॥ ৮৩॥ সৌভাগ্যভাগ্যভূর্যা বৈ বিখ্যাতা মণিকর্ণিকা। দদামি তস্যাং সর্ব্বস্বমগ্রজায়ান্ত্যজায় বা॥ ৮৪॥ মহাসমাধিসম্পন্নৈর্বেদান্তার্থনির্ভেবিভিঃ। দুষ্প্রাপোঽন্যত্র যো মোক্ষঃ সোঽত্রাপি স লভ্যতে॥ ৮৫॥ দীক্ষিতো বা দিবাকীর্ত্তিঃ পণ্ডিতো বাপ্যপাণ্ডিতঃ। তুল্যো মে মোক্ষদীক্ষায়াং সম্প্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্॥ ৮৬॥ যত্ত্যাগেঽন্যত্র কৃপণং

আমি জ্ঞানবাপীতে উমার সহিত সতত জলক্রীড়া করি, সেই জ্ঞানবাপীর জলপান মাত্রে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই রাজভবনস্থ সেই জলক্রীড়াস্থান জাড্যহারী সলিলে পূর্ণ এবং আমার প্রীতিকর। সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে আমার শৃঙ্গারমণ্ডপ। তাহার নাম শ্রীপীঠ। শ্রীপীঠ; শ্রীহীনদিগকেও শ্রী প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, তথায় আমার জন্য নির্ম্মল বস্ত্র, বিচিত্র মাল্য, যক্ষকর্দ্দম, নানা রাজসজ্জার বস্তু এবং পূজোপকরণ প্রদান করে, সেই সত্তম ব্যক্তি যে-কোন স্থানেই শ্রীভূষিত হইয়া অবস্থিতি করে। যে কোন স্থানেই তাহার মৃত্যু হউক না, নির্ব্বাণলক্ষ্মী তাহাকে নিশ্চয়ই নির্ব্বাণপদ দিবার জন্য বরণ করেন। মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসক নামক প্রাসাদের উত্তরে আমার ঐশ্বর্য্যমণ্ডপ নামে রমণীয় মণ্ডপ আছে, তথায় আমি ঐশ্বর্য্য প্রদান করি। আমার প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে যে জ্ঞানমণ্ডপ আছে, তথায় আমাকে যাহারা ধ্যান করে, তাহাদিগকে জ্ঞানোপদেশ দিই। ভবানীরাজভবনে, আমার যে রন্ধনশালা আছে, তাহাতে উপহৃত পবিত্র বস্তু আমি আনন্দসহকারে ভোজন করি। বিশালাক্ষীর মহাসৌধে আমার বিশ্রামভূমি। তথায় সংসারক্লান্ত ব্যক্তিগণের আমি বিশ্রাম বিতরণ করি। চক্রপুষ্করিণী আমার নিয়মস্নানের তীর্থ। যে সকল পুরুষ তথায় স্নান করে, তাহাদিগকে আমি নির্ম্মলত্ব প্রদান করি। ৫৯—৭৮। শাস্ত্রে যাহা পরমতত্ত্ব বলিয়া কথিত, যাহা অতিনিত্যব্রহ্মস্বরূপে কথিত এবং যাহা সহৃদয়সংবেদ্য, অন্তকালে আমি তথায় সেই তত্ত্বোপদেশ দিয়া থাকি। যাহা তারকজ্ঞান বলিয়া কথিত, যাহা অতি নির্ম্মল এবং আত্মানন্দ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, সেই তত্ত্ব আমি তথায় অন্তকালে উপদেশ করি। জগতের মঙ্গলভূমি যে মণিকর্ণিকা এই স্থলে অবস্থিত, কর্ম্মবদ্ধ প্রাণীদিগকে আমি তথায় বন্ধনমুক্ত করি। নির্ব্বাণ বিতরণে আমি যথায় পাত্রাপাত্র বিচার করি না, আনন্দকাননে সেই আমার দিবারাত্র দানস্থল। অত্যন্ত অগাধ ভবসাগরে মজ্জনোন্মুখ প্রাণীদিগকে আমি কর্ণধার হইয়া তথায় পার করি। মণিকর্ণিকা সৌভাগ্যভূমি বলিয়া বিখ্যাতা; আমি তথায় ব্রাহ্মণ কি অন্ত্যজ সকলকেই সর্ব্বস্ব প্রদান করি। মহাসমাধিসম্পন্ন বেদান্তার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে যে মোক্ষ অন্যত্র দুর্লভ, হীন ব্যক্তিও সেই মোক্ষ এই স্থলে লাভ করে। দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বা চাণ্ডাল, পণ্ডিত বা মূর্খ, সকলেই মণিকর্ণিকায় আসিলে, আমার নিকট মোক্ষদীক্ষায় সমান অধিকারী। আমি অন্যত্র যাহা দান করিতে কৃপণতা অবলম্বন

তাৎপ্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্। দদামি জন্তমাত্রায় সর্বস্বং চিরসঞ্চিতম্ ॥ ৮৭ ॥ যদি দৈবাদিহ প্রাপ্তা ত্রিসংযোগোঽতিদুর্ঘটঃ। অবিচারং তদা দেয়ং সর্বস্বং চিরসঞ্চিতম্ ॥ ৮৮ ॥ শরীরমথ সম্পত্তিরথ সা মণিকর্ণিকা। ত্রিসংযোগোঽয়মপ্রাপ্যো দেবৈরিন্দ্রাদিকৈরপি ॥৮৯॥ পুনঃপুনর্বিচার্যেতি জন্তুমাত্রেভ্য এব চ। নির্বাণলক্ষ্মীং যচ্ছামি সদোপমণিকর্ণিকম্ ॥ ৯০ ॥ মুক্তিদানমহী সা মে বারাণস্যাং মহীয়সী। তস্যাঃ রজসা সাম্যং ত্রিলোক্যপি ন চোদ্বহেৎ ॥ ৯১ ॥ পরং লিঙ্গার্চ্চনস্থানমবিমুক্তেশ্বরেশ্বরম্। তত্র পূজাং সকৃৎ কৃত্বা কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ॥ ৯২ ॥ সায়ং পাশুপতীং সন্ধ্যাং কুর্য্যাং পশুপতীশ্বরে। বিভূতিধারণাত্তত্র পশুপাশৈর্ন বধ্যতে ॥ ৯৩ ॥ প্রাতঃসন্ধ্যাং করোম্যেব সদোঙ্কারনিকেতনে। তত্রৈকাপি কৃতা সন্ধ্যা সর্বপাতককৃন্তনী ॥ ৯৪ ॥ বসামি কৃত্তিবাসেঽহং সদা প্রতিচতুর্দ্দশী। অত্র জাগরণং কৃত্বা চতুর্দ্দশ্যাং ন গর্ভভাক্ ॥ ৯৫ ॥ রত্নেশ্বরোঽর্চ্চিতো দদ্যান্মহারত্নানি ভক্তিতঃ। রত্নৈঃ সমর্চ্চ্য তল্লিঙ্গং স্ত্রীরত্নাদি লভেন্নরঃ ॥ ৯৬ ॥ বিষ্টপত্রিতয়াভ্যন্তঃ স্থোঽপ্যহং লিঙ্গে ত্রিবিষ্টপে। তিষ্ঠামি সততং ভক্তমনোরথসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯৭ ॥ বিরজস্কং মহাপীঠং তত্র সংসেব্য মানবঃ। বিরজা জায়তে নূনং চতুর্নদকৃতোদকঃ ॥ ৯৮ ॥ মহাদেবে মহাপীঠং মম সাধকসিদ্ধিদম্। তৎপীঠদর্শনাদেব মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৯ ॥ পিতৃপ্রীতিপ্রদং পীঠং বৃষভধ্বজসংজ্ঞকম্। পিতৃতর্পণকৃত্তত্র পিতৄংস্তারয়তি ক্ষণাৎ ॥ ২০০ ॥ আদিকেশবপীঠেঽহমাদিকেশবরূপধৃক্। শ্বেতদ্বীপং নয়ে ভক্তান বৈষ্ণবানতিবল্লভান্ ॥ ১০১ ॥ তত্রৈব মঙ্গলাপীঠে সর্বমঙ্গলদায়িনি। উপপঞ্চনদে তীর্থে ভক্তান্ সন্তারয়াম্যহম্ ॥ ১০২ ॥ বিন্দুমাধবরূপেণ যত্রাহং বৈষ্ণবান্ জনান্। নয়ে পঞ্চনদস্নাতাংস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১০৩ ॥ পঞ্চমুদ্রে মহাপীঠে যে বীরেশ্বরসেবকাঃ। তেষাং পরমনির্বাণং কালেনাল্পেন জায়তে ॥ ১০৪ ॥ তত্র সিদ্ধেশ্বরীপীঠে চন্দ্রেশ্বরসমীপতঃ। তত্র সন্নিধিকর্তৄণাং সিদ্ধিঃ ষণ্মাসতো ভবেৎ ॥ ১০৫ ॥ কাশ্যাঞ্চ যোগিনীপীঠে যোগসিদ্ধি-

---

করি, মণিকর্ণিকাসমাগত প্রাণিমাত্রকে আমি সেই চিরসঞ্চিত সর্বস্ব প্রদান করিয়া থাকি। যদি অতি দুর্ঘট "ত্রিসংযোগ" দৈবক্রমে এ স্থলে ঘটে, তাহা হইলে বিচার না করিয়া চিরসঞ্চিত সর্বস্ব প্রদান করিয়া থাকি। শরীর, সম্পত্তি এবং মণিকর্ণিকা এতৎত্রিতয়ের সম্মিলনই "ত্রিসংযোগ" ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অপ্রাপ্য। আমি ইহা পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া সকল প্রাণীকেই মণিমর্ণিকাসমীপে নির্বাণলক্ষ্মী প্রদান করিয়া থাকি। বারাণসী মধ্যে সেই স্থানই মুক্তিদানের অতি প্রধান স্থান। সেই স্থানের ধূলিকণার তুল্যও ত্রৈলোক্য নহে। অবিমুক্তেশ্বরের লিঙ্গপূজার পরমস্থান। তথায় একবার পূজা করিলেই মানব কৃতার্থ হয়। পশুপতীশ্বরের নিকটে সায়ংকালে আমি শৈবসন্ধ্যা করি; তখন তথায় বিভূতি ধারণ করিলে, পশুপাশে আবদ্ধ হইতে হয় না। আমি ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া থাকি; তথায় একটী সন্ধ্যা করিলেও সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। আমি কৃত্তিবাসে প্রতি চতুর্দ্দশীতে বাস করি; তথায় চতুর্দ্দশীতে জাগরণ করিলে, আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ভক্তিসহকারে রত্নেশ্বর শিবকে পূজা করিলে, তিনি মহারত্নসমূহ প্রদান করিয়া থাকেন; আর রত্ন দ্বারা সেই শিবলিঙ্গকে পূজা করিলে মানব স্ত্রীরত্নাদি লাভ করিয়া থাকে। ৭৯—৯৬। আমি ত্রিজগতের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইলেও ভক্তগণের মনোরথসিদ্ধির জন্য সতত ত্রিপিষ্টপলিঙ্গে অবস্থান করি। মানব বিরজা মহাপীঠের সেবা করিলে এবং চতুর্নদে উদককার্য্য সম্পন্ন করিলে নিশ্চয় রজোগুণশূন্য হয়। মহাদেবের মহাপীঠ আমার সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ। সেই পীঠ দর্শন মাত্রে মহাপাতক হইতেও মুক্তিলাভ হয়। বৃষভধ্বজ নামক পীঠ পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ, তথায় পিতৃতর্পণ করিলে মানব ক্ষণমধ্যে পিতৃগণকে উদ্ধার করে। আদিকেশব পীঠে আমি আদিকেশবরূপে অবস্থিত; আদিকেশবরূপী আমার অতিপ্রিয় ভক্ত বৈষ্ণবগণকে আমি শ্বেতদ্বীপে লইয়া যাই। আমি এই যেখানে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ মঙ্গলাপীঠে পঞ্চনদ তীর্থের নিকটে ভক্তগণকে উদ্ধার করি; তথায় পঞ্চনদ তীর্থে স্নাত বৈষ্ণবদিগকে বিন্দুমাধবরূপে সেই বিষ্ণুর পরম পদে লইয়া যাই। পঞ্চমুদ্র নামক মহাপীঠে যাহারা বীরেশ্বরের সেবক, তাহাদিগের অল্পকালেই নির্ব্বাণ মুক্তি হয়। তন্নিকটে চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের সমীপে সিদ্ধেশ্বরী পীঠে যাহারা অবস্থিত, তাহারা ছয় মাসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কাশীর যোগসিদ্ধি-

বিধারিণি। সিদ্ধীকচ্চাটনাদ্যাশ্চ কর্নন্তাঃ সুসবাকৈ ॥১০৬॥ অনেকানীহ পীঠানি সন্তি কাশ্যাং পদেপদে। পর ধর্ম্মেশপীঠস্য কাচিচ্ছক্তিবনুত্তমা॥১০৭॥ যত্রামী বালকীরাশ্চ নির্ম্মলজ্ঞানভাজনম। আসুঃ সত্পদেশান্মে ত্রাহি ত্রাহীতি ভাষিণঃ॥১০৮॥ এতদনেশ্বরং পীঠং ত্যজাম্যদ্য দিনাবধি। ন কদাচিত্তরণিজ স্বত্তপোবনমুত্তমম্॥ ১০৯॥ মমানুগ্রহতঃ কীরা নেতান্ পশ্য রবেঃ সুত। দিব্যং বিমানমারুহ্য গন্তারো মৎপুরং মহৎ॥ ১১০॥ তত্র ভুক্ত্বা চিরং ভোগান জ্ঞানং প্রাপ্য মদ্বেরিতম্। ইহ মুক্তিমবাপ্স্যন্তি ত্বৎসংসর্গার্হনির্ম্মলাঃ॥ ১১১॥ ইত্যুক্তবতি দেবেশে কৈলাসশিখরোপমম্। দিব্যং বিমানমাপন্নং রুদ্রকন্যাপরিবৃতম্॥ ১১২॥ আরুহ্য তেন যানেন দিব্যরূপধরাঃ খগাঃ। কৈলাসমভিসঞ্চেরুর্দ্ধর্ম্মমাপৃচ্ছ্য তেহমলাঃ॥ ১১৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মেশাখ্যানং নামৈকোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥ ৭৯॥

সম্পাদক যোগিনীপীঠে কোন উত্তম সাধকগণ উচ্চাটনাদি সকল সিদ্ধিলাভ না করিয়া থাকে? এই কাশীতে পদে পদে অনেক পীঠ আছে, পরন্তু ধর্ম্মেশ্বরপীঠে কোন একটী অপূর্ব্ব শক্তি আছে। ধর্ম্মপীঠে "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" এইরূপ আর্ত্তনাদকারী এই শুকশাবকেরা আমার সদুপদেশে নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে। হে সূর্য্যপুত্র! তোমার তপোবন এই ধর্ম্মেশ্বরপীঠ আমি আজ হইতে কখন পরিত্যাগ করিব না। হে রবিনন্দন! দেখ, আমার অনুগ্রহে এই শুকশাবকেরা দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া আমার মহাপুরে গমন করিতেছে। তোমার সংসর্গে অতি নির্ম্মল এই শুকশাবকগণ তথায় বহুকাল সুখভোগ করিয়া, আমার কথিত জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এই স্থলে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে। দেবাদিদেব এই কথা বলিবামাত্র রুদ্রকন্যাপরিবৃত কৈলাশশিখরসদৃশ দিব্যবিমান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মল শুকশাবকগণ দিব্যরূপ ধারণ করত সেই বিমানে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক কৈলাসাভিমুখে গমন করিল। ৯৭—১১৩।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৯॥

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। কুম্ভোদ্ভূত তদাশ্চর্য্যং বিলোক্য জগদম্বিকা। উবাচ শম্ভুং প্রণতা প্রণতার্ত্তিহরং পরম্॥ ১॥ অম্বিকোবাচ। অস্য পীঠস্য মাহাত্ম্যং মহাদেব মহেশ্বর। তিরশ্চামপি যজ্জাতং জ্ঞানং সংসারমোচনম্॥ ২॥ অতঃ প্রভাবং বিজ্ঞায় ধর্ম্মপীঠস্য ধূর্জ্জটে। ধর্ম্মেশ্বরসমীপেহহং স্থাস্যাম্যদ্য দিনাবধি॥ ৩॥ অত্র লিঙ্গে তু যে ভক্তাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষাশ্চ বা। তেষামভীষ্টসংসিদ্ধিং সাধয়িষ্যাম্যহং সদা॥ ৪॥ ঈশ্বর উবাচ। সাধু কৃতং ত্বয়া দেবি কৃতবত্যা পরিগ্রহম্। স্বেহ ধর্ম্মপীঠস্য মনোরথকৃতাং সতাম্॥ ৫॥ ত এব বিশ্বভোক্তারো বিশ্বমান্যাশ্চ এব হি। যে ত্বাং বিশ্বভুজামত্র পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ ৬॥ বিশ্বে বিশ্বভুজে বিশ্বস্থিত্যুৎপত্তিলয়প্রদে। নরাস্ত্বদর্চ্চকাশ্চাত্র ভবিষ্যন্ত্যমলাত্মকাঃ॥ ৭॥ মনোরথতৃতীয়ায়াং যস্তে ভক্তিং বিধাস্যতি। তন্মনোরথসংসিদ্ধির্ভবিত্রী মদনুগ্রহাৎ॥ ৮॥ নারী বা পুরুষো বাথ ত্বদ্‌ব্রতাচরণাৎ প্রিয়ে।

অশীতিতম অধ্যায়

স্কন্দ বলিলেন, হে কুম্ভযোনে। জগদম্বা, সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রণতার্ত্তিহারী শিবকে বলিলেন,—হে মহেশ্বর! মহাদেব! এই পীঠের কি মাহাত্ম্য! কেননা, তির্য্যক্‌জাতিরও সংসারমোচক তত্ত্বজ্ঞান এই পীঠপ্রভাবে হইল। অতএব, হে ধূর্জ্জটে! ধর্ম্মপীঠের এই প্রভাব অবগত হওয়াতে আমি অদ্যাবধি এই ধর্ম্মেশ্বর শিবসমীপে থাকিলাম। যে সকল স্ত্রী কি পুরুষেরা এই লিঙ্গের ভক্ত হইবে, আমি তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি সতত করিব। ঈশ্বর বলিলেন, হে দেবি! সজ্জনগণের মনোরথপূরক এই ধর্ম্মপীঠ আশ্রয় করিয়া তুমি ভালই করিয়াছ। হে বিশ্বভুজে! যে মানবেরা এখানে তোমার পূজা করিবে, তাহারাই বিশ্বভোক্তা এবং তাহারাই বিশ্বমান্য। হে বিশ্বসৃষ্টিসংহারকারিণি! বিশ্বভুজে! বিশ্বে! যে সব মানুষ, এখানে তোমার পূজা করিবে, তাহারা নির্ম্মলচিত্ত হইবে। ১—৭। যে ব্যক্তি মনোরথ তৃতীয়াতে তোমাকে ভজনা করিবে, আমার অনুগ্রহে তাহারা সিদ্ধমনোরথ হইবে। প্রিয়ে! স্ত্রী কি পুরুষ তোমার ব্রত আচরণ

মনোরথানিহ প্রাপ্য জ্ঞানমন্তে চ লপ্স্যতে ॥ ৯ ॥ দেব্যুবাচ। মনোরথতৃতীয়ায়াং ব্রতং কীদৃক্কথা কথম্‌ কিং ফলং কৈঃ কৃতং নাথ কথয়ৈতৎকৃপাং কুরু ॥১০॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি যথা পৃষ্টং ভবত্যা ভব-তারিণি। মনোরথব্রতং চৈতদ্‌গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্‌ ॥১১॥ পুলোমতনয়া পূর্ব্বং ততাপ পরমং তপঃ। কিঞ্চিন্মনোরথং প্রাপ্তুং ন চাপ তপসঃ ফলম্‌ ॥ ১২ ॥ অপূপুজত্ততো মাং সা ভক্ত্যা পরময়া মুদা। গীয়তে সরহস্যেন কলকণ্ঠী কলেন হি ॥ ১৩ ॥ তদ্গানে-নাতিসন্তুষ্টো মৃদুনা মধুরেণ চ। সুতালেন সুরঙ্গেণ ধাতুমাত্রাকলাবতা ॥ ১৪ ॥ প্রোবাচ ত্বং বরং ব্রূহি প্রসন্নোঽস্মি পুলোমজে। অনেন চ সুগীতেন ত্বনয়া লিঙ্গপূজয়া ॥ ১৫ ॥ পুলো-মজোবাচ। যদি প্রসন্নো দেবেশ তদা যো মে মনোরথঃ। তং পূরয় মহাদেব মহাদেবীমহা-প্রিয় ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বদেবেষু যো মান্যঃ সর্ব্বদেবেষু সুন্দরঃ। যাযজুকেষু সর্ব্বেষু যঃ শ্রেষ্ঠঃ সোঽস্তু মে পতিঃ ॥ ১৭ ॥ যথাভিলষিতং রূপং যথাভিলষিতং সুখম্‌। যথাভিলষিতং চায়ুঃ প্রসন্নো দেহি মে ভব ॥ ১৮ ॥ যদা যদা চ পত্যা মে সঙ্গঃ স্যাত্তু সুখেচ্ছয়া। তদা তদা চ তং দেহং ত্যক্ত্বান্যং দেহ-মাপ্নুয়াম্‌ ॥ ১৯ ॥ সদা চ লিঙ্গপূজায়াং মম ভক্তি-রনুত্তমা। ভব ভূয়াত্তবহর জন্মমরণ হারিণী ॥ ২০ ॥ ভর্ত্তুর্ব্যয়েঽপি বৈধব্যং ক্ষণমাত্রমপীহ ন। মম ভাবি মহাদেব পাতিব্রত্যং চ যাতু মা ॥ ২১ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইমং মনোরথং তস্যাঃ পৌলোম্যাঃ পুর-সূদনঃ। সমাকর্ণ্য ক্ষণং স্মিত্বা প্রাহেশো বিস্ময়া-ন্বিতঃ ॥ ২২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পুলোমকন্যে যশ্চৈব ত্বয়াকারি মনোরথঃ। লপ্স্যসে ব্রতচর্য্যাতস্তৎকুরুষ জিতেন্দ্রিয়ে ॥ ২৩ ॥ মনোরথতৃতীয়াযাশ্চরণেন ভবিষ্যতি। তৎপ্রাপ্তয়ে ব্রতং বক্ষ্যে তদ্বিধেহি যথোদিতম্‌ ॥ ২৪ ॥ তেন ব্রতেন জীর্ণেন মহা-সৌভাগ্যদেন তু। অবশ্যং ভবিতা বালে তব চৈবং মনোরথঃ ॥ ২৫ ॥ পুলোমকন্যোবাচ। কারুণ্যবারিধে শম্ভো প্রণতপ্রাণিসর্ব্বদ। কিমাদ্রি-কাথ কা শক্তিঃ কা পূজ্যা তত্র দেবতা ॥ ২৬ ॥ কদা চ তদ্বিধাতব্যমিতিকর্ত্তব্যতা চ কা। ইত্যাকর্ণ্য

করিলে ইহকালে সিদ্ধমনোরথ হইয়া অন্তে জ্ঞান লাভ করে। দেবী বলিলেন — মনোরথ-তৃতীয়াতে কিরূপ ব্রত করিতে হয়? সে ব্রতকথা কেমন? তাহার ফল কি এবং সে ব্রত কাহারা করিয়াছে? —হে নাথ! কৃপা করিয়া এতৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ভবতারিণি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মনোরথব্রত গোপনীয় হইতেও অধিকতর গোপনীয়। পূর্ব্বে পুলোম-নন্দিনী শচী, কোন মনোরথ সিদ্ধির জন্য পরম তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু তপস্যার ফল পান নাই। অনন্তর কলকণ্ঠী শচী, পরমানন্দে এবং ভক্তিসহকারে, মৃদু মধুর সরহস্য গীত গান করত আমার পূজা করেন। তানমান-কলাসম্পন্ন সুতাল সুরাগী তদীয় মৃদু-মধুর গীতে সন্তুষ্ট হইয়া আমি বলিলাম —হে পুলোমনন্দিনি! তোমার এই উত্তমগানে এবং এই লিঙ্গপূজা দ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। পুলোমনন্দিনী বলিলেন,—হে দেবেশ! হে মহাদেবীমহাপ্রিয়! মহাদেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমার মনোরথ পূর্ণ করুন, যিনি সর্ব্বদেবগণ মধ্যে মান্য, সর্ব্বদেগণ মধ্যে সুন্দর এবং সকল যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার পতি হউন। হে ভব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত আমার ইচ্ছামত রূপ, ইচ্ছামত সুখ এবং ইচ্ছামত আয়ু প্রদান করুন। ৮—১৮। মনের সুখে-চ্ছায় যখন যখন আমার পতিসঙ্গ হইবে, তখন তখনই পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া যেন অন্যদেহ প্রাপ্ত হই। হে সংসারমোচক ভব! জন্মমরণ-হারিণী লিঙ্গপূজায় যেন আমার সতত অত্যুত্তমা ভক্তি থাকে। হে মহাদেব! স্বামিবিনাশেও যেন ক্ষণকালের জন্যও আমার বৈধব্য না হয়, অথচ যেন পাতিব্রত্যও না যায়। স্কন্দ বলিলেন,— পুরারি মহেশ্বর, পুলোমনন্দিনীর এই প্রকার মনোরথ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল ঈষৎ হাস্যসহকারে সবিস্ময়ে বলিলেন,—হে পুলোমকন্যে! তুমি যে মনোরথ করিয়াছ, হে জিতেন্দ্রিয়ে! মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রত করিলে তাহা পূর্ণ হইবে। তোমার ইষ্টসিদ্ধির জন্য সেই যথোক্ত ব্রত বলিব; হে বালে! মহাসৌভাগ্যপ্রদ সেই ব্রত আচরণ করিলে, অবশ্য তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। পুলোমনন্দিনী বলিলেন,—"হে প্রণতপ্রাণিগণের সর্ব্বাভীষ্টসাধক! দয়াসাগর শঙ্কর! সে ব্রতের ফল কি? তাহার স্বরূপ কি প্রকার? সে ব্রতে কোন্‌ দেবতার পূজা করিতে হয়। কোন্‌ সময়ে তাহা করিতে হয় এবং তাহার ইতিকর্ত্তব্যতাই বা

শিবো বাক্যং তাং ত প্রণিজগাদ হ ॥ ২৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। মনোরথতৃতীয়ায়াং ব্রতং পৌলোমি তচ্ছুভম্। পূজ্যা বিশ্বভুজা গৌরী ভুজবিংশতিশালিনী ॥ ২৮ ॥ বরদো২ভয়হস্তশ্চ সাক্ষসূত্রঃ সমোদকঃ। দেব্যাঃ পুরস্তাদ্‌ব্রতিনা পূজ্য আশাবিনায়কঃ ॥ ২৯ ॥ চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং কৃত্বা বৈ দন্তধাবনম্। সায়ন্তনীং চ নির্ব্বর্ত্ত্য নাতিতৃপ্ত্যা ভুজিক্রিয়াম্ ॥ ৩০ ॥ নিয়মং চেতি গৃহ্নীয়াজ্জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। সন্ত্যক্তাস্পৃশ্যসংস্পর্শঃ শুচিস্তদ্গতমানসঃ ॥ ৩১ ॥ প্রাতর্ব্রতং চরিষ্যামি মাতর্বিশ্বভুজে২নঘে। বিধেহি তত্র সান্নিধ্যং মন্মনোরথসিদ্ধয়ে ॥ ৩২ ॥ নিয়মং চেতি সংগৃহ্য স্বপেদ্রাত্রৌ শুভং স্মরন্। প্রাতরুত্থায় মেধাবী বিধায়াবশ্যকং বিধিম্ ॥ ৩৩ ॥ শৌচমাচমনং কৃত্বা দন্তকাষ্ঠং সমাদদেৎ। অশোকবৃক্ষস্য শুভং সর্ব্বশোকনিশাতনম্ ॥ ৩৪ ॥ নিত্যন্তনঞ্চ নিষ্পাদ্য বিধিং বিধিবিদাং বরঃ। স্নাত্বা শুদ্ধাম্বরঃ সায়ং গৌরীপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৫ ॥ আদৌ বিনায়কং পূজ্য ঘৃতপূরান্নিবেদ্য চ। ততো২র্চ্চয়েদ্বিশ্বভুজামশোককুসুমৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৬ ॥ অশোকবর্ত্তিনৈবেদ্যৈর্ধূপৈশ্চাগুরুসম্ভবৈঃ। কুঙ্কুমেনানুলিপ্যাদাবেকভক্তং ততশ্চরেৎ ॥ ৩৭ ॥ অশোকবর্ত্তিসহিতৈর্ঘৃতপূরৈর্ম্মনোহরৈঃ। এবং চৈত্রতৃতীয়ায়াং ব্যতীতায়াং পুলোমজে ॥ ৩৮ ॥ রাধাদিফাল্গুনান্তাসু তৃতীয়াস্বপি ব্রতং চরেৎ। ক্রমেণ দন্তকাষ্ঠানি কথয়ামি তবানঘে ॥ ৩৯ ॥ অনুলেপনবস্তূনি কুসুমানি তথৈব চ। নৈবেদ্যানি গজাস্যস্য দেব্যাশ্চাপি শুভব্রতে ॥ ৪০ ॥ অন্নানি চৈকভক্তস্য শৃণু তানি ফলাপ্তয়ে। জম্ব্‌পামার্গখদিরজাতীচূতকদম্বকম্ ॥ ৪১ ॥ প্লক্ষোডুম্বরখর্জ্জুরীবীজপূরী সদাড়িমী। দন্তকাষ্ঠক্রমা এতে ব্রতিনঃ সমুদাহৃতাঃ ॥ ৪২ ॥ সিন্দূরাগুরুকস্তূরী চন্দনং রক্তচন্দনম্। গোরোচনাদেবদারুপদ্মাক্ষঞ্চ নিশাদ্বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ প্রীত্যানুলেপনং বালে যক্ষকর্দ্দমসম্ভবম্। সর্ব্বেষামপ্যলাভে চ প্রশস্তো যক্ষকর্দ্দমঃ ॥ ৪৪ ॥ কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ দ্বৌ ভাগৌ কুঙ্কুমস্য চ। চন্দনস্য ত্রয়ো ভাগাঃ শশিনস্ত্বেক এব হি ॥ ৪৫ ॥ যক্ষকর্দ্দম

কিরূপ? শিব এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে পুলোমনন্দিনি! মনোরথতৃতীয়ায় সেই শুভকর ব্রত করিতে হয়; বিংশতিভুজশালিনী বিশ্বভুজা গৌরী সেই ব্রতে পূজনীয়া। ব্রতী, দেবীর অগ্রে বরদ, অভয়পাণি, অক্ষসূত্রমোদকধারী আশাবিনায়ককে পূজা করিবে। পূর্ব্বরাত্রে অনতিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়ায় এই ব্রত করিতে হয়। দন্তধাবন কর্ম্ম ইহার একটী অঙ্গ। জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় এবং পবিত্র হইয়া অস্পৃশ্যস্পর্শ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে এই প্রকার নিয়ম গ্রহণ করিবে;—"হে অনঘে! বিশ্বভুজে! প্রাতঃকালে আমি ব্রত অবলম্বন করিব, আমার মনোরথসিদ্ধির জন্য তাহাতে সন্নিহিতা হইও"। এইরূপ নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক শুভ স্মরণ করত নিদ্রা যাইবে। মেধাবী ব্রতী প্রাতঃকালে উঠিয়া আবশ্যক কর্ম্ম করিয়া শৌচ, আচমনের পর সর্ব্বশোকনিবারক অশোকবৃক্ষের দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। তারপর সেই বিধিজ্ঞপ্রবর, স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া নিত্যকর্ম্ম নিষ্পাদনপুরঃসর সায়ংকালে গৌরীপূজা করিবে। প্রথমে গণেশপূজা করিয়া ও গণেশকে ঘৃতপূর (পক্কান্ন বিশেষ) নিবেদন করিয়া, প্রথমে কুঙ্কুম দ্বারা অনুলেপন করিয়া শুভ অশোক কুসুম, অশোকবর্ত্তিযুক্ত ঘৃতপুর নৈবেদ্য এবং অগুরুসম্ভূত ধূপ দ্বারা বিশ্বভুজা গৌরীকে পূজা করিবে। ১৯—৩৬। পরে অশোকবর্ত্তিসহিত মনোহর ঘৃতপুর দ্বারা একবার মাত্র আহার কার্য্য সম্পন্ন করিবে। পুলোমনন্দিনি! চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়া এইরূপে অতীত হইলে, বৈশাখ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রতি শুক্লতৃতীয়াতে ব্রত করিবে। হে অনঘে! অবশিষ্ট একাদশমাসের দন্তধাবনকাষ্ঠ, অনুলেপন দ্রব্য, পুষ্প, গণেশ এবং দেবীর নৈবেদ্য আর একাহারের অন্ন এতৎসমস্ত যথাক্রমে বলিতেছি; এ সমস্তই ব্রতফলপ্রাপ্তির কারণ। হে শুভব্রতে! তৎসমুদয় শ্রবণ কর। জম্বু, অপামার্গ, খদির, জাতী, আম্র, কদম্ব, বট, উড়ুম্বর, খর্জ্জুর, বীজপুর এবং দাড়িমী,—ব্রতীর দন্তধাবনকাষ্ঠের বৃক্ষ এই সমস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বালে! সিন্দূর, অগুরু, কস্তূরী (মৃগনাভি) চন্দন, রক্তচন্দন, গোরোচনা, দেবদারু ম্বষ্ট পদ্মকাষ্ঠ, ম্বষ্ট হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা, প্রীতিপূর্ব্বক এই অনুলেপন তাঁহাদিগকে যথাক্রমে দিবে। আর প্রতিমাসেই যক্ষকর্দ্দম অনুলেপন দিবে। সর্ব্ববিধ অনুলেপনের অভাব হইলেও যক্ষকর্দ্দম প্রশস্ত অনুলেপন। দুইভাগ মৃগনাভি,

ইত্যব সমস্তসুরবল্লভাঃ। অনুলিপ্যাথ কুসুমৈর-ৰ্চয়েত্তাং তাস্তপি ॥ ৪৬ ॥ পাটলামল্লিকাপদ্মকেতকী-করবীরকৈঃ। উৎপলৈ রাজচম্পৈশ্চ নন্দ্যাবর্ত্তৈশ্চ জাতিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ কুমারীভিঃ কর্ণিকারৈরলাভে তচ্ছদৈঃ সহ। সুগন্ধিভিঃ প্রসূনৌঘৈঃ সর্ব্বালাভে-ঽপি পূজয়েৎ ॥ ৪৮ ॥ করম্ভোদধিভক্তঞ্চ সচূত-রসমণ্ডকাঃ। ফেণিকাবটকাশ্চৈব পায়সঞ্চ সশর্ক-রম্ ॥ ৪৯ ॥ সমুদ্গাং সঘৃতং ভক্তং কার্ত্তিকে বিনিবেদয়েৎ। ইণ্ডেরিকাশ্চ লড্ডুকা মাঘে লপ্সিকা শুভা॥ ৫০ ॥ মুষ্টিকাঃ শর্করাগর্ভাঃ সর্পিষা পরিসাধিতাঃ। নিবেদ্যাঃ ফাল্গুনে দেব্যৈ সার্দ্ধং বিঘ্নজিতা মুদা ॥ ৫১ ॥ নিবেদয়েদ্‌যদন্নং হি একভক্তেঽপি তৎ স্মৃতম্। অন্যন্নিবেদ্য সম্ভুক্তো ভুঞ্জানোঽন্যৎ পতেদধঃ ॥ ৫২ ॥ প্রতি-মাসং তৃতীয়ায়ামেবমারাধ্য বৎসরম্। ব্রত-সম্পূর্ত্তয়ে কুর্য্যাৎ স্থণ্ডিলেঽগ্নিসমর্চ্চনম্ ॥ ৫৩ ॥ জাত-বেদসমন্ত্রেণ তিলাজ্যদ্রবিণেন চ। শতমষ্টাধিকং হোমং কারয়েদ্বিধিনা ব্রতী ॥ ৫৪ ॥ সদৈব নক্তে পূজোক্তা সদা নক্তে তু ভোজনম্। নক্ত এব হি হোমোঽয়ং নক্ত এব ক্ষমাপণম্ ॥ ৫৫ ॥ গৃহাণ পূজাং মে ভক্ত্যা মাতর্বিঘ্নজিতা সহ। নমোঽস্তু তে বিশ্ব-ভুজে পূরয়াশু মনোরথম্ ॥ ৫৬ ॥ নমো বিঘ্নকৃতে তুভ্যং নম আশাবিনায়ক। ত্বং বিশ্বভুজয়া সার্দ্ধং মম দেহি মনোরথম্ ॥ ৫৭ ॥ এতৌ মন্ত্রৌ সমুচ্চার্য্য পূজ্যৌ গৌরীবিনায়কৌ। ব্রতক্ষমাপণে দেয়ঃ পর্য্যঙ্কস্তূলিকান্বিতঃ ॥ ৫৮ ॥ উপধানস্থা সমাযুক্তো দীপীদর্পণসংযুতঃ। আচার্য্যঞ্চ সপত্নীকং পর্য্যঙ্ক উপবেশ্য চ ॥ ৫৯ ॥ ব্রতী সমর্চ্চয়েদ্বস্ত্রৈঃ করকর্ণ-বিভূষণৈঃ। সুগন্ধচন্দনৈর্ম্মাল্যৈর্দক্ষিণাভির্মুদান্বিতঃ ॥ ৬০ ॥ দদ্যাৎ পয়স্বিনীং গাঞ্চ ব্রতস্য পরি-পূর্ত্তয়ে। তথোপভোগবস্তূনি ছত্রোপানৎ-কমণ্ডলুম্ ॥ ৬১ ॥ মনোরথতৃতীয়ায়া ব্রতমেতন্ময়া কৃতম্। ন্যূনাতিরিক্তং সম্পূর্ণমেতদস্তু ভব-দ্গিরা ॥ ৬২ ॥ ইত্যাচার্য্যং সমাপৃচ্ছ্য তথেত্যুক্তশ্চ তেন বৈ। আসীমান্তমনুব্রজ্য দত্ত্বান্যেভ্যোঽপি

দুইভাগ কুঙ্কুম, তিন ভাগ চন্দন এবং একভাগ কর্পূর—এতৎসমষ্টির নাম 'যক্ষকর্দ্দম'। যক্ষকর্দ্দম সমস্ত দেবতার প্রিয়। অনুলেপন প্রদান করিয়া পরে, যে সকল পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে, তাহাও আমি বলিতেছি। পাটলা, মল্লিকা, পদ্ম, কেতকী, করবীর, কহ্লার, রাজচম্প, তগর, জাতি, কুমারী এবং কর্ণিকার এই একাদশবিধ পুষ্পদ্বারা উক্ত একাদশ মাসে যথাক্রমে পূজা করিবে। পুষ্পের অভাবে তদীয় পত্রসহ সুগন্ধি পুষ্পাবলী দ্বারা পুষ্পপত্র সর্ব্বালাভেও অন্য সুগন্ধি পুষ্পসমূহ দ্বারা গণেশ-গৌরীর পূজা করিবে। যথাক্রমে দধিমিশ্রিত শক্তু, দধিভক্ত, আম্ররসমিলিত মণ্ড, ফেণিকা (ইক্ষুরসবিকার), বটক, শর্করামিশ্রিত পায়স—বৈশাখাদি ছয় মাসে আর মুদ্গঘৃতসম-ন্বিত ভক্ত কার্ত্তিক মাসে নির্দ্দিষ্ট। অগ্রহায়ণ-পৌষে ইণ্ডেরিকা, লড্ডুক, মাঘমাসে শুভ লপ্সিকা এবং ঘৃতপক্ব শর্করা গর্ভমুষ্টিক ফাল্গুনমাসে, এতৎসমস্ত গণেশ এবং গৌরীকে প্রীতিসহকারে নিবেদন করিবে। যে খাদ্য নিবেদন করিবে, একাহারেও সেই খাদ্য। এক বস্তু নিবেদন করিয়া অন্য বস্তু ভোজন করিলে অধোগতি হয়। এইরূপে, প্রতিমাসের শুক্ল তৃতীয়ায় এইরূপ আরাধনা করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠার জন্য স্থণ্ডিলে অগ্নিপূজা করিবে। ব্রতী, অগ্নিমন্ত্র দ্বারা, যথাবিধি তিল-ঘৃতদ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে।৩৭—৫৪। সকল মাসেই রাত্রিতে পূজা, সকল মাসের রাত্রি-তেই আহার, এই হোমও রাত্রিতেই কর্ত্তব্য। 'ক্ষমস্ব'করণও রাত্রিতেই। মাতঃ! ভক্তিসহকারে মৎকৃত এই পূজা গণেশের সহিত আপনি গ্রহণ করুন। হে বিশ্বভুজে! আপনাকে নমস্কার, শীঘ্র মনোরথ পূর্ণ করুন। হে বিঘ্নরাজ! আপ-নাকে নমস্কার, হে আশাবিনায়ক! আপনাকে নমস্কার; বিশ্বভুজার সহিত আপনি আমার মনোরথ সম্পাদন করুন। এই অর্থের মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক গৌরী ও গণেশের পূজা করিবে। ব্রতপ্রতিষ্ঠায় গদিবালিশযুক্ত পর্য্যঙ্ক দান করিবে; দীপ, দর্পণ দিবে। তার পর ব্রতী, আনন্দিত হইয়া পত্নীসহ আচার্য্যকে পর্য্যঙ্কে বসাইয়া, বস্ত্র, কঙ্কণ, অপর অলঙ্কার, সুগন্ধি চন্দন, মাল্য এবং দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। ব্রতপরিপূরণের জন্য পয়স্বিনী গো, উপভোগ্য বস্ত্র, ছত্র, উপানৎ এবং কমণ্ডলু দান করিবে। আমি যে এই মনোরথ তৃতীয়ার ব্রত করিলাম, ইহাতে ন্যূন অধিক যাহা হউক, আপনার বাক্যে তাহা সম্পূর্ণ হউক। আচার্য্যের নিকট এরূপ প্রার্থনা করাতে আচার্য্য 'তথাস্তু' বলিলে, সীমান্ত

শক্তিতঃ॥ ৬৩॥ নক্তং সমাচরেৎ পোষ্যৈঃ সার্দ্ধং সুপ্রীতমানসঃ। প্রাতশ্চতুর্থ্যাং সম্ভোজ্য চতুরশ্চ কুমারকান্॥ ৬৪॥ অভ্যর্চ্চ্য গন্ধমাল্যাদ্যৈর্দ্বাদশাপি কুমারিকাঃ। এবং সম্পূর্ণতাং যাতি ব্রতমেতৎসুনির্ম্মলম্॥ ৬৫॥ কার্য্যং মনোরথাবাপ্ত্যৈ সর্ব্বৈরেতদ্ব্রতং শুভম্। পত্নীং মনোরমাং কুল্যাং মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্॥ ৬৬॥ তারিণীং দুঃখসংসারসাগরস্য পতিব্রতাম্। কুর্ব্বন্নেতদ্ব্রতং বর্ষং কুমারঃ প্রাপ্নুয়াৎস্ফুটম্॥ ৬৭॥ কুমারী পতিমাপ্নোতি স্বাঢ্যং সর্ব্বগুণাধিকম্। সুবাসিনী লভেৎ পুত্রান্ পত্যুঃ সৌখ্যমখণ্ডিতম্॥ ৬৮॥ দুর্ভগা সুভগা স্যাচ্চ ধনাঢ্যা স্যাদ্দরিদ্রিণী। বিধবাপি ন বৈধব্যং পুনরাপ্নোতি কুত্রচিৎ॥ ৬৯॥ গুর্ব্বিণী চ শুভং পুত্রং লভতে সুচিরায়ুষম্। ব্রাহ্মণো লভতে বিদ্যাং সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনীম্॥ ৭০॥ রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যং বৈশ্যো লাভঞ্চ বিন্দতি। চিন্তিতং লভতে শূদ্রো ব্রতস্যাস্য নিষেবণাৎ॥ ৭১॥ ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নোতি ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ। কামী কামানবাপ্নোতি মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৭২॥ যো যো মনোরথো যস্য সমস্তং বিন্দতে ধ্রুবম্। মনোরথ-

পর্য্যন্ত আচার্য্যের অনুগমন এবং অপর ব্রতিদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া সুপ্রীতচিত্তে পোষ্যবর্গের সহিত নক্ত ভোজন করিবে। তারপর, প্রভাত হইলে চতুর্থ দিনে চারজন কুমারভোজন এবং দ্বাদশটী কুমারীকে গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিবে, এইরূপে এই সুনির্ম্মল ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এই শুভব্রত ইষ্টসিদ্ধির জন্য সকলের কর্ত্তব্য। অবিবাহিত পুরুষ এক বৎসর এই ব্রত করিলে তৎকালে সদ্বংশীয়া মনোবৃত্ত্যনুসারিণী দুঃখসংসারসাগরনিস্তারিণী পতিব্রতা ভার্য্যাপ্রাপ্তি তাহার নিশ্চয় হয়। এই ব্রত করিলে, কুমারী, ধনাঢ্য সর্ব্বগুণাধিক পতি লাভ করে; সুবাসিনী (নবোঢ়া) বহু পুত্র এবং অখণ্ডিত স্বামিসুখ প্রাপ্ত হয়; দুর্ভগা সুভগা হয়; দরিদ্রা ধনাঢ্যা হয়; বিধবাও আর কোন জন্মে বৈধব্য প্রাপ্ত হয় না! গর্ভিণী, শুভ দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করে; ব্রাহ্মণ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রাজ্য প্রাপ্ত হয়; বৈশ্যের লাভ হয় এবং শূদ্রের প্রার্থিত বস্তু লাভ হয়। এই ব্রত করিলে ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন পায়, কামী কাম্য বস্তু সকল লাভ করে এবং মোক্ষার্থীর মুক্তি প্রাপ্ত

তৃতীয়ায়া ব্রতস্য চরণাদ্ব্রতী॥ ৭৩॥ স্কন্দ উবাচ। ইত্থং নিশম্য শিবতঃ শিবা সন্তুষ্টমানসা। পুনঃ পপ্রচ্ছ বিশ্বেশং প্রবদ্ধকরসম্পুটা॥ ৭৪॥ অন্যত্র যে ব্রতং চৈতৎকরিষ্যন্তি সদাশিব। তে কথং পূজয়িষ্যন্তি মাঞ্চ আশাবিনায়কম্॥ ৭৫॥ শিব উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি সর্ব্বসন্দেহভেদিনি। বারাণস্যাং সমর্চ্চ্যা ত্বং বিশ্বে প্রত্যক্ষরূপিণী॥ ৭৬॥ আশাবিঘ্নজিতা সার্দ্ধং সর্ব্বাশাপূর্ত্তিকারিণা। হারিণানন্তবিঘ্নানাং মম ক্ষেত্রশুভার্থিনাং॥ ৭৭॥ ক্ষিপ্রমাগময়িত্বা চ নত্বা দূরঙ্গতানপি। কৃতকৃত্যান্ বিধায়ার্থ চিন্তিতৈঃ সুমনোরথৈঃ॥ ৭৮॥ অন্যত্র ব্রতিভির্ব্বিশ্বে কাঞ্চনী প্রতিমা তব। পঞ্চকৃষ্ণলকাদূর্দ্ধং কার্য্যা বিঘ্নহৃতোঽপি চ॥ ৭৯॥ আচার্য্যায় ব্রতী দদ্যাদ্ব্রতান্তে প্রতিমাদ্বয়ম্। সকৃৎকৃতে ব্রতে চাস্মিন্ কৃতকৃত্যো ব্রতী ভবেৎ॥ ৮০॥ ততঃ পুলোমজা দেবি শ্রুত্বৈতদ্ব্রতমুত্তমম্। কৃত্বা মনোরথং প্রাপ যথাভিবাঞ্ছিতং হৃদি॥ ৮১॥

হয়। মনোরথ তৃতীয়ার ব্রত করিলে, যাহার যে যে মনোরথ, সেই সেই মনোরথ তাহার পূর্ণ হয়। ৫৫-৭৩। স্কন্দ বলিলেন,—শিবা, শিবের নিকট ইহা শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনবায় সেই বিশ্বেশ্বরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সদাশিব! যাহারা কাশী ব্যতীত অন্য স্থানে এই ব্রত করিবে, তাহারা আমাকে এবং আশাবিনায়ককে কিরূপে পূজা করিবে? শিব বলিলেন,—হে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদিনি! দেবি! উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হে বিশ্বে! যিনি সর্ব্বাশা পূর্ণ করেন, যিনি মদীয় কাশীক্ষেত্রের শুভপ্রার্থিগণের অনন্ত বিঘ্ন হরণ করেন, যাঁহাকে প্রণাম করিয়া দূরদেশে যাইলেও শীঘ্র যিনি তাহাদিগকে উত্তম অভীষ্টকার্য্য সম্পাদন দ্বারা কৃতকার্য্য করিয়া আনাইয়া দেন, সেই আশাবিনায়কের সহিত তোমাকে কাশীতে প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে সম্যক্ পূজা করিবে। হে বিশ্বে! ব্রতিগণ, অন্যত্র পঞ্চ কৃষ্ণলক' (পরিমাণবিশেষ) অপেক্ষা অধিক সুবর্ণ দ্বারা তোমার এবং গণেশের হিরণ্ময়ী প্রতিমা করাইবে। ব্রতী, ব্রতশেষে আচার্য্যকে দুইখানি প্রতিমা প্রদান করিবে। এই ব্রত একবার করিলে ব্রতী কৃতার্থ হয়। হে দেবি! অনন্তর পুলোমনন্দিনী এই উত্তম ব্রতের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাতে আপনার মনোঽভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রত

অরুন্ধত্যা বসিষ্ঠোহপি লব্ধোহত্রিরনসূয়য়া। সুনীত্যোত্তানপাদাচ্চ ধ্রুবঃ প্রাপ্তোহঙ্গজোত্তমঃ॥ ৮২॥ সুনীতের্দুর্ভগত্বং চ পুনরস্মাদ্‌ব্রতাদ্গতম্। চতুর্ভুজঃ পতিঃ প্রাপ্তঃ ক্ষীরনীরধিজন্মনা॥ ৮৩॥ কিং বহূক্তেন সুশ্রোণি কৃতং যেন ব্রতং ত্বিদম্। ব্রতানি তেন সর্ব্বাণি কৃতানি ব্রতিনা ধ্রুবম্॥ ৮৪॥ শ্রুত্বা ধীমান্ কথাং পুণ্যাং পুনস্তদ্গতমানসঃ। শুভবুদ্ধিমবাপ্নোতি পাপৈরপি বিমুচ্যতে॥ ৮৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বভুজাশাবিনায়কপ্রশংসনে মনোরথতৃতীয়াব্রতাখ্যানং নামাশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥ ৮০॥

একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। ধর্ম্মতীর্থস্য মাহাত্ম্যং কীদৃগ্‌দেবেন শম্ভুনা। স্কন্দ দেব্যৈ সমাখ্যাতং তদাখ্যাহি কৃপাং কুরু॥ ১॥ স্কন্দ উবাচ। বিন্ধ্যোন্নতিহৃদাখ্যামি ধর্ম্মতীর্থসমুদ্ভবম্। আকর্ণয় মহাপ্রাজ্ঞ যথা দেবেন ভাষিতম্॥ ২॥ বৃত্রং

করিয়া অরুন্ধতী বসিষ্ঠকে এবং অনসূয়া অত্রিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। এই ব্রতপ্রভাবেই সুনীতি, উত্তানপাদ হইতে পুত্রপ্রবর ধ্রুবকে প্রাপ্ত হন। সুনীতির দুর্ভাগ্য আবার এই ব্রত হইতেই যায়। লক্ষ্মী এই ব্রতফলে চতুর্ভুজ পতি লাভ করেন। হে সুশ্রোণি! অধিক আর কি বলিব, যে এই ব্রত করিয়াছে, সেই ব্রতীর সকল ব্রতই নিশ্চয় করা হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তদ্গতচিত্তে এই ব্রতের পবিত্র কথা শ্রবণ করিলে শুভবুদ্ধি প্রাপ্ত এবং পাপমুক্ত হয়।৭৪—৮৫।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮০॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে স্কন্দ! দেবদেব শম্ভু, দেবীর নিকট ধর্ম্মতীর্থের কিরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, কৃপা করিয়া তাহা বলুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে বিন্ধ্যগর্ব্বকারিন্! হে মহাপ্রাজ্ঞ! [illegible] যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে আমি [illegible] মাহাত্ম্যপূর্ণ উৎপত্তিকথা বলিতেছি,

নিহত্য বৃত্রারিব্রহ্মহত্যামবাপ্তবান্। অনুতপ্তোহথ পপ্রচ্ছ প্রায়শ্চিত্তং পুরোহিতম্॥ ৩॥ বৃহস্পতিরুবাচ। যদি ত্বং দেবরাজেমাং ব্রহ্মহত্যাং সুদুস্ত্যজাম্। অপানুনুৎসুস্তদ্‌যাহি কাশীং বিশ্বেশপালিতাম্॥ ৪॥ নান্যৎকিঞ্চিৎক্বচিদ্দৃষ্টং ব্রহ্মহত্যামহৌষধম্। রাজধানীং পরিত্যজ্য শক্র বিশ্বেশিতুঃ পরাম্॥ ৫॥ ভৈরবস্যাপি হস্তাগ্রাদপতদ্বেধসঃ শিরঃ। যত্রানন্দবনে তত্র বৃত্রশত্রো ব্রজ দ্রুতম্॥ ৬॥ সীমানমপি সম্প্রাপ্য শক্রানন্দবনস্য হি। ব্রহ্মহত্যা পলায়েত বেপমানা নিরাশ্রয়া॥ ৭॥ অন্যেষামপি পাপানাং মহাপাপজুষামপি। নাশয়িত্রী পরা কাশী বিশ্বেশসমধিষ্ঠিতা॥ ৮॥ মহাপাতকতো মুক্তিঃ কাশ্যামেব শতক্রতো। মহাসংসারতো মুক্তিঃ কাশ্যামেব ন চান্যতঃ॥ ৯॥ নির্ব্বাণনগরী কাশী কাশী সর্ব্বাঘসঙ্ঘহৃৎ। বিশ্বেশিতুঃ প্রিয়া কাশী দ্যৌঃ কাশী সদৃশী ন হি॥ ১০॥ ব্রহ্মহত্যাভয়ং যস্য যস্য সংসারতো ভয়ম্। জাতু চিত্তেন ন ত্যাজ্যা কাশিকা মুক্তিকাশিকা॥ ১১॥ জন্তূনাং

শ্রবণ কর। ইন্দ্র, বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত হইলেন, অনন্তর অনুতপ্ত হইয়া পুরোহিত বৃহস্পতিকে প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে দেবরাজ! অতি দুস্ত্যজা ব্রহ্মহত্যাকে অপনোদন করিতে যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে ত বিশ্বেশ্বরপালিতা কাশীপুরীতে যাও। হে শক্র! বিশ্বেশ্বরের পরমা রাজধানী ব্যতীত আর কোথাও ব্রহ্মহত্যার কোন মহৌষধ দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আনন্দকাননে ভৈরবের হস্তাগ্র হইতেও ব্রহ্মার মুখ নিপতিত হইয়াছিল, বৃত্রনাশন! তুমিও শীঘ্র তথায় গমন কর। হে শক্র! আনন্দকাননের সীমায় উপস্থিত হইলেই ব্রহ্মহত্যা নিরাশ্রয় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে। বিশ্বেশ্বরের অধিষ্ঠিতা কাশী, অন্যবিধ মহাপাপীদিগেরও পাপসমূহের পরমা বিনাশিকা। হে শতক্রতো! মহাপাতক হইতে মুক্তি কাশীতেই হয়, মহাসংসার হইতে মুক্তিও কাশীতেই হয়, অন্যত্র হয় না। কাশী নির্ব্বাণমুক্তির নগরী, কাশী সর্ব্বপাপসমূহনাশিনী; কাশী বিশ্বেশ্বরের প্রিয়া, স্বর্গও কাশীতুল্য নহে।১—১০। ব্রহ্মহত্যাভয় যাহার আছে, সংসার হইতে ভয় যাহার আছে, সেই ব্যক্তি মুক্তিপ্রকাশিনী কাশীকে কদাচ ছাড়িবে

কর্ম্মবীজানাং যত্র দেহবিসর্জ্জনে। ন জাতুচিৎ-প্ররোহোহস্তি হরদৃষ্ট্যাপ্তশুষ্মণাম্ ॥ ১২ ॥ তাং কাশীং প্রাপ্য বৃত্রারে বৃত্রহত্যাপনুত্তয়ে। সমারাধয় বিশ্বেশং বিশ্বমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১৩ ॥ বৃহস্পতেরিতি বচো নিশম্য স সহস্রদৃক্। আযাদ্রু,তরং কাশীং মহাপাতকঘাতুকাম্ ॥ ১৪ ॥ স্নাত্বোত্তরবহায়াঞ্চ ধর্ম্মেশং পরিতঃ স্থিতঃ। আরধয়ন্মহাদেবং ব্রহ্মহত্যাপনুত্তয়ে ॥ ১৫ ॥ মহারুদ্রজপাসক্তঃ সুত্রামাথ ত্রিলোচনম্। দদর্শ লিঙ্গমধ্যস্থং স্বভাসা দীপিতাম্বরম্ ॥ ১৬ ॥ পুনস্তুষ্টাব বেদোক্তৈ রুদ্র সূক্তৈরনেকধা। বিনিষ্ক্রম্য ততো লিঙ্গাদাবির্ভূয় ভবোহবদৎ ॥ ১৭ ॥ শচীপতে প্রসন্নোহস্মি বরং বরয় সুব্রত। কিং দেয়ং ক্রতমাখ্যাহি ধর্ম্মপীঠকৃতাস্পদ ॥ ১৮ ॥ শ্রুত্বেতি দেবদেবস্য সপ্রেমবচনং হরিঃ। সর্ব্বজ্ঞ কিং তেহবিদিতং তমুবাচেতি বৃত্রহা ॥ ১৯ ॥ ততস্তৎ-কৃপয়া ভূয়ো ধর্ম্মপীঠনিষেবণাৎ। নিষ্পাদ্য তীর্থং তত্রেশোহত্র স্নাহীন্দ্রেতি চাব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ তত্রেন্দ্রঃ স্নানমাত্রেণ দিব্যগন্ধোহভবৎ ক্ষণাৎ। অবাপ চ

রুচিং চারুং প্রাক্তনীং শাতযাজ্ঞিকীম্ ॥ ২১ ॥ তদাশ্চর্য্যমথো দৃষ্ট্বা মুনয়ো নারদাদয়ঃ। পরিসম্মুদা যুক্তা ধর্ম্মতীর্থেহঘহারিণি ॥ ২২ ॥ অতর্পয়ন্ পিতৄন্ দিব্যান্ ব্যধুঃ শ্রাদ্ধানি শ্রদ্ধয়া। ধর্ম্মেশং স্নাপয়ামাসুস্তত্তীর্থাম্বুভৃতৈর্ঘটৈঃ ॥ ২৩ ॥ তদা-প্রভৃতি তত্তীর্থং ধর্ম্মাম্বুরিতি বিশ্রুতম্। ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানামক্লেশং ক্ষালনং পরম্ ॥ ২৪ ॥ যৎফলং তীর্থরাজস্য স্নানেন পরিকীর্ত্ত্যতে সহস্রগুণিতং তৎ স্যাদ্ধর্ম্মাম্বুস্নানমাত্রতঃ ॥ ২৫ ॥ গঙ্গাদ্বারে কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো ধর্ম্মতীর্থে তদাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ নর্ম্মদায়াং সরস্বত্যাং গৌতম্যাং সিংহগে গুরৌ। স্নাত্বা যৎফল-মাপ্নোতি ধর্ম্মকূপে তদাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ মানসে পুষ্করে চৈব দ্বারিকে সাগরে তথা। তীর্থে স্নাত্বা ফলং যৎস্যাত্তৎস্যাদ্ধর্ম্মজলাশয়ে ॥ ২৮ ॥ কার্ত্তিক্যাং শূকর-ক্ষেত্রে চৈত্র্যাং গৌরীমহাহ্রদে। শঙ্খোদ্ধারে হরিদিনে যৎফলং তৎফলং ত্বিহ ॥ ২৯ ॥ তীর্থদ্বয়ে প্রতীক্ষন্তে সিস্নাসূন্ পিতরো নরান্। গঙ্গায়াং ধর্ম্মকূপে চ

না। যথায় দেহত্যাগ করিলে প্রাণিগণের শিব-দৃষ্টিপাতবিশুষ্ক কর্ম্মবীজের আর অঙ্কুর হয় না, হে বৃত্রবিনাশন! সেই কাশীতে উপস্থিত হইয়া বৃত্রবধপাপক্ষয়ের নিমিত্ত বিশ্বমুক্তিপ্রদাতা বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর। সহস্রলোচন, বৃহস্পতির এই কথা শুনিয়া মহাপাতকবিনাশিনী কাশীতে অতি শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিয়া ধর্ম্মেশ্বর শিবের নিকট থাকিয়া ব্রহ্মহত্যা অপনোদনের জন্য শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্র একদা, মহারুদ্রমন্ত্র জপ করত লিঙ্গমধ্যে সাক্ষাৎ ত্রিলোচনকে দর্শন করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার তেজে আকাশ উদ্দীপিত হইয়াছে। তখন বেদোক্ত রুদ্রসূক্ত দ্বারা অনেক প্রকারে তাঁহার স্তব ইন্দ্র করিলেন। অনন্তর, শিব, সেই লিঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিলেন,—হে ধর্ম্মপীঠে অবস্থিত, সুব্রত, শচীপতে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বরপ্রার্থনা কর, কি দিব শীঘ্র বল। বৃত্রঘাতী ইন্দ্র, দেবাদিদেবের এই প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—"হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনার অবিদিত কি আছে?" অনন্তর, ঈশ্বর ধর্ম্মপীঠনিষেবণপ্রযুক্ত ইন্দ্রের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, তথায় তীর্থ (কূপ) নিষ্পাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—এইখানে স্নান কর।

ইন্দ্র তথায় স্নানমাত্রে ক্ষণকাল মধ্যে দিব্যগন্ধ-সম্পন্ন হইলেন এবং শতযজ্ঞোপার্জ্জিতা পূর্ব্বতন মনোহর কান্তি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর নারদাদি মুনিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পাপহারী ধর্ম্মতীর্থে সহর্ষে স্নান করিলেন, দিব্যগণের ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলেন, আর সেই তীর্থজলপূর্ণ ঘট দ্বারা ধর্ম্মেশ্বরকে স্নান করাইলেন। অক্লেশে ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহপ্রক্ষালনকর সেই তীর্থ তদবধি ধর্ম্মকূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রয়াগস্নানে যে ফল কথিত আছে, ধর্ম্মাম্বুতীর্থে স্নানমাত্রে তদপেক্ষা সহস্রগুণ ফল হয়; হরিদ্বার কুরুক্ষেত্র এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মতীর্থেও সেই ফল পাওয়া যায়। বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি-কালে নর্ম্মদা, সরস্বতী এবং গোদাবরীতে স্নান করিলে যে ফল পাওয়া যায়, ধর্ম্মকূপস্নানে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। মানস সরোবরে পুষ্করতীর্থে এবং দ্বারকাসম্মিলিত সাগরে স্নান করিলে যে ফল হয়; ধর্ম্মকূপে স্নান করিলে তাহা হইয়া থাকে। কার্ত্তিকপূর্ণিমায় শূকরক্ষেত্রে, চৈত্র-পূর্ণিমায় গৌরী-মহাহ্রদে, একাদশীতে শঙ্খোদ্ধারতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, এই তীর্থে স্নান করিলে সেই ফল। গঙ্গা এবং ধর্ম্মকূপ এই দুই তীর্থে স্নানা-

পিণ্ডনির্ব্বপণাশয়া ॥ ৩০ ॥ পিতামহসমীপে বা ধর্ম্মেশ-স্যাগ্রতোঽথ বা। ফল্গৌ চ ধর্ম্মকূপে চ মাদ্যন্তি প্রপিতামহাঃ ॥ ৩১ ॥ ধর্ম্মকূপে নরৈঃ স্নাত্বা পরিতর্প্য পিতামহান্। গয়াং গত্বা কিমধিকং কর্ত্তা পিতৃমুদাবহম্ ॥ ৩২ ॥ যথা গয়ায়াং তৃপ্তাঃ স্যুঃ পিণ্ডদানে পিতামহাঃ। ধর্ম্মতীর্থে তথৈব স্যুর্ন নূনং নৈব চাধিকম্ ॥ ৩৩ ॥ তে ধন্যাঃ পিতৃভক্তাস্তে প্রীণিতাস্তৈঃ পিতামহাঃ। পৈত্রাদৃণাদ্ধর্ম্মতীর্থে নিষ্কৃতির্যৈঃ কৃতা সুতৈঃ ॥৩৪॥ তত্তীর্থস্য প্রভাবেণ নিষ্পাপোঽভূৎ ক্ষণেন চ। প্রণম্য দেবদেবেশমিন্দ্রোঽগাদমরাবতীম্ ॥ ৩৫ ॥ অপারো মহিমা তস্য ধর্ম্মতীর্থস্য কুম্ভজ। তৎকূপে স্বং নিরীক্ষ্যাপি শ্রাদ্ধদানফলং লভেৎ ॥ ৩৬ ॥ অত্রাপি কাকিনীমাত্রং যচ্ছেৎ পিতৃমুদে নরঃ। অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি ধর্ম্মপীঠপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র যো ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যতিনোঽথ তপস্বিনঃ। সিক্থে সিক্থে লভেৎ সোঽথ বাজপেয়ফলং স্ফুটম্ ॥ ৩৮ ॥ প্রাপ্যামরাবতীং শক্রস্ততো দিবিষদাং পুরঃ। ধর্ম্মপীঠস্য মাহাত্ম্যং মহৎকাষ্ঠামবর্ণয়ৎ ॥৩৯॥ আগত্য পুনরপ্যত্র শম্ভোরানন্দকাননে। মুনিবৃন্দারকৈঃ সার্দ্ধং লিঙ্গমস্থাপয়দ্ধরিঃ ॥ ৪০ ॥ তারকেশাৎ পশ্চিমত ইন্দ্রেশ্বরমিতীরিতম্। তস্য সন্দর্শনাৎ পুংসামৈন্দ্রলোকো ন দূরতঃ ॥ ৪১ ॥ তদ্দক্ষিণে শচীশশ্চ স্বয়ং শচ্যা প্রতিষ্ঠিতঃ। শচীশার্চ্চনতঃ স্ত্রীণাং সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ তৎসমীপে-হস্তি রম্ভেশো বহুসৌখ্যসমৃদ্ধিদঃ। ইন্দ্রেশ্বরস্য পরিতো লোকপালেশ্বরোঽপরঃ ॥ ৪৩ ॥ তদর্চ্চনাৎ প্রসীদন্তি লোকপালাঃ সমৃদ্ধিদাঃ। ধর্ম্মেশাৎ পশ্চিমাশায়াং ধরণীশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তদ্দর্শনেন ধৈর্য্যং স্যাদ্রাজ্যে রাজকুলাদিষু ॥ ৪৪ ॥ ধর্ম্মেশ্বা-দ্দক্ষিণে পূজ্যং তত্ত্বেশাখ্যং পরং নরৈঃ। তত্ত্বজ্ঞানং প্রবর্ত্তেত তল্লিঙ্গস্য সমর্চ্চনাৎ ॥ ৪৫ ॥ ধর্ম্মেশাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বৈরাগ্যেশং সমর্চ্চয়েৎ। নির্বৃত্তিশ্চেতসস্তস্য লিঙ্গস্য স্পর্শনাদপি ॥ ৪৬ ॥ জ্ঞানেশ্বরং তথৈশান্যাং জ্ঞানদং সর্ব্বদেহিনাম্। ঐশ্বর্য্যেশমুদীচ্যাঞ্চ লিঙ্গাদ্ধর্ম্মেশ্বরাচ্ছুভাৎ ॥ ৪৭ ॥

তিলাষী নরগণের পিতৃগণ, পিণ্ডদানের আশায় প্রতীক্ষা করেন। ব্রহ্মার সমীপে, ধর্ম্মেশ্বরের সম্মুখ, ফল্গুতীর্থ এবং ধর্ম্মকূপ পিতৃগণের আনন্দ-স্থান। মানব, ধর্ম্মকূপে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলে, গয়াতে গিয়া পিতৃগণের তদধিক আনন্দাবহ কার্য্য কি করিতে পারে? পিতৃগণ গয়ায় পিণ্ড দিলে যেরূপ তৃপ্ত হন, ধর্ম্মতীর্থে পিণ্ড দিলেও সেইরূপ তৃপ্ত হন; ন্যূনাধিক্য নাই। যে সকল সন্তানেরা ধর্ম্মতীর্থে পিতৃকার্য্য করিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই পিতৃভক্ত এবং তাহারাই পিতৃলোকের প্রীতি-সম্পাদক। ইন্দ্র সেই তীর্থের প্রভাবে ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইলেন; অনন্তর দেবদেবকে প্রণাম করিয়া অমরাবতীতে গমন করিলেন। হে কুম্ভযোনে! সেই ধর্ম্মতীর্থের অপার মহিমা! সেই ধর্ম্মকূপে আত্মপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করলেও শ্রাদ্ধদানের ফলপ্রাপ্তি হয়। মানব তথায় পিতৃগণের প্রীতির জন্য কুড়িটী কড়িমাত্র প্রদান করিলেও ধর্ম্মপীঠের প্রভাবে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি তথায় ব্রাহ্মণ, যতি অথবা তপস্বীদিগকে ভোজন করায়, তাহার প্রতিঅন্নকণায় সম্পূর্ণ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তি হয়। ইন্দ্র তথা হইতে অমরাবতীতে গিয়া দেব-গণের নিকট ধর্ম্মপীঠের মহামাহাত্ম্য বর্ণন করি-লেন ।১—৩৯। ইন্দ্র, পুনরায় দেবতা ও মুনিগণের সহিত আনন্দকাননে আসিয়া লিঙ্গস্থাপনা করিলেন। তারকেশলিঙ্গের পশ্চিমে ইন্দ্রেশ্বর নামে বিখ্যাত লিঙ্গ আছেন, সেই শিবলিঙ্গের দর্শনে মনুষ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে স্বয়ং শচীর প্রতিষ্ঠিত শচীশলিঙ্গ অবস্থিত! শচীশলিঙ্গ পূজা করিলে স্ত্রীগণের অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়। শচীশ্বরলিঙ্গের সমীপে বহুসৌখ্যসমৃদ্ধিপ্রদ রম্ভে-শ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। ইন্দ্রেশ্বরলিঙ্গের সমীপে লোক-পালেশ্বর নামে আর এক লিঙ্গ আছেন, লোকপালে-শ্বরলিঙ্গের পূজা করিলে, লোকপালগণ প্রসন্ন হইয়া সমৃদ্ধি প্রদান করেন। ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গের পশ্চিম দিকে ধরণীশ নামে বিখ্যাত লিঙ্গ আছেন; তাঁহার দর্শনমাত্রে রাজ্য এবং রাজকুলাদির মধ্যে ধৈর্য্য-লাভ হয়। ধর্ম্মেশ্বরের দক্ষিণে তত্ত্বেশ নামে বিখ্যাত পরম লিঙ্গ অবস্থিত, মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিবে; সেই লিঙ্গের সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। ধর্ম্মেশলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বৈরাগ্যেশলিঙ্গের পূজা করিবে। সেই লিঙ্গের স্পর্শ করিলেও হৃদয়ের নির্ব্বৃতি লাভ হয়। ধর্ম্মেশ্বরের ঈশানকোণে সর্ব্বপ্রাণিগণের জ্ঞানপ্রদ জ্ঞানেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। মঙ্গলময় ধর্ম্মে-শ্বর লিঙ্গের উত্তরদিকে ঐশ্বর্য্যেশলিঙ্গ অবস্থিত।

তদ্দর্শনাত্তবেন্নৃণামৈশ্বর্য্যং মনসেপ্সিতম্। পঞ্চবক্ত্রস্ত রূপাণি লিঙ্গান্যেতানি কুম্ভজ ॥ ৪৮ ॥ এতান্তবন্তং সংসেব্য নরঃ প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্। অত্রৈব যদ্বৃত্তং তদাখ্যামি মুনে শৃণু ॥ ৪৯ ॥ যচ্ছ্রুত্বাপি নরো ঘোরে সংসারাব্ধৌ ন মজ্জতি। কদম্বশিখরো নাম বিন্ধ্যপাদো মহানিহ ॥ ৫০ ॥ দমস্ত পুত্রস্তত্রাসীদ্দুর্দ্দমো নাম পার্থিবঃ। পিতর্য্যুপরতে রাজ্যং সম্প্রাপ্যাবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫১॥ হরেৎ পুরন্ধ্রীঃ প্রসভং পৌরাণাং কামমোহিতঃ। অসাধবঃ প্রিয়াস্তস্য সাধবোঽপ্রিয়তাং যযুঃ ॥ ৫২ ॥ অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়াঞ্চক্রে দণ্ড্যেষ্বাসীৎ পরাঙ্মুখঃ। সদৈব মৃগয়াশীলঃ সোঽভূন্মৃগয়ুসঙ্গতঃ ॥ ৫৩ ॥ বিবাসিতাঃ স্ববিষয়াত্তেন সন্মতিদায়িনঃ। ধর্ম্মাধিকারিণঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ করদীকৃতাঃ ॥ ৫৪ ॥ পরদারেষু সন্তুষ্টঃ স্বদারেষু পরাঙ্মুখঃ। আনর্চ্চ জাতুচিন্নৈব দেবৌ দুঃখান্তকারিণৌ ॥ ৫৫ ॥ হারিণৌ সর্ব্বপাপানাং সর্ব্ববাঞ্ছিতদায়িনৌ। সর্ব্বেষাং জগতীসারৌ শ্রীকণ্ঠং শ্রীপতীপতী ॥ ৫৬ ॥ স্বপ্রজানামেক উদিতো ধূমকেতুরিবাপরঃ। দুর্দ্দমো নাম ভূপালঃ ক্ষয়ায়াকাণ্ড এব হি ॥ ৫৭ ॥ স কদাচিন্মৃগয়ুভিঃ পাপর্দ্ধিব্যসনাতুরঃ। সার্দ্ধং বিবেশারণ্যানি গৃষ্টিপৃষ্ঠানুগো হয়ী ॥ ৫৮ ॥ একাকী দৈবযোগেন দুর্দ্দমঃ সোঽবনীপতিঃ। ধন্বী তুরঙ্গমারূঢ়োঽবিশদানন্দকাননম্ ॥ ৫৯ ॥ স বিলোক্যাথ সর্ব্বত্র পাদপানবকেশিনঃ। সুচ্ছায়াংশ্চ সুবিস্তারান্ গতশ্রম ইবাভবৎ ॥ ৬০ ॥ সুগন্ধেন সুশীতেন সুমন্দেন সুবায়ুনা। ক্ষণং সংবীজিতো রাজা পল্লবব্যজনৈঃ কুজৈঃ ॥ ৬১ ॥ কেবলং মৃগয়াজাতস্তৎখেদো ন ব্যপাব্রজৎ। আজন্মজনিতঃ খেদো নিরগাত্তদ্বনেক্ষণাৎ ॥ ৬২ ॥ মধ্যেবনং স চাপশ্যৎপ্রাসাদং চুম্বিতাম্বরম্। মহারত্নশলাকানাং রম্যমেকমিবাকরম্ ॥ ৬৩ ॥ অথাবরুহ্য তুরগাৎ স ভূপালোঽতিবিস্মিতঃ। ধর্ম্মেশমণ্ডপং প্রাপ্য স্বাত্মানং প্রশশংস হ ॥ ৬৪ ॥ ধন্যোঽস্ম্যহং প্রসন্নোঽস্মি ধন্যে মেঽদ্য বিলোচনে। ধন্যমদ্যতনং চাহর্যদপশ্যমিমাং ভুবম্ ॥ ৬৫ ॥ পুনর্নিনিন্দ চাত্মানং ধর্ম্মপীঠপ্রভাবতঃ। ধিগ্মাং দুর্জ্জনসংসর্গং ত্যক্তসজ্জনসঙ্গমম্ ॥ ৬৬ ॥ অস্তু-

---

ঐশ্বর্য্যেশলিঙ্গের দর্শন মাত্রে মানবগণের মনোভীষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। হে কুম্ভযোনে! ঐ সকল লিঙ্গ সাক্ষাৎ পঞ্চবক্ত্রস্বরূপ। মনুষ্য ইঁহাদিগকে সেবা করিলে অবশ্য নিত্যপদ প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! তথায় আর একটী ঘটনা হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণ করিলে মানব আর সংসারসাগরে নিমগ্ন হয় না। এই স্থলে কদম্বশিখর নামে বিন্ধ্যগিরির প্রকাণ্ড প্রত্যন্তপর্ব্বত আছে। তথায় দমরাজার পুত্র দুর্দ্দম নামে অজিতেন্দ্রিয় রাজা পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য পাইয়া কামমোহ বশতঃ পুরবাসিগণের পুরন্ধ্রীদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে লাগিল। অসাধুগণ তাহার প্রিয় হইল, সাধুগণ অপ্রিয় হইল। সে অদণ্ড্যদিগকে দণ্ড দিতে লাগিল, দণ্ডার্হদিগের প্রতি দণ্ডদানে পরাঙ্মুখ হইল। সেই রাজা ব্যাধগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা মৃগয়া করিতে লাগিল। সদ্বুদ্ধিদাতা ব্যক্তিদিগকে আপনার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। দুর্দ্দম, শূদ্রদিগকে ধর্ম্মাধিকারী করিল, ব্রাহ্মণদিগের কর গ্রহণ করিল। পরদারে সন্তুষ্ট সেই রাজা আপনার পত্নীগণের প্রতি বিমুখ হইল। দুঃখান্তকারী, সর্ব্বপাপহারী, সর্ব্বাভীষ্টদাতা, জগতের সার, সকলের নাথ, দেবদেব হরিহরকে কখন সে পূজা করে নাই। দুর্দ্দম নামে ভূপাল স্বীয় প্রজাগণের অসময়ে ক্ষয়ের জন্য যেন আর এক ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত হইল। ৪০—৫৭

একদা পাপৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যসনবিমোহিত সেই রাজা, অশ্বারোহণে গৃষ্টির (একবার প্রসূতা গাভী) পশ্চাৎ অনুসরণ করত ব্যাধগণের সহিত অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তার পর ধনুর্দ্ধর অশ্বারূঢ় অবনীপতি দুর্দ্দম দৈবযোগে একাকী আনন্দকাননে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর রাজা দুর্দ্দম, সুচ্ছায়াসম্পন্ন সুবিস্তৃত ফলহীন বৃক্ষসমূহ সর্ব্বত্র অবলোকন করিয়া যেন শ্রমহীন হইল। বৃক্ষগণ রাজাকে পল্লবব্যজনের সুগন্ধ সুশীতল সুমন্দ উত্তম সমীরণে ব্যজন করিতে লাগিল। সেই বনদর্শনে রাজার আজন্মসঞ্চিত খেদ দূর হইল, কেবল মৃগয়াজনিত খেদ তাঁহার দূর হইল না। রাজা, বনমধ্যে মহারত্নমালাকার অদ্বিতীয় আকার সদৃশ, রমণীয়, আকাশচুম্বী প্রাসাদ অবলোকন করিল। অনন্তর সেই রাজা অতি বিস্ময় সহকারে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক ধর্ম্মেশমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার প্রশংসা করিতে লাগিল, আমি ধন্য হইলাম; আমি প্রসন্ন হইলাম; আমার নয়নযুগল আজ ধন্য হইল; আজিকার দিন ধন্য, যেহেতু আমি আজ এই স্থান অবলোকন করিলাম। ধর্ম্মপীঠের প্রভাবে আম

বেগকরং মূঢ়ং প্রজাপীড়নপণ্ডিতম্। পরদারপর-দ্রব্যাপহর্ত্তা সুখমানিনম্॥ ৬৭॥ অদ্যাবধ্যম গতং বৃথা জন্মাল্পমেধসঃ। ধর্ম্মস্থানানীদৃশানি যদ্দৃষ্টানি ন কুত্রচিৎ॥ ৬৮॥ এবং বহু বিনিন্দ্যাত্মং নত্বা ধর্ম্মেশ্বরং বিভুম্। আরুহ্যাশ্বং যযৌ রাজা দুর্দ্দমো বিষয়ং স্বকম্॥ ৬৯॥ ততোঽমাত্যান সমাহূয় ক্রমায়াতাং-শ্চিরন্তনান্। নবীনান্ পরিনির্ব্বাস্য পৌরাংশ্চাপি সমাহ্বয়ৎ॥ ৭০॥ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্কৃত্য তেভ্যো বৃত্তীঃ প্রদায় চ। পুত্রে রাজ্যং সমারোপ্য প্রজা ধর্ম্মে নিবেশ্য চ॥ ৭১॥ পরিদণ্ড্য চ দণ্ডার্হান্ সাধূংশ্চ পরিতোষ্য চ। দারানপি পরিত্যজ্য বিষয়েষু পরাঙ্মুখঃ॥ ৭২॥ সমাগচ্ছদথৈকাকী কাশীং শ্রেয়ো-বিকাসিনীম্। ধর্ম্মেশ্বরং সমারাধ্য কালান্নির্ব্বাণ-মাপ্তবান্॥ ৭৩॥ ধর্ম্মেশদর্শনান্নিত্যং তথাভূতঃ স দুর্দ্দমঃ। বভূব দমিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রান্তে মোক্ষঞ্চ লব্ধ-বান্॥ ৭৪॥ ইত্থং ধর্ম্মেশমাহাত্ম্যং ময়া স্বল্পং নিরূ-পিতম্। ধর্ম্মপীঠস্য মাহাত্ম্যং সম্যক্কো বেদ কুম্ভজ॥ ৭৫॥ ইদং ধর্ম্মেশ্বরাখ্যানং যঃ শ্রোষ্যতি নরোত্তমঃ। আজন্ম সঞ্চিতাৎ পাপাৎ স মুক্তো ভবতি ক্ষণাৎ॥ ৭৬॥ শ্রাদ্ধকালে বিশেষেণ ধর্ম্মেশাখ্যানমুত্তমম্। শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ধীমান্ পিতৃণাং তৃপ্তিকারণম্॥ ৭৭॥ ধর্ম্মাখ্যানমিদং শৃণ্বন্নপি দূরস্থিতঃ সুধীঃ। সর্ব্ব-পাপৈর্বিনির্ম্মুক্তো গন্তান্তে শিবমন্দিরম্॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মেশ্বরাখ্যানং নামৈকাশীতি-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ। বীরেশস্য মহেশান শ্রূয়তে মহিমা মহান্। পরাং সিদ্ধিং পরাপেতুস্তত্র সিদ্ধাঃ পরঃশতাঃ॥ ১॥ কথমাবির্ভবস্তস্য কাশ্যাং লিঙ্গ-বরস্য তু। আশুসিদ্ধিপ্রদস্যেহ তন্মে ব্রূহি জগৎ-পতে॥ ২॥ মহেশ্বর উবাচ। নিশাময় মহাদেবি বীরেশাবির্ভবং পরম্। যং শ্রুত্বাপি নরঃ পুণ্যং প্রাপ্নোতি বিপুলং শিবে॥ ৩॥ আসীদমিত্র-

---

প্রাপ্ত হইয়া রাজা পুনরায় আত্মনিন্দা আরম্ভ করিল। আমায় ধিক্! আমি দুর্জ্জন-সংসর্গে সজ্জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি; আমি প্রাণিগণের উদ্বেগকারী, আমি মূঢ়, আমি প্রজাপীড়নে পণ্ডিত; আমায় ধিক্। আমি পরদার, পরদ্রব্য হরণ করিয়া আপনাকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করি। আজ পর্য্যন্ত আমার জন্ম বিফলে গিয়াছে, আমি অল্পবুদ্ধি; যেহেতু ঈদৃশ ধর্ম্মস্থান সকল কোথাও দেখি নাই। রাজা দুর্দ্দম এইরূপে বহু আত্মনিন্দা করিয়া ধর্ম্মেশ্বর প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক অশ্বারোহণে স্বরাজ্যে গমন করিল। অনন্তর রাজা পরম্পরা-গত প্রাচীন অমাত্যগণকে আহ্বান করিল, নবীন মন্ত্রীদিগকে দূর করিয়া দিল, পৌরগণকে আহ্বান করিল, ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিল; প্রজাগণকে ধর্ম্মে স্থাপন করিল। সেই রাজা দণ্ডার্হদিগকে দণ্ড দিল, সাধু গণকে পরিতুষ্ট করিল। অনন্তর রাজ্যভার পুত্রে প্রদান করিয়া বিষয়-বনিতাদিপরাঙ্মুখ হইয়া একাকী মঙ্গলবিকাশিনী কাশীতে সমাগত হইল। অনন্তর ধর্ম্মেশ্বরের আরাধনা করিয়া যথাকালে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। সেই দুর্দ্দম পূর্ব্বে তাদৃশ ভয়ঙ্কর প্রকৃতি থাকিলেও ধর্ম্মেশ্বরের দর্শনমাত্র জিতেন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ হইল এবং অন্তে মোক্ষলাভ করিল। হে কুম্ভযোনে! ধর্ম্মেশ্বরের মাহাত্ম্য অল্পমাত্র আমি নিরূপণ করিয়াছি। ধর্ম্মেশ্বরের সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য কে জানিতে পারে? ধর্ম্মেশ্বরের এই উপাখ্যান যে নরোত্তম শ্রবণ করে, আজন্মসঞ্চিত পাপ হইতে ক্ষণমধ্যে তাহার মুক্তি লাভ হয়। ধীমান ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে এই ধর্ম্মেশের উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন, তাহাতে পিতৃগণের তৃপ্তি হইবে। কাশীর দূরে থাকিয়াও সুবুদ্ধি ব্যক্তি, এই ধর্ম্মাখ্যান শ্রবণ করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে শিবপুরে গমন করে। ৫৮—৭৮।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! বীরেশ্বরের বিপুল মহিমা শুনিতে পাই; এমন কি, কত শত শত নর তাঁহার প্রসাদে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছেন। এক্ষণে, আশুসিদ্ধিদাতা সেই বীরেশ্বর-লিঙ্গের কিরূপে কাশীতে আবির্ভাব হইল, হে জগৎ-পতে! তাহা আমায় বলুন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! বীরেশ্বরের পরম আবির্ভাবকথা শ্রবণ কর। অয়ি শিবে! ইহা শুনিলে মনুষ্য বিপুল

জিন্নাম রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ। ধার্ম্মিকঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ৪ ॥ যশোধনো বদান্যশ্চ সুধীর্ব্রাহ্মণসেবতঃ। সদৈবাবভৃথস্নানপরিক্লিন্ন-শিরোরুহঃ ॥ ৫ ॥ বিনীতো নীতিসম্পন্নঃ কুশলঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বিদ্যাব্ধিপারদৃশ্বা চ গুণবান্ গুণিবৎসলঃ ॥ ৬ ॥ কৃতজ্ঞো মধুরালাপঃ পাপকর্ম্মপরাঙ্মুখঃ। সত্যবাক্ শৌচনিলয়ঃ স্বল্পবাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ রণাঙ্গনে কৃতান্তাভঃ সভ্যাবাংশ্চ সদোহজিরে। কামিনীকামকেলিজ্ঞো যুবাপি স্থবিরপ্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥ ধর্ম্মার্থৈর্দ্ধিতকোষশ্চ সমৃদ্ধবলবাহনঃ। সুভগশ্চ সুরূপশ্চ সুমেধাঃ সুপ্রজাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥ স্থৈর্য্যধৈর্য্য-সমাপন্নো দেশকালবিচক্ষণঃ। মান্যমানপ্রদো নিত্যং সর্ব্বদূষণবর্জ্জিতঃ ॥ ১০ ॥ বাসুদেবাঙ্ঘ্রিযুগলে চেতোবৃত্তিং নিধায় সঃ। চকার রাজ্যং নির্দ্বন্দ্বং বিষ্বগীতিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১ ॥ অলঙ্ঘ্যশাসনঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ। অভুনক্ প্রচুরান্ ভোগান্ সমস্তান্বিষ্ণুসাৎকৃতান্ ॥ ১২ ॥ হরেরায়তনান্যুচ্চৈঃ প্রতিসৌধং পদে পদে। তস্য রাজ্যে সমভবন্মহা-ভাগ্যনিধেঃ শিবে ॥ ১৩ ॥ গোবিন্দ গোপ গোপাল গোপীজনমনোহর। গদাপাণে গুণা-তীত গুণাঢ্য গরুড়ধ্বজ ॥ ১৪ ॥ কেশিহৃৎ কৈটভারাতে কংসারে কমলাপতে। কৃষ্ণ কেশব কঞ্জাক্ষ কীনাশভয়নাশন ॥ ১৫ ॥ পুরুষোত্তম পাপারে পুণ্ডরীকবিলোচন। পীতকৌশেয়বসন পদ্মনাভ পরাৎপর ॥ ১৬ ॥ জনার্দ্দন জগন্নাথ জাহ্নবীজলজন্মভূঃ। জন্মিনাং জন্মহরণ জঞ্জপূকাঘ-নাশন ॥ ১৭ ॥ শ্রীবৎসবক্ষঃ শ্রীকান্ত শ্রীকর শ্রেয়-সান্নিধে। শ্রীরঙ্গ শার্ঙ্গকোদণ্ড শৌরে শীতাংশু-লোচন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যারে দানবারাতে দামোদর দুরন্তক। দেবকীহৃদয়ানন্দ দন্দশূকেশ্বরেশয় ॥ ১৯ ॥ বিষ্ণো বৈকুণ্ঠনিলয় বাণারে বিষ্টরশ্রবঃ। বিষ্বক্-সেন বিরাধারে বনমালিন্ বনপ্রিয় ॥ ২০ ॥ ত্রিবি-ক্রম ত্রিলোকীশ চক্রপাণে চতুর্ভুজ। ইত্যাদীনি পবিত্রাণি নামানি প্রতিমন্দিরম্ ॥ ২১ ॥ স্ত্রীবৃদ্ধবাল-গোপালবদনোদীরিতানি তু। শ্রূয়ন্তে যত্র কুত্রাপি রম্যাণি মধুবিদ্বিষঃ ॥ ২২ ॥ সুরসাকান-

---

পুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে শিবে! অমিত্রজিৎ নামে একজন ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রজারঞ্জনপর, যশস্বী, বদান্য, সুবুদ্ধি ও ব্রাহ্মণসেবী রাজা ছিলেন। তাঁহার মস্তকস্থ কেশকলাপ অবভৃথস্নানে সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকিত। তিনি বিনীত, নীতিজ্ঞ, সকল কর্ম্মে দক্ষ, বিদ্যাসাগরের পারদর্শী, গুণসম্পন্ন, গুণি-গণের প্রিয়, কৃতজ্ঞ ও মধুরালাপী ছিলেন। তিনি পাপকার্য্য হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহার বাক্য সত্য ও পরিমিত ছিল। তিনি শৌচের আবাস-ভূমি, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভীক, যুদ্ধভূমে শত্রুগণের কৃতান্তস্বরূপ ও সভাস্থলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। কামকেলিশাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যুবা হইলেও বৃদ্ধজনের প্রিয় ছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেন। তাঁহার সৈন্য ও হস্ত্যশ্বাদি বাহন অপরিমেয় ছিল। তিনি সৌম্যদর্শন, রূপবান, মেধাবী সৎপুত্রসম্পন্ন, স্থির ধীরপ্রকৃতি, দেশকালজ্ঞ, মান্যব্যক্তির সম্মাননাকারী ও সর্ব্বথা দোষবর্জ্জিত ছিলেন। তিনি বাসুদেবের চরণযুগলে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, অপ্রতি-হতপ্রভাবে নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভয় ছিল না। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শ্রীমান্ অমিত্রজিৎ সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও ভোগরাশি বিষ্ণুকে উৎসর্গ করিয়া ভোগ করিতেন। সেই মহাভাগ্যশালী রাজার রাজ্যমধ্যে প্রতিপদক্ষেপে উচ্চ বিষ্ণুমন্দির প্রতি-গৃহসংলগ্ন ছিল। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র 'হে গোবিন্দ, হে গোপ, হে গোপাল, হে গোপীজনের চিত্তচোর, হে গদাপাণে, হে গুণাতীত, হে গুণাঢ্য, হে গরুড়ধ্বজ, হে কেশিনিসূদন, হে কৈটভারাতে, হে কংসারে, হে কমলাপতে, হে কৃষ্ণ, হে কেশব, হে নলিনাক্ষ, হে মৃত্যুভয়নাশন, হে পুরুষোত্তম, হে পাপারে, হে পুণ্ডরীকলোচন, হে পীতকৌষেয়-বসন, হে পদ্মনাভ, হে পরাৎপর হে জনার্দ্দন, হে জগন্নাথ, হে জাহ্নবীজল-জন্মনিধান, হে জীবের জন্মক্লেশহারিন্, হে যজ্ঞকারিগণের পাপনাশন, হে হে শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল, হে শ্রীকান্ত, হে শ্রীকর, হে শ্রেয়োনিধে, হে শ্রীরঙ্গ, হে শার্ঙ্গপাণে, হে সৌরে, হে শীতাংশুলোচন, হে দৈত্যারে, হে দানব-রিপো, হে দামোদর, হে দুরন্তক, হে দেবকীহৃদয়া-নন্দ, হে দন্দশূকেশ্বরেশয়, হে বিষ্ণো, হে বৈকুণ্ঠ-নিলয়, হে বিষ্টরশ্রবঃ, হে বিষ্বক্সেন, হে বিরাধারে, হে বনমালিন্, হে বনপ্রিয়, হে ত্রিবিক্রম, হে ত্রিলোক-পতে, হে চক্রপাণে, হে চতুর্ভুজ—" ইত্যাদি মধুরিপুর পবিত্র মধুর নাম প্রতিগৃহে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও গোপালমুখে উচ্চারিত হইতে শ্রুতিগোচর হইত। প্রতিগৃহে তুলসীকানন বিরাজমান ছিল।

নাস্তেব বিলোক্যন্তে গৃহে গৃহে। চরিত্রাণি বিচিত্রাণি পবিত্রাণ্যদ্বিজাপতেঃ॥ ২৩॥ সৌধভিত্তিষু দৃশ্যন্তে চিত্রকৃন্নির্ম্মিতানি তু। ঋতে হরিকথয়াস্ত নান্যা বার্ত্তা নিশম্যতে॥ ২৪॥ হরিনা নৈব বিধ্যন্তে হরিনামাংশধারিণঃ। তস্য রাজ্ঞো ভয়াদ্ব্যাধৈররণ্যসুখচারিণঃ॥ ২৫॥ ন মৎস্যা নৈব কমঠা ন বরাহাশ্চ কেনচিৎ। হন্যন্তে ক্বাপি তদ্ভীত্যা মৎস্যমাংসাশিনাপি বৈ॥ ২৬॥ অপ্যুত্তানশয়াস্তস্য রাষ্ট্রে মিত্রজিতঃ ক্বচিৎ। স্তনপানং ন কুর্ব্বন্তি সম্প্রাপ্য হরিবাসরম্॥ ২৭॥ পশবোঽপি তৃণাহারং পরিত্যজ্য হরের্দিনে। উপোষণপরা জাতা অন্যেষাং কা কথা নৃণাম্॥ ২৮॥ মহামহোৎসবঃ সর্ব্বৈঃ পুরৌকোভিবিতন্যতে। তস্মিন্ প্রশাসতি ভুবং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥ ২৯॥ স এব দণ্ড্যোঽভূত্তস্য রাজ্ঞো মিত্রজিতঃ ক্ষিতৌ। যো বিষ্ণুভক্তিরহিতঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি॥৩০॥ অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ। সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সম্বভুঃ॥ ৩১॥ শুভানি যানি কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তেঽনুদিনং জনৈঃ। বাসুদেবে সমর্প্যন্তে তানি তৈরফলেপ্সুভিঃ॥৩২॥ বিনা মুকুন্দং গোবিন্দং পরমানন্দমচ্যুতম্। নান্যো জপ্যেত মন্যেত ন ভজ্যেত জনৈঃ ক্বচিৎ॥ ৩৩॥ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ কৃষ্ণ এব পরা গতিঃ। কৃষ্ণ এব পরো বন্ধুস্তস্যাসীদবনীপতেঃ॥ ৩৪॥ এবং তস্মিন্ মহীপালে রাজ্যং সম্যক্ প্রশাসতি। একদা নারদঃ শ্রীমাংস্তং দিদৃক্ষুঃ সমাযযৌ॥ ৩৫॥ রাজ্ঞা সমর্চ্চিতঃ সোঽথ মধুপর্কবিধানতঃ। নারদো বর্ণয়ামাস তমমিত্রজিতং নৃপম্॥ ৩৬॥ নারদ উবাচ। ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি মান্যোঽপ্যসি দিবৌকসাম্। সর্ব্বভূতেষু গোবিন্দং পরিপশ্যন্ বিশাম্পতে॥ ৩৭॥ যো বেদপুরুষো বিষ্ণুর্যজ্ঞপুরুষো হরিঃ। যোঽন্তরাত্মাস্য জগতঃ কর্ত্তা হর্ত্তাবিতাবিভুঃ॥ ৩৮॥ তন্ময়ং পশ্যতো বিশ্বং তব ভূপালসত্তম। দর্শনং প্রাপ্য শুভদং শুচিত্বমগমং পরম্॥ ৩৯॥ এক এব হি সারোঽত্র সংসারে ক্ষণভঙ্গুরে। কমলাকান্তপাদাব্জভক্তিভাবোঽখিলপ্রদঃ॥ ৪০॥ পরিত্যজ্য হি যঃ সর্ব্বং বিষ্ণুমেকং সদা ভজেৎ। সুমেধসং ভজন্তে তং পদার্থাঃ সর্ব্ব এব হি॥ ৪১॥ হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যং গতান্যহো। স এব স্থৈর্য্যমাপ্নোতি ব্রহ্মাণ্ডেঽতীব-

চিত্রকরনির্ম্মিত কমলাপতির পবিত্র বিচিত্রচরিত্র সৌধভিত্তিতে পরিদৃশ্যমান হইত। হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা শ্রবণপথের পথিক হইত না। ভাগবান্ হরির নামগন্ধ আছে বলিয়া ব্যাধগণ সেই রাজার ভয়ে হরিণদিগকে বধ করিত না; সুতরাং সেই হরিণগণ অরণ্যে সুখে চিরণ করিত। কোন ব্যক্তি মৎস্যমাংসাশী হইলেও তাঁহার ভয়ে মৎস্য, কূর্ম্ম বা বরাহ বধ করিত না। সেই অমিত্রজিৎ রাজার রাজ্যমধ্যে একাদশী তিথিতে দুগ্ধপোষ্য বালকেরাও স্তন্যপান করিত না, মনুষ্যের কথা দূরে থাক, পশু পর্য্যন্তও তৃণাহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকিত। তাঁহার রাজ্যশাসনকাল পুরবাসিবর্গ মহামহোৎসবে হরিবাসর যাপন করিত। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিশূন্য, তাহারই তিনি প্রাণদণ্ড ও অর্থদণ্ডবিধান করিতেন। তদীয় রাজ্যে অন্ত্যজ জাতিও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শঙ্খচক্রধারণপূর্ব্বক দীক্ষিত ব্রাহ্মণের ন্যায় শোভা ধারণ করিত। লোকে প্রতিদিন যে সমুদয় শুভকর্ম্ম করিত, তাহারা নিষ্কামভাবে সেই সমুদয় কর্ম্মফল বাসুদেবে অর্পণ করিত। পরম আনন্দময় ভগবান্ মুকুন্দ ব্যতীত, তাহাদিগের জপনীয়, নমস্য ও আরাধ্য আর কোন দেবতা ছিল না। সেই রাজার কৃষ্ণই পরম দেবতা, কৃষ্ণই পরমগতি ও কৃষ্ণই পরম বন্ধু ছিলেন। ১—৩৪। এইরূপে নৃপতি অমিত্রজিৎ যথাবিধি রাজ্য পালন করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীমান্ দেবর্ষি নারদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারবাসনায় সমাগত হইলেন। রাজা যথাবিধি মধুপর্কাদি দানে তাঁহার অর্চনা করিলে দেবর্ষি নারদ সেই অমিত্রজিৎ রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—হে নরপতে! তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, তুমি দেবগণেরও মান্য। যখন তুমি সর্ব্বভূতে ভগবান্ গোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাক। হে রাজশ্রেষ্ঠ! যিনি বেদপ্রতিপাদ্য পুরুষ বিষ্ণু; যিনি যজ্ঞেশ্বর হরি, যিনি এই জগতের অন্তরাত্মা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, ও পালয়িতা, সেই বিষ্ণুময় জগৎ, তুমি দর্শন করিয়া থাক,—তোমার শুভদর্শনে আমি অদ্য পরম পবিত্র হইলাম। এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে সর্ব্বকল্যাণদাতা কমলাকান্তের পাদকমলে ভক্তিভাবই একমাত্র সার পদার্থ আছে। যে ধীসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত পদার্থই হস্তগত হয়। যাহার বিষয়েন্দ্রিয় সকল হৃষীকেশের প্রতি স্থিরভাবাপন্ন,

চঞ্চলে ॥ ৪২ ॥ যৌবনং ধনমায়ুষ্যং পদ্মিনী জলবিন্দুবৎ। অতীব চপলং জ্ঞাত্বাচ্যুতমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ বাচি চেতসি সর্ব্বত্র যস্য দেবো জনার্দ্দনঃ। স এব সর্ব্বদা বন্দ্যো নররূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৪ ॥ নির্ব্যাজপ্রণিধানেন শীলয়িত্বা শ্রিয়ঃপতিম্। পুরুষোত্তমতাং কো ন প্রাপ্তবানিহ ভূতলে ॥ ৪৫ ॥ অনয়া বিষ্ণুভক্ত্যা তে সন্তুষ্টেস্ম্যিয়মানসঃ। উপকর্ত্তুমনা ব্রূয়াং তন্নিশাময় ভূপতে ॥ ৪৬ ॥ বালা বিদ্যাধরসুতা নাম্না মলয়গন্ধিনী। ক্রীড়ন্তী পিতুরাক্রীড়ে হৃতা কঙ্কালকেতুনা ॥ ৪৭ ॥ কপালকেতুপুত্রেণ দানবেন বলীয়সা। আগামিন্যাং তৃতীয়ায়াং তস্যাঃ পাণিগ্রহঃ কিল ॥ ৪৮ ॥ পাতালে চম্পকাবত্যাং নগর্য্যাং সাস্তি সাম্প্রতম্। হাটকেশাৎ সমাগচ্ছংস্ত্বহং সাশ্রুনেত্রয়া ॥ ৪৯ ॥ দৃষ্টঃ প্রণম্য বিজ্ঞপ্তো যথা তচ্ছ নিশাময়। ব্রহ্মচারিন্মুনিশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনশৈলতঃ ॥ ৫০ ॥ বালক্রীড়নকাসক্তাং মোহয়িত্বা নিনায় সঃ। কঙ্কালকেতুর্দুর্বৃত্তো দুর্জ্জয়োঽস্যাস্ত্রঘাততঃ ॥ ৫১ ॥ স্বস্য ত্রিশূলঘাতেন ম্রিয়তে নান্যথা রণে। জগৎ পর্য্যাকুলীকৃত্য নিদ্রাত্যত্র বিনির্ভয়ঃ ॥ ৫২ ॥ যদি কোঽপি কৃতজ্ঞো মাং হত্বেমং দুষ্টদানবম্।—মদস্ত্রেণ ত্রিশূলেন নয়েন্তদ্রং ভবেন্নরঃ ॥ ৫৩ ॥ যদ্যুপচিকীর্ষুস্ত্বং রক্ষ মাং দুষ্টদানবাৎ। মমাপি হি বরো দত্তো ভগবত্যা মহামুনে ॥ ৫৪ ॥ বিষ্ণুভক্তো যুবা ধীমান্ পুত্রি ত্বাং পরিণেষ্যতি। আতৃতীয়াতিথি যথা তদ্বাক্যং তথ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥ তথা নিমিত্তমাত্রং ত্বং ভব যত্নং সমাচর। ইতি তদ্বচনাদ্রাজন্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণম্। যুবানঞ্চাপি ধীমন্তং ত্বামনুপ্রাপ্তবানহম্ ॥ ৫৬ ॥ তদ্গচ্ছ কার্য্যসিদ্ধ্যৈ ত্বং হত্বা তং দুষ্টদানবম্। আনয়াশু মহাবাহো শুভাং মলয়গন্ধিনীম্ ॥৫৭॥ সা তু বিদ্যাধরী জীবেদ্বিলোক্য ত্বাং নরেশ্বর। পার্ব্বতীবচনাদ্দুষ্টং ঘাতয়িষ্যত্যযত্নতঃ ॥ ৫৮ ॥ ইতি নারদবাক্যং স নিশম্যামিত্রজিন্নৃপ। অনল্পোৎকলিকো জাতো বিদ্যাধরসুতাং প্রতি ॥ ৫৯ ॥ উপায়ঞ্চাপি পপ্রচ্ছ গন্তুং তাং চম্পকা-

সেই ব্যক্তিই অতিচঞ্চল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, ধন, যৌবন ও আয়ুকে নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায় অতি চঞ্চল বিবেচনা করিয়া একমাত্র ভগবান্ অচ্যুতের শরণাপন্ন হইবে। যে ব্যক্তি ভগবান্ জনার্দ্দনের নাম মুখে উচ্চারণ ও হৃদয়ে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি মনুষ্যরূপী জনার্দ্দন ;—তাহাকে সর্ব্বদা বন্দনা করা কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীতে অকপট ধ্যানযোগে শ্রীপতি বিষ্ণুকে সাক্ষাৎকার করিয়া তোমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি না পুরুষোত্তম হইয়াছে? হে ভূপতে! তোমার ঈদৃশ বিষ্ণুভক্তি দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া আমি এক্ষণে তোমার যে উপকার করিতে মানস করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মলয়গন্ধিনী নামে এক বালা বিদ্যাধরের কন্যা পিতার উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময়ে কপালকেতুর পুত্র কঙ্কালকেতু নামক এক অতি বলশালী দানব তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। আগামী তৃতীয়া তিথিতে তাহার পাণিগ্রহণ হইবে। সে এক্ষণে পাতালে চম্পকাবতী নগরীতে অবস্থান করিতেছে। আমি হাটকেশ্বরের নিকট হইয়া আসিতেছি, ইত্যবসরে সেই কন্যা সাশ্রুনয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি বাল্যক্রীড়ায় নিরত ছিলাম, এই অবকাশে কঙ্কালকেতু আমায় গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে হরণ করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে। যুদ্ধে অন্যবিধ অস্ত্রের আঘাতে সে অজেয় ; কেবল মাত্র পুনঃপুনঃ ত্রিশূলাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে, অন্যথা—নহে। সেই দানব জগৎ ব্যাকুল করিয়া নির্ভয়ে অন্যত্র নিদ্রা যাইতেছে ৩৫—৫২। যদি কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেই ত্রিশূলাঘাতে এই দুষ্ট দানবকে বিনাশ করিয়া আমাকে সদ্য লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার ভাল হইবে। হে ব্রহ্মচারিন্! যদি আপনার উপকার করিবার বাসনা থাকে, তবে দুষ্ট দানব হইতে আমায় রক্ষা করুন। হে মহর্ষে! দেবী ভগবতী আমায় এই বর প্রদান করিয়াছেন যে, 'হে পুত্রি! তোমাকে একজন বিষ্ণুভক্ত বুদ্ধিমান্ যুবক তৃতীয়া তিথির মধ্যে বিবাহ করিবে। যাহাতে ভগবতীর এই বাক্য যথার্থ হয়, আপনি তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হউন,—তজ্জন্য চেষ্টা করুন।" হে রাজন্! তাহার এই বাক্য শুনিয়া আপনাকে ধীসম্পন্ন বিষ্ণুভক্ত-যুবক দেখিয়া আমি ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব, হে মহাবাহো! কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্বর প্রস্থান করুন ও দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া কল্যাণী মলয়গন্ধিনীকে আনয়ন করুন। হে নরেশ্বর। সেই বিদ্যাধরী আপনাকে দেখিবামাত্র পার্ব্বতীবাক্য স্মরণ করিয়া অবলীলাক্রমে দুরাত্মার বিনাশসাধন করিয়া দিবে। তখন মহর্ষি

বর্ত্তীম্। নারদেন পুনঃ প্রোক্তঃ স রাজা গিরিরাজজে ॥৬০॥ তূর্ণমর্ণবমাসাদ্য পূর্ণিমাদিবসে নৃপ। ভবান্ দ্রক্ষ্যতি পোতস্থঃ কল্পবৃক্ষং রথস্থিতম্ ॥ ৬১ ॥ তত্র দিব্যাঙ্গনা কাচিদ্দিব্যপর্য্যঙ্কসংস্থিতা। বীণাবাদায় গায়ন্তী গাথাং গাস্যতি সুস্বরম্ ॥ ৬২ ॥ যৎকর্ম্ম বিহিতং যেন শুভং বাথ শুভেতরম্। স এব ভুঙ্ক্তে তত্তথ্যং বিধিসূত্রনিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ৬৩ ॥ গাথামিমাং সা সঙ্গীয় সরথা সমহীরুহা। সপর্য্যঙ্কা ক্ষণাদেব মধ্যেসিন্ধু প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৬৪ ॥ ভবানপ্যবিশঙ্কঃ ততঃ পোতান্মহার্ণবে। তামনুব্রজতু ক্ষিপ্রং যজ্ঞবারাহযাত্ববন্ ॥ ৬৫ ॥ ততো দ্রক্ষ্যসি পাতালে নগরীং চম্পকাবতীম্। মহামনোহরাং রাজন্ সহিতাং বালয়ানয়া ॥ ৬৬ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দেবি স চতুর্ম্মুখনন্দনঃ। রাজাপ্যর্ণবমাসাদ্য যথোক্তং পরিলক্ষ্য চ ॥ ৬৭ ॥ বিবেশান্তঃসমুদ্রঞ্চ নগরীমাসসাদ তাম্। সাথ বিদ্যাধরী বালা নেত্রপ্রাঘুণকীকৃতা ॥৬৮ তেন রাজ্ঞা ত্রিজগতীসৌন্দর্য্যশ্রীরিবৈকিকা। পাতালদেবতেয়ং বা মম নেত্রোৎসবায় কিম্ ॥ ৬৯ ॥ নিরণায়ি মধুদ্বেষ্ট্রা স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিলক্ষণা। [illegible]ভয়াদেষা কান্তিশ্চান্দ্রমসী কিমু ॥ ৭০ ॥ যোবিদ্রূপং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠতেহত্রাকুতোভয়া। ইত্থং ক্ষণং তাং নির্ব্বর্ণ্য স রাজাগাত্তদন্তিকম্ ॥ ৭১ ॥ সা বিলোক্যাথ তং বালা নিতরাং মধুরাকৃতিম্। বিশালোরঃস্থলতলং প্রলম্বতুলসীস্রজম্ ॥ ৭২ ॥ শঙ্খচক্রাব্জসুভগভুজদ্বয়বিরাজিতম্। হরিনামাক্ষরসুধাসুধৌতরদনাবলীম্ ॥ ৩ ॥ ভবানীভক্তিবীজোত্থং ভুরুহং পুরুষাকৃতিম্। মনোরথফলৈঃ পূর্ণমাসীদ্ধৃষ্টতনূরুহা ॥ ৭৪ ॥ দোলাপর্য্যঙ্কমুৎসৃজ্য হ্রীভরানম্রকন্ধরা। বেপথুং চ পরিষ্টভ্য বালা প্রোবাচ ভূপতিম্ ॥ ৭৫ ॥ কস্ত্বমত্র কৃতাস্তস্থ ভবনং মধুরাকৃতে। প্রাপ্তো মে মন্দভাগ্যায়াশ্চেতোবৃত্তিং নিরুন্ধয়ন্ ॥ ৭৬ ॥ যাবন্নায়াতি সুভগ স কঠোরতরাকৃতিঃ। অতিপর্য্যাকুলীকৃত্য ত্রিলোকীং দানবো মুহুঃ ॥ ৭৭ ॥ কঙ্কালকেতুর্দ্দুর্বৃত্তস্ত্ববধ্যঃ পরহেতিভিঃ। তাবদ্গুপ্তং সমাতিষ্ঠ শস্ত্রাগারেঽতিগহ্বরে ॥ ৭৮ ॥ ন মে কন্যাব্রতং ভক্তুং স সমর্থ উমাবরাৎ। আগামিন্যাং তৃতীয়ায়াং পরশ্বঃ পাণি-

---

নারদের এই বাক্য শুনিয়া রাজা অমিত্রজিৎ বিদ্যাধরকন্যালাভের জন্য অতীব চঞ্চল হইলেন এবং চম্পকাবতী-নগরে গমনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে গিরীন্দ্রকন্যে! পুনরায় নারদ সেই রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! পূর্ণিমাদিনে পোত আরোহণ করিয়া সমুদ্রে শীঘ্র উপস্থিত হইলে তুমি দেখিবে, একটী রথের উপর কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে; তদুপরি কোন দিব্যাঙ্গনা দিব্যপর্য্যঙ্কে নিষণ্ণ হইয়া বীণা লইয়া মধুর স্বরে এই গান করিতেছে যে, "মানব দৈবসূত্রনিয়ন্ত্রিত হইয়া স্বকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফল অবশ্য ভোগ করিয়া থাকে"। এই গান গাহিয়া সেই দিব্যকন্যা বৃক্ষ, রথ ও পর্য্যঙ্কের সহিত ক্ষণকাল মধ্যে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। হে রাজন্! যজ্ঞবরাহ যেমন পৃথিবীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও নিঃশঙ্কচিত্তে পোত হইতে মহাসমুদ্রে তাহার অনুসরণ করিলে, পাতালে সেই কন্যার সহিত পরম রমণীয় চম্পকাবতী নগরী দেখিতে পাইবেন। বিধিনন্দন এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া কথিত [illegible] দর্শন করিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই [illegible] সমাগত হইয়া, ত্রিজগতের একমাত্র সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীস্বরূপা সেই বিদ্যাধরকন্যাকে দেখিলেন ও দেখিয়া মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন, এই কন্যা কি আমার নয়নোৎসবদায়িনী পাতালের অধিদেবতা? অথবা ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম করিয়া ইহাকে সৃজন করিয়াছেন? কিংবা নিশাকরকান্তি, নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমাবস্যা ও রাহুর ভয়ে এই পাতালতলে নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছে? এইরূপ বিতর্ক করিয়া রাজা তাহার নিকট গমন করিলেন।৬৩-৭১ অনন্তর সেই কন্যা অতি মধুরাকৃতি, তুলসীমালায় শোভিত বিশালবক্ষঃস্থল, হস্তদ্বয়ে শঙ্খ চক্র ও পদ্মধারী, হরিনামাক্ষরসুধায় ধৌত দশনশ্রেণীসম্পন্ন, স্বকীয় পার্ব্বতীভক্তিবীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষস্বরূপ সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া পুলকিতশরীর হইল। তখন দোলাপর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাভয়ে গ্রীবা অবনত করিয়া, অঙ্গকম্পন সংবরণপূর্ব্বক রাজাকে বলিল,—হে মধুরাকৃতে! এই অভাগিনীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কে তুমি এই যমপুরীতে আসিয়াছ? হে সৌম্য! কঠোর মনুষ্যাকৃতি, পরশস্ত্রে অবধ্য, সেই দুরাত্মা দানব কঙ্কালকেতু ত্রিভুবন পর্য্যাকুল করিয়া যাবৎ না আইসে, তাবৎ এই শস্ত্রাগারে গহ্বর মধ্যে লুকাইয়া থাক। পার্ব্বতীর বরে আমার কন্যাব্রত নষ্ট হয় নাই। পরশ্ব

পীড়নম্ ॥৭৯॥ সক্তিকীর্ষতি দুষ্টাত্মা গতাসুর্মম শাপতঃ মা ভৈষীস্ত্বং কুরু যুবংস্তৎকার্য্যং ভবিতাচিরম্ ॥ ৮০ ॥ বিদ্যাধর্য্যেতি চোক্তঃ স শস্ত্রাগারে নিগূঢ়বৎ। স্থিতো বীরো মহাবাহুর্দানবাগমনেক্ষণঃ ॥ ৮১ ॥ অথ সায়ং সমায়াতো দানবো ভীষণাকৃতিঃ। ত্রিশূলং কলয়ন্ পাণৌ মৃত্যোরপি ভয়াবহম্ ॥৮২॥ আগত্য দানবো রৌদ্রঃ প্রলয়াম্বুদনিঃস্বনঃ। বিদ্যাধরীং জগাদেতি মদাঘূর্ণিতলোচনঃ ॥ ৮৩ ॥ গৃহাণেমানি রত্নানি দিব্যানি বরবর্ণিনি। কন্যাত্বঞ্চ পরশ্বস্তে পাণিগ্রাহাদপৈষ্যতি ॥ ৮৪ ॥ দাসীনামযুতং প্রাতর্দ্দাস্যামি তব সুন্দরি। আসুরীণাং সুরীণাঞ্চ দানবীনাং মনোহরম্ ॥ ৫৮॥ গন্ধর্ব্বীণাং নরীণাঞ্চ কিন্নরীণাং শতং শতম্। বিদ্যাধরীণাং নাগীনাং যক্ষিণীনাং শতানি ষট্ ॥৮৬॥ রাক্ষসীনাং শতান্যষ্টৌ শতমপ্সরসাং বরম্। এতাস্তে পরিচারিণ্যো ভবিষ্যন্ত্যমলাশয়ে ॥ ৮৭ ॥ যাবৎসম্পত্তিসম্ভারো দিক্‌পালানাং গৃহেষু বৈ। মৎপরিগ্রহতাং প্রাপ্য তাবতস্ত্বমিহেশ্বরী ॥ ৮৮ ॥ দিব্যান্ ভোগান্ ময়া সার্দ্ধং ভোক্ষ্যসে মৎপরিগ্রহাৎ। কদা পরশ্বো ভবিতা যস্মিন্ বৈবাহিকো বিধিঃ ॥ ৮৯ ॥ ত্বদঙ্গসঙ্গসংস্পর্শসুখসন্দোহমেদুরঃ। পরাং নির্বৃতিমাপ্স্যামি পরশ্বো নিকটং যদি ॥ ৯০ ॥ মনোরথাশ্চিরং যাবদ্‌যে মে হৃদি সমেধিতাঃ। তান্ কৃতার্থীকরিষ্যামি পরশ্বস্তব সঙ্গমাৎ ॥ ৯১ ॥ জিত্বা দেবান্ রণে সর্ব্বানিন্দ্রাদীন্ মৃগলোচনে। ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসম্পত্তেস্তাং করিষ্যামি চেশ্বরীম্ ॥ ৯২ ॥ আধায়াঙ্কে ত্রিশূলং স্বে সুষাপেতি প্রলপ্য সঃ। নরমাংসবসাস্বাদপ্রমত্তো বীতসাধ্বসঃ ॥ ৯৩ ॥ বরং স্মরন্তী সা গৌর্য্যা বিদ্যাধরকুমারিকা। বিজ্ঞায় তং প্রমত্তঞ্চ সুসুপ্তং চাতিনির্ভয়ম্ ॥ ৯৪ ॥ আহূয় তং নরবরং বরং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরম্। বিষ্ণুভক্তিকৃতত্রাণং প্রাণনাথেতি জল্প্য চ ॥ ৯৫ ॥ শূলং তদঙ্কাদাদায় গৃহাণেমং জহি দ্রুতম্। ইতি ত্রিশূলং বালাতো বালার্কসদৃশদ্যুতিঃ ॥ ৯৬ ॥ সমাদায় মহাবাহুঃ স তদামিত্রজিন্নৃপঃ। জহর্ষ চ জগাদোচ্চৈর্বালাযাশ্চাভয়ং দিশন্ ॥ ৯৭ ॥ বামপাদপ্রহারেণ তমাতাড্য স নির্ভয়ঃ। সংস্মরংশ্চক্রিণং চিত্তে জগদ্রক্ষামণিং হরিম্ ॥ ৯৮ ॥ জগাদ তিষ্ঠ রে দুষ্ট কন্যাধর্ষণলালস। যুধ্যস্বাত্র ময়া সার্দ্ধং ন সুপ্তং হন্ম্যহং রিপুম্ ॥ ৯৯ ॥

আগামী তৃতীয়া তিথিতে সেই দুরাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছে, কিন্তু মদীয় শাপে সে গতজীবন হইবে। হে যুবক! তুমি তাহার ভয় করিও না। তোমার কার্য্য অচিরে সিদ্ধ হইবে। বিদ্যাধরী এই কথা বলিলে,সেই বীর মহাবাহু রাজা, দানবের আগমনপ্রতীক্ষায় অস্ত্রাগারে লুকাইয়া রহিলেন। অনন্তর সায়ংকালে ভীষণাকৃতি দানব যমেরও ভীতিজনক ত্রিশূল হস্তে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। সেই দানব, আসিয়া প্রলয়কালীন মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে মদঘূর্ণিতলোচনে বিদ্যাধরীকে বলিতে লাগিল,—অয়ি বরবর্ণিনি! এই দিব্য রত্নরাশি গ্রহণ কর; পরশ্ব পাণিগ্রহণ করিলে তোমার কন্যাব্রত অপনীত হইবে। হে সুন্দরি! তোমায় প্রভাতে অযুত দাসী প্রদান করিব। শত শত অসুরী, সুরী, দানবী, গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী, ও মানুষী, —ছয় শত বিদ্যাধরী, যক্ষিণী ও নাগকন্যা,—আটশত রাক্ষসী এবং শত অপ্সরা তোমার পরিচারিকা হইবে। অয়ি মনস্বিনি! আমায় বিবাহ করিলে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের গৃহে যাবৎ সম্পত্তি আছে, সেই সমুদয়ের তুমি অধিকারিণী হইবে; তুমি আমার সহিত দিব্য ভোগে থাকিবে। আহা! কখন্ সেই পরশ্ব হইবে, যেদিন বিবাহ হইলে তোমার অঙ্গস্পর্শে সুখধারায় নিমগ্ন হইয়া পরম আনন্দ ভোগ করিব! আমি হৃদয়ে যে সমস্ত মনোরথ চিরকাল পোসণ করিয়া আসিতেছি, পরশ্ব তোমার সঙ্গমে তাহা চরিতার্থ করিব।৭২—৯১। অয়ি মৃগনয়নে! ইন্দ্রাদি দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তোমাকে ত্রিজগতের ঐশ্বর্য্যসম্পত্তির অধিকারিণী করিব। এইরূপ প্রলাপের পর নরমাংসভক্ষণে প্রসন্নচিত্ত সেই দানব স্বকীয় ত্রিশূল ক্রোড়ে রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রাগত হইল। সেই বিদ্যাধরকুমারী, ভবানীর বর স্মরণ করিয়া ও প্রমত্ত দানবকে অতি নিঃশঙ্কে নিদ্রিত দেখিয়া, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সেই নরবরকে "হে বিষ্ণুভক্তিকৃতত্রাণ! জীবিতেশ্বর!" এই সম্বোধনপূর্ব্বক ডাকিয়া তদীয় অঙ্ক হইতে ত্রিশূল লইয়া তাহা গ্রহণ করিতে ও ঝটিতি তাহাকে বধ করিতে বলিল। তখন মহাবাহু রাজা অমিত্রজিৎ, সেই কন্যার হস্ত হইতে ত্রিশূল লইয়া তাহাকে অভয়দান করিয়া আনন্দে ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি বামপাদ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া, চিত্তে জগৎরক্ষামণি চক্রপাণি হরিকে স্মরণপূর্ব্বক নির্ভয়ে বলিলেন,—রে দুর্ব্বৃত্ত! কন্যাধর্ষক দানব! উঠ; আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি

ইতি সংজ্ঞক্ত্য সম্ভ্রান্ত উত্থায় স দনোঃ সুতঃ। ত্রিশূলং দেহি মে কান্তে প্রোবাচেতি মুহুর্মুহুঃ ॥১০০॥ কোঽয়ং মৃত্যুগৃহং প্রাপ্তঃ কস্ত কৃষ্টোঽদ্য চান্তকঃ। ক আয়ুর্যাদ্যসত্যক্তো যঃ প্রাপ্তো মম গোচরম্ ॥১০১॥ মম প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডকণ্ডূকণ্ডূয়নক্ষমঃ। নাল্পো নরোঽয়ং ভবিতা কিং ত্রিশূলেন সুন্দরি॥ ১০২॥ মা ভৈর্ষে কৌতুকং পশ্য ভক্ষ্যোঽয়ং মম সাম্প্রতম্। কালেন মত্তো ভীতেন স্বয়মবোপঢৌকিতঃ॥ ১০৩॥ ইত্যুক্তা মুষ্টিঘাতেন তেনোচ্চৈর্দনুসূনুনা। হৃদয়ে নিহতো রাজা শিলাতিকঠিনে দ্রুতম্॥ ১০৪॥ স চক্রিণা কৃতত্রাণঃপীড়ামল্পীয়সীমপি। নো বেদ কঠিনো-রস্কস্তৎকরং প্রত্যুতান্বদৎ॥ ১০৫॥ অথ কোপবতা রাজ্ঞা হতো বক্ত্রে চপেটয়া। আঘূর্ণিতশিরাভূমৌ পতিত্বা পুনরুত্থিতঃ॥ ১০৬॥ উবাচ চ বচো ধৈর্য্যমব-লম্ব্য মহাবলী। দানব উবাচ। জ্ঞাতং ন ত্বং মনুষ্যো-ঽসি নৃরূপেণ চতুর্ভুজঃ॥৭॥ আয়াতশ্ছিদ্রমাসাদ্য হন্তুং মাং দানবান্তকঃ॥৮॥ একং বিধেহি মধুভিদ্যদি ত্বং বলবানসি। বিহায়ৈতন্মহচ্ছূলং যুধ্যস্ব মায়্-ধৈর্য্যয়া॥১০৯॥ ত্বয়া কপটরূপেণ বলিনঃ কৈটভাদয়ঃ। ন বলেন হতাঃ সঙ্খ্যে হতা এব ছলেন [illegible]॥ বলিং পাতালমনয়স্ত্বং নুবামনতাং দধৎ [illegible] ভবতা হিরণ্যকশিপুর্হতঃ॥ ১১১॥ [illegible]জটিলরূপেণ লঙ্কেশো বিনিপাতিতঃ। [illegible]বেষমাস্থায় কংসাদ্যা ঘাতিতাস্ত্বয়া॥ ১১২॥ স্ত্রীরূপেণাহরস্ত্বং তু বিপ্রলাপ্যাসুরান্ সুধাম্। যাদোরূপেণ ভবতা শঙ্খাদ্যা নিহতা বহু॥ ১১৩॥ মায়াবিনামগ্রগণ্য সর্ব্বমর্ম্মজ্ঞসাধক। ন ত্বত্তোঽহং বিভেম্যদ্য যদি শূলং বিহাস্যসি॥১১৪॥ অথবাস্তু দৈত্যবচনৈঃ কিমেভিঃ কাতরোচিতৈঃ। ন ত্যক্ষ্যসি ত্রিশূলং ত্বং ত্বন্মাং জেষ্যাম্যহং রণে॥ ১১৫॥ অবশ্যমেব মর্ত্তব্যমদ্য প্রাতঃ শরীরিণা। ত্বৎকরেণ বরং মৃত্যুর্বলেনাপি ছলেন বা॥ ১১৬॥ ইয়ং বিদ্যাধরী কন্যাপ্য ময়া দূষিতা সতী। সাক্ষাৎ শ্রীরেব মন্তব্যা তবার্থং রক্ষিতা ময়া॥ ১১৭॥ ইত্যুক্তো বামদোর্দ্দণ্ডপ্রহারে-ণাতিনিষ্ঠুরম্। নিজঘান দনোঃ সূনুস্তং শিলোচ্চয়-কম্পিনা॥ ১১৮॥ নৃপো বক্ষঃপ্রহারং তং বিষহ্য

নিদ্রিত শত্রুকে আঘাত করি না। এই কথা শ্রবণে সেই দানব সসম্ভ্রমে উঠিয়া, "অয়ি কান্তে! আমার ত্রিশূল দাও" ইহা বারংবার বলিতে লাগিল। "যমপুরীতে এ কে আসিয়াছে? কাহার উপর আজ কৃতান্ত কুপিত হইয়াছে? কাহার পরমায়ুক্ষয় হইয়াছে?—যখন সে আমার কাছে আসিয়াছে। এ ব্যক্তি আমার প্রচণ্ড ভুজকণ্ডূয়ন অপনয়নের যোগ্য নহে। অয়ি সুন্দরি! ইহাকে তুচ্ছ মনুষ্য দেখিতেছি। তবে ত্রিশূলে কাজ নাই; তুমি ভীত হইও না, কৌতুক দর্শন কর, এ ব্যক্তি এক্ষণেই আমার ভক্ষ্য হইবে। স্বয়ং কাল আমা হইতে ভীত হইয়া উপঢৌকনরূপে ইহাকে নিশ্চয় প্রেরণ করিয়াছে।" ইহা বলিয়া সেই দানব, রাজার পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়তলে মুষ্টিপ্রহার করিল। রাজা, ভগবান্ চক্রপাণির কৃপায় স্বল্পমাত্রও বেদনাপ্রাপ্ত হইলেন না, বরং তাহার হস্ত, ব্যথা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর রাজা কুপিত হইয়া তাহার বদনমণ্ডলে চপেটাঘাত করিলেন। তাহাতে সেই মহাবলিষ্ঠ দানব, ঘূর্ণিতমস্তক হইয়া, ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া, ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—আমি এক্ষণে তোমার তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি;—তুমি মনুষ্যরূপী চতুর্ভুজ, ছিদ্রপ্রাপ্ত হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ। হে মধুরিপো! যদি তুমি বলবান্ বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তবে এই মহাশূল পরিত্যাগ করিয়া, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর।৯২—১০৯। তুমি কপটরূপে কৈটভ প্রভৃতি বলবান্ অসুরগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছ। তুমি কপট বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিরাজকে পাতালে লইয়া গিয়াছিলে। তুমি নৃসিংহমূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। তুমি শ্রীরামরূপে লঙ্কেশ্বরকে নিপাত করিয়াছ। তুমি গোপালবেশে কংস প্রভৃতি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরগণকে প্রতারণাপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিয়াছিলে। তুমি কূর্ম্মাদিরূপে শঙ্খাদ অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছ। হে মায়াবিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বান্ত-র্যামিন্, মাধব! তুমি শূল পরিত্যাগ করিলে আমি তোমাকে ভয় করি না। অথবা এইরূপ কাতরোক্তি নিষ্প্রয়োজন। বলে কি ছলে, তোমার হস্তে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। আমি জানি, তুমি কদাচ ত্রিশূল ত্যাগ করিবে না, আমিও তোমাকে রণে পরাস্ত করিতে পারিব না। অদ্য প্রাতে আমায় অবশ্য মরিতে হইবে। এই বিদ্যাধরকন্যার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে, ইহাকেও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বোধ করিবে; আমি তোমার জন্যই ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। এই কথা বলিয়া সেই দানব রাজার

[illegible]। [illegible]চকার তস্যকন্ঠিশূলং তোলয়ন্ [illegible] ॥ ১[illegible] ॥ নিজঘান মহাবাহুঃ স চ প্রাণান্ জহৌ [illegible]। [illegible] কঙ্কাল-কেতুং স নিহত্য সুরকম্পনম্ ॥ ১২০ ॥ বিদ্যাধরীং প্রপশ্যন্তীং প্রাহ হৃষ্টতনূরুহাম্। [illegible]রদস্য মুনের্বাক্যাত্তব সুশ্রোণি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১২১ ॥ কৃতং ময়া কৃতজ্ঞে কিং করবাণ্যধুনা বদ। [illegible]ত্যেতি তস্য সা বাক্যং প্রাহ গম্ভীরচেতসঃ ॥ ১২২ ॥ মলয়গন্ধিন্যুবাচ। অথোদারমতে বীর নিজপ্রাণৈঃ পণীকৃতাম্। কিং মাং পৃচ্ছসি জীবাতো কুলকন্যামদূষিতাম্ ॥ ১২৩ ॥ ইতি ব্রুবত্যাং কন্যায়াং পুনঃ স্বৈরচরো মুনিঃ। অতর্কিতাগমঃ প্রাপ্তো নারদো দেবলোকতঃ ॥ ১২৪ ॥ ততস্তুষতুস্তৌ তু দৃষ্ট্বা তং মুনিসত্তমম্। কৃতপ্রণামৌ মুনিনা পরিবিশ্রাণিতাশিষৌ ॥১২৫॥ পাণিগ্রহেণ বিধিনাভিষিক্তৌ নারদেন তু। জগ্মতুর্নারদাদিষ্টবর্ত্মনা কৃতমঙ্গলৌ ॥১২৬॥ তয়া মলয়গন্ধিন্যা যুতঃ সোঽমিত্রজিন্নৃপঃ। পুরীং বারাণসীং প্রাপ্য পৌরৈর্বিহিতমঙ্গলাম্ ॥ ১২৭ ॥ যদ্বীক্ষণাদপি নরো নারকীং নৈব জাতুচিৎ। গতিমাপ্নোতি মেধাবী তাং পুরীমবিশন্নৃপঃ ॥ ১২৮ ॥ [illegible] পুর্য্যাং প্রবেশং ন লভন্তে বাসবাদয়ঃ। কৈবল্য[illegible] হি তাং পুরীমবিশন্নৃপঃ ॥ ১২৯ ॥ অপি স্মৃত্বা পুরীং যাং বৈ কাশীং ত্রৈলোক্যকাঙ্ক্ষিতাম্। ন নরো লিপ্যতে পাপৈস্তাং বিবেশ স ভূপতিঃ ॥ ১৩০ ॥ যস্যাং পুর্য্যাং প্রবিষ্টো না [illegible]পি পাতকৈঃ। নাভিভূয়েত তাং কাশীং প্রাবিশৎ স বিশাম্পতিঃ ॥ ১৩১ ॥ সাপি বিদ্যাধরী কাশীসমৃদ্ধিং বীক্ষ্য দূরতঃ। নিনিন্দ স্বর্গলোকঞ্চ পাতালনগরীমপি ॥ ১৩২ ॥ প্রাপ্যামিত্রজিতং কান্তং তথা হৃষ্টা ন সা বধূঃ। যথা দৃষ্ট্বাপ্যহো কাশীং পরমানন্দকেতনম্ ॥ ১৩৩ ॥ সা কৃতার্থমিবাত্মানং মন্যমানা মনস্বিনী। তেন পত্যা চ কাশ্যা চ পরাং নির্বৃতিমাযযৌ ॥ ১৩৪ ॥ সোঽপ্যমিত্রজিদাসাদ্য পত্নীং মলয়গন্ধিনীম্। ধর্ম্মপ্রধানং সংসেব্য কামং প্রাপোত্তমং সুখম্ ॥ ১৩৫ ॥ সৈকদা তং পতিং রাজ্ঞী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণম্। রহো বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রে পতিভক্তা সুতার্থিনী ॥ ১৩৬ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। ভূপাভীষ্টতৃতীয়ায়াশ্চরিষ্যামি মহাব্রতম্। যদ্যনুজ্ঞা ভবেদ্ভর্ত্তুঃ পুত্রকামার্পিতপ্রদম্ ॥ ১৩৭ ॥ রাজোবাচ।

বক্ষঃস্থলে অতি নির্দ্দয়ভাবে বামবাহু দ্বারা প্রহার করিল। রাজা সেই বিসম আঘাত সহ্য করিয়া ত্রিশূল উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া প্রহার করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই আঘাতে দানব প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে রাজা অমিত্রজিৎ, দেবগণের হৃদয়কম্পনকারী কঙ্কালকেতুকে বধ করিয়া তদ্দর্শনে পুলকিতশরীরা বিদ্যাধরীকে বলিলেন,—অয়ি সুশ্রোণি! আমি মহর্ষি নারদের বাক্যানুসারে তোমার বাঞ্ছিত কার্য্য করিলাম, এক্ষণে আমায় কি করিতে হইবে বল? তখন বিদ্যাধরী মলয়গন্ধিনী তাঁহার বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিল,—হে বীর, উদারমতে! জীবনদাতঃ! আপনি নিজ প্রাণ পণ করিয়া এই অদূষিত কুলাঙ্গনাকে রক্ষা করিয়াছেন, তবে "কি করিব" এই কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কন্যা এইরূপ বলিতেছে, ইত্যবসরে কামচারী মহর্ষি নারদ, দেবলোক হইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন, পরে সেই মুনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া বিদায় দিলেন। পরে তাঁহারা নারদনির্দ্দিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন। [illegible] মলয়গন্ধিনীর সহিত রাজা অমিত্রজিৎ, বারাণসীপুরীতে উপস্থিত হইলে পুরবাসিগণ মঙ্গলাচরণ করিল। যে পুরী দর্শন করিলে মানব, কদাচ নরকে গমন করে না, যাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না, যাহা মোক্ষদায়িনী, যাহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য পাপপঙ্কে লিপ্ত হয় না ও যাহাতে প্রবেশ করিতে পারিলে পাপরাশি আক্রমণ করিতে পারে না, সেই বারাণসীপুরীতে রাজা প্রবেশ করিলেন। ১২০—১৩০। সেই বিদ্যাধরকন্যাও দূর হইতে সমৃদ্ধিশালিনী কাশীপুরী দর্শন করিয়া স্বর্গ ও পাতাললোককে ধিক্কার দিতে লাগিল। সেই বিদ্যাধরী, রাজা অমিত্রজিৎকে পতিলাভ করিয়া তাদৃশ আনন্দিত হয় নাই, পরমানন্দনিকেতন কাশীধাম দেখিয়া যাদৃশ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাদৃশ পতি ও কাশীধাম লাভে সেই বিদ্যাধরী আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া পরম সুখে নিমগ্ন হইল। সেই রাজাও মলয়গন্ধিনীকে পত্নী লাভ করিয়া ধর্ম্মপ্রধান কাম[illegible] পরসুখ লাভ করিলেন। একদা সাধ্বী পতিভক্তি-পরায়ণা তদীয় মহিষী পতিকে অসাধারণ [illegible] দেখিয়া নির্জ্জনে বলিতে লাগিলেন,—হে ভূপতে! যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে [illegible] আগামিনী অভীষ্টতৃতীয়া তিথিতে [illegible]

দেব্যভীষ্টতৃতীয়ায়াং ব্রতং কীদৃগ্‌ভবেদ্বদ। কা দেবতা তত্র পূজ্যা বিধানং চাপি কিং ফলম্॥ ১৩৮॥ নারী পত্যননুজ্ঞাতা যা ব্রতাদি সমাচরেৎ। জীবন্তী দুঃখিনী সা স্যান্মৃতা নিরয়মৃচ্ছতি॥ ১৩৯॥ ইতি রাজ্ঞোদিতা রাজ্ঞী প্রবক্তুমুপচক্রমে। ইতিকর্ত্তব্যতাং তস্য ব্রতস্য সরহস্যকাম্॥ ১৪০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বীরেশ্বরাবির্ভাবেঽমিত্রজিৎপরাক্রমো-নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮২।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রাজ্ঞ্যুবাচ। অবধেহি ধরানাথ কথয়ামি যথাযথম্। ব্রতস্যাস্য বিধানঞ্চ ফলং চাভীষ্টদেবতাম্॥ ১॥ পুরা পুরঃ শ্রীদপত্ন্যাঃ শ্রীমুখ্যা ব্রহ্মসূনুনা। নারদেন সুতার্থিন্যা ব্রতমেতদুদীরিতম্॥ ২॥ চীর্ণং চাথ তয়া দেব্যা পুত্রোঽভূন্নলকুবরঃ॥ অন্যাভিরপি বহ্বীভিঃ পুত্রাঃ প্রাপ্তা ব্রতাদিতঃ॥ ২॥ বিধিনাপ্যত্র সম্পূজ্যা গৌরী সর্ব্ববিধানবিৎ। স্তনন্ধয়েন সহিতা ধয়ন্তী স্তনমুন্মুখম্॥ ৪॥ মার্গশীর্ষ তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং কলসোপরি। তাম্রপাত্রং নিধায়ৈকং তণ্ডুলৈঃ পরিপূরিতম্॥ ৫॥ অবিচ্ছিন্নং নবীনঞ্চ রজনীরাগরঞ্জিতম্। বাসঃ পাত্রোপরি ন্যস্য সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং পরম্॥ ৬॥ তস্যোপরি শুভং পদ্মং রবিরশ্মিবিকাসিতম্। তৎকর্ণিকায়া উপরি চতুঃস্বর্ণবিনির্ম্মিতম্॥ ৭॥ বিধিং সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা রত্নপট্টাম্বরাদিভিঃ। পুষ্পৈর্নানাবিধৈ রম্যৈঃ ফলৈর্নারঙ্গমুখ্যকৈঃ॥ ৮॥ সুগন্ধৈশ্চন্দনাদ্যৈশ্চ কর্পূরমৃগনাভিভিঃ। পরমান্নাদিনৈবেদ্যৈঃ পক্বান্নৈর্বহুভঙ্গিভিঃ॥ ৯॥ ধূপৈরগুরুমুখ্যৈশ্চ রম্যে কুসুমমণ্ডপে। রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং বিনিদ্রৈঃ পরমোৎসবৈঃ॥ ১০॥ হস্তমাত্রমিতে কুণ্ডে জাতবেদস ইত্যৃচা। ঘৃতেন মধুনাপ্লুত্য জুহুয়াদ্ব্রতবিদ্দ্বিজঃ॥ ১১॥ সহস্রং কমলানাঞ্চ স্মেরাণাং স্বয়মেব হি। নবপ্রসূতাং কপিলাং সুশীলাং চ পয়স্বিনীম্॥ ১২॥ দদ্যাদাচার্য্যবর্য্যায় সালঙ্কারাং সলক্ষণাম্। উপোষ্য দম্পতী ভক্ত্যা নবাম্বরবিভূষিতৌ॥ ১৩॥ প্রাতঃ স্নাত্বা চতুর্থ্যাঞ্চ সম্পূজ্যাচার্য্যমাদৃতঃ। বস্ত্রৈরাভরণৈর্মাল্যৈর্দক্ষিণাভির্মুদান্বিতৌ॥ ১৪॥ সোপস্করাঞ্চ তাং মূর্ত্তিমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ। সমু-

---

করি। রাজা বলিলেন,—হে দেবি! অভীষ্ট-তৃতীয়া তিথিতে কি ব্রত করিতে হয়? সেই ব্রতে কোন্ দেবতা পূজা করিতে হয়, তাহার ফলই বা কি? যে নারী পতির অনুমতি বিনা ব্রতাদি কার্য্য অনুষ্ঠান করে, ইহজীবনে সে দুঃখিনী হয় ও সে দেহান্তে নরকে গমন করে। রাজা এই কথা বলিলে পতিব্রতা রাজ্ঞী, সেই ব্রতে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় তদীয় রহস্য আখ্যান সহকারে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৩২—১৪০।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮২॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

রাজ্ঞী বলিলেন,—হে রাজন্! অবধান করুন; আমি এই ব্রতের বিধান, ফল এবং ইষ্টদেবতা, যথাযথ বলিতেছি। পূর্ব্বকালে পুত্রার্থিনী কুবের-পত্নী শ্রীমুখীর নিকট ব্রহ্মনন্দন নারদ এই ব্রত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই দেবী এই ব্রত করিলে নলকুবর নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। অন্য অনেক স্ত্রীও এই ব্রতের প্রভাবে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। হে সর্ব্ববিধানজ্ঞ! এই ব্রতে [illegible] স্তনপায়ী বালকের সহিত দেবীগৌরীকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিবে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল তৃতীয়াতে কলসের উপর তণ্ডুলপূর্ণ এক তাম্রপাত্র স্থাপন করিয়া, তদুপরি অচ্ছিন্ন, হরিদ্রারাগরঞ্জিত সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্মতর নবীনবস্ত্র স্থাপন করিবে। তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি-বিকাশিত উত্তম পদ্ম রাখিয়া, পদ্মের কর্ণিকার উপর চতুঃসুবর্ণ-নির্ম্মিত ব্রহ্মাকে স্থাপন করিয়া রত্ন, পট্টাম্বর, নানাবিধ রমণীয় পুষ্প, নাগরঙ্গপ্রমুখ ফল, চন্দন, কর্পূর, মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্য পরমান্ন, বিবিধ পক্বান্ন প্রভৃতি নৈবেদ্য এবং অগুরু প্রভৃতি ধূপ দ্বারা ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিবে। রমণীয় কুসুম-মণ্ডপ এই পূজার স্থান হইবে। রাত্রিকালে বিনিদ্র নয়নে মহোৎসবে জাগরণ করিবে। অনন্তর দ্বিজ হস্তমাত্র পরিমাণ কুণ্ডে মন্ত্রাবশেষে ঘৃত-মধুসিক্ত স্বয়ং প্রফুল্ল সহস্র কমল দ্বারা "জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত হোম করিবে। আচার্য্যবরকে অলঙ্কৃতা, সুলক্ষণা, নবপ্রসূতা সুশীলা, দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। ১—১২। দম্পতী উপবাসী থাকিয়া পরদিন চতুর্থীপ্রাতঃকালে স্নানান্তে নূতনবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক আদর এবং আনন্দসহকারে আচার্য্যকে বস্ত্র, আভরণ, মাল্য এবং দক্ষিণা দ্বারা পূজা করিয়া সোপকরণ সেই দেবীমূর্ত্তি আচার্য্যকে

জয়ান্বিয়ং মন্ত্রং ব্রতকৃন্মিথুনং মুদা ॥ ১৫ ॥ নমো বিশ্ববিধানজ্ঞে বিধে বিবিধকারিণি। সুতং বংশকরং দেহি তুষ্টাস্মদ্‌ব্রতাচ্ছুভাৎ ॥১৬॥ সহস্রং ভোজয়িত্বাথ দ্বিজানাং ভক্তিপূর্ব্বকম্। ভুক্তশেষেণ চান্নেন কুর্য্যাদ্বৈ পারণং ততঃ ॥ ১৭ ॥ ইত্থমেতদ্‌ব্রতং রাজংশ্চিকীর্ষামি ত্বয়া সহ। কুরু চৈতৎপ্রিয়ং মহ্যমভীষ্টফললব্ধয়ে ॥ ১৮ ॥ ইতি ভূপালবর্য্যেণ শ্রুত্বা সংহৃষ্টচেতসা। মুনে ব্রতং সমাচীর্ণং সান্তর্ব্বত্নী বভূব হ ॥ ১৯ ॥ তয়াথ প্রার্থিতা গৌরী গর্ভিণ্যা ভক্তিতোষিতা। পুত্রং দেহি মহামায়ে সাক্ষাদ্বিষ্ণ্বংশসম্ভবম্ ॥ ২০ ॥ জাতমাত্রো ব্রজেৎ স্বর্গং পুনরায়াতি চাত্র বৈ। ভক্তঃ সদাশিবেঽত্যর্থং প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বভূতলে ॥ ২১ ॥ বিনৈব স্তন্যপানেন ষোড়শাব্দাকৃতিঃ ক্ষণাৎ। এবম্ভূতঃ সুতো গৌরি যথা মে স্যাত্তথা কুরু ॥ ২২ ॥ মৃডান্যপি তথেত্যুক্তা রাজ্ঞী ভক্ত্যাতিতুষ্টয়া। অথ কালেন তনয়ং মূলর্ক্ষে সাপ্যজীজনৎ ॥ ২৩ ॥ হিতৈরমাত্যৈরথ সা বিজ্ঞপ্তারিষ্টসংস্থিতা। দেবি রাজার্থিনী চেত্ত্বং ত্যজ দুষ্টর্ক্ষজং সুতম্ ॥ ২৪ ॥ সা মন্ত্রিবাক্যমাকর্ণ্য কেবলং পতিদেবতা। অত্যাক্ষীত্তং তথাপ্রাপ্তং তনয়ং নয়কোবিদা ॥ ২৫ ॥ ধাত্রেয়িকাং সমাকার্য্য প্রাহেদং সা নৃপাঙ্গনা। পঞ্চমুদ্রে মহাপীঠে বিকটা নাম মাতৃকা ॥ ২৬ ॥ তদগ্রে স্থাপয়িত্বামুং বালং ধাত্রেয়িকে বদ। গৌর্য্যা দত্তঃ শিশুরসৌ তবাগ্রে বিনিবেদিতঃ ॥ ২৭ ॥ রাজ্ঞ্যা পত্যুঃ প্রিয়ৈষিণ্যা মন্ত্রিবিজ্ঞপ্তিনুন্নয়া। সাপি রাজ্ঞ্যুদিতং শ্রুত্বা শিশুং লাস্তশশিপ্রভম্ ॥ ২৮ ॥ বিকটায়াঃ পুরঃ স্থাপ্য গৃহং ধাত্রেয়িকা গতা। অথ সা বিকটা দেবী সমাহূয় চ যোগিনীঃ ॥ ২৯ ॥ উবাচ নয়ত ক্ষিপ্রং শিশুং মাতৃগণাগ্রতঃ। তাসামাজ্ঞাঞ্চ কুরুত রক্ষতামুং প্রযত্নতঃ ॥ ৩০ ॥ যোগিন্যো বিকটাবাক্যাৎ খেচর্য্যস্তাঃ ক্ষণেন তম্। নিন্যুর্গগনমার্গেণ ব্রাহ্ম্যাদ্যা যত্র মাতরঃ ॥ ৩১ ॥ প্রণম্য যোগিনীবৃন্দং তং শিশুং সূর্য্যবর্চ্চসম্। পুরো নিধায় মাতৄণাং প্রোবাচ বিকটোদিতম্ ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী

দিবে। "হে বিশ্ববিধানজ্ঞে! বিবিধকারিণি! বিধিস্বরূপে! তুমি এই শুভব্রতে পরিতুষ্টা হইয়া বংশকর পুত্র প্রদান কর" ব্রতপরায়ণ দম্পতি তখন সহর্ষে এই অর্থের মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট অন্নদ্বারা পারণ করিবে। হে রাজন্! এই প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতাসম্পন্ন এই ব্রত তোমার সহিত করিতে অভিলাষ করি। অতএব অভীষ্ট ফললাভের জন্য আমার এই প্রিয়কার্য্য কর। হে মুনে! রাজশ্রেষ্ঠ এই কথা শুনিয়া ব্রতাচরণ করিলেন। রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন। গৌরী, মহিষীর ভক্তিতে বড়ই সন্তুষ্টা হইলেন। গর্ভিণী মহিষী তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—হে মহামায়ে! সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত পুত্র আমাকে প্রদান করুন। যে জন্মিবামাত্র স্বর্গে যাইতে পারিবে, পুনরায় এস্থলে আসিতে পারিবে, শিবের প্রতি সতত প্রগাঢ়-ভক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইবে; যে স্তন্য পান না করিয়াই ক্ষণমধ্যে ষোড়শ বৎসরের ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন হইবে, হে গৌরি! এতাদৃশ পুত্র যাহাতে আমার হয়, তাহা করুন। ভক্তিসন্তোষিতা ভবানীও রাজ্ঞীকে বলিলেন,—তাহাই হইবে। অনন্তর রাজ্ঞী যথাকালে মূলানক্ষত্রে এক পুত্র প্রসব করিলেন। তখন হিতৈষী অমাত্যগণ আসিয়া সেই সূতিকাগারস্থিতা রাজ্ঞীকে বলিলেন,—"দেবি! যদি আপনি রাজাকে চাহেন ত এই দুষ্টনক্ষত্র-সম্ভূত পুত্রকে পরিত্যাগ করুন। একমাত্র পতিদেবতা নীতিবিচক্ষণা সেই রাজমহিষী, মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাদৃশ কষ্টলব্ধ সেই পুত্রকেও পরিত্যাগ করিলেন।১৩—২৫। রাজমহিষী ধাত্রীকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন,—ধাত্রি! পঞ্চমুদ্র মহাপীঠে বিকটা নামে 'মাতৃকা' আছেন, তাঁহার সম্মুখে এই বালককে স্থাপন করিয়া বলিবে, "এই গৌরী-প্রদত্ত বালককে রাজার প্রিয়াভিলাষিণী, মন্ত্রিকর্ত্তৃক পুত্রত্যাগে উপদিষ্টা রাজমহিষী, আপনাকেই প্রদান করিলেন।" সেই ধাত্রীও রাজমহিষীর কথা শুনিয়া সেই চারুচন্দ্রপ্রভ শিশুকে বিকটার সম্মুখে স্থাপন করিয়া গৃহে গমন করিল। অনন্তর সেই বিকটাদেবী যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"এই শিশুকে শীঘ্র মাতৃগণসমীপে লইয়া যাও। আর মাতৃগণের আজ্ঞাপালন করিবে এবং প্রযত্নসহকারে এই বালককে, রক্ষা করিবে।" খেচরী যোগিনীরা বিকটার কথায় সেই বালককে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ যথায় অবস্থিত, তথায়, আকাশপথে ক্ষণমধ্যে লইয়া গেলেন। যোগিনীগণ, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বালককে মাতৃগণের সম্মুখে স্থাপন করত বিকটা

রৌদ্রী বারাহী নারসিংহিকা। কৌমারী চাপি মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চৈব চণ্ডিকা ॥ ৩৩॥ দৃষ্ট্বা তং বালকং রম্যং বিকটাপ্রেষিতং ততঃ। পপ্রচ্ছুর্যুগপড্ডিম্ভং কস্তে তাতঃ প্রসূশ্চ কা ॥ ৩৪ ॥ মাতৃভিশ্চেতি পৃষ্টঃ স যদা কিঞ্চিন্ন বক্তি চ। তদা তদ্‌যোগিনীচক্রং প্রাহ মাতৃগণস্ত্বিতি ॥ ৩৫ ॥ রাজ্যযোগ্যো ভবত্যেষ মহালক্ষণলক্ষিতঃ। পুন-স্তত্রৈব নেতব্যো যোগি-ন্যস্ত্ববিলম্বিতম্ ॥ ৩৬ ॥ পঞ্চমুদ্রা মহাদেবী তিষ্ঠতে যত্র কাম্যদা। যস্যাঃ সংসেবনান্নৃণাং নির্ব্বাণশ্রীর-দূরতঃ ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বত্র শুভজন্মিন্যাং কাশ্যাং মুক্তিঃ পদে পদে। তথাপি সবিশেষং হি তৎপীঠং সর্ব্ব-সিদ্ধিকৃৎ ॥ ৩৮ ॥ তৎপীঠসেবনাদস্য ষোড়শাব্দাকৃতেঃ শিশোঃ। সিদ্ধির্ভবিত্রী পরমা বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ ॥ ৩৯ ॥ এবং মাতৃগণাশীর্ভির্যোগিনীভিঃ ক্ষণেন হি। প্রাপিতো মাতৃবাক্যেণ পঞ্চমুদ্রাঙ্কিতং পুনঃ ॥৪০॥ সম্প্রাপ্য তন্মহাপীঠং স্বর্গলোকাদিহাগতঃ। আনন্দকাননে দিব্যং ততাপ বিপুলং তপঃ ॥ ৪১ ॥ তপসাতীব তীব্রেণ নিশ্চলেন্দ্রিয় চেতসঃ। তস্য রাজকুমারস্য প্রসন্নো হ্যভূদুমাধবঃ ॥৪২॥ আবির্বভূব পুরতো লিঙ্গরূপেণ শঙ্করঃ। প্রোবাচ চ প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি নৃপাঙ্গজ ॥ ৪৩॥ স্কন্দ উবাচ। সর্ব্বজ্যোতি-র্ম্ময়ং লিঙ্গং পুরতো বীক্ষ্য বাঙ্ময়ম্। সপ্তপাতাল-মুদ্ভিদ্য স্থিতং বৃহদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥ প্রণম্য দণ্ডবদ্‌-ভূমৌ পরিতুষ্টাব ধূর্জ্জটিম্। সূক্তৈর্জ্জন্মান্তরাভ্যস্তৈঃ সুহৃষ্টো রুদ্রদৈবতৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ। সন্তুষ্টস্তপসা তস্য প্রোবাচ বৃষভধ্বজঃ ॥ ৪৬ ॥ দেবদেব উবাচ। বরং বরয় সন্তপ্ততপসা ক্লেশিতং বপুঃ। ত্বয়েদং বালবপুষা বশীকৃতং মনো মম ॥ ৪৭॥ শিবোক্তঞ্চ সমাকর্ণ্য বরদানং পুনঃপুনঃ। বরঞ্চ প্রার্থয়াঞ্চক্রে পরিহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ৪৮ ॥ কুমার উবাচ। দেবদেব মহাদেব যদি দেয়ো বরো-মম। তদত্র ভবতা স্থেয়ং ভবতাপহৃতা সদা ॥ ৪৯ ॥ অস্মিঁল্লিঙ্গে স্থিতঃ শম্ভো কুরু ভক্তসমীহিতম্। বিনা মুদ্রাদিকরণং মন্ত্রে-ণাপি বিনা বিভো ॥ ৫০ ॥ দিশ সিদ্ধিং পরামত্র দর্শনাৎ স্পর্শনান্নতেঃ। অস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তা মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥৫১॥ সদৈবানুগ্রহস্তেষু কর্ত্তব্যো

দেবীর কথিত বাক্য বলিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডী, এই মাতৃগণ, সেই বিকটা দেবীর প্রেরিত রমণীয়-বালককে অবলোকন করিয়া, সেই বালককে যুগপৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পিতা কে? মাতাই বা কে?" মাতৃগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেও যখন সেই বালক কিছু বলিল না, তখন মাতৃগণ, সেই যোগিনীবৃন্দকে এই কথা বলিলেন,—"মহালক্ষণসম্পন্ন এই বালক, রাজা হইবার যোগ্য। হে যোগিনীগণ! যাঁহার সেবা করিলে, মানবগণের নির্ব্বাণলক্ষ্মী সমীপবর্ত্তিনী হন, সেই কাম্যদায়িনী মহাদেবী পঞ্চমুদ্রা যথায় অবস্থিতা, সেই পীঠেই, অবিলম্বে ইহাকে লইয়া যাও। সর্ব্বত্র শুভকারিণী কাশীতে প্রতিপদেই মুক্তিস্থান। তথাপি সেই পীঠ, সবিশেষে সর্ব্ব-সিদ্ধিকর। এই ষোড়শবর্ষীয়াকৃতি শিশু, সেই পীঠ সেবা করিলে, বিশ্বেশ্বরের পরমানুগ্রহে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" যোগিনীগণ, মাতৃগণের আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত সেই বালককে মাতৃগণের বাক্যানু-সারে পঞ্চমুদ্রাঙ্কিত-পীঠে পুনরায় লইয়া আসিলেন। স্বর্গলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে আগত সেই বালক, আনন্দকাননে সেই মহাপীঠ প্রাপ্ত হইয়া [illegible] করিলেন। নিশ্চলেন্দ্রিয়, নিশ্চলচিত্ত সেই রাজকুমারের অতি তীব্র তপস্যায় উমাপতি প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর শঙ্কর, লিঙ্গরূপে তৎসম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"হে রাজপুত্র! আমি প্রসন্ন হইয়াছি" বর প্রার্থনা কর। স্কন্দ বলিলেন,—অনুগ্রহ বশতঃ সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া উত্থিত সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময় বাঙ্ময় বৃহৎ লিঙ্গ সম্মুখে অবলোকন করিবামাত্র ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রাজপুত্র, জন্মান্তরে অভ্যস্ত রুদ্রদৈবত মন্ত্র দ্বারা আনন্দ-সহকারে সেই শিবকে স্তব করিলেন। অনন্তর তদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট বৃষধ্বজ দেবদেব ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তুমি বর প্রার্থনা কর, তুমি বালকশরীরে দুষ্কর তপোনুষ্ঠানে শরীরকে ক্লেশ দিয়াছ, তাহাতেই আমার মনকে বশ করিয়াছ। শিবের এই প্রকার বারংবার বরদানের কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত-শরীরে রাজকুমার বর প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবদেব, মহাদেব! যদি আমাকে বর দেন ত এই বর দিন, আপনি সংসারতাপবিনাশকরূপে সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন। হে শম্ভো! এই লিঙ্গে অব-স্থিত হইয়া ভক্তগণের অভীষ্ট সম্পাদন করুন। হে প্রভো! এই স্থানে কেবল দর্শন, স্পর্শন ও প্রণাম করিলেই মুদ্রাদি করণ ব্যতীত এবং বিনা-

বর এব মে। ইতি তদ্বরমাকর্ণ্য লিঙ্গরূপোঽবদৎ প্রভুঃ॥ ৫২॥ এবমস্তু যদুক্তং তে বীর বৈষ্ণবসূনুনা। জনেতুর্বিষ্ণুভক্তাচ্চ রাজ্ঞোঽমিত্রজিতো ভবান্॥ ৫৩॥ বিষ্ণ্বংশ এবমুৎপন্নো মম ভক্তিপরায়ণ। বীর বীরেশ্বরং নাম লিঙ্গমেতত্ত্বদাখ্যয়া॥ ৫৪॥ কাশ্যাং দাস্যত্যভীষ্টানি ভক্তানাং চিন্তিতান্যহো। অস্মিল্লিঙ্গে সদা বীর স্থাস্যাম্যদ্য দিনাবধি॥ ৫৫॥ দাস্যামি চ পরাং সিদ্ধিমাশ্রিতেভ্যো ন সংশয়ঃ। পরং ন মহিমানং মে কলৌ কশ্চিচ্চ বেৎস্যতি॥ ৫৬॥ যস্তু বেৎস্যতি ভাগ্যেন স পরাং সিদ্ধিমাপ্স্যতি। অত্র জপ্তং হুতং দত্তং স্তুতমর্চ্চিতমেব বা॥ ৫৭॥ জীর্ণোদ্ধারাদিকরণমক্ষয্যফলহেতুকম্। ত্বং তু রাজ্যং পরং প্রাপ্য সর্ব্বভূপালদুর্লভম্॥ ৫৮॥ ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চ বিপুলানন্তে সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। পুরী বারাণসী রম্যা সর্ব্বস্মিন জগতীতলে॥ ৫৯॥ পুণ্যস্তত্রাপি সম্ভেদঃ সরিতোরসিগঙ্গয়োঃ। ততোঽপি চ হয়গ্রীবং তীর্থং চৈবাতিপুণ্যদম্॥ ৬০॥ যত্র বিষ্ণুর্হয়গ্রীবো ভক্তচিন্তিতমর্পয়েৎ। হয়গ্রীবাচ্চ বৈ তীর্থাদ্গজতীর্থং বিশিষ্যতে॥৬১॥ যত্র বৈ স্নানমাত্রেণ গজদানফলং লভেৎ। কোকাবরাহতীর্থঞ্চ পুণ্যদং গজতীর্থতঃ॥ ৬২॥ কোকাবরাহমভ্যর্চ্চ্য তত্র নো জন্মভাগ্ জনঃ। অপি কোকাবরাহাচ্চ দিলীপেশ্বরসন্নিধৌ॥ ৬৩॥ দিলীপতীর্থং সশ্রেষ্ঠং সদ্যঃ পাপহরং পরম্। ততঃ সগরতীর্থঞ্চ সগরেশসমীপতঃ॥ ৬৪॥ যত্র মজ্জনতো মজ্জেন্ন ভূয়ো দুঃখসাগরে॥ সপ্তসাগরতীর্থঞ্চ শুভং সগরতীর্থতঃ॥ ৬৫॥ সপ্তাব্ধিস্নানজং পুণ্যং যত্র স্নাত্বা নরো লভেৎ। মহোদধীতি বিখ্যাতং তীর্থং সপ্তাব্ধিতীর্থতঃ॥ ৬৬॥ সকৃদ্‌যত্রাপ্লুতো ধীমান দহেদঘমহোদধিম্। চৌরতীর্থং ততঃ পুণ্যং কপিলেশ্বরসন্নিধৌ॥ ৬৭॥ পাপং সুবর্ণচৌর্য্যাদি যত্র স্নাত্বা ক্ষয়ং ব্রজেৎ। হংসতীর্থং ততোঽপীড্যং কেদারেশ্বরসন্নিধৌ॥ ৬৮॥ হংস-স্বরূপী যত্রাহং নয়ামি ব্রহ্মদেহিনঃ॥ ৬৯॥ ততস্ত্রিভুবনাখ্যস্য কেশবস্যাতিপুণ্যদম্। তীর্থং যত্রাপ্লুতা মর্ত্ত্যা মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ন॥ ৭০॥ গোব্যাঘ্রেশ্বরতীর্থঞ্চ ততোঽপ্যধিকমেব হি।

মন্ত্রে পরমা সিদ্ধি প্রদান করুন। যাহারা বাক্য, মন, দেহ এবং কর্ম্মে এই লিঙ্গের ভক্ত, তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই অনুগ্রহ করিবেন, ইহাই আমার বর। তাহার এই কথা শ্রবণে লিঙ্গরূপী প্রভু শিব বলিলেন,—হে বীর! তুমি বৈষ্ণবের পুত্র; যাহা তুমি প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। হে মদীয় ভক্ত নন্দন! বিষ্ণুভক্ত রাজা অমিত্রজিৎ হইতে বিষ্ণুর অংশে তুমি উৎপন্ন। হে বীর! তোমার নামানুসারে এই লিঙ্গের 'বীরেশ্বর' নাম হইল। এই কাশীতে ইনি ভক্তগণের চিন্তিত অভীষ্ট বিষয় সকল দান করিলেন। হে বীর! আমি এই লিঙ্গে অদ্যাবধি থাকিলাম। এই স্থানে থাকিয়া আশ্রিতগণকেও পরমা সিদ্ধি প্রদান করিব। পরন্তু, কলিতে আমার মহিমা বড় একটা কেহ জানিবে না। ভাগ্যক্রমে যে জানিবে, সেই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই স্থান, জপ, হোম, দান, স্তব, পূজা এবং জীর্ণোদ্ধারাদি অক্ষয় ফলের হেতু। তুমি সর্ব্বভূপালদুর্লভ পরমরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার সুখভোগ করিবার পর অন্তে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সকল জগৎগুলের মধ্যে বারাণসী নগরী পুণ্যপ্রদায়িনী; তন্মধ্যে আবার অসি-গঙ্গা-সঙ্গমস্থল পুণ্যজনক। যথায় হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু, ভক্তগণের ইষ্টসিদ্ধি করেন, সেই হয়গ্রীবতীর্থ তদপেক্ষা অতি পুণ্যজনক।২৬—৬০। হয়গ্রীবতীর্থ অপেক্ষা গজতীর্থে অধিক ফল। তথায় স্নান করিলেই গজদানফল হইয়া থাকে। 'কোকাবারাহতীর্থ' গজতীর্থ অপেক্ষা পুণ্যপ্রদ। তথায় কোকাবারাহমূর্ত্তি পূজা করিলে মানবের পুনর্জ্জন্ম হয় না। কোকাবারাহতীর্থ অপেক্ষা দিলীপেশ্বরসকাশে, দিলীপতীর্থ অতিশ্রেষ্ঠ। পরম দিলীপতীর্থ সদ্যঃ পাপ হরণ করে। সগরেশ্বরের সমীপে সাগরতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব আর দুঃখসাগরে মগ্ন হয় না। সাগরতীর্থ অপেক্ষা সপ্তসাগরতীর্থ প্রশস্ত। তথায় স্নান করিলে মানব সপ্তসাগরস্নানজনিত পুণ্য প্রাপ্ত হয়। সপ্তাব্ধিতীর্থ হইতে মহোদধি নামে তীর্থ বিখ্যাত। তথায় একবার স্নান করিলে জ্ঞানী ব্যক্তির পাপরাশি দগ্ধ হয়। কপিলেশ্বরসমীপে চৌরতীর্থ তদপেক্ষা পুণ্যজনক। তথায় স্নান করিলে স্বর্ণচৌর্য্য প্রভৃতি অক্ষয় পাপও বিনষ্ট হয়। কেদারেশ্বরসমীপে হংসতীর্থ, তদপেক্ষাও স্তবযোগ্য। তথায় আমি হংসরূপে থাকিয়া দেহীদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করি। যেখানে স্নান করিলে মানবগণের আর মনুষ্যলোকে আসিতে হয় না, ত্রিভুবনাখ্য কেশবের সেই তীর্থ, হংসতীর্থ অপেক্ষাও অতি পুণ্যজনক। গোব্যাঘ্রেশ্বর তীর্থ অ-

স্বভাববৈরমুৎসৃজ্য যত্রোভৌ সিদ্ধিমাপতুঃ ॥ ৭১ ॥
ততোঽপি হি বরং বীর তীর্থং মান্ধাতৃসংজ্ঞিতম্।
চক্রবর্ত্তিপদং যত্র প্রাপ্তং তেন মহীভুজা ॥ ৭২ ॥
ততোঽপি মুচুকুন্দাখ্যং তীর্থং চাতীবপুণ্যদম্।
যত্র স্নাতো নরো জাতু রিপুভির্নাভিভূয়তে ॥ ৭৩ ॥
পৃথুতীর্থং ততোঽপ্যুচ্চৈঃ শ্রেয়সাং সাধনং পরম্।
পৃথ্বীশ্বরং যত্র দৃষ্ট্বা নরঃ পৃথ্বীপতির্ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥
ততঃ পরশুরামস্য তীর্থং চাতীব সিদ্ধিদম্। যত্র
ক্ষত্রবধাৎপাপাজ্জামদগ্ন্যো বিমুক্তবান্ ॥ ৭৫ ॥
অদ্যাপি ক্ষত্রবধজং পাপং তত্র প্রণশ্যতি। একেন
স্নানমাত্রেণ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতেন চ ॥ ৭৬ ॥ ততোঽপি
শ্রেয়সাং কর্ত্তৃ তীর্থং কৃষ্ণাগ্রজস্য হি। যত্র সূতবধাৎ
পাপাদ্বলদেবো বিমুক্তবান্ ॥ ৭৭ ॥ দিবোদাসস্য বৈ
তীর্থং তত্র রাজ্ঞোঽতিমেধসঃ। তত্র স্নাতো নরো
জাতু ন জ্ঞানাচ্চ্যবতেঽন্ততঃ ॥ ৭৮ ॥ ততোঽপি হি
মহাতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। যত্র ভাগীরথী সাক্ষা-
ন্মূর্ত্তিরূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৭৯ ॥ স্নাত্বা ভাগীরথীতীর্থে
কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানবিৎ। দত্ত্বা দানঞ্চ পাত্রেভ্যো ন
ভূয়ো গর্ভভাগ্ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ হরপাপং চ ভো বীর

তীর্থং ভাগীরথীতটে। তত্র স্নাত্বা ক্ষয়ং যান্তি
মহাপাপকুলান্যপি ॥ ৮১ ॥ যো নিষ্পানেশ্বরং লিঙ্গং
তত্র পশ্যতি মানবঃ। নিষ্পাপো জায়তে বীর সন্ত-
ল্লিঙ্গেক্ষণাৎ ক্ষণাৎ ॥ ৮২ ॥ দশাশ্বমেধতীর্থঞ্চ
ততোঽপি প্রবরং মতম্। দশানামশ্বমেধানাং যত্র
স্নাত্বা ফলং লভেৎ ॥ ৮৩ ॥ ততোঽপি শুভদং
বীর বন্দীতীর্থং প্রচক্ষ্যতে। যত্র স্নাতো নরো
মুচ্যেদপি সংসারবন্ধনাৎ ॥ ৮৪ ॥ হিরণ্যাক্ষেণ
দৈত্যেন বহুশো দেবতাঃ পুরা। বন্দীকৃতা
নিগড়িতাস্তুষ্টুবুর্জগদম্বিকাম্ ॥ ৮৫ ॥ ততো বিশৃঙ্খলী-
ভূতৈর্বন্দিতা যজ্ঞগজনিঃ। তদাপ্রভৃতি বন্দীতি
গীয়তেঽদ্যাপি মানবৈঃ ॥ ৮৬ ॥ বন্দীতীর্থং তু তত্রৈব
মহানিগড়খণ্ডনম্। যত্র স্নাতো বিমুচ্যেত সর্ব্বস্মাৎ
কর্ম্মপাশতঃ ॥ ৮৭ ॥ বন্দীতীর্থং মহাশ্রেষ্ঠং কাশিপুর্য্যাং
বিশাম্পতে। তত্র স্নাতো নরো যায়াদ্বিমুক্তিং দেব্য-
নুগ্রাৎ ॥ ৮৮ ॥ ততোঽপি হি শ্রেষ্ঠতরং প্রয়াগমিতি
বিশ্রুতম্। প্রয়াগমাধবো যত্র সর্ব্বযাগফলপ্রদঃ ॥৮৯॥
ক্ষৌণীবরাহতীর্থঞ্চ ততোঽপি শুভদং পরম্। তত্র
স্নাতো নরো জাতু তির্য্যগ্যোনিং ন গচ্ছতি ॥ ৯০ ॥

পেক্ষা অধিক। এই তীর্থে গো এবং ব্যাঘ্র স্বাভাবিক বৈর পরিত্যাগ করত অবস্থিত হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে বীর! মান্ধাতৃনামক তীর্থ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। রাজা মান্ধাতা সেই স্থানে চক্রবর্ত্তিপদ প্রাপ্ত হন। মুচুকুন্দতীর্থ, তদপেক্ষাও অতি পুণ্যজনক। মানব, তথায় স্নান করিলে কখন শত্রুপরাজিত হয় না। পরম মঙ্গলসাধন, পৃথুতীর্থ, তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সেই তীর্থে পৃথ্বীশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিলে মানব মহীপতি হয়। পরশুরামতীর্থ, তদপেক্ষাও অতি সিদ্ধিপ্রদ। জামদগ্ন্য, সেই তীর্থে ক্ষত্রিয়হত্যাপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত একবার মাত্র স্নানেই ক্ষত্রিয়হত্যাসম্ভূত পাপ তথায় বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণাগ্রজ অর্থাৎ বলরামের তীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বলদেব, সূতহত্যাপাপ হইতে তথায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তথায় অতিমেধা রাজা দিবোদাসের তীর্থ; মানব, তথায় স্নান করিলে অন্তকালে কখন জ্ঞানহীন হয় না। যথায় ভাগীরথী মূর্ত্তিমতী হইয়া অধিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বপাপবিনাশক তীর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। বিধানজ্ঞ ব্যক্তি ভাগীরথীতীর্থে স্নান, শ্রাদ্ধ, এবং সৎপাত্রে দান করিলে পুনর্জন্মভাগী হয় না। হে বীর! ভাগীরথীতীরে কেদারকুণ্ডতীর্থ অবস্থিত; তথায় স্নান করিলে মহাপাতকসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।৭১-৮১। যে মানব, তথায় নিষ্পাপেশ্বরলিঙ্গ অবলোকন করে, সেই লিঙ্গদর্শনপ্রভাবে, ক্ষণমধ্যে সে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। দশাশ্বমেধতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই তীর্থে স্নান করিলে দশ অশ্বমেযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে বীর! বন্দীতীর্থ তদপেক্ষাও প্রশস্ত। মানব, তথায় স্নান করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বকালে, দেবগণ, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য কর্ত্তৃক বহুবার নিগড়বদ্ধ এবং বন্দীকৃত হইয়া জগদম্বাকে স্তব করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবতারা শৃঙ্খলবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় যখন জগদম্বাকে স্তব করেন, মানবেরা তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত 'বন্দীতীর্থ' বলিয়া থাকে। বন্দীতীর্থের ভিতরেই 'মহানিগড়খণ্ডন' তীর্থ। তথায় স্নান করিলেই সর্ব্ববিধ কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। হে রাজন্! কাশীপুরীতে বন্দীতীর্থ মহাশ্রেষ্ঠ; মানব, তথায় স্নান করিলে, দেবীর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করে। যথায় সর্ব্বযাগফলপ্রদ প্রয়াগমাধব বর্ত্তমান, সেই প্রয়াগ নামে বিখ্যাত তীর্থ পূর্ব্বাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। ক্ষৌণীবরাহতীর্থ, তদপেক্ষাও পরম শুভপ্রদ। মানব, তথায় স্নান করিলে

ততঃ কালেশ্বরং তীর্থং বীর শ্রেষ্ঠতরং পরম্ । কলি-কালৌ ন বাধেতে যত্র স্নাতং নরোত্তমম্ ॥ ৯১ ॥ অশোকতীর্থং তত্রৈব ততোহপ্যতিতরাং শুভম্ । যত্র স্নাতো নরো জাতু নাপতেচ্ছোকসাগরে ॥ ৯২ ॥ ততোঽতিনির্ম্মলতরং শুক্রতীর্থং নৃপাঙ্গজ । শুক্র-দ্বারা ন জায়েত যত্র স্নাতো নরোত্তমঃ ॥ ৯৩॥ ততো-হপি পুণ্যদং রাজন্ ভবানীতীর্থমুত্তমম্ । যত্র স্নাত্বা ভবানীশৌ দৃষ্ট্বা নৈব পুনর্ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥ প্রভাস-তীর্থং বিখ্যাতং ততোহপি শুভদং নৃণাম্ । সোমে শ্বরস্য পুরতস্তত্র স্নাতো ন গর্ভভাক্ ॥ ৯৫ ॥ ততো গরুড়তীর্থঞ্চ সংসারবিষনাশনম্ । গরুড়েশং সম-ভ্যর্চ্চ্য তত্র স্নাত্বা ন শোচতি ॥ ৯৬ ॥ ব্রহ্মতীর্থং ততঃ পুণ্যং বীর ব্রহ্মেশ্বরাৎ পুরঃ । ব্রহ্মবিদ্যা-মবাপ্নোতি তত্র স্নানেন মানবঃ ॥ ৯৭ ॥ ততো বৃদ্ধার্ক-তীর্থঞ্চ বিধিতীর্থং ততঃ পরম্ । তত্রাপ্লুতো নরো যাতি রবিলোকং সুনির্ম্মলম্ ॥ ৯৮ ॥ ততো নৃসিংহ-তীর্থঞ্চ মহাভয়নিবারণম্ । কালাদপি কুতস্তত্র স্নাত্বা পুরিবিভেতি চ ॥ ৯৯ ॥ ততোহপি পুণ্যদং নৃণাং তীর্থং চিত্ররথেশ্বরম্ । যত্র স্নাত্বা চ দত্বা চ চিত্র-গুপ্তং ন পশ্যতি ॥ ১০০ ॥ ধর্ম্মতীর্থং ততঃ পুণ্যং ধর্ম্মেশপুরতঃ স্থিতম্ । তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥ ১০১ ॥ বিশালতীর্থং বিমলং বিশালফলদং ততঃ । তত্র স্নাত্বা বিশালাক্ষীং দৃষ্ট্বা গর্ভে ন জায়তে ॥ ১০২ ॥ জরাসন্ধেশতীর্থঞ্চ জরা-সন্ধেশসন্নিধৌ । সংসারজ্বরপীড়াভিস্তত্র স্নাতো ন মুহ্যতি ॥ ১০৩ ॥ ততোহপি ললিতাতীর্থং মহা-সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ । স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা ললিতাং ন দরিদ্রো ন দুঃখভাক্ ॥ ১০৪ ॥ ততো গৌতমতীর্থঞ্চ সর্ব্বপাপ-বিশোধনম্ । স্নাত্বা পিণ্ডান্ বিনির্বাপ্য যত্র শোচতি ন কচিৎ ॥ ১০৫ ॥ গঙ্গাকেশবতীর্থঞ্চ তীর্থঞ্চাগস্ত্য-সংজ্ঞকম্ । ততস্তু যোগিনীতীর্থং ত্রিসন্ধ্যাখ্যং ততঃ পরম্ ॥ ১০৬ ॥ ততস্তু নার্ম্মদং তীর্থং তত আরুন্ধ-তেয়কম্ । বাসিষ্ঠঞ্চ ততস্তীর্থং মার্কণ্ডেয়মনুত্তমম্ ॥ ১০৭ ॥ জ্ঞেয়াস্ত্বেতানি তীর্থানি পুণ্যদান্যুত্তরোত্তরম্ । খুরকর্ত্তরিসংজ্ঞঞ্চ ততস্তীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১০৮ ॥ তত্র শ্রাদ্ধাদিকরণান্নরো মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ । ততো ভগীরথং তীর্থং রাজর্ষেরতিপুণ্যদম্ ॥ ১০৯ ॥

কখন তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয় না। হে বীর! যথায় কৃতস্নান নরোত্তমকে কলি এবং কাল পীড়া দিতে পারে না, সেই কালেশ্বর তীর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠতর। অশোকতীর্থ তদপেক্ষাও অতিশয় শুভ; মানব তথায় স্নান করিলে কদাচ শোকসাগরে পতিত হয় না।। হে রাজপুত্র! শুক্রতীর্থ তদপেক্ষাও অতি নির্ম্মলতর। তথায় কৃতস্নান নরোত্তম, আর শুক্র হইতে জন্মগ্রহণ করে না, অর্থাৎ মুক্ত হয়। রাজন্! উত্তম ভবানীতীর্থ তদপেক্ষাও অতি পুণ্য-জনক। তথায় স্নান এবং ভবানী ও ভবকে অব-লোকন করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। বিখ্যাত প্রভাসতীর্থ মানবগণের তদপেক্ষাও শুভপ্রদ। সোমেশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী সেই তীর্থে স্নান করিলে মানবের আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না! সংসারবিষনাশক গরুড়তীর্থ তদপেক্ষা উত্তম; তথায় স্নান এবং গরুড়েশ্বরের পূজা করিলে আর শোক-প্রাপ্ত হইতে হয় না। হে বীর! ব্রহ্মেশ্বরের সম্মুখে তদপেক্ষা পবিত্র ব্রহ্মতীর্থ; তথায় স্নান করিলে মানব ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধার্কতীর্থ তদপেক্ষা উত্তম; বিধিতীর্থ তাহা হইতেও ভাল। তথায় স্নান করিলে মানব সুনির্ম্মল সূর্য্যলোকে গমন করে। মহাভয়নিবারণ নৃসিংহতীর্থ তদপেক্ষা উত্তম; তথায় স্নান করিলে কাল হইতে ভয় নাই। চিত্ররথেশ্বর তীর্থ মানবগণের পক্ষে তদপেক্ষাও অধিক পুণ্যপ্রদ। তথায় স্নানদান করিলে চিত্র-গুপ্তকে দেখিতে হয় না। ৮২—১০০। ধর্ম্মেশ্বরের সম্মুখে অবস্থিত ধর্ম্মতীর্থ তদপেক্ষা পবিত্র; তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। বিমল বিশালতীর্থ, তদপেক্ষা বিশাল-ফলপ্রদ। তথায় স্নান এবং বিশালাক্ষী দর্শন করিলে, আর গর্ভবাস করিতে হয় না। জরাসন্ধেশ্বর শিবসমীপে জরাসন্ধেশ তীর্থ; তথায় স্নান করিলে, সংসারজ্বরপীড়ায় মুগ্ধ হইতে হয় না। মহা-সৌভাগ্যবর্দ্ধক ললিতাতীর্থ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মানব, তথায় স্নান ও ললিতাদেবীর অর্চ্চনা করিলে, দরিদ্র এবং দুঃখভাগী হয় না। সর্ব্ব-পাপবিশোধন গৌতমতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তথায় স্নান এবং পিণ্ডদান করিলে কখন কোথাও অনু-তাপ করিতে হয় না। গঙ্গাকেশবতীর্থ, অগস্ত্য-তীর্থ, তারপর যোগিনীতীর্থ, তৎপরে ত্রিসন্ধ্যাতীর্থ, তারপর নার্ম্মদতীর্থ, তৎপরে অরুন্ধতীতীর্থ, তাহার পর বসিষ্ঠতীর্থ এবং সর্ব্বোত্তম মার্কণ্ডেয় তীর্থ, এই সকল তীর্থ উত্তরোত্তর অধিক পুণ্যপ্রদ। খুর-কর্ত্তরিনামক তীর্থ, তদপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ; তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে মানব পাপমুক্ত হয়। রাজর্ষি

কল্পান্তমপি যচ্ছেদ্‌যৎকল্পান্তেঽপ্যক্ষয়ং হি তৎ। এতেভ্যোঽপি হি তীর্থেভ্যো লিঙ্গকোটিত্রয়াদপি॥ ১১০॥ বীর বীরেশ্বরং লিঙ্গং মহাশ্রেষ্ঠং ভবিষ্যতি। বীরতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বীরেশং পরিপূজ্য চ॥ ১১১॥ তীর্থেষ্বেতেষু সর্ব্বেষু স্নাতো ভবতি নান্যথা। যস্তু বীরেশ্বরং লিঙ্গং নক্তমভ্যর্চ্চয়িষ্যতি। তেন ত্রিকোটিসঙ্খ্যানি লিঙ্গানীহার্চ্চিতানি বৈ॥ ১১২॥ যস্তু কাময়তে লক্ষ্মীং মুক্তিদাং ভুক্তিদামপি। তেন বীরেশ্বরং লিঙ্গং সংসেব্যমতিযত্নতঃ॥ ১১৩॥ বিধায়ৈকং জাগরণং নরো বীরেশমর্চ্চয়ন্। ভূতায়াং নৈব গৃহ্ণাতি শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্॥ ১১৪॥ ইদং লিঙ্গং সদাভ্যর্চ্চ্যং সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধিকামুকৈঃ। ঐহিকামুষ্মিকান্তস্মাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সমর্থয়েৎ॥ ১১৫॥ পঞ্চামৃতেন স্নপনং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। পলে পলে ফলং তস্য বীরেশে ঘটকোটিজম্॥ ১১৬॥ যদন্যত্র ফলং লিঙ্গে কোটিপুষ্পপ্রদানতঃ। তদেকেনৈব পুষ্পেণ বীরেশে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৭॥ একামপ্যাহুতিং দত্বা বীরেশ্বরসমীপতঃ। কোটিহোমফলং সম্যক্‌নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১১৮॥ সিক্থে সিক্থে চ নৈবেদ্যে কোটিসিক্থফলং লভেৎ। অত্যল্পমপি বীরেশে কৃতমক্ষয়তাং ব্রজেৎ॥ ১১৯॥ অপ্যেকং যো মহারুদ্রং জপেদ্বীরেশসন্নিধৌ। জাপয়েদ্বা ভবেত্তস্য কোটিরুদ্রফলং ধ্রুবম্॥ ১২০॥ ব্রতোৎসর্গাদি বীরেশে যৎকৃতং ব্রতিভির্নৃভিঃ। তৎ কোটিগুণসঙ্খ্যাকং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১২১॥ কৃতা অষ্টৌ নমস্কারা যেন বীরেশ্বরাগ্রতঃ। অষ্টকোটিনমস্কারফলং তস্য ন সংশয়ঃ॥ ২২॥ সর্ব্বাসাং সম্পদাং স্থানমিদং লিঙ্গং ভবিষ্যতি। বীরেশ্বরং ন সন্দেহো বীর মে বরদানতঃ॥ ১২৩॥ জ্ঞানমুৎপৎস্যতে পুংসাং তারকাখ্যং মদাজ্ঞয়া। জীবতামেব তৎ সেব্যমেতল্লিঙ্গং শুভার্থিভিঃ॥ ১২৪॥ এতচ্ছ্রুত্বা পুনঃ প্রাহ বীরোঽমিত্রজিতঃ সুতঃ। প্রণম্য দেবদেবেশং পরিপূর্ণমনোরথঃ॥ ১২৫॥ তীর্থান্যেতানি দেবেশ যান্যুক্তানি মমাগ্রতঃ। কৃপয়া পুনরপ্যেব তদন্যানি বদ প্রভো॥ ১২৬॥ আদিকেশবমারভ্য তত্তীর্থাচ্চ ভগীরথাৎ। যেষাং

ভগীরথের তীর্থ তদপেক্ষা অতি পুণ্যপ্রদ; তথায় অল্পমাত্রও যে-বস্তু প্রদত্ত হয়, তাহা কল্পান্তেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। হে বীর! এই বীরেশ্বরলিঙ্গ, ভূমণ্ডলে যে তিনকোটী লিঙ্গ আছে, তদপেক্ষা এবং এই সমস্ত তীর্থ অপেক্ষাও মহাশ্রেষ্ঠ। বীরতীর্থে স্নান করিয়া বীরেশ্বরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য এই সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ করে। রাত্রিকালে যে ব্যক্তি বীরেশ্বরলিঙ্গের পূজা করে, সে ত্রিকোটীলিঙ্গার্চ্চনার ফল লাভ করে। ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী কমলা দেবীর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিগণ যত্নপূর্ব্বক বীরেশ্বরের সেবা করিবে। চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রিজাগরণ করিয়া, যে ব্যক্তি বীরেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহার আর কখন এই পঞ্চভূতময় শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না। ইঁহার সেবা করিলে, ইহপরকালের সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়। যাঁহারা সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই লিঙ্গেরই সর্ব্বদা সেবা করেন। এই বীরেশ্বরলিঙ্গকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইলে, প্রতিপলে, কোটী-ঘটপূর্ণ জলদানের পুণ্য লাভ করা যায়। কোটী পুষ্প প্রদান করিয়া অন্য লিঙ্গঅর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, এই লিঙ্গকে একটী পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা [illegible] সেই ফল লাভ হয়। কোটী [illegible] ফল লাভ হয়, বীরেশ্বরের নিকট একটী আহুতি প্রদান করিলেও সেই ফল লাভ হয়। কোটী গ্রাস নৈবেদ্যে যে ফল লাভ হয়, বীরেশ্বরকে এক গ্রাস নৈবেদ্য দানেও সেই ফল লাভ হয়। এই বীরেশ্বরের নিকট যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। ১০১—১১৯। এই বীরেশ্বরলিঙ্গের সমীপে একবার মহারুদ্র মন্ত্র জপ করিলে বা করাইলে, কোটীমন্ত্র-জপের ফল লাভ হয়। ব্রতচারিগণ এই লিঙ্গের নিকট ব্রতোৎসর্গাদি করিলে, তাহার কোটীগুণ ফল পাইয়া থাকেন। হে বীর! এই দেবতাকে যে ব্যক্তি আটবার নমস্কার করিবে, তাহার অষ্টকোটীগুণ ফল লাভ হয়। আমার বরপ্রভাবে এই বীরেশ্বর নিঃসন্দেহ সর্ব্বসম্পদের আকর হইবেন। এই বীরেশ্বরলিঙ্গের সেবায়, মনুষ্যগণের জীবিতাবস্থাতেই আমার আজ্ঞায় তারকজ্ঞান জন্মাইবে; অতএব কল্যাণার্থী মনুষ্যগণ, যেন সর্ব্বদাই এই লিঙ্গের সেবা করে। স্কন্দ কহিলেন,—অমিত্রজিৎপুত্র বীর নামক বালক মহাদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনরায় দেবদেব মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে পরমেশ্বর! আমার নিকট যে সকল তীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, ইহা ভিন্ন আদিকেশব হইতে ভগীরথতীর্থ পর্যন্ত

শ্রবণমাত্রেণ নিষ্পাপো জায়তে নরঃ॥ ১২৭॥ ইতি শ্রুত্বা মহেশানো মহীপতনয়োদিতম্। পুনস্তীর্থানি গঙ্গায়াং বক্তুং সমুপচক্রমে॥ ১২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বীরেশ্বরাবির্ভাবপ্রসঙ্গে বিবিধতীর্থ-কীর্ত্তনং নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। আকর্ণয় ক্ষোণিস্মুর যথা স্থাণুব্রচীকরৎ। গঙ্গাবরণয়োঃ পুণ্যাৎ সম্ভেদাত্তীর্থভূমিকাম্॥ ১॥ সঙ্গমে তত্র নিষ্ণাতঃ সঙ্গমেশং সমর্চ্চ্য চ। নরো ন জাতু জননীগর্ভসঙ্গমল্লাপ্নুয়াৎ॥ ২॥ তত্র পাদোদকং তীর্থং যত্র দেবেন শার্ঙ্গিণা। আদৌ পাদৌ ক্ষালিতৌ তু মন্দরাচ্চাগতেন যৎ॥ ৩॥ বিষ্ণুপাদোদকে তীর্থে বারিকার্য্যং করোতি যঃ। ব্যতীতা তেন নিয়তং ভূয়ঃ সংসারিকী গতিঃ॥ ৪॥ কৃতপাদোদকস্নানঃ কৃতকেশবপূজনঃ। বীতসংসারবসতিঃ কাশ্যামাসীয়রোত্তমঃ॥ ৫॥ কাশ্যাং সা ভূমিরুদিষ্টা শ্বেতদ্বীপ ইতি দ্বিজৈঃ। তত্র পুণ্যার্জ্জনং কৃত্বা শ্বেতদ্বীপাধিপো ভবেৎ॥ ৬॥ ততঃ পাদোদকাত্তীর্থাত্তীর্থং ক্ষীরাব্ধিসংজ্ঞকম্। তত্রার্জ্জিতমহাপুণ্যো বসেৎ ক্ষীরাব্ধিরোধসি॥ ৭॥ ক্ষীরোদাদ্দক্ষিণে ভাগে তীর্থং শঙ্খাখ্যমুত্তমম্। তত্র স্নাতো ভবেন্নূনং না শঙ্খাদিনিধেঃ পতিঃ॥ ৮॥ অর্ব্বাক্ চ শঙ্খতীর্থাদ্ধি চক্রতীর্থমনুত্তমম্। সংসারচক্রে ন পতেত্তত্তীর্থজলমজ্জনাৎ॥ ৯॥ গদাতীর্থং তদগ্রে তু সংসারগদনাশনম্। তত্র শ্রাদ্ধাদিকরণাৎ পশ্যেদ্দেবং গদাধরম্॥ ১০॥ পদ্মাকৃৎপদ্মতীর্থং চ তদগ্রে পিতৃতৃপ্তিকৃৎ। তত্র স্নানাদিকরণাৎপ্রাপ্নুয়াদঘসংক্ষয়ম্॥ ১১॥ ততস্তীর্থং মহালক্ষ্ম্যা মহাপুণ্যফলপ্রদম্। তত্রাভ্যর্চ্য মহালক্ষ্মীং নির্ব্বাণকমলাং লভেৎ॥ ১২॥ ততো গারুত্মতং তীর্থং সংসারগরনাশনম্। কৃতোদকক্রিয়স্তত্র বৈকুণ্ঠে বসতিং লভেৎ॥ ১৩॥ ততো নারদতীর্থং চ ব্রহ্মবিদ্যৈককারণম্॥ তত্র স্নানেন মুক্তঃ স্যাদ্দৃষ্ট্বা নারদকেশবম্॥ ১৪॥ প্রহ্লাদতীর্থং

যে সকল প্রধান প্রধান তীর্থ আছে, যাহাদের নামশ্রবণ মাত্রেই মনুষ্যগণের কোন প্রকার পাপ থাকে না, সেই সকল তীর্থের বিষয়ও আমাকে বলুন। অমিত্রজিৎতনয়ের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবদেব গঙ্গামধ্যস্থ তীর্থ সকল কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! গঙ্গা ও বরণার সঙ্গমস্থলে মহাদেব যে সকল তীর্থ সংস্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পবিত্র গঙ্গা-বরণার সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া ভগবান্ আদিকেশবের পূজা করিলে, মনুষ্যগণকে আর গর্ভবাসরূপ ক্লেশ পাইতে হয় না। বিষ্ণুপাদোদক নামক তীর্থে স্নান করিয়া তর্পণাদি করিলে আর সংসারক্লেশ পাইতে হয় না। এই স্থানে মন্দর পর্ব্বত হইতে আগমন করিয়া নারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে চরণদ্বয় প্রক্ষালন করেন। এই তীর্থে স্নান করিয়া আদিকেশবের পূজাপ্রসাদে কাশীস্থ জীব সকল সকলের প্রধান হইতে পারে। শ্বেতদ্বীপতীর্থে পুণ্যকর্ম্ম করিলে, মনুষ্য পরজন্মে শ্বেতদ্বীপের অধিপতি হয়। এই পাদোদক-তীর্থের নিকটে যে ক্ষীরাব্ধি নামক তীর্থ আছে, তথায় বিহিত দানাদি করিলে, মনুষ্যগণ, জন্মান্তরে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে বাস করিতে পারে। ক্ষীরোদতীর্থের দক্ষিণে শঙ্খতীর্থ; তথায় স্নান করিলে মানব, শঙ্খাদি ধনের অধীশ্বর হয়। শঙ্খতীর্থের নিকটেই চক্রতীর্থ; তথায় স্নান করিলে, মনুষ্যকে আর সংসারচক্রে পতিত হইতে হয় না। তাহারই পূর্ব্বভাগে সর্ব্বশোকনাশক গদাতীর্থ; তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে, সাক্ষাৎ গদাধরদেবের দর্শন পাওয়া যায়। নিকটেই যে পিতৃগণের তৃপ্তিকর সর্ব্বসম্পত্তিজনক পদ্মতীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে, জীব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। কিয়দ্দূরেই মহাপুণ্যফলপ্রদ মহালক্ষ্মীতীর্থ; সেই স্থানে মহালক্ষ্মীর আরাধনা করিলে, নির্ব্বাণপদ লাভ হয়। সেই তীর্থের নিকটে যে ক্লেশহর গারুত্মততীর্থ আছে, তথায় স্নান, তর্পণাদি করিলে, মনুষ্যের বৈকুণ্ঠ-বাস হয়।১—১৩। অদূরেই নারদতীর্থ, যথায় স্নান করিয়া ভগবান্ নারদকেশবকে দর্শন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য নির্ব্বাণপদ লাভ করে। তাহার দক্ষিণদিকে,

তদ্যাম্যে মহাভক্তিফলপ্রদম্। তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ বিষ্ণোঃ প্রিয়তরো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ অম্বরীষং তত্তীর্থং মহাপাতকনাশনম্। তত্র বৈ শুভকর্ম্মাণো জনা নো গর্ভভাজনম্ ॥ ১৬ ॥ আদিত্যকেশবং নাম তদগ্রে তীর্থমুত্তমম্। কৃতাভিষেকস্তত্রাপি লভেৎ স্বর্গাভিষেচনম্ ॥ ১৭ ॥ দত্তাত্রেয়স্য তত্রাস্তি তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্। যোগসিদ্ধিং লভেত্তত্র স্নানমাত্রেণ ভাবতঃ ॥ ১৮ ॥ তদগ্রে ভার্গবং তীর্থং মহাজ্ঞানসমর্পকম্। তত্র স্নানবিধানেন ভবেদ্ভার্গবলোকভাক্ ॥ ১৯ ॥ ততো বামনতীর্থং চ বিষ্ণুসান্নিধ্যহেতুকম্। তত্র শ্রাদ্ধবিধানেন মুচ্যতে পিতৃজাদৃণাৎ ॥ ২০ ॥ নরনারায়ণাখ্যং হি তত্তীর্থং শুভপ্রদম্। তত্তীর্থমজ্জনাৎ পুংসাং গর্ভবাসঃ সুদুর্লভঃ ॥ ২১ ॥ যজ্ঞবারাহতীর্থং চ ততো দক্ষিণতঃ শুভম্। যত্র স্নাতস্য বৈ পুংসাং রাজসূয়ফলং ধ্রুবম্ ॥ ২২ ॥ বিদারনারসিংহাখ্যং তীর্থং তত্রাস্তি পাবনম্। যত্রৈকস্নানতো নশ্যেদঘং জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ২৩ ॥ গোপীগোবিন্দতীর্থং চ ততো বৈষ্ণবলোকদম্। যস্মিন্ স্নাতো নরো বিদ্বান্ বিন্দ্যাদ্গার্ভবেদনম্ ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মীনৃসিংহতীর্থং চ গোপীগোবিন্দদক্ষিণে। নির্ব্বাণলক্ষ্ম্যা যত্রত্যো ব্রিয়তে তু নরোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥ তদ্দক্ষিণায়াং কাষ্ঠায়াং শেষতীর্থমনুত্তমম্। মহাপাপৌঘশেষোঽপি ন তিষ্ঠেদ্যন্নিমজ্জনাৎ ॥ ২৬ ॥ শঙ্খমাধবতীর্থং চ তদ্যাম্যাং দিশি চোত্তমম্। তত্তীর্থসেবনান্নৄণাং কুতঃ পাপভয়ং মহৎ ॥ ২৭ ॥ ততোঽপি পাবনতরং তীর্থং তৎক্ষণসিদ্ধিদম্। নীলগ্রীবাখ্যমতুলং তৎ-স্নায়ী সর্ব্বদা শুচিঃ ॥ ২৮ ॥ তত্রোদ্দালকতীর্থং চ সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্। দদাতি মহতীমৃদ্ধিং স্নান-মাত্রেণ তন্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥ ততঃ সাংখ্যাখ্যতীর্থং চ সাংখ্যেশ্বরসমীপতঃ। তত্তীর্থসেবনাৎ পুংসাং সাংখ্য-যোগঃ প্রসীদতি ॥ ৩০ ॥ স্বর্লোকাদ্যত্র সংলীনঃ স্বয়ং দেব উমাপতিঃ। অতঃ স্বলীনতীর্থঞ্চ স্বলীনে-শ্বরসন্নিধৌ ॥ ৩১ ॥ তত্র স্নানেন দানেন শ্রদ্ধয়া দ্বিজভোজনৈঃ। জপহোমার্চ্চনৈঃ পুংসামক্ষয়ং সর্ব্ব-মেব হি ॥ ৩২ ॥ মহিষাসুরতীর্থঞ্চ তৎসমীপেঽতি-পাবনম্। যত্র তপ্ত্বা স দৈত্যেন্দ্রো বিজিগ্যে সকলান্

যে অশেষভক্তিফলপ্রদ তীর্থ আছে, তাহার নাম প্রহ্লাদতীর্থ; তথায় একবার স্নান করিলেই নর, ভগবানের প্রিয় হয়। তাহার নিকটেই অম্বরীষ-তীর্থ; তথায় শুভকর্ম্ম করিলে মনুষ্য মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, তাহাকে আর মাতৃগর্ভে ক্লেশ পাইতে হয় না। [illegible] নিকটেই আদিত্যকেশব নামক তীর্থে স্নান করিলে নর স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হয়। নিকটেই সর্ব্বলোকপাবন দত্তাত্রেয়তীর্থ; যথায় ভক্তিপূর্ব্বক একবার স্নান করিলেই মানব যোগসিদ্ধি লাভ করে। তাহার পুরোভাগেই বিশিষ্টজ্ঞান-বিধায়ক ভার্গবতীর্থ; যে ব্যক্তি তথায় স্নানাদি করে, তাহার ভার্গবলোকে বাস হয়। তাহারই সমীপে যে বামনতীর্থ আছে, তথায় শ্রাদ্ধ করিলে, মনুষ্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং বিষ্ণুর সামীপ্য প্রাপ্ত হয়। বামনতীর্থের নিকটেই গর্ভবাসহর নারায়ণতীর্থে স্নান করিলেই মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার শুভফল প্রাপ্ত হয়। তৎসমীপেই বিদারনারসিংহ নামে যে তীর্থ আছে, তথায় একবার স্নান করিলে মনুষ্য শতজন্মের পাপ হইতে মুক্ত হয়। বামনতীর্থের দক্ষিণে যে একটি পরম পবিত্র তীর্থ আছে, তাহার নাম যজ্ঞবারাহ-তীর্থ; এই তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ইহার দক্ষিণেই গোপীগোবিন্দ নামক তীর্থে স্নান করিলে বৈষ্ণবলোক লাভ হয়, এবং তাহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তাহার দক্ষিণে শেষনামক একটী পরম-রমণীয় তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে মহাপাপ নাশ হয়। এই তীর্থের দক্ষিণভাগে শঙ্খমাধব নামক একটী তীর্থ, তথায় স্নান করিলে মনুষ্যের আর পাপের ভয় থাকে না। তাহার দক্ষিণে নীলগ্রীব নামক একটী আশ্চর্য্য তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে মানব, সর্ব্বসিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় এবং কখন অপবিত্র হয় না। ১৪—২৭। তাহারই দক্ষিণে অশেষ সিদ্ধিপ্রদ পাপনাশক উদ্দালকতীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। ইহার দক্ষিণে সাঙ্খ্য নামক তীর্থ ও তথায় সাঙ্খ্যেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন; তথায় স্নান করিলে সাঙ্খ্য-যোগ লাভ হয়। ইহার দক্ষিণভাগেই স্বলীনতীর্থে স্বলীনেশ্বর মহাদেব আছেন। স্বর্লোক ত্যাগ করিয়া গিরিজাপতি বাস করেন বলিয়া ইহার নাম স্বলীন হইয়াছে। এই স্থানে স্নান, দান ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে অক্ষয় ফললাভ হয়। স্বলীনতীর্থের নিকটেই মহিষাসুর-তীর্থ; তথায় তপস্যা করিয়া মহিষাসুর দেবগণকে পরাজয় করে। [illegible] সেই তীর্থসেবকগণ

শুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥ তত্তীর্থসেবকোঽন্যাপি নারিভিঃ পরিভূয়তে। ন পাতকৈর্মহদ্ভিশ্চ প্রার্থিতং চ ফলং লভেৎ ॥ ৩৪ ॥ বাণতীর্থং চ তস্যারাত্তৎসহস্রভুজপ্রদম্। তত্র স্নাতো নরো ভক্তিং প্রাপ্নুয়াচ্ছাম্ভবীং স্থিরাম্ ॥ ৩৫ ॥ গোপ্রতারেশ্বরং নাম তদগ্রে তীর্থমুত্তমম্। অপুত্রোঽপি তরেদ্যত্র স্নাতো বৈতরণীং সুখম্ ॥ ৩৬ ॥ তীর্থং হিরণ্যগর্ভাখ্যং তদ্যাম্যে সর্ব্বপাপহৃৎ। তত্র স্নাতো হিরণ্যেন মুচ্যতে ন কদাচন ॥ ৩৭ ॥ ততঃ প্রণবতীর্থং চ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্। জীবন্মুক্তো ভবেত্তত্র স্নানমাত্রেণ মানবঃ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ পিশঙ্গিলাতীর্থং দর্শনাদপি পাপহৃৎ। মুনে মমাধিষ্ঠানং বৈ তদগস্তেঽস্তি সিদ্ধিদম্ ॥ ৩৯ ॥ স্নাত্বা পিশঙ্গিলাতীর্থে দত্ত্বা দানং চ কিঞ্চন। কিং শোচতি কৃতাৎ পাপাদন্যত্রাপি মৃতো যদি ॥ ৪০ ॥ যো বৈ পিশঙ্গিলাতীর্থে স্নাত্বা মামর্চ্চয়িষ্যতি। ভবিষ্যতি স মে মিত্রং মিত্রতেজঃসমপ্রভম্ ॥ ৪১ ॥ ততস্ত্রৈবিষ্টপীদৃষ্টিনির্ম্মলীকৃতপুষ্কলম্। তীর্থং পিলিপিলাখ্যং বৈ মনোমলবিনাশনম্ ॥ ৪২ ॥ তত্র শ্রাদ্ধাদিকরণাদ্দীনানাথপ্রতর্পণাৎ। মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি মানবোঽত্রৈব নিশ্চলাম্ ॥ ৪৩ ॥ ততো নাগেশ্বরং তীর্থং মহাঘপরিশোধনম্। তত্তীর্থমজ্জনাদেব ভবেৎ সর্ব্বাঘসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ তদ্দক্ষিণে মহাপুণ্যং কর্ণাদিত্যাখ্যমুত্তমম্। তীর্থং যত্রাপ্লুতো মর্ত্ত্যো ভাস্করীং শ্রিয়মাবহেৎ ॥ ৪৫ ॥ ততো ভৈরবতীর্থং চ মহাঘৌঘক্ষয়প্রদম্। চতুর্ব্বর্গোদয়করং সর্ব্ববিঘ্ননিবারণম্ ॥ ৪৬ ॥ ভৌমাষ্টম্যাং তত্র নরঃ স্নাত্বা সন্তর্পয়েৎপিতৄন্। দৃষ্ট্বা চ ভৈরবং কালং কলিং কালঞ্চ লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ তীর্থং খর্ব্বনৃসিংহাখ্যং তীর্থাদ্ভৈরবতঃ পুরঃ। তত্র স্নাতস্য বৈ পুংসঃ কুতোঽঘজনিতং ভয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ মৃকণ্ডস্য মুনেস্তীর্থং তদ্যাম্যামতিনির্ম্মলম্। তত্র স্নানেন মর্ত্ত্যানাং নাপায়মরণং ক্বচিৎ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ পঞ্চনদাখ্যং বৈ সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্। তীর্থং যত্র নরঃ স্নাত্বা ন সংসারী পুনর্ভবেৎ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তীনি যানি তীর্থানি সর্ব্বতঃ। উর্জ্জে যত্র সমায়ান্তি স্বাঘৌঘপরিমুক্তয়ে ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বদা যত্র সর্ব্বাণি দশম্যাদিদিনত্রয়ম্। তিষ্ঠন্তি তীর্থবর্য্যাণি নিজনৈর্ম্মল্যহেতবে ॥ ৫২ ॥ ভূরিশঃ সর্ব্বতীর্থানি মধ্যেকাশি পদেপদে। পরং

শত্রু হইতে পরাভূত হয় না, পাপ করিয়া ভয় করে না ও মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। তাহার অদূরেই বাণতীর্থ; তথায় বাণরাজার সহস্রভুজ উৎপন্ন হয়। এই স্থানে স্নান করিলে মহাদেবের প্রতি স্থিরা ভক্তি লাভ হয়। তাহার দক্ষিণভাগে গোপ্রতারেশ্বর তীর্থ; এই স্থানে স্নান করিলে অপুত্রকগণও বৈতরণী পার হয়। তাহার দক্ষিণে হিরণ্যগর্ভতীর্থ; তথায় স্নান করিলে মনুষ্য সুবর্ণহীন হয় না। তাহার দক্ষিণভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণবতীর্থ, যথায় স্নান করিলেই তৎক্ষণাৎ জীবন্মুক্ত হয়। তাহার দক্ষিণে পিশাঙ্গিলাতীর্থ; আমি সেই তীর্থের অধিষ্ঠাতা; ইহা দর্শন করিলে জীব পাপমুক্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করে। এই স্থানে স্নান করিয়া আমার অর্চ্চনা করিলে, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ও আমার মিত্র হয়। এই স্থানে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে, তাহার অন্যত্র মৃত্যু হয় না ও কোন প্রকার পাপের ভয় থাকে না। তাহারই নিকটে পিলিপিলাতীর্থ; তথায় স্নানানন্তর শ্রাদ্ধাদি করিয়া অনাথবর্গকে পরিতোষ করিলে, মহতী সমৃদ্ধি লাভ হয়। এই তীর্থে ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ সর্ব্বদা দৃষ্টিপাত করিয়া তথাকার তৃণাগ্র ও মনোমল পর্য্যন্ত বিনাশ করিতেছেন। তাহারই সমীপে মহাপাতকনাশক নাগেশ্বর তীর্থ; এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৮—৪৪। ইহার দক্ষিণে কর্ণাদিত্যতীর্থ, যথায় স্নান করিলে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হয়। ভৈরব নামক তীর্থ তাহারই দক্ষিণভাগে অবস্থিত; এইস্থানে স্নান করিলে বিঘ্নরহিত হইয়া মানব চতুর্ব্বর্গসিদ্ধি লাভ করে। মঙ্গলবার অষ্টমী তিথিতে তথায় স্নান করিয়া কালভৈরব দর্শন করিলে কলি ও কালের ভয় থাকে না। ভৈরবতীর্থের পূর্ব্বে খর্ব্বনৃসিংহ নামে যে তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে নর, পাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার দক্ষিণদিকে অতিনির্ম্মল মার্কণ্ডেয়তীর্থ; তথায় স্নান করিলে অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। তাহার দক্ষিণেই সর্ব্বতীর্থসার পঞ্চনদতীর্থ, যথায় স্নান করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না। পাপিগণ হইতে গৃহীত পাপরাশি হইতে মুক্তির জন্য ভুবনের যাবতীয় তীর্থ, কার্ত্তিকমাসে এই স্থানে আসিয়া মিলিত হয়। প্রতিদশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে নিজ নির্ম্মলতার জন্য সকল তীর্থই এই স্থানে আইসে। কাশীতে প্রতিপদেই বহুতর তীর্থ

তেন শ্রাদ্ধানি দত্তানি গয়ায়াং মধুপায়সৈঃ ॥ ৯২ ॥ মণিকর্ণীজলং যেন সম্পীতং শুদ্ধবুদ্ধিনা। কিং তস্য সোমপানৈস্তৈঃ পুনরাবৃত্তিলক্ষণৈঃ ॥ ৯৩ ॥ তে স্নাতাঃ সর্ব্বতীর্থেষু মহাপর্ব্বসু ভূরিশঃ। তথাচ সর্ব্বাবভৃথৈর্যৈঃ স্নাতা মণিকর্ণিকা ॥ ৯৪ ॥ তৈঃ সুরাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুমুখা মখৈঃ। যৈঃ স্বর্ণকুসুমৈ রত্নৈরর্চ্চিতা মণিকর্ণিকা ॥ ৯৫ ॥ অহং তেনোময়া সার্দ্ধং দীক্ষাং সম্প্রাপ্য শাম্ভবীম্। অর্চ্চিতঃ প্রত্যহং যেন পূজিতা মণিকর্ণিকা ॥ ৯৬ ॥ তপাংসি তেন তপ্তানি শীর্ণপর্ণাদিনা চিরম্। সেবিতা শ্রদ্ধয়া যেন শ্রীমতী মণিকর্ণিকা ॥ ৯৭ ॥ দত্তা দানানি ভূরীণি মখানিষ্ট্বা তু ভূরিশঃ। চিরন্তৎপ্রাপ্য-মণ্যেষু স্বর্গেশ্বর্য্যাণ্যহীং পুনঃ ॥ ৯৮ ॥ বিপুলেঽত্র মহীপৃষ্ঠে পঞ্চক্রোশ্যাং মনোহরা। সংশ্রিতা মণি-কর্ণী যৈস্তে যাতাশ্চানিবর্ত্তকাঃ ॥ ৯৯ ॥ দানানাং চ ব্রতানাং চ ক্রতূনাং তপসামপি। ইদমেব ফলং মন্যে যদাপ্যা মণিকর্ণিকা ॥ ১০০ ॥ মোক্ষলক্ষ্মীরিয়ং সাক্ষাচ্ছ্রীমতী মণিকর্ণিকা। প্রায়োঽস্যা মহি-মানং বৈ ন বেদ্ম্যহমপি স্ফুটম্ ॥ ১০১ ॥ অবাচ্যাং মণিকর্ণ্যাশ্চ তীর্থং পাশুপতং পরম্। তীর্থং তু রুদ্রবাসাখ্যং বিশ্বতীর্থমতঃপরম্ ॥ ১০২ ॥ মুক্তি-তীর্থং ততো রম্যমবিমুক্তমথোত্তমম্। তীর্থং চ তারকং স্কান্দং ঢুণ্ঢেস্তীর্থং ততোঽপি চ ॥ ১০৩ ॥ ভবানেয়মথৈশানং জ্ঞানতীর্থমথোত্তমম্। নন্দিতীর্থং বিষ্ণুতীর্থং তীর্থং পৈতামহং ততঃ ॥ ১০৪ ॥ নাভি-তীর্থমিদং চৈব ব্রহ্মনালমতঃ পরম্। ততো ভাগীরথং তীর্থং যত্তবাগ্রে পুরাকথি ॥ ১০৫ ॥ তীর্থান্যুত্তরবাহিন্যাং স্বর্ধুন্যাং কাশিসন্নিধৌ। সন্ত্যনেকানি পুণ্যানি ময়োক্তান্যল্পশঃ পুনঃ ॥ ১০৬ ॥ তত্রাপি নিতরাং শ্রেষ্ঠা পঞ্চতীর্থী নৃপাঙ্গজ। যস্যাং স্নাত্বা নরো ভূয়ো গর্ভবাসং ন সংস্পৃশেৎ ॥ ১০৭ ॥ প্রথমং চাসি সম্ভেদং তীর্থানাং প্রবরং পরম্। ততো দশাশ্বমেধাখ্যং সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্ ॥ ১০৮ ॥ ততঃ পাদোদকং তীর্থমাদিকেশবসন্নিধৌ। ততঃ পঞ্চনদং পুণ্যং স্নানমাত্রাদঘৌঘহৃৎ ॥ ১০৯ ॥ এতেষামপি তীর্থানাং চতুর্ণামপি সত্তম। পঞ্চমং মণিকর্ণাখ্যং মনোঽবয়বশুদ্ধিদম্ ॥ ১১০ ॥ অহং স্নাম্যত্র সততমুময়া সহ পর্ব্বসু। ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা

তীর্থে মধুপায়স দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল, মণিকর্ণিকার জলে তর্পণ করিলেও সেই ফল। যে নির্ম্মলধী মণিকর্ণিকার জল পান করেন, তাঁহাকে আর এ দুঃখময় সংসারে আসিতে হয় না। মহাপর্ব্বদিনে মহাতীর্থে অনন্তবার স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, সকল প্রকার অবভৃথ স্নান করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক এই তীর্থে একটী বার স্নান করিলেও সেই ফল। যাহারা স্বর্ণপুষ্প ও রত্ন দ্বারা মণিকর্ণিকার অর্চ্চনা করেন, তাহা-দের কথা কি ? তাঁহারা যজ্ঞে ব্রহ্ম-বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণের পূজাফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই তীর্থের অর্চ্চনা করে, সে-ই যথার্থ মহাদেবে ভক্তিপরায়ণ ও তাহারই নিত্য পার্ব্বতীর সহিত মহেশ্বরের পূজা করা হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই মহাতীর্থের সেবা করে, গলিত-পত্র ভক্ষণ মাত্র করিয়া যথার্থ মহাতপস্যার ফল সে-ই লাভ করে। এই পঞ্চক্রোশী কাশীতে আগমন করা অনন্ত দান ও বহু তপস্যার ফল। যাঁহারা বারাণসীতে আসিয়া মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণ মোক্ষপদ লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় নির্বিঘ্নে বাস করে; দান, ব্রত ও যজ্ঞাদির ফল সে-ই যথার্থ ভোগ করে। সাক্ষাৎ মোক্ষলক্ষ্মীস্বরূপা এই মণিকর্ণিকার মহিমা বর্ণন করিতে দেবদেব মহেশ্বরও পারেন কিনা সন্দেহ। এই মহা-তীর্থের দক্ষিণে রুদ্রাবাস নামে এক প্রধান তীর্থ আছে; তৎপরে বিশ্বতীর্থ। তাহার পর দক্ষিণভাগে যথাক্রমে মুক্তিতীর্থ, অবিমুক্ত-তীর্থ, তারকতীর্থ, ঢুণ্টিতীর্থ, ভবানীতীর্থ, ঈশান-তীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, নন্দীতীর্থ, বিষ্ণুতীর্থ, পিতামহতীর্থ, নাভীতীর্থ, ব্রহ্মনালতীর্থ ও ভগীরথতীর্থ। এই ভগী-রথতীর্থের কথা আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। ৮৩—১০৮। কাশীতলবাহিনী জাহ্নবীতে আরও বহু-তর তীর্থ আছে, অল্পই তোমার নিকট কীর্ত্তন করি-লাম। পঞ্চতীর্থই এই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথায় অবগাহন করিলে, মনুষ্যের আর গর্ভবাস-ক্লেশ বহন করিতে হয় না। এক্ষণে পঞ্চতীর্থের নাম শ্রবণ কর; প্রথম সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ অসিসঙ্গম, দ্বিতীয় সর্ব্বতীর্থময় দশাশ্বমেধ, তৃতীয় পাদোদক-তীর্থ, চতুর্থ সর্ব্বপাপনাশক পঞ্চনদ এবং শরীর-মনের শুদ্ধিপ্রদ, এই চারিটী তীর্থ হইতেও প্রধান মণিকর্ণিকাই পঞ্চম তীর্থ। এই মণিকর্ণিকাতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণের সহিত আমি নিত্যই স্নান করিয়া থাকি। হে রাজন্!

সার্দ্ধং সহেন্দ্রাদিসুরর্ষিভিঃ ॥ ১১১ ॥ অতএবাত্র গীয়েত গাথেয়ং শ্রুতিসম্মতা। নাগলোককৃতাবাসৈঃ স্বর্গৌকোভিশ্চ সন্ততম্ ॥ ১১২ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যপূর্ব্বমিদং বচঃ। মণিকর্ণীসমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে ॥ ১১৩ ॥ পঞ্চতীর্থ্যাং নরঃ স্নাত্বা ন দেহং পাঞ্চভৌতিকম্। গৃহ্ণাতি জাতুচিৎ কাশ্যাং পঞ্চাস্তো বাথ জায়তে ॥ ১১৪ ॥ ইতি দত্বা বরান্ দেবো বীরস্যান্তর্দ্দধে হরঃ। স চ বীরোঽপি বীরেশং প্রার্চ্চ্য প্রাপ্তঃ সমীহিতম্ ॥ ১১৫ ॥ স্কন্দ উবাচ। তীর্থাধ্যায়মিমং পুণ্যমগস্তে যো নিশাময়েৎ। তস্যাঘং সঙ্ক্ষয়ং যায়াদপি জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ১১৬ ॥ ইতি বীরেশ্বরাখ্যানং তীর্থাখ্যানপ্রসঙ্গতঃ। কথিতং তে পুরাগস্তে কামেশং কথয়াম্যতঃ ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বীরেশ্বরাখ্যানং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

এইজন্যই নাগলোক ও স্বর্গলোকবাসিগণ সর্ব্বদাই এই বেদসম্মত গাথা গান করেন যে, "ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মণিকর্ণিকা সদৃশ তীর্থ নাই, ইহা সত্য।" পঞ্চতীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য শিবস্বরূপ হয়; তাহাকে আর নরদেহ ধারণ করিতে হয় না। এই প্রকার তীর্থমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়া ও বীররাজকে বরদান করিয়া ভূতভাবন ভবানীপতি তথায় অন্তর্হিত হইলেন, বীররাজও বীরেশ্বরদেবের পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিলেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভসম্ভব! যে ব্যক্তি এই পবিত্র তীর্থাধ্যায়টী শ্রবণ করিবে, তাহার বহু জন্মের পাপ বিনষ্ট হইবে! আমি তীর্থাখ্যানপ্রসঙ্গে দেবদেব বীরেশ্বরলিঙ্গের আবির্ভাব কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কামেশ্বরলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।১০৬—১১৭।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। জগজ্জনন্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ পুরোঽগস্ত্যে পুরারিণা। যথাখ্যায়ি কথা পুণ্যা তথা তে কথয়াম্যহম্ ॥ ১ ॥ পুরা মহীমিমাং সর্ব্বাং সসমুদ্রাদ্রিকাননাম্। সসরিৎকাংস্থ সার্ণবাং চ সগ্রামপুরপত্তনাম্ ॥ ২ ॥ পরিভ্রম্য মহাতেজা মহামর্ষো মহাতপাঃ। দুর্ব্বাসাঃ সম্পরিপ্রাপ্তঃ শম্ভোরানন্দকাননম্ ॥ ৩ ॥ বিলোক্যাক্রীড়মখিলং বহু প্রাসাদমণ্ডিতম্। বহুকুণ্ডতড়াগং চ শম্ভোস্তোষমুপাগমৎ ॥ ৪ ॥ পদে পদে মুনীনাং চ জিতকালমহাভিয়াম্। দৃষ্ট্বোটজানি রম্যাণি দুর্ব্বাসা বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমান বৃক্ষান্ সুচ্ছায়াস্নিগ্ধপল্লবান্। সফলান্ সুলতাশ্লিষ্টান্ দৃষ্ট্বা প্রীতিমগান্মুনিঃ ॥ ৬ ॥ দুর্ব্বাসাশ্চাতিহৃষ্টোঽভূদ্দৃষ্ট্বা পাশুপতোত্তমান্। ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গান্ জটাজূটচমৌলিকান্ ॥ ৭ ॥ কৌপীনমাত্রবসনান্ স্মরারিধ্যানতৎপরান্। কক্ষীকৃতমহালাবূন্ হুড়ুংকারজিতাম্বুদান্ ॥ ৮ ॥ করণ্ডদণ্ডপানীয়পাত্রমাত্রপরিগ্রহান্। কচিত্রিদণ্ডিনো দৃষ্ট্বা নিঃসঙ্গান্নিষ্পরিগ্রহান্ ॥ ৯ ॥ কলাদপি নির্ভাতঙ্কান্ বিশ্বেশশরণং গতান্। কচিদ্বেদরহস্যজ্ঞানাবাল্য-

---

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—ভগবান মহেশ্বর, জগন্মাতা দুর্গার নিকট যে পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পুরাকালে একদিন মহাক্রোধী অতিতেজস্বী তাপসশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা, সাগরান্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া মহাদেবের আনন্দকাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় নানাবিধ প্রাসাদ, কুণ্ড ও তড়াগ সকল দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, স্থানে স্থানে মুনিগণের পর্ণকুটীর রহিয়াছে, তথাকার সুন্দর তরুরাজি নিবিড় পল্লববিশিষ্ট স্নিগ্ধচ্ছায় ও সকল ঋতুতেই পুষ্পদান করে। কৌপীনবাসা পাশুপতগণ সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিলেপন করিয়া, স্মরারি ভগবান্ মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন; তাঁহাদের মস্তক জটামণ্ডিত এবং কক্ষধৃত অলাবুপাত্র ও কমণ্ডলু রহিয়াছে। তাঁহাদের হুড়ুঙ্কারে অম্বুদও অভিভূত হইয়াছে।১—৮। কোন স্থানে নিঃসঙ্গ, অকৃতদার ত্রিদণ্ডিগণকে দর্শন করিলেন; বিশ্বেশ্বরে একাগ্রচিত্ত হওয়ায় তাঁহারা কালকেও ভয় করেন না। কোথায়ও বা বেদ-

ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১০ ॥ নিত্যং ভাগীরথীস্নানপরিপিঙ্গজটাজুষঃ। বিলোক্য কাশ্যাং দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণান্ মুমুদেহতরাম্ ॥ ১১ ॥ পশুষ্বপি চ যা তুষ্টির্মৃগেষ্বপি চ যা দ্যুতিঃ। তির্য্যক্ষ্বপি চ যা হৃষ্টিঃ কাশ্যাং নান্যত্র সা ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥ ইদং সুশ্রেয়সো বৃষ্টিঃ কামরেষু ত্রিবিষ্টপে। যত্রত্যেষ্বপি তির্য্যক্ষু পরমানন্দবর্দ্ধিনী ॥ ধর্মমেতেহপি পশব আনন্দবনচারিণঃ। সদানন্দা ভূর্নদেবা ন নন্দনবনাশ্রিতাঃ ॥ ৪ ॥ বরং কাশীপুরীবাসী ম্লেচ্ছোহপি হি শুভায়তিঃ। নান্যত্রত্যো দীক্ষিতোহপি স হি মুক্তেরভাজনম্ ॥ ১৫ ॥ বৈশ্বেশ্বরী পুরী চৈষা যথা মে চিত্তহারিণী। সর্ব্বাপি ন তথা ক্ষৌণী ন স্বর্গো নৈব নাগভূঃ ॥ ১৬ ॥ স্থৈর্য্যং ববন্ধ ন ক্বাপি ভ্রমতো মে মনোগতিঃ। সর্ব্বস্মিন্নপি ভূভাগে যথা স্থৈর্য্যমগাদিহ ॥ ১৭ ॥ রম্যা পুরী ভবেদেষা ব্রহ্মাণ্ডাদখিলাদপি। পরিষ্টুত্যেতি দুর্ব্বাসাশ্চেতোবৃত্তিমবাপহ ॥ ১৮ ॥ তপ্যমানোহপি হি তপঃ সুচিরং স মহাতপাঃ। যদা নাপ ফলং কিঞ্চিচ্চুকোপ চ তদা ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥ ধিক্ চ মাং তাপসং দুষ্টং ধিক্ চ মে দুশ্চরং তপঃ। ধিক্ চ ক্ষেত্রমিদং শম্ভোঃ সর্বেষাং চ প্রতারকম্ ॥ ২০ ॥ যথা ন মুক্তিরত্র স্যাৎ কস্যাপি করবৈ তথা। ইতি শপ্তুং যদোদ্যুক্তঃ সঞ্জহাস তদা শিবঃ ॥ ২১ ॥ তত্র লিঙ্গমভূদেকং খ্যাতং প্রহসিতেশ্বরম্। তল্লিঙ্গদর্শনাৎ পুংসামানন্দঃ স্যাৎ পদে পদে ॥ ২২ ॥ উবাচ বিস্ময়াবিষ্টো মনস্যেব মহেশিতা ॥ ঈদৃশেভ্যস্তপস্বিভ্যো নমোহস্ত্বিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩ ॥ যত্রৈব হি তপস্যন্তি যত্রৈব বিহিতাশ্রমাঃ। লব্ধপ্রতিষ্ঠা যত্রৈব তত্রৈবামর্ষিণো দ্বিজাঃ ॥ ২৪ ॥ মনাক্‌চিন্তিতমাত্রং তু চেন্নভন্তে ন তাপসাঃ। ক্রুধা তদৈব জীয়ন্তে হারিণ্যা তপসাং শ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥ তথাপি তাপসা মান্যাঃ স্বশ্রেয়োবৃদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ। অক্রোধনাঃ ক্রোধনা বা কা চিন্তা হি তপস্বিনাম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি যাবন্মহেশানো মনস্যেব বিচিন্তয়েৎ। তাবত্তৎক্রোধজো বহ্নির্ব্যানশে ব্যোমমণ্ডলম্ ॥ ২৭ ॥ তৎক্রোধানলধূমৌঘৈর্ব্যাপিতং যন্নভোহঙ্গনম্। তদ্দধাতি নভোহদ্যাপি নীলিমানং মহত্তরম্ ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্রার্থবিৎ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন; আবাল ব্রহ্মচর্য্য ও ভাগীরথীতে নিত্য স্নান করাতে তাঁহাদের কেশ সকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। কাশীতে পশুগণও যেরূপ তুষ্ট, মৃগগণও যেরূপ দ্যুতিবিশিষ্ট, তির্য্যক্‌জাতিগণও যেরূপ সদানন্দ, অন্য কোন স্থানে সেরূপ নহে। তির্য্যক্‌জাতির পক্ষেও কাশীধাম অতিশয় আনন্দকর স্থান; স্বর্গে দেবতাগণেরও এরূপ আনন্দকর স্থান নাই। এমন কি, নন্দনবনচারী দেবগণ অপেক্ষা, আনন্দকাননচারী পশুগণও শ্রেষ্ঠ। অন্তিমকালে শুভগতি লাভহেতুক কাশীবাসী ম্লেচ্ছজনও শ্রেষ্ঠ, তথাপি মুক্তির অনিশ্চয়তার জন্য অন্যত্র দীক্ষিত ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ নহেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা নাগলোক অপেক্ষাও এই কাশীধাম আমার প্রিয়তর স্থান। আমি সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু এই স্থানে আমার যেমন চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন হইল, এরূপ কোন স্থানেই হয় নাই। সংসারের মধ্যে এই তীর্থই পরম রমণীয়। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই প্রকার কাশীপ্রশংসা করিয়া সেই স্থানেই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল তপস্যা করিয়াও যখন কোন ফল পাইলেন না, তখন [illegible] হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমাকে ধিক্, [illegible] আমি দুষ্ট তাপস। আমার তপস্যাকেও ধিক্, আর এই ক্ষেত্রকেও ধিক্; কারণ এই স্থানে সকলেই প্রতারিত হইতেছে। ৯—২০। এই ক্ষেত্রে যাহাতে কাহারও মুক্তি না হয়, আমি সেইরূপ বিধান করিতেছি। এই বলিয়া অতি কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা যেমন শাপ প্রদানে উদ্যত হইবেন, অমনি মহেশ্বর প্রহসিতেশ্বর নামক একটী লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই স্থলে মৃদুমন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণের পরমানন্দ লাভ হয়। দুর্ব্বাসার ক্রোধ দর্শন করিয়া মহাদেব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহাঁর তুল্য তপস্বিগণকে বারংবার নমস্কার। যে স্থানে ঈদৃশ তাপসেরা তপস্যা করেন, সেই স্থানই আশ্রম। অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্যই ইহাঁদিগের তপোবিঘ্নকর ঘোরতর ক্রোধ উপস্থিত হয়। অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইলেই ইহাঁরা শান্তভাব অবলম্বন করেন। তথাপি তপস্বিগণ ক্রোধী বা অক্রোধী হউন, ইহা অপরের বিবেচনা করিবার আবশ্যক করে না; যাহারা নিজের শ্রেয়োবৃদ্ধি কামনা করেন, তাহাদের উচিত সর্ব্বতোভাবে ইহাঁদিগকে মান্য করা। দেবদেব মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। তাহাতে যে ধূম উদ্গীর্ণ হইয়াছিল, তাহা আজিও গগনমণ্ডলে

ততো গণাঃ পরিক্ষুব্ধাঃ প্রলয়ার্ণবনীরবৎ। আঃ কিমেতৎ কিমেতদ্বৈ ভাষমাণাঃ পরস্পরম্॥ ২৯॥ গর্জ্জন্তস্তর্জ্জয়ন্তশ্চ প্রোদ্যতায়ুধপাণয়ঃ। প্রমথাঃ পরিতস্থুস্তে পরিতো ধাম শাম্ভবম্॥ ৩০॥ কো যমঃ কোঽথবা কালঃ কো মৃত্যুঃ কস্তথান্তকঃ। কো বা বিধাতা কে লেখাঃ ক্রুদ্ধেষস্মাসু কঃ পরঃ॥ ৩১॥ অগ্নিং পিবামো জলবচ্চূর্ণীকুর্ম্মোঽখিলান গিরীন। সপ্তাপি চার্ণবাংস্তূর্ণং করবাম মরুস্থলীম্॥ ৩২॥ পাতালং চানয়ামোর্দ্ধমধো দধ্মোঽথবা দিবম্। একমেব হি বা গ্রাসং গগনং করবামহে॥ ৩৩॥ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডমথবা স্ফোটয়ামঃ ক্ষণেন হি। আস্ফালয়ামো বাহ্বোস্তং কালং মৃত্যুঞ্চ তালবৎ॥ ৩৪॥ গ্রসামো বাপ্ল ভুবনং মুক্তা বারাণসীং পুরীম্। যত্র মুক্তা ভবন্ত্যেব মৃতমাত্রেণ জন্তবঃ॥ ৩৫॥ কুতোঽয়ং ধূমসম্ভারো জ্বালাবল্যঃ কুতস্ত্বমূঃ। কো বা মৃত্যুঞ্জয়ং রুদ্রং নো বিদান্মদমোহিতঃ॥ ৩৬॥ ইতি পারিষদাঃ শম্ভোর্ম্মহাভয়ভয়প্রদাঃ। জল্পন্তঃ কল্পয়াস্থঃ প্রাকারং গগনস্পৃশম্॥ ৩৭॥ শকলীকৃত্য বহুশঃ শিলাবৎপ্রলয়ানলম্। নন্দী চ নন্দিষেণশ্চ সোমনন্দী মহোদরঃ॥ ৩৮॥ মহাহনুর্ম্মহাগ্রীবো মহাকালো জিতান্তকঃ। মৃত্যুপ্রকম্পনো ভীমো ঘণ্টাকর্ণো মহাবলঃ। ক্ষোভণো দ্রাবণো জৃম্ভী পঞ্চাস্যঃ পঞ্চলোচনঃ। দ্বিশিরাস্ত্রিশিরাঃ সোমঃ পঞ্চহস্তোদশাননঃ॥ ৪০॥ চণ্ডো ভৃঙ্গিরিটিস্তুণ্ডী প্রচণ্ডস্তাণ্ডবপ্রিয়ঃ। পিচিণ্ডিলঃ স্থূলশিরাঃ স্থূলকেশো গভস্তিমান্॥ ৪১॥ ক্ষেমকঃ ক্ষেমধন্বা চ বীরভদ্রো রণপ্রিয়ঃ। চণ্ডপাণিঃ শূলপাণিঃ পাশপাণিঃ কৃশোদরঃ॥ ৪২॥ দীর্ঘগ্রীবোঽথ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গমূর্দ্ধজঃ। বহুনেত্রো লম্বকর্ণঃ খর্ব্বঃ পর্ব্বতবিগ্রহঃ॥ ৪৩॥ গোকর্ণো গজকর্ণশ্চ কোকিলাখো গজাননঃ। অহং বৈ নৈগমেয়শ্চ বিকটাস্যাট্টহাসকঃ॥ ৪৪॥ সীরপাণিঃ শিবারাবো বৈণিকো বেণুবাদনঃ। দুরাধর্ষো দুঃসহশ্চ গর্জ্জনো রিপুতর্জ্জনঃ॥ ৪৫॥ ইত্যাদয়ো গণেশানাঃ শতকোটিদুরাসদাঃ। কাশ্যাং নিবারয়ামাসুরপি প্রাভঞ্জনীং গতিম্॥ ৪৬॥ ক্ষুব্ধেষু তেষু বীরেষু চকম্পে ভুবনত্রয়ম্। দুর্ব্বাসসশ্চ কোপাগ্নিজ্বালাভির্ব্যাকুলীকৃতম্॥ ৪৭॥ তদা বিবিশতুঃ কাশ্যাং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবপি। ন গণৈঃ কৃতানুজ্ঞৌ তত্তেজঃশমিতপ্রভৌ॥ ৪৮॥ নিবার্য্য প্রমথানীকমতিক্ষুব্ধমাধবঃ। মদংশ এব হি মুনীরানসূয়েয় এষ বৈ॥ ৪৯॥ অথো দুর্ব্বাসসো

ব্যাপ্ত হইয়া আকাশকে নীলবর্ণ করিতেছে। মহর্ষির ক্রোধানলে গগনমণ্ডলকে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া মহাদেবের গণসমূহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া "একি! একি!" এইরূপ বলিয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রজলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কাশীধামের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। নন্দী, নন্দিসেন, সোমনন্দি, মহোদর, মহাহনু, মহাগ্রীব, মহাকাল, জিতান্তক, মৃত্যুপ্রকম্পন, ভীম, ঘণ্টাকর্ণ, মহাবল, পঞ্চহস্ত, দশানন, চণ্ড, ভৃঙ্গিরিটি, তুণ্ডি, প্রচণ্ড, তাণ্ডবপ্রিয়, পিচিণ্ডিল, স্থূলশিরা, স্থূলকেশ, গভস্তিমান, ক্ষেমক, ক্ষেমধন্বা, বীরভদ্র, রণপ্রিয়, চণ্ডপাণি, শূলপাণি, পাশপাণি, কৃশোদর, দীর্ঘগ্রীব, পিঙ্গাক্ষ, পিঙ্গল, পিঙ্গমূর্দ্ধজ বহুনেত্র, লম্বকর্ণ, খর্ব্ব, পর্ব্বতবিগ্রহ, গোকর্ণ, গজকর্ণ কোকিলাক্ষ, গজানন, নৈগমেয়, বিকটাস্য, অট্টহাসক, সীরপাণি, শিবারাব, বৈণিক, বেণুবাদন, দুরাধর্ষ, দুঃসহ, গর্জ্জন এবং রিপুতর্জ্জন প্রভৃতি শতকোটি দুরাসদ আয়ুধহস্ত গণেশ্বর, গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন যে, আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া কি যম, কি কাল, কি মৃত্যু, কি অন্তক, কি বিধাতা, অথবা দেবগণই হউন, কিংবা বিষ্ণুই হউন, কাহাকেই ভয় করি না। আমরা কি অগ্নিকে জলের মত পান করিব? অথবা ভূধরনিচয় চূর্ণ করিব? কিংবা স্বর্গকে অধঃস্থ করিয়া পাতলকে উর্দ্ধে স্থাপন করিব? অথবা সমুদ্রকে এককালে মরুভূমিপ্রায় করিব? নিমেষ-মাত্রে ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণ করিব, অথবা কাল ও মৃত্যুকে পরস্পর আস্ফালিত করিব? আমরা নিশ্চয়ই অদ্য মুক্তিদাত্রী বারাণসীপুরী ভিন্ন সমস্ত ভূমণ্ডল গ্রাস করিব। কোথা হইতে এই অনল ও ধূমাবলী উত্থিত হইল? কোন্ ব্যক্তি মদান্ধ হইয়া মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকে জানিতে পারিতেছে না? এইরূপ বলিতে বলিতে সেই শতকোটী গণেশ্বর, দুর্ব্বাসার ঘোরতর ক্রোধানলকে শিলার ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া এমন একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন যে, তাহাতে সদাগতিরও গতি রুদ্ধ হইয়া গেল।২৯—৪৬। তখন দুর্ব্বাসা মুনির ক্রোধ ও সেই সকল গণসমূহের ক্রোধে বিশ্বকে ব্যাকুলীকৃত হইতে দেখিয়া মহেশ্বর সেই সকল বীরগণকে কহিলেন যে, তোমরা ক্ষান্ত হও; কারণ এই মহর্ষি আমারই অংশসম্ভূত; এবং

শিবাদাবিরাসীৎ কৃপানিধিঃ। মহাতেজোময়ঃ শম্ভু-মুনিশাপাৎ পুরীমবন্ ॥ ৫০ ॥ মা ভূচ্ছাপো মুনেঃ-কাশ্যাং নির্ব্বাণপ্রতিবন্ধকঃ। ইত্যনুক্রোশতো দেবস্তু প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ ৫১ ॥ উবাচ চ প্রসন্নোঽস্মি মহাক্রোধন তাপস। বরয়স্ব বরঃ কস্তে ময়া দেয়োঽবিশঙ্কিতঃ ॥ ৫২ ॥ ততো বিলজ্জিতোঽগস্ত্য শাপোদ্যতকরো মুনিঃ। অপরাদ্ধং বহু ময়া ক্রোধান্ধেনেতি দুর্দ্ধিয়া ॥ ৫৩ ॥ উবাচ চেতি বহুশো ধিঙ্মাং ক্রোধবশং গতম্। ত্রৈলোক্যাভয়দাং কাশীং শপ্তুমুদ্যতচেতসম্ ॥ ৫৪ ॥ দুঃখার্ণবনিমগ্নানাং যাতায়াতেঽতিখেদিনাম্। কর্ম্মপাশিতকণ্ঠানাং কাশ্যেকা মুক্তিসাধনম্ ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্বেষাং জন্তুজাতানাং জনন্যেকৈব কাশিকা। মহামৃতস্তন্যদাত্রী নেত্রী চ পরমং পদম্ ॥ ৫৬ ॥ জনন্যা সহ নো কাশী লভেতুপমিতিং ক্বচিৎ। ধারয়েজ্জননীগর্ভে কাশী গর্ভাদ্বিমোচয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ এবম্ভূতাং তু যঃ কাশীমন্তোঽপি হি শপিষ্যতি। তস্যৈব শাপো ভবিতা ন তু কাশ্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৫৮ ॥ ইতি দুর্ব্বাসসো বাক্যং শ্রুত্বা দেবস্ত্রিলোচনঃ। অতীব তুষিতো জাতঃ কাশীস্তবনলক্ষ্মুৎ ॥ ৫৯ ॥ যঃ কাশীং স্তৌতি মেধাবী যঃ কাশীং হৃদি ধারয়েৎ। তেন তপ্তং তপস্তীব্রং তেনেষ্টং ক্রতুকোটিভিঃ ॥ ৬০ ॥ জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য কাশীত্যক্ষরযুগ্মকম্। ন তস্য গর্ভবাসঃ স্যাৎ ক্বচিদেব সুমেধসঃ ॥ ৬১ ॥ যো মন্ত্রং জপতি প্রাতঃ কাশীবর্ণদ্বয়াত্মকম্। স তু লোকদ্বয়ং জিত্বা লোকাতীতং ব্রজেৎ পদম্ ॥ ৬২ ॥ আনুসূয়েয় তে জ্ঞানং কাশীস্তবনপুণ্যতঃ। যথেদানীং সমুৎপন্নং তথা ন তপসঃ পুরা ॥ ৬২ ॥ মুনেন মে প্রিয়স্তদ্বদ্দীক্ষিতো মম পূজকঃ। যাদৃক্ প্রিয়তরঃ সত্যং কাশীস্তবনলালসঃ ॥ ৭৬ ॥ তাদৃক্ তুষ্টির্ন মে দানৈস্তাদৃক্ তুষ্টির্ন মে মখৈঃ। ন তুষ্টি-স্তপসা তাদৃগ যাদৃশীকাশিসংস্তবৈঃ ॥ ৬৫ ॥ আনন্দ-কাননং যেন স্তুতমেতৎসুচেতসা। তেনাহং সংস্তুতঃ সম্যক্সর্ব্বৈঃ সূক্তৈঃ শ্রুতীরিতৈঃ ॥ ৬৭ ॥ তব কামাঃ সমৃদ্ধাঃ স্যুরানুসূয়েয় তাপস। জ্ঞানং তে পরমং ভাবি মহামোহবিনাশনম্ ॥ ৬৭ ॥ অপরং চ বরং ব্রূহি কিং দাতব্যং তবানঘ। ত্বাদৃশা এব মুনয়ঃ শ্লাঘনীয়া যতঃ সতাম্ ॥ ৬৮ ॥ যস্মাত্ত্যেব হি

কাশীতে যাহাতে মুক্তিপ্রতিবন্ধক শাপ না হয়, এই-জন্য দুর্ব্বাসার নিকটও তেজোময়রূপে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে তেজস্বী তপোধন! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি নির্ভীকহৃদয়ে বর প্রার্থনা কর। হে কুম্ভযোনে! তখন দুর্ব্বাসা শাপপ্রদা-নোদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া, অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন,—আমি ক্রোধান্ধ হইয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমি ক্রোধরিপুর অত্যন্ত বশীভূত, আমাকে ধিক্; কারণ আমি ত্রিভু-বনের অভয়করী কাশীকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! যাহারা অনবরত দুঃখসাগরে নিমগ্ন, যাহারা অনবরত সংসারগতায়াতে ক্লান্ত এবং যাহাদের কণ্ঠ কর্ম্মপাশে বদ্ধ সেই সকল জীবের কাশীধামই এক মাত্র মুক্ত হইবার উপায়। এই কাশী সকল জীবেরই মাতৃস্বরূপা; কারণ ইনিই মহামৃতস্বরূপ স্তন্য প্রদান করেন এবং জীব-গণ ইহা হইতেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অথবা জননীর সহিতও কাশীর তুলনা করা যায় না; কারণ জননী কেবল মাত্র গর্ভে ধারণ করেন, আর এই কাশী জীবগণকে চিরদিনের জন্য গর্ভযন্ত্রণা হইতে মোচন করেন। এবম্ভূতা কাশীপুরীকে যে ব্যক্তি শাপপ্রদান করিবে; সেই শাপের ফল তাহার ই হইবে। কাশীর প্রতি দুর্ব্বাসার এই সকল স্তববাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে মুনে! যে ব্যক্তি কাশীর স্তব অথবা কাশীকে ভাবনা করে, সেই ব্যক্তিরই তপস্যা সার্থক, সেই ব্যক্তিই কোটী যজ্ঞফল লাভ করে। কাশী এই দুই অক্ষর যাহার রসনায় বিরাজ করে, তাহার অর জঠরযন্ত্রণা পাইতে হয় না। প্রাতঃ-কালে উঠিয়া 'কাশী' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্রটী জপ করিলে লোকদ্বয় জয় করিয়া লোকাতীত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে আনুসূয়েয়! বহুকাল তপস্যা করিয়াও তোমার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, একবারমাত্র কাশীর স্তুতিতে সে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি কাশীর স্তব করিয়া অন্যান্য ভক্ত-গণ অপেক্ষাও অমার প্রিয়তর হইয়াছ। বহুতর দান, যজ্ঞ, তপস্যার অপেক্ষাও কশীস্তব আমার আনন্দকর। বেদোক্ত সূক্তনিচয় দ্বারা আমার স্তব করিলে যে ফল, এই আনন্দকাননের স্তবেও সেই ফল লাভ হয়। হে আনুসূয়েয়! তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে এবং তুমি এরূপ জ্ঞান লাভ করিবে, যাহা দ্বারা তোমার মহামোহ নষ্ট হইবে। তোমার ন্যায় মুনিগণকেই সাধুগণ শ্লাঘা করিয়া থাকেন, সুতরাং তুমি ক্রোধী হইয়াছিলে বলিয়া

সামর্থ্যস্তপসঃ ক্রুধ্যতীহ সঃ। কুপিতোঽপ্য-সমর্থস্তু কিং কর্ত্তা ক্ষীণবৃত্তিবৎ॥ ৬৯॥ ইতি শ্রুত্বা পরিহৃষ্ট্যা দুর্ব্বাসাঃ কৃত্তিবাসসম্। বরং চ প্রার্থয়ামাস পরিহৃষ্টতনূরুহঃ॥ ৭০॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। দেবদেব জগন্নাথ করুণাকর শঙ্কর। মহাপরাধবিধ্বংসিন্নন্ধকারে স্মরান্তক॥ ৭১॥ মৃত্যুঞ্জয়োগ্র ভূতেশ মৃড়ানীশ ত্রিলোচন। যদি প্রসন্নো মে নাথ যদি দেয়ো বরো মম॥৭২॥ তদিদং কামদং নাম লিঙ্গমস্ত্বিহ ধূর্জ্জটে। ইদং চ পল্বলং মেঽত্র কামকুণ্ডাখ্যমস্তু বৈ॥৭৩॥ দেবদেব উবাচ। এবমস্তু মহাতেজো মুনে পরমকোপন। যত্ত্বয়া স্থাপিতং লিঙ্গং দুর্ব্বাসেশ্বর-সংজ্ঞিতম্॥ ৭৪॥ তদেব কামকৃন্নৄণাং কামেশ্বরমিহাস্থিতি। যঃ প্রদোষে ত্রয়োদশ্যাং শনিবাসর-সংযুজি॥ ৭৫॥ সংস্নাস্যতি নরো ধীমান্ কামকুণ্ডে ত্বদাস্পদে। ত্বৎস্থাপিতং চ কামেশং লিঙ্গং দ্রক্ষ্যতি মানবঃ॥৭৬॥ স বৈ কামকৃতাদ্দোষাদ্যামীং নাপ্স্যতি যাতনাম্। বহবোঽপি হি পাপ্মানো বহুভির্জ্জন্মভিঃ কৃতাঃ॥ ৭৭॥ কামতীর্থাম্বুসংস্নানাদ্যাস্যন্তি বিলয়ং ক্ষণাৎ। কামাঃ সমৃদ্ধিমাপ্স্যন্তি কামেশ্বরনিষেবণাৎ॥ ৭৮। ইতি দত্ত্বা বরান্ শম্ভুস্তল্লিঙ্গে লয়মাযযৌ। স্কন্দ উবাচ। তল্লিঙ্গারাধনাৎ কামাঃ প্রাপ্তা দুর্ব্বাসসা ভৃশম্॥ ৭৯॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন কাশ্যাং কামেশ্বরঃ সদা। পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন মহাকামাভিলাষুকৈঃ॥ ৮০॥ কামকুণ্ডকৃতস্নানৈর্মহাপাতকশান্তয়ে। ইদং কামেশ্বরাখ্যানং যঃ পঠিষ্যতি পুণ্যবান্। যঃ শ্রোষ্যতি চ মেধাবী তৌ নিষ্পাপৌ ভবিষ্যতঃ॥৮১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্ব্বাসসো বরপ্রদানং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ। বিশ্বকর্ম্মেশ্বরং লিঙ্গং যৎকাশ্যাং প্রথিতং পরম্। তস্য লিঙ্গস্য কথয় দেবদেব সমুদ্ভবম্॥ ১॥ দেবদেব উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাতকনাশিনীম্। বিশ্বকর্ম্মেশলিঙ্গস্য প্রাদুর্ভাবং মনোহরম্॥ ২॥ বিশ্বকর্ম্মাভবৎপূর্ব্বং ব্রহ্মণস্তুপরা তনুঃ। ত্বষ্টুঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো নিপুণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ৩॥ কৃতোপনয়নঃ সোঽথ বালো গুরুকুলে বসন্। চকার গুরুশুশ্রূষাং ভিক্ষান্নকৃত-

---

লজ্জিত হইও না। যাহার তপোবল আছে, সেই ব্যক্তিই ক্রোধ করিয়া থাকে; অসমর্থ ব্যক্তি ক্রোধ করিয়া কি করিবে? মহেশ্বরের এই প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাসা বহু স্তবানন্তর বর প্রার্থনা করিলেন। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! হে মহাপরাধবিধ্বংসিন্! হে অন্ধক-রিপো! হে স্মরান্তক! হে মৃত্যুঞ্জয়! হে উগ্র! হে ভূতেশ! হে মৃড়ানীশ! হে ত্রিলোচন! হে নাথ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে এমত বর প্রদান করুন, যাহাতে এই লিঙ্গ কামপ্রদ হন এবং এই কুণ্ড কামকুণ্ড নামে খ্যাত হয়। মহেশ্বর কহিলেন,—হে মহাতেজস্বিন্! পরম কোপন মুনে! তোমার অভিলাষানুরূপ তোমা দ্বারা স্থাপিত এই দুর্ব্বাসেশ্বরলিঙ্গই সর্ব্বকামপ্রদ কামেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন। শনিবার ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষ সময়ে যে ব্যক্তি এই কামকুণ্ডে অবগাহন করিয়া কামেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার কামকৃত দোষ সমস্তই ক্ষয় হইয়া যাইবে; তাহাকে আর যমযাতনা পাইতে হইবে না। এই মহাতীর্থে স্নান করিলে, জন্মজন্মান্তরের পাপও মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষয় হয় এবং এই লিঙ্গের সেবায় সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। দুর্ব্বাসাকে এই সকল বর প্রদান করিয়া দেবদেব মহেশ্বর সেই লিঙ্গ মধ্যেই লীন হইয়া যাইলেন। স্কন্দ কহিলেন,—সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া দুর্ব্বাসার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল; অতএব সকাম ব্যক্তিগণ সেই কামকুণ্ডে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কামেশ্বরের পূজা করিলে তাহাদের মহাপাতক নষ্ট হয়। যে পুণ্যাত্মা এই উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তাহারা উভয়েই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ৪৭—৮১।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দেবদেব! কাশীধামে যে বিশ্বকর্ম্মেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার বিবরণ শ্রবণে অভিলাষ জন্মিয়াছে। মহেশ্বর কহিলেন,—আমি বিশ্বকর্ম্মেশ্বরের উৎপত্তিবিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা অতি মনোহর ও সর্ব্বপাপধ্বংসকর, প্রজাপতির মূর্ত্ত্যন্তর ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বকর্ম্মা উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করত গুরুসেবায় রত ছিলেন ও তিনি ভিক্ষা দ্বারাই শরীরপোষণ করিতেন।

[illegible] ॥ ৪ ॥ একদা তদ্গুরুঃ প্রাহ প্রাবৃটকালে [illegible]। কুরুটজং মদর্থং ত্বং যথাপ্রাবৃন্ন বাধতে ॥ ৫ ॥ যৎকদাচিন্নভজ্যেত ন পুরাতনতাং ব্রজেৎ। [illegible] স্বস্তিহিতো রে ত্বাষ্ট্র কুরু কঞ্চুকম্ ॥ ৬ ॥ [illegible]যোগ্যং নো গাঢং ন শ্লথঞ্চ প্রযত্নতঃ। বিনৈব বাসসা চারু বাল্কলঞ্চ সদোজ্জ্বলম্ ॥ ৭ ॥ গুরুপুত্রেণ [illegible] মমার্থং পাদুকে কুরু। যদারূঢ়স্য মে পাদৌ ন পঙ্কঃ সংস্পৃশেৎ ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥ চর্ম্মাদিবন্ধনির্ম্মুক্তে যাবতো মে সুখপ্রদে। যাভ্যাঞ্চ সঞ্চরে বারিস্থল-ভূমাবিব [illegible] ॥ ৯ ॥ গুরুকন্যাপি তং প্রাহ ত্বাষ্ট্র মে শ্রবণোচিতে। ভূষণে স্বেন হস্তেন কুরু কাঞ্চননির্ম্মিতে ॥ ১০ ॥ কুমারীক্রীড়নীয়ানি কৌতুকানি চ দেহি মে। দন্তিদন্তময়ান্যেব স্বহস্তরচিতানি চ ॥ ১১ ॥ গৃহোপকরণং দ্রব্যং মুষলোলূখলাদিকম্। তথা ঘটয় মেধাবিন্ যথা ক্রট্যতি ন ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥ অক্ষালিতান্যপি যথা নিত্যং পীঠানি সত্তম। উজ্জ্বলানি ভবন্ত্যেব স্থালিকাশ্চ তথা কুরু ॥ ১৩ ॥ সূপকর্ম্মণ্যপি চ মাং প্রশাধি ত্বষ্টৃনন্দন। যথাঙ্গুল্যো ন দহ্যন্তে পাকঃ স্যাচ্চ যথা শুভঃ ॥ ১৪ ॥ একস্তম্ভময়ং গেহমেকদারু-বিনির্ম্মিতম্। তথা কুরু বরং ত্বাষ্ট্র যত্রেচ্ছা তত্র ধারয়ে ॥ ১৫ ॥ যে সহাধ্যায়িনোহপ্যন্য বয়োজ্যেষ্ঠাশ্চ তেহপি হি। সর্ব্বে সর্ব্বং সমীহন্তে কর্ম্ম তৎকৃত-মেব হি ॥ ১৬ ॥ তথেতি স প্রতিজ্ঞায় সর্ব্বেষাং পুরতোহদ্রিজে। মধ্যেবনং প্রাবিশচ্চ মহাচিন্তা-ভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ১৭ ॥ কিঞ্চিৎকর্ত্তুং ন জানাতি প্রতি-জ্ঞাতং চ তেন বৈ। সর্ব্বেষাং পুরতঃ সর্ব্বং করিষ্যামীতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮ ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কো মে সাহায্যমর্পয়েৎ। বুদ্ধেরপি বনস্থস্য শরণং কং ব্রজামি চ ॥ ১৯ ॥ অঙ্গীকৃত্য গুরোর্ব্বাক্যং গুরুপত্ন্যা গুরোঃ শিশোঃ। যো ন নিষ্পাদয়েন্মূঢ়ঃ স ভবেন্নিরয়ী নরঃ ॥ ২০ ॥ গুরুশুশ্রূষণং ধর্ম্ম একো হি ব্রহ্মচারিণাম্। অনিষ্পাদ্য তু তদ্বাক্যং কথং মে নিষ্কৃতির্ভবেৎ ॥ ২১ ॥ গুরূণাং বাক্য-করণাৎ সর্ব্ব এব মনোরথাঃ। সিধ্যন্তীতরথা নৈব তস্মাৎকার্য্যং হি তদ্বচঃ ॥ ২২ ॥ কথং তদ্বচসঃ সিদ্ধিং প্রাপ্স্যাম্যত্র বনে স্থিতঃ। কশ্চ মেহস্য সহায়ী স্যাদ্বিষণাতুর্ব্বলস্য বৈ ॥ ২৩ ॥ আস্তাং

একদা বর্ষাকালে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—বৎস! তুমি এরূপ একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ কর, যাহাতে আমি বর্ষাকাল অক্লেশে অতিবাহিত করিতে পারি। তাঁহার গুরুপত্নীও তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস! ত্বাষ্ট্র! যত্নপূর্ব্বক আমার উপযুক্ত সতত উজ্জ্বল শোভাবিশিষ্ট একটী কঞ্চুক নির্ম্মাণ কর; উহা যেন বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া, বল্কলনির্ম্মিত হয়; এবং শ্লথ অথবা অত্যন্ত গাঢ় না হয়। তাঁহার গুরুপুত্র কহিলেন,—আমার জন্য এরূপ সুখপ্রদ একযুগ্ম পাদুকা নির্ম্মাণ কর, যাহা ব্যবহার করিলে আমার চরণে কোন প্রকার ধূলি লাগিতে না পারে এবং উহা দ্বারা কি জলে, কি স্থলে, সর্ব্বত্রই সমানভাবে বিচরণ করিতে পারি। আর ঐ পাদুকা যেন চর্ম্ম-নির্ম্মিত না হয়। গুরুকন্যাও কহিলেন,—হে ত্বাষ্ট্র! আমার জন্য তুমি স্বহস্তে দুইটী কাঞ্চননির্ম্মিত কর্ণভূষণ নির্ম্মাণ কর এবং [illegible] গজদন্তবিনির্ম্মিত আমার ক্রীড়াযোগ্য পুত্তলিকা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া আমায় প্রদান কর [illegible] উদূখল, মুষল প্রভৃতি গৃহোপকরণ দ্রব্যও প্রস্তুত করিয়া দেও। হে সুবুদ্ধে! ঐ [illegible] যেন কদাচ ভগ্ন না হয়। আর [illegible] পাক করিবার একটী স্থালী প্রস্তুত করিয়া [illegible] পাকক্রিয়া শিক্ষা দিবে, যাহাতে উত্তম পাক হইবে অথচ অঙ্গুলিতে অগ্নিতাপ লাগিবে না এবং আমি যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই রাখিতে পারি, এরূপ একটী কাষ্ঠময় এক-স্তম্ভ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেও। অপরাপর বয়ো-জ্যেষ্ঠ সহধ্যায়িগণও বিশ্বকর্ম্মার কৃতকর্ম্মের অপেক্ষা করিতেন, বিশ্বকর্ম্মা তখন কিছুই জানেন না অথচ সকলের অভিলাষই পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন, এইজন্য তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া চিন্তাকুলহৃদয়ে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এক্ষণে কি করি, কোথায় যাইলে আমার বুদ্ধির সাহায্য পাইব? এই অরণ্যে কাহাকেই বা আশ্রয় করিব? যে ব্যক্তি গুরু, গুরুপত্নী অথবা গুরু-সন্তানের বাক্য স্বীকার করিয়া প্রতিপালন না করে, তাহার নিশ্চয়ই নরক হয়। ১—২০। গুরুর বাক্য প্রতিপালন না করিলে আমার নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি নাই, কারণ গুরুসেবাই ব্রহ্মচারিগণের একমাত্র ধর্ম্ম; গুরুসেবা ভিন্ন মনোরথসিদ্ধির আর উপায় নাই, সুতরাং গুরুবাক্য সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা উচিত। সামান্য ব্যক্তির কথায়ও স্বীকৃত হইয়া যে ব্যক্তি পালন না করে, সেও নরকগমন করে;

গুরুকথা দূরং যোহজ্ঞস্তাপি নযোরপি। গুমিত্যুক্তা ন কুরুতে কার্য্যং সোহথ ব্রজত্যধঃ ॥ ২৪ ॥ কথমেতানি কর্ম্মাণি করিষ্যেহজ্ঞোহসহায়বান্। অঙ্গীকৃতানি তদ্ভীত্যা নমস্তে ভবিতব্যতে ॥ ২৫ ॥ যাবদিত্থং চিন্তয়তি স ত্বাষ্ট্রো বনমধ্যগঃ। তাবত্তদৈব সম্প্রাপ্তস্তেনৈকোহদর্শি তাপসঃ ॥ ২৬ ॥ অথ [illegible] স তং প্রাহ বনে দৃষ্টং তপস্বিনম্। কো ভবান্মানসং মে যো নিতরাং সুখয়ত্যহো ॥ ২৭ ॥ ত্বদ্দর্শনেন মে গাত্রঞ্চিন্তাসন্তাপতাপিতম্। হিমানীগাহনেনেব শীতলং ভবতি ক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥ কিং ত্বং মে প্রাক্তনং কর্ম্ম প্রাপ্তং তাপসরূপধৃক্। অথবা করুণাবার্দ্ধি-রাবির্ভূতঃ শিবো ভবান্ ॥ ২৯ ॥ যোহসি সোহসি নম-স্তভ্যমুপদেশেন যুঙ্ক্ষ মাম্। গুরূক্তং গুরুপত্ন্যুক্তং গুর্ব্বপত্যোক্তমেব চ ॥ ৩১ ॥ কথং কর্ত্তুমহং শক্তঃ কর্ম্ম তত্র দিশাদ্ভুতম্। কুরু মে বুদ্ধিসাহায্যং নির্জ্জনে বন্ধুতাং গতঃ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যুক্তস্তেন স বনে তাপসো ব্রহ্মচারিণা। কারুণ্যপূর্ণহৃদয়ো যথোক্তমুপদিষ্টবান্ ॥ ৩২ ॥ য আপ্তস্তেন সম্পৃষ্টো দুর্ব্বুদ্ধিং সম্প্রযচ্ছতি। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩৩ ॥ তাপস উবাচ। ব্রহ্মচারিন্ শৃণু ব্রূয়াং কিমত্র দুষ্করং ত্বিদম্। বিশ্বেশানুগ্রহাদ্ব্রহ্মাপ্যভবৎ সৃষ্টিকোবিদঃ ॥ ৩৪ ॥ যদি ত্বং ত্বাষ্ট্র সর্ব্বজ্ঞং কাশ্যামারাধয়িষ্যসি। ততস্তে বিশ্বকর্ম্মেতি নাম সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ বিশ্বেশানুগ্রহাৎ কাশ্যামভিলাষা ন দুর্লভাঃ। সুলভো দুর্লভো বৈ যদ্ যত্র মোক্ষস্তনুত্যজাম্ ॥ ৩৬ ॥ স্রষ্টৈঃ করণসামর্থ্যং সৃষ্টিরক্ষাপ্রবীণতা। বিধিনা বিষ্ণুনা প্রাপি বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ ॥ ৩৭ ॥ যাহি বৈশ্বেশ্বরং সদ্ম পদ্মযা সমধিষ্ঠিতম্। নির্ব্বাণসংজ্ঞয়া বাল যদীচ্ছেঃ স্বান্মনোরথান্ ॥ ৩৮ ॥ স হি সর্ব্বপ্রদঃ শম্ভুর্যাচিত-স্তোপমন্যুনা। পয়োমাত্রং দদৌ তস্মৈ সর্ব্বং ক্ষীরা-ব্ধিমেব চ ॥ ৩৯ ॥ আনন্দকাননে শম্ভোঃ কিং কিং কেন ন লভ্যতে। যত্রবাসকৃতাং পুংসাং ধর্ম্মরাশিঃ পদে পদে ॥ ৪০ ॥ স্বর্ধুনীস্পর্শমাত্রেণ মহাপাতক-সন্ততিঃ। যত্র সংক্ষয়তি ক্ষিপ্রং তাং কাশীং কো ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৪১ ॥ ন তাদৃগ্ ধর্ম্মসম্ভারো লভ্যতে ক্রতুকোটিভিঃ। যাদৃগ্বারাণসীবীথীসঞ্চারেণ পদেপদে ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদ্যস্তি মনোরথঃ। তদা বারাণসীং যাহি যাহি ত্রৈলোক্য-

গুরুর কথা আর কি বলিব? আমি অজ্ঞ ও অসহায়, এই অঙ্গীকৃতপালনে কিরূপে সমর্থ হইব? হে ভবিতব্যতে! আমি গুরুশাপভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমাকে নমস্কার করিতেছি। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন যে, তথায় একজন তপস্বী আগমন করিলেন। ত্বষ্টৃনন্দন কাননমধ্যে সেই তপস্বীকে আসিতে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবন্! আপনাকে দেখিয়া আমার চিন্তানলদগ্ধ হৃদয় ক্ষণমধ্যেই যেন তুষারশীতল হইল। আমার মন সুখাবেশে নৃত্য করিতেছে। আপনি কে? আপনি কি তপস্বি-রূপধারী আমার প্রাক্তন কর্ম্ম, অথবা দয়াময় মহেশ্বর? আপনি যেই হউন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, কিরূপে আমি আমার গুরু, গুরুপত্নী ও গুরুর অপত্যগণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিব? আপনি এই বনমধ্যে বন্ধুরূপে আমার বুদ্ধির সহায় হউন। করুণাময় ব্রহ্মচারী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে যথার্থ উত্তম উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; কারণ যে ব্যক্তি পৃষ্ট হইয়াও অসদুপদেশ প্রদান করে, তাহাকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত নরকবাস করিতে হয়। তাপস কহিলেন,—হে ব্রহ্মচারিন্! শ্রবণ কর। বিশ্বেশ্বরের কৃপাবলে ব্রহ্মাও সৃষ্টিকার্য্যে নিপুণ হইয়াছেন, অতএব তোমার এ কার্য্য আর আশ্চর্য্য কি? যদি তুমি কাশীতে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিতে পার তাহা হইলেই তোমার বিশ্বকর্ম্মা নাম সফল হইবে। ২১—৩৫। কাশীশ্বরের অনুগ্রহবলে কোন্ অভিলাষ না পূর্ণ হয়? যে কাশীতে তনুত্যাগ করিলে সামান্য দুর্লভ পদার্থের কথা কি, মুক্তিপর্য্যন্তও লাভ হয়; যথায় পদ্মযোনি সৃজন করিতে ও বিষ্ণু সৃষ্টিরক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন; হে বৎস! যদি তুমি নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই নির্ব্বাণক্ষেত্র কাশীধামে গমন কর। সেই ভগবান্ মহেশ্বর সমস্ত মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করেন; উপমন্যু তাঁহার নিকট অল্পমাত্র দুগ্ধ প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাকে দুগ্ধসমুদ্র প্রদান করিয়াছিলেন। যেখানে বাস করিলে মানব পদে পদে ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে পারে, যথায় স্বর্ধুনীসলিল স্পর্শ মাত্রেই বহুশত মহা-পাতক মুহূর্ত্তেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; দেবদেব মহেশ্বরের সেই আনন্দকানন আশ্রয় করিয়া কোন্ ব্যক্তি কোন্ পদার্থ না লাভ করে? কোটী যজ্ঞেও যে ফল লাভ হয়, বারাণসীর পথে ভ্রমণকালে প্রতি-পদেও তাহা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। যদি চতুর্ব্বর্গফললাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে

পার্বতীম্ ॥ ৪৩ ॥ সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তিস্তদৈব স্যাদ্ধ্রুবং নৃণাম্। ধ্রুবৈব সর্ব্বদঃ সর্ব্বঃ কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরঃ স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥ স তাপসোক্তমাকর্ণ্য ত্বাষ্ট্র ইত্থং ব্রুবৈবান্। কাশীসম্প্রাপ্ত্যুপায়ং চ তমেব সমপৃচ্ছত ॥ ৪৫ ॥ ত্বাষ্ট্র উবাচ। তদানন্দবনং শম্ভোঃ ক্বাস্তি তাপসসত্তম। যত্র নো দুর্লভং কিঞ্চিৎসাধকানাং ত্রয়ীস্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥ স্বর্গে বা মর্ত্ত্যলোকে বা বলিসদ্মনি বা মুনে। ক তদানন্দগহনং যত্রানন্দপয়োদ্ধিজা ॥ ৪৭ ॥ যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবো বিশ্বেষাং কর্ণধারকঃ। ব্যাচষ্টে তারকং জ্ঞানং যেন তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ৪৮ ॥ সুলভা যত্র নিয়তমানন্দবনচারিণঃ। অপি নৈঃশ্রেয়সী লক্ষ্মীঃ কিমন্যেহল্পমনোরথাঃ ॥ ৪৯ ॥ কস্তাং মাং প্রাপয়েচ্ছম্ভোঃ কথং যামি তথা বদ। স তপস্বীতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতম্ ॥ ৫০ ॥ প্রাহাগচ্ছ নয়ামি ত্বাং যিযাসুরহমপ্যহো। দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং যদি কাশী ন সেবিতা ॥ ৫১ ॥ পুনঃ ক নৃত্বং শ্রেয়োভূঃ ক কাশী কর্ম্মবন্ধহৃৎ। বৃথা গতে হি মানুষ্যে কাশীপ্রাপ্তিবিবর্জ্জনাৎ ॥ ৫২ ॥ আয়ুষ্যং চ ভবিষ্যং চ সর্ব্বমেব বৃথা গতম্। অতোহহং সফলীকর্ত্তুং মানুষ্যং চাতিচঞ্চলম্ ॥ ৫৩ ॥ যাস্যামি কাশীমায়াহি মায়াং হিত্বা ত্বমপ্যহো। ইতি তেন সহ ত্বাষ্ট্রো মুনিনাতিকৃপালুনা ॥ ৫৪ ॥ পুরীং বৈশ্বেশ্বরীং প্রাপ্তো মনঃস্বাস্থ্যমবাপ চ। ততঃ প্রাপষ্য তাং কাশীং তাপসঃ ক্বাপ্যতর্কিতম্ ॥ ৫৫ ॥ জগাম কুম্ভসম্ভূত স ত্বাষ্ট্রোহপীত্যমন্যত। অবশ্যং স হি বিশ্বেশঃ সর্ব্বেষাং চিন্তিতপ্রদঃ ॥ ৫৬ ॥ সৎপথস্থিরবৃত্তীনাং দূরস্থেহপি সমীপগঃ। যস্মিন্ প্রসন্নদৃক্ ত্র্যক্ষস্তন্দবিষ্ঠমপি ধ্রুবম্। মুনেদিষ্টং করোত্যেব স্বয়ং বর্ত্মোপদেশয়ন্ ॥ ৫৭ ॥ ক্বাহং তত্র বনে বালশিস্তাকুলিতমানসঃ। ক্ব তাপসঃ স যো মাং বৈ সুপদিষ্টেহ চানয়ৎ ॥ ৫৮ ॥ খেলোহয়মস্ত ত্র্যক্ষস্য যস্য ভক্তস্য কুত্রচিৎ। ন দুর্লভতরং কিঞ্চিদহো ক্বাহং ক কাশিকা ॥ ৫৯ ॥ নারাধিতো ময়া শম্ভুঃ প্রাক্তনে জন্মনি ক্বচিৎ। শরীরিধারণমানেন জ্ঞাতমেতদসংশয়ম্ ॥ ৬০ ॥ অস্মিন্ জন্মনি বালত্বান্ন চৈবারাধিতঃ স্ফুটম্। প্রত্যক্ষমেবমেবৈতৎকুতোহনুগ্রহধীর্ম্ময়ি ॥ ৬১ ॥ আ জ্ঞাতং গুরুভক্তির্মে হেতুঃ শম্ভুপ্রসাদনে। যয়েহানুগৃহীতোহস্মি বিশ্বেশেন কৃপালুনা ॥ ৬২ ॥ অথবা কারণাপেক্ষস্যাক্ষস্থিতরদেববৎ। রক্ষমপ্যনুগৃহ্নাতি কেবলং

বারাণসীতে গমন কর। কাশীধামে সর্ব্বদা বিশ্বেশ্বরকে আশ্রয় করিলে, তখনই সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হয়। বিশ্বকর্ম্মা, তাপসের নিকট এই সকল শ্রবণ করিয়া কাশীপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন,—হে তাপসসত্তম! যথায় সাধকগণের, ভূমণ্ডলের কোন দ্রব্যই অপ্রাপ্য থাকে না; যথায় আনন্দলক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমানা; যথায় ভবকর্ণধার বিশ্বেশ্বর, জীবগণকে তারকজ্ঞান উপদেশ করেন, যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহারা তন্ময়তা লাভ করে; যথায় জীবগণের দুর্লভ লক্ষ্মীও সুলভ; মহেশ্বরের সেই আনন্দকানন কোথায়?—স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অথবা পাতালে? আমায় কে তথায় লইয়া যাইবে? কি উপায়ে আমি তথায় গমন করিব, বলুন। বিশ্বকর্ম্মার এই ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই তাপস কহিলেন,—চল, আমার সহিত কাশীগমন করিবে; আমিও তথায় গমন করিতেছি। দুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া যদি কাশীগমন না করিলাম, তবে এ মনুষ্যজন্ম সকলই ব্যর্থ হইল। আর [illegible] মনুষ্যজন্ম ও সংসারমুক্তিদায়িনী কাশী সর্ব্বদা [illegible] এইজন্য আমি অতি চঞ্চল মনুষ্যজীবন সফল করিবার নিমিত্ত কাশীগমন করিব। তুমিও সংসার-মায়া ত্যাগ করিয়া আমার সহিত চল। এইরূপে দয়াবান্ তাপসের সহিত বিশ্বকর্ম্মা কাশীতে গমন করিয়া মনের শান্তিলাভ করিলেন। কাশীতে আসিয়া সহসা সেই তাপসকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই তাপসশ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহ ভগবান্ বিশ্বেশ্বর। যাহাদের বুদ্ধি সৎপথে নিশ্চলা থাকে, তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করেন। তাহারা দূরদেশস্থ হইলেও তিনি তাহাদিগকে পথদর্শক হইয়া নিকটে লইয়া যান। ভগবান্ ত্রিলোচনের এই অদ্ভুত লীলা যে, তাঁহার ভক্ত যেখানেই থাকুক, তাহার পক্ষে কিছুই দুর্লভ থাকে না। ৩৬—৫৯। কারণ আমি কোথায় ছিলাম, আর এই মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামই বা কোথায় ছিল? আমি এজন্মে কখন মহেশ্বরের আরাধনা করি নাই, জন্মান্তরেও কখন যে করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তাহা হইলে আমাকে আর মানবদেহ ধারণ করিতে হইত না। তবে আমার উপর কি কারণে মহেশ্বরের অনুগ্রহ হইল? বোধ হয়, আমার গুরুভক্তিই ইহার কারণ; তিনি [illegible]

কারণং কৃপা ॥ ৬৩ ॥ যদি নো মষ্যনুক্রোশঃ কথং তাপসসঙ্গতিঃ। তদ্রূপেণ স্বয়ং শম্ভুরানিনায়েহ মাং ধ্রুবম্ ॥ ৬৪ ॥ ন দানানি ন বৈ যজ্ঞা ন তপাংসি ব্রতানি চ। শম্ভোঃ প্রসাদহেতূনি কারণং তৎকৃপৈব হি ॥ ৬৫ ॥ দয়ামপি তদা কুর্য্যাদসৌ বিশ্বেশ্বরঃ পরাম্। যদা শ্রুত্যুক্তমধ্বানং সদ্ভিঃ ক্ষুন্নং ন সন্ত্যজেৎ ॥ ৬৬ ॥ অনুক্রোশং সমর্থ্যেতি স ত্বাষ্ট্রঃ শান্তবং শুচিঃ। সংস্থাপ্য লিঙ্গমীশস্যারাধয়ৎ স্বস্থমানসঃ ॥ ৬৭ ॥ আনীয় পুষ্পসম্ভারমার্ত্তবং কাননাদ্বহু। স্নাত্বাভ্যর্চ্চয়তীশানং কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ৬৯ ॥ ইত্থং ত্বষ্টৃতনুজস্য লিঙ্গারাধনচেতসঃ। ত্রিহায়ণাৎ প্রসন্নোঽভূত্তস্যেশঃ করুণানিধিঃ ॥ ৬৯ ॥ তস্মাদেব হি লিঙ্গাচ্চ প্রাদুর্ভূয় ভবোঽব্রবীৎ। বরং বরয় রে ত্বাষ্ট্র-দৃঢ়ভক্ত্যানয়া তব ॥ ৭০ ॥ প্রসন্নোঽস্মি ভৃশং বাল গুর্ব্বর্থকৃতচেতসঃ। গুরুণা গুরুপত্ন্যা চ গুর্ব্বপত্যদ্বয়েন চ ॥ ৭১ ॥ যথার্থিতং তথা কর্ত্তুং

বলেই আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। অথবা মহেশ্বর অন্য দেবতাদিগের ন্যায়, কারণ অপেক্ষা করেন না; দরিদ্রদিগের প্রতি কৃপাই তাহার নিদর্শন। অতএব তাঁহার কৃপাই তাঁহার অনুগ্রহের প্রতি একমাত্র কারণ। নিশ্চয়ই দেবদেব কৃপাপূর্ব্বক তাপসরূপ ধরিয়া এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন; নতুবা, সেই বন মধ্যে তপস্বীর কিরূপে সাক্ষাৎ পাইলাম? কেবলমাত্র দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও ব্রতাচরণ দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হইতে পারে না; তাঁহার কৃপা হইলেই প্রসন্নতা লাভ করা যায়। যাঁহারা সাধুসম্মত পবিত্র বেদমার্গ কখন ত্যাগ না করেন, তাঁহারাই বিশ্বেশ্বরের কৃপাভাজন হন। নির্ম্মলচেতা বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে বিশ্বেশ্বরের কৃপামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বহস্তে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ফলমূলভোজী হইয়া নিত্য স্নান করত স্বহস্তে বনমধ্য হইতে কুসুম আহরণ করিয়া ঈশানের পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর লিঙ্গার্চ্চনায় অতিবাহিত হইলে পর এক দিন দেবদেব মহেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই লিঙ্গমধ্যে আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন,—হে ত্বাষ্ট্র! তোমার গুরুর প্রতি ও আমার প্রতি অচলা ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। অতএব বর প্রার্থনা কর; তোমার গুরু, গুরুপত্নী ও গুরুর

তে সামর্থ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৭২ ॥ অন্যান্ বরাংশ্চ তে দদ্যাং ত্বাষ্ট্র তুষ্টস্বদর্চ্চয়া। তান্ শৃণুষ্ব মহাভাগ লিঙ্গস্থাস্যাদ্ভুতশ্রিয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ত্বং সুবর্ণাদিধাতূনাং দারূণাং দৃষদামপি। মণীনামপি রত্নানাং পুষ্পাণামপি বাসসাম্ ॥ ৭৪ ॥ কর্পূরাদিসুগন্ধীনাং দ্রব্যাণামপ্যপামপি। কন্দমূলফলানাং চ দ্রব্যাণামপি চ ত্বচাম্ ॥ ৭৫ ॥ সর্ব্বেষাং বস্তুজাতানাং কর্ত্তুং কর্ম্ম প্রবেৎস্যসি। যস্য যস্য রুচির্যত্র সদ্ম-দেবালয়াদিষু ॥ ৭৬ ॥ তস্য তস্যেহ তুষ্ট্যৈ ত্বং তথা কর্ত্তুং প্রবেৎস্যসি। সর্ব্বনেপথ্যরচনা সর্ব্বাঃ সুপস্য সংস্কৃতীঃ ॥ ৭৭ ॥ সর্ব্বাণি শিল্পিকার্য্যাণি তৌর্য্যত্রিকমথাপি চ। সর্ব্বং জ্ঞাস্যসি কর্ত্তুং ত্বং দ্বিতীয় ইব পদ্মভূঃ ॥ ৭৮ ॥ নানাবিধানি যন্ত্রাণি নানায়ুধবিধানকম্। জলাশয়ানাং রচনাঃ সুদুর্গরচনাস্তথা ॥ ৭৯ ॥ তাদৃক্কর্ত্তুং পুরা বেৎসি যাদৃঙ্নান্যোঽধিযাস্যতি। কলাজাতং হি সর্ব্বং ত্বমবযাস্যসি মে বরাৎ ॥ ৮০ ॥ সর্ব্বেন্দ্রজালিকীবিদ্যা ত্বদধীনা ভবিষ্যতি। সর্ব্বকর্ম্মসু কৌশল্যং সর্ব্ববুদ্ধিবরিষ্ঠতাম্ ॥ ৮১ ॥ সর্ব্বেষাঞ্চ মনোবৃত্তিং ত্বং জ্ঞাস্যসি বরান্মম। কিং বহূক্তেন যৎসর্গে যৎপাতালে যদত্র চ ॥ ৮২ ॥ অতিলোকোত্তরং কর্ম্ম তৎসর্ব্বং বেৎস্যসি স্বয়ম্ ॥ ৮৩ ॥ বিশ্বেষাং বিশ্ব-

---

অপত্যদ্বয় যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা অনায়াসে প্রদান করিতে পারিবে। হে মহাভাগ! তোমার এই বিধিবৎ অর্চ্চনায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়া যে বর দিতেছি তাহা শ্রবণ কর। ৬০—৭৩। সুবর্ণ ও অন্যান্য ধাতু, কাষ্ঠ, প্রস্তর, মণি, রত্ন, পুষ্প, বস্ত্র কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য, জল, কন্দ, ফল, মূল, ত্বক্ প্রভৃতি সকল পদার্থেই তুমি অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য দেখাইতে পারিবে। তুমি সর্ব্বপ্রকার দেবালয় প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া লোকতুষ্টি করিতে পারিবে। সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম ও তৌর্য্যত্রিকবিধানে তুমি দ্বিতীয় ব্রহ্মার মত হইবে। তোমার মত কেহই নানাবিধ যন্ত্রনির্ম্মাণ, আয়ুধবিধান, জলাশয়রচনা ও সুন্দর দুর্গরচনা করিতে জানিবে না। আমার বরে যাবতীয় কলা তোমার আয়ত্ত থাকিবে, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রজালবিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মকুশল ও বুদ্ধিমান্ হইবে। তুমি আমার বরে সকলের মনোবৃত্তি জ্ঞাত হইবে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের কোনপ্রকার কর্ম্মই তোমার অজ্ঞাত থাকিবে না। এই বিশ্বে সমস্ত কর্ম্মনিচয়ই তোমার আপনা হইতে আয়ত্ত হইবে বলিয়া

কর্মাণি বিশ্বেষু ভুবনেষু চ। যতো জানাসি তন্নাম বিশ্বকর্মেতি তেঽনঘ ॥ ৮৪ ॥ অপরঃ কো বরো দেয়স্তব ত্বং প্রার্থয়াঽধুনা। তবাদেয়ং ন মে কিঞ্চিল্লিঙ্গার্চ্চনরতস্য হি ॥ ৮৫ ॥ অন্যত্রাপি হি যো লিঙ্গং সমর্চ্চয়তি সন্মতিঃ। তস্যাপি বাঞ্ছিতং দেয়ং কিং পুনর্মে বিকাশিকম্ ॥ ৮৬ ॥ যেন কাশ্যাং সমভ্যর্চ্চি যেন কাশ্যাং প্রতিষ্ঠিতম্। যেন কাশ্যাং স্তুতং লিঙ্গং স মে রূপায় দর্পণঃ ॥ ৮৭ ॥ তত্ত্বং স্বচ্ছোঽসি মুকুরো মম নেত্রত্রয়স্য হি। কাশ্যাং লিঙ্গার্চ্চনাত্বাদ্ধি, বরং বরয় সুব্রত ॥ ৮৮ ॥ কাশ্যাং যো রাজধান্যাং মে হিত্বা মামন্যমর্চ্চয়েৎ। স বরাকোঽল্পবীর্য্যঃষ্টোঽল্প বুদ্ধির্মুক্তিবর্জ্জিতঃ ॥৮৯॥ তদানন্দবনে হ্যত্র সমর্চ্চ্যোঽহং মুমুক্ষুভিঃ। দ্রুহিণোপেন্দ্রচন্দ্রেন্দ্রৈরিহান্যো ন সমর্চ্চ্যতে ॥ ৯০ ॥ যথানন্দবনং প্রাপ্য ত্বং মামর্চ্চিতবানসি। তথান্যে পুণ্যকর্ম্মাণো মামভ্যর্চ্চ্যৈব মামিতাঃ ॥ ৯১ ॥ অনুগ্রাহ্যোঽসি নিতরাং ততো বরয় দুর্লভম্। প্রার্থিতং তদবৈহি ত্বং বদ মা চিরয়স্ব ভোঃ ॥ ৯২ ॥ বিশ্বকর্ম্মোবাচ। ইদং যৎস্থাপিতং লিঙ্গং ময়াজ্ঞেনাপি শঙ্কর। তল্লিঙ্গমন্যেঽপ্যারাধ্য সন্তু সদ্বুদ্ধিভাজনম্ ॥ ৯৩ ॥ অন্যচ্চ নাথ প্রার্থ্যোঽসি তচ্ছ্রবিশ্রাণয়িষ্যসি। ময়া বিনির্ম্মাপয়িতা স্বং প্রাসাদং কদা ভবান্ ॥৯৪॥ দেবদেব উবাচ। এবমস্তু যদুক্তং তে তব লিঙ্গসমর্চ্চকাঃ। সদ্বুদ্ধিভাজনং রৈ স্যুঃ স্যুশ্চ নির্ব্বাণদীক্ষিতাঃ ॥ ৯৫ ॥ যদা চ রাজা ভবিতা দিবোদাসো বিধের্ব্বরাৎ। তদা মে বচনাত্তাত প্রাসাদং মে বিধাস্যতি ॥ ৯৬ ॥ নবীকৃত্য পুনঃ কাশী নির্ব্বিষ্টা তেন ভূভুজা। গণেশমায়য়া রাজ্যাৎ পরিনির্ব্বিণ্নচেতসা ॥ ৯৭ ॥ বিষ্ণোঃ সদুপদেশাচ্চ মামেব শরণং গতঃ। নির্ব্বাণলক্ষ্মীঃ প্রাপ্তেহ হিত্বা রাজশ্রিয়ং চলাম্ ॥ ৯৮ ॥ বিশ্বকর্ম্মন্ ব্রজ গুরোঃ শাসনায় যতস্ব চ। গুরুভক্তিকৃতো যস্মান্মদ্ভক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥ যে গুরুং চাবমন্যন্তে তেঽবমান্যা ময়াপ্যহো। তস্মাদ্গুরূপদিষ্টং হি কুরু শিষ্যসমীহিতম্ ॥ ১০০ ॥ তত আগত্য মে পার্শ্বং যাবন্নির্ব্বাণমেষ্যসি। তাবৎস্থাস্যসি শুদ্ধাত্মা দেবানাং হিতমাচরন্ ॥ ১০১ ॥ তবাত্র লিঙ্গে সততং স্থাস্যামাহমভীষ্টদঃ। অস্য লিঙ্গস্য ভক্তানাং নির্ব্বাণশ্রীরদূরতঃ ॥ ১০২ ॥ অঙ্গারেশাত্তুদীচ্যাং

তোমার নাম বিশ্বকর্ম্মা। হে বিশ্বকর্ম্মন্! তোমাকে আমার কোন দ্রব্যই অদেয় নাই; অতএব আরও কি বর দিতে হইবে, প্রার্থনা কর। কাশীতে যে ব্যক্তি আমার লিঙ্গপূজা করে, তাহার কথা কি? স্থানান্তরেও যে আমার লিঙ্গার্চ্চনা করে, তাহাকেও বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকি। এই মহাক্ষেত্রে যে ব্যক্তি লিঙ্গ পূজা, প্রতিষ্ঠা বা স্তুতি করে, মুকুরের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে আমিই প্রতিফলিত হইয়া থাকি। তুমিও এইস্থানে আমার পূজা করিয়া আমার দর্পণস্বরূপ হইয়াছ। যে মূঢ়ব্যক্তি আমার রাজধানী কাশীধামে আমাকে ত্যাগ করিয়া, আমার ইতর অন্যের অর্চ্চনা করিবে, এইস্থানে তাহার আর মুক্তি কখনই হইবে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রও এস্থানে আসিয়া আমাব্যতীত অন্যের পূজা করেন না, অতএব মোক্ষাভিলাষিগণ এই আনন্দকাননে আমারই অর্চ্চনা করিবে। তোমার ন্যায় আরও পুণ্যশীল ব্যক্তি এই স্থানে আমার আরাধনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি আমার নিকট বিশেষ অনুগ্রহপাত্র হইয়াছ বলিয়া আমি অতি দুর্লভ বরদানেও স্বীকৃত আছি। অতএব আর বিলম্ব করিও না, অবিলম্বে বর প্রার্থনা কর। বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আমি মোহান্ধ হইয়াও যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, ইহার পূজা করিয়া যেন অপর ব্যক্তি সদ্বুদ্ধি লাভ করে। ৭৪—৯৩। আমার আর একটী প্রার্থনা এই যে, কবে আমি আপনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিব? মহেশ্বর কহিলেন,—তাহাই হইবে; তোমার এই লিঙ্গার্চ্চনায় জীবগণ সদ্বুদ্ধি লাভ করিয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যখন দিবোদাস, ব্রহ্মার বরে কাশীরাজ হইবে এবং বহুকাল রাজত্ব করিয়া পুনরায় গণেশের মায়ায় অতিশয় নির্ব্বিণ্নচিত্ত হইয়া, বিষ্ণুর উপদেশমত চঞ্চল রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া, আমার আরাধনায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি আমার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে। হে বৎস! তুমি, এক্ষণে গমন করিয়া গুরুর আজ্ঞাপ্রতিপালনে যত্ন কর। কারণ যাহারা গুরুভক্ত, নিঃসন্দেহ তাহারা আমারই ভক্ত; যাহারা গুরুর অবমাননা করে, আমা কর্ত্তৃক তাহারাও অবমানিত হয়। অতএব এক্ষণে তুমি গুরুর আদেশ প্রতিপালন কর। তৎপরে যাবৎ মুক্তিলাভ না হয়, তাবৎ আমার নিকট অবস্থান করিয়া পবিত্রচিত্তে দেবগণের হিত আচরণ কর। আমি সর্ব্বদা তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিয়া ভক্ত-

যে তানিদক্ষ সমর্চ্চকাঃ। তেষাং মনোরথা-বাপ্তির্ভবিষ্যতি পদেপদে ॥ ১০৩ ॥ ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবস্থাষ্ট্রোঽপি গুরুমাপ্তবান্। গুরোঃ সমীহিতং ভূরি বিধায় স্বং গৃহান্ যযৌ ॥ ১০৪ ॥ গৃহেঽপি • মাতাপিতরৌ সন্তোষ্য নিজকর্ম্মণা। তদনুজ্ঞাং সমাধায় পুনঃ কাশীং সমাযযৌ ॥ ১০৫ ॥ স্বলিঙ্গারাধনাসক্তো নাদ্যাপি ত্বষ্টৃনন্দনঃ। কাশীং ত্যজতি মেধাবী সর্ব্বদেবপ্রিয়ং চরন্ ॥ ১০৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পৃষ্টানি যানি লিঙ্গানি ত্বয়া দেবি গিরীন্দ্রজে। কাশীমুক্তৌ সমর্থানি তান্যুক্তানি ময়া তব ॥ ৭ ॥ লিঙ্গমোঙ্কারসংজ্ঞং চ তথা দেবং ত্রিবিষ্টপম্। মহাদেবঃ কৃত্তিবাসা রত্নেশশ্চন্দ্রসংজ্ঞকঃ ॥১০৮॥ কেদারশ্চাপি ধর্ম্মেশস্তথা বীরেশ্বরাভিধঃ। কামেশবিশ্বকর্ম্মেশৌ মণিকর্ণীশ্বরস্তথা ॥১০৯॥ মমার্চ্চ্যমবিমুক্তাখ্যং ততো দেবি মমাখ্যকম্। বিশ্বনাথেতি বিশ্বস্মিন্ প্রথিতং বিশ্বসৌখ্যদম্ ॥ ১১০ ॥ অবিমুক্তং সমাসাদ্য যেন বিশ্বেশ্বরোঽর্চ্চিতঃ। ন তস্যাস্তি পুনর্জ্জন্ম কল্পকোটিশতেষ্বপি ॥ ১১১ ॥ অষ্টৌ মাসান্ বিহারঃ স্যাদ্যতীনাং সংযতাত্মনাম্। একত্র চতুরো মাসানব্দং নাবাস ইষ্যতে ॥১১২॥ অবিমুক্তে প্রবিষ্টানাং বিহারো নৈব যুজ্যতে। মোক্ষোঽপ্যসংশয়স্তত্র যস্মাত্ত্যাজ্যা ন কাশিকা ॥ ১১৩ ॥ আনন্দকাননং হিত্বা নান্যদ্গচ্ছেত্তপোবনম্। তপোযোগশ্চ মোক্ষশ্চ যতোঽত্রৈব মদাশ্রয়াৎ ॥ ১১৪ ॥ কৃপয়া সর্ব্বজন্তূনাং ক্ষেত্রমেতন্ময়াকৃতম্। অরত্নমেব সিদ্ধ্যন্তি ক্ষেত্রেঽস্মিন্ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১১৫ ॥ অতীতং বর্ত্তমানং চ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্। যদেনস্তল্লয়ং যায়াদানন্দবনবীক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥ অত্যুগ্রৈশ্চ তপোভির্যন্মহাদানৈর্ম্মহাব্রতৈঃ। নিয়মৈশ্চ যমৈঃ সম্যক্ স্বযোগেন মহামখৈঃ ॥ ১১৭ ॥ বেদান্তশাস্ত্রাভ্যাসনৈঃ সর্ব্বোপনিষদাশ্রয়াৎ। এভির্বৈ যদবাপ্যেত তৎকাশ্যাং হেলয়াপ্যতে ॥ ১১৮ ॥ কর্ম্মসূত্রেণ বদ্ধা বৈ ভ্রাম্যন্তে তাবদেব হি। যাবদ্বৈশ্বরে ধাম্নি মম নৈব তনুত্যজঃ ॥ ১১৯ ॥ কাশ্যাং স্বলীলয়া দেবি তির্য্যগ্‌যোনিজুষামপি। দদামি চান্তে তৎস্থানং যত্র যান্তি ন যাজ্ঞিকাঃ ॥ ১২০ ॥ ভূতগ্রামোঽখিলোঽপ্যত্র মুক্তিক্ষেত্রে কৃতালয়ঃ। কালেন নিধনং যাতো যাত্যেব পরমাং গতিম্ ॥ ১২১ ॥ বিষয়াসক্তচিত্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মরতিস্তথাপি। কালেনোজ্ঝিতদেহোঽত্র ন সংসারং পুনর্বিশেৎ ॥ ১২২ ॥ প্রয়াগে

গণের অভিলাষ পূর্ণ করিব। অঙ্গারেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গকে যাহারা ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিবে, তাহাদের সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ হইবে ও সত্বরই নির্ব্বাণ লাভ হইবে। এই সমস্ত বলিয়া দেবদেব অন্তর্হিত হইলে বিশ্বকর্ম্মাও গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের অভিলষিত বিষয় সকল সম্পাদনপূর্ব্বক স্বীয় পিতৃগৃহে আগমন করিলেন এবং পিতামাতাকে আত্মকর্ম্ম দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে কাশীতে আগমন করিলেন। তথায় তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অনন্যচিত্তে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। দেবতাগণের প্রিয়সাধন করত বিশ্বকর্ম্মা অদ্যাপি কাশীধামে বর্ত্তমান আছেন। মহেশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! কাশীতে প্রণবেশ্বর, ত্রিপিষ্টপ, মহাদেব, কৃত্তিবাসা, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদার, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণীশ্বর, আমারও পূজ্য অবিমুক্তেশ্বর এবং বিশ্ব-বিদিত, বিশ্ববান্ধব আমার লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর, ইঁহারা সকলেই মুক্তিপ্রদ। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বনাথের পূজা করে, শতকোটী কল্পেও তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না। সংযমী সন্ন্যাসিগণের একস্থানে একবৎসর বাস করা নিষেধ; তাঁহাদের চারিমাস একস্থানে অবস্থান করিয়া আটমাস কাল ভ্রমণের বিধি আছে, কিন্তু তাঁহাদিগেরও এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে; কারণ এই স্থানেই মুক্তিলাভ হয় সন্দেহ নাই। ৯৪—১১৩। এই স্থানে তপস্যা, যোগ ও মোক্ষলাভ হেতুক ইহা পরিত্যাগ করিয়া তপোবনান্তরে গমন করিবে না। জ্ঞানকৃতই হউক অথবা অজ্ঞানকৃতই হউক, এই আনন্দকানন দর্শনমাত্রেই সমস্ত পাপ দূর হয়! আমি জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়াই এই সিদ্ধিপ্রদ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে অনায়াসেই অত্যুগ্র তপস্যা, মহাদান, মহাব্রত, যম, নিয়ম, অধ্যাত্মযোগাভ্যাস, মহাযজ্ঞ ও উপনিষদের সহিত বেদান্ত পাঠের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পুরীতে তনুত্যাগ করিলে, জীবগণকে আর কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারভ্রমণ করিতে হয় না। হে দেবি! আমার ইচ্ছায় কাশীতে তির্য্যক্‌জাতিগণও যাজ্ঞিকদিগের অধিক পদ প্রাপ্ত হয়। কাশীতে মৃত্যু হইলে চতুর্ব্বিধ ভূতনিচয়েরই মোক্ষ লাভ হয়। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত পাপিগণও

যৎফলং মেষি মাঘে চোষসি মজ্জনাৎ। তৎফলং কোটিগুণিতং বারাণস্যাং ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১২৩॥ অস্য ক্ষেত্রস্য মহিমা কোঽপি বাচামগোচরঃ। উদ্দেশমাত্রমাখ্যাতি ময়া তে প্রীতিকাম্যয়া ॥ ১২৪॥ চতুর্দ্দশানাং লিঙ্গানাং শ্রুত্বাখ্যানানি সত্তমঃ। চতুর্দ্দশসু লোকেষু পূজাং প্রাপ্স্যত্যনুত্তমাম্ ॥ ১২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বকর্ম্মেশপ্রাদুর্ভাবো নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। সর্ব্বজ্ঞসূনো ষড়্বক্ত্র সর্ব্বার্থকুশল প্রভো। প্রাদুর্ভাবং নিশম্যৈষাং লিঙ্গানাং মুক্তিদায়িনাম্ ॥ ১॥ নিতরাং পরিতৃপ্তোঽস্মি সুধাং পীত্বেব নির্জ্জরঃ। ওঙ্কারপ্রমুখৈর্লিঙ্গৈরিদমানন্দকাননম্ ॥ ২॥ আনন্দমেব জনয়েদপি পাপজুষামিহ। পরানন্দমহং প্রাপ্তঃ শ্রুত্বৈতল্লিঙ্গকীর্ত্তনম্ ॥ ৩॥ জীবন্মুক্ত ইবাসং হি ক্ষেত্রতত্ত্বশ্রুতেরহম্। স্কন্দ দক্ষেশ্বরাদীনি লিঙ্গানীহ চতুর্দ্দশ। যান্যুক্তানি সমাচক্ষ্ব তৎপ্রভাবমশেষতঃ ॥ ৪॥ যো দক্ষো গর্হয়ামাস মধ্যেদেবসভং বিভুম্। স কথং লিঙ্গমীশস্য প্রত্যষ্ঠাপয়দদ্ভুতম্ ॥ ৫॥ ইতি শ্রুত্বা শিখিরথঃ কুম্ভযোনেরুদীরিতম্। সূত কথয়ামাস দক্ষেশ্বরসমুদ্ভবম্ ॥ ৬॥ স্কন্দ উবাচ। আকর্ণয় মুনে বচি কথাং কল্মষহারিণীম্ ॥ পুরশ্চরণকামোঽসৌ দক্ষঃ কাশীং সমাযযৌ ॥ ৭॥ ছাগবক্ত্রো বিরূপাস্যো দধীচিপরিধিক্কৃতঃ। প্রায়শ্চিত্তবিধানার্থং সূপদিষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৮॥ একদা দেবদেবস্য সেবার্থং শশিমৌলিনঃ। কৈলাসমগমদ্বিষ্ণুঃ পদ্মযোনিপুরস্কৃতঃ ॥ ৯॥ ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ। আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ১০॥ ঋষয়োঽপ্সরসো যক্ষা গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ। তৈর্নতো দেবদেবেশঃ পরিহৃষ্টতনূরুহৈঃ ॥ ১১॥ স্তুতশ্চ নানাস্তুতিভিঃ শম্ভুনাপি কৃতদয়াঃ। বিবিক্তশ্চাসনশ্রেণ্যাং তন্মুখাসক্তদৃষ্টয়ঃ ॥ ১২॥ অথ

কাশীতে দেহত্যাগ করিলে আর সংসারে প্রবেশ করে না। মাসে মাসে উষাকালে প্রয়াগস্নান হইতেও বারাণসীতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটীগুণ ফল লাভ হয়। এই ক্ষেত্রের অনন্ত মহিমা বাক্য দ্বারা কি বর্ণনা করিব! কেবল তোমার প্রীতির জন্য অত্যল্প মাত্র বর্ণন করিলাম। সাধুগণ এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের বিষয় শ্রবণ করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনে শ্রেষ্ঠ পূজা প্রাপ্ত হয়। ১১৪—১২৫।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞপুত্র, সর্ব্বার্থকুশল, প্রভো, ষড়ানন! অমৃতপানে অমরের ন্যায় আমি মুক্তিপ্রদ এই লিঙ্গসমূহের প্রাদুর্ভাবকথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই আনন্দকানন, ওঁকারেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গসমূহে অধিষ্ঠিত হওয়ায় পাপিজনেরও আনন্দবিধান করিয়া থাকে। আমি এই লিঙ্গসমূহের বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরম পরানন্দলাভ করিয়াছি ও কাশীক্ষেত্রের তত্ত্বকথা শুনিয়া জীবন্মুক্তের ন্যায় হইয়াছি। এক্ষণে স্কন্দ ও দক্ষেশ্বর প্রভৃতি যে চতুর্দ্দশ লিঙ্গের নাম কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহাদিগের অশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। যে দক্ষপ্রজাপতি দেবসভার মধ্যে শিবের নিন্দা করিয়াছিলেন, তিনি আবার কেন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন? ইহা অতি বিচিত্র কথা। হে সূত! শিখিবাহন স্কন্দ, অগস্ত্য-মুনির এই বচন শুনিয়া দক্ষেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তি বর্ণন করিতে লাগিলেন। ১—৬। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনে! পাপহারিণী এতদ্বিষয়িণী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দধীচিমুনি কর্ত্তৃক ধিক্কৃত দক্ষপ্রজাপতি শিবনিন্দায় ছাগমুখ হওয়ায় বিকৃতানন হইয়া প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। পরে ব্রহ্মার উপদেশে পুরশ্চরণ কামনায় কাশীধামে সমাগত হন। ইহার মূল বিবরণ এই যে, একদা ভগবান্ বিষ্ণু, পদ্মযোনির সহিত, দেবদেব চন্দ্রমৌলির সেবার জন্য কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সমভিব্যাহারে ইন্দ্রাদি লোকপালবর্গ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, বসু, রুদ্র, আদিত্যগণ, সাধ্য, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর অপ্সরা, যক্ষ, নাগ ও সমস্ত ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহারা পুলকিত-শরীর হইয়া প্রণামপূর্ব্বক দেবদেবেশ্বরের বিবিধ স্তব করিয়াছিলেন, ভগবান্ শম্ভুও তাঁহাদিগের বহু সম্মান করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা সম্মুখে দৃষ্টি স্থির করিয়া আসনশ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলে,

তেষূপবিষ্টেষু শম্ভুনা বিষ্টরশ্রবাঃ। কৃতহস্তপরিস্পর্শমানঃ পৃষ্টো মহাদরম্ ॥ ১৩॥ শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরে দৈত্যবংশদবানল। কচ্চিৎপালয়িতুং শক্তিস্ত্রিলোকীমস্ত্যকুণ্ঠিতা ॥ ১৪ ॥ দিতিজান্ দনুজান্ দুষ্টান্ কচ্চিচ্ছাসি রণাঙ্গনে। অপি ক্রুদ্ধান্মহীদেবান্মামিব প্রতিমন্যসে ॥ ১৫ ॥ বাধয়া রহিতা গাবঃ কচ্চিৎসন্তি মহীতলে। স্ত্রিয়ঃ সন্তি হি সুশ্রীকাঃ পতিব্রতপরায়ণাঃ ॥ ১৬ ॥ বিধিবজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে পৃথিব্যাং বহুদক্ষিণাঃ। নিরাবাধং তপঃ কচ্চিদস্তি শশ্বত্তপস্বিনাম্ ॥ ১৭ ॥ নিষ্প্রত্যূহং পঠন্ত্যেব সাঙ্গান্ বেদান্ দ্বিজোত্তমাঃ। মহীপালাঃ প্রজাঃ কচ্চিৎ পান্তি ত্বমিব কেশব ॥ ১৮ ॥ স্বেষু স্বেষু চ ধর্ম্মেষু কচ্চিদ্বর্ণাশ্রমাস্তথা। নিষ্ঠাবন্তো হি তিষ্ঠন্তি প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসাঃ ॥ ১৯ ॥ ধূর্জ্জটিঃ পরিপৃচ্ছ্যেতি হৃষ্টং বৈকুণ্ঠনায়কম্। ব্রহ্মাণং চাপি পপ্রচ্ছ ব্রাহ্মং তেজঃ সমেধতে ॥ ২০ ॥ সত্যমস্খলিতং কচ্চিদস্তি ত্রৈলোক্যমণ্ডপে। তীর্থবিরোধো ন কাপি কৈন চিৎক্রিয়তে বিধে ॥ ২১ ॥ ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ কচ্চিৎ স্বেষু স্বেষু পুরেষ্বহো। রাজ্যং প্রশাসতি স্বস্থাঃ কৃষ্ণদোর্দ্দণ্ডপালিতাঃ ॥ ২২ ॥ প্রত্যেকং পরিপৃচ্ছ্যেশঃ সর্ব্বানিত্থং কৃতাদরান্। পৃষ্টাগমনকার্য্যাংশ্চ তেষাং কৃত্বা মনোরথান্ ॥ ২৩ ॥ বিসসর্জ্জাথ তান্ সর্ব্বান্ দেবঃ সৌধং সমাবিশৎ। গতেষ্বথচ দেবেষু স্বস্বধিষ্ণ্যেষু হৃষ্টবৎ ॥ ২৪ ॥ মধ্যেমার্গং সচিন্তোহভূদ্দক্ষঃসত্যাঃ পিতা তদা। অন্তদেবসমানং স মানং প্রাপ ন চাধিকম্ ॥ ২৫ ॥ অতীবক্ষুব্ধচিত্তোহভূন্মন্দরাঘাততোহব্ধিবৎ। উবাচ চ মনস্যেতন্মহাক্রোধরয়াকদৃক্ ॥ ২৬ ॥ অতীবগর্ব্বিতো জাতঃ সতীং মে প্রাপ্য কন্যকাম্। কস্যচিন্নাপ্যসৌ প্রায়ো ন কস্যাপি কচিৎপুনঃ ॥ ২৭ ॥ কিংবংশ্যস্ত্বেষ কিংগোত্রঃ কিংদেশীয়ঃ কিমাত্মকঃ। কিংবৃত্তিঃ কিংসমাচারো বিষাদী বৃষবাহনঃ ॥ ২৮ ॥ ন প্রায়শস্তপস্ব্যেষ ক তপঃ কাস্ত্রধারণম্। ন গৃহস্থেষু গণ্যোহসৌ শ্মশাননিলয়ো যতঃ ॥ ২৯ ॥ অসৌ ন ব্রহ্মচারী স্যাৎ কৃতপাণিগ্রহ-

---

ভগবান্ শশাঙ্কশেখর হস্ত দ্বারা বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুর গাত্র-পরামর্শরূপ সম্মান করিয়া অতীব আদরসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দানববংশ-দাবানল, শ্রীবৎলাঞ্ছন, হরে! ত্রিলোকীপালনশক্তি তোমার অব্যাহত-আছে ত? রণস্থলে দুষ্ট দানব ও দৈত্যগণকে শাসন করিয়া থাক ত? কুপিত ব্রাহ্মণগণকে আমার মত রুদ্রমূর্ত্তি বিবেচনা কর ত? গাভীগণ মর্ত্ত্যলোকে নির্ব্বিঘ্নে আছে ত? নারীগণ শ্রীসম্পন্ন ও পাতিব্রত্যপরায়ণা ত? পৃথিবীতে ভূরিদক্ষিণার সহিত যাগ যজ্ঞ হইয়া থাকে ত? যোগী ও তাপসগণের যোগ ও তপস্যার বাধা কেহ প্রদান করে না ত? হে কেশব! দ্বিজাতিবর্গ নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গবেদ পাঠ করিতে সমর্থ হন ত? ভূপালগণ তোমার ন্যায় প্রজাপালন করিয়া থাকে ত? ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ নিষ্ঠাসম্পন্ন ও হৃষ্টেন্দ্রিয়চিত্ত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছেন ত? ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম ত যথাবিধি পালিত হইতেছে? দেবদেব ধূর্জ্জটি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈকুণ্ঠপতি সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্। ব্রহ্মতেজের ত বৃদ্ধি হইতেছে? ত্রিভুবনে সত্যধর্ম্ম ত অখলিত আছে? হে বিধে! তীর্থরোধ ত কোথাও কোন ব্যক্তি করিতেছে না? হে ইন্দ্রাদি-দেবগণ! তোমরা ত কৃষ্ণের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সুখে স্বীয় স্বীয় নগরে রাজ্যশাসন করিতেছ?—২১। ভগবান্ ভূতনাথ এইরূপে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া অপরাপর সকলকে এইরূপে সম্মান করত আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাদিগের মনোরথসিদ্ধি করিয়া বিদায় দিলেন ও স্বয়ং সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে দেবগণ আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, তখন সতীদেবীর পিতা দক্ষ পথিমধ্যে চিন্তাকুল হইলেন। তিনি অপরাপর দেবতার তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া মন্দরপর্ব্বতাঘাতে সমুদ্রের ন্যায়, অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহাক্রোধান্ধ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—আমার কন্যা সতীকে প্রাপ্ত হইয়া শিবের অত্যন্ত গর্ব্ব হইয়াছে দেখিতেছি। এ কাহারও স্বজন নহে, ইহারও স্বজন কেহ কোথাও নাই। ইহার কোন্ বংশে জন্ম? কি গোত্র? কোন্ দেশে বাস? কিরূপ প্রকৃতি? কি মূর্ত্তি? আচরণ কিরূপ? ইহার কিছুই স্থিরতা নাই! ইহার ভক্তের মধ্যে বিষ ও বাহনের মধ্যে বৃষ দেখিতে পাওয়া যায়। এ ব্যক্তি তপস্বী নহে; তপস্বী হইলে অস্ত্রধারণ করিবে কেন? গৃহস্থমধ্যে গণ্য নহে; কারণ গৃহস্থ হইলে শ্মশানে বাস করিবে কেন? যখন বিবাহ করি-

দিতিঃ। বানপ্রস্থ্যং কৃতশ্চাস্মিন্নৈশ্বর্য্যমদমোহিতে। ... ন ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ যতো বেদো ন বেত্ত্যয়ম্। শস্ত্রাস্ত্রধারণাৎ প্রায়ঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্যান্ন সোহপ্যয়ম্ ॥ ৩১ ॥ ক্ষতাৎ সন্ত্রাণনাৎ ক্ষত্রং ... কাস্মিন্ প্রলয়প্রিয়ে। বৈশ্যোহপি ন ভবেদেষ সদা নির্দ্ধনচেষ্টনঃ ॥ ৩২ ॥ শূদ্রোহপি ন ভবেৎপ্রায়ো নাগযজ্ঞোপবীতবান্। এবং বর্ণাশ্রমাতীতঃ কোহসৌ সম্যঙ্ন কীর্ত্ত্যতে ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বঃ প্রকৃত্যা জায়েত স্থাণুঃ প্রকৃতিবর্জ্জিতঃ। প্রায়শঃ পুরুষো নাসাবর্দ্ধনারীবপুর্যতঃ ॥ ৩৪ ॥ যোষাপি ন ভবেদেষ যতোহসৌ শ্মশ্রুলাননঃ। নপুংসকোহপি ন ভবেল্লিঙ্গমস্তু্যতোহর্চ্চ্যতে ॥ ৩৫ ॥ বালোহপি ন ভবত্যেষ যতোহয়ং বহুবার্ষিকঃ। অনাদিবৃদ্ধো লোকেষু গীয়তে চোগ্র এষ যৎ ॥ ৩৬ ॥ অতো যুবত্বং সম্ভাব্যং নাত্র নূনং চিরন্তনে। বৃদ্ধোহপি ন ভবত্যেষ জরামরণবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মাদীন্ সংহরেৎ প্রান্তে তথাপি চ ন পাতকী। পুণ্যলেশোহপি নাস্ত্যস্মিন্ ব্রহ্মমৌলিচ্ছিদি ক্রুধা ॥ ৩৮ ॥ অস্থিনেপথ্যবত্তি চ ক্ব শুচিত্বং বিবাসসি। কিং বহুক্তেন নো কিঞ্চিজ্জায়তেঽস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৯ ॥ অহো ধার্ষ্ট্যং মহদ্দৃষ্টং জটিলস্যাদ্য চাদ্ভুতম্। যদাসনান্নোত্থিতোহসৌ দৃষ্ট্বা মাং শ্বশুরং গুরুম্ ॥ ৪০ ॥ এবম্ভূতা ভবন্ত্যেব মাতাপিতৃবিবর্জ্জিতাঃ। নির্গুণা অকুলীনাশ্চ কর্ম্মভ্রষ্টা নিরঙ্কুশাঃ ॥ ৪১ ॥ স্বচ্ছন্দচারিণোহনাথাঃ সর্ব্বত্র স্বাভিমানিনঃ। অকিঞ্চনা অপি প্রায়স্তথাপীশ্বরমানিনঃ ॥ ৪২ ॥ জামাতৄণাং স্বভাবোহয়ং প্রায়শো গর্ব্বভাজনম্। কিঞ্চিদৈশ্বর্য্যমাসাদ্য ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ দ্বিজরাজঃ স গর্ব্বিষ্ঠো রোহিণীপ্রেমনির্ভরঃ। কৃত্তিকাদিষু চাস্নেহী ময়া শপ্তঃ ক্ষয়ী কৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ অস্যাহং গর্ব্বসর্ব্বস্বং হরিষ্যাম্যেব শূলিনঃ। যথাবমানিতশ্চাহমনেনাস্য গৃহং গতঃ ॥ ৪৫ ॥ তথাস্যাহং করিষ্যামি মানহানিং চ সর্ব্বতঃ। সম্প্রধার্য্যেতি বহুশঃ স তু দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রাপ্য স্বভবনং দেবানাজুহাব সবাসবান্। অহং

...য়াছে, তখন ব্রহ্মচারী নহে। যখন ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত, তখন বানপ্রস্থাশ্রমের আশঙ্কাও ইহাতে নাই। এ ব্যক্তি বেদ জানে না, তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে হইতে পারে? সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ও নহে; ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত (বিপদ্) হইতে পরিত্রাণ করিবে, ইহাকে ত প্রলয় করিতেই মত্ত দেখি! এ ব্যক্তি বৈশ্যও নহে, যখন ইহার কার্য্য নির্দ্ধনের স্থায় দেখা যায়। ইহার গলে যখন নাগযজ্ঞোপবীত রহিয়াছে, তখন ইহাকে শূদ্রও বলা যায় না। এইরূপে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের অতীত; তবে এ কে? সম্যক্ নিরূপণ করা যায় না। প্রকৃতি দেখিয়া সকলকেই জানা যায়, কিন্তু ইহার প্রকৃতি নাই। এ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে পুরুষ নহে, যখন ইহার অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি; ইহাকে স্ত্রীলোকই বা কিরূপে বলিব? যখন ইহার মুখে শ্মশ্রু বিরাজমান রহিয়াছে। ইহাকে ক্লীব বলা যায় না, যখন ইহার লিঙ্গ অর্চ্চিত হইতেছে। বালক হইলে কোমলপ্রকৃতি ও অল্পবয়স্ক হইয়া থাকে, ইনি যখন বহুবর্ষ বয়স্ক, এবং ইহাকে লোকে অনাদিবৃদ্ধ ও উগ্র বলিয়া থাকে, তখন বালকই বা কিরূপে হইতে পারে? যুবারও সম্ভাবনা নাই যখন এ ব্যক্তি চিরন্তন। বৃদ্ধও বলা যাইতে পারে না, যখন ইহার জরা ও মৃত্যু নাই। এ প্রলয়কালে ব্রহ্মাদি দেবগণকে সংহার করে, তাহাতেও পাপস্পর্শ হয় না; ক্রোধে ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছিল বলিয়া ইহাতে পুণ্যলেশও নাই। অস্থিমালা ইহার অলঙ্কার ও সর্ব্বদা এ বিবস্ত্র থাকে, তবে ইহার শুচিত্ব কোথায়? অধিক বলা বাহুল্য, ইহার চেষ্টাচরিত্র কিছুই বুঝা যায় না। এই জটিলের কি অদ্ভুত ধৃষ্টতা দেখিলাম যে, আমি পূজ্য শ্বশুর, আমাকে দেখিয়াও আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল না? ২৩—৪০। মাতাপিতৃশূন্য, নির্গুণ, কৌলীন্যরহিত লোকেরা প্রায়ই এইরূপ কর্ম্মভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তাহারা অসহায় হইলেও সর্ব্বত্র সহায়সম্পন্ন বোধ করে এবং অকিঞ্চন হইলেও আপনাদিগকে ঐশ্বর্য্যশালী বিবেচনা করেন। বিশেষতঃ জামাতাদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যে মদমত্ত হইয়া থাকে। মহাগর্ব্বিত দ্বিজরাজ মদীয় কন্যার মধ্যে কেবলমাত্র রোহিণীকে ভাল বাসিতেন, কৃত্তিকা প্রভৃতিকে দেখিতে পারিতেন না; তজ্জন্য আমি অভিশাপ দিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছি। আজ যেমন এই শূলপাণি আমাকে গৃহাগত দেখিয়াও অপমান করিয়াছে, তেমনই ইহার গর্ব্বসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সর্ব্বথা অপমান করিব। এইরূপে নানা প্রকার মনে স্থির করিয়া সেই দক্ষপ্রজাপতি নিজ ভবনে উপস্থিত হইয়া, সভাগত দেবগণকে আহ্বান করিলেন এবং মুনিগণকে

বিঘ্নপূর্ব্বং মে যজ্ঞসাহায্যকারিণঃ॥ ৪৭॥ ভবন্তু যজ্ঞসম্ভারানানয়ন্ত স্বয়ান্বিতাঃ। শ্বেতদ্বীপমথো গত্বা চক্রে চক্রিণমচ্যুতম্॥ ৪৮॥ মহাক্রতুপদ্রষ্টারং যজ্ঞপুরুষমেব চ। তস্যর্ত্বিজোঽভবন্ সর্ব্ব ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৪৯॥ প্রাবর্ত্তত ততস্তস্য দক্ষস্য চ মহাধ্বরঃ। দৃষ্ট্বা দেবনিকায়াংশ্চ তস্মিন্ দক্ষমহাধ্বরে॥ ৫০॥ অনীশ্বরাংস্ততো বেধা ব্যাজং কৃত্বা গৃহং যযৌ। দধীচিরথ সংবীক্ষ্য সর্ব্বাংস্ত্রৈলোক্যবাসিনঃ॥ দক্ষযজ্ঞে সমায়াতান্ সতীশ্বরবিবর্জ্জিতান্। প্রাপ্ত-সম্মানসম্ভারান্ বাসোঽলঙ্কৃতিপূর্ব্বকম্॥ ৫২॥ দক্ষস্য হি শুভোদর্কমিচ্ছন্ প্রোবাচ চেতি বৈ। দধীচিরুবাচ। দক্ষ প্রজাপতে দক্ষ সাক্ষাদ্ধাতৃস্বরূপধৃক্॥ ৫৩॥ ন চাস্তি তব সামর্থ্যং ক্বাপি কস্যাপি নিশ্চিতম্। যাদৃশঃ ক্রতুসম্ভারস্তব চেহ সমীক্ষ্যতে॥ ৫৪॥ ন তাদৃগুনেদসি প্রায়ঃ ক্বাপি জ্ঞাতো মহামতে। ক্রতুস্তু নৈব কর্ত্তব্যো নাস্তি ক্রতুসমো রিপুঃ॥ ৫৫॥ কর্ত্তব্য-শ্চেত্তদা কার্য্যঃ স্যাচ্চেৎসম্পত্তিরীদৃশী। সাক্ষাদগ্নিঃ স্বয়ং কুণ্ডে সাক্ষাদিন্দ্রাদিদেবতাঃ॥ ৫৬॥ সাক্ষাচ্চ সর্ব্বে মন্ত্রা বৈ সাক্ষাদ্যজ্ঞপুমানসৌ। আচার্য্য-পদবীমেষ দেবাচার্য্যঃ স্বয়ং চরেৎ। সাক্ষাদ্ব্রহ্মা স্বয়ং চৈব ভৃগুর্ব্বৈ কর্ম্মকাণ্ডবিৎ॥ ৫৭॥ অয়ং পূষা ভগস্ত্বেষ ইয়ং দেবী সরস্বতী। এতে চ সর্ব্বদিক্পালা যজ্ঞরক্ষাকৃতঃ স্বয়ম্॥ ৫৮॥ ত্বং চ দীক্ষাং শুভাং প্রাপ্তো দেব্যা চ শতরূপয়া। জামাতা ত্বেষ তে ধর্ম্মঃ পত্নীভির্দশভিঃ সহ॥ ৫৯॥ স্বয়মেব হি কুর্ব্বীত ধর্ম্মকার্য্যং প্রযত্নতঃ। ওষধীনা-ময়ং নাথস্তব জামাতৃমুত্তমঃ॥ ৬০॥ সপ্তবিংশতিভিঃ সার্দ্ধং পত্নীভিস্তব কার্য্যকৃৎ। ওষধীঃ পূরয়েৎসর্ব্বা দ্বিজরাজো মহাসুধীঃ॥ ৬১॥ দীক্ষিতো রাজসূয়স্য দত্তত্রৈলোক্যদক্ষিণঃ। মারীচঃ কশ্যপশ্চাসৌ প্রজা-পতিষু সত্তমঃ। ত্রয়োদশমিতাভিশ্চ ভার্য্যাভিস্তব কার্য্যকৃৎ॥ ৬২॥ হবিঃ কামদুঘা সূতে কল্পবৃক্ষঃ সমিৎকুশান্। দারুপাত্রাণি সর্ব্বাণি শকটং মণ্ড-পাদিকম্॥ ৬৩॥ বিশ্বকর্ম্মাপ্যলঙ্কারান্ কুরুতে-ঽভ্যাগতর্ত্বিজাম্। বসূনি চাপি বাসাংসি বসবো-ঽষ্টৌ দদত্যপি॥ ৬৪॥ স্বয়ং লক্ষ্মীরলঙ্কুর্য্যাদ্বয়া বৈ চাত্র সুবাসিনীঃ॥ ৬৫॥ সর্ব্বে সুখায় মে

বলিলেন,—"আমি যজ্ঞ করিব, আপনাদিগের সাহায্য করিতে হইবে।" তাঁহারা 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলে, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া মহাযজ্ঞের উপদেষ্টা সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ চক্রপাণিকে জানাইলেন। তাঁহার অনুমতিপ্রাপ্তে দক্ষ প্রজাপতি গৃহে প্রত্যা-গত হইয়া সত্বর যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাঁহার যজ্ঞে ঋত্বিক্-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষের মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মা, সেই মহাযজ্ঞে সমস্ত দেব-গণই উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু মহাদেব বর্ত্তমান নাই দেখিয়া, কোন ছলে গৃহে চলিয়া গেলেন। দধীচি মুনিও, ত্রিভুবনের সমস্ত লোককে তথায় আগত ও বস্ত্রালঙ্কারদানে সম্মানিত হইতে দেখিয়া মহাদেব ও সতীকে দেখিতে না পাইয়া, দক্ষের ভাবিহিতার্থে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। দধীচি বলিলেন, হে দক্ষপ্রজাপতে! তুমি সাক্ষাৎ ধাতা স্বরূপ; তোমার তুল্য সামর্থ্য কাহারও দৃষ্ট হয় না। হে মহামতে! তুমি যেরূপ যজ্ঞসম্ভার আহরণ করি-য়াছ, এরূপ কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যজ্ঞ একেবারে কর্ত্তব্যই নহে, কারণ যজ্ঞের তুল্য শত্রু নাই; তবে তোমার মত সম্পদ্ ঘটিলে ইহা কর্ত্তব্য বটে; যখন তোমার যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতা সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, সাক্ষাৎকুণ্ডে স্বয়ং বহ্নি বিরাজমান, সকল মন্ত্র মূর্ত্তিমান বিরাজিত, যজ্ঞপুরুষ স্বয়ং উপস্থিত, দেবগুরু বৃহস্পতি স্বয়ং আচার্য্য হইয়াছেন, ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়াছেন। কর্ম্ম-কাণ্ডবেত্তা ভৃগু কার্য্যে ব্রতী আছেন, স্বয়ং ভগ, পূষা ও সরস্বতী দেবী বিরাজ করিতেছেন এবং এই দিক্পালগণ তোমার যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন। তুমি দেবী শতরূপার সহিত শুভ-কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছ। তোমার এই জামাতা স্বয়ং ধর্ম্ম, দশজন ভার্য্যার সহিত যত্নপূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তোমার প্রধান জামাতা ত্রিভুবনসুন্দর মহামতি দ্বিজরাজ স্বয়ং ওষধিনাথ, সপ্তবিংশতি পত্নীর সহিত সমস্ত ওষধি পূরণ করিয়া দিতেছেন। স্বয়ং মরীচি ও প্রজাপতিপ্রধান কশ্যপ, ত্রয়োদশ পত্নীর সহিত তোমার কার্য্যে ব্রতী আছেন। সাক্ষাৎ কামধেনু, হবিঃ প্রসব করিয়া দিতেছে। কল্পবৃক্ষ সমিধ্, কুশ, চমসাদি সমস্ত দারুপাত্র, শকট ও মণ্ডপ প্রভৃতি যোগাইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা অভ্যাগত ও ঋত্বিক্‌বর্গের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। অষ্টবসু বস্ত্র ও ধন প্রদান করিতেছেন। অধিক কি, স্বয়ং লক্ষ্মী এই স্থানে অবস্থান করিয়া অলঙ্কৃত

দক্ষ বীক্ষমাণস্ত সর্বতঃ। একং দুঃখাকরো-ত্যেব যত্ত্বং বিস্মৃতবানসি ॥ ৬৬ ॥ জীব-হীনো যথা দেহো ভূষিতোঽপি ন শোভতে। তথৈবায়ং বিনা যজ্ঞঃ শ্মশানমিব লক্ষ্যতে ॥ ৬৭ ॥ ইত্থং দধীচিবচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ। ভৃশং জ্বলন্ কোপেন হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মবৎ ॥ ৬৮ ॥ পূর্ব্বং স্তুত্যাতিসংহৃষ্টো দৃষ্টো যোঽসৌ দধীচিনা। স এব চাপি কোপাগ্নিমুদ্বমন্ বীক্ষিতো মুখাৎ ॥ ৬৯ ॥ প্রত্যুবাচাথ তং বিপ্রং বেপমানাঙ্গযষ্টিকঃ। দক্ষঃ প্রজাপতী রোষাজ্জিঘাংসুরিব তং দ্বিজম্ ॥ ৭০ ॥ দক্ষ উবাচ। ব্রাহ্মণোঽসি দধীচে ত্বং কিং করোমি তবাত্র বৈ। দীক্ষামহমহো প্রাপ্তঃ কর্ত্তুং নায়াতি কিঞ্চন ॥ ৭১ ॥ ভবান্ কেন সমাহূতো যদত্রাগাম্মহা-জড়ঃ। আগতোঽপি স্থিতঃ কেন ত্বং পৃষ্ট ইত্থং ব্রবীষি যৎ ॥ ৭২ ॥ সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যো যত্র শ্রীমানয়ং-হরিঃ। স্বয়ং বৈ যজ্ঞপুরুষঃ স মখঃ কিংশ্মশানবৎ ॥৭৩॥ যত্র বজ্রধরঃ শক্রঃ শতযজ্ঞৈকদীক্ষিতঃ। ত্রয়স্ত্রিংশতি-কোটীনামমরাণাং পতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৪ ॥ তং ত্বং চোপমিমিষেঽমুং শ্মশানেন মহামখম্। ধর্ম্মরাট্ চ স্বয়ং যত্র ধর্ম্মাধর্ম্মৈককোবিদঃ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীলোহিতি যত্র শ্রীদাতা সাক্ষাদ্‌যাত্রাশুশুক্ষণিঃ। তং যজ্ঞমুপ-মাসি ত্বমমঙ্গলভুবা তয়া ॥ ৭৬ ॥ দেবাচার্য্যঃ স্বয়ং যত্র ক্রতোরাচার্য্যতাং গতঃ। অভিমানবশাত্ত্বং ত্বমা-খ্যাসি পিতৃকাননম্ ॥ ৭৭ ॥ যত্রার্ত্বিজ্যং ভজন্তে-হমী বসিষ্ঠপ্রমুখর্ষয়ঃ। তমধ্বরং সমাচক্ষে মঙ্গলেতর-ভূমিবৎ ॥৭৮॥ নিশম্যেতি মুনিঃ প্রাহ দধীচির্জ্ঞানিনাং বরঃ। সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যো ভবেদ্‌যজ্ঞপুমান্ হরিঃ ॥ ৭৯ ॥ তথাপি শাম্ভবী শক্তির্বেদে বিষ্ণুঃ প্রপঠ্যতে। বামাঙ্গং স্রষ্টুরাদ্যস্য হরিস্তদ্দিতরস্তুবিধিঃ ॥ ৮০ ॥ দীক্ষিতো যোঽশ্বমেধানাং শতস্য কুলিশায়ুধঃ। দুর্ব্বাসসা ক্ষণেনাপি নীতো নিঃশ্রীকতাং হি সঃ ॥৮১॥ পুনরারাধ্য ভূতেশং প্রাপৈকামমরাবতীম্। যস্ত্বয়া ধর্ম্মরাজোঽত্র কথিতঃ ক্রতুরক্ষকঃ ॥ ৮২ ॥ বলং তস্যাখিলৈর্জ্ঞাতং শ্বেতং পাশয়তঃ পুরা। ধনদস্ত্র্যম্বক-সখস্তচ্চক্ষুশ্চাশুশুক্ষণিঃ ॥ ৮৩ ॥ পাণিগ্রাহভবক্রুদ্রো

করিতেছেন। হে দক্ষ! এই সমস্ত দেখিয়া আমার সুখের সীমা নাই, কিন্তু তুমি যে, শিবকে বিস্মৃত হইয়াছ ইহাই আমার একমাত্র দুঃখের বিষয় জানিবে।৪১—৬৬। দেহ যেমন বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়াও জীবনহীন হইলে শোভা পায় না, তদ্রূপ সেই মহাদেব বিনা এই যজ্ঞ শ্মশানের ন্যায় বোধ হইতেছে। তখন দক্ষপ্রজাপতি দধীচিমুনির ঐ বাক্য শুনিয়া, ঘৃতাহুতিপ্রদানে অগ্নির ন্যায় ক্রোধে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইলেন। পূর্ব্বে যাহাকে দধীচিমুনি স্তুতিবাদে অতি হৃষ্ট দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার মুখ হইতে ক্রোধানল বহির্গত হইতে দেখিলেন। তখন দক্ষ রোষে কম্পমান-কলেবর হইয়া, তাঁহাকে যেন বধ করিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন,—হে দধীচে! তুমি ব্রাহ্মণ, আমিও যজ্ঞে দীক্ষিত আছি, তাই তুমি আজ নিস্তার পাইলে, নতুবা দেখিতে পাইতে, তোমার আমি কি করিতাম! ওরে মহামূর্খ! তোরে কে আহ্বান করিয়াছিল যে, তুই এখানে আসিয়া-ছিস্? আসিলেই বা তোকে কে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, তুই এইরূপ বলিতেছিস্? যে যজ্ঞে সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলদাতা, যজ্ঞপুরুষ, শ্রীমান্ [illegible] বিরাজ করিতেছেন, সে যজ্ঞ কিনা শ্মশান-[illegible]। যে যজ্ঞে [illegible] দেবগণের অধিপতি বজ্রধারী স্বয়ং শতক্রতু ইন্দ্র উপস্থিত আছেন, তাহাকে তুই শ্মশানের সহিত তুলনা করিলি! যথায় স্বয়ং ধনদ ধনদাতা, সাক্ষাৎ অগ্নি বিরাজমান, সেই যজ্ঞকে অমঙ্গলস্থান শ্মশা-নের সহিত উপমা দিলি! যথায় দেবগণের আচার্য্য বৃহস্পতি স্বয়ং আচার্য্যপদে ব্রতী আছেন, তুই অহঙ্কারমদে মত্ত হইয়া তাহাকে প্রেতভূমি বলিলি! যথায় বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ঋত্বিক্‌কার্য্য করি-তেছেন, সেই যজ্ঞকে তুই কিনা অনায়াসে অমঙ্গল-ভূমি শ্মশান বলিয়া ফেলিলি! জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দধীচি-মুনি তাঁহার এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন,— হে দক্ষ! তুমি যে যজ্ঞপুরুষ হরির কথা বলিলে, ঐ বিষ্ণু সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলদাতা বটেন, কিন্তু উহাঁকে বেদে শিবেরই শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। ভগবান্ হরি আদিস্রষ্টার বামাঙ্গ ও বিধাতা দক্ষিণাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ৬৭—৮০। আর যে, শত অশ্বমেধ যজ্ঞকারী বজ্রপাণি ইন্দ্রের কথা বলিলে, ইহাঁকে তো দুর্ব্বাসামুনি নিমেষমধ্যে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, পরে ইনি ভূতনাথ মহাদেবের আরাধনা করিয়া অমরাবতী প্রাপ্ত হন। তুমি যে ধর্ম্মরাজকে যজ্ঞরক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ইহাঁর যত বল, শ্বেতকেতু নামক রাজাকে বন্ধন করিবার সময়ে সকলেই জানিতে পারিয়াছে। আর যে ধনদের কথা বলিয়াছ, তিনি ত্র্যম্বক-

যথাচার্য্যস্তু বৈ তদা। যথা তারামধার্ষীৎ স দক্ষরাজোৎপত্তিসুন্দরীম্॥ ৮৪॥ তং বিন্দতি বসিষ্ঠাদ্যাস্তবাৰ্ত্বিজ্যং ভজন্তি যে। একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ঃ সংবিদানা অশীতি হি॥ ৮৫॥ প্রাবর্ত্তন্তর্ষয়োঽন্তেঽপি গৌরবাত্তব তে ক্রতৌ। যদি মে ব্রাহ্মণস্যৈকং শৃণোষি বচনং হিতম্॥ ৮৬॥ তদা ক্রতুফলাধীশং বিশ্বেশং ত্বং সমাহ্বয়। বিনা তেন ক্রতুরসৌ কৃতোঽপ্যকৃত এব হি॥ ৮৭॥ সতি তস্মিন্ মহাদেবে বিশ্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণি। তবাপি চৈষাং সর্ব্বেষাং ফলিষ্যন্তি মনোরথাঃ॥ ৮৮॥ যথা জড়ানি বীজানি ন ফলন্তি স্বয়ং তথা। জড়ানি সর্ব্বকর্ম্মাণি ন ফলন্তীশ্বরং বিনা॥ ৮৯॥ অর্থহীনা যথা বাণী ধর্ম্মহীনা যথা তনুঃ। পতিহীনা যথা নারী শিবহীনা তথা ক্রিয়া॥ ৯০॥ গঙ্গাহীনা যথা দেশাঃ পুত্রহীনা যথা গৃহাঃ। দানহীনা যথা সম্পচ্ছিবহীনা তথা ক্রিয়া॥ ৯১॥ মন্ত্রিহীনং যথা রাজ্যং শ্রুতিহীনা যথা দ্বিজাঃ। যোষাহীনং যথা সৌখ্যং শিবহীনা তথা ক্রিয়া॥ ৯২॥ দর্ভহীনা যথা সন্ধ্যা তিলহীনং চ তর্পণম্। হবির্হীনো যথা হোমঃ শিবহীনা তথা ক্রিয়া॥ ৯৩॥ ইত্থং দধীচিনাথ্যাতং জগ্রাহ বচনং ন তৎ। দক্ষো দক্ষোঽপি তৎ৷ব শম্ভোর্ম্মায়াবিমোহিতঃ॥৯৪॥ প্রাহ চ প্রত্যুত ক্রুদ্ধঃ কা চিন্তা তব মে ক্রতৌ। ক্রতুমুখ্যানি সর্ব্বাণি যানি কর্ম্মাণি সর্ব্বতঃ॥৯৫॥ তানি সিধ্যন্তি নিয়তং যথার্থকরণাদিহ। অযথার্থবিধানেন সিধ্যেৎকর্ম্মাপি নেশিতুঃ॥৯৬॥ স্বকর্ম্মসিদ্ধয়ে চাথ সর্ব্ব এবহি চেশ্বরঃ। ঈশ্বরঃ কর্ম্মণাং সাক্ষী যত্ত্বয়াপীতি ভাবিতম্॥ ৯৭॥ তত্তথাস্তু পরং সাক্ষী নার্থং দদ্যাচ্চ কুত্রচিৎ॥ ৯৮॥ জড়ানি সর্ব্বকর্ম্মাণি ন ফলন্তীশ্বরং বিনা। যদুক্তং ভগবতা তত্রাপ্যহো দৃষ্টান্তমাহ্যহম্॥ ৯৯॥ জড়ান্যপি চ বীজানি কালং সম্প্রাপ্য চাত্মনঃ। অঙ্কুরয়ন্তি কালাচ্চ পুষ্পন্তি চ ফলন্তি চ॥ বিনাপীশং তথা কর্ম্ম স্বয়ং কালাৎ ফলত্যহো। কিমীশ্বরেণ তেনাত্র মহামঙ্গলমূর্ত্তিনা॥ ১০১॥ দধীচিরুবাচ। যথার্থকরণাৎ সিদ্ধমপি কার্য্যং কদাচন। ঈশ্বরপ্রাতিকূল্যাচ্চ সিদ্ধমেবাশু নশ্যতি॥

ত্রিলোচনের সখা। অগ্নির কথা বলিলে, তিনি তো তাঁহার নয়নস্বরূপ। তুমি যে, বৃহস্পতির কথা বলিলে, যখন চন্দ্র তাঁহার ভার্য্যা তারাকে ধর্ষণ করিয়াছিল, তখন তো তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা ভগবান রুদ্রই করিয়াছিলেন; তোমার ঋত্বিক বশিষ্ঠপ্রভৃতি তাঁহাকে বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন। একমাত্র রুদ্রই এই বিশ্বমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন, ইহা তোমার যজ্ঞে ব্রতী ঋষিগণ ও অন্য মুনিগণ সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। যদি এই ব্রাহ্মণের হিতকথা তুমি শ্রবণ কর, তবে যজ্ঞফলের অধিপতি সেই বিশ্বেশ্বরকে আহ্বান কর। তিনি না থাকিলে এই যজ্ঞ করা আর না-করা সমান; আর কর্ম্মের একমাত্র সাক্ষী সেই মহাদেব এই যজ্ঞে বর্ত্তমান থাকিলে তোমার এবং সকলের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। যেরূপ জড়বীজ সকল স্বয়ং অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ কার্য্য সকল স্বয়ং জড়—মহাদেবের কৃপা ব্যতিরেকে সফল হয় না। নিরর্থক বাক্য, ধর্ম্মহীন দেহ ও পতিহীন নারী যেরূপ শোভা পায় না, তদ্রূপ শিবহীন কার্য্যের কখনই শোভা হয় না। যেমন গঙ্গাহীন দেশ, পুত্রশূন্য গৃহ ও দানবর্জ্জিত সম্পদ; শিবহীন ক্রিয়াও তদ্রূপ জানিবে। মন্ত্রহীন রাজ্য, বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ও নারীহীন ভোগের যেমন দশা, শিবহীন কার্য্যেরও তদ্রূপ দশা ঘটিয়া থাকে। বিনা কুশে সন্ধ্যা, বিনা তিলে তর্পণ ও বিনা ঘৃতে হোম যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ শিবহীন কর্ম্ম বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। শৈবমায়ায় মোহিত প্রজাপতি-দক্ষ, দক্ষ হইলেও দধীচিমুনিকথিত বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না; বরং অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মদীয় যজ্ঞের ভাবনা তোমার করিতে হইবে না, তুমি আপনার বিষয় চিন্তা করিও। এই জগতে যথাবিধি কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইলে অবশ্যই তাহার সিদ্ধি হইতেই হইবে; তবে অযথাবিধানে কার্য্য করিলে ঈশ্বরেরও সিদ্ধ হয় না। ৮১—৯৬। নিজের কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে সকলেই প্রভু। তবে যে তুমি "ঈশ্বর কর্ম্মের সাক্ষী" এই কথা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি কেবলমাত্র সাক্ষী, ফলদানে সমর্থ নহেন। তুমি যে বলিয়াছিলে "কর্ম্ম সকল নিজে জড়, ঈশ্বরের সাহায্য বিনা সফল হয় না" তদ্বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন বীজ সকল জড় বটে, কিন্তু স্বকীয় কাল উপস্থিত হইলে অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া থাকে; তেমনই ঈশ্বরের বিনা সাহায্যে কালে কার্য্য সকল হইতে দেখা যায়। অতএব অমঙ্গলমূর্ত্তি তোমার ঈশ্বরে প্রয়োজন কি? দধীচি বলিলেন, যথাবিধানে কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিকূলতায় সিদ্ধ কার্য্যও বিনষ্ট

...॥ ঈশ্বরেচ্ছাবলাৎ কর্ম্ম কৃতমপ্যবিধানতঃ। ঈশ্বরেচ্ছাবিহীনাশ্চ কথং সর্ব্ব ইহেশ্বরাঃ ॥ ১০৩॥ ন সামান্যসাক্ষিবদ্রূপেণঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্। সাক্ষী ...সন্দিগ্ধঃ ফলস্য প্রতিভূরপি ॥ ১০৪॥ ভূতাদিস্বরূপেণ বীজমাবিশ্য সর্ব্বকৃৎ। স্বয়ং কালস্বরূপেণ বিদধ্যাদঙ্কুরোদয়ম্ ॥ ১০৫॥ যচ্চ ...োক্তং বিনাপীশং কালে কর্ম্ম ফলেৎস্বয়ম্। স এব কালো ভগবান্ সর্ব্বকর্ত্তা মহেশিতা ॥ ১০৬॥ অমঙ্গল্যং ভবতা প্রোক্তং তদেকং তথামেব তৎ। কিমীশ্বরেণ তেনাত্র মহামঙ্গলমূর্ত্তিনা ॥ ১০৭॥ যে মহান্তো ভবন্ত্যেবং যে চ মঙ্গলমূর্ত্তয়ঃ। ঈশ্বরাখ্যা চ যেষাস্তি কিং তৈস্তত্র ভবান্তিকে ॥১০৮॥ উত্তরাত্তরং চেতি প্রত্যুত্তরমাহ দ্বিজে। দধীচৌ ...দেহত্যক্তং দক্ষো গর্ব্বাতিদৃপ্তধীঃ ॥ ১০৯॥ আদিদেশ সমীপস্থানালোক্য পরিতাস্থিতা। ব্রাহ্মণাশসদং চামুং পরিদূরয়তাশু বৈ ॥ ১১০॥ অমুষ্মাদধ্বরশ্রেষ্ঠাদবরিষ্ঠমনোগতম্। ইত্থং দর্পবিবাকর্য প্রোবাচ প্রহসন্নিব ॥ ১১১॥ কিং মাং দূরয়সে মূঢ় দূরীভূতো, ভবানপি। সর্ব্বেভ্যো মঙ্গলেভ্যশ্চ সর্ব্বৈরেভিঃ সমং ধ্রুবম্ ॥ ১১২॥ ...ক্রোধদণ্ডস্তব মূর্দ্ধ্নি পতিষ্যতি। মহেশিতুর্জগতীপরিশাস্তঃ প্রজাপতে ॥ ১১৩॥ ইত্যুক্তা নির্জগামাশু যজ্ঞবাটাত্ততো দ্বিজঃ। তন্নির্য্যাতি নির্য্যাতো দুর্ব্বাসাশ্চ্যবনো ভবান ॥ ১১৪॥ উত্তঙ্ক উপমন্যুশ্চ ঋচীকোদ্দালকাবপি। মাণ্ডব্যো বামদেবশ্চ গালবো গর্গগৌতমৌ ॥ ১১৫॥ শিবতত্ত্ববিদোঽন্যেঽপি দক্ষযজ্ঞাদ্বিনির্যযুঃ। গতো দধীচৌ সানন্দং প্রাবর্ত্তত মহামখঃ ॥ ১১৬॥ যে স্থিতা ব্রাহ্মণাস্তত্র তেভ্যো দ্বিগুণদক্ষিণাম্। প্রাদাৎ প্রজাপতির্দক্ষস্তেভ্যোঽপ্যধিকং বসু ॥ ১১৭॥ সর্ব্বে জামাতরস্তেন তোষিতা ভূরিশো ধনৈঃ। কন্যাশ্চালঙ্কৃতাঃ সর্ব্বা মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ১১৮॥ ঋষিপত্ন্যোঽপি বহুশো দেবপত্ন্যোঽপ্যনেকশঃ। তথা পুরাঙ্গনাঃ সর্ব্বাস্তেন মানভুবঃ কৃতাঃ ॥ ১১৯॥ ব্রহ্মঘোষেণ তারেণ ব্যোম শব্দগুণং স্ফুটম্। কারিতং তেন দক্ষেণ বিপ্রাণাং হৃষ্টচেতসাম্ ॥ ১২০॥ অগ্নিমন্দাগ্নিবভবতস্মিন্ জুহ্বতি দীক্ষিতে। হবিঃপবিমলেনৈব পরিতৃপ্তা দিগঙ্গনাঃ ॥ ১২১॥ স্বাহাকারৈর্ব্বষট্কারৈঃ পুষ্টা জাতাঃ পিচণ্ডিলাঃ।

বিফল হইয়া যায়। অযথাবিধানে কার্য্য করিলেও তাহা ঈশ্বরেচ্ছাবলে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়, নতুবা দেবগণ সর্ব্বপ্রভু হইয়াও তাঁহার অধীন হইয়াছেন কেন? ঈশ্বর সামান্য সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বলোকের সকল কার্য্যের সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি সংশয়বিমুক্ত ও কার্য্যফলের প্রতিভূস্বরূপ। সেই সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর ভূতাদিরূপে বীজের অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং কালরূপে অঙ্কুর উৎপাদন করেন। তুমি যে বলিলে "বিনা ঈশ্বরের সাহায্যে কালে কর্ম্ম স্বয়ং ফলিয়া থাকে" সেই কালই সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান্ মহেশ্বর। আর তুমি যে একটী কথা বলিয়াছ, 'অমঙ্গলমূর্ত্তি সেই ঈশ্বরে প্রয়োজন কি? তাহা সত্য বলিয়াছ, কারণ যাঁহারা মহৎ ও মঙ্গলমূর্ত্তি এবং যাঁহাদিগের 'ঈশ্বর' এই আখ্যা আছে, তাঁহারা তোমার নিকটে আসিবেন কেন? এইরূপ ...প্রত্যুত্তরের পর বিভবমদে মত্ত দক্ষপ্রজাপতি, দধীচিমুনির উপর অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ...দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন,—হে অনুচরগণ! এই অসদভিপ্রায়ী ...কে শীঘ্র এই যজ্ঞস্থান হইতে দূর করিয়া ...। ...দধীচিমুনি এই কথা শুনিয়া হাস্য ...—রে মূঢ়! আমাকে দূর করিতেছিস্ কি, তুইই সকল মঙ্গল হইতে এই সকল লোকের সহিত নিশ্চয় দূরীভূত হইবি। ৯৭—১১২। যিনি জগৎপাতা, প্রজাপতি মহেশ্বর, তাঁহার ক্রোধদণ্ড তোর মস্তকে সদ্যঃ পতিত হইবে। এই কথা বলিয়া দধীচিমুনি সেই যজ্ঞস্থান হইতে বেগে নির্গত হইলেন। তাঁহাকে নির্গত হইতে দেখিয়া দুর্ব্বাসা, চ্যবন, উত্তঙ্ক, উপমন্যু, ঋচীক, উদ্দালক, মাণ্ডব্য, বামদেব, গালব, গর্গ, গৌতম ও অপরাপর শিবতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ দক্ষের যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। দধীচিমুনি চলিয়া গেলে পর যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে হইতে লাগিল। যে ব্রাহ্মণগণ তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দক্ষপ্রজাপতি দ্বিগুণ দক্ষিণা ও অপরাপরকে অধিক ধন প্রদান করিলেন,—তিনি জামাতাদিগকে ভূরিভূরি ধনদানে তুষ্ট করিলেন, কন্যাগণকে বহু অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, ঋষিপত্নী দেবপত্নী ও পুরাঙ্গনাবর্গকে বহু সম্মান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণের উচ্চ বেদধ্বনিতে, আকাশের গুণ যে শব্দ, তাহা পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। ...আহুতিপ্রদানে অগ্নির মন্দাগ্নি-রোগ ...। ...দিগঙ্গনাগণ চতুর্দ্দিক আমোদিত ...

রচিতা পিরয়ন্তেন সদ্মনাং পদেপদে। ১২২। ঘৃতকুল্যাঃ কৃতাস্তেন মধুকুল্যাঃ সহস্রশঃ। মহাসরাংসি পয়সাং, ব্রদশ্চাপি মহাহ্রদাঃ। ১২৩। রাশয়শ্চ দুকূলানাং রত্নানাং শিখরাণি চ। যজ্ঞবাটস্য বসুধা স্বর্ণরূপ্যময়ী কৃতা। ১২৪। নলভ্যস্তে ক্রতৌ তস্য মার্গিতা অপি মার্গণাঃ। হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সমভবন্নপি তৎপরিচারকাঃ। ১২৫। ধ্বনির্ম্মঙ্গলগীতানাং ব্যানশে গগনাঙ্গণম্। জহৃষে চাপ্সরোবৃন্দৈর্গন্ধর্বৈর্মুমুদেতরাম্। ১২৬। বিদ্যাধরৈর্ননন্দে চ বসুধা ববৃধে ভৃশম্। মহাবিভবসম্ভারে তস্মিন্ দাক্ষে মহাক্রতৌ। ইত্থং প্রবৃত্তেঽথ মুনিঃ কৈলাসং নারদো যযৌ। ১২৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে দক্ষযজ্ঞপ্রাদুর্ভাবো নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৭।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। শিবলোকং সমাসাদ্য মুনিনা ব্রহ্মসূনুনা। কিঞ্চক্রে ব্রূহি যদ্ব্রক্ষ কথাং কৌতুকশালিনীম্। ১। স্কন্দ উবাচ। শৃণু কুম্ভজ বক্ষ্যামি নারদেন মহাত্মনা। যৎকৃতং তত্র গত্বাশু কৈলাসং শঙ্করালয়ম্। ২। মুনির্গগনমার্গেণ প্রাপ্য তদ্ধাম শাশ্বতম্। দৃষ্ট্বা শিবৌ প্রণম্যাথ শিবেন বিহিতাদরঃ। ৩। তদুদ্দিষ্টাসনং ভেজে পশ্যংস্তৎক্রীড়নং পরম্। ক্রীড়ন্তৌ তৌ তু চাক্ষ্যাভ্যাং যদা ন চ বিরেমতুঃ। ৪। তদৌৎসুক্যেন স মুনিঃ প্রের্য্যমাণ উবাচ হ। নারদ উবাচ। দেবদেব তব ক্রীড়াখিলং ব্রহ্মাণ্ডগোলকম্। মাসা দ্বাদশ যেনাথ তে সারিফলকে গৃহাঃ। ৫। কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণেতরায়া বৈ তিথয়স্তাশ্চ সারিকাঃ। দ্বিপক্ষ দশমাসে সাস্তক্ষযুগ্মং তথায়নে। ৬। সৃষ্টিপ্রলয়সংজ্ঞৌ দ্বৌ গ্রহৌ জয়পরাজয়ৌ। দেবীজয়ে ভবেৎ সৃষ্টিরসৃষ্টির্ধূর্জ্জটের্জ্জয়ে। ৭। ভবতোঃ খেলসময়ো যঃ সা স্থিতিরুদাহৃতা। ইত্থং ক্রীড়ৈব সকলমেতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডমীশয়োঃ। ৮। ন দেবী জেষ্যতি পতিং নেশঃ শক্তিং বিজেষ্যতি। কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুকামোঽস্মি তন্মাতরবধার্য্যতাম্। ৯। দেবঃ সর্ব্বজ্ঞনাথোঽপি ন কিঞ্চিদববুধ্যতি। মানাপমানয়োর্যস্মাদসৌ দূরে ব্যবস্থিতঃ। ১০। লীলাত্মা গুণবানেষ বিচারাদপি

হবিঃ ভোজন করিয়া মসৃণমূর্ত্তি হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র অন্নমেরু, ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, দুগ্ধমহাসরোবর, তরল দধিহ্রদ, দুকূলরাশি, রত্নশৃঙ্গ ও স্বর্ণরৌপ্যময়ী যজ্ঞভূমি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে যাচকগণকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরিচারকবৃন্দ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল; মঙ্গল-গীতিধ্বনিতে গগনতল ব্যাপ্ত হইয়াছিল; অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর সকলেই আনন্দিত হইল; পৃথিবী সাতিশয় বর্দ্ধিত হইল; ইত্যবসরে নারদমুনি কৈলাসপর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। ১১৩—১২৭।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মতনয় নারদ শিবলোকে গমন করিয়া যাহা করিয়াছিলেন; সেই কৌতুকাবহ সংবাদ বর্ণন করুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভজ! দেবর্ষি নারদ শিবলোক কৈলাসে উপগত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। মুনিবর আকাশপথে শিবধামে উপস্থিত হইয়া পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন। তৎকালে তাঁহারা খেলা করিতেছেন; সুতরাং আদরপূর্ব্বক নারদকে বসিবার আসন দেখাইয়া কোন কথা না কহিয়াই পুনরায় খেলায় আসক্ত হইলেন। নারদ বহুক্ষণ থাকিয়াও তাঁহাদের ক্রীড়ার বিরাম না দেখিতে পাইয়া অতিশয় ঔৎসুক্য বশতঃ কহিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব! এই ব্রহ্মাণ্ডগোলক আপনার ক্রীড়াদ্রব্য, খিল অর্থাৎ ঢিল এবং দ্বাদশ মাস ফলক অর্থাৎ ক্রীড়াদ্রব্য (সারি) রাখিবার ঘর। সিতাসিত তিথি সকল শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ সারিকা, নয়নদ্বয় দুই অক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই আপনাদের জয়-পরাজয় নামক গ্রহদ্বয়; (পণ) ভগবতীর জয়ে সৃষ্টি ও প্রভুর জয়ে সংহারকাল উপস্থিত হয়। আপনাদের ক্রীড়ায় সময়ই সৃষ্টির রক্ষা হয়। আপনাদের এই সমস্ত বিশ্বধামই খেলা হইতেছে। ভগবতী পতিকে জয় করিতে সমর্থা হইবেন না, প্রভুও দেবীকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। এক্ষণে কিছু জানাইবার জন্য আসিয়াছি, হে মাতঃ! তাহা শ্রবণ করুন। মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কিছুই গ্রাহ্য করেন না, কারণ উনি মান ও অপমানের বহুদূরে অবস্থান করেন। ভগবান্ তমোগুণাত্মক হইলেও ত্রিগুণ

নির্গুণঃ। ভূর্ব্বপি হি কর্ম্মাণি বাধ্যতে নৈব কর্ম্মভিঃ॥ ১১॥ মধ্যস্থোঽপি হি সর্ব্বস্ত মাধ্যস্থ্য-মবলম্বতে। সর্ব্বত্রায়ং মহেশানো মিত্রামিত্র-সমানদৃক্॥ ১২॥ ত্বং শক্তিরস্য দেবস্য সর্ব্বেষাং মাতৃকা পরা। দক্ষস্যাপি ত্বয়া মানো দত্তোঽপত্য-নিমিত্তকঃ॥ ১৩॥ পরং ত্বং সর্ব্বজগতাং জনয়িত্র্যেকিকা ধ্রুবম্। ত্বত্ত আবির্ভবন্ত্যেব ধাতৃকেশব-বাসবাঃ॥ ১৪॥ স্বমাত্মানং ন জানাসি ত্র্যক্ষমায়া-বিমোহিতা। অতএবহি মে চিত্তং ভূনোত্যতিতরাং সতি॥ ১৫॥ অন্যা অপি হি যাঃ সত্যঃ পাতিব্রত্য-পরায়ণাঃ। তা ভর্ত্তৃচরণৌ হিত্বা কিঞ্চিদন্যন্ন মন্বতে॥ ১৬॥ অথবাস্তামিয়ং বার্ত্তা প্রস্তুতং প্রব্রবীম্যহম্। অদ্য নীলগিরেস্তস্মাদ্ধরিদ্বারসমীপতঃ॥ ১৭॥ অপূর্ব্বমিব সংবীক্ষ্য পরিপ্রাপ্তস্তবান্তিকম্। অত্যাশ্চর্য্যবিষাদাভ্যাং কিঞ্চিদ্বক্তুমিহোৎসুকঃ॥ ১৮॥ আশ্চর্য্যহেতুরেবায়ং যৎপুংজাতং ক্ষ্মাতলে। তদৃষ্টং সকলত্রং চ দক্ষস্যাধ্বরমণ্ডপে॥ ১৯॥ সালঙ্কারং সমানং চ সানন্দমুখপঙ্কজম্। বিস্মৃতাখিলকার্য্যং চ দক্ষযজ্ঞপ্রবর্ত্তকম্॥ ২০॥ বিষাদে কারণং চৈতদ্যতো জাতমিদং জগৎ। যস্মিন্ প্রবর্ত্ততে যত্র লয়মেষ্যতি চ ধ্রুবম্॥ ২১॥ তদেব তত্র নো দৃষ্টং ভবদ্বন্দ্বং ভবাপহম্। প্রায়োবিষাদ-জনকং ভবতোর্ব্বিদর্শনম্॥ ২২॥ তদেব নাত্রবক্তব্য সমভূদস্তদেব হি। তচ্চ বক্তুং ন শক্যেত তত্ত্বক্তা দক্ষ এব সঃ॥ ২৩॥ তানি বাক্যানি চাকর্ণ্য ক্ষুভি-ণেন যযেততঃ। মহর্ষিণা দধীচেন ধিক্কৃতো নিন্দ্যাং হি সঃ॥ ২৪॥ সপ্তশ্চ বীক্ষমাণানাং দেবর্ষীণাং প্রজাপতিঃ। ময়া চ কর্ণৌ পিহিতৌ শ্রুত্বা তদগর্হণা-গিরঃ॥ ২৫॥ দধীচিনা সমং কেচিদ্দুর্ব্বাসঃপ্রমুখা-দ্বিজাঃ। ভবনিন্দাং সমাকর্ণ্য কিয়ন্তোঽপি বিনির্যযুঃ॥ ২৬॥ প্রাবর্ত্তত মহাযোগো হৃষ্টপুষ্টমহাজনঃ। তথা দ্রষ্টুং ন শক্নোমি তত আগতবানিহ॥ ২৭॥ ভগিন্যোঽপি চ যা দেবি তব তত্র সভর্ত্তৃকাঃ। তাসাং গৌরবমালোক্য ন কিঞ্চিদ্বক্তুমুৎসহে॥ ২৮॥ ইতি দেবী সমাকর্ণ্য সতী দক্ষকুমারিকা। করাদক্ষৌ সমুৎসৃজ্য দধ্যৌ কিঞ্চিৎক্ষণং হৃদি॥ ২৯॥ উবাচ চ ভবত্বেবং শরণং ভব এব মে। সম্প্রধার্য্যেতি মনসি সতী দাক্ষায়ণী ততঃ॥ ৩০॥ ত্রস্তমেব সমুত্তস্থৌ প্রননাম চ শঙ্করম্। মৌলাবঞ্জলিমাধায় দেবী দেবং ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ৩১॥ দেব্যুবাচ।

বিচারে উঁহার নির্গুণত্বই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কারণ উনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের বাধ্য হন না। প্রভু সকলের মধ্যস্থ হইয়াও মধ্যস্থাবলম্বন করেন, সর্ব্বত্রই ভগবানের শক্র ও মিত্রে সমান দয়া দেখা যায়। হে দেবি। তুমি উঁহার শক্তি বলিয়া সকলেরই মাতা, তুমিই সন্তান হইয়াছ বলিয়া দক্ষের সম্মান হইয়াছে। তুমিই একমাত্র ত্রিজগতের জননী, তোমা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। তুমি শিবমায়ায় মোহিতা হইয়াই আপনাকে জানিতে পারিতেছ না; এই কারণেই আমার চিত্ত অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় অন্যান্য পতিব্রতাগণও পতিপাদপদ্ম ভিন্ন অপর কিছুই গ্রাহ্য করেন না অথবা এ সকল কথা নিষ্প্রয়োজন, প্রস্তুত বিষয় বলিতেছি। অদ্য হরিদ্বার সমীপে নীলাচলে অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও বিষণ্ণ হইয়া তোমাকে বলিবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। আশ্চর্য্যের কারণ এই যে, সেই দক্ষযজ্ঞে [illegible] প্রফুল্লবদন অলঙ্কৃত সস্ত্রীক বিষ্ণুকে [illegible], তিনি সকল কার্য্য ভুলিয়া দক্ষকে যজ্ঞ [illegible] এবং বিষাদের কারণ এই যে, তথায় তোমাদের অদর্শন। যাহা হইতে এই ত্রিভুবনের উৎপত্তি, যৎকর্ত্তৃক পালন ও যাহাতেই লয় হইয়া থাকে, সেই সংসারভয়হারী শিব-দুর্গাকে তথায় না দেখিয়াই বিষণ্ণ হইয়াছি। তথায় যাহা হইয়াছিল, তাহা অন্তরূপ আমি বলিতে পারি না, দক্ষই তাহা বলিয়াছে। আমি ব্রহ্মা ও মহর্ষি, দধীচি সকলে সেই কথা শুনিয়া দক্ষকে ধিক্কার দিয়াছি, আমি সেই তোমাদের নিন্দাবাদ শুনিয়া কর্ণ ঢাকিয়া ছিলাম এবং তোমার অলক্ষণ শুনিয়া দুর্ব্বাসা প্রভৃতি বিপ্রগণ দধীচির সহিত তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে ভবনিন্দা শ্রবণেই সে স্থান ত্যাগকরিয়াছেন। ১—২৬। সেই মহাযাগ আরম্ভ হইল দেখিয়া আর তথায় থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি। হে দেবি। তোমার ভগিনীগণও স্বামীর সহিত সম্মানিত হইতেছেন দেখিয়া আমার বাক্যস্ফুর্ত্তি হইতেছে না। দাক্ষায়ণী সতী এই সকল বাক্য শুনিয়া হস্ত হইতে অক্ষযুগল পরিত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে ভবানী, ভবকেই নিজের [illegible] রূপে নিশ্চয় করিয়া, শীঘ্র [illegible] ভগবানকে প্রণাম করিয়া [illegible]

বিজয়ধ্বান্তকধ্বংসিংস্ত্র্যম্বক . ত্রিপুরান্তক। চরণৌ শরণন্তে মে দেহ্যনুজ্ঞাং সদাশিব॥ ৩২ ॥ মা নিষেধীঃ প্রার্থয়ামি যাস্যামি পিতুরন্তিকম্। উক্তেতি মৌলিমদধাদন্ধকারিপদাম্বুজে ॥ ৩৩ ॥ অথোক্তা শম্ভুনা দেবী মৃড়ান্যুত্তিষ্ঠ ভামিনি। কিম-পূর্ণং তবাস্ত্যত্র বদ সৌভাগ্যসুন্দরি ॥ ৩৪ ॥ লক্ষ্ম্যা অপি চ সৌভাগ্যং ব্রহ্মাণ্যৈ কান্তিরুত্তমা। শচ্যৈ নিত্যনবীনত্বং ভবত্যাদত্তমীশ্বরি ॥ ৩৫ ॥ ত্বয়া চ শক্তিমানস্মি মহদৈশ্বর্য্যরক্ষণে। ত্বাংচ শক্তিংসমাসাদ্য স্বলীলারূপধারিণীম্ ॥ ৩৬ ॥ এতৎ সৃজামি পাম্যস্মি ত্বল্লীলাপ্রেরিতেঽঙ্গনে। কুতো মাং হাতুমিচ্ছেস্ত্বং মম বামার্দ্ধধারিণি ॥ ৩৭ ॥ শিবা শিবোদিতং চেতি শ্রুত্বাপ্যাহ মহেশ্বরম্। জীবিতেশ বিহায় ত্বাং ন কাপি পরিযাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥ মনো মে চরণদ্বন্দ্বে তব স্থাস্যতি নিশ্চলম্। ক্রতুং দ্রষ্টুং পিতুর্যামি নৈক্ষি যজ্ঞো ময়া ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥ শম্ভুঃ কাত্যায়নীবাক্য-মিতি শ্রুত্বা তদাব্রবীৎ। ক্রতুস্ত্বয়া নেক্ষিতশ্চেদাহ-রামি ততঃ ক্রতুম্ ॥ ৪০ ॥ মচ্ছক্তিধারিণী ত্বং বা সৃজৈবাস্তাং ক্রতুক্রিয়াম্। অন্তো যজ্ঞপুমানস্ত সন্তন্তে লোকপালকাঃ ॥ ৪১ ॥ অস্মানাশু বিধেহি ত্বমৃত্বীনার্ত্বিজ্যকর্ম্মণি। পুনর্জগাদ দেবীতি শ্রুত্বা শম্ভোরুদীরিতম্ ॥ ৪২ ॥ পিতুর্যজ্ঞোৎসবো নাথ দ্রষ্টব্যোঽত্র ময়া ধ্রুবম্। দেহ্যনুজ্ঞাং গমিষ্যামি মা মে'কার্ষীর্বচোঽন্যথা ॥ ৪৩ ॥ কঃ প্রতীপয়িতুং শক্তশ্চেতোঽম্বা জলমেব বা। নিম্নাবাভ্যুদ্যতং নাথ মাদ্য মাং প্রতিষেধয় ॥ ৪৪ ॥ নিশম্যেতি পুনঃ প্রাহ সর্ব্বজ্ঞো ভূতনায়কঃ। মায়া হি দেবি মাং হিত্বা গতা চ ন মিলিষ্যসি ॥ ৪৫ ॥ অদ্য প্রাচীং যিযাসুং ত্বাং বারয়েৎ পঙ্গুবাসরঃ। নক্ষত্রঞ্চ তথা জ্যেষ্ঠা তিথিশ্চ নবমী প্রিয়ে ॥ ৪৬ ॥ অদ্য সপ্ত-দশো যোগো বিয়োগোঽদ্যতনোঽশুভঃ। ধনি-ষ্ঠার্দ্ধসমুৎপন্নে তব তারাদ্য পঞ্চমী ॥ ৪৭ ॥ মা গা দেবি গতাদ্য ত্বং ন হি দ্রক্ষ্যসি মাং পুনঃ। পুন-র্দেবী বভাষে সা যদি নাম্নাপ্যহং সতী ॥ ৪৮ ॥ তদা তবন্তরেণাপি করিষ্যে তব দাসতাম্। ততো ভবঃ পুনঃ প্রাহ কো বা বারয়িতুং প্রভুঃ ॥ ৪৯ ॥ পরি-স্ফুরন্মনোবৃত্তিং স্ত্রিয়ং বা পুরুষং তু বা। পুনর্ন

করিলেন। দেবী কহিলেন,—হে অন্ধকান্তক! হে ত্রিনয়ন! হে ত্রিপুরারে! ভবদীয় পাদপদ্মের শরণ লইলাম, আমাকে নিষেধ করিবেন না পিতৃসন্নিধানে যাইবার প্রার্থনা করিতেছি, অনুমতি করুন। এই কথা বলিয়া, শিবপাদমূলে মৌলি-স্থাপন করিলে, ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভাবিনি! হে মৃড়ানি! উঠ, হে সুভগে! হে সুন্দরি! তোমার কিসের অভাব আছে? হে ঈশ্বরি! তুমিই লক্ষ্মীকে সৌভাগ্য, ব্রহ্মাণীকে উত্তম কান্তি ও শচীর নিত্য যৌবন প্রদান করি-য়াছ। হে মহৈশ্বর্য্যশালিনি! আমি তোমার সংসর্গেই শক্তিমান্ হইয়াছি এবং হে প্রিয়ে! আমি তোমার সাহায্যেই এই জগতের সৃজন পালন ও সংহার করিতেছি। হে লীলাময়ি! হে মদর্দ্ধাঙ্গরূপিণি! তুমি কি দোষে আমায় পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছ? ভবানী এই শিববাক্য শ্রবণ করিয়া, বলিলেন,—হে জীবিতে-শ্বর! আমি তোমায় ছাড়িয়া কোন স্থানেই যাইতেছি না, আমার মানস ভবদীয় পাদপদ্মেই নিয়ত অবস্থান করিবে, আমি কুত্রাপি যজ্ঞ দেখি নাই বলিয়া পিতার যজ্ঞ দেখিতে যাইব। ইহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন,—যদি তোমার যজ্ঞ দেখি-বারই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে আমি যজ্ঞের উদ্যোগ করিতেছি অথবা মদীয় শক্তিময়ী তুমিই অন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। অপর এক যজ্ঞেশ্বর হউন, অপর লোকপালগণ উৎপন্ন হউক, আর তুমি যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কার্য্যে অপর ঋষিগণকে শীঘ্র সৃজন কর। ঈদৃশ শিববাক্য শ্রবণে পুনরায় দেবী কহিলেন,—হে নাথ! অদ্য পিতার যজ্ঞোৎসব দেখিতে নিশ্চয়ই যাইব, আপনি এবিষয়ে বাধা না দিয়া অনুমতি করুন। হে দেব! নিম্নগামী চিত্ত ও জলের বেগ রোধ করিতে কেহই পারে না; আপনি আমাকে নিষেধ করিবেন না। সর্ব্বজ্ঞ ভূত-নাথ ইহা শুনিয়া পুনরায় কহিলেন,—হে দেবি! মায়া আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে আর আসিবে না; অদ্য রবিবার জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ও নবমী তিথি, তোমাকে পূর্ব্বদিকে যাইতে নিষেধ করিতেছি; আজি সপ্ত-দশ (ব্যতিপাত) যোগ ইহাতে বিয়োগও অশুভ হইবে। হে প্রিয়ে! তুমি ধনিষ্ঠায় জন্মিয়াছ, সুতরাং তোমার অদ্য পঞ্চমী তারা হইয়াছে, তুমি যাইও না; যাইলে আর তোমায় দেখিতে পাইব না। ইহা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন,—যদি আমি সতী নামে বিখ্যাত হইয়া থাকি, তবে এ দেহে আর না হয় জন্মান্তরেও তোমারই দাসী হইব। তখন মহাদেব পুনরায় কহিলেন,—স্ত্রী বা পুরুষের

তর্পয়ং দেবি যথা সত্যং ব্রবীমাহম্ ॥ ৫০ ॥ পিতৃং ন দেবি গন্তব্যং মহামান ধনেচ্ছুভিঃ। অনাহূত স্তয়া কান্তে মাতা পিতৃগৃহানপি ॥ ৫১ ॥ যথা সিন্ধুগতা সিন্ধুর্ন পুনঃ পবিবর্ত্ততে। তথাদ্য গত্বা দেবি জাতু তবাগমনমিষ্যতে ॥ ৫২ ॥ দেব্যুবাচ। অবশ্যং যদ্যহং বক্তা তব পাদাম্বুজদ্বয়ে। তথা ত্বমেব মে নাথো ভবিষ্যসি ভবান্তরে ॥ ৫৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ দেবী কোপাদ্বীক্ষ্য পচনা। বিষাস্থুভিশ্চ কার্য্যার্থং যৎ কর্তব্যং ন তৎকৃতম্ ॥ ৫৪ ॥ ন ননাম মহাদেবং ন চ চক্রে প্রদক্ষিণম্। অতএব হি সা দেবী ন গতা পুনরাগতা ॥ ৫৫ ॥ অপ্রণম্য মহেশানমকৃত্বাপি প্রদক্ষিণম্। অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে গতাঃ প্রাপ্তাসবা ইব ॥ ৫৬ ॥ তথাচরণচারিণ্যা কান্ত্যা ত্রিভুবনেশিতুঃ। অপি তৎ পাবন বর্ত্ম মেনেতি কঠিনং বহু ॥ ৫৭ ॥ দেবোঽপি তাং সতীং যান্তীং দৃষ্ট্বা চরণচারিণীম্। অতীব বিব্যথে চিত্তে গণাংশ্চাথ সমাহ্বয়ৎ ॥ ৫৮ ॥ তদা বিমান নয়ত মনঃপবনচক্রিণম্। পতাকাস্ত্রায়ুধসংযুক্তং বহুসানু-

ধ্বজোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৫৯ ॥ মহাবাতপাতকক্ষ মহাবৃষভ লাঞ্ছিতম্। নন্দপালকনন্দা চ যন্ত্রেবাদণ্ডতাঙ্গকে ॥ ৬০ ॥ ছত্রীভূতো চ যত্রাস্তঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবপি। যস্মিন্ মকরতুণ্ডঞ্চ বারাহীশক্তিকস্তথা ॥ ৬১ ॥ ধ্বঃ স্বয়ং চাপি গায়ত্রী রজ্জুবন্ধকাদয়ঃ। সারথিঃ প্রণবো যত্র কেঙ্কারঃ প্রণবধ্বনিঃ ॥ ৬২ ॥ অঙ্গানি রক্ষকা যত্র বরূথশ্ছন্দসাং গণাঃ। ইত্যাজ্ঞপ্তা গণাস্তূর্ণ রথং নিন্যুর্হরাজ্ঞয়া ॥ ৬৩ ॥ দেবাঃ সনাথং তং কৃত্বা বিমানং পার্ষদা দিবি। অগ্রগমুর্মহাদেবী দিব্যাং তেজোবিরাজিতাম্ ॥ ৬৪ ॥ তাঃ ক্ষণং তাঃ ক্ষমণী বীক্ষ্য দক্ষসভাঙ্গণম্। নভোহঙ্গনাদ্বিমানস্থা ততো বেগাদবাতরৎ ॥ ৬৫ ॥ অবিশদ্যজ্ঞবাট চ চকিতং বক্ষিবীক্ষিতা। কৃতমঙ্গলনেপথ্যাং প্রসূং দৃষ্ট্বা কিরীটিনীম্ ॥ ৬৬ ॥ সভর্তৃকাশ্চ ভগিনীর্নির্বালঙ্কারশালিনীঃ। সাশ্চর্য্যাশ্চ সগর্বাশ্চ সানন্দাশ্চ সসাধ্বসাঃ ॥ ৬৭ ॥ অচিন্তিতা অনাহূতা বিমানাগ্রবল্লভা। কথমেষা পরিপ্রাপ্তা ক্ষণমিব প্রপন্নতাঃ ॥ ৬৮ ॥ অসম্ভাষ্যাপি তাঃ

মনের বেগ কেহই ফিরাইতে পারে না। হে প্রিয়ে! আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে আর দেখিতে পাইব না, আর এককথা—মানী লোকদিগের অনাহূতভাবে পিতৃগৃহে বা মাতৃগৃহে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। তোমার বেশ হইতেছে, যেমন নদী সমুদ্রে মিশিলে ফিরে না, সেইরূপ তুমিও পিত্রালয়ে যাইয়া আর আসিবে না। দেবী বলিলেন,—হে দেব! যদি তব পাদপদ্মে সত্যই অনুরাগিণী থাকি, তবে জন্মান্তরেও তুমি আমার নাথ হইবে। এই কথা বলিয়া দেবী ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়াই নির্গত হইলেন। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, লোকে বেশভূষাদি করে, তাঁহার সে সকল কিছুই হইল না, তিনি মহাদেবকে প্রণাম বা প্রদক্ষিণাদি কিছুই না করিয়া যাত্রা করিলেন বলিয়া আর ফিরিলেন না। এই কারণে অদ্যাপি যাহারা শিবকে প্রণাম বা প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করে, তাহারা পূর্ব্বতন দিবৌকসের ন্যায় আর ফিরিয়া আসে না। সেই ভবপাদমূলচারিণী গৌরীর গমনকালে সুপবিত্র গন্ধমার্গও কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তখন ভগবান্ মহেশ প্রিয়সহচরী সতীকে দুর্গম পথে যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ও প্রমথগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তোমরা শীঘ্র বিমান আনয়ন কর, যাহার পরিধি ও ধ্বজ

চক্রিত, মরুৎ ও মন যাহার বাহন, বহুসানুর কিরণজাল যদীয় পতাকা, মহাবৃষভ যাহার চিহ্নভূত, অলকচারিণী নন্দা যাহার দণ্ড, সূর্য্য ও চন্দ্র যে বিমানের দুই ছত্র হইয়াছেন, যাহাতে মকর ও বারাহীশক্তি আছে, গায়ত্রী যাহার চক্রধারণকাষ্ঠ, তক্ষকাদি যাহার রজ্জুভূত, প্রণব যে বিমানে সারথ্য করিতেছেন, প্রণবধ্বনি যাহার চক্রের শব্দ, বেদাঙ্গ যাহার রক্ষক ও ছন্দোগণ যাহার বরূথ। এতাদৃশ রথে সতীকে লইয়া দক্ষালয়ে রাখিয়া আইস। প্রমথেরা এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তাদৃশ রথ আনিয়া দুর্গাকে তাহাতে তুলিয়া সকলে সেই তেজস্বিনী মহাদেবীর অনুগমন করিতে লাগিল। ২৭—তামুহূর্ত্তম ত্রিনয়নী দক্ষের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া আকাশস্থ বিমান হইতে বেগে অবতরণ করিলেন এবং তখন সংকিত দক্ষকর্তৃক অবলোকিতা হইয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশপূর্ব্বক উজ্জ্বলমঙ্গল-পরিচ্ছদধারিণী কিরীটশালিনী নিজজননীকে, তৎপরে সহোদরাদিগকে তাহাদের পতির সহিত অলঙ্কৃত হইয়া থাকিতে দেখিলেন। ভগিনীগণ সতীকে দেখিয়াই "এই হরগেহিনী আহ্বান না পাইয়াও কেমনে আসিল?" এই কথা বলিয়া এবং এককালে বিস্ময়, ভয়, আনন্দ ও গর্ব্বের সাগরে ভাসিতে লাগিল। সতী তাহাদিগের সহিত আলাপ না করিয়াই, পিতৃপার্শ্বে ...

সর্ব্বা গতা দক্ষাম্বিকং সতী। পিত্রা পৃষ্টা তু মাত্রাপি ভদ্রং জাতং ত্বদাগমে ॥ ৬৯ ॥ সত্যুবাচ। যদি ভদ্রং জনেতর্ম্মে সমাগমনতো ভবেৎ। কথং নাহং সমাহূতা যথৈভা যে সহোদরাঃ ॥ ৭০ ॥ দক্ষ উবাচ। অয়ি কল্পে মহাধন্যে হ্যনল্পে সর্ব্বমঙ্গলে। অয়ং তে ন মনাক্ দোষো দোষ এষ মমৈব হি ॥ ৭১ ॥ আদৃষ্বিধায় যং পত্যে ময়া দত্তাজ্ঞবুদ্ধিনা। যদহং তং সমাজ্ঞাস্যমীশ্বরোঽসৌ নিরীশ্বরঃ ॥ ৭২ ॥ তদা কথমদাস্যং ত্বাং তস্মৈ মায়াস্বরূপিণে। অহং শিবাখ্যয়া তুষ্টো ন জানেঽশিবরূপিণম্ ॥ ৭৩ ॥ পিতামহেন বহুধা বর্ণিতোঽসৌ মমাগ্রতঃ। শঙ্করোঽয়ময়ং শম্ভুরসৌ পশুপতিঃ শিবঃ ॥ ৭৪ ॥ শ্রীকণ্ঠোঽসৌ মহেশোঽসৌ সর্ব্বজ্ঞোঽসৌ বৃষধ্বজঃ। অস্মৈ কন্যাং প্রযচ্ছ ত্বং মহাদেবায় ধন্বিনে ॥ ৭৫ ॥ বাক্যাচ্ছত-ধৃতেস্তস্মাত্তস্মৈ দত্তা ময়ানঘে। ন জানে তং বিরূপাক্ষমুক্ষগং বিষভক্ষিণম্ ॥ ৭৬ ॥ পিতৃকানন-সংবাসং শূলিনং চ কপালিনম্। দ্বিজিহ্বসঙ্গসুভগং জলাধারং কপর্দ্দিনম্ ॥ ৭৭ ॥ কলঙ্কিকৃতমৌলিং চ ধূলিধূসরচর্চ্চিতম্। ক্বচিৎকৌপীনবসনং নগ্নং বাতুলবৎ ক্বচিৎ ॥ ৭৮ ॥ ক্বচিচ্চ চর্ম্মবসনং ক্বচিদ্-ভিক্ষাটনপ্রিয়ম্। বিটঙ্কভূতানুচরং স্থাণুমুগ্রং তমো-গুণম্ ॥ ৭৯ ॥ রুদ্রং রৌদ্রপরীবারং মহাকাল-বপুর্দ্ধরম্। নৃকরোটীপরিকরং জাতিগোত্র-বিবর্জ্জিতম্ ॥৮০॥ ন সম্যগ্‌বেত্তি তং কশ্চিজ্জ্ঞানতো-ঽপি প্রতারিতঃ। কিং বহুক্তেন তনয়ে সমস্তনয়-শালিনি ॥৮১॥ ক্ব পাংসুলীপটচ্ছন্নো মহাশঙ্খবিভূষণঃ। প্রবদ্ধসর্পকেয়ূরঃ প্রলম্বিতজটাসটঃ ॥ ৮২ ॥ ডমড্ডমরুকব্যগ্রহস্তাগ্রঃ খণ্ডচন্দ্রভৃৎ। তাণ্ডবাড়ম্বররুচিঃ সর্ব্বামঙ্গলচেষ্টিতঃ ॥ ৮৩ ॥ মৃড়ানি স হরঃ কায়মধ্বরো মঙ্গলালয়ঃ। অতএব সমাহূতা নেহ ত্বং সর্ব্বমঙ্গলে ॥ ৮৪ ॥ দুকূলান্যনুকূলানি রত্নালঙ্কৃতয়ঃ শুভাঃ। প্রাগেব ধারিতাস্তেঽত্র পশ্চাগত্য গৃহাণ চ ॥ ৮৫ ॥ ইহ মঙ্গলবেশেষু দেবেন্দ্রেষু স শূলধৃক্। কথমহো ভবেচ্চেতি মঙ্গলে বিষমেক্ষণঃ ॥ ৮৬ ॥ ইত্যাকর্ণ্য সতী সাধ্বী জনেতুরুদিতং তদা। অত্যন্তদূনহৃদয়া বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৮৭ ॥ সত্যুবাচ। নাকর্ণিতং ময়া কিঞ্চিত্ত্বয়ি প্রব্রুবতি প্রভো। পদদ্বয়ীং সমাকর্ণ্য

এবং পিতা মাতা উভয়ে তাঁহার আগমনে উত্তম হইয়াছে" বলিলেন। তখন সতী কহিলেন,—যদি আমার আগমনে পিতার উত্তম বোধ হইয়া থাকে, তবে কেন আমায় সহোদরাদিগের ন্যায় আহ্বান করেন নাই? দক্ষ কহিলেন,—অয়ি বৎসে! সর্ব্ব-মঙ্গলে! মহাধন্যে! এ বিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই, আমিই সম্পূর্ণ দোষী। আমারই কুবুদ্ধি বশতঃ তুমি সেই যতির হস্তে পড়িয়াছ, যদি পূর্ব্বে তাহার নিরীশতা জানিতে পারিতাম, তবে কখনই সেই মায়াবীর হস্তে তোমাকে দিতাম না। আমি সেই দুষ্টকে শিবনামে খ্যাত ঘোর অশিবরূপী বলিয়া জানিতাম না। পিতামহ বিধাতা আমার নিকটে যেরূপ উহার বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। "ইনি শঙ্কর, ইনি শম্ভু, ইনিই পশুপতি শিব, ইনি শ্রীকণ্ঠ মহেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ বৃষধ্বজ" এই পরম ধর্ম্মময় মহাদেবকে কন্যা সম্প্রদান কর"। হে বৎসে! আমি ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্যেই তাহার হস্তে তোমায় অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি তাহাকে বিরূপাক্ষ, বৃষারোহী, বিষপায়ী, শ্মশান-চারী, শূলী, নৃকপালধারী, সর্পগণসংসর্গী ও জটা-ধারী বলিয়া জানিতাম না এবং উহার ভালদেশ [illegible] [illegible] উহার [illegible] ধূলি-ধূসরিত। আমি জানিতাম না যে, সে কখন বাতুলের মত দিগম্বর, কখন বা কৌপীনপরিধায়ী, কখন বা চর্ম্মবাসা হইয়া ভিক্ষার জন্য লালায়িত থাকে। ঐ তমোগুণাকরের অনুচর ভূতগণ এবং ঐ মহাকালরূপী মদীয় জামাতা স্বয়ং রুদ্র আর উহার পরিবারগণও রুদ্ররূপী; উহার জাতি ও গোত্রাদি কিছুই নাই ।৬৫—৮০। উহাকে কেহই উত্তম রূপে জানে না, যদি কেহ জানে, তবে সে প্রতারিত হইয়াছে। হে পুত্রি! পরমনীতিজ্ঞে! উহার বিষয়ে অধিক কথা কি বলিব! ভস্ম ও নৃকপাল উহার অলঙ্কার, সর্প উহার কেয়ূর হইয়াছে, লম্বমান জটাজালে উহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত এবং ঐ চন্দ্র-খণ্ডধারী সর্ব্বদা ডমরু বাজাইবার জন্য ব্যগ্র থাকে, আর সকল অমঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকে। হে মৃড়ানি! এতাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এই মাঙ্গলিক যজ্ঞে আসিবার উপযুক্ত পাত্র নহে; এই কারণেই হে বৎসে! সর্ব্বমঙ্গলে! তোমায় এখানে আহ্বান করি নাই, তুমি পূর্ব্বে যে সকল সুন্দর বসন অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে, এক্ষণে সেই সকলে ভূষিতা হইয়া আসিয়া যজ্ঞস্থল পরিদর্শন কর। এই সমুদয় [illegible] দেবতা-দিগের সভায় কিরূপে সেই অমঙ্গলবাস [illegible] [illegible] আনয়ন করি? [illegible] সতী [illegible]

তাং চ তে কথয়াম্যহম্ ॥ ৮৮ ॥ ন সম্যক্ বেত্তি তং কশ্চিজ্জানাতি সোঽপি প্রতারিতঃ। এতৎ সম্যক্ ব্রবীম্যদ্য কস্তং বেত্তি সদাশিবম্ ॥ ৮৯ ॥ ত্বঞ্চ প্রতারিতঃ পূর্ব্বমধুনাপি প্রতারিতঃ। কৃত্বা তেন চ সম্বন্ধমসম্বন্ধপ্রলাপভাক্ ॥৯০॥ যাদৃশং বর্ণিতং শম্ভুং তাদৃশং যদ্যমস্ত্বথাঃ। কুতো মামদদাস্তস্মৈ ঋক কশ্চন বেদ ন ॥ ৯১ ॥ অথবা তেন সম্বন্ধে ন হেতুর্ভবতো মতিঃ। তত্র হেতুরভূত্তাত মম পুণ্যৈক-গৌরবম্ ॥ ৯২ ॥ অধোঽক্ষৈবং বহুতরং ত্বং জনে-ভাস্ত বর্ম্মণঃ। শ্রুতানেন চ দেহেন পত্যুঃ পরি-বিগর্হণা ॥ ৯৩ ॥ পুবশ্চবণমেবৈতদ্‌যদস্যৈব বিসর্জনম্। শ্লাঘাজন্ময়া তাবৎ প্রাণিতব্যং সুযোষিতা। যাবজ্জীবিতনাথস্যাশ্রবণীয়া বিগর্হণা ॥ ৯৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা ক্রোধদীপ্তাগ্নৌ মহাদেবস্বরূপিণি। জুহাব দেহ-সমিধং প্রাণবোধবিধানতঃ ॥ ৯৫ ॥ ততো বিবর্ণতাং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। নাগ্নিরজ্জ্বাল চ তথা যথাজ্যাহুতিভিঃ পুরা ॥ ৯৬ ॥ মন্ত্রাঃ কুণ্ঠিতসামর্থ্যা-স্তৎক্ষণাদেব চাভবন্। অহো মহানিষ্টতরং কিমেতৎ সমুপস্থিতম্ ॥ ৯৭ ॥ কেচিদূচুর্দ্বিজবরা মিথঃ পরি-বিষাসবঃ। মহাঝঞ্ঝানিলঃ প্রাপ্তঃ পর্ব্বতান্দোলন-ক্ষমঃ ॥ ৯৮ ॥ মখমণ্ডপভূস্তেন ক্ষণতঃ স্ফুটীকৃতা। অকাণ্ডতড়িদাপাতো জাতোঽভূদ্ভূপ্রকম্পনঃ ॥ ৯৯ ॥ দিবশ্চোল্কাঃ প্রপতিতাঃ পিশাচা নৃত্যমাদধুঃ। আতাপি-গৃধ্রৈরুপরি গগনে মণ্ডলায়িতম্ ॥ ১০০ ॥ রবের-ধস্তাদর্শিবং শিবাস্তত্রাপ্যরারিষুঃ। মেঘারুধিরবিপ্রুড্ভি-স্তত্র বৃষ্টিঃ ব্যধুঃ পরাম্ ॥ ১০১ ॥ নির্ঘাতনিঃস্বনো ভূমেকথিতো হৃৎপ্রকম্পনঃ। দিব্যাযুধানি চ মিথো যুধ্যন্তি স্মাতিভীষণম্ ॥ ১০২ ॥ হবনীয়ং মহাদ্রব্যং দূষিতং ক্রোষ্টুভিঃ শ্বভিঃ। চকোরাঃ কমটাস্তত্র বিচেরুর্যজ্ঞমণ্ডপে ॥ ১০৩ ॥ শ্মশানবাটবজ্জাতো যজ্ঞবাটঃ স বৈ ক্ষণাৎ। যদ্‌যত্রাবস্থিতং সর্ব্বং তত্তত্রৈব পরিস্থিতম্ ॥ ১০৪ ॥ চিত্রস্থমিবাসীচ্চ বস্তুজাতমশোভি চ। স্থগিতা ইব সংবৃত্তা-স্তত্র চক্রধরাদয়ঃ ॥ ১০৫ ॥ দক্ষোঽপি –বদন-

---

বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া বলিতে লাগি-লেন,—হে প্রভো! আপনি যে সকল বলিলেন তাহা আমি শ্রবণ করি নাই, তবে প্রথম যে দুই চরণ শুনিয়াছিলাম, তাহারই উত্তর করিতেছি। আপনি বলিলেন, তাঁহাকে কেহই ভালরূপে জানে না, যদি কেহ জানে, তবে সে প্রতারিত হইয়াছে, এই কথা উত্তম বলিয়াছেন, কারণ সেই সদা-শিবকে কেহই জানে না, আপনি পূর্ব্বেও যেমন প্রতারিত হইয়াছিলেন, এখনও কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রতারণা করিয়া থাকিবে। হে অসম্বন্ধপ্রলাপিন্! তোমাতে ও তাঁহাতে সম্বন্ধঘটনা অতি দুরূহ। আপনি যেরূপে তাঁহার বর্ণনা করিলেন, যদি তাঁহাকে জানিতেন না, তবে কেন আমায় প্রদান করিয়াছিলেন? অথবা সে সম্বন্ধে তুমি কিছুই কারণ নহ। হে পিতঃ! আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যই তাহার প্রতি কারণ। আজি তুমি তাঁহার নিন্দা করিয়া গুরুতর পাপ করিলে এবং আমিও যে দেহে তদীয় নিন্দাবাদ শুনিলাম, সেই দেহ পরিত্যাগ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইবে। হে তাত! যাবৎ প্রাণেশ্বরের নিন্দা শুনিব, তাবৎ আমি বাঁচিয়া কোন ফল পাইব না। শিবানী এই কথা বলিয়াই প্রাণবায়ু রোধ করিয়া ক্রোধানলে স্বদেহকে সমিধ [illegible] আহুতি দিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ [illegible] হইলেন, এবং অগ্নি পূর্ব্বে আহুতি পাইয়া যেরূপ প্রজ্বলিত হইতেছিলেন, এক্ষণে তাদৃশ জ্বলিলেন না, মন্ত্রচয় সামর্থ্যহীন হইল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশভাগে এ কি প্রবল অনিষ্ট উপ-স্থিত হইল” বলিয়া বিষম হাহাকার হইতে লাগিল ॥৮১—৯৭॥ কতকগুলি ব্রাহ্মণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—একি দেখি। পর্ব্বতোন্মূলনসমর্থ প্রবল-বায়ু কোথা হইতে আসিল? দেখিতেছি, যজ্ঞভূমি তাহাতে বিধ্বস্ত হইতেছে। একি হইল? অকস্মাৎ বজ্রপাতে ভূমিকম্প হইতেছে, আকাশ হইতে উল্কাপাত হইতেছে, পিশাচেরা নৃত্য করিতেছে, গৃধ্রগণ গগনতলে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে, এক দেখি? সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নেই শিবাগণ ঘোর-রবে ভ্রমণ করিতেছে, মেঘচয় হইতে রক্তবৃষ্টি হইতেছে, বায়ু ভূ-বিদারণ করিয়া বিষমনিনাদে প্রবাহিত হইতেছে, দিব্যাস্ত্র সকল আপনা-আপনি যুদ্ধ করিতেছে, যজ্ঞীয় মন্ত্রপূত হবিঃ শৃগাল-কুকুরে ভক্ষণ করিয়া দূষিত করিতেছে, যজ্ঞস্থলে চকোরাদি পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে এই যজ্ঞভূমি শ্মশানভূমির সদৃশ হইল। যে যেখানে যেভাবে ছিল, সেই বস্তু সকল সেইখানেই চিত্রা-র্পিতের ন্যায় রহিয়াছে। বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতারা [illegible]

মানিয়মাপ্য সপরিচ্ছদঃ। পুনর্যথাকথঞ্চিচ্চ যজ্ঞং প্রাবর্ত্তয়ন্ দ্বিজাঃ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশীখণ্ডে সতীদেহবিসর্জ্জনং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। পুনঃ স নারদোঽগস্ত্য দেব্যাঃ প্রাক্সমুপাগতঃ। তদ্বৃত্তান্তমশেষং চ হরায়াবেদিতুং যযৌ ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা স নারদঃ শম্ভুং নন্দিনা সহ সঙ্কথাম্। কাঞ্চিত্তর্জ্জনিবিন্যাসপূর্ব্বং কুর্ব্বন্তমানমৎ ॥ ২ ॥ উপাবিশচ্চ শৈলাদিবিসৃষ্টাসনমুত্তমম্। বৈলক্ষ্যং নাটয়ন্ কিঞ্চিৎক্ষণং জোষং সমাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥ আকারেণৈব সর্ব্বজ্ঞস্তদ্বৃত্তান্তং বিবেদ হ। অবাদীচ্চ মুনিং শম্ভুঃ কুতো মৌনাবলম্বনম্ ॥ ৪ ॥ শরীরিণাং স্থিতিরিয়মুৎপত্তিপ্রলয়াত্মিকা। দিব্যান্যপি শরীরাণি কালাদর্ব্বাঞ্চ্যেবমেব হি ॥ ৫ ॥ দৃশ্যং বিনশ্বরং সর্ব্বং বিশেষাদ্যদনীশ্বরম্। ততোঽত্র চিত্রং কিং ব্রহ্মন্ কং কালঃ কালয়েন্ন বৈ ॥ ৬ ॥ অভাবিনো হি ভাবস্তু ভাবঃ কাপি ন সম্ভবেৎ। ভাবিনোঽপি হি নাভাবস্ততো মুহ্যন্তি নো বুধাঃ ॥ ৭ ॥ শম্ভুদীরিতমাকর্ণ্য স মুনিপুঙ্গবঃ। প্রোক্তবান্ সত্যমেবৈতদ্যদ্দেবেন প্রভাষিতম্ ॥ ৮ ॥ অবশ্যমেব যদ্ভাব্যং তদ্ভূতং নাত্র সংশয়ঃ। পরং মাং বাধতেঽত্যন্তং চিন্তৈকা চিত্তমাথিনী ॥ ৯ ॥ নাপচীয়েত তে কিঞ্চিন্নোপচীয়েত তত্ত্বতঃ। অব্যয়ত্বাচ্চ পূর্ণত্বাদ্ধানিবৃদ্ধী কুতস্তব ॥ ১০ ॥ অহো বরাকঃ সংসারঃ ক্ক ভবিষ্যত্যনীশ্বরঃ। আরভ্যাদ্যদিনং ন ত্বামর্চ্চয়িষ্যন্তি কেঽপি যৎ ॥ ১১ ॥ যতঃ প্রজাপতির্দক্ষো ন ত্বামাহূতবান্ ক্রতৌ। তেনাদ্য রীঢ়িতং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিমনুজা অপি ॥ ১২ ॥ তব রীঢ়াং করিষ্যন্তি কিমৈশ্বর্য্যেণ রীঢ়িনাম্। প্রাপ্তাবহেলনা লোকে জিতকালভয়া অপি। অথৈশ্বর্য্যেণ সম্পন্নাঃ প্রতিষ্ঠাভাজনং কিমু ॥ ১৩ ॥ মহীয়সাযুষা তেষাং বসুভির্ভূরিভিশ্চ কিম্। যেঽহন্তিমানধনা নেহ লব্ধরীঢ়াঃ পদে পদে। ১৪ ॥ অচেতনাশ্চ সাবজ্ঞা জীবন্তোঽপি ন কীর্ত্তয়ে। অভি-

---

হইয়াছে। এই সকল দেখিয়াও ঋত্বিকগণ কোন প্রকারে পুনরায় যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ৯৮—১০৩।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

ঊননবতিতম অধ্যায়

স্কন্দ কহিলেন,—হে অগস্ত্য! পূর্ব্বাগত নারদ, দেবীর সেই বৃত্তান্ত হরের নিকট নিবেদন করিবার জন্য গমন করিলেন। নারদ দেখিলেন, শিব, তর্জ্জনী-সঞ্চালন করত নন্দীর সহিত কোন বিষয়ের কথোপকথন করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। নারদ, নন্দিপ্রদত্ত উত্তম আসনে কিঞ্চিৎ ভাবান্তরদ্যোতন করত উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনে রহিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শম্ভু, নারদের ভাব দ্বারাই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং মুনিকে বলিলেন, 'মৌনাবলম্বন কেন?' শরীরিগণের স্থিতিই এইরূপ, জন্মমৃত্যু লইয়া। দিব্য শরীরও কালক্রমে এইরূপেই বিনষ্ট হয়। [illegible] নশ্বর, [illegible] যাহা অবশ্য, তাহা [illegible]

বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে! কাল কাহাকে না অয়ত্ত করে? যে বিষয়টী না হইবার, তাহা কখন হয় না আর যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইবেই; সুতরাং পণ্ডিতেরা কিছুতেই মোহপ্রাপ্ত হন না। ১—৭। শম্ভুর এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মুনিবর বলিলেন,—প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই বটে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইয়াই আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু চিত্তপ্রমাথিনী একটী চিন্তা আমাকে পীড়া দিতেছে। সত্য বটে, প্রকৃতপক্ষে আপনার উপচয় অপচয় কিছুমাত্র নাই, আপনি অব্যয় এবং পূর্ণ, হ্রাসবৃদ্ধি আপনার কি করিয়া হইবে? অহো! এই তুচ্ছসংসার নিরীশ্বরভাবাপন্ন হইয়া কোথায় যাইবে। যেহেতু আজ হইতে কেহ কেহ আপনার অর্চ্চনা করিবে না; কেননা, প্রজাপতি দক্ষ, যজ্ঞে আপনাকে আহ্বান করেন নাই। সেই দক্ষ কর্ত্তৃক আপনাকে অপমানিত দেখিয়া দেবতা, ঋষি এবং মানুষেও কেহ কেহ আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিবে। অবজ্ঞাত জনগণের ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি? লোকে যাহারা অবজ্ঞাপ্রাপ্ত, তাহারা কালভয়জয়ী এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও কি প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারে? এ জগতে যাহারা পদে পদে অপমান প্রাপ্ত হইয়া অভিমান-ধন রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা- [illegible]

[illegible] ধন্যা বয়ং যোষিৎসু সা সতী ॥ ১৫ ॥ যা [illegible] নিন্দাশ্রবণাত্তৃণীচক্রে স্বজীবিতম্। ইত্যাকর্ণ্য [illegible] সম্যগ্জ্ঞাত্বা সতীব্যয়ম্ ॥ ১৬ ॥ সত্যং মুনে সতী দেবী তৃণীচক্রে স্বজীবিতম্। জোষং স্থিতে মুনৌ তত্র তন্মহাকালসাধ্বসাৎ ॥ ১৭ ॥ রুদ্র-স্তাতীবরুদ্রোঽভূৎ বহুকোপাগ্নিদীপিতঃ। তত স্তৎকোপজাদ্বহ্নেরাবিরাসীন্মহাদ্যুতিঃ ॥১৮॥ প্রত্যক্ষঃ প্রতিমাকারঃ কালমৃত্যুপ্রকম্পনঃ। উবাচ চ প্রণম্যেশং ভুশুণ্ডীং মহতীং দধৎ ॥ ১৯ ॥ আজ্ঞাং দেহি পিতঃ কিং তে করবৈ দাস্যমুত্তমম্। ব্রহ্মাণ্ড-মেককবলং করবাণি ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ২০ ॥ পিবামি [illegible]র্ণবান্ সপ্তাপ্যেকেন চুলুকেন বৈ। রসাতলং বা পাতালংপাতালংবা রসাতলম্ ॥২১॥ ত্বদাজ্ঞয়া নয়ামীশ বিনিময্য স্বহেলয়া। সলোকপালমিন্দ্রং বা ধৃত্বা-কেশৈরিহানয়ে ॥ ২২ ॥ অপি বৈকুণ্ঠনাথশ্চেত্তৎ-সাহায্যং করিষ্যতি। তদা তং কুণ্ঠিতাস্ত্রঞ্চ করিষ্যামি ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ২৩ ॥ দনুজা দিতিজাঃ কে বৈ বরাকা রণদুর্ব্বলাঃ। তেষু চোৎকটতাং কোঽপি ধত্তে তং প্রণিহন্ম্যহম্ ॥ ২৪ ॥ কালং বধ্নামি বা সঙ্খ্যে মৃত্যোর্ব্বা মৃত্যুমর্থয়ে। স্থাবরেষু চরেষত্র ময়ি ক্রুদ্ধে রণাঙ্গনে ॥ ২৫ ॥ ত্বদ্বলেন মহেশান ন কোঽপি স্থৈর্য্যমেষ্যতি। মম পাদতলাঘাতাদেতদ্বৈ ক্ষৌণিমণ্ডলম্ ॥ ২৬ ॥ কদলীদলবদ্বাতাৎকম্পতে সরসাতলম্। চূর্ণীকরোমি দোর্দ্দণ্ডঘাতাচ্চৈতান্ কুলাচলান্ ॥ ২৭ ॥ কিং বহুক্তেন দেহ্যাজ্ঞাং মমা-সাধ্যং ন কিঞ্চন। ত্বৎপাদবলমাসাদ্য কৃতং বিদ্ধ্যাদ্য চিন্তিতম্ ॥ ২৮ ॥ ইতি প্রতিজ্ঞাং তস্যেশঃ শ্রুত্বা কৃতমমন্যত। কৃতকৃত্যমিবাত্যন্তং তং মুদা প্রত্যুবাচ চ ॥ ২৯ ॥ মহাবীরোঽসি রে ভদ্র মম সর্ব্বগণেষ্বিহ। বীরভদ্রাখ্যয়া ত্বং হি প্রথিতিং পরমাং ব্রজ ॥ ৩০ ॥ কুরু মে সত্বরং কার্য্যং দক্ষযজ্ঞং ক্ষয়ং নয়। যে ত্বাং তত্রাবমন্যন্তে তৎসাহায্যবিধায়িনঃ ॥ ৩১ ॥ তে ত্বয়াপ্যবমন্তব্যা ব্রজ পুত্র শুভোদয়। ইত্যাজ্ঞাং মূর্দ্ধ্নি চাধায় স ততঃ পারমেশ্বরীম্ ॥ ৩২ ॥

কি ? অচেতন অর্থাৎ অচেতন বস্তু অথবা অজ্ঞ এবং অবজ্ঞাপ্রাপ্ত জনগণ, বাঁচিয়া থাকিয়াও কীর্ত্তি-সম্পন্ন নহে। যিনি, আপনার নিন্দা শ্রবণ করাতে আত্মজীবনকে তৃণবৎ ত্যাগ করিলেন, রমণী-গণের মধ্যে সেই অভিমান-ধনবতী সতীই কেবল ধন্যা। মহাকাল এই কথা শ্রবণে সতীর নাশ সম্যক্প্রকারে অবগত হইয়া বলিলেন,—মুনে! সত্যই কি, সতী দেবী আত্মজীবনকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন ? সেই মহাকালের ভয়ে নারদমুনি মৌনাবলম্বনে থাকিলে রুদ্র, বহুকোপা-নলে প্রজ্বলিত হইয়া অতিশয় রুদ্রমূর্ত্তি হইলেন। অনন্তর রুদ্রকোপানল হইতে সাক্ষাৎ পর্ব্বতাকার কাল-মৃত্যুভয়াবহ, মহাভুষুণ্ডীধারী এক মহাদ্যুতি-সম্পন্ন পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—পিতঃ! আজ্ঞা প্রদান করুন; আপনার উত্তম দাসোচিত কোন্ কার্য্য করিব ? আপনার আজ্ঞায় এই ব্রহ্মাণ্ডকে কি একগ্রাসে ভোজন করিব, অথবা এক গণ্ডূষে সপ্ত-সমুদ্র পান করিব ? অথবা হে ঈশ! আপনার আজ্ঞায় আমি অবলীলাক্রমে, ভূতলকে নামাইয়া পাতালে লইয়া যাইব ? না—পাতালকে ভূতলে [illegible] ? অথবা লোকপালগণের সহিত [illegible] এই স্থানে আনিব ? যদি বৈকুণ্ঠ-[illegible] সাহায্য করেন, তবে [illegible] আপনার আজ্ঞায় প্রতিহতাস্ত্র করিব। তুচ্ছ রণ-দুর্ব্বল দৈত্য দানব ত কোথাকার কে ? তন্মধ্যে কেহ কি প্রবল হইয়াছে, তাহাকে আমি মারিয়া ফেলিব ? যুদ্ধে কালকে কি বন্ধন করিব, না মৃত্যুর মৃত্যু উপস্থিত করিব ? হে মহেশ্বর! আপনার বিক্রমে, আমি সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইলে, চরাচরের মধ্যে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। আমার পদাঘাতে রসাতলসহ এই ভূমণ্ডল, বায়ুবেগে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হয়। আমি বাহুদণ্ডাঘাতে এই কুলাচলদিগকে চূর্ণ করিতে পারি। ৮—২৭। অধিক কি বলিব, আমার অসাধ্য কিছুই নাই, অনুজ্ঞা দিন, আপনার যাহা অভীষ্ট, আপনার পাদপদ্মবলে অদ্য তাহা মৎকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে, ইহাই বিবেচনা করুন। ঈশ্বর, তাহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা [illegible] য়া, 'কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে' ইহা, মনে করিলেন। আর তাহাকে যেন কৃতকার্য্য বোধ করিয়াই অতীব আনন্দে বলিলেন,—হে ভদ্র! আমার এই নিখিল গণ মধ্যে তুমি মহাবীর। অতএব তুমি বীরভদ্র নামে পরম প্রসিদ্ধি লাভ কর। হে শুভোদয় পুত্র! যাও, সত্বর আমার কার্য্য কর; দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কর। দক্ষের সাহায্য করত যাহারা তোমার অবমাননা করিবে, [illegible] হইবে, তুমি তাহাদিগকে অবমানিত করিবে। অনন্তর, বীরভদ্র পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা মস্তকে

হৃং প্রদক্ষিণীকৃত্য জগ্মিবানতিরংহসা। ততস্তদনুগান্ শম্ভুঃ স্বনিঃশ্বাসসমুদ্ভবান্ ॥ ৩৩ ॥ শতকোটিমিতানুগ্রান্ গণানস্তানবাসৃজৎ। তে গণা বীরভদ্রং তং যান্তং কেচিৎপুরোগতাঃ ॥ ৩৫ ॥ কেচিত্তদনুগা জাতাঃ কেচিত্তৎপার্শ্বগা যযুঃ। অম্বরং তৈঃ সমাক্রান্তং তেজোবিজিতভাস্করৈঃ ॥ ৩৫ ॥ শৃঙ্গাগ্রাণি গিরীণাঞ্চ কৈশ্চিদুৎপাটিতানি বৈ। আচূড়মূলাঃ কৈশ্চিচ্চ বিধূতা বৈ শিলোচ্চয়াঃ ॥ ৩৬ ॥ উৎপাট্য মহতো বৃক্ষান্ কেচিৎ প্রাপ্তা মখাঙ্গনম্। কৈশ্চিদুৎপাটিতা যূপাঃ কেচিৎকুণ্ডান্যপূপুরন্ ॥ ৩৭ ॥ মণ্ডপং ধ্বংসয়ামাসুঃ কেচিৎ ক্রোধোদ্ধুরা গণাঃ। অচীখনন্ বৈ বেদীশ্চ কেচিদ্ বৈ শূলপাণয়ঃ। অভক্ষয়ন্ হবীংষ্যন্যে পৃষদাজ্যং পপুঃপরে ॥ ৩৮ ॥ অর্দ্ধধংস্তু-কেচিৎ পর্ব্বতসন্নিভান্। কেচিদ্বৈ পায়সাহারাঃ কেচিদ্বৈ ক্ষীরপায়িনঃ ॥ ৩৯ ॥ কেচিৎ পকান্নপুষ্টাঙ্গা যজ্ঞপাত্রাণ্যচূর্ণয়ন্। অমোটয়ন্ স্রুচাং দণ্ডান্ কেচিদ্দোর্দ্দণ্ডশালিনঃ ॥ ৪০ ॥ ব্যভঞ্জঞ্চকটান্ কেচিৎ পশূন্ কেচিদজীগিলন্। অগ্নিং নির্ব্বাপয়ামাসুঃ কেচিদত্যগ্নিতেজসঃ ॥ ৪১ ॥ স্বয়ং পরিদধুস্তাত্তে দুকূলানি মুদা যুতাঃ। অগৃহুঃ কেচন পুরা রত্নানাং পর্ব্বতং কৃতম্ ॥ ৪২ ॥ একেন চ ভগো দেবঃ পশ্যং-শ্চক্রে বিলোচনঃ। পূষ্ণো দন্তাবলীমন্যঃ পাতয়ামাস কোপিতঃ ॥ ৪৪ ॥ যজ্ঞঃ পলায়িতো দৃষ্টঃ কেনচিন্মৃগরূপধৃক্। শিরোবিরহিতশ্চক্রে তেন চক্রেণ দূরতঃ ॥ ৪৪॥ একঃ সরস্বতীং যান্তীং দৃষ্ট্বা নির্নাসিকাং ব্যধাৎ। অদিতেরোষ্ঠপুটকৌ ছিন্নাবন্যেন কোপিনা ॥ ৪৫ ॥ অর্য্যম্ণো বাহুযুগলং তথোৎপাটিতবান্ পরঃ। অগ্নেরুৎপাটয়ামাস কশ্চিজ্জিহ্বাং প্রসহ্য চ ॥ ৪৬ ॥ চিচ্ছেদ বায়োর্বৃষণং পার্ষদোহন্যঃ প্রতাপবান্। পাশয়িত্বা যমং কশ্চিৎ কো ধর্ম্ম ইতি পৃষ্টবান্ ॥ ৪৭ ॥ যত্র ধর্ম্মে মহেশো ন প্রথমং পরিপূজ্যতে। নৈর্ঋতং সংগৃহীত্বান্যঃ কেশেষ্বাত্তোল্য চাসকৃৎ ॥ ৪৮ ॥ অনীশ্বরং হবির্ভুক্তং ত্বয়েত্যাতাড়য়ৎ পদা। কুবেরমপরো ধৃত্বা পাদয়োরধুনোদ্বলাৎ ॥ ৪৯ ॥ বাময়ামাস বহুশো ভক্ষিতা হ্যধ্বরাহুতীঃ। একা-

স্থাপনপূর্ব্বক সেই মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিব, বীরভদ্রের অনুচর, শত কোটী উগ্রগণ আপনার নিশ্বাস হইতে সৃষ্টি করিলেন। সেই গণবৃন্দ, বীরভদ্রকে যাইতে দেখিয়া অনেকে তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, অনেকে পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল, এবং অনেকে, পার্শ্ববর্ত্তী হইল। সূর্য্যবিজয়িতেজঃসম্পন্ন সেই উগ্রগণবৃন্দ কর্ত্তৃক আকাশ আবৃত হইল। কতিপয় গণ, পর্ব্বতের শৃঙ্গাগ্র উৎপাটন করিয়া লইল। কতিপয় গণ পর্ব্বতের আমূল শিখর চালিত করিতে লাগিল। কতিপয় গণ, মহাবৃক্ষরাজি উৎপাটন করিয়া যজ্ঞপ্রাঙ্গণে আসিয়া, উপস্থিত হইল। কতিপয় গণ তথায় যজ্ঞীয় যূপসমুদয় উৎপাটন করিয়া ফেলিল, যজ্ঞকুণ্ড সকল পরিপূর্ণ করিয়া দিল। ক্রোধোদ্ধত কতিপয় গণ, যজ্ঞমণ্ডপ ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কোন কোন গণ, শূলহস্তে যজ্ঞীয় বেদী খনন করিয়া ফেলিল। অপর গণসমূহ হবির্ভোজন করিতে লাগিল, অন্যে, পৃষদাজ্য (দধি) পান করিল। কতিপয় গণ, পর্ব্বতাকার অন্নরাশি ধ্বংস করিয়া দিল। কেহ কেহ সব পায়স খাইল, কেহ কেহ, সকল দুগ্ধ পান করিল। কেহ কেহ বা পকান্নভোজনে উদর স্থূল করিয়া যজ্ঞপাত্র সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত গণ, স্রুক্‌দণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেহ কেহ শকটসমূহ ভগ্ন করিল, কেহ কেহ বা যজ্ঞীয় পশু সকল গিলিয়া ফেলিল। অগ্নি হইতে অধিক তেজঃসম্পন্ন কতিপয় গণ, অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিল। অন্য গণেরা সহর্ষে আপনারাই সেই যজ্ঞীয় বস্ত্র সকল পরিধান করিল। দক্ষকৃত রত্নপর্ব্বত কেহ কেহ আগে গিয়া হরণ করিল। ২৮—৪২। ভগ (সূর্য্যবিশেষ) দেব, এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন, এক গণ, তাঁহার নয়নোৎপাটন করিয়া দিল। কোপিত কোন গণ, পূষার (সূর্য্যবিশেষের) দন্তপংক্তি ভাঙ্গিয়া দিল। এক গণ দেখিল, যজ্ঞ মৃগরূপে পলায়ন করিতেছেন, অমনি দূর হইতেই চক্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। এক গণ, সরস্বতীকে তথা হইতে যাইতে দেখিয়া তাঁহার নাসিকা ছেদন করিয়া দিল। আর এক গণ, ক্রুদ্ধ হইয়া অদিতির ওষ্ঠাধর ছেদন করিল। অপর এক গণ, অর্য্যমার (সূর্য্যবিশেষের) বাহুযুগল উৎপাটন করিল। একজন, হঠাৎ গিয়া অগ্নির জিহ্বা উৎপাটন করিল। অন্য এক প্রতাপসম্পন্ন শিবপার্ষদ, বায়ুর অণ্ডকোষ ছিঁড়িয়া দিল। একজন পার্ষদ যমকে বন্ধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কোন্ ধর্ম্ম? এধর্ম্মে মহেশ্বরের যে প্রথম পূজা নাই? অন্য এক পার্ষদ নৈর্ঋতকে ধরিয়া বারংবার চুল ধরিয়া নাড়া দিয়া 'ঈশ্বরভাগহীন হবি যে ভোজন করিয়াছ' এই বলিয়া তাড়না করিল।

বলাদি যে রুদ্রা লোকপালৈকপংক্তয়ঃ ॥ ৫০ ॥ অবজ্ঞয়াবারণবশাৎ প্রমথৈস্তেঽবর্জ্জিতাঃ। বরুণো-দরমাপীড্য প্রমথোঽন্তো বলেন হি ॥ ৫১ ॥ বহি-রুদ্গিরয়ামাস যদ্দত্তং চেশবর্জ্জিতম্। মায়ুরীং তনুমাসাদ্য সহস্রাক্ষো মহামতিঃ ॥ ৫২ ॥ উড্ডীয় গিরিমাশ্রিত্য ছন্নঃ কৌতুকমৈক্ষত। ব্রাহ্মণান্ প্রমথা নত্বায়াত যাতেতি চাব্রুবন্ ॥ ৫৩ ॥ প্রমথাঃ কালয়ামাসুরন্যানপি চ যাচকান্। ইত্থং প্রমথিতে যাগে প্রমথৈঃ প্রথমাগতৈঃ। বীরভদ্রঃ স্বতঃ প্রাপ্তঃ প্রমথানীকিনীবৃতঃ ॥ ৫৪ ॥ যজ্ঞবাটং শ্মশানাভং দৃষ্ট্বা তৈঃ প্রমথৈঃ পুরা। অতিশোচ্যাং দশাং নীতং বীরভদ্রস্ততো জগৌ ॥ ৫৫ ॥ গণাঃ পশ্যত দুর্বৃত্তৈঃ প্রারব্ধানাং চ কর্ম্মণাম্। অনীশ্বরৈরবস্থেয়ং কুতো দ্বেষো মহেশ্বরে ॥ ৫৬ ॥ যে দ্বিষন্তি মহাদেবং সর্ব্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণম্। ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তাস্তে প্রাপ্স্যন্তীদৃশীং দশাম্ ॥ ৫৭ ॥ ক্ব স দক্ষো দুরাচারঃ ক্ব চ যজ্ঞভুজঃ সুরাঃ। ধৃত্বা সর্ব্বানানয়ত যাত জততরং গণাঃ ॥ ৫৮ ॥ ইত্যাজ্ঞাং বীরভদ্রস্য প্রাপ্য তে প্রমথা দ্রুতম্। যাবদ্যান্ত্যগ্রতস্তাবদ্দৃষ্টঃ ক্রুদ্ধো গদাধরঃ ॥ ৫৯ ॥ তেন তে প্রমথাঃ সর্ব্বে মহাবলপরাক্রমাঃ। শুষ্কপর্ণতৃণাবস্থাং প্রাপিতা বাত্যয়েব হি ॥ ৬০ ॥ অথ নষ্টেষু সর্ব্বেষু প্রমথেষু হরের্ভয়াৎ। চুকোপ বীরভদ্রঃ স প্রলয়ানলসন্নিভঃ ॥ ৬১ ॥ দদর্শ শার্ঙ্গিণং চাগ্রে স্বগণৈশ্চ পরিষ্টুতম্। চতুর্ভুজৈরসংখ্যাতৈর্জ্জিতদৈত্যমহাবলৈঃ ॥ ৬২ ॥ চক্রিভির্গদিভির্জ্জুষ্টং খড়্গিভিশ্চাপি শার্ঙ্গিভিঃ। বীরভদ্রস্ততঃ প্রাহ দৃষ্ট্বা তং দৈত্যসূদনম্ ॥ ৬৩ ॥ ত্বং তু যজ্ঞপুমানত্র মহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তকঃ। রক্ষিতা নিজবীর্য্যেণ দক্ষস্য ত্র্যক্ষবৈরিণঃ ॥ ৬৪ ॥ কিং বা দক্ষং সমানীয় দেহি যুধ্যস্ব বা ময়া। ন দাস্যসি চ চেদ্দক্ষং ততস্তং রক্ষ যত্নতঃ ॥ ৬৫ ॥ প্রায়শঃ শম্ভুভক্তেষু যতস্ত্বং প্রোচ্যসেঽগ্রণীঃ। একোনে-হব্জসহস্রে প্রাগদো নেত্রাম্বুজং ভবান্ ॥ ৬৬ ॥ তুষ্টেন শম্ভুনা দত্তং তুভ্যং চক্রং সুদর্শনম্। যৎ-সাহায্যমবাপ্যাজৌ ত্বং জয়েদ্দনুজাধিপান্ ॥ ৬৭ ॥

আর একজন, বলপূর্ব্বক কুবেরকে পাদদ্বয় ধরিয়া ঘুরাইয়া বহুভক্ষিত যজ্ঞাহুতি বমন করাইয়া ফেলিল। লোকপালগণের সহিত এক শ্রেণীতে উপবিষ্ট যে একাদশ রুদ্র, প্রমথগণ রুদ্রনাম ধারণ প্রযুক্ত, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিল। এক প্রমথ, বলপূর্ব্বক বরুণের উদরপীড়ন করিয়া শিবভাগবর্জ্জিত দক্ষপ্রদত্ত হবি উদ্গিরণ করাইয়া ফেলিল। মহামতি ইন্দ্র, ময়ূর রূপধারণপূর্ব্বক উড়িয়া গিয়া পর্ব্বতে গোপনে অব-স্থান করত এই কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। প্রমথগণ, ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল, যান যান। অন্য যাজকগণকেও প্রমথেরা তাড়াইয়া দিল। প্রথমে আগত প্রমথেরা এইরূপে যজ্ঞ নষ্ট করিলে, পশ্চাৎ প্রমথসৈন্যপরিবৃত বীরভদ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর প্রমথগণের কার্য্যে শোচনীয়দশাপ্রাপ্ত শ্মশানতুল্য যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া বীরভদ্র বলিলেন,—প্রমথগণ! দেখ, ঈশ্বরা-রাধনাপরাঙ্মুখ দুর্ব্বৃত্তগণ যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া-ছিল, তাহার এই অবস্থা। অতএব, মহেশ্বরের প্রতি দ্বেষ করিতে আছে? যাহারা ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও সর্ব্বকর্ম্মৈকসাক্ষী মহাদেবের প্রতি দ্বেষ করিবে, তাহারাই ঈদৃশ দশাপ্রাপ্ত হইবে। প্রমথ-গণ! সেই দুরাচার দক্ষ কোথায়? সেই যজ্ঞভোক্তা দেবগণই বা কোথায়? শীঘ্র তাহাদিগকে ধরিয়া আন। বীরভদ্রের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রমথবৃন্দ যেমন যাইবে, অমনি সম্মুখে ক্রোধান্বিত গদাধরকে দেখিতে পাইল।৪৩—৫৯। মহাবল পরা-ক্রান্ত সেই সকল প্রমথকে গদাধর, বাত্যার নিকটে শুষ্ক তৃণপত্রের যে অবস্থা, সেই অবস্থাপন্ন করি-লেন। অনন্তর হরির ভয়ে, সেই সকল প্রমথ পলায়ন করিলে, বীরভদ্র ক্রোধে প্রলয়ানলের তুল্য হইলেন। বীরভদ্র সম্মুখে দেখিলেন, দৈত্য-মহা-বল-বিজয়ী চক্র-গদা-খড়্গ-শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী চতুর্ভুজ-সম্পন্ন অসংখ্য স্বীয় পারিষদে পরিসেবিত গদাধর। অনন্তর বীরভদ্র সেই দৈত্যসূদন হরিকে অব-লোকন করিয়া বলিলেন—তুমি যজ্ঞপুরুষ, এই স্থানে দক্ষের মহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তকও তুমি; আত্মবীর্য্য-প্রভাবে ত্র্যম্বকবৈরীদিগকে তুমি রক্ষা করিতেছ। হয়, দক্ষকে আনিয়া দেও, না হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর। যদি দক্ষকে না দেও, তবে যত্ন করিয়া তাহাকে রক্ষা কর। প্রায় সকল শিবভক্তের মধ্যেই তুমি অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত; কেননা পূর্ব্বে তুমি শিবপূজায় সহস্র পদ্মের একটী ন্যূন হওয়াতে আপনার নয়নপদ্ম উৎপাটনপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলে। শিব তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া তুমি যাহার সাহায্যে এখন দৈত্যাধিপতিকে যুদ্ধে জয় কর, সেই সুদর্শন চক্র, প্রদান করেন। বীরভদ্রের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বীরভদ্রস্য চোর্জ্জিতম্। জিজ্ঞাসুস্তদ্বলং বিষ্ণুর্বীরভদ্রমুবাচ হ॥ ৬৭॥ ত্বং শম্ভোঃ পুত্রদেশীয়ো গণানাং প্রবরোঽস্যহো। রাজাদেশমনুপ্রাপ্য ততোঽপ্যতিবলো মহান্॥ ৬৯॥ যোঽসি সোঽস্ত্বহমপ্যত্র দক্ষরক্ষণদক্ষধীঃ। পশ্যামি তব সামর্থ্যং কথং দক্ষং হরিষ্যসি॥ ৭০॥ ইত্যুক্তো বীরভদ্রঃ স তেন বৈ শার্ঙ্গধন্বনা। প্রমথান্ দৃষ্টিভঙ্গ্যৈব প্রেরয়ামাস সঙ্গরে॥ ৭১॥ অথ তৈঃ প্রমথৈর্বিষ্ণোরনুগা গদিতা রণে। আদদানাস্তৃণং বক্ত্রেণাপি তাঃ পাশবীং দশাম্॥ ৭২॥ ততস্তার্ক্ষ্যরথঃ ক্রুদ্ধস্ত্বেকৈকং রণমূর্দ্ধনি। সহস্রেণ সহস্রেণ বাণানাং হৃদ্যতাড়য়ৎ॥ ৭৩॥ তে ভিন্নবক্ষসঃ সর্ব্বে গণা রুধিরবর্ষিণঃ। বাসন্তীং কৈংশুকীং শোভাং পরিপ্রাপু রণাজিরে॥ ৭৪॥ ক্ষরন্ত ইব মাতঙ্গাঃ স্রবন্ত ইব পর্ব্বতাঃ। মদেন ধাতুরাগেণ মিশ্রৈঃ শুশুভিরে গণাঃ॥ ৭৫॥ ততঃ প্রহস্য গণপোঽব্রবীদ্বৈকুণ্ঠনায়কম্। হে শার্ঙ্গধন্বন জানে ত্বাং ত্বং রণাঙ্গনপণ্ডিতঃ॥ ৬॥ পরং যুধ্যাসি দৈত্যৈন্দ্রৈর্দানবেন্দ্রৈর্ন পার্ষদৈঃ। ইত্যুক্ত্বা বীরভদ্রেণ ভূশুণ্ডী কলিতা করে॥ ৭৭॥ গদিয়োগ্গদা তূর্ণং দৈত্যেন্দ্রগিরিরেণুকৃৎ। ততঃ প্রহৃতবান্ বীরো ভূশুণ্ড্যা তং গদাধরম্॥ ৭৮॥ তদঙ্গমাসাদ্য বিদদ্রে শতধা তয়া। কৌমোদকীপ্রহারেণ বীরভদ্রং প্রতাপিনম্॥ ৭৯॥ জঘান বাসুদেবোঽপি তরসাজ্ঞাতবেদনম্। ততঃ খট্বাঙ্গমাদায় গদাহস্তং গদাধরম্॥ ৮০॥ আতাড্য সব্যদোর্দ্দণ্ডে গদাং ভুমাবপাতয়ৎ। কুপিতোঽয়ং মধুদ্বেষী চক্রেণাতাড়য়চ্চ তম্॥ ৮১॥ স চ চক্রং সমাগচ্ছদ্দৃষ্ট্বা সস্মার শঙ্করম্। শঙ্করস্মরণাচ্চক্রং মনাগ্‌বক্রত্বমাপ্য চ। কণ্ঠমাসাদ্য বীরস্য সম্যগ্‌জাতং সুদর্শনম্॥ ৮২॥ তেন চক্রেণ শুশুভে নিতরাং স গণেশ্বরঃ। বীরলক্ষ্ম্যা বৃত ইব সমরে বিজয়স্রজা॥৮৩॥ ততঃ সুদর্শনং দৃষ্ট্বা তৎকণ্ঠাভরণং হরিঃ। মনাক্ স চকিতং স্মিত্বা ততো জগ্রাহ নন্দকম্॥ ৮৪॥ সনন্দকং করং তস্য প্রোদ্যতং মধুবিদ্বিষঃ। পশ্যতাং দিবি সিদ্ধানাং স্তম্ভয়ামাস হুঙ্কৃতা॥ ৮৫॥ অত্যাধাবচ্চ বেগেন গৃহীত্বা শূলমুজ্জ্বলম্। যাবজ্জিঘাংসতি হরিং তাবদাকাশবাচয়া॥ ৮৬॥ বারিতো

বীরভদ্রের বল জিজ্ঞাসায় তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি শিবের পুত্রস্থানীয় এবং প্রমথগণের প্রধান। তাহাতে আবার রাজার আদেশ পাইয়া আরও অতি বলবান্ এবং মহত্তর হইয়াছ, কিন্তু যে হও সে হও, তুমি, আমিও এখানে দক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান্ রহিলাম, তোমার সামর্থ্য দেখি, তুমি দক্ষকে হরণ কর কিরূপে!" শার্ঙ্গধন্বা বিষ্ণু এই কথা বলিলে. বীরভদ্র, দৃষ্টিভঙ্গিমাত্রে প্রমথগণকে যুদ্ধে প্রেরিত করিলেন। অনন্তর, প্রমথেরা বিষ্ণুর অনুচরগণকে যুদ্ধে অনেক তিরস্কার করিলেন, পরিশেষে প্রমথগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত বিষ্ণুকিঙ্করগণ, দন্তে তৃণ করিয়া পাশব দশা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, গরুড়ধ্বজ ক্রুদ্ধ হইয়া সমরস্থলে এক এক প্রমথের হৃদয়ে সহস্র সহস্র বাণ প্রহার করিলেন। প্রমথগণ সকলে রণাঙ্গনে বক্ষঃস্থল বিদারণ বশত রুধিরস্রাবী হইয়া বসন্তকুসুমিত কিংশুকশোভা প্রাপ্ত হইলেন। প্রমথগণ, মদস্রাবী মাতঙ্গকুলের ন্যায়, ও ধাতুস্রাবী পর্ব্বতনিকরের ন্যায়, রক্তস্রাবে শোভাপন্ন হইলেন। অনন্তর, গণাধ্যক্ষ, বীরভদ্র, বিকট হাস্য করিয়া বৈকুণ্ঠনাথকে বলিলেন,—হে শার্ঙ্গধন্বন্! তোমাকে আমি জানি, তুমি রণপণ্ডিত বটে, কিন্তু তুমি, দৈত্যদানবেন্দ্রগণের সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাক, শিবপার্ষদগণের সহিত কখন যুদ্ধ কর নাই। এই বলিয়া বীরভদ্র, হস্তে ভুষুণ্ডী অস্ত্র লইলেন; আর গদাধর, শীঘ্র দৈত্যেন্দ্ররূপী পর্ব্বতসমূহের চূর্ণকারিণী গদা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীরভদ্র গদাধরকে ভুষুণ্ডী দ্বারা প্রহার করিলেন।৬০—৭৮। গদাধরের অঙ্গে লাগিয়া সেই ভুষুণ্ডী শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। বাসুদেবও প্রতাপসম্পন্ন বীরভদ্রকে কৌমোদকী গদা দ্বারা সবেগে আঘাত করিলেন। বীরভদ্র, কিন্তু তাহার বেদনাও জানিতে পারিলেন না। অনন্তর বীরভদ্র, খট্বাঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক গদাপাণি বিষ্ণুর বাম বাহুদণ্ডে তদ্দ্বারা প্রহার করিয়া গদা ভূতলে নিপাতিত করিলেন। মধুসূদন কুপিত হইয়া চক্র দ্বারা বীরভদ্রকে আঘাত করিলেন। চক্র আসিতে দেখিয়া বীরভদ্র শঙ্করকে স্মরণ করিলেন। শঙ্কর-স্মরণে সেই চক্র বক্র হইয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন হইল। গণাধিপতি বীরভদ্র, সেই চক্র দ্বারা যেন বীরলক্ষ্মীর প্রদত্ত বিজয়মাল্যে শোভিত হইলেন। হরি, সুদর্শন চক্রকে তাঁহার কণ্ঠাভরণ অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ সচকিতভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া নন্দক খড়্গ গ্রহণ করিলেন। বীরভদ্র আকাশস্থিত সিদ্ধগণের সমক্ষেই মধুসূদনের নন্দকযুক্ত উদ্যত হস্ত হুঙ্কার দ্বারা স্তম্ভিত করিলেন, আর উজ্জ্বল শূল গ্রহণপূর্ব্বক

...থা কার্য্যং সাহসং বিজিত্য তততঃ পর-। বীরভদ্রো গণোত্তমঃ ॥ ৮৩ ॥ প্রাপ্য দক্ষং ...কামীশ্বরনিন্দকম্‌ । যস্তেদৃগস্তি ...দেবাঃ সহায়িনঃ । স কথং সেশ্বরং কর্ম্ম ...ক্তাং দধৎ ॥ ৮৮ ॥ যেনাস্তেনাপবিত্রেণ ... নিন্দিতঃ শিবঃ । চূর্ণয়ামি তদাস্যং তে ... সমন্ততঃ ॥ ৮৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা তস্য দক্ষস্য ...ব্যভাষিণঃ । চিচ্ছেদ বদনং বীরশ্চপেট-...মৈঃ ॥ ৯০ ॥ ততস্বদিতিমুখ্যানাং মিলি-তানাং মহোৎসবে । ত্রোটয়ামাস কর্ণাদীন্যঙ্গপ্রত্যঙ্গ-কানি চ ॥ ৯১ ॥ বেণীদণ্ডাংশ্চ কাসাঞ্চিত্তেন চ্ছিন্না মহারুষা । কাস্যাঞ্চিচ্চ করাশ্ছিন্নাঃ কাসাঞ্চিৎ কর্ত্তিতাঃ স্তনাঃ ॥ ৯২ ॥ নাসাপুটাংস্তথান্যাসাং পাটয়ামাস পার্ষদঃ । চিচ্ছেদ চাঙ্গলীশ্চাপি তথান্যাসাং শিব-প্রিয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ যে যে নিনিন্দুর্দেবেশং যে যে চ ...বুদ্ধয়া । তেষাং জিহ্বাঃ শ্রুতীঃ কোপাদচ্ছিন-...দ্বিধা ॥ ৯৪ ॥ কেচিত্তুবদ্ধিতা যূপে পাশযিত্বা দৃঢ়ং গলে । অধোমুখা বৈদেবেশং বিহায়াত্তং মহা-হবিঃ ॥ ৯৫ ॥ দ্বিজরাজশ্চ ধর্ম্মশ্চ ভৃগুমারীচি-মুখ্যকাঃ । অত্যন্তমপমানন্তু ভাজনং তেন কারিতাঃ ॥ ৯৬ ॥ এতে জামাতরস্তস্য যতো দক্ষস্য দুর্ব্বুদ্ধিঃ । হিত্বা মহেশ্বরমমুন্‌ সোঽপশ্যদধিকান্‌ শিবাৎ ॥ ৯৭ ॥ তানি কুণ্ডানি তে যূপাস্তে স্তম্ভাঃ স চ মণ্ডপঃ । তা বেদ্যস্তানি পাত্রাণি তানি হব্যা-ন্যনেকধা ॥ ৯৮ ॥ তে চ বৈ যজ্ঞসম্ভারাস্তে তে যজ্ঞপ্রবর্ত্তকাঃ । তে রক্ষপালাস্তে মন্ত্রা বিনেশু-হেলয়াগিরাঃ ॥ ৯৯ ॥ স্তোকেনৈব হি কালেন যথর্দ্ধিঃ পরবঞ্চনাৎ । অর্জ্জিতা নশ্যতি ক্ষিপ্রং দক্ষসম্পদ্গতা-শিবা ॥ ১০০ ॥ নীতে মহাক্রতৌ তেন সগণে-নেদৃশীং দশাম্‌ । বিধির্বিধিবিলোপাচ্চ হরং বিজ্ঞাপ্য চানয়ৎ ॥ ১০১ ॥ তত্র যত্র মখঃ সোঽভূদীদৃক্ষঃ শিববর্জ্জিতঃ । আয়াতেঽথ মহাদেবে বীরভদ্রোঽতি-লজ্জিতঃ ॥ ১০২ ॥ নত্বা ন কিঞ্চিদবদদ্দেবঃ সর্ব্ব-মবৈৎ স্বয়ম্‌ । প্রসাদ্য দেবদেবেশং সুরজ্যেষ্ঠো-ঽব্রবীৎ পুনঃ ॥ ১০৩ ॥ অপরাধোঽপ্যয়ং দক্ষঃ সম্প্র-

বিষ্ণুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তার পর যেই তিনি বিষ্ণুকে মারিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি দৈববাণী সেই গণরাজকে বারণ করিলেন, 'সাহস করিও না'। অনন্তর গণপ্রবর বীরভদ্র বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র উচ্চ সিংহনাদ করত দক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বীরভদ্র বলি-লেন,—ঈশ্বরের নিন্দক দক্ষ! তোমায় ধিক্‌! যাহার এই প্রকার সম্পত্তি আছে, দেবতারা যাহার সাহায্য কার্য্যে দক্ষ হইয়াও সে কেন সেশ্বর কর্ম্ম না করে? যে অপবিত্রমুখে তুমি শিবনিন্দা করিয়াছ, চারিদিকে চপেটাঘাতে সেই মুখ তোমার চূর্ণ করিব। এই বলিয়া বীরভদ্র, শিবনিন্দক দক্ষের মুখ, শত-চপেটাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তারপর মহোৎসবে মিলিত অদিতি প্রভৃতি রমণী-গণের কর্ণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেন। বীরভদ্র, মহাক্রোধে কাহারও কাহারও লম্বিত বেণী ছেদন করিলেন, কাহারও কাহারও হস্ত ছেদন করিলেন, কাহারও কাহারও স্তন কর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই শিবপ্রিয় শিব-পার্ষদ অন্য কতিপয় রমণীর নাসাপুট ছেদন করিলেন এবং ... কতিপয় নারীর অঙ্গুলি ছেদন করিয়া ...। যাহারা যাহারা দেবাদিদেবের নিন্দা ...য়াছিল, ক্রোধে তাহাদিগের জিহ্বা ছেদন, ... যাহারা ... শ্রবণ করিয়াছিল, সক্রোধে ... করিলেন। ... দেব না থাকিলেও, মহাহবিঃ গ্রহণ করিয়াছিল, বীরভদ্র তাহাদিগকে গলে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক অধো-মুখ করিয়া, যূপে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন।৭৯—৯৫। চন্দ্র, ধর্ম্ম, ভৃগু এবং কশ্যপ প্রভৃতিকে তিনি অত্যন্ত অপমানিত করিলেন। কেননা, ইহারা দুর্ব্বুদ্ধি দক্ষের জামাতা, দক্ষ, শিবকে পরিত্যাগ করিয়া, শিব অপেক্ষা ইহাঁদিগকে অধিক দেখিত। সেই সকল কুণ্ড, সেই সকল যূপ, সেই সকল স্তম্ভ, সেই যজ্ঞমণ্ডপ, সেই সমস্ত বেদী, সেই সমুদয় পাত্র, সেই সব নানা প্রকার গব্য, সেই সকল যজ্ঞীয় দ্রব্য, সেই সমস্ত যজ্ঞপ্রবর্ত্তক, সেই সব রক্ষক এবং সেই সমুদয় মন্ত্র—শিবের অবহেলাতেই বিনষ্ট হইল। পরবঞ্চনায় উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য যেমন অল্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হয়, দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ-সম্পত্তিও সেইরূপ বিনষ্ট হইল। গণসমন্বিত বীর-ভদ্র, সেই মহাযজ্ঞের এতাদৃশ অবস্থা করিলে, ব্রহ্মা বিধিলোপ দেখিয়া, মহাদেবকে সান্ত্বনায় জানাইয়া, তথায় আনয়ন করিলেন যথায় শিব-বর্জ্জিত যজ্ঞ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, বীরভদ্র, শিবকে, তথায় দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। বীরভদ্র তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কিছু বলি-লেন না; দেবদেব, স্বয়ং সমস্তই অবগত ছিলেন। ... ব্রহ্মা ... দেবদেবকে প্রসন্ন করিয়া ...

স্মরাঃ কৃপানিধে। যথাপূর্ব্বং পুনরমূন্ সর্ব্বান্ কারয় শঙ্কর ॥ ১০৪ ॥ যথা বিধিঃ প্রবর্ত্তেত বৈদিকঃ পুনরেব হি। তথাজ্ঞা দীয়তাং শম্ভো কর্ম্ম সিধ্যতি সেশ্বরম্ ॥১০৫॥ অনীশ্বরাসু সর্ব্বাসু ক্রিয়াসু পরমেশ্বর। এবমেব ভয়ন্ত্যেব বিঘ্নজাতাঃ সহস্রশঃ ॥১০৬॥ বিচারতো বরাকোঽয়ং দক্ষো ভক্ততরস্তব। কুর্ব্বন্ যোঽনীশ্বরং কর্ম্ম পরদৃষ্টান্ততাং গতঃ ॥ ১০৭ ॥ অন্যোঽপি যো মহেশানং হিত্বা কর্ম্ম করিষ্যতি। তস্য তৎকর্ম্মসংসিদ্ধির্দ্দক্ষস্যেব ভবিষ্যতি ॥ ১০৮ ॥ অতো ন কশ্চিৎকিঞ্চিচ্চ ক্বচিৎ কর্ম্ম বিনা শিবম্। বিধাস্যতি নিশম্যাস্য দক্ষস্যেদৃক্চেষ্টিতম্ ॥ ১০৯ ॥ বিধীরিতমিতি শ্রুত্বা স্মিত্বা দেবো মহেশ্বরঃ। বীরমাজ্ঞাপয়ামাস যথাপূর্ব্বং প্রকল্পয় ॥ ১১০ ॥ বীরভদ্রোঽপি তৎসর্ব্বং শর্ব্বাজ্ঞাং প্রতিপদ্য চ। বিনা দক্ষস্য বদনং যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ॥ ১১১ ॥ ঈশ্বরং যে বিনিন্দন্তি তে মূকাঃ পশবো ধ্রুবম্। ততো মেষমুখং দক্ষং বীরভদ্রো গণো ব্যধাৎ ॥ ১১২ ॥ দেবো ব্রহ্মাণমাপৃচ্ছ্য ধর্ম্মাদ্গার্হস্থ্যতশ্চ্যুতঃ। সপার্ষদো হিমপ্রস্থং জগাম তপসে ততঃ ॥ ১১৩ ॥ অনাশ্রমবতা পুংসা যতঃ কালো মনাগপি। মুধা কর্ত্তব্যো ন তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সদাশ্রমঃ ॥ ১১৪ ॥ অতঃ স সর্ব্বতপসাং ফলদাতা মহেশ্বরঃ। তপশ্চচার সগণো ব্রহ্মা দক্ষং ত্বশিক্ষয়ৎ ॥ ১১৫ ॥ হরনিন্দাসমুদ্ভূতপাপপঙ্কং সুদুস্ত্যজম্। যদি ক্ষালয়িতুং কাঙ্ক্ষা তদা বারাণসীং ব্রজ ॥ ১১৬ ॥ প্রাপ্য বারাণসীং পুণ্যাং মহাপাপৌঘহারিণীম্। কুরু লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাং ত্বং তেন শম্ভুঃ স তুষ্যতি ॥ ১১৭ ॥ তুষ্টে মহেশ্বরে তুষ্টং জগদেতচ্চরাচরম্। নাস্ত্যত্র পাপং তে গন্তুং বিনা বারাণসীং পুরীম্ ॥ ১১৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং মনীষিভিঃ। প্রোক্তং ন হরনিন্দায়াস্তত্ব কাশ্যেব কেবলম্ ॥ ১১৯ ॥ কাশ্যাং লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা বৈ কৃতাত্র সুকৃতাত্মভিঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতাস্তেষ্ তু এব পুরুষার্থিনঃ ॥ ১২০ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বিধের্ব্বাক্যং দক্ষঃ প্রাপ্যাথ সত্বরম্। অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং ততাপ পরমং তপঃ ॥ ১২১ ॥ সংস্থাপ্য লিঙ্গং বিধিবল্লিঙ্গারাধনতৎপরঃ। ন বেত্তি লিঙ্গাদপরং স কিঞ্চিজ্জগতীতলে ॥ ১২২ ॥ দিবানিশং মহেশানং পরিষ্টৌতি সমর্চ্চতি।

—হে দয়াময় শঙ্কর! দক্ষ অপরাধী হইলেও ইহার প্রতি প্রসন্ন হইতে হইবে; এই সমস্ত, পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেইরূপ করিয়া দিন। বৈদিকবিধি পুনরায় যাহাতে প্রবৃত্ত হয়, হে শম্ভো! সেইরূপ আজ্ঞা দিন; ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হইলে কর্ম্মসিদ্ধি হইয়াই থাকে। হে পরমেশ্বর! সকল অনীশ্বর কর্ম্মেই এইরূপ সহস্র সহস্র বিঘ্ন হইয়াই থাকে। বিচার করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, এই ক্ষুদ্র দক্ষ, আপনার অতীব ভক্ত; যেহেতু এই দক্ষ, ঈশ্বরহীন যজ্ঞ করিয়া অপরের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হইয়াছে। অন্য যে ব্যক্তিও শিবহীন যজ্ঞ করিবে, তাহার কর্ম্মসিদ্ধি দক্ষের ন্যায়ই হইবে। অতএব, এই দক্ষের এইরূপ পরিণাম শুনিয়া, কেহ কোথাও কোন কর্ম্ম শিবহীন করিবে না। দেব মহেশ্বর, বিধাতার এই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া বীরভদ্রকে আজ্ঞা দিলেন, সমুদয় পূর্ব্ববৎ করিয়া দেও। বীরভদ্রও শর্ব্বের আজ্ঞা পাইয়া, দক্ষের বদন ব্যতীত আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ করিয়া দিলেন। যাহারা ঈশ্বরনিন্দা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বাক্যহীন পশু। অতএব গণরাজ বীরভদ্র, মেষবদন করিয়া দিলেন। গার্হস্থ্যধর্ম্মচ্যুত দেবদেব, ব্রহ্মার নিকট বিদায় লইয়া তপস্যা করিবার জন্য পারিষদগণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে হিমালয়প্রস্থে গমন করিলেন ।৯৬-১১৩। অনাশ্রমী পুরুষ, অল্প সময়ও ব্যর্থ কাটাইবে না, অতএব সর্ব্বদা আশ্রমসেবা করা শ্রেয়ঃ। এই জন্য সর্ব্বতপস্যার ফলদাতা মহেশ্বর, সপারিষদ তপস্যা করিতে লাগিলেন, (বানপ্রস্থ আশ্রমী হইলেন)। এদিকে ব্রহ্মা দক্ষকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, শিবনিন্দাসম্ভূত অতি দুস্ত্যজ পাপপঙ্ক ক্ষালন করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে ত কাশীতে গমন কর। মহাপাপসমূহনাশিনী পুণ্যা বারাণসীতে গিয়া লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা কর, শিব তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন। মহেশ্বর তুষ্ট হইলে এই চরাচর জগৎ তুষ্ট হয়। কাশীপুরী ব্যতীত অন্যত্র তোমার পাপ যাইবার নহে। মনীষিগণ, ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, কিন্তু শিবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই; কাশীই কেবল শিবনিন্দাপাপের মুক্তিস্থান। যে পুণ্যাত্মগণ, এই কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সকল ধর্ম্মই তাহাদিগের কৃত হইয়াছে, তাহারাই পুরুষার্থসম্পন্ন। দক্ষ, বিধাতার এই কথা শুনিয়া সত্বর অবিমুক্ত-মহাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরম তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি যথাবিধি লিঙ্গস্থাপনপূর্ব্বক, লিঙ্গ আরাধনা করিতে লাগিলেন, জগতে লিঙ্গ ভিন্ন আর কোন বিষয়েই দক্ষের জ্ঞান রহিল না। কায়মনে,

[illegible] [illegible] দক্ষো দক্ষপ্রজাপতিঃ ॥ ১২৩ ॥ [illegible] দক্ষস্ত ধ্যায়তো লিঙ্গমৈশ্বরম্। সমাঃ [illegible] দ্বাদশসংখ্যয়া ॥ ১২৪॥ মেনাং যাবৎ সতী প্রাপ্য হিমাচলপতিব্রতাম্। উমারূপাতি [illegible] পতিং প্রাপ পিনাকিনম্ ॥ ১২৫ ॥ তাবৎ স [illegible] নিশ্চলো লিঙ্গমার্চ্চয়ৎ। ততঃ কাশীং [illegible] সহ ভর্ত্রা গিরীন্দ্রজা ॥ ১২৬ ॥ দৃষ্ট্বা তং [illegible] শিবলিঙ্গার্চ্চনে রতম্। হরং ব্যজিজ্ঞ-পদ্দেবী ক্ষীণোহয়ং তপসা বিভো ॥ ১২৭ ॥ প্রসাদয় [illegible] বরেণৈনং প্রজাপতিম্। ইত্যুক্তোহপর্ণয়া শম্ভুঃ প্রাহ তং দক্ষমীশিতা ॥ ১২৮ ॥ বরং ব্রূহি মহাভাগ দাস্যামি মনসেপ্সিতম্। ইতীশোদিত-মাকর্ণ্য প্রণম্য বহুশো হরম্ ॥ ১২৯। স্তুত্বা নানা-বিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রসন্নং বীক্ষ্য শঙ্করম্। প্রোবাচ দেবদেবেশং যদি দেয়ো বরো মম ॥ ১৩০ ॥ ত্বদীয়-পদদ্বন্দ্বে নির্দ্বন্দ্বা ভক্তিরস্তু মে। ইদং চ তে মহা-লিঙ্গং যন্ময়াত্র প্রতিষ্ঠিতম্। অস্মিল্লিঙ্গে ত্বয়া নাথ স্থাতব্যং সর্ব্বদৈব হি ॥ ১৩১ ॥ ময়াপরাদ্ধং যদ্দেব তৎক্ষন্তব্যং কৃপানিধে। অতএব বরাঃ সন্তু কিমন্যৈরুত্তমৈর্বরৈঃ ॥ ১৩২ ॥ ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ প্রসন্নোহতিতরাং ভবঃ। প্রোবাচ চ যদুক্তং তে তত্তথাস্তু ন চান্যথা ॥ ১৩৩ ॥ অন্যচ্চ তে বরং দদ্যাং তচ্ছৃণুষ প্রজাপতে। যত্ত্বয়া স্থাপিতং লিঙ্গমেতদ্দক্ষে-শ্বরাভিধম্ ॥ ১৩৪ ॥ অস্য সংসেবনাৎ পুংসামপরাধ-সহস্রকম্। ক্ষমিষ্যেহহং ন সন্দেহস্তস্মাৎ পূজ্যমিদং জনৈঃ ॥ ১৩৫ ॥ ত্বন্তু লিঙ্গার্চ্চনাদস্মাৎ সর্ব্বমান্যো ভবিষ্যসি। পরার্দ্ধদ্বিতীয়প্রান্তে ততো মোক্ষ-মবাপ্স্যসি ॥ ১৩৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তস্মিল্লিঙ্গে লয় যযৌ। দক্ষোহপি গতবান্ গেহং পরিপ্রাপ্তমনো-রথঃ ॥ ১৩৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইত্যগস্ত্য সমাখ্যাতো দক্ষেশ্বরসমুদ্ভবঃ। যং শ্রুত্বা মুচ্যাত জন্তুরপরাধ-শতৈরপি ॥ ১ ৮ ॥ শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং দক্ষে-শ্বরসমুদ্ভবম্। নরো ন লিপ্যতে পাপৈরপরাধালয়ো-হপি হি ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দক্ষেশ্বরপ্রাদুর্ভাবো নামৈ-
কোননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

প্রজাপতি, দিবানিশ, মহেশ্বরকে স্তব, পূজা, প্রণাম, ধ্যান এবং দর্শন করিতে লাগিলেন। একাগ্রচিত্তে শিবলিঙ্গধ্যানপরায়ণ দক্ষের দ্বাদশ [illegible] বৎসর অতীত হইল। সতী হিমালয়ের পতিব্রতা পত্নী মেনকার গর্ভে আবির্ভূতা হইয়া উমারূপে অতি তপস্যা-প্রভাবে শিবকে পতিরূপে যাবৎ প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎকাল দক্ষ স্থিরচিত্তে তপস্যারত থাকিয়া লিঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। তারপর, দেবী গিরীন্দ্রনন্দিনী স্বামীর সহিত কাশীতে আসিয়া দক্ষকে একাগ্রচিত্তে শিব-লিঙ্গপূজায় রত দেখিয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন,—প্রভো! এই প্রজাপতি, তপস্যা দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বর প্রদান করুন। অপর্ণা এই কথা বলিলে, ঈশ্বর শম্ভু, দক্ষকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার অভীষ্ট প্রদান করিব। দক্ষ মহা-দেবের এই কথা শ্রবণে তাঁহাকে বহুবার প্রণাম, [illegible] নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিলেন। অনন্তর [illegible] শঙ্করকে তিনি প্রসন্ন অবলোকন [illegible] তাঁহাকে বলিলেন,—যদি আমাকে বর দেন, [illegible] বর দিন যে, আপনার পদযুগলে যেন [illegible] থাকে। আর হে নাথ! এই স্থানে [illegible] এই যে মহালিঙ্গ, ইহাতে যেন আপনার সর্ব্বদা অবস্থিতি হয়; হে কৃপানিধে! দেবদেব! আমি যাহা অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। এই কয়টী বরই প্রার্থনীয়। অন্য উত্তম বরে প্রয়োজন কি? এই কথা শ্রবণে অতীব প্রসন্ন মহাদেব বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে; অন্যথা হইবে না। হে প্রজাপতে! অন্য বরও তোমাকে দিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই যে দক্ষেশ্বর নামক লিঙ্গ, ইহাঁর সেবা করিলে, আমি মানবের সহস্র অপরাধ নিশ্চয় ক্ষমা করিব, অতএব লোকে ইহাঁর পূজা করিবে। আর তুমি এই লিঙ্গপূজাফলে সর্ব্বমান্য হইবে! দুই পরার্দ্ধ বৎসর কাল অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পরে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে। দেবাধিদেব, এই কথা বলিয়া সেই লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইলেন। দক্ষও সম্পূর্ণ-মনোরথ হইয়া নিজ গেহে গমন করিলেন। স্কন্দ বলিলেন,—হে অগস্ত্য! দক্ষেশ্বরের উৎপত্তি এই আমি কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে, দেহী, শিবের শত শত অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করে। দক্ষেশ্বর সমুৎপত্তিঘটিত এই পবিত্র অখ্যান শ্রবণ করিলে, ঈশ্বরের নিকট অপরাধী মানবও পাপলিপ্ত হয় না। ১১৪—১৩৯।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ পার্ব্বতীশসমুদ্ভবম্। কথয়েহ যদুদ্দিষ্টং ভবতা প্রাগঘাপহম্॥ ১॥ স্কন্দ উবাচ। শৃণ্বগস্তে যদা মেনা-হিমাচলপতিব্রতা। গিরীন্দ্রজাং সুতামাহ পুত্রি তেঽস্য মহেশিতুঃ॥ ২॥ কিং স্থানং বসতির্ব্বা কা কো বন্ধুর্ব্বেৎসি কিঞ্চন। প্রায়ো গৃহং ন জামাতুরস্য কোঽপি চ কুত্রচিৎ॥ ৩॥ নিশম্যেতি বচো মাতুরতিহ্রীণা গিরীন্দ্রজা। আসাদ্যাবসরং শম্ভুং নত্বা গৌরী ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ৪॥ ময়া শ্বশ্রূগৃহং কান্ত গম্যমদ্য বিনিশ্চিতম্। নাথাত্র নৈব বস্তব্যং নয় মাং স্বং নিকেতনম্॥ ৫॥ গিরীন্দ্রজাগিরং শ্রুত্বা গিরীশ ইতি তত্ত্ববিৎ। হিত্বা হিমগিরিং প্রাপ্তো নিজমানন্দকাননম্॥ ৬॥ প্রাপ্যানন্দবনং দেবী পরমানন্দকারণম্। বিস্মৃত্য পিতৃসংবাসং জাতা চানন্দরূপিণী॥ ৭॥ অথ বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রে গৌরী গিরিশমেকদা। অচ্ছিন্নানন্দসন্দোহঃ কুতঃ ক্ষেত্রেঽত্র তদ্বদ॥ ৮॥ ইতি গৌরীরিতং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ পিনাকধৃক্। পঞ্চক্রোশপরীমাণে ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মুক্তিসদ্মনি॥ ৯॥ তিলান্তরং ন দেব্যস্তি বিনা লিঙ্গং হি কুত্রচিৎ। একৈকং পরিতো লিঙ্গং ক্রোশং ক্রোশং চ যাবনিঃ॥ ১০॥ অন্যত্রাপি হি সা দেবি ভবেদানন্দকারণম্। অত্রানন্দবনে দেবি পরমানন্দজন্মনি॥ ১১॥ পরমানন্দরূপাণি সন্তি লিঙ্গান্যনেকশঃ। চতুর্দ্দশসু লোকেষু কৃতিনো যে বসন্তি হি॥ ১২॥ তৈঃ স্বনাম্নেহ লিঙ্গানি কৃত্বাপি কৃতকৃত্যতা। অত্র যেন মহাদেবি লিঙ্গং সংস্থাপিতং মম॥ ১৩॥ বেত্তি তচ্ছ্রেয়সঃ সঙ্খ্যাং শেষোঽপি ন বিশেষবিৎ॥ ১৪॥ পরিচ্ছেদব্যতীতস্যানন্দস্য পরকারণম্। অতস্ত্বিদং পরং ক্ষেত্রং লিঙ্গৈর্ভূয়োভিরদ্রিজে॥ ১৫॥ নিশম্যেতি মহাদেবী পুনঃ পাদৌ প্রণম্য চ। দেহ্যনুজ্ঞাং মহাদেব লিঙ্গসংস্থাপনায় মে॥ ১৬॥ পত্যুরাজ্ঞাং সমাসাদ্য যচ্ছেচ্ছ্রেয়ঃ পতিব্রতা। ন তস্যাঃ শ্রেয়সো হানিঃ সংবর্ত্তেঽপি কদাচন॥ ১৭॥ ইতি প্রসাদ্য দেবেশমাজ্ঞাং প্রাপ্য মহেশিতুঃ। লিঙ্গং সংস্থাপিতং গৌর্য্যা মহাদেবসমীপতঃ॥ ১৮॥ তল্লিঙ্গদর্শনাৎ পুংসাং

নবতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ! ইতিপূর্ব্বে সূচিত পাপনাশক পার্ব্বতীশ-আবির্ভাববৃত্তান্ত আপনি বলুন। স্কন্দ কহিলেন,—অগস্ত্য! শ্রবণ কর। হিমাচলের পতিব্রতা পত্নী মেনকা, যখন কন্যা গিরীন্দ্রনন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পুত্রি! সেই জামাতা মহেশ্বরের স্থান কোথায়, বসতি কোথায়, বন্ধুই বা কে আছে? কিছু জান কি? বোধ হয়, জামাতার কোথাও গৃহাদি নাই, কোন আত্মীয়ও নাই।" গিরীন্দ্রতনয়া তখন মাতার এই কথা শ্রবণে বড়ই লজ্জিতা হইলেন। তারপর, সেই গৌরী, সুযোগ পাইয়া শিবকে প্রণাম করত নিবেদন করিলেন,—কান্ত! অদ্য আমি নিশ্চয়ই শ্বশুর-গৃহে যাইব; নাথ! এস্থানে বাস করা উচিত নহে; আমাকে নিজ গৃহে লইয়া চল। তত্ত্বজ্ঞ গিরীশ, গিরীন্দ্রনন্দিনীর এই কথা শুনিয়া হিমালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় আনন্দকাননে আসিলেন। দেবী পার্ব্বতী, পরমানন্দক্ষেত্র আনন্দকাননে উপস্থিত হইয়া, পিতৃগৃহ ভুলিয়া আনন্দরূপিণী হইলেন। অনন্তর এক দিন, গৌরী গিরীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন আনন্দসমূহ কিরূপে আছে? তাহা বলুন।" গৌরীর এই কথা শুনিয়া পিনাকধারী বলিলেন,—দেবি! পঞ্চক্রোশ-পরিমিত, মুক্তিনিকেতন এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যতীত এক তিলান্তর স্থানও কোথাও নাই। দেবি! অন্যত্র, এক এক লিঙ্গের চারিদিকে যে এক এক ক্রোশ ভূমি, তাহাও আনন্দের হেতু হইয়া থাকে, পরমানন্দজনক এই আনন্দকাননে ত পরমানন্দস্বরূপ অনেকানেক লিঙ্গ আছে। চতুর্দ্দশভুবনে যত কৃতী আছেন, সকলেই এই স্থানে স্ব স্ব নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। হে মহাদেবি! যে ব্যক্তি, এইস্থানে আমার লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছে, বিশেষজ্ঞ অনন্তও তাহার মঙ্গল-সংখ্যা অবগত নহেন।১—১৪। হে পার্ব্বতি! বহুতর লিঙ্গের অস্তিত্ব প্রযুক্তই এই পরমক্ষেত্র অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের আস্পদ। মহাদেবী এই কথা শ্রবণে পুনরায় মহাদেবের পদযুগলে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে মহাদেব! লিঙ্গস্থাপন করিতে আমাকে অনুমতি প্রদান কর। যে পতিব্রতা রমণী স্বামীর আজ্ঞা লইয়া মঙ্গলকার্য্য করিতে অভিলাষিণী হয়, তাহার মঙ্গলহানি প্রলয়েও কখনও হয় না। গৌরী এইরূপে দেবদেব মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া মহাদেবসমীপে

ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্। বিলীয়েত ন সন্দেহো দেহ-বন্ধোহপি নো পুনঃ ॥ ১৯ ॥ তত্র লিঙ্গে বরো দত্তো দেবদেবেন যঃ পুনঃ। নিশাময় মুনে তং তু ভক্তানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২০ ॥ লিঙ্গং যঃ পার্ব্বতী-শাখ্যং কাশ্যাং সম্পূজয়িষ্যতি। তদ্দেহাবসিতিং প্রাপ্য কাশীলিঙ্গং ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥ কাশীলিঙ্গত্ব-মাসাদ্য মামেবান্তঃপ্রবেক্ষ্যতি। চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং পার্ব্বতীশসমর্চ্চনাৎ ॥ ২২ ॥ ইহ সৌভাগ্যমাপ্নোতি পরত্র চ শুভাং গতিম্। পার্ব্বতীশ্বরমারাধ্য যোষিদ্বা পুরুষোহপি বা ॥ ২৩ ॥ ন গর্ভমাবিশেদ্ভূয়ো ভবেৎ সৌভাগ্যভাজনম্। পার্ব্বতীশস্য লিঙ্গস্য নামাপি পরিগৃহ্নতঃ ॥ ২৪ ॥ অপি জন্মসহস্রস্য পাপং ক্ষয়তি তৎক্ষণাৎ। পার্ব্বতীশস্য মাহাত্ম্যং যঃ শ্রোষ্যতি নরোত্তমঃ। ঐহিকামুষ্মিকান্ কামান্ স প্রাপ্স্যতি মহামতিঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বতীশলিঙ্গাবির্ভাববর্ণনং নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, মানুষের ব্রহ্মহত্যাদিপাপও নিঃসংশয় বিলীন হয় আর দেহবন্ধনেও তাহাকে বদ্ধ হইতে হয় না। মুনে! দেবদেব ভক্তগণের হিতাভিলাষে সেই লিঙ্গ-সম্বন্ধে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কাশীতে পার্ব্বতীশলিঙ্গ পূজা করিবে, দেহাবসানে তাহার কাশীর শিবলিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইবে। কাশীর শিবলিঙ্গ হইয়া সে আমাতেই প্রবিষ্ট হইবে। চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় পার্ব্বতীশ-লিঙ্গের পূজা করিলে ইহকালে সৌভাগ্য ও পর-কালে পরমগতিপ্রাপ্তি হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যেই কেন হউক না, পার্ব্বতীশ্বর শিবের আরাধনা করিলে আর তাহার গর্ভবাস করিতে হয় না এবং ইহজন্মে সৌভাগ্যভাগী হইয়া থাকে। পার্ব্বতীশলিঙ্গের নাম গ্রহণ করিলেও সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে নরোত্তম, পার্ব্বতীশ্বর মহাদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সেই মহামতি, ঐহিক পারত্রিক সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।১৫—২৫।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতীতমোহধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। পার্ব্বতীশস্য মহিমা কথিতস্তে ময়ানঘ। মুনে নিশাময়েদানীং গঙ্গেশ্বরসমুদ্ভবম্ ॥ ১ ॥ যং শ্রুত্বা যত্র কুত্রাপি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ। চক্র-পুষ্করিণীতীর্থং যদা গঙ্গা সমাগতা ॥ ২ ॥ তেন দৈলীপিনা সার্দ্ধমস্মিন্নানন্দকাননে। ক্ষেত্রপ্রভাব-মতুলং জ্ঞাত্বা শম্ভুপরিগ্রহাৎ ॥ ৩ ॥ স্মৃত্বা লিঙ্গপ্রতি-ষ্ঠায়াঃ কাশ্যাং লোকোত্তরং ফলম্। গঙ্গয়া স্থাপিতং লিঙ্গং বিশ্বেশাৎ পূর্ব্বতঃ শুভম্ ॥ ৪ ॥ গঙ্গেশ্বরস্য লিঙ্গস্য কাশ্যাং দৃষ্টিঃ সুদুর্লভা। তিথৌ দশহরায়াং চ যো গঙ্গেশং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫ ॥ তস্য জন্মসহস্রস্য পাপং সঙ্ক্ষীয়তে ক্ষণাৎ। কলৌ গঙ্গেশ্বরং লিঙ্গং গুপ্তপ্রায়ং ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ তস্য সন্দর্শনং পুংসাং জায়তে পুণ্যহেতবে। দৃষ্টং গঙ্গেশ্বরং লিঙ্গং যেন কাশ্যাং সুদুর্লভম্ ॥ ৭ ॥ প্রত্যক্ষরূপিণী গঙ্গা তেন দৃষ্টা ন সংশয়ঃ। কলৌ সুদুর্লভা গঙ্গা সর্ব্বকল্মষ-হারিণী ॥ ৮ ॥ ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মিত্রাবরুণ-নন্দন। ততোহপি তিষ্যে সম্প্রাপ্তে কাশ্যন্তস্তু সুদুর্লভা ॥ ৯ ॥ ততোহপি দুর্লভং কাশ্যাং লিঙ্গং

একনবতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে অনঘ! পার্ব্বতীশ্বরের মহিমা, আমি তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে হে মুনে! গঙ্গেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তিকথা শ্রবণ কর। গঙ্গেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তিকথা যে কোন স্থানে শুনিলেও গঙ্গাস্নানফলপ্রাপ্তি হয়। যে সময় গঙ্গা সেই দিলীপনন্দন ভগীরথের সহিত এই আনন্দ-কাননে চক্রপুষ্করিণী তীর্থে আসিলেন, তখন শিব-পরিগৃহীত বলিয়া এই ক্ষেত্রের অতুল প্রভাব অবগত হইয়া এবং কাশীতে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার লোকাতীত ফল স্মরণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্ব-ভাগে গঙ্গা এক শুভলিঙ্গ স্থাপন করেন। কাশীতে সেই গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ দর্শন অতি দুর্লভ। যে ব্যক্তি দশহরা তিথিতে গঙ্গেশলিঙ্গের পূজা করে, তাহার সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষণমধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কলিযুগে, গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ লুপ্তপ্রায় হইবেন, পুরুষের পুণ্যফলেই সেই লিঙ্গ দর্শন ঘটে। যে ব্যক্তি সুদুর্লভ গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ কাশীতে অবলোকন করে, প্রত্যক্ষ দেবমূর্ত্তিধারিণী গঙ্গাদর্শন করাই তাহার নিঃসন্দেহ হইয়া থাকে। হে মিত্রাবরুণপুত্র! সর্ব্ব-কলুষহারিণী গঙ্গা কলিকালে সুদুর্লভ হইবেন, [illegible]

গঙ্গেশ্বরাভিধম্। যস্ত সন্দর্শনং পুংসাং ভবেৎ পাপক্ষয়ায় বৈ ॥ ১০ ॥ শ্রুত্বা গঙ্গেশমাহাত্ম্যং ন নরো নিরয়ী ভবেৎ। লভেচ্চ পুণ্যসম্ভারং চিন্তিতং চাধিগচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গেশ্বরমহিমাখ্যানং
নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। নর্ম্মদেশস্ত মাহাত্ম্যং কথয়ামি মুনে তব। যস্ত সংস্মরণমাত্রেণ মহাপাতকসংক্ষয়ঃ ॥১॥ অস্ত বারাহকল্পস্ত প্রবেশে মুনিপুঙ্গবৈঃ। আপৃচ্ছিকা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বদতাং ত্বং মৃকণ্ডুজ ॥২॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সন্তি নদ্যঃ পরঃশতম্। সর্ব্বা অপ্যঘহারিণ্যঃ সর্ব্বা অপি বরপ্রদাঃ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বাভ্যোঽপি নদীভ্যশ্চ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রগাঃ। ততোঽপি হি মহাশ্রেষ্ঠাঃ সরিৎসু সরিদুত্তমাঃ ॥ ৪ ॥ গঙ্গা চ যমুনা চাথ নর্ম্মদা চ সরস্বতী। চতুষ্টয়মিদং পুণ্যং ধুনীষু মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥ ঋগ্বেদমূর্ত্তির্গঙ্গা স্যাদ্যমুনা চ যজুর্ব্বপুঃ। নর্ম্মদা সামমূর্ত্তিস্ত স্যাদথর্ব্বা সরস্বতী ॥ ৬ ॥ গঙ্গা সর্ব্বসরিদ্যোনিঃ সমুদ্রস্যাপি পূরণী। গঙ্গায়া ন লভেৎ সাম্যং কাচিদত্র সরিদ্বরা ॥ ৭ ॥ কিন্তু পূর্ব্বং তপস্তপ্ত্বা রেবয়া বহুবৎসরম্। বরদানোন্মুখো ধাতা প্রার্থিতশ্চেতি সত্তম ॥ ৮ ॥ গঙ্গাসাম্যং বিধে দেহি প্রসন্নোঽসি যদি প্রভো। ব্রহ্মণাথ ততঃ প্রোক্তা নর্ম্মদা স্মিতপূর্ব্বকম্ ॥ ৯ ॥ যদি ত্র্যম্বকসমত্বন্ত লভ্যতেঽন্যেন কেনচিৎ। তদা গঙ্গাসমত্বঞ্চ লভ্যতে সরিতান্যয়া ॥ ১০ ॥ পুরুষোত্তমতুল্যঃ স্যাৎ পুরুষোঽন্যো যদি কচিৎ। স্রোতস্বিনী তদা সাম্যং লভতে গঙ্গয়াপরা ॥ ১১ ॥ যদি গৌরীসমা নারী কচিদন্যা ভবেদিহ। অন্যা ধুনীহ স্বর্ধুন্যাস্তদা সাম্যমুপৈষ্যতি ॥ ১২ ॥ যদি কাশীপুরীতুল্যা ভবেদন্যা কচিৎ পুরী। তদা স্বর্গতরঙ্গিণ্যাঃ সাম্যমন্যা নদী লভেৎ ॥ ১৩ ॥ নিশম্যেতি বিধের্বাক্যং নর্ম্মদা সরিদুত্তমা। ধাতুর্ব্বরং পরিত্যজ্য প্রাপ্তা বারাণসীং পুরীম্ ॥১৪॥ সর্ব্বেভ্যোঽপি হি পুণ্যেভ্যঃ কাশ্যাং লিঙ্গপ্রতি-

---

বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিপ্রাপ্তি হইলে, কাশী তদপেক্ষা অত্যন্ত দুর্লভ হইবেন। কাশীতে গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ তদপেক্ষা দুর্লভ হইবেন। তাঁহার দর্শনে মানবগণের পাপক্ষয় হইবে। গঙ্গেশ্বর-লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব নরকগামী হয় না, পুণ্যসমূহ প্রাপ্ত হয় এবং অভিলষিত বস্তু লাভ করে।১—১১।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন, মুনে! তোমার নিকট নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা স্মরণ করিবা মাত্র মহাপাতকেরও ক্ষয় হয়। এই বারাহকল্পের আরম্ভসময়ে, মুনিশ্রেষ্ঠেরা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মার্কণ্ডেয়! কোন্ নদী শ্রেষ্ঠা? তাহা বল।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মুনিগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, শতাধিক নদী আছে, সকল নদীই পাপবিনাশিনী এবং বরপ্রদায়িনী। সকল নদী অপেক্ষা সমুদ্রগামিনী সকল নদীই শ্রেষ্ঠা। সেই সকল নদীমধ্যে উত্তম নদীই [illegible]। হে মুনিপুঙ্গবগণ! গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা এবং সরস্বতী, নদীমধ্যে এই চতুষ্টয়ই পুণ্য, উত্তম। গঙ্গা ঋগ্বেদস্বরূপা, যমুনা যজুর্ব্বেদরূপিণী, নর্ম্মদা সামবেদস্বরূপা এবং সরস্বতী অথর্ব্ববেদরূপিণী ইহা নিশ্চয়। গঙ্গা সর্ব্বনদীর আদি, গঙ্গা, সাগরের পূর্ণতাবিধায়িনী; কোন প্রধান নদীই গঙ্গার সাদৃশ্য লাভে সমর্থা নহে। কিন্তু হে সুব্রত! পূর্ব্বকালে নর্ম্মদা বহুবৎসর তপস্যা করেন, তাহাতে বিধাতা বরদানে উন্মুখ হইলে, সেই বিধাতার নিকট তিনি প্রার্থনা করিলেন,—প্রভো! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ত, গঙ্গার তুল্যতা প্রদান করুন। তখন ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া নর্ম্মদাকে বলিলেন,—যদি কেহ ত্র্যম্বকের সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে অন্য নদীও গঙ্গার তুল্যত্ব লাভ করিতে পারে। অন্যপুরুষ যদি কখন পুরুষোত্তমের সমান হয়, তবে অন্য স্রোতস্বিনী, গঙ্গার সমান হইতে পারে। যদি অন্য কোন রমণী [illegible] গৌরীর সমান হয়, তবেই অন্য নদী গঙ্গার তুল্যতা লাভ করিতে পারিবে। যদি অন্য কোন নগরী কাশীপুরীর তুল্যা হয়, তবেই অন্য নদী সুরধুনীর সমতা পাইতে পারিবে। সরিৎপ্রবরা নর্ম্মদা বিধাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতার বর পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসী নগরীতে উপস্থিত

ক্রিয়া। অপরা ন সমুদ্দিষ্টা কৈশ্চিচ্ছ্রেয়স্করী ক্রিয়া। ১৫। অথ সা নর্ম্মদা পুণ্যা বিধিপূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। স্থাপ্যাং পিলিপিলাতীর্থে ত্রিবিষ্টপসমীপতঃ। ১৬। ততঃ শম্ভুঃ প্রসন্নোঽভূত্তস্যৈ নদ্যৈ শুভাত্মনে। বরং বৃণীষ্ব সুভগে যত্তুভ্যং রোচতেঽনঘে। ১৭। সরিদ্বরা নিশম্যেতি রেবা প্রাহ মহেশ্বরম্। কিং বরেণেহ দেবেশ ভৃশং তুচ্ছেন ধূর্জ্জটে। ১৮। নির্দ্বন্দ্বা ত্বৎপদদ্বন্দ্বে ভক্তিরস্তু মহেশ্বর। শ্রুত্বেতি নিতরাং তুষ্টো রেবাগিরমনুত্তমাম্। ১৯। প্রোবাচ চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে যয়োক্তং যত্তথাস্তু তৎ। গৃহাণ পুণ্যনিলয়ে বিতরামি বরান্তরম্। ২০। যাবন্ত্যো দৃষদঃ সন্তি তব রোধসি নর্ম্মদে। তাবন্ত্যো লিঙ্গরূপিণ্যো ভবিষ্যন্তি বরান্মম। ২১। অন্যঞ্চ তে বরং দদ্যাং তমপ্যাকর্ণয়োত্তমম্। দুষ্প্রাপং যচ্চ তপসাং রাশিভিঃ পরমার্থতঃ। ৩২। সদ্যঃপাপহরা গঙ্গা সপ্তাহেন কলিন্দজা। ত্র্যহাৎ সরস্বতী রেবে ত্বং তু দর্শনমাত্রতঃ। ২৩। অপরঞ্চ বরং দদ্যাং নর্ম্মদে দর্শনাঘহে। ভবত্যা স্থাপিতং লিঙ্গং নর্ম্মদেশ্বরসংজ্ঞকম্। ২৪। যত্তল্লিঙ্গং মহাপুণ্যং মুক্তিং দাস্যতি শাশ্বতীম্। অস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তাস্তান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যনন্দনঃ। ২৫। প্রণমিষ্যতি যত্নেন মহাশ্রেয়োঽভিবৃদ্ধয়ে। সন্তি লিঙ্গান্যনেকানি কাশ্যাং দেবি পদে পদে। ২৬। পরং হি নর্ম্মদেশস্য মহিমা কোঽপি চাদ্ভুতঃ। ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তস্মিল্লিঙ্গে লয়ং যযৌ। ২৭। নর্ম্মদাপি প্রহৃষ্টাসীৎ পাবিত্র্যং প্রাপ্য চাদ্ভুতম্। স্বদেশঞ্চ পরিপ্রাপ্তা দৃষ্টমাত্রাঘহারিণী। ২৮। বাক্যং মৃকণ্ডুজমুনেস্তেঽপি শ্রুত্বা মুনীশ্বরাঃ। প্রহৃষ্টচেতসো জাতাশ্চক্রুঃ স্বং স্বং ততোঽহিতম্। ২৯। স্কন্দ উবাচ। নর্ম্মদেশস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিযুতো নরঃ। পাপকঞ্চুকমুৎসৃজ্য প্রাপ্স্যতি জ্ঞানমুত্তমম্। ৩০।

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদেশ্বরাখ্যানং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯২।

হইলেন। কাশীতে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতেই সকল পুণ্য অপেক্ষা অধিক পুণ্য। এতদ্ভিন্ন অপর মঙ্গলকর কার্য্য কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। অনন্তর সেই পুণ্যনদী নর্ম্মদা পিলিপিলাতীর্থে ত্রিবিষ্টপলিঙ্গসমীপে বিধিপূর্ব্বক লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিলেন, অনন্তর সেই শুভাত্মিকা নদীর প্রতি শিব, প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে সুভগে! হে অনঘে! তোমার যাহাতে রুচি হয়, সেই বর প্রার্থনা কর। সরিদ্বরা রেবা (নর্ম্মদা) এই কথা শুনিয়া মহেশ্বরকে বলিলেন,—হে দেবেশ! ধূর্জ্জটে! এখন অতি তুচ্ছ অন্যবরে প্রয়োজন কি? হে মহেশ্বর! তোমার পদযুগলে আমার একাগ্র ভক্তি থাকুক। শিব রেবার এই অনুত্তম বাক্য শ্রবণে অতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে সরিৎশ্রেষ্ঠে! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হউক। হে পুণ্যনিলয়ে! আমি অন্য বরও (স্বয়ং) প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে নর্ম্মদে! তোমার তীরে যত প্রস্তর আছে, আমার বরে তৎসমস্তই লিঙ্গস্বরূপী হইবে। [illegible] তপস্যা দ্বারাও পরমার্থতঃ দুর্লভ, অন্য উত্তম বরও তোমাকে দিতেছি, শ্রবণ কর;—গঙ্গা, সদ্য পাপ হরণ করেন, যমুনা সপ্তাহে পাপ নষ্ট করেন, সরস্বতী তিনদিনে পাপ দূর করেন, পরন্তু তুমি [illegible] নষ্ট করিবে। হে দর্শনমাত্রে পাপ-বিনাশিনি। অপর বরও তোমাকে দিতেছি, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই যে মহাপুণ্য নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গ ইনি, সনাতনী মুক্তি প্রদান করিবেন। এই লিঙ্গের যাহারা ভক্ত, রবিসুত তাহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র মহাশ্রেয়োবৃদ্ধির জন্য যত্নসহকারে প্রণাম করিবেন। দেবি! কাশীতে পদে পদে অনেক লিঙ্গই বর্ত্তমান; পরন্তু নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গের মহিমা কেমন একপ্রকার অদ্ভুত। দেবাধিদেব, এই কথা বলিয়া সেই লিঙ্গে লীন হইলেন। নর্ম্মদাও অদ্ভুত পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্টা হইলেন। অনন্তর দর্শনমাত্রে পাপহারিণী হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। সেই মুনিপ্রবরগণও মার্কণ্ডেয়ের কথা শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া স্ব স্ব হিতানুষ্ঠান করিলেন। স্কন্দ বলিলেন,—মানব ভক্তিযোগে নর্ম্মদেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে পাপকঞ্চুকমুক্ত হইয়া উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। ১—৩০।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯২।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। নর্ম্মদেশস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতং কল্মষনাশনম্। ইদানীং কথয় স্কন্দ সতীশ্বরসমুদ্ভবম্॥ ১॥ স্কন্দ উবাচ। মিত্রাবরুণসম্ভূত কথয়ামি কথাং শৃণু। যথা সতীশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যামাবির্বভূব হ॥ ২॥ পুরা ততাপ সুমহত্তপঃ শতধৃতির্মুনে। তপসা তেন দেবেশঃ সন্তুষ্টো বরদোঽভবৎ॥ ৩॥ উবাচ চাপি ব্রহ্মাণং নিতরাং ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ। সর্ব্বজ্ঞনাথো লোকাত্মা বরং বরয় লোককৃৎ॥ ৪॥ ব্রহ্মোবাচ। যদি প্রসন্নো দেবেশ বরং দাস্যসি বাঞ্ছিতম্। তদা ত্বং মে ভব সুতো দেবী দক্ষসুতাস্তু চ॥ ৫॥ ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ সর্ব্বদো ব্রহ্মণো বরম্। স্মিত্বা দেবীমুখং বীক্ষ্য প্রোবাচ চতুরাননম্॥ ৬॥ ব্রহ্মংস্ত্বদ্বাঞ্ছিতং ভূয়াৎ কিমদেয়ং পিতামহ। ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণো ভালাদাবিরাসীচ্ছশাঙ্কভৃৎ॥ ৭॥ রুদন্ স উত্তানশয়ো ব্রহ্মণো মুখমৈক্ষত। ততো ব্রহ্মাপি তং বালং রুদন্তং প্রবিলোক্য চ॥ ৮॥ কিং মাজনকমাপ্যাপি ত্বং রোদিষি মুহুর্ম্মুহুঃ। অথেতি পৃথুকঃ প্রাহ যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা॥ ৯॥ নাম্নে রোদিমি মে স্রষ্টর্নাম দেহি পিতামহ। রোদনাদ্রুদ্র ইত্যাখ্যাং স মায়াডিম্ভকোঽলভৎ॥ ১০॥ অগস্ত্য উবাচ। অর্ভকত্বং গতোঽপীশঃ কিং রুরোদ ষড়ানন। যদি বেৎসি তদাচক্ষ্ব মহৎকৌতূহলং হি মে॥ ১১॥ স্কন্দ উবাচ। সর্ব্বজ্ঞস্য কুমারত্বাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদবৈম্যহম্। রোদনে কারণং বচ্মি শৃণু কুম্ভসমুদ্ভব॥ ১২॥ মনসীতি বিচারোঽভূদ্দেবস্য পরমাত্মনঃ। বুদ্ধিবৈভবমস্ত্যহো বীক্ষিতুং পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১৩॥ সত্যলোকাধিনাথস্য চতুরাস্যস্য বেধসঃ। ইত্যানন্দাৎ সমুদ্ভূতো বাষ্পপূরো মহেশিতুঃ॥ ১৪॥ অগস্ত্য উবাচ। কিং বুদ্ধিবৈভবং ধাতুঃ শম্ভুনা মনসীক্ষিতম্। যেনানন্দাশ্রুসম্ভারো বাল্যেঽপ্যভবদীশিতুঃ॥ ১৫॥ এতৎকথয় মে প্রাজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞানন্দবর্দ্ধন। কুম্ভজন্মাগস্ত্যদিতং বাক্যং তারকারিরুবাচ হ॥ ১৬॥ দেবেন

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে স্কন্দ! নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গের কলুষহারী মাহাত্ম্য আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে; এক্ষণে সতীশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তিকথা বর্ণন করুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মিত্রাবরুণনন্দন! কাশীতে যেরূপে সতীশ্বরলিঙ্গের আবির্ভাব হয়, তদ্বিষয়ক কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণপ্রিয় সর্ব্বজ্ঞ নাথ দেবদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানে উদ্যত হইলেন ও বলিলেন,—হে লোককর্ত্তঃ! কি বর প্রার্থনা কর, বল। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবাদিদেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যাহাতে আপনি আমার পুত্র ও দেবী ভগবতী দক্ষের কন্যা হন। সর্ব্বদাতা মহাদেব ব্রহ্মার এই বর শ্রবণ করিয়া দেবী ভগবতীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া চতুরাননকে বলিলেন,—হে পিতামহ ব্রহ্মন্! তোমাকে অদেয় কি আছে? অতএব তোমার প্রার্থনা সিদ্ধ হউক। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শশিমৌলি ব্রহ্মার কপালদেশ হইতে বালক হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই বালক রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই বালককে রোদন করিতে দেখিয়া "আমাকে পিতা প্রাপ্ত হইয়াও কেন মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতেছ?" এই কথা বলিলেন। তখন বালক পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া বলিল,—হে সৃষ্টিকর্ত্তঃ! আমি নামের জন্য রোদন করিতেছি। হে পিতামহ! আমার নাম প্রদান করুন। সেই মায়াবালক তখন রোদন হেতু রুদ্র আখ্যা লাভ করিল। :—১০। অগস্ত্য বলিলেন,—হে ষড়ানন! ঈশ্বর মহাদেব শিশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেন রোদন করিয়াছিলেন, ইহা যদি অবগত থাকেন, তবে বলুন, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভোদ্ভব! আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ দেবদেবের পুত্র বলিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত আছি, অতএব রোদনের কারণ কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। পরমাত্মা দেবাদিদেব মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, অহো! সত্যলোকপতি, বিধাতা, পরমেষ্ঠী চতুরাননের কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিবৃত্তি! ইহা ভাবিতে ভাবিতে সেই মহেশ্বরের আনন্দ উদয় হইল, এবং আনন্দ হইতেই বাষ্পপূর উদ্ভূত হইল। অগস্ত্য বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞের অনন্দবর্দ্ধন প্রাজ্ঞ, ষড়ানন! এক্ষণে বলুন, বিধাতার কি বুদ্ধিবিভব দর্শনে শম্ভু মনে মনে ভাবিয়াছিলেন? যাহাতে তাঁহার নয়নবর্ত্ম হইতেও আনন্দাশ্রু নির্গত হইয়াছিল। অগস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তারকারিপু তাঁহাকে বলিলেন,

...ব্যতিরিক্তি ভুক্তজনে মুনে। বিনাপত্যং ...ভাবং স্ব উদ্ধর্তুমিহ প্রভুঃ॥ ১৭॥ একো মনোরথস্ত্বাদ্যঃ দ্বিতীয়োঽয়ং সুনিশ্চিতম্। অপত্যত্বং ...স্মিন্ সর্বদুঃখাপহারিণি॥ ১৮॥ ক্ষণং ক্ষণং সমালোক্যমঙ্গস্পর্শেক্ষণং ক্ষণম্। একশয্যা-সমাহারং লপ্স্যেঽহমনেন ক্ষণে ক্ষণে॥ ১৯॥ যোঽয়ং ন গোচরঃ ক্বাপি বাণীমনসয়োরপি। স মেঽপত্য-ভাবমাপন্নঃ কিং ন্বাদাস্তি ভিস্তিতম্॥ ২০॥ যোঽমুং ...পশ্যেজ্জন্তুর্যোঽমুং পশ্যেৎ সকৃন্মুদা। ন স ভূয়োঽভিজায়েত ভবেচ্চানন্দমেদুরঃ॥ ২১॥ গৃহক্রীড়নকং মেঽসৌ যদি ভূয়াৎ কথঞ্চন। তদা...স্য সৌখ্যস্য নিধানং স্যামসংশয়ম্॥ ২২॥ বিধেঃ সমীহিতং চেতি নূনং জ্ঞাত্বা স সর্ববিৎ। আনন্দবাষ্পকলিতং চক্ষুর্দ্বয়মধীধরৎ॥ ২৩॥ শ্রুত্বে ত্যাগস্তিঃ স্কন্দস্য ভাষিতং পর্য্যমুমুদৎ। ননাম চাঙ্ঘ্রী প্রোবাচ জয় সর্বজনন্দন॥ ২৪॥ বিধেরপি মনো জ্ঞাতং শম্ভোরপি মনোগতম্। সম্যক্ চিন্তং ত্বয়া জ্ঞাতং নমস্তভ্যং চিদাত্মনে॥ ২৫॥ স্কন্দোঽপি নিতরাং তুষ্টঃ শ্রোতুরানন্দদর্শনাৎ। ধন্যোঽস্য-গস্ত্য ধন্যোঽসি শ্রোতুঃ জানাসি তত্ত্বতঃ॥ ২৬॥ ন মে শ্রমো বৃথা জাতো ত্বদগ্রে পুরঃ কথাম্। ইত্যা-গস্তিং সমাভাষ্য পুনঃ প্রাহ ষড়াননঃ॥ ২৭॥ রোদে রুদ্রস্থমাপন্নে দেবী দক্ষসুতাভবৎ। সাপি তপ্ত্বা তপস্তীব্রং সতী কাশ্যাং বরার্থিনী॥ ২৮॥ দদর্শ লিঙ্গরূপেণ প্রাদুর্ভূতং হরং পুরঃ। অলং তপ্ত্বা মহাদেবি প্রোক্তবন্তমিতি স্ফুটম্॥ ২৯॥ ইদং সতীশ্বরং লিঙ্গং তব নাম্না ভবিষ্যতি। যথা মনো-রথস্তেঽত্র ফলিতো দক্ষকন্যকে॥ ৩০॥ তথৈতল্লিঙ্গ-মারাধ্যান্যস্যাপি হি ফলিষ্যতি। কুমারী প্রাপ্স্যতি পতিং মনসোঽপি সমুচ্ছ্রিতম্॥ ৩১॥ এতল্লিঙ্গং সমা-রাধ্য কুমারোঽপি বরাঙ্গনাম্। যস্য যস্য হি যঃ কামস্তস্য তস্য হি স ধ্রুবম্॥ ৩২॥ ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সতীশ্বরসমর্চনাৎ। সতীশ্বরং সমভ্যর্চ্য যো যো যং যং সমীহতে॥ ৩৩॥ তস্য তস্য স স ক্ষিপ্রং ভবিষ্যতি মনোরথঃ। ইতোঽষ্টমে চ দিবসে স্বজ্জনেত্য প্রজাপতিঃ॥ ৩৪॥ মহ্যং দাস্যতি কন্যাং ত্বাং সফলস্তে মনোরথঃ। ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ-

—হে অগস্ত্য মুনে! দেবাদিদেব মনে মনে এই ভাবিয়াছিলেন যে, "অপত্য ব্যতিরেকে জনকের উদ্ধার নাই" ব্রহ্মার এই প্রথম মনোরথ, আর দ্বিতীয় মনোরথ এই যে, স্মরণকর্ত্তারও ভবদুঃখ-মোচক এই মহেশ্বর আমার পুত্রভাব স্বীকার করিলে প্রতিক্ষণে দর্শন, অঙ্গস্পর্শ, একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন ও একত্র আহার করিব; যিনি বাক্য ও মনের অতীত, তিনি আমার পুত্র হইলে আমি কি না পাইব? যে জীব ইঁহাকে সকৃৎ স্পর্শ বা একবার আনন্দে দর্শন করে, তাহার আর জন্ম হয় না, কেবল সে আনন্দ ভোগ করিতে থাকে; তিনি যদি আমার গৃহের ক্রীড়াপুত্তলী স্বরূপে হন, তবে আমি নিঃসংশয় পরম সুখের আধার হইব। সর্বজ্ঞ সেই মহেশ্বর, বিধির এই মনোভাব জানিয়া নয়নদ্বয়ের আনন্দবাষ্প ধারণ করিয়াছিলেন। স্কন্দদেবের এই কথা শুনিয়া অগস্ত্য অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তদীয় চরণদ্বয়ে প্রণত হইয়া বলিলেন,—জয়, জয়, সর্বজনন্দনের জয়! তুমি বিধিরও চিত্ত বুঝিতে পারিয়াছ, মহে-শ্বরেরও মনের ভাব জানিয়াছ,—তুমি যথার্থই মন জানিয়াছ,—তুমি চিদাত্মস্বরূপ, তোমায় নমস্কার। স্কন্দদেবও শ্রোতার আনন্দ দর্শনে [illegible] তুষ্ট হইয়া "ধন্য! ধন্য! হে অগস্ত্য! তুমিই যথার্থ শ্রবণ করিতে জান, তোমার অগ্রে কথা বলিয়া আমার শ্রম সার্থক হইল" এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া ষড়ানন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—তখন শিশুরূপী দেবদেবকে ব্রহ্মা রুদ্র (রোদন হেতু) নাম দিলেন। দেবী ভগবতীও সতী নামে দক্ষের কন্যা হইলেন। সেই সতীদেবী বরপ্রার্থিনী হইয়া কাশীতে কঠোর তপস্যা করিয়া সম্মুখে, লিঙ্গরূপে আবির্ভূত ভগবান্ হরকে দেখিতে পাইলেন। সেই লিঙ্গরূপী হর, তাঁহাকে স্পষ্টস্বরে বলিলেন,—হে মহাদেবি! আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার নামে এই লিঙ্গের নাম সতীশ্বর হইবে। অয়ি দক্ষসুতে! তোমার যেমন মনোরথ ইহা হইতে সিদ্ধ হইল, তেমনি এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে অন্যেরও সিদ্ধি হইবে। এই লিঙ্গ অর্চনা করিয়া কুমারী, মন অপেক্ষা উন্নত পতি ও কুমারপুরুষ, শ্রেষ্ঠভার্য্যা লাভ করিবে। ইঁহার অর্চনাকালে যে যে ব্যক্তি যাহা যাহা অভি-লাষ করিবে, তাহার তাহার সেই সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে; ইহাতে সন্দেহ নাই। আজ হইতে অষ্টম দিবসে তোমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি আমার হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিবেন। [illegible]

রত্নেশ্বরাত্তিতোঽভবৎ ॥ ৩৫ ॥ সাপি স্বভবনং যাতা সতী দাক্ষায়ণী মুদা। পিতাপি তস্মৈ প্রাদাত্তাং কন্যাং গিরিশহেতবে ॥ ৩৬ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইত্থং সতীশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং প্রাদুরভূন্মুনে। স্মরণাদপি লিঙ্গস্য দদ্যাৎ সত্ত্বগুণং পরম্ ॥ ৩৭ ॥ রত্নেশাৎপূর্ব্বতো ভাগে দৃষ্ট্বা লিঙ্গং সতীশ্বরম্। মুচ্যতে পাতকৈঃ সদ্যঃ ক্রমাজ্জ্ঞানং চ বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সতীশ্বরপ্রাদুর্ভাবো নাম ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। অন্যান্যপি চ লিঙ্গানি কথয়ামি মহামুনে। অমৃতেশমুখাদীনি যন্নামাপ্যমৃতপ্রদম্ ॥ ১ ॥ পুরা সনারুনামাসীন্মুনিরত্র গৃহাশ্রমী। ব্রহ্মযজ্ঞরতো নিত্যং নিত্যং চাতিথিদৈবতঃ ॥ ২ ॥ লিঙ্গপূজারতো নিত্যং নিত্যং তীর্থাপ্রতিগ্রহী। তস্যৈবেরভবৎ পুত্রঃ সনারোরুপজঙ্ঘনিঃ ॥ ৩ ॥ স কদাচিদ্গতোঽরণ্যং তত্র দষ্টঃ পৃদাকুনা। অথ তৎসবয়োভিশ্চ স আনীতঃ স্বমাশ্রমম্ ॥ ৪ ॥ সনারুণা সমুদ্ভৃত্য নীতঃ স উপজঙ্ঘনিঃ। মহাশ্মশানভূভাগং স্বর্গদ্বারসমীপতঃ ॥ ৫ ॥ তত্রাসীৎ শ্রীকলাকারং লিঙ্গমেকং সুগুপ্তবৎ। নিধায় তত্র তং যাবচ্ছবং সঞ্চিন্তয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬ ॥ সর্পদষ্টস্য সংস্কারঃ কথং ভবতি চেতি বৈ। তাবৎ স জীবন্নুত্তস্থৌ সুপ্তবচ্চোপজঙ্ঘনিঃ ॥ ৭ ॥ অথ তং বীক্ষ্য স মুনিঃ সনারুরুপজঙ্ঘনিম্। পুনঃ প্রাণিতসম্পন্নং বিস্ময়ং প্রাপ্তবান্ পরম্ ॥ ৮ ॥ প্রাণিতস্যেহ কো হেতুর্মচ্ছিশোরুপজঙ্ঘনেঃ। ক্ষেত্রেঽত্র হিরিষ্টে হি দষ্টানৈষীৎপরাসুতাম্ ॥ ৯ ॥ ইতি যাবৎ স সংবক্তে ধিয়ং তজ্জীবিতৈকিকাম্। তাবৎপিপীলিকা দৃষ্টা মৃতং ক্বাপি পিপীলিকম্ ॥ ১০ ॥ আনিনায় চ তত্রৈব সোঽপ্যনন্নির্গতস্ততঃ। অথ বিজ্ঞায় স মুনিস্তস্য জীবিতসূচিতম্ ॥ ১১ ॥ মৃতুহস্ততলেনৈব যাবৎ খনতি বৈ মুনিঃ। তাবচ্ছ্রীকলমাত্রং হি লিঙ্গং তেন সমীক্ষিতম্ ॥ ১২ ॥ সনারুণাথ তল্লিঙ্গং তেন তত্র সমর্চ্চিতম্। চিরকালীনলিঙ্গস্য কৃতং নামাপি সান্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥ অমৃতেশ্বরনামেদং লিঙ্গমানন্দকাননে। এতল্লিঙ্গস্য সংস্পর্শাদমৃতত্বং লভেদ্‌-

---

দেবাদিদেব তথায় অন্তর্হিত হইলেন। সেই দক্ষ-কন্যা সতী দেবীও আনন্দে নিজভবনে প্রস্থান করিলেন। পিতা দক্ষ অষ্টম দিবসে ভগবান রুদ্রদেবকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনে! এইরূপে কাশীতে সতীশ্বর লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; স্মরণ করিলেও এই লিঙ্গ পরম সত্ত্বগুণ প্রদান করিয়া থাকেন। রত্নেশ্বরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত সতীশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিয়া মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় ও ক্রমে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১—৩৮॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন,—হে মহামুনে! যাঁহাদের নামও মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকে, সেই অমৃতেশ্বরপ্রমুখ অন্যান্য লিঙ্গের কথাও বলিতেছি। পূর্ব্বকালে কাশীতে সনারু নামে এক গৃহস্থ মুনি ছিলেন। তিনি নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞরত, নিত্য অতিথিপূজক এবং নিত্য লিঙ্গপূজায় তৎপর ছিলেন। তিনি কখনই প্রতিগ্রহ করিতেন না। সেই সনারুমুনির উপজঙ্ঘনি নামে পুত্র ছিলেন। একদা সেই উপজঙ্ঘনি বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হন। অনন্তর, তাঁহার বয়স্কেরা সেই উপজঙ্ঘনিকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া আসিলেন। সনারু, বিলাপ করিয়া স্বর্গদ্বার-সমীপে শ্মশানভূমিতে সেই মৃত উপজঙ্ঘনিকে লইয়া গেলেন।১—৫। তথায় শ্রীকলাকৃতি এক লিঙ্গ অতি গুপ্তভাবে ছিলেন; ঋষি সেই শবকে তদুপরি রাখিয়া কিরূপে এই সর্পদষ্ট ব্যক্তির সংস্কার করিবেন, তাহার চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় সেই মৃত বালক, সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের ন্যায়, জীবন পাইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ঋষি ভাবিতে লাগিলেন যে, এই মদাত্মজ উপজঙ্ঘনি ক্ষেত্রবহির্দ্দেশে সর্পাঘাতে মৃত হইয়া কি কারণে পুনর্জীবন পাইল? এমত সময়ে এক পিপীলিকা একটী মৃত পিপীলিকাকে তথায় আনিল ও তত্রত্য ভূমি স্পর্শ করাইবামাত্র সেই পিপীলিকা পুনর্জীবিত হইয়া পিপীলিকার সহিত অন্যত্র গমন করিল। সেই মুনি তাহাতেই নিজ পুত্রের পুনর্জীবন পাইবার হেতু অবগত হইয়া হস্ত দ্বারা তথাকার ভূমি খনন করিতে লাগিলেন। কিছু পরেই দেখিলেন, শ্রীকলাকৃতি এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তখন তিনি তাঁহার পূজাদি যথাবিধানে সম্পন্ন করিয়া এই স্থানে

আদাদ স্বয়মেব হি। তত্রাবিরাসীত্তেজস্বি তেন ক্ষেত্রমিদং শুভম্ ॥ ৩৩ ॥ চক্রপুষ্করিণীতীরে জ্যোতীরূপেশ্বরং তদা। দূরস্থোঽপীহ যো ধ্যায়েত্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৩৪ ॥ এতেষপি চ লিঙ্গেষু চতুর্দ্দশসু সত্তম। লিঙ্গাষ্টকং মহাবীর্য্যং কর্ম্মবীজদবানলম্ ॥ ৩৫ ॥ ওঙ্কারাদীনি লিঙ্গানি যান্যুক্তানি চতুর্দ্দশ। তথা দক্ষেশ্বরাদীনি লিঙ্গান্যষ্টৌ মহান্তি চ ॥ ৩৬ ॥ শৈলেশাদীনি লিঙ্গানি তথা যানি চতুর্দ্দশ। পুনঃ ষট্‌ত্রিংশদেতানি ক্ষেত্রসংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৩৭ ॥ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপোঽহসৌ লিঙ্গেষেষু সদাশিবঃ। অস্মিন্ ক্ষেত্রে বসন্নিত্যং তারকং জ্ঞানমাদিশেৎ ॥ ৩৮ ॥ ক্ষেত্রস্য তত্ত্বমেতদ্ধি ষট্‌ত্রিংশল্লিঙ্গরূপ্যহো। এতেষাং ভজনাৎ পুংসাং ন ভবেদ্দুর্গতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥ মুনে রহস্যভূতানি লিঙ্গান্যেতানি নিশ্চিতম্। এতল্লিঙ্গপ্রভাবাচ্চ মুক্তিরত্র সুনিশ্চিতা ॥ ৪০ ॥ মোক্ষক্ষেত্রমিদং কাশী লিঙ্গৈরেতৈর্ম্মহামতে। এতান্যন্যানি সিদ্ধানি সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥ ৪১ ॥ আনন্দকাননং শম্ভোঃ ক্ষেত্রমেতদনাদিমৎ। অত্র সংস্থিতিমাপন্না মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ যোগসিদ্ধিরিহাস্ত্যেব তপঃসিদ্ধিরিহৈব হি। ব্রতসিদ্ধির্ম্মন্ত্রসিদ্ধিস্তীর্থসিদ্ধিঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪৩ ॥ সিদ্ধ্যষ্টকঞ্চ যৎ প্রোক্তমণিমাদ্যং মহত্তরম্। তজ্জন্মভূমিরেষৈব শম্ভোরানন্দবাটিকা ॥ ৪৪ ॥ নির্ব্বাণলক্ষ্ম্যাঃ সদনমেতদানন্দকাননম্। এতৎ প্রাপ্য ন মোক্তব্যং পুণ্যৈঃ সংসারভীরুণা ॥ ৪৫ ॥ অয়মেব মহালাভ ইদমেব পরং তপঃ। এতদেব মহৎপুণ্যং লব্ধা বারাণসীহ যৎ ॥ ৪৬ ॥ অবশ্যং জন্মিনো মৃত্যুর্যত্র কুত্র ভবিষ্যতি। কর্ম্মানুসারিণী লভ্যা গতিঃ পশ্চাচ্ছুভাশুভা ॥ ৪৭ ॥ মৃত্যুং বিজ্ঞায় নিয়তং গতিং কর্ম্মানুসারিণীম্। অবশ্যং কাশিকা সেব্যা সর্ব্বকর্ম্মনিবারিণী ॥ ৪৮ ॥ মানুষ্যং প্রাপ্য যে মূঢ়া নিমেষমিতজীবিতম্। ন সেবন্তে পুরীং কাশীং তে মুষ্টা মন্দবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ দুর্লভং জন্ম মানুষ্যং দুর্লভা কাশিকা পুরী। উভয়োঃ সঙ্গমাসাদ্য মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ ক চ তাদৃক্ তপাংসীহ ক তাদৃগ্‌যোগ উত্তমঃ। যাদৃগ্‌ভিঃ প্রাপ্যতে মুক্তিঃ কাশ্যাং মোক্ষোত্তমোত্তমঃ ॥ ৫১ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যপূর্ব্বং পুনঃপুনঃ। ন কাশীসদৃশী মুক্ত্যৈ ভূমিরন্যা মহীতলে ॥ ৫২ ॥ বিশ্বেশো মুক্তিদো নিত্যং মুক্ত্যৈ চোত্তরবাহিনী। আনন্দকাননে মুক্তির্ম্মুক্তির্নান্যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৫৩ ॥ এক এব হি বিশ্বেশো মুক্তিদো নান্য এব হি। স এব কাশী

তেজোময় লিঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত এই ক্ষেত্র অতি মঙ্গলদায়ক। চক্রপুষ্করিণীস্থিত এই মহালিঙ্গ দূরস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াও তদ্দণ্ডে তাহার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দশ লিঙ্গ যেমন অতি বীর্য্যশালী ও কর্ম্মসূত্রের ছেদক এই আটটীও তদ্রূপ জানিবে। দক্ষেশ্বরাদি অষ্ট লিঙ্গ, প্রণবেশ্বর প্রভৃতি চতুর্দ্দশ লিঙ্গের সমান এবং শৈলেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ লিঙ্গও ইহাদের মত অতি মহৎ। ছত্রিশ তত্ত্বস্বরূপ ও ক্ষেত্রসিদ্ধিসূচক এই ছত্রিশ লিঙ্গে সদাশিব নিয়ত অবাস্থত থাকিয়া জীবগণকে তারকজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। হে মুনে! এই ছত্রিশ লিঙ্গ সেবা করিলে জীবের কখন কোন দুঃখ থাকে না; ইহারাই কাশীর রহস্য, ইহারাই এই ক্ষেত্রে স্বপ্রভাবে মোক্ষ প্রদান করিতেছেন এবং ইহাদের অবস্থান কারণেই কাশীর মোক্ষক্ষেত্র নাম হইয়াছে। যুগে যুগে ইহঁরা ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সিদ্ধ লিঙ্গ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এই মহাক্ষেত্র অনাদিধাম আনন্দধামে যাহারা বাস করেন, তাঁহাদের মুক্তিসিদ্ধি লাভ হয়। এই শিবের আনন্দকানন যোগসিদ্ধি তপঃসিদ্ধি, ব্রতসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিরই উৎপত্তিস্থান। এই মোক্ষলক্ষ্মীর বাসভূমি আনন্দবনে পুণ্যপ্রভাবে একবার উপস্থিত হইয়া সংসারভীরু ব্যক্তির উহাকে পরিত্যাগ করা কদাচ উচিত নহে। কাশীলাভই মহালাভ মহাতপস্যা ও মহৎ পুণ্য জানিবে। যেখানে হউক জীবের এক দিন মৃত্যু নিশ্চয় থাকে, পরে কর্ম্মানুরূপ সদসদ্গতি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং মৃত্যু ও গতিকে অবশ্যম্ভাবিরূপে জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বতোভাবে জীবের কর্ম্মনাশিনী কাশীর সেবা করা উচিত। এই ক্ষণভঙ্গুর মানব জন্ম পাইয়া যাহারা কাশীর সেবা না করে, সেই মূঢ়চেতাদিগকে নিশ্চয়ই দৈব বঞ্চনা করিয়া থাকেন। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া যদি দুর্লভ কাশীধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে এই উভয়ের মিলনে মুক্তি করগতাই থাকেন। এ সংসারে তাদৃশ যোগ বা তপস্যা নাই, যাহার প্রভাবে কাশীর সেবা না করিয়াও তৎসেব্যফলস্বরূপ মোক্ষ লাভ হয়। আমি বারংবার সত্য করিয়া বলিতেছি এই ভূমণ্ডলে কাশীতুল্য মুক্তিস্থান আর নাই।

মুক্তিং যচ্ছন্তি নান্যতঃ ॥ ৫৪ ॥ সাযুজ্যমুক্তি-রন্যত্র সান্নিধ্যাদিরথান্যতঃ। সুলভা সাপি নো পুংসাং কাশ্যাং মোক্ষোঽস্তি হেলয়া ॥ ৫৫ ॥ স্কন্দ উবাচ। শৃণুষ্বাদ্য মহাভাগ ভবিষ্যং কথয়াম্যহম্। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসো হ্যকথয়দ্যন্মহদ্বচঃ। নিশ্চিতং মুনয়ঃ পশ্চাদ্যৎকরিষ্যন্তি তচ্ছৃণু ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অমৃতেশাদিলিঙ্গপ্রাদুর্ভাবো নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ। শৃণু সূত মহাবুদ্ধে যথা স্কন্দেন ভাষিতম্। ভবিষ্যং মম তস্যাগ্রে কুম্ভযোনে মহামতে ॥ ১ ॥ স্কন্দ উবাচ। নিশাময় মহাভাগ ত্বং মৈত্রাবরুণে মুনে। পারাশর্য্যো মুনিবরো যথা দেহমুপৈষ্যতি ॥ ২ ॥ ব্যস্য বেদান্মহাবুদ্ধির্নানা-শাখাপ্রভেদতঃ। অষ্টাদশপুরাণানি সূতাদীন্ পরিপাঠ্য চ ॥ ৩ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং রহস্যং যশ্চকীকরৎ। মহাভারতসংজ্ঞঞ্চ সর্ব্বলোকমনোহরম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বশান্তিকরং-পরম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যতি ॥ ৫ ॥ একদা স মুনিঃ শ্রীমান্ পর্য্যটন্ পৃথিবীতলে। সম্প্রাপ্তো নৈমিষারণ্যং যত্র সন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৬ ॥ অষ্টাশীতি সহস্রাণি শৌনকাদ্যাস্তপোধনাঃ। ত্রিপুণ্ড্রতমহাভালা লসদ্রুদ্রাক্ষমালিনঃ ॥ ৭ ॥ বিভূতিধারিণো ভক্ত্যা রুদ্রসূক্তজপপ্রিয়ান্। লিঙ্গারাধন-সংসক্তান্ শিবনামকৃতাদরান্ ॥ ৮ ॥ এক এব হি বিশ্বেশো মুক্তিদো নান্য এব হি। ইতি ব্রুবাণান্ সততং পরিনিশ্চিতমানসান্ ॥ ৯ ॥ বিলোক্য স মুনির্ব্যাসস্তান্ সর্ব্বান্ গিরিশাশ্রয়ান্। উৎক্ষিপ্য তর্জ্জনীমুচ্চৈঃ প্রোবাচেদং বচঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥ পরিনিম্মথ্য বাগ্জালং সুনিশ্চিত্যাসকৃদ্বহু। ইদমেকং পরিজ্ঞাতং সেব্যঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ১১ ॥ বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণেষু চ ভারতে। আদিমধ্যা-বসানেষু হরিরেকোঽত্র নাপরঃ ॥ ১২ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং [illegible] ন মৃষা পুনঃ। ন বেদাদপরং শাস্ত্রং ন দেবোঽচ্যুততঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥ লক্ষ্মীশঃ সর্ব্বদো নান্যো লক্ষ্মীশোঽপ্যপবর্গদ ।

এ স্থানে স্বয়ং মহাদেব ও উত্তরবাহিনী ভাগীরথী অবস্থান করিয়া জীবগণকে মুক্তিপ্রদান করিতেছেন বলিয়া এই স্থানেই মুক্তি হয়, অপর মুক্তিস্থান নাই। একমাত্র বিশ্বেশ্বর মুক্তিদাতা হইয়া জীবগণকে কাশীপ্রাপ্ত করাইয়া মুক্ত করিতেছেন। এই কাশীতে মাত্র সাযুজ্যমুক্তি পাওয়া যায়, অন্যান্য স্থানে তদিতর সান্নিধ্যাদিমুক্তি, তাহাও অতি ক্লেশে পাওয়া যায়, কিন্তু এ স্থানে বিনা আয়াসে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ হয়। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! অগস্ত্য! ভবিষ্যতে মহর্ষি ব্যাস ও তৎশিষ্য-দিগের যে সংবাদ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ২৫—৫৬।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে মতিমন্ সূত! সর্ব্বজ্ঞ স্কন্দ, অগস্ত্যের নিকট আমার ভবিষ্যদ্বিষয় যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মহাভাগ কুম্ভযোনে! মুনীন্দ্র পরাশর-নন্দন যেরূপে মোহপ্রাপ্ত হইবেন, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। সেই মহাবুদ্ধিমান্ ব্যাস, বেদ-[illegible] করিয়া, সূতপ্রভৃতিকে অষ্টাদশ পুরাণ উপদেশ দিয়া বেদ, পুরাণ ও স্মৃতির সারসংগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের মনোহারী, পাপনাশক ও সর্ব্বশান্তিবিধায়ক মহাভারত নামে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন, যাহা লোক কর্ত্তৃক শ্রুত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যাদি জন্য পাপ দূর করিয়া থাকেন। ১—৫। একদা তিনি ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া শৌনকাদি অষ্টাশীতিসহস্র তাপসদিগকে অবলোকন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক শিবনামে কৃতাদর হইয়া রুদ্রসূক্ত জপ ও শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেছেন এবং 'একমাত্র বিশ্বনাথই মুক্তিদাতা' এই কথা বারংবার বলিতেছেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাদের অকপট শিবভক্তি সন্দর্শন করিয়া তর্জ্জনী উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চ-স্বরে কহিলেন,—সমুদয় শাস্ত্রের সারমর্ম্ম উদঘাটনে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, ভগবান্ হরি ব্যতীত কেহ আরাধনীয় নহেন। চতুর্ব্বেদ, মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ শাস্ত্র সকলের সর্ব্বস্থানেই [illegible] [illegible] দেখা যায়। [illegible]

এক এব হি লক্ষ্মীশস্ততো ধ্যেয়ো ন চাপরঃ॥ ১৪॥ ভুক্তের্মুক্তেরিহাস্তত্র নান্যো দাতা জনার্দ্দনাৎ। তস্মাচ্চতুর্ভুজো নিত্যং সেবনীয়ঃ সুখেপ্সুভিঃ॥ ১৫॥ বিহায় কেশবাদন্যং যে সেবন্তেহল্পমেধসঃ। সংসারচক্রে গহনে তে বিশন্তি পুনঃপুনঃ॥ ১৬॥ এক এব হি সর্ব্বেশো হৃষীকেশঃ পরাৎপরঃ। তং সেবমানঃ সততং সেব্যস্ত্রিজগতাং ভবেৎ॥ ১৭॥ একো ধর্ম্মপ্রদো বিষ্ণুরেকো বহ্বর্থদো হরিঃ। একঃ কামপ্রদশ্চক্রী ত্বেকো মোক্ষপ্রদোঽচ্যুতঃ॥ ১৮॥ শার্ঙ্গিণং যে পরিত্যজ্য দেবমন্যমুপাসতে। তে সদ্ভিশ্চ বহিষ্কার্য্যা বেদহীনা যথা দ্বিজাঃ॥১৯॥ শ্রুত্বেতি বাক্যং ব্যাসস্য নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। প্রবেপমানহৃদয়াঃ পরিপ্রোচুরিদং বচঃ॥ ২০॥ ঋষয় উচুঃ। পারাশর্য্যমুনে মান্যস্ত্বমস্মাকং মহামতে। যতো বেদাস্ত্বয়া ব্যস্তাঃ পুরাণান্যপি বেৎসি যৎ॥ ২১॥ যতশ্চ কর্ত্তা ত্বমসি মহতো ভারতস্য বৈ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিনিশ্চয়কৃতো ধ্রুবম্॥ ২২॥ তত্ত্বজ্ঞঃ কোঽপরশ্চাত্র ত্বত্তঃ সত্যবতীসুত। ত্বয়া যৎ প্রতিজ্ঞাতং নিশ্চিত্যোৎক্ষিপ্য তর্জ্জনীম্॥ ২৩॥ অস্মিন্মাণবকাস্তত্র পরিশ্রদ্দধতে ন হি। প্রতিজ্ঞাতস্য বচসস্তব শ্রদ্ধা ভবেত্তদা॥ ২৪॥ যদানন্দবনে শম্ভোঃ প্রতিজানাসি বৈ বচঃ॥ ২৫॥ গচ্ছ বারাণসীং ব্যাস যত্র বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্। ন তত্র যুগধর্ম্মোঽস্তি ন চ লগ্না বসুন্ধরা॥ ২৬॥ ইতি শ্রুত্বা মুনির্ব্যাসঃ কিঞ্চিৎ কুপিতবদ্ধৃদি। জগাম তূর্ণং সহিতঃ সশিষ্যৈরযুতোন্মিতৈঃ॥ ২৭॥ প্রাপ্য বারাণসীং ব্যাসঃ স্নাত্বা পঞ্চনদে হ্রদে। শ্রীমন্মাধবমভ্যর্চ্য যযৌ পাদোদকং ততঃ॥ ২৮॥ তত্র স্নানাদিকং কৃত্বা দৃষ্ট্বা চৈবাদিকেশবম্। পঞ্চরাত্রং ততঃ কৃত্বা বৈষ্ণবৈরভিনন্দিতঃ॥ ২৯॥ অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ শঙ্খৈর্বাদ্যমানৈঃ প্রমোদিতঃ। জয় বিষ্ণো হৃষীকেশ গোবিন্দ মধুসূদন॥ ৩০॥ অচ্যুতানন্ত বৈকুণ্ঠ মাধবোপেন্দ্রকেশব। ত্রিবিক্রম গদাপাণে শার্ঙ্গপাণে জনার্দ্দন॥ ৩১॥ শ্রীবৎসবক্ষঃ শ্রীকান্ত

বলিতে পারি, যেমন বেদেতর শাস্ত্র নাই, তদ্রূপ হরি ভিন্ন দেবতা নাই। তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বলিয়া তাঁহাকেই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। অপর কেহই ধ্যেয় নহেন। সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে একমাত্র ভোগমোক্ষপ্রদায়ী ভগবান্ জনার্দ্দনকেই সেবা করা কর্ত্তব্য; যাহারা মূঢ়তা বশতঃ কেশবেতর দেবের সেবা করে, তাহাদের সংসারচক্রে বারংবার ঘুরিতে হয়। একমাত্র হৃষীকেশকেই জগদীশ্বর বলিয়া জানিবে; তাঁহার সেবক হইলে ত্রিভুবনের নিকট সেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়। একমাত্র বিষ্ণুই ধর্ম্ম প্রদান করিতেছেন, একমাত্র হরিই অর্থ প্রদাতা, একমাত্র চক্রীই কাম প্রদান করিতেছেন ও ভগবান্ অচ্যুতই মোক্ষ বিধান করিয়া থাকেন। সেই হরিকে পরিহার করিয়া দেবেতরের উপাসনা করিলে সাধুসন্নিধানে বেদবিহীন বিপ্রের ন্যায় অপমানিত হইতে হয়; এই প্রকার ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে তত্রত্য তপস্বিগণ কম্পান্বিতহৃদয়ে কহিতে লাগিলেন,—হে মুনিবর! পারাশর! আপনি বেদবিভাগকর্ত্তা, অষ্টাদশপুরাণকর্ত্তা ও যাহা হইতে চতুর্ব্বর্গের নির্ণয় হয়, সেই মহাভারতেরও রচয়িতা, সুতরাং আমাদের সকলেরই আপনি পূজনীয়। হে সত্যবতীতনয়! এ সভায় আপনা অপেক্ষা কেহই তত্ত্বজ্ঞ না হইলেও আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্যে কাহারও বিশ্বাস হইতেছে না। এখানে শপথ করিয়া যাহা বলিলেন, যদি শিবক্ষেত্র কাশীতে যাইয়া এইরূপ শপথ করিয়া বলিতে পারেন, তবে আমরা ভবদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি।৬—২৫। যে স্থানে স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বনাথ বিরাজিত আছেন, যথায় যুগধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না ও যে স্থান পৃথিবীর মধ্যে হইয়াও মর্ত্ত্যলোক বলিয়া গণ্য নহে, এক্ষণে সেই কাশীক্ষেত্রেই গমন করা কর্ত্তব্য। মহামুনি ব্যাস তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করতঃ অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া ও দশসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়াই পঞ্চনদে অবগাহন করিলেন ও বিন্দুমাধবের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় পাদোদক তীর্থে স্নানাদি কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক ভগবান্ আদিকেশবের পঞ্চরাত্রবিধানে পূজা করিলেন। পরে শঙ্খনিনাদে প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট অভিনন্দন পাইয়া হরির স্তব করিতে লাগিলেন,—হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে মাধব! হে গোবিন্দ! হে বৈকুণ্ঠ! হে মধুসূদন! হে কেশব! হে ত্রিবিক্রম! হে উপেন্দ্র! হে জনার্দ্দন! হে [illegible]! হে

[illegible] হৃষীকেশ। কৈটভারে বলিধ্বংসিন্ কংসারে কেশিসূদন ॥ ৩২ ॥ নারায়ণাসুররিপো কৃষ্ণ শৌরে চতুর্ভুজ। দেবকীহৃদয়ানন্দযশোদানন্দবর্দ্ধন ॥ ৩৩ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ দৈত্যারে দামোদর বলিপ্রিয়। বলা-[illegible] হরে বাসুদেব বসুপ্রদ ॥ ৩৪ ॥ বিষক্-[illegible] বনমালিন্নরোত্তম। অধোক্ষজ ক্ষমাধার পদ্মনাভ জলেশয় ॥ ৩৫ ॥ নৃসিংহ যজ্ঞবারাহ গোপ গোপালবল্লভ। গোপীপতে গুণাতীত গরুড়ধ্বজ গোত্রভৃৎ ॥ ৩৬ ॥ জয় চাণূরমথন জয় ত্রৈলোক্য [illegible]। জয়ানাদ্য জয়ানন্দ জয় নীলোৎপলদ্যুতে ॥ ৩৭ ॥ কৌস্তভোদ্ভাসিতোরস্ক পূতনাবাতুশোষণ। রক্ষ রক্ষ জগদ্রক্ষামণে নরকদারক ॥ ৩৮ ॥ সহস্রশীর্ষ পুরুষ পুরুহূতসুখপ্রদ। যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং বৈ তত্ত্বেকঃ পুরুষো ভবান্ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যাদি নামমালাভিঃ সংস্তবন্ বনমালিনম্। স্বচ্ছন্দলীলয়া গায়দ্ভ্যশ্চ পরয়া মুদা ॥ ৪০ ॥ ব্যাসো বিশ্বেশ-ভবনং সমায়াতঃ স হৃষ্টবৎ। জ্ঞানবাপীপুরো-ভাগে মহাভাগবতৈঃ সহ ॥ ৪১ ॥ বিরাজমান-সৎকণ্ঠস্থলসীবরদামভিঃ। স্বয়ং তালধরো জাতঃ স্বয়ং জাতঃ সুনর্ত্তকঃ ॥ ৪২ ॥ বেণুবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ স্বয়ং শ্রুতিধরোঽভবৎ। নৃত্যং পরিসমাপ্যোচ্চৈঃ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ৪৩ ॥ পুনরূর্দ্ধং ভুজং কৃত্বা দক্ষিণং শিষ্যমধ্যগঃ। পুনঃ পপাঠ তানেব শ্লোকান্ গায়ন্নিবোচ্চকৈঃ ॥ ৪৪ ॥ পরি-নির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং সুনিশ্চিত্যাসকৃদ্বহু। ইদমেকং পরিজ্ঞানং সেব্যঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যাদি শ্লোকসঙ্ঘাতং স্বপ্রতিজ্ঞাপ্রবোধকম্। যাবৎ পঠতি স ব্যাসঃ সব্যমুৎক্ষিপ্য বৈ ভুজম্ ॥ ৪৬ ॥ তস্তম্ভ তাবত্তদ্বাহুং স শৈলাদিঃ স্বলীলয়া। বাক্‌স্তম্ভশ্চাপি তস্যাসীন্মুনের্ব্যাসস্য সন্মুনে ॥ ৪৭ ॥ ততো গুপ্তং সমাগম্য বিষ্ণুর্ব্যাসমভাষত। অপরাদ্ধং মহচ্চাত্র ভবতা ব্যাস নিশ্চিতম্ ॥ ৪৮ ॥ তবৈতদপ-রাধেন ভীতির্মেঽপি মহত্তরা। এক এব হি বিশ্বেশো দ্বিতীয়ো নাস্তি কশ্চন ॥ ৪৯ ॥ তৎ-প্রসাদাদহং চক্রী লক্ষ্মীশস্তৎপ্রভাবতঃ। ত্রৈলোক্য-রক্ষাসামর্থ্যং দত্তং তেন শম্ভুনা ॥ ৫০ ॥ তদ্ভক্ত্যা পরমৈশ্বর্যং ময়া লব্ধং বরাত্ততঃ। ইদানীং স্তুহি তং শম্ভুং যদি মে শুভমিচ্ছসি ॥ ৫১ ॥

[illegible]কান্ত। হে গদাধর। হে শার্ঙ্গিন্। হে পীতবাসঃ। হে দৈত্যদলন। হে কৈটভমর্দ্দন। হে জনার্দ্দন। হে বলিধ্বংসিন্! হে চতুর্ভুজ। হে কেশিসূদন। হে কংসারে। হে নারায়ণ। হে কৃষ্ণ। হে শৌরে। হে দেবকীহৃদয়ানন্দন। হে যশোদানন্দ-বর্দ্ধন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ। হে দৈত্যারে। হে বলিপ্রিয়। হে ইন্দ্রস্তুত। হে দামোদর। হে বলানুজ[illegible]! হে বাসুদেব। হে বিষ্বক্সেন। হে গরুড়ধ্বজ। হে বনমালিন্। হে গোপ। হে পুরুষোত্তম। হে পদ্মনাভ। হে অধোক্ষজ। হে সলিলশায়িন্। হে ভূমিধর। হে নৃসিংহ। হে যজ্ঞবারাহ! হে গুণাতীত। হে গোপীবল্লভ। হে গোপালপ্রিয়। হে পর্ব্বতধারিন। হে চাণূর-মর্দ্দন। হে আদ্যন্তরহিত। হে নিত্যানন্দময়। হে ভুবনপালক। হে নীলকমলকান্তে। হে পুতনা-প্রাণশোষণ। আপনার বক্ষে কৌস্তভ বিরাজ করিতেছে, আপনার বারংবার বিজয় হউক। [illegible] জগদ্রক্ষামণে। হে নরকান্তক। আমাদের [illegible] রক্ষা করুন। হে সহস্রশীর্ষ পুরুষ! [illegible]। হে আদ্যন্তরহিত। আপনি [illegible] বিরাজ করিতেছেন, আপনাকে [illegible] করিতেছি। পরমাশ্চর্যময় এই-[illegible] আগত হইলেন। তিনি তুলসীমালাধারী বৈষ্ণব-গণের সহিত জ্ঞানবাপীতীরে উপস্থিত হইয়া স্বয়ংই বেণুবাদ্যের অনুসারে নৃত্য করিতে থাকিয়া শ্রুতি-ধর হইলেন। শিষ্যগণসমবেত ব্যাসদেব নৃত্য সমাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া পুনঃ-পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, বারংবার শাস্ত্র সকল উদ্‌ঘাটন করিয়া জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে—'এক-মাত্র জগৎপতি হরিরই সেবা কর্ত্তব্য'। ইত্যাদি স্ব-প্রতিজ্ঞাত শ্লোকাবলী পাঠ করিতেছেন, হে অগস্ত্য! এমন সময় অলক্ষিতভাবে নন্দী আসিয়া তাঁহার হস্ত ও বাক্যস্তম্ভন করিয়া দিলেন। ২৬—৪৭। তখন বিষ্ণু অদৃশ্যভাবে আসিয়া বলিলেন,—হে ব্যাস! তুমি বড়ই অপরাধী হইয়াছ, তোমার এই অপরাধে আমারও বিশেষ ভয় হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বনাথ মহাদেব ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তিনি দয়া করিয়া আমাকে চক্রধর রমানাথ করিয়া সংসারপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন, [illegible] তাঁহারই ভক্তিবলে আমি [illegible]

অন্তদাপি ন বৈ কার্য্যা ভবতা শেমুষীদৃশী। পারাশর্য্য ইতি শ্রুত্বা সংজ্ঞয়া ব্যাজহার হ॥ ৫২॥ ভুজস্তম্ভঃ কৃতস্তেন নন্দিনা দৃষ্টিমাত্রতঃ। বাক্‌স্তম্ভস্তম্ভয়াজ্জাতঃ স্পৃশ মে কণ্ঠকন্দলীম্॥ ৫৩॥ তথা স্তোতুং ভবানীশং প্রভবামি ভবান্তকম্। সংস্পৃশ্য বিষ্ণুস্তৎকণ্ঠং গুপ্তমেব জগাহ॥ ৫৪॥ ততঃ সত্যবতীস্নুস্তথাস্তম্ভিতদোর্লতঃ। প্রারব্ধবান্মহেশানং পরিষ্টোতুমুদারধীঃ॥ ৫৫॥ ব্যাস উবাচ। একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ো যতস্তদ্রুদ্রৈশ্বৈবৈকং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ। যদ্যপ্যন্তঃ কোঽপি বা কুত্রচিদ্বা ব্যাচষ্টাং তদ্‌যস্তশক্তিশ্চেন্মদগ্রে॥ ৫৭॥ যঃ ক্ষীরাব্ধের্মন্দরাঘাতজাতো জ্বালামালী কালকূটোঽতিভীমঃ। তং সোঢ়ুং বা কোঽপরোঽভূন্মহেশাদ্‌যৎকীলাভিঃ কৃষ্ণতামাপ বিষ্ণুঃ॥ ৫৭॥ যদ্বাণোঽভূচ্ছ্রীপতির্যস্য যন্তা লোকেশো যৎস্যন্দনং ভূঃ সমস্তা। বাহাঃ বেদা যস্য যেনেষুপাতাদ্দগ্ধা গ্রামাস্ত্রৈপুরাস্তৎসমঃ কঃ॥ ৫৮॥ যং কন্দর্পো বীক্ষমাণঃ সমানং দেবৈরন্যৈর্ভস্ম জাতঃ স্বয়ং হি। পৌষ্পৈর্বাণৈঃ সর্ববিশ্বৈকজেতা কো বা স্তুত্যঃ কামজেতুস্ততোঽন্যঃ॥ ৫৯॥ যং বৈ বেদো [illegible] বেদ নো নৈব বিষ্ণুর্নো বা [illegible] মনো নৈব বাণী। তং দেবেশং মাদৃশঃ [illegible] মেধা যাথাত্ম্যাদ্বৈ বেত্ত্যহো বিশ্বনাথম্॥ ৬০॥ [illegible] সর্বং যস্য সর্বত্র সর্বো যো বৈ কর্তা [illegible] যোঽপহর্তা। নো যস্যাদির্যঃ সমস্তাদিরেকো [illegible] যস্যান্তো যোঽন্তকৃত্তং নতোঽস্মি॥ ৬১॥ যস্যৈকাখ্যা বাজিমেধেন তুল্যা [illegible] চৈকয়াপ্নেন্দ্রলক্ষ্মীঃ। যস্য স্তুত্যা লভ্যতে সত্যলোকো যস্যার্চাতো মোক্ষলক্ষ্মীরদূরা॥ ৬২॥ নান্যং দেবং বেদ্ম্যহং শ্রীমহেশান্নান্যং দেবং স্তৌমি শম্ভোর্ঋতেঽহম্। নান্যং দেবং বানমামি ত্রিনেত্রাৎ সত্যং সত্যং সত্যমেতন্মৃষা ন॥ ৬৩॥ ইত্থং যাবৎ স্তৌতি শম্ভুং মহর্ষিস্তাবন্নন্দী শাম্ভবাজ্ঞাপ্রসাদাৎ। তদ্দোঃস্তম্ভং ত্যক্তবাংশ্চাবভাষে স্বায়ং স্বায়ং ব্রাহ্মণেভ্যো নমো বঃ॥ ৬৪॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। ইদং স্তবং মহাপুণ্যং ব্যাস তে পরিকীর্ত্তিতম্। [illegible]

কর্ত্তৃক প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, তবে সেই শিবের স্তব কর, আর কদাচ কুত্রাপি এইরূপ কার্য্য করিও না। এইরূপ বিষ্ণুবাক্য শুনিয়া ব্যাস ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন যে, নন্দী আমাকে দেখিয়াই আমার হস্তস্তম্ভন করিয়াছেন ও তৎসহকারে বাক্যও স্তম্ভিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে আমি বাক্‌শক্তি পাইয়া শিবকে স্তব করিতে পারি। ব্যাসবাক্যাবসানে ভগবান্ কেশব অতি গোপনে তৎকণ্ঠ স্পর্শ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, ব্যাস সেইরূপ হস্তের স্তম্ভনাবস্থাতেই বিশ্বেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন,—এ ত্রিভুবনে রুদ্রই সর্ব্বময় ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই; যদি থাকে, তবে মৎসন্নিধানে তিনি আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠিত ভূমি নির্দ্দেশ করুন। ক্ষীরোদধি, মন্দরমথিত হইয়া দেবগণকে যে কালকূট বিষ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, মহাদেব ব্যতীত সেই বিষ জীর্ণ করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। যাঁহার বাণ শ্রীপতি, যাঁহার রথ পৃথিবী, যাঁহার সারথি স্বয়ং ব্রহ্মা, যাঁহার রথের অশ্ব চতুর্ব্বেদ এবং যাঁহার শরক্ষেপে ত্রিপুরস্থ [illegible] এককালে দগ্ধ হইয়াছিল; কোন ব্যক্তি সেই মহেশ্বরের সমান হইতে পারে না। কেবল পুষ্পময় বাণের সাহায্যেই ত্রিভুবনবিজয়ী কাম, সকল দেবতাদের সাক্ষাতেই যাঁহার দৃষ্টিপাতে ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন, সেই মহাদেব ব্যতীত কেহই স্তবের পাত্র নহে। বেদচতুষ্টয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মন ও বাগ্দেবীও যাঁহার মহিমা জানিতে পারেন নাই, মাদৃশ মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেই অনন্তমহিমা বিশ্বনাথ কিরূপে জ্ঞাত হইবেন? ৪৮—৬০। যিনি বিশ্বাধার হইয়াও বিশ্বমধ্যেই সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে, সেই অনাদ্যনন্ত মহাদেবকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। যাঁহার নাম একবার উচ্চারণ করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহাকে প্রণাম করিলে তুচ্ছ ইন্দ্রত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠপদ লাভ হয়, যাঁহাকে স্তব করিলে সত্যলোকপ্রাপ্তি হয় ও যিনি পূজিত হইলে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই মহাদেবকে প্রণাম করিলাম। আমি শিব ভিন্ন দেবতাকে জানি না ও তদিতর কোন দেবের স্তব করি না এবং সত্য করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি ভিন্ন আর কাহাকেই নমস্কার করি না। মহামুনি ব্যাস এইরূপে মহাদেবের স্তব করিলে, নন্দী শিবের আদেশ পাইয়া তাঁহার [illegible] পূর্ব্বক 'ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিলাম' এই কথা বলিয়া [illegible] সহকারে বলিতে লাগিলেন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—হে মুনিবর! এই [illegible]

পঠিষ্যতি যেবো তস্য তুষ্যতি শঙ্করঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসাষ্টকমিদং প্রাতঃ পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ। দুঃস্বপ্নপাপশমনং শিবসান্নিধ্যকারকম্ ॥ ৬৬ ॥ মাতৃহা পিতৃহা বাপি গোঘ্নো বালঘ্ন এব বা। সুরাপী স্বর্ণহারী বা নিষ্পাপোহস্মাঃ স্তবেঙ্জপাৎ ॥ ৬৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। পারাশর্য্যস্তদারভ্য শম্ভুভক্তিপরোহভবৎ। লিঙ্গং ব্যাসেশ্বরং স্থাপ্য ঘণ্টাকর্ণহ্রদাগ্রতঃ ॥ ৬৮ ॥ বিভূতিভূষণো নিত্যং নিত্যং রুদ্রাক্ষভূষণঃ। রুদ্রসূক্তপরো নিত্যং নিত্যং লিঙ্গার্চ্চকোহভবৎ ॥৬৯॥ স কৃত্বা ক্ষেত্রসন্ন্যাসং ত্যজেন্নাদ্যাপি কাশিকাম্। তত্বং ক্ষেত্রস্য বিজ্ঞায় নির্ব্বাণপদদায়িনঃ ॥ ৭০ ॥ ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ব্যাসেশ্বরং নরঃ। যত্র কুত্র মৃতো বাপি বারাণস্যাং মৃতো ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ কাশ্যাং ব্যাসেশ্বরং লিঙ্গং পূজয়িত্বা নরোত্তমঃ। ন জ্ঞানাদ্-জ্ঞতে কাপি পাতকৈর্নাভিভূয়তে ॥ ৭২ ॥ ব্যাসেশ্বরস্য যে ভক্তা ন তেষাং কলিকালতঃ। ন পাপতো ভয়ং কাপি ন চ ক্ষেত্রোপসর্গতঃ ॥ ৭৩ ॥ ব্যাসেশ্বরঃ প্রযত্নেন দ্রষ্টব্যঃ কাশিবাসিভিঃ। ঘণ্টাকর্ণকৃতস্নানৈঃ ক্ষেত্রপাতকভীরুভিঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্যাসভুজস্তম্ভো নাম
পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতমোহধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্কন্দ শম্ভুভক্তিপরো যদি। যদি ক্ষেত্ররহস্যজ্ঞঃ ক্ষেত্রসন্ন্যাসকৃদ্যদি ॥১॥ তথা দৃষ্টপ্রভাবশ্চেত্তথা চেজ্জ্ঞানিনাং বরঃ। পুরীং বারাণসীং শ্রেষ্ঠাং কথং কিল শপিষ্যতি ॥ ২ ॥ স্কন্দ উবাচ। সত্যমেতত্ত্বয়াপৃষ্টং কথয়ামি মুনে শৃণু। তস্য ব্যাসস্য চরিতং ভবিষ্যং ত্বয়ি পৃচ্ছতি ॥ ৩ ॥ যদারভ্য মুনেস্তস্য নন্দী স্তম্ভিতবান্ ভুজম্। তদারভ্য মহেশানং সংস্তৌতি পরমাদৃতঃ ॥ ৪ ॥ কাশ্যাং তীর্থান্যনেকানি কাশ্যাং লিঙ্গান্যনেকশঃ। তথাপি সেব্যো বিশ্বেশঃ স্নাতব্যা মণিকর্ণিকা ॥ ৫ ॥ লিঙ্গেষ্বেকো হি বিশ্বেশস্তীর্থেষু মণিকর্ণিকা। ইতি সংব্যাহরন্ ব্যাসস্তুষ্টুবে বহু মন্যতে ॥ ৬ ॥ ত্যক্ত্বা স বহুবাগ্জালং প্রাপ্তঃ স্নাত্বা দিনে দিনে। নির্ব্বাণমণ্ডপে বক্তি মহিমানং মহেশিতুঃ ॥৭॥ শিষ্যাণাং পুরতো নিত্যং ক্ষেত্রস্য মহিমা

পরম পবিত্র স্তব যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, ভগবান্ মহেশ্বর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। এই দুঃস্বপ্নশান্তিকারী ও শিবসান্নিধ্যবিধায়ক ব্যাসাষ্টক প্রত্যহ প্রাতঃকালে যিনি পাঠ করিবেন, তিনি মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গোঘ্ন, বালহন্তা, সুরাপ ও স্বর্ণাপহারী হইলেও সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মুনে! মহামুনি ব্যাস তদবধি পরমশৈব হইয়া ঘণ্টাকর্ণহ্রদের সম্মুখে ব্যাসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক রুদ্রসূক্ত দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই দিন অবধি মুক্তিক্ষেত্র কাশীর যাথার্থ্য জানিতে পারিয়া ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্যাপি কাশীতেই অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নান করিয়া ব্যাসেশ্বরকে অবলোকন করে, সে অন্য স্থানে মৃত হইলেও কাশীমৃত্যুর ফললাভ করে। কাশীতে [illegible] পূজা করিলে কখন অজ্ঞানেই বা [illegible] না। ব্যাসেশ্বরের ভক্তেরা [illegible] ক্ষেত্রোপসর্গের ভয় প্রাপ্ত হন না। কাশীবাসী ব্যক্তিরা ক্ষেত্রপাপ দূর করিবার বাসনায় ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নান করিয়া সযত্নে ব্যাসেশ্বরের দর্শন করিয়া থাকেন। ৬১—৭৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে কার্ত্তিকেয়! শিবভক্ত শিবপ্রভাববেদী, মহাজ্ঞানী মুনিবর ব্যাস যদি ক্ষেত্রের রহস্য জানিতে পারিয়া ক্ষেত্রসন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, তবে কি কারণে সেই কাশীক্ষেত্রকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনিবর! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমার নিকটে সেই ব্যাসের ভবিষ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহর্ষি ব্যাস, নন্দিকৃত হস্তস্তম্ভনাবধি পরমানন্দে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি 'কাশীক্ষেত্র তীর্থবহুল ও বহুলিঙ্গময় হইলেও বিশ্বেশ্বরের সেবা ও মণিকর্ণিকায় স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ লিঙ্গমধ্যে বিশ্বেশ্বর ও তীর্থমধ্যে মণিকর্ণিকাই শ্রেষ্ঠ' এই কথা [illegible] বলিয়া [illegible] উত্তমকে বহুসম্মান করিতেন। ১—৬। তিনি প্রতিদিন স্নাত হইয়া [illegible] [illegible]

মহান্ । ব্যাখ্যায়তে সদা তেন ব্যাসেন পরমর্ষিণা ॥ ৮ ॥ অত্র যৎক্রিয়তে ক্ষেত্রে শুভং বাশুভমেব বা। সংবর্ত্তেঽপি ন তস্যাস্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ ক্ষেত্রসিদ্ধিং সমীহন্তে যে চাত্র কৃতিনো জনাঃ। যাবজ্জীবং ন তৈস্ত্যাজ্যা সুধীভির্ম্মণিকর্ণিকা ॥ ১০ ॥ চক্রপুষ্করিণীতীর্থে স্নাতব্যং প্রতিবাসরম্ । পুষ্পৈঃ পত্রৈঃ ফলৈস্তোয়ৈরর্চ্চ্যো বিশ্বেশ্বরঃ সদা ॥ ১১ ॥ স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মশ্চ ত্যক্তব্যো ন মনাগপি। প্রত্যহং ক্ষেত্রমহিমা শ্রোতব্যঃ শ্রদ্ধয়াসকৃৎ ॥ ১২ ॥ যথাশক্তি চ দেয়ানি দানান্যত্র সুগুপ্তবৎ। অন্নান্যপি চ দেয়ানি বিঘ্নান্ পরিজিহীর্ষুণা ॥১৩॥ পরোপকরণং চাত্র কর্ত্তব্যং সুধিয়া সদা। পর্ব্বস্বপি বিশেষেণ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৪ ॥ বিশেষপূজা কর্ত্তব্যা সুমহোৎসবপূর্ব্বকম্ । কার্য্যাস্তথাধিকা যাত্রাঃ সমর্চ্চ্যাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ ॥ ১৫ ॥ অত্র মর্ম্ম ন বক্তব্যং সুধিয়া কস্যচিৎ ক্বচিৎ। পরদারপরদ্রব্য-পরাপকরণং ত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥ পরাপবাদো নো বাচ্যঃ পরের্ষ্যাং ন চ কারয়েৎ। অসত্যং নৈব বক্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ১৭ ॥ অত্রত্যজন্তুরক্ষার্থমসত্যমপি ভাষয়েৎ। যেন কেন প্রকারেণ শুভেনাপ্যশুভেন বা ॥ ১৮ ॥ অত্রত্যঃ প্রাণিমাত্রোঽপি রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নতঃ। একস্মিন্ রক্ষিতে জন্তাবত্র তাবৎ প্রযত্নতঃ। ত্রৈলোক্যরক্ষণাৎ পুণ্যং যৎ তাবৎ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥ যে বসন্তি সদা কাশ্যাং ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারিণঃ। ত এব রুদ্রা মন্তব্যা জীবন্মুক্তা ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ তে পূজ্যাস্তে নমস্কার্য্যাস্তে সন্তোষ্যাঃ প্রযত্নতঃ। তেষু বৈ পরিতুষ্টেষু তুষ্যেদ্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ২১ ॥ কাশ্যাং বসন্তি যে মর্ত্ত্যা দূরস্থৈরপি সন্নরৈঃ। যোগক্ষেমো বিধাতব্যস্তেষাং বিশ্বেশিতুর্মুদে ॥ ২২ ॥ প্রসহ্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিবার্য্যোঽত্রনিবাসিভিঃ। মনসোঽপি হি চাঞ্চল্যমিহ বার্য্যং প্রযত্নতঃ ॥ ২৩ ॥ মরণং নাভিকাঙ্ক্ষেদ্ধি কাঙ্ক্ষ্যো মোক্ষোঽপি নো পুনঃ। শরীরশোষণোপায়ঃ কর্ত্তব্যঃ সুধিয়া ন হি ॥ ২৪ ॥ শরীরসৌষ্ঠবং কাঙ্ক্ষ্যং ব্রতস্নানাদিসিদ্ধয়ে। আয়ুর্বহ্বত্র বৈ চিন্ত্যং মহাফলসমৃদ্ধয়ে ॥ ২৫ ॥ আত্মরক্ষাত্র কর্ত্তব্যা মহাশ্রেয়োঽভিবৃদ্ধয়ে। অত্রাত্মত্যাগনোপায়ং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ২৬ ॥ একস্মিন্নপি যচ্চাহ্নি কাশ্যাং শ্রেয়োঽভিলভ্যতে। ন তু বর্ষশতেনাপি তদন্যত্রাপ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৭ ॥ অত্রত্য

আর শিষ্যদিগকে 'এই ক্ষেত্রে যে কিছু সদসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কল্পান্তকালেও অক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং এইখানে সকলে পুণ্যসঞ্চয় কর' এইরূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যপ্রকাশক উপদেশ দিতেন। তিনি আরও বলিতেন, যাহারা ক্ষেত্রসিদ্ধি লাভের বাসনা করিবে, তাহারা কদাচ মণিকর্ণিকা পরিত্যাগ করিবে না। এবং প্রতিদিন চক্রপুষ্করিণীতে স্নান করত পুষ্প, ফল, বিল্বপত্র ও জল দ্বারা বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। কৃতী মানব, নিজ বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূত হইয়া ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শ্রবণ ও গোপনে যথাশক্তি দান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বিঘ্নোপশমনের জন্য অন্নদান করা উচিত। এ স্থানে নিয়ত পরোপকারী হইবে, পর্ব্বদিনে বিশিষ্ট-স্নানদানাদি করিয়া পরমানন্দে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে এবং এই ক্ষেত্রে তিথিবিশেষোচিত যাত্রোৎসবাদি সম্পাদনপূর্ব্বক ক্ষেত্রদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে। এইক্ষেত্রে পরদার, পরদ্রব্য ও পরাপকার পরিহারপূর্ব্বক কাহারও মর্ম্মে আঘাত করিবে না। কদাচ পরনিন্দা, পরহিংসা করিবে না, প্রাণান্তেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু [illegible] যে কোন কার্য্য দ্বারাই অত্রত্য প্রাণীর প্রাণরক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাতে মিথ্যাবাক্য দোষাবহ হইবে না। কারণ কাশীস্থ একটী মাত্র জীবের প্রাণরক্ষা করিলে নিশ্চিতই ত্রিলোকরক্ষার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭—১৯। যাঁহারা ক্ষেত্রসন্ন্যাসী হইয়া কাশীবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা রুদ্র ও জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলে ভগবান্ মহাদেব প্রসন্ন হন, সুতরাং পরমযত্নে তাঁহাদিগকে পূজা ও নমস্কারাদি করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। সাধুব্যক্তিগণ মহাদেবের সন্তোষার্থে দূরস্থিত হইয়াও কাশীবাসীদিগের যোগক্ষেম বিধান করিয়া থাকেন। কাশীবাসী ব্যক্তিগণের অগ্রে ইন্দ্রিয় দমন ও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচ মৃত্যু বা মুক্তির অভিলাষ কিংবা দেহশোষণের কোন উপায় বিধান করিবে না। এ স্থানে ব্রতাদি অনুষ্ঠানের জন্য শরীরের স্বাস্থ্য ও পরম সিদ্ধিলাভের জন্য দীর্ঘায়ু [illegible] অভিলাষ করিবে। শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া [illegible] আত্মরক্ষা করিয়া মহাকষ্টে পতিত [illegible] অভিলাষ করিবে না। এই স্থানে [illegible] যাহা লব্ধ হয়, কাশীক্ষেত্রে এক দিনে সেই

[illegible]যৎ পুণ্যং যদর্জ্জ্যতে। বারা-ণস্যাং তদেকেন প্রাণায়ামেন লভ্যতে ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বতীর্থাবগাহাচ্চ যাবজ্জন্ম যদর্জ্জ্যতে। তদানন্দ-বনে প্রাপ্যং মণিকর্ণ্যেকমজ্জনাৎ ॥ ২৯ ॥ সর্ব্ব-লিঙ্গার্চ্চনাৎ পুণ্যং যাবজ্জন্ম যদর্জ্জ্যতে। সকৃদ্বিশ্বেশ-[illegible] শ্রদ্ধয়া তদবাপ্যতে ॥ ৩০ ॥ যজ্জন্মনাং [illegible] নির্ম্মলং পুণ্যমর্জ্জিতম্। তৎপুণ্যপরিবর্ত্তেন ভবেদ্বিশ্বেশদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥ গবাং কোটিপ্রদানেন সম্যগ্দত্তেন যৎফলম্। তৎফলং সম্যগাপ্যেত বিশ্বেশ্বরবিলোকনাৎ ॥ ৩২ ॥ যৎ ষোড়শমহাদানৈঃ পুণ্যং প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ। তৎপুণ্যং জায়তে পুংসাং বিশ্বেশে পুষ্পদানতঃ ॥ ৩৩ ॥ অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈ-র্যৎফলং প্রাপ্যতেঽখিলৈঃ। পঞ্চামৃতানাং স্নপনা-দ্বিশ্বেশে তদবাপ্যতে ॥ ৩৪ ॥ বাজপেয়সহস্রেণ সম্যগিষ্টেন যৎফলম্। সকৃন্মহার্হৈর্নৈবেদ্যৈর্বিশ্বেশে তজ্জ্ঞতাধিকম্ ॥ ৩৫ ॥ ধ্বজাতপত্রং চমরং বিশ্বেশে যঃ সমর্পয়েৎ। একচ্ছত্রঃ স বৈ রাজ্যং প্রাপ্নুয়াদ্-বসুধাতলে ॥ ৩৬ ॥ মহাপূজোপকরণং যোঽর্পয়েদ্-বিশ্বভর্ত্তরি। ন তং সম্পত্তিসন্তারা বিমুঞ্চন্তীহ কুত্র-চিৎ ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাঢ্যাঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ পুষ্প-বাটিকাম্। তদঙ্গনে কল্পবৃক্ষচ্ছায়াঃ কুর্ব্বন্তি শীত-লাম্ ॥ ৩৮ ॥ যঃ ক্ষীরস্নপনার্থং বৈ বিশ্বেশে ধেনু-মর্পয়েৎ। ক্ষীরার্ণবতটে তস্য নিবসেয়ুঃ পিতামহাঃ ॥ ৩৯ ॥ বিশ্বেশরাজসদনে যঃ সুধাং চিত্রমেব বা। কারয়েত্তস্য ভবনং কৈলাসে চিত্রিতং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ ব্রাহ্মণান্ যতিনো বাপি তথৈব শিবযোগিনঃ। ভোজ-য়েদ্যোঽত্র বৈ কাশ্যামেকৈকগণমাক্রমাৎ ॥ ৪১ ॥ কোটিভোজ্যফলং তস্য শ্রদ্ধয়া নাত্র সংশয়ঃ। তপস্তত্র প্রকর্ত্তব্যং দানমত্র প্রদাপয়েৎ ॥ ৪২ ॥ বিশ্বেশ-স্তোষণীয়োঽত্র স্নানহোমজপাদিভিঃ। অন্যত্র কোটি-জপ্যেন যৎফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা তদত্র সমবাপ্যতে ॥ ৪৩ ॥ কোটিহোমেন যৎ প্রোক্তং ফলমন্যত্র সূরিভিঃ। অষ্টোত্তরাহুতি-শতাত্তদত্রানন্দকাননে ॥ ৪৪ ॥ যো জপেদ্রুদ্রসূক্তানি কাশ্যাং বিশ্বেশসন্নিধৌ। পারায়ণেন বেদানাং সর্ব্বেষাং ফলমাপ্যতে ॥ ৪৫ ॥ তস্য পুণ্যং ন জানামি চিন্তিতে চাক্ষরে পরে। কাশ্যাং নিত্যং প্রবস্তব্যং সেব্যোত্তরবহা সদা ॥ ৪৬ ॥ আপদ্যপি হি ঘোরায়াং

ফল লাভ হয়, অন্যত্র আজীবন যোগানুষ্ঠানে যাহা অর্জ্জিত হয়, কাশীতে একবারমাত্র প্রাণায়ামে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ আনন্দকাননে মণি-কর্ণিকায় একবার অবগাহনে যে পুণ্য লাভ হয়, আজীবন সমস্ত তীর্থপর্য্যটনেও তাহা হয় কিনা সন্দেহ। যাবজ্জীবন যাবল্লিঙ্গের আরাধনায় যে পুণ্য লাভ করা সুকঠিন, একবার বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনায় সেই পুণ্যসঞ্চয় হয়। সহস্র জন্মের পুণ্য সঞ্চিত থাকিলেই বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিতে পাওয়া যায়। যথাবিধানে কোটিসংখ্যক ধেনুপ্রদানে যে পুণ্য লাভ হয়, একবার বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিলে তাদৃশ পুণ্য হয়। ষোড়শবিধ মহাদানে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক যে ফল কীর্ত্তিত আছে, বিশ্বেশ্বরকে পুষ্প দিলে মানব তাদৃশ ফল পাইয়া থাকে। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের যাদৃশ ফল, বিশ্বেশ্বরকে পঞ্চা-মৃতে স্নান করাইলে সেই পুণ্য পাওয়া যায়। সহস্র বাজপেয়যাগের যে ফল কীর্ত্তিত আছে, নৈবেদ্য [illegible] বিশ্বেশ্বরের সন্তোষ করিলে সেই ফল লাভ [illegible]। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরকে ধ্বজ, ছত্র ও চামরাদি [illegible] করে, সে পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা [illegible]। বিশ্বেশ্বরকে উত্তম পূজোপকরণ দিলে [illegible] সম্পত্তির অভাব থাকে

না। ২০—৩৭। যৎকর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বর-পূজার্থে সকল ঋতুতে পুষ্পশালী পুষ্পোদ্যান প্রদত্ত হয়, তাহার গৃহ সর্ব্বদা কল্পবৃক্ষের ছায়ায় সুশীতল থাকে এবং বিশ্বেশ্বরের স্নানীয় দুগ্ধের কারণ যৎকর্ত্তৃক ধেনু প্রদত্ত হয়, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ ক্ষীরসাগরতীরে বাস করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বরমন্দির যে ব্যক্তি চূর্ণ-লেপনে সংস্কৃত ও চিত্রকার্য্যে চিত্রিত করে, তাহার জন্য কৈলাসধামে বিচিত্র ভবন নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই কাশীতে ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ও শৈবগণকে প্রত্যহ ভোজন করাইলে, এক একটীতে নিঃসন্দেহ কোটী-গুণ ফল হইয়া থাকে। এই স্থানে তপোনুষ্ঠান, দান, স্নান, হোম ও জপাদি দ্বারা বিশ্বেশ্বরের প্রীতি-বিধান করিবে। অন্যত্র কোটী জপ করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, এ স্থানে অষ্টোত্তরশত জপে তদধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যত্র কোটী হোম করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, এই কাশীক্ষেত্রে অষ্টোত্তরশত হোমেই তাদৃশ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সন্নিধানে রুদ্রসূক্ত জপ করিলে, সমগ্র বেদপারায়ণ পাঠের পুণ্যলাভ হয়। বিশ্বেশ্বরের স্থানে যে কি পুণ্য হয়, তাহা আমারও অবিদিত আছে। কাশীতে [illegible] [illegible]

কাশী ত্যাজ্যা ন কুত্রচিৎ। যতঃ সর্ব্বাপদাং হর্ত্তা ত্রাতা বিশ্বপতিঃ প্রভুঃ॥ ৪৭॥ অবশ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ স্নানদানজপাদিভিঃ। যতঃ কাশ্যাং কৃতং কর্ম্ম মহত্বায় প্রকল্পতে॥ ৪৮॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ। তথেন্দ্রিয়বিকারাশ্চ ন বাধন্তেহত্র কর্হিচিৎ॥ ৪৯॥ যদীন্দ্রিয়াণি কুর্ব্বন্তি বিক্রিয়ামিহ দেহিনাম্। তদাত্র বাসসংসিদ্ধির্বিঘ্নেভ্যো নৈব লভ্যতে॥ ৫০॥ অগস্ত্য উবাচ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি ব্যাসো বক্ষ্যতি যানি বৈ। তেষাং স্বরূপমাখ্যাহি স্কন্দেন্দ্রিয়বিশুদ্ধয়ে॥ ৫১॥ স্কন্দ উবাচ। কথয়ামি মহাবুদ্ধে কৃচ্ছ্রাদীনি তবাগ্রতঃ। যানি কৃত্বাত্র মনুজো দেহশুদ্ধিং লভেৎ পরাম্॥ ৫২॥ একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৩॥ বটোদুম্বররাজীববিল্বপত্রকুশোদকম্। প্রত্যেকং প্রত্যহং পীতং পর্ণকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৪॥ পিণ্যাকঘৃততক্রাম্বু-শক্তুনাং প্রতিবাসরম্। একৈকমুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৫॥ হবিষা প্রাতরশ্নীত হবিষা সায়মেব চ। হবিসাযাচিতং ত্রীংস্তু সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ॥ ৫৬॥ একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াদহানি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ। ত্র্যহং চোপবসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছ্রং চরন্ দ্বিজঃ॥ ৫৭॥ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিঃ। দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৮॥ ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্। ত্র্যহং চোপবসেদন্ত্যং প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥ ৫৯॥ গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধিসর্পিঃ কুশোদকম্। একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সান্তাপনঃ স্মৃতঃ॥ ৬০॥ পৃথক্‌সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ। সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ॥ ৬১॥ তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্। এতাংস্ত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ॥ ৬২॥ ত্র্যহমুষ্ণাঃ পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ। ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং প্রাশ্য বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্॥ ৬৩॥ পলমেকং পয়ঃ পীত্বা সর্পিষশ্চ পলদ্বয়ম্। পলমেকং তু তোয়স্য তপ্তকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥ ৬৪॥ গোমূত্রেণ সমাযুক্তং যাবকং যঃ প্রয়োজয়েৎ। কৃচ্ছ্রমেকাহিকং প্রোক্তং শরীরস্য বিশোধনম্॥ ৬৫॥ হস্তাবুত্তানতঃ কৃত্বা দিবসং মারুতাশনঃ। রাত্রৌ জলে স্থিতো

বিপদে পড়িয়াও কাশীধাম ত্যাগ করিবে না কারণ এ স্থানে বিপন্নাশক বিশ্বেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন। কাশীতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মহা ফলদায়ক হয় বলিয়া তোমরা এই স্থানে স্নান, দান ও জপাদির অনুষ্ঠান করিয়া কাল অতিবাহিত করিবে। এ স্থানে অগ্রে সযত্নে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে তাহাতে কোন সময়ে কোন ইন্দ্রিয়বিকার হয় না; কারণ কাশীতে ইন্দ্রিয়বিকার হইলে কাশীবাসের ফল হয় না। অগস্ত্য কহিলেন,—হে কার্ত্তিকেয়! ব্যাসদেব যে সকল ইন্দ্রিয়শুদ্ধিবিধায়ক চান্দ্রায়ণাদির কথা বলিয়াছেন,—তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। স্কন্দ কহিলেন, মানবগণ যাহাতে পবিত্র হইয়া থাকে, সেই কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। একাহার, নক্তাহার, অযাচিতাহার ও একটী উপবাস এই চারিটীতে একপাদ কৃচ্ছ্র কথিত আছে। বট, উদুম্বর, পদ্ম, বিল্বপত্র এবং কুশোদক, যথাক্রমে ইহার প্রত্যেকটী প্রতিদিন সেবা করিলে, পর্ণকৃচ্ছ্রব্রত হয়। পিণ্যাক, ঘৃত, তক্র, অম্বু ও শক্তু; ইহার এক একটী এক একদিন ভোজন করিয়া [illegible] উপবাস করিলে, সৌম্যকৃচ্ছ্র [illegible] তিন দিন [illegible] তিন দিন সায়ং-কালে ঘৃতভোজন মাত্র, দিনত্রয় অযাচিতভোজন দিনত্রয় উপবাস, তিন দিন একৈকগ্রাস ভোজন ও শেষ তিন দিন উপবাস করিলে, অতিকৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠিত হয়।৫৮—৫৭। একবিংশতি দিবস কেবল দুগ্ধপান করিয়া প্রাণধারণ করিলে, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত হইয়া থাকে। দ্বাদশাহ উপবাসে পরাকব্রত নির্দিষ্ট আছে। দিনত্রয় প্রাতে, দিনত্রয় সায়ংকালে ও দিনত্রয় অযাচিত ভোজন করিয়া অপর তিন দিন উপবাস করিলে প্রাজাপত্যব্রতের অনুষ্ঠান হয়। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক, দিন দিন যথাক্রমে পান করিয়া একাহ উপবাস করিলে কৃচ্ছ্রসান্তপনব্রত করা হয়। সান্তপন দ্রব্যের সেবা না করিয়া উপবাস করিলে মহাসান্তপনব্রত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্রানুষ্ঠানকালে [illegible] একবার স্নান করিবে। এবং তিন দিন উষ্ণজল, [illegible] ক্ষীর, ঘৃত ও বায়ুপান, তিন দিন [illegible] দিন উষ্ণদুগ্ধ, তিন দিন উষ্ণঘৃত ও শেষ তিন দিন কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া থাকিবে। [illegible] ও জলের পরিমাণ একপল [illegible] [illegible]

[illegible] প্রাজাপত্যেন তৎসমম্ ॥ ৬৬ ॥ একৈকং হ্রাসয়েদ্‌গ্রাসং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ। উপস্পৃশং-স্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥ ৬৭ ॥ একৈকং বর্দ্ধয়েদ্‌গ্রাসং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ। ভুঞ্জীত দর্শে নো কিঞ্চিদেব চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥ ৬৮ ॥ চতুরঃ প্রাতরশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ। চতুরোঽস্ত-মিতে সূর্য্যে শিশুচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥ ৬৮ ॥ অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্মধ্যন্দিনে স্থিতে। নিয়তাত্মা হবিষ্যস্য যতিচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥ ৭০ ॥ যথাকথঞ্চিৎ-পিণ্ডানাং তিস্রোঽশীতীঃ সমাহিতঃ। মাসেনাশ্নন্ হবিষ্যস্য চন্দ্রস্যেতি সলোকতাম্ ॥ ৭১ ॥ অদ্ভি-র্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। বিদ্যা-তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৭২ ॥ তচ্চ জ্ঞানং ভবেৎপুংসাং সম্যক্কাশীনিষেবণাৎ ॥ কাশীনিষেবণেন স্যাদ্বিশ্বেশকরুণোদয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ততো মহোদয়াবাপ্তিঃ কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমা। অতঃ কাশ্যাং প্রযত্নেন স্নানং দানং তপো জপঃ ॥ ৭৪ ॥ ব্রতং পুরাণশ্রবণং স্মৃত্যুক্তাধ্বনিষেবণম্। প্রতিক্ষণং প্রতিদিনং বিশ্বেশপদচিন্তনম্ ॥ ৭৫ ॥ লিঙ্গার্চ্চনং ত্রিকালঞ্চ লিঙ্গস্থাপি প্রতিষ্ঠিতিঃ। সাধুভিঃ সহ সংলাপো জপঃ শিবশিবেতি চ ॥ ৭৬ ॥ অতিথেশ্চাপি সৎকারো মৈত্রী তীর্থনিবাসিভিঃ। আস্তিক্যবুদ্ধি-বিনয়ৌ মানামানসমানধীঃ ॥ ৬৭ ॥ অকামিতা স্বনৌ-দ্ধত্যমরাগিত্বমহিংসনম্। অপ্রতিগ্রহবৃত্তিশ্চ যুক্তি-শাস্ত্রগ্রহাত্মিকা ॥ ৭৮ ॥ অদম্ভিতামমাৎসর্য্যমপ্রা-র্থিতধনাগমঃ। অলোভিত্বমনালস্যমপারুষ্যমদী-নতা ॥ ৭৯ ॥ ইত্যাদিসৎপ্রবৃত্তিশ্চ কর্ত্তব্যা ক্ষেত্র-বাসিনা। প্রত্যহং চেতি শিষ্যেভ্যঃ স ধর্ম্ম-মুপদেক্ষ্যতি ॥ ৮০ ॥ নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী নিত্যং ভিক্ষাকৃতাশনঃ। লিঙ্গপূজার্চ্চকো নিত্যমিত্থং ব্যাসো বসেৎ পুরা ॥ ৮১ ॥ একদা তস্য জিজ্ঞাসাং কর্ত্তুং দেবীং হরোঽবদৎ। অদ্য ভিক্ষাটনং প্রাপ্তে ব্যাসে পরমধার্ম্মিকে ॥ ৮২ ॥ অপি সর্ব্বগতে ক্বাপি ভিক্ষাং মা যচ্ছ সুন্দরি। তথেত্যুক্তা ভবানী সা ভবং ভবনিবারণম্ ॥ ৮৩ ॥ নমস্কৃত্য প্রতিগৃহং তস্য ভিক্ষাং ন্যষেধয়ৎ। স মুনিঃ সহিতঃ শিষ্যৈ-র্ভিক্ষামপ্রাপ্য দূনবৎ ॥ ৮৪ ॥ বেলাতিক্রমমালোক্য

পান বিহিত আছে। দিবাভাগে দুই হস্ত উত্তোলন করত বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক নিশাভাগ জলে অবস্থান করিয়া অতিবাহিত করিলে প্রাজাপত্যের সমান ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া কৃষ্ণ-পক্ষে একৈকগ্রাস হ্রাস ও শুক্লপক্ষে ঐকেকগ্রাস বৃদ্ধি করত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সমাহিত ব্রাহ্মণ যদি প্রাতঃ কালে চারিগ্রাস ও সায়ংকালে গ্রাসচতুষ্টয় ভোজন করে, তবে তাহার শিশুচান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণ হয়। সংযত ব্যক্তির দিবার মধ্যভাগে অষ্টসংখ্যক গ্রাস ভোজনকে যতিচান্দ্রায়ণ কহে। এই প্রকারে একমাস ব্যাপিয়া একশত চব্বিশ গ্রাস ভোজন করিয়া ব্রতানুষ্ঠানে চন্দ্রলোকে গমন নিশ্চিত থাকে। দেহশুদ্ধি জলে, মনঃশুদ্ধি সত্যে, আত্মশুদ্ধি বিদ্যা ও তপস্যার অনুষ্ঠানে এবং জ্ঞানা-লোকেই বুদ্ধির শুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। জীবগণ কাশীসেবী হইলে সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে, কাশীসেবায় মহাদেবের করুণা হয় ও শিবের কৃপা-[illegible] হইতে পারিলে, কর্ম্মসূত্র ছেদন করিয়া [illegible] লাভ করা যায়। এই সকল কারণেই [illegible] স্নান, দান, তপস্যা, জপ, ব্রত, পুরাণশ্রবণ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিতাচরণ, প্রতিমুহূর্ত্তে শিবচরণানুধ্যান ত্রিসন্ধ্যায় শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা, তল্লিঙ্গস্থাপন, সাধুসম্ভাষণ মুহুর্মুহু শিব শিব উচ্চারণ, অতিথিসেবা, তীর্থাশ্রয়ীদের সহিত সৌহার্দ্দ, আস্তিক্যবুদ্ধি, নম্রতা, মানাপমানে অভেদ-বুদ্ধি, কামনাশূন্যত্ব, অনুদ্ধতভাব, রাগহীনতা, অপ্রতিগ্রহ, দম্ভশূন্যতা দয়ার্দ্রবুদ্ধি এবং মাৎসর্য্য লোভ আলস্য পরুষতা ও দীনতাদি-পরিহার করিয়া সৎপথের পথিক হইবে। ব্যাসমুনি প্রতিদিন শিষ্য-দিগকে এইরূপে উপদেশ করিয়া স্বয়ং ত্রিকালস্নান ও ভিক্ষাকেই উপজীবিকা করিয়া শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় আসক্ত থাকিয়া কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৮—৮১। একদা মহাদেব, ব্যাসকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবতীকে কহিলেন, হে প্রিয়ে! আজ সেই ধার্ম্মিকবর ব্যাস ভিক্ষার জন্য সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিলেও তুমি তাহাকে ভিক্ষায় বঞ্চিত করিবে। ভবানী শিববাক্য গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যেক গৃহস্থের ভবনে গমন করত ব্যাসকে ভিক্ষা দিতে বারণ করিয়া আসিলেন। এদিকে ব্যাসের সকল ভিক্ষার্থীরাই ভিক্ষা পাইতে লাগিল, কেবল শিষ্যসহ মহর্ষি ব্যাস [illegible]

পুনর্ব্বভ্রাম তাং পুরীম্। গৃহে গৃহে পরিভ্রান্ত ভিক্ষার্থৈঃ সর্ব্বভিক্ষুকৈঃ॥ ৮৫॥ তদহি নালভদ্ভিক্ষাং সশিষ্যঃ স মুনিঃ কচিৎ। অথ সায়ন্তনং কর্ম্ম কৃত্বা ছাত্রৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৮৬॥ উপোষণপরো ভূত্বা তথৈবাসীদহর্নিশম্। অথান্যেদ্যুর্মুনির্ব্যাসঃ কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং বিধিম্॥ ৮৭॥ যযৌ ভিক্ষাটনং কর্ত্তুং সশিষ্যঃ পরিতঃ পুরীম্। সর্ব্বত্র স পরিভ্রান্তঃ প্রতিসৌধং মুহুর্মুহুঃ॥ ৮৮॥ ন কাপি লব্ধবান্ ভিক্ষাং ভাগ্যহীনো ধনং যথা। অথ চিন্তিতবান্ ব্যাসঃ পরিশ্রান্তঃ পরিভ্রমন্॥ ৮৯॥ কো হেতুর্যত্র লভ্যেত ভিক্ষা যত্নেন রক্ষিতা। অন্তেবাসিন আহূয় ব্যাসঃ পপ্রচ্ছ চাখিলান্॥ ৯০॥ ভবদ্ভিরপি নো ভিক্ষা পরিপ্রাপ্তেতি গম্যতে। কিমত্র পুরি সংবৃত্তং দ্বিত্রা যাত মমাজ্ঞয়া॥ ৯১॥ দ্বিতীয়েঽহ্ন্যপি যদ্ভিক্ষা ন লভ্যেতাতিযত্নতঃ। অনিষ্টং কিঞ্চিদত্রাসীন্মহাগুরুনিপাতজম্॥ ৯২॥ অন্নক্ষয়ো বা সর্ব্বস্যাং নগর্য্যামভবৎ ক্ষণাৎ। রাজদুষ্টোঽথ যুগপজ্জাতঃ সর্ব্বপুরৌকসাম্॥ ৯৩॥ অথ বা বারিতা ভিক্ষা কেনাপ্যস্মাসু চের্ষয়া। পুরৌকসোঽভবন্ দুস্থাস্তুপসর্গেণ কেনচিৎ॥৯৪॥ কিমেতদখিলং জ্ঞাত্বা সমাগচ্ছত সত্বরম্। শিষ্যাঃ শ্রুত্বা চরণাৎপ্রাপ্যাজ্ঞাং গুরোরথ। সমাচখ্যুঃ সমাগম্য দৃষ্ট্বর্দ্ধিং তৎপুরৌকসাম্॥ ৯৫॥ শিষ্যা ঊচুঃ। শৃণ্বত্রাবধাচরণা নোপসর্গোঽত্র কশ্চন। নান্নক্ষয়ো বা সর্ব্বস্যাং নগর্য্যামিহ কুত্রচিৎ॥ ৯৬॥ যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাদ্যত্রামরধুনী স্বয়ম্। তাদৃশা যত্র মুনয়ঃ ক ভীস্তত্রোপসর্গজা॥ ৯৭॥ সমৃদ্ধিং গৃহস্থানামিহ বিশ্বেশিতুঃ পুরি। ন সন্তি [illegible] বৈকুণ্ঠে স্বল্পাস্তা অলকাদয়ঃ॥ ৯৮॥ রত্নাকরেষু রত্নানি ন তাবন্তি মহামুনে। যাবন্তি সন্তি বিশ্বেশনির্ম্মাল্যোপভুজাং গৃহে॥ ৯৯॥ গৃহে গৃহেঽত্র ধান্যানাং রাশয়ো যাদৃশঃ পুনঃ। ন তাদৃশঃ কল্পবৃক্ষদত্তা ঐন্দ্রে পুরে কচিৎ॥ ১০০॥ যত্র সাক্ষাদ্বিশালাক্ষী সুবিশালফলপ্রদা। ন তত্র পুরি সর্ব্বস্যাং নরো বৈ নির্দ্ধনঃ কচিৎ॥ ১০১॥ নির্ব্বাণলক্ষ্যাঃ সদনে ত্রম্বিরানন্দকাননে। মোক্ষোঽপি যত্র সুলভঃ কিমন্যত্তত্র দুর্লভম্॥ ১০২॥ সীমন্তিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পতিব্রতপরায়ণাঃ। সর্ব্বা ভবানীরূপিণ্যো বিশ্বেশার্পিতমানসাঃ।

কলে অতি-কাতরভাবে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করত শিষ্যদিগের সহিত সেই অহোরাত্র উপবাস করিয়া থাকিলেন। পরদিবস মাধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত সকল শিষ্যের সহিত বহির্গত হইয়া অভাগা পুরুষের ধনলাভে বঞ্চিত হওয়ার ন্যায় তিনি সশিষ্যে সকল গৃহস্থের গৃহেই গমন করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই ভিক্ষা মিলিল না। তদ্দর্শনে পরিশ্রান্ত ব্যাসেরচিন্তা হইতে লাগিল, "কি কারণে ভিক্ষা পাইতেছি না, তবে কি কেহ নিষেধ করিয়া থাকিবে?" এইরূপ চিন্তাকুলমানসে শিষ্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—তোমরাও আমার শিষ্য বলিয়া ভিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই, এক্ষণে আমি আদেশ করিতেছি, তোমাদের মধ্যে দুই তিন জন ব্যক্তি যাইয়া ইহার যাথার্থ্য জানিয়া আসুক। দ্বিতীয় দিবসেও যখন দেখিতেছি অসীমপ্রয়াস পাইয়াও কণামাত্র ভিক্ষা মিলিল না; তখন বিবেচনা হয়, কোন গুরুতর অশুভ সংঘটন হইয়া থাকিবে। এই বিশাল কাশীপুরী একেবারেই অন্নশূন্য হইবার সম্ভব নহে; তবে কি সকল পুরবাসিগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকিবে। কিম্বা আমাদের উপর ঈর্ষ্যাপরবশে কোন ব্যক্তি কর্তৃক [illegible] ভিক্ষা নিষেধ নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথবা সকল পৌরজনই এককালে বিপন্ন হইয়াছে। তোমরা অতি শীঘ্র ইহার অনুসন্ধান কর। এইরূপে গুরুর আদেশ পাইয়া শিষ্যমণ্ডলী হইতে দুই তিন জন শীঘ্র বহির্গত হইয়া পৌরজনের সম্পৎকল প্রত্যক্ষ করত ব্যাসসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন। ৮২—৯৫।

শিষ্যগণ কহিলেন,—হে গুরো! অবহিত হউন। এই নগরী কোনরূপ উপসর্গে বা অন্নক্ষয় জন্য দুর্গতিতে পীড়িতা নহে। বিশেষতঃ যথায় স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ও ভাগীরথী সাক্ষৎ বিরাজ করিতেছেন, তথায় এরূপ আশঙ্কারই কোন কারণ নাই। এই কাশীতে গৃহিগণ যাদৃশ সম্পত্তিশালী, অলকাদিনগরীর কথায় প্রয়োজন কি, সাক্ষাৎ গোলোকধামেও ঈদৃশ ধনরত্ন নাই বলিয়া বিবেচনা হয়। হে মহামুনে! বোধ করি, রত্নাকর সমুদ্র, যে সকল রত্ন চক্ষেও দেখেন নাই, সে সকল রত্ন শিবনির্ম্মাল্যভোজীদের ভবনে রহিয়াছে; এখানে প্রতিগৃহে যৎপরিমাণে রাশীকৃত ধান্য আছে, স্বর্গীয় কল্পবৃক্ষেরও তাহা প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। এই স্থানে স্বয়ং দেবী বিশালাক্ষী, সকল ফল দিতেছেন বলিয়া অত্রত্য ব্যক্তিমাত্রেই ধনবান্ রহিয়াছে। এই মোক্ষলক্ষ্মীর বিলাসস্থান কাশীতে মোক্ষপর্য্যন্ত যখন অতি সুলভ, তখন অন্য কোন বিষয় দুর্লভ হইবে? স্ত্রীরা সকলেই পতিপরায়ণা, সকলেই পতিব্রতা [illegible]

[illegible]ঃ ॥ ১০৩ ॥ যাবন্তঃ পুরুষাঃ কাশ্যাং সর্ব্ব এব গণাধিপাঃ। সর্ব্ব এব কুমারা বৈ সর্ব্বে তারকদৃষ্টয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতভালা যে তে সর্ব্বে চন্দ্রমৌলয়ঃ। উপসর্গসহস্রৈশ্চ পীড্যমানা অপীহ যে ॥ ১০৫ ॥ ন ত্যজন্তি সদা কাশীং সর্ব্বজ্ঞা এব তেঽখিলাঃ। গৃহে গৃহেঽপি বটবো ব্রহ্মবাদবিবাদিনঃ ॥ ১০৬ ॥ স্বর্ধুনী-ধুতকলুষাঃ সন্তীহ চতুরাননাঃ। নির্ব্বাণলক্ষ্মীপতয়ঃ ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারিণঃ ॥ ১০৭ ॥ সর্ব্ব এব হৃষীকেশাঃ সর্ব্বে বৈ পুরুষোত্তমাঃ। অচ্যুতা এব বিজ্ঞেয়া এতৎক্ষেত্রপরিগ্রহাঃ ॥ ১০৮ ॥ স্ত্রিয়ো বা পুরুষা বাপি সর্ব্ব এব ন সংশয়ঃ। সর্ব্ব এব ত্রিনয়নাঃ সর্ব্ব এব চতুর্ভুজাঃ ॥ ১০৯ ॥ শ্রীকণ্ঠাঃ সর্ব্ব এবাত্র সর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয়া ধ্রুবম্। মোক্ষশ্রীশ্রিতবর্ষ্মাণস্ত্বর্দ্ধনারী-শ্বরা যতঃ ॥ ১১০ ॥ ধর্ম্মরাশিঃ পরশ্চাত্র মহান্তোঽর্থরাশয়ঃ। সর্ব্বে কামাঃ ফলন্ত্যত্র কৈবল্যং চাত্র নির্ম্মলম্ ॥ ১১১ ॥ ন গর্ভবাসসংসর্গঃ কাশী-সংস্থিতিকারিণাম্। ন কলিশ্চাত্র বাধেত কালো নৈব প্রবাধতে ॥ ১১২ ॥ এনাংসি নাত্র বাধন্তে বিশ্বেশশরণার্থিনঃ। যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষান্নাদবিন্দু-কলাত্মকঃ ॥ ১১৩ ॥ ধ্বনিরূপী হি তত্রার্ত্তি প্রণবো মন্ত্রবিগ্রহঃ। অতো বিগ্রহবন্তোঽত্র সন্তি বেদা বিনিশ্চিতম্ ॥ ১১৪ ॥ সরস্বতীসরিদ্রূপা হ্যত্র শাস্ত্র-নিকেতনম্। আনন্দকাননং সর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রকৃতা-লয়ম্ ॥ ১১৫ ॥ যাবন্তো দিবি বৈ দেবাস্তাবন্তোঽত্র মৃষা ন হি। নীরাজয়ন্তি বিশ্বেশং রাত্রৌ রাত্রৌ সদাহয়ঃ ॥ ১১৬ ॥ স্বফণামণিদীপৈশ্চ প্রাপ্য কাশীং রসাতলাৎ। সমুদ্রাঃ সর্ব্ব এবাত্র কামধেনু-ব্রজান্বিতাঃ ॥ ১১৭ ॥ পঞ্চপীযূষধারাভির্ব্বিশ্বেশং স্নপ-য়ন্তি হি। মন্দারঃ পরিজাতশ্চ সন্তানো হরিচন্দনঃ ॥ ১১৮ ॥ কল্পদ্রুমশ্চ পঞ্চৈতে তরুভিঃ সহ সর্ব্বদা ॥ ১১৯ ॥ সর্ব্বে সুরনিকায়াশ্চ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ। যোগিনঃ সর্ব্ব এবাত্র কাশীনাথমুপাসতে ॥ ১২০ ॥ বিদ্যানাং সদনং কাশী কাশী লক্ষ্ম্যাঃ পরালয়ঃ। মুক্তি-ক্ষেত্রমিদং কাশী কাশী সর্ব্বা ত্রয়ীময়ী ॥ ১২১ ॥ ইতি শ্রুত্বা মুনিবরঃ পারাশর্য্যো মহাতপাঃ। এবং বভাষে তান শিষ্যান পুনঃ শ্লোকং পঠন্ত্বমুম্ ॥ ২২ ॥ শিষ্যা ঊচুঃ। বিদ্যানাং চাশ্রয়ঃ কাশী কাশী লক্ষ্ম্যাঃ পরালয়ঃ। মুক্তিক্ষেত্রমিদং কাশী কাশী সর্ব্বা ত্রয়ীময়ী ॥

সকল সৎকার্য্যই বিশ্বেশ্বরের প্রীতিকামনায় করিয়া থাকেন। অত্রত্য পুরুষমাত্রেই গণাধিপ ও কার্ত্তিকতুল্য; সকলেই তারকদৃষ্টি। এখানে যাহারা ভালদেশ ত্রিপুণ্ড্রে অঙ্কিত করে, তাহাদিগকেই সাক্ষাৎ চন্দ্রমৌলি শিব কহিয়া থাকে। যাহারা বিবিধ উপসর্গজন্য পীড়া সহ্য করিয়া এই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে না, তাহাদের সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া থাকে। অত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ ও গঙ্গাসলিলপূতাত্মা হইয়া শিবসারূপ্য লাভ করে। ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারীরা মোক্ষপদ সহজে লাভ করিয়া থাকে। এই পুরীতে অবস্থান করিলে সকলেই হৃষীকেশ, পুরুষোত্তম ও অচ্যুতস্বরূপ হইয়া থাকে। অত্রস্থ স্ত্রী ও পুরুষমাত্রেই ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজস্বরূপ। এখানকার সকলেই শ্রীকণ্ঠ, মৃত্যুঞ্জয় ও সকলের দেহ মোক্ষলক্ষ্মীকর্ত্তৃক [illegible] থাকায় সকলেই অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া থাকে। হে দেব! এই কাশী-ক্ষেত্রই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ করিবার স্থান; এই স্থানে কলি বা কাল প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া কাশীবাসীরা আর কখন গর্ভ-যন্ত্রণা [illegible] করে না। এখানে ভগবান্ বিশ্বপতি [illegible] পীড়া দূর করিবার জন্য সদাই ব্যস্ত আছেন। এই কাশীতে নাদ বিন্দু ও কলাত্মকধ্বনি রূপী সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর বিরাজিত আছেন বলিয়া তাঁহার সহিত মন্ত্র, প্রণব ও বেদচতুষ্টয় শরীরী হইয়া নিশ্চিতই বিরাজ করিতেছেন। এখানে সাক্ষাৎ বাগ্দেবী সরস্বতী নদীরূপে প্রবাহিতা হইতেছেন বলিয়া এই কাশীধামে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অভাব নাই। স্বর্গবাসী দেবগণ স্বর্গবাস পরিত্যাগ করিয়াও এই স্থানে রহিয়াছেন। সকলেরই গৃহে নাগগণ প্রতিরাত্রে নিজ নিজ ফণামণির কিরণ দ্বারা বিশ্বেশ্বরের আরতি করিবার কারণ পাতাল হইতে উপস্থিত হন। সপ্তসমুদ্র প্রত্যহ কামধেনু-গণের সহিত পঞ্চপীযূষধারা দ্বারা ভগবান্কে স্নান করাইতে আসিয়া থাকেন। মন্দার, পারিজাত, সন্তান, হরিচন্দন ও কল্পবৃক্ষ, এই পঞ্চ বৃক্ষ, অন্যান্য বৃক্ষকে সমভিব্যাহারে লইয়া এবং দেবগণ, যোগি-গণ মহর্ষিগণ সকলে কাশীনাথের সেবার জন্য উপ-স্থিত হন। ৯৬—১২০। কাশীক্ষেত্র বিদ্যার জন্মভূমি, লক্ষ্মীর চিরন্তন আবাসস্থান ও ত্রিগুণাত্মিকা কাশীই মুক্তি-ক্ষেত্র। মহামুনি ব্যাস শিষ্যগণের এই বাক্য শুনিয়া পুনরায় ঐ শেষ শ্লোক পাঠ করিতে [illegible] করিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন,—[illegible]

২৩। স্কন্দ উবাচ। নিশম্যেতি তদা ব্যাসঃ ক্রোধাক্ষী-কৃতলোচনঃ। ক্ষুৎকৃশাম্বুজলমূর্ত্তিঃ কাশীং শপ্স্যতি কুম্ভজ॥ ২৪॥ ব্যাস উবাচ। মা ভূৎ ত্রৈপুরুষী বিদ্যা মা ভূত্ত্রৈপুরুষং ধনম্। মা ভূত্ত্রৈপুরুষী মুক্তিঃ কাশীং ব্যাসঃ শপন্নিতি॥ ২৫॥ গর্ব্বঃ পরোঽত্র বিদ্যানাং ধনগর্ব্বোঽত্র বৈ মহান্। মুক্তিগর্ব্বেণ নো ভিক্ষাং প্রযচ্ছন্ত্যত্রবাসিনঃ॥ ২৬॥ ইতি কৃত্বা মতিং ব্যাসঃ কাশ্যাং শাপমদাত্তদা। তথাপি শাপং স মুনির্ভিক্ষিতুং ক্রোধবান্ যযৌ॥ ১২৭॥ প্রতিগেহং ত্বরাযুক্তঃ প্রবিশন্ ব্যোমদত্তদৃক্। বভ্রাম নগরীং সর্ব্বাং কাপি ভৈক্ষং ন লব্ধবান্॥ ১২৮॥ অংশুমালিনমাবীক্ষ্য মনাগ্লোহিতমণ্ডলম্। ভিক্ষা-পাত্রং পরিক্ষিপ্য নির্গ্যযাবাশ্রমং প্রতি॥ ১২৯॥ অথ গচ্ছন্মহাদেব্যা গৃহদ্বারি নিষণ্ণয়া। প্রাকৃতস্ত্রীস্বরূপিণ্যা ভিক্ষার্থে প্রার্থিতোঽতিথিঃ॥ ১৩০॥ গৃহিণ্যুবাচ। ভগবন্ ভিক্ষুকান্তাবদদ্য দৃষ্টা ন কুত্রচিৎ। অসৎ-কৃত্যাতিথিং নাথো ন মে ভোক্ষ্যতি কর্হিচিৎ॥১৩১॥ বৈশ্বদেবাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা গৃহপতির্ম্মম। প্রতীক্ষে-তাতিথিপথং তস্মাত্ত্বমতিথির্ভব॥ ১৩২॥ বিপ্রেভিং গৃহস্থো যস্ত্বমেকো নিষেবতে। নিষেবন্তে স পরং সহিতঃ স্বপিতামহৈঃ॥ ১৩৩॥ তস্মাত্ত্বমতিথির্ভব কুরু মে পত্যুরীহিতম্। গার্হস্থ্যং সফলং কর্ত্তু-মিচ্ছতোঽতিথিপূজনাৎ॥ ১৩৪॥ ইতি শ্রুত্বা গতামর্ষো ব্যাসস্তামাহ বিস্মিতঃ। ব্যাস উবাচ। ভদ্রে কা ত্বং কুতঃ প্রাপ্তা পূর্ব্বং দৃষ্টা ন কুত্রচিৎ॥ ১৩৫॥ মন্যে ধর্ম্মময়ী মূর্ত্তিঃ কাপি ত্বং শুচিমানসা। ত্বদ্দর্শনাৎ পরাং প্রীতিং সম্প্রাপ্তানীন্দ্রিয়াণি মে॥ ১৩৬॥ ত্বং সুধৈব ভবেৎপ্রায়ঃ সর্ব্বাবয়বসুন্দরি। মন্দরাঘাতসন্ত্রাসাত্ত্যক্তক্ষীরার্ণবস্থিতিঃ॥ ১৩৭॥ কলা সুধাকরস্যাথ কুহূ রাহুভয়ার্দ্দিতা। সীমন্তিনী-স্বরূপেণ তিষ্ঠেঃ কাশ্যামনির্ভয়া॥ ১৩৮॥ অথ বা কমলাসি ত্বং বিহায় কমলালয়ম্। নিশি সঙ্কোচিনং কাশ্যাং বিকাশিন্যাং বসেঃ সদা॥ ১৩৯॥ কিংবা ত্বং করুণামূর্ত্তিরিহ কাশিনিবাসিনাম্। সর্ব্বদুঃখৌঘহারিণী পরানন্দপ্রদায়িনী॥ ১৪০॥ বারাণস্যাঃ কিমথবা-ধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্বমু। কিংবা নির্ব্বাণলক্ষ্মীস্ত্বং যা

বিদ্যার জন্মভূমি, লক্ষ্মীর চিরন্তন আবাসস্থান ও ত্রিগুণাত্মিকা কাশীই মুক্তিক্ষেত্র। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে অগস্ত্য! ব্যাসমুনিকে তৎকালে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পীড়া দিতেছিল, সুতরাং তিনি শিষ্যদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কাশীকে অভিশপ্তা করিলেন। ব্যাস কহিলেন,—যেহেতু এই কাশীতে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিদ্যাগর্ব্ব, ধনিগণ ধনগর্ব্ব ও কৃতিগণ মুক্তিগর্ব্ব করিয়া ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে অবহেলা করে, এই পাপে এই স্থানের বিদ্যা, ধন ও মুক্তি পুরুষত্রয় পর্য্যন্ত গমন করিবে না। তিনি এইরূপে শাপ দিয়া ক্ষুধার জ্বালায় পুনরায় ভিক্ষার্থ নির্গত হইলেন এবং সমস্ত নগরী পর্য্যটন করিয়াও কিছুমাত্র না পাইয়া সায়ং-কালে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমানসে প্রত্যাগমনকালে অস্তাভি-মুখী দিবাকরকে দর্শন করত ভিক্ষাভাণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ভগবতী, সামান্য গৃহিণী মানবী হইয়া এক গৃহদ্বারদেশে দণ্ডায়মানা থাকিয়া ব্যাসকে নিজালয়ে অতিথি হইবার কারণ প্রার্থনা জানাই-লেন এবং কহিলেন,—হে প্রভো! আজি বহু অন্বেষণেও ভিক্ষুক মিলে নাই। অতিথিভোজন না করাইয়া আমার স্বামী আহার করেন না; তিনি গৃহকর্ম হইতে বৈশ্বদেবাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; সুতরাং অদ্য আপনাকে অতিথি হইতে হইবে। অতিথি ভোজন না করাইয়া যে ভোজন করে, সে ব্যক্তি নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত উদরমধ্যে পাপরাশি দিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া মদালয়ে উপস্থিত হইয়া আমার পতিদেবের গার্হস্থ্যধর্ম্ম সফল করিয়া কৃতার্থ করুন। ব্যাস কহিলেন,—হে সুশীলে! তুমি কে? কোথায় বা থাক? ইহার পূর্ব্বে কখন ত তোমায় দেখি নাই। নিশ্চয় তুমি কোন শরীরিণী পবিত্রা দেবী হইবে; নচেৎ তোমায় দেখিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ কি কারণে এরূপ পরিতৃপ্ত পাইতেছে? হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি কি সুধা; মন্দরাঘাতে ভয় পাইয়া এই স্থানে গুপ্তভাবে রহিয়াছ? নিশ্চয় তুমি চন্দ্রের কলা; কুহূ বা রাহুর ভয়ে এই কাশী-ধামে সীমন্তিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছ। অথবা তুমি সেই লক্ষ্মী; নিজের আলয় কমল-নিকর রাত্রিকালে সঙ্কুচিত হয় বলিয়া সর্ব্বদা প্রকাশমান কাশীতে আসিয়া রহিয়াছ। অথবা করুণাময়ী মাতা তুমি, কাশীবাসিজনের দুঃখ দূর করত পরমানন্দবিধান করিবার কারণে এইখানে আসিয়াছ। তুমি কি কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিংবা সেই সাক্ষাৎ মুক্তিলক্ষ্মী, [illegible]

[illegible] পরিগীয়তে ॥ ১৪১ ॥ [illegible]কং যাযজূকং বা প্রাপ্তেহলঙ্কুর্ব্বতী সমম্ । মন্তাগ্যং বা পরিণতমেতদ্যোষিৎস্বরূপতঃ ॥ ১৪২ ॥ অথবা সা ভবেন্নূনং বা ক্ষেত্রে পরিগীয়তে । ভক্তপোতপ্রদা ভক্ত্যা ভবানী ভবনাশিনী ॥ ১৪৩ ॥ সর্ব্বথৈব ন নারী ত্বং মানুষী নৈব কিন্নরী । বিদ্যাধরী ন্ নো নাগী নো গন্ধর্বী ন যক্ষিণী ॥ ১৪৪ ॥ ত্বমিষ্টদেবতৈবাসি ক্যাচিন্মে মোহহারিণী । কেয়ং চিন্তাথবা মেহত্র কাচিত্বং ভবসুন্দরি ॥ ১৪৫ ॥ পরবানস্ম্যহং জাতস্তব দর্শনতোহধুনা । অবশ্যমেব কর্ত্তাস্মি তবাদেশং তদাদিশ ॥ ১৪৬ ॥ একং তপোব্যয়ং হিত্বা কারয়িষ্যসি যৎপুনঃ । তদেবাহং করিষ্যামি বিধেয়ঃ শুভলোচনে ॥ ১৪৭ ॥ ন বচস্ত্বাদৃশীনাং হি মহত্ত্বং স্থাপয়েৎ সতাম্ । পরং ত্বং কাসি সুভগে সত্যং ব্রূহি মমাগ্রতঃ ॥ ৪৮ ॥ অথবা তব দেহেহস্মিন্নাসত্যং নির্ম্মলেক্ষণে । ইতি পৃষ্টাহ মুনিনা সা বিশ্বাযুর্নটোদ্ভব ॥ ১৪৯ ॥ অত্রত্যৈস্তৈব হি মুনে গৃহিণী গৃহমেধিনঃ । নিত্যং বীক্ষ্যে চরন্তং ত্বাং ভিক্ষাং শিষ্যগণৈর্বৃতম্ ॥ ১৫০ ॥ ত্বমেব মাং নো জানীষে জানে ত্বামহমেব হি । তপস্বিন্ কিং বহুক্তেন যাবন্নাস্তং ব্রজেদ্রবিঃ ॥ ১০১ ॥ প্রাণনাথস্য মে তাবদাতিথ্যং সফলীকুরু । তচ্ছ্রুত্বা স মুনিঃ প্রাহ বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ১৫২ ॥ ব্যাস উবাচ । অস্তি মে নিয়মঃ কশ্চিৎ স সিদ্ধিং চেদ্ব্রজেচ্ছুভে । এক-ভিক্ষাং তদাহং তু করিষ্যে নান্যথা পুনঃ ॥ ১৫৩ ॥ তপস্ব্যুদীরিতং শ্রুত্বা সা প্রোবাচ বচস্ততঃ । অবিশঙ্কং বদ মুনে কস্তেহস্তি নিয়মঃ সুধীঃ ॥ ১৫৪ ॥ মম ভর্ত্তুঃ প্রসাদেন কিঞ্চিন্ন্যূনং যতোহত্র ন । ইতি শ্রুত্বা প্রহৃষ্টাত্মা স তামাহ তপোধনঃ ॥ ১৫৫ ॥ অযুতং মম শিষ্যা যে তৈঃ সপঙ্ক্তিমহং ব্রণে । অস্তং যাবন্ন যাত্যর্কস্তাবস্তোক্ষ্যেহন্যথা ন হি ॥ ১৫৬ ॥ নিশম্যেতি প্রহৃষ্টাত্মা সা প্রোবাচ মুনিং ততঃ । কিং বিলম্বেন তদ্যাহি সর্ব্বান্ শিষ্যান্ সমাহ্বয় ॥ ১৫৭ ॥ পুনঃ প্রাহ স তাং সাধ্বি ত্বেতাবৎসিদ্ধিরস্তি তে । যেন তৃপ্তিং গমিষ্যন্তি মচ্ছিষ্যাঃ সর্ব্ব এব তে ॥১৫৮॥ স্মিত্বাথ সাব্রবীত্তং তু মুনে ভর্ত্তুরনুগ্রহাৎ । সিদ্ধমেব সদৈবাস্তে সর্ব্বং তাবন্মমালয়ে ॥ ১৫৯ ॥ যাবতার্থি-

---

ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডালের উপর তুল্যদৃষ্টি রাখিয়া থাকেন বলিয়া নিয়ত সেবিতা হন ? কিংবা আমার অদৃষ্ট-দেবীই নারীস্বরূপা হইয়াছ ? অথবা সেই ভক্ত-বৎসলা ভবানীই তুমি ? তুমি দানবী, নাগী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, গন্ধর্বী, যক্ষিণী, বা নারী, যেই হও, আমার ইষ্টদেবীই মোহদূর করিবার বাসনায় আসিয়াছ, ইহা বোধ হইতেছে। অথবা ঐ সকল চিন্তা আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার কেহ স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে ; তোমার আদেশ পাইলেই সেই মুহূর্ত্তে তাহা পালন করিব। তপস্যা ব্যয় না করিলে যাহা হইবে না, তাহা ব্যতীত মৎসাধ্য সকল কার্য্যই তোমার অনুমতি পাইলে করিতে পারি। হে সুন্দরি! ত্বাদৃশ স্ত্রীগণ মহৎকে [illegible]নিকর কার্য্যে নিয়োগ করে না। হে সুন্দরি! সত্য কথা বল, তুমি কোন্ ব্যক্তি ? [illegible] ঐ দেহে মিথ্যা বলিবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। [illegible] তখন বিশ্বজননী ব্যাসের এই সকল [illegible] শুনিয়া কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি অত্রত্য [illegible] গৃহমেধিনী। আপনি আমাকে জানেন [illegible] আমি আপনাকে শিষ্যগণের [illegible]

হে তাপস! আর বাক্যপ্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন ; সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বেই আমার স্বামীর অতিথি হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করুন। মহর্ষি ব্যাস, দেবীর এই বাক্য শুনিয়া নম্রতাসহকারে বলিতে লাগি-লেন। ব্যাস কহিলেন,—হে সুভগে! আমার একটী নিয়ম আছে, যেখানে তাহার প্রতিপালন হয়, তথায়ই ভিক্ষা করিয়া থাকি। ১২১—১৫৩। ঈদৃশ তপস্বি-বাক্য শ্রবণে ভগবতী কহিলেন,—হে তপোধন! আপনার কিরূপ নিয়ম, তাহা ব্যক্ত করিলে, বোধ করি পতিদেবের অনুকম্পায় তাহার ত্রুটি হইবার সম্ভব নাই। তখন সত্যবতীতনয় সানন্দে তাঁহাকে কহিলেন, আমি যেখানে ভোজন করিব, তথায় আমার দশ সহস্র শিষ্যেরও ভিক্ষাকার্য্য সমাধা হইবে এবং সূর্য্য অস্ত যাইলে আমি ভোজন করি-না। ব্যাস এইরূপ কহিলে ভবানীর বদন প্রফুল্ল হইল এবং তিনি "বিলম্বে প্রয়োজন নাই" বলিয়া সকল শিষ্যগণের সহিত সত্বর তাঁহাকে আসিতে কহিলেন। তখন পুনরায় মহর্ষি তাঁহাকে কহি-লেন,—হে পতিপরায়ণে! তোমার এমন কি দৈব-শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে শিষ্যগণের সহিত আমাকে ভোজন করাইবে ? [illegible]

জনস্তৃপ্তিমেতি সর্ব্বোঽপি সর্ব্বশঃ। বয়ং ন তাদৃগু-মহিলা ভর্ত্তৃসন্দেহকারিকাঃ॥ ১৬০॥ আয়াতোঽর্থী যদা গেহে সিদ্ধং কার্য্যং তদৈব হি। পরিপূর্ণা দিশঃ সর্ব্বাঃ পরিপূর্ণা মনোরথাঃ॥ ১৬১॥ পরিপূর্ণং গৃহং সর্ব্বং পত্যুঃ পাদপ্রসাদতঃ। যাহি তূর্ণং সমায়াহি যাবদস্মার্থিভিঃ সহ॥ ১৬২॥ পতির্মে বহুকালীনঃ কালং ন সহতে চিরম্। প্রিয়াতিথিঃ প্রিয়তমস্তদা-তিথ্যসমৃদ্ধয়ে॥ ১৬৩॥ আশু গত্বা সমাগচ্ছ যাবন্না-স্তমিতো রবিঃ। ইতি প্রহৃষ্টস্ত্বরিতঃ শিষ্যানাহূয় সর্ব্বতঃ॥ ১৬৪॥ আগত্য তাং পুনঃ প্রাহ দৃষ্ট্বা তন্মার্গলোচনাম্। মাতঃ সর্ব্বে সমাযাতাস্ত্বরিতং দেহি ভোজনম্॥ ১৬৫॥ অস্তাচলং হি সময়া সমিয়াদেষ ভাস্করঃ। ইত্যুক্তা মন্দিরস্থান্তর্বিবিশুস্তে তপো-ধনাঃ॥ ১৬৬॥ তন্মণ্ডপমণিজ্যোতিস্তত্যাহিতদিন-শ্রিয়ঃ। যাবদ্গচ্ছন্তি তৎসৌধমধ্যমাশু তপস্বিনঃ॥ ১৬৭॥ পাদৌ প্রক্ষাল্য তাবত্তে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সমর্চ্চ্য চ। কৈশ্চিৎ পরিবিষ্টায়া ভোক্তুমেবোপ-বেশিতাঃ॥ ১৬৮॥ তদ্দিব্যপাকসম্ভারান্দৃষ্ট্বা তদুদ্ভবাঃ ক্ষণাৎ। পরাং তৃপ্তিমুপাগচ্ছন্ অগণ্যাময়োদ-রাজিভিঃ॥ ১৬৯॥ অতিতৃপ্তিং সমাপন্নাস্তে তদন্ন-নিষেবণাৎ। আচান্তাশ্চন্দনৈঃ স্রগ্ভির্বস্ত্রৈঃ পরি-ভূষিতাঃ॥ ১৭০॥ অথ সান্ধ্যং বিধিং কৃত্বা প্রোপবিষ্ট তদগ্রতঃ। অভিনন্দ্য মহাশীর্ভির্যাবদ্গন্তুং প্রচক্রমুঃ॥ ১৭১॥ তাবদ্বৃদ্ধগৃহস্থেন গৃহিণী সা কটাক্ষিতা। পপ্রচ্ছ তীর্থে বসতাং কো ধর্ম্মো মুখ্য এব হি॥ ১৭২॥ তথা তদনুসারেণ তীর্থে বর্ত্তামহে বয়ম্। সর্ব্বধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা তদ্গৃহিণীবচঃ॥ ১৭৩॥ তদাদরসুধাক্লিন্নমহান্নস্বাদতর্পিতঃ। প্রত্যু-বাচ মুনির্ব্যাসঃ স্মিত্বা তাং সর্ব্ববিত্তমাম্॥ ১৭৪॥ ব্যাস উবাচ। স্বচ্ছান্তঃকরণে মাতর্ম্মহামিষ্টান্ন-মানদে। স এষ ধর্ম্মো নাস্ত্যোঽস্তি যত্ত্বয়া পরি-চর্য্যতে॥ ১৭৫॥ ত্বমেব ধর্ম্মং জানাসি পতিশুশ্রূষণে রতা। যদি পৃচ্ছসি মাং সত্যং তদা কিঞ্চন বচ্মি তে॥ ১৭৬॥ বক্তব্যমেব পৃষ্টেন মনাগপি বিজা-নতা। স এব ধর্ম্মঃ সুভগে নান্যো ধর্ম্মোঽস্তি

গৃহে যত অতিথি আসুন না কেন, সকলেরই তৃপ্তি করিতে পারিব; আমার পতির প্রভাবে এতাদৃশ দ্রব্যসম্ভার মদালয়ে সতত রহিয়াছে। হে মুনে! আমি প্রাকৃত গৃহিণীর মত অতিথি আসিলে পর তবে উদ্যোগ করি না; আমার পতির পাদপদ্মের প্রসাদে ভবনের সকল দিক্ ও সকল গৃহ সর্ব্বদা অতিথির অভিলাষানুরূপ দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আপনি শীঘ্র আশ্রমে যাইয়া শিষ্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করুন। কারণ আমার অতিথিপ্রিয় বৃদ্ধ পতি অধিক বিলম্ব সহিতে পারিবেন না; সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বেই আপনি সত্বর আসিয়া তদীয় আতিথ্য-সম্পৎ সম্পূর্ণ করুন। তখন ব্যাস ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহা-দিগের সহিত আসিয়া অতিথিপথাবলোকিনী সেই দেবীকে—"হে মাতঃ! আমরা সকলেই সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্তগত হইবার বিলম্ব দেখি না, আপনি শীঘ্র আমাদিগকে ভোজন করা-ইয়া পরিতৃপ্ত করুন। এই কথা বলিয়া সেই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশমাত্রে তত্রত্য মণিসমূহের কিরণরাশি তাঁহাদের দেহে পতিত হইয়া সূর্য্যকিরণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর অট্টালিকার মধ্যে সকলে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহারা যাইবা মাত্র কেহ আসিয়া তাঁহাদের পাদক্ষালন, কেহ পূজা, কেহ বা অন্নাদি পরিবেশন করিয়া সকলকে ভোজন করাইল। ১৫৪—১৬৮। সেই ব্যাসপ্রমুখ তাপসেরা প্রথমে সেই সকল অন্ন-ব্যঞ্জনাদির গন্ধে আমোদিত হইয়া তৎপরে দেখিয়া ও ভোজন করিয়া অভূতপূর্ব্ব সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। ভোজনান্তে আচমন করিয়া চন্দন, মাল্য ও নূতনবসনে বিভূষিত হইয়া সায়ংকৃত্য সমাধা করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখে উপ-বেশন করিলেন ও তাঁহাকে বহুতর আশীর্ব্বাদে অভিনন্দন করিয়া আশ্রমে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই দেবী গৃহিণী, প্রাচীন গৃহস্বামীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ব্যাস-দেবকে প্রশ্ন করিলেন,—হে তপোধন! আমার নিকট তীর্থবাসীদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন; আমি সেইরূপে কাশীতে অবস্থান করিব। ধার্ম্মিকবর পরাশরসুত, গৃহিণীর প্রশ্ন শুনিয়া, তৎকৃত অত্যন্ত-সুদুর্লভ আতিথ্যসৎকারে পরম তৃপ্তি হওয়ায় মৃদু হাস্য করিয়া সেই গৃহিণীরূপিণী ভবানীকে কহিলেন,—হে পূতান্তঃকরণে! মাতঃ! আপনার কৃত কার্য্যই ধর্ম্ম, আপনার পতিসেবাপ্রভাবে কোন ধর্ম্মই অজ্ঞাত নাই, তথাপি আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও কিছু বলিব; কারণ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যদিও সে ব্যক্তি

কুরুন। ১৭৭। যেনৈষ তোষমায়াতি তব ভর্ত্তা চিরন্তনঃ। গৃহিণ্যুবাচ। অয়ং ধর্ম্মো ভবেন্নূনং ক্রিয়তে চ স্বশক্তিতঃ। ১৭৮। সাধারণানি ধর্ম্মাণি সম্পৃচ্ছে তানি মে বদ। ব্যাস উবাচ। অনুদ্বেগকরং বাক্যং পরোৎকর্ষসহিষ্ণুতা। ১৭৯। বিচার্য্যকারিতা নিত্যং স্বধিক্যোদয়চিন্তনম্। গৃহস্থ উবাচ। এষু ধর্ম্মেষু ভো বিদ্বংস্ত্বয়ি কোঽস্তীহ তদ্বদ। ১৮০। ততঃ স্থগিতবদ্ব্যাসস্তস্থৌ কিঞ্চিন্ন চোক্তবান্। ততঃ পুনর্গৃহস্থেন স হি প্রোক্তস্তপোধনঃ। ১৮১। যদ্যেত এব বৈ ধর্ম্মাস্ত্বয়া যে প্রতিপাদিতাঃ। তদাস্ত তাত বৈ বৈক্ষি দানং শাপস্য চোত্তমম্। ১৮২। ত্বয্যেব হি দয়া সম্যগ্ ধৈর্য্যং ত্বয্যেব চোত্তমম্। ত্বয়ি সম্ভাবনাস্ত্যেব কামক্রোধবিনিগ্রহে। ১৮৩। ত্বমেব সম্যগ্ জানীষে বক্তুং চোদ্বেগবর্জ্জিতম্। ত্বয্যেব সম্যগ্দৃষ্টেত পরোৎকর্ষহিষ্ণুতা। ১৮৪। বিচার্য্যকারিতায়াশ্চ ত্বমেব নিলয়ো মহান্। স্বস্য ধিষ্ণ্যস্য চ ভবাংশ্চিন্তয়েদুদয়ং ধ্রুবম্। ১৮৫। মহ্যৈকং ব্রূহি ভো বিদ্বন্ শাপং দদ্যাচ্চ যঃ ক্রুধা। অলভন্ স্বার্থসংসিদ্ধিমভাগ্যাত্তস্য কস্য সঃ। ১৮৬। ব্যাস উবাচ। যঃ স্বার্থসিদ্ধিমলভন্নভাগ্যাচ্ছপতি ক্রুধা। স শাপঃ প্রত্যুত ভবেচ্ছপ্তুরেবাবিবেকিনঃ। ১৮৭। গৃহস্থ উবাচ। ভবতা ভ্রমতা বিপ্র নাপ্তা ভিক্ষা যদাপ্যহো। তদাপরাদ্ধং কিমিহ বরাকৈঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ। ১৮৮। তপস্বিন্ শৃণু মে বাক্যং রাজধান্যাং মমেহ যঃ। ঋদ্ধিং দ্রষ্টুং ন শক্নোতি পরিশপ্তঃ স এব হি। ১৮৯। অদ্যপ্রভৃতি ন ক্ষেত্রে মদীয়ে শাপবর্জ্জিতে। আবস ক্রোধন মুনে ন বাসে যোগ্যতাত্র তে। ১৯০। ইদানীমেব নির্গচ্ছ বহিঃ ক্ষেত্রাদিতো ভব। ত্বদ্বিধানাং ন যোগ্যং মে ক্ষেত্রং মোক্ষৈকসাধনম্। ১৯১। অত্রাল্পমপি যদ্দৌষ্ট্যং কৃতং মৎক্ষেত্রবাসিনাম্। তদ্দৌষ্ট্যস্য পরীপাকো রুদ্রপৈশাচ্যমেব হি। ১৯২। তচ্ছ্রুত্বা বেপমানঃ স পরিশুষ্কোষ্ঠতালুকঃ। জগাম শরণং গৌরীং লুঠংস্তচ্চরণাগ্রতঃ। ১৯৩। উবাচ চ বচো মাতস্ত্রাহি ত্রাহি ভৃশং রুদন্। অনাথস্ত্বৎসনাথোঽহং,

---

স্বল্পজ্ঞ হয়, তথাপি তাহার কিছু বলা উচিত। হে সুভগে! আপনার বৃদ্ধ পতির সন্তোষ উৎপাদন ব্যতীত আর আপনার কোনও ধর্ম্ম নাই। গৃহিণী কহিলেন,—সত্য ইহাই আমার ধর্ম্ম এবং সাধ্যানুসারে আমি ইহা প্রতিপালনও করিয়া থাকি; কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি তাহা বলুন। ব্যাস কহিলেন,—লোকের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমন বাক্য প্রয়োগ, পরের উন্নতিতে অনসূয়া, সতত বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করা এবং নিজ ভবনের মঙ্গলচিন্তা, ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম। গৃহিণী কহিলেন—এই সকল ধর্ম্মের কোন্ ধর্ম্ম আপনাতে আছে, তাহা বলুন। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস কিছুই উত্তর করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন গৃহস্থ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তোমার মতে ধর্ম্ম যদি এইরূপ হয়, তবে তুমিই ধার্ম্মিক, কারণ তুমি দমনে এবং অভিসম্পাত প্রদানে অত্যন্ত সক্ষম; সুতরাং তোমাতে দয়া ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে। কাম-ক্রোধদমন তোমারই সম্ভব; পরের কষ্ট না হয় এমন বাক্য প্রয়োগ করিতে তুমিই উত্তমরূপ জান এবং পরোৎকর্ষে সহিষ্ণুতা তোমাতেই দেখা যাইতেছে। [illegible] উত্তমরূপে বিচার করিয়া কার্য্য কর এবং [illegible] নিজ গৃহের উন্নতি চিন্তা করিয়া থাক।

১৬৯—১৮৫। হে বিদ্বন্! যে ব্যক্তি দুরদৃষ্ট বশতঃ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারিয়া অভিসম্পাত প্রদান করে, সে পাপ কাহার হয়? ইহার উত্তর আমাকে প্রদান কর। ব্যাস কহিলেন,—যে ব্যক্তি দুরদৃষ্ট বশতঃ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারিয়া ক্রোধে শাপ প্রদান করে, সেই শাপ সেই বিবেচনাশূন্য শাপদাতারই হয়। গৃহস্থ কহিলেন,—হে দ্বিজবর! তুমি নিজে অভাগা বলিয়াই কুত্রাপি ভিক্ষা পাও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষ ক্ষেত্রবাসীরা তোমার কি অপরাধ করিয়াছিল? হে তপোধন! আমার এই নগরীর সম্পৎ যাহার চক্ষের শূল হয়, তাহাকেই অভিশাপ আক্রমণ করিয়া থাকে। রে কোপনস্বভাব! তুমি এই শাপশূন্য ক্ষেত্রে থাকিবার অনুপযুক্ত বলিয়া আমার বাক্যে তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে অপসৃত হও। তুমি এই মুহূর্ত্তেই ক্ষেত্রবহির্দ্দেশে নির্গত হও। তুমি এই মোক্ষক্ষেত্র কাশীধামে বাস করিবার অযোগ্য পাত্র। কাশীতে কাশীবাসিগণের উপর অত্যাচারকারী ব্যক্তি, নিজকৃতকর্ম্মের ফলে রুদ্রপিশাচ হইয়া থাকে। ব্যাস এই সকল কথা শুনিয়া শুষ্কতালুকণ্ঠ ও কম্পান্বিতকলেবর হইয়া ভবানীর পদতলে পড়িয়া শরণাগত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মাতঃ! রক্ষা করিন। এই অনাথকে রক্ষা করুন। হে মাতঃ!

বালিশস্তব বালকঃ॥ ১৯৪॥ শরণাগতঞ্চ সম্প্রাপ্তি রক্ষ মাং শরণাগতম্। বহুনামাগসাং গেহমস্মাকং দুষ্টমানসম্॥ ১৯৫॥ শম্ভুশাপোহন্যথাকর্ত্তুং ভবত্যাপি ন শক্যতে। অহঞ্চ শরণায়াতস্তদেকং ক্রিয়তাং শিবে॥ ১৯৬॥ প্রত্যষ্টমি সদা ক্ষেত্রে প্রতিভূতঞ্চ পার্ব্বতি। দিশ প্রবেশনাদেশং নেশবাক্যলঙ্ঘকঃ॥ ১৯৭॥ ইত্যুক্তা তেন মুনিনা ভবানী করুণাজনিঃ। মুখং মহেশিতুর্বীক্ষ্য তথেত্যাহ তদাজ্ঞয়া॥ ১৯৮॥ অথান্তর্হিতবন্তৌ তৌ শিবৌ ক্ষেত্রশিবঙ্করৌ। ব্যাসোহপি নির্যযৌ ক্ষেত্রাৎ স্বাপরাধবশং বদন্॥ ১৯৯॥ অহোরাত্রং স পশ্যন্ বৈ ক্ষেত্রং দৃষ্টেরদূরগম্। প্রাপ্যাষ্টমীঞ্চ ভূতাঞ্চ মধ্যে ক্ষেত্রং সদা বিশেৎ॥ ২০০॥ লোলার্কাদগ্নিদিগ্‌ভাগে স্বর্ধুনীপূর্ব্বরোধসি। স্থিতো হ্যদ্যাপি পশ্যেৎস কাশীপ্রাসাদরাজিকাম্॥ ২০১॥ স্কন্দ উবাচ। ইত্থং কুম্ভজ স ব্যাসঃ ক্ষেত্রে শাপং প্রদাস্যতি। ক্ষেত্রশাপপ্রদানাচ্চ বহির্যাস্যতি তৎক্ষণাৎ॥ ২০২॥ অতএবাবিমুক্তস্য ক্ষেত্রস্য শুভশংসিনঃ। ভবিষ্যতি শুভং নিত্যমন্যথা স্বশুভৈব হি॥ ২০৩॥ অধ্যায়মিমং পুণ্যং ব্যাসশাপবিমোক্ষণম্। মহোপসর্গেভ্যো ভয়ং তস্য ন কুত্রচিৎ॥ ২০৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্যাসশাপবিমোক্ষণং নাম ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৬॥

আপনার নিজসন্তান অতিমূর্খ, আজ শরণাগত হইতেছি, আমায় রক্ষা করুন। আমার চিত্ত পাপরাশিতে পরিপূর্ণ। শিবশাপ অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই সত্য, কিন্তু মাতঃ! আপনি শরণাগতের প্রতি করুণা করিয়া একটা উপায় করুন, যাহাতে এই দাসকে প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে আনন্দধামে প্রবেশ করিতে অনুমতি করেন; তব বাক্য মহাদেবের অলঙ্ঘনীয়, তাহা জানি। দয়াময়ী পার্ব্বতী, ব্যসবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া 'তাহাই হইবে' বলিবামাত্র ক্ষেত্রমঙ্গলালয় শিব ও দুর্গার তথায় অন্তর্দ্ধান হইল। ব্যাসও স্বাপরাধ কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্ষেত্রবহির্দ্দেশে আগমন করিয়া তদবধি রাত্রিদিন ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করত অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীদিবে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে লোলার্কের অগ্নিকোণে অবস্থানপূর্ব্বক পরাশরসুত অদ্যাপি কাশীশোভা অবলোকন করেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে ঘটোদ্ভব! মুনে! মহর্ষি ব্যাস এইরূপে ক্ষেত্রকে অভিশপ্ত করিয়া সেই কারণে স্বয়ংই ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এই সকল কারণে যে ব্যক্তির মুখে কাশীক্ষেত্রের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইবে, তিনি শুভলাভ করিতে পারেন ইহার বিপরীতে বিপরীত ঘটনা হয়। যাহার কর্ণকুহরে এই ব্যাসশাপবিমোক্ষণ নামক বিশুদ্ধ অধ্যায় প্রবেশ করে, তাহাকে কখন কোন উপসর্গজন্য ভয় পাইতে হয় না। ১৮৬—২০৪।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। এতত্তবিষ্যং শ্রুত্বাহং ব্যাসস্য শিবনন্দন। আশ্চর্য্যভাজনং জাতস্তীর্থানি কথয়াধুনা॥ ১॥ আনন্দকাননে যানি যত্র সন্তি ষড়ানন। তানি লিঙ্গস্বরূপাণি সমাচক্ষ মমাগ্রতঃ॥ ২॥ স্কন্দ উবাচ। অয়মেব হি বৈ প্রশ্নো দেব্যৈ দেবেন ভো তদা। যাদৃশঃ কথিতো বচ্মি তাদৃশং শৃণু কুম্ভজ॥ ৩॥ দেব্যুবাচ। যানি যানি হি তীর্থানি যত্র যত্র মহেশ্বর। তানি তানীহ মে কাশ্যাং তত্র তত্র বদ প্রভো॥ ৪॥ দেবদেব উবাচ। শৃণু দেবি বিশালাক্ষি তীর্থং লিঙ্গমুদাহৃতম্। জলাশয়েঽপি তীর্থাখ্যা জাতা মূর্ত্তিপরিগ্রহাৎ॥ ৫॥ মূর্ত্তয়ো

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে শিবনন্দন! ব্যাসদেবের ঈদৃশ ভবিষৎ ঘটনা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। হে ষড়ানন! এক্ষণে আনন্দকাননে যে যে স্থানে লিঙ্গস্বরূপ যে যে তীর্থ আছেন, আমার নিকট প্রকাশ করুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্কর এই বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া পার্ব্বতীকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবী কহিয়াছিলেন,—হে মহেশ্বর! এই কাশীধামে যে যে স্থলে যে যে তীর্থ অবস্থিত আছেন, হে প্রভো! অনুগ্রহ আমার নিকট ব্যক্ত করুন। তখন দেবদেব কহিলেন,—হে বিশালাক্ষি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর। হে দেবি!

ব্রহ্মবিষ্ণুর্কশিবৰিঘ্নেশ্বরাদিকাঃ। লিঙ্গং শৈবমিতি-খ্যাতং যদ্রৈতত্তীর্থমেব তৎ ॥ ৬॥ বারাণস্যাং মহাদেবঃ প্রথমং তীর্থমুচ্যতে। তদুত্তরে মহাকূপঃ সারস্বতপদপ্রদঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষেত্রপূর্ব্বোত্তরে ভাগে তদ্দৃষ্ট্বা পশুপাশহৃৎ। তৎপশ্চাদ্বিগ্রহবতী পূজ্যা বারাণসী নরৈঃ ॥ ৮ ॥ সা পূজিতা প্রযত্নেন সুখ-বস্তিপ্রদা সদা। মহাদেবস্ত পূর্ব্বেণ গোপ্রেক্ষং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ তদ্দর্শনাদ্ভবেৎ সম্যগ্ গোদান-জনিতং ফলম্। গোলোকাৎ প্রেষিতা গাবঃ পূর্ব্বং যচ্ছম্ভুনা স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥ বারাণসীং সমায়াতা গোপ্রেক্ষং ততঃ স্মৃতম্। গোপ্রেক্ষাদ্দ-ক্ষিণে ভাগে দধীচীশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১১ ॥ তদ্দর্শ-নাদ্ভবেৎ পুংসাং ফলং যজ্ঞসমুদ্ভবম্। অত্রী-শ্বরং তু তৎপ্রাচ্যাং মধুকৈটভপূজিতম্ ॥ ১২ ॥ লিঙ্গং দৃষ্ট্বা প্রযত্নেন বৈষ্ণবং পদমৃচ্ছতি। গোপ্রেক্ষাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে লিঙ্গং বৈ বিজয়ং স্মৃতম্ ॥ ১৩ ॥ তস্য সম্পূজনান্মর্ত্ত্যো বিজয়ো জায়তে ক্ষণাৎ। প্রাচ্যাং বেদেশ্বরস্তস্য চতুর্ব্বেদ-ফলপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥ বেদেশ্বরাদুদীচ্যাং তু ক্ষেত্রজ্ঞ-শ্চাদিকেশবঃ। দৃষ্টং ত্রিভুবনং সর্ব্বং তস্য সন্দ-র্শনাদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৫ ॥ সঙ্গমেশ্বরমালোক্য তৎ-প্রাচ্যাং জায়তেঽনঘঃ। চতুর্ম্মুখেণ বিধিনা তৎ-পূর্ব্বেণ চতুর্ম্মুখম্ ॥ ১৬ ॥ প্রয়াগসংজ্ঞকং লিঙ্গ-মর্চ্চিতং ব্রহ্মলোকদম্। তত্র শান্তিকরী গৌরী পূজিতা শান্তিকৃদ্ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ বরণায়াস্তটে পূর্ব্বে পূজ্যং কুন্তীশ্বরং নৃভিঃ। তৎপূজনাৎ প্রজায়ন্তে পুত্রা নিজকুলোজ্জ্বলাঃ ॥ ১৮ ॥ কুন্তীশ্বরাদুত্তরতস্তীর্থং বৈ কাপিলো হ্রদঃ। তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ বৃষভধ্বজ-পূজনাৎ ॥ ১৯ ॥ রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং স্ববিকলং ভবেৎ। রৌরবাদিষু যে কেচিৎ পিতরঃ কোটি-যন্ত্রিতাঃ ॥ ২০ ॥ তত্র শ্রাদ্ধে কৃতে পুত্রৈঃ পিতৃ-লোকং প্রয়ান্তি তে। আনুসূয়েশ্বরং লিঙ্গং গোপ্রেক্ষাদুত্তরে মুনে ॥ ২১ ॥ তদ্দর্শনাদ্ভবেৎ স্ত্রীণাং পাতিব্রত্যফলং স্ফুটম্। তল্লিঙ্গপূর্ব্বদিগ্‌ভাগে

লিঙ্গ সকলই তীর্থ বলিয়া কথিত আছে, এবং ঐ লিঙ্গরূপ তীর্থ সম্বন্ধেই জলাশয়ের নামও তীর্থ হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অর্ক, শিব ও গণেশাদি যাবতীয় দেবমূর্ত্তিই শিবলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত এবং যে যে স্থানে ঐ শিবলিঙ্গ অবস্থিত, তাহাও তীর্থ। এই বারাণসীতে মহাদেবই প্রথম তীর্থ, তাঁহার উত্তরে সারস্বতপদপ্রদ এক মহাকূপ আছে; ক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তর ভাগে অবস্থিত ঐ কূপ দর্শন করিলে মানব পশুপাশ হইতে মুক্ত হয়। তাহার পশ্চাৎভাগে মূর্ত্তিমতী বারাণসী বিরাজ করিতেছে। তিনি মানবগণকর্ত্তৃক পূজিতা হইলে সতত সুখ-প্রাপ্তি প্রদান করিয়া থাকেন। মহাদেবের পূর্ব্ব-দিকে গোপ্রেক্ষ নামক পরমলিঙ্গ অবস্থিত, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে সম্যক্ গোদানজনিত ফল লাভ করা যায়। পূর্ব্বে ভগবান্ শম্ভুকর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া গোগণ গোলোক হইতে তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার নাম গোপ্রেক্ষ হইয়াছে। উক্ত গোপ্রেক্ষলিঙ্গের দক্ষিণে দধীচীশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছেন, তদ্দর্শনে মানবগণের যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত ফল হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণ ভাগে মধুকৈটভপূজিত অত্রীশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজমান, [illegible] তাঁহাকে অবলোকন করিলে বিষ্ণুপদ লাভ [illegible] গোপ্রেক্ষলিঙ্গের পূর্ব্বদিক ভাগে অবস্থিত [illegible] নামক [illegible] পূজা করিলে মানবগণ ক্ষণকালমধ্যে বিজয় হইয়া থাকে। বিজয়েশ্বরের পশ্চিমে চতুর্ব্বেদফলপ্রদ বেদেশ্বর নামে লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। উক্ত বেদেশ্বরের উত্তরে ক্ষেত্রজ্ঞ আদিকেশব অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে নিঃসন্দেহ সমুদয় ত্রিভুবন দর্শন করা হয়। ১—১৫। তাঁহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বে চতুর্ম্মুখ বিধাতা কর্ত্তৃক পূজিত প্রয়াগসংজ্ঞক চতুর্ম্মুখলিঙ্গ বিরাজিত, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। সেই স্থানে শান্তিকরী গৌরী আছেন, তিনি পূজিতা হইলে পরম শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। বরণা-নদীর পূর্ব্বতটে কুন্তীশ্বর নামক এক লিঙ্গ আছেন, মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিলে কুলবর্দ্ধন বহুপুত্র লাভ করিতে পারে। উক্ত কুন্তীশ্বরের উত্তরে কাপিলহ্রদ নামে এক তীর্থ আছে; ঐ হ্রদে স্নান ও বৃষভধ্বজকে অর্চ্চনা করিলে রাজসূয়যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইয়া থাকে। অধিক কি, পুত্রগণ যদি ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের রৌরবাদি নরকগত কোটী পূর্ব্বপুরুষগণও পিতৃ-লোক প্রাপ্ত হয়। হে মুনে। গোপ্রেক্ষলিঙ্গের উত্তরভাগে অনুসূয়েশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে রমণীগণ, নিঃসন্দেহ [illegible] পাতিব্রত্যফল লাভ করিয়া থাকে। [illegible]

পূজ্যঃ সিদ্ধিবিনায়কঃ ২২। যাং সিদ্ধিং যঃ সমীহেত স তামাপ্নোতি তন্মতেঃ। হিরণ্যকশিপোর্লিঙ্গং গণেশাৎ পশ্চিমে ততঃ॥ ২৩॥ হিরণ্যকূপস্তত্রাস্তি হিরণ্যাশ্বসমৃদ্ধিকৃৎ॥ ২৪॥ মুণ্ডাসুরেশ্বরং লিঙ্গং তৎপ্রতীচ্যাং চ সিদ্ধিদম্। অভীষ্টদং তু নৈর্ঋত্যাং গোপ্রেক্ষাদ্বৃষভেশ্বরম্॥ ২৫॥ মুনে স্কন্দেশ্বরং লিঙ্গং মহাদেবস্য পশ্চিমে। তল্লিঙ্গপূজনান্নৃণাং ভবেন্মম সলোকতা॥ ২৬॥ তৎপার্শ্বতো হি শাখেশো বিশাখেশশ্চ তত্র বৈ। নৈগমেয়েশ্বরস্তত্র যেঽন্যে নন্দ্যাদয়ো গণাঃ॥ ২৭॥ তেষামপি হি লিঙ্গানি তত্র সন্তি সহস্রশঃ। তদ্দর্শনাদ্ভবেৎ পুংসাং তত্তদ্গণসলোকতা॥ ২৮॥ নন্দীশ্বরাৎ প্রতীচ্যাং চ শিলাদেশঃ কুধীহরঃ। মহাবলপ্রদস্তত্র হিরণ্যাক্ষেশ্বরঃ শুভঃ॥ ২৯॥ তদ্দক্ষিণেঽট্টহাসাখ্যং লিঙ্গং সর্ব্বসুখপ্রদম্। প্রসন্নবদনেশাখ্যং লিঙ্গং তস্যোত্তরে শুভম্॥ ৩০॥ প্রসন্নবদনস্তিষ্ঠেত্তদ্ভক্তস্তদ্দর্শনাচ্ছুভাৎ। তদুত্তরে প্রসন্নোদং কুণ্ডং নৈর্ম্মল্যদং নৃণাম্॥ ৩১॥ প্রতীচ্যামট্টহাসস্য মিত্রাবরুণনামনী। লিঙ্গে তল্লোকদে পূজ্যে মহাপাতকহারিণী॥ ৩২॥ নৈর্ঋত্যাং চাট্টহাসস্য বৃদ্ধবাসিষ্ঠসংজ্ঞকম্। লিঙ্গং তৎপূজনাৎ পুংসাং জ্ঞানমুৎপদ্যতে মহৎ॥ ৩৩॥ বসিষ্ঠেশসমীপস্থঃ কৃষ্ণেশো বিষ্ণুলোকদঃ। তদ্যাম্যাং যাজ্ঞবল্ক্যেশো ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধনঃ॥ ৩৪॥ প্রহ্লাদেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য তৎপশ্চাদ্ভক্তিবর্দ্ধনম্। স্বয়ং লীনঃ শিবো যত্র ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া॥ ৩৫॥ অতঃ স্বলীনং তৎপূর্ব্বে লিঙ্গং পূজ্যং প্রযত্নতঃ। সদৈব জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্। যা গতির্বিহিতা তেষাং স্বলীনে সা তনুত্যজাম্॥ ৩৬॥ বৈরোচনেশ্বরং লিঙ্গং স্বলীনাৎ পুরতঃ স্থিতম্। তদুত্তরে বলীশঞ্চ মহাবলবিবর্দ্ধনম্॥ ৩৭॥ তত্রৈব লিঙ্গং বাণেশং পূজিতং সর্ব্বকামদম্। চন্দ্রেশ্বরস্য পূর্ব্বেণ লিঙ্গং বিদ্যেশ্বরাভিধম্॥ ৩৮॥ সর্ব্বা বিদ্যাঃ প্রসন্নাঃ স্যুস্তস্য লিঙ্গস্য সেবনাৎ। তদ্দক্ষিণে তু বীরেশো মহাসিদ্ধিবিধা-

---

পূর্ব্বভাগস্থিত সিদ্ধিবিনায়কের পূজা করিলে, যাহার যেরূপ বাসনা সমুদয় সফল হয়। সিদ্ধিবিনায়কের পশ্চিমে হিরণ্যকশিপুপ্রতিষ্ঠিত, হিরণ্য ও অশ্বসমৃদ্ধিপ্রদ এক লিঙ্গ ও হিরণ্যকূপ নামে এক কূপ আছে। তাহার পশ্চিমে মুণ্ডাসুরেশ্বর নামক সিদ্ধিপ্রদ এক লিঙ্গ এবং গোপ্রেক্ষলিঙ্গের নৈর্ঋত কোণে অভীষ্টদায়ক বৃষভেশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। হে মুনে! মহাদেবের পশ্চিমে স্কন্দেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত, মানবগণ ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে আমার সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। উক্ত স্কন্দেশ্বরের পার্শ্বে শাখেশ্বর, বিশাখেশ্বর ও নৈগমেয়েশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন এবং ঐ স্থানেই নন্দী প্রভৃতি মদীয় অন্যান্য গণগণের প্রতিষ্ঠিত শত সহস্র লিঙ্গ বিরাজমান, ঐ সকল লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে মানবগণের সেই সেই গণের সালোক্য লাভ হয়। নন্দীশ্বরলিঙ্গের পশ্চিমে কুবুদ্ধিনাশক শিলাদেশ্বর এবং সেই স্থানেই মহাবলপ্রদ শুভ হিরণ্যাক্ষেশ্বর নামে লিঙ্গ অবস্থিত। তাহার দক্ষিণে সর্ব্বসুখপ্রদ অট্টহাস নামক লিঙ্গ। অট্টহাসলিঙ্গের উত্তরে প্রসন্নবদন নামক শুভ এক লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। ভক্তগণ উক্ত প্রসন্নবদনাখ্যলিঙ্গ অবলোকন করিলে সর্ব্বদা প্রসন্নমুখে অবস্থান করিতে পারে। তাঁহার উত্তরে মানবগণের মঙ্গলদায়ক প্রসন্নোদক নামে এক কুণ্ড আছে।

পূর্ব্বোক্ত অট্টহাসলিঙ্গের পশ্চিমে মিত্রাবরুণ নামক মহাপাতকহারী দুই লিঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিলে তাঁহাদিগের লোকে গমন করা যায়। অট্টহাসলিঙ্গের নৈর্ঋতকোণে অবস্থিত বৃদ্ধবাশিষ্ঠ নামক লিঙ্গের পূজা করিলে মহৎ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে।১৬—৩৩। উক্ত বশিষ্ঠেশ্বরের সমীপে বিষ্ণুলোকপ্রদ কৃষ্ণেশ্বর এবং তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধক যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রহ্লাদেশ্বর লিঙ্গ, স্বয়ং ভগবান্ শিব, ভক্তগণের অনুগ্রহের জন্য ঐ লিঙ্গে লীন আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে পরম ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। উক্ত প্রহ্লাদেশ্বরের পূর্ব্বদিকে স্বলীন মানসলিঙ্গ আছেন; মানবগণের যত্নপূর্ব্বক উহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পরমানন্দপ্রার্থী জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যাদৃশ গতি লাভ হয়, উক্ত লিঙ্গসমীপে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগেরও সেই গতি হইয়া থাকে। স্বলীন লিঙ্গের সম্মুখে বৈরোচনেশ্বর লিঙ্গ এবং তাঁহার উত্তরে মহাবলবিবর্দ্ধক বলীশ্বর লিঙ্গ ও সেই স্থানেই পূজকগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বাণেশ্বরলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বে বিদ্যেশ্বর নামক যে লিঙ্গ আছেন, তাঁহার সেবা করিলে সমস্ত বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণে

[illegible] ॥ ৩৯ ॥ তত্রৈব বিকটা দেবী সর্ব্বদুঃখৌঘ-[illegible]। পঞ্চমুদ্রং মহাপীঠং তত্র জ্ঞেয়ং সর্ব্বসিদ্ধি-[illegible] ॥ ৪০ ॥ তত্র জপ্তা মহামন্ত্রাঃ ক্ষিপ্রং সিধ্যন্তি [illegible]। তৎপীঠে বায়ুকোণে তু সম্পূজ্যঃ সগরে-[illegible] ॥ ৪১ ॥ তদর্চ্চনাদশ্বমেধফলং স্ববিকলং ভবেৎ। তদীশানে চ বালীশস্তির্য্যগ্‌যোনিনিবা-[illegible] ॥ ৪২ ॥ মহাপাপৌঘবিধ্বংসী সুগ্রীবেশস্তদু-[illegible]। হনূমদীশ্বরস্তত্র ব্রহ্মচর্য্যফলপ্রদঃ ॥ ৪৩ ॥ মহাবুদ্ধিপ্রদস্তত্র পূজ্যো জাম্ববতীশ্বরঃ। অশ্বিমেয়ে-[illegible] পূজ্যো গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে তটে ॥ ৪৪ ॥ তদু-[illegible] ভদ্রহ্রদো গবাং ক্ষীরেণ পূরিতঃ। কপিলানাং [illegible] সম্যক্ দত্তেন যৎফলম্ ॥ ৪৫ ॥ তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ স্নাতো ভদ্রহ্রদে ধ্রুবম্। পূর্ব্বাভাদ্রপদা যুক্তা পৌর্ণমাসী যদা ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ তদা পুণ্যতমঃ কালো বাজিমেধফলপ্রদঃ। হ্রদ-পশ্চিমতীরে তু ভদ্রেশ্বরবিলোকনাৎ ॥ ৪৭ ॥ গোলোকং প্রাপ্নুয়াত্তস্মাৎপুণ্যাদেবাত্র সংশয়ঃ। ভদ্রে-শ্বরাদ্ দক্ষিণে তু মহাপুণ্যপ্রদাতৃশিবো মুনে ॥ ৪৮ ॥ তত্র লিঙ্গস্য সংস্পর্শাৎ পরং শান্তিং সমৃচ্ছতি। উপ-শান্তশিবং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ৪৯ ॥ ত্যজেদশ্রেয়সো রাশিং শ্রেয়োরাশিঞ্চ বিন্দতি। তদুত্তরে চ চক্রেশো যোনিচক্রনিবারকঃ ॥ ৫০ ॥ তদুত্তরে চক্রহ্রদো মহাপুণ্যবিবর্দ্ধনঃ। স্নাত্বা চক্র-হ্রদে মর্ত্ত্যশ্চক্রেশং পরিপূজ্য চ ॥ ৫১ ॥ শিবলোক-মবাপ্নোতি ভাবিতেনান্তরাত্মনা। তন্নৈর্ঋতে চ শূলেশো দ্রষ্টব্যশ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৫২ ॥ শূলং তত্র পুরা ন্যস্তং স্নানার্থং বরবর্ণিনি। হ্রদস্তত্র সমুৎপন্নঃ শূলেশস্যাগ্রতো মহান্ ॥ ৫৩ ॥ স্নানং কৃত্বা হ্রদে তত্র দৃষ্ট্বা শূলেশ্বরং বিভুম্। রুদ্রলোকং নরা যান্তি ত্যক্ত্বা সংসারগহ্বরম্ ॥ ৫৪ ॥ তৎপূর্ব্বতো নার-দেন তপস্তপ্তং মহত্তরম্। লিঙ্গঞ্চ স্থাপিতং শ্রেষ্ঠং কুণ্ডঞ্চাপি শুভং কৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ নারদেশ্বরম্। সংসারাব্ধিং মহা-ঘোরং সন্তরেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ নারদেশ্বর-পূর্ব্বেণ দৃষ্ট্বা বভ্রাতিকেশ্বরম্। নির্ম্মলাং গতিমাপ্নোতি

মহাসিদ্ধিবিধায়ক বীরেশ্বরলিঙ্গ ও সেই স্থানেই সর্ব্বদুষ্টবিমর্দ্দিনী বিকটা দেবী এবং পঞ্চমুদ্র নামে মহাপীঠ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ পীঠ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদ বলিয়া বিখ্যাত, ঐ স্থানে মহামন্ত্র জপ করিলে, নিঃসন্দেহ অবিলম্বে সিদ্ধিলাভ করা যায়। ঐ পীঠের বায়ুকোণস্থিত সাগরেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করা কর্ত্তব্য, তাঁহাকে অবলোকন করিলে সম্পূর্ণ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গের ঈশানকোণে তির্য্যক্‌যোনি-নিবারক বালীশ্বর এবং তাঁহার উত্তরে মহাপাপ-রাশির সংহারকারী সুগ্রীবেশ্বর, ব্রহ্মচর্য্যফলপ্রদ হনূমদীশ্বর ও মহাবুদ্ধিদায়ক জাম্ববতীশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত অশ্বি-[illegible] নামক শিবলিঙ্গদ্বয়ের পূজা করা কর্ত্তব্য। এবং তাঁহাদিগের উত্তরে গোগণের ক্ষীরপূরিত ভদ্রহ্রদ নামে এক হ্রদ আছে। মানব যথাবিধি [illegible] কপিলা গো দান করিলে যে ফল হয়, ঐ হ্রদে অবগাহন করিতে পারিলেও নিঃসংশয় তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হইলে, ঐ স্থানে পরম পুণ্যকাল উপস্থিত হয়, সেই সময়ে উক্ত হ্রদে স্নান করিলে অশ্বমেধ-[illegible] ফললাভ করা যায়। উক্ত হ্রদের পশ্চিম [illegible] ভদ্রেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে, মানব [illegible] পুণ্যে গোলোকপুরী গমন করিয়া থাকে। ভদ্রেশ্বরের নৈর্ঋতকোণে উপশান্ত নামে শিব লিঙ্গ আছেন।৩৯—৪৭। হে মুনে! ঐ লিঙ্গ স্পর্শ করিলে মানব, পরম শান্তি লাভ করে এবং উক্ত উপশান্ত নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ পরিহারপূর্ব্বক মঙ্গলরাশি সঞ্চয় করিয়া থাকে। তাঁহার উত্তরে যোনিচক্রনিবারক চক্রেশ্বর নামক লিঙ্গ ও তদুত্তরে মহাপুণ্যবিবর্দ্ধক একচক্র-হ্রদ আছে। যে ব্যক্তি উক্ত হ্রদে অবগাহন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে চক্রেশ্বরের অর্চ্চনা করে, সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাঁহার নৈর্ঋতকোণে শূলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছেন। সযত্নে তাঁহাকে সন্দর্শন করা বিধেয়। হে বরবর্ণিনি! পূর্ব্বে স্নানের নিমিত্ত আমা কর্ত্তৃক শূল ন্যস্ত হওয়ায় শূলেশ্বরের সম্মুখে ঐ মহান্ হ্রদ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মানব উক্ত হ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক ভগবান্ শূলেশ্বরকে অবলোকন করিলে, সংসারগহ্বর পরিত্যাগ করিয়া রুদ্রলোকে গমন করে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, উক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বাংশে ঘোরতর তপস্যা করিয়া পরে এক পরম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও এক শুভকুণ্ড স্থাপিত করিয়াছেন, ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া নারদেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন করিলে, মানব নিশ্চিত মহাঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। নারদেশ্বরের [illegible] [illegible] [illegible]

পাপৌঘঞ্চ বিমুঞ্চতি ॥ ৫৭ ॥ তদগ্রে তাম্রকুণ্ডঞ্চ তত্র স্নাতো ন গর্ভভাক্। বিঘ্নহর্ত্তা গণাধ্যক্ষ-স্তদ্বায়ব্যে সুবিঘ্নহৃৎ ॥ ৫৮ ॥ তত্র বিঘ্নহরং কুণ্ডং তত্র স্নাতো ন বিঘ্নভাক্। অনারকেশ্বরং লিঙ্গং তদুদগ্‌দিশি চোত্তমম্ ॥ ৫৯ ॥ কুণ্ডং চানারকাখ্যং বৈ তত্র স্নাতো ন নারকী। বরণায়াস্তটে রম্যে বরণেশস্তদুত্তরে ॥ ৬০ ॥ তত্র প্যাশুপতঃ সিদ্ধ-স্বক্ষপাদো মহামুনে। অনেনৈব শরীরেণ শাশ্বতীং সিদ্ধিমাগতঃ ॥ ৬১ ॥ তৎপশ্চিমে চ শৈলেশঃ পরনির্ব্বাণকামদঃ। কোটীশ্বরং তু তদ্‌যাম্যাং লিঙ্গং শাশ্বতসিদ্ধিদম্ ॥ ৬২ ॥ কোটিতীর্থে হ্রদে স্নাত্বা কোটীশং পরিপূজ্য চ। গবাং কোটি-প্রদানস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬৩ ॥ মহাশ্মশান-স্তম্ভোঽস্তি কোটীশাদ্বহ্নিদিক্‌স্থিতঃ। তস্মিন্ স্তম্ভে মহারুদ্রস্তিষ্ঠত্তে চোমযা সহ ॥ ৬৪ ॥ তং স্তম্ভং সমল-স্কৃত্য নরস্তৎপদমাপ্নুয়াৎ। তত্রৈব তীর্থং পরমং কপালেশসমীপতঃ ॥ ৬৫ ॥ কপালমোচনং নাম তত্র স্নাতোঽশ্বমেধভাক্। ঋণমোচনতীর্থং তু তদুদগ্‌দিশি শোভনম্ ॥ ৬৬ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মুক্তো ভবতি চর্ণতঃ। তত্রৈবাঙ্গারকং তীর্থং কুণ্ডং চাঙ্গারনির্ম্মলম্ ॥ ৬৭ ॥ স্নাত্বাঙ্গারকতীর্থে তু ভবেন্নুনং ন গর্ভভাক্। অঙ্গারবারযুক্তায়াং চতুর্থ্যাং স্নাতি যো নরঃ। ব্যাধিভির্নাভিভূয়েত ন চ দুঃখী কদাচন ॥ ৬৮ ॥ বিশ্বকর্ম্মেশ্বরং লিঙ্গং জ্ঞানদং চ তদুত্তরে। মহামুণ্ডেশ্বরং লিঙ্গং তস্য দক্ষিণতঃ শুভম্ ॥ ৬৯ ॥ কূপঃ শুভোদনামাপি স্নাতব্যং তত্র নিশ্চিতম্। তত্র মুণ্ডময়ী মালা ময়া ক্ষিপ্তাতিশোভনা ॥ ৭০ ॥ মহামুণ্ডা ততো দেবী সমুৎপন্নাঘহারিণী। খট্বাঙ্গঞ্চ ধৃতং তত্র খট্বাঙ্গেশস্ততোঽভবৎ ॥ ৭১ ॥ নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যঃ খট্বাঙ্গেশবিলোকনাৎ। ভুবনেশস্ততো যাম্যাং কুণ্ডঞ্চ ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৭২ ॥ তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাতো ভুবনেশো ভবেন্নরঃ। তদ্‌যাম্যাং বিমলেশশ্চ কুণ্ডঞ্চ বিমলোদকম্ ॥ ৭৩ ॥ তত্র স্নাত্বা বিলোক্যেশং বিমলো জায়তে নরঃ। তত্র পাশুপতঃ সিদ্ধস্ত্র্যম্বকো নাম নামতঃ ॥ ৭৪ ॥ অনেনৈব শরীরেণ রুদ্রলোকমবাপ্তবান্। ভৃগো-

---

লিঙ্গ দর্শন করিলে, সমুদয় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল গতি লাভ করিয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গের সম্মুখে তাম্রকুণ্ড অবস্থিত, তাহাতে স্নান করিতে পারিলে, আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তাহার বায়ুকোণে সর্ব্ববিঘ্ননাশক বিঘ্নহর্ত্তা নামক গণেশ ও বিঘ্নহর নামে এক কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নানে বিঘ্নশান্তি হইয়া থাকে। ইহার উত্তরদিকে অনারকেশ্বর নামে পরমলিঙ্গ ও অনারক নামে কুণ্ড আছে, এই কুণ্ডে স্নান করিলে মনুষ্যের নিরয়গতি হয় না। হে মহামুনে! তাহার উত্তরভাগে বরণানদীর সুরম্য তীরে, বরণেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, ইঁহার আরাধনায়, অক্ষপাদ নামে একজন শৈব এই স্থূল শরীরেই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চিমে পরম নির্ব্বাণদাতা শৈলেশ্বরলিঙ্গ আছেন। তদ্দক্ষিণে অক্ষয়সিদ্ধিদাতা কোটীশ্বরলিঙ্গ ও কোটী-তীর্থহ্রদ বর্ত্তমান আছে, এই হ্রদে স্নান ও কোটীশ্বর-লিঙ্গের পূজা করিয়া মানব, কোটী গো-দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোটীশ্বরের অগ্নিকোণে এক মহাশ্মশানস্তম্ভ আছে, তাহাতে রুদ্রদেব সর্ব্বদা উমার সহিত অবস্থান করেন। এই স্তম্ভ ভূষণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দিলে, মনুষ্য রুদ্রপদ লাভ করে। এই স্থানেই কপালেশ্বর লিঙ্গ আছেন ও তৎসমীপে কপালমোচন নামে মহাতীর্থ আছে, ইহাতে স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরদিকে ঋণমোচন নামে তীর্থ শোভিত আছে, ইহাতে স্নানে, নরগণ ঋণমুক্ত হইয়া যায়। এই স্থানেই অঙ্গারক তীর্থ ও অঙ্গার-নির্ম্মলকুণ্ড বিদ্যমান আছে, এই অঙ্গারক তীর্থে স্নানফলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে ইহাতে স্নান করে, সে ব্যাধিমুক্ত ও চিরসুখী হয়। তাহার উত্তরে জ্ঞানদাতা বিশ্বকর্ম্মেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন। তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ ও শুভোদ নামে শুভ কূপ বর্ত্তমান আছে; এই কূপে অবশ্য স্নান করা উচিত এবং তথায় আমি অতি সুন্দর মুণ্ডমালা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম বলিয়া পাপহারিণী দেবী মহামুণ্ডা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তথায় আমি খট্বাঙ্গ ধারণ করিয়াছিলাম বলিয়া খট্বাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ আবির্ভূত হন, এই খট্বাঙ্গেশ্বরকে দর্শন করিলে মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণে ভুবনেশ্বর লিঙ্গ ও তন্নামক কুণ্ড বিরাজমান আছে, এই কুণ্ডে স্নানের ফলে মানব ভুবনেশ্বর হইয়া থাকে। তদ্দক্ষিণে বিমলেশ্বরলিঙ্গ ও বিমলোদক যে কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান ও তাঁহাকে দর্শন করিলে মনুষ্য মলমুক্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে ত্র্যম্বক নামে

[illegible]নং তত্র পশ্চিমেহতীব পুণ্যদম্। ৭৫। বিধি-
পূর্ব্বং তদভ্যর্চ্চ্য প্রাপুয়াচ্ছিবমন্দিরম্। শুভেশ্বরশ্চ
তদ্যাম্যাং মহাশুভফলপ্রদঃ। ৭৬। তত্র সিদ্ধঃ
[illegible]পাঃ কপিলর্ষির্মহাতপাঃ। তত্রাস্তি হি গুহা
রম্যা কপিলেশ্বরসন্নিধৌ। ৭৭। তাং গুহাং প্রবি-
শেদ্যো বৈ ন স গর্ভে বিশেৎ ক্বচিৎ। তত্র যজ্ঞো-
দকূপোহস্তি বাজিমেধফলপ্রদঃ। ৭৮। ওঙ্কার
এব এবাসাবাদিবর্ণময়াত্মকঃ। মৎস্তোদর্য্যুত্তরে
কূলে নাদেশশ্চহমেব চ। ৭৯। নাদেশঃ পরমং
ব্রহ্ম নাদেশঃ পরমা গতিঃ। নাদেশঃ পরমং স্থানং
দুঃখসংসারমোচনম্। ৮০। কদাচিত্তস্য দেবস্য
দর্শনে যাতি জাহ্নবী। মৎস্তোদরী সা কথিতা
স্নানং পুণ্যৈরবাপ্যতে। ৮১। মৎস্তোদরী যদা
গঙ্গা পশ্চিমে কপিলেশ্বরম্। সমায়াতি মহাদেবি
তদা যোগঃ সুদুর্লভঃ। ৮২। উদ্দালকেশ্বরং লিঙ্গ-
মুদীচ্যাং কপিলেশ্বরাৎ। তদ্দর্শনেন সংসিদ্ধিঃ পরা

সর্ব্বৈরবাপ্যতে। ৯৩। তদুত্তরে বাষ্কুলীশং
লিঙ্গং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদম্। বাষ্কুলীশাদ্দক্ষিণতো লিঙ্গং
বৈ কৌস্তুভেশ্বরম্। ৮৪। তস্যার্চ্চনেন রত্নৌঘৈর্ন
বিযুজ্যেত কর্হিচিৎ। শঙ্কুকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং কৌস্তুভে-
শ্বরদক্ষিণে। ৮৫। সংসেব্য পরমং জ্ঞানং লভেদ-
দ্যাপি সাধকঃ। অঘোরেশো গুহাদ্বারি কূপস্ত-
স্যোত্তরে শুভঃ। ৮৬। অঘোরোদ ইতি খ্যাতো
বাজিমেধফলপ্রদঃ। গর্গেশো দমনেশশ্চ তত্র
লিঙ্গদ্বয়ং শুভম্। ৮৭। অনেনৈবেহ দেহেন
যত্র তৌ সিদ্ধিমাপতুঃ। তল্লিঙ্গয়োঃ সমর্চ্চাতঃ
সিদ্ধির্ভবতি বাঞ্ছিতা। ৮৮। তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডং
রুদ্রাবাস ইতি স্মৃতম্। তত্র রুদ্রেশমভ্যর্চ্চ্য
কোটিরুদ্রফলং লভেৎ। ৮৯। চতুর্দ্দশী যদাপর্ণে
রুদ্রনক্ষত্রসংযুতা। তদা পুণ্যতমঃ কালস্তস্মিন্ কুণ্ডে
মহাফলঃ। ৯০। রুদ্রকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা
রুদ্রেশ্বরং বিভুম্। যত্র তত্র মৃতো বাপি রুদ্রলোক-
মবাপ্নুয়াৎ। ৯১ রুদ্রস্য নৈর্ঋতে ভাগে লিঙ্গং তত্র
মহালয়ম্। তদগ্রে পিতৃকূপোহস্তি পিতৃণামালয়ঃ

শৈব সিদ্ধ হইয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহেই রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপশ্চিমে অতি পুণ্যদায়ক ভৃগুমুনির আশ্রম আছে। বিধিপূর্ব্বক তাহা অর্চ্চনা করিলে মনুজগণ শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাহার দক্ষিণে মহাশুভফলদাতা শুভেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, ইহাঁরই প্রসাদে মহাতপা কপিলমুনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তথায় তৎপ্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন ও তাঁহার সন্নিধানে এক রমণীয় গুহা আছে, যে ব্যক্তি সেই গুহায় প্রবেশ করে, তাহার পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। এই-স্থানে অশ্বমেধফলদায়ক যজ্ঞোদ নামে কূপ আছে। এই কপিলেশ্বরই অকারাদি পঞ্চবর্ণা-[illegible] সেই ওঙ্কারেশ্বর স্বরূপ, কিন্তু মৎস্তোদরীর উত্তরকূলে যে নাদেশ্বর আছেন, তিনি আমার স্বরূপ জানিবে। নাদেশ্বরই পরমব্রহ্ম পরম গতি ও দুঃখসংসারমোচনের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যখন সেই নাদেশ্বর লিঙ্গ দর্শনার্থে জাহ্নবী সমাগত হন, তখন তাহাকে মৎস্তোদরী কহিয়া থাকে, তথায় স্নান বহুপুণ্যে সংঘটিত হয়। হে মহাদেবি! যখন মৎস্তোদরী গঙ্গা পশ্চিমস্থিত কপিলেশ্বর লিঙ্গে সমাগত হন, তখন একযোগ [illegible] তাহা সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। [illegible] উত্তরদিকে উদ্দালকেশ্বর লিঙ্গ [illegible] করিলে পরম সিদ্ধিলাভ

সকলেরই সুলভ। ৮৯—৯৩। তাঁহার উত্তরে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিদাতা বাষ্কুলীশলিঙ্গ ও তদ্দক্ষিণে কৌস্তুভেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। এই কৌস্তুভেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনায় মনুষ্য কদাপি রত্নরাশিশূন্য হয় না। ইহাঁর দক্ষিণে শঙ্কুকর্ণেশ্বর লিঙ্গ, ইহাঁকে সেবা করিয়া অদ্যাপি সাধক পরম জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কপিলেশ্বরসমীপে যে গুহা আছে, তাহার দ্বারদেশে অঘোরেশ্বর লিঙ্গ ও তদুত্তরে অঘোরোদ নামে অশ্বমেধযাগের ফলদাতা এক শুভ কূপ আছে। তথায় গর্গেশ্বর ও দমনেশ্বর নামক দুইটী শুভ লিঙ্গ আছেন, ইহাঁদিগের আরাধনায় গর্গ ও দমন নামক মুনিদ্বয় এই দেহে সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন এবং এই লিঙ্গদ্বয়ের সেবায় বাঞ্ছিতসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার দক্ষিণে রুদ্রাবাস নামে এক মহাকুণ্ড ও রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে পূজা করিলে কোটি রুদ্রপূজার ফল লাভ হইয়া থাকে। হে অপর্ণে! পূর্ব্বকল্পনীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশীই এই কুণ্ডে স্নানের অতি প্রশস্তকাল, তখন স্নানে মহাফল হইয়া থাকে। মনুষ্য রুদ্রকুণ্ডে স্নান করিয়া রুদ্রেশ্বরকে দেখিয়া যথায় তথায় মরিলেও রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তাহার নৈর্ঋতকোণে মহা-[illegible]

[illegible] ॥ ৯২ ॥ তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা পিণ্ডান্ কূপে পরিক্ষিপেৎ। একবিংশকুলোপেতঃ প্রাপ্নুয়াদ্রুদ্রলোকভাক্ ॥ ৯৩ ॥ তত্র বৈতরণী নাম দীর্ঘিকা পশ্চিমাননা। তস্যাং স্নাতো নরো দেবি নরকং নৈব গচ্ছতি ॥ ৯৪ ॥ বৃহস্পতীশ্বরং লিঙ্গং রুদ্রকুণ্ডাচ্চ পশ্চিমে। গুরুপুষ্যসমাযোগে দৃষ্ট্বা দিব্যাং লভেদ্গিরম্ ॥ ৯৫ ॥ রুদ্রাবাসাদ্দক্ষিণতঃ কামেশং লিঙ্গমুত্তমম্। তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডং স্নানাচ্চিন্তিতকামদম্ ॥ ৯৬ ॥ চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং তত্র যাত্রা চ কামদা। নলকূবরলিঙ্গঞ্চ প্রাচ্যাং কামেশ্বরাচ্ছুভম্ ॥ ৯৭ ॥ তদগ্রে পাবনঃ কূপো ধনধান্যসমৃদ্ধিদঃ। নলকূবরপূর্ব্বেণ সূর্য্যাচন্দ্রমসেশ্বরৌ ॥ ৯৮ ॥ অজ্ঞানধ্বান্তপটলীং হরতস্তৌ সমর্চ্চিতৌ। তদ্দক্ষিণে ইধ্মকেশশ্চ দৃষ্টো মোহবিনাশনঃ ॥ ৯৯ ॥ তত্র সিদ্ধীশ্বরং লিঙ্গং মহাসিদ্ধিসমর্পকম্। তত্রৈব মণ্ডলেশশ্চ মণ্ডলেশপদপ্রদঃ ॥ ১০০ ॥ কামকুণ্ডস্য পূর্ব্বেণ চ্যবনেশঃ সমৃদ্ধিদঃ। তত্রৈব সনকেশশ্চ রাজসূয়ফলপ্রদঃ ॥ ১০১ ॥ সনৎকুমারলিঙ্গঞ্চ তৎপশ্চাদ্যোগসিদ্ধিকৃৎ। তদুত্তরে [illegible] জ্ঞানসমর্থকঃ ॥ ১০২ ॥ তদযম্যামাহুতীশশ্চ [illegible] হোমফলপ্রদঃ। তদযাম্যাং পুণ্যজনকং লিঙ্গং পঞ্চশিখেশ্বরম্ ॥ ১০৩ ॥ মার্কণ্ডেয়হ্রদস্তস্য পশ্চিমে পুণ্যবর্দ্ধনঃ। তস্মিন্ হ্রদে নরঃ স্নাত্বা কিং ভূয়ঃ পরিশোচতি ॥ ১০৪ ॥ তত্র স্নানং চ দানঞ্চ ভবেদক্ষয়পুণ্যদম্। তদুত্তরে চ কুণ্ডেশঃ সর্ব্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতঃ ॥ ১০৫ ॥ দীক্ষাং পাশুপতীং লব্ধ্বা দ্বাদশাব্দেন যৎফলম্। তৎফলং লভতে বিপ্র মর্ত্ত্যঃ কুণ্ডেশদর্শনাৎ ॥ ১০৬ ॥ মার্কণ্ডেয়হ্রদাৎ পূর্ব্বং শাণ্ডিল্যেশঃ সুপুণ্যদঃ। তৎপশ্চিমে চ চণ্ডেশশ্চণ্ডাংশুগ্রহণাঘহৃৎ ॥ ১০৭ ॥ দক্ষিণে চ কপালেশাৎ কুণ্ডং শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞিতম্। তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দাতা স্যাল্লক্ষ্মীপ্রভাবতঃ ॥ ১০৮ ॥ মহালক্ষ্মীশ্বরং লিঙ্গং তস্য কুণ্ডস্য সন্নিধৌ। মহালক্ষ্মীং সমভ্যর্চ্য স্নাতস্তৎকুণ্ডবারিষু ॥ ১০৯ ॥ চামরাসক্তহস্তাভির্দিব্যস্ত্রীভিশ্চ বীজ্যতে। যদা মৎস্যোদ-

---

এক কূপ, এইস্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া মনুষ্য যদি কূপে পিণ্ডনিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ও তাহার একত্রিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! এই স্থানে বৈতরণী নামে পশ্চিমমুখী এক দীর্ঘিকা আছে, তথায় স্নানে মানুষ নরকগামী হয় না। রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে গুরুবার পুষ্যানক্ষত্র যোগে দেখিলে দিব্যবাণী লাভ হইয়া থাকে। রুদ্রাবাসের দক্ষিণে কামেশ্বর লিঙ্গ ও তাহার দক্ষিণে তন্নামক মহাকুণ্ড আছে, ইহাতে স্নান করিলে যাহা মনুষ্য চিন্তা করে, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং তথায় চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে যাত্রা করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। কামেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমদিকে নলকূবর লিঙ্গ ও তাহার সম্মুখে ধনধান্যসমৃদ্ধিদাতা এক পবিত্র কূপ বর্ত্তমান আছে। নলকূবরেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে সূর্য্যাচন্দ্রমসেশ্বর নামে দুই লিঙ্গ আছেন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিলে অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া যায়। তদ্দক্ষিণভাগে ইধ্মকেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দেখিলে মোহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেইস্থানে মহাসিদ্ধিপ্রদ, সিদ্ধীশ্বর নামক ও মণ্ডলেশ্বরপদপ্রদাতা মণ্ডলেশ্বর নামধেয় লিঙ্গ আছেন। কামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে সমৃদ্ধিদাতা চ্যবনেশ্বর লিঙ্গ এবং তথায় রাজসূয়যজ্ঞের ফলদাতা সনকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগেই যোগসিদ্ধিকর সনৎকুমার লিঙ্গ এবং তাঁহার উত্তরে অশেষ জ্ঞানদাতা সনন্দেশ্বর লিঙ্গ আছেন।৯৪—১০২। তাঁহার দক্ষিণে আহুতীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে হোমফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার দক্ষিণে পুণ্যজনক পঞ্চশিখেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার পশ্চিমদেশে সুকৃতবর্দ্ধক মার্কণ্ডেয় হ্রদ আছে। মানব সেই হ্রদে স্নান করিলে শোকের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। তাহাতে স্নান ও দান অক্ষয়পুণ্যপ্রদ। তাঁহার উত্তরেই নিখিল সিদ্ধসমূহপূজিত কুণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। পাশুপতমতে দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর তপশ্চরণ করিলে যে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কুণ্ডেশ্বর দর্শনে মনুষ্য সেই ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। মার্কণ্ডেয়হ্রদের পূর্ব্বদিকে শাণ্ডিল্যেশ্বর নামক লিঙ্গ এবং তাঁহার পশ্চিমে চণ্ডেশ্বর লিঙ্গ আছেন। সূর্য্যোপরাগকালে স্নানাদি করিলে যে পাপ বিনষ্ট হয়, তাঁহাকে দর্শন করিলেও সেই পাপ নষ্ট হয়। কপালেশ্বরের দক্ষিণে শ্রীকণ্ঠ নামক কুণ্ড আছে, নর সেই কুণ্ডে অবগাহন করিলে, লক্ষ্মীর দয়ায় দাতা হইয়া থাকে। সেই কুণ্ডের নিকটেই মহালক্ষ্মীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, নর শ্রীকণ্ঠকুণ্ডে অবগাহন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে, দিব্যস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক চামর দ্বারা বীজিত হয়। [illegible]

ধর্মী যান্তি স্বর্গলোকাদিবৌকসঃ। তদা তেনৈব
মার্গেণ যান্তি স্ত্রীভির্বৃতাঃ সুখম্ ॥ ১১০ ॥ স্বর্গদ্বার-
মতঃ খ্যাতং তৎস্থানং মুনিসত্তম। তৎকুণ্ডদক্ষিণে
ভাগে লিঙ্গং ব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥ ১১১ ॥ গায়ত্রীশ্বর-
সাবিত্রীশ্বরৌ পূজ্যৌ প্রযত্নতঃ। মৎস্যোদর্য্যাস্তটে
রম্যে লিঙ্গং সত্যবতীশ্বরম্ ॥ ১১২ ॥ তয়োঃ
পূর্ব্বেণ সম্পূজ্যং তপঃশ্রীপরিবর্দ্ধনম্। উগ্রেশ্বরং
মহালিঙ্গং লক্ষ্মীশাৎ পূর্ব্বদিকৃস্থিতম্ ॥ ১১৩ ॥ জাতি-
স্মরো ভবেন্মর্ত্ত্যস্তল্লিঙ্গস্য সমর্চ্চনাৎ। তদ্দক্ষিণে
চোগ্রকুণ্ডং স্নানাৎ কনখলাধিকম্ ॥ ১১৪ ॥ কর-
বীরেশ্বরং লিঙ্গং তস্য কুণ্ডস্য পশ্চিমে। তস্য
দর্শনতঃ পুংসাং জায়তে রোগসংক্ষয়ঃ ॥ ১১৫ ॥
তদ্বামতো মরীচীশং কুণ্ডং চাঘৌঘনাশনম্। তৎ
পশ্চাচ্চেন্দ্রকুণ্ডঞ্চ লিঙ্গং চেন্দ্রেশ্বরং মুনে ॥ ১১৬ ॥
ইন্দ্রেশাদ্দক্ষিণে ভাগে শুভা কর্কোটবাপিকা। তত্র
বাপিজলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কর্কোটকেশ্বরম্ ॥ ১১৭ ॥
নাগানামাধিপত্যঞ্চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। তৎ-
পশ্চাদ্দুমিচণ্ডেশো ব্রহ্মহত্যাহরো হরঃ ॥ ১১৮ ॥

তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডং রুদ্রলোকফলপ্রদম্। তৎ-
পশ্চিমে মহালিঙ্গমগ্নীশ ইতি বিশ্রুতম্ ॥ ১১৯ ॥
আগ্নেয়ং নাম কুণ্ডঞ্চ তৎপূর্ব্বেঽগ্নিসলোকদম্।
আগ্নেয়েশ্বরতঃ প্রাচ্যাং কুণ্ডং তদ্দক্ষিণে শুভম্ ১২০॥
তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা স্বর্গে বসতি পূর্ব্বজৈঃ। তৎ-
প্রাচ্যাং বালচন্দ্রেশশ্চন্দ্রলোকগতিপ্রদঃ ॥ ১২১ ॥
পরিতো বালচন্দ্রেশং গণলিঙ্গান্যনেকশঃ। বিলোক্য
তানি লিঙ্গানি গাণপত্যং পদং লভেৎ ॥১২২॥ বাল-
চন্দ্রসমীপে তু কূপঃ পিতৃগণপ্রিয়ঃ। তত্র শ্রাদ্ধপ্রদঃ
স্নাত্বা পিতৄন্ সপ্তাত্র তারয়েৎ ॥ ১২৩ ॥ তদগ্রেঃ
পূর্ব্বতো লিঙ্গং পুণ্যং বিশ্বেশ্বরাহ্বয়ম্। বিশ্বেশ্বরস্য
পূর্ব্বেণ বৃদ্ধকালেশ্বরো হরঃ ॥ ১২৪ ॥ কালোদো নাম
কূপোঽস্তি তদগ্রে সর্ব্বরোগহৃৎ। যৈস্তু তত্রোদকং
পীতং স্ত্রীভিঃ পুম্ভিঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১২৫ ॥ ন তেষাং
পরিবর্ত্তোঽত্র কল্পকোটিশতৈরপি। তৎপীত্বা জন্ম-
বন্ধোত্থাদ্ভয়ান্মুচ্যেত মানবঃ ॥ ১২৬ ॥ তত্র কূপে তু
যদ্দত্তং দানং শিবরতাত্মনাম্। সংবর্ত্তেঽপি ন
তস্যাস্তি নাশঃ কলশসম্ভব ॥১২৭॥ খণ্ডস্ফুটিতসংস্কারং

বৃত হইয়া মৎস্যোদরীতে আগমন করেন, তখন
তাঁহারা সেই স্থান দিয়া গমনাগমন করেন, তজ্জন্য
তাহার নাম "স্বর্গদ্বার"। সেই কুণ্ডের দক্ষিণভাগে
ব্রহ্মপদদায়ী লিঙ্গ আছেন এবং তথায় "গায়ত্রীশ্বর"
ও 'সাবিত্রীশ্বর' নামে দুইটী লিঙ্গ আছেন। নরগণ
যত্নে তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। মৎস্যোদরীর
সুরম্য তটে সত্যবতীশ্বরনামধেয় লিঙ্গ এবং গায়ত্রী-
শ্বর ও সাবিত্রীশ্বরের পূর্ব্বভাগে তপঃশ্রীবর্দ্ধক লিঙ্গ
আছেন। লক্ষ্মীশ্বরের পূর্ব্বভাগে উগ্রেশ্বর নামক
মহালিঙ্গ আছেন, মানব তাঁহার পূজা করিলে
জাতিস্মর হয়। তাঁহারই দক্ষিণে উগ্রকুণ্ড অব-
স্থিত। তাহাতে স্নান করিলে কনখলতীর্থে স্নানা-
পেক্ষা অধিক সুকৃতি লাভ হয়। সেই লিঙ্গের
পশ্চিমে করবীরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে
দর্শন করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়। তাঁহার
বামদিকে, পাপপ্রণোদন মরীচীশ্বরলিঙ্গ ও
মরীচিকুণ্ড আছেন, এবং তাহারই পশ্চাদ্ভাগে
ইন্দ্রেশ্বরলিঙ্গ ও চন্দ্রকুণ্ড আছেন। ইন্দ্রেশ্বরের
দক্ষিণে কর্কোটপুষ্করিণী আছে, তাহাতে স্নান
করিয়া কর্কোটেশ্বরকে দর্শন করিলে নাগ-
গণের উপর আধিপত্য লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ
নাই। তাহার পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্মহত্যাপাতকনাশক

দুমিচণ্ডীশ নামক লিঙ্গ আছেন। তাঁহার, দক্ষিণে
রুদ্রলোকফলদ মহাকুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের পশ্চিম-
ভাগেই অগ্নীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন।১১০—১১৯।
তাঁহারই পূর্ব্বদিকে অগ্নিলোকদায়ী আগ্নেয় কুণ্ড
আছে; তাহার দক্ষিণে অপর একটী কুণ্ড আছে,
সেই কুণ্ডে স্নান করিলে, নর, পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত
মিলিত হইয়া স্বর্গে বাস করে। তাহার পূর্ব্বদিকে
চন্দ্রলোকফলপ্রদ বালচন্দ্রেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন।
বালচন্দ্রেশ্বরের চতুর্দ্দিকে প্রথমসমূহে পরিবৃত
বহুতর লিঙ্গ আছেন, সেই সকল লিঙ্গ দর্শন
করিলে গাণপত্য পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল-
চন্দ্রেশ্বরের সমীপে পিতৃগণের একটী কূপ আছে,
তাহাতে স্নান করিয়া পিণ্ডদান করিলে সপ্তপুরুষের
উদ্ধার হইয়া থাকে। সেই কূপের পূর্ব্বদিকে বিশ্বে-
শ্বর নামক অতি পবিত্র লিঙ্গ আছেন, বিশ্বেশ্বরের
পূর্ব্বদিকে বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই
সম্মুখে সর্ব্বপ্রকার রোগনাশক কালোদ নামে
কূপ আছে, নারী বা নর তাহার জল পান করিলে
তাহাদিগের শতকোটীকল্পেও আর ইহ জগতে
প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, মানব সেই জলপান
করিলে জন্মবন্ধ হইতে বিনির্মুক্ত হয়। সেই কূপে
শৈবসমূহে যদি যৎকিঞ্চিৎ দান করে, প্রলয়কালেও
তাহার ক্ষয় হয় না। যাহারা সেই কূপের সংস্কার

তত্র কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। তে রুদ্রলোকমাসাদ্য মোদন্তে সুখিনঃ সদা॥ ১২৮॥ কালেশাদ্দক্ষিণে ভাগে, মৃত্যুাশব্দপমৃত্যুহৃৎ। লিঙ্গং দক্ষেশ্বরাহ্বঞ্চ ততঃ কূপাদুদগ্দিশি॥ ১২৯॥ অপরাধসহস্রং তু নশ্যেত্তস্য সমর্চ্চনাৎ॥ ১৩০॥ মহাকালেশলিঙ্গঞ্চ দক্ষেশাৎ পূর্ব্বতো মহৎ। মহাকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা মহাকালং তু যোহর্চ্চয়েৎ॥ ১৩১॥ অর্চ্চিতং তেন বৈ তত্র জগদেতচ্চরাচরম্। অন্তকেশ্বরমালোক্য তদ্‌যাম্যাং নান্তকস্য ভীঃ॥ ১৩২॥ হস্তিপালেশ্বরং লিঙ্গং তস্য দক্ষিণতো মুনে। তস্য পূজনতো যাতি পুণ্যং বৈ হস্তিদানজম্॥ ১৩৩॥ তত্রৈরাবতকুণ্ডঞ্চ লিঙ্গমৈরাবতেশ্বরম্। তল্লিঙ্গমর্চ্চয়ন্ মর্ত্ত্যো ধনধান্যসমৃদ্ধিভাক্॥ ১৩৪॥ তদ্দক্ষিণে শ্রেয়সে চ লিঙ্গং স্যান্মালতীশ্বরম্। হস্তীশ্বরাদুত্তরে তু জয়ন্তেশো জয়প্রদঃ॥ ১৩৫॥ বন্দীশ্বরো মহাকালকুণ্ডাদুত্তরতঃ শুভঃ। বন্দিকুণ্ডঞ্চ বিখ্যাতং বারাণস্যাং মহাঘহৃৎ॥ ১৩৬॥ তত্র স্নানেন দানেন শ্রাদ্ধেনাক্ষয়মশ্নুতে। ধন্বন্তরীশ্বরং লিঙ্গং কুণ্ডং তন্নাম চৈব হি॥ ১৩৭॥ তস্য লিঙ্গস্য নামান্তৎ কুণ্ডনামাস্তদেব হি। তুঙ্গেশ্বরং লিঙ্গনাম কুণ্ডং বৈদ্যেশ্বরাভিধম্॥ ১৩৮॥ সুধাময্যো মহৌষধ্যঃ ক্ষিপ্তাস্তত্র মহার্ষিয়ঃ। তৎকুণ্ডস্নানতস্তস্মাল্লিঙ্গস্য পরিবীক্ষণাৎ। নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে সহ পাপৈঃ সুদারুণৈঃ॥ ১৩৯॥ তদুত্তরে হলীশেশঃ সর্ব্বব্যাধিনিষূদনঃ। শিবেশ্বরঃ শিবকরস্তুঙ্গেশাচ্চ দক্ষিণে॥ ১৪০॥ জমদগ্নীশ্বরং লিঙ্গং শিবেশাদ্দক্ষিণে শুভম্। তৎপশ্চিমে ভৈরবেশঃ কূপস্তস্যোত্তরে শুভঃ॥ ১৪১॥ তদুদস্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ। তৎকূপপশ্চিমে ভাগে শুকেশো যোগসিদ্ধিদঃ॥ ১৪২॥ তন্নৈঋত্যাং চ ব্যাসেশঃ কূপশ্চ বিমলোদকঃ। ব্যাসকূপে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা সুরান্ পিতৄন্॥ ১৪৩॥ অক্ষয়ং লভতে লোকং যত্র কুত্রাভিকাঙ্ক্ষিতম্। ব্যাসতীর্থাৎ পশ্চিমতো ঘণ্টাকর্ণো হ্রদো মহান্॥ ১৪৪॥ ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নাত্বা ব্যাসেশপরিদর্শনাৎ। যত্র তত্র মৃতো বাপি বারাণস্যাং মৃতো ভবেৎ॥ ১৪৫॥ ঘণ্টাকর্ণসমীপে তু পঞ্চচূড়াপ্সরঃসরঃ। পঞ্চচূড়াজলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং তমীশ্বরম্॥ ১৪৬॥ স্বর্গলোকং নরো যাতি পঞ্চচূড়াপ্রিয়ো ভবেৎ। গৌরীকূপস্ততোঽবাচ্যাং সর্ব্ব-

---

করে, তাহারা রুদ্রলোকে সুখে বাস করে। কালেশ্বরের উত্তরভাগে দক্ষেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সহস্র অপরাধ বিনষ্ট হয়। তদীয় পূর্ব্বভাগে মহাকালেশ্বর নামক মহালিঙ্গ এবং মহাকুণ্ডও আছে, সেই কুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক মহাকালেশ্বরের পূজা করিলে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পূজা করা হয়। তাঁহার দক্ষিণে অন্তকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে অন্তক হইতে ভয় থাকে না। তাঁহার দক্ষিণদিকে হস্তিপালেশ্বর নামে বিখ্যাত লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে হস্তিদানজন্য পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। তথায় ঐরাবতের লিঙ্গ এবং ঐরাবত কুণ্ড আছে, সেই লিঙ্গের পূজা করিলে ধন ধান্য সম্পত্তিলাভ হয়। তাঁহার দক্ষিণে কল্যাণপ্রদ মালতীশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। হস্তিপালেশ্বরের উত্তরভাগে বিজয়দাতা জয়ন্তের লিঙ্গ আছেন। মহাকালকুণ্ডের উত্তরে বন্দীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন এবং সেই স্থানেই মহাপাপমোদন বিখ্যাত বন্দিকুণ্ড আছে। তাহাতে স্নানাবগাহন, দান এবং শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় সুকৃতপ্রাপ্তি হয়। সেই স্থানেই ধন্বন্তরীশ্বরলিঙ্গ এবং তন্নামের একটী কুণ্ড আছে, ঐ লিঙ্গের নাম তুঙ্গেশ্বর ও সেই কুণ্ড বৈদ্যেশ্বর বলিয়া অভিহিত।১২০—১৩৮। ঐ কুণ্ডে ধন্বন্তরি, আরোগ্যকর অমৃতময় মহৌষধ সকল নিক্ষেপ করিয়াছেন; ঐ কুণ্ডে স্নান ও সেই লিঙ্গ বিলোকন করিলে উৎকট পাপসমূহ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। তাঁহার উত্তরে সর্ব্বরোগোপশমকারী হলীশেশ্বরলিঙ্গ আছেন। তুঙ্গেশ্বরের দক্ষিণভাগে শ্রেয়স্কর শিবেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার দক্ষিণে জমদগ্নীশ্বর নামক মঙ্গলময় লিঙ্গ আছেন। তদীয় পশ্চিমভাগে ভৈরব কূপ এবং ভৈরবেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, সেই কূপের সলিল পান করিলে সর্ব্বযাগের ফলপ্রাপ্তি হয়। তাহার পশ্চিমে যোগসিদ্ধিদাতা শুকেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। তাঁহার নৈঋতদেশে বিমলোদক নামে কূপ এবং ব্যাসেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। সেই কূপে স্নানপূর্ব্বক দেব এবং পিতৃগণের তর্পণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অভিলষিতপ্রাপ্তি হয়। ব্যাসতীর্থের পশ্চিমে ঘণ্টাকর্ণহ্রদ আছে। সেই হ্রদে স্নান করত ব্যাসেশ্বর দর্শন করিয়া অন্যত্র মরিলেও কাশীমরণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘণ্টাকর্ণ হ্রদের নিকটে, পঞ্চচূড়া নামক এক অপ্সরা-সরোবর আছে। সেই সরোবরে স্নান করিয়া তমীশ্বর নামক লিঙ্গ বিলোকন করিলে মনুষ্য

...রিয়াপহঃ ॥ স্তুত নু॥ পঞ্চচূড়োত্তরে ভাগে তীর্থং চাশোকসংজ্ঞিতম্। মন্দাকিনীমহাতীর্থং তদুদীচ্যাং মহাঘহৃৎ ॥ ১৪৮ ॥ স্বর্গলোকেঽপি সা পুণ্যা কিং পুনর্মানবে মুনে। তদুত্তরে মধ্যমেশো মধ্যেক্ষেত্রং শশিতোদ্যে॥ ১৪৯ ॥ তত্র জাগরণং কৃত্বাশোকাষ্টম্যাং নরো নরঃ। ন জাতু শোকং লভতে সদানন্দময়ো ভবেৎ॥ ১৫০ ॥ মুক্তিক্ষেত্রপ্রমাণঞ্চ ক্রোশং ক্রোশঞ্চ সর্বতঃ। আবভ্য লিঙ্গাদস্মাচ্চ পুণ্যদান্মধ্যমেশ্বরাৎ ॥ ১৫১ ॥ এতদেব সদা প্রাহুঃ সর্বে বৈ প্রপিতামহাঃ। কশ্চিদস্মৎকুলে জাতো মন্দাকিন্যা জলাপ্লুতঃ॥ ১৫২ ॥ ভোজয়েৎ প্রযতো বিপ্রান্ যতীন পাশুপতানপি। মন্দাকিন্যাং নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ মধ্যমেশ্বরম্ ॥ ১১৩ ॥ একবিংশৎকুলোপেতো রুদ্রলোকে বসেচ্চিরম্। মধ্যমেশাদবাচ্যাঞ্চ বিশ্বেদেবেশ্বরঃ শুভঃ॥ ১৫৪ ॥ তদর্চ্চনাদর্চ্চিতাঃ স্যুর্বিশ্বেদেবাস্ত্রয়োদশ। তৎপূর্বে বীরভদ্রেশো মহাবীর্যপ্রদঃ ॥ ১৫৫ ॥ ভদ্রদা ভদ্রকালী চ তস্য দক্ষিণতঃ শুভা। ভদ্রকালহ্রদো নাম রুদ্রাতীব শুভপ্রদঃ ॥ ১৫৬ ॥ আপস্তম্বেশ্বরং লিঙ্গং তৎপ্রাচ্যাং জ্ঞানদং পরম্। তদুত্তরে পুণ্যকূপস্তৎপশ্চাচ্ছৌনকো হ্রদঃ ॥১৫৭॥ হ্রদপশ্চিমতো লিঙ্গং শৌনকেশং সুধীপ্রদম্। হ্রদে তত্র নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ শৌনকেশ্বরম্ ॥ ১৫৮ ॥ জ্ঞানং তৎসংলভেদ্দিব্যং যেন মৃত্যুং তরত্যসৌ। তদ্দক্ষিণে জম্বুকেশস্তির্যগ্যোনিনিবারকঃ ॥ ১৫৯ ॥ তদুত্তরে মতঙ্গেশো গানবিদ্যাপ্রবোধকঃ। মতঙ্গেশস্য বায়ব্যে নানালিঙ্গানি সর্বতঃ ॥ ১৬০ ॥ মুনিভিঃ স্থাপিতানীহ সর্বসিদ্ধিপ্রদানি চ। ব্রহ্মরাতেশ্বরং লিঙ্গং মতঙ্গেশাচ্চ দক্ষিণে ॥ ১৬১ ॥ তল্লিঙ্গদর্শনাদায়ুর্নাস্তবা ছিদ্যতে কচিৎ। তত্রাজ্যপেশ্বরং লিঙ্গ পিতৃলিঙ্গান্যনেকশঃ। তল্লিঙ্গসেবয়া সর্বে তুষ্যন্তি প্রপিতামহাঃ॥ ১৬২ ॥ তদ্দক্ষিণে সিদ্ধকূপঃ সিদ্ধাঃ সন্তি সহস্রশঃ। বায়ুরূপাশ্চ যে সিদ্ধা যে সিদ্ধা ভানুরশ্মিগাঃ ॥ ১৬৩ ॥ তৈঃ স্থাপিতং তু যল্লিঙ্গং তৎসিদ্ধেশ্বরমীরিতম্। তস্য সন্দর্শনাদেব সর্বাঃ স্যুঃ সিদ্ধয়োঽমলাঃ ॥ ১৬৪ ॥ তৎপশ্চিমে সিদ্ধবাপী পীতা স্নাতা চ সিদ্ধিদা। প্রাচ্যাং চ

স্বর্গলোকে গমন করে এবং পঞ্চচূড়ার প্রণয়পাত্র হয়। সেই সরসীর দক্ষিণে সর্ব্ব প্রকার জাড্যশক্তিকর গৌরীকূপ আছে। পঞ্চচূড়ার উত্তরে অশোক তীর্থ আছে। তাহার উত্তরে মহাপাপহারী মন্দাকিনীতীর্থ, এই তীর্থ স্বর্গলোকেও মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত, মর্ত্ত্যলোকের ত কথাই নাই। তাহার উত্তরে ক্ষেত্র-মধ্যস্থলে শশান, মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত। চৈত্রমাসীয় অশোকাষ্টমীতে সেই স্থানে জাগরণ করিলে কখনও শোক-কবলিত হইতে হয় না এবং সর্ব্বদাই আনন্দযুক্ত থাকে। মুক্তিপ্রদ এই মধ্যমেশ্বরলিঙ্গের ক্ষেত্রের পরিমাণ চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ। পিতৃলোকেরা সর্ব্বদা এই কথা বলেন যে, "আমাদিগের কুলোৎপন্ন কেহ কি চিত্তসংযমপূর্ব্বক মন্দাকিনীতীর্থে স্নান করিয়া বিপ্র যতি শৈবগণকে ভোজন করাইবে?" মানব, মন্দাকিনীতীর্থে স্নান করিয়া মধ্যমেশ্বরকে দর্শন করিলে একবিংশতি-পুরুষসহ চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। মধ্যমেশ্বরের দক্ষিণভাগে, বিশ্বেদেবেশ্বরনামধেয় পবিত্রলিঙ্গ অবস্থিত, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে ত্রয়োদশ বিশ্বদেব অর্চ্চিত হন। তাহার পূর্ব্বদিকে মহাবীর্য্যপ্রদাতা বীরভদ্রেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। তাঁহার দক্ষিণাংশে মঙ্গলদায়িনী [illegible] ভদ্রকালী [illegible] দায়ক ভদ্রকালহ্রদ আছে।১৩৯—১৫৬। সেই হ্রদের পূর্ব্বদিকে পরম জ্ঞানপ্রদ আপস্তম্বেশ্বরলিঙ্গ বর্ত্তমান, তাঁহার উত্তরে পুণ্যকূপ এবং পুণ্যকূপের উত্তরে শৌনক হ্রদ, সেই হ্রদের পশ্চিমে শৌনকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, শৌনকহ্রদে অবগাহন করিয়া শৌনকেশ্বর দর্শন করিলে, উত্তম বুদ্ধি ও মৃত্যুভয়হারী দিব্য-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণে তির্য্যগ্‌যোনি হইতে পরিত্রাণকারক এক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার নাম জম্বুকেশ্বর। তাঁহার উত্তরে গানবিদ্যাপ্রদ মতঙ্গেশ্বরলিঙ্গ, ইহাঁর বায়ুকোণে মুনিগণ-প্রতিষ্ঠিত বহুতর লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা সকলেই সিদ্ধিপ্রদ। মতঙ্গেশ্বরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ব্রহ্মরাতেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে কখন অপমৃত্যুভয় থাকে না। নিকটেই বহুতর পিতৃলিঙ্গ ও আজ্যপেশ্বর নামক এক লিঙ্গ আছেন, যাঁহাদের সেবা করিলে পিতৃগণ পরম প্রীতি লাভ করেন। তাঁহার দক্ষিণেই বহুতর সিদ্ধগণের অবাসস্থান সিদ্ধকূপ, তথায় বায়ুরূপধারী ও সূর্য্যকিরণগামী সিদ্ধগণপ্রতিষ্ঠিত যে সিদ্ধেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত সিদ্ধিলাভ করা যায়। তাঁহার পশ্চিমে সিদ্ধবাপী, তথায় স্নান [illegible] পান করিলে সিদ্ধি [illegible]

লিঙ্গং পূর্বে লিঙ্গং ব্যাঘ্রেশ্বরাভিধম্ ॥ ১৬৫ ॥ তল্লিঙ্গদর্শনান্নৃণাং ন ভয়ং ব্যাঘ্রচৌরজম্। জ্যেষ্ঠেশ্বরঞ্চ তদ্‌যাম্যাং জ্যেষ্ঠস্থানেঽতিসিদ্ধিদম্ ॥ ১৬৬ ॥ তদ্দক্ষিণে মুদাং ধাম লিঙ্গং প্রহসিতেশ্বরম্। তদুত্তরে নিবাসেশঃ কাশীবাসফলপ্রদঃ ॥ ১৬৭ ॥ চতুঃসমুদ্রকূপোঽস্তি তত্রাব্ধিস্নানপুণ্যদঃ। জ্যেষ্ঠা দেবী তু তত্রাস্তি নতা জ্যেষ্ঠপদপ্রদা ॥ ১৬৮ ॥ অবাচ্যাং ব্যাঘ্রলিঙ্গাচ্চ লিঙ্গং চণ্ডীশ্বরাভিধম্। তদুত্তরে দণ্ডখাতং সরঃ পিতৃমুদাবহম্ ॥ ১৬৯ ॥ গ্রহণানন্তরে স্নানং দণ্ডখ্যাতেঽতিপুণ্যদম্। জৈগীষব্যগুহা তত্র তত্র লিঙ্গং তদাহ্বয়ম্ ॥ ১৭০ ॥ ত্রিরাত্রোপোষিত-স্তত্র জ্ঞানং লভ্যেত নির্ম্মলম্। মহাপুণ্যপ্রদং লিঙ্গং তৎপশ্চাদ্দেবলেশ্বরম্ ॥ ১৭১ ॥ শতকালস্তৎ-সমীপে শতং কালানুমাপতিঃ। তল্লিঙ্গাবির্ভবে কাঙ্ক্ষাং কালয়ামাস কুম্ভজ ॥ ১৭২ ॥ তল্লিঙ্গদর্শনাদায়ুঃ শতবর্ষাণ্যখণ্ডিতম্। শাতাতপেশস্তদ্‌যাম্যাং মহা-জপফলপ্রদঃ ॥ ১৭৩ ॥ তৎপশ্চিমে হেতুকেশো হেতুভূতো মহাফলে। তদ্দক্ষিণেঽক্ষপাদেশো মহাজ্ঞানপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৭৪ ॥ তদগ্রে চ কণাদেশস্তত্র পুণ্যোদকঃ প্রধিঃ। স্নাত্বা কণাদকূপে [illegible] কণাদেশং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৫ ॥ স ধনেন ন ধান্যেন ত্যজ্যতে স কদাচন। তস্য দক্ষিণতো দৃষ্টো ভূতীশো ভূতিকৃৎ সতাম্ ॥ ১৭৬ ॥ তৎপশ্চিমেঽঘসংহর্ত্তৃ আষাঢ়ীশ্বরসংজ্ঞিতম্। দুর্ব্বাসেশশ্চ তৎপূর্ব্বে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিকৃৎ ॥ ১৭৭ ॥ তদ্‌যাম্যাং ভারভূতেশঃ পাপভারাপহারকঃ। ব্যাসেশ্বরস্য পূর্ব্বেণ যৌ শঙ্খলিখিতেশ্বরৌ। তৌ দৃষ্টৌ যত্নতঃ কাঙ্ক্ষ্যৌ মহাজ্ঞানপ্রবর্ত্তকৌ ॥ ১৭৮ ॥ যৎসমাগম্যাপ্যতে পুংসাং নিষ্ঠা পাশুপতব্রতম্। তদাপ্যতেঽত্র বিশেশ-সকৃদীক্ষণতঃ ক্ষণাৎ ॥ ১৭৯ ॥ তদীশানেঽবধূতেশো যোগজ্ঞানপ্রবর্ত্তকঃ। তীর্থং চৈবাবধূতেশং সর্ব্ব-কল্মষনাশকৃৎ ॥ ১৮০ ॥ অবধূতেশ্বরাৎ পূর্ব্বে লিঙ্গং পশুপতীশ্বরম্। তল্লিঙ্গসেবয়া পুংসাং পশুপাশ-বিমোক্ষণম্ ॥ ১৮১ ॥ তদ্দক্ষিণে গোভিলেশো মহাভিলষিতপ্রদঃ। জীমূতবাহনেশশ্চ তৎপশ্চাল্লিঙ্গ-মুত্তমম্ ॥ ১৮২ ॥ বিদ্যাধরপদপ্রাপ্তিস্তল্লিঙ্গপরি-সেবনাৎ। ময়ূখার্কঃ পঞ্চনদে গভস্তীশশ্চ তত্র বৈ ॥ ১৮৩ ॥ দধিকল্পহ্রদো নাম তদুদীচ্যাং মহাপ্রধিঃ।

ইহার পূর্ব্বে যে ব্যাঘ্রেশ্বরলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্যাঘ্র বা চৌরভয় থাকে না। তাঁহার দক্ষিণে জ্যেষ্ঠস্থান তীর্থে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ আছেন। আনন্দনিলয় প্রহ-সিতেশ্বর নামক লিঙ্গ তাঁহার দক্ষিণে স্থাপিত। তাঁহার উত্তরে নিবাসেশ্বর লিঙ্গ; ইঁহার প্রসাদে কাশীবাস সফল হয়। নিকটেই চতুঃসমুদ্রকূপ; এই স্থানে স্নান করিলে অব্ধিস্নানের ফললাভ হয়। সেই স্থানেই জ্যেষ্ঠপদপ্রদা জ্যেষ্ঠা দেবী আছেন। চণ্ডীশ্বর নামক লিঙ্গ ব্যাঘ্রেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত; তাঁহার উত্তরে পিতৃলোক-প্রীতিপ্রদ দণ্ডখাত সরোবর। তথায় গ্রহণানন্তর স্নান করিলে অতি-শয় পুণ্যফল লাভ হয়। সেই স্থানেই জৈগীষব্যেশ্বর-লিঙ্গবিশিষ্ট জৈগীষব্যগুহা; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হয়। তাঁহার পশ্চাতে মহাপুণ্যদ দেবলেশ্বর লিঙ্গ। তৎসমীপেই শতবর্ষ পরমায়ুঃপ্রদ শতকালেশ্বর লিঙ্গ; ইঁহারই আবির্ভাব-জন্য ভগবান্ মহেশ্বর শতবর্ষ অপেক্ষা করিয়া-ছিলেন। ইঁহার দক্ষিণে শাতাতপেশ্বর লিঙ্গ, ইনি মহাজপের ফল প্রদান করেন। ইঁহার পশ্চিম-দিকে মহাফলের হেতুস্বরূপ হেতুকেশ্বর; তাঁহার দক্ষিণে মহাজ্ঞানবিধায়ক অক্ষপাদেশ্বর। তাঁহারই সম্মুখে পুণ্যোদক নামক কূপ এবং কণাদেশ্বর লিঙ্গ আছেন। সেই কূপে স্নানান্তে কণাদেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে কখন ধন-ধান্যহীন হয় না। তাঁহার দক্ষিণে ভূতীশ্বর নামক লিঙ্গ, ইনি সাধুগণের ভূতিবৃদ্ধি করেন। ১৫৭—১৭৬। তাঁহার পশ্চিমে পাপক্ষয়কারী আষাঢ়ীশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার পূর্ব্বদিকে সর্ব্বকামপ্রদ দুর্ব্বাসেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার দক্ষিণে সর্ব্বপাপধ্বংস-কারক ভারভূতেশ্বর লিঙ্গ। ব্যাসেশ্বরের পূর্ব্বদিকে মহা-জ্ঞানবিধায়ক শঙ্খেশ্বর ও লিখিতেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন। মানবগণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখিবেন। একবার মাত্র বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে নিষ্ঠাপূর্ব্বক পাশুপতব্রত-উদ্‌যাপনের ফল হয়। যোগজ্ঞানবিধায়ক অবধূতেশ্বরলিঙ্গ ও সর্ব্বপাপহারী অবধূত তীর্থ বিশ্বেশ্বরের ঈশান কোণে অবস্থিত। পশুপাশমোচনকারী পশুপতী-শ্বর লিঙ্গ অবধূতেশ্বরের পূর্ব্বদিকে স্থাপিত। মহা-ভিলষিতপ্রদ গোভিলেশ্বর লিঙ্গ তাঁহার দক্ষিণে ও বিদ্যাধর-পদবিধায়ক জীমূতবাহনেশ্বর তাঁহার পশ্চা-দ্ভাগে স্থাপিত। পঞ্চনদে ময়ূখার্ক ও গভস্তীশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার উত্তরে অবস্থিত দধিকল্প হ্রদ নামে মহাকূপে স্নান করিয়া [illegible]

[illegible] তৎপ্রতিমানং কৃতং চ তদীক্ষণম্ ॥ ১৮৪ ॥ [illegible] ভাগে দধিকল্পেশ্বরো হয়ঃ। [illegible] সংবীক্ষ্য কল্পং ত্র্যম্বকপুরে বসেৎ ॥১৮৫॥ [illegible] তু মঙ্গলাং মঙ্গলালয়াম্। উদ্দিশ্য [illegible] গৌরীং ভোজয়েদ্দ্বিজদম্পতী ॥ ১৮৬ ॥ [illegible] যথাশক্তি তৎপুণ্যান্তো ন কর্হিচিৎ। [illegible] প্রদক্ষিণফলা মঙ্গলৈর্ষা প্রদক্ষিণা ॥ ১৮৭ ॥ [illegible]নপ্রেক্ষণা দেবী মুখপ্রেক্ষেশ্বরোত্তরে। মঙ্গলায়াঃ [illegible] তু সর্ব্বসিদ্ধিকরী শিবা ॥ ১৮৮ ॥ লিঙ্গে [illegible] মুখপ্রেক্ষোত্তরে শুভে। সহেমভূমি-[illegible] ফলং দর্শনতস্তয়োঃ ॥ ১৮৯ ॥ তদুত্তরে চর্চ্চিকায়া দেব্যাঃ সন্দর্শনং শুভম। রেবতেশ্বর-লিঙ্গঞ্চ চর্চ্চিকাগ্রেণ শান্তিকৃৎ ॥ ৯০ ॥ মহা-[illegible] তস্যাগ্রে লিঙ্গং পঞ্চনদেশ্বরম্। মঙ্গলোদো মহাকূপো মঙ্গলাপশ্চিমে শুভঃ ॥ ১৯১ ॥ উপমন্যো-[illegible]লিঙ্গং মঙ্গলাপশ্চিমে শুভম্। ব্যাঘ্রপাদেশ্বরং লিঙ্গং তৎপশ্চাদ্ব্যাঘ্রভীতিহৃৎ ॥ ১৯২ ॥ নৈঋর্ত্যাঞ্চ গভস্তীশাচ্ছশাঙ্কেশোঽঘসঙ্ঘহৃৎ। তৎপশ্চিমে চৈত্র-রথং লিঙ্গং দিব্যগতিপ্রদম্ ॥ ১৯৩ ॥ রেবতেশাৎ পশ্চিমতো জৈমিনীশো মহাঘহৃৎ। তত্র লিঙ্গান্যনে-কানি ঋষীণামৃষিসত্তম ॥ ১৯৪ ॥ জৈমিনেশাচ্চ বায়ব্যে লিঙ্গং বৈ রাবণেশ্বরম্। ন তদ্দর্শনতঃ পুংসাং রাক্ষসানাং মহাভয়ম্ ॥ ১৯৫ ॥ তদ্দক্ষিণে বরাহেশো মাণ্ডব্যেশস্ততো যমে। তদ্দক্ষিণে প্রচণ্ডেশো যোগেশো দক্ষিণে ততঃ ॥ ১৯৬ ॥ তদ্দক্ষিণে চ ধাতেশঃ সোমেশশ্চ তদগ্রতঃ। তন্নৈর্ঋত্যাং কন-কেশো মহাকনকদঃ সতাম্ ॥ ১৯৭ ॥ তদুত্তরে পাণ্ডবানাং পঞ্চলিঙ্গানি সন্মুদে। সংবর্ত্তেশস্তদগ্রে চ শ্বেতেশস্তস্য পশ্চিমে ॥ ২৯৮ ॥ তৎপশ্চাৎকলসে-শশ্চ লিঙ্গং কালাভয়প্রদম্। কালেন পাশিতে শ্বেতে মুনে কুম্ভাৎ সমুত্থিতম্ ॥ ১৯৯ ॥ চিত্রগুপ্তেশ্বরং লিঙ্গং তদুদীচ্যামঘাপহম্। চিত্রগুপ্তেশ্বরাৎ পশ্চাদ্যো দৃঢ়েশো মহাফলঃ ॥ ২০০ ॥ কলসেশাদবাচ্যাঞ্চ গ্রহেশো লিঙ্গমুত্তমম্। গ্রহবাধাং শময়তি তল্লিঙ্গ-পরিলোকনম্ ॥ ২০১ ॥ চিত্রগুপ্তেশ্বরাৎ পশ্চাদ্-যদৃচ্ছেশো মহাফলঃ। উতথ্যবামদেবেশং লিঙ্গং যাম্যাং গ্রহেশ্বরাৎ ॥ ২০২ ॥ কম্বলাশ্বতরেশৌ চ

অতি দুর্লভ, দধিকল্পেশ্বর নামক লিঙ্গ তাঁহার উত্তরে অবস্থিত, এই লিঙ্গ দর্শনে মানব কল্পান্ত পর্য্যন্ত শিবলোক প্রাপ্ত হয়। গভস্তীশ্বরের দক্ষিণ ভাগে যে শিবালয়া মঙ্গলা গৌরী আছেন, তাঁহার উদ্দেশে ব্রাহ্মণদম্পতীকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি [illegible] করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিলে, ভূমণ্ডলপ্রদক্ষিণের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মঙ্গলা গৌরীর সমীপে মুখপ্রেক্ষেশ্বর লিঙ্গের উত্তরে বদনপ্রেক্ষণা নাম্নী দেবী ও ষষ্ঠীশ্বর এবং [illegible] নামক লিঙ্গদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহা-দিগকে দর্শন করিলে সুবর্ণের সহিত ভূমিদানের ফল ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। শুভপ্রদা চর্চ্চিকা দেবী তাঁহাদের উত্তরে অবস্থিতা, ইহাঁর সম্মুখে [illegible] রেবতেশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার [illegible] শুভপ্রদ পঞ্চনদেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত [illegible] মঙ্গলা গৌরীর পশ্চিমে মঙ্গ-[illegible] মহাকূপ, তাহারই সমীপে উপমন্যু-[illegible] মহালিঙ্গ আছেন। ব্যাঘ্রপাদেশ্বর [illegible] লিঙ্গ তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে [illegible] পাপহারী শশাঙ্কেশ্বর লিঙ্গ গভস্তী-[illegible]। চৈত্ররথেশ্বর লিঙ্গ তাঁহা-[illegible] প্রদান করেন। মহাপাপহারী জৈমিনীশ্বর লিঙ্গ রেবতে-শ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত। মুনিগণপ্রতিষ্ঠিত আরও বহুতর লিঙ্গ সেই স্থানেই বিদ্যমান আছেন। ১৭৭—১৯৪। ইহাঁর বায়ুকোণে রাক্ষসভয়হারী রাবণেশ্বর লিঙ্গ, বরাহেশ্বর, মাণ্ডব্যেশ্বর, প্রচণ্ডেশ্বর, যোগেশ্বর, ধাতেশ্বর, ইহাঁরা রাবণেশ্বর হইতে ক্রমা-ন্বয়ে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ধাতেশ্বরের পুরোভাগে সোমেশ্বর এবং সোমেশ্বরের নৈর্ঋতকোণে সুবর্ণপ্রদ কনকেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার উত্তরভাগে পাণ্ডবদিগের স্থাপিত পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়া-ছেন, যাঁহাদের দর্শনমাত্রে সাধুগণ পরমানন্দিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্মুখভাগে সম্বর্ত্তেশ্বর ও পশ্চিমে শ্বেতেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শ্বেতেশ্বরের পশ্চাতে কলসেশ্বর আছেন, যাঁহাকে দেখিলে কালভয় থাকে না, যৎকালে শ্বেতকেতু কালবন্ধনে পড়িয়াছিলেন, তখনই কলস হইতে ঐ লিঙ্গের আবির্ভাব হয়। তদুত্তরে পাপনাশক চিত্রগুপ্তেশ্বরলিঙ্গ এবং তাঁহারই পশ্চাৎ ভাগে বহু ফলদায়ী দৃঢ়েশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। কলসে-শ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত গ্রহেশ্বরলিঙ্গকে দর্শন করিলে জীবের সকল গ্রহবাধা দূর হইয়া থাকে। চিত্রগুপ্তেশ্বরলিঙ্গের পশ্চাতে যদৃচ্ছেশ্বরলিঙ্গ রহিয়া-ছেন, তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বফল লাভ হয়। [illegible]

তস্য দক্ষিণতঃ শুভে। তত্রৈব নির্ম্মলং লিঙ্গং নলকুবরপূজিতম্॥ ২০৩॥ তদ্যাম্যাং মণিকর্ণীশং তত্তদক্পলিতেশ্বরম্। জরাহরঞ্চ তত্রৈব তৎপশ্চাৎ পাপনাশনম্॥ ২০৪॥ তৎপশ্চিমে নির্জরেশস্ত-নৈর্ঋত্যাং পিতামহঃ। পিতামহস্রোতিকা চ তত্র শ্রাদ্ধং মহাফলম্॥ ২০৫॥ তদ্যাম্যাং বরুণেশশ্চ বাণেশস্তস্য দক্ষিণে। পিতামহস্রোতিকায়াং কুষ্মাণ্ডেশশ্চ সিদ্ধিকৃৎ॥ ২০৬॥ তৎপূর্ব্বতো রাক্ষসেশো গঙ্গেশস্তস্য দক্ষিণে। তদুত্তরে নিম্নগেশঃ সন্তি লিঙ্গান্যনেকশঃ॥ ২০৭॥ বৈবস্বতেশ্বরস্তত্র যমলোক-নিবারকঃ। তৎপশ্চাদদিতীশশ্চ চক্রেশস্তস্য চাগ্রতঃ॥ ২০৮॥ তদগ্রে কালকেশাখ্যো দৃষ্টপ্রত্যয়-কৃৎ পরঃ। ছায়া সন্দৃশ্যতে তত্র নিষ্পাপস্তদবেক্ষণাৎ ২৯৯॥ তদগ্রে তারকেশশ্চ তদগ্রে স্বর্ণভারদঃ। তদুত্তরে মরুত্তেশঃ শক্রেশশ্চ তদগ্রতঃ॥ ২১০॥ তদ্দক্ষিণে চ রন্তেশস্তত্রৈব চ শশীশ্বরঃ। তদুত্তরে লোকপেশাস্তত্র লিঙ্গান্যনেকশঃ॥ ২১১॥ নাগ-গন্ধর্ব্বযক্ষাণাং কিন্নরাপ্সরসামপি। দেবর্ষিগণমুখ্যানাং নানাসিদ্ধিকরাণ্যপি॥ ২১২॥ শক্রেশাদ্দক্ষিণে ভাগে ফাল্গুনেশো মহাঘহৃৎ। মহাপাশুপতেশশ্চ তদ্যাম্যাং শুভকৃৎপরঃ॥ ২১৩॥ তৎপশ্চিমে সমুদ্রেশ ঈশানে-শস্তদুত্তরে। তৎপূর্ব্বে, লাঙ্গলীশশ্চ সর্ব্বসিদ্ধি-সমর্পকঃ॥ ২১৪॥ রাগদ্বেষবিনির্মুক্তাঃ সিদ্ধিং যান্তি চ পূজকাঃ। তেষাং মোক্ষো মযাখ্যাতো ন তু তে দেবি মানবাঃ॥ ২১৫॥ মধুপিঙ্গশ্বেতকেতু লাঙ্গলীশে তপস্বিনৌ। অনেনৈব শরীরেণ জগ্মতুঃ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥ ২১৬॥ তত্রৈব নকুলীশশ্চ কপিলে-শশ্চ তত্র বৈ। রহস্যং পরমং চোক্তৌ মম অত্র-নিষেবিণৌ॥ ২১৭॥ তৎসন্নিধৌ প্রীতিকেশস্তত্র প্রীতির্মম প্রিয়ে। তত্রোপবাসাদেকস্মাৎফলমব্দ-শতাধিকম্॥ ২১৮॥ একং জাগরণং কৃত্বা প্রীতি-কেশ উপোষিতঃ। গণত্বপদবী তস্য নিশ্চিতা মম পর্ব্বণি॥ ২১৯॥ দেবস্য দক্ষিণে ভাগে তত্র বাপী

শ্বরের দক্ষিণে উতথ্য-বামদেবেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে কম্বলেশ্বর ও অশ্বতরেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় বিরাজ করিতেছেন এবং সেই স্থানেই এক বিশুদ্ধলিঙ্গ আছেন, তিনি নলকূবরের নিকট পূজা পাইয়া-ছিলেন। তদ্দক্ষিণে মণিকর্ণিকেশ্বর ও পলিতে-শ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন এবং সেই স্থানেই জরাহরেশ্বর তৎপশ্চাদ্ভাগে, পাপনাশন লিঙ্গ রহিয়াছেন, তৎপশ্চিমে নির্জ্জরেশ্বর লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গের নৈর্ঋত কোণে পিতামহেশ্বর লিঙ্গ ও পিতামহস্রোতিকা তীর্থ আছে; সে তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য্য বহু ফলদায়ক হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণে বরুণেশ্বর ও তদ্দক্ষিণে বাণেশ্বরনামা লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, পিতামহস্রোতিকাতে সিদ্ধিপ্রদ কুষ্মাণ্ডেশ্বর, তৎপূর্ব্বদিকে রাক্ষসে-শ্বর ও তদ্দক্ষিণভাগে গঙ্গেশ্বরনামা লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার উত্তরে বহুবিধ নিম্নগেশ্বরলিঙ্গের অধিষ্ঠান আছে। সেই স্থানেই বৈবস্বতেশ্বর লিঙ্গ আছেন; যাঁহার দর্শনে জীবের যমলোকগমন নিবারিত হয়। তৎ-পশ্চাতে অদিতীশ্বরলিঙ্গ ও তাঁহার সম্মুখে চক্রেশ্বরনামা লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখেই কালকেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন, যিনি নিজ-দেহের ছায়া দেখাইয়া জীবগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে তারকেশ্বর ও তারকেশ্বরের সম্মুখে স্বর্ণভারদেশ্বর, উত্তরে মরু-ত্তেশ্বর ও মরুত্তেশ্বরের সম্মুখে শক্রেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। ১৯৫—২১০। শক্রেশ্বরের দক্ষিণে রন্তেশ্বর ও সেই স্থানেই শশীশ্বরলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। তদুত্তরে লোকপালেশ্বর এবং সেই স্থানে নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা ও দেবর্ষিদিগের স্থাপিত সিদ্ধিপ্রদ অনেক লিঙ্গ রহিয়াছেন। শক্রে-শ্বরের দক্ষিণে পাপাপহ ফাল্গুনেশ্বর ও উত্তরে শুভপ্রদ পাশুপতেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন। ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে সমুদ্রেশ্বর, তদুত্তরে ঈশানেশ্বর ও তাঁহারই পূর্ব্বদিকে লাঙ্গলীশ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে জীবগণ সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা রাগদ্বেষাদি পরীহার করিয়া তাঁহার পূজায় মন দেয়, তাহারা সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং তাহা-দিগকে মানব বলিয়া গণ্য না করিয়া আমি নির্ব্বাণ প্রদান করিয়া থাকি। আর ঐ লাঙ্গলীশ্বরে মধুপিঙ্গ ও শ্বেতকেতু নামক তাপসদ্বয়কে এই দেহে সিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলাম। উহারই নিকটে কপিলেশ্বর ও নকুলীশ্বর বিরাজ করিতেছেন এবং তাঁহার সমীপেই প্রীতিকেশ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন। ঐ লিঙ্গ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর বলিয়া ঐ স্থানে যে ব্যক্তি একটীমাত্র উপবাস করে, সে শতবর্ষাধিক উপবাসের ফল পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মদীয় পর্ব্বদিবসে উপবাসী থাকিয়া ঐ প্রীতিকেশ্বরে রাত্রি-জাগরণ করে, আমি তাহাকে গণত্ব প্রদান করিয়া থাকি।

[illegible] । ... প্রাশনং ... পূর্ব্বকবৈতবে ।
... পশ্চিমে ভাগে দণ্ডপাণিঃ সদা-
... । তৎপ্রাচ্যবাচ্যুত্তরস্যাং তারঃ কালঃ শিলাদজঃ ॥
২২১ ॥ লিঙ্গত্রয়ং হ্রদজ্বে যচ্ছ্রদ্ধয়া পীতমর্পয়েৎ ।
... পীতং কৃতার্থাস্তে নরোত্তমাঃ ॥ ২২২ ॥
অবিমুক্তসমীপেশঃ ... মোক্ষেশো মোক্ষবৃদ্ধিদঃ ।
করুণেশো দয়াধাম তদুদীচ্যাং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২২৩ ॥
স্বর্ণাক্ষেশশ্চ তৎপ্রাচ্যাং জ্ঞানদস্তস্য চোত্তরে ।
সৌভাগ্যগৌরী সম্পূজ্যা বহুসৌভাগ্যসম্পদে ॥
২২৪ ॥ বিশ্বেশাদ্দক্ষিণে ভাগে নিকুম্ভেশঃ প্রযত্নতঃ ।
ক্ষেমকৃৎক্ষেমকরঃ পূজ্যস্তৎপশ্চাদ্বিঘ্ননায়কঃ ॥ ২২৫ ॥
সর্ব্ববিঘ্নচ্ছিদভ্যর্চ্চ্যশ্চতুর্থ্যাস্তু বিশেষতঃ । বিঘ্ন
শান্ত্যৈ নিকুম্ভেশাদহ্নৌ পূজ্যঃ সুসিদ্ধিদঃ ॥ ২২৬ ॥
তদ্দক্ষিণে চ শুক্রেশঃ পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধনঃ । তদুদীচ্যাং
মহালিঙ্গং দেবযানীশ্বরাভিধম্ ॥২২৭॥ শুক্রেশাদগ্রতঃ
পূজ্যঃ কচেশ ইতি সংজ্ঞিতঃ । শুক্রকূপময়স্পৃশ্য
হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ২২৮ ॥ ভবানীশৌ ... চ
শুক্রেশাৎপশ্চিমে শুভৌ । ভক্তপোতপ্রদৌ ... তু
নিজভক্তস্য সর্ব্বদা ॥ ২২৯ ॥ অলর্কেশঃ সমভ্যর্চ্চ্যঃ
শুক্রেশাৎপূর্ব্বদিক্‌স্থিতঃ । মদালসেশ্বরস্তত্র তৎপুরো
সর্ব্ববিঘ্নহৃৎ ॥ ২৩০ ॥ গণেশ্বরেশ্বরং লিঙ্গং সর্ব্ব-
সিদ্ধিকরং পরম্ । হত্বা লঙ্কেশ্বরং বিপ্র রঘুনাথ-
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৩১ ॥ তল্লিঙ্গস্পর্শনাদাশু ব্রহ্মহাপি
বিশুধ্যতি । মহাপুণ্যপ্রদং চাত্রাভ্যর্চ্চ্যং ত্রিপুরান্ত-
কম্ ॥ ২৩২ ॥ দত্তাত্রেয়েশ্বরং লিঙ্গং তস্য পশ্চিমতঃ
শুভম্ । তদযাম্যাং হরিকেশেশো গোকর্ণেশস্ততঃ
পরম্ ॥ ২৩৩ ॥ সরস্তদগ্রে পাপঘ্নং তৎপশ্চাচ্চ
ধ্রুবেশ্বরঃ । তদগ্রে ধ্রুবকুণ্ডঞ্চ পিতৃপ্রীতিকরং
পরম্ ॥ ২৩৪ ॥ তদুত্তরে পিশাচেশঃ পৈশাচ্যপদ-
হাবকঃ । পিত্রীশস্তদযমদিশি পিতৃকুণ্ডং তদগ্রতঃ ॥
২৩৫ ॥ তত্র শ্রাদ্ধকৃতাং পুংসাং তুষ্যেয়ুঃ প্রপিতামহাঃ ।
অগ্রে ধ্রুবেশাত্তারেশো বৈদ্যনাথঃ স এব হি ॥২৩৬॥
তন্নৈর্ঋত্যাং মনোলিঙ্গং বংশবৃদ্ধিকরং পরম্ । প্রিয়-
ব্রতেশ্বরং লিঙ্গং বৈদ্যনাথপুরাগতম্ ॥ ২৩৭ ॥

যাহারা উঁহারই দক্ষিণে অবস্থিত শুভোদকপুষ্করিণীর
জল পান করে, তাহাদের আর সংসারযাতনা ভোগ
করিতে হয় না। উঁহারই পশ্চিমভাগে দণ্ডপাণি দেব
কাশীরক্ষক হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং উঁহার
পূর্ব্বদিকে তারকেশ্বর, দক্ষিণে কালেশ্বর ও উত্তরে
নন্দীশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি
শ্রদ্ধাপূত-হৃদয়ে ঐ পুষ্করিণীর জলপান করে, তাহার
হৃদয়মধ্যে পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গত্রয় বিরাজিত থাকেন,
সুতরাং ঐ জল যাহাদিগকর্ত্তৃক পীত হয়, তাহারাই
কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। অবিমুক্তেশ্বরের সন্নিধানে
মোক্ষেশ্বরলিঙ্গের দর্শনে মোক্ষলাভ হয়। তাঁহার
উত্তরভাগে দয়াময় করুণেশ্বরলিঙ্গ আছেন, তাঁহার
পূর্ব্বদিকে স্বর্ণাক্ষেশ্বরলিঙ্গ আছেন, সেই স্বর্ণাক্ষেশ-
রের উত্তরদিকে জ্ঞানদেশ্বরলিঙ্গ ও সৌভাগ্য-গৌরী
বিরাজিতেছেন, তাঁহাকে পূজা করিলে জীবের পরম
সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণ
ভাগে প্রতিষ্ঠিত নিকুম্ভেশ্বরলিঙ্গের পূজা করিলে
... ব্যক্তির ক্ষেমমঙ্গল লাভ হয়। তাঁহারই
... দেব বিঘ্ননায়ক রহিয়াছেন, চতুর্থীতে
... তাঁহাকে পূজা করিলে সকল বিঘ্ন দূর
... নিকুম্ভেশ্বরের অগ্নিকোণে ভগবান্ বিঘ্ন-
... অবস্থানপূর্ব্বক লোকের সিদ্ধি প্রদান
... তাঁহার দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত শুক্রেশ্বর-
... উপাসনায় পুত্রপৌত্রাদি প্রাপ্ত হয়। শুক্র-
[illegible]
ফল পাইয়া থাকে। ২১১—২২৮। তাঁহারই পশ্চিম
ভাগে ভবানীপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গদ্বয় ভক্তাভিলাষ পূর্ণ
করত বিরাজ করিতেছেন। শুক্রেশ্বরের পূর্ব্ব-
দিকেই অলর্কেশ্বরলিঙ্গের পূজায় বিশেষ ফল পাওয়া
যায়। তথায় মদালসেশ্বর ও গণেশ্বরেশ্বর নামক
লিঙ্গদ্বয় বিরাজিত আছেন। শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে
নিপাতিত করিয়া ঐ উপরোক্ত লিঙ্গস্থাপন করেন,
উঁহার দর্শনে সকল বিঘ্ন দূর হয়, সকল প্রকার সিদ্ধি
লাভ হয়, ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া
যায়। ঐ স্থানে জীবগণ অপর একটী পুণ্যদায়ক
ত্রিপুরান্তকলিঙ্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার
পশ্চিমে দত্তাত্রেয়েশ্বর ও তাঁহার দক্ষিণে হরি-
কেশেশ্বর ও গোকর্ণেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় বিরাজ
করিতেছেন। তাঁহার সমীপে এক সরোবর ও
সেই পাপাপহ সরোবরের পশ্চাতে ধ্রুবেশ্বরনামক
লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। তাঁহার নিকটে ধ্রুবকুণ্ড,
ঐ কুণ্ডে তর্পণ করিলে পিতৃগণ পরম সন্তোষ প্রাপ্ত
হন। পৈশাচপদনাশক পিশাচেশ্বরলিঙ্গ, তাঁহারই
উত্তরে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণে পিত্রীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার
সমীপে পিতৃকুণ্ড আছেন, যথায় পিতৃগণ পিণ্ড
পাইলে পরম প্রীত হইয়া থাকেন। ধ্রুবেশ্বরের
নিকটে তারেশ্বরলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকেই বৈদ্যনাথ
... তাঁহার ... [illegible]

তদ্‌যাম্যাং মুচুকুন্দেশস্তৎপার্শ্বে গোতমেশ্বরঃ। তৎ-পশ্চিমেন ভদ্রেশস্তদ্‌যাম্যামৃষ্যশৃঙ্গিণঃ ॥২৩৮॥ ব্রহ্মেশ-স্তৎপুরস্তাচ্চ পর্জ্জন্যেশস্তদীশগঃ। তৎপ্রাচ্যাং নহুষেশশ্চ বিশালাক্ষী চ তৎপুরঃ ॥ ২৩৯ ॥ বিশা-লাক্ষীশ্বরং লিঙ্গং তত্রৈব ক্ষেত্রবস্তিদম্। জরাসন্ধে-শ্বরং লিঙ্গং তদ্‌যাম্যাং জ্বরনাশনম্ ॥ ২৪০ ॥ তৎ-পুরস্তাদ্ধিরণ্যাক্ষলিঙ্গং পূজ্যং হিরণ্যদম্। তৎ-পশ্চিমে গয়াধীশস্তৎপ্রতীচ্যাং ভগীরথঃ ॥ ২৪১ ॥ তদগ্রে চ দিলীপেশো ব্রহ্মেশাৎ পশ্চিমে মুনে। তত্র লিঙ্গং সকুণ্ডঞ্চ স্নাতুরিষ্টফলপ্রদম্ ॥ ২৪২ ॥ তত্র বিশ্বাবসোর্লিঙ্গং মুণ্ডেশস্তত্র পূর্ব্বতঃ। তদ্দক্ষিণে বিধীশশ্চ তদ্‌যাম্যাং বাজিমেধকঃ ॥ ২৪৩ ॥ দশাশ্ব-মেধিকে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তল্লিঙ্গমুত্তমম্। দশানামশ্ব-মেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৪৪ ॥ তদুত্তরে মাতৃতীর্থং স্নাতুর্জ্জন্মভয়াপহৃৎ। তত্র স্নানং তু যঃ কুর্য্যান্নারী বা পুরুষোঽপি বা ॥ ২৪৫ ॥ ঈপ্সিতং ফলমাপ্নোতি মাতৃণাং চ প্রসাদতঃ। দক্ষিণে তব কুণ্ডাচ্চ পুষ্পদন্তেশ্বরঃ পরঃ ॥ ২৪৬ ॥ তদগ্নিদিশি দেবর্ষিগণলিঙ্গান্যনেকশঃ। পুষ্পদন্তাদ্দক্ষিণতঃ সিদ্ধীশঃ পরসিদ্ধিদঃ ॥ ২৪৭ ॥ পঞ্চোপচারপূজাভিঃ স্বপ্নে সিদ্ধিং পুরাং [illegible]। [illegible] পুংসাং হরিশ্চন্দ্রেশসেবয়া ॥ ২৪৮ ॥ তৎপশ্চিমে নৈর্ঋতেশোঽঙ্গিরসেশস্ততো যমে। তদ্দক্ষিণে চ ক্ষেমেশশ্চিত্রাঙ্গেশস্ততো যমে ॥ ২৪৯ ॥ তদ্দক্ষিণে চ কেদারো রুদ্রানুচরতাপ্রদঃ। চন্দ্রসূর্য্যান্বয়ৈর্ভূপৈঃ কেদারাদ্দক্ষিণাপথে ॥ ২৫০ ॥ প্রতিষ্ঠিতানি লিঙ্গানি শতশোঽথ সহস্রশঃ। লোলার্কাদ্দক্ষিণাশায়াং সর্ব্বাশা-পূরকোঽর্চ্চিতঃ ॥ ২৫১ ॥ করন্ধমেশ্বরং লিঙ্গং তৎ-প্রতীচ্যাং মহাফলম্। তৎপশ্চিমে মহাদুর্গা মহাদুর্গ-প্রভঞ্জনী ॥ ২৫২ ॥ শুক্রেশ্বরঞ্চ তদ্‌যাম্যাং শুক্রয়া সরিতার্চ্চিতম্। জনকেশস্তৎপ্রতীচ্যাং শঙ্কুকর্ণস্তদু-ত্তরে ॥ ২৫৩ ॥ মহাসিদ্ধীশ্বরং লিঙ্গং তৎপ্রাচ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্। সিদ্ধকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা সিদ্ধেশ্বরং মহৎ ॥ ২৫৪ ॥ সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাং পারং গচ্ছতি মানবঃ। শঙ্কুকর্ণেশবায়ব্যে লিঙ্গং বাডব্যসংজ্ঞি-তম্ ॥ ২৫৫ ॥ তদগ্রে চ বিভাণ্ডেশঃ কহোলেশস্তদ্-

---

নামক লিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তাঁহার দক্ষিণে মুচুকু-ন্দেশ্বর, তাঁহার পার্শ্বে গোতমেশ্বর, তাঁহার পশ্চিমে ভদ্রেশ্বর, দক্ষিণে ঋষ্যশৃঙ্গীশ্বরলিঙ্গ বিরাজিত আছেন এবং উঁহারই সম্মুখে ব্রহ্মেশ্বর, তাঁহার ঈশানকোণে পর্জ্জন্যেশ্বরলিঙ্গ তাঁহার পূর্ব্বদিকে নহুষেশ্বরলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। সম্মুখে বিশালাক্ষী এবং বিশালাক্ষীশ্বর বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণে জরাসন্ধেশ্বর লিঙ্গের দর্শন করিয়া জ্বরমুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার সম্মুখে হিরণ্যাক্ষেশ্বর, পশ্চিমে গয়াধীশ্বর, পূর্ব্বভাগে ভগীরথেশ্বর ও তাঁহার সম্মুখে দিলীপেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন ব্রহ্মেশ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত কুণ্ডে স্নান করিয়া তত্রত্য লিঙ্গের দর্শনে পরম অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে। তথায় বিশ্বাবসু এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়া-ছেন, তাঁহার পূর্ব্বভাগে মুণ্ডেশ্বর, দক্ষিণে বিধীশ্বর, তদ্দক্ষিণে বাজিমেধেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। দশাশ্বমেধে স্নাত ব্যক্তিকর্ত্তৃক তিনি অবলোকিত হইলে তাহাকে দশটী অশ্বমেধযজ্ঞের ফল দিয়া থাকেন। তাঁহার উত্তরভাগে মাতৃতীর্থ রহিয়াছেন, তথায় যে কেহ স্নান করে, মাতৃগণ তদুপরি প্রসন্ন হইয়া তাহার অভীষ্ট সকল সিদ্ধ করিয়া [illegible] [illegible] থাকেন। [illegible] কুণ্ডের দক্ষিণভাগে মহালিঙ্গ পুষ্পদন্তেশ্বর বিরাজিত আছেন, তাঁহার অগ্নিকোণে দেবর্ষিগণের স্থাপিত বহুতর লিঙ্গ আছেন, যাহারা পুষ্পদন্তেশ্বরের দক্ষিণস্থিত সিদ্ধী-শ্বরলিঙ্গের পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বপ্নে সিদ্ধ্যাদেশ প্রাপ্ত হয়। হরিশ্চন্দ্রেশ্বরের সেবাকারী ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে।২২৯-২৪৮। তাঁহার পশ্চিমে নৈর্ঋতেশ্বর, তাঁহার দক্ষিণে অঙ্গিরসেশ্বর, তদ্দক্ষিণে ক্ষেমেশ্বর, তদ্দক্ষিণে চিত্রাঙ্গেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে কেদারেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন, যাঁহার দর্শন করিয়াও জীব শিবানুচর হইয়া থাকে। চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্য-বংশীয় রাজারা কেদারেশ্বরের দক্ষিণভাগে বহুতর লিঙ্গই স্থাপিত করিয়াছেন। লোলার্কের দক্ষিণে অবস্থিত আশাবিনায়ক লিঙ্গের দর্শনমাত্র জীবের আশা পূর্ণ হইয়া থাকে। তৎপশ্চিমে [illegible] করন্ধমেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন। তৎপশ্চিমে মহা-দুর্গা বিরাজ করিতেছেন, যিনি ভক্তের দুর্গতি দূর করিয়া থাকেন। তদ্দক্ষিণে শুক্রেশ্বর লিঙ্গ আছেন, শুক্রানদীর সলিলে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। তাঁহার পশ্চিমে জনকেশ্বর, উত্তরে শঙ্কুকর্ণেশ্বর [illegible] পূর্ব্বদিকে সিদ্ধিদাতা মহাসিদ্ধীশ্বরলিঙ্গ [illegible] আছেন। সিদ্ধকুণ্ডে স্নাত ব্যক্তিকর্ত্তৃক [illegible] অবলোকিত হইলে তাহাকে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। বাডব্যনামা লিঙ্গ শঙ্কুকর্ণেশ্বরের বায়ুকোণে আছেন, তাঁহার [illegible] বিভাণ্ডে-

[illegible] । তত্র দ্বারেশ্বরং লিঙ্গং দেবী দ্বারেশ্বরী [illegible] ॥ ২৫৭ ॥ তৎপূজনাল্লভেৎ সিদ্ধিরানন্দারণ্য-বাসিনাং । ক্ষেত্রকাম্ভ গণাস্তত্র নানারূপায়ুধা মুনে ॥ ২৫৭ ॥ তত্রৈব হরিদীশঞ্চ লিঙ্গং কাত্যায়নং ততঃ । তৎপার্শ্বে জাঙ্গলেশঞ্চ তৎপশ্চান্মুকুটেশ্বরঃ ॥ ২৫৮ ॥ তত্রৈব কুণ্ডং বিমলং সর্ব্বযাত্রাফলপ্রদম্ । স্নাত্বা মুকুটকুণ্ডে চ দৃষ্ট্বা বৈ মুকুটেশ্বরম্ ॥ ২৫৯ ॥ যাত্রয়া সর্ব্বলিঙ্গানাং তৎফলং তদবাপ্যতে । তপসশ্চাপি যোগস্য সিদ্ধিদাসাবনী পরা ॥ ২৬০ ॥ মুনে শতং সহস্রাণি তত্র লিঙ্গানি সিদ্ধয়ে । একা দিগুত্তরা দেবি বারাণস্যাং প্রিয়া মম ॥ ২৬১ ॥ তত্রাপি পঞ্চায়তনে রতির্মে নিতরাং প্রিয়ে । উৎপত্তিস্থিতি-কালেঽপি তত্রাহং সর্ব্বদাস্থিতঃ ॥ ২৬২ ॥ এবং যস্তু বিজানাতি ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে । সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং নান্যথা প্রিয়ে ॥ ২৬৩ ॥ শীঘ্রং তত্রৈব গন্তব্যং যদিচ্ছেন্নামকং পদম্ । উদ্দেশমাত্রং লিঙ্গানি কথিতানি ময়া মুনে ॥ ২৬৪ ॥ [illegible] স্থাপিতানি ভক্ত্যা লিঙ্গানি কানিচিৎ । ন তানি পুনরুক্তানি শ্রদ্ধয়ার্চ্চ্যানি সর্ব্বতঃ ॥ ২৬৫ ॥ এতানি যানি লিঙ্গানি যানি কুণ্ডানি যেহন্যথঃ । যা বাপ্যস্তানি সর্ব্বাণি শ্রদ্ধেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ ২৬৬ ॥ এতেষাং দর্শনাৎ স্নানাৎ ফলমত্রোত্তরোত্তরম্ । অত্রত্যানাঞ্চ লিঙ্গানাং কূপানাং সরসামপি ॥ ২৬৭ ॥ বাপীনাঞ্চাপি মূর্ত্তীনাং কঃ সংখ্যাতুং প্রভুর্ভবেৎ । আনন্দকাননস্থানি তৃণান্যপি পরং বরম্ ॥ ২৬৮ ॥ দিবৌকসোঽপি নান্যত্র যৎ পুনর্জন্মভাজনম্ । সর্ব্বলিঙ্গময়ী কাশী সর্ব্বতীর্থৈকজন্মভূঃ ॥ ২৬৯ ॥ স্বর্গাপবর্গয়োর্দাত্রী দৃষ্টা দেহান্তসেবিতা । মম প্রিয়-তমা দেবি ত্বমেব তপসো বলাৎ ॥ ২৭০ ॥ স্বভা-বতস্ত্বিয়ং কাশী সুখবিশ্রামভূর্মম । যে কাশী নাম গৃহ্ণন্তি যেঽনুমোদন্ত এব হি ॥ ২৭১ ॥ তে মে শাখবিশাখাভাঃ স্কন্দনন্দিগজাস্যবৎ । ত এব ভক্তা মে দেবি ত এব মম সেবকাঃ ॥ ২৭২ ॥ মুমুক্ষবস্তু এবাত্র যে চানন্দবনৌকসঃ । তপস্তপ্তং মহত্তৈস্ত

শ্বর, উত্তরে কহোলেশ্বর এবং কহোলেশ্বরের সম্মুখেই দ্বারেশ্বরলিঙ্গ ও দ্বারেশ্বরী শক্তি বিরাজ করিতেছেন, তদারাধক ব্যক্তিরা ক্ষেত্র-বাসজনিত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। তথায়ই বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক নানারূপধারী প্রমথেরা অবস্থান করিয়া কাশীর রক্ষা করিতেছে এবং তথায় কাত্যায়নেশ্বর ও হরিদীশ্বর নামক লিঙ্গ রহিয়াছেন। কাত্যায়নেশ্বরের পশ্চাতে জাঙ্গলেশ্বর, তৎপশ্চাতে মুকুটেশ্বরলিঙ্গ স্থাপিত রহিয়াছেন, যে ব্যক্তি তথা-কার মুকুটকুণ্ডে স্নান করিয়া একমাত্র মুকুটেশ্বর লিঙ্গকে অবলোকন করে, তাহার সর্ব্বলিঙ্গযাত্রার ফল হইয়া থাকে। ঐ স্থানে যোগাভ্যাস বা তপস্যা করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয়। হে প্রিয়ে! ঐ স্থানে সিদ্ধিপ্রদ শতসহস্র লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন [illegible] কাশীমধ্যে ঐ স্থান আমার অতি প্রীতিদায়ক [illegible] মৎপ্রিয় পঞ্চায়তনে আমি সৃষ্টি স্থিতি [illegible] সকল সময়েই অবস্থান করিয়া থাকি। [illegible] যে ব্যক্তি এই বিষয় অবগত আছে, [illegible] তাহার পীড়াদায়ক হয় না, ইহা [illegible] বলিতেছি। যাহাদের শিবলোকে [illegible] আছে, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে [illegible] কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে [illegible] দিগের মধ্যে কতগুলি লিঙ্গের দুই তিনবার করিয়া প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে কথা আর বলিলাম না সত্য, কিন্তু সেই সকল নামে তাঁহাদের পূজা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।২৪৯—২৬৫। এই সকল লিঙ্গ, কূপ, বাপী ও কুণ্ডাদি যাহা আমার নিকট শ্রবণ করিলে, সুকৃতী দিগের এই সকলের উপর শ্রদ্ধাবান হওয়া বিধেয়। ইহাদের অবলোকনে ও এই সকল কূপাদিতে স্নানে উত্তরোত্তর সমধিক ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীতে যে সকল লিঙ্গ, কূপ, সরোবর, বাপী বা দেবমূর্ত্তি আছে, কেহই তাহার গণনা করিয়া উঠিতে পারে না। অন্য স্থানের দেবগণ অপেক্ষা কাশীস্থ তৃণাদিও পরম শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের আর জন্মাইতে হয় না। কাশীই সর্ব্বলিঙ্গময়ী ও সর্ব্ব-তীর্থময়ী, কাশীকে দর্শন করিলে স্বর্গলোকে বাস হয় এবং চরমকালে সেবা করিলে নির্ব্বাণপদ লাভ হয়। হে প্রিয়ে! আমি বহুতর যোগসাধনে তোমায় প্রিয়তমারূপে লাভ করিয়াছি, কিন্তু সুখের জন্মভূমি দেবী কাশী স্বাভাবিকই আমার প্রিয়তমা আছেন। হে দেবি! যাহাদের কণ্ঠ হইতে কাশীনাম উচ্চারিত হয় বা যাহারা কাশীর প্রশংসা করে, সেই মদ্ভক্ত ও মৎসেবকদিগকে আমি শাখ, বিশাখ, স্কন্দ, নন্দী ও গণেশ্বরতুল্য বিবেচনা করিয়া থাকি। কাশীবাসীরাই মুমুক্ষু, বহুতপস্বী, বহুদান ও বহুব্রত করিলেই কাশীবাসী হওয়া যায়। [illegible]

কৃতং তৈস্তু মহাব্রতম্‌ ॥ ২৭৩ ॥ দৈত্তং দত্তং মহাদানং যে চানন্দবনৌকসঃ। তে স্নাতসর্বতীর্থা বৈ তেঽখিলাধ্বরদীক্ষিতাঃ ॥ ২৭৪ ॥ তে চীর্ণসর্বধর্ম্মা হি যে চানন্দবনৌকসঃ। সুরাসুরোরগনরা ভূমিভারায় তেঽখিলাঃ ॥ ২৭৫ ॥ বরস্তপীহ চরমে যে নানন্দবনৌকসঃ। অন্ত্যজোঽপি বরঃ কাশ্যাং নান্যত্র শ্রুতিপারগঃ। সংসারপারগঃ পূর্বস্তস্যশ্চান্ত্যজতোঽপ্যধঃ ॥ ২৭৬ ॥ স এব নূনং সর্বজ্ঞঃ স এব হৃধিকেক্ষণঃ। যঃ পার্থিবীং তনুং হিত্বা কাশ্যাং ধত্তে সুধাময়ীম্‌ ॥ ২৭৭ ॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিদং পুণ্যং সর্বতীর্থরহস্যবৎ। কাশীদর্শনজং পুণ্যং প্রাপ্নোতি নিয়তং নরঃ ॥ ২৭৮ ॥ যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং প্রাতঃ প্রাতর্দিনে দিনে। দৃষ্টানি তেন সর্বাণি তীর্থান্যেতানি নান্যথা ॥ ২৭৯ ॥ সর্বলিঙ্গময়াধ্যায়ং যোঽমুং নিত্যং জপেৎ সুধীঃ। ন তং যমো ন তং দূতা নৈনমংহোঽপি বাধতে ॥ ২৮০ ॥ ব্রহ্মযজ্ঞফলং তস্য জায়তে সুকৃতাত্মনঃ। যো জপেদমুমধ্যায়ং শুচিস্তদ্গতমানসঃ ॥ ২৮১ ॥ স স্নাতঃ সর্বকুণ্ডেষু সর্ববাপ্যম্বুপঃ স চ। সর্বলিঙ্গার্চ্চকঃ সোঽত্র যোঽমুমধ্যায়মাজপেৎ ॥ ২৮২ ॥ কিম্‌ স্তৈর্বহুভিঃ স্তোত্রৈরভিস্তোকফলপ্রদৈঃ। মৎপ্রেমবর্দ্ধিরধ্যায়ো জপ্যোঽয়ং মহাফলঃ ॥ ২৮৩ ॥ মহাদানেষু দত্তেষু যৎফলং প্রাপ্যতেঽত্র বৈ। সকৃজ্জপাদমুষ্যাধ্যায়াদমুষ্মাত্তৎ সমাপ্যতে ॥ ২৮৪ ॥ স্নাত্বা সর্বাণি তীর্থানি দৃষ্ট্বা লিঙ্গান্যনেকশঃ। যৎফলং লভ্যতে মর্ত্যৈস্তদেতজ্জপনাদ্ধ্রুবম্‌ ॥ ২৮৫ ॥ ইদমেব তপোঽত্যুগ্রং ময়মেব জপো মহান্‌। কাশীলিঙ্গাবলীনামাধ্যায়ো জপ্যেত যন্মুনে ॥ ২৮৬ ॥ মম দ্রুহে নাস্তিকায় বেদনিন্দারতায় চ। ন দাতব্যো ন দাতব্যো ন দাতব্যো জপস্ত্বয়ম্‌ ॥ ২৮৭ ॥ অধ্যায়স্যাস্য জপনাৎ পাপং ব্রহ্মবধোদ্ভবম্‌। অগম্যাগমনঞ্চাপি তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্‌ ॥ ২৮৮ ॥ গুরুদারাভিচারোত্থং হেমস্তেয়সমুদ্ভবম্‌। মাতাপিতৃবধাজ্জাতং গোজ্রণহননোদ্ভবম্‌ ॥ ২৮৯ ॥ মহাপাপানি পাপানি জ্ঞাতাজ্ঞাতানি ভূরিশঃ। উপপাপানি পাপানি মনোবাক্কায়জান্যপি ॥ ২৯০ ॥ বিলয়ং যান্ত্যশেষাণি নিঃসন্দেহং মমাজ্ঞয়া। পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ ধনং ধান্যং কলত্রং ক্ষেত্রমেব চ ॥ ২৯১ ॥ মনঃসমীহিতং সর্বং স্বর্গং মোক্ষং সুখান্যপি। জপ্যাধ্যায়মিমং বিদ্বান্‌ প্রাপ্স্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯২ ॥ ইতি যাবৎ সমাখ্যাতি দেবো দেবীপুরঃ কথাম্‌। তাবন্নন্দী সমা-

---

তীর্থে স্নান, সকল যজ্ঞে দীক্ষা ও সকল ব্রতের উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। যে সকল দেব, দানব, নাগ ও মানবগণ অন্তিমকালে কাশীতে বাস না করে, তাহাদিগকে ভূমির ভারস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। অন্যস্থানীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কাশীস্থ চাণ্ডালও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে, কারণ ঐ চণ্ডাল ভবসমুদ্র পার হইয়া তথায় বারংবার ভাস্যমান ব্রাহ্মণকে নীচ করিয়া থাকে। তাহাকেই সর্বজ্ঞ ও বহুদর্শী বলা যায়, যে ব্যক্তি কাশীতে মরিয়া দিব্যদেহ ধারণ করিয়া থাকে। যে মানব এই সকল তীর্থের রহস্যময় পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার কাশীসন্দর্শনজনিত পুণ্যলাভ হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ প্রভাতে এই অধ্যায় পাঠ করিলে সর্বতীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। যে সুকৃতী এই লিঙ্গাত্মক অধ্যায় জপ করে, তাহার কখন যম, যমদূত বা পাপ হইতে কোনরূপ ভয় থাকে না। পবিত্র হইয়া একাগ্রচিত্তে এই অধ্যায় জপ করিলে ব্রহ্মযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। এই অধ্যায়পাঠকারী ব্যক্তির সর্ববাপীতে জলপানের ও সর্বলিঙ্গের আরাধনার ফল সঞ্চিত হয়। অতএব ব্যক্তিদিগের এই অধ্যায় পাঠ করাই কর্ত্তব্য, কারণ অপর ক্ষুদ্র ও স্বল্পফলদায়ী স্তবাদিতে বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। একবার মাত্র এই অধ্যায় পাঠ করিলে যে পুণ্য হয়, কাশীতে বহুবার মহাদান করিলেও তাদৃশ পুণ্য পাওয়া যায় কিনা, সন্দেহ।২৬৬-২৮৪। সকল লিঙ্গের দর্শন ও সর্বতীর্থে অবগাহনে যাদৃশ পুণ্য হয়, এই অধ্যায় পাঠ করিয়াও মানবগণের সেই পুণ্য সঞ্চিত হয়। এই কাশীলিঙ্গাবলী নামক অধ্যায়ের অধ্যয়নই মহাতপস্যা ও মহাজপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যা, অগম্যাগমন, অভক্ষ্যভক্ষণ, গুরুপত্নীগমন, অভিচার, স্বর্ণচৌর্য্য, পিতৃমাতৃহত্যা, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি, দেহ মন ও বাক্য দ্বারা জ্ঞান ও অজ্ঞান দশায় সঞ্চিত মহাপাতক উপপাতকাদি থাকিলে সেই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই অধ্যায়পাঠকারী ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, ধন, ধান্য, স্ত্রী, ক্ষেত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি যে কিছু অভিলষিত হইবে, সে নিশ্চয় সে সকল প্রাপ্ত হইবে। মহাদেব ভগবতীকে এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় নন্দিকেশ্বর তথায় আসিয়া

...পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণং ॥ ২৯৫ ॥ তাঃ পরি-... নির্ম্মিতৈঃ। সজ্জীকৃতো রথ-... দেবতাঃ স্থিতাঃ সুরাঃ ॥ ২৯৪ ॥ তার্ক্ষ্যগঃ ... যদি তিষ্ঠন্তি সাম্প্রগাঃ। প্রতীক্ষমাণো-... মুনীশ্বরান্ ॥ ২৯৫ ॥ চতুর্দ্দশস্থ ... যে তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ। তে নিশম্যাদ্য ... প্রাবেশিকমহোৎসবম্ ॥ ২৯৬ ॥ স্কন্দ উবাচ। ইতি নন্দিবচঃ শ্রুত্বা দেবো দেবীসমাযুতঃ। ... রথং সমারুহ্য নির্জগাম ত্রিবিষ্টপাৎ ॥ ২৯৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেত্রতীর্থবর্ণনং নাম সপ্তনবতি-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শৃণু সূত মহাভাগ যথা স্কন্দেন ভাষিতঃ। মহামহোৎসবঃ শম্ভোঃ পৃচ্ছতে কুম্ভ-সম্ভবে ॥ ১ ॥ স্কন্দ উবাচ। নিশাময় মহাপ্রাজ্ঞ শম্ভুপ্রাবেশিকীং কথাম্। ত্রৈলোক্যানন্দজননীং মহাপাতকভঞ্জিনীম্ ॥ ২ ॥ মন্দরাদাগতঃ শম্ভুশ্চৈত্রে দমনপর্ব্বণি। প্রাপ্যাপ্যানন্দগহনমিতস্ততশ্চচার হ ॥ ৩ ॥ মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসেঽথ প্রাসাদে সিদ্ধি-মাগতে। দেবো বিবজসঃ পীঠাদন্তর্গেহং বিবেশ হ ॥ ৪ ॥ ঊর্জ্জশুক্লপ্রতিপদি বুধরাধাসমাযুজি। চন্দ্রে সপ্তমরাশিস্থে শেষেষুচ্চগ্রহেষু চ ॥ ৫ ॥ বাদ্য-মানেষু বাদ্যেষু প্রসন্নাসু হবিঃসু চ। ব্রাহ্মণানাং শ্রুতিরবস্ফুরত্তান্তরবাস্তরে ॥ ৬ ॥ প্রতিশব্দিত-ভূর্লোকভুবর্লোকান্তরাধ্বনি। সর্ব্বং প্রমুদিতং চাসী-চ্ছম্ভোঃ প্রাবেশিকোৎসবে ॥ ৭ ॥ জগুর্গন্ধর্ব্বনিকরা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। চারণাস্ত স্তুতিং কুর্য্যুর্জহৃষু-র্দেবতাগণাঃ ॥ ৮ ॥ ববুর্গন্ধবহা বাতা ববৃষুঃ কুসুমৈ-র্ঘনাঃ। সর্ব্বে মঙ্গলনেপথ্যাঃ সর্ব্বে মঙ্গলভাষিণঃ ॥ স্থাবরা জঙ্গমাঃ সর্ব্বে জাতা আনন্দমেদুরাঃ। সুরাসুরেষু সর্ব্বেষু গন্ধর্ব্বোরগেষু চ ॥ ১০ ॥ বিদ্যাধরেষু সাধ্যেষু কিন্নরেষু নরেষু চ। স্ত্রীপুং-

---

প্রণাম করত কহিলেন,—হে নাথ। মহাপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, সম্মুখে এই সজ্জীকৃত রথও বহি-... ব্রহ্মাদি দেবগণ আগমন করিয়াছেন, গরুড়-... ভগবান্ বিষ্ণু মহামুনিদিগকে সমভিব্যাহারে ... আত্মবর্গের সহিত আগত হইয়া দ্বারদেশে ... প্রতীক্ষা করিতেছেন। চতুর্দ্দশভুবনস্থিত ... সাধুগণ ভবদীয় প্রাবেশিক মহোৎসব শ্রবণ করিয়া এখানে সমাগত হইয়াছেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, নন্দীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণমাত্রেই হর-পার্ব্বতী সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিবিষ্টপ হইতে প্রস্থান করিলেন। ১৮৫—২৯৭।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

... কহিলেন,—হে মহাত্মন্ সূত। স্কন্দ, ... সন্নিধানে মহাদেবের উৎসব-... যে সুন্দর বাক্যপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া-... তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্কন্দ কহিলেন, ... ত্রৈলোক্যের আনন্দকর, ...

শ্রবণ কর। চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহেশ্বর-মন্দরপর্ব্বত হইতে বারাণসীতে আসিয়া, অসীম আনন্দ লাভ করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মোক্ষলক্ষ্মীর বিলাসভবন-সদৃশ প্রাসাদ, সম্পূর্ণরূপে বিনির্ম্মিত হইলে, কার্ত্তিকমাসীয় অনুরাধা-নক্ষত্রান্বিত শুক্লপ্রতিপদে, শশী সপ্তমরাশিস্থ এবং অপর শুভগ্রহ সকল উচ্চ-স্থানে অবস্থিত হইলে, ভগবান্ মহাদেব, ত্রিলোচন-পীঠ হইতে, অন্তর্গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ১—৫। সেই সময় দেববাদিত্রনিচয় ধ্বনিত হইতে লাগিল, দিক্-গুল প্রশান্ত হইল এবং ব্রাহ্মণবদনোচ্চারিত রমণীয় বেদধ্বনি অন্য শব্দকে পরাভূত করিয়া, আকাশ-মণ্ডল পরিপূরিত করিল। হে কুম্ভসম্ভব। মহেশের প্রাসাদ-প্রবেশসময়ে, যে সকল মঙ্গলবাদ্য হইয়া-ছিল, তাহাতে ভূর্লোক, ভুবর্লোকের মধ্যভাগ, সম্যক্ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে সময় সমস্ত লোকই নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিল। গন্ধর্ব্বনিকর মঙ্গলসঙ্গীত, অপ্সরোগণ নৃত্য এবং সিদ্ধচারণগণ মনোহর স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। দেবতা-সমূহ অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে চতু-র্দ্দিকে সৌরভময় বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। ঘন-মণ্ডলী গগন হইতে কুসুম বর্ষণ করিয়াছিল এবং সর্ব্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গমগণ মঙ্গলময় বেশ এবং যথাসম্ভব মঙ্গলবাক্য করিয়া, পরমানন্দসাগরে অব-গাহন করিয়াছিল। হে মুনে। সেই সময়ে ... দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, সাধ্য, কিন্নর ...

জাতেষু সর্ব্বেষু রেজুশ্চবার এব চ ॥ ১১ ॥ নিশ্চিন্তাহং চ নিতরাং পুরুষার্থাঃ পদেপদে । ধূপধূমভরৈর্ব্যোম মল্লকং তু তদা মুনে ॥ ১২ ॥ নাদ্যাপি নীলিমানস্তং পরিত্যজতি কর্হিচিৎ । নীরাজনায় যে দীপাস্তদা সর্ব্বে প্রবোধিতাঃ ॥ ১৩ ॥ তেষাং জ্যোতীংষি খেহদ্যাপি রাজন্তে তারকাচ্ছলাৎ । প্রতিসৌধং পতাকাশ্চ নানাকারা বিচিত্রিতাঃ ॥ ১৪ ॥ রম্যধ্বজ-প্রভাধৌতা রেজুঃ প্রতিশিবালয়ম্ । ক্বচিদ্গায়ন্তি গীতজ্ঞাঃ কচিন্নৃত্যন্তি নর্ত্তকাঃ ॥ ১৫ ॥ চতুর্ব্বিধানি বাদ্যানি বাদ্যন্তে চ কচিৎ কচিৎ । প্রত্যধ্বং চন্দনরস-চ্ছটাপিচ্ছিলভূময়ঃ ॥ ১৬ ॥ হরিতশ্বেতমাঞ্জিষ্ঠনীল-পীতবহুপ্রভাঃ । প্রত্যঙ্গনং শুভাকারা রঙ্গমালা-শ্চকাশিরে ॥ ১৭ ॥ রত্নকুট্টিমভূভাগা গোপুরাগ্রেষু রেজিরে । সুধোজ্জ্বলা হর্ম্ম্যমালাঃ সৌধনাম প্রপেদিরে ॥ ১৮ ॥ অচেতনান্যপি তদা চেতনানীব সম্বভুঃ । যানি কানীহ কীর্ত্ত্যন্তে মঙ্গলানি ঘটোদ্ভব ॥ ১৯ ॥ তেষামেব হি সর্ব্বেষাং তত্র জন্মদিবাভবৎ । আগত্য দেবদেবোহথ মুক্তিমণ্ডপমাবিশৎ ... অথাভিষিক্তশ্চতুরাননেন মহর্ষিবৃন্দৈঃ সহ দেবদেবঃ । শুভাসনস্থঃ সহিতো ভবান্যা কুমারবৃন্দৈঃ পরিতো বৃতশ্চ ॥ ২১ ॥ রত্নৈর্ম্ম... বিচিত্রৈর্গন্ধসদিষ্টগন্ধৈঃ । অপূপুজন্ দেবগণা মহেশং তদা মুদা তে চ মহোরগেন্দ্রাঃ ॥ ২২ ॥ ... শ্চাপি গিরীন্দ্রবর্য্যৈর্যথাক্রমন্তৈরপি ... সম্পূজিতঃ কুম্ভজ তত্র শম্ভুর্নীরাজিতো মাতৃগণৈ-রথেশঃ ॥ ২৩ ॥ সন্তোষ্য সর্ব্বান্ প্রথমং মুনীন্দ্রান্ স্বৈঃ স্বৈর্হৃদিস্থৈশ্চ চিরাভিলাষৈঃ । ব্রহ্মাণমাভাষ্য শিবোহথ বিষ্ণুং জগাদ সর্ব্বামরবৃন্দবন্দ্যঃ ॥ ২৪ ॥ ইতো নিষীদেতি সমানপূর্ব্বং ত্বং মে সমস্তপ্রভুতৈক-কহেতুঃ । দূরেহপি তিষ্ঠন্নিকটস্থমেব ত্বত্তো ন কশ্চিন্মম কার্য্যকর্ত্তা ॥ ২৫ ॥ ত্বয়া দিবোদাসনরেন্দ্র-বর্য্যঃ সদুপদেশৈশ্চ তথোপদিষ্টঃ । যথা স সিদ্ধিং পরমামবাপ সমীহিতং মে নিখিলং চ সিদ্ধম্ ॥ ২৬ ॥

এবং নরনারীগণের প্রতিপদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ নির্ব্বাধে উদিত হইয়াছিল। হে মুনে! সেই সময় হইতে ধূপোদ্গত ধূমসমূহে গগনমণ্ডল যেন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, এখনও সেই কৃষ্ণতা অদ্যাপি বিরাজমান আছে। তাৎকালিক নীরা-জন নিমিত্ত যে সকল দীপ জ্বালিত হইয়াছিল, সেই দীপের জ্যোতিই এখনও আকাশমণ্ডলে নক্ষত্র-রূপে শোভমান আছে। তৎকালে সকল গৃহের উর্দ্ধভাগেই বিচিত্রবর্ণ কেতনসমূহ পবনবেগে সুমন্দ আন্দোলিত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়া-ছিল এবং সকল মন্দিরেই রমণীয় পতাকানিকরের উজ্জ্বলতা জাজ্বল্যমান হইয়াছিল। কোথাও গায়কগণ উৎকৃষ্ট গান, কোথাও বা নর্ত্তকগণ মনো-হর নৃত্য করিতেছিল। কোন স্থানে চতুর্ব্বিধ বাদ্য বাদিত হইয়াছিল, চন্দনরসে প্রতিপথের মৃত্তিকাই পিচ্ছিল হইয়াছিল। তৎকালে সমুদয় প্রাঙ্গণ-ভূমিই হরিত, শ্বেত, মাঞ্জিষ্ঠ, নীল, পীত এবং কর্ব্বুর-বর্ণ কুসুমসমূহে নির্ম্মিত মাল্যে সুশোভিত হইয়া-ছিল। গোপুরের অগ্রদেশে রত্ন এবং মণিনিবদ্ধ কুট্টিম সকল শোভা পাইয়াছিল। সুধাধবলিত হর্ম্ম্যমালা সেই দিন হইতেই সৌধনামে অভিহিত হইয়াছে। হে কুম্ভযোনে! যে সকল দ্রব্য চেতনা-বিহীন, তাহাও যেন সেই সময় চেতনবিশিষ্টের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। ... মঙ্গলদ্রব্য কীর্ত্তিত আছে, সে সমুদয় যেন সেই দিবস জগতে অভিনব জন্মগ্রহণ করিল। এই প্রকার মহা সমারোহ বিলো-কন করিতে করিতে ভগবান্ মহাদেব, মুক্তিমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর, কুমার-নিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া ভবানীর সহিত উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হইলেন ভগবান্ কমলযোনি, মহর্ষিবৃন্দের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার শুভ অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তাবৎ দেবগণ, মহোরগগণ, সমুদ্রচতুষ্টয়, পর্ব্বত সকল এবং অপর পবিত্র জীবনিচয়, অসংখ্য রত্ন, বস্ত্র, বিবিধ বিচিত্র মালা ও অসাধারণ গন্ধদ্রব্য দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিলেন এবং ব্রাহ্মী আদি মাতৃগণ তাঁহার আরাত্রিক করিলেন। তৎপরে সমস্ত সুরবৃন্দের পূজ্য মহেশান, প্রথমে সমুদয় মুনীন্দ্রগণকে তাঁহার মনোবৃত্তির অনুকূলভাবে সম্ভাষণান্তে বিহিত সমা-দরে ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ করিয়া অত্যন্ত সম্মান পুরঃসরে 'আমার সমীপে অবস্থান কর' এই বলিয়া নারায়ণকে সমস্ত দেবগণসমক্ষে ... কহিলেন,—হে বিষ্ণো! আমার সমুদয় ... তুমিই একমাত্র নিদান। তুমি দূরে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বদাই আমার সমীপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। তোমা ব্যতীত আমার কার্য্যসিদ্ধি করিতে কেহই সক্ষম নহেন। তুমিই দিবোদাস নৃপতিকে এরূপ উপদেশ দিয়াছ যে, সেই উপদেশবলেই ... ... সিদ্ধিলাভ ...

[illegible] ব্রাদি য [illegible] নাদেয়মত্রাপি [illegible] হেতুস্ত [illegible] ॥ ২৭ ॥ ন মে প্রিয়ং কিঞ্চন [illegible] পরসৌখ্যভূমিঃ। বারাণসী [illegible] ন দীর্ঘশায়িনাম্ ॥ ২৮ ॥ [illegible] বাক্যং জগদীশিতুশ্চ প্রোবাচ বিষ্ণুর্বরদং [illegible]। যদি প্রসন্নোহসি পিনাকপাণে তদা-[illegible] ন তে স্যাম্ ॥ ২৯ ॥ শ্রুত্বেতি বাক্যং [illegible] জগাদ তুষ্টো নিতরাং পুরারিঃ। [illegible] মুরারে মম সন্নিধৌ ত্বং তিষ্ঠস্ব [illegible] ॥ ৩০ ॥ আদাবনারাধ্য ভবং [illegible] মাং ভজিষ্যত পি ভক্তিযুক্তঃ। সমী-[illegible] ন সেৎস্যতি ধ্রুবং . পরাৎপরায়েহম্বুজ-[illegible] ॥ ৩১ ॥ সর্বত্র সৌখ্যং মম মুক্তমণ্ডপে [illegible] ভবেদিহাচ্যুত। ম তত্র কৈলাস-শিরো [illegible] ন ভক্তচেতস্যপি নিশ্চলশ্রিয়ি ॥৩২॥

নিমেষমাত্রং স্থিরচিত্তবৃত্তয়স্তিষ্ঠন্তি যে দক্ষিণমণ্ডপে-হত্র যে। অনন্তভাবা অপি গাঢ়মানসা ন তে পুনর্গর্ভদশামুপাসতে ॥ ৩৩ ॥ সংস্নায় যে চক্রতীর্থ-স্বগাধে সমস্ততীর্থৈকশিরোবিভূষণে। ক্ষণং বিশন্তীহ নিরীহমানসা নিরেনসস্তে মম পার্ষদা হি ॥ ৩৪ ॥ স্মরন্তি যে মামপবর্গমণ্ডপে কিঞ্চিদ্যথাশক্তি দদত্যপি স্বম্। শৃণ্বন্তি পুণ্যাশ্চ কথাঃ ক্ষণং স্থিরাস্তে কোটিগোদানফলং ভজন্তি ॥ ৩৫ ॥ উপেন্দ্র তপ্তানি তপাংসি তৈশ্চিরং স্নাতা হি তে চাখিলতীর্থ-সার্থকৈঃ। স্নাত্বেহ যে বৈ মণিকর্ণিকাহ্রদে সমাসতে মুক্তিজনাশ্রয়ে ক্ষণম্ ॥ ৩৬ ॥ তীর্থানি সন্তীহ পদে পদে হরে তুল্যা ক তেষাং মণিকর্ণিকায়াঃ। কতীহ নো সন্তি শুভাশ্চ মণ্ডপাঃ পরং পরো মুক্তিরমা-শ্রয়োহয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ কৈবল্যমণ্ডপস্ত্বাস্য ভবিষ্যো দ্বাপরে হরে। লোকে খ্যাতির্ভবিত্রীয়মেষ কুক্কুটমণ্ডপঃ ॥ ৩৮ ॥ হরিরুবাচ। ভালনেত্র সমাখ্যাহি কথং নির্ব্বাণমণ্ডপঃ।

আমারও সমুদয় অভিলষিত সিদ্ধি হইয়াছে। হে বিষ্ণো! তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। এমত কোন পদার্থ নাই, যাহা আমি তোমাকে দিতে সমর্থ নহি। আমি যে পুন-র্বার আনন্দকানন প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে তুমি এবং এই গণপতিই প্রধান কারণ। হে নারায়ণ! যেখানে পঞ্চত্বলাভ করিলে আর সংসারে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে হয় না, ব্রহ্মরসায়নের আকরস্বরূপ পরম সৌখ্যভূমি সেই এই কাশী আমার যেরূপ প্রিয়, ত্রৈলোক্যে আমার তাদৃশ প্রিয়স্থান আর নাই ইহা নিশ্চয় জানিবে। ভগবান্ বিষ্ণু, বরদ মহাদেবের এবংপ্রকার বচনাবলী শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে প্রভো! পিনাকপাণে! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দান করুন, যেন কখন আমি আপনার চরণ-কমল হইতে দূরে অবস্থান না করি। বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণে মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—মধুসূদন! এই মুক্তিক্ষেত্রে তুমি সতত আমার সন্নিধানে অব-স্থিতি করিবে। হে বিষ্ণো! যে আমার অসাধারণ ভক্ত ও তোমার পূজা না করিয়া আমার পূজা করিবে, তাহার বাঞ্ছিতসিদ্ধি হইবে না। এই [illegible] বাস করিলে জীব সতত যে নির্ম্মল-[illegible] কৈলাসপর্ব্বত [illegible] তাদৃশ সুখের [illegible]

চিত্তে আমার এই দক্ষিণমণ্ডপে অবস্থিতি করে, সেই গাঢ়ভক্তিপূর্ণ অনন্তচিত্ত মানবগণ আর কখনও জরায়ুনিবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিবে না। ৬—৩৩। যাবতীর্থের মুকুটস্বরূপ চক্রতীর্থে অবগাহন করিয়া সংযতমানসে যাহারা ক্ষণকালমাত্রও মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান করে,তাহারা সমস্ত দুষ্কৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমার পারিষদ হইতে সক্ষম হয়। এই মুক্তিমণ্ডপে অবস্থিতি করত যাহারা ক্ষণকাল মাত্রও ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ, যথাশক্তি দান এবং পবিত্র কথা স্মরণ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই কোটি-গোদানজন্ম ফললাভ করিবে। হে উপেন্দ্র! যে নরগণ মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া ক্ষণকালও এই মুক্তিমণ্ডপে বাসপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার তপস্যা এবং সর্ব্বতীর্থাবগাহনের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়। হে বিষ্ণো! এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যদ্যপি প্রতিপদেই অনন্ত তীর্থ আছে, তথাপি সে সমস্ত তীর্থ একত্র হইয়াও মণিকর্ণিকার তুল্য হইতে পারে না। এ স্থানে এরূপ অসীম, পবিত্র মণ্ডপ বর্ত্তমান থাকিলেও এই মুক্তিমণ্ডপ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ ইহা সাক্ষাৎ মুক্তির আশ্রয়-স্থান। হে হরে! দ্বাপরযুগে এই 'মুক্তিমণ্ডপ' কুক্কুটমণ্ডপ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। নারায়ণ কহিলেন,—হে প্রভো! ত্রিনেত্র! আপনি [illegible] বলিলেন, [illegible] দ্বাপরযুগে এই মুক্তিমণ্ডপ কুক্কুট-[illegible] বলিয়া বিখ্যাত হইবে [illegible]

তথা ধ্যাতিযসৌ গত্বা যথা দেবেন ভাষিতম্ ॥ ৩৯ ॥ দেবদেব উবাচ। মহানন্দো দ্বিজো নাম ভবিষ্যোঽহঞ্চ চতুর্ভুজ। অগ্রবেদীসমাচারস্ত্যক্ততীর্থ-প্রতিগ্রহঃ ॥ ৪০ ॥ অদাম্ভিকোঽক্রূরমনাঃ সদৈবা-তিথিবল্লভঃ। অথ যৌবনমাসাদ্য পিতর্ব্যুপরতে স হি ॥ ৪১ ॥ বিসমেষুশরৈস্তীব্রৈঃ কারিতস্থপদে পদম্। জহার কস্যচিদ্ভার্য্যাং মৈত্রীং কৃত্বা তু তেন বৈ ॥৪২॥ তয়া চ প্রেরিতোঽপেয়ং পপৌ চাপি বিমো-হিতঃ। অভক্ষ্যভক্ষণরুচিরভুন্মদনমোহিতঃ ॥৪৩॥ বৈষ্ণবান্ ধনিনো দৃষ্ট্বা ক্ষণং বৈষ্ণববশেভূৎ। শৈবা-ন্নিন্দতি মূঢ়াত্মা নরকত্রাণকারণম্ ॥৪৪॥ শিবভক্তান্ সমালোক্য কিঞ্চিচ্চ পরিদিৎসুকান্। গর্হয়েদ্বৈষ্ণবান্ সর্ব্বান্ শৈবলিঙ্গোপজীবকঃ ॥ ৪৫ ॥ ইতি পাষণ্ড-ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্ধ্যাস্নানপরাঙ্মুখঃ। বিশালতিলকঃ স্রগ্বী শুদ্ধধৌতাম্বরোজ্জ্বলঃ ॥ ৪৬ ॥ শিখী চোপগ্রহকরঃ সর্ব্বেভ্যোঽসৎপ্রতিগ্রহী। তস্যাপত্যদ্বয়ং জাতমুন্মত্ত-পথবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৭ ॥ এবং তস্য প্রবৃত্তস্য কশ্চিৎ পূর্ব্বতদেশতঃ। সমাগমিষ্যতি ধনী তীর্থযাত্রার্থ-সিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥ স্নাত্বা স চক্রসরসি [illegible] চেতি বৈ। অহমস্তিধনো দিৎসুর্জাত্যা [illegible] সত্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ অস্তি কশ্চিৎপ্রতিগ্রাহী যস্মৈ [illegible] ম্যহং ধনম্। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৈশ্চিদঙ্গু-লিসংজ্ঞয়া ॥ ৫০ ॥ উদ্দিষ্ট উপবিষ্টোঽসৌ [illegible] জপেদ্ধ্যানমুদ্রয়া। এষ প্রতিগ্রহং ত্বত্তো গ্রহীষ্যতি ন চেতরঃ ॥ ৫১ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা স গত্বা তৎসমীপতঃ। দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাথ তং বক্ষ্যতে তদান্ত্যজঃ ॥ ৫২ ॥ মামুদ্ধর মহাবিপ্র তীর্থং মে সফলীকুরু। কিঞ্চিদ্বস্তস্তি মে তদ্বং গৃহাণানুগ্রহং কুরু ॥ ৫৩ ॥ অথাক্ষমালিকাং কর্ণে কৃত্বা ধ্যানং বিসৃজ্য চ। কিয়দ্ধনং তবাস্তীহ পপ্রচ্ছ করসংজ্ঞয়া ॥ ৫৪ ॥ তস্য সংজ্ঞাং স বৈ বুদ্ধা প্রোবাচাতি-প্রহৃষ্টবৎ। সন্তুষ্টির্যাবত তে স্যাত্তাবদ্দাস্যামি নান্যথা ॥ ৫৫ ॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ত্যক্ত্বা মৌনমুবাচ হ। সানন্দঃ স মহানন্দো নিঃস্পৃহোঽস্মি প্রতিগ্রহে ॥৫৬॥ পরং তেঽনুগ্রহার্থং তু করিষ্যামি প্রতিগ্রহম্। কিন্তু

আমার নিকট বর্ণন করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে নারায়ণ! ভবিষ্যৎ দ্বাপরযুগে মহানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ কোন স্থানে উৎপন্ন হইবেন। তিনি ঋগ্বেদাধ্যায়ী তীর্থপ্রতিগ্রহ হইতে বিরত, দম্ভশূন্য, সরলান্তঃকরণ এবং সর্ব্বদা অতিথিপ্রিয় হইবেন, অনন্তর তিনি যৌবনাগমে স্বীয় জনকের মৃত্যুর পর, কামশরে ব্যথিত হইয়া কুপথে পদবিক্ষেপ করিবেন এবং কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিয়া তাহার ভার্য্যাহরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ মহানন্দ সেই কুলটার জালে পতিত হইয়া অপেয় পান এবং অখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ কুৎসিত আচারে সর্ব্বস্বান্ত ও ধনলোভে অন্ধ হইয়া ধনী বৈষ্ণব দর্শন করিলে শৈবের নিন্দা এবং আঢ্য-পাশুপতকে দর্শন করিলে তৎসমক্ষে শিব-ভাবুক হইয়া বৈষ্ণবের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবে। সেই মহানন্দ, সন্ধ্যা-স্নানাদিবর্জ্জিত পাষণ্ডধর্ম্মজ্ঞ, বিপুলতিলকলাঞ্ছিতকপাল, মাল্যধারী, ধৌতবস্ত্র-পরিধারী ও লম্বিতশিখাশোভিশীর্ষ হইয়া অত্যন্ত কপটতালঙ্কারে অসৎপ্রতিগ্রহনিরত হইবে। ক্রমে সেই দুরাত্মার দুইটী সন্তান উৎপন্ন হইবে। এই প্রকার শঠতা দ্বারা মহানন্দ দিনাতিপাত করিবে। এই সময় পর্ব্বতদেশ হইতে তীর্থযাত্রা নিমিত্ত এক ধনী কাশীতে সমাগত হইবে।৩৯—৪৮। সেই ধনী চক্রসরোবরে অবগাহনানন্তর বলিবে, "আমার নিকট কিঞ্চিৎ ধন আছে, আমি ঐ ধন দান করিব, কিন্তু আমি চণ্ডালজাতি; এরূপ কোন গ্রাহক আছেন, যিনি আমার এই ধন প্রতিগ্রহ করিতে পারেন? তাহার এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও ব্যক্তি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহানন্দকে দেখাইয়া দিয়া কহিবে যে, 'এই ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়া জপ করিতেছেন, ইনি তোমার ধন গ্রহণ করিবেন, আর কেহ করিবে না।' সেই চণ্ডাল ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিবে, যে, "হে মহাবিপ্র! আমার নিকট এক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ ধন আছে, আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া আমার তীর্থযাত্রা সফল এবং আমাকে উদ্ধার করুন"। তৎপরে শঠ মহানন্দ জপমালা শ্রবণদেশে বিলম্বিত করিয়া ধ্যান পরিত্যাগপূর্ব্বক অঙ্গুলিসংজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসিবে যে, "তোমার নিকট কত ধন আছে? [illegible] তাহার সংজ্ঞার অর্থ জ্ঞাত হইয়া [illegible] কহিবে যে, "যত ধন পাইলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন, আমি আপনাকে তত ধন দান করিব।" [illegible] তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনত্যাগ করিয়া অতিশয় আনন্দসহকারে কহিবে যে, "অরে! [illegible] আমি প্রতিগ্রহস্পৃহারহিত, তথাপি তোমার [illegible]

[illegible] তেৎকারিষ্যস্ত্যত্যেত্তবা ॥ ৫৭ ॥ যাবদ-[illegible] [illegible] [illegible] কতাচিৎ। ন তোক-[illegible] [illegible] নান্তথা ॥ ৫৮ ॥ চাণ্ডাল [illegible] আয়বতি মগ্নানীতং বিশ্বেশপ্রীতয়ে [illegible] [illegible] প্রদাস্তামি বিশ্বেশস্বং যতো [illegible] ॥ যে বসন্তীহ বিশ্বেশরাজধান্তাং [illegible] ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রা জন্তমাত্রা বিশ্বেশাংশাস্ত এব [illegible] ॥ পরোদ্ধরণশীলা যে যে পরেচ্ছাপ্র-[illegible] ॥ পরোপকৃতিশীলা যে বিশ্বেশাংশাস্ত এব হি ॥ [illegible] ॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ। উবাচ পার্ব্বতীয়ং তং সোঽগ্রজন্মান্ত্যজং তদা ॥৬২॥ [illegible] [illegible] কুরুৎসর্গং ত্বরান্বিতঃ। তথেতি স চকারাত্র পার্ব্বতীয়ো মহামনাঃ ॥ ৬৩ ॥ বিশ্বেশঃ প্রীয়তাং চেতি প্রোচ্য যাতো যথাগতঃ। স চ [illegible] দ্বিজৈরন্তৈর্ষিকৃকতোঽপি কসম্নিহ ॥ ৬৪ ॥ বহির্নির্গতমাত্রশ্চ বহুভিঃ পরিভূয়তে। চাণ্ডালব্রাহ্মণ-শ্চৈষ চাণ্ডালাত্তধনগ্রহো ॥ ৬৫ ॥ অস্যাবেব [illegible] চাণ্ডালঃ সর্ব্বলোকবহিষ্কৃতঃ। ইত্থং তমনুধাবন্তি থুৎকুর্ব্বতঃ পরিতো হয়ে ॥ ৬৬ ॥ স চ [illegible] গেহাৎকাকভীতদিবান্ধবৎ। ন নিঃসরেৎ কচিদপি লজ্জাকৃতিনতাস্যকঃ ॥ ৬৭ ॥ স একদা সম্প্রধার্য্য গৃহিণ্যা লোকদূষিতঃ। জগাম কীকটান্ দেশাংস্ত্যক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥ ৬৮ ॥ মধ্যেমার্গং স গচ্ছন্ বৈ লক্ষিতস্তু সকাঞ্চনঃ। অপি কার্পটিকাস্তস্থঃ স রুদ্ধো মার্গরোধিভিঃ ॥ ৬৯ ॥ নীত্বা তে তমরণ্যানীং তস্করাঃ সপরিচ্ছদম্। উল্লুণ্ঠ্য ধনমাদায় সম্মালোচ্য পরস্পরম্ ॥ ৭০ ॥ প্রোচুর্ভূরিধনং চৈতজ্জীর্য্যত্যাশ্বিম জীবতি। অসৌ ধনী প্রযত্নেন বধ্যঃ সপরিচারকঃ॥ ৭১॥ সম্প্রধার্য্যেতি তে প্রাহুঃ স্মর্ত্তব্যং স্মর পান্থিক। ত্বাং বয়ং ঘাতয়িষ্যামো নিশ্চিতং সপরিচ্ছদম্ ॥ ৭২ ॥ নিশম্যেতি মনস্যেব কথয়ামাস স দ্বিজঃ। অহো

অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাহা করিতে স্বীকৃত আছি। আমি যাহা বলি, যদি তুমি তাহা কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রতিগ্রহ করিতে স্বীকৃত আছি; তোমার যত ধন আছে, তাহার কিছুমাত্রও অপরকে না দিয়া যদি সমস্তই আমাকেই দাও, তবেই তোমার প্রতিগ্রহ করিব।" অনন্তর চণ্ডাল বলিবে যে, "হে বিপ্র! বিশ্বেশ্বরের প্রীতি নিমিত্ত আমি যত অর্থ আনয়ন করিয়াছি, তাহা সকলই আপনাকে দিব; কারণ আপনিই আমার নিকট বিশ্বেশ্বর। হে দ্বিজোত্তম! এই বিশ্বেশ্বরের রাজধানীতে যাঁহারা বাস করেন, ক্ষুদ্র হউন বা মহান্ হউন, তাঁহারা সকলেই বিশ্বেশ্বরের রূপান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা পরকে উদ্ধার করেন, পরের [illegible] করেন এবং পরোপকারনিরত; তাঁহা-রাই যে বিশ্বেশ্বরের অংশ, তাহাতে সন্দেহ কি?" [illegible] মহানন্দ এই প্রকার বিনীত বাক্য শ্রবণ [illegible] অতিশয় আনন্দিতান্তঃকরণে পর্ব্বতবাসী [illegible] বলিবে, "তবে আইস, কুশগ্রহণপূর্ব্বক [illegible] কর।" অনন্তর সেই পর্ব্বতবাসী চণ্ডাল [illegible] "বিশ্বেশ্বর প্রীত [illegible] এই বাক্য উচ্চারণ করত সঙ্কল্পিত অর্থ [illegible] করিয়া আপনার স্থানে প্রস্থান [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক [illegible] বাস করিবে। [illegible]

লোকে তাহাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, "এই ব্রাহ্মণ, চণ্ডালব্রাহ্মণ, এ চণ্ডাল-প্রতিগ্রহ করিয়াছে, এই ব্যক্তিই সর্ব্বলোকনিন্দিত চণ্ডাল-তুল্য ব্রাহ্মণ।" সে, যেস্থানে যাইবে, নগরবাসী মানবগণ এই বাক্য বলিতে বলিতে তাহার অনু-সরণ করিবে। ৪৯—৬৬। পরে মহানন্দ, কাকভীত উলূকসদৃশ পুরবাসীর ভয়ে আর গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিবে না এবং লজ্জায় সতত তাহার বদন বিনত থাকিবে। বারাণসীধামে এইরূপে অপ-মানিত এবং অতিমাত্র লজ্জিত মহানন্দ, একদিবস সেই উপপত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া গয়া দেশা-ভিমুখে প্রস্থান করিবে। গমনকালে পথিমধ্যে, বহুতর লোক মধ্যস্থিত হইলেও, মহানন্দ অব-রোধকারী দস্যুগণসমীপে বহু-ধনশালী বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। তখন দস্যুগণ, পরিচারকের সহিত মহানন্দকে সবলে বনাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, তাহার সমুদয় ধন হরণ করিয়া, তাহারা মন্ত্রণা করিবে যে, "দেখ ভ্রাতৃগণ! এই বিপুল অর্থরাশি লইয়া গোপনে রাখা সহজ নহে, তবে ইহাকে নিহত করিলে স্বচ্ছন্দে ইহা গোপন করা যাইতে পারে; অতএব ইহাকে পরিচারকের সহিত সম-সহকারে বিনাশ করা যাউক।" দস্যুগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহাকে বলিবে, "অহে পথিক! তুমি যাহা কিছু স্মরণ করিতে ইচ্ছা কর, এই সময় তাহা স্মরণ করিয়া লও, আমরা এখনি [illegible] [illegible] তোমাকে নিহত করিব, [illegible]

প্রতিগৃহীতং মে যদর্থং বহু ভূরিশঃ ॥ ৭৩ ॥ কুটুম্ব-
মপি তন্নষ্টং নষ্টশ্চাপি প্রতিগ্রহঃ। জীবিতং চাপি মে
নষ্টং নষ্টা কাশীপুরীস্থিতিঃ ॥ ৭৪ ॥ যুগপৎসর্ব্বমেবাত্র
নষ্টং দুর্ব্বুদ্ধিচেষ্টয়া। ন কাশ্যাং মরণং প্রাপ্তং
তস্মাদ্বৈপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ৭৫ ॥ প্রান্তে কুটুম্বস্মরণাত্তথা-
কাশীস্মৃতেরপি। চৌরৈর্হতোঽপি স তদা কীকটে
কুক্কুটোঽভবৎ ॥ ৭৬ ॥ সা কুক্কুটী সুতৌ তৌ তু
তাম্রচূড়ত্বমাপতুঃ। প্রান্তে কাশীস্মরণতো জাতা
জাতিস্মৃতিঃ পরা ॥ ৭৭ ॥ ইত্থং বহুতিথে কালে
গতে কার্পটিকোত্তমাঃ। তস্মিন্নেবাধ্বনি প্রাপ্তা-
শ্চত্বারো যত্র কুক্কুটাঃ ॥ ৭৮ ॥ বারাণস্যাঃ কথাং
প্রোচ্চৈঃ কুর্ব্বতোঽন্যোন্যমেব হি। কাশীকথাঃ
সমাকর্ণ্য তদা তে চরণায়ুধাঃ ॥ ৭৯ ॥ জাতিস্মৃতি-
প্রভাবেণ তৎসঙ্গেন তু নির্গতাঃ। তৈশ্চ কার্পটিক-
শ্রেষ্ঠৈঃ পথি দৃষ্টা কৃপালুভিঃ ॥ ৮০ ॥ তণ্ডুলাদি-
পরিক্ষেপৈঃ প্রাপিতাঃ ক্ষেত্রমুত্তমম্। তে তু ক্ষেত্রং
সমাসাদ্য চত্বারশ্চরণায়ুধাঃ ॥ ৮১ ॥ চরিষ্যন্তি [illegible]
পরিতো মুক্তিমণ্ডপমুত্তমম্। জিতাহারান্ [illegible]
কামক্রোধপরাঙ্মুখান্ ॥ ৮২ ॥ [illegible]
লোভমোহবিবর্জ্জিতান্। [illegible]
শিরোরুহান্ ॥ ৮৩ ॥ মন্ত্রামোচ্চারণরতান্ [illegible]
র্পিতসুশ্রুতীন্। মদ্ভক্তিচিত্তসদ্বৃত্তীন্ দৃষ্ট্বা [illegible]
নিবাসিনঃ ॥ ৮৪ ॥ মানয়ামাসুরথ তান্ কুক্কুটান্ [illegible]
বর্দ্ধনঃ। প্রাক্তনাভ্যাসমাযোগাৎ সদ্ব্যবার্তা পরস্পরম্।
ক্রমেণাহারমাকুঞ্চ্য প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি তাত্র বৈ ॥ ৮৫ ॥
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণো তে মদনুগ্রহাৎ।
বিমানমধিরুহ্যাশু কৈলাসং প্রাপ্য মৎপদম্ ॥ ৮৬ ॥
নির্ব্বিশ্য সুচিরং কালং দিব্যান্ ভোগাননুত্তমান্,
ততোঽত্র জ্ঞানিনো ভূত্বা মুক্তিং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতীম্ ॥
৮৭ ॥ ততো লোকাস্তদারভ্য কথয়িষ্যন্তি সর্ব্বতঃ।
মুক্তিমণ্ডপনাম্নৈতদেষ কুক্কুটমণ্ডপঃ ॥ ৮৮ ॥ চরিষ্য-

দস্যুগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহানন্দ মনে
মনে চিন্তা করিবে যে, "হায়! আমি যাহার জন্য
চণ্ডালের নিকট হইতে বিপুল অর্থ প্রতিগ্রহ
করিলাম; আমার সেই কুটুম্ব বিনষ্ট হইল! আমার
ধনগ্রহণ বৃথা হইল, আমার জীবনও বিনষ্ট হইল!
হায়, আমি কাশীতে অবস্থান করিতে পারিলাম না!
হায়! আমার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ যুগপৎ সকলই নষ্ট
হইল। অসৎপ্রতিগ্রহদোষে আমার কাশীতেও
মৃত্যু হইল না। মরণসময়ে কুটুম্ব এবং কাশীস্মৃতি
হওয়ায় তৎফলে মহানন্দ দস্যুগণকর্ত্তৃক নিহত
হইয়াও অপর কোন নরকভাগী না হইয়া
কীকট অর্থাৎ মগধদেশে কুক্কুট হইয়া
জন্মগ্রহণ করিবে। তদীয় উপপত্নীও কুক্কুটী এবং
তাঁহার সন্তানদ্বয়ও তাহারই ঔরসে কুক্কুট হইয়া
জন্মলাভ করিবে। কিন্তু মৃত্যুসময় কাশীস্মরণ-
জনিত সুকৃতপ্রভাবে তাহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত
স্মৃতিপথারূঢ় থাকিবে। এইরূপে বহুকাল অতি-
বাহিত হইলে তাহার গয়াযাত্রার সঙ্গিগণ, যে স্থানে
কুক্কুট হইয়া তাহারা চারিজনে বিচরণ করিতেছিল,
সেই পথে প্রত্যাগত হইবে। সহযাত্রিগণ উচ্চস্বরে
পরস্পরে কাশীর কথা কহিতে কহিতে গমন
করিবে। তাহাদিগের মুখে কাশীকথা শ্রবণ করিয়া
সেই কুক্কুটচতুষ্টয় পূর্ব্বজন্মের তাবৎ বৃত্তান্ত [illegible]
[illegible] করিতে [illegible] এবং তৎপশ্চাৎ
[illegible] তাহাদিগের [illegible]
বারাণসী যাত্রা করিবে। তীর্থযাত্রিগণ পথে
তাহাদিগকে অনুগমন করিতে দেখিয়া প্রত্যহ
তণ্ডুলাদি দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করতঃ
নির্দ্দিষ্টকালে তাহাদিগকে কাশী লইয়া আসিবে।
অনন্তর কুক্কুটচতুষ্টয় কাশীতে আসিয়া এই পরম-
পবিত্র মুক্তিমণ্ডপের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিবে।
সেই কুক্কুটচতুষ্টয় ত্যক্তাহার, নিয়মী, কামক্রোধশূন্য,
স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী লোভমোহশূন্য, স্নানার্দ্রকেশ,
মন্ত্রামোচ্চারণনিরত, মদ্বার্ত্তাশ্রবণাসক্ত, মদ্গতমানস,
ক্ষেত্রবাসী, আমার ভক্তগণকে দর্শন করিবে,
তাহাদিগের যথাশক্তি সমধিক সম্মান প্রদর্শন
করিবে। "পূর্ব্বজন্মের সংস্কারে এই কুক্কুটচতুষ্টয়
এই প্রকার সদ্বৃত্তি হইয়াছে" উত্রত্য লোক সকল
এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহাদিগের প্রতি যথাসাধ্য
যত্ন করিবে। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে,
সেই কুক্কুটচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে ভোজন লঘু করিয়া
প্রাণত্যাগ করিবে। ৬৭—৮৫। হে নারায়ণ! [illegible]
কালে সকল লোকগণের সম্মুখেই এক দিব্য বিমান
উপস্থিত হইবে। তাহারা সেই বিমানে [illegible]
করিয়া আমার কথায় কৈলাসে গমন করতঃ [illegible]
দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করিয়া পুনর্ব্বার [illegible]
জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই জন্মে [illegible]
করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইবে। [illegible]
মানবসমূহকর্ত্তৃক [illegible] হইতে [illegible]
কুক্কুটমণ্ডপ নামে [illegible]
[illegible] এই মুক্তিমণ্ডপ [illegible]

[illegible] তেষাং যে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ। মুক্তিমণ্ডপ-
মাশ্রিত্য শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যন্তি তেঽপি হি॥ ৮৯॥ ইতি
যাবৎ কথাং [illegible]ভবিষ্যামগ্রতো হরেঃ। অকস্মা-
[illegible] নাদো ঘণ্টানাং তাবদুত্থিতঃ॥ ৯০॥ অথ
[illegible] দেবদেব উমাধবঃ। প্রোবাচ নন্দিন
[illegible]গত্য ব্রূহি কুতো রবঃ॥ ৯১॥ অথ নন্দী
সমাগত্য প্রোবাচ বৃষভধ্বজম্। নমস্কৃত্য প্রহৃ-
[illegible] প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ॥ ৯২॥ নন্দ্যুবাচ। দেব-
দেব ত্রিনয়ন কিমপূর্ব্বং ব্রবীমি তে। মোক্ষলক্ষ্মী-
বিলাসোঽত্র কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সমর্চ্চ্যতে॥ ৯৩॥
অথ [illegible]বীচ্চম্ভুঃ সিদ্ধং নস্ত সমীহিতম্। উত্থায়
দেবদেবেশঃ সহ দেব্যা সুমঙ্গলঃ॥ ৯৪॥ ব্রহ্মণা
হরিণা সার্দ্ধং ততোঽগাদ্রঙ্গমণ্ডপম্। স্কন্দ উবাচ।
[illegible]ধ্যায়মিমং পুণ্যং পরমানন্দকারণম্। নরঃ পরাং
মুদং প্রাপ্য কৈলাসং প্রাপ্স্যতি ধ্রুবম্॥ ৯৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মুক্তিমণ্ডপগমনং নামা-
ষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৮॥

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শৃণু সূত যথা প্রোক্তং কুম্ভজে শরজন্মনা। দেবদেবস্য চরিতং বিশ্বেশস্য পরাত্মনঃ॥ ১॥ অগস্ত্য উবাচ। সেনানীঃ কথয় ত্বং মে ততো নির্ব্বাণমণ্ডপাৎ। নির্গত্য দেবো দেবেন্দ্রৈঃ সহিতঃ কিং চকার হ॥ ২॥ স্কন্দ উবাচ। মুক্তিমণ্ডপতঃ শম্ভুর্ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমঃ। শৃঙ্গারমণ্ডপং প্রাপ্য যচ্চকার বদামি তৎ॥ ৩॥ প্রাঙ্মুখস্তূপবিশ্বেশঃ সহাস্মাভি সহেশয়া। ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতঃ সব্যে বামপার্শ্বেঽথ শার্ঙ্গিণা॥ ৪॥ বীজ্যমানো মহেন্দ্রেণ ঋষিভিঃ পরিতো বৃতঃ। গণৈঃ পৃষ্ঠপ্রদেশস্থৈর্জোবং তিষ্ঠদ্ভিরাদরাৎ॥ ৫॥ উদায়ুধৈঃ সেব্যমানশ্চাবসন্মানভূরিভিঃ। ব্রহ্মণে বিষ্ণবে শম্ভুঃ পাণিমুৎক্ষিপ্য দক্ষিণম্॥ ৬॥ দর্শয়ামাস দেবেশো লিঙ্গং পশ্যত পশ্যত। ইদমেব পরং জ্যোতিরিদমেব পরাৎপরম্॥ ৭॥ ইদমেব হি মে রূপং স্থাবরং চাতি সিদ্ধিদম্।

চতুষ্টয়ের চরিত স্মরণ করিবে, তাহারাও উৎকৃষ্ট শ্রেয়োলাভ করিবে। ভগবান্ ত্রিলোচন, যখন নারায়ণসমীপে এই ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন ঘণ্টাসমূহের শব্দসদৃশ বিশালশব্দ শ্রবণগোচর হইল। তখন দেবদেব শঙ্কর, নন্দীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন যে, হে নন্দিন্! শীঘ্র গমনপূর্ব্বক জানিয়া আইস, কেন হঠাৎ এই ধ্বনি সমুদ্ভূত হইল। অনন্তর নন্দী গমনপূর্ব্বক বিদিতবৃত্তান্ত হইয়া আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টমুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন,—হে দেবদেব, ত্রিনেত্র! এক অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য বিষয় নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দেব! এই ধামে মোক্ষলক্ষ্মীর বিলাসোদয় দেখিয়া বহুজন লোক, বিপুল কোলাহলের সহিত তাহার পূজা করিতেছে। অনন্তর মহেশ্বর স্মিতসহকারে কহিলেন,—নন্দিন্! আমাদিগের চেষ্টা সফল হইয়াছে। তৎপর দেবাদিদেব [illegible] হইয়া দেবী পার্ব্বতী, নারায়ণ এবং ব্রহ্মার সহিত রঙ্গমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—কুম্ভযোনে! পরমানন্দনিদান এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে, মানব অতুল আনন্দ লাভ করিয়া এবং মরণানন্তর নিঃসংশয়ই কৈলাসে গমন [illegible]।

[illegible] অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৮॥

নবনবতিতম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে সূত! কার্ত্তিকেয়, অগস্ত্যসন্নিধানে দেবদেব পরমাত্মা বিশ্বেশ্বরের যেরূপ চরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অগস্ত্য কহিলেন,—হে কার্ত্তিকেয়! দেবাধিদেব শূলপাণি, দেবগণের সমভিব্যাহারে মুক্তিমণ্ডপ হইতে নির্গত হইয়া কি করিলেন, তাহা বলুন। স্কন্দ কহিলেন,—ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসর ভগবান্ মহেশ, মুক্তিমণ্ডপ হইতে শৃঙ্গারমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবদেব মহাদেব, শৃঙ্গারমণ্ডপে ভগবতী এবং আমাদিগের সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন, ব্রহ্মা তদীয় দক্ষিণপার্শ্বে, বিষ্ণু বামপার্শ্বে আসীন হইলেন; ইন্দ্র তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন; পশ্চাদ্ভাগে প্রমথসমূহ অস্ত্রশস্ত্রহস্তে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর এইরূপে অত্যন্ত মানে সেবিত হইয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত করিয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করাইয়া কহিলেন যে, "দেখ দেখ এই লিঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতি, ইহাই [illegible] হইতে শ্রেষ্ঠতর, ইহাই [illegible] আমার [illegible]রূপ, এবং এই [illegible]

এতে পাশুপতাঃ সিদ্ধা আবাল[illegible]ণঃ ॥ ৮ ॥ জিতেন্দ্রিয়াস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চার্থজ্ঞাননির্[illegible]াঃ। ভস্মকূট-শয্যা দন্তাঃ সুশীলা ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৯ ॥ লিঙ্গার্চ্চনরতা নিত্যমনন্যেন্দ্রিয়মানসাঃ। সদৈব বারুণাগ্নেয়স্নানদ্বয়-সুনির্ম্মলাঃ ॥ ১০ ॥ কন্দমূলফলাহারাঃ পরতত্ত্বার্পিতে-ক্ষণাঃ। সত্যবন্তো জিতক্রোধা নির্ম্মোহা নিষ্পরি-গ্রহাঃ ॥ ১১ ॥ নিরীহা নিষ্প্রপঞ্চাশ্চ নিরাতঙ্কা নিরাময়াঃ। নির্ভগাঃ নিরুপায়াশ্চ নিঃসঙ্গা নির্ম্মলাশয়াঃ ॥ ১২ ॥ নিস্তীর্ণোদগ্রসংসারা নির্ব্বিকল্পা নিরেনসঃ। নির্দ্বন্দ্বা নিশ্চিতার্থাশ্চ নিরহঙ্কারবৃত্তয়ঃ ॥ ১৩ ॥ সদৈব মে মহাপ্রীতা মৎপুত্রা মৎস্বরূপিণঃ। এতে পূজ্যা নমস্যাশ্চ মদ্বুদ্ধ্যা মৎপরায়ণৈঃ ॥ ১৪ ॥ অর্চ্চিতেষেষহং প্রীতো ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। অস্মিন্ বৈশ্বেশ্বরে ক্ষেত্রে সম্ভোজ্যাঃ শিব-যোগিনঃ ॥ ১৫ ॥ কোটিভোজ্যফলং সম্যগে-কৈকপরিসংখ্যয়া। অয়ং বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ স্থাবরাত্মা জগৎপ্রভুঃ ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বেষাং সর্ব্বসিদ্ধীনাং কর্ত্তা ভক্তিজুষামিহ। অহং কদাচিদ্দৃশ্যঃ স্যামদৃশ্যঃ স্যাং কদাচন ॥ ১৭ ॥ আনন্দকাননে চাত্র স্বৈরং তিষ্ঠামি দেবতাঃ। অনুগ্রহায় সর্ব্বেষাং ভক্তানামিহ সর্ব্বদা ॥ ১৮ ॥ [illegible] লিঙ্গরূপেণ [illegible]প্রদঃ। স্বয়ম্ভূন্যস্বয়ম্ভুনি যানি লিঙ্গানি [illegible]। তানি সর্ব্বাণি চায়ান্তি দ্রষ্টুং লিঙ্গমিদং সদা ॥ ১৯ ॥ অহং সর্ব্বেষু লিঙ্গেষু তিষ্ঠাম্যেব ন সংশয়ঃ। [illegible] স্থিয়ং পরা মূর্ত্তির্মম লিঙ্গস্বরূপিণী ॥ ২০ ॥ [illegible] লিঙ্গ-মিদং দৃষ্টং শ্রদ্ধয়া শুদ্ধচক্ষুষা। সাক্ষাৎকারেণ তেনাহং দৃষ্ট এব দিবৌকসঃ ॥ ২১ ॥ শ্রবণা[illegible] লিঙ্গস্য পাতকং জন্মসঞ্চিতম্। ক্ষণাৎ [illegible] শৃণ্বন্তু দেবা ঋষিগণৈঃ সহ ॥ ২২ ॥ স্মরণা[illegible] লিঙ্গস্য পাপং জন্মদ্বয়ার্জ্জিতম্। অবশ্যং [illegible] ক্ষিপ্রং মম বাক্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ এতল্লিঙ্গং সমুদ্দিশ্য গৃহান্নিষ্ক্রমণক্ষণাৎ। বিলীয়তে মহাপাপমপি জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্ ॥ ২৪ ॥ দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য হয়মেধ-শতোদ্ভবম্। পুণ্যং লভেতে নিয়তং মমানুগ্রহতো-ঽমরাঃ ॥ ২৫ ॥ স্বয়ম্ভুবোঽস্য লিঙ্গস্য মম বিশ্বেশিতুঃ সুরাঃ। রাজসূয়সহস্রস্য ফলং স্যাৎ স্পর্শমাত্রতঃ ॥ ২৬ ॥ পুষ্পমাত্রপ্রদানাচ্চ চুলুকোদকপূর্ব্বকম্। শত-সৌবর্ণিকং পুণ্যং লভতে ভক্তিযোগতঃ ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধ, ইঁহারা বাল্য হইতে ব্রহ্মচর্য্যনিরত, ইন্দ্রিয়-বিজয়ী, তপস্যানিরত, পঞ্চাংজ্ঞানবিধৌতমল, ভস্ম-শায়ী, দমগুণযুক্ত, সৎস্বভাব, উর্দ্ধরেতাঃ, সর্ব্বদা তদ্গতমানসে লিঙ্গপূজায় আসক্ত, অনবরত বারুণ এবং আগ্নেয় স্নানে নির্ম্মল, কন্দমূলফলভোজী, পরমতত্ত্বদর্শী, সত্যভাষী, ক্রোধশূন্য, মোহবর্জ্জিত, পরিগ্রহবিহীন, নিরীহ, প্রপঞ্চশূন্য, আতঙ্কবিহীন, নিরাময়, ঐশ্বর্য্যত্যাগী, নিশ্চেষ্ট, সঙ্গপরাঙ্মুখ, নির্ম্মলান্তঃকরণ, সংসারানাসক্ত, নির্ব্বিকল্প, নিষ্পাপী নির্দ্বন্দ্ব, অর্থনিশ্চয়বান্ এবং অহঙ্কারবর্জ্জিত। আমার পুত্রও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং আমার স্বরূপ। আমার উপাসকগণ আমার ন্যায়, ইঁহাদিগের পূজা ও ইঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। ইঁহাদিগের পূজা করিলেই আমি প্রীত হইব, সন্দেহ নাই। বিশ্বে-শ্বরের এইক্ষেত্রে সর্ব্বদা শিবযোগিগণকে ভোজন করাইবে। এক একটীকে ভোজন করাইলে কোটী জনকে ভোজন করাইবার ফল লাভ হইবে। এই মদীয় স্থাবর আত্মা বিশ্বেশ্বর জগৎপ্রভু এবং ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিবিধায়ী। হে সুরগণ! আমি, এই আনন্দকাননে স্বীয় ইচ্ছায় অধীন, [illegible] [illegible]গোচর, কখন তাহার অগো-চর হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকি, কিন্তু উপাসক-দিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত আমি লিঙ্গরূপে সর্ব্বদাই এইস্থানে অবস্থিতিপূর্ব্বক তাহাদিগের মনোবাঞ্ছিত পূর্ণ করিব। স্বয়ম্ভু ও অস্বয়ম্ভু যে সমস্ত লিঙ্গ এখানে আছেন, সেই সমুদয় লিঙ্গই সর্ব্বদা এই লিঙ্গকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। ১—১৯। আমি সকল লিঙ্গে কৃতপ্রতিষ্ঠ বটে, কিন্তু এই লিঙ্গই আমার শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি। যে শ্রদ্ধার সহিত শুদ্ধ-নয়নে আমার এই লিঙ্গ দর্শন করে, হে দেবসমূহ! তাহারা আমাকেই দর্শন করে। সমুদয় ঋষি ও দেবগণ শ্রবণ কর; এই লিঙ্গের নাম শ্রবণ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে আজন্মার্জ্জিত দুরিত নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। এই লিঙ্গের স্মরণ করিলে আমার বাক্যে দুই জন্মে অর্জ্জিত পাপ তৎক্ষণেই বিনষ্ট হয়, [illegible] বয়ে সংশয় নাই। এই লিঙ্গদর্শনোদ্দেশে [illegible] হইতে বহির্গত হইবার সময়েই তিন জন্মের [illegible] পাপ বিধ্বস্ত হয়। হে দেবগণ! এই লিঙ্গ [illegible] করিলে আমার অনুকম্পায় শত [illegible] পুণ্য লাভ হয়। হে অমরনিকর! [illegible] আমার এই লিঙ্গ স্বয়ম্ভু; স্পর্শ করিলে সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ভক্তিসহকারে এই [illegible] এক গণ্ডূষ জল এবং পুষ্পমাত্র দান করিলে [illegible] সৌবর্ণিক [illegible] লাভ হয়। ভক্তিপূর্ব্ব [illegible]

[illegible] পূর্বোক্ত লিঙ্গমাভ্য ভক্তিতঃ। সহস্র-[illegible] স্বর্ণকমলৈঃ ফলমবাপ্যতে ॥ ২৮ ॥ বিধায় মহতীং পূজাং পঞ্চামৃতস্নপনাদিভিঃ। অস্য লিঙ্গস্য লভতে পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৯ ॥ বস্ত্রপূতজলৈর্লিঙ্গং স্নাপয়িত্বা মদীয়কম্। লক্ষাশ্বমেধজনিতং পুণ্যমাপ্নোতি সত্তমঃ ॥ ৩০ ॥ সুগন্ধচন্দনরসৈর্লিঙ্গমালিপ্য ভক্তিতঃ। অনুলিপ্যতে সুরস্ত্রীভিঃ সুগন্ধৈর্যক্ষকর্দমৈঃ ॥ ৩১ ॥ সামোদধূপদানৈশ্চ দিব্যগন্ধাশ্রয়ো ভবেৎ। ঘৃত-দীপপ্রবোধৈশ্চ জ্যোতীরূপবিমানগঃ ॥ ৩২ ॥ কর্পূর-বর্তিদীপেন সকৃদ্দত্তেন ভক্তিতঃ। কর্পূরদেহগৌর-[illegible] বেত্তালবিলোচনঃ ॥ ৩৩ ॥ দত্ত্বা নৈবেদ্যমাত্রং তু সিক্থে সিক্থে যুগং যুগম্। কৈলাসাদ্রৌ বসে-ন্নিশান্ মহাভোগসমন্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥ বিশ্বেশে পরমান্নং যো দদ্যাৎ সাজ্যং সশর্করম্। ত্রৈলোক্যং তর্পিতং তেন সদেবপিতৃমানবম্ ॥ ৩৫ ॥ মুখবাসং তু যো দদ্যাদ্দর্পণং চারু চামরম্। উল্লোচং সুখপর্য্যঙ্কং তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥ ৩৬ ॥ সংখ্যা সাগররত্নানাং কথঞ্চিৎ কর্ত্তুমিষ্যতে। মুখবাসাদিদানস্য কঃ সংখ্যা-মত্র কারয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ পূজোপকরণদ্রব্যং যো দদ্যাৎ [illegible]-গড়ুকাদিকম্। [illegible] মে ভবনে দদ্যাৎ স বসেন্মম সন্নিধৌ ॥ ৩৮ ॥ যো গীতবাদ্যনৃত্যানামেকং মৎ-প্রীতয়ে ব্যধাৎ। তস্যাগ্রতো দিবারাত্রং ভবেত্তৌ-র্য্যত্রিকং মহৎ ॥ ৩৯ ॥ চিত্রলেখনকর্ম্মাদি প্রাসাদে মেহত্র কারয়েৎ। যঃ স চিত্রান্ মহাভোগান্ ভুঙক্তে মৎপুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ সকৃদ্বিশ্বেশ্বরং নত্বা মধ্যে-জন্মসুধীর্নরঃ। ত্রৈলোক্যবন্দিতপদো জায়তে বসুধাপতিঃ ॥ ৪১ ॥ যত্র বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা ক্বচিত্রাপি বিপদ্যতে। তস্য জন্মান্তরে মোক্ষো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ বিশ্বেশাখ্যা তু জিহ্বাগ্রে বিশ্বনাথ কথা শ্রুতৌ। বিশ্বেশশীলনং চিত্তে যস্য তস্য জনিঃ কুতঃ ॥ ৪৩ ॥ লিঙ্গং মে বিশ্বনাথস্য দৃষ্ট্বা যশ্চানু-মোদতে। স মে গণেষু গণ্যেত মহাপুণ্যবলাশ্রিতঃ ॥ ৪৪ ॥ নিত্যং বিশ্বেশ বিশ্বেশ বিশ্বনাথেতি যো জপেৎ। ত্রিসন্ধ্যং তং সুকৃতিনং জপাম্যহমপি ধ্রুবম্ ॥ ৪৫ ॥ মমাপীদং মহালিঙ্গং সদা পূজ্যতমং সুরাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজ্যং দেবর্ষিমানবৈঃ ॥ ৪৬ ॥ যৈর্ন বিশ্বেশ্বরো দৃষ্টো যৈর্ন বিশ্বেশ্বরঃ স্মৃতঃ। কৃতান্তদূতৈস্তে

রাজের পূজা করিলে, সহস্র স্বর্ণশতদল দ্বারা পূজা করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হয়। পঞ্চা-মৃত দ্বারা স্নান করাইয়া, এই লিঙ্গের মহতী পূজা করিলে পুরুষার্থচতুষ্টয় সিদ্ধ হয়। হে দেবগণ! বস্ত্রপূত সলিল দ্বারা মদীয় লিঙ্গকে স্নান করাইয়া সৎপুরুষ, লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞসম্ভূত পুণ্যভাজন হয়। ভক্তিপূর্ব্বক সুগন্ধি চন্দন দ্বারা এই লিঙ্গকে অনুলিপ্ত করিলে, অমর নারীকর্ত্তৃক সৌরভময় যক্ষকর্দ্দম দ্বারা বিলেপিত হয়। এই লিঙ্গকে সুগন্ধ ধূপ দান করিলে জ্যোতী-রূপ বিমানগামী হয়। এই লিঙ্গকে ভক্তিপূর্ব্বক কর্পূরবর্ত্তি প্রদান করিলে কর্পূরবৎ শুভ্রশরীর এবং [illegible]লোচন হয়। এই লিঙ্গকে নৈবেদ্য দান করিলে প্রতি সিক্থে যুগপরিমিত কাল মহাভোগবান্ হইয়া কৈলাসে বাস করে। যে মানব বিশ্বেশ্বরকে ঘৃত এবং শর্করাযুক্ত পায়সান্ন দান করে, তৎকর্ত্তৃক ত্রৈলোক্য তর্পিত হয়; যে নর বিশ্বেশ্বরকে মুখবাস, [illegible] চামর, উল্লোচ এবং সুখদ পর্য্যঙ্ক দান করে, [illegible] সুকৃত হয়। বরং সমুদ্রস্থিত [illegible] কোন প্রকারে সংখ্যা করা যায়, [illegible] মুখবাসাদিদানের [illegible] যে [illegible] [illegible]

আদি পূজার উপকরণসামগ্রী দান করে, সে এই স্থানে আমার নিকট বাস করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি মদীয় সন্তোষ সাধনোদ্দেশে গান, বাদ্য বা নৃত্য করে, তাহার সম্মুখে অহোরাত্র তৌর্য্যত্রিক প্রবৃত্ত হয়। যে আমার এই প্রাসাদে চিত্রকর্ম্ম অর্পিত করে, সে মদীয় সন্নিধানে থাকিয়া বিচিত্র ভোগের অধিকারী হয়। যে জন্মমধ্যে একবার মাত্র বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার করে, সে ত্রৈলোক্যজন-পূজিতপাদ নরপতি হয়। যে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া স্থানান্তরেও মৃত হয়, সে ব্যক্তিও জন্মান্তরে মুক্তিভাজন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহার রসনাগ্রে বিশ্বেশ্বর নাম, কর্ণে বিশ্বেশ্বরের কথা শ্রবণ এবং মানসে বিশ্বেশ্বরচিন্তা তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি আমার এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শ-নের অনুমোদন করে, সেই মহাপুণ্যাশ্রয় ব্যক্তি আমার পারিষদসমূহ মধ্যে পরিগণিত হয়। যে নর ত্রিসন্ধ্য "বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ" এইরূপ জপ করে, সে নর সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। হে দেবগণ! এই লিঙ্গ আমারও সতত পূজ্য, অতএব সুর, [illegible] ও [illegible]গণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দৃষ্টাস্তৈঃ স্মৃতা গর্ভবেদনা ॥ ৪৭ ॥ যৈরিদং প্রণতং লিঙ্গং প্রণতাস্তে সুরাসুরৈঃ । যস্তেকেন প্রণামেন দিক্‌পালপদমল্পকম্ । দিক্‌পালপদতঃ পাতঃ পাতঃ শিবনতের্নহি ॥ ৪৮ ॥ শৃণ্বন্তু দেবর্ষিগণাঃ সমস্তাস্তথ্যং ব্রুবে তচ্চ পরোপকৃত্যৈ । ন ভূর্ভুবঃস্বর্গমহর্জনান্ত-র্বিশ্বেশতুল্যং কচিদস্তি লিঙ্গম্ ॥ ৪৯ ॥ ন সত্য-লোকে ন তপস্যথো সুরা বৈকুণ্ঠকৈলাসরসাতলেষু । তীর্থং কচিদ্বৈ মণিকর্ণিকাসমং লিঙ্গং চ বিশ্বেশ্বরতুল্য-মস্তুতঃ ॥৫০॥ ন বিশ্বনাথস্য সমং হি লিঙ্গং ন তীর্থ-মস্যমণিকর্ণিকাতঃ । তপোবনং কুত্রচিদস্তি নান্য-চ্ছুভং মমানন্দবনেন তুল্যম্ ॥ ৫১ ॥ বারাণসী তীর্থময়ী সমস্তা যস্যাস্তু নামাপি হি তীর্থতীর্থম্ । তত্রাপি কাচিন্মম সৌখ্যভূমির্মহাপবিত্রা মণিকর্ণি-কাসৌ ॥ ৫২ ॥ স্থানাদমুষ্মান্মম রাজসৌধাৎ প্রাচ্যাং মনাগীশসমাশ্রিতায়াম্ । সব্যেঽপসব্যে চ করাঃ ক্রমেণ শতত্রয়ী চাপি শতদ্বয়ী চ ॥ ৫৩ ॥ হস্তাঃ শতং পঞ্চ সুরাপগায়ামুদীচ্যবাচ্যোর্মণিকর্ণিকেয়ম্ । সার-স্ত্রিলোক্যাঃ পরকোশভূমির্যৈঃ সেবিতা তে মম হৃচ্ছয়া হি ॥৯৪॥ অস্মিন্মমানন্দবনে যদেতল্লিঙ্গং সুধা-ধাম সুধামধাম । আসপ্তপাতালতলাৎ স্বয়ম্ভু সমুত্থিতং ভক্তকৃপাবশেন ॥৫৫॥ যেঽস্মিন্ জনাঃ কৃত্রিমভাববুদ্ধ্যা লিঙ্গং ভজিষ্যন্তি চ হেতুবাদৈঃ । তেষাং হি দণ্ডঃ পর এষ এব ন গর্ভবাসাদ্বিরমস্তি তে ধ্রুবম্ ॥ ৫৬ ॥ যদ-যদ্ধিতং স্বস্য সদৈবতত্তল্লিঙ্গেঽত্র দেয়ং মমভক্তিমদ্ভিঃ । ইহাপ্যমুত্রাপি ন তস্য সংক্ষয়ো যথেহ পাপস্য কৃতস্য পাপিভিঃ ॥ ৫৭ ॥ দূরাস্থতৈরপ্যধিবুদ্ধিভির্যৈর্লিঙ্গং সমারাধি মমেদমত্র । মযৈব দত্তৈঃ শুভবস্তুজাতৈ-র্নিঃশ্রেয়সঃ শ্রীর্বসযেৎ সতস্তান্ ॥ ৫৮ ॥ শৃণুষ বিষ্ণো শৃণু সৃষ্টিকর্ত্তঃ শৃণ্বন্তু দেবর্ষিগণাঃ সমস্তাঃ । ইদং হি লিঙ্গং পরসিদ্ধিদং সতাং ভেদো মনাগত্র ন মৎ-সকাশতঃ ॥৫৯॥ অস্মিন্ হি লিঙ্গেঽখিলসিদ্ধিসাধনে সমর্পিতং যৈঃ সুকৃতার্জ্জিতং বসু । তেভ্যোঽহাত মাত্রাখিলসৌখ্যসাধনং দদামি নির্ব্বাণপদং সুনির্ভয়ম্ ॥৬০॥ উৎক্ষিপ্য বাহুং ত্বসকৃদ্‌ব্রবীমি ত্রয়ীময়েঽস্মিংস্ত্রয়-মেব সারম্ । বিশ্বেশলিঙ্গং মণিকর্ণিকাম্বু কাশী পুরী সত্যমিদং ত্রিসত্যম্ ॥ ৬১ ॥ উত্থায় দেবোঽথ সশক্তিরীশস্তস্মিন্ হি লিঙ্গে কৃতচারুপূজঃ । যযৌ

করিয়া থাকে. ও তাহারাই গর্ভবাসযাতনা ভোগ করে। যাহারা এই লিঙ্গকে নমস্কার করে, দেব ও দানবগণ তাহাদিগকে নমস্কার করে। এই লিঙ্গের একটী মাত্র প্রণাম হইতে দিক্‌পতিত্বও অল্প ; যেহেতু দিক্‌পতিত্বের ভ্রংশ আছে, মহাদেব-প্রণাম হইতে ভ্রংশ নাই। নিখিল ত্রিদশ এবং ঋষিগণ শ্রবণ করুন, আমি মহোপকার জন্য বলি-তেছি, যে, “ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, এবং জনলোকের মধ্যে কোন স্থানেই বিশ্বেশ্বর সদৃশ অপর লিঙ্গ নাই। হে দেবগণ! সত্যলোকে তপোলোকে, বৈকুণ্ঠে, কৈলাসে বা রসাতলে, কোন স্থানেই মণিকর্ণিকা সদৃশ তীর্থ, বিশ্বেশ্বরের তুল্য লিঙ্গ এবং আমার আনন্দকানন-সদৃশ তপো-বন আর নাই। সমস্ত কাশীই তীর্থময়ী, বারাণসীর নাম তীর্থেরও তীর্থ ; এই কাশীমধ্যে পবিত্র মণি-কর্ণিকা আমার অদ্বিতীয় সুখস্থান। আমার প্রাসাদ হইতে কিঞ্চিৎ ঈশানকোণস্থিত পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে তিনশত হস্ত, দক্ষিণে দুই শত হস্ত এবং গঙ্গামধ্যে পঞ্চশত হস্ত পরিমিত স্থান মণিকর্ণিকা ; এই স্থান ত্রৈলোক্যের সার পরমাত্মার আশ্রয়ভূমি। যাহারা এই স্থানে বাস করে, তাহারা আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া থাকে এবং মদীয় আনন্দকাননে এই যে অমৃতধাম আমার লিঙ্গ, ইনি সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া ভক্তের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া স্বয়ং সমুত্থিত হইয়াছেন। ২০—৫৫। যাহারা কপটভাবে এই লিঙ্গের ভজনা করিবে এবং হেতুবাদ করিবে, তাহাদিগের প্রতি এই দণ্ড বিধান করিলাম যে, তাহারা কখনই গর্ভবাস হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে না। আমার ভক্তগণ,সর্ব্বদা এই লিঙ্গকে স্ব স্ব অভি-লষিত দ্রব্য দান করিবে। এই স্থানে পাপ করিলে তাহা যেমন কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ সেই সমস্ত দত্তদ্রব্য ইহ এবং পরকালে, ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না। যাহারা দূরে থাকিয়াও আধিক্যবোধে আমার লিঙ্গের উপাসনা করিবে, মদত্ত মঙ্গল বস্তু-সমূহের সহিত মোক্ষলক্ষ্মী সেই সৎপুরুষগণকে আলিঙ্গন করিবেন। হে বিষ্ণো! হে স্রষ্টঃ! হে দেবনিবহ! হে মুনিনিচয়! তোমরা শ্রবণ কর। এই লিঙ্গ সৎপুরুষগণের অসাধারণসিদ্ধিদায়ী, আমার সহিত এই লিঙ্গের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাহারা নিখিল সিদ্ধিনিদান, এই লিঙ্গকে সৎকর্ম্মা-র্জ্জিত বিত্ত প্রদান করে, আমি তাহাদিগকে নিখিল সুখসাধন মোক্ষপদ দান করি। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছি যে, “বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ, মণিকর্ণিকার জল এবং বারাণসীপুরী, এই তিনটীই সত্য”। মহাদেব এই সমস্ত বাক্য [illegible]

গয়ং তেজঃ স্বয়া জয়েতিজয়েতি চোক্ত। স্বয়ং বৃস্তমীশম্ ॥৬২॥ স্কন্দ উবাচ। ক্ষেত্রস্ত মৈত্রাবরুণেঽবিমুক্তস্ত মহামতে। প্রভাবস্তৈকদেশোঽয়ং কথিতঃ কল্মষাপহঃ॥ ৬৩॥ তবাগ্রে তু যথাবদ্ধি কাশীবিশ্লেষতাপিনঃ। অচিরেণৈব কালেন কাশীং প্রাপ্স্যস্যনুত্তমাম্॥ ৬৪॥ অস্তাচলস্য শিখরং প্রাপ্তবানেষ ভানুমান্। তবাপি হি মমাপ্যেষ মৌনস্য সময়োঽভবৎ॥ ৬৫॥ ব্যাস উবাচ। শ্রুত্বেতি স মুনিঃ সূত সন্ধ্যোপাস্ত্যৈ বিনির্গতঃ। প্রণম্যোমেয়মসকৃল্লোপামুদ্রাসমন্বিতঃ॥ ৬৬॥ রহস্যম্পরিবিজ্ঞায় ক্ষেত্রস্য শশিমৌলিনঃ। অগস্ত্যো নিশ্চিতমনাঃ শিবধ্যানপরোঽভবৎ॥ ৬৭॥ আনন্দকাননস্যেহ মহিমানং মহত্তরম্। কোঽত্র বর্ণয়িতুং শক্তঃ সূত বর্ষশতৈরপি॥ ৬৮॥ যথা দেব্যৈ সমাখ্যায়ি শিবেন পরমাত্মনা। তথা স্কন্দেন কথিতং মাহাত্ম্যং কুম্ভসম্ভবে॥ ৬৯॥ তবাগ্রে চ সমাখ্যাতং শুকাদীনাং চ সত্তম। ইদানীং প্রষ্টুকামোঽসি কিন্তৎ পৃচ্ছ বদামি তে॥৭০॥ শ্রুত্বা-ধ্যায়মিমং পুণ্যং সর্ব্বকল্মষনাশনম্। সমস্ত-চিন্তিতফলপ্রদং মর্ত্ত্যো ভবেৎ কৃতী॥ ৭১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বেশ্বরলিঙ্গমহিমাখ্যো নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৯॥

শততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইদং স্কান্দমহং শ্রুত্বা কাশীখণ্ড-মনুত্তমম্। নিতরাং পরিতৃপ্তোঽস্মি হৃদি চাপি বিধারিতম্॥ ১॥ অনুক্রমণিকাধ্যায়ং তথা মাহাত্ম্য-মুত্তমম্। পারাশর্য্য সমাচক্ষ যথাপূর্ব্বমিদং ভবেৎ॥২॥ ব্যাস উবাচ। সূতাবধেহি ধর্ম্মাত্মন্ জাতুকর্ণ্য নিশাময়। শুকবৈশম্পায়নাদ্যাঃ শৃণ্বন্তপি চ বালকাঃ॥ ৩॥ অনুক্রমণিকাধ্যায়ং মহাত্ম্যঞ্চাপি খণ্ডজম্। প্রবক্ষ্যাম্যঘনাশায় মহাপুণ্যপ্রবর্দ্ধনম্॥ ৪॥ বিন্ধ্য-নারদসংবাদঃ প্রথমে পরিকীর্ত্তিতঃ। সত্যলোক-প্রভাবশ্চ দ্বিতীয়ঃ সমুদাহৃতঃ॥ ৫॥ অগস্ত্যে-রাশ্রমপদে দেবানামাগমস্ততঃ। পতিব্রতাচরিত্রং চ প্রস্থানং কুম্ভসম্ভবঃ॥ ৬॥ তীর্থপ্রশংসা চ ততঃ সপ্তপুর্য্যস্ততঃ স্মৃতাঃ। সংযমিন্যাঃ স্বরূপং চ ব্রহ্ম-লোকস্ততঃ পরম্॥৭॥ ইন্দ্রাগ্ন্যোর্লোকসম্প্রাপ্তিস্ততশ্চ শিবশর্ম্মণঃ। অগ্নেঃ সমুদ্ভবস্তস্মাৎ ক্রব্যাদ্বরুণসম্ভবঃ

সহিত বিশ্বেশ্বরলিঙ্গপূজা করিয়া তাহাতে বিলীন হইলেন। দেবনিবহ, জয়ধ্বনি করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে মিত্রাবরুণনন্দন! তুমি কাশীবিয়োগ-বিধুর, তোমার নিকট আমি যথাজ্ঞান অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের স্বল্পমাত্র পাপপ্রণাশন মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। তুমি শীঘ্রই কাশী প্রাপ্ত হইবে। এখন সূর্য্যদেব, চরমপর্ব্বতের শিখর আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা তোমার এবং আমার উভয়েরই বাক্‌সংযমন-কাল। ব্যাস কহিলেন,—হে সূত! কুম্ভসম্ভব মুনি ইহা শুনিয়া কার্ত্তিকেয়কে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যোপাসনা নিমিত্ত লোপামুদ্রাসহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মহেশের ক্ষেত্রমহিমা জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তাঁহারই আরাধনায় চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। হে সূত! এ জগতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে শত বৎ-সরেও আনন্দকাননের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা, ভগবতীকে যাহা বলিয়াছিলেন এবং স্কন্দ অগস্ত্যকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তোমার এবং শুক প্রভৃতির নিকট সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা আছে, বল, আমি তাহারও উত্তর দিতেছি। নিখিল অভি-লষিত ফলদায়ক সর্ব্বপাপনাশক এই পবিত্র অধ্যায়টী শ্রবণ করিলে মানব কৃতকার্য্য হয়।৫৬—৭১।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৯॥

শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মহাত্মন্ পরাশরতনয়! আমি এই স্কন্দপুরাণান্তর্গত অনুপম কাশীখণ্ড শ্রবণে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি এবং ইহার সম্যক্ অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছি; এক্ষণে ইহার সম্পূর্ণতাসম্পাদক অনুক্রমণিকাধ্যায় ও তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব কহিলেন,—হে পুণ্যাত্মন্ জাতুকর্ণীতনয় সূত! আমি এক্ষণে সকলের পাপবিনাশনার্থ মহা-পুণ্যজনক অনুক্রমণিকাধ্যায় ও তদীয় মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর এবং শুক-বৈশম্পায়নাদি বালকগণও কর্ণগোচর করুন। এই কাশীখণ্ডে প্রথমে বিন্ধ্য-নারদসংবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরে ক্রমে সত্যলোকপ্রভাব, অগস্ত্যা-শ্রমে দেবগণের আগমন, পতিব্রতার চরিত্র, অগ-স্ত্যের প্রস্থান, তীর্থপ্রশংসা, সপ্তপুরীবর্ণন, সংযমীর স্বরূপকথন, সূর্য্যলোকাধিবরণ, শিবশর্ম্মনামক ব্রাহ্ম-

।৮। গন্ধবত্যলকাপুর্য্যোরীশয়োশ্চ সমুদ্ভবঃ। চন্দ্রলোকপরিপ্রাপ্তিঃ শিবশর্ম্মদ্বিজন্মনঃ। ৯। উড়ুলোককথা তস্মাত্ততঃ শুক্রসমুদ্ভবঃ। মাহেয়গুরুসৌরীণাং লোকানাং বর্ণনং ততঃ। ১০। সপ্তর্ষীণাং ততো লোকা ধ্রুবস্য চ তপস্ততঃ। ততো ধ্রুবপদপ্রাপ্তির্ধ্রুবলোকস্থিতিস্ততঃ। ১১ দর্শনং সত্যলোকস্য তস্য বৈ শিবশর্ম্মণঃ। চতুর্ভুজাভিষেকশ্চ নির্ব্বাণং শিবশর্ম্মণঃ। ১২। স্কন্দাগস্ত্যোশ্চ সংবাদো মণিকর্ণ্যাঃ সমুদ্ভবঃ। ততস্তু গঙ্গামাহাত্ম্যং ততো দশহরাস্তবঃ। ১৩। প্রভাবশ্চাপি গঙ্গায়া গঙ্গানামসহস্রকম্। বারাণস্যাঃ প্রশংসাথ ভৈরবাবির্ভবস্ততঃ ।১৪। দণ্ডপাণেঃ সমুদ্ভূতির্জ্ঞানবাপ্যুদ্ভবস্ততঃ। আখ্যানং চ কলাবত্যাঃ সদাচারস্ততঃ পরম্। ১৫। ব্রহ্মচারিপ্রকরণং ততঃ স্ত্রীলক্ষণানি চ। কৃত্যাকৃত্যপ্রকরণমবিমুক্তেশবর্ণনম্। ১৬। ততো গৃহস্থধর্ম্মাশ্চ ততো যোগনিরূপণম্। কালজ্ঞানং ততঃ প্রোক্তং দিবোদাসস্য বর্ণনম্ ।১৭। কাশ্যাশ্চ বর্ণনং তস্মাদ্‌যোগিনীবর্ণনং ততঃ। লোলার্কস্য সমাখ্যানমুত্তরার্ককথা ততঃ। ১৮। সাম্বাদিত্যস্য মহিমা দ্রুপদাদিত্যশংসনম্। ততস্তু গরুড়াখ্যানমরুণার্কোদয়স্ততঃ। ১৯। দশাশ্বমেধিকং তীর্থং মন্দরাচ্চ গণাগমঃ। পিশাচমোচনাখ্যানং গণেশপ্রেষণং ততঃ। ২০। মায়াগণপতেশ্চাথ ঢুণ্ডিপ্রাদুর্ভবস্ততঃ। বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চোহথ দিবোদাসবিসর্জ্জনম্। ২১। ততঃ পঞ্চনদোৎপত্তির্বিন্দুমাধবসম্ভবঃ। ততো বৈষ্ণবতীর্থানাং মাহাত্ম্যপরিবর্ণনম্। ২২। প্রয়াণং মন্দরাৎ কাশীং বৃষভধ্বজশূলিনঃ। জৈগীষব্যেণ সংবাদো জ্যেষ্ঠস্থানে মহেশিতুঃ। ২৩। ততঃ ক্ষেত্ররহস্যস্য কথনং পাপনাশনম্। অথাতঃ কন্দুকেশস্য ব্যাঘ্রেশস্য সমুদ্ভবঃ। ২৪। ততঃ শৈলেশ্বরকথা রত্নেশস্য চ দর্শনম্। কৃত্তিবাসঃসমুৎপত্তিস্ততশ্চায়তনাগমঃ ।২৫। দেবতানামধিষ্ঠানং দুর্গাসুরপরাক্রমঃ। দুর্গায়া বিজয়শ্চাথ তত ওঙ্কারবর্ণনম্। ২৬। পুনরোঙ্কারমাহাত্ম্যং ত্রিলোচনসমুদ্ভবঃ। ত্রিলোচনপ্রভাবোহথ কেদারাখ্যানমেব চ। ২৭। ততো ধর্ম্মেশমহিমা ততঃ পক্ষিকথা শুভা। ততো বিশ্বভুজাখ্যানং দুর্দমস্য কথা ততঃ। ২৮। ততো বীরেশ্বরাখ্যানং বীরেশমহিমা পুনঃ। গঙ্গাতীর্থৈশ্চ সংযুক্তাকামেশমহিমা ততঃ। ২৯। বিশ্বকর্ম্মেশমহিমা দক্ষযজ্ঞসমুদ্ভবঃ। সত্যা দেহবিসর্গশ্চ ততো দক্ষেশ্বরোদ্ভবঃ। ৩০। ততো বৈ পার্ব্বতীশস্য মহিম্নঃ পরিকীর্ত্তনম্। গঙ্গেশস্যাথ মহিমা নর্ম্মদেশ-

---

ণের ইন্দ্রাদিলোকপ্রাপ্তি, অগ্নি নিঋতি ও বরুণদেবের জন্মকথা, গন্ধবতী ও অলকাপুরীবৃত্তান্ত, শিবশর্ম্মার চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি, নক্ষত্রলোকের বিবরণ, শুক্রের উৎপত্তি, মঙ্গললোক, বৃহস্পতিলোক, শনিলোক ও সপ্তর্ষিলোকের বিবরণ, ধ্রুবের তপস্যা, ধ্রুবের পরমপদপ্রাপ্তি এবং তাঁহার ধ্রুবলোকে অবস্থিতি, শিবশর্ম্মার সত্যলোকদর্শন, চতুর্ভুজাভিষেক ও নির্ব্বাণলাভ, স্কন্দ ও অগস্ত্য-সংবাদ, মণিকর্ণিকার উৎপত্তিকথা, গঙ্গামাহাত্ম্য, দশহরাস্তব, গঙ্গার প্রভাব, গঙ্গার সহস্রনাম কীর্ত্তন, বারাণসীর প্রশংসা, কালভৈরবের আবির্ভাব, দণ্ডপাণি ও জ্ঞানবাপীর উৎপত্তিবিবরণ, কলাবতীর উপাখ্যান, সদাচারবর্ণন, ব্রহ্মচারিপ্রকরণ, স্ত্রী-লক্ষণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যপ্রকরণ, অবিমুক্তেশ্বরের বর্ণন, গৃহস্থধর্ম্ম, যোগনিরূপণ, মহাকালের ধ্যান; দিবোদাস, কাশীধাম ও যোগিনীগণের বর্ণন; লোলার্ক ও উত্তরার্কের বিবরণ; শাম্বাদিত্যের মহিমা, দ্রুপদাদিত্যবিবরণ, গরুড়াখ্যান; অরুণ ও সূর্য্যদেবের উদয়বিবরণ; মন্দরপর্ব্বত হইতে দশাশ্বমেধতীর্থে সমাগম, পিশাচমোচনের উপাখ্যান, গণেশপ্রেরণ, গনেশমায়াবর্ণন, ঢুণ্টিগণেশের আবির্ভাব, বিষ্ণুমায়াবিস্তার, দিবোদাসবিসর্জ্জন, পঞ্চনদের উৎপত্তি, বিন্দুমাধবের বিবরণ, বৈষ্ণবতীর্থ-নিচয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে বৃষধ্বজের কাশীতে গমন; জ্যেষ্ঠস্থানে মহেশ্বর ও জৈগীষব্যের কথোপকথন; মহেশ্বর কর্ত্তৃক কাশীক্ষেত্রের রহস্যবর্ণন; রত্নেশ্বর ও ব্যাঘ্রেশ্বরের উৎপত্তিবর্ণন; শৈলেশ্বরবৃত্তান্ত, রত্নেশ্বরের দর্শন, কৃত্তিবাসের উৎপত্তি, অষ্টষষ্টি আয়তনসমাগম-কথন, কাশীধামে দেবগণের অধিষ্ঠান, দুর্গাসুরের পরাক্রমবর্ণন, ভগবতী দুর্গাকর্ত্তৃক তাহার পরাজয়, ওঙ্কারেশ্বরের বর্ণন, ওঙ্কারেশ্বরের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ত্রিলোচনের প্রাদুর্ভাব, ত্রিলোচনের প্রভাবকীর্ত্তন, কেদারেশ্বরের উপাখ্যান, ধর্ম্মেশ্বরের মহিমাকথন, পক্ষিগণের কথা, বিশ্বভুজার উপাখ্যান, দুর্দ্দমের কথা, বিশ্বেশ্বরের উপাখ্যান, বীরেশ্বরের মাহাত্ম্যবর্ণন, নিখিলতীর্থের সহিত গঙ্গার মিলন; কামেশ্বরের মহিমা, বিশ্বকর্ম্মেশ্বরের মাহাত্ম্য, দক্ষযজ্ঞের সমুদ্ভব, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষেশ্বরের উৎপত্তি, পার্ব্বতীশ্বরের মহিমকীর্ত্তন,

সম্ভবঃ ॥ ৩১ ॥ সতীশ্বরসমুৎপত্তিরমৃতেশাদি-বর্ণনম্। ব্যাসস্য হি ভুজস্তম্ভো ব্যাসশাপবিমোক্ষণম্ ॥ ৩২ ॥ ক্ষেত্রতীর্থকদম্বং চ মুক্তিমণ্ডপসঙ্কথা। বিশ্বেশাবির্ভবশ্চাথ ততো যাত্রাপরিক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥ এতদাখ্যানশতকং ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বখণ্ডশ্রুতেঃ ফলম্। অনুক্রমণিকাধ্যায়েঽপ্যস্তি যাত্রাপরিক্রমঃ ॥ ৩৪ ॥ সূত উবাচ। যাত্রাপরিক্রমং ব্রূহি জনানাং হিতকাম্যয়া। যথাবৎ সিদ্ধকামানাং সত্যবত্যাঃ সুতোত্তম ॥ ৩৫ ॥ ব্যাস উবাচ। নিশাময় মহাপ্রাজ্ঞ লোমহর্ষণ বচ্মি তে। যথা প্রথমতো যাত্রা কর্ত্তব্যা যাত্রিকৈর্ন্নৃপ ॥ ৩৬ ॥ সচেলমাদৌ সংস্নায় চক্রপুষ্করিণীজলে। সন্তর্প্য দেবান্ সপিতৄন্ ব্রাহ্মণাংশ্চ তথার্থিনঃ ॥৩৭॥ আদিত্যং দ্রৌপদীং বিষ্ণুং দণ্ডপাণিং মহেশ্বরম্। নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেদ্দ্রষ্টুং ঢুণ্ঢিবিনায়কম্ ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানবাপীমুপস্পৃশ্য নন্দিকেশং ততোঽর্চ্চয়েৎ। তারকেশং ততোঽভ্যর্চ্চ্য মহাকালেশ্বরং ততঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ পুনর্দণ্ডপাণিমিত্যেষা পঞ্চতীর্থিকা ॥ ৪০ ॥ দৈনন্দিনী

গঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য, নর্ম্মদার উৎপত্তি, সতীশ্বরের প্রাদুর্ভাব, অমৃতেশ্বরাদির বর্ণন; কাশীধামে ব্যাসের শাপ ও পাপমুক্তিবিবরণ, ক্ষেত্রতীর্থকথন, মুক্তিমণ্ডপবৃত্তান্ত, বিশ্বেশ্বরের আবির্ভাব এবং যাত্রাপ্রকরণ,—এই শতসংখ্যক আখ্যান ক্রমে ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যান সকল শ্রবণ করিলে সমুদয় কাশীখণ্ড শ্রবণের ফল লাভ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে উপস্থিত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে যাত্রাপ্রকরণ কীর্ত্তিত আছে। সূত কহিলেন,—হে মহাত্মন্ সত্যবতীসুত! আপনি এক্ষণে সিদ্ধিপ্রার্থী মানবগণের হিতের জন্য যথারীতি যাত্রাপ্রকরণ বর্ণন করুন। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! যাত্রিকগণ, প্রথমে যেরূপে যাত্রা করিবে, যথাবিধি প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মানব, প্রথমে চক্রপুষ্করিণীজলে অবগাহনপূর্ব্বক যথাবিধি দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণ ও অর্থিগণের সৎকার এবং আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া ঢুণ্ঢিগণেশের দর্শনার্থ গমন করিবে। অনন্তর জ্ঞানবাপীর জলস্পর্শ করিয়া নন্দিকেশ্বরের পূজান্তে তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণির অর্চ্চনা করিবে; ইহার নাম পঞ্চতীর্থিকা। মহাফলাকাঙ্ক্ষী মানবগণের প্রত্যহ এই পঞ্চতীর্থী করা কর্ত্তব্য। অতঃপর

বিধাতব্যা মহাফলমভীপ্সুভিঃ। ততো বৈশ্বেশ্বরী যাত্রা কার্য্যা সর্ব্বার্থসিদ্ধিদা ॥ ৪১ ॥ দ্বিসপ্তায়তনানাং চ কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ। কৃষ্ণাং প্রতিপদং প্রাপ্য ভূতাবধি যথাবিধি ॥ ৪২ ॥ অথবা প্রতিভূতং চ ক্ষেত্রসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ। তত্তত্তীর্থকৃতস্নানস্তত্তল্লিঙ্গকৃতার্চ্চনঃ ॥ ৪৩ ॥ মৌনেন যাত্রাং কুর্ব্বাণঃ ফলং প্রাপ্নোতি যাত্রিকঃ। ওঙ্কারং প্রথমং পশ্যেন্মৎস্যোদর্য্যাং কৃতোদকঃ ॥ ৪৪ ॥ ত্রিবিষ্টপং মহাদেবং ততো বৈ কৃত্তিবাসসম্। রত্নেশং চাথ চন্দ্রেশং কেদারং চ ততো ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥ ধর্ম্মেশ্বরং চ বীরেশং গচ্ছেৎ কামেশ্বরং ততঃ। বিশ্বকর্ম্মেশ্বরং চাথ মণিকর্ণীশ্বরং ততঃ ॥ ৪৬ ॥ অবিমুক্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা ততো বিশ্বেশমর্চ্চয়েৎ। এষা যাত্রা প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা ক্ষেত্রবাসিনা ॥ ৪৭ ॥ যস্তু ক্ষেত্রমুষিত্বা তু নৈতাং যাত্রাং সমাচরেৎ। বিঘ্নাস্তস্যোপতিষ্ঠন্তে ক্ষেত্রোচ্চাটনসূচকাঃ ॥ ৪৮ ॥ অষ্টায়তনযাত্রাস্যা কর্ত্তব্যা বিঘ্নশান্তয়ে। দক্ষেশঃ পার্ব্বতীশশ্চ তথা পশুপতীশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥ গঙ্গেশো নর্ম্মদেশশ্চ গভস্তীশঃ সতীশ্বরঃ। অষ্টমস্তারকেশশ্চ প্রত্যষ্টমি বিশেষতঃ ॥ ৫০ ॥ দৃষ্টান্যেতানি লিঙ্গানি মহাপাপৌঘশান্তয়ে।

বিশ্বেশ্বরের সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা যাত্রা করিয়া, পরে যত্নাতিশয় সহকারে চতুর্দ্দশ আয়তনের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। ক্ষেত্রসিদ্ধিপ্রার্থী যাত্রিকগণ, কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কিংবা প্রতি অমাবস্যাতে যথাবিধি পূর্ব্বোক্ত চক্রতীর্থে স্নান ও তত্তৎলিঙ্গের অর্চ্চনাপূর্ব্বক মৌনী হইয়া যাত্রা করিলে সম্যক্ ফলভোগী হয়। কাশীবাসী মানব, প্রথমে মৎস্যোদরীতে স্নান করিয়া ওঙ্কারেশ্বরকে অবলোকনপূর্ব্বক ক্রমে ত্রিপিষ্টপ নামক মহাদেব, কৃত্তিবাসেশ্বর, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণীশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। যে ক্ষেত্রবাসী মানব, সযত্নে ঈদৃশ যাত্রা না করে, তাহার ক্ষেত্রের উচ্চাটনসূচক বিঘ্ন সকল উপস্থিত হয়।১—৪৮। বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত অপর অষ্টায়তনযাত্রাও কর্ত্তব্য। মানব প্রতিঅষ্টমীতে ভীষণ পাপরাশি নিবারণার্থ প্রথমে দক্ষেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া ক্রমে পার্ব্বতীশ্বর, পশুপতীশ্বর, গঙ্গেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, গভস্তীশ্বর, সতীশ্বর ও অষ্টম তারকেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন

অপরাপি শুভা যাত্রা যোগক্ষেমকরী সদা ॥ ৫১ ॥ সর্ব্ববিঘ্নোপহন্ত্রী চ কর্ত্তব্যা ক্ষেত্রবাসিভিঃ। শৈলেশং প্রথমং বীক্ষ্য বরণাস্নানপূর্ব্বকম্ ॥ ৫২ ॥ স্নানং তু সঙ্গমে কৃত্বা দ্রষ্টব্যঃ সঙ্গমেশ্বরঃ। স্বর্লীনতীর্থে সুস্নাতঃ পশ্যেৎ স্বর্লীনমীশ্বরম্ ॥ ৫৩ ॥ স্নাত্বা মন্দাকিনীতীর্থে দ্রষ্টব্যো মধ্যমেশ্বরঃ। পশ্যেদ্ধিরণ্যগর্ভেশং তত্র তীর্থে কৃতোদকঃ ॥ ৫৪ ॥ মণিকর্ণ্যাং ততঃ স্নাত্বা পশ্যেদীশানমীশ্বরম্। ততঃ কূপমুপস্পৃশ্য গোপ্রেক্ষমবলোকয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ কাপিলেয়হ্রদে স্নাত্বা বীক্ষেত বৃষভধ্বজম্। উপশান্তশিবং পশ্যেত্তৎকূপবিহিতোদকঃ ॥ ৫৬ ॥ পঞ্চচূড়াহ্রদে স্নাত্বা জ্যেষ্ঠস্থানং ততোঽর্চ্চয়েৎ। চতুঃসমুদ্রকূপে তু স্নাত্বা দেবং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ দেবস্যাগ্রে তু যা বাপী তত্রোপস্পর্শনে কৃতে। শুক্রেশ্বরং ততঃ পশ্যেত্তৎকূপবিহিতোদকঃ ॥ ৫৮ ॥ দণ্ডখাতে ততঃ স্নাত্বা ব্যাঘ্রেশং পূজয়েত্ততঃ। শৌনকেশ্বরকুণ্ডে তু স্নানং কৃত্বা ততোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ জম্বুকেশং মহালিঙ্গং কৃত্বা যাত্রামিমাং নরঃ। ক্বচিন্ন জায়তে ভূয়ঃ সংসারে দুঃখসাগরে ॥ ৬০ ॥ সমারভ্য প্রতিপদং যাবৎকৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। একৈকশঃ কর্ত্তব্যান্যেতদায়তনানি বৈ ॥ ৬১ ॥ ইমাং যাত্রাং নরঃ কৃত্বা ন ভূয়োঽপ্যভিজায়তে। অন্যা যাত্রা প্রকর্ত্তব্যৈকাদশায়তনোদ্ভবা ॥ ৬২ ॥ আগ্নীধ্রকুণ্ডে সুস্নাতঃ পশ্যেদাগ্নীধ্রমীশ্বরম্। উর্ব্বশীশং ততো গচ্ছেত্ততস্তু নকুলীশ্বরম্ ॥ ৬৩ ॥ আষাঢীশং ততো দৃষ্ট্বা ভারভূতেশ্বরং ততঃ। লাঙ্গলীশমথালোক্য ততস্ত্রিপুরান্তকম্ ॥ ৬৪ ॥ ততো মনঃপ্রকামেশং প্রীতিকেশমথো ব্রজেৎ। মদালসেশ্বরং তস্মাত্তিলপর্ণেশ্বরং ততঃ ॥ ৬৫ ॥ যাত্রৈকাদশলিঙ্গানামেষা কার্য্যা প্রযত্নতঃ। ইমাং যাত্রাং প্রকুর্ব্বাণো রুদ্রত্বং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৬৬ ॥ অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি গৌরীযাত্রামনুত্তমাম্। শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং যা যাত্রা বিশ্বগৃদ্ধিদা ॥ ৬৭ ॥ গোপ্রেক্ষতীর্থে সুস্নায় মুখনির্ম্মালিকাং ব্রজেৎ। জ্যেষ্ঠাবাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা জ্যেষ্ঠাং গৌরীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৮ ॥ সৌভাগ্যগৌরী সম্পূজ্যা জ্ঞানবাপ্যাং কৃতোদকৈঃ। ততঃ শৃঙ্গারগৌরীং চ তত্রৈব চ কৃতোদকঃ ॥ ৬৯ ॥ স্নাত্বা বিশালগঙ্গায়াং বিশালাক্ষীং ততো ব্রজেৎ। সুস্নাতো ললিতাতীর্থে ললিতামর্চ্চয়েত্ততঃ ॥ ৭০ ॥ স্নাত্বা ভবানীতীর্থেঽথ ভবানীং পরিপূজয়েৎ। মঙ্গলা চ

করিবে। অপর এক সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী যোগক্ষেমকরী শুভদায়িনী যাত্রা, ক্ষেত্রবাসীদিগের সতত কর্ত্তব্য,—তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বরণাতে অবগাহনপূর্ব্বক প্রথমে শৈলেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নানান্তে সঙ্গমেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে। অনন্তর স্বর্লীনতীর্থে স্নান করত স্বর্লীনেশ্বরকে অবলোকনপূর্ব্বক মন্দাকিনীজলে অবগাহনান্তে মহেশ্বরকে সন্দর্শন, পরে হিরণ্যগর্ভতীর্থে স্নান করিয়া হিরণ্যগর্ভেশ্বকে নিরীক্ষণান্তে মণিকর্ণিকাতে স্নান ও ঈশানেশ্বরকে অবলোকনপূর্ব্বক গোপ্রেক্ষকূপজল স্পর্শ করত গোপ্রেক্ষেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে। অতঃপর কাপিলেয় হ্রদে অবগাহন করিয়া বৃষধ্বজকে নিরীক্ষণ করত উপশান্তকূপে জলক্রিয়া সমাধাপূর্ব্বক উপশান্তেশ্বরকে অবলোকন করিবে। পরে পঞ্চচূড় হ্রদে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠস্থানের অর্চ্চনাপূর্ব্বক চতুঃসমুদ্রকূপে স্নানান্তে চতুঃসমুদ্রেশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী বাপীর জলস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে। অনন্তর শুক্রেশ্বরকূপে স্নান করিয়া শুক্রেশ্বরকে অবলোকনান্তে দণ্ডখাততীর্থে স্নান করত ব্যাঘ্রেশ্বরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক শৌনকেশ্বরকূপে স্নান ও মহালিঙ্গ জম্বুকেশ্বরকে পূজা করিবে। মানব, এইরূপ যাত্রা করিলে পুনরায় আর দুঃখসাগরস্বরূপ সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। ৪৯—৬০। কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই যাত্রা করিবে। একাদশায়তনোদ্ভব অন্য একপ্রকার যাত্রা মানবগণের কর্ত্তব্য। অগ্নীধ্রকুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক ক্রমে অগ্নীধ্রেশ্বর, উর্ব্বশীশ্বর, নকুলীশ্বর, আষাঢীশ্বর, ভারভূতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, ত্রিপুরান্তকেশ্বর, মনঃপ্রকাশেশ্বর, মদালসেশ্বর ও তিলপর্ণেশ্বর নামক একাদশ লিঙ্গের যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে; মানব এই যাত্রা করিলে রুদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। এক্ষণে অনুপম গৌরীযাত্রার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শুক্লপক্ষে তৃতীয়াতে ঐ যাত্রা করিলে পরম সমৃদ্ধি লাভ হয়। মানব প্রথমে গোপ্রেক্ষতীর্থে স্নান করিয়া মুখনির্ম্মালিকা দেবীর নিকট উপস্থিত হইবে। পরে জ্যেষ্ঠাগৌরীর পূজা করিয়া জ্ঞানবাপীস্নানানন্তর সৌভাগ্যগৌরী ও শৃঙ্গারগৌরীর পূজা; বিশালগঙ্গাস্নান ও বিশালাক্ষীপূজা এবং ললিতাতীর্থে অবগাহন ও ললিতাদেবীকে অর্চ্চনা করিবে। পরে ভবানীতীর্থে স্নানান্তে

ভবানীমভ্যর্চ্চ্য বিন্দুতীর্থকৃতোদকৈঃ ॥ ৭১ ॥ ততো গচ্ছেন্মহালক্ষ্মীং স্থিরলক্ষ্মীসমৃদ্ধয়ে। ইমাং যাত্রাং নরঃ কৃত্বা ক্ষেত্রেহস্মিন্মুক্তিজন্মনি ॥ ৭২ ॥ ন দুঃখৈরভিভূয়েত ইহামুত্রাপি কুত্রচিৎ। কুর্য্যাৎ প্রতিচতুর্থীষু যাত্রাং বিঘ্নেশিতুঃ সদা ॥ ৭৩ ॥ ব্রাহ্ম নৈবেদ্যস্তদুদ্দেশাদ্দেয়া বৈ মোদকা মুদে। ভৌমে ভৈরবযাত্রা চ কার্য্যা পাতকহারিণী ॥ ৭৪ ॥ রবিবারে রবের্যাত্রা ষষ্ঠ্যাং বা রবিসংযুজি। তথৈব রবিসপ্তম্যাং সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ৭৫ ॥ নবম্যামথবাষ্টম্যাং চণ্ডীযাত্রা শুভা মতা। অন্তর্গৃহস্য বৈ যাত্রা কর্ত্তব্যা প্রতিবাসরম্ ॥ ৭৬ ॥ প্রাতঃস্নানং বিধায়াদৌ নত্বা পঞ্চ বিনায়কান্। নমস্কৃত্বাথ বিশ্বেশং স্থিত্বা নির্ব্বাণমণ্ডপে ॥ ৭৭ ॥ অন্তর্গৃহস্য যাত্রাং বৈ করিষ্যেহঘৌঘশান্তয়ে। গৃহীত্বা নিয়মঞ্চেতি গত্বাথ মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৭৮ ॥ স্নাত্বা মৌনেন চাগত্য মণিকর্ণীশমর্চ্চয়েৎ। কম্বলাশ্বতরৌ নত্বা বাসুকীশং প্রণম্য চ ॥ ৭৯ ॥ পর্ব্বতেশং ততো দৃষ্ট্বা গঙ্গাকেশবমপ্যথ। ততস্তু ললিতাং দৃষ্ট্বা জরাসন্ধেশ্বরং ততঃ ॥ ৮০ ॥ ততো বৈ সোমনাথঞ্চ বরাহঞ্চ ততো ব্রজেৎ। ব্রহ্মেশ্বরং ততো নত্বা অগস্তীশ্বরং ততঃ ॥ ৮১ ॥ কশ্যপেশং নমস্কৃত্য হরিকেশবনং ততঃ। বৈদ্যনাথং ততো দৃষ্ট্বা ধ্রুবেশমথ বীক্ষ্য চ ॥ ৮২ ॥ গোকর্ণেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য হাটকেশমথো ব্রজেৎ। অস্থিক্ষেপতড়াগে চ দৃষ্ট্বা বৈ কীকসেশ্বরম্ ॥ ৮৩ ॥ ভারভূতং ততো নত্বা চিত্রগুপ্তেশ্বরং ততঃ। চিত্রঘণ্টাং প্রণম্যাথ ততঃ পশুপতীশ্বরম্ ॥ ৮৪ ॥ পিতামহেশ্বরং গত্বা ততস্তু কলসেশ্বরম্। চন্দ্রেশস্তথ বীরেশো বিদ্যেশোহগ্নীশ এব চ ॥ ৮৫ ॥ নাগেশ্বরো হরিশ্চন্দ্রশ্চিন্তামণিবিনায়কঃ। সেনাবিনায়কশ্চাথ দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্ববিঘ্নহৃৎ ॥ ৮৬ ॥ বসিষ্ঠবামদেবৌ চ মূর্ত্তিরূপধরাবুভৌ। দ্রষ্টব্যৌ যত্নতঃ কাশ্যাং মহাবিঘ্নবিনাশিনৌ ॥ ৮৭ ॥ সীমাবিনায়কঞ্চাথ করুণেশং ততো ব্রজেৎ। ত্রিসন্ধ্যেশো বিশালাক্ষী ধর্ম্মেশো বিশ্ববাহুকা। আশাবিনায়কশ্চাথ বৃদ্ধাদিত্যস্ততঃ পুনঃ ॥ ৮৮ ॥ চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বরং লিঙ্গং ব্রাহ্মীশশ্চ ততঃ পরঃ। ততো মনঃপ্রকামেশ ঈশানেশস্ততঃ পরম্ ॥ ৮৯ ॥ চণ্ডীচণ্ডীশ্বরৌ দৃষ্ট্বা ভবানী শঙ্করৌ ততঃ। ঢুণ্ঢিং প্রণম্য চ ততো রাজরাজেশমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯০ ॥ লাঙ্গলীশস্ততোহভ্যর্চ্চ্য স্ততশ্চ নকুলীশ্বরঃ। পরান্নেশমথো নত্বা পরদ্রব্যেশ্বরং ততঃ ॥ ৯১ ॥ প্রতিগ্রহেশ্বরং বাপি নিষ্কলঙ্কেশমেব চ। মার্কণ্ডেয়েশমভ্যর্চ্চ্য ততশ্চাপ্সর-

ভবানীর পূজা করিয়া বিন্দুতীর্থে স্নান ও মঙ্গলা দেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্থিরলক্ষ্মীলাভের জন্য মহালক্ষ্মীকে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি, মুক্তিক্ষেত্রে কাশীধামে পূর্ব্বোক্ত যাত্রা করে, তাহাকে ইহকালে কখন দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। মানব প্রতি বৎসর এই কাশীধামে বিঘ্নেশ্বরের যাত্রা ও তাঁহার প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণকে মোদক দান করিবে। মঙ্গলবারে ভৈরবযাত্রা করিলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়। রবিবারযুক্ত ষষ্ঠী সপ্তমীতে সমুদায় বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত রবিযাত্রা বিধেয়। অষ্টমীতে বা নবমী তিথিতে চণ্ডীযাত্রা করিলে পরম শুভ লাভ হয়। প্রতিবৎসর অন্তর্গেহের যাত্রা করা কর্ত্তব্য। মানবগণ অগ্রে প্রাতঃস্নান করিয়া পঞ্চবিনায়ক ও বিশ্বেশ্বর প্রণামপূর্ব্বক নির্ব্বাণমণ্ডপে অবস্থিতি করত পাপরাশি নিমিত্ত আমি অন্তর্গৃহের যাত্রা করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মণিকর্ণিকায় মৌনভাবে অবগাহনান্তে মণিকর্ণীশ্বরকে অর্চ্চনা, কম্বলেশ্বর ও অশ্বতরেশ্বরকে প্রণিপাত এবং বাসুকীশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া ক্রমে পর্ব্বতেশ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতাদেবী, জরাসন্ধেশ্বর ও সোমনাথকে অবলোকনপূর্ব্বক বরাহেশ্বরকে পূজা করিবে। অতঃপর ব্রহ্মেশ্বর ও অগস্তীশ্বরকে নিরীক্ষণ এবং কাশ্যপেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক ক্রমে হরিকেশেশ্বরবৈদ্যনাথ ও ধ্রুবেশ্বরকে দর্শন, গোকর্ণেশ্বরকে অর্চ্চনা-হাটকেশ্বরসমীপে, গমন ও অস্থিক্ষেপতড়াগে কীকশেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া ভারভূতেশ্বর, চিত্রগুপ্তেশ্বর ও চিত্রঘণ্টা দেবীকে নমস্কারপূর্ব্বক পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, বীরেশ্বর, বিদ্যেশ্বর, অগ্নীশ্বর নাগেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর এবং চিন্তামণিবিনায়ক ও সেনাবিনায়ককে সন্দর্শন করিবে। বসিষ্ঠ ও বামদেবকে অবলোকন এবং সীমাবিনায়ক ও করুণেশসন্নিধানে গমন করিবে। অনন্তর ক্রমে ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষী দেবী, ধর্ম্মেশ্বর, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকাশেশ্বর, ঈশানেশ্বর, চণ্ডী ও চণ্ডেশ্বর এবং ভবানীশঙ্করকে অবলোকনপূর্ব্বক ঢুণ্ঢিগণেশকে প্রণাম করিয়া, রাজরাজেশ্বরের পূজা করিবে। তৎপরে ক্রমে লাঙ্গলীশ্বর, নকুলীশ্বর, পরান্নেশ্বর,

সেশ্বরম্ ॥ ৯২ ॥ গঙ্গেশোঽর্চ্চ্যস্ততো জ্ঞানবাপ্যাং স্নানং সমাচরেৎ। নন্দিকেশং তারকেশং মহাকালেশ্বরং ততঃ ॥ ৯৩ ॥ দণ্ডপাণিং মহেশঞ্চ মোক্ষেশং প্রণমেত্ততঃ। বীরভদ্রেশ্বরং নত্বা অবিমুক্তেশ্বরং ততঃ ॥ ৯৪ ॥ বিনায়কাংস্ততঃ পঞ্চ বিশ্বনাথং ততো ব্রজেৎ। ততো মৌনং বিসৃজ্যাথ মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবদ্যা ময়া কৃতা। ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভুঃ ॥ ৯৬ ॥ ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ক্ষণং বৈ মুক্তিমণ্ডপে। বিশ্রম্য যায়াদ্ভবনং নিষ্পাপঃ পুণ্যবান্নরঃ ॥ ৯৭ ॥ সম্প্রাপ্য বাসরং বিষ্ণোর্বিষ্ণুতীর্থেষু সর্ব্বতঃ। কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নেন মহাপুণ্যসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯৮ ॥ নভস্যপঞ্চদশ্যাঞ্চ কুলস্তম্ভং সমর্চ্চয়েৎ। দুঃখং রুদ্রপিশাচত্বং ন ভবেদ্‌যস্য পূজনাৎ ॥ ৯৯ ॥ শ্রদ্ধাপূর্ব্বমিমা যাত্রাঃ কর্ত্তব্যাঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ। পর্ব্বস্বপি বিশেষেণ কার্য্যা যাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১০০ ॥ ন বন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ বিনা যাত্রাং ক্বচিৎ কৃতী। যাত্রাদ্বয়ং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং প্রতিবাসরম্ ॥ ১০১ ॥ আদৌ স্বর্গতরঙ্গিণ্যাস্ততো বিশ্বেশিতুর্ধ্রুবম্। যস্য বন্ধ্যং দিনং যাতং কাশ্যাং নিবসতঃ সতঃ ॥ ১০২ ॥ নিরাশাঃ পিতরস্তস্য তস্মিন্নেব দিনেঽভবন্। স দষ্টঃ কালসর্পেণ স দৃষ্টো মৃত্যুনা স্ফুটম্ ॥ ১০৩ ॥ স মুহুর্ত্তত্র দিবসে বিশ্বেশো যত্র নেক্ষিতঃ। সর্ব্বতীর্থেষু সস্নৌ স সর্ব্বযাত্রাং ব্যধাৎ স চ ॥ ১০৪ ॥ মণিকর্ণ্যাঞ্চ যঃ স্নাতো যো বিশ্বেশং নিরৈক্ষত। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ। দ্রষ্টব্যো বিশ্বেশ্বরো নিত্যং স্নাতব্যা মণিকর্ণিকা ॥ ১০৫ ॥ ব্যাস উবাচ। সূত স্কান্দমিদং শ্রুত্বা কাশীমাহাত্ম্যমুত্তমম্। নরো ন নিরয়ং যাতি কৃত্বাপ্যঘসহস্রকম্ ॥ ১০৬ ॥ স্নাত্বা সর্ব্বাণি তীর্থানি যচ্ছ্রেয়ঃ সমুপার্জ্জ্যতে। কাশীখণ্ডস্য শ্রবণাৎ তৎস্যাৎ সূত ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ দত্ত্বা দানানি সর্ব্বাণি কৃত্বা যজ্ঞাননেকশঃ। যৎপুণ্যং লভ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তদেতচ্ছ্রবণাদ্ধ্রুবম্ ॥ ১০৮ ॥ তপ্ত্বা তপাংসি চোগ্রাণি প্রাপ্যতে যন্মহৎ ফলম্। শ্রবণাদস্য খণ্ডস্য লভতে তন্ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ অধীত্য চতুরো বেদান্ সাঙ্গা যৎফলমাপ্যতে। কাশীখণ্ডং সমাকর্ণ্য তৎফলং লভ্যতে নরৈঃ ॥ ১১০ ॥ গয়ায়াং শ্রাদ্ধদানাচ্চ যথা তৃপ্যন্তি পূর্ব্বজাঃ। তথৈতচ্ছ্রবণাৎ নৃণাং তৃপ্যন্তি পিতামহাঃ ॥ ১১১ ॥ তৈশ্চ সর্ব্বপুরাণানি শ্রুতানি স্থিরবুদ্ধিভিঃ। কাশীখণ্ডং শ্রুতং যৈশ্চ সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাং পদম্ ॥ ১১৩ ॥ শ্রুতাশ্চ

পর্ব্বতেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, পরমেশ্বর, অপ্সরসেশ্বর ও গঙ্গেশ্বরের অর্চনা, জ্ঞানবাপীতে স্নান এবং নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর ও পঞ্চবিনায়ককে প্রণিপাতপুরঃসর বিশ্বনাথের নিকট গমন করিবে। তৎপরে মৌনভাব পরিহারপূর্ব্বক "হে শম্ভো! যথাযোগ্য মৎকৃত এই অন্তর্গৃহযাত্রা ন্যূনই হউক, আর অতিরিক্তই হউক, আপনি ইহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া, ক্ষণকাল মুক্তিমণ্ডপে বিশ্রামানন্তর, পুণ্যাত্মা মানব, নিষ্পাপ হইয়া স্বভবনে গমন করিবে; আর, মানব হরিবাসরে মহাপুণ্যসমৃদ্ধি নিমিত্ত সমুদয় বিষ্ণুতীর্থে যাত্রা করিবে। ভাদ্রমাসের পঞ্চদশী তিথিতে কুলস্তম্ভের অর্চ্চনা করিলে রুদ্রপিশাচত্ব-জনিত দুঃখভোগ হয় না। তীর্থবাসী মানবগণ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যাত্রা সকল করিবে, বিশেষতঃ পর্ব্বদিনে সর্ব্বতোভাবে সমুদয় কর্ত্তব্য। পুণ্যশালী ব্যক্তি, বিনা যাত্রায় কখনই দিবস নিষ্ফল করিবে না। প্রতিবর্ষ পরমযত্নে অগ্রে ভাগীরথীর ও পরে বিশ্বেশ্বরের যাত্রা অবশ্য করণীয়। কাশীবাসীর যে দিবস বিনা যাত্রায় নিষ্ফল হয়, সেই দিনেই তদীয় পিতৃগণ নিরাশ হইয়া থাকেন এবং যে দিবস বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন না করে, নিশ্চয়ই সেই দিন সে কালরূপ সর্প ও মৃত্যুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বেশ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সে সত্য সত্যই সমুদয় তীর্থে স্নান ও সমুদায় যাত্রার ফল লাভ করিয়া থাকে। এইজন্য প্রতিদিন মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করা অবশ্যকর্ত্তব্য ।৯২—১০৫। হে সূত! স্কন্দপুরাণান্তর্গত এই কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব, অশেষ পাতকী হইলেও কখন নিরয়গামী হয় না! হে সূত! একমাত্র কাশীখণ্ড শ্রবণে যাবতীয় তীর্থস্নানের ফল নিশ্চয় লাভ হয়। কেবল কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলে মানব, নিঃসন্দেহে সর্ব্বপ্রকার দান ও বহুল যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্যভাগী হইতে পারে। উগ্র তপোনুষ্ঠানে যে মহৎ ফল, কাশীখণ্ড শ্রবণেও সেই ফল হয়। কেবল কাশীখণ্ড-শ্রবণেই মানবগণ, সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় পাঠের সদৃশ ফলভোগী হইয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডপ্রদান

সর্ব্বধর্ম্মৈর্মহাপুণ্যৈকরাশিভিঃ। শ্রুতং যৈঃ স্থিরচেতোভিঃ কাশীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥১১৩॥ ইদমেব হি দেবেজ্ঞা পরমা পরিকীর্ত্তিতা। জপেত্তৎ খণ্ডমখিলং শ্রোতব্যং শ্রদ্ধয়া দ্বিজাঃ ॥ ১১৪॥ শৃণুয়াদেকমপি য আখ্যানং কাশিখণ্ডজম্। শ্রুতানি তেন সর্ব্বাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যসংশয়ম্ ॥ ১১৫ ॥ মহাধর্ম্মৈকজননং মহার্থপ্রতিপাদকম্। কারণং সর্ব্বকামাপ্তেঃ কাশীখণ্ডমিদং স্মৃতম্ ॥ ১১৬॥ এতচ্ছ্রবণতঃ পুংসাং কৈবল্যং নৈব দূরতঃ। তুষ্যন্তি সর্ব্বে পিতরঃ শ্রুত্বৈতৎখণ্ডমুত্তমম্ ॥১১৭॥ প্রীণন্ত্যমর্ত্ত্যাঃ সর্ব্বেঽপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। মুনয়ঃ পরিমোদন্তে মাদ্যন্তি সনকাদয়ঃ ॥ ১১৮॥ হৃষ্টঃ সর্ব্বো ভবেদেব ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ। মহিমশ্রবণাদস্মাৎ বারাণস্যা ন সংশয়ঃ ॥১১৯॥ য ইদং শ্রাবয়েদ্বিদ্বান্ সমস্তং স্বর্দ্ধমেব বা। পাদমাত্রং তদর্দ্ধং বা শ্লোকং ব্যাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ১২০॥ স নমস্যঃ প্রযত্নেন সম্পূজ্যস্ত্বিষ্টদেববৎ। তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন বিশ্বেশপ্রীতয়ে সদা ॥ ১২১॥ তস্মিংস্তুষ্টে হি সন্তুষ্টো বিশ্বেশো নাত্র সংশয়ঃ। যত্রৈতৎপঠ্যতে খণ্ডং পরানন্দসমাশ্রয়ম্ ॥ ১২২ ॥ ন তত্র প্রভবেৎ কশ্চিদমঙ্গলসমুদ্ভবঃ। য ইদং শৃণুয়াদ্বিদ্বান্ যশ্চেদং শ্রাবয়েৎ সুধীঃ ॥ ১২৩ ॥ যঃ পঠেদপি পুণ্যাত্মা তে সর্ব্বে রুদ্রমূর্ত্তয়ঃ। য এতৎপুস্তকং রম্যং লেখয়িত্বা সমর্পয়েৎ ॥ ১২৪ ॥ অখিলানি পুরাণানি তেন দত্তানি নান্যথা। অত্রাখ্যানানি যাবন্তি শ্লোকা যাবন্ত এব হি ॥ ১২৫ ॥ তথা পদানি যাবন্তি বর্ণা যাবন্ত এব হি। যাবন্ত্যপি চ মাত্রাণি যাবত্যঃ পদপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ১২৬ ॥ গুণে সূত্রাণি যাবন্তি যাবন্তঃ পটতন্তবঃ। চিত্ররূপাণি যাবন্তি রম্যপুস্তকসঙ্ককে ॥ ১২৭ ॥ তাবদ্যুগসহস্রাণি দাতা স্বর্গে মহীয়তে। এতদ্দ্বাদশকৃত্বো যঃ শৃণুয়াৎ খণ্ডমুত্তমম্ ॥ ১২৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাপি তস্যাশু নশ্যেচ্ছম্ভোরনুগ্রহাৎ। অপুত্রঃ শৃণুয়াদ্যস্তু সুস্নাতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ১২৯ ॥ তস্য পুত্রো ভবত্যেব শম্ভোরাজ্ঞাপ্রভাবতঃ। কিং বহূক্তেন সূতেহ যস্য যস্য মনোরথঃ ॥ ১৩০ ॥ যো যস্তং তং স স সদা শ্রুত্বৈতৎপ্রাপ্নুয়াৎ কৃতী। শৃণুয়াদ দূরদেশেঽপি যঃ কাশীখণ্ডমুত্তমম্ ॥

আর কাশীখণ্ডশ্রবণ, উভয়েই পিতৃপুরুষগণ সমান তুষ্ট হন। যাহারা, পরম মঙ্গলজনক কাশীখণ্ড শ্রবণ করে, সেই স্থিরচেতা মানবগণ সমুদয় পুরাণশ্রবণের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং যে মানবগণ পরমোত্তম কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সেই সকল মহাপুণ্যশীল ব্যক্তি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণের ফলভাগী হয়। হে দ্বিজ! ভগবান্ মহেশ্বরের এইরূপ পরম আজ্ঞা যে, সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে সম্পূর্ণ কাশীখণ্ড পাঠ ও শ্রবণ করিবে এবং যদি কেহ ইহার একটীমাত্রও আখ্যান শ্রবণ করে, সে নিঃসংশয় সমুদয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রশ্রবণের পুণ্যভাগী হইবে। এই কাশীখণ্ড মহাধর্ম্মের একমাত্র কারণ, মহার্থপ্রতিপাদক ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টলাভের নিদানস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের মোক্ষপদও দূরবর্ত্তী হয় না এবং তাহাদিগের প্রতি, পিতৃগণ, সমুদয় সুরগণ, মুনিগণ ও সনকাদি-ব্রহ্মর্ষিগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। অধিক কি, কাশী-মাহাত্ম্যশ্রবণে চতুর্ব্বিধ ভূতনিচয়ই তাঁহার প্রতি নিঃসন্দেহ সন্তুষ্ট হন। যে জ্ঞানী পুরুষ সমস্ত কাশীখণ্ড, কিংবা অর্দ্ধেক, কিংবা পাদমাত্র অথবা পাদার্দ্ধ, বা একটী মাত্র আখ্যানও শ্রবণ করান, তিনি পরম নমস্য ও দেববৎ পূজ্য হইয়া থাকেন; তাঁহার সন্তোষার্থ তাঁহাকে পরম সমাদরপূর্ব্বক বিবিধ বস্ত্র-রত্নাদি দান করা কর্ত্তব্য, কারণ তিনি সন্তুষ্ট হইলে নিঃসন্দেহ বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে স্থানে এই পরম আনন্দপ্রদান কাশীখণ্ড পাঠ হয়, তথায় কোনরূপ অমঙ্গল উপস্থিত হয় না। যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, কাশীখণ্ড শ্রবণ, পাঠ বা শ্রাবণ করেন, তাঁহারা সকলেই রুদ্রস্বরূপ। উক্ত পাঠক ও শ্রাবককে হিরণ্য, ধেনু, বস্ত্র, অন্ন ও পুস্তক দান করিবে। যে ব্যক্তি, এই সুরম্য পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করে, সে নিঃসন্দেহ সমুদয় পুরাণদানফল পায়। এই কাশীখণ্ডে যতগুলি আখ্যান, শ্লোক, শ্লোকপাদ, বর্ণ, পত্র, পত্রপংক্তি এবং পুস্তকবন্ধনবস্ত্রে যতগুলি তন্তু, রজ্জুসূত্র ও চিত্রকার্য্য থাকিবে, পুস্তকদাতা তাবৎযুগসহস্র স্বর্গধামে পরমানন্দে অবস্থান করিবে। যে ব্যক্তি, দ্বাদশবার এই কাশীখণ্ড শ্রবণ করে, শঙ্করানুগ্রহে ত্বরায় তাহার ব্রহ্মহত্যাপাতকও দূরীভূত হইয়া থাকে। অপুত্রক ব্যক্তি যদি যথাবিধি স্নান করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই পুস্তক শ্রবণ করে, শিবাজ্ঞাপ্রভাবে সে পুত্ররত্ন লাভ করে। হে সূত! অধিক আর কি বলিব; যে যে ব্যক্তির যে যে অভিলাষ, ইহা শ্রবণে তাহাদিগের তৎসমস্তই সফল হয়। দূরদেশে থাকিয়াও

১৩১॥ স কাশীবাসপুণ্যস্য ভাজনং স্যাচ্ছিবাজ্ঞয়া। এতচ্ছ্রবণতঃ পুংসাং সর্ব্বত্র বিজয়ো ভবেৎ। সৌভাগ্যঞ্চাপি সর্ব্বত্র প্রাপ্নুয়ান্নির্ম্মলাশয়ঃ॥ ১৩২॥ যস্য বিশ্বেশ্বরস্তুষ্টস্তস্যৈতচ্ছ্রবণে মতিঃ। জায়তে পুণ্যযুক্তস্য মহানির্ম্মলচেতসা॥ ১৩৩॥ সর্ব্বেষাং মঙ্গলানাঞ্চ মহামঙ্গলমুত্তমম্। গৃহে হি লিখিতং পূজ্যং সর্ব্বমঙ্গলসিদ্ধয়ে॥ ১৩৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতি সাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থে কাশীখণ্ড উত্তরার্দ্ধেঽনুক্রমণিকা নাম শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০০॥

কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলে, শঙ্করাজ্ঞায় সে কাশীবাসের ফল লাভ করে। ইহা শ্রবণ করিলে সদাশয় মানবগণের সর্ব্বত্র বিজয় ও সৌভাগ্য ঘটে। যাহার প্রতি বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন, সেই পুণ্যাত্মা মহা-নির্ম্মলচেতা মানবেরই ইহা শ্রবণে অভিরুচি হয়। মানবগণ, সর্ব্বমঙ্গলসিদ্ধির নিমিত্ত, স্বীয় ভবনে এই অত্যন্ত মঙ্গলকর মনোহর কাশীখণ্ড, লিখিত করিয়া পূজা করিবে। ১০৬—১৩৪।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০০॥

সমাপ্তমিদমুত্তরার্দ্ধম্। ৪—২।

সমাপ্তঞ্চেদং কাশীখণ্ডম্। ৪।